সংখ্যা - ১, ৪-৬, ৯-১৫, ১৭, ১৯-২৭, ২৯-৩১, ৩৪-৫০

গৌড়ীয়

পরমার্থ এবং ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাদি অপরা বিদ্যার সমালোচক

পরা সাহিত্যপরিষদের সাপ্তাহিক পত্র।

তৃতীয় বর্ষ।

(১৩৩১ ভাদ্র হইতে শ্রাবণ ১৩৩২)

সম্পাদক

শ্রীঅতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিসারঙ্গ

শ্রীহরিপদ বিদ্যারত্ন ভক্তিশাস্ত্রী এম্, এ, বি, এল

শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি,এ

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ যন্ত্রে

শ্রীঅনন্তবাসুদেব ব্রহ্মচারী বিদ্যাভূষণ বি,এ কর্ত্তৃক

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীগৌরাব্দ ৪৩৮, ৪৩৯।

'গৌড়ীয়ে'র প্রবন্ধ সূচী।

প্রবন্ধ	সংখ্যা—পৃষ্ঠা
১। বর্ষারম্ভ	১।১
২। গৌড়ীয়-প্রসঙ্গ	১।২
৩। গৃহব্রত	১।৫
৪। শ্রীগোপাল ভট্ট	১।৭, ৩।১২, ৫।১০
৫। নির্য্যাণ	১।৯, ৩।১৩
৬। গৌড়ীয় মঠের আয়-ব্যয় তালিকা	১।৫০, ২।১৩
৭। দক্ষিণাত্যে পথে	১।১৮, ২।১০, ৩।৬, ৫।৫, ৬।৯,
৮। সাময়িক প্রসঙ্গ	২।১, ৬।১, ৭।২, ৮।১, ৯।১, ১০।১ ১১।১, ১২।১, ১৩।১ ১৫।১, ১৬।১, ১৭।১, ১৮।১, ১৯।১, ২০।৭, ২১।১, ২২।১, ২৩।১, ২৪।১,
৯। 'বিরহ' পাঠে অনুভূতি	২।৯
১০। তত্ত্বজ্ঞান	২।১০
১১। ট্রামে ভূত	২।১১
১২। নিমাই (পূর্ব্বানুবৃত্তি ক্রমে)	২।১৪, ৩।১৫, ৪।১৬, ১০।১৫, ১২।১৫, ১৪।৮,
১৩। গৌড়ীয় হাসপাতাল	৩।৩
১৪। মঠে গৃহব্রত	৩।৪,
১৫। ঠাকুরের বক্তৃতার চুম্বক	৩।৮, ৪।১২, ১০।৩, ১৪।১৬, ১৫।১২,
১৬। বানপ্রস্থ	৩।১০
১৭। প্রয়োজন তত্ত্ব	৩।১৫, ৪।১৫, ১৯।১০, ২০।১৫, ২১।১১,
১৮। ভাগবতসূর্য্য	৩।১৪
১৯। হরিকথা প্রসঙ্গ	৪।২,
২০। আস্তিকতা	৪।৩, ৯।১২,
২১। অভিমান	৪।৮ ৭।১২,
২২। শ্রীশ্রীনৌরাঙ্গ শতক	৪।১১, ৫।১৩, ৭।১৩,
২৩। প্রভুর প্রচার	৪।১২,
২৪। জগৎ কাহার ভোগ্য ?	৪।১৪,
২৫। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ	৫।৩, ৬।৪,
২৬। চতুর্থাশ্রম	৫।৭,
২৭। নিবেদন	৬।৩,
২৮। পেয়াদার আবার দৈ ?	৬।৭
২৯। বৈষ্ণবের স্বরূপ ও তটস্থ লক্ষণ	৬।১৫
৩০। আখড়া বা অক্ষক্রীড়ার স্থান (ছবি)	৭।১
৩১। বৈষ্ণব ব্যবস্থা	৭।৩,
৩২। মোহ	৭।৬,
৩৩। গৃহব্রত	৭।৬
৩৪। স্বদেশ	৭।৯
৩৫। অবতার	৭।১৪
৩৬। মায়ের-গৌড়ীয় মঠের নিমন্ত্রণ পত্র	৮।৪
৩৭। প্রচার প্রসঙ্গ	৮।৫, ৯।১৪, ১০।১৬, ১১।১০, ১২।১৪, ১৮।১৫, ১৯।১৪, ২০।১৫, ২১।৯, ২৪।১২, ২৩।১২, ২৪।২
৩৮। হরি ভজন	৮।৬
৩৯। শ্রীমায়ের-গৌড়ীয় মঠের আয়ব্যয় তালিকা	৮।১০
৪০। জিহ্বা বেগ	৯।৪
৪১। ভবাটবী	৯।৬, ১০।১০;
৪২। Notice of Vizagapatan meeting	৯।৯
৪৩। ধূমধর্ম্ম	৯।৯
৪৪। ভক্তের অন্ন	৯।১৩
৪৫। ভাগবত বিবৃতি	১০।১
৪৬। শিক্ষা	১০।৫
৪৮। বৈষ্ণবাশ্রম ধর্ম্ম	১০।১২
৪৯। উপাসনা	১০।১৩,
৫০। শ্রীকুলশেখর	১১।৬;
৫১। মহামায়া	১১।৭;
৫২। দেওয়ালী	১১।১০
৫৩। প্রেরিত পত্র	১০।১৩, ১১।১২; ১৩।১৫;
৫৪। স্বাধীনতা	১১।১৩; ১২।১৪;
৫৫। সমালোচনা	১২।৫, ১৮।৬;
৫৬। অতিৎ প্রতীতি	১৩।৩;
৫৭। সাঙ্খ্য দর্শন	১৩।৭;
৫৮। ভক্তের কায়াবরণ	১৩।৯,
৫৯। শ্রীজগন্নানন্দ পণ্ডিত গোস্বামী	১৩।১২, ১৪।১৫,
৬০। দুঃসঙ্গবর্জ্জন	১৪।১;
৬১। ঢাকায় বিরাট মহোৎসব	১৪।২
৬২। বুদ্ধিতত্ত্ব	১৪।৪
৬৩। ধর্ম্মে যান্তিচারি	১৪।৭
৬৪। কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ ও ভক্তি	১৪।৯, ১৫।১৪, ১৭।৪
৬৫। ব্রাহ্মতত্ত্ব	১৪।২
৬৬। প্রচারকের পত্র	১৫।১১
৬৭। প্রাকৃত জ্ঞান বিচার	১৬।৬
৬৮। বৈষ্ণ জগৎ	১৬।৯
৬৯। ঠাকুর হরিদাস (পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)	১৬।১১, ২৪।৩
৭০। সনাতন ধর্ম্মপ্রচার	১৬।১৪, ২১।৪
৭১। মাতাদের গান	১৭।৯
৭২। অভিধের বিচার	১৭।১১

প্রবন্ধ	সংখ্যা—পৃষ্ঠা
৭৩। দীনের কথা	১৭।১৪
৭৪। গৌড়মণ্ডল পরিক্রমার আহ্বান	১৭।১৬
৭৫। মুক্তি পিশাচী কেন	১৮।৭
৭৬। চতুস্ত্রিংশৎ বর্ণাত্মক উপদেশ	১৮।১১
৭৭। নিশান (ভূষণ)	১৮।১৩
৭৮। সতীর্থভ্রাতার প্রতি	১৮।১৩
৭৯। শ্রীগৌড়মণ্ডল ও শ্রীনবদ্বীপধাম	১৮।১৪
৮০। উদ্ধব ও শ্রীকৃষ্ণের প্রত্যুদ্গমনলীলা	১৮।১৬
৮১। সনাতন ও ভাগবতধর্ম্ম	১৯।৩
৮২। ভক্তই সুখী	১৯।৮
৮৩। তত্ত্বদর্শন	১৯।১২
৮৪। সনাতনসংস্কার আশ্রম	১৯।১৫
৮৫। বারাণসী হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয়ে ঠাকুরের বক্তৃতার মর্ম্ম	২০।১
৮৬। দীক্ষা ও দীক্ষিত	২০।১২
৮৭। প্রেমবন্যা	২১।৩
৮৮। সার্ব্বভৌমের ভিক্ষা	২১।৭, ২৩।১০
৮৯। পরিক্রমায় প্রস্তাবিত দ্রষ্টব্য স্থানসমূহের তালিকা	২১।১১, ২২।১০
৯০। আচার্য্যাভ্যুদয়ে	২১।১৩, ২৩।১০, ২৪।৯
৯১। পরিক্রমার আবাহন	২২।৩
৯২। তাঁহার ভজনমুখীসমাজে নিবেদন	২২।৫, ২৩।১৩
৯৩। তত্ত্বজ্ঞান	২২।৬
৯৪। রাধার কালি	২২।৭
৯৫। নিমন্ত্রণপত্র (পরিক্রমা)	২২।১১
৯৬। সেবা ও কৃপা	২২।১৩
৯৭। পরিক্রমার আহ্বান (পত্র)	২৩।১
৯৮। বৃন্দাবনের চিঠি	২৩।২
৯৯। নিরাকারবাদ (খাঁচায় পাখী)	২৩।৫
১০০। প্রবন্ধরহস্য	২৩।৭
১০১। গৌড়দেশ	২৩।৯
১০২। গৌড়মণ্ডল	২৩।১৫
১০৩। তত্ত্বনির্দ্দেশ কি ?	২৩।১৫
১০৪। পরিক্রমা কাহাকে বলে ?	২৩।১৫, ২৪।৬
১০৫। শ্রীধামপরিক্রমার আবশ্যকতা কি ?	২৩।১৬, ২৪।৬
১০৬। ধামদর্শনের অধিকারী কে?	২৩।১৬, ২৪।৭
১০৮। গৌরমণ্ডল সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কেন ?	২৪।৩
১০৯। কর্ম্মীর ও ভক্তের তীর্থ দর্শন	২৪।৭
১১০-১। উলা, উদ্ধারণপুর	২৪।৮
১১২। ভক্তের সেবা	২৪।৮

প্রবন্ধ	সংখ্যা—পৃষ্ঠা
১১৩-৪। খাস্থিলা, চাখন্দি, গোপীবল্লভপুর	২৪।৯
১১৬-৮। চাতরা, ছত্রভোগ, বাদটপুর	২৪।১০
১১৯-২০। ভড়া আঁটপুর, তালখড়ি	২৪।১১
১২১-২। তেলিয়াবুধুরি, বেলপুর	২৪।১২
১২৩-৬। গোপাল্লিয়া, ঠুকুচন, বুধইপাড়া, বেনাপোল	২৪।১৩
১২৭-৯। বোধখানা, বোধাকুলী, শান্তিপুর	২৪।১৪
১৩০-১। শালিগ্রাম, সৈদাবাদ	২৪।১৬
১৩২। শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা যাত্রা	২৪।২
১৩৩। আষাঢ়	২৪।৮
১৩৪। যোগ, যোগ, যোগ	২৪।১২

		ভারতীয়	বৈদেশিক
২য়	সংখ্যা	৵৹, পৃষ্ঠা	
৩য়	,,	।৹ ১৮, ১৯	২২ পৃষ্ঠা
৪র্থ	,,	।৹, ১৭, ১৮, ১৯	
৫ম	,,	।৹, ১৭, ১৮, ১৯	
৬ষ্ঠ	,,	।৹ ১৭, ১৮, ২১	
৭ম	,,	।৹ ১৭, ১৮, ১৯, ২১	
৮ম	,,	৵৹, ৵৹, ২১	
৯ম	,,	৵৹, ৵৹, ২১	৵৹
১০ম	,,	৵৹, ১৯, ২১	৵৹
১১শ	,,	৵৹, ২০, ২১	৶৹
১২শ	,,	০০,	৶৹
১৩শ	,,	৵৹,	৵৭
১৪শ	,,	৵৹,	৶৹
৫শ	,,	৵৹,	৶৹
১৬শ	,,	৵৹,	৶৹
১৭শ	,,	৵৹,	
১৮শ	,,	৵৹-৶৹	৶৹
১৯শ	,,	৵৹,	৶৹
২০শ	,,	৵৹,	৶৹
২১শ	,,	৵৹,	৶৹
২২শ	,,	৵৹,	৶৹
২৩শ	,,	৵৹,	৵৹
২৪শ	,,	২১,	২১

গৌড়ীয় তৃতীয়বর্ষের শেষার্দ্ধ সূচী।

১। সাময়িক প্রসঙ্গ—২৬।১, ২৭।১, ২৮।১, ২৯।১, ৩০।১, ৩১।১, ৩২।১, ৩৩।১, ৩৪।১, ৩৫।১, ৩৬।১, ৩৭।১, ৩৮।১, ৩৯।১, ৪০।১, ৪১।১, ৪২।১, ৪৩।১, ৪৪।১, ৪৫।১, ৪৬।১, ৪৭।১, ৪৮।১, ৪৯।১, ৫০।১

২। গৌড়মণ্ডল-পরিক্রমার ডায়েরী—২৬।৪, ২৭।২, ২৮।১১, ২৯।৮, ৩০।৭, ৩১।১৩, ৩৩।৬, ৩৪।১০, ৩৭।১৫, ৩৮।১৪, ৪০।১০, ৪৪।১৩, ৪৭।১৫

৩। প্রচার-প্রসঙ্গ—২৬।৮, ২৭।১৯, ৩১।১৫, ৩২।১৪, ৩৩।৪, ৩৪।৭, ৩৬।১১, ৩৭।৯, ৩৮।১২, ৪০।১৪, ৪২।১৩, ৪৪।১১, ৪৫।১৩, ৪৬।১২, ৪৮।১২, ৪৯।৯, ৫০

৪। মরমে, সে চরণে (কবিতা) ২৬।৮

৫। গুরুতত্ত্ব ২৬।৯

৬। প্রশ্নোত্তর ২৬।১০

৭। শ্রীনবদ্বীপ পরিক্রমার আয়-ব্যয় তালিকা ২৬।১২

৮। বৃদ্ধগৌরীর আলাপ ২৭।৪

৯। শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা ২৭।৭, ২৮।১৬

১০। বন্ধুর কৃতা ২৭।৮

১১। প্রেরিত পত্র ২৭।১৩, ২৯।১১, ৩০।৬, ৩৩।৪, ৩৫।৫, ৪০।১১

১২। ৺ বিষ্ণুপাদ চিত্তবিলাস ২৭।১৫

১৩। শ্রীমায়াপুর ২৭।১৫

১৪। আচার্য্য-প্রকট মহোৎসব ২৭।১৬

১৫। নিমাই ২৮।৪, ৩৪।১৬, ৫৩।১৫

১৬। মায়াপুরে আহ্বান ২৮।১

১৭। দেবত্ব ২৮।১, ৩৭।১৩, ৩৮।৪

১৮। বৈরাগী ২৯।৪

১৯। তত্ত্বজ্ঞান ২৯।১০

২০। মেলা ২৯।১৪

২১। আক্ষেপ পত্র ২৯।১৫

২২। সমালোচনা ২৯।১৫, ৩৪।১৩

২৩। শ্রীমায়াপুর যোগপীঠে শ্রীশ্রীগৌরজন্মোৎসব ২৯।১৬

২৪। শ্রীশ্রীগৌরজন্মোপলক্ষে ৩০।১০

২৫। নবদ্বীপে বৈষ্ণবের প্রতি অত্যাচার ৩০।১২

২৬। শ্রীধামে নির্য্যাণ ৩০।১১

২৭। দয়ার্দ্র ভ্রাতার নির্য্যাণ ৩০।১১

২৯। গুরু মহোৎসব ৩০।১৬, ৩১।১৫, ৩৪।১

৩০। স্বাগত ৩১।

৩১। মাসিক সমাচার ৩১

৩২। শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া গৌরাঙ্গ ৩১

৩৩। অভিনন্দন ৩১

৩৪। উত্তর-প্রার্থীর পত্র ৩

৩৫। শ্রীনামকীর্ত্তন ৩

৩৬। মাসকাটি ৩১

৩৭। শ্রীশ্রীধাম প্রচারিণী সভা ৩

৩৮। বৈষ্ণব বন্দনা ৩

৩৯। বংশ ৩

৪০। কুতর্কের সচ্চরিত্র ৩২।১, ৩৫

৪১। শ্রীধাম প্রাপ্তি ৩৫

৪২। বিলাস বিগ্রহাদ্যুদ্ভূতি

৪৩। নবদ্বীপ সহরে পাশবিক অত্যাচার ৩৬

৪৪। নবদ্বীপে শ্রীহরিনাম প্রচারে অত্যাচার ৩

৪৫। শ্রীপুরুষোত্তম উৎসব

৪৬। আমার বান্ধব কে ?

৪৭। তত্ত্ববিজ্ঞান

৪৮। ফিরে আয় ঘরে

৪৯। আনুগত্য

৫০। গুরু-প্রণাম

৫১। কুলিয়া নবদ্বীপের দৌরাত্ম্য

৫২। পীত

৫৩। Gaudiya Math Pt 'Malavya's Visit'

৫৪। সুসঙ্গ মহারাজ বাহাদুরের পত্র

৫৫। শ্রীমায়াপুরী সংস্কার সমিতির কার্য্য বিবরণী

৫৬। ভ্রম সংশোধন

৫৭। শ্রীনাম প্রকাশ

৫৮। Malavya On Vaishnavism ৩৬।১২
৫৯। নবদ্বীপে বিষম কাণ্ড ৩৬।১২
৬০। প্রশ্ন ৩৬।১২
৬১। ব্রহ্ম পরমাত্ম-বিচার ৩৬।১২
৬২। ত্রিবিধ চক্ষু ৩৭।৫
৬৩। শ্রীল ঠাকুর ও বৌদ্ধধর্ম ৩৭।১০
৬৪। কেন [illegible] ? ৩৭।১৫
৬৫। শ্রীচৈতন্য [illegible] শুদ্ধভক্তিধর্ম বিপন্ন ৩৮।২
৬৬। সম্পাদকীয় মন্তব্য ৩৮।৩
৬৭। মদ ৩৮।৬
৬৮। শ্রীল ঠাকুরের বলিহাটে বক্তৃতা ৩৮।৭, ৪০।৮
৬৯। মেয়েলী হিঁচকানী ৩৮।১০
৭০। ভগবানই একমাত্র ভজনীয় বস্তু ৩৮।১২
৭১। বাজে-বাজ ৩৮।১৫, ৩৯।১৪, ৪০।১৪
৭২। সেবাই শোভা ৩৯।৩
৭৩। বিচার কার কর ? ৩৯।৭, ৪১।৪, ৪২।৬, ৪৩।৮
৪৫।১৫, ৪৬।১৪
৭৪। লক্ষ্মী ও তুলসী ৩৯।৮
৭৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠের আয়-ব্যয় ৩৯।৯
৭৬। প্রেমোত্তম স্তব ৩৯।১১
৭৭। কাঁশা-ডোমের দিবসী মহোৎসবে উপহার ৩৯।১২
৭৮। উত্তর ৩৯।১৩
৭৯। গুরু-ক্রম ৪০।৩
৮০। শ্রীগৌরাঙ্গ স্তব ৪১।৪
৮১। প্রচারের ভাবেরী ৪১।৭, ৪২।৮
৮২। শ্রীপুরুষোত্তম উৎসবে আগমন ৪২।৪
৮৩। দক্ষ ও শিব ৪২।৯
৮৪। শ্রীশ্রীগোবিন্দ পঞ্চকম্ ৪২।১৩
৮৫। মঠের দ্বারে মাতার অশ্রু ৪২।১৬
৮৬। একাদশ বার্ষিক বিরহ-উৎসবে ৪৩।৩
৮৭। বৈষ্ণব কি অন্বেষণ ? ৪৩।৬
৮৮। সংসার-বন্ধন ৪৩।১১
৮৯। কর্ম-চক্র ৪৩।১৩
৯০। শ্রীক্ষেত্রে রথযাত্রা ৪৩।১৬
৯১। শাস্ত্র বাক্যের ব্যাখ্যিচার ৪৪।৩
৯২। ভাও পথ চলে ৪৪।৭
৯৩। দু'টী স্রোত ৪৪।৮
৯৪। বিরহ মহামহোৎসব ৪৪।১২
৯৫। গঙ্গা ৪৪।১৫, ৪৬।১৬
৯৬। বহুনাথের নিষ্ক্রমণ ৪৫।৪
৯৭। সর্বসৈবৈক্যবাদ ৪৫।৬
৯৮। গ্রন্থ সমালোচনা ৪৫।১২
৯৯। ভীক্ষা দিনে ৪৫।১৩
১০০। নবৈষ্ণব বেশ ৪৬।৪
১০১। পাঠের অধিকারী ৪৬।৫
১০২। তারাপঞ্চকম্ ৪৬।১৩
১০৩। বেনামী পত্রের উত্তর ৪৬।১৩
১০৪। উপলব্ধি ৪৬।১৫
১০৫। সেই এক ৪৭।৩
১০৬। বর্ণ পরিচয় ৪৭।৪
১০৭। স্বধর্ম ও পরধর্ম ৪৭।৮
১০৮। বৈশেষিক দর্শন ৪৭।১১
১০৯। শ্রীগুর্বষ্টকম্ ৪৮।৩
১১০। অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদ ৪৮।৪
১১১। রাগ ও দ্বেষ ৪৮।৬
১১২। মূলে ভুল ৪৮।৯
১১৩। নিষ্কপট কীর্তনানুরাগী ৪৮।৯
১১৪। শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ পঞ্চকম্ ৪৮।১১
১১৫। পাতঞ্জল দর্শন ৪৮।১৬
১১৬। উৎসবে আহ্বান ৪৯।২
১১৭। অজ্ঞকের গতি ৪৯।৩
১১৮। বিকারী-বিষমুখা ৪৯।৬, ৫০
১১৯। সমাজের ব্যাধি ৪৯।৭
১২০। শ্রীগৌড়ীয় মঠের আয়-ব্যয় ৪৯।১০, ৫০
১২১। শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমী ৫০।২
১২২। পাতঞ্জলদর্শন ৫০।৩
১২৩। সমতা ৫০।৪
১২৪। সমাজের ব্যাধি ৫০।৪

2563
011

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর কর্ত্তৃক প্রকাশিত।
শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

গৌড়ীয়

প্রাপ্তিস্বীকার ও চাঁদা সম্বন্ধীয় কথা
যুক্তিপূর্ণ প্রবন্ধাদি ও বৈষয়িক কথা
শ্রীমন্দির-সেবার যাবতীয় কথা
বিজ্ঞাপন সম্বন্ধে কথা।

তৃতীয় খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ৩১শে শ্রাবণ শনিবার ১৩৩১, ১৬ই আগষ্ট ১৯২৪ | ১৫ সংখ্যা

বর্ষ-প্রবেশ

দেখিছে জগৎ আঁখি বিস্ফারিয়া,
নাচিতেছে চিত্ত হরষে।
"গৌড়ীয়" শিশু ভক্তি প্রচারিয়া,
পড়িল তৃতীয় বরষে॥
"গৌড়ীয়" যতই চ'লেছে পুষ্ট,
ভক্ত আলিঙ্গনে তুষিয়া।
শুভক্ষণ হইতেছে নষ্ট,
"গৌড়ীয়"বাণী দেখিয়া॥
কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাকুল,
কপটী যতেক ছিলরে।
সকলে চিত্তে হইতেছে ক্ষুব্ধ,
(মনে) সকল প্রকাশি' দিলরে॥
মঠের যতেক অনর্থকারিতা,
জগতে সবাই বুঝিল।
ধর্ম্মধ্বজিদের যতেক দুরিতা,
সকলি ধরিয়া ফেলিল॥
কর্ম্ম ও জ্ঞানিগো কুণ্ঠায় হাসিল,
কথায় 'লিপ্ত' পলে না।
শাস্ত্রের নিদেশ সবাই জানিল,
মনগড়া কথা চলেনা।
অন্ধ মানবের নয়ন ফুটিল,
আলোকের ছটা পুড়িছে।
আঁধার আবর্ত্ত লাগেনাক' ভাল,
জ্যোতির অভাব বুঝিছে॥
জ্যোতিষ্মান্ যে, আলোকের কথা,
জগতে শুনাতে এসেছে।
বাহিরা তাঁহার শ্রীচরণে মাথা,
জ্যোতির সন্ধান পেয়েছে॥
জ্যোতির দেশের প্রতিনিধি তিনি,
জ্যোতিষ্মানে নিয়ে চ'লেছে।
তোরা আয় ছুটে কে কে যাবি [illegible]
[illegible]

গৌড়ীয়-প্রসঙ্গ :

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-পাদপদ্মকিঙ্করাভিমানিবিধায়ীর অশেষ কৃপাশ্রয়ে শ্রীরূপানুগ-বৈষ্ণবসমাজের ভেদাভেদপ্রকাশ "গৌড়ীয়" আজ নববর্ষে প্রবেশ করিলেন। আজ হইতে ইহার নাম হইল "গৌড়ীয়" প্রসঙ্গে প্রকটিত হইয়াছেন।

অবধূত নিত্যানন্দপ্রভুর অনুগমনে গৌড়ীয়ের দুইটী কার্য্য—

"প্রেম-প্রচারণ আর পাষণ্ড দলন।
দুই কার্য্যে অবধূত করেন ভ্রমণ॥"

"প্রেমপ্রচার"—যেমন-মহাপ্রভোক্তভাবে দৃষ্টান্ত, শুদ্ধভক্তি-প্রতীপরূপ পাষণ্ডদলনও সেইরূপ জীবে দয়ার পরিচায়ক।

জগতে অধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব ও ধর্ম্মের গ্লানি আসন্ন হইলে ভগবান্ স্বাংশ ও শক্ত্যাবেশাবতার প্রভৃতির দ্বারা দুষ্টদমন ও শিষ্টপালন করেন এবং সম্প্রতি স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়া স্বীয় সম্পত্তি নামপ্রেম প্রচার করেন। আবার কখনও বা ভক্ত-ভাগবত ও গ্রন্থ-ভাগবত দ্বারা ভক্তি ও ভক্তের মহিমা প্রকাশ ও পুষ্টনা, তৃণাবর্ত্ত, যমলার্জ্জুন, প্রলম্বাদি স্বানীয় কপটগুরু, পাণ্ডিত্যাভিমানী, কুতার্কিক, ছলাম্নিজাতীয়দের মত, কনককামিনীপ্রতিষ্ঠা-কাঙ্ক্ষী কপট ভক্ত প্রভৃতি পাষণ্ডগুরুদের উৎপাদন করিয়া থাকেন।

গৌড়ীয়ের অনুসরণে গৌড়ীয়ত্রব ও অগৌড়ীয়গণের মাৎসর্য্যপূর্ণ হৃদয়ে দুর্ব্বিষহ শতবৃশ্চিকদংশন জ্বালা অনুভূত হইতেছে। কিন্তু বৈকুণ্ঠের দূত "গৌড়ীয়" আরও অধিকতর উৎসাহ, নিশ্চয়, ধৈর্য্য, ভগবৎকর্ম্মপ্রবর্ত্তন, দুঃসঙ্গ-বর্জ্জন ও সাধুবর্ত্মানুবর্ত্তনপূর্ব্বক অপ্রতিহতগতিতে চলিতেছেন।

"গৌড়ীয়" চৌদ্দভুবনাত্মক ব্রহ্মাণ্ড বা দেবীধামের কোনও বস্তু নহেন। প্রাকৃতমনশ্চিত্তকারিণী স্রোতস্বিনী বিবক্ষা বা কাব্যলহরি। এখানে ক, খ, গ ও ঘ—এই

---

৮৩ মন্ত্র ছাড়ি' বেণী বেণা ॥
৮৪। ঐ শুন মহাল ডাকিছে সঘনে,
৮৫। কে কে তোরা যাবি আয় রে।
৮৬। অচিরে হইতে দিবের মরমে,
৮৭। বেলা বুঝি চলে' যায় রে ॥
৮৮।
৮৯।
৯০। শ্রীকৃষ্ণের বিবাহ

ত্রিগুণ সাম্যাবস্থা লাভ করিয়াছে। বিরজার উপরিভাগে ব্রহ্মলোক বা জ্যোতির্ম্ময় নির্ব্বিশেষ ধাম। ঐ ব্রহ্মলোকের পরপারে বৈকুণ্ঠ। বৈকুণ্ঠে কোনওপ্রকার কুণ্ঠা বা মায়িক ধর্ম্ম নাই। বৈকুণ্ঠ সবিশেষ চিন্ময় ধাম। এই ধাম ভগবানের সন্ধিনী-শক্তি-প্রকটিত; ভগবান্ হইতে অভিন্ন, 'তদ্রূপ-বৈভব' নামে খ্যাত। বৈকুণ্ঠের অভ্যন্তরে মাধুর্য্য-গোলোক বা কৃষ্ণলোক, গোকুল, বৃন্দাবন বা ব্রজ নামে পরিচিত এক লোকোত্তরে ঔদার্য্য-গোলোক বা গৌরধাম। গৌরধামে স্বরূপ অবস্থান শ্রীগৌরসুন্দর অচিন্ত্যভেদাভেদতত্ত্ব—প্রকাশ, অবতার, শক্তি, গুরু ও ভক্তভাবের সহিত নিত্য সেব্যবিগ্রহরূপে বিরাজিত।

গৌড়ীয় সেই ধামের বস্তু—ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরের অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-প্রকাশ বৈষ্ণবতত্ত্ব। এই জন্য গৌড়ীয়ের ভাব ও ভাষা, গৌড়ীয়ের আচার ও প্রচার-প্রণালী প্রণব বা বেদীধাম হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের গতি ও চিন্তাপ্রণালী হইতে গৌড়ীয়ের তত্ত্বকথা সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকারের। ব্রহ্মাণ্ডের আদর্শ—ভোগ বা ত্যাগ, বুভুক্ষা বা মুমুক্ষা; গৌড়ীয়ের আদর্শ কৃষ্ণসুখতাৎপর্য্যপরা সেবা। সেখানে সেবার নামে ভোগ বা জ্ঞানকর্ম্মাদি অন্যাভিলাষের আগমন, সেখানে গৌড়ীয়ের সহানুভূতি নাই। গৌড়ীয় সমধর্ম্মী মহাভাগবত হইলেও প্রচারকার্য্যে ব্রতী হওয়াতে যথায় ভাগবতের ন্যায় ঈশ্বরে প্রেম, শুদ্ধভক্তবন্ধুর সহিত মিত্রতা, দানিগে কৃপা, ও বিদ্বেষী-জনে উপেক্ষা প্রদর্শন করেন। গৌড়ীয় নিত্যস্তব্ধক বাস্তব সত্যের উপাসক ও ভ্রম, প্রমাদ, করণাপাটব, বিপ্রলিপ্সা, এই দোষচতুষ্টয়বিনির্ম্মুক্ত নিত্যসিদ্ধ কৃপাময় গৌরজনের নিত্য কিঙ্কর। সুতরাং তিনি জানেন শ্রীগুরু নিত্যস্তব্ধক বাস্তব সত্যে কোনও ভ্রম থাকিতে পারে না। গৌড়ীয় সেই সাধুশাস্ত্রগুরুবাক্যের সুদৃঢ়বিশ্বাসভূমিকায় নিজ বৈশিষ্ট্য লইয়া অবস্থিত। অপরদিকে বেদীধামের অসংখ্য জীবকুল অসংখ্য মনোধর্ম্মের অনাদি স্রোতে ভাসমান।

যদি কোনও ভাগ্যবান জীব কর্ম্মের অনাদি স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে গৌড়ীয়ের বাণী শ্রবণযোগ্য তাকল শুকৃতি অর্জ্জন করিতে পারেন, তবে তিনি গুরুকৃষ্ণকৃপায় ভক্তিলতা বীজ প্রাপ্ত হইবেন। গুরুবৈষ্ণবের আনুগত্যে নিরন্তর হরিকথা শ্রবণকীর্ত্তনজলসেচনপ্রভাবে ঐ বীজ ক্রমে অঙ্কুর ও লতায় পরিণত হইবেন। লতা ক্রমে বর্দ্ধিত হইয়া বিরজা ও তৎপরে ব্রহ্মলোকে উপনীত হইবেন। কিন্তু তদবস্থানে ভক্তিলতার সেবা-বৃক্ষের অভাব থাকা হেতু তাহাও ছেদ করিয়া শ্রবণকীর্ত্তনজলসিক্ত ভক্তিলতিকা বৈকুণ্ঠে আসিয়া উপস্থিত হইবেন; বৈকুণ্ঠ বা পরব্যোমে শান্ত, দাস্য ও গৌরব-সখ্য বর্ত্তমান। লতিকা সেই স্থানেও অবস্থান করিতে পারেন কিন্তু নিজস্বরূপে আরও চমৎকারিতা বর্ত্তমান থাকিলে লতিকা শান্ত, দাস্য, গৌরবসখ্যাদির সহিত বিশ্রম্ভ সখ্যার্দ্ধ, বাৎসল্য ও মধুর ভাবপল্লবকুসুমপুষ্ট কৃষ্ণচরণকল্পবৃক্ষে আরোহণ করিয়া বিস্তার লাভ করিবেন। তখনই সেই ভক্তিলতাবৃক্ষে প্রেম ফল ফলিবে। ভক্তরূপী উচ্চ জগতে অবস্থান করিয়া পরব্যোমের প্রেমফলের আস্বাদ পাইয়া তাহার ঔৎসাহের সহিত শ্রবণকীর্ত্তনাদি অনুশীলন করিতে থাকিবেন। তখন শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনের নয়নসাধ্য সেবাসুখে মত্ত হইয়া নিত্য প্রেমবিলাসবিবর্ত্তে আবিষ্ট থাকিবেন, ইহাই গৌড়ীয়ের চরম প্রাপ্য বস্তু।

বেদীধামের চলনা পরিধান করিয়া বৈকুণ্ঠবস্তু গৌড়ীয়কে দর্শন বা স্পর্শিতে গেলে বঞ্চিত হইতে হইবে। গৌড়ীয়ের প্রাচীন বিষয় সুদর্শন বা অধোক্ষজ ভক্তি। সুদর্শন অর্থে অক্ষজ শ্রীবিষ্ণুর হস্তস্থিত চক্র—উহা অক্ষজের রক্ষক ও পাষণ্ড দলের সংহারক। উহা দুর্গাসনাত্মক কুণ্ঠার্শনিক ওর্ধ্বাদ ও নিকট ভাগবত ও ত্রিবিক্রমপাদ স্মার্ত্তার্শনিক অন্যাভিলাষীদের নিত্য পরমপ্রশস্ত সেব্য বস্তু। সুদর্শনের অপর নাম কৃষ্ণ বা বেদান্তদর্শন। ঔপনিষদ ভাষা শ্রীমদ্ভাগবত শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতিপাদ্য বিষয় নির্ম্মৎসর সাধুজনগণ প্রোজ্ঝিত-কৈতব জীবের-স্বরূপ-ধর্ম্ম-ভক্তি। গৌড়ীয় ভাগবতধর্ম্মপ্রচারক বৈদান্তিক; তিনি স্বকপোলকল্পিত অসুরবিমোহনকারী ভাষ্যানুগত নির্ব্বিশেষ বৈদান্তিক নহেন।

গৌড়ীয় অপ্রাকৃত স্বরূপ-ধর্ম-প্রচারক। প্রাকৃত সাহজিক মতের সহিত অপ্রাকৃতের সমন্বয় নাই। গৌড়ীয় রূপানুগ ও শ্রীরূপানুগের মতসিদ্ধান্তের প্রচারক। যাহারা রূপানুগ অভিমান করিয়া শ্রীরূপের সিদ্ধান্তের পরিপন্থী তাহাদিগকে গৌড়ীয় শ্রীগৌরবিদ্বেষী জ্ঞানে উপেক্ষা করেন। গৌড়ীয় বিপ্রলম্ভ বিগ্রহ রাধাভাবদ্যুতি সুবলিতবপু শ্রীগৌরসুন্দরের একনিষ্ঠ উপাসক—গৌরনাগরী-পাষণ্ডী নহেন। গৌড়ীয় আউল, বাউল, কর্তাভজা, নেড়া, দরবেশ, সাঁই, সহজিয়া, সখীভেকী, সখিভেকী, দরবেশ, বাউল, কাঁকড়াবিষাণী, অতিবাড়ী, চূড়াধারী প্রভৃতি গৌরবিদ্বেষী অপসম্প্রদায়িক নহেন।

গৌড়ীয় অপসম্প্রদায়িক-নামধারী ভিন্নভদ্রসম্বয়বাদীও নহেন। গৌড়ীয় ভিন্নসমন্বয়বাদী সংসম্প্রদায়িক।

গৌড়ীয়বৃন্দে যে সকল দেবী-ধামের সংবাদ প্রাকৃতজনের জন্য প্রচারিত হইয়া থাকে, তাহা বৈকুণ্ঠের সহিত মায়ার বৈষম্য, জড়ের সংশ্রয়ধর্মী ভেদের সহিত অদ্বয়জ্ঞানের তারতম্য প্রদর্শনের জন্য। জড়ব্রহ্মাণ্ডে ভোক্তা ও ভোগ্যের সংখ্যা অসংখ্য কল্পিত হওয়ায় এখানে ঘনসবতা ও ভেদনীতি বর্ত্তমান। চিদ্ধামে ভোক্তা একজন, তিনিই স্বরাট্ পুরুষ শ্রীভগবান্। অপরাপর সকলেই তাঁহারই সেবক, তাঁহা হইতে অভিন্ন বস্তু। সুতরাং সেখানে অদ্বয়জ্ঞান বর্ত্তমান। স্বরূপ হইতে ইতর তত্ত্বের জ্ঞানদ্বারা স্বরূপতত্ত্বের জ্ঞান যতক্ষণ দৃঢ় না হয়, ততক্ষণ বিজ্ঞান লাভ হয় না। চতুঃশ্লোকী ভাগবতে—'অহমেবাসং' শ্লোকে ভগবান্ ব্রহ্মাকে এইজন্যই মায়ার কথা বলিয়াছিলেন। শ্রীব্যাসদেব সমাধিতে পূর্ণ পুরুষ ভগবান এবং অপাশ্রিত ভাবে মায়াকে দর্শন করিয়া বিজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন।

'গৌড়ীয়'—শুদ্ধ বর্ণাশ্রমধর্ম্মের পুনঃসংস্থাপক, 'গৌড়ীয়'—[illegible] ও অধোক্ষজভক্তি-মীমাংসক। গৌড়ীয় বনক, কাহিনী, প্রতিষ্ঠালোলুপ ধর্ম্মব্যবসায়ী, মন্ত্রব্যবসায়ী, কীর্ত্তন-[illegible] গায়কব্যবসায়ী, বিদ্যা-ব্যবসায়ী গুরুক্রব, আচার্য্যক্রব, ও বৈষ্ণবক্রবের শুভ্রমৌর উন্মাটন ও উৎপাদনকারী। এইজন্য গৌড়ীয় জড়স্বার্থপরগণের বিচারে পরমশত্রু আর নিন্দিতজন, শুদ্ধভক্তগণের চক্ষে পরম বান্ধব ও জীবে দয়াময়। 'গৌড়ীয়' অক্ষজবাদীর বিচারে, প্রাকৃত ও অপ্রাকৃতের ভেদতাৎপর্য্য-নির্ণয়ে অক্ষম ব্যক্তির নিকট—দার্ষ্টিক, কিন্তু অধোক্ষজবিচারনিপুণ ভাগবতের বিচারে যথার্থ 'তৃণাদপি-সুনীচ'।

গৌড়ীয় নির্জ্জনভজনের নামে প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষী কপটসেবী নহেন। গৌড়ীয়ের একমাত্র কৃত্য শ্রীগৌরবিহিত-কীর্ত্তন। 'গৌড়ীয়' নামধারা ভক্ত ও ভক্তিমাত্রাদ্বারা প্রচারক। 'গৌড়ীয়' শ্রীকীর্ত্তনবিগ্রহ শ্রীমন্মহাপ্রভু, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ও নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুর-প্রবর্ত্তিত, শ্রুতি প্রতিপাদ্য-নাম-ভজনকারী। 'গৌড়ীয়' কল্পিত-ছড়া-ভজনকারী নহেন। গৌড়ীয় শ্রীনাম, নামাভাস ও নামাপরাধের যথাযথ ভেদপ্রদর্শনকারী। বহির্ম্মুখ সিদ্ধোপভুক্ত বসনায় গৌড়ীয়ের দর্শন, ভাষা, সিদ্ধান্ত, অনুভব তিক্ত বোধ হইলেও অনুদিন শ্রদ্ধাসহকারে সেবন করিতে করিতে ক্রমশঃ গৌড়ীয়ের সুমিষ্ট রস যতই হৃদয়াভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া সিদ্ধরস অনর্থ বিনাশ করিতে থাকিবে, ততই 'গৌড়ীয়' মিষ্ট হইতে মিষ্টতর, মধুর হইতে মধুর, সুমধুর আরও সুমধুর বোধ হইবে। তখন গৌড়ীয়ে অপ্রাকৃত বুদ্ধির উদয় হইবে এবং গৌড়ীয়ের শ্রীচরণে আত্মসমর্পণ করিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে বলিতে পারিবে—

বৈষ্ণব ঠাকুর দয়ার সাগর
এদাসে করুণা করি।
দিয়া পদছায়া, শোধহ আমায়,
তোমার চরণ ধরি॥
ছয় বেগ দমি' ছয় দোষ শোধি,
ছয় গুণ দেহ দাসে।
ছয় সৎ সঙ্গ, দেহ হে আমারে,
বসেছি সঙ্গের আশে॥
একাকী আমার নাহি পায় বল,
হরিনাম সংকীর্ত্তনে।

তুমি কৃপা করি, ব্রহ্মবিন্দু দিয়া,
যেহ কৃষ্ণ-নাম-ধনে।
কৃষ্ণ সে তোমার, কৃষ্ণ দিতে পার,
তোমার শকতি আছে।
আমি ত কাঙ্গাল, 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' বলি,
ধাই তব পাছে পাছে॥

গৃহস্থ

'গৃহস্থ' বলিতে আমরা কি বুঝি, প্রথমে আমরা তাহারই বিচার করিব। প্রথমে পদটীর ব্যক্তিবেক-আলোচনা করা যাউক। যাঁহারা গৃহস্থ নহেন, তাঁহারা অগৃহস্থ। গৃহস্থ ও অগৃহস্থ কাহারা দেখিতে গিয়া আমাদের প্রথম ধারণা হয় যাঁহারা ঘরে বাস করেন, তাঁহারাই গৃহস্থ, আর তাহার বিপরীত অগৃহস্থ। এই যৌগিক অর্থগ্রহণ করিলে আমরা দেখিতে পাই অগৃহস্থ প্রায় নাই। এরূপ বিচারেও অবশ্য মর্কটকুলকে অগৃহস্থ বলা যাইতে পারে, কেননা তাহাদের কোন বাসা নাই। ইহাদের ন্যায় আরও কয়েকটী ইতরপ্রাণী অগৃহস্থ হইতে পারে, কিন্তু পশু পক্ষী সরীসৃপ কীটাদির মধ্যে অনেকেই বাসা, বিল, বিবর প্রভৃতিতে বাস করিয়া থাকে, সুতরাং তাহাদিগকে গৃহস্থের পর্য্যায়ে ফেলিতে হয়। মানবের মধ্যে এরূপ অগৃহস্থ কে যিনি আদৌ কোন আশ্রয় স্বীকার না করিয়া বাস করেন?

চারিটী আশ্রমের অর্থাৎ মানবের সমাজে অধিষ্ঠান-প্রকার-ভেদে চারিটী বিশেষ অবস্থার মধ্যে আমরা গৃহস্থ দেখিতে পাই। এই গৃহস্থ কি পূর্ব্ব বিচারিত যৌগিক অর্থনির্দ্দিষ্ট 'গৃহস্থের' সহিত সমানার্থবোধক? একটু অগ্রসর হইয়াই আমরা ইহার উত্তর দেখিতে পাইব। আর তিনটী আশ্রমের নাম ব্রহ্মচর্য্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস। ব্রহ্মচারী আচার্য্য কর্ত্তৃক বেদ সমীপে উপনীত হইয়া বেদরূপ শব্দব্রহ্মে বিচরণ করিতে থাকেন, সেই বেদাভ্যাস কালে তিনি গুরু কুলে বাস করেন, গুরুর গৃহে বাস করিলেই যদি তাঁহারা গৃহস্থ হইতেন, তাহা হইলে গৃহস্থের একটী স্বতন্ত্র আশ্রম আর্য্যা হইত না। সুতরাং এই খানেই দেখা যাইতেছে যে গৃহস্থ কথাটি যৌগিক অর্থে ব্যবহৃত হয় না। বানপ্রস্থ ধর্ম্মাবলম্বীও কুটীর বাঁধিয়া বাস করিয়া থাকেন, অথচ তিনি গৃহস্থ নহেন, আবার সন্ন্যাসীও গুহা ও মঠাদিতেই বাস করেন। সুতরাং গৃহস্থ বলিতে গৃহবাসীকেই বুঝায় না। তবে গৃহস্থ কি?

দেখা যায় ব্রহ্মচর্য্যের পরেই গার্হস্থ্যাশ্রম। গুরুকুলে সংযম শিক্ষানবিশীতে বেদপাঠ ও ভগবত্তত্ত্বালোচনা ব্রহ্মচারীর ধর্ম্ম। সাধু আদর্শ সমক্ষে ধরিয়া ভগবদ্বিষয়ে মগ্ন থাকায় সরল ব্রহ্মচারীর চিত্তে কোন অসাধুচিন্তা প্রবেশের অধিকার পায় না, ভোগবৃত্তি হইতে ব্রহ্মচারী দূরে থাকার অভ্যাস করেন। সুতরাং যথার্থ ব্রহ্মচারী বেদোক্ত। ব্রহ্মচারিগণের ভগবদালোচনাতে যাহারা বিভোর হইয়া যান, তাঁহারা আর অবস্থান্তরের পক্ষপাতী নহেন, তাঁহারা 'উপকুর্ব্বাণ' বা 'নৈষ্ঠিক' আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া চিরজীবন ব্রহ্মচর্য্যাবস্থায় যাপন করেন; নচেৎ ব্রহ্মচারী উপযুক্তকালে বেদাধ্যয়নাদি সমাপ্ত করিয়া সমাবর্ত্তন করেন ও উপযুক্ত কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া সংসারে প্রবেশ করেন। তাঁহার তখন গার্হস্থ্যাশ্রম। সুতরাং 'গৃহস্থ কে?'—এই প্রশ্নের উত্তরে আমরা দেখিতে পাই তিনি যথাশাস্ত্র বিবাহ করিয়া সংশাস্ত্রানুসারে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে থাকেন। তখন তিনি যে গৃহে সস্ত্রীক বাস করেন, সে গৃহের অধিকারী তিনি নহেন, তিনি তখন গৃহস্থ। তাই শাস্ত্র নির্দ্দেশ করিয়াছেন,

"ন গৃহং গৃহমিত্যাহুর্গৃহিণী গৃহমুচ্যতে।
তয়া হি সহিতঃ সর্ব্বান্ পুরুষার্থান্ সমশ্নুতে॥"

গৃহিণী না থাকিলে গৃহই নয়, সুতরাং গৃহস্থও নয়। আমার এই শ্লোকোক্ত বিধান হইতে দেখা যাইতেছে যে গৃহিণী লইয়া গৃহে বাস করিলেই গৃহস্থ হওয়া যাইবে না। তাঁহার সহিত পুরুষার্থ সাধন করিতে হইবে। গৃহিণী সহধর্ম্মিণী। ধর্ম্মাদি পুরুষার্থসাধনের মূলে শাস্ত্রবিধিপালন [illegible] সে শাস্ত্রবিধির মূলে ভগবদ্ভজনই কল্পিত। [illegible] ব্যতীত কোন আশ্রমেরই অস্তিত্ব নাই, ভগবদ্ভজনত্যাগী অন্যাশ্রমী। শ্রীমদ্ভাগবত একাদশস্কন্ধে [illegible]

"সুসন্তুষ্টাপুত্রো গুরু: সর্ব্বেষাং চতুর্ণামপি—"বাপের প্রসাদে নয় তুষ্টা" "ছাড়ো ভাগাভাগিভাব" এই উপদেশবাক্য মাত্র কয় কালে তাঁহাদিগকে করিতেও ভগবচ্চালনা করেন, তাহাতে শুরু গোঁসাই দুষ্টি প্রাপ্ত হয়, প্রবৃত্তির প্রশ্রয় দেওয়া হয় না।

বর্ণ ও আশ্রম সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবত উপদেশ করিয়াছেন,

"যে এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্মপ্রভবমীশ্বরং।
ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ।"

যে কোন আশ্রমী ভগবদ্ভজন না করিলে স্থানভ্রষ্ট হইয়া অধোগতি প্রাপ্ত হয়। ভগবদ্ভজন যাঁহার যে পরিমাণে হয়, তাঁহার উন্নতিরও সেই পরিমাণে সম্ভব। যেখানে ইন্দ্রিয়সংযমের অভাব সেখানে ভগবদ্ভজনেরও অভাব জানিতে হইবে। এরূপ স্থলে গুরুনির্দ্দেশের অনুষ্ঠান-সমূহ কেবল কপটতাময়।

আধুনিক কালে যাঁহারা গুরু বলিয়া পরিচিত হইতে চাহেন তাঁহাদের অবস্থা একটু আলোচনা করিলে দেখিতে পাইব যে তাঁহাদের গৃহস্থাশ্রম নাই। তথাকথিত গৃহস্থের গৃহগুলি কেবল ভোগের আগার, বৈদিকশাস্ত্রসমূহে গৃহস্থের যে সকল ধর্ম্ম নিবদ্ধ আছে, সে গুলি ক্বচিৎ পালিত হয়। উহার কারণ আর কিছুই নহে। গুরুকুলে বাস করিয়া ভগবদ্ভজন ও স্বাধ্যায়প্রমুখ প্রবৃত্তির নিবৃত্তির অভ্যাস সাধিত হয় নাই, ব্রহ্মচর্য্যের অভাবই গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসের ভিত্তি নষ্ট করিয়া দিয়াছে, আশ্রমধর্ম্ম একরূপ উঠিয়া গিয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এখন যে অবস্থাটী গার্হস্থ্য বলিয়া পরিচয় দিতেছে সেটী গৃহমেধী বা গৃহব্রতের অবস্থা। যাহারা গৃহ বা গৃহিণীকেই সর্ব্বস্ব করিয়াছে তাহারাই গৃহব্রত বা গৃহমেধী অর্থাৎ যাহারা গৃহকে মেধী বা যজ্ঞস্থলে প্রোক্ষিত পশুবন্ধন কাষ্ঠখণ্ডের ন্যায় কেন্দ্র করিয়া তাহার চতুর্দ্দিকে পশুর ন্যায় ঘুরিতে থাকেন। ভগবদ্বহির্ম্মুখতার ফলে যে ভগবদ্বিষয়ে বিরক্তি তাহার অভাব যেখানে, সেখানে আশ্রমধর্ম্ম থাকিতে পারে না। যেখানে আশ্রমধর্ম্ম নাই সেখানে আর্য্যত্বের অভাব।

যাঁহারা সদ্গুরু হইতে চাহেন তাঁহাদের কর্ত্তব্য—নিষ্কপটভাবে ভগবদ্ভজন করেন এরূপ সাধুমহাপুরুষ গুরুর আশ্রয় গ্রহণপূর্ব্বক ভগবদ্ভজনে রত হন এবং বৈষয়িক পরিত্যাগপূর্ব্বক সংযতভাবে আশ্রমোচিত বিধিবর্জ্জন করিবেন। গৃহস্থধর্ম্মপালনতৎপরব্যক্তি সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবেন যে, ব্রহ্মচর্য্যই গৃহস্থাশ্রমের ভিত্তি, সুতরাং পূর্ব্বে ব্রহ্মচর্য্য অভ্যস্ত হয় নাই বলিয়া উপযুক্তকাল গৃহ হইতে দূরে থাকিয়া গুরুকুলে বাসপূর্ব্বক ব্রহ্মচর্য্য পালন করা তাঁহার পক্ষে কর্ত্তব্য এবং পালা সকলকে সে সুযোগ দেওয়া আবশ্যক। এইরূপে ক্রমে ব্রহ্মচর্য্যের পুনঃপ্রবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে যথার্থ গৃহস্থাশ্রমেরও প্রতিষ্ঠা হইতে পারিবে।

যাঁহারা শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার সহিত সংশ্লিষ্ট মঠগুলির সংবাদ রাখেন, তাঁহারা জানেন কিরূপ স্বাভাবিকভাবে সেখানে ব্রহ্মচারী সুশিক্ষিত হয় এবং অনেক গৃহস্থ গুরু ও গুরুকুলে বাস করিয়া ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা করেন। তাঁহাদের অনেকে গৃহসঙ্গ ত্যাগ করিয়া বানপ্রস্থ অবলম্বনপূর্ব্বক গুরু-কুলে বাস করিতেছেন ও সন্ন্যাসিগণ পরিব্রাজকের ধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে শ্রীনাম ও ভক্তি-ধর্ম্ম প্রচার করিয়া পরিভ্রমণ করিতেছেন। কলিকাতার কেন্দ্র শ্রীগৌড়ীয় মঠে আগমন করিয়া যে কেহ তাঁহাদের কার্য্য-প্রণালী পরিদর্শন পূর্ব্বক এ বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারেন।

এখন একটী কথার আলোচনা করিয়া আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধের উপসংহার করিব। গুরুকরণ সম্বন্ধে আমরা কুলগুরু ও গৃহস্থগুরুর কথা শুনি। প্রথমে গৃহস্থগুরুর কথা বলি। গুরু কে? যিনি শিষ্যকে পরমার্থপথে চালিত করিয়া ভগবদ্দর্শন করাইতে পারেন, তিনিই গুরু। তাঁহার নিজের ভগবদ্দর্শন সিদ্ধ হইয়াছে, নচেৎ তিনি শিষ্যকে কি সাহায্য করিবেন? সুতরাং বহুজীব, স্ত্রীর কৃতা, যোষিৎসঙ্গী কখনও গুরু হইতে পারেন না। গুরু গুরুচূড়ামণি, তিনি সংসারমুক্ত, বিষয়স্পৃহাশূন্য। তিনি যে কোন আশ্রমে অবস্থান থাকিতে পারেন, অর্থাৎ তিনি গৃহব্রতী, বা গৃহস্থ বা বানপ্রস্থ অথবা সন্ন্যাসী হইতে পারেন। কিন্তু পাঠক পাঠিকাগণ, সরল অন্তঃকরণে বিচার করিয়া বলুন দেখি যে, আজকাল আমরা যাঁহাদিগকে গৃহস্থ বলি, তাঁহাদের মধ্যে এরূপ গুণান্বিত গুরু হইবার যোগ্য সাধু মহাপুরুষ তাঁহারা কোথাও দেখিয়াছেন কি না? এখন আশ্রমীরই

অভাব, গৃহস্থাশ্রমী ত নাইই। গৃহস্থ আশ্রমেই সর্ব্বাপেক্ষা কঠোরতা, এরূপ পরীক্ষার স্থল আর নাই। বাল্যকালে ইন্দ্রিয়সমূহ পুষ্ট হয় না, সে অবস্থায় ব্রহ্মচারী সকলেই থাকিতে পারে। যদি বলা যায়, এই তিন বৎসর বয়স্ক বালকটী খুব বড় ব্রহ্মচারী, উহার স্ত্রীলোকে আদৌ আসক্তি নাই, তাহা হইলে সে কথা সকলেই উড়াইয়া দেন, কেহ তাহাতে মনোযোগ দেন না, কেন না তাহার পরীক্ষাকাল এখনও আসে নাই। তৎপরে ৮।১০ বৎসর বয়সে গুরুকুলে থাকিয়া ভোগোপাদানের অসদ্ভাবে ধাতুস্থ ব্রহ্মচারীর ইন্দ্রিয়ের সুপ্ত সমূহ জাগরূক হইবার সেরূপ সুযোগ পায় না। তৎপরে পূর্ণ যৌবনে যখন বহুবীর পাণিগ্রহণ করিয়া ভোগের রাজ্যে প্রবিষ্ট হয়, তখন ইন্দ্রিয় সংযত রাখিয়া গৃহস্থধর্ম্ম পালন করা যে কত কঠিন তাহা নিরপেক্ষ ব্যক্তিমাত্রই বুঝিতে পারেন। সেই জন্যই আজ গৃহস্থের এত অভাব, আজ সব পণ্ডিত গৃহস্থ, কেহ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারেন না, কদাচ কচিৎ একটী কি দুইটী। তাহারও সন্ধান পাওয়া দুষ্কর। সুতরাং জানি না অধুনাতন কালে গৃহস্থ গুরু কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে? এখনকার গৃহব্রতগণ গোদাস অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের দাস, তাঁহাদের মধ্যে 'গোস্বামী' বা জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির একেবারে অভাব। কৃষ্ণসেবাপর জিতেন্দ্রিয় পুরুষ না হইলে কেহ গুরু হইতে পারেন না। সুতরাং এখন গৃহস্থের অর্থাৎ গৃহমেধী গোদাসের গুরুগিরি সোনার পাথর বাটীর ন্যায় অসম্ভব। এরূপ অবস্থায় গুরুবংশ, গুরুর ঔরস পুত্র গুরু, কিরূপ চলিতে পারে তাহা কি তাবিবার বিষয় নহে? শিষ্য প্রশিষ্য লইয়া যথার্থ গুরুকুল, পুত্রপৌত্রাদিক্রমে কখনও গুরুবংশ চলিতে পারে না। সুতরাং কুলগুরু বলিয়া কোন বস্তু বিশেষ পারমার্থিকশাস্ত্র ও মহাজন স্বীকার করেন না, যুক্তিতেও তাহা সিদ্ধ হয় না। অতএব যাহারা 'কুলগুরু' 'কুলগুরু' করিয়া ভবে পারমার্থিকরাজ্যে প্রবেশ করিবার অধিকার লইতেছেন না, তাঁহারা জানুন যে কুলগুরু বলিয়া যে একটী বোঝা তাঁহাদের বংশের স্কন্ধে চাপান হইয়াছে তাহাতে তাঁহাদের বুদ্ধি শুদ্ধি লোপ পাইয়াছে, তাঁহারা একটী বৃথা আতঙ্কের ভারে ক্লিষ্ট হইয়া পড়িতেছেন, তাঁহারা, পারমার্থিক উন্নতির জন্য যত্ন করিবার সুযোগ পাইতেছেন না। তাঁহারা শুনুন, উপনিষদ (বেদ) তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া ডাকিতেছেন "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত," আবার উৎসাহ দিতেছেন—"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"। বল সঞ্চয় করিয়া ঐ বুলির ভয় দূর করিয়া তাঁহারা নিষ্কিঞ্চন সংসারমুক্ত মহাপুরুষের চরণাশ্রয় করিয়া ধন্য হউন। আর কুলগুরুর বৃথা অভিশাপের ভয়ে নিজের নিত্যকাল নষ্ট করিবেন না, মানব জন্ম এরূপ বৃথায় কাটিয়া গেলে আবার উহা নাও পাইতে পারেন। তখন 'ইতো নষ্ট-স্ততো ভ্রষ্টঃ' হইতে হইবে। তাই ডাকি সাবধান!

শ্রীগোপাল ভট্ট

বসুপ্রসবিনী ভারত-ভূমিতে দ্রবিড় প্রদেশ একটী মহা পুণ্যভূমি। একদিকে যেমন গৌড়দেশে রাঢ়-ঔড্র-বাঙ্গ-মাগধী-বিপ্রের ভগবান শ্রীগৌরসুন্দর ধাম ও পার্ষদবৃন্দের সহিত প্রকটিত হইয়া গৌড়দেশকে মহাতীর্থ রূপে পরিণত করিয়াছেন, অপরদিকে সেইরূপ দ্রাবিড়দেশেও তামিলপ্রদেশের চারিজন বৈষ্ণবাচার্য্য প্রাদুর্ভূত হইয়া সমগ্র জগতে ভক্তিপ্রভা বিকীর্ণ করিয়াছেন। অধোক্ষজভক্তিতত্ত্ব নিত্য ও সনাতন হইলেও সর্ব্বজীবতীরে ব্রহ্মাবতীর্ণ কৃষ্ণময় ভূমিতে বেদব্যাসের সমাধি হইতে ঐ ভক্তিতত্ত্ব লোকলোচনের নিকট বিশেষভাবে প্রকটিত হয়। ক্রমশঃ গোমতীতীরে নৈমিষারণ্যক্ষেত্রে তাঁহার বাল্য ও পৌগণ্ডলীলা অতিবাহিত হয়। দ্রাবিড়প্রদেশের বিভিন্ন তীরে চারিজন আচার্য্যের সেবায় ভক্তিতত্ত্বের যৌবনাবস্থা পরিপুষ্ট হয় আর পুণ্যতোয়া জগৎ-পবিত্রকারিণী সুরধুনীর তটে গৌড়দেশের নবদ্বীপনগরে শ্রীভগবানের পাদস্পর্শে ভক্তিতত্ত্ব পরিপূর্ণতা লাভ করিয়া উন্নত-উজ্জ্বলরূপে জগতে প্রকাশিত হয়।

দ্রবিড়দেশে কাবেরী স্রোতস্বতীর কোলে [illegible] রমণীয় কূলে শ্রীরঙ্গক্ষেত্র। বিষ্ণুস্বামীর শ্রীরঙ্গনাথের সাথে ঐ স্থানের নাম শ্রীরঙ্গম বা রঙ্গক্ষেত্র হইয়াছে।

শ্রীরামানুজাচার্য্যের উদ্ধরণ ওকপ্রবন্ধেও ঠিকমতই আলোড়ার নামে একজন পরম প্রতিভাশালী মহাপুরুষ দাক্ষিণাত্যে প্রদেশে আবির্ভূত হন। তামিল ভাষায় পরমভাগবত বৈষ্ণবগণকে 'আলোয়ার' বা দিব্যসূরি বলে। 'আলোয়ার' শব্দের অর্থ 'শাসন-কর্ত্তা'। অর্থাৎ বৈষ্ণবগণই প্রকৃত জগতের গুরু। জীবমাত্রেই তাঁহাদের শাসনের অধীন হওয়া কর্ত্তব্য।

তিরুমলই একদিন পর্য্যটন করিতে করিতে শিষ্য সমভিব্যাহারে কাবেরীর শাখাবয়ের মধ্যবর্ত্তী শ্রীরঙ্গনাথের মন্দির প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, মন্দিরটী অতিশয় জীর্ণ, ক্ষুদ্র-পরিসর চতুষ্পটীকুলের নিবাসভূমিতে পরিণত। চতুর্দ্দিক জঙ্গল-পরিপূর্ণ। বাঘে শিয়ালে হিংস্র জন্তুর বিচরণ-ভূমি। ইহা দেখিয়া তিরুমলইর হৃদয় ব্যথিত হইল। তিনি শিষ্যগণের নিকট বলিতে লাগিলেন—'গোপিনাথ ভগবান্ অবতরণ করিয়া বিলাসে মত্ত আর বিশ্বেশ্বরের জগতের জীবকে সেবা শিক্ষাদানের জন্য অর্চ্চা শ্রীবিগ্রহরূপে প্রকটিত হইয়া এইরূপ সেবা-বঞ্চিত!' অতিশয় তিরুমলই প্রত্যেক ধনবান্ ব্যক্তির গৃহে গিয়া মন্দির নির্ম্মাণের জন্য ধন যাচ্ঞা করিয়া বলিতে লাগিলেন, হে ধনিন্—

"তোমার কনক, তোমের জনক
কনকের ঘরে সেবহ মাধব।"

ধনকুবেরগণ ব্যক্তিগণ তাঁহাদের উপদেশে কর্ণপাত করিলেন না, কেহ বা তাঁহাদিগকে নানাবিধ কুবাক্য প্রয়োগ করিয়া বিতাড়িত করিতে লাগিলেন। তিরুমলই ভগবৎ-বিত্তাপহারী ধনমদান্ধজনগণের এই আচরণ লক্ষ্য করিয়া অবিচীর ভোক্তা শ্রীভগবানের ভোগ্য অর্থরাশি ধনিসম্প্রদায়ের নিকট হইতে ছলে বলে যে কোনও উপায়ে সংগ্রহ করিতে সুদৃঢ় সঙ্কল্প করিলেন। অকপটনীতিবাদীর মনোধর্ম্মের বিচারে এই কার্য্যটী গর্হণীয় হইলেও ইহা কৃষ্ণৈকশরণ নিবেদিতমনোদেহাত্ম ভক্তের ভগবৎপ্রীত্যর্থেই পরিচায়ক। তিরুমলই শিষ্যগণ সহ বৈধাবৈধ উপায়নির্ব্বিশেষে অজস্র ধন সংগ্রহ করিয়া শ্রীরঙ্গমের সপ্তপ্রাকারের চতুর্থ প্রাকার-নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ করিলেন। শ্রীরঙ্গনাথের মন্দির জগতে অতুলনীয় কীর্ত্তির ভারতে এত বৃহৎ দেবমন্দির আর দ্বিতীয় নাই।

আষাঢ় মাস। শকাব্দা ১৪০৩। গগনমণ্ডল ঘনঘটা ও মধ্যে মধ্যে চপলার চকিত চমকে এক অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে। আষাঢ়ী শুক্লা একাদশী সমাগতা। ভক্তগণ ঐ তিথিকে পবন-একাদশীও বলিয়া থাকেন। এই তিথি হইতে চাতুর্ম্মাস্য ব্রত আরম্ভ হয়। একজন হেমকান্তি নবীন সন্ন্যাসী আজানুলম্বিতবাহু চতুর্দ্দিকে কি এক অলৌকিক কিরণপ্রভা বিকীরণ করিতে করিতে আপন ভাবে বিভোর হইয়া চলিতেছেন।

শ্রীমুখে উচ্চৈঃস্বরে—

"রাম! রাঘব! রাম! রাঘব! রাম! রাঘব!
পাহি মাং
কৃষ্ণ! কেশব! কৃষ্ণ! কেশব! কৃষ্ণ! কেশব!
রক্ষ মাং"

—এই ধ্বনি। সন্ন্যাসীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ একজন ব্রাহ্মণ কমণ্ডলু বহন করিয়া চলিতেছেন। সন্ন্যাসী বহুতীর্থ পর্য্যটন করিয়া ঐ সকল স্থানকে মহাতীর্থরূপে পরিণত করিয়া আসিতেছেন এবং অতীর্থস্থানসমূহকে তীর্থীভূত করিতেছেন। সন্ন্যাসী গোদাবরীতীরে বিদ্যানগরে তাঁহার একজন পরম প্রীতিভাজন নিজজনের সহিত কত হরিকথা আলোচনা করিয়াছেন। এখন তিনি বিদ্যানগর হইতে গৌতমী-গঙ্গা, মল্লিকার্জ্জুন, অহোবল-নৃসিংহ, সিদ্ধবট, কমলক্ষেত্র, ত্রিমঠ, বৃদ্ধকাশী, গৌতমস্থান, ত্রিপদী, ত্রিমল্ল, পানা-নৃসিংহ, শিবকাঞ্চি, বিষ্ণুকাঞ্চি, ত্রিকাল হস্তি, বৃদ্ধকোল, শিয়ালি-ভৈরবী প্রভৃতি স্থান পর্য্যটন করিয়া কাবেরীর রমণীয় কূলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সন্ন্যাসী কাবেরীতে অবগাহন করিলেন। স্রোতস্বিনী ঐ সন্ন্যাসীর চরণস্পর্শে ধন্য হইয়া তরঙ্গ দ্বারা তাহার আনন্দোচ্ছ্বাস জ্ঞাপনকরিতে লাগিল। সন্ন্যাসী স্নানান্তে শ্রীরঙ্গনাথকে দর্শন করিলেন, প্রেমে বিহ্বল হইয়া কত নৃত্য গীত করিতে লাগিলেন। এইরূপ জগচ্চমৎকারি, এত তেজ, এত প্রভাব আর কেহ কখনও দেখেন নাই। তাই সকলেই অনিমেষনেত্রে ঐ নবীন সন্ন্যাসীকে দর্শন করিয়া চিত্রার্পিতের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন।

পাঠক, এ হেমোজ্জ্বলকান্তি পরিব্রাজক নবীন সন্ন্যাসী কে, কিছু বুঝিতে পারিয়াছেন কি? ইনি কপট সন্ন্যাসী।

সন্ন্যাসীবেশ কেবল ইহার ছলনা মাত্র। ইনি যোগমায়া-গণেরও তত্ত্বজ্ঞান অগম্য। সুরিগণ পর্য্যন্ত যোচপ্রাপ্ত হইয়া তাঁহার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে অসমর্থ হন। তিনি স্বপ্রকাশ বস্তু। অভক্তগণ তাঁহার যোগমায়ার দ্বারা সমাবৃত হইয়া তাঁহার অচিন্ত্য স্বরূপ বুঝিতে পারেন না। তাঁহা হইতে শ্রেষ্ঠ বা তাঁহার সমান আর কেহ নাই। তিনিই একমাত্র ঈশ্বর আর দৃশ্যাদৃশ্য সব তাঁহার সৃষ্টি। তিনিই একমাত্র পরতত্ত্ব। উপনিষৎপ্রতিপাদ্য ব্রহ্ম তাঁহার অঙ্গকান্তি, যোগিগণের আরাধ্য পরমাত্মা তাঁহারই অংশ প্রকাশ, ভগবদ্বিভূতিরও তিনি শ্রেষ্ঠতত্ত্ব। তিনি বলদেবের প্রভু, নারায়ণের প্রভু, বাসুদেবাদি চতুর্ব্যূহের প্রভু, পুরুষাবতারগণের পতি, মৎস্যকূর্ম্মাদি লীলাবতারও তাঁহারই অংশ বা কলা। তিনি স্বয়ং ভগবান্। তিনিই কলিদোষনাশনাবতার অভিন্নব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। মাধুর্য্যময় ঔদার্য্যের দ্বারা বিশ্বসংসারকে আচ্ছাদিত করিয়া তিনি জগতে স্বীয় সম্পত্তি ভক্তির নামপ্রেম প্রদানের জন্য প্রপঞ্চে অবতীর্ণ।

সেই প্রেমময় উদারাবতার শ্রীগৌরসুন্দরের প্রভাব দর্শন করিয়া শ্রীরঙ্গক্ষেত্রপ্রবাসী শ্রীসম্প্রদায়ভুক্ত জনৈক সুকৃতিসম্পন্ন বৈষ্ণব তাঁহার চরণে সাষ্টাঙ্গে পতিত হইলেন এবং তাঁহাকে নিজগৃহে ভিক্ষা করিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন। এই বৈষ্ণবের নাম বেঙ্কটভট্ট। বেঙ্কটভট্ট শ্রীসম্প্রদায়ী উত্তরদেশীয় ব্রাহ্মণ। ইনি বড়গলই শাখাস্থ মাধ্বমুখ্যীয় বৈষ্ণব। ইহাঁর তিন ভ্রাতা; তাঁহার অপর দুইজন ভ্রাতার নাম ত্রিমল্ল বা ত্রিবিক্রমভট্ট ও ত্রিমল্লস্বামী প্রবোধানন্দ; প্রবোধানন্দ রামানুজীয় চূড়ান্ত স্বামী ত্রিদণ্ডী। ইনি শাস্ত্রে অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন বলিয়া 'সরস্বতী' নামে খ্যাত। বেঙ্কটভট্ট নারায়ণপরায়ণ গৃহস্থ বৈষ্ণব। তাঁহার পুত্রবন্ধুর নাম গোপাল। শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন বেঙ্কট গৃহে উপনীত তখন গোপাল বালক, তখন পর্য্যন্ত যৌবনসীমায় পদার্পণ করেন নাই। বালকের অপরূপ রূপ ও অদ্ভুত তেজ। গোপাল বালক হইলেও তাঁহার সেবাপ্রবৃত্তি অনুকরণীয়। তিনি তাঁহার নিত্যপ্রাণনাথ গৌরসুন্দরকে লাভ নিজগৃহে পাইয়া মনের সাধে প্রভুর সেবা করিবার জন্য ব্যস্তসমস্ত হইলেন। বেঙ্কট ভট্ট মহাপ্রভুকে নিকটে লইয়া যাইয়া তাঁহার পাদপ্রক্ষালন করিলেন এবং সবংশে সেই পাদোদক পান করিলেন। পরে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভুকে যোড়শোপচারে ভিক্ষা করাইয়া মহাপ্রভুর সমীপে নিজ অভিলাষ জ্ঞাপন করিয়া বলিলেন, 'প্রভো, চাতুর্ম্মাস্য ব্রত সমাগত প্রায়। আপনি কৃপাপূর্ব্বক এই চারিমাসকাল এ দাসের কুটীরে অবস্থান করুন এবং কৃষ্ণকথা শ্রবণ করাইয়া আমৃত সেবাবিমুখ জনকে উদ্ধার করুন।"

ভগবান্ নিত্যকালই ভক্তের বশ। শ্রীগৌরসুন্দর বেঙ্কটের অনুরোধ রক্ষা করিলেন। প্রত্যহ কাবেরীতে স্নান, কৃষ্ণকথা-আলাপন, নর্ত্তন, কীর্ত্তন ও শ্রীরঙ্গনাথদর্শনানন্দে দিন অতিবাহিত হইতে থাকিল। শ্রবণপুটে কৃষ্ণকথামৃত পান করিতে করিতে লক্ষ্মীনারায়ণ-উপাসক বেঙ্কট ভট্ট ঐশ্বর্য্যশিথিল প্রেম হইতে মাধুর্য্যের অধিকতর মধুরিমা উপলব্ধি করিতে লাগিলেন। ক্রমে হৃদয়ের নিম্নস্তরে তাঁহার চিত্ত আকৃষ্ট হইল। (ক্রমশঃ)

নির্য্যাণ।

গত ১১ই শ্রাবণ রবিবার জিলার অন্তর্গত খেজুরী নিবাসী পরমভাগবত শ্রীযদুনাথেশ্বর ব্রহ্মচারিজীর নিত্যলীলায় প্রবেশ করিয়াছেন। গত ১২শে শ্রাবণ তাঁহার বিরহ-মহোৎসব শ্রীপাট আচোগ্যালে মেদনীপুর পঞ্চরাত্রাচার্য্যের পৌরহিত্যে বৈষ্ণবস্মৃতিবিধানানুযায়ী শ্রীনামসংকীর্ত্তন, শ্রীমহাপ্রসাদবিতরণ বৈষ্ণবগণ সঙ্গে সম্পাদিত হইয়াছে। জগতে ঘটাপূর্ণ আনুষঙ্গিক বাহ্যাড়ম্বরের বৃথা আস্ফালন বিসর্জ্জিত হইয়া মহাপ্রসাদ দ্বারা বৈষ্ণবশ্রাদ্ধের প্রচলন হইলেই মঙ্গল।

শ্রীল পঞ্চানন মুখোপাধ্যায় মহোদয়ের পিতৃদেব শ্রীপুরুষোত্তম উৎসব উপলক্ষে শ্রীপুরুষোত্তম ধামে গমন করিয়াছিলেন। পথে শ্রীবামনদেব দর্শন করিয়া গৃহে ফিরিবার পথে তিনি শারীরিক অসুস্থ হন। কতক দিবস হইল তিনি স্বধাম লাভ করিয়াছেন। মুখোপাধ্যায় মহোদয় শুদ্ধবৈষ্ণবের অনুগত দাস। তিনি কর্ম্মকাণ্ডীয় স্মার্ত্ত শাস্ত্রের বিধান পরিত্যাগ করিয়া শুদ্ধবৈষ্ণবের আনুগত্যে বৈষ্ণবানুযায়ী পিতৃদেবের শ্রাদ্ধকৃত্য সম্পাদন করিবেন।

শ্রীগৌড়ীয় মঠের আয়-ব্যয়-তালিকা।

৪৩৭ শ্রীচৈতন্যাব্দ, সন ১৩৩০ সাল।

শ্রীজন্ম-মহোৎসব, শ্রীবিগ্রহ ও সাধুসেবা এবং প্রচারাদি উপলক্ষে আয়-ব্যয়।

আয়ের তালিকা।

শ্রীমদ্ভক্তিবিবেকভারতী মহারাজ	
ঢাকা ও বোলপুর হইতে সংগৃহীত	
শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞানতীর্থ মহারাজ	
যশোহর ও রাণাঘাট হইতে সংগৃহীত	১৪১৸৫
শ্রীমদ্ভক্তিসারঙ্গ প্রভু বান্দ্রা হইতে সংগৃহীত	৯২৲০
শ্রীযুক্ত এন, জি, ঘোষ	১৫০৲
,, অতীন্দ্রিয় দাসাধিকারী	৮০৲
,, হরিপদ বিদ্যারত্ন	৭৫৲
,, কৃষ্ণবিহারী বিদ্যাভূষণ	৬৫৲
,, হরিদাস ব্রহ্মচারী বর্দ্ধমান হইতে সংগৃহীত	৬১৲
,, গৌরচন্দ্র লাহা	৫৫৲০
,, গোকুলচাঁদ আগরওয়ালা	৫১৲
,, অমূল্যকুমার সরকার	৫০৲
,, বিহারীলাল মল্লিক	৫০৲
,, মদনমোহন বর্ম্মন্	৫০৲
,, গোপীনাথ পাল	৫০৲
শ্রীমতী সৌদামিনী ঘোষ	৪৫৲
শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র সিংহ	৪০৲
,, সাক্ষীগোপাল বড়াল	৪০৲
,, মোহিনীমোহন ঘোষ	৩০৲
শ্রীমতী কাদম্বিনী মিত্র	২৭৲
শ্রীযুক্ত রাজা হৃষীকেশ লাহা	২৫৲
,, আশুতোষ দাস	২৫৲
,, পূর্ণচন্দ্র মল্লিক	২৫৲
,, কালাচাঁদ মল্লিক	২৫৲
,, রামদাস পাত্র	২৫৲
,, রেবতীচন্দ্র দে	২৫৲
শ্রীযুক্ত বিমলকান্তি ঘোষ	২৪৲
শ্রীমতী সৌদামিনী ঘোষ নৈকাটী হইতে সংগৃহীত	২২৲
শ্রীযুক্ত গোপীরাম রামচন্দ্র	২১৲
শ্রীমতী মোহিতকুমারী	২১৲
শ্রীযুক্ত মুরলীরাম বাংরো	২০৲
,, কমলাপ্রসাদ দত্ত	২০৲
,, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়	২০৲
,, রায় সাহেব ভেরুচন্দ্র বসু মল্লিক	২০৲
,, শচীন্দ্রচন্দ্র বিশ্বাস	২০৲
,, রায় রাধিকাচরণ দত্ত বাহাদুরের স্ত্রী	২০৲
,, প্রদ্যোৎকুমার মুখার্জ্জীর মাতা	২০৲
,, সার কৈলাসচন্দ্র বসু	২০৲
শ্রীমতী মাধবরাণী দেবী	২০৲
শ্রীযুক্ত মদিরাধব মিত্র ভক্তিসুহৃৎ	২০৲
রায় হরেরাম গোয়েঙ্কা বাহাদুর	১৬৲
১৫৲ হিসাবে ৬ জন	৯০৲

১। শ্রীযুক্তরায়বাহাদুর বংশীলাল, আবীরচাঁদ ২। রাম প্রসাদ চিমনরাম ৩। গোপালকৃষ্ণ মদনমোহন সাহা ৪। প্রসন্নকুমার চৌধুরী ৫। কুমুদকান্ত ভৌমিক ৬। জীবনকৃষ্ণ মণ্ডল।

১২৲ টাকা হিসাবে ৩ জন	৩৬৲

১। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ ঘোষ ২। মাধবচন্দ্র তা ৩। নরোত্তম দাসাধিকারী।

১১৲ হিসাবে ৮ জন	৮৮৲

১। শ্রীযুক্ত কুমার গঙ্গাধর বগলা ২। মেসার্স রতিলাল বাধাকিশন ৩। ভগবানদাস বগলা ৪। রামপ্রসাদ চিমন-

দাস ৫। মেঘনাথ রায় সাগরদল ৬। ভক্তরাম শিউ-প্রতাপ ৭। রাসবিহারী ব্রহ্মচারী ৮। রামবিনোদ ব্রহ্মচারী

১০৲ হিসাবে ৩০ জন ৩০০৲

১। শ্রীযুক্ত বনমালি মল্লিক ২। দিগম্বর মজুমদারের পিসীমাতা ৩। ক্ষুদিরাম মিত্র ৪। রায় সাহেব রাজেন্দ্রনাথ গুহ ৫। দিগম্বর ঘোষ ৬। অক্ষয়-কুমার ঘোষের স্ত্রী ৭। পুলিনবিহারী বসু ৮। আনন্দ জী হরিদাস ৯। রামাপদ ঘোষ এণ্ড সন্স ১০। জ্যোতিশ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১১। ব্রজেশ্বর অধিকারী ১২। জাষ্টিস মিঃ মন্মথ নাথ মুখার্জী ১৩। হরিদাস জীবনরাজ ১৪। অধরচন্দ্র মহেশচন্দ্র সাহা ১৫। সর্বেশ্বর বণিক ১৬। পাঁচুগোপাল গুপ্ত ১৭। বিভাবতী দেবী ১৮। ইউ এন্ বসু ১৯। লীলাবতী দাসী ২০। বঙ্কবিহারী গোদ্দার ২১। কে বি দত্ত ২২। হরিদাস সেন ২৩। দীননাথ পড়াই ২৪। অবিনাশচন্দ্র দাসাধিকারী ২৫। বিষ্টীশ্বরনাথ পাল ২৬। উপেন্দ্রনাথ ঘোষ ২৭। গোষ্ঠবিহারী বিশ্বাস ২৮। দেবীশঙ্কর বসু ২৯। ব্রজগোপাল অধিকারী ও বনমালীলাল পাঞ্জা ৩০। রায় দেবেন্দ্র নাথ বহাদুর

শ্রীযুত প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় বিদ্যাবাচস্পতি ৮৲

৭৲ হিসাবে ৫ জন ৩৫৲

১। শ্রীযুক্ত রামজী দাস বেজবীয়া ২। নীলমণি হালদার এণ্ড কোং ৩। নরসিং সহায় মদনগোপাল ৪। যাত্রিকা নাথ গোদ্দার—নগর বাসী বনমালি দাস ৫। নৃপেন্দ্রবালা চৌধুরাণী।

রাধারমণ অধিকারীর তন্ত্রী ৯০

৬৲ হিসাবে ৫ জন ৩০৲

১। যুত দেবেন্দ্রনাথ মিত্রের স্ত্রী ও কন্যাদি ২। যাত্রি-যোড়া গৌরাঙ্গ সেবা শিক্ষার্থী সম্প্রদায় ৩। সতীশচন্দ্র বসু ৪। কালীপদ মজুমদার স্ত্রী ৫। মন্মথনাথ বসু।

শ্রীযুত নরেন্দ্রনাথ ঘোষ ৫০

৫৲ হিসাবে ৭৪ জন ৩৭০৲

১। শ্রীযুত গোপালচন্দ্র মাঝি ২। দিগম্বরমোহন দে ৩। যাত্রীমাতা উত্তরপাড়া ৪। রামনারায়ণ নন্দী ৫। লক্ষ্মী নারায়ণ ৬। মানবেন্দ্রনাথ বসু ৭। হরি বসু গোপীগ্রাম ৮। পি, এন, গুহ ৯। বিনোদবিহারী মল্লিক ১০। যোগেন্দ্রলাল আঢ্যা ১১। মদনগোপাল বণিক ১২। নিমরাজ মুরলীধর ১৩। গৌরেন্দু ব্রহ্মচারী ১৪। নৃপেন্দ্র নাথ বসু ১৫। নৃপেন্দ্রনাথ মিত্র ১৬। উমর মল, চাঁদ মল ১৭। রামচন্দ্র তুলীচাঁদ ১৮। ই, ডি, কুমার ১৯। নিদান বৈরাগী ২০। রায় জানকী দয়নাথ বাহাদুর ২১। রাধাচরণ চৌধুরী ২২। চারুচন্দ্র মিত্র ২৩। গুরুদয় রায় হাতদয় রায় ২৪। হীরালাল গদাধর লাল ২৫। নীলকৃষ্ণ ঘোষাল ২৬। জানকীনাথ সাহা ২৭। সূর্যাকান্ত নাগ এণ্ড কোং ২৮। এইচ, কে, ঘোষ এণ্ড কোং ২৯। সুরেন্দ্রনাথ সরকার ৩০। ব্রজনাথ দয়ালচন্দ্র ধাঁ ৩১। চিন্তরাম রামবিলাস ৩২। জানকী রাম জগন্নাথ ৩৩। লালবিহারী বসাক ৩৪। ক্ষীরোদচন্দ্র বসাক ৩৫। রাজনারায়ণ রায় ৩৬। চৌধুরী ব্রাদার্স ৩৭। নারায়ণনারায়ণ পাল ৩৮। জনৈক স্ত্রীলোক ৩৯। কীর্ত্তনানন্দের মাতা ৭০। হরিচরণ হরেন্দ্র নাথ সাহা ৭১। রাধাকান্ত অমৃতলাল সাহা ৭২। কুমার মন্মথনাথ মিত্র ৭৩। সুরেন্দ্রমোহন দে ৭৪। বিহারীলাল মিত্রের স্ত্রী ৭৫। পান্নালাল দাস ৭৬। মহেন্দ্রনাথ শ্রীমানি ৭৭। বঙ্কিমচন্দ্র লালাধিকারী ৭৮। সখিচরণ রায় ৭৯। প্রভাবতী দেবী ৮০। বিহারিলাল মিত্র ৮১। হরিমোহন সিংহ জমিদার ৮২। বদনলাল ক্ষেত্রী ৮৩। অতিলাল বাগচী ৮৪। সীতানাথ দাস ৮৫। দ্বিজেন্দ্র নাথ ধর ৮৬। কৃষ্ণপ্রমদা দাসী ৮৭। রবীন্দ্রনাথ ঘোষ ৮৮। মদনকুমার ঘোষ ৮৯। মদনমোহন বিশ্বাস ৯০। হরিশঙ্কর পাল ৯১। রাজা জানকীনাথ রায় বাহাদুর ৯২। গোপালকৃষ্ণ কাহিনীকুমার ভৌমিক ৯৩। সতীশচন্দ্র রায় ৯৪। কাদম্বিনী মিত্র ৯৫। বিপিনবিহারী মল্লিক ৯৬। প্রমথকুমার সুর ৯৭। কৃষ্ণমোহন বসু ৯৮। চন্দ্রমোহন সুর ৯৯। হরিমোহন দাসাধিকারী ১০০। কালীপদ দে ১০১। দেবপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় ১০২। রামকমল দে ১০৩। কালী-গোপাল মজুমদারের ভগিনী ১০৪। সুরবালা দেবী

৪৲ হিসাবে ১৫ জন ৬০৲

১। কালীপদ মজুমদারের স্ত্রী। ২। অবিনাশচন্দ্র

অধিকারীর মাতা। ৩। খগেন্দ্র নাথ মিত্র। ৪। নৃপেন্দ্র নাথ মিত্র। ৫। সতীশচন্দ্রনাথ সরকার। ৬। হারিক নাথ ঘটকমোহন চৌধুরী। ৭। সরকারী লাল চক্রবর্ত্তী। ৮। কুন্তিবাস হাজরা, ঈশানলাল হাজরা। ৯। নৃপেন্দ্র নারায়ণ রায়। ১০। অধোক্ষজ দাসাধিকারীর পরিবার। ১১। কুঞ্জকুমার চৌধুরী। ১২। কাশীবেশ অধিকারী। ১৩। অতুলচন্দ্র সেন। ১৪। প্রিয়নাথ বিশ্বাস। ১৫। প্রভাবতী দেবী।

বি, সরকার এণ্ড সন্স	৩০
৩৲ হিসাবে ১৮ জন	৫৪৲

১। কাদম্বিনী মিত্র। ২। ত্রিকোনস্থ জীবনলাল। ৩। সত্যরঞ্জন সেন। ৪। শশিভূষণ বৃন্দাবনচন্দ্র সাহা। ৫। তুলসীনাথ মিত্রের স্ত্রী। ৬। রামচরণ গুহ। ৭। নীলমণি হাজরা মোহিত কৃষ্ণহরি। ৮। সুন্দরবালা দেবী। ৯। অতুলচন্দ্র চৌধুরী। ১০। ক্ষীরীমাতা উত্তরপাড়া। ১১। শ্যামলাল ভাদুকধার। ১২। রমণী বাবুর মাতা স্ত্রীকন্যাদি। ১৩। হেমাঙ্গিনী সিংহ। ১৪। সুরবালা দেবী। ১৫। নিত্যানন্দ অধিকারী। ১৬। নীলাম্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৭। পাঁচকড়ি দে। ১৮। প্রাণনাথচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

উপেন্দ্র মোহন রক্ষিত।	২৪০
২৲ হিসাবে ১৫০ জন	৩০০৲

শ্রীযুত রমণী রঞ্জন মিত্র ২। ধর্ম্মদাস সামন্ত ৩। নৃপেন্দ্র বালা চৌধুরাণী ৪। কালীরাণী ৫। তিনকড়ি দাসের স্ত্রী ৬। প্রবোধচন্দ্র সরকার ৭। গোপীমাতা পোক্তা ৮। নলিনী কান্ত ভট্টাচার্য্য ৯। দুর্গাপ্রসাদ হরিপদ ১০। কাদম্বিনী মিত্র ১১। সুরেন্দ্রনাথ রাজবা ১২। সন্তোষকুমার মল্লিক ১৩। শ্যামলাল কণ্ডু ১৪। গোপাল চন্দ্র ধাকি ১৫। কালাচাঁদ ঘারিকানাথ সাহা ১৬। আশুতোষ নাগ ১৭। অধিকারী ১৮। জয় মল ব্রজমোহন ১৯। ঈশ্বরাজ মিস্ত্রি বার ২০। আনন্দচন্দ্র কুণ্ডু ২১। বদ্রীলাল মহাদেও কাসার ২২। বাল মুকুন্দ লক্ষ্মী নারায়ণ ২৩। রেবতী মোহন দাস ২৪। কালিন্ত বাবু নিউমুখ বাড় ২৫। অভয়া চরণ দে ২৬। গঙ্গাধর বসাক কাল ২৭। গোপীনাথ রামকিসন ২৮। দত্তা নারায়ণ ওসয়াল ২৯। নৃপেন্দ্র নাথ সেন ৩০। শ্রীজলাল তুলারাম এণ্ড কোং ৩১। ইশ্বর দত্ত বাল কৃষ্ণলাল ৩২। পোকার মল কানিক সাহ ৩৩। অতুলচন্দ্র পাল ফকির চাঁদ নন্দী ৩৪। হরিদাস গোয়ঙ্গী ৩৫। মনোরঞ্জন করণন দাস ৩৬। অর্জ্জুনলাল বিহারী লাল ৩৭। রামমোহন সাহা ৩৮। যশোদামেতী দাসী ৩৯। গয়ারাম ঘোষ ৪০। জাতাধনী চৌধ ৪১। লক্ষ্মণী নারায়ণ মুরলিয়া ৪২। ফকির চাঁদ বুদরা ৪৩। দয়াল চাঁদ মিত্র ৪৪। নগেন্দ্রনাথ পালিত ৪৫। নীলমণি ঘাঁ ৪৬। তারক নাথ দে ৪৭। রামচন্দ্র মনুলাল ৪৮। যতীন্দ্র নাথ ঘড়ো ৪৯। পাল ব্রেণ্ডস্ কোং ৫০। সুরেশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ৫১। মহেশচন্দ্র ঘোষ ৫২। আর এম সাহা ৫৩। কুল চন্দ্র দে ৫৪। শঙ্কর রাম ৫৫। মন্মথনাথ দাস অধিকারী ৫৬। মাখনলাল মাত্রা ৫৭। অতুলানন্দ যোগেশচন্দ্র সাহা ৫৮। তারাধন দা ৫৯। হরিপদ দাস বসু ৬০। যোগেন্দ্র নাথ ঘোষ ৬১। মধেন লাল পাইন ৬২। পঞ্চানন বক্সী ৬৩। বিশ্বেশ্বরী শুকুল ৬৪। দালবড়ো গাঙ্গুলী ৬৫। কেশব চন্দ্র হাজরা ৬৬। চক্রবর্ত্তী ব্রাদার্স ৬৭। যোগেন্দ্র কৃষ্ণ সাহা ৬৮। তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় ৬৯। সবাজী হুসেন ইসমাইল ৭০। বিশ্বাস ব্রাদার্স ৭১। লক্ষ্মণচরণ গুহ ৭২। গোকুলচন্দ্র সাহা ৭৩। মাত লাল নন্দী ৭৪। দেবেন্দ্র নাথ পাইন ৭৫। উপেন্দ্রনাথ সাহা ৭৬। হরেন্দ্র কুমার সাহা ৭৭। রাম দয়াল সমাদার ৭৮। কুমার প্রমথ নাথ রায় ৭৯। বিপিন বেহারী পাইন ৮০। গৌর মোহন সাধু খাঁ ৮১। আশুতোষ পাল ৮২। সাধুচরণ কালী চরণ সাহা ৮৩। তারিণী চরণ রাম মোহন রামনাথ চক্রবর্ত্তী চরণ সাহা ৮৪। নবকিশোর অতর চরণ সাহা ৮৫। হরিশ্চন্দ্র রায় কানাই দুইয়া ৮৬। রক্ষামোহন ব্রজমোহন সাহা ৮৭। নবীন চন্দ্র রামচন্দ্র সাহা ৮৮। শীতলচন্দ্র গোপালচন্দ্র সাহা ৮৯। ক্ষেত্রনাথ পোদ্দার ৯০। গো.লোকচন্দ্র নিবারণ চন্দ্র সরকার ৯১। শ্রীমথ ব.স ৯২। মধুসূদন গোস্বামিবারী সাহা ৯৩। বিপিন বিহারী সাহা ৯৪। অতুল প্রসাদ ঘোষ ৯৫। নবদ্বীপ চন্দ্র ভক্তিভূষণ ৯৬। কৃষ্ণবিহারী

নন্দী ৯৭। মুরারিলাল চামেরিয়া ৯৮। মন্মথ নাথ সাহা ৯৯। ত্রিবিক্রম অধিকারী ১০০। হরলাল সাহা ১০১। অমূল্য বাবুর পরিবার ১০২। অঘোরগোপাল বাবু ১০৩। প্রকাশ চন্দ্র দত্তের মাতা ১০৪। সুরোধ চন্দ্র ঘোষের মাতা ১০৫। ঈশ্বর চন্দ্র ঘোষ ১০৬। বিজয়কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় ১০৭। ভিনকড়ি দাস ১০৮। বামন দাস অধিকারী ১০৯। মুকুন্দ বিহারি ১১০। জীবনলাল দাস ১১১। যোগেন্দ্রনাথ কুণ্ডু ১১২। রাজেন্দ্র নাথ তালুকদার দেবী দাসের নন্দী ১১৩। সুরেন্দ্র নাথ কুণ্ডু ১১৪। ক্ষীরহরি দাস ১১৫। অক্ষয় কুমার নাথ ১১৬। খুদিরাম পড়াই ১১৭। দুর্গাদাসী ১১৮। প্রভাবতী দেবীর মাতা ১১৯। ঐ কন্যামাতা ১২০। উপেন্দ্র নাথ সরকার ১২১। সীতানাথ শিকদার ১২২। গজেন্দ্র নাথ সাহা ১২৩। গৌরসুন্দর চৌধানী ১২৪। কৃষ্ণচন্দ্র বাবু ১২৫। ভাবাপদ বন্দোপাধ্যায় ১২৬। ভাবাপদ মণ্ডল ১২৭। বলাই চাঁদ পাল ১২৮। রাধিকাপ্রসাদ সরকার ১২৯। মোহনমুরলী দাসাধিকারী ১৩০। জে এন মিত্র ১৩১। ক্ষীরুভূষণ ঘোষ ১৩২। বলাই চাঁদ মল্লিক ১৩৩। নগেন্দ্রনাথ রায় ১৩৪। দুর্গাপদ বাবু ১৩৫। সরযুবালা বণিক ১৩৬। বাসুদেব দাস অধিকারী ১৩৭। বিষ্ণুদাস প্রামানিক ১৩৮ ভাগবত দাস অধিকারী ১৩৯। দীনেন্দ্র নাথ বন্দোপাধ্যায় ১৪০। ডাঃ নিত্যেশ্বর ঘোষ ১৪১। দেবেন্দ্র লাল দত্ত ১৪২। বিহারী লাল মিত্র ১৪৩। উপেন্দ্র নাথ সাহা ১৪৪। নগেন্দ্রনাথ বিষ্ণু ১৪৫। মণিক লাল বিশ্বাস ১৪৬। নগেন্দ্রনাথ সামন্ত ১৪৭। সুরেন্দ্র নাথ রায় ১৪৮। জ্ঞানকী নাথ সামন্ত ১৪৯। গোষ্ট বিহারী বিশ্বাস ১৫০। সুরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস।

১৷৷০ টাকা হিসাবে ২ জন ৩৲।

১। শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র অখিলচন্দ্র সাহা ২। হরিভূষণ দে।

১৲ টাকা হিসাবে ৩২৫ জন ৩২৫৲

১। সৌদামিনী ঘোষ। ২। উমাপদ রায়। ৩। মন্মথনাথ মল্লিক ৪। বিপিনবিহারীর মাতা ৫। রজনী কান্ত দাস ৬। সুকুমার বসুর মাতা ৭। রামদাস সাহা ৮। নিখিলচন্দ্র সরকারিকারী ৯। সুধবালা ঘোষ ১০। ললিতমোহন নন্দী ১১। বিশ্বম্ভর কুণ্ডু ১২। হরিদাস দে মণ্ডল ১৩। সন্ন্যাসী চরণ আঢ্য ১৪। অতিলাল পাঁচ কড়ি ঘোষ ১৫। বামেশ্বর, মধুসূদন ১৬। বিশ্বেশ্বর হাজরা ১৭। ঈশ্বরচন্দ্র চৌধুরী ১৮। শরৎচন্দ্র বিশ্বাস ১৯। যদুবামোহন চৌধুরী ২০। দালবদি কুণ্ডু ২১। নরেশচন্দ্র সরকার ২২। মতিলাল দত্ত ২৩। সুরেন্দ্র নাথ সেন ২৪। ডাঃ কে, পি মুখার্জীর স্ত্রী ২৫। গোকুলচন্দ্র সিংহ ২৬। নগেন্দ্রনাথ দালাল ২৮। চুনীলাল ভা ২৯। কালীপদ খাঁ ৩০। রমেন্দ্র সেন স্ত্রী ৩১। বামেশ্বর প্রেমরতন দাস ৩২। বামেশ্বরলাল, দুর্গাদাস ৩৩। ঠাকুরদাস সুবর্ণ মল ৩৪। নাথ মল শ্রীনিবাস ৩৫। লছমি নারায়ন সুবর্ণ মল ৩৬। রাম নারায়ন বদরী দাস ৩৭। জুয়ালাপ্রসাদ রূপচন্দলাল প্রসাদ ৩৮। শঙ্কর দাস যমুনা দাস ৩৯। ওয়াছিরি মল নিরাপি মল ৪০। সিউনন্দন বা জোরীবায় ৪১। যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ৪২। সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ ৪৩। বি কে রায় ৪৪। অজ্ঞাতনামা জনৈক ব্যক্তি ৪৫। ঈশানচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৪৬। বদ্রীনাথ কুণ্ডু কালীপদ শেঠ ৪৭। গঙ্গারাম নন্দী এণ্ড সন্স ৪৮। নগেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় ৪৯। সাধুচরণ মল্লিক ৫০। ইন্দুভূষণ দত্ত এণ্ড কোং ৫১। নলিনাক্ষ ভা এণ্ড কোং ৫২। হরিসাধন মুখোপাধ্যায় ৫৩। হরিদাস দত্ত ৫৪। সুশীলচন্দ্র মিত্র ৫৫। বিহারীমল জগমল ৫৬। ব্রজমোহন রামপ্রসাদ রায় ৫৭। রামদাস গোবর্দ্ধন দাস ৫৮। মনোরঞ্জন দত্ত কোং ৫৯। রামকৃষ্ণ রক্ষিত এণ্ড সন্স ৬০। মেসার্স গণেশটীবার ওয়ার্কস ৬১। মুরলীধর রায় এণ্ড কোং ৬২। রায় ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং ৬৩। বনস্পতিটীবার ট্রেডিং কোং ৬৪। ললিত মোহন চাউজি ৬৫। উপেন্দ্রনাথ কুমার ৬৬। হরি পদ নাগ ৬৭। কৃষ্ণদাস মল্লিকের স্ত্রী ৬৮। বঙ্গবিহারী ৬৯। গোষ্ঠবিহারী মল্লিক ৭০। মণিকলাল মল্লিক ৭১। বিজয়কৃষ্ণ পাল এণ্ড সন্স ৭২। নীরদ[illegible] রায় ৭৩। কালাচাঁদ দীনবন্ধু সাহা ৭৪। যজ্ঞেশ্বর চন্দ্র কুমার গুহ ৭৫। এন, এস, বসু ৭৬। কৃষ্ণচন্দ্র নন্দী

এণ্ড ব্রাদার্স ৭৭। মোহনলাল সিংহ ৭৮। কালীনাথ চরণ হাজরা ৭৯। গোকুলচন্দ্র ধর এণ্ড সন্স ৮০। সি, এন ই: ৮১। নবেন্দ্রনাথ নন্দী ৮২। কালীপদ শেঠ ৮৩। শচীনাথ চক্রবর্ত্তী ৮৪। সুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ৮৫। নগেন্দ্র মল বাবু ৮৬। ফরেষ্টোর রাম কুমার ৮৭। কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য ৮৮। হরিদাস মিত্র ৮৯। হরিপদ নাগ ৯০। অবিনাশচন্দ্র অধিকারীর ভ্রাতা ৯১। অধ্যাপক কৈলাসচন্দ্র পালে স্কুল ৯২। উমেশচন্দ্র বিশ্বাস ৯৩। গোপাল, রামগোপাল ভৈরব দাস, সকুল চাঁদ ৯৫। গণপতি দাস নবনিধি দাস ৯৬। চামেলাল প্রেমচাঁদ ৯৭। ভহর মল পরেশ নাথ ৯৮। রামনারায়ণ জগন্নাথ ৯৯। শ্রীকিষণ গোপীকিষণ ১০০। গোবিন্দরাম রামেশ্বর ১০১। গোকুল দাস, গিরিধারী দাস ১০২। জগজীবন বনুনা দাস ১০৩। রামধন দাস ঠাকুর দাস ১০৪। মঙ্গলচাঁদ নন্দলাল ১০৫। গুরুনচাঁদ গোলাপচাঁদ ১০৬। নকড়িদাস গোপেশ্বর পাল ১০৭। অর্জ্জুনচন্দ্র বিজয়চন্দ্র গুড় ১০৮। মুনাদাস জয়কিষণ দাস ১০৯। উমেশচন্দ্র পাল ১১০। মদনমোহন বক্সীপ্রসাদ ১১১। রামপ্রসাদ দুর্গাপ্রসাদ ১১২। চন্দ্রকুমার, পঞ্চানন নীরদবিহারী রায় ১১৩। বিশ্বম্ভরকৃষ্ণ প্রামাণিক ১১৪। মনোমোহন দাস ১১৫। মধুরামোহন সাহা ১১৬। রাজকুমার কুণ্ডু ১১৭। দীনবন্ধু কুণ্ডু ১১৮। হরলাল কুণ্ডু ১১৯। গুরুচরণ কুণ্ডু ১২০। গুরুচরণ ঘোষ ১২১। রসিকলাল সাহা ১২২। পূর্ণচন্দ্র সাহা ১২৩। সূর্য্যকুমার মণ্ডল ১২৪। রামনাথ চণ্ডীচরণ সাহা ১২৫। রসিকলাল পোদ্দার ১২৬। কিশোরীমোহন সাহা ১২৭। শ্যামা দাসী ১২৮। তিনকড়ি বাগচী ১২৯। কুঞ্জবিহারী ঘোষ ১৩০। নবকৃষ্ণ আঢ্য ১৩১। প্রতাপচন্দ্র নন্দী ১৩২। রামেশ্বর দাস গঙ্গাধর ১৩৩। প্রফুল্লচন্দ্র দে ১৩৪। উমানাথ তন্ত্রনিধি ১৩৫। বিপিনবিহারী রায় ১৩৬। হরিদাস নিয়োগী ১৩৭। যতীন্দ্রনাথ বসু ১৩৮। [illegible]নাথ বসু ১৩৯। সুরেন্দ্রনাথ হাজরা ১৪০। সূর্য্যমণি ১৪১। সুরেশপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারীর স্ত্রী ১৪২। পঞ্চুচরণ সিংহ এণ্ড কোং ১৪৩। হরিনারায়ণ পান ১৪৪। বিনোদবিহারী দত্ত ১৪৫। নৃপেন্দ্রনাথ মিত্র ১৪৬। এস, কে, সেন গুপ্ত ১৪৭। রজনীকান্ত শেঠ ১৪৮। শৈলেন্দ্রনাথ সরকার ১৪৯। গুরুচরণ বিহারীলাল সাহা ১৫০। অক্ষয়কুমার সাহা ১৫১। শ্যামলাল পোদ্দার ১৫২। ছগমল রামরতন ১৫৩। রামলাল খাঁ ১৫৪। প্রসন্নকুমার সাহা ১৫৫। জ্ঞানেন্দ্রনাথ মিত্র ১৫৬। পুলিনবিহারী মিত্র ১৫৭। পুলিনচন্দ্র সাহা ১৫৮। রামকানাই জগৎলাল সাহা ১৫৯। রামচন্দ্র কালাচাঁদ সাহা ১৬০। শরৎচন্দ্র রায় ১৬১। অমরচাঁদ সাহা ১৬২। নিত্যানন্দ সাহা ১৬৩। নগেন্দ্রনাথ বসু ১৬৪। চন্দ্রকান্ত বসু ১৬৫। পোর্ট ক্যানিং কোং ১৬৬। রাজমোহন পাল ১৬৭। সতীশচন্দ্র আঢ্য ১৬৮। পুলিনবিহারী আঢ্য ১৬৯। নিমাইচরণ ধর ১৭০। কুঞ্জবিহারী ঘোষ ১৭১। বৃন্দাবনচন্দ্র সাহা ১৭২। গুণসিন্ধু লস্কর ১৭৩। বসন্তকুমার ঘোষ ১৭৪। মহেন্দ্রনাথ বক্সী ১৭৫। উপেন্দ্রনাথ বক্সী জীবনকৃষ্ণ কুণ্ডু ১৭৬। বাঙ্গীলাল রাধাকিষণ ১৭৭। বলদে পাড়া কোম্পানী ১৭৮। অমূল্যচরণ ঘোষ ১৭৯। অচ্যুতানন্দ ধনাক ১৮০। ইন্দুকৃষ্ণ সেন ১৮১। কুমারকৃষ্ণ নন্দী ১৮২। পূর্ণচন্দ্র কুণ্ডু ১৮৩। মানবেন্দ্রকৃষ্ণ মিত্র ১৮৪। গোপালদাস চৌধুরী ১৮৫। পূর্ণচন্দ্র মিত্র ১৮৬। গৌরমোহন পাইন ১৮৭। গিরিশচন্দ্র দে ১৮৮। যোগজীবন কোঙ ১৮৯। জি, সি, ঘোষ ১৯০। হরিভূষণ গুপ্ত ১৯১। ব্রজকৃষ্ণ পাল ১৯২। হীরানাথ পোদ্দে ১৯৩। অজকৃষ্ণ দে ১৯৪। রসিকলাল পাল চৌধুরী ১৯৫। শ্রীশচন্দ্র চৌধুরী ১৯৬। হরিমোহন বসু ১৯৭। পরমেশ্বর লালাল ১৯৮। অবরচন্দ্র চৌধুরী ১৯৯। উপেন্দ্রনাথ বিশ্বাস ২০০। শশিভূষণ মিত্র ২০১। হরিবন্ধু হরিমঙ্গল সাহা ২০২। ধনীরাম কাশীনাথ সাহা ২০৩। ব্রজনাথ দে ২০৪। কেদারনাথ মিত্র ২০৫। জনার্দ্দন কাশীলাল ২০৬। যতীন্দ্রমোহন সাধু খাঁ ২০৭। বিহারীলাল চিট্ট ২০৮। মহেন্দ্রনাথ মাটী ২০৯। ভোলানাথ পোদ্দার ২১০। বদ্যনাথ সাহা ২১১। কৃষ্ণপ্রসাদ শুকচাঁদ সাহা ২১২। বিপিনচন্দ্র রায় ২১৩। অবচন্দ্র পূর্ণচন্দ্র পরশচন্দ্র রায় ২১৪। ভগবানচন্দ্র হরকুমার সাহা ২১৫। গোলোকচন্দ্র গোবিন্দচন্দ্র সাহা ২১৬। ভলদর

সিংহার ২১৭। বিহারির পোদ্দার ২১৮। কৈলাসচন্দ্র পরমানন্দ সাহা ২১৯। অবিনাশচন্দ্র সাহা ২২০। কৃষ্ণচন্দ্র সনাতন পাল ২২১। সাধুচরণ কণ্ডকার ২২২। ব্রজনাথ জানকীনাথ পাল ২২৩। রামচন্দ্রিত সাধুচরণ রায় ২২৪। রাধামোহন সর্দ্দার ২২৫। নবকিশোর কাহিনীকুমার রায় ২২৬। বস্তুচন্দ্র জ্ঞানচন্দ্র সেন ২২৭। দুর্গাচরণ কাপুড়িয়া ২২৮। নিজরক্ষক কুণ্ডু ২২৯। সতীশচন্দ্র সাধু খাঁ ২৩০। বিহারীলাল কুণ্ডু ২৩১। নগেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী ২৩২। যদুনাথ পাল ২৩৩। অম্বিকাচরণ দত্ত ২৩৪। দ্বিজবর সাধু খাঁ ২৩৫। যামিনীনাথ মণ্ডল ২৩৬। নাদকচন্দ্র সাহা ২৩৭। পাচুগোপাল সাধু খাঁ ২৩৮। দ্বারিকানাথ কণ্ডকার ২৩৯। কাশীদাস প্রামাণিক ২৪০। সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ ২৪১। জগদ্বন্ধু দালাল ২৪২। হরিদাসের মাতা ২৪৩। নৃপেন্দ্রনাথ বসু ২৪৪। নীরদাসুন্দরী দে বিশ্বাস ২৪৫। নকুলেশ্বর ভট্টাচার্য্য ২৪৬। শরৎচন্দ্র পাল ২৪৭। বৃন্দাবন বসু ২৪৮। আশুতোষ রায় ২৪৯। দেবনাথ কালিদাস চৌধুরী ২৫০। বলরাম সাধু ২৫১। অচ্যুতচরণ সরকার ২৫২। ভূপেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী ২৫৩। ক্ষীরোদাবালা দাসী ২৫৪। তারিণীচরণ গোলদার ২৫৫। গোপীনাথ মদনমোহন সাহা ২৫৬। মাধবচন্দ্র সাহা ২৫৭। গৌরমোহন শশিমোহন কুণ্ডু ২৫৮। ললিতমোহন বৃন্দাবনচন্দ্র সাহা ২৫৯। বঙ্কবিহারী পোদ্দার ২৬০। গজেন্দ্রচন্দ্র সাহা ২৬১। চন্দ্রকান্ত দে ২৬২। রামকান্ত হরিনাথ সাহা ২৬৩। চিন্তাহরণ পোদ্দার ২৬৪। ছাদুলাল ঢোড় ২৬৫। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ২৬৬। বলরাম রায় ২৬৭। শিবচন্দ্র সাহা ২৬৮। হরিপদ কোঙার ২৬৯। খুদীরাম মিত্র ২৭০। শৈলবালা মিত্র ২৭১। যামিনীকান্ত মিত্র ২৭২। কুমারেশচন্দ্র ঘোষ ২৭৩। সাধুচরণ সাহা ২৭৪। যোগেন্দ্রলাল সাহা রায় ২৭৫। সখীচরণ সাহা ২৭৬। কৃষ্ণমোহন রায় বসন্তলাল সাহা ২৭৭। ২৭৮। কর্ণধর সাহা ২৭৯। সত্যচরণ কোঙার ২৮০। জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ২৮১। সতেশচন্দ্র ঘোষ ২৮২। অন্নদাচরণ চক্রবর্ত্তী ২৮৩। মহেন্দ্রনাথ মণ্ডল ২৮৪। মহানন্দ মণ্ডল ২৮৫। যজ্ঞেশ্বর সাহা ২৮৬। রাধিকামোহন বনবিহারী সাহা ২৮৭। কৃষ্ণচন্দ্র রাধাবল্লভ পোদ্দার ২৮৮। কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী ২৮৯। গঙ্গাপ্রসাদ ঘোষ ২৯০। গোপালচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ২৯১। নিরঞ্জন বিশ্বাস ২৯২। শরৎচন্দ্র প্রামাণিক ২৯৩। মন্মথনাথ সাহা ২৯৪। রামমোহন বাধিকানাথ সাহা ২৯৫। মন্মথনাথ দাস ২৯৬। রমণারঞ্জন মিত্র ২৯৭। পরমেশ্বর দালাল ২৯৮। কালীগোপাল মজুমদার ২৯৯। রাধারমণ বর্ম্মন ৩০০। কানাইলাল শীল ৩০১। যোগেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জী ৩০২। তারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য ৩০৩। দেবেন্দ্রনাথ বসু ৩০৪। গদাধর মল্লিক ৩০৫। অমলচন্দ্র সরকার উকিল ৩০৬। রাজেন্দ্রচন্দ্র দে সরকার ৩০৭। রামলাল সাহা ৩০৮। অশ্বিনীকুমার ঘোষ ৩০৯। নলিনাক্ষ ব্রজগোপাল বিশ্বাস ৩১০। প্রিয়গোপাল বিশ্বাস ৩১১। গিরীন্দ্রনাথ চাতরা ৩১২। কালীপদ দে ৩১৩। ৩১৪। গতিপ্রসাদ মেহেরা ৩১৫। ভোলানাথ মেহেরা ৩১৬। ক্ষুদিরাম নায়েক ৩১৭। পরাণের মিস্ত্রী ৩১৮। জানকীনাথ দে ৩১৯। নিরঞ্জচন্দ্র বসু ৩২০। নলিনাক্ষ দাস ৩২১। বিনোদবিহারী মণ্ডল ৩২২। দুর্গাকিশোর মিশ্র ৩২৩। নন্দদুলাল রায় ৩২৪। কালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় ৩২৫। দুর্গাদাস রায়।

মাসিক চাঁদা ৪২০৷৷০

১।	জে, বি দত্ত	৪০৲
২।	এন্, জি, ঘোষ	৩৬৲
৩।	ভূপেন্দ্রনারায়ণ রায়	৩০৲
৪।	শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	২০৲
৫।	বনমালী মল্লিক	১৮৲
৬।	নৃসিংহচরণ নন্দী	ঐ
৭।	বলাই চাঁদ পাল	১৬৲
৮।	ধীরেশচাঁদ ঘোষ	১৪৲
৯।	পুলিনবিহারী মণ্ডল	১৪৲
১০।	বলাইচাঁদ মল্লিক	১০৲
১১।	চুনীলাল শীল শ্রীনিবাস ডা[illegible]	২৲
১২।	প্রফুল্লচাঁদ বসু	ঐ
১৩।	[illegible]নাথ চক্রবর্ত্তী	ঐ

১৪। নৃপেন্দ্রনাথ বসু
১৫। শ্রীমতী বৃন্দাকুমারী দাসী
১৬। রাজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
১৭। আশুতোষ মুখোপাধ্যায়
১৮। ডাঃ এ, চক্রবর্ত্তী
১৯। আর, কে, বসু
২০। কালীপদ বসু
২১। সখা ক্ষ দাসাধিকারী
২২। সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ
২৩। বিহারীলাল বিশ্বাস
২৪। বৃন্দাবনলাল দাসাধিকারী
২৫। শ্রীমতী প্রমীলাসুন্দরী দাসী
২৬। প্রবোধচন্দ্র সরকার
২৭। অবিনাশচরণ দাসাধিকারী
২৮। যতীন্দ্রনাথ মিত্র
২৯। সুবোধচন্দ্র ঘোষের মাতা
৩০। শ্রীমতী রেবেকা সিংহ
৩১। কনকচন্দ্র দাসাধিকারী
৩২। প্রফেসর মধুসূদন সরকার
৩৩। বিপিনবিহারী বিশ্বাস
৩৪। দাশরথি নাগ
৩৫। কেদারনাথ রায়
৩৬। নরেন্দ্রকুমার দত্ত
৩৭। জে, এন, মিত্র
৩৮। সুরেন্দ্রনাথ মিত্র
৩৯। ভূপেন্দ্রকুমার ঘোষ
৪০। বীরেন্দ্রনাথ বক্সী
৪১। মুরারি ১৮০ ঘটক
৪২। যোগেন্দ্রনাথ আঢ্য
৪৩। ইন্দুভূষণ ভট্টাচার্য্য
৪৪। রজনীকান্ত চট্টোপাধ্যায়
৪৫। কেদারনাথ ঘোষ
৪৬। জ্যোতিষ চন্দ্র রায়
৪৭। হরিনারায়ণ বক্সী

ঐ	৪৮। কে এন, দাস	ঐ
ঐ	৪৯। যতেন্দ্র নাথ সিকদার	ঐ
১৸৵	৫০। আশুতোষ সেনগুপ্ত	ঐ
ঐ	খুচরা ভিক্ষা	৫২৸৵১৫
ঐ	প্রণামী	৬৮৸৵৫

দাল সংগ্রহ ৭৸৯৷৷০

বলদেওরাম বিহারী লাল	২৷৷০ মণ
মাখনলাল দে রমানাথ বক্সী মূগ	১/০
খুচরা	৪০ মণ
মাখনলাল ঘোষ	১০ মণ
রামপ্রসাদ নায়ক	৷৫
ভগবতীচরণ বন্দোপাধ্যায়	৷০

গণেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ হরিদাস ঘোষ অচরী দাগা /৭৷০ ডিঃ।
দামোদর শেঠ অনিচরণ গুরুচরণ সাহা /৭ ডিঃ।

পূর্ণচন্দ্র কুণ্ডু /৫ চরণোদ্দিন সাউ নারায়ণ রায় /৫ সত্যচরণ কুণ্ডু /৫ মণীন্দ্রনাথ পাল /৫ শরৎচন্দ্র ঘোষ /৫ ওয়াল জি জোঃ /৫ নিত্যানন্দ দাগা /৫ পূর্ণচন্দ্র হরিসাধন শেঠ /৫।

রথা পাণ্ডা শ্রীনাথ দাস রঘুনাথ বক্সী নিতাই পাল্‌ /০ ডিঃ

অক্ষয়কুমার পাল মহেন্দ্রনাথ মণ্ডল সেবনারায়ণ মণ্ডল অনুকূলচন্দ্র ঘোষ হরিহর সাহা যুগলকরণ মেসে চাওলদার সাহা সাহ, নারায়ণ দা অযোধ্যাপ্রসাদ দা /২৷০ ডিঃ।

ত্রিলোচন, তারত পাণ্ডা কালীদাস কর রামলাল সাহা কেদারনাথ রায় /১৷০ ডিঃ

মহেশ পাণ্ডা	/১

তৈল সংগ্রহ। ৯/৯

৷৮ সের হিসাবে ৬ জন ২৷৷৮ মণ

১। হরি সকস পোদ্দারাম ২। ভগবান দাস মদন লাল ৩। চণ্ডীচরণ সাহু সা ৪। বিধিচাঁদ, বিহারীলাল, রাজাবাগান ৫। নিত্যানন্দস ঠা জোঃ ৬। বলাইচাঁদ সাহু খাঁ।

বিধিচাঁদ বিহারীলাল গ্রে ষ্ট্রীট	৷৭৷৷
চুণীলাল শীল শ্রীনিবাস ডাল মিল্	৷৩

।০ হিসাবে ৬ জন ১॥ মণ

১। দিগম্বরিহারী দা ২। ভিমকড়ী পাল ৩। পঞ্চানন সাধু খাঁ ৪। নটবর সেওয়ান ৫। গোবর্দ্ধন চাঁদ গুলী চাঁদ ৬। ক্ষেত্রমোহন সাধু খাঁ

/৭॥ হিসাবে ৫ জন ৮৭॥

১। চুনীলাল শীল ২। নটবর সেওয়ান ৩। নবং রায় মোচ ৪। চুনীলাল মণ্ডল কোং ৫। খুচরা

পান্নালাল নন্দী /৬

/৫ হিসাবে ১০ জন ১।০ মণ

১। পার্ব্বতী চরণ কুণ্ডু ২। গণেশচন্দ্র ঘোষ ৩। মধুসূদন রুদ্র ৪। হরিচরণ পরাই উমাচরণ সাধুখাঁ ৫। রামকুমার সুরেন্দ্র লাল পাল চৌধুরী ৬। কৃষ্ণি চন্দ্র সাধুখাঁ ৭। বেণীমাধব ডা ৮। অঘোর নাথ রায় ৯। নলিন মোহন নন্দী। ১০। খুচরা

/৪ হিসাবে ৩ জন ।২ সের

১। ভবানী চরণ ঘোষাল ২। মুরারী পদ সাউ ৩। চন্দ্রনাথ দে কোং।

সিধিচাঁদ রামলাল /৩৸

পরমচন্দ্র বসু /৩।০ ধরেন্দ্রনন্দন সাধন্ত /৩।০

তারক চন্দ্র সাধুখাঁ /৩

/২॥ হিসাবে ১৬ জন ১/

১। চৈতন্ত মাঝি ২। গোসাই মাঝি ৩। শম্ভুনাথ রুদ্র ৪। ভুবন চন্দ্র সাধুখাঁ ৫। ঘাসচাঁদ সাধুখাঁ ৬। গোষ্ঠবিহারী চট্টোপাধ্যায় ৭। বি, সি নান এণ্ড কোং ৮। হরিদাস দে মণ্ডল ৯। সন্ন্যাসীচরণ আঢ্য ১০। অযুধ চরণ নন্দী ১১। উত্তম চরণ দে ১২। গোষ্ঠ বিহারী পাল ১৩। উপেন্দ্রনাথ দত্ত ১৪। কৈলাস চন্দ্র হাজরা ১৫। হরিদাস সাধুখাঁ ১৬। জানকী নাথ সাধন্ত।

কার্ত্তিক চন্দ্র কৃষ্ণি চন্দ্র সরকার /১৷

লবণ সংগ্রহ ২।৫ মণ

পঞ্চানন ঘোষ ১।০ নন্দলাল রামকুমার পাল ৷০ গোপাল চন্দ্র দে ।৫

আলু সংগ্রহ সোয়া ৬৷ মণ

কুমড়া ৩টী

মরল সংগ্রহ ।৭৸

শঙ্খ ভূষণ চট্টোপাধ্যায় ।০ নরেন্দ্রনাথ মল্লিক ।০

এস কে মুখার্জ্জী এণ্ড কোং /৫

বিনন রতাল রাণা রায় /২৸

মসলা সংগ্রহ ।১।০

লতীফ চন্দ্র ঘোষ দুলু /২৷ লক্ষ্মী /২৷ পূর্ণচন্দ্র সাউ ধনে /১ জিরা ।০ চাঁদ চন্দ্র পাত্র জিরা /।০ বদুল ঘোড়ামল শরিষা /৫

ছাউল সংগ্রহ ১০২৷৷২৷৷০

৪/০ হিসাবে ৩ জন ১২/০ মণ

কেশবজী এণ্ড কোং। রাম দাস দাস। নরসিংহ দাস কোং।

মাধবলাল ধারণী ২১০ মণ

২/০ মণ হিসাবে ২১ জন ৪২/০ মণ

প্রতাপ চন্দ্র গাঙ্গুলী। রাজনারায়ণ রায়। মনোহর অনাথবন্ধু সাহন্ত: গোবিন্দলাল বাংড়ো। লক্ষ্মীজী সাহাজান এণ্ড কোং। জগন্নাথ টিকম চাঁদ। চন্দ্রমল অন্তরমল। মহেন্দ্রলাল গাইন এণ্ড কোং। সিংঘের কর্ম্মকার। তারাপ্রসন্ন কর্ম্মকার। বিনয় কৃষ্ণ রায়। রতনলাল রায় রতন। রাধাকিষণ মাড়োয়ারী। [illegible] জীবন নগেন দাস। রামেশ্বর হংস রাজ। ওয়াদামল ফুলচাঁদ। গোকুলদাস হংসরাজ। জগন্নাথ ভীমরাজ। মাধবচন্দ্র ভাঁ। গান্ধিজী সাহাজান। অতুলকৃষ্ণ দত্ত। ঈশ্বরচন্দ্র জানা।

১৷৷০ মণ হিসাবে ৪ জন ৬/০ মণ

১। কর্ণলদাস কমল সি। ২। অন্নদাচন্দ্র দত্ত। ৩। অন্নদাপ্রসাদ দত্ত। ৪। উপেন্দ্রনাথ দত্ত।

ত্রিভুবন রামচাঁদ ১।০ মণ

১/০ মণ হিসাবে ২৬ জন ২৬/০ মণ

১। মুদলমল করমচাঁদ। ২। মাধবলাল হরেদি। ৩। শ্রীকরণ সিউ কিষণ। ৪। মনমোহন দুগু।

৫। পাঁচালাল দাস। ৬। রামপদার কেরাণী। ৭। সুধাময়ের খানাতি এণ্ড কোং। ৮। বিহারীলাল ঘটক। ৯। দিগেন্দ্র কুমার চক্র। ১০। রামচন্দ্র রায় বে। ১১। সুধাময়ের খানাতি বিষ্ণুপদে মণ্ডল। ১২। হরিপদ ঘোষ। ১৩। গণ্য কুমার গুরুচরণ সাহা। ১৪। আনন্দচন্দ্র পাল মোদক সাহা। ১৫। প্রসন্নকুমার নবকুমার সাহা। ১৬। গোপাল কৃষ্ণ মদন মোহন সাহা। ১৭। নীলাম্বর সাহা। ১৮। দীননাথ দাস। ১৯। ছকড়ি মাওতাধী। ২০। পূর্ণ শশি মণ্ডল। ২১। শ্যামসুন্দর দাস। ২২। নবকুমার রায়। ২৩। পূর্ণচন্দ্র দত্ত। ২৪। রসিকলালে পাখিরা। ২৫। শিবকালী বাবু। ২৬। অনাথবন্ধু জানা।

৸০ হিসাবে ২ জন ১৷৷০ মণ

১। নন্দলাল চাঁদ হরিপদ খাঁ। ২। হাজী এব্রাহিম কাশীম।

৷৷৫ হিসাবে ২ জন ১।০ মণ

১। লক্ষ্মীনারায়ণ রামকুমার। ২। হরিপদ সেন।

৷৷০ হিসাবে ৭ জন ৩৷৷০ মণ

১। বিহারীলাল শঙ্কানন খাঁ। ২। মোহম্মদ হোসেন এসমাইল। ৩। হসেন আহম্মদ ইসমাইল। ৪। হরিপদ ঘোষাল। ৫। রায় হরনাথ মজুমদার। ৬। সতীশচন্দ্র পাল যামিনী ভূষণ কুণ্ডু। ৭। রাখাল গোবিন্দ গৌরকিশোর মদন মোহন লোকনাথ সাহা।

।৫ সের হিঃ ২ জন ৸০ সের

১। কার্ত্তিকচন্দ্র, কালীচরণ ঘোষ। ২। বিপিন বিহারী নন্দী।

।০ হিসাবে ১৬ জন ৪/০ মণ

১। বলদেব মুইতি, কার্ত্তিক দাস। ২। নবমালী পালপ ৩। সুরেন্দ্রনাথ সরকার এণ্ড কোং। ৪। প্রেমচাঁদ পাল। ৫। প্রসন্নকুমার খাঁ। ৬। রামচন্দ্র জানা। ৭। পাঁচকড়ি কোঁয়ার। ৮। পার্ব্বতীচরণ দাস। ৯। জীবন কৃষ্ণ চ্যাটার্জ্জী। ১০। ঈশ্বরচন্দ্র পাল। ১১। দীনবন্ধু বলরাম সাহা। ১২। ঈশ্বরচন্দ্র ঘাসিকানাথ সাহা। ১৩। দীননাথ রাধানাথ পাল। ১৪। গঙ্গাধর সা। ১৫। বসন্তলালে সাহা। ১৬। কৃষ্ণমোহন বাবু।

/৫ হিসাবে ১৪ জন ১৸০ মণ

১। মীর আবেদুল মাহন। ২। পঞ্চাননচন্দ্র দে। ৩। হরিদাস মণ্ডল ঈশ্বরচন্দ্র খাঁ। ৪। গিরিজাবিহারী নন্দী। ৫। রাখাল চন্দ্র বসু। ৬। ব্রজনাথ পাল। ৭। তুলন খাঁ। ৮। গুইরাম দত্ত এণ্ড ব্রাদার্স। ৯। ছকিড় চন্দ্র দাস। ১০। কিশোরীমোহন মুখার্জ্জী। ১১। কালীপ্রসন্ন সরকার। ১২। বুধু সাহা। ১৩। রামেশ্বরভণ্ডী। ১৪। তুরালজী কোং।

২ খোস দাস রায় /২৸

(ক্রমশঃ)

দাক্ষিণাত্যপথে।

মধ্যযুগে দাক্ষিণাত্যে শ্রীরামানুজাচার্য্য, শ্রীমধ্বাচার্য্য, শ্রীবিষ্ণুস্বামী ও শ্রীনিম্বার্কাচার্য্য প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবাচার্য্য সাধু মহাত্মা আবির্ভূত হইয়া নানাভাবে শুদ্ধভক্তি প্রচার করিয়া ভারতবর্ষ পবিত্র ও ধন্য করিয়াছেন। প্রায় চারিশত বর্ষ পূর্ব্বে পরম করুণাময়বিধি শ্রীগৌরসুন্দর ঐ প্রদেশে পদার্পণ করিয়া প্রেমবন্যায় সকলকে ভাসাইয়াছিলেন। সে ও বহুদিনের কথা। তারপর বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজ বিংশশতাব্দীর প্রারম্ভে ঐদেশে শুভবিজয় করিয়া অনেক সৌভাগ্যবান জীবকে হরিকথা শুনাইয়া কৃতার্থ করিয়াছিলেন। তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ শুদ্ধভক্তি প্রচার উদ্দেশে মাদ্রাজ যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তখন স্বামিজী শ্রীপুরুষোত্তম মঠে তদীয় কৃপাধাত্রী নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের দশমাধিক বিরহমহোৎসব মহাসমারোহের সহিত সুসম্পন্ন করিয়া ভুবনেশ্বর ত্রিদণ্ডী মঠের প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে অকাতরে অসংখ্য নরনারীকে

হরিনাম বিতরণ করিতেছিলেন এবং সব সৌভাগ্যবান জীব উক্ত অনুষ্ঠানে নিজ নিজ যোগ্যতা অনুসারে সেবা করিবার সুযোগ পাইয়া ভক্তবুন্দ্বুধা সুকৃতি অর্জন করিতেছিলেন। তাদৃশ জনসংঘের মধ্যে এমন লোকও অনেক ছিল যাহারা সাধুর ন্যায় বেশ গ্রহণ করে। সাধুর ন্যায় অনুষ্ঠান করে কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে সাধু হইতে বহুদূরে অবস্থিত। তাদৃশ সরাক তন্মধ্যে অকৃতন।

ভক্তবৃন্দের আমি গোপনে হরিবোল দিয়া কিছু দেশ দর্শনের আশায় সুযোগ বুঝিয়া স্বামিজীর নিকট তাঁহার সেবকসূত্রে মদ্রাজে যাইবার আর্জি পেশ করিলাম। পতিতপাবন প্রভু সে প্রস্তাব মঞ্জুর করিলেন। পত ১৩শে আষাঢ় ভুবনেশ্বর হইতে তিনি পাঁচজন ভক্ত সমভিব্যাহারে বেলা প্রায় পাঁচটার সময়ে খুরদা ষ্টেশনে পৌঁছিলেন। ষ্টেশনে একটী বেঞ্চের উপর বসিয়া স্বামিজী শ্রীনামিকার চরিনাম করিতেছেন। মুণ্ডিত মস্তক, পরিধানে গৈরিক-বসন, ত্রিগুণধারী গৌরবর্ণ সেই সন্ন্যাসী ঠাকুরের প্রশস্ত ললাট, প্রশান্ত বদনমণ্ডল ও লাবণ্যযুক্ত শ্রীঅঙ্গ-জ্যোতিঃ দর্শনে বহু যাত্রী মুগ্ধ হইয়া তাঁহার চতুর্দ্দিকে দেখিয়া দাঁড়াইল। তাঁহার সঙ্গে ছিলেন (১) শ্রীপাদ চরিপদ ভট্টাচার্য্য (২) শ্রীপাদ হরিদাস ব্রজবাসী (৩) শ্রীত্রৈলোক্যনাথ ব্রহ্মচারী (৪) শ্রীদেবকীনন্দন ব্রহ্মচারী (৫) শ্রীভুবনমোহন চক্রবর্ত্তী। লোকসংঘট্ট দেখিয়া খুরদা ষ্টেশনের সাহেব ষ্টেশনমাষ্টারও ("What is the matter here?") অর্থাৎ এখানে কি হয়েছে বলিয়া আসিয়া দাঁড়াইলেন এবং ভগবান ও ভক্তি প্রসঙ্গ চলিতেছে জানিয়া হতাশ হইয়া "O my good God! Here is my God." বলিয়া পেটে হাত দিয়া নিজ কর্ত্তব্যসাধনে (signal down হইয়াছে কি না দেখিতে) প্রস্থান করিলেন। অর্থাৎ তিনি বলেন সেটাই আমার ভগবান ও সর্ব্বস্ব। স্থানীয় কতকগুলি বাঙ্গালী বেল কর্ম্মচারীর আগ্রহাতিশয্যে স্বামিজী তথাকার রেলওয়ে Institute এ একটী সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়া সমগ্র শ্রোতৃমণ্ডলীর আনন্দবিধান করেন। তিনি বক্তৃতা দ্বারা জনসাধারণের চিত্তাকর্ষণ করিলে আমারও কিছু আনন্দ হইত। তাহার কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাই "যে তাঁহার বৈষ্ণবীপ্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে আমারও সেবকসূত্রে কিছু ঘড়ীয় প্রতিষ্ঠা লাভ ও "হস্তাস্থি ভোজনে বিপ্রা" এই জনশ্রুতি অনুসারে কিছু চর্ব্বা, চোষ্য লেহ্য পেয়াদির সুবিধা হইয়া যাইত।

রাত্রি ১২টার সময় ত্রিদণ্ডি মহারাজ, ভক্তবৃন্দ সমভি-ব্যাহারে মাদ্রাজ মেলে আরোহণ করিলেন। সাধুর শ্রীচরণ স্পর্শ করিয়া রেলগাড়ীরও যেন চৈতন্য হইল। বলবান্ অশ্বারোহী পৃষ্ঠে আরোহণ করিলে যেমন অশ্ব আরোহীর ধরণী কম্পিত করিয়া রণক্ষেত্রে তীব্রবেগে ধাবিত হইবার আশায় চঞ্চল ও উৎফুল্ল চিত্তে যেন হ্রেষারব করিতে থাকে তদ্রূপ ভক্তবৃন্দকে বক্ষে ধারণ করিয়া মাদ্রাজ মেলের engine সদম্ভে গগনভেদী প্রণব (ওঁকার) উচ্চারণ করিয়া (whistle দিয়া)। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পূর্ব্বে পাণ্ডবপক্ষের পাঞ্চজন্য ও দেবদত্ত প্রভৃতি শঙ্খধ্বনি যেন দুর্য্যোধন ও তাঁহার পক্ষের যোদ্ধাদের প্রাণে আতঙ্কের সঞ্চার করিয়াছিল, তদ্রূপ সেই প্রণবধ্বনি পাণ্ডবকুলের জয়ঘোষণা করিয়া সুন্দর দক্ষিণ প্রদেশে স্বামীজীর অভিযাত্রার সংবাদ জ্ঞাপন করিল। সঙ্গে সঙ্গে হর্ষোৎফুল্ল ভক্তবৃন্দ "জয় পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ও বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশত শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ কি জয়" গান করিতে করিতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্মরণ করি-লেন। মাদ্রাজ মেল তখন যেন পূজ্যপাদ শ্রীপাদ গ্রীণ তীর্থ মহারাজের প্রদীপালোকে (Search Light। ললাটদেশে উদ্ভাসিত করিয়া তাঁহারই ইঙ্গিতক্রমে আস্তে আস্তে ও "তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষু-রাততম্। ওঁ বিষ্ণোর্যৎ পরমং পদম্। ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ বিষ্ণু ওঁ বিষ্ণু।" মন্ত্রপাঠ ও আচমন করতঃ ভক্তবৃন্দের সঙ্গে সঙ্গে হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে) হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।" এই মহামন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে দক্ষিণাভিমুখে নক্ষত্রবেগে ছুটিতে লাগিল। খুরদা হইতে মেল যাত্রা করিয়া একেবারে কালুপুরা-ঘাট ষ্টেশনে থামিবার কথা। আমরাও পরের ষ্টেশনে নামিব স্থির করিয়াছিলাম। সুতরাং ভক্তবৃন্দ সকলেই গাড়ী থামিলেই নামিবার অপেক্ষায় বসিয়া আছেন। আমার কিন্তু হরিনাম ও হরিকথা শুনিলেই ঘুম আসে। কাজেই ইত্যবসরে ঘুমাইয়া পড়িলাম।

(ক্রমশঃ)

ক্রেণ্ডস্ হোমিও-হোম

৩৯ নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট, অনাথ বাবুর বাজারের নিকট, কলিকাতা।

—:০:—

☞ 'জন্ হেডিকেল কলেজ অব্ হোমিওপ্যাথির প্রিন্সিপাল গণোরিয়া, প্রমেহ, বাগী প্রভৃতি রোগ, সর্বপ্রকার স্ত্রীরোগ ও শিশুচিকিৎসার বিশেষ পারদর্শী **সুবর্ণপদক-প্রাপ্ত হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক আর্ সেনগুপ্ত** (M. D. (U. S. A) M. D. (Germany) মহোদয় কর্তৃক দেশের সাহায্যার্থে হইতে হোমিওপ্যাথিক প্রণালী অনুসারে প্রস্তুত কয়েকটী অব্যর্থ মহৌষধ :—

[১] **হেল্থব্লেণ্ডলেটার**—(গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক রেজেষ্টারীকৃত)—মুখবহ্নানি, শুষ্কতারল্য, স্বপ্নবিকার, রক্তহীনতা, শারীরিক দুর্ব্বলতা ও মানসিক দৌর্ব্বল্যের একমাত্র ঔষধ। মূল্য—প্রতিশিশি ১৲ টাকা ; ডজন ১০৲ টাকা।

[২] **ব্লাড্-পিওরিফায়ার্**—(গবর্ণমেণ্ট হইতে রেজেষ্টারী কৃত)—গণোরিয়া, প্রমেহ, বাগী প্রভৃতি রোগে ইহার সমতুল্য ঔষধ আর দ্বিতীয় নাই। মূল্য—প্রতি শিশি ১৲ টাকা ; ডজন ১০৲ টাকা।

[৩] **ফিমেইল্-ক্রেণ্ড্**—(গবর্ণমেণ্ট হইতে রেজেষ্টারীকৃত)—প্রদর, বাধক, বন্ধ্যাত্ব, রজঃকষ্ট প্রভৃতি স্ত্রীরোগের অত্যাশ্চর্য্য ও অমোঘ ফলপ্রদ ঔষধ। মূল্য—প্রতি শিশি ১৲ টাকা ; ডজন ১০৲ টাকা।

[৪] **চিল্ড্রেন্-ফ্রেণ্ড**—(গবর্ণমেণ্ট হইতে রেজেষ্টারীকৃত)—শিশুর স্বাস্থ্য দিন দিন খারাপ হইতেছে তাহার শরীরের তুলনায় মাথা অপেক্ষাকৃত বড় অথবা হাত পা সরু, মাথা মোটা প্রভৃতি লক্ষণযুক্ত শিশুরোগের ইহা অব্যর্থ মহৌষধ। মূল্য—প্রতিশিশি ১৲ টাকা ; ডজন ১০৲ টাকা।

[৫] **মেরিট্**—(গবর্ণমেণ্ট হইতে রেজেষ্টারীকৃত)—স্মৃতিশক্তি বর্দ্ধিত করিবার অব্যর্থ মহৌষধ ; ইহাকে এক কথায় ছাত্রবন্ধু বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। মূল্য—প্রতিশিশি ।৵০ আনা ; ডজন ৬৲ টাকা।

[৬] **ওয়ার্ম্স্-এনিমি**—(গবর্ণমেণ্ট হইতে রেজেষ্টারীকৃত)- কৃমি রোগের ইহার সমতুল্য ঔষধ নাই। মূল্য—প্রতিশিশি ।০ আনা ; ডজন ৩৲ টাকা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—আমাদিগের 'ক্রেণ্ডস্ হোমিও হোমে' প্রত্যেক রোগীকেই বিশেষ যত্নের সহিত পরীক্ষা ও চিকিৎসা করা হইয়া থাকে। **মফঃস্বলের রোগীদিগের থাকিবার সুব্যবস্থা আছে।** রোগের অবস্থাদি জানাইলে অতি যত্নের সহিত ঔষধ ও ব্যবস্থাদি পাঠান হইয়া থাকে। উক্ত ঔষধে নূতন পুরাতন সকল প্রকারের রোগ আরোগ্য হয়। নূতন রোগ একসপ্তাহে এবং পুরাতন রোগ ৩।৪ সপ্তাহে উপশমিত না হইলে মূল্য ফেরৎ দেওয়া হইয়া থাকে। হোমিওপ্যাথিক ঔষধ অধিক দিন ব্যবহার করিতে হয় না বলিয়া এক শিশি ঔষধে ন্যূনকল্পে চারি জন রোগীর অসুখ সারিবে। গরীব রোগীর পক্ষে ইহা অপেক্ষা সুব্যবস্থা আর কি হইতে পারে? তবে বিশেষ সতর্কতার সহিত ঔষধ কিনিবেন। ডাক্তার সেন গুপ্তের 'ফটো' ট্রেডমার্ক দেখিয়া না লইলে ঠকিতে হইবে। বহু প্রশংসাপত্র আছে ; স্থানাভাবে প্রকাশ করিতে অক্ষম। অর্দ্ধ আনা ষ্ট্যাম্পসহ লিখিলে বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়।

জন্ মেডিকেল কলেজ—অব্ হোমিওপ্যাথি, attached with the College Outdoor Hospital ১৯২০ সালে স্থাপিত, গবর্ণমেণ্ট রেজেষ্টারীকৃত, **আমেরিকা-বিশ্ববিদ্যালয় সংশ্লিষ্ট** ও সুবিজ্ঞ চিকিৎসকগণ পরিচালিত। মাসিক বেতন আমেরিকা ও দেশীয় উপাধির জন্য যথাক্রমে ৬৲ ছয় ও ৩৲ টাকা। জুলাই ও জানুয়ারীতে Summer ও Winter Session আরম্ভ হয়। অন্যূন ১০ বৎসরের অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণ এই কলেজে পরীক্ষা দিতে পারিবেন।

Revised Prospectus এক আনা ষ্ট্যাম্প সহ লিখিলে পাওয়া যায়। প্রিন্সিপাল—**আর্ সেন গুপ্ত** M. D. (U. S. A.) M. D. (Germany), ৩৯নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ।

শ্রীভক্তি-সেবাশ্রম হইতে প্রকাশিত।

গৌড়ীয়

শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ২১শে ভাদ্র, শনিবার ১৩৩১, ৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯২৪

তৃতীয় খণ্ড

৪র্থ সংখ্যা

সাময়িক-প্রসঙ্গ।

মেদুড়-নিবাসী ব্রহ্মচারী শ্রীযুক্ত বনবিহারী ব্রহ্মচারী মহাশয় লিখিয়াছেন যে, যদি তাঁহার ভাষার দোষে বা ভাবের পরিণতিতে কোন ত্রুটি পরিলক্ষিত হইয়া থাকে, তাহা তাঁহার অভিপ্রেত ছিল না। নামকীর্ত্তনকারিমাত্রকেই তিনি অথবা কটাক্ষ করেন নাই। নামহরকারী অপেক্ষা উচ্চকীর্ত্তনকারী শ্রেষ্ঠ, এ কথা ঠাকুর বৃন্দাবন শ্রীচৈতন্য-ভাগবতেই উল্লেখ করিয়াছেন। নামকীর্ত্তনমাত্রই যে প্রতিষ্ঠাশাপরায়ণের কৃত্য এরূপ নহে। তবে কোন কোন স্থলে সময় সময় কীর্ত্তনের অপব্যবহার হইয়া থাকে।

মেদুড়ের ব্রহ্মচারি বংশের পূর্ব্বপুরুষ গোপীনাথ প্রভু। উক্ত ব্রহ্মচারী মহাশয়ের মতে তিনি ঠাকুর বৃন্দাবনের সখা। তাঁহাদের বংশে কেহই কোন দিন গোপীনাথকে ঠাকুর মহাশয়ের কৃপাপাত্র বলিয়া স্বীকার করেন নাই। ব্রহ্মচারী মহাশয় আশঙ্কা করেন যে, তাঁহারা আপনাদের শ্রীনিত্যানন্দশাখা-পরিচয় দিলে গুরুত্যাগী বলিয়া নিন্দিত হইবেন। মহুয়া-সমাজস্থিত কেবল ভাষ্যই প্রবন্ধের মধ্যে গোপীনাথ প্রভুর কথা ও কিংবদন্তীসমূহ উল্লিখিত আছে। স্বয়ংপ্রাপ্ত মেদুড়বাসী। অধিকাংশ বক্ষচারী মহোদয় প্রকৃতি ও অভ্যাসে ঐ সকল কথার বিরোধী।

শ্রীযুক্ত বনবিহারী বক্ষচারী মহাশয় আরও লিখিয়াছেন যে, শ্রীমেদুড়-পাটবাড়ীতে শ্রীমহাপ্রভু-মূর্ত্তিসহ এক গৃহে নিত্যকাল চিরকাল পূজিত হইতেছেন, তেমন মহাপুরুষগণকে সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণব না বলিয়া পঞ্চোপাসক বলিলে আর আপত্তি কি? গৌড়ীয়বৈষ্ণবগণ কেহই পঞ্চোপাসক নহেন, তবে উল্লিখিত ঘটনা প্রকৃত হইলে আমরা জানিব যে, পঞ্চোপাসক সমাজের মধ্যেই নির্বিশেষবাদিগণের মনস্তুষ্টির জন্য এবং সেই সম্প্রদায়ের পুরোহিতগণের সহায়ে অনেকস্থলে সদাচারের লঙ্ঘন হইয়া থাকিবে। গৌড়ীয় বৈষ্ণবের বিচারে অক্ষজজ্ঞানপূজা বিষ্ণুসেবা দ্বারা দূরীভূত হয়। তাঁহাদের স্বতন্ত্র পূজা করিতে হয় না। যেখানে শিলাদেহে স্বাভাবিক বিষ্ণুর নামাপরাধ হয়, তথায়

P 29476

পঞ্চোপাসকের বিষয়ে ঐকান্তিক বৈষ্ণবগণ আদর করেন না। মহাপ্রভুদের পূর্বোক্তিতগণের পঞ্চোপাসক থাকা কালে বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত মনোধর্ম্মে বিপর্য্যস্ত হওয়ায় ঐরূপ হইয়া থাকিবে। বৈষ্ণবসিদ্ধান্তের মর্য্যাদা মহাপ্রভুসংঘে প্রবল হইলেই পুরুষভাবে সদাচার পালিত হইবে, আমরা আশা করি।

মেদিনীপুর জেলার গোপীবল্লভপুর-নিবাসী শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ পড়িয়া ও তাঁহার ভ্রাতার সহিত শ্রীধামবৃন্দাবননিবাসী শ্রীযুক্ত মধুসূদন গোস্বামী সার্ব্বভৌম মহাশয়ের সম্প্রতি দেখা হইলে তিনি বলেন—"শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী মহাশয় বঙ্গদেশে প্রকৃত বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন। স্মার্ত্তসমাজ তাঁহার প্রচারে বাধা দিলেও সত্যপ্রচার বন্ধ হইবে না। প্রকৃত সত্যপিপাসু সত্য খুঁজিয়া লইবেন।"

হরিকথা-প্রসঙ্গ।

জগতে যখন যে ঘুরা উঠে, গতানুগতিক মনোধর্ম্মচালিত জগৎ তারই সায় দিয়া থাকেন। অনেকে হুজুগটাকেই ধর্ম্ম বলিয়া মনে করেন, আবার কেহ কেহ মুখে হুজুগকে গর্হণ করিলেও কার্য্যক্ষেত্রে হুজুগেই গা ঢালিয়া দেন।

মানুষ স্বভাবতঃই অনুকরণ-প্রিয়। ঐ যে একবৎসরের শিশু হামাগুড়ি দিতে দিতে জগতের অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার লুটিয়া নিতে চাহিতেছে, তারও সম্বল সেই অনুকরণ।

মানবের স্বভাবই এই যে, সে চায় না কোন কাজ একা কর্ত্তে, একা কোনও কাজে সে জগতে বল পায় না, কোনও একটা অসৎ কাজও যদি দশজনে করে, মানুষ সেটাই কর্ত্তে ভালবাসে। মানুষের যেন এটা একটা অন্তরঙ্গাগত প্রবৃত্তি।

আমরা জগতে তিনপ্রকার জীবের কথা শুনে থাকি। পশুপক্ষী প্রভৃতি ইতর প্রাণী, মানুষ আর দেবতা। আরও জানি যে, পশুপক্ষী হ'তে মানুষ শ্রেষ্ঠ; মানুষ হ'তে দেবতা শ্রেষ্ঠ।

আমরা সকলেই চাই ভাল হ'তে, উন্নত হ'তে। এটাও একটা মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। আমাদিগকে কেহ 'পশু' বললে আমরা তার বিরুদ্ধে আদালতে মানহানির মোকদ্দমা রুজু করতে ত্রুটী করি না। আবার শুধু মানুষ বল্লেও আমরা সন্তুষ্ট হই না। যদি আমাদিগকে কেহ দেবতা বলে, তবে আমাদের আরও আনন্দ হয়।

পশুর স্বভাব আহার, নিদ্রা, অপর পশু হইতে আত্মরক্ষা, ইন্দ্রিয়-তর্পণ এই সব। পশুপক্ষীরা নিজেদের আহার-সংগ্রহ করে, শাবকাদির জন্য নানা স্থান হইতে খাদ্য কুড়াইয়া লইয়া শাবকদের খাওয়ায় খড়কুটা সংগ্রহ বা গিরিগহ্বর অনুসন্ধান বা গর্ত্তাদি খনন করিয়া নিজ নিজ বাসস্থান নির্ম্মাণ করে। একজাতীয় পশু একত্র থাকিতে ভালবাসে এবং নিজদিগকে রক্ষা করিবার জন্য অপর জাতীয় প্রাণীকে তাড়াইয়া দেয়। মধুমক্ষিকা, বানর প্রভৃতি ইতর প্রাণীর ভিতরে একতা, আহারাদি সংগ্রহের জন্য সুশৃঙ্খল কার্য্যপ্রণালী দেখিতে পাওয়া যায়।

অনেক ইতর প্রাণীর ভিতর এইরূপ অপরের প্রতি ভালবাসা, সৌহার্দ্দ্য, বিশ্বস্তভাব প্রভৃতি দেখা যায় যে, অনেক মানুষের ভিতর অনেক সময় সেগুলি দেখা যায় না। অনেক পশু দেখিতে পাওয়া গিয়াছে যে, তারা নিজ প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিয়াছে, তথাপি তার নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য কার্য্য হইতে ভ্রষ্ট হয় নাই। আমরা অনেকেই এই সকল সত্য ঘটনা দেখিয়া, শুনিয়া বা পুস্তকে পড়িয়া বিস্মিত হই, আমাদের ধারণায় এ সবই খুব উঁচু কথা।

আমরা কাদাবিড়াল কর্ত্তৃক পরিবারপরিজনের রক্ষার দৃষ্টান্ত অনেক কুকুরাদি অন্য প্রাণীতেও দেখিতে পাই, আকন্দের রাজা-

শাসনপ্রণালী অনেক মধুরভিকার ভিতর দেখিতে পাই। সুতরাং কর্ত্তব্যপরায়ণতা, ন্যায়াচরণে দক্ষতা, পরোপকার, সত্যবাদিতা, অহিংসাকে শ্রেষ্ঠ মানুষের ধর্ম্ম বলা যায় না, উহা শ্রেষ্ঠ পশুপক্ষী প্রভৃতিরও ধর্ম্ম হইতে পারে। শ্রেষ্ঠ মানুষের ধর্ম্ম—ভগবদুপাসনা। উহাই মানুষের মুখ্য ধর্ম্ম; অন্যান্য ধর্ম্ম ইতর প্রাণীর ধর্ম্মের সহিত সমান। 'নরমাত্র চরিতব্যের মূল।'

জগতের লোক ভগবানে বিমুখ। বিমুখতাই পশুত্ব। বিমুখ অবস্থায় নিজ ইন্দ্রিয়প্রীতিই চরমলক্ষ্য বলিয়া জ্ঞান হয়। ইন্দ্রিয়-প্রীতি দুইরকম—একটী নিজের জন্য এবং অপরটী আমার নিজের সঙ্গে যাহার যাহার বা যে যে বস্তুর সম্বন্ধ আছে, উহাদের ইন্দ্রিয়ের সুখোৎপাদনের নিমিত্ত। বিমুখ অবস্থায় মানুষ নিজের সুবিধা, নিজ সম্পর্কিত দেশের সুবিধা, জগতের সুবিধাকেই বহুমানন করে। শ্রেষ্ঠ পশুপক্ষাদির ধর্ম্মকেই মানুষের ধর্ম্ম বলিয়া মনে করে। আগে পরোপকার, দেশের জগতের উপকার অভ্যাস, পরে, ভগবদুপাসনা আরম্ভ করাই ক্রমিক-পন্থা যা ঐ সকল বিমুখ অবস্থার কার্য্যই ভগবদভিলষিত কার্য্য বলিয়া কল্পনা করে।

জগতের শিক্ষকগণ প্রায় একপক্ষ জনের বিচারই এই প্রকার। কেনই বা না হইবে? বিচারক কাহারা? যাহারা ভগবান্‌কে ভুলিয়া এ সংসারে আসিয়া নিজের স্বরূপ ভুলিয়াছে তাহারা ত? সুতরাং তাহাদের বিচারেও ভুল!

প্রকৃত আত্মচরিৎ সাধুগণের বিচার জগতের বিচারের সম্পূর্ণ বিপরীত। তাঁহারা বলেন—জীব শ্রীকৃষ্ণের নিত্য-দাস। ভগবানের নিত্যসেবা ছাড়া জীবের আর কোনও কর্ত্তব্য নাই—থাকিতে পারে না, কোনও দিন হ'তে পারে না। আর যা কিছু আপাতঃকর্ত্তব্য বলিয়া বোধ হয়, তাহা বহির্ম্মুখাবস্থার প্রাণ বিচার। দৈবী মায়ার বিমোহিত হইলেই জীবের নিত্যকৃষ্ণসেবা বাসনার অভ কর্ত্তব্য আসে বা বহির্ম্মুখ কর্ত্তব্যকেই কৃষ্ণসেবা বলিয়া বুদ্ধি প্রবল হয়। যে উপাসনায় একমাত্র ভগবানের ইন্দ্রিয়প্রীতি নাই, তাহা ভগবদুপাসনা নহে, তাহা 'কপটতা' বা 'কাম।' অন্যের কা কথা, বৈমিন্যাদি ঋষি, যাঁহারা জগতের লোকের নিকট শ্রেষ্ঠ মানুষ বিবেচিত হ'য়েছেন ও হচ্ছেন তাঁহারাও দৈবী মায়ায় বিমোহিত হ'য়ে ভগবদুপাসনা বুঝতে পারেন নাই। তাই গীতা বলছেন—

মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ॥
দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥

অসংখ্য জীবের মধ্যে কদাচিৎ কেহ মানুষজন্ম পায়, আবার হাজার হাজার মানুষের ভিতর কেহ নিত্যমঙ্গল-লাভের জন্য যত্ন করেন, আবার হাজার হাজার সিদ্ধের ভিতর কেহ ঠিক্ ঠিক্ ভগবান্‌কে জানতে পারেন অর্থাৎ তাঁর সেবা লাভ করতে পারেন।

আমার (ভগবানের) মায়া সত্ত্ব, রজঃ, ও তমোগুণময়ী। এই মায়ার হাত হ'তে লোকে সহজে পার পেতে পারে না। কেবল যাঁরা একমাত্র ভগবানেরই সর্ব্বতোভাবে শরণাপন্ন হন, তাঁরাই মায়ার হাত হ'তে ছুটি পেতে পারেন।

আজ কাল জগতের সর্ব্বত্রই 'অভাব' 'অভাব' বলিয়া রোল উঠিয়াছে। কিন্তু এ অভাবের মূলে কি কেহই তলাইয়া দেখেন না। কেহই স্বভাবের দিকে ফিরিয়া চান না। এ অভাবের মূলে ভগবদ্‌বহির্ম্মুখতা। এই যে শারীরিক ও মানসিক ক্লেশ, এই যে বন্যা, ভূমিকম্প, বজ্রপাত, আগ্নেয়গিরির উৎপাত, অতিবৃষ্টি—এ সকল দৈবতাপ; এই যে প্রতি বৎসর সহস্র সহস্র লোক হিংস্র জন্তুর করালকবলে পতিত—এই যে মহকের উপদ্রব—এই যে ম্যালেরিয়া রাক্ষসীর অত্যাচার—এই সব আধিভৌতিক তাপ। এই ত্রিতাপের মূলে কি? এ জগতে যাকে আমরা সুখ বলিয়া মনে করি, যে অভাবের ফলিক নিবৃত্তির জন্য আমরা এত লালায়িত হই, তাহা কি আমাদিগকে নিত্যশান্তি দিতে

পারে? এ জগতের সুখ কি নিত্যসুখ বা প্রকৃত সুখ? এজগতের অভাব অসুবিধা দূর হওয়া কি সত্য সত্যই অভাব অসুবিধা দূর হওয়া? এজগতের সুখ দুঃখ কেমন?

"কভু স্বর্গে উঠায় কভু নরকে ডুবায়।
এড়া কাল রাজা যেন নদীতে চুবায়॥"

পূর্ব্বকালে রাজা অপরাধিব্যক্তিকে নদীতে চুবাইয়া দণ্ড প্রদান করিতেন। অপরাধী ব্যক্তিকে নদীতে কিছুক্ষণের জন্য ডুবাইয়া রাখা হইত, আবার তার পরক্ষণে উঠিয়া শ্বাস গ্রহণের উপক্রম হইলে তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হইত—অপরাধিব্যক্তি কিছুক্ষণের জন্য হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিতেন—আবার তাহাকে চুবান হইত।

জগতের সুখদুঃখও তাই। দুঃখের সাময়িক নিবৃত্তিকেই আমরা সুখ মনে করি—কিন্তু সে সুখ আসার, পরক্ষণেই দুঃখের উৎপাদক হয়। যতদিন পর্য্যন্ত না আমরা স্ব-ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইব, ততদিন আমাদের অভাব দূরীভূত হইবে না, হইতে পারে না, কাহারও হয় নাই। কথায় বলে, রোগীর বালাখানা, জ্বরোগীর জেলখানা—রোগীকে অট্টালিকার উপরে স্বর্ণ নির্ম্মিত কাউচে শোয়াইয়া রাখিলেও কি তাহাদের হৃদয়ে শান্তি হয়? তদ্রূপ এসংসার-কারাগারে—অভাবের দ্বারে থাকিয়া কেহই শান্তিলাভ করিতে পারে না।

জীবের নিত্যস্বভাব—ভগবানের দাস্য—ভগবানের অহৈতুকী সেবা। এ সেবা নিত্য, এ সেবক ও সেবা-সম্বন্ধ নিত্য। জীবের স্বভাবেই এই নিত্যদাস্য অনুস্যূত। জীব এ জগতে প্রভু সাজিতে যান—কিন্তু পারেন না, প্রভু হইতে যাইয়া দাস হইয়া পড়েন। আমরা স্ত্রীর প্রভু, পুত্রের প্রভু, অর্থের প্রভু, সম্মানের প্রভু, মনুষ্যের প্রভু, কত কিছুর প্রভু হইতে চাহি—কিন্তু প্রকৃতপক্ষে হইয়া পড়ি তাহাদেরই দাস, তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হই তাহাদেরই সেবার জন্য। কিন্তু যে দিন আমাদের এই বিকৃত ধারণার একমাত্র নিত্যপ্রভু, একমাত্র স্বরাট্ পুরুষ—একমাত্র প্রভু শ্রীকৃষ্ণে নিষ্কপট হইবে সেদিনই আমাদের সুপ্তস্বভাব আমরা ফিরিয়া পাব। সুতরাং সেই নিত্যপ্রভুতাই জীবের নিত্যধর্ম্ম, সনাতনী ধর্ম্ম, উহা কেবল বঙ্গের ধর্ম্ম নহে, পঞ্জাবের ধর্ম্ম নহে, ভারতবাসীর বা বঙ্গবাসীর ধর্ম্ম নহে। উহা নিখিলব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় জীবের ধর্ম্ম। উহাই সনাতন ধর্ম্ম।

কিন্তু আমরা এই সনাতন ধর্ম্মের বিষয়ে উদাসীন হইয়া কতপ্রকার মৈমিত্তিক মনোধর্ম্মে মত্ত হইয়া পড়িয়াছি। আমরা নিত্য স্বভাবজ ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া তদ্ভাবজ দেহ ও মনের ধর্ম্মে নিরত হইয়া পড়িয়াছি। আমাদের নিত্য স্বভাবজ কর্ম্ম যে কৃষ্ণসেবা, তাহা ছাড়িয়া আমরা আজ কুসুমের ভাবনা করিতেছি।

বেশী দিনের কথা নয়, ৪০০ শত বৎসর পূর্ব্বের কথা এই বাঙ্গালা দেশে, বাঙ্গালীর বেশে, শস্যশ্যামলা ভূমিতে সুরধুনীর কূলে, এসেছিলেন গোলোক বৈকুণ্ঠ হ'তে জীবের কল্যাণের জন্য সত্যি সত্যি পরদুঃখে দুঃখী, এক বিশ্ব প্রেমিক ঠাকুর, আমরা কেহ তাঁকে চিনতে পারি নাই, এখনও পারছি না—কিন্তু চিনেছিলেন যারা কয়েকজন সৌভাগ্যবান্ পুরুষ—যাঁরা তাঁর নিত্যপার্ষদ। সেই প্রেমিক ঠাকুরটী গিয়েছিলেন জীবের দ্বারে দ্বারে এবং সহচরগণকেও প্রেরণ করেছিলেন দেশে বিদেশে এক অমৃতের বার্ত্তা বলিবার জন্য—

"ভারত ভূমিতে হৈল মনুষ্যজন্ম যার।
জন্ম সার্থক করি কর পর উপকার॥"

ঐ বিশ্বপ্রেমিক ঠাকুর বিশ্বের জন্য সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করেছিলেন। ঐ ঠাকুরের মূলমন্ত্র ছিল "পরোপকার" বিতরণ। তাঁরই একটী ভক্ত বলেছিলেন—

"জীবের দুঃখ দেখি মুঞি করি নরকভোগ।
সকল জীবের প্রভু ঘুচাও ভবরোগ॥"

যাঁদের প্রাণ নিখিলবাসী জীবের দুঃখে এরূপ কাঁদিয়াছিল—জীবের রোগে যাঁরা নিজদিগকেও রোগাক্রান্ত বলিয়া অনুভব করিয়াছিলেন, তাঁরা কিন্তু এখনকার মত একটীও হাসপাতাল খোলেন নাই, ঔষধবিতরণ করেন

নাই—Famine relief করেন নাই—অনাথাশ্রম, অন্ধ কালকার মত সেবাশ্রম, বিধবাশ্রম খোলেন নাই—এ সকল কিছুই করেন নাই। তাঁরা যে সময় এই বাঙ্গলা দেশে উপস্থিত ছিলেন, তখনকার দেশ বিদেশী ছিলেন, শুধু তাই নয়, হিন্দুধর্ম্মের উপর যথেষ্ট অত্যাচারই,—তারা কীর্ত্তনের খোল ভাঙ্গিয়া দিত, তাহাকেও কীর্ত্তন করিতে দিত না, রাইট বাজারে গরুর জবাই করিত, গরুর মাংস খাইত, কুলললনাগণের উপর পাশবিক অত্যাচার করিত, ধন লুণ্ঠন করিত, কিন্তু ঐ পরদুঃখে দুঃখী মহাপুরুষগণ "স্বাধীনতা, স্বাধীনতা" বলিয়া চিৎকার করেন নাই—বা "আগে দেশোদ্ধার পরে আত্মবর্ণনার চেষ্টা" এইরূপ বিবেচনা করেন নাই। তখনকার ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, তখনও দুর্ভিক্ষ, বন্যা, মহামারী প্রভৃতি হইত, না হইবারই বা কথা কি? প্রাকৃতিক নিয়ম সর্ব্বদাই এক, তবে সর্ব্বদাই আমাদের নিকট স্বপ্নরাজ্যে কল্পীতের স্মৃতিটা বড় সুখকর বলিয়া বোধ হয়, বর্ত্তমানটা অসুবিধাজনক বোধ হয়।

সেই বিশ্বপ্রেমিক উদারচরিত্র মহাপুরুষ ক্ষুদ্র, নশ্বর, পরোপকার-কার্য্যে ব্রতী হন নাই। তিনিও "জীবের সেবা" প্রচার করিয়াছেন। তিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া এক বৃহৎ দাতব্যচিকিৎসালয় খুলিয়াছিলেন। তিনি নিজে ও তাঁহার সহচরগণকে indoor ও outdoor relief কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার outdoor relief কার্য্যের প্রধান সহায় ছিলেন—নিত্যানন্দ ও হরিদাস। তাঁহাদিগকে তিনি বলিয়াছিলেন—

"শুন শুন নিত্যানন্দ, শুন হরিদাস।
সর্ব্বত্র আমার আজ্ঞা করহ প্রকাশ।
প্রতি ঘরে ঘরে গিয়া কর এই ভিক্ষা।
বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, কর কৃষ্ণশিক্ষা।
—ইহা বই আর না বলিবা, বোলাইবা।
দিনা অবসানে আসি আমারে কহিবা"।

ঔষধব্যবস্থা করিয়াছিলেন—নামবিধ ভক্তাঙ্গ; যথা—সদাচার।

যাহারা সেই জগদ্গুরুর indoor hospitalএ থাকিতেন, তাঁহারা তাঁহাদের যথাসর্ব্বস্ব admission-fee-স্বরূপ প্রদান করিয়া তাহাতে প্রবেশ করিতেন এবং তাঁহারা অন্তরঙ্গ ভক্তরূপে পরিগণিত হইয়া জগদ্গুরুর সাক্ষাৎসেবার অধিকার পাইতেন।

সেই জগদ্গুরু শ্রীগৌরভক্তদের আদেশ—

"যারে দেখ, তারে কহ—কৃষ্ণ-উপদেশ।
আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার এই দেশ।
উহাতে না বাঁধিবে তোমার বিষয়তরঙ্গ।
পুনরপি এই ঠাঞি পাবে মোর সঙ্গ।"

—এই আদেশ শিরে ধারণ করিয়া বর্ত্তমান যুগে দুর্ভিক্ষ, মহামারী, বন্যা, দেশের নানাবিধ দুরবস্থার মধ্যে বিশ্বমঙ্গলের বাণী লইয়া শ্রীগৌরভক্তদের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীনাগপুর যোগপীঠে আজ কয়েক বৎসর যাবৎ শ্রীচৈতন্যমঠ প্রচারক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন। এবং এই আকর-মঠ-রাজ ভারতের বিভিন্নস্থানে বহুবিধ মঠ ও ভারতেতর স্থানে বহুবিধ সামরিক পত্রিকাদি প্রেরণপূর্ব্বক জগতের সর্ব্বত্র চরিত্রহীন দুর্ভিক্ষ, নাস্তিকতার মহামারী, অসদাচারের বন্যা, বৈষম্যবর্ণাশ্রমের যাতিচার প্রভৃতি নানাবিধ দেশের দুরবস্থা দূর করিবার জন্য জগতের সর্ব্বত্র প্রচারক প্রেরণ করিয়া outdoor relief করিতেছেন এবং স্থানবিশেষে ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ প্রভৃতির নিত্যমঙ্গলবিধানের জন্য indoor hospital খুলিয়াছেন।

যাহারা এতদিন ধর্ম্মের নামে ব্যবসায় ভাঁওতাইয়া বসিয়াছিলেন, সেই সকল চিকিৎসকব্রুবগণ এই বৃহৎ দাতব্য-চিকিৎসালয়ের কার্য্যপ্রণালী দর্শন করিয়া মাৎসর্য্যবশে হিংসমাণ হইয়া পড়িয়াছেন ও নানাবিধ ভাবে এই মহদুদ্যোগের বিরুদ্ধ চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু হায়! হিমাচলের অঙ্গে যেমন লোষ্ট্রনিক্ষেপ করিতে গেলে, উহা হিমাচলকে স্পর্শ না করিয়াই কোন সামান্য একটী উপত্যকাস্থিত প্রস্তরে লাগিয়াসহস্র-চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যায়, তদ্রূপ ঐসকল ব্যক্তির চেষ্টাও অচিরে তদ্রূপই হইবে।

আস্তিকতা।

১। যাঁহারা ষড়ৈশ্বর্য্য-পূর্ণ ভগবদ্বস্তুর অস্তিত্ব সম্যক্‌রূপে স্বীকার করেন, তাঁহাদিগকে আস্তিক কহে। আস্তিকগণ আপনাদিগকে শ্রীভগবান্ হইতে ভাত্ত ক্ষুদ্রজীবতত্ত্ব বিবেচনা করেন, এবং তাঁহার বাণী-জ্ঞানে বেদাদি সাত্বত শাস্ত্রানুসারে পবিত্রভাবে জীবন যাপন করিতে করিতে ক্রমশঃ নিত্য কল্যাণের দিকে অগ্রসর হইতে থাকেন। ইঁহাদিগের বিপরীত-ভাবাপন্ন আর একশ্রেণীর মনুষ্য আছেন যাঁহাদিগকে নাস্তিক, পাষণ্ড, ম্লেচ্ছ বা নাস্তিক ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হইয়াছে। এই নাস্তিকগণ ভগবত্তত্ত্বের অস্তিত্বে বিশ্বাসস্থাপন করিতে ও শাস্ত্রানুসারে জীবন-গঠনের প্রয়োজনীয়তা হৃদয়ঙ্গম করিতে নিতান্ত অক্ষম। সুতরাং তাঁহারা স্বেচ্ছাচার-পথাকে অবলম্বন করিয়া আহার, নিদ্রা ও মৈথুনাদিরূপ তুচ্ছকার্য্যে সর্ব্বদা প্রমত্ত থাকেন এবং মহাচারের অনুষ্ঠানাভাবে দেহান্তে যম-কিঙ্করগণ কর্ত্তৃক রৌরব-নামক ভীষণ নরকে নীত ও তথায় দুর্ব্বিষহ দুঃখভোগ করিতে বাধ্য হন।

২। নাস্তিকগণ যে, কেবল দেহান্তেই ভীষণ দুঃখ ভোগ করেন, তাহা নহে। জীবদ্দশায়ও তাঁহারা কদাচার ও উচ্ছৃঙ্খলভাবে জীবনযাপনের ফলে আধি-ভৌতিক, আধি-দৈবিক ও আধ্যাত্মিকতাপে পুনঃ পুনঃ দগ্ধ হয়েন। পৃথিবীতে বাসকালে শারীরিক পীড়া, স্বজনগণের বিয়োগ, ধনসম্পত্তির নাশ, স্বার্থ লইয়া পরস্পর কলহ ইত্যাদিপ্রকার বহুবিধ দুর্ঘটনা অকস্মাৎ উপস্থিত হয়। "কে ইঁহাদিগের প্রেরক ও কোন্ বিশেষ উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্যই বা ইঁহারা প্রেরিত হয়" এতদ্রূপ তত্ত্বোদ্ঘাটনে অসমর্থ নাস্তিকগণ তত্তৎঘটনা-জাত দুঃখে ধৈর্য্যচ্যুতিবশতঃ মুহ্যমান ও নিরতিশয় ক্লিষ্ট হন। আস্তিকগণ জানেন যে, ভগবৎ-সেবা-বিমুখ অবদ্ধ জীবদিগকে সংশোধিত করিবার অভিপ্রায়ে ভগবদ্ধামী দ্বারা কর্ত্তৃক উক্ত ঘটনাসমূহ মুহুর্মুহুঃ প্রেরিত হইয়া থাকে এবং "পরিত্রাতার জন্য উপহার"-জ্ঞানে তাঁহারা তাহাদিগকে প্রীতির চক্ষে দর্শন করেন। যখন শ্রীনারদ-মহারাজের জননী সর্পাঘাতে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছিলেন এবং "সর্পাঘাতে তক্ষক-দংশনে দেহান্ত হইবে" এই অভিশাপ-দ্বারা শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজের স্বর্গবিজয়ে প্রবেশ করিয়াছিল, তৎকালে তাঁহারা উভয়েই এই ঘটনাদ্বয়কে ভগবৎ-কৃপা বলিয়া অনুভব করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। শ্রীকুন্তীদেবীও বলিতেন "বিপদ্ যেন পদে পদে উপস্থিত হয়"। ইহা বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, বিপদ্‌কালে ভগবৎস্মৃতি আপনিই জাগিয়া উঠে। বৈষয়িক সুখাস্বাদনকালে ভগবদ্বিস্মৃতি ঘটে বলিয়া কুন্তীদেবী ইহার পক্ষপাতিনী ছিলেন না। অতএব বুঝা যাইতেছে যে, নাস্তিকতা হইতে ঐহিক ও পারত্রিক উভয়বিধ তাপই ভোগ্য এবং তাহা নিবারণ করিতে হইলে আস্তিক্য-বুদ্ধি-সম্পন্ন হওয়া ব্যতীত গত্যন্তর নাই।

৩। দেখিতে পাওয়া যায় যে, বর্ত্তমান কলিযুগে অনেকে আস্তিকতার সীমা বিশেষরূপে অবগত না হইয়া অন্ধ-বিশ্বাসের বশবর্ত্তিতায় আপনাদিগকে অধোক্ষজে আস্তিক বলিয়া পরিচিত করাইবার জন্য ব্যস্ত। এতদ্রূপ আস্তিক্যাভিমানী ব্যক্তিসকল নিজ নিজ সঙ্কীর্ণ ধারণাসমূহোপরি ঘোর বৃদ্ধ হওয়ায় "স্বয়ং-পর্য্যাপ্ত"ভাবাপন্ন হন ও তদ্বৎ তুচ্ছ-ধারণা-সমূহের সম্মান করেন। সুতরাং তাঁহারা কুসংস্কারপুষ্ট ধারণাবলীর শোধনার্থে নিষ্কিঞ্চন ভাগবতগণের শরণাপন্ন হইবার ও শাস্ত্রোক্তা তত্ত্ব মীমাংসার কথা শ্রবণ করিবার প্রয়োজন বোধ করিতে পারেন না। সংসারচক্রের ঘূর্ণনোত্থ ঘাত-প্রতিঘাতের দ্বারা পিষ্ট হইয়া নাস্তিকদলভুক্ত কেহ কেহ শুদ্ধভক্তের নিকট আত্ম-নিবেদন করিয়াছেন, এরূপ দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু আস্তিকব্রুবগণের মধ্যে কাহারও ঐরূপ পরিবর্ত্তন প্রায়ই দেখা যায় না। অতএব স্থির হইতেছে যে ভগবদ্ভজনবিমুখ নাস্তিকগণাপেক্ষা ভগবত্তত্ত্ব-স্বীকারকারী আস্তিকব্রুবগণ অধিকতর অপরাধী এবং অপরাধের আধিক্যতা-হেতু তাঁহাদিগের উচিত যে, বৃথা অভিমান পরিত্যাগপূর্ব্বক অনতিবিলম্বে কোন শুদ্ধভাগবতের চরণাশ্রয় করেন ও তাঁহার আজ্ঞাধীন থাকিয়া নিজ আস্তিক্যবুদ্ধিলাভের জন্য যত্নশীল হয়েন। আত্মোন্নতি-কল্পে অন্ধ নাস্তিকগণের ন্যায় আস্তিকব্রুবগণের উদাসীন থাকা অধিকতর বিপদ্‌জনক এবং তদ্ধেতু আদৌ কর্ত্তব্য নহে।

৪। উচ্চাবচকুলে জীবের জন্ম ও একই প্রকার কর্ম হইতে নানাকলেবরে বিভিন্নপ্রকার ফলোৎপত্তিদর্শনে, জীবাত্মার নিত্যত্ব ও জন্মান্তর পরমাত্মার অস্তিত্ব স্বতঃই স্বীকৃত হইয়া পড়ে। শ্বেতোপনিষদে ভগবান স্বয়ং বলিয়াছেন, "ত্রিরূপাভ্যাং ইদং ক্ষরন্তং একাংশেন দ্বিতো জগৎ"। অর্থাৎ এই নশ্বর বিশ্ব তাঁহার এক অংশে কম্পিত। যেহেতু সমগ্র বিশ্বে ভগবানের একপাদমাত্রে বিভূতি বর্তমানরোপা, তদ্ভিন্ন ভোগ-মোক্ষপর অনিত্যকর্মের ফলস্বরূপ যে বিশ্ব-সংশ্লিষ্টতা তাহা ভগবত্তত্ত্বের আংশিক উপলব্ধি মাত্রীয় সেবাপর শুদ্ধভক্তফলপ্রদা নিত্যানিত্য উভয়বিধ ধামের অধীশ্বর ভাবসংপুটিত সমাক্ বা পরিপূর্ণ ভগবজ্-জ্ঞান বলিয়া কখনই স্বীকৃত হইতে পারে না। সুতরাং একদেশদর্শিতা-নিবন্ধন ভোগমোক্ষপর কামুক-কার্মিকসকল যে ভগবজ্ জ্ঞানের অতি সামান্য অংশমাত্র অনুভব করিতে সমর্থ, ইহা সুস্পষ্ট। সমাগ্ ভগবজ্ জ্ঞান লাভ করিতে হইলে উক্ত বাদনাদ্বয়কে বিসর্জন দিয়া নিষ্কিঞ্চন ভক্তমণ্ডলীর আশ্রয়গ্রহণ ব্যতীত তাঁহাদিগের গত্যন্তর নাই এবং আত্মস্তরিতা বা স্বয়ংপর্যাপ্ত-ভাবরূপ পরম শত্রুই তাঁহাদিগের ঔদ্বত্যাধিকারপ্রাপ্তির বিঘ্নকারক। যাহারা ইহার তুলনা বুঝিতে অক্ষম, তাহারা আপনাদিগকে বিচক্ষণ মনে করিলেও, সুধীসমাজ তাহাদিগকে মূর্খ বলিতে কদাপি বিরত হন না।

৫। বিশ্বের উপরিভাগে নিত্য-পদার্থসমন্বিত দিব্য আনন্দময় ধাম অবস্থিত। সেই দিব্য-ধামে ভগবান্ পরমানন্দ-প্রদ নিত্য-বিভূতিবিলাসপূর্বক, অদ্ভুত সচ্চিদানন্দঘন-রূপে ভক্তগণসহ সেব্য-সেবকসম্বন্ধযুক্ত হইয়া নিত্যকাল অলৌকিক লীলার অভিনয় করেন। যেস্থ অনিত্য পদার্থ-যুক্ত দুঃখালয়স্বরূপ বিশ্ব ক্ষয়িষ্ণু জীবগণসহ কালপ্রভাবে উদিত হয় এবং কিছুকাল অবস্থানপূর্বক অবশিষ্ট বদ্ধ-জীবগণ সহ পুনরায় অব্যক্তভাবে পরিণত হইয়া থাকে। ভোগ-মোক্ষপর জীবগণকে স্বেচ্ছামত বদ্ধভূমিকায় পুনঃ বিচরণ ও দুঃখভাবে সংশোষিত করাইবার ইচ্ছা করিলে, ভগবান্ যথা-পূর্ব দিব্য ধামে অবস্থান করতঃ অচিন্ত্য-শক্তি-প্রভাবে, দীপ হইতে দীপান্তর প্রজ্বলিত হওয়ার ন্যায়, সমশক্তিমান্ এক দ্বিতীয়রূপ প্রকট করেন। মূলরূপ হইতে প্রকটিত হওয়ায় এই দ্বিতীয়রূপটীকে ভগবানের অংশবিভূতি কহে। ভগবানের মায়াশক্তি যে ত্রিগুণাত্মিকা অনিত্য-বিষয়প্রসবিনী শক্তি আছে, তাহাকে এই অংশরূপী প্রথম-পুরুষাবতার বা কারণার্ণবশায়ি-বিষ্ণু ঈক্ষণদ্বারা ক্ষোভিতা করেন। ক্ষোভিতা মায়া অতঃপর ভগবদিচ্ছানুসারে অনন্ত-কোটী ব্রহ্মাণ্ড গঠিত করেন। ব্রহ্মাণ্ডসমূহের সৃষ্টির পর তাহাদিগের সামঞ্জস্যবিধানার্থে সেই কারণার্ণবশায়ি-বিষ্ণু নিজ মায়াধীশরূপ ভগবৎপ্রকাশটীকে ব্রহ্মাণ্ডসমূহের বহির্ভাগে যথাপূর্ব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া, দীপ হইতে দীপান্তর ন্যায়ানুসারে, বিবিধ অংশরূপে প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডের ভিতর প্রবেশ করেন। প্রত্যেক জীবের অন্তরে অন্তর্যামিরূপে যে ভগবৎপ্রকাশটী সদা বিরাজমান থাকেন তাঁহাকে ক্ষীরোদকশায়ী বা ব্যষ্টি বিষ্ণু এবং সমগ্র বিশ্বে বা ব্রহ্মাণ্ডে ওতপ্রোতভাবে যে ভগবৎপ্রকাশটী সদাবিরাজিত, তাঁহাকে পরমাত্মা, গর্ভোদকশায়ী বা সমষ্টি, বিষ্ণু কহে। কোন কোন স্থূলবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি এই বাহ্য বিশ্বকে চিন্ময় পরমাত্মার বিরাট্রূপ বলিয়া স্থির করেন এবং হঠযোগিগণ বিশ্বে ওতপ্রোত পরমাত্মতত্ত্বকেই পরতত্ত্বের পূর্ণবিকাশভূমিকা বলিয়া থাকেন। যে ভগবান্ দিব্যধামে সদা পূর্ণরূপে অবস্থান করেন, যাঁহার অংশতত্ত্ব হইতে অনন্ত-কোটী ব্রহ্মাণ্ড নিমেষমাত্রে উৎপন্ন ও লয়প্রাপ্ত হয়, যিনি অংশাংশতত্ত্বস্বরূপে বিশ্বের সামঞ্জস্য-বিধানকর্তা, তাঁহাকেই ক্ষুদ্রা মায়াশক্তি কর্তৃক বিমোহিত ব্যক্তিসকল সুষ্ঠুরূপে গভীর সুগভীরতত্ত্ব জানিতে অক্ষম। অতএব মায়ামুগ্ধ জীবগণ যে, কল্পজ্ঞানপ্রসূত মহিম-খর্বকারী অসমাগ্ ভগবদ্ধারণা পোষণ করিবেন, ইহা যুক্তি-সঙ্গত। ভগবান্ মায়াশক্তিকে আশ্রয় করিয়া অসুর-মোহন লীলা-প্রকাশ করেন এবং এই অসুর-মোহন লীলারই ফলস্বরূপে অসমাগ্ ভগবদ্ধারণা বদ্ধজীবহৃদয়ে স্থানপ্রাপ্ত হয়। সুর-মোহনলীলা ইহার বিপরীত, যথা—

"ওঁ তদ্বিষ্ণোঃপরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ।
দিবীব চক্ষুরাততম্।"

অর্থাৎ সূরি বা শুদ্ধ ভক্তগণ ভগবানের যে শ্রেষ্ঠরূপ

যা দিয়া কাঁদিবার তাহাকে সঙ্গিনী বিজ্ঞাবিনোদনে দর্শন করিয়া থাকেন।

৬। বিরজার ও বিরজ সন্নিধানে বিরজানদী নদী অবস্থিত। যাঁহারা ভোগ-মোক্ষবাঞ্ছা পরিত্যাগ করিয়া রাধানাথকে বিরজস্ক দিয়াছেন, তাঁহারা পরিব্রজনস্থলস্থ হওয়ায় বিরজ নদীর ঊর্দ্ধদেশে অবস্থিত বিরজাধামের অন্তর্গত অপ্রাকৃত ব্রহ্মজ্যোতির দর্শন সর্ব্বাগ্রে লাভ করেন। এই ব্রহ্মজ্যোতিকে শাস্ত্রকারগণ কৃষ্ণকলাস্থি কহে। ইহা জড়ভাবশূন্য বিশুদ্ধ চিন্মাত্রতত্ত্ব, এবং মোহগ্রস্ত-সাধিগণের হেয় শূন্য আকাশাদির জড় পদার্থ নহে। যিনি একবার ইহার আস্বাদ প্রাপ্ত হন, তিনি পুনরায় জড়পদার্থে আসক্ত হইতে পারেন না। ভক্তগণ যখন ব্রহ্মজ্যোতির চিৎ-সৌন্দর্য্য দর্শন করেন, ব্রহ্মজ্যোতিও তাঁহাদিগের নিকট তাহাদিগের স্বরূপস্বরূপ প্রকাশ করিতে থাকেন, যাহার ফলে তাঁহারা পরব্যোমের অন্তর্ভাবস্থিত ঐশ্বর্য্যভাবপ্রধান বিরাজমান বৈকুণ্ঠধাম ও ভক্তগণাহ অন্তর্ভুক্তঐশ্বর্য্যভাবপ্রধান লীলারসাস্বাদনকারী শ্রীনারায়ণের দর্শনলাভে সমর্থ হন। কলিতা বৈধভক্তি অপেক্ষা শুদ্ধরাগভক্তির দ্বারা যে কোটী কোটী গুণ অধিক আনন্দ অবাধিতভাবে নিত্যকাল সম্ভোগ করিতে পারা যায় এবং ভগবান্ এতাদৃশ প্রবলপ্রতাপান্বিত যে, তাঁহার শুদ্ধভক্তদিগের উপর অত্যাচার করিতে স্বয়ং যমরাজও সাহস করেন না ইত্যাদিপ্রকার ভক্তিভাবমণ্ডনকারী অত্যাশ্চর্য্য ঐশ্বরিক শক্তির বিকাশকে বৈকুণ্ঠগত ঐশ্বর্য্যভাব কহে। মুহুর্মুহুঃ এই ঐশ্বর্য্যভাব দর্শন করিতে করিতে ভক্তগণের হৃদয়ে যখন বিশ্রম্ভভাবের আবির্ভাব হয়, তখনই তাঁহারা বৈকুণ্ঠের অধঃ পার্শ্বে অবস্থিত গোলোকস্থকারণ এবং তদুর্দ্ধ গোপীগণ-বেষ্টিত মাধুর্য্য-লীলারসাস্বাদনবিভোর মুরলীধারক শ্রীকৃষ্ণের দর্শনলাভ করেন। মাধুর্য্যভাবে প্রীতির ভাবই প্রবল থাকায় ঐশ্বর্য্য সত্ত্বেও তাহার নিকে ভক্তগণ লক্ষ্য দিতে পারেন না এবং সেইজন্য তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে ঐশ্বর্য্যগত বিস্ত্রম্ভের পরিবর্ত্তে প্রেমাস্পদ মনে করেন। এই প্রেমাস্পদভাব চারিপ্রকার যথা—দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। নখর জগতে যে দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর ভাব দৃষ্ট হয়, তাহা কাম। (অর্থাৎ স্বার্থপরতার ভাবাপন্ন)। এই গোলোকস্থ পরিত্র ভাবচতুষ্টয়ের সাধারণতঃ বিকৃত প্রতিবিম্বভাব। ভৌম-দেবলীলায় আবির্ভাবকালে ঐশ্বর্য্যভাবকে গোপন করিয়া মাধুর্য্যপ্রধান সমষ্টি মূর্ত্তিতে শ্রীকৃষ্ণ যখন গোপরমণীগণের একত্র ভোজন করিতেছিলেন এবং সখা-ভাবময় সেবাবৃত্তির সাধক, আবেশে পুনিষ্টজ্ঞানে উচ্ছিষ্ট ফলমূলাদি সেই গোপবালকগণ যখন তাঁহার মুখে তুলিয়া দিতেছিলেন, তৎকালে যাঁহার মুখ হইতে বেদসমূহ নিঃসৃত হইয়াছিল, সেই ব্রহ্মাও তাঁহাকে চিনিতে পারেন নাই। ব্রহ্মার ধারণা ছিল যে,—পবিত্রভাবে বিধিপূর্ব্বক আরাধ্য সামগ্রী ভগবানকে নিবেদন করিতে হয় এবং গোপবালকগণ যখন উচ্ছিষ্টাদি শ্রীকৃষ্ণের মুখে অকুণ্ঠোভরে তুলিয়া দিতেছেন, তখন ইনি ইহার আরাধ্য ভগবান্ হইতে পারেন না। অবশেষে শ্রীকৃষ্ণ যখন ঐশ্বর্য্যভাবের কথঞ্চিৎ পরিচয় দিলেন, তখন ব্রহ্মা করযোড়ে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছিলেন এবং ব্রহ্মসংহিতানামক নিজরচিত গ্রন্থে "ঈশ্বরঃ পরমকৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ। অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্।" বলিয়া ঘোষণা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। অতএব দেখা যাইতেছে যে, স্বয়ং ব্রহ্মাকেও যখন শ্রীকৃষ্ণে শ্রদ্ধা স্থাপন করিতে বেগ পাইতে হইয়াছিল, তখন ভোগ-মোক্ষপর সাধারণ কপটব্যক্তিসকল যে, সহসা কৃষ্ণে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিবেন, ইহা আদৌ সম্ভবপর নহে।

(ক্রমশঃ)

অভিমান

যে বৃত্তির উদয়ে মানবমন নিজপরিচয়লাভে সমর্থ হয়, তাহার নাম অভিমান। অভিমান দ্বিবিধ যথা—চিৎ ও জড়াত্মক। জৈবজাতীয় অভিমানের উদয়ে চিৎকণ জীবসমূহ নিজ শুদ্ধতাত্ত্বিক চিৎস্বরূপের পরিচয় লাভ করিতে সমর্থ হয়, তাহাকে চিদভিমান কহে। অজ্ঞাভিলাষিতা-শূন্যহেতু নির্ম্মল; একমাত্র ভগবৎ সেবাপর চিদভিমান-মূলক স্বরূপজ্ঞানের পরিবর্ত্তে জীবগণ যখন আপনাদিগকে

অজ্ঞানপ্রকাশ জ্ঞেয়জ্ঞাতৃপর স্বতন্ত্র পদার্থ বলিয়া বিবেচনা করেন, তৎকালে যে প্রকার অভিমানের দ্বারা অনুপ্রাণিত হওয়ায় তাঁহারা উক্তপ্রকার সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েন, সেই অভিমানকে জড়াভিমান কহে। অজ্ঞানাচ্ছন্ন অবস্থায় জীবদ্বয় যাহারা অপরা প্রকৃতির বশ্যতা স্বীকার করেন, এবং তৎকালে তাঁহারা মায়িক অহঙ্কারতত্ত্ব হইতে উৎপন্ন জড়াভিমান কর্ত্তৃক আপনাদিগকে অনিত্য জড়পদার্থের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট চিদ্বিস্তুতত্ত্ব বলিয়া নির্দ্ধারণ করিতে থাকা হয়েন। যাবৎ না যাহারা মনুষ্যগণ কোন নিষ্কিঞ্চন মহাভাগবতের শরণাপন্ন হইবেন, তাবৎকাল পর্য্যন্ত তাঁহারা ভগবানের পরাপ্রকৃতির অন্তর্ভুক্ত বিমল চিদ্ভিমানের উজ্জ্বল আলোক লাভ করিতে ও তৎসাহায্যে নিজ ভগবদ্দাস্যপর নিত্যচিৎস্বরূপের পরিচয় অবগত হইতে সমর্থ হইবেন না।

২। জড়াভিমানবশতঃ মানবগণ আপনাদিগকে ব্রাহ্মণ বা শূদ্র, স্থূল বা কৃশ, পণ্ডিত বা মূর্খ, বালক বা বৃদ্ধ, নর বা নারী, হিন্দু বা ম্লেচ্ছ, স্বদেশী বা বিদেশী, রাজা বা প্রজা, সুস্থ বা রুগ্ন, ধনী বা দরিদ্র, দুর্জ্জন বা সজ্জন, কর্ত্তা বা ভোক্তা, যোগী বা ভোগী, তাপস বা ত্যাগী, কর্ম্মী বা জ্ঞানী, নৈষ্ঠিক বা সকাম ভক্ত ইত্যাদি বহুবিধ অনিত্যভাবাপন্ন বিবেচনা করেন। প্রকৃতপক্ষে এই সমুদয় অনাত্মভাব জীবের নিত্যশুদ্ধ ভগবদ্দাস্যপর তাত্ত্বিকস্বরূপে অবস্থিত নাই। বিদ্বচ্চিৎপদার্থ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিত্যকালব্যাপী অহৈতুকী সেবাপ্রবৃত্তিই কেবলমাত্র চিৎকণ জীবের শুদ্ধস্বভাবে বর্ত্তমান এবং তাহা চিদ্ভিমানের উদয় অতীত অনুভূত হইবার নহে। এই জন্য ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অধঃপতিতপ্রচুর কলিযুগে জগদ্গুরু শ্রীমদ্ গৌরসুন্দররূপে ধরণীতলে অবতীর্ণ হইয়া লোকশিক্ষার্থে বলিয়াছিলেন—

"নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো
নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতির্নো বনস্থো যতির্বা।
কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিলপরমানন্দপূর্ণামৃতাব্ধে-
র্গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ॥

২

৩। "আমার হস্ত," "আমার চক্ষু," "আমার মন" "আমার বুদ্ধি" ইত্যাদিপ্রকার উক্তির বহুল প্রয়োগ সাধারণ মানবসমাজে প্রতিনিয়ত দৃষ্ট হয়। উহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, 'আমি' বলিয়া যে পদার্থ, তাহা নিশ্চয়ই স্থূলদেহ ও সূক্ষ্ম মনোবুদ্ধির অতিরিক্ত তত্ত্ব; কিন্তু সেই অতিরিক্ত পদার্থটী যে, কিপ্রকার তত্ত্ব এবং তাহার স্বভাবই বা কি, তাহা ঐ অজ্ঞসমাজ বিশেষরূপে অবগত নহেন। ভোগ বা মোক্ষসুখের আশায় সদা চঞ্চলচিত্ত ঐজ্ঞ মানবগণ প্রাকৃত অভিজ্ঞানকে অবলম্বন করিয়া অনুমানশক্তির বলে আত্মিয়ের স্বরূপনির্দ্ধারণে প্রবৃত্ত হওয়ায় তাহাদিগের মধ্যে (১) কেহ কিছু স্থির করিতে না পারায় "দেহের উৎপত্তিতে আত্মিয়রূপে একটী তুচ্ছাতিতুচ্ছ স্বতঃই উৎপন্ন হয় ও দেহের ধ্বংসে উহারও বিনাশ ঘটিয়া থাকে" ইত্যাকার নাস্তিকোচিত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন; (২) কেহ স্থূলদেহের ধ্বংসে মন-বুদ্ধ্যাদি সূক্ষ্মশরীরবিশিষ্ট স্বকর্ম্মফলভুক্তরূপ জীবাত্মার বিনাশ সিদ্ধ হয় না স্থির করিতে ও মৃত্যুর পর তাহাকে পুণ্য বা পাপের ফল উপভোগার্থে স্বর্গ বা নরকে গমন করিতে হয়, ইত্যাকার মাত্র শোধন করিতে বাধ্য হইয়াছেন এবং (৩) কেহ বা নেতি নেতি রূপ সাত্ত্বিকেকমুখী চিন্তনপ্রণালীক্রমে আত্মিয়ের স্থূলসূক্ষ্মদেহাতীত নিরাকার ও নিষ্ক্রিয় বস্তুসত্তা স্থির করিতে ও সোঽহংবাদরূপ অদ্বৈতসিদ্ধান্তের প্রচার করিতে বাধ্য হইয়াছেন; শাস্ত্র বলিতেছেন,—

(১)

"ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনোবুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাং।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥"

—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

(২)

"ভক্তি-যোগেন মনসি সম্যক্ প্রণিহিতেঽমলে।
অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণং মায়াঞ্চ তদপাশ্রয়াম্॥
যয়া সম্মোহিতো জীবঃ আত্মানং ত্রিগুণাত্মকম্।

৩

পরোঽপি মনুভেদেনর্তং তৎকৃতকাভিপদ্যতে।
স বন্ধো সত্যং স আত্মা ভক্তিযোগমধোক্ষজে॥"

—(ভাগবত)

এই প্রমাণদ্বয় হইতে জানা যাইতেছে যে, জীবের স্বরূপস্থ হইয়া ভগবানের সেবা (অপরা) প্রকৃতির পরিণতি ও ত্রিগুণাত্মক (উৎপত্তি-স্থিতি-লয়ধর্মযুক্ত) এবং জীবশক্তি চিৎ (পরা) প্রকৃতির পরিণতি ও নিত্যাচিদ্‌গুণবিশিষ্ট। আরও বলা যাইতেছে যে, স্বপ্রাতীয়তা ও অণুত্বনিবন্ধন চিৎকণ জীবের একমাত্র কর্ত্তব্য বস্তুতঃ সর্বার্থ ভগবানের নিত্যকাল অহৈতুকভাবে সেবা করা এবং তাহার অভাবে তাঁহাকে মায়া কর্তৃক বিমোহিত হইয়া, জড়পদার্থে আত্ম-বোধ করিতে ও মায়ার কার্য্যে নিজ কার্য্য বলিয়া অনুভব করিতে বাধ্য হইতে হয়। সুতরাং যাহারা নিজ চিৎকণস্বরূপ ও তাহাতে অবস্থিত অহৈতুক ভগবৎ-সেবাবৃত্তি উপলব্ধি করিতে অসমর্থ, তাহারা যে দিবালোকে সূর্য্যদর্শনাক্ষম পেচকবৎ নিশাচর ও জড়াভিমানী, ইহা যুক্তিপূর্ণ ও শাস্ত্রসম্মত।

৮। মন নামক অন্তরিন্দ্রিয়টী সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক। ইহা রাগ, দ্বেষ, ভয়, ক্রোধ, সুখ, দুঃখ ইত্যাদি বিভিন্ন আকারে পরিণত হইবার যোগ্য এবং আপন অভিপ্রায়ানুসারে ইহা বাহ্যজ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়গুলিকে কর্ম্মে নিযুক্ত করাইয়া থাকে। এই মন ব্যতীত বুদ্ধি ও অহঙ্কার নামক আরও দুইটী সূক্ষ্ম জড়তত্ত্ব মানবের অন্তদেশে অবস্থান করে। বুদ্ধির দ্বারা হেয় ও উপাদেয়রূপ বিচারকার্য্য নিষ্পন্ন হয় ও ইন্দ্রিয়গণের উপর কর্তৃত্ব করে অর্থাৎ যাহাকে হেয় রূপে স্থির করে তৎকার্য্যসাধনে মনকে নিযুক্ত হইতে দেয় না। মন, বুদ্ধি ও অন্যান্য বাহ্যেন্দ্রিয়সকল জড় বস্তু ও কার্য্যসাধনের যন্ত্রবিশেষমাত্র। যন্ত্রদ্বারা কোন বস্তুকে কর্ত্তন করিলে জড়যন্ত্রটী যেমন দাতাটীকে কেহ কর্ত্তন কার্য্যের কর্ত্তা বলে না, সেইরূপ জড়মনবুদ্ধ্যাদিকেও কর্ত্তা বলা সঙ্গত নহে। অতএব তাহাদিগের অতিরিক্ত অন্য কোন চেতন সত্তাকে কর্ত্তৃত্বে বরণ করার প্রয়োজন দৃষ্ট হয়। মনোবুদ্ধ্যাদির অতিরিক্ত যে চিৎকণ জীবতত্ত্ব, তাহার স্বভাব নিত্যকাল অহৈতুকভাবে ভগবৎসেবায় নিযুক্ত থাকা। কাজেই হেতুগর্ভ ভোগ-মোক্ষপর অনুধাবনপর্য্যন্ত কার্য্যের কর্ত্তৃত্বভার তাহার উপর বিন্যস্ত করা শাস্ত্রসম্মত নহে। যেহেতু জীবের তাত্ত্বিক সত্তার সঙ্গে হেতুমূলক জড়কার্য্যের কর্ত্তৃত্ব চাপান ঘটিতে পারে না এবং জড় যন্ত্রগুলিরও একজন নিমিত্তকারণ অর্থাৎ কর্ত্তার অবস্থান অপরিহার্য্য, তজ্জন্য জগৎসৃষ্টিকালে ভগবৎসেবাবিমুখ জীবগণকে মুগ্ধ করিবার জন্য মায়াশক্তির অহঙ্কার নামক চিদাভাসযুক্ত একটী অপর অতিসূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জড়যন্ত্র গঠিত হইয়াছিল। সেই অহঙ্কারতত্ত্বের একমাত্র কার্য্য—অজ্ঞান জড়-যন্ত্রের দ্বারা কৃত কর্ম্মের পশ্চাৎ পশ্চাৎ "আমি আমি" ইত্যাকার কর্ত্তৃসত্তা-বোধক ধারণা প্রকটন করা। অজ্ঞান-প্রভাব যে "আমিত্ব" ধারণা, তাহা অখণ্ডিতবৎ বস্তু-শূন্য বিকল্প জ্ঞানের পরিচায়ক। অতএব যাহারা এই সত্তাহীন "আমিত্ব" ধারণাকে জীবতত্ত্ব বলিয়া নির্দ্দেশ করে, তাহারা নিতান্ত ভ্রান্ত ও প্রকৃষ্ট জড়াভিমানী।

৫। সুবর্ণ একটী পদার্থ এবং ইহা আপনার স্বভাবকে জগতের পূর্ব্বপরবর্ত্তী কাল পর্য্যন্ত কখনও পরিত্যাগ করে না। অহঙ্কার-তত্ত্বোত্থ 'আমি'-ধারণাটী যদি কোনপ্রকার সত্তার পরিচায়ক হইত, তাহা হইলে উহা নিত্য একই ভাবে স্থির থাকিত। যেহেতু বর্ত্তমানে সুখী ও ভবিষ্যতে দুঃখী, অল্প স্থূল ও কাল কৃশ, শৈশবে মূর্খ ও বয়ঃপ্রাপ্তিতে পণ্ডিত ইত্যাদি প্রকার বিভিন্ন ধারণা ঐ 'আমি'-শব্দসহ ফুটিয়া উঠিতে দেখা যায়, তজ্জন্য ইহার মূলদেশে স্থায়িরূপ কোনপ্রকার সত্তার অবস্থান কদাপি স্বীকার করা যাইতে পারে না। ইহা কেবল বাগ্‌বিলাস ও গন্ধর্ব্বপুরের ন্যায় অসৎপদার্থের বোধক। সুতরাং ভোগাসক্ত নাস্তিক ও স্বর্গকামী কর্ম্মিগণ যাহাকে সুখী করিবার জন্য বিপুল উদ্যমশীল, তাহা অলীকপদার্থ এবং অলীকপদার্থে আত্মাভিমান করায় তাহারা যে জড়াভিমানী তাহা না স্বীকার করিবে? যাঁহাদিগের সৌভাগ্যের উদয় হইয়াছে, তাঁহারা জানিতে পারেন যে, অহঙ্কারতত্ত্বটী জড়পদার্থবিধায় চেতন-ধর্ম্ম তাহাতে থাকিতে পারে না এবং তাহার কার্য্যের একজন চেতন সাক্ষী থাকা আবশ্যক। সাক্ষী সর্ব্বটী নিরপেক্ষ এবং তাহারাই সেই নিরপেক্ষ সাক্ষী। যাঁহারা আপনাদিগকে জড়কার্য্যের

সাক্ষী বলিয়া বুঝিতে পারেন, তাঁহারা তত্ত্বৎকার্য্যের চেষ্টা ও অনিত্যতাও দেখিতে পান। যাঁহারা প্রাকৃত বিষয়ের অনিত্যতা ও চেষ্টা অবলোকন করিতে সমর্থ হন, তাঁহারা কদাপি তাহাতে আসক্ত হইতে পারেন না এবং যাহা নিত্যকালস্থায়ী তৎকার্য্যেরও অনুসন্ধান প্রাপ্ত হন। যাঁহারা নিত্যকালব্যাপী কার্য্যের সন্ধান লাভ করেন, তাঁহারা অবগত হন যে, ভগবান্ নিত্যসত্যবস্তু, জীবগণও আশ্রিত সত্যবস্তু এবং তাঁহার সেবারূপ কার্য্যই নিত্যকাল জীবগণ কর্ত্তৃক সাধনের যোগ্য। তাঁহারা আরও বুঝেন যে, ভগবৎ-সেবায় যে আনন্দ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার কখনও ক্ষয় বা মোক্ষবারে সত্তা নাই। যাঁহারা এবম্বিধ সেবানন্দ-আস্বাদনে সমর্থ, তাঁহারাই চিদভিমানী, অন্যে নহে।

৬। ব্রহ্ম-পদার্থকে শাস্ত্রে চিজ্জ্যোতি বলা হইয়াছে, এবং তাহা পূর্ণচেতন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গকান্তি, যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে,—

"যদদ্বৈতং ব্রহ্মোপনিষদি তদপ্যস্য তনুভা।"

আমরা যখন কোন একটী পুষ্পের বর্ণশোভা নিরীক্ষণ করি, তৎকালে স্ফুটভাবেই হউক্ অথবা অস্ফুটভাবেই হউক্, কলিরও কথঞ্চিৎ দর্শন সিদ্ধ হইয়া থাকে। সুতরাং যাহারা ভগবানের শ্রীমূর্ত্তি আদৌ দেখিতে না পাওয়ায় উঁহার অস্তিত্ব স্বীকার করিতে চাহেন না, তাহারা তাঁহার অঙ্গজ্যোতিরূপ-প্রাকৃত ব্রহ্মতত্ত্বের অনুভব করিতে অসমর্থ। অতএব সোঽহংবাদিগণ-স্বীকৃত জ্ঞাতৃজ্ঞানজ্ঞেয়ভাবশূন্য ব্রহ্ম-পদার্থটী উপনিষদ্গত ব্রহ্ম বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। জ্ঞানবাক্যের বিকিরণায় স্ফুরণ না থাকায় তাহাদিগের ব্রহ্ম-পদার্থ গুণসাম্যাবস্থাপ্রাপ্ত অব্যক্ত প্রকৃতি অর্থাৎ জড়সূক্ষ্মতত্ত্ব ব্যতীত অন্য কিছু নহে। "ঐক্ষতাহং বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি" "তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি" "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যঃ" "দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরং" ইত্যাদিপ্রকার উপনিষদ্যুক্তি হইতে জানা যাইতেছে যে, ব্রহ্মই একমাত্র বিজ্ঞাতা, দ্রষ্টব্য পদার্থ, তাঁহাকে জড়চক্ষুতে দেখা যায় না, বলিয়া তিনি যাহাকে দিব্য চিচ্চক্ষু প্রদান করেন, সেই ব্যক্তি তাঁহাকে দেখিতে সমর্থ হয়। জ্ঞানবাহিত্যাবস্থাকে ব্রহ্মের লক্ষণ স্থির করায় সোঽহংবাদিগণ ভগবত্তত্ত্ব বা ব্রহ্মজ্যোতি দর্শনের অযোগ্য। অতএব তাঁহারাও নাস্তিক ও কর্ম্মিগণের লক্ষণাক্রান্ত জড়াভিমানী।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-শতক।

(ডাঃ কে, জ্যোতির্ভূষণ এইচ্ এম্-বি)

কৃষ্ণভাব-সুধা যিনি আপনি আস্বাদি আপনে,
আস্বাদন করাইলেন যাঁরে ভক্তগণে ;
দিলেন ভক্তের ভার করিয়া যতনে,
প্রেম শিক্ষা উপদেশ অমিয় বচনে ;
কৃষ্ণপ্রেমে যাঁর হৃদি কাঁদয়ে সঘনে,
নমি আমি সেই প্রভু গৌরাঙ্গ-চরণে ॥ ১ ॥

কৃষ্ণ বিরহেতে যাঁর ক্ষীণ দেহ মন,
ভাবাবেশে অনুক্ষণ করয়ে ধারণ ;
নানা মতে কারে যিনি প্রেম আস্বাদেন,
নমি আমি সেই প্রভু গৌরাঙ্গ-চরণ ॥ ২ ॥

ভক্ত অনুগ্রহকারী দয়ার সাগর,
প্রস্ফুটিত যাঁর হেরে প্রীতি ভরে যায় ;
ভক্তের কুশল যাঁর কাতরে মনন,
নমি আমি সেই প্রভু গৌরাঙ্গ-চরণ ॥ ৩ ॥

রামচন্দ্রপুরী-ভয়ে আহারের মান
সঙ্কোচ করেন যিনি রাখি তার মান,
বিরত হয়েন যিনি মিষ্টান্ন ভক্ষণে,
নমি আমি সেই প্রভু গৌরাঙ্গ-চরণে ॥ ৪ ॥

যাঁর কৃপাবলে পঙ্গু গিরি লঙ্ঘিবারে,
বেদাদি পঠনে মূক অতি শক্তি ধরে,
যাঁর বলে শক্তি ধরে অজ্ঞান বিজ্ঞানে,
নমি আমি সেই প্রভু গৌরাঙ্গ-চরণে ॥ ৫ ॥

সেই অবতারী গোরা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য
প্রেম দিয়া সকলেরে, করিল কৈনু ধন্য ;
নাম রূপ গুপ্ত ধন করিল প্রদান।
নমি আমি সেই প্রভু গৌরাঙ্গ চরণ ॥ ৬ ॥

ভক্তি অস্তি গোপীর সাধুজনে কয়,
সেই ভক্তি করিলেন তিঁহ প্রকাশয়,
ইথে কি সংশয় তিঁহ করুণা-নিধান ?
নমি আমি সেই প্রভু গৌরাঙ্গ ভগবান ॥ ৭ ॥

(ক্রমশঃ)

প্রভুর প্রচার।

কলিযুগপাবনাবতার শ্রীগৌরসুন্দর প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়া জগজ্জীবের কল্যাণের জন্য যে ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন, তাহা কি ?—এ বিষয়ে অনেকের অনেক প্রকার সন্দেহ থাকিতে পারে। আমরা জানি যে, শ্রীগৌরসুন্দর পৃথিবীর মনুষ্যমাত্রকে জাতিবর্ণ-নির্ব্বিশেষে তাঁহার এই প্রচারকার্য্যে নিযুক্ত হইবার জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন। যেমন শ্রীরামচন্দ্র স্বয়ং সর্ব্বশক্তিমান্ হইয়াও নগণ্য কাঠবিড়ালকেও সেবার সুযোগ দিবার জন্য সেতুবন্ধন-কার্য্যে তাহার ক্ষুদ্র সাহায্য-গ্রহণের অভিনয় করিয়াছিলেন, তদ্রূপ সর্ব্বাবতারী শ্রীগৌরসুন্দর জগজ্জীবকে সেবা করিবার অবসর প্রদানের জন্য সকলকে আহ্বান করিয়া বলিয়াছেন—

"একলা মালাকার আমি কাঁহা কাঁহা যাব।
একলা বা কত ফল পাড়িয়া বিলাব॥
একলা উঠাঞা দিতে হয় পরিশ্রম।
কেহ পায় কেহ না পায় রহে মনে ভ্রম॥
অতএব আমি আজ্ঞা দিল সবাকারে।
যাহা তাঁহা প্রেম-ফল দেহ যারে তারে॥
অতএব সবে ফল দেহ যারে তারে।
খাইয়া হউক্ লোক অজর অমরে॥
ভারতভূমিতে হৈল মনুষ্য-জন্ম যার।
জন্ম সার্থক কর করি পর-উপকার॥"

চৈঃ চঃ আদি ৯ম

শ্রীগৌরসুন্দরের এই প্রেম-প্রচার-কার্য্যে অনেক মহাপুরুষই যোগদান করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ও শ্রীল ঠাকুর হরিদাসের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শ্রীগৌরসুন্দর স্বয়ং উভয়কে প্রচারক করিয়া পাঠাইলেন। সকলেই জানেন যে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু উচ্চ ব্রাহ্মণকুলে উদ্ভূত হইয়াছিলেন এবং শ্রীল ঠাকুর হরিদাস যবনকুলোদ্ভূত ছিলেন।

যখন শ্রীগৌরসুন্দর যখন নবদ্বীপে প্রকটিত হন, তখন নবদ্বীপে বহু ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বাস। নবদ্বীপ তখন ন্যায়শাস্ত্রের আলোচনা ও সংস্কৃত-চর্চ্চার জন্য জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল। শ্রীগৌরসুন্দর নিজেও কোনও উচ্চ ব্রাহ্মণকুলে উদ্ভূত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার ন্যায়শাস্ত্রে ও সংস্কৃত শব্দশাস্ত্রে সমসাময়িক পণ্ডিত ছিলেন। কিন্তু তিনি স্বয়ং কি প্রচার করিলেন ও শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীহরিদাস প্রভৃতির দ্বারা কি প্রচার করাইলেন ? তিনি কি তথাকথিত শৌক্রবর্ণাশ্রমধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন ? তিনি কি ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল নির্ব্বিশেষে সকলকে দীক্ষা দিয়া বা প্রচারক প্রেরণ করিয়া বলিয়াছিলেন—হে বিপ্রসকল, তোমরা তোমাদের পিতৃপুরুষের গৌরব ভুলিও না। তোমরা আর্য্যসন্তান—দ্বিজসন্তান, তোমরা স্মৃতির সদাচার পালন কর, তোমরা ত্রিসন্ধ্যা সুষ্ঠুভাবে গায়ত্রী জপ কর, অশুদ্ধপ্রতিগ্রাহী হও ? কিংবা তিনি হরিদাসকে দিয়া কোনও মুসলমান ধর্ম্মও প্রচার করিলেন না—বা বলিলেন না—অস্পৃশ্যতা দূর কর, ছুঁৎমার্গ পরিহার কর। শ্রীমন্মহাপ্রভু জড়ের ধর্ম্ম প্রচার করিতে জগতে অবতীর্ণ হন নাই। তিনি আসিয়াছেন—নিত্যধর্ম্ম—সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম—সনাতন ধর্ম্ম প্রচার করিতে। জড়ের ভাল মন্দ উভয়ই সমান। উহা সকলই ভ্রমযুক্ত মনোধর্ম্ম। জড়রাজ্যে ব্রাহ্মণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বর্ণ—শূদ্র অন্ত্যজ সকল নিম্ন বর্ণ। ঐ সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা-প্রাপ্তিও যেরূপ নশ্বর, ঐ সর্ব্বনিম্নতা-প্রাপ্তিও তদ্রূপ নশ্বর। ঐ প্রকার শৌক্র পরিচয়—জড়ের পরিচয়, রক্তমাংসের পরিচয়, অনিত্য পরিচয়। পুণ্যকর্ম্মাদি অনুষ্ঠান দ্বারা শূদ্র পরজন্মে ব্রাহ্মণ বর্ণ লাভ করিতে, আবার ব্রাহ্মণ দুষ্কর্ম্ম দ্বারা চণ্ডালযোনি কেন—কুক্কুর, শূগাল পশুযোনিও লাভ করিতে পারেন। সুতরাং জড়ের ভালমন্দ উভয়ই অনিত্য বিষয়। অধিকাংশ ব্যাসাবতার শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব্বের সাময়িক অবস্থা বর্ণনচ্ছলে লিখিয়াছেন—

"যে বা ভট্টাচার্য্য, চক্রবর্ত্তী, মিশ্র সব।
তাহারাও না জানয়ে গ্রন্থ-অনুভব॥
শাস্ত্র পড়াইয়া সবে এই কর্ম্ম করে।
শ্রোতার সহিত যম-পাশে বান্ধি মারে॥
• • • • •
গীতা ভাগবত যে যে জনে বা পড়ায়।
ভক্তির ব্যাখ্যান নাহি তাহার জিহ্বায়॥
এই মত বিষ্ণুমায়া-মোহিত সংসার।
দেখি ভক্ত সব দুঃখ ভাবেন অপার॥
কেমতে এ সব জীব পাইবে উদ্ধার।
বিষয়-সুখেতে সব মজিল সংসার॥
বলিলেও কেহো নাহি লয় কৃষ্ণনাম।
নিরবধি বিদ্যাকুল করেন ব্যাখ্যান॥"

দেহ-সর্ব্বস্ববুদ্ধি কণ্ঠকড়ুয়ার্ত্তকুল যে 'ব্রহ্মণ্যধর্ম্ম, 'ব্রহ্মণ্যধর্ম্ম' বলিয়া চিৎকার করিতেছেন, অপরদিকে আবার যাহারা উদারতার নাম করিয়া অস্পৃশ্যতা নিবারণের চেষ্টাকল্পে নানাবিধ জড়ের চেষ্টা করিতেছেন, তাহারা উভয়ে বিষ্ণুমায়ায় মোহিত। কারণ জড়ের ব্রাহ্মণতা ও জড়ের শূদ্রতা, উহাই জাগতিক নশ্বর বিষয়। কেবল জড়দেহাভিমান বজায় রাখিবার এবং জড় সুখ ও স্থূলদেহের অনুসন্ধানের জন্য কপটেই যদি কেহ, ব্রহ্মণ্য ধর্ম্ম বলিয়া বিচার করেন, তবে তাহার মূল্য অতি সামান্য। উহা সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম বা সনাতন ধর্ম্ম নহে। কারণ যে ব্যক্তি একমাত্র ব্রাহ্মণের ঔরসে জন্মিয়াছেন তিনিই সেই ধর্ম্মের অধিকারী কিন্তু ব্রহ্মণ্যদেব শ্রীকৃষ্ণসেবায় 'নূমাত্র-প্রাধিকারিতা' মনুষ্য মাত্রেরই অধিকার। সেই ধর্ম্মই সনাতন ও সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম। শ্রীষড়গোস্বামীর যাজিক ব্রাহ্মণগণ একদিন তাঁহাদের ব্রহ্ম উপলব্ধি করিয়া আত্মগ্লানি করিয়াছিলেন—

"ধিগ্ জন্মনস্ত্রিবৃদ্বিদ্যাং ধিগ্ ব্রতং ধিক্ বহুজ্ঞতাম্।
ধিক্কুলং ধিক্ ক্রিয়াদাক্ষ্যং বিমুখা যে ত্বধোক্ষজে॥"

আমাদের যৌক্ত, সাবিত্র্য, এবং বৈদ্য জন্মে ধিক্। আমাদের বিদ্যায় ধিক্, আমাদের বহুনাদি ব্রতে ধিক্, আমাদের অভিজ্ঞতায় ধিক্, অন্যের কুলে ধিক্, কর্ম্মপটুতায় ধিক্। পুনঃ পুনঃ ধিক্! আমাদের সকলই ধিক্কার,—কারণ আমরা অতীন্দ্রিয় বস্তু শ্রীভগবানের সেবাবিমুখ। কলিযুগপাবনাবতারে শ্রীগৌরসুন্দর জীবমাত্রেরই যে নিত্যসেব্য ব্রহ্মবাদে। শ্রীসার্ব্বভৌমদেবের সেবা, তাহাই জগতে প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে জীব স্বরূপতঃ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ বা সন্ন্যাসী কিছুই নহেন—জীব গোপীজনবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস-গণের অনুদাস। যাঁহারা ভগবানের সেবক, তাঁহারাই বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ভুক্ত, তাঁহারা ভূসুর—কোটি কোটি ব্রাহ্মণ কেন, ব্রহ্মদানোদ্ভাসিত ব্রাহ্মণেরও শ্রীগুরুদেব। ব্রহ্মজ্ঞতা বৈষ্ণবত্বের প্রথম সোপান। গরুড়পুরাণ বলেন—

ব্রাহ্মণানাং সহস্রেভ্যঃ সত্রযাজী বিশিষ্যতে।
সত্রযাজিসহস্রেভ্যঃ সর্ব্ববেদান্তপারগঃ।
সর্ব্ববেদান্তবিৎকোট্যা বিষ্ণুভক্তো বিশিষ্যতে॥

সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণের মধ্যে একজন যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ। সহস্র যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণের মধ্যে একজন সর্ব্ববেদান্ত শাস্ত্রকুশল ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ, আবার কোটি বেদান্তবিদ্ ব্রাহ্মণের মধ্যে একজন 'বিষ্ণুভক্ত' শ্রেষ্ঠ। কারণ ব্রাহ্মণ সাত্ত্বিক বিচারে শ্রেষ্ঠ, বৈষ্ণব প্রাকৃত বিচারের অন্তর্গত নহেন। তিনি প্রকৃতিকে অতিক্রম করিয়াও প্রকৃতির অতীত। সুতরাং বৈষ্ণবই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, কোটি কোটি বেদান্তবিৎ আচারবান্ ব্রাহ্মণের গুরু। যেমন ভাগবত দ্বিতীয় স্কন্ধে নারদ ব্রহ্মাকে বলিয়াছিলেন, পুরুষসকল দৈবী মায়ায় বিমোহিত হইয়া আমাকে জগদ্গুরু (সংকর্ষণ) বলিয়া থাকেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমারও একজন গুরু আছেন, তিনিই শ্রীগোবিন্দ', তদ্রূপ প্রাকৃত লোকসকল সকল দৈবী মায়ায় বিমোহিত হইয়াই প্রাকৃত বিচারে সংকর্ষণনিপুণ ব্রাহ্মণকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলেন, কিন্তু যাঁহারা ভগবানে শরণাগত, তাঁহারা জানেন বৈষ্ণবই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, সংকর্ষণনিপুণ ব্রাহ্মণের নিত্যগুরুদেব—জগদ্গুরু। এই জন্যই তাঁহারা তাঁহার বৈষ্ণবদাসকে 'আলোয়ার' বা দিব্য সূরি বলে। 'আলোয়ার' শব্দের অর্থ শাসন-কর্ত্তা।

শ্রীগৌরসুন্দর সেই পরমহংস-ধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্য জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাঁহার কৃপে প্রাকৃত

বিচার বিশ্লেষণেও স্থান পায় নাই। আমরা মূঢ়, তাই তাঁহার মহিমার উপলব্ধি করিতে পারি না।

"চৈতন্যতত্ত্বের কথা কঠিন বিচার।
বিচার করিলে চিত্ত পাবে চমৎকার॥"

জগৎ কাহার ভোগ্য ?

এই ফুল-ফলে-ভরা বসুন্ধরা, এই রমণীয় প্রকৃতি, এই সাগর, এই কানন, এই মানবজগতের সভ্যতার ক্রমবর্দ্ধমান কত বিলাস-সম্ভার—এ সকল কাহাদের ভোগ্য ? ভোগি-পাল বলিবেন,—এ সকল আমাদের জন্য। ধনিকসম্প্রদায় বলিবেন,—আমাদের অর্থ আছে, আমরা অর্থের সাহায্যে জগতের যা কিছু সুখদ, সভ্যতার যা কিছু আবিষ্কৃত বস্তু আমরাই উপভোগ করিব।' ত্যাগিকুল বলিবেন,—আমরা চাই না ঐ সকল বিলাস, উহারা সব মায়া। কিন্তু এই যে বিবাদ অনাদি কাল হইতে চলিয়া আসিয়াছে, উহা মিটায় কে ? পরমহিতকারিণী শ্রুতিমাতা এই বিবাদ মিটাইয়া দিয়াছেন—কিন্তু আমরা তাঁহার মঙ্গলোপদেশে উপেক্ষা করিয়াছি, তিনি বলিয়াছেন—

"ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্॥"

ঈশোপনিষৎ প্রথম মন্ত্র।

এই জগতে যাহা কিছু জগৎ অর্থাৎ নশ্বর বস্তু, সকলেই ওতঃপ্রোতভাবে পরমেশ্বরের সত্তা ও চৈতন্য ব্যাপিয়া রহিয়াছে। অতএব ত্যক্তবৈরাগ্যসহকারে ভগবানের উচ্ছিষ্ট গ্রহণ কর। ভগবানের ধনে লোভ করিও না।

কিন্তু আমরা কি অবাধ্য সন্তান ! কি কুলাঙ্গার !! মাতার আদেশই সর্ব্বতোভাবে অমান্য করিতেছি। আমরা কেহ ভগবানের ভোগের বস্তুতে হস্ত প্রসারণ করিতেছি, কেহ বা শ্রীভগবান আমাদের নিকট যে সম্পত্তি গচ্ছিত রাখিয়াছেন, তাহার অসদ্ব্যবহার করিতেছি, আবার কেহ ভগবানের উচ্ছিষ্ট বস্তুকে প্রাকৃতিক জ্ঞানে পরিত্যাগ করিতেছি। শ্রীভগবান্ নিজ মুখেই না বলিয়াছেন—"মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা" —"আমার ভক্তের পূজা আমা হৈতে বড়" ; তিনি না একাদশে আরও বলিয়াছেন—'তক্তস্ত দেবশ্রেণ রসমস্মাদি পদে'—'হে লক্ষ্মণোদ্ধব, আমি ভক্তের রসনায় রস গ্রহণ করি।" সুতরাং ধরণীস্থ বস্তুত ভগবানের ও ভগবানের সেবকের। ভগবানের সেবক—ভগবানের সেবার জন্য জগতের বস্তুসকলকে গ্রহণ করেন—উহা ভগবানের সেবায় নিয়োগ করেন। তুমি মূঢ় আমি, অন্ধ আমি, "কামুকাঃ পশ্যন্তি কামিনীময়ং জগৎ" —কামুকগণ জগৎকে কামিনীময় দর্শন করে, কামনাযোগ্য সব বস্তুকেই ইন্দ্রিয়ার্থ বলিয়া দেখে—আমিও তদ্রূপ ভক্তগণের আচারকে আমার আচারের সদৃশ মনে করি। তাহা ত নয়—আমার দর্শন ত ভুল !!

জগতের যা কিছু শ্রেষ্ঠ জিনিষ—সমস্তই ভগবানের অংশ-সম্ভূত, ইহা গীতার বাণী, সুতরাং ঐ সকল বস্তু যদি ভক্ত ব্যবহার করেন তাহা হইলেই ঐ সকলের যথার্থ সদ্ব্যবহার হইবে, উহার দ্বারা ভগবানের সেবা হইবে। জগতে যত বৃহদট্টালিকা আছে, সমস্তই ভগন্মন্দির হইলে সেই সকল স্থান হইতে ভোগের পৈশাচিক নৃত্য বিদূরিত হইবে, জগতে যত সুন্দর আলোক আছে তাহা ভগবানের শ্রীবিগ্রহ দর্শন ও ভক্তের সেবায় নিযুক্ত হইলে ঐ সকল দ্বারা বারবণিতার মুখদর্শনরূপ নরকগমনের কার্য্য নিবারিত হইবে—মলয় পবন, বৈদ্যুতিক পাখা ভগবান্ ও ভগবানের সেবাকারী ভক্তের সেবায় নিযুক্ত হইলে বেশ্যালয়ে, নাট্যালয়ে-ভোগিপালের নরকগমনের পথ রুদ্ধ হইবে, পুষ্পকরথ, এরিওপ্লেন, মটোরকার, বাষ্পযান ভোগিকুলের সেবা না করিয়া ভগবানের সেবায়ত ভক্তের সেবা করিলেই ত যথার্থ সভ্যতার সার্থকতা হইবে—অনিত্য জগতে নিত্যফল প্রসব করিবে। ভগবানের সেবকের বৈদ্যুতিক পাখা, মটোরকার, সুন্দর সুন্দর অট্টালিকায় বাস—তিনি তাহা নিজ ভোগের দ্রব্য বলিয়া স্বীকার না করিয়াও তদ্দ্বারা ভগবৎসেবা করিয়া থাকেন। মূঢ় লোক, বহির্ম্মুখ চিন্তায় পরিপূরিত তোমার মস্তক, ভক্ত সেবিত হইয়াও কিপ্রকারে সেবা করেন, তাহার ধারণা করিয়া উঠিতে পার না। গোপিগণ মার্জ্জিত, বিচিত্র-অলঙ্কার-ভূষিত, নানাবিধ বস্ত্রে সুসজ্জিত, বহুবিধভাবে সেবিত

হইয়া ভগবানের সেবাই করেন, শুন, ঐ ভক্তচূড়ামণি কি বলিয়াছেন—

"তবে যে দেখিয়ে গোপীর নিজ দেহে প্রীত।
সেহোত কৃষ্ণের লাগি' জানিহ নিশ্চিত॥
এই দেহ কৈল আমি কৃষ্ণে সমর্পণ।
তাঁর ধন তাঁর এই সম্ভোগ কারণ॥
এই দেহ স্পর্শে কৃষ্ণ-সম্ভোগ-সম্ভার।
এই লাগি অঙ্গের আর্জ্জন ভূষণ॥

সাবধান! দেহাত্মবুদ্ধি, তুমি যদি টহা অনুকরণ করিতে যাও, তুমি নরকে যাইবে। কারণ তুমি কৃষ্ণের সেবা জাননা। কিন্তু যিনি কৃষ্ণের সেবা জানেন, অপরের দ্বারা কৃষ্ণের সেবা করাইতে জানেন, জগতের যা কিছু শ্রেষ্ঠ, সুন্দর, মনোরম—যদি সেই সেবকের সেবায় লাগে তবেই তার শ্রেষ্ঠত্ব, সুন্দরত্ব ও মনোরমত্ব; নতুবা উহা মূত্র পুরীষবৎ ত্যাজ্য। উহাতে নরকের পূতিগন্ধ ছাড়া আর কিছু নাই।

যাদের বহির্ম্মুখ দৃষ্টি প্রবল, প্রাকৃত বিচার প্রবল, তারা ভোগের আতিরেক কষ্ট ত্যাগকেই বড় মনে করে, উহা বহির্ম্মুখতা, প্রাকৃতাভিনিবেশ ছাড়া আর কিছু নহে। সেবক ভগবানের সেবার জন্য রথে চড়িতে পারেন—এবং বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের লোক সকল সেই রথের কাছে থাকিতে পারিলে কৃতার্থ হন। সেবক ভগবানের সেবার জন্য জগতের সমস্ত ঐশ্বর্য্য স্বীকার করিতে পারেন। জগতেও শ্রীনারায়ণের অনন্ত ঐশ্বর্য্যের একটু বিকৃত প্রতিফলন মাত্র দেখা যাইতেছে। বিষ্ণু ও বৈষ্ণবেরই জগৎ। তাঁহারাই জগতের একমাত্র অদ্বিতীয় ভোক্তা। এইজন্য শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম শ্লোকে শ্রীব্যাসদেব সেই স্বরাট্ পুরুষকে তদীয় ভক্তগণের সহিত ধ্যান করিতেছেন।

প্রশ্নোত্তরচ্ছলে

মথুরা হইতে শ্রীযুক্ত ত্রিলোচন রায় প্রশ্ন করিয়াছেন,—'শ্রীশ্রীহরিবাসর দিনে যাঁহারা নির্জ্জল উপবাসে অসমর্থ হইয়া অনুকল্পবিধিক্রমে ফলমূল গ্রহণ করেন, তাঁহারা শ্রীক্ষেত্রে হইতে আনীত শুষ্ক মহাপ্রসাদের পাতা'হক কণিকামাত্রনিষ্ঠা ঐদিনে ভাগে করিবেন, কি মহাপ্রসাদের মর্য্যাদা রক্ষা করিবেন?'

শ্রীল জগন্নানন্দ পণ্ডিত গোস্বামী-কৃত "শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত" গ্রন্থের শ্রীএকাদশী-কৃত্য-বিচারে শ্রীনীলাচলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরণ দ্বারা এই প্রশ্নের সমাধান প্রদত্ত হইয়াছে। নিম্নে তাহার আবশ্যকীয় অংশ উদ্ধৃত হইল—

"জগন্নাথ প্রসাদান্ন, কেবে সর্ব্বকাল মান্য,
পাইলেই করিয়ে ভক্ষণ।
এ সঙ্কটে কেন্দ্রবাস, মনে বড় বড় ত্রাস,
স্পষ্ট আজ্ঞা করিয়ে প্রার্থনা।

• • •

প্রভু বলে ভক্তিঅঙ্গ, একাদশীদিনভঙ্গ,
সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়।
প্রথম পূজন করি, পরদিন পাইলে তরি,
তথি পরদিনে নাহি রয়।

• • •

অনৈষ্ণব জন যারা প্রসাদ ভক্ষেতে তারা,
ভোগে হয় দিবানিশি রত।

• • •

একাদশী দিনে নিত্যান্নাদি বিসর্জ্জন।
অন্যদিনে প্রসাদ নিয়ম সুসেবন॥"

শ্রীহরিবাসরদিবসে যাঁহারা অপারকপক্ষে অনুকল্পাদি গ্রহণ করেন তাঁহারা সেদিন শ্রীজগন্নাথপ্রসাদের বন্দনা করিয়া রাখিয়া দিবেন। একাদশীদিবসে মহাপ্রসাদ-সেবন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

ভক্তিসন্দর্ভ ২৩১ সংখ্যায়, শ্রীল প্রভু—

"অত্র বৈষ্ণবানাং নির্জ্জলাদিবতং নাম **মহাপ্রসাদান্নাদি-পরিত্যাগ এব**। তেষাঞ্চ তদ্ভোজনস্য নিত্যমেব নিষিদ্ধত্বাৎ।"

বৈষ্ণবগণের পক্ষে শ্রীজগন্নাথপ্রসাদ ব্যতীত অন্য কিছু গ্রহণ করা সর্ব্বদাই নিষিদ্ধ। অতএব বৈষ্ণবগণের নির্জ্জলাদি বলিতে মহাপ্রসাদান্ন পরিত্যাগই জানিতে হইবে।

নিমাই।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

নিমাইয়ের যখন এমনি বয়স, তখন নবদ্বীপে মুরারি গুপ্ত বোলে একজন লোক ছিলো। লোকটী বোধহয় বয়স, অন্যান্য বড় বুড়িক বয়স হবে। পূর্ব্বদেশে নিমাই-দের যেখানে বাড়ী ছিলো, সেইখানে এনারও বাড়ী ছিল শিলেটে। নবদ্বীপে এসেছিলেন পোড়তে। নিমাইয়ের বাবা জগন্নাথ মিশ্রের সঙ্গে বেশ আলাপ ছিলো, একদেশে বাড়ী, বেশের টানে নবদ্বীপে এসেও নবদ্বীপের কাছ পাড়াতে মায়াপুরে জগন্নাথ মিশ্রের বাড়ীর কাছে বাড়ী কোরে ছিলেন। গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলে ব্যাকরণ পোড়তেন। নবদ্বীপের মধ্যে বেশ সুনামও ছিলো। রোগবালাই পোড়ে পোড়ে ঠাকুর দেবতা মানতো না। ভগবান মানতো না, সবই এক গ্রহ এই কথা সকলকে বোঝাতো। মুরারী গুপ্ত বড় মানুষের ছেলে ছিল বোলে বোধ হয় না। তাঁর বাপের কত বাড়ী ঘর থেকে টাকা কড়ি কিছু আসতো না। বোধাব ছেলে নবদ্বীপের মধ্যে ভাত ব্যবসা ও কবিরাজী কোরে যা পেতো তাতেই সব খরচ কুলিয়ে নেতো। স্বভাব চরিত্রও বেশ ভালো ছিলো। কেউ কোন দোষ দিতে পারতো না। মানুষ ভাল হোলে কার সাধ্যি একটা দোষ দেয় ?

মুরারী গুপ্ত একদিন জোন কতক লোক সঙ্গে কোরে কোথায় যাচ্চে। 'যোগবাশিষ্ঠ' বলে একখানা বই আছে, সেই বইখানার কথা এই সব লোকগুলোকে বুঝিয়ে দিচ্চে। খুব হাত মুখ নেড়ে নেড়ে বেশ কোরে বুঝিয়ে দিচ্চে। নিমাইও গোটা কতক ছেলে সঙ্গে নিয়ে মুরারি গুপ্তের পেছনে পেছনে ঐ যাওয়া দিয়ে যাচ্চে। ছেলেগুলোর সবার ন্যাংটো। সবই ছোট ছেলে, কেও কাপড় পড়ে না। মুরারি গুপ্ত যেমন যেমন কোরে মাথা, হাত, মুখ নেড়ে কথা বোলচে, নিমাইও ঠিক তেমনি তেমনি চং কোরে ভাঙিয়ে ভাঙিয়ে হাত মুখ মাথা নেড়ে সেই সব কথা বোলচে। আর নিমাইয়ের চং দেখে ছেলেরা সব হাসচে। মুরারি গুপ্ত বেশে ছেলেদের হাসি শুনে পেছনে একবার চেয়ে দেখলো নিমাই তাকে ভাঙাচ্চে, মনে একটু রাগ হোলো, তবে ছেলে মানুষ বোলে কিছু বোল্লেন না। মুরারি গুপ্ত সেই আগেকার মত 'যোগবাশিষ্ঠ' বোলে একটা কথা আছে সেই কথাটা খুব হাতমুখ নেড়ে বোঝাতে বোঝাতে যাচ্চে। নিমাইও ঠিক ঐ রকম কোরে খুব হাত আর মাথা নাড়তে লাগলো। সঙ্গের ছেলেরা নিমাইয়ের ঐ রকম ধং দেখে সবাই একেবারে খুব হিহি কোরে হেসে উঠলো। মুরারি গুপ্ত পেছন দিক চেয়ে থাকে, নিমাই তেমনি কোরে ভাঙাচ্চে। দেখে মনে বড় রাগ হলো, একটু লজ্জাও হলো। ছেলেদের কিছু না বোল্লে আস্কারা পেয়ে যায়, বিশেষ অনেক লোকের সাক্ষাতে ছোট ছোট ছেলেগুলা মুরারি গুপ্তের মত একজন পণ্ডিতকে ভাঙাচ্চে— আর সইতে পারলেন না, বোল্লেন—জগন্নাথ মিশ্রির দুই একটা অকালকুষ্মাণ্ড জোন্মেচিস্। এমন দুষ্ট ছেলে তো আর দ্বিতীয় নবদ্বীপের মোধ্যে কেও তো তোকে ভাল বলে না। নিমাই মুরারি গুপ্তের এই সব কথা শুনে, হাসতে হাসতে বোল্লে, মুরারি চলো চলো ; দুপর বেলা খাবার সময় তোমার বাড়ী গিয়ে, তোমার কথা শিখবো, এখন চলো। এই বোলে নিমাই ছেলেদের সঙ্গে নিয়ে বাড়ীর দিকে চোলে গ্যালো। মুরারী গুপ্তও সেই রকম করে যোগবাশিষ্ঠের কথা বোঝাতে বোঝাতে যেখানে যাচ্ছিলেন, সেইখানে চোলে গেলেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ
৩৫ সতীশ মুখার্জি রোড, কলিকাতা।
টেলিফোন: ৪৬-৫৩০০

আপত্তিকর বৃথা বাদবিসম্বাদে মূল্যবান সময়ক্ষেপ
শ্রীচরিতামৃত: পরিত্যাগে বৈষ্ণবাপরাধ: অতএব
বিষয় বাসনা ত্যাগের ফল।

গৌড়ীয়

তৃতীয় খণ্ড } শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ২৮শে ভাদ্র, শনিবার ১৩৩১, ১৩ই সেপ্টেম্বর, ১৯২৪ { ৫ম সংখ্যা

সাময়িক-প্রসঙ্গ।

অদ্য শ্রীগৌড়ীয়-মঠের মাসব্যাপী মহোৎসব সমাপ্ত হইল। জগতের বিবাহোৎসব, শ্রাদ্ধোৎসব প্রভৃতির সমাপ্তি বলিলে যাহা বুঝায়, এ উৎসব সমাপ্তি সেরূপ কিছু নয়। এ উৎসব অনন্তকালের জন্য—এ উৎসবের আদি নাই, অন্ত নাই, এ উৎসবের আবাহন নাই বিসর্জন নাই, এ উৎসবের যবনিকা কখনও পতন হয় না, কেবল একটী পর্ব্বের পর আর একটী পর্ব্ব—এ উৎসবে নিত্য নূতনতা, নবনবায়মানতা, নিত্যবিচিত্রতা।

এই পারমার্থিক উৎসবের একটু হেয় ও বিকৃত প্রতিফলনেই জগতের লোক প্রমত্ত। যে দিন আমরা সেই নশ্বর, অনুপাদেয়, পরিণামে অহিতকর অনিত্য আনন্দোৎসব পরিত্যাগ করিয়া নিত্য আনন্দোৎসবে যত্ন হইবার সৌভাগ্য লাভ করিব, সে দিনই আমাদের চিরমঙ্গল লাভ হইবে। জগতের উৎসব ভোগময়। ভক্ত ও ভগবানের আবির্ভাব-মহোৎসব—সেবাময়। এই জন্যই পূর্ব্বাচার্য্যগণ ভক্তগণের সহিত নিত্য জন্মোৎসবাদি অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং ইহাকে শ্রীমন্মহাপ্রভু চৌষট্টি ভক্তাঙ্গের অন্যতম বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

বিবাহোৎসব, শ্রাদ্ধোৎসব, দুর্গোৎসবাদিতে আমাদের বহির্জগৎ সঙ্গ হয়, কুক্ষেতর বিষয়ের আলোচনা হয়, অমেধ্যাদি দ্রব্যভোজন ও তদ্রূপ কচিবিশিষ্ট অপরকে ভোজন করান হয়। কিন্তু শুদ্ধভক্ত ও ভগবানের উৎসবে সাধুসঙ্গ হয়, সাধুর সহিত আদান প্রদান হয়, বৈষ্ণবের নিকট হৃদয়স্থিত নিজ গোপনীয় কথা বলা ও শুনার অবসর হয়, ভগবান ও ভগবদ্ভক্তের প্রকটকারী উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করিবার সৌভাগ্যলাভ হয় সুতরাং পারমার্থিক উৎসবটী সেবাময়।

গত শনিবার ২১শে ভাদ্র, ৭ই সেপ্টেম্বর শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীপ্রভুর আবির্ভাব-উপলক্ষে শ্রীগৌড়ীয় মঠে মহাসমারোহে, বিরাট মহোৎসব,

হরিকথা আলোচনা, বক্তৃতা, শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ প্রভৃতি ভক্তাঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। অপরাহ্ণে ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য অষ্টোত্তর শত শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিলাস সরস্বতী ঠাকুর হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। বহিঃ তাঁহার মুহূর্ত্তের জন্যও হরিকথা কীর্ত্তন হইতে বিরতি, কেহ কোনও দিন দেখেন নাই, তথাপি তিনি ভক্তের আগমনে যেন আরও কোটীগুণ হইয়া হরিকথা কীর্ত্তন করিতে থাকেন।

গত শনিবারের উৎসবে বহু সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক যোগদান করিয়াছিলেন—মুন্সেফের হাইড বাবু লালের, হাইকোর্টের আননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ বহুলোক উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা অনেকক্ষণ-ব্যাপৎ শ্রীল পরমহংস ঠাকুর মহাশয়ের নিকট হরিকথা শ্রবণ করিয়াছিলেন।

শ্রীল ঠাকুরের আদেশে একটী সভার অধিবেশন হয়। প্রথম আচার্য্য শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব ব্রহ্মচারী বিদ্যাভূষণ, বি, এ, ও শ্রীযুক্ত হরিপদ বিদ্যারত্ন, ভক্তিশাস্ত্রী, এম, এ, বি, এল, মহোদয়দ্বয়ের সুমধুর সংকীর্ত্তনে ভক্তগণ বিশেষ পরিতৃপ্ত হন। তৎপরে শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ সভার সম্পাদক-প্রবর ও শ্রীগৌড়ীয় মঠরক্ষক শ্রীল কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের প্রস্তাবে শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি, এ, মহাশয় "শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম ও শ্রীগৌড়ীয় মঠ" সম্বন্ধে একটী সুচারুপূর্ণ বক্তৃতা করেন।

গত রবিবার দিবস ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস ঠাকুর শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনীর প্রকটোৎসব সম্বন্ধে শিষ্যগণের নিকট ভুবনমোহন হরির মোহিনীর কথা কীর্ত্তন করেন। এই সকল অমূল্য মাধুর্য্য কথার তাৎপর্য্য পরবর্ত্তী প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ হইল।

পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব ব্রহ্মচারী বিদ্যাভূষণ, বি, এ, মহাশয়ের সুমধুর কীর্ত্তনে ও পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীপাদ ভারতী মহারাজের উদ্দণ্ড নৃত্য কীর্ত্তনান্তে সভার কার্য্য সমাপন হয়।

গত ২৪শে ভাদ্র ষড়গোস্বামীর অন্যতম, বেদাচার্য্য শ্রীল জীবগোস্বামীর আবির্ভাব মহোৎসব-বাসর ছিল। সেদিনও শ্রীমঠে বহু ভক্ত সম্মেলন ও সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিতমণ্ডলীর উপস্থিত হইয়া শ্রীল পরমহংস ঠাকুরের শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন।

গত বৃহস্পতিবার ২৬শে ভাদ্র ১১ই সেপ্টেম্বর শ্রীশ্রীভক্তি-বিনোদ-জন্মোৎসব উপলক্ষে বিরাট মহামহোৎসব হইয়াছেন। যাঁহারা স্বচক্ষে এই দিনের ব্যাপার সন্দর্শন করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন, তাহাদের নয়ন সার্থক। শত শত ভক্তগণ ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত হইতে মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত অক্লান্ত-ভাবে হরিসঙ্কীর্ত্তনের সেবা করিতেছিলেন। হরিনামের রোলে—বৈষ্ণবের পুনঃ পুনঃ জয়ধ্বনিতে দিগ্‌দিগন্ত মুখরিত হইতেছিল। যেন এক উদারবিগ্রহ মহাপুরুষ পরদুঃখে দুঃখী নিত্যানন্দের ন্যায় শ্রীগৌরসুন্দরের ভজন অকাতরে দ্বারে দ্বারে বিলাইয়া দিতেছিলেন। শুদ্ধ হরিনামের দুর্ভিক্ষের দিনে কে যেন গোলোকের প্রেমধন, হরি-নামামৃতের বন্যায় জগৎ ভাসাইতেছিলেন। সুদূরবর্ত্তী-স্থানবাসী জীবগণকে "বিষয় বিষ্ঠা গর্ত্তপানি" পান করিতে দেখিয়া কে যেন ব্যথিত হৃদয়ে ক্রন্দন করিতেছিলেন। সে অপূর্ব্ব দৃশ্য যিনি অনুভব করিয়াছেন—তিনিই সেই প্রেমিকের চরণে লুটাইয়াছেন।

সহস্র সহস্র দীন দরিদ্রকে সে দিন অকাতরে কীর্ত্তনমুখে শ্রীমহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা, ধনী নির্ধন ব্রাহ্মণ চণ্ডাল রাজা প্রজা সকলেই শ্রীমহাপ্রসাদের কৃপা, শ্রীনামের কৃপা ও শুদ্ধ ভক্তগণের কৃপাবৈচিত্র্যমুখে স্নাত হইবার সুযোগ পাইয়াছিলেন।

"ভক্তের উচ্ছিষ্ট হয় মহাপ্রসাদ নাম।
ভক্তভুক্ত শেষ হইলে মহাপ্রসাদাখ্যান॥

ভক্তপদধূলি, আর ভক্তপদ জল।
ভক্তভুক্ত শেষ, এই তিন সাধনের বল॥
এই তিন সেবা হৈতে কৃষ্ণপ্রেমা হয়।
পুনঃ পুনঃ সর্ব্বশাস্ত্রে ফুকারিয়া কয়॥"

এই মহাপ্রসাদবিতরণ সেবার প্রধান সেবক ছিলেন ওঁ গৌরাঙ্গৈকগতপ্রাণ আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। তাঁহারই আনুগত্যে শ্রীগৌড়ীয় মঠের সেবকগণ এই প্রসাদ বিতরণ সেবায় নিযুক্ত ছিলেন। আমরা এই উৎসবের বিশেষ বিবরণ গৌড়ীয়ের পরবর্ত্তী সংখ্যায় এবং শ্রীল রঘুনাথ, শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভু এবং বর্ত্তমান যুগের শুদ্ধ ভক্তিপ্রচারের মূলপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিবরণ যথাসাধ্য শ্রীগৌড়ীয়ের সাধ্যমাত্রি পাঠক-সমীপে ক্রমশঃ উপহার দিব বলিয়া আশা করিয়া রহিলাম।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

(উপক্রমণিকা)

অনন্তলীলাময়ের অনন্ত লীলা-বৈচিত্র্য। সামান্য ক্ষুদ্র জীব ক্ষুদ্র মস্তিষ্কে তর্কনের গবেষণা দ্বারা, যুক্তি দ্বারা বুদ্ধিবৃত্তিদ্বারা, অধ্যয়নের দ্বারা তাহার অবধি করিয়া উঠিতে পারেনা—কেহ কোনও দিন পারে নাই বা কোন ও দিন পারিবেনা। যিনি জগতের পরমাণুর সংখ্যা-পর্য্যন্ত গণিয়া দিতে পারেন—তিনিও তাঁহার অচিন্তালীলার ধারণা করিতে পারেন না। কত যোগী ঋষি, কত ব্রহ্মা রুদ্র, তাঁহার অসীম প্রভাব বুঝিতে না পারিয়া ব্যর্থ মনোরথ হন। সেই অনন্তলীলাময়ের অনন্ত বৈচিত্র্যের বিকৃত ছেয় প্রতিফলিত ছবি এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড—এই জগৎ। এই জগতের সামান্য একটু শোভা দেখিয়া আমরা মুগ্ধ হইয়া পড়ি। এই জগতের কোটী অংশের এক অংশের শোভা দেখিয়া কবির কবিত্ব ফুটে, চিত্রকরের তুলিকা রঞ্জিত হয়, ভাবুকের প্রাণে ভাবের লহরী ছুটে, কামুকের মনে কামানলের উদ্রেক হয়। আবার এই বিরাট্ বিশ্ব দেখিয়া কেহ কেহ এই বিশ্বে অনুপ্রবিষ্ট সূক্ষ্ম চেতন পরমাত্মার অনুসন্ধানে তৎপর হইয়া যোগী হন। কেহ বা ভূলোক হইতে ভুবর্লোক অতিক্রম করিয়া স্বর্লোকে যাইবার জন্য ব্যাকুল হন—ইন্দ্রপুরীর সুখসম্ভোগ, অপ্সরানৃত্য, সোমরসপান, পারিজাত আঘ্রাণ, শাসন ও সিংহাসন লাভের জন্য উদ্গ্রীব হইয়া উঠেন। আবার কেহ মহঃ ও জনঃ সত্যাদি লোকের জন্যই কতই না তপস্যা করেন। আবার কেহ কেহ কর্ম্মযোগে উত্থান পতনের পালাক্রমে অতলাদি সপ্তলোকে নীত হন। কেহ আবার ব্রহ্মলোকের জন্য কতই না কষ্ট সাধ্য সাধন করেন, মুক্ত অভিমানে করিয়া অধঃপতিত হন—কেহ বা আত্মবিনাশ লাভ করেন। আবার কেহ কেহ ব্রহ্মলোক ভেদ করিয়া বৈকুণ্ঠে গমন করিয়া ঐশ্বর্য্যময়ের পরম বিষয় শ্রীনারায়ণের সেবা লাভ করেন। কেহ আবার সে স্থানেও পূর্ণ বিষয়-বিগ্রহকে না পাইয়া গোলোকের পরিকরগণের অনুগত হইয়া রাধাগোবিন্দের নিত্যসেবায় প্রাপ্তি হন। এই অনন্ত বৈকুণ্ঠ গোলোকে বৃন্দাবন স্বেচ্ছাময়—ইহারা শ্রীভগবানের সন্ধিনী শক্তির প্রকাশ ভক্তবৈভব। এই স্থান জড় স্থান নহে, এখানকার সব চিন্ময়, সব চেতন—সব অমৃত, এখানে মর্ত্য-ধর্ম্ম নাই। এখানে পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র কান্ত, চিন্ময়ী লক্ষ্মীগণ কান্তা, তাঁহার নিত্য সেবিকা। এখানের ভূমি চিন্তামণি, বৃক্ষ কল্পতরু, জল অমৃত, কথা—গান, গমন নাট্য এখানে খণ্ডকালের অবস্থান নাই, কিন্তু চিন্ময়কাল নিত্য-বর্ত্তমান। পাঠক, ইহা কবির কল্পনা নহে, উপন্যাসের ভূমিকা নহে ঐন্দ্রজালিকের প্রহেলিকা নহে। ভগবৎকৃপায় ও ভক্তের কৃপায় প্রেমাঞ্জনোদ্ভাসিত দিব্যচক্ষে এই ধাম-দর্শন হয়। সেই নিত্য সেবাবিগ্রহ তাঁহার অবিচিন্ত্য শক্তিবলে কখনও আবার ধামসহ যুগপৎ তাহার নিত্য ধামে বিরাজিত থাকিয়াও এই প্রপঞ্চে উদিত হন। সুকৃতি ফলে সুকৃতিমান সমাধিনেত্রে তাহা দর্শন করিতে পারেন। কখনও তিনি স্বপরিকরে জগতে অবতীর্ণ হইয়া নামপ্রেম-প্রচার ও পাষণ্ডদলন করেন, আবার কখনও কোনও প্রিয়তম ভক্তকে প্রেরণ করিয়া নামের দুন্দুভি বিঘুষিত করিয়া থাকেন ভগবান্ ও ভক্তে অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। যখন ভগবান্ অবতীর্ণ হন তখন যেমন তাঁহার পরিকরগণ সঙ্গে থাকেন, ভক্তও যখন

ভগবান্ তাঁহার ভক্তকে প্রেরণ করেন, তখনও তিনিই ভক্তের সহিত বিরাজ করেন। ভগবান্ ভক্তের হৃদয়ে অবস্থান করিয়া ভক্তকে নানাবিধ ভাবে প্রেরণা করিয়া থাকেন।

অখিলরসামৃতমূর্ত্তি শ্রীগৌরসুন্দর যে তিনটী অন্তরঙ্গ মূল প্রয়োজনের জন্য তাঁহার নিত্যসিদ্ধপার্ষদ শ্রীগৌরগণ গৌড়দেশে প্রকটিত করিয়াছিলেন, তাহা ছাড়া আনুষঙ্গিক-ভাবে গৌণ প্রয়োজন নাম-প্রেম বিতরণরূপ কার্য্যও একটী তখন উপস্থিত হইয়া পড়িয়াছিল। সেই নামপ্রেমপ্রচারের জন্য তিনি এক নবীন সন্ন্যাসীর বেশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। যখন শ্রীগৌরসুন্দর সন্ন্যাসীর বেশ গ্রহণ করিতে উদ্যত হইলেন, এবং যখন বৎসলরসের নিত্য রসিক শ্রীশচীদেবী ক্রন্দন লীলার অভিনয় করিলেন (উহা আগন্তুক নাহ ও পুত্রের ব্যবহারের ন্যায় অভ্যুপগমন্য নহে), তখন মাতাকে প্রবোধ বাক্য বলিবার ছলে তিনি বলিয়াছিলেন—

"আর দুই জন্ম এই সংকীর্ত্তনারম্ভে।
হইব তোমার পুত্র আমি অবিলম্বে॥
মোর অর্চ্চা-মূর্ত্তি মাতা তুমি সে ধরণী।
বিষ্ণুপ্রিয়া তুমি মাতা নামের জননী॥
এই দুইজন মোর সংকীর্ত্তনারম্ভে।
দুই ঠাঞি তোর পুত্র হব অবিলম্বে॥

—সেই শ্রীমূর্ত্তি ও শ্রীনামরূপে তিনি অবিলম্বেই উদিত হইয়া মাতার ও ভক্তগণের বিচ্ছেদদুঃখ বিদূরিত করিলেন। অন্তরঙ্গগণ এই রহস্য কখন বুঝিতে না পারিয়া সেই সময়েই এবং তৎপরবর্ত্তী কালে এক এক জন অবতার সাজিয়া বসিলেন।

শ্রীরূপসনাতনাদি ষড়্গোস্বামী শ্রীগৌরসুন্দরের আদেশে শুদ্ধভক্তি ও নামপ্রেমের কথা গ্রন্থাদিতে লিপিবদ্ধ করিলেন।

কিন্তু এই জগৎ কৃষ্ণবহির্ম্মুখ ব্যক্তিগণের মেলামেশা সুতরাং এখানের হাওয়াতে বিষ্ণুবিদ্বেষ ও বৈষ্ণববিরোধ ব্যতীত আর কিছুই নাই। সময় সময় ভগবান্ ও ভক্তগণ উহা জগতে উদিত হইয়া দুষ্কৃতিবান্ জীবগণকে এই পূতিগন্ধময় স্থান হইতে উদ্ধার করিয়া কৃষ্ণ-নামরস আস্বাদন করান বটে, মরীচিমালীর কিরণে দশদিক্ উদ্ভাসিত হয় বটে, কিন্তু মায়াকুজ্ঝটিকা কোথা হইতে আসিয়া লোকলোচনকে আবৃত করিয়া ফেলে।

আবার কেহ কেহ বা সূর্য্যের অস্তিত্ব থাকা সত্ত্বেও পেচকের ন্যায় সূর্য্যকিরণ সহ্য করিতে না পারিয়া তমোময় স্থানে লুকাইয়া থাকে। শ্রীগৌরসুন্দর ও তদীয় পার্ষদ-বৃন্দের অপ্রকটলীলার পরও সেইরূপই হইল। জগতে যে কর্ম্মজ্ঞানাদির দ্বারা অনাবৃত শুদ্ধভক্তির নির্ম্মল প্রভা বিকীর্ণ হইতেছিল, জগতের বহির্ম্মুখতার ধারায় ধূলিরাশি নিজ নিজ চক্ষু আবরণ করিয়া ফেলিল, সুতরাং ঐ নিত্য প্রবাহিত নির্ম্মল ভক্তিপ্রভা তাহাদের আর দৃষ্টিগোচর হইল না।

পরমকারুণিক ভগবান্ জীবের দুঃখে সর্ব্বদা কাতর। কৃষ্ণ সর্ব্বদাই জীবকুলকে আকর্ষণ করিতেছেন। তিনি কখনও স্বয়ং, কখনও পরম সাধু, কখনও বা শাস্ত্ররূপে কতপ্রকারে জীবের পূর্ণস্বভাব, নিত্যস্বভাব-উদ্দীপনের চেষ্টা করিতেছেন। তাই তিনি এবারও তাঁহার আবির্ভাবের শত বৎসরের মধ্যেই ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত দেখিয়া তাঁহার কয়েক জন প্রিয়তম পার্ষদ ভক্তকে প্রেরণ করিলেন।

যে সময়ে শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর পুত্র বলরামের সন্তান মধুসূদনের পুত্র রাধারমণ পাণ্ডিপুরে বাস করিয়া শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর প্রচারিত শুদ্ধভক্তিধর্ম্মের অবমাননা করিয়া বর্দ্ধমানীয় শ্রীহরিহর ভট্টাচার্য্যপুত্রের অনুগত হইয়া বিষ্ণু-বৈষ্ণববিরোধ আরম্ভ করিলেন এবং যে সময়ে শ্রীধীরচন্দ্র প্রভুর শিক্ষাগুরুর আর্ত্তপালনের কবাল কবলে নিগৃহীত হইয়া পঞ্চোপাসনা স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন, যে সময় বীরভদ্রদল নেড়ানেড়ী সম্প্রদায়—বাউল, দরবেশ, প্রাকৃত সহজিয়া, অতিবাড়ি, গৌরাঙ্গনাগরী প্রভৃতি 'মুখে গৌর-মানা, কার্য্যতঃ' গৌরবিরোধী অপসম্প্রদায় সৃষ্টি হইতে থাকিল, যখন মায়াবাদী, কুতার্কিক, পাষণ্ডী, স্মার্ত্ত প্রভৃতি বহির্ম্মুখগণের বিষ্ণুবৈষ্ণব-বিরোধের তাণ্ডবনৃত্য আবার দেখা দিল, তখন শ্রীল আচার্য্যপ্রভু, শ্রীল ঠাকুর মহাশয় ও শ্যামানন্দ প্রভু প্রচারক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। শ্রীল আচার্য্যপ্রভু শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামী প্রভুর অনুগত

শিষ্য, শ্রীল নরোত্তম পরমবিরক্ত শ্রীল লোকনাথ গোস্বামী প্রভুর শিষ্য, ও শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু, শ্রীরসিকচৈতন্য ও শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুর অনুগত দাস। ভোগপর বাহ্যদৃষ্টিতে শ্রীল আচার্য্যপ্রভু ব্রাহ্মণকুলোদ্ভূত, শ্রীল ঠাকুর মহাশয় কায়স্থকুলোদ্ভূত ও শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভু সদ্গোপকুলোদ্ভূত। শ্রীমন্মহাপ্রভুর—

"কিবা বিপ্র কিবা ন্যাসী শূদ্র কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়॥"

এই বাণী সার্থক করিবার জন্য এবং বিষ্ণুবৈষ্ণব-বিরোধী অদৈব স্মার্তকুলের বিচারে হেয়ত্ব প্রদর্শন করিবার জন্য শ্রীল নরোত্তম ও শ্রীল শ্যামানন্দ আচার্য্যরূপে জগতে অবতীর্ণ হইয়া বহু উচ্চকুলোদ্ভূত লৌকব্রাহ্মণের পাকৃষ্ণাত্মিক দীক্ষাদাতা শ্রীগুরুদেবরূপে পরিচিত হইলেন। অদৈব স্মার্তসমাজ যোষিৎসঙ্গ বিচারের বশবর্ত্তী হইয়া বৈষ্ণবের অপ্রাকৃতত্ব উপলব্ধি করিতে না পারিয়া বিশ্বপ্রধানন্দন রাঘব ও বসুনন্দন চিরণাকবিপুর বৃত্তি পরিচালনা করিতে লাগিলেন। শ্রীল আচার্য্যপ্রভু, শ্রীল নরোত্তম ও শ্রীল শ্যামানন্দ জগতের বিষ্ণুবৈষ্ণববিরোধী প্রবৃত্তি দেখিয়া দুঃখিত হইলেন, কিন্তু প্রচারকার্য্য আরও উৎসাহের সহিত করিতে লাগিলেন। এই তিন জন আচার্য্যের আবির্ভাবের সময় সুকৃতিবান্ ব্যক্তিগণ শুদ্ধভক্তি আশ্রয় করিয়া শ্রীরাধাগোবিন্দের নিত্যসেবালাভের পথে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু তাঁহাদের অপ্রকটলীলার কিছুকাল পর হইতে আবার সেই চিরাভ্যস্ত বিষ্ণুবৈষ্ণববিরোধ এক এক কলা করিয়া বাড়িতে বাড়িতে উনবিংশ শতাব্দীতে ষোল কলায়পূর্ণ হইল। একাধারে বৌদ্ধগণের 'বেদ না মানা নাস্তিক্যবাদ', মায়াবাদিগণের "বেদাশ্রয় বৌদ্ধাধিক নাস্তিকাবাদ,' রঘুনন্দনীয় বিষ্ণুবৈষ্ণববিরোধী স্মার্তবাদ, তন্মূলে পঞ্চোপাসনা, ভগবানের চিদ্বিগ্রহের অবমাননকারী অজ্ঞ সমাজী, সগুণ ব্রহ্মবাদ, পাঁচমিশাল [ভোগব্রহ্মবাদ, মুক্তি বন্ধ একাকার চিজ্জড়সমন্বয় বাদ, প্রাকৃত সহজিয়া, আউল, বাউল, কর্ত্তাভজা, নেড়া, দরবেশ, সাঁই, সখীভেকী, জাতিগোস্বামী প্রভৃতি নানা প্রকার কপট, ধর্ম্মব্যবসায়ী, তপোবেষোপজীবি ব্যক্তিগণ মহাপ্রভুর দোহাই দিয়া কনক, কামিনী ও প্রতিষ্ঠা-সংগ্রহে ব্যস্ত ছিল এবং কপটতা ও ইন্দ্রিয়তর্পণকেই ধর্ম্ম বলিয়া প্রচার করিতেছিল, তখন আবার ধীরে ধীরে অমানিশার অবসান হইল—কুহক কৃষ্ণটিকাচ্ছন্ন করিয়া জগতে সত্যের অরুণালোক পতিত হইল। সেই অরুণোদয়ে একজন মহাপুরুষ উপস্থিত হইয়া বলিলেন—

অসৎসঙ্গ ত্যাগ—এই বৈষ্ণব আচার।
স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু, কৃষ্ণাভক্ত আর॥

এই মহাপুরুষই গৌরপ্রেরিত তৃতীয় জন শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর।

দাক্ষিণাত্য-পথে।

(পূর্ব্বানুবৃত্তিক্রমে)

কথায় বলে "যদি পাও যাত্য দেশ, তবু না যাও বৃহস্পতির দেশ"। বৃহস্পতিস্বরূপের যাদবেলায় যাত্রা করিয়া সেই মাত্রেই এই ঘটনা। যাদবেলাটা আমার উপর দিয়াই চলিয়া গেল। কারণ বৈষ্ণবের নিকট তাগর যাইবার ক্ষমতা নাই। তাঁহারা সর্ব্বদাই সুদর্শনচক্রদ্বারা রক্ষিত। অন্য পথে কি কথা স্বয়ং মৃত্যুই তাঁহাদিগকে প্রণাম করেন। যম বলেন,—

অহমমরগণার্চ্চিতেন ধাত্রা যম ইতি লোকহিতায় নিযুক্তঃ।
হরিগুরুবিমুখান্ প্রশাম্যি মর্ত্ত্যান্ হরিচরণপ্রণতান্ নমস্করোমি॥

দুর্দ্দর্শনদুষ্ট আমার ঘাড়েই যত ভালটা আসিয়া পড়িল। সেই রাত্রি নিশা আর কাটে না। ঘুমাইয়াও নিস্তার নাই। মুসলমান খালাসীটীর সঙ্গে বন্ধুত্বসম্বিবন্ধক কথোপকথন করিতে করিতে চিত্ত তন্দ্রাবাধিত হওয়ায় একটী অত্যাশ্চর্য্য স্বপ্ন দেখিলাম। স্বপ্নটী বিশেষ সারগর্ভ ও শিক্ষাপ্রদ হওয়ায় তাহা এই স্থানে লিপিবদ্ধ করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না। দেখিলাম একটী প্রকাণ্ড ব্যাঘ্র আমাকে পৃষ্ঠে করিয়া অসংখ্য পশু, পক্ষী, কৃমি, কীট, পতঙ্গ ও সরীসৃপাদি পরিবেষ্টিত

পশুরাজ সিংহের সভায় আনিয়া ফেলিল। বিশাল ও বিচিত্র তরুরাজিপূর্ণ একটী বনমধ্যে সভাস্থল। বৃক্ষগুলি অসংখ্যরত্নোজ্জ্বলিত হওয়ায় চন্দ্রালোকের ন্যায় আলোক বিকীরণ করিতেছে। সম্মুখে বিস্তৃত ময়দান। পশ্চাতে একটী ছোট পাহাড় ও অপর তিন দিকে (পূর্ব্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণ দিকে) জল। সেই সুবৃহৎ ও সুসজ্জিত উপবীপের মধ্যে মনুষ্যেতর সমুদায় জীবই বর্ত্তমান। কুকুর, শেয়াল ও জলচর সকল প্রকার জীবের পক্ষ হইতে এক একজন সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়া সেই কংগ্রেসে যোগদান করিয়াছেন। সমুদ্র হইতে মৎস্য কুম্ভীরাদি অনন্ত জলজন্তুসমূহ আসিয়াছে। তাঁহারা পরিখার মধ্যে মস্তকোত্তলনপূর্ব্বক সভার কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন। অপরদিকে পর্ব্বত ও অরণ্যাদি হইতে সমাগত সিংহ, ব্যাঘ্র ও অজগরাদি বিকট-দর্শন হিংস্রজন্তুসমূহ। আর একদিকে বিহঙ্গকুল হইতে নির্ব্বাচিত ক্ষুদ্র ও বৃহৎ অসংখ্য পক্ষী ও তাহাদের পশ্চাতে লক্ষ লক্ষ প্রকারের কৃমি কীট, ভেক ও মক্ষিকাসমূহ। গ্রাম্য মৃগ, গ্রাম্য শূকর, হস্তী, অশ্ব, গো, মেষ, মহিষ, উষ্ট্র, গর্দ্দভ ও ছাগাদি সেই চিড়িয়াখানার স্থানে স্থানে নির্ভীকচিত্তে গমনাগমন করিতেছেন। অভাব ছিল একজন নরপশুর। ব্যাঘ্র মহাশয় সেই অভাবপূরণের জন্য অনুরুদ্ধ হইয়া অন্বেষণ করিতে করিতে আমাকে পাইয়া উক্ত সভ্যের পদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। ষোল আনা পূর্ণ হইল। তাদৃশ অপূর্ব্ব মহাসভা দর্শন করিয়া আমি অত্যন্ত ভীত ও অধিকতর আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া মুহুর্মুহু চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিতেছি। ভয়ে সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত ও শিথিল হইয়া আসিতেছে, এমন সময়ে আমার পূর্ব্ব পরিচিত কয়েকটী গ্রাম্যপশু আমাকে চিনিতে পারিয়া আমার নিকটে আসিল। তাহারা আমাকে পেইন করিয়া কতই না আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল ও জনৈক বন্ধু আমাকে আশ্বস্ত করিয়া বলিল "এখানে ভয় নাই, আপনি আমি ও অপর সকলেরই বৃত্তি সমান। আপনি ভীত হইবেন না। এই কলিযুগে "মানবের শ্রেষ্ঠতা" সম্বন্ধে বিচার করিবার জন্য বহুদিন হইতে আয়োজন করিয়া আমরাই (গ্রাম্যপশুগণ) এই সাধারণ মহাসভার অধিবেশন করিয়াছি। আপনার উপর কেহ কোনরূপ অত্যাচার করিবে না। মানবজাতির পক্ষ হইতে আপনাকে কয়েকটী প্রশ্নের উত্তর দিতে হইবে এবং এই নূতন অধিবেশনের সংবাদ মনুষ্যসমাজে জ্ঞাপন করিয়া একটী সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়ের ব্যবস্থা করিয়া দিতে হইবে। সভাভঙ্গে আমরা আপনার সঙ্গে স্বস্থানে চলিয়া যাইব ও প্রাণ-পণে আপনার সহায়তা করিব।" এই বলিয়া গ্রাম্য-মৃগ মহাশয় সভাপতি মহাশয়ের সহিত আমাকে অনেক বন্ধু বলিয়া পরিচয় করাইয়া দিলেন। আমি কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইলাম কিন্তু অদ্ভুত ও বিকটদর্শন সেই জীবসমূহ দেখিতে দেখিতে পুনঃপুনঃ আমার ত্রাস রোষ হইয়া আসিতে লাগিল। তাহাদের মধ্যে অনেকেই আমার ন্যায় একটী অদ্ভুত জীবকে দেখিয়া বিস্ময়সূচক অঙ্গভঙ্গী ও করিতে লাগিলেন।

সভার কার্য্য পূর্ব্ব হইতেই অনেকটা অগ্রসর হইয়াছিল। সর্ব্ববাদিসম্মতিক্রমে সিংহ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। গুরুগম্ভীর ভাষায় তিনি তাঁহার সম্মুখের কেদারায় আমাকে বসিবার জন্য অনুরোধ করিলে, আমি তাঁহার আদেশ পালন করিলাম। তাঁহার সঙ্গে আমার যে আলাপ হইল তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

সভাপতি—"হে নরবর, আপনি আপনারবন্ধুবর্গের নিকট হইতে এই সভার উদ্দেশ্য শ্রবণ করিয়াছেন। আপনি নির্ভীকচিত্তে ও স্বাধীন ভাবে মনুষ্যজাতির পক্ষ হইতে সকল বিষয়ে আলোচনা করিতে পারিবেন। আপনার সম্মুখে যে অসংখ্য জীব দেখিতেছেন ইঁহারা সকলেই মনুষ্যজাতির শ্রেষ্ঠতাবিষয়ে সন্দিহান। গত কয়েকদিবস ধরিয়া আমাদের এই অধিবেশন চলিতেছে।

দেখুন, মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গাদি সকলেই শ্রীভগবানের দাস জীব। বহিরাবরণ অপসারিত করিয়া বিচার করিলে জীবপর্য্যায়ে সকলেরই সমান অধিকার।

"জলজা নবলক্ষাণি স্থাবরা লক্ষবিংশতিঃ" শ্লোক হইতে জানা যায় যে প্রতিমুহূর্ত্তেই অসংখ্য পশুপক্ষী অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইয়া মনুষ্যরূপে জন্মগ্রহণ করিতেছে এবং কোটী কোটী মনুষ্য মৃত্যুর পর পশু, পক্ষী, কীট পতঙ্গাদি হইয়া

জন্মগ্রহণ করিতেছে। পলকে পলকে এইরূপ অসংখ্য সৃষ্টি ও নাশ। গতাগতির প্রবল তুফানে বুদ্‌বুদের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী মানুষ শ্রেষ্ঠ কিসে? করালবদনী মহাকালী কি কেবলমাত্র ছাগ, মেষ ও মহিষের রক্তই পান করিয়া থাকেন? ঐ দেখুন, কত লক্ষ লক্ষ নরমুণ্ড গলাধঃকরণ করিতে করিতে মা আমার তাণ্ডব নৃত্য আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহার ক্ষুধার বিরাম নাই—"হরিষা কৃষ্ণসৈন্যৈর্ব ভূভরাতিবর্দ্ধতে।" লোল-জিহ্বা ক্রমেই বিস্তারিত হইতেছে। দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া আলু থালু বেশে আলুলায়িত কেশে স্বামীর বক্ষেই দণ্ডায়মানা। সন্তানের মুণ্ডমালায় গলদেশ শোভিত। নরশার্দ্দূলের জননী মা কালী আপনাদের ও আমাদের উভয়েরই বন্দিতা" বলিতে বলিতে সিংহ মহাশয়ের চক্ষু হইতে দর দর ধারে অশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল, কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল। তাঁহার ইঙ্গিতক্রমে হস্তী মহাশয় নিকটস্থ পর্ব্বতের গুহার সম্মুখস্থ একটী প্রকাণ্ড প্রস্তর শুণ্ডবিস্তার পূর্ব্বক সরাইয়া ফেলিলেন। দেখিলাম, সত্য সত্যই একটী প্রকাণ্ড মহাকালির প্রতিমা সেই গুহামধ্যে বিরাজমানা। তাঁহার চতুর্দ্দিকে লক্ষ লক্ষ মৃত মানবদেহ পড়িয়া রহিয়াছে। রক্তাক্ত হস্ত, পদ, মুণ্ডাদিও চারিপার্শ্বে অসংখ্য। পক্ষিনি গৃধিনী আশেপাশে বসিয়া আছে। মায়ের প্রসাদ পাইবার জন্য উদ্‌গ্রীব। এক হনুমন্নেত্রী লাঙ্গুলোত্তোলন-পূর্ব্বক খড়্গোত্তোলকম্পিত একটী গাছের ডাল হস্তে লইয়া আরতি আরম্ভ করিয়া দিলেন। মর্কট মহাশয় একটী বৃষাণ্ডের কাঁসর বাজাইতে লাগিলেন। কৃষ্ণ মহাশয় শঙ্খ, হস্তী মহাশয় চামর দুলাইতে লাগিলেন। বানরগণ ফলমূল, পক্ষিগণ ধান দুর্ব্বাদি ও শিবাশিবিকা-সমূহ মিষ্টান্নাদি বহন করিতে লাগিলেন। আমার পার্শ্বস্থিত গর্দ্দভ মহাশয় উচ্চৈঃস্বরে স্তব আরম্ভ করিয়া দিলেন। ইত্যবসরে সকলেই আপন আপন আসন হইতে উঠিয়া কিচির মিচির, হুহা ও ভীষণ হুঙ্কারাদির দ্বারা কালিমায়ের নাম, রূপ, গুণ ও লীলাদির কীর্ত্তনে যোগদান করিলেন। গগনভেদী তুমুল রব। কর্ণ বধির হইবার উপক্রম। তারপর সকলেরই উদ্দণ্ড নৃত্য। অদ্ভুত দৃশ্য। অর্দ্ধ ঘণ্টাকাল এই ব্যাপার। আরতি বন্ধ হইলার পর নিম্নলিখিত কিম্ভূত কিমাকার আকৃতিবিশিষ্ট দুইটী জীবকে গুহাভ্যন্তর হইতে প্রতিমার সম্মুখে বলিদিবার জন্য বাহির করা হইল। পাদদেশ হইতে গলদেশ পর্য্যন্ত সকলেরই মনুষ্যের আকার, কিন্তু মুখগুলি ভিন্ন ভিন্ন পশুর ন্যায়।

১ম। মকরমুখ। ছাগমুণ্ডধারী। স্থূলাকার, গৌরবর্ণ, কাঁধে পৈতা, গলায় মালা, ঊর্দ্ধাঙ্গে তিলকের ছাপ্। পরণে পাটের ধুতি, গায়ে নামাবলি, পায়ে খড়ম ও হাতে একটী থলি। তিনি মূর্ত্তিমান্ কাম।

২য়। মহিষমুখধারী। সুদীর্ঘ ও বক্র দুইটী শৃঙ্গের জটাকারে মস্তকের চতুর্দ্দিকে বেষ্টিত। কপালে সিন্দুরের ফোঁটা, গলায় ও বাহুদ্বয়ে রুদ্রাক্ষের মালা। বর্ণকাল, শরীরটী অসুরের ন্যায় সবল, কৌপীনধারী, পায়ে খড়ম, হাতে চিমটা ও সর্ব্বাঙ্গ ভস্মদ্বারা আবৃত। মূর্ত্তিমান্ ক্রোধ।

৩য়। মেষমুখধারী। কপালে ত্রিপুণ্ড্র, গায়ে চন্দনের ছাপ, স্কন্ধে উপবীত, পায়ে নাগড়াই জুতা, বাম হাতে লোটা, মাথায় পাগড়ী। পরণে লাল ধুতি, গায়ে চাদর। দক্ষিণ হস্তে আঙ্গুরের মালা। লোভের প্রকৃষ্ট মূর্ত্তি।

৪র্থ। অশ্বমুখধারী। মাথায় টেরী, গায়ে কামিজ, হাতে কলম্ পায়ে পাম্‌সু পরণে কালপেড়ে ধুতি। দীর্ঘকায়। মোহের প্রতিমূর্ত্তি।

৫ম। গর্দ্দভমুখধারী। মাথায় দুইটী, গায়ে চোগা চাপকান্, পায়ে বুট জুতা, হাতে ছড়ি। তিনি অহঙ্কার মূর্ত্তিমান্।

৬ষ্ঠ। পঞ্চাননবিশিষ্ট। ছাগ, মেষ, মহিষ, অশ্ব ও গর্দ্দভ এই পাঁচটী পশুর মুণ্ডধারী। মাথায় হেট্। স্কন্ধে যজ্ঞ সূত্র। গলায় সোণার মালা, গায়ে মখমলের চাদর ও নিম্নাঙ্গে হাফপেণ্ট। হাতে ছুরী ও পায়ে খড়ম।

(ক্রমশঃ)

চতুর্ব্বর্ণাশ্রম।

বর্ণাশ্রমের পরাকাষ্ঠায় আমরা সন্ন্যাসী বা যতিকে দেখিতে পাই। আমরা পূর্ব্ব তিনটী আশ্রমের আলোচনা কালে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি যে, বর্ণাশ্রমের মূল যে

হরিতোষণ, তাঁহার অভাবে অধুনাতন কালে বর্ণাশ্রমধর্ম নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, তাহার চরম যে অতিবর্ণ তাহার ত' কথাই নাই। হরিতোষণের পুষ্টিকল্পে মনুষ্যের সন্ন্যাসাশ্রমে অধিকার হয়। সন্ন্যাসীর আশ্রমিকবস্তুতে ভোগবুদ্ধি তিরোহিত হইয়াছে, ইতরবিষয়ে স্পৃহাশূন্য হইয়া তিনি হরিতোষণে নিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। আজকাল এরূপ সন্ন্যাসী অতিশয় বিরল। সন্ন্যাসী পরিচয়ে পরিচিত অনেক বেশধারীর আজকাল আবির্ভাব হইয়াছে বটে, কিন্তু তাঁহারা সাধারণতঃ অর্থাদির উদ্দেশ্যে প্রণোদিত হইয়াই বেশোপজীবী হইয়াছেন, এরূপ সন্ন্যাসীর পোষাক কলঙ্ক আনয়ন করে। তাঁহাদের চরিত্র এত ঘৃণিত নয়, যাঁহারা কনককামিনী প্রতিষ্ঠাকেই জীবনের সম্বল করেন নাই, তাঁহাদের মধ্যেও সকলেই সন্ন্যাসের মূলমন্ত্র যে হরিতোষণ, তাহা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নন। তাঁহারা আত্মবঞ্চনা-নামক কপট বৈরাগ্যের গরিমাতেই মত্ত। বৈরাগ্যযুক্ত অর্থাৎ আসক্তিরহিত অবস্থায় ভগবৎসেবায় বস্তুনিচয়ের নিয়োগ বিহিত না হইলে অন্তঃসারশূন্য হইলে জীবের মঙ্গলপ্রদ হইতে পারে না। শ্রীমদ্ভাগবত অভ্রান্তভাষায় আদেশ করিয়াছেন—

"নেহ যৎ কর্ম ধর্মায় ন বিরাগায় কল্পতে।
ন তীর্থপাদসেবায়ৈ জীবন্নপি মৃতো হি সঃ॥"

যে বিরাগের ফলস্বরূপে ভগবৎসেবা প্রাপ্ত হওয়া যায় না, এইরূপ বৈরাগী জীবনধারণ করিয়াও মৃত। আমাদের যথার্থ জীবন অর্থাৎ নিত্যস্বরূপ ভগবৎসেবা, সেই সেবাবিমুখ অবস্থায় আমাদের যে বদ্ধাবস্থা তাহাই মৃত্যু। যাঁহার হরিতোষণ যে পরিমাণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তাঁহার সেই পরিমাণে বিরাগ হয়। ভোগপুষ্টি হইতে ব্রহ্মচারীর ইতরস্পৃহা কমিয়া কমিয়া ক্রমে সকল বস্তুতেই হরিসম্বন্ধ দৃষ্ট হয়, সে গুলিকে আর জীবভোগ্য বলিয়া ধারণা থাকে না, তখন উপনিষদের "ঈশাবাস্য" শ্লোকের মর্ম সম্যক্ উপলব্ধ হয়। ইহাই সন্ন্যাসীর পক্কাবস্থা। তখন "সর্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ" এই মহাভাগবত পরমহংসের অবস্থায় "যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা ইষ্টদেবমূর্তি" দর্শন হয়।

বানপ্রস্থাশ্রম হইতে সন্ন্যাসাশ্রমে প্রবেশের পর চারিটি বাসকালে সন্ন্যাসীর "কুটীচক" অবস্থা, পরে পরিব্রাজক বা বহূদকের অবস্থা। তৃতীয় "ক্ষীরমিবাম্বুমধ্যাৎ" ন্যায়ানুসারে সকলবিষয়ে ঈশ্বরসম্বন্ধরূপ "হংস" অবস্থা এবং চতুর্থ বিধির অতীত হইয়া "হরিরসমদিরা-মদাতিমত্তা ভুবি বিলুঠাম নটাম নির্বিশাম," "গায়তি রোদিতি রৌতি নৃত্যতি হসত্যন্তরবং" আশ্রমাতিরিক্ত "পরমহংস" অবস্থা। বিধির এই বিধিল অবস্থায় আশ্রমচিহ্ন দণ্ডাদি আর থাকে না। সন্ন্যাসীর পরিধেয় গৈরিক বসনাদির ব্যবহার তখন একান্ত প্রয়োজন বলিয়া মনে হয় না। গৃহস্থের আকারেও পরমহংস গৃহে পর্যন্ত থাকিতে পারেন, কিন্তু তিনি গৃহস্থ নহেন। আশ্রম পরিচয় দেহ ও মন সম্বন্ধে; তিনি জীবন্মুক্ত, তাঁহার দেহে আমি ও আমার বুদ্ধি নাই, সুতরাং তাঁহার আশ্রম পরিচয় নাই। তাঁহার পরিচয় আত্মা সম্বন্ধে, সেটী, শ্রীপ্রবোধানন্দের ভাষায়—

"নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো
নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতির্নো বনস্থো যতির্বা।
কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিলপরমানন্দপূর্ণামৃতাব্ধে-
র্গোপীভর্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ॥"

আত্মজ্ঞ মহাপুরুষ কোন বর্ণের অন্তর্ভুক্তও নহেন কোন আশ্রমবিশেষে অবস্থিতও নহেন। তিনি পূর্ণচিদানন্দময় শ্রীশ্রীভগবানের দাসানুদাস এই তাঁহার স্বরূপ পরিচয়। বৈষ্ণবই পরমহংস, কেননা, যথার্থ বৈষ্ণবেরই এই অবস্থা,। যাঁহাদের এরূপ অধিকার হয় নাই, তাঁহারা বৈষ্ণব বা মহাভাগবত এখনও হইতে পারেন নাই, ক্রমে এইরূপ মহাপুরুষের আনিশসঙ্গক্রমে জড়াভিমান সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হইলে তাঁহারাও পরমহংসাধিকারে উন্নীত হইবেন, তখন আপনাকে নিষ্কিঞ্চন কৃষ্ণাধিকহীন বোধ করিবেন। এরূপ সন্ন্যাসি শিরোমণির গৃহেবাসও অবৈধ নয়, কেননা, তাঁহার গৃহীর ধর্ম নাই, তিনি নিরন্তর ভক্তিসেবাময়। কিন্তু তাঁহাকে গৃহে দেখিয়া আমরা অন্যান্য গৃহীর সমান মনে করিয়া অপরাধী হইয়া পড়ি, আমরা ভুলিয়া যাই—

"যে দিন গৃহে ভজন দেখি
গৃহেতে গোলোক ভায়।"

আবার যদি তাঁহাকে ভক্তশ্রেষ্ঠ বলিয়া শুনিয়া থাকি, তবে মনে করি, আমিও যেরূপ গৃহধর্ম্ম করিতেছি, উনিও সেইরূপ গৃহধর্ম্ম করিয়াও যখন ভক্তশ্রেষ্ঠ বলিয়া পূজিত, তখন আমিও গৃহাভিনিবেশ সত্ত্বেও ভক্ত হইতে পারিব। এটী একটী ভীষণ ভ্রান্তি। ভক্তি ও গৃহাভিনিবেশ দুইটী সম্পূর্ণ বিপরীত।

নিত্যমুক্তপার্ষদ মহাপুরুষগণ গৃহস্থের ন্যায় থাকিয়া বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস আশ্রম যথাবিধি স্বীকার না করিয়াও পরমহংস বলিয়া আমরা বর্ণাশ্রম বিধির ক্রম প্রয়োজনীয় বলিয়া স্বীকার করি নাই, নিজেরাও গৃহব্রত অবস্থা ত্যাগ করিতে প্রস্তুত নই, স্নেহবন্ধে কোন আত্মীয়কেও বনচারী বা যতি হইতে উপদেশ দিই না, কাহারও সে প্রবৃত্তির উদ্রেক হইলে আমরা তাঁহাকে যথাসাধ্য বাধা দিই, কেহ আশ্রমান্তর গ্রহণ করিলে তিনি যে সকল সাধুর সঙ্গ করেন, তাঁহাদিগের সম্বন্ধে নানা মন্দ কথা কহিয়া বৈষ্ণবাপরাধের চয়ন করিয়া অযথা দুষ্কৃতি সঞ্চয় করি, বস্তুতঃ জীবের প্রতিই সাধনানুকূল বর্ণাশ্রমবিধি, সাধক নিজের ত্যাগ করিলে পতন অনিবার্য্য, গৃহে থাকাকালে হরিভজন সুচারুভাবে সম্পন্ন হইবার পক্ষে অন্তরায় হইলে তখনই গৃহবর্জ্জন বিধেয়। আমাদের আবশ্যক হরিভজন, গৃহও নয়, বনবাসও নয়, ক্লীব সন্ন্যাসও নয়। তবে যখন যেটী ভজনের অনুকূল হইবে, তখন সেটাই স্বীকার করিতে হইবে, নচেৎ গৃহাভিনিবেশ অত্যন্ত প্রবল হইয়া নিত্য ভজন নষ্ট হইয়া যায়। আর সাধুসঙ্গ ভিন্ন আমাদের গত্যন্তর নাই, যেহেতু সাধুগণই তাঁহাদের উপদেশাবলীরূপ অসি দ্বারা আমাদের অনাদিকাল হইতে সঞ্চিত বিষয়াভিনিবেশরূপ হৃদয়গ্রন্থি ছেদনে তৎপর। সাধু-সঙ্গ ভিন্ন আমাদের সংসারনাশের আর অন্য উপায় নাই। গৃহে সাধুর বাস অসম্ভব না হইলেও অতি বিরল। সুতরাং নিরন্তর সাধুসঙ্গ লাভ গৃহত্যাগ করিয়া সাধুগণের সহিত বাস আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য। এরূপ অবস্থায় আমাদের গৃহধর্ম্ম আর থাকিতে পারে না। যখন সাধুসঙ্গে হরিকথা শ্রবণ কীর্ত্তন স্মরণাদিরূপ ভজনপথে আমাদের রতির উদয় হয়, তখনই আমাদের সংসার ধর্ম্মে নির্ব্বেদ আসিবে। এ অবসর, এ সুযোগ ত্যাগ করা কোনও বুদ্ধিমানের উচিত নহে। তাই শাস্ত্রেও আদেশ করিয়াছেন,

"যদহরেব বিরজ্যেত তদহরেব প্রব্রজেৎ"।

যখন ইতর বিষয়ে বিরাগ আসিবে, তখনই প্রব্রজ্যা গ্রহণ বা গৃহত্যাগ বিধেয়। অবশ্য বিরাগ বলিতে সম্বন্ধ জ্ঞান সকলকেই বুঝিতে হইবে, পরমেশানুভবই বিরাগের মূল। নচেৎ স্ত্রীর-সহিত কলহ করিয়া বিরাগ বা শ্মশান বৈরাগ্য করিয়া কোনও লাভ নাই। সম্বন্ধজ্ঞানের অভাবে সে কৃত্রিবৈরাগ্য কখনও স্থায়ী হইতে পারে না। কিছুক্ষণ বা কিছু দিনের পরেই গৃহিণীর জন্য মন ব্যাকুল হইবে, তখন আশ্রমান্তর গৃহীত হইয়া থাকিলে বান্তাশী হইতে হইবে। কিন্তু তাই বলিয়া গৃহস্থিত পরমহংস বৈষ্ণব কখনও বান্তাশীর ন্যায় ঘৃণ্য হইতে পারেন না, কেন না তাঁহার গৃহাভিনিবেশ নাই, তিনি নিরন্তর হরিভজনে তৎপর ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। পরন্তু বান্তাশীর লক্ষণ শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে—

"যঃ প্রব্রজ্য গৃহাৎপূর্ব্বং ত্রিবর্গাবপলাৎ পুনঃ।
দত্তি সেবেত তান্ ভিক্ষুঃ স বৈ বান্তাশ্যুদাহৃতঃ॥"

(ভা ৭।১৪।৩৬)

তিনি ধর্ম্মার্থকামলাভের স্থান গৃহ ত্যাগ করিয়া পরে আবার সেই গুলির পুনরায় সেবা করেন তিনি বমনভোজী নির্লজ্জ। পরমহংস ঠাকুর এরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত জীব নহেন। তিনি নিরন্তর হরি-সেবায় মত্ত থাকিয়া ধর্ম্মার্থকামে অন্ধ কখনও ব্যস্ত হ'ন না।

শ্রীমদ্ভাগবতে সপ্তম স্কন্ধে, দ্বাদশ, ত্রয়োদশ ও চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে আশ্রমধর্ম্ম বিবৃত হইয়াছে। তন্মধ্যে ত্রয়োদশে যতিধর্ম্ম দুই ছয়। অনুসন্ধিৎসু পাঠকগণ সেই গুলি দেখিতে পারেন, সেগুলির বিচার এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে।

যাহারা কতকগুলি পুরাণবচন উল্লেখ করিয়া "কলিতে সন্ন্যাস নাই" এরূপ বিতণ্ডা করেন, তাঁহারা যেন কৃপা পূর্ব্বক শ্রীগৌড়ীয় পত্রের দ্বিতীয় বর্ষের ২৯শ সংখ্যায় উক্ত প্রবন্ধ আলোচনা করেন। শ্রীমদাচার্য্য প্রণীত "সন্ন্যাস-

নির্ণয়" গ্রন্থে আমরা দেখিয়াছি কলিকালে কর্ম্মমার্গে ও জ্ঞানমার্গে সন্ন্যাস হইতে পারে না।—

"কর্ম্মমার্গে ন কর্ত্তব্যঃ সুতরাং কলিকালতঃ।"

"অতঃ কলৌ ন সন্ন্যাস পশ্চাত্তাপায় নান্যথা।

পারম্পর্য্যং ভবেচ্ছাপি তস্মাজ্ জ্ঞানে ন সন্ন্যসেৎ।"

কেবল ভক্তিমার্গে ই সন্ন্যাস সিদ্ধ হইতে পারে—

"ত্রিদণ্ডৈহেতুঃ পরিত্যাগঃ প্রেম্না সিধ্যতি নান্যথা।"

"সন্ন্যাসবরণং ভক্ত্যাননাথা পতিতো ভবেৎ।"

ভক্তি মার্গাবলম্বন ব্যতিরেকে সন্ন্যাসবরণ করিলে পতন অনিবার্য্য।

বৈদিক সন্ন্যাসীর প্রধান চিহ্ন দণ্ড। পরমহংসগণ দণ্ডাদি আশ্রম চিহ্ন ধারণ করেন না। আজকাল অনেক সন্ন্যাসী নামধারী দেখিয়া পরিহিত ভদ্রলোককে দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহারা দণ্ডধারণ করেন না, বেশ ত্রিবস্ত্রবসন পরিধান করেন, কৌপীন গ্রহণ করিয়াছেন কিনা জানি না। তাঁহারা বৈদিক সন্ন্যাসী নহেন ইহা ধ্রুব কথা, তবে তাঁহারা দলকে দল পরমহংস কিনা কে বলিবে? কিন্তু পরমহংসের পূর্ব্বে যে সকল লক্ষণ বলা হইয়াছে, তাহার সহিত মিলাইয়া লইলে তাঁহাদের মধ্যে কয়জন পরমহংস পাঠকগণ পাইবেন, অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাদিগকে একটী তালিকা দিবেন।

কোন কোন সম্প্রদায় বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত ব্যক্তি আপত্তি তুলেন যে, শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর ভক্তগণ সন্ন্যাসগ্রহণ করেন নাই। আমাদের মনে হয় তাঁহারা ত্রিদণ্ডীস্বামী প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ প্রমুখ শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর পার্ষদভক্তগণের চরিত্র সম্বন্ধে উদাসীন। আর তাঁহার প্রিয়তম পার্ষদ শ্রীস্বরূপ-দামোদর, যাঁহার পূর্ব্বাশ্রমের নাম পুরুষোত্তম ভট্টাচার্য্য, তিনি কোন্ আশ্রমী ছিলেন, ছয় গোস্বামী কোন্ আশ্রমী ছিলেন, তাঁহারা কি গৃহী ছিলেন? তেকাশ্রম বলিতে কি বুঝায়? ভিক্ষুর আশ্রমকেই ভেক বলে। সন্ন্যাসিগণই গোস্বামী। আজকাল যে বাবাজী মাতাজী দেখিতে পাই, তাহারা কেবল শ্রীশ্রীমহাপ্রভুপাদগণের বেষের অনুকরণ মাত্র। তাহারা কৌপীনধারী অর্থাৎ স্ত্রীসঙ্গবর্জ্জিত, তাঁহারা গৃহী নহেন। আজকালকার সব বাজারী বাবাজী (!)

দেখিয়া মহাপুরুষগণ সম্বন্ধে একটা বিচার করিতে বসা উচিত নয়। তবে যদি বলেন যে তাই তাঁহাদের ত' বৈরিকবসন ছিল না, তাঁহাদের দণ্ডধারণের কথা ত' শুনা যায় না, তাহাতেও আমরা জানিব যে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর পার্ষদ ভক্তগণ ও গোস্বামীগণ সকলে পরমহংস ছিলেন। সুতরাং তাঁহারা সর্ব্বতোভাবে সন্ন্যাসাশ্রমের চিহ্ন বৈরিক-বসন পরিধান ও দণ্ডের সর্ব্বক্ষণ গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু তাঁহাদের কৌপীন ও বহির্ব্বাস পরিধান সন্ন্যাসের পরিচায়ক। সেই নিত্যসিদ্ধ পরমহংসগণের বেষের অনুকরণ করিতে গিয়া অনেক অসিদ্ধের পতন হইয়াছে। সন্ন্যাস পরিগ্রহ না হইলে ওরূপ পরমহংস বা বৈষ্ণবের বেষ গ্রহণ কর্ত্তব্য নয়। চারি আশ্রমের বৈষ্ণবদাস ব্রাহ্মণের চিহ্ন শিখাসূত্র ও কণ্ঠে শ্রীতুলসীমালিকা। ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য কেহ বৈষ্ণবের দীক্ষিত দাস হইতে পারেন না। অদীক্ষিতগণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র; মন্ত্রার্থবোধাভাবে তাঁহারা বৈষ্ণব-পদ বাচ্য নহেন।

শ্রীগোপাল ভট্ট।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

কোনও প্রেমিক ভক্তরাজ গাহিয়াছেন—

"তীর্থকল সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গে অন্তরঙ্গ,
শ্রীকৃষ্ণভজন মনোহর।
যথা সাধু তথা তীর্থ, স্থির করি নিজচিত্ত,
সাধুসঙ্গ কর নিরন্তর।
যে তীর্থে বৈষ্ণব নাই, সে তীর্থেতে নাহি যাই,
কি লাভ হাঁটিয়া দূরদেশ।
যথায় বৈষ্ণবগণ, সেই স্থান বৃন্দাবন,
সেই স্থানে আনন্দ অশেষ।
কৃষ্ণভক্তি যেই স্থানে, মুক্তিবাসী সেই স্থানে,
সলিল তথায় মন্দাকিনী।
গিরি তথা গোবর্দ্ধন; ভূমি তথা বৃন্দাবন,
আবির্ভূতা আপনি হ্লাদিনী।

—আজ শ্রীনবদ্বীপে ও যোড়টক্ষেত্রে গোলোক অবতীর্ণ হইয়াছেন—হইবেনই না কেন?—যেখানে সাক্ষাৎ অভিন্ন ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীগৌরসুন্দর সেখানে তাঁহার তত্রূপ বৈভবও বর্ত্তমান থাকিয়া প্রভুর সেবায় নিযুক্ত। বিশেষতঃ যোড়ট ত'ই তখনগরায়ণ গৃহস্থ বৈষ্ণব। যে গৃহস্থের গৃহে ঘরিকজন হইতেছে তাহাই অভিন্ন গোলোক।

"যে দিন গৃহে ভজন দেখি
গৃহেতে গোলোক ভায়।"

তাই আজ সত্য সত্যই যোড়ট গৃহে গোলোক আবির্ভূত হইয়াছেন। গোলোকের অধীশ্বর প্রেমের ঠাকুর হরিদাস ঘোষে চারিদাস কাল শ্রীনবদ্বীপে ভাসাইয়া দিতেছেন। মাধুর্য্যরসের বন্যায় ঐশ্বর্য্যভাব সকলেরই বিলীন হইয়া পড়িতেছে। শ্রীগৌরসুন্দরের নাম শুনিয়া নানাদেশ হইতে লক্ষ লক্ষ লোক আসিতেছেন—প্রভুর দর্শনে সকলের মুখেই কৃষ্ণনাম স্ফূর্তি পাইতেছে সকলেই কৃষ্ণভক্ত হইতেছেন।

মাধুগণ প্রকৃত বৈষ্ণবগণ যখন গৃহস্থের ঘরে যান তখন গৃহস্থের যথার্থ মঙ্গল যাহাতে হয়, তাঁহারা তাহাই করিয়া থাকেন কারণ—

"মহান্তের স্বভাব এই তারিতে পামর।
নিজ কার্য্য নাহি, তবু যান পর ঘর॥

—গৌরসুন্দর দেখিলেন তট্ট সদাচারসম্পন্ন বৈষ্ণব বটে, কিন্তু তাঁহার স্বরূপে আরও উন্নতরসের ভাব আছে, তট্ট এখনও তাহার সন্ধান পান নাই। যোড়টতট্ট—শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ বৈষ্ণব লক্ষ্মীনারায়ণের সেবায় নিযুক্ত। শ্রীমন্মহাপ্রভু, তট্টের লক্ষ্মীনারায়ণ সেবাসৌষ্ঠব-দর্শনে বিশেষ পরিতুষ্ট হইলেন। কিন্তু একদিন শ্রীগৌরসুন্দর তট্টকে রহস্য করিয়া বলিলেন—'তট্ট, পতিব্রতা শিরোমণি লক্ষ্মী-ঠাকুরাণী নিত্যকাল শ্রীনারায়ণের বক্ষঃস্থিতা হইয়াও কেন আমার প্রাণের ঠাকুর গৌরাঙ্গ গোপীনাথের মঙ্গলাকের জন্য উৎকণ্ঠিতা? শুধু উৎকণ্ঠিতা নন, সাধ্বী সমস্ত সুখবিলাস পরিত্যাগ করিয়া তপস্বিনী!—

"অন্যাদৃগা শ্রীর্লনাচরদ্তপো।
বিহায় কামান্ সুচিরং ধৃতব্রতা॥

—যে শ্রীকৃষ্ণের চরণপরাগ লাভ করিবার জন্য কমলা বহুকাল সমস্ত কাম পরিত্যাগ করিয়া ধৃতব্রত হইয়া তপস্যা করিয়াছিলেন।"

তট্ট বলিলেন—'প্রভো, শ্রীকৃষ্ণ ও নারায়ণে কোনও ভেদ নাই তবে শ্রীনারায়ণ চতুর্ভুজ শঙ্খচক্রগদাপদ্মধর, শ্রীকৃষ্ণ দ্বিভুজ মুরলীধর, নারায়ণে শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় লালিত্য থাকিলেও কৃষ্ণের বৈদগ্ধাবিলাস লীলা নাই।

সিদ্ধান্ততস্তদেকেঽপি শ্রীকৃষ্ণস্বরূপয়োঃ।
রসেনোৎকৃষ্যতে কৃষ্ণরূপমেষা রসস্থিতিঃ॥

নারায়ণ ও কৃষ্ণের স্বরূপদ্বয়ের সিদ্ধান্ততঃ কোনও ভেদ নাই, তথাপি রসবিচারে শ্রীকৃষ্ণরূপ, রসের দ্বারা উৎকর্ষতা লাভ করিয়াছেন। এইরূপেই রসতত্ত্বের সংস্থান হয়। সুতরাং—

"কৃষ্ণসঙ্গে পতিব্রতা ধর্ম্ম নহে নাশ।
অধিক লাভ পাইয়ে আর রাসবিলাস॥
বিনোদিনী লক্ষ্মীর হয় কৃষ্ণে অভিলাষ।
ইহাতে কি দোষ, কেনে কর পরিহাস॥

—লক্ষ্মী দেখিলেন যে কৃষ্ণসঙ্গে পতিব্রতাধর্ম্মের নাশ হয় না অথচ রাসবিলাসরূপ অধিকলাভ কৃষ্ণসঙ্গেই পাওয়া যায় না, নারায়ণের সঙ্গে পাওয়া যায় না। সেই জন্যই লক্ষ্মীদেবী শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্গম অভিলাষ করেন—ইহাতে দোষ কি?

'তট্ট, ইহাতে কোন দোষ নাই, তাহা আমি জানি কিন্তু শাস্ত্র বলেন যে লক্ষ্মীঠাকুরাণীর রাসে প্রবেশ লাভ হয় নাই।—

"নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ
স্বর্যোষিতাং নলিনগন্ধরুচাং কুতোঽন্যাঃ।

ব্রজসুন্দরীগণ রাসোৎসবে যে প্রসাদলাভ করিয়াছিলেন, তাহা বৈকুণ্ঠে নিতান্ত অনুগত বক্ষস্থিত লক্ষ্মী প্রভৃতির লাভ হয় নাই।"

"প্রভো, লক্ষ্মীঠাকুরাণী নারায়ণের বক্ষস্থিতা হইয়াও তপস্যাদি ব্রতাচরণ করিয়াও রাসে প্রবেশাধিকার পাইলেন না কেন, আর ব্রজগোপী তপস্যাচরণ করিয়া কিরূপে কৃষ্ণসেবা লাভ করিলেন? প্রভো, আমি অতি ক্ষুদ্র

জীব, কোটীসমুদ্রস্থ্যীর শ্রীভগবানের লীলার মর্ম্ম কি ভাষায় ব্যক্ত করিতে পারিব? আপনি সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্র-নন্দন—আপনিই আপনার লীলা জানেন—আমাকে কৃপাপূর্ব্বক বলুন।"

"ভট্ট। শ্রীকৃষ্ণের এক অদ্ভুত লক্ষণ এই যে, তিনি নিজমাধুর্য্যে সর্ব্বচিত্ত, এমন কি, নিজেই নিজের চিত্ত পর্য্যন্ত আকর্ষণ করেন। ব্রজজন সেই মাধুর্য্যময় শ্রীকৃষ্ণকে 'ঈশ্বর' রূপে দর্শন করেন না। ব্রজজনের নিকট শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্যের দ্বারা আচ্ছাদিত। শ্রীকৃষ্ণে সমস্ত ঐশ্বর্য্য পরিপূর্ণরূপে থাকিলেও মাধুর্য্যের নিকট তাহার প্রভাব নাই—শ্রীকৃষ্ণ আনন্দময় রসস্বরূপ প্রেমের বিষয় শ্রীকৃষ্ণের সমস্তই মাধুর্য্যময়। তিনি অদ্বয় পরতত্ত্বরূপে ঐশ্বর্য্যশালী ভগবদ্রূপে সকলের পূজ্য ও সম্মানের পাত্র তিনি সেই ধামের একমাত্র প্রাণপতি, প্রিয় পুত্র, প্রাণসখা প্রাণপ্রভু—কখনও উপাস্যের তুল্য, কখনও তদপেক্ষা হীন।

কেহ তাঁরে পূর্ণজ্ঞানে উচ্চফলে যাজে।
কেহ সখাজ্ঞানে বিনি চড়ে তাঁর কান্ধে॥
ব্রজেন্দ্রনন্দন তাঁরে জানে ব্রজজন।
ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে নাহি সম্বন্ধ মানন॥"

—সেই ব্রজজনের ভাবে, ব্রজজনের অনুগত হইয়া যিনি ভজন করেন, তিনিই ব্রজে শুদ্ধ ব্রজেন্দ্রনন্দনের সেবা পান।

শ্রীকৃষ্ণ পরমেশ্বর, সর্ব্বারাধ্য পরাৎপরতত্ত্বস্বরূপ হইয়াও তাঁহার অচিন্ত্যা বিশ্বোত্তরিকা শক্তিবলে তিনি জগৎ সর্ব্বারাধ্য এই গোপত্বে লীলাস্বীকার করিতে পারেন। সুতরাং সেই গোপেন্দ্রসুতের প্রেয়সীগণও গোপী ভিন্ন অন্য নহেন। প্রতিযুগ ঐশ্বরিক গোপীগণের অনুগত হইয়া "ব্রজেশ্বরীসুতকে" ভজন করিয়াছিলেন তখনই তাঁহারা নন্দসুতের দর্শনলাভ করিয়াছিলেন।"

পাঠক, সাবধান হউন! এই গোপীরাগানুগ ভাব মুখের কথা মাত্র নহে, কবির কল্পনা নহে, উপন্যাসের প্রহেলিকা নহে। কাম ক্রোধাদিক জীব, নারীবিষ অনর্থযুক্ত জীব, কনককামিনী প্রতিষ্ঠায় বিদ্রান্তজীব—তদ্রসাদি বিষয়ে অতিনিবিষ্ট বিতৃষ্ণাভিনিবেশে মত্ত জীব যাহা ধারণা করিতে পারে না, মনে মনেও কল্পনা করিলে কি হয় শুনুন—

নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাপি হ্যনীশ্বরঃ।
বিনশ্যত্যাচরন্মৌঢ্যাদ্ যথাঽরুদ্রোঽব্ধিজং বিষম্॥

"যেমন রুদ্র কালকূট পান করিয়া ("নীলকণ্ঠ") আখ্যা ধারণ করেন, কিন্তু যিনি রুদ্র নহেন তিনি, যদি মূঢ়তা-বশতঃ উহা পান করিতে উদ্যত হন, তাহাহইলে যে কি হয় তাহা যেমন আর বলিতে হয় না, তদ্রূপ যাহারা শ্রীভগবানের রসাদি ক্রিয়ার অপ্রাকৃতত্ব, সদ্য অনর্থকর অবস্থায় মানসেও অনুসরণ করিতে অগ্রসর হন তাহারাও তদ্রূপ অকালে বিনষ্ট হন।

ক্রমশঃ

ঠাকুরের বক্তৃতার চুম্বক।

শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মদেবদ্বিবাদবারণ সাজকান্।
শ্রীমধ্ব-শ্রীপদ্মনাভ-শ্রীমদ্ধরি মাধবান্॥

• • •

বেদমৌখরিষিদ্ধঃ শ্রীচৈতন্যকৃষ্ণ তথাযহে।
শ্রীকৃষ্ণপ্রেমদানেন যেন নিস্তারিতং জগৎ॥

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের শিষ্য ব্রহ্মা, ব্রহ্মার শিষ্য দেবর্ষি নারদ, নারদের শিষ্য ব্যাসদেব, শ্রীমধ্ব সেই শ্রীব্যাসদেবকে গুরুরূপে বরণ করিয়াছিলেন। সেই বৃদ্ধ বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্বমুনির অষ্টাদশ অধস্তনপদবীতে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভু যিনি এই জগতে প্রেমরস বিতরণ করিয়া জগৎ উদ্ধার করিয়াছেন। সেই শ্রীচৈতন্য প্রভুকে আমরা ভজনা করি। সেই গৌরসুন্দর প্রভুই অদ্যকার শ্রীরাম নবমী কলিযুগে দ্বাপরোক্তি অনুসারে অবতীর্ণ হইয়া নিজকৈশপ্রকাশ করিয়াছিলেন। 'সেই গোবিন্দানন্দিনী দ্বারা গোবিন্দ মোহিনী গোবিন্দ সর্ব্বদা সর্ব্বকান্তা-শিরোমণি' শ্রীমতী বৃষভানু-নন্দিনীর অযোনিসম্ভব অবতারের শুভদিন অদ্য অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস শ্রীমদ্ভাগবতনামে যে পারমহংসী সংহিতা প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহাতে তিনি স্পষ্টভাবে

শ্রীকৃষ্ণ লীলা বর্ণন করিয়াছেন নিজ গ্রন্থবিচারে বিশেষভাবে শ্রীমতী রাধিকার নাম উল্লেখ করেন নাই। যাঁহার জন্য শ্রীকৃষ্ণলীলা যিনি শ্রীকৃষ্ণলীলার প্রধানা নায়িকা যিনি আশ্রয়তত্ত্ব বিচারে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আশ্রয় তাঁহারই নাম শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থে উল্লেখ নাই কেন?—ইহা অনেকেরই প্রশ্ন হইয়া থাকে। শ্রীমতী রাধারাণী শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তমা বলিয়াই লীলার পরমগোপনীয়তার জন্য শ্রীব্যাসদেব অনধিকারি ব্যক্তিদিগের নিকট হইতে পরম দুর্লভ সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় উপাস্য শ্রীরাধাতত্ত্ব গোপন রাখিবার জন্য সেই তত্ত্বের উল্লেখ প্রকাশ্য ভাবে করেন নাই। বর্ষটের নিকট মুক্তার মালা প্রদান করা কি বুদ্ধিমানের কার্য্য? আবার পরমহংস শুকদেবের জন্য যে তিনি শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থে শ্রীরাধার বিষয় কিছু মাত্র উল্লেখ করেন নাই, তাহাও নহে। যেমন শ্রীমদ্ভাগবতগ্রন্থে গৌরাবতারের কথা ইঙ্গিতে ব্যক্ত হইয়াছে, তদ্রূপ শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনীর কথাও অতি গোপ্য রহস্য ভাবে উক্ত হইয়াছে।

অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।

যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামনয়দ্রহঃ। ১০।৩০।২৪

ষোড়শ সহস্র গোপী শ্রীকৃষ্ণের রাসস্থলীতে উপস্থিত থাকিয়া শ্রীকৃষ্ণের সেবায় নিযুক্তা। যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ অচিন্ত্য শক্তিবলে দুই দুইটী গোপীজার মধ্যে এক একটী মূর্ত্তি প্রকাশ পূর্ব্বক গোপীগণসহিত হইয়া রাসোৎসবে প্রবৃত্ত। শ্রীমতীর অভিমান হইল, তবে কি আমি শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বোত্তমা সেবিকা নহি? আমাকে না হইলেও কি শ্রীকৃষ্ণের চলিতে পারে? ষোড়শ সহস্র গোপিকাই তাঁহার সেবা সম্পূর্ণভাবে করিতে পারেন? সেই ষোড়শ সহস্র সেবিকা যাঁহারা শ্রীগোবিন্দের জন্য লোকধর্ম্ম, বেদধর্ম্ম, দেহধর্ম্ম, কর্ম্ম, লজ্জা, ধৈর্য্য, দেহসুখ, আত্মসুখ, আর্য্যপথ, নিজ পরিজন প্রীতি, স্বজন আর্য্যপথ তর্জ্জন ভয় সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া যথা সর্ব্বস্ব দ্বারা কৃষ্ণ-সেবা করিতেছেন যাঁহাদের জন্য শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকেও ত্যাগ করিতে পারেন, তবেই বুঝিতে যে আমি শ্রীকৃষ্ণের যথার্থ সেবিকা। এইরূপ মনে করিয়াই শ্রীমতী রাধিকা রাসস্থলী পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। শ্রীকৃষ্ণের রাস বন্ধ হইল। যাঁহার জন্য সব—যাঁহার জন্য রাস—যিনি না হইলে রাসোৎসবের পূর্ণতাই হইতনা—তাঁহার জন্য রাসবন্ধ হইবে না কেন? গোবিন্দও সেই প্রিয়তমা ও প্রধানা নায়িকার অনুসন্ধান করিবার জন্য রাসস্থলী পরিত্যাগ করিলেন তখন গোপীগণ পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন, যে অনুচরি, আমাদিগকে ছাড়িয়া শ্রীকৃষ্ণ কাহাকে লইয়া গেলেন, তিনিই ঈশ্বর হরিকে অবশ্যই অধিক আরাধনা করিয়াছেন।

রাধিকা বিনা অন্যসকল গোপী কৃষ্ণের সুখের কারণ হইতে পারেন না। রাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের ক্রীড়ারস বৃদ্ধি করিবার জন্যই আর সব গোপীগণ প্রয়োজনরূপ স্বরূপা। শ্রীজয়দেব গোস্বামীপাদ শ্রীগীতগোবিন্দে বর্ণন করিয়াছেন—

কংসারিরপি সংসারবাসনাবন্ধশৃঙ্খলাম্।

রাধামাধায় হৃদয়ে তত্যাজ ব্রজসুন্দরীঃ॥

কংসারি কৃষ্ণ সংসারবন্ধন রাসলীলাবাসনাবদ্ধা রাধাকে হৃদয়ে লইয়া ব্রজসুন্দরীগণকে পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়া গেলেন।

শ্রীরামাবতারে দণ্ডকারণ্যবাসিনী ষাট সহস্র ঋষি ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের ক্রোড়ীকরণ জিনি অপ্রাকৃত যোষনরূপ সম্পাদন করিয়াও গোপীদেহ লাভের ইচ্ছা করিয়া বহু বৎসরব্যাপী গোপীরজানুগতো তপস্যা করিয়াছিলেন। তাঁহারাই শ্রীকৃষ্ণলীলায় গোপীদেহ লাভ করেন—সেই গোপীদেহ প্রাকৃত রক্তমাংসের ধনি নহে তাহাদের ও শ্রীকৃষ্ণেরই ন্যায় সচ্চিদানন্দময় তনু। সেই তাপস ঋষিগণের কঠোর যজ্ঞিত মস্তক, সাধনসিদ্ধ জীর্ণ শীর্ণ প্রকৃত বিচারযুক্ত দেহ শ্রীভগবানের নয়নোৎসব বিধান করিতে পারে না এবং তাঁহারা দাস্য, সখ্য বা গৌরব সখ্যে ভগবানের যে সেবা করিয়াছেন তাহাতে গোপী ভজনের চমৎকারিতা ও মাধুর্য্য নাই বলিয়াই তাঁহারা নিত্য চিদানন্দময়ী গোপীতনু লাভের জন্য ব্যাকুল হইয়াছিলেন। গোপীগণের সচ্চিদানন্দময় দেহের প্রতি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, প্রতি অংশ, প্রতি হাব ভাব শ্রীগোবিন্দের সেবানুকূল।

ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ সরস্বতী বা মুরলিবিলাসী তাঁহার 'রাধারসসুধানিধি' গ্রন্থে শ্রীরাধাতত্ত্বের স্তবে বলিয়াছেন।

বন্দ্যঃ কদাপি বসনাঞ্চলখেলনোত্থ
ধন্যাতিধন্য পবনেন কৃতার্থমানী।

যোগীন্দ্রগর্ভগতির্ধুসনোঽপি
তস্যৈ নমোঽস্তু বৃষভানুভুবোদিশেঽপি ॥

পবনযোগে যে শ্রীমতীর অঞ্চল কৃষ্ণগাত্রে স্পৃষ্ট হওয়াতে শ্রীকৃষ্ণ নিজকে ধন্যাতিধন্য ও কৃতার্থ হইয়াছিলেন সেই শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনীর উদ্দেশে দিগবলয়ে আমরা নমস্কার করি।

দাস্য রসের রসিক—রক্তক, পত্রক, চিত্রক, যে রসের আস্বাদন করিতে পারেন না, সখ্যরসে—শ্রীদাম, সুদাম, দাম, বসুদাম, স্তোককৃষ্ণ যে মধুরিমা আস্বাদন করিতে পারেন না, বৎসল রসের রসিক—শ্রীনন্দ যশোদা যে রসের উৎকর্ষ ধারণা করিতে পারেন না, উদ্ধবাদি যে রসের জন্য নিত্য লালায়িত, সেই মধুর রসের রসিক গোপিকাবর্গ মধ্যে শ্রীমতী রাধিকা সর্ব্বোত্তমা, রূপে গুণে সৌভাগ্যে প্রেমে সর্ব্বাধিকা।

শ্রীল রূপগোস্বামীপাদ উপদেশামৃতের শ্লোকে সেই শ্রীমতী রাধিকার শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনে বলিয়াছেন—

"কর্ম্মিণঃ পরিতো হরেঃ প্রিয়তমাব্যক্তিং বহুন্যস্তিনি-
স্তেভ্যো জ্ঞানবিমুক্তভক্তিপরমাঃ প্রেমৈকনিষ্ঠাততঃ।
তেভ্যস্তাঃ পশুপালপঙ্কজদৃশস্তাভ্যোঽপি সা রাধিকা
প্রেষ্ঠা তদ্বদিয়ং তদীয়সরসী তাং নাশ্রয়েৎ কঃ কৃতী ॥"

পরের অপকার, চৌর্য্য, মিথ্যা, ব্যভিচার, লাম্পট্য প্রভৃতি অসৎকার্য্যরত ব্যক্তি হইতে যাঁহারা দেশের উপকার দান, ধ্যান, তীর্থ ভ্রমণ প্রভৃতি করেন; যাহারা কেবলমাত্র নিজ ইন্দ্রিয়েরস্বার্থই নহেন সেইরূপ কর্ম্মী শ্রেষ্ঠ। কারণ অসৎকর্ম্মের প্রাবল্যে জগতে মনুষ্যজাতির ধ্বংস করাই অসম্ভব হয়। কিন্তু এইরূপ কর্ম্মীর আদর্শই চরম নহে। কর্ম্মিগণ কুকর্ম্মী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। জীবগণকে উচ্ছৃঙ্খলতার ফলভোগ হইতে রক্ষা করিয়া তাহাদের অসৎকর্ম্ম সঙ্কোচ করিবার জন্যই কর্ম্মের ব্যবস্থা। কিন্তু কর্ম্মিগণ বুদ্বুদ্ তাঁহারা ইহকালে অল্পসুখ ও পরকালে সুখের জন্য ব্যস্ত। যাঁহারা নিষ্কাম কর্ম্মী বলিয়া মনে করেন, তাহারাও প্রচ্ছন্ন-ভোগী। নিজের অন্তঃস্থলের সঙ্কীর্ণতম প্রদেশে সুপ্তায়িত নিজেন্দ্রিয়-প্রীতিই স্বদেশ-প্রীতি, দরিদ্রকে অন্নদান, বস্ত্রদান ধাত্রব্য চিকিৎসালয় নির্ম্মাণ, পুষ্করিণী খনন, জলছত্র স্থাপন, অতিথি সৎকার কার্য্যরূপে প্রকাশিত হয়। কর্ম্মিগণ তাহাদের কপটতা নিজেরা ধরিতে পারেন না। সেই বুদ্বুদ্ কর্ম্মী হইতে মুমুক্ষু জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ। তাঁহারা তাত্ত্বিক, কর্ম্মিদিগের নির্ব্বুদ্ধিতা বুঝিয়াও তাহারা পার্শ্বে তাহাদিগকে সৎকর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত করিতে গেলে উহারা অসৎকর্ম্মাসক্ত হইয়া পড়ে এই জন্য জ্ঞানিগণ গীতার বাক্য স্মরণ করিয়া থাকেন—"ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাং" অর্থাৎ অজ্ঞতাবশতঃ কর্ম্মে আসক্ত কর্ম্মসঙ্গী মূর্খ ব্যক্তিগণের বুদ্ধিভেদ জন্মাইবে না। তাহা করিলে তাহারা অসৎ-কর্ম্মাসক্ত হইয়া পড়িবে। কর্ম্মিগণ মূর্খ অমূর্খ জ্ঞানিগণ বিচার করেন—"তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি।" কর্ম্মিগণ সৎকর্ম্মজনিত পুণ্যফলে দিব্য দেবভোগ সকল প্রাপ্ত হন। পরে সেই প্রভূত সুখজনক স্বর্গভোগ করিয়া পুণ্যক্ষয় হইলে পুনরায় মর্ত্যলোকে আগমন করে। সুতরাং তাহারা কর্ম্মীর মূর্খতা পরিত্যাগ করিয়া অমূর্খের বিচারে চির আনন্দের প্রয়াসী হইয়া মুমুক্ষু হন। তাঁহাদের সিদ্ধান্ত এই যে অস্তিত্বই যখন ক্লেশদায়ক তখন চিৎবাহিত্য অচিৎনির্ব্বাণ বা চিৎ-সাহিত্য ব্রহ্মে বিলীন হওয়াই শ্রেয়স্কর। দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকই নির্ভেদ ব্রহ্মানুসন্ধানতৎপর জ্ঞানী, মায়াবাদী বা প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ। ইহাদিগের আশা কত ক্ষুদ্র। ইহারা মূর্খ কর্ম্মীর উপর পাল্লা দিতে গিয়া, নিজেরা অমূর্খ সাজিতে গিয়া প্রকৃত প্রস্তাবে মূর্খই হইয়া পড়িলেন, আত্মবিনাশ সাধন করিলেন। যে নিত্যানন্দের ক্ষীণ আশায় জ্ঞানী ত্যাগী সাজিলেন, ভোগীকে ঘৃণা করিলেন তাহার ভাগ্যে সেই নিত্যানন্দ লাভ হইল না।

"জ্ঞানী জীবন্মুক্ত দশা পাইনু করি মানে।
বস্তুতঃ বুদ্ধি শুদ্ধি নহে কৃষ্ণভক্তিবিনে ॥"

এই জন্য সর্ব্ব-প্রকার জ্ঞানী হইতে ভক্তশ্রেষ্ঠ। ভক্তের পরবর্ত্তী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পদবী। মূর্খ ভোগী কর্ম্মিগণ মনে করেন ভক্ত বুঝি তাহাদের মতই কর্ম্ম করেন, তাদের মতই ঘণ্টা নাড়েন, ঈশ্বর পূজা করেন, 'জীবে দয়া' করেন, তীর্থে গমন করেন, সাধুগুরুর সেবা করেন, তাহা নহে। কর্ম্মীর ভালমন্দ বিচার চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। কিন্তু

ভক্তের সেবা অধোক্ষজ অর্থাৎ যাহা ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান ধারণা করিতে অসমর্থ। ভক্তের নিজেন্দ্রিয় প্রীতি নাই, কেবল কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি।

জ্ঞানী মনে করেন, ভক্ত বুঝি তাহারই মত কোনও অনিত্য বস্তু, যে বস্তু পরে আর থাকিবে না, যে দৃশ্য, দ্রষ্টা ও দর্শনের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইবে। যাহার ত্রিপুটী বিনাশ হইবে সেইরূপ বস্তুরই অন্তর্বিনাশ মূলে ভজনা করে। জ্ঞানিগণ অচিন্ত্যশক্তিসম্পন্ন ভগবানের হাত পা, মুখ, চোখ, নাক ছোট সব কাটিয়া, তাঁর হাতে হাতকড়ি পায় বেড়ী দিয়া অবশেষে তাঁহারই অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ছেদন করিয়া তাঁহাকে নিরাকার নির্ব্বিশেষ করিতে প্রয়াসী। ভগবান্—যিনি অখিলের ভোক্তা তিনি ভোগ করিতে পারিবেন না, তিনি হাত, পা ছাড়া বস্তু হইবেন আর যত হাত পা ভোগীর থাকিবে তাহারা হিমালয়ের মুক্ত বায়ুতে, অরণ্যানীর নির্জ্জন সৌন্দর্য্যে, ভাগীরথীর মণীময়কূলে বসিয়া ত্যাগের নামে প্রচ্ছন্নভোগ করিয়া নিবেন! ভক্তগণ সেইরূপ প্রচ্ছন্নভোগীও নহেন! যে মুক্তির জন্য জ্ঞানিগণ লালায়িত তাহা ভক্তগণের ত্যক্তনিষ্ঠীবনের ন্যায় বস্তু—আঘ্রাহ্য পরিত্যাজ্য বস্তু। শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতের প্রেরক শ্রীল বিল্বমঙ্গল গোস্বামী বলিয়াছেন—

ভক্তিস্ত্বয়ি স্থিরতরা ভগবান্ যদি স্যা-
দৈবেন নঃ ফলতি দিব্যকিশোরমূর্ত্তিঃ।
মুক্তিঃ স্বয়ং মুকুলিতাঞ্জলিঃ সেবতেঽস্মান্
ধর্ম্মার্থকামগতয়ঃ সময়প্রতীক্ষাঃ॥

যাঁহার শ্রীকৃষ্ণে শুদ্ধভক্তির উদয় হইয়াছে তাঁহার নিকট মুক্তি স্বয়ং মুকুলিতাঞ্জলি হইয়া সেবা করিবার জন্য ব্যস্ত থাকেন ভক্ত তাহার দিকে একবার ফিরিয়াও তাকান না, আর ধর্ম্ম, অর্থ, কামসকল কোন সময় সেবা করিবার সুযোগ পাইবে—সেই সময়ের প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়া থাকে। সুতরাং কর্ম্মীর প্রার্থনীয় ধর্ম্মার্থকাম ও জ্ঞানীর লোভনীয় মোক্ষ ভক্তগণের থুৎকারের যোগ্য। শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ বলেন—

"কৈবল্যং নরকায়তে ত্রিদশপূরাকাশপুষ্পায়তে
দুর্দ্দান্তেন্দ্রিয়কালদর্পপটলী প্রোৎখাতদংষ্ট্রায়তে।
বিশ্বং পূর্ণসুখায়তে বিধিমহেন্দ্রাদিশ্চ কীটায়তে
যৎকারুণ্যকটাক্ষবৈভববতাং তং গৌরমেব স্তুমঃ॥

জ্ঞানিযোগিগণের মুখ্য কৈবল্যসুখ ভক্তের নিকট নরকতুল্য, কর্ম্মীর লোভনীয় ত্রিদশপুরীর সুখ আকাশকুসুমের ন্যায় অবাস্তব। যাঁহার শ্রীগৌরসুন্দরের প্রেম উদিত হইয়াছে বিশ্বামিত্রপ্রমুখ তাপসকুলের ন্যায় তাঁহার পতনাশঙ্কা নাই। শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপাকটাক্ষের এইরূপ প্রভাব। সুতরাং সর্ব্ব প্রকার জ্ঞানী অপেক্ষা ভক্ত কৃষ্ণের প্রিয়। সর্ব্ব-প্রকার ভক্তগণ মধ্যে আবার প্রেমনিষ্ঠ ভক্ত কৃষ্ণের অধিক প্রিয়। সর্ব্বপ্রকার প্রেমভক্তের মধ্যে ব্রজগোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের অতিশয় প্রিয়। সর্ব্বগোপী মধ্যে শ্রীমতী রাধিকা অত্যন্ত প্রিয় তাঁহা হইতে শ্রীকৃষ্ণের আর অধিক প্রিয় কেহ নাই। যেরূপ রাধিকা প্রিয় সেইরূপ তদীয় কুণ্ডও শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়। সেই রাধাদাস্যই আমাদের পরম লোভনীয় বিষয়। এমন দিন কবে হইবে, যেদিন আমরা অন্য অভিলাষ, শূন্য স্বতাৎপর্য্য কর্ম্ম, অভিজ্ঞিৎকর্ম্ম নির্ব্বিশেষ জ্ঞান, তপ, যোগ সমস্ত কাকবিষ্ঠাবৎ পরিত্যাগ করিয়া রাধাদাস্যে নিযুক্ত হইয়া শ্রীরাধাগোবিন্দের নিত্য পরম চমৎকার মাধুর্য্যময়ী সেবার অধিকার পাইব। অনর্থযুক্ত অবস্থায় রাধাদাস্য ঘটে না। যাহারা অনর্থযুক্ত অবস্থায় পরম শ্রেষ্ঠ সেবিকা শ্রীরাধার অপ্রাকৃত লীলা আলোচনায় তৎপর হন তাহারা ইন্দ্রিয়রাজী, প্রচ্ছন্ন ভোগী প্রাকৃত সহজিয়া। শ্রীব্রহ্মসংহিতায় ব্রহ্মা স্তব করিয়াছেন—

প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিতভক্তিবিলোচনেন
সন্তঃ সদৈব হৃদয়েঽপি বিলোকয়ন্তি।
যং শ্যামসুন্দরমচিন্ত্য গুণস্বরূপং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥

প্রেমবিভাবিত সমাধি চক্ষেই সেই অচিন্ত্যগুণ স্বরূপ শ্যামসুন্দরের অপ্রাকৃত শ্রীমূর্ত্তির দর্শন হয়। অনর্থমুক্ত সাধুগণ সেই শ্রীগোবিন্দকে দর্শন করিয়া থাকেন। সুতরাং যে সকল পরম সুকৃতিবান অনর্থমুক্ত পুরুষ রাধাদাস্যে থাকিয়া শ্রীকৃষ্ণভজন করেন তাঁহারাই শ্রীরাধাকুণ্ডে অবগাহন করিতে পারেন। তাঁহারাই অহৈতুক শ্রীরাধাগোবিন্দের

দেখা সৌভাগ্য লাভ করেন। তাঁহারাই ধন্য! ধন্যাতি-ধন্য!!

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-শতক।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

যাঁর কৃপাবলে নীচ মানব অধম,
অবহেলে ভক্তিলাভ যেন সক্ষম,
অদ্বৈতঐশ্বর্য্যের হন তিনিই নিধান,
নমি আমি সেই প্রভু গৌরাঙ্গ চরণ ॥ ৮ ॥

রাঘব অগ্রেতে যিনি করিল নর্ত্তন,
যে নৃত্য দেখিয়া সব বিস্মিত ভুবন,
জগন্নাথও বিস্মিত যাহা দরশনে,
নমি আমি সেই প্রভু গৌরাঙ্গ চরণে ॥ ৯ ॥

বাসুদেব নামা ভক্তে কৃপা করি দান,
কুষ্ঠব্যাধি বিমোচিয়া কৈল রূপবান,
ডুবিলেন প্রেমভক্তি করিয়া প্রদান,
নমি আমি সেই প্রভু গৌরাঙ্গ চরণ ॥ ১০ ॥

বাসুদেব ভট্টাচার্য্য আছিল সঙ্গেতে,
কুতর্ক-কর্কশ ধরি জ্ঞানে ভাল মতে,
সেই বাসুদেব মিলি হইয়া সদয়,
দেখিয়া কুতর্ক ছাড়ি করে ভক্তিময়,
চরণ করিল ভক্তিরস আস্বাদনে,
নমি আমি সেই প্রভু গৌরাঙ্গ চরণে ॥ ১১ ॥

লভিয়া সন্ন্যাসধর্ম্ম যিনি প্রেমভরে,
অভিলাষী হন বৃন্দাবনে যাইবারে,
পথভ্রমে রাঢ় দেশে করিয়ে গমন,
অবশেষে শান্তিপুরে উপনীত হন,
যাঁর প্রেম দেখি মুগ্ধ বৈষ্ণবের গণ,
নমি আমি সেই প্রভু গৌরাঙ্গ চরণ ॥ ১২ ॥

যাঁহার প্রসাদলভি অন্ধ ব্যক্তিগণ,
সর্ব্বজ্ঞতা শক্তি তাঁরা করয়ে বরণ,
অনন্ত শকতি যাহে-সদা বিদ্যমান,
নমি আমি সেই শ্রীযুত গৌরাঙ্গ চরণ ॥ ১৩ ॥

যাঁহার প্রসাদ লভি দুরন্ত যবন,
তদ্গতচিত্ত হয় করি শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তন,
যাঁর চেষ্টা পূর্ণরূপে হয় বেদবহির্ভূত,
নমি আমি সেই প্রভু গৌরাঙ্গ চরণ ॥ ১৪ ॥

যাঁর পাদপদ্ম যুগে কুসুমনিকর,
কিম্বা কুটিলতাপূর্ণ মন মধুকর,
করিলেই সমর্পণ হয় যে গোপন,
দূষিত হৃদয় যাঁর সে অধমের ধন,
এমন পবিত্র যিনি করুণা নিধান,
নমি আমি সেই প্রভু গৌরাঙ্গ চরণ ॥ ১৫ ॥

যেন তেন প্রকারেণ স্মরিলে যাঁহারে,
দুষ্কর যে কর্ম্ম তাহা অতি সুখে করে,
বিস্মৃত হস্তত আসি পড়ি যায় মনে।
নমি আমি সেই প্রভু গৌরাঙ্গ চরণে ॥ ১৬ ॥

যাঁহারি প্রসাদ শুন পরম সুখেতে,
অবহেলে মহাসিন্ধু সমর্থ তরিতে,
নিশাকরে ধরিবারে সমর্থ বামনে,
নমি আমি সেই প্রভু গৌরাঙ্গ চরণে। ১৭ ॥

যাহান ইচ্ছাক্রমে সব জড়-বাক্তিগণ,
সৌখ্যেতে আশ্চর্য্যরূপে করেন কীর্ত্তন,
জড়ের জড়ত্ব যিনি সমর্থ হরণে,
নমি আমি সেই অখিলের রাজা চরণে। ১৮ ॥

জগতের হন যিনি একা মাত্র গতি,
কর্ম্মাদিবিহীন যিনি আর কুল জাতি,
হীন জন প্রয়োজন করে সংসাধন,
নমি আমি সেই প্রভু গৌরাঙ্গ চরণ। ১৯ ॥

যার পাদপদ্মরজ মুনি মুনিগণ,
সর্ব্বক্ষণ যদি তাঁরা করিয়া যতন,
শিরোভূষণরূপ করি সদা ধরণে,
নমি আমি সেই প্রভু গৌরাঙ্গ চরণে ॥ ২০ ॥

ক্রমশঃ

শ্রীচৈতন্য-গৌড়ীয়-মঠ হইতে শ্রীভক্তিবিলাস তীর্থ মহারাজ কর্ত্তৃক
প্রকাশিত ও শ্রীহরিদাস দাস কর্ত্তৃক
কলিকাতা বহুবাজার হইতে মুদ্রিত।

গৌড়ীয়

শ্রীচৈতন্য-গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত
ডাকমাশুল সহ অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩।
প্রতি খণ্ড ৵৩ আনা।
ভিক্ষা ব্যতীত অগ্রিম মূল্য দেয়।

তৃতীয় খণ্ড } শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ৪র্থা আশ্বিন্, শনিবার ১৩৩১, ২০শে সেপ্টেম্বর, { ১৯ সংখ্যা

সাময়িক-প্রসঙ্গ।

গত ২১শে ভাদ্র বুধবার দিবস অপরাহ্ণে শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে একটী বিরাট নগর সংকীর্ত্তন বহির্গত হয়। হরিনামের উচ্চ রোলে রাজধানীর মহাকর্ম্মকোলাহল ভেদ করিয়া কলিকাতা অধিবাসীর হৃদয়ে এক নব ভাবের উদয় করাইয়াছিল। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই এরূপ কর্ম্মময় স্থানে শুদ্ধ হরিনামের ধ্বনি শুনিয়া 'ব্যাপারটী কি'—দর্শন করিবার জন্য উদ্গ্রীব হইয়া পড়িয়াছিলেন।

এরূপ উৎকণ্ঠার ফলে অনেক সুকৃতিবানের ভাগ্যে গৌলোকের দৃশ্য দর্শন ঘটিয়াছিল। সর্ব্বপ্রথমে দুইজন উপকূপাপ্ত ব্রহ্মচারী "শ্রীশ্রীগৌড়ীয় মঠ"—নামাঙ্কিত সুবৃহৎ পতাকা হস্তে ধাবণ করিয়া চলিতেছিলেন, ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস ঠাকুর অতিমানযুক্ত নিত্যানন্দ প্রভুর ন্যায় নর্ত্তন করিতেছিলেন। ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীমদ্ভক্তি প্রদীপ তীর্থ ও শ্রীমদ্ভক্তি-বিবেক ভারতী গোস্বামী মহারাজ, আচার্য্য শ্রীপাদ কৃষ্ণবিহারী বিদ্যাভূষণ, আচার্য্য শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব ব্রহ্মচারী বিদ্যাভূষণ বি, এ, শ্রীপাদ হরিপদ বিদ্যারত্ন এম, এ, বি, এল, আচার্য্য শ্রীপরমানন্দ ব্রহ্মচারী বিদ্যারত্ন, পণ্ডিত শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিসাবর, শ্রীপাদ গিরিনাথ মুখোপাধ্যায় শ্রীপাদ সুখানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি, এ, শ্রীপাদ রমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী প্রভৃতি ভক্তবৃন্দ জগতের শ্রীশ্রীপরমহংস ঠাকুরের পরাম্নানুসরণ করিয়া সংকীর্ত্তনে ঊর্দ্ধবাহু হইয়া নৃত্য করিতে করিতে চলিতেছিলেন। শুদ্ধ হরিনামের দুর্ভিক্ষের দিনে এরূপ অযাচিত নামবিতরণের ফলে অনেক সুকৃতিবান্ জীবহৃদয়ে চৈতন্যের সঞ্চার হইয়াছিল। তাহারা ঐ কর্ম্মকোলাহলের ভিতরেও এরূপ ভাবিবার অবসর পাইয়াছিলেন—"কে আমি? কেনই বা এ সংসারে আসিয়াছি? আর কি বা করিতেছি আহার, নিদ্রা, ইন্দ্রিয়ারাম, একমনে স্বজন-পালন কি জীবের কর্ত্তব্য?" তখনই তাঁহাদের কর্ণকুহরে সেই গোলোকের প্রেমধন হরিনামসংকীর্ত্তনের অমৃতময়ী ধ্বনি অপূর্ব্ব সুরলয় তালিয়া সুমধুর স্বরে প্রবিষ্ট হইতেছিল—

(কেন) "মাতায় হাসে, নাচে হেসে,
খাচ্ছ হাবুডুবু ভাই।
(জীব) কৃষ্ণদাস, এ বিশ্বাস,
কর্‌লে ত আর দুঃখ নাই।"

আর যে সকল দুষ্কৃত জীব 'এই প্রেম-বন্যায় ভাসিব না'—পূর্ব হইতেই এইরূপ ঠিক করিয়া জড়জন্ম, ঐশ্বর্য্য পাণ্ডিত্য ও সৌন্দর্য্যের ছল-অভিমানমঞ্চ প্রস্তুত করিয়া তাহাতে আরোহণ করিয়াছিলেন, তাহাদের কর্ণকুহরে যেন আকাশে বিলীন হইতে হইতে একটী হৃদয়বিদারক ধ্বনি বলিয়া দিতেছিল—

"জগৎ মাতায় নিতাই প্রেমের মাদলাটে
পলায় দুরন্ত কলি পড়িয়া বিভ্রাটে॥
কি সুখে ভাসিল জীব গৌরচাঁদের নাটে।
বেদিয়া শুনিয়া পাষণ্ডীর বুক ফাটে॥"

কলিকাতায় অনেক সম্ভ্রান্ত লোক এই বিরাট সংকীর্ত্তনে যোগদান করিয়া ভক্তমুখী সুকৃতি অর্জ্জন করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচারকেন্দ্র ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠে শীঘ্রই বার্ষিক উৎসব আরম্ভ হইবে। শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার সেবকগণ কেহ কেহ পূর্ব্ববঙ্গ প্রচারকার্য্যে যোগদান করিতেছেন।

ধর্ম্মের নামে ব্যবসায়, পাষণ্ডতা, ব্যভিচার, লোকপ্রবঞ্চনানিরাকরণকল্পে "শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভা" সত্য কথা প্রচার করিতে ব্রতী হইয়াছেন। কিন্তু তাহাতে অনেক ধর্ম্মব্যবসায়ী, ব্যভিচারী, লোকবঞ্চকের আঁতে ঘা পড়িয়াছে। তাহারা নিজ নিজ বিগর্হিত আচরণ কোনও যুক্তিযুক্তবাক্য দ্বারা সমর্থন করিতে না পারিয়া বারবনিতাগণের ন্যায় পতিব্রতাশিরোমণি একৈকশরণ শুদ্ধ বৈষ্ণবগণের চরিত্রে দোষারোপ করিয়া লোকবঞ্চনা করিতেছে।

পতিব্রতা একমাত্র স্বামীর একনিষ্ঠ সেবিকা। স্বামীর সেবার জন্য তাহার বেশভূষা, সম্মত কার্য্য, যাবতীয় ইন্দ্রিয়-চালনা। (প্রাকৃত উদাহরণ শাখাচন্দ্রের ন্যায়; উহার হেয়ত্ব ত্যাগ করিয়া সারগ্রাহী ভাবটী মাত্র গ্রহণ করিবেন, প্রাকৃত উদাহরণ অপ্রাকৃত বস্তুতে সর্ব্বতোভাবে কার্য্যকরী নহে) পতিব্রতা যদি সাধারণের মঙ্গলের জন্য বারবনিতার কদর্য্যবৃত্তি, কপট ভালবাসা, হেয়ব্যবসায়ের কথা লোকের নিকট উদ্ঘাটন করেন, তাহাতে বারবনিতাকুলের ইন্দ্রিয়পরায়ণতাময় ব্যবসায়ের অসুবিধা হইয়া পড়ে। সুতরাং তাহারা নিজেদের হেয় কার্য্য সদ্যুক্তি দ্বারা সমর্থন করিতে না পারিয়া পতিব্রতাগণের মুখবন্ধ করিতে পারে কিনা—এই আশায় ও কোমলশ্রদ্ধ লোকদিগকে বঞ্চনা করিবার জন্য বলিয়া বেড়ায় যে, পতিব্রতাগণও আমাদের মত বেশভূষা করে, অলঙ্কার পরে, অর্থ গ্রহণ করে ইত্যাদি।' তদ্রূপ ধর্ম্মব্যবসায়িগণ অনেক সময় শুদ্ধবৈষ্ণবগণকে বলিয়া থাকেন যে, তাহারাও ত' আমাদেরই মত টাকা নেন, আমরা ভাগবত ব্যাখ্যা করিয়া টাকা নেই, সদ্বৃত্তি (?) (অর্থাৎ শালগ্রাম দ্বারা বাধাব ভাঙ্গিয়া নিজে খাই) দ্বারা টাকা নেই, তাহারাও ভিক্ষা করিয়া টাকা নেন। আমাদের স্ত্রীপুত্র আছে, তাহাদিগকে ভরণপোষণ করি। তাহারা স্ত্রীপুত্র ত্যাগ করিয়াছেন সুতরাং সংগৃহীত অর্থ তাহারা তাহাদের আত্মতরপোষণে লাগান।'

যাহারা পতিব্রতা নহেন, যাহারা ব্যভিচারে অভ্যস্ত, যাহারা বারজনের মনোরঞ্জন করিয়া নিজ ইন্দ্রিয়তর্পণের ইন্ধনসংগ্রহে ব্যস্ত—তাহারা কি অনন্যভজনপরায়ণ—কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্ট, চব্বিশ ঘণ্টা কেবলমাত্র কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণে ব্যস্ত শুদ্ধভক্তচরণের চরিত্রে অবগাহন করিতে পারিবে! তাহাদিগের নিকট ঐরূপ আশা করাও বৃথা। তাহারা জানে না যে, হরিভক্তিপরায়ণ জন নিজ ইন্দ্রিয়তর্পণযোগ্য অর্থে, বিলাসসম্ভারে, সর্ব্ববিধ বস্তুতে মূত্র পুরীষ বিসর্জ্জন করেন। কিন্তু তাঁহারা জগজ্জীবের-বিষয়ীর মঙ্গলের জন্য তাহাদের তুল্যভাগবাহণচ্ছলে তাহাদের ভীতি অপনোদন করাইয়া

তাহাদের দ্বারা হরিসেবা করাইয়া লইতে চান। তাঁহারা এই জন্য ধনভক্তকারী ব্যক্তির দ্বারে যাইয়া বলেন—

"তোমার কনক, তোমের জনক,
কনদের দ্বারে সেবহ দুজন।"

স্ত্রীতে অত্যন্ত আসক্ত ব্যক্তিগণকে বলেন—

"কামিনীর কাম, নহে তব ধাম,
তাহার মালিক কেবল মাধব।"

জড়ীয় অভিমানে মত্ত ব্যক্তিকে বলিয়া থাকেন—

"বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠা, তাতে কর নিষ্ঠা,
তাহা না ভজিলে লভিবে গৌরব।"

বৈষ্ণব নিজে কনক, কামিনী, প্রতিষ্ঠা ভোক্তৃাভিমানে ভোগ করিবার জন্য লালায়িত নহেন। মায়াবনিতার ন্যায় ভোগীকুল নিজের মনের গতির সহিত তুল্যযোগে ভক্তবন্ধুর চরিত্রে সেইরূপ দোষারোপ করিয়া অপরাধ সঞ্চয় করে মাত্র। কিন্তু বৈষ্ণবগণ কনক, কামিনী, প্রতিষ্ঠা, সর্ব্ব ইন্দ্রিয়, কাম, ক্রোধ, লোভ, মদ, মোহ—সকলের দ্বারাই কৃষ্ণসেবা করেন—

"কৃষ্ণসেবা কামার্পণে, ক্রোধ ভক্তদ্বেষী জনে,
লোভ সাধুসঙ্গে হরিকথা।
মোহ ইষ্টলাভ বিনে মদ কৃষ্ণগুণগানে
নিযুক্ত করয়ে যথা তথা॥"

বৈষ্ণবের সেবা করিবার জন্য বৈষ্ণবের পাদ্যে ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, প্রতিষ্ঠা সব বাঞ্ছিত হন। "প্রতিষ্ঠার স্বভাব এই জগতে বিদিত। যেনা বাঞ্ছে তাঁর হয় বিধাতা-নির্ম্মিত॥" কিন্তু বৈষ্ণবের সেবাচাতুর্য্যের নিকট ঐ সকল বস্তুর হেয়ত্ব বিদূরিত হয় এবং ঐ সকল বস্তু কৃষ্ণসেবোপকরণরূপে পরিগণিত হয়।

ভোগিকুলের চক্ষে ভোগের ব্যতিরেক অবস্থা কৃষ্ণত্যাগের আদর্শ বিস্ময়োৎপাদন করে কিন্তু তাহারা সেবার সৌন্দর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। সেবাকেও কর্ম্মমার্গীয় অন্যতম ব্যাপার বলে মনে করিয়া ফেলে। লৌকিক রীতিতে মুখে 'সেবা' কথাটী স্বীকার করিলেও সদ্গুরুর নিকট শিক্ষা লাভ না করাতে কার্য্যতঃ হরি-সেবাকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কর্ম্মময় ব্যাপারের অন্যতম করিয়া তোলে।

অনেক সময় সহরের রাজপথে দেখিতে পাওয়া যায় যে, নিরপরাধ সাধু ব্যক্তিগণ যখন কোনও পরদ্রব্য-অপহরণকারী পলায়নপর ব্যক্তিকে "চোর" "চোর" বলিয়া চীৎকার করিয়া জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া দিতে প্রয়াস পান, তখন ঐ তস্কর ব্যক্তিও "ঐ চোর" "ঐ চোর" বলিয়া চীৎকার করিয়া নিজকে রক্ষা করিবার জন্য ঐরূপ উপায় উদ্ভাবন করে, সাধুগণের 'চোর' চোর চীৎকার জনসাধারণের মঙ্গলের জন্য আর প্রকৃত চোরের অনুরূপ চীৎকার লোককে ঠকাইয়া নিজের চৌর্য্যবৃত্তি বজায় রাখিবার জন্য। অনুরূপ অনেক ধর্ম্ম ব্যবসায়ী কনককামিনীপ্রতিষ্ঠালোলুপ ব্যক্তিগণ ভাগবত-ব্যাখ্যাকালে (?) শিষ্যের গৃহে বা বক্তৃতার ভিতরে নিজদিগের ভাগবত-ব্যবসায়, মন্ত্রব্যবসায়, শিষ্যব্যবসায়, পরের কনককামিনীপ্রতিষ্ঠাসংগ্রহব্যবসায়রূপ অবৈধ-বৃত্তিকে রক্ষা করিবার জন্য শুদ্ধ বৈষ্ণবের স্কন্ধেও তত্তৎদোষ চাপাইবার মতলব করে। লোকা লোক উহাতেই ভুলিয়া যায় আর সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তি ঐ সকল ব্যবসায়িগণের বাক্‌চাতুর্য্যে মুগ্ধ না হইয়া খাঁটি বস্তুর অনুসন্ধান করেন।

পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী গোস্বামী মহারাজ হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব উকিল, ধর্ম্মবন্ধু, পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল মহাশয়ের কলিকাতাস্থ ভবনে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিতেছেন।

নিবেদন।

(প্রেরিতপত্র)

শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণববৃন্দের সমীপে সাষ্টাঙ্গদণ্ডবৎ প্রণতি, ঠাকুর বৃন্দাবন দাসের শ্রীপাট দেহুড়ের সেবাইত মহান্ত সম্প্রদায়ের সাদুনয় নিবেদন এই যে—

শ্রীব্যাসাবতার শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রী-নিত্যানন্দ গৌরাঙ্গদেবের প্রসাদান্নের দ্বারা অদ্যত্ব শ্রীপাটে বিরাজিত অভিন্নব্রজেন্দ্র নন্দন শ্রীগৌরাঙ্গের নিত্য সেবিকা শ্রীযোগমায়া দেবীর ও বৈষ্ণব শ্রীগোপেশ্বর মহাদেবের সেবা-কার্য্য নির্ব্বাহ হয়। স্মার্তদমবয়বাদী পঞ্চোপাসকের শ্রীবিষ্ণুপঞ্চোপাসনাপদ্ধতি ও সেই তত্ত্বের সহিত উহা যে সম্পূর্ণ ভিন্ন তাহা বৈষ্ণবেতর ব্যক্তিগণের পুনঃ-অনুভবনীয় ইহা বলা বাহুল্য। পূর্ব্বে শ্রীগোপেশ্বরের ও শ্রীযোগমায়া দেবীর পৃথক্ মন্দির ছিল, মন্দির ভগ্ন হওয়ায় শ্রীপাটের আর্থিক অবস্থা শোচনীয় বলতঃ মন্দির পুনর্নির্ম্মাণ না হওয়ায় শ্রীপ্রভুপাদের শ্রীমন্দিরেই পৃথক্ আসনে শ্রীগোপেশ্বর ও যোগমায়া দেবী বর্ত্তমান সময়ে অবস্থান করিতেছেন।

কালপ্রভাবে হরিবিমুখ স্মার্তধর্ম্মের প্রাবল্যে শ্রীপাটের সেবাইত, ঠাকুর কৃষ্ণানন্দের প্রিয় শিষ্য, প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব শ্রীল মহান্ত রামকৃষ্ণ দাসের বংশোৎপন্ন ব্যক্তিগণ যেঁতাহাদের প্রাচীন কৌলিক শুদ্ধ বৈষ্ণবাচার হইতে কোন কোন অংশে বিপর্য্যস্ত হন নাই—একথা তাঁহারা কোন দিনও অস্বীকার করেন না। তাঁহাদের যে আচরণের বিপর্য্যয় হইয়াছে তাহারা সম্প্রতি তাঁহাদের প্রাচীন মহাপুরুষগণের আচরিত নিত্য সত্য সনাতন প্রাচীন কৌলিক প্রথাকে স্মরণ করিয়া পুনঃসংস্কারে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন, ইহাও বলা বাহুল্য।

স্মার্ত্ত অবৈষ্ণব ব্রাহ্মণাদি বর্ণের সহিত তাঁহারা কোন প্রকার সম্বন্ধ স্থাপন বা তাঁহাদের নিকট কোন প্রকার তাঁহাদের সামাজিক সম্মানের প্রত্যাশা রাখেন না, অলমতি বিস্তরেণ।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

বংশপরিচয়

ভগবদ্ভক্ত জীবন-চরিত বর্ণন করিতে হইলে সর্ব্বপ্রথমেই সেই ব্যক্তির নাম, ধাম, কুল, তাঁহার সন্তান, কি বৃত্তি-সম্পন্ন, কি উপাধিবিশিষ্ট ইত্যাদি বিষয়ের বিবরণ দেওয়া আবশ্যক। ইহাই লৌকিক রীতি। ইহাই বাহ্য ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ভোগময় দর্শনের কথা।

সকলেই জানেন যে পশুত্ব বা ইন্দ্রিয়ারাম (animality) এবং সদসদ্‌বিচার (rationality) একযোগে মনুষ্যত্ব। সদসদ্‌বিচারক্ষম বিশেষত্বটী আছে বলিয়াই মানুষ পশু হইতে শ্রেষ্ঠ। ভগবান্ এই জগতের বস্তুর ভাল মন্দ বিচার করিবার জন্য মানুষকে বিবেকশক্তি প্রদান করিয়াছেন। মানুষ সদসদ্‌বিচারের দ্বারা জগতের বস্তুর উত্তমতা বা অধমতা মাপিয়া নিতে সমর্থ হইলেও জগতের অতীত বস্তুকে মাপিয়া নিতে পারেন না। মানুষ অনেক সময় ইহা বুঝিতে না পারিয়া অনধিকার প্রবেশের সাহসিকতা প্রদর্শন করিতে উদ্যত হন—গোষ্পদে সমুদ্র ধারণ করিবার প্রয়াস করেন। ক্ষুদ্র, অসম্পূর্ণ জাগতিক অভিজ্ঞান, সদসদ্ বিচার লইয়া বিচারের অতীত ভগবদ্-বস্তুকে মাপিয়া লইতে চান। জগতের আইনকর্ত্তা আইনের অধীন হইলেও স্বরাট্ পুরুষ সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান্ আইনের অধীন নহেন- বিচার, যুক্তিতর্কের অধীন নহেন। যাহারা বৈকুণ্ঠ বস্তুকে বিচারের অধীন করিবার প্রয়াস পান—তাহারা কোনও দিন ভগবানের নিত্য অপ্রাকৃত স্বরূপতত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারেন না অধিকন্তু স্বয়ংবিদ্রোহাচরণরূপ অপরাধে নিমজ্জিত হন। ইন্দ্রিয়াতীত-বস্তুকে অক্ষেন্দ্রিয়ের দ্বারা মাপিয়া লওয়ার নামই ভোগময়তা—অচিন্ত্যবস্তুর অচিন্ত্যশক্তির সর্ব্বক্ষমতা স্বীকার না করাই পাষণ্ডতা। জগৎ এই পাষণ্ডতায় পরিপূর্ণ। কেহ মুখে বেদ না মানিয়া এইরূপ পাষণ্ড বা নাস্তিক আবার কেহ মুখে বেদ মানিয়া তাহা হইতেও অধিকতর পাষণ্ড বা নাস্তিক। জড় সাহিত্যিক কবি, ঐতিহাসিক, স্বদেশ-প্রেমিক, যুদ্ধবীর, কর্ম্মবীর, দানবীর, নৈতিক প্রভৃতির চরিত্র, পৌরুষপ্রকাশ, জন্ম-কর্ম্ম-বিবরণ ভোগময় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যবিচার দ্বারা সম্ভব। কিন্তু ভগবদ্ভক্তের বা বৈষ্ণবের পরিচয় জড় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় নহে। ভক্তভাগবত যখন কৃপা করিয়া তাঁহার চরিত্র তিনি স্বয়ং কোনও সেবোন্মুখ জীবের নির্ম্মল হৃদয়ে প্রকাশিত করেন, তখনই আমরা সেই ভাগবতের অলৌকিক চরিত্রের বিষয় জানিতে পারি। অলৌকিকবস্তুর জন্ম নাই, মরণ নাই।

অধোক্ষজবস্তুর জনক নাই, জননী নাই। বেদের স্রষ্টা নাই, ভাগবতের স্রষ্টা নাই। বেদ, ভাগবত কোনও খণ্ডকালে সৃষ্ট হন নাই কারণ তাঁহারা স্বতঃপ্রকাশিত নিত্যবস্তু। ভোগপর বিচারকগণ গবেষণাকৌতূহলরূপ ইন্দ্রিয়তর্পণতায় বিতাড়িত হইয়া বেদের, ভাগবতের খণ্ডকালাদ্যন্তর জন্ম, স্থিতি, ভঙ্গ অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হন। অনেক ইন্দ্রিয় তাড়নাতাড়িত ব্যক্তি শালগ্রামকে 'ঢিলা' জ্ঞান করিয়া শালগ্রামের তোষার জন্ম, কি কি উপাদানে গঠিত ইত্যাদি বিষয় অনুসন্ধান করিতে ধাবিত হন। অনেক অক্ষজ-ইন্দ্রিয়-জ্ঞান-বঞ্চিত ব্যক্তি শ্রীবিগ্রহ কি ধাতুতে, কাহার দ্বারা নির্ম্মিত তাহা জানিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া পড়েন অনেক অক্ষজ-জ্ঞান বিমূঢ় ব্যক্তি শ্রীমহাপ্রসাদ দর্শন (?) করিয়া ইহা কোন্ চাউল, কত মূল্যে ক্রীত, কোন স্থানে উৎপন্ন ইত্যাদি চক্ষুকর্ণ ইন্দ্রিয়ের কৌতূহল তর্পণের জন্য ব্যস্ত হইয়া থাকেন। এই সকল ব্যক্তি যেমন কখনও বেদ, ভাগবত, শ্রীশালগ্রাম, শ্রীঅর্চ্চাবিগ্রহ শ্রীমহাপ্রসাদের ও অপ্রাকৃত স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন না কেবল অপরাধপুঞ্জ সঞ্চয় করেন মাত্র তদ্রূপ যাহারা বৈষ্ণবের প্রকট জন্ম, কুল, জাতি, ইত্যাদি আহে জানিয়া ভোগপর বাহ্য অভিজ্ঞানের দ্বারা বৈষ্ণবের জাতি, কুল, নিরূপণ করিতে অগ্রসর হন তাহারা ও মূর্খ, পাষণ্ড, অপরাধী জীব।

এইরূপ ভোগপর অক্ষজ জ্ঞান হইতেই শ্রীল ঠাকুর হরিদাসকে কেহ কেহ গৌড় ব্রাহ্মণ কুলোৎপন্ন বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন, কেহ ঈশ্বর পুরীকে গৌড় সূত্র বা ব্রাহ্মণ করিবার জন্য কতই না মস্তিষ্ক আলোড়ন করিয়াছেন, আবার কেহ কেহ শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভু ও শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরকে কায়স্থ, শ্রীল ঠাকুর হরিদাসকে যবন, শ্রীল ভামানন্দ প্রভুকে সদ্গোপ, শ্রীল ষড়্ ঠাকুরকে ভুঁইমালী, শ্রীল রঘুনাথ ভট্ট, শ্রীল রূপসনাতনকে গৌড় ব্রাহ্মণ প্রভৃতি পরিচয়ে পরিচিত করিয়া পাষণ্ডতার চরম সীমায় অগ্রসর হইয়াছেন। বৈষ্ণবাচার্য্যগণ ঐ সকল পাষণ্ডকুলের মুখদর্শন করিলে সচেলে স্নানাদির ব্যবস্থা করিয়াছেন, শ্রীমদ্ভাগবত উহাদিগকে 'গোখর' অর্থাৎ গরুর মধ্যে গাধা আখ্যা প্রদান করিয়াছেন, শ্রীপদ্মপুরাণ প্রভৃতি সাত্বত পুরাণগণ তাহাদিগকে "নারকী" বলিয়াছেন।

বৈষ্ণবগণ লৌকিকবিচারে পরিচিত নহেন। তাঁহারা স্ত্রীসঙ্গ প্রাকৃত অভিমানকে বড় মনে করেন না। তাঁহারা চাতুর্গোত্রীয় ঋষিকুলের অন্তর্গত হইবার জন্য লালায়িত নহেন। তাঁহারা অচ্যুত গোত্রীয় ব্রহ্মকুলের অন্তর্গত।

দ্বিতীয়তঃ কলিযুগে গৌড়কুলের অস্তিত্ব নাই। সাত্বত স্মৃতিগ্রন্থ শ্রীহরিভক্তিবিলাসে "বিষ্ণুরাতের বাক্য" উদ্ধার করিয়া বলিয়াছেন—

'অন্তজাঃ শূদ্রকল্পা হি ব্রাহ্মণাঃ কলিসম্ভবাঃ।'

কলিজাত ব্রাহ্মণগণ অন্তজ ও শূদ্রতুল্য। ভার্গবীয় মনু সংহিতার ২য় অধ্যায়ের

"যোঽনধীত্য দ্বিজো বেদমন্যত্র কুরুতে শ্রমম্।
স জীবন্নেব শূদ্রত্বমাশু গচ্ছতি সান্বয়ঃ॥"

এই বাক্য হইতেও জানা যায় যে, যে দ্বিজ উপনয়ন প্রদানান্তর বেদ পাঠ না করিয়া অন্যবিষয়ে প্রযত্ন করেন, তিনি এই জীবনেই পুত্রাদির সহিত তৎক্ষণাৎ শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হন। সুতরাং বেদপাঠ ব্যতীত অন্য কার্য্যে নিযুক্ত দ্বিজগণের বংশ শূদ্রবংশ মাত্র জানিতে হইবে।

তৃতীয়তঃ শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীমহাভারতাদি শাস্ত্রপাঠে জানা যায় পূর্ব্বকালে বৃত্ত (গুণ) দ্বারাই সর্ব্বত্র বর্ণ নিরূপিত হইত। শ্রীমদ্ভাগবত ৯ম স্কন্ধ ২১ অধ্যায়ে দৃষ্ট হয়, মহারাজ হইতে ধ্রুবিতক্ষ অন্বয়াত করেন। তাঁহার তিন পুত্র ত্রয্যারুণি, কবি ও পুষ্করারুণি। ইঁহারা ক্ষত্রিয়কুলোদ্ভূত হইয়াও ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেন। বৃহৎক্ষত্রের পুত্র হস্তী-হাঁহার নাম হইতে হস্তিনাপুর। হস্তীর পুত্রত্রয় অজমীঢ় দ্বিমীঢ় ও পুরুমীঢ়। তন্মধ্যে অজমীঢ়ের বংশে প্রিয়মেধা প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণ উৎপন্ন হন।

নাভিরাজের ঋষভ নামে এক পুত্র হয়। ঋষভদেবের একশত সন্তান। ভরত ও তদীয় অনুজ নয়জন নয়টী বর্ষের রাজা হইয়াছিলেন। কবিহবি নয়টী পুত্র নবযোগেন্দ্র হইয়া পরমহংস বৈষ্ণব হইয়াছিলেন। তাঁহারা ব্রাহ্মণগণের গুরু। অবশিষ্ট ৮১টী সন্তান ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। হরিবংশ ১১ অধ্যায়ে দৃষ্ট হয়, মৎস্যমনুর সৌনকাদি ব্রাহ্মণপুত্র এবং তদ্ব্যতীত ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র পুত্রসমূহ ছিল।

মহর্ষি কশ্যপের পুত্রগণের মধ্যে দেব-স্বভাবসম্পন্ন ব্রাহ্মণ ছিল, আবার হিরণ্যকশিপুর ন্যায় বিষ্ণুবৈষ্ণব বিরোধী অসুরও ছিল। আবার হিরণ্যকশিপুকে নিজ ব্যাজ করিয়া ভক্তরাজ প্রহ্লাদ আবির্ভূত হইয়াছিলেন। সুতরাং ব্রাহ্মণের পুত্র শূদ্র, শূদ্রের পুত্র ব্রাহ্মণ—শৌক্রপরিচয়ে যখন এইরূপ নানাবিধ বিপর্যয় দৃষ্ট হয় তখন শৌক্র-কুলের দ্বারা বর্ণপরিচয় অসম্পূর্ণ। কলিকালে এমন কয়জন আছেন জানি না যাঁহারা নিজ শৌক্রপরিচয় অক্ষুণ্ণভাবে ব্রহ্মা হইতে দেখাইতে পারেন। "অইবর্ণঃ ব্রাহ্মণপ্রসূতীনাং" ইত্যাদি স্মৃতিও কল্পনার বচন, ব্রাহ্মণত্বের প্রস্তাব মাত্র। এই জন্য শ্রীমদ্ভাগবতের সপ্তম অধ্যায়ে ভাগবত-প্রধান দেবর্ষি নারদ বলিয়াছেন।

"যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভিব্যঞ্জকম্।
যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তৎতেনৈব বিনির্দিশেৎ॥"

এই শ্লোকের তাৎপর্য ও শ্রীধর স্বামিপাদের টীকা আলোচনা করিলে বিশেষভাবে জানা যায় যে, শৌক্র-জাতি দ্বারা বর্ণনিরূপণ না করিয়া গুণদ্বারা বর্ণনিরূপণই বিজ্ঞানসম্মত ও বেদসম্মত আদেশ ও পরম মঙ্গলের হেতু।

সুতরাং যেখানে শৌক্রবিচার এইরূপ বিপর্যস্ত সেখানে ত' সাধারণ জীবের উপরই শৌক্রবিচারের সুদূরপ্রসারী ফল নাই তখন আর অধোক্ষজ বৈষ্ণব বিশেষতঃ মহা-ভাগবত পরমহংস আচার্যকুলের উপর শৌক্রবিচারের প্রভাব কিরূপে সম্ভব?

"দীক্ষা কালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ।
সেই কালে কৃষ্ণ তাঁরে করে আত্মসম।
সেই দেহ করে তাঁর চিদানন্দময়।
অপ্রাকৃত দেহে কৃষ্ণের চরণভজয়॥"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

ভগবানের নিত্যদাস ভুলিয়া জীব যখন মায়ার কবলে কবলিত হইবার জন্য সংসারকারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়, তখন কর্মফলের তারতম্যানুসারে কেহ স্বর্ণ শৃঙ্খলে, কেহ রৌপ্য শৃঙ্খলে, কেহ বা লৌহশৃঙ্খলে বদ্ধ হন। কেহ ব্রাহ্মণ কুলে, কেহ শূদ্রকুলে উদ্ভূত হন। কিন্তু ঐরূপ শৌক্র ব্রাহ্মণ ও শূদ্র উভয়েই বদ্ধজীব; ত্রিগুণের বিকলে সংসারকারাগারে বদ্ধ। বৈষ্ণব সেইরূপ বদ্ধজীব নহেন। এই জন্য সাত্বতপ্রাণ বৈষ্ণবকে কোন প্রাকৃত জাতি বা বর্ণের অন্তর্গত বলিয়া বিচার করেন নাই। শ্রীপদ্মপুরাণ বলেন—

"ন কর্মবন্ধনং জন্ম বৈষ্ণবানাং হি বিদ্যতে।
বিষ্ণোরনুচরত্বং হি মোক্ষমাহুর্মনীষিণঃ॥"

বৈষ্ণবগণের জন্ম ও কর্ম বন্ধন নাই; বিষ্ণুর দাস বলিয়া পণ্ডিতগণ তাঁহাদিগকে মুক্তিভাজন বলেন। শ্রীব্রহ্ম-বৈবর্তে কৃষ্ণজন্মখণ্ড ৫১ অধ্যায়ে—

"বহ্নিসূর্যব্রাহ্মণেভ্যশ্চেতীয়ান্ বৈষ্ণবঃ সদা।
ন বিচারো ন কোঽপ্যস্তি বৈষ্ণবানাং স্বকর্মণাম্।
লিখিতং সামি কৌথুম্যাং কৃষ্ণ প্রশ্নঃ বৃহস্পতিম্॥"

অগ্নি, সূর্য এবং ব্রাহ্মণগণ অপেক্ষা বৈষ্ণব সর্বদা শ্রেষ্ঠোবিশিষ্ট। বৈষ্ণবগণের নিজ কর্মসমূহের ভোগ নাই ও বিচার নাই। এই বাক্য সামবেদীয় কৌথুমীশাখায় লিখিত হইয়াছে। বৃহস্পতিকে প্রশ্ন করিয়া ইহার সত্যতা নিরূপণ করিবে। সাত্বতপুরাণের অন্তর্গত গরুড়পুরাণ বলেন—

"ব্রাহ্মণানাং সহস্রেভ্যঃ সত্রযাজী বিশিষ্যতে।
সত্রযাজীসহস্রেভ্যঃ সর্ববেদান্তপারগঃ।
সর্ববেদান্তবিৎকোট্যা বিষ্ণুভক্তো বিশিষ্যতে॥

সহস্র ব্রাহ্মণের মধ্যে যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ, সহস্র যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণের মধ্যে সর্ব-বেদান্তপারগত ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ। কোটী বেদান্তবিৎ ব্রাহ্মণের মধ্যে বিষ্ণুভক্ত শ্রেষ্ঠ। আবার বিষ্ণুভক্তের মধ্যে ঐকান্তিক মহাভাগবত পরমহংস ভাগবত শ্রেষ্ঠ।

শ্রীমদ্ভাগবত বলেন, ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্—অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্বের ত্রিবিধ প্রতীতি। ব্রহ্মজ্ঞের নাম ব্রাহ্মণ এবং ব্রহ্মজ্ঞ ভগবদুপাসকের নাম বৈষ্ণব। ভগবৎপ্রতীতি অদ্বয়জ্ঞানের পূর্ণাবির্ভাবত্ব। তাঁহারই অসম্যক্ প্রতীতি, ভগবদ্রূপকান্তি ব্রহ্ম। সম্বন্ধজ্ঞানযুক্ত ব্রাহ্মণই পরমহংস বৈষ্ণবের আনুগত্যে ভজন করিলে বৈষ্ণব হন। আর যাঁহারা ব্রাহ্মণগণের সম্বন্ধ জ্ঞান উদিত করাইয়া তাঁহাদিগকে নিত্য নিজ উপাসনায় নিযুক্ত করিতে পারেন তাঁহারাই

মহাভাগবত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর সেই শ্রেণীর শত শত সম্বন্ধজ্ঞানযুক্ত ব্রাহ্মণের ভজন-প্রদাতা। যাঁহারা শ্রীল ঠাকুরকে অক্ষজ ভোগপর দৃষ্টিতে দর্শন করিবেন, তাহারা শালগ্রামকে চলন্তি শিলামাত্র জ্ঞান ব্যতীত ঠাকুরের সম্বন্ধে আর অধিক বেশী কিছু ধারণা করিতে পারিবেন না। তাহাদের ধারণা এই যে, শালগ্রামও শিলাবিশেষ, তবে পার্থক্য এই—শালগ্রাম সচরাচর পাওয়া যায় না, কিন্তু চলন্তি। তদ্রূপ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরও মানুষ, তবে তিনি সাধারণ মনুষ্য হইতে কিছু শ্রেষ্ঠ ছিলেন এই মাত্র। এইরূপ ভোগপর বিচার করিয়া আমরা শ্রীল ঠাকুরকে অন্যান্য জীবের ন্যায় তাঁহার প্রাপঞ্চিক বিচারসহ কুল, জাতি, বংশ, প্রভৃতির পরিচয় নির্ণয় করিবার পাণ্ডিত্য করিয়া থাকি। কিন্তু বৈষ্ণবগণের গুরু পরম্পরায় বংশ পরিচয়। ইহাই শ্রুতি, শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্র ও বৈষ্ণবাচার্য্যগণের বংশ-নিরূপণ-প্রথা।

আমরা শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের "বংশপরিচয়" সম্বন্ধে শ্রীগুরুপ্রসাদাৎ যাহা শ্রবণ করিয়াছি সেই শ্রুতিই নিম্নে উদ্ধার করিলাম—

"কৃষ্ণ হইতে চতুর্ম্মুখ, হয় কৃষ্ণসেবোন্মুখ,
ব্রহ্মা হইতে নারদের মতি।
নারদ হইতে ব্যাস, মধ্ব কহে ব্যাসদাস,
পূর্ণপ্রজ্ঞ পদ্মনাভযতি॥
নৃহরি মাধববংশে, অক্ষোভ্য পরমহংসে,
শিষ্য বলি অঙ্গীকার করে।
অক্ষোভ্যের শিষ্য জয়- তীর্থ নামে পরিচয়,
তাঁর দাস্যে জ্ঞানসিন্ধু তরে॥
তাঁহা হইতে দয়ানিধি, তাঁর দাস বিদ্যানিধি,
রাজেন্দ্র হইল তাঁহা হৈতে।
তাঁহার কিঙ্কর জয়-, ধর্ম্মনামে পরিচয়,
পরম্পরা জ্ঞান ভালমতে॥
জয়ধর্ম্মদাস্যে খ্যাতি, শ্রীপুরুষোত্তম যতি,
তাহ'তে ব্রহ্মণ্য তীর্থ সূরি।
ব্যাসতীর্থ তাঁর দাস, লক্ষ্মীপতি ব্যাসদাস,
তাঁহা হইতে মাধবেন্দ্র পুরী।
মাধবেন্দ্রপুরীবর, শিষ্যবর শ্রীঈশ্বর,
নিত্যানন্দ শ্রীঅদ্বৈত বিভু।
ঈশ্বরপুরীকে গুরু, করিলেন শ্রীচৈতন্য,
জগদ্গুরু গৌর মহাপ্রভু॥
মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য, রাধাকৃষ্ণ নহে অন্য,
রূপানুগজনের জীবন।
বিশ্বম্ভর প্রিয়ঙ্কর, শ্রীস্বরূপদামোদর,
শ্রীগোস্বামী সনাতন।
রূপপ্রিয় মহাজন, জীব রঘুনাথ ধন,
তাঁর প্রিয় কবি কৃষ্ণদাস।
কৃষ্ণদাস প্রিয়বর, নরোত্তম সেবাপর,
যাঁর পদ বিশ্বনাথ আশ॥
বিশ্বনাথ জগন্নাথ, বলদেব জগন্নাথ,
তাঁর প্রিয় শ্রীভক্তিবিনোদ।
ইহারা পরমহংস, গৌরাঙ্গের নিজবংশ,
তাঁদের চরণে মোর মোদ॥

শ্রীভগবান্ নারায়ণ হইতে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ইহাই বংশ তালিকা। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ গৌরাঙ্গের নিজবংশ, গৌর নিজজন।

পেয়াদার আবার দৈ?

রামবাবুর ছেলের বিবাহে অনেক 'ভদ্রলোক, আমারে বলিয়াছেন। নিমন্ত্রিতের মধ্যে স্থানীয় ডেপুটী, মুন্সেফ প্রভৃতি কতিপয় রাজকর্ম্মচারী ছিলেন। ইহারা সকলে রামবাবুর বিতলস্থিত শয়নকক্ষে স্থান পাইয়াছেন। উহাদের সঙ্গে ভৃত্যরূপে কয়েকজন প্যায়াদাও আসিয়াছে। তাহাদিগকে নীচে স্নানাগারের পার্শ্বে আহারে বসান হইয়াছে। উপরে বাবুরা যাহা যাহা পাইতেছেন, পেয়াদাগণও বোধ হয়, তাহাই পাইতেছিল; এই ভাবে প্রায় খাওয়া শেষ হইয়া আসিল। এমন সময়ে পেয়াদাগণ দেখিতে পাইল যে, তাহাদিগকে অতিক্রম করিয়া

অভিপরিবেশনকারিগণ ধনিভাণ্ড হস্তে করিয়া উপরে চলিয়া গেলেন। তখন তাঁহারা ধনি প্রাপ্তির আশায় কিছুক্ষণ বসিয়া রহিল। দেখিতে দেখিতে অনেকক্ষণ চলিয়া গেল, ধনিভাণ্ডগুলি শূন্যপ্রায় হইয়া পুনরায় সেই সকল পরিবেশনকারীর হস্তে নীচে অবতরণ করিল—পেয়াদাদের বুভুক্ষু সতৃষ্ণ নয়নের সম্মুখ দিয়া অন্তর্হিত হইয়া গেল, কিন্তু তাহাদের মুখপাতে একবিন্দুও পড়িল না। তখন একজন পেয়াদা লজ্জার মাথায় পদাঘাত করিয়া পরিবেশন কারিকে বলিল 'মশায়' আমাদিগকে ধনি দিলেন না—অনেকক্ষণ মুখপাতে ধ'রে আছি।" "পরিবেশনকারী বলিলেন "এঃ! বেটাদের চৌদ্দ পুরুষের ভাগ্যি সন্দেশ, রসগোল্লা গেল, এখন কিনা রয়েছে "কৈ"! পেয়াদার আবার কৈ খাবার সখ! ব্যাটাদের মুখ দেখ এই বলিয়া ধনিদানে তৃপ্তি প্রদান না করিয়া কিঞ্চিৎ ভর্ৎসনা পরিবেশন করিয়া তিনি অন্তর্হিত হইলেন।

সংসারে এইরূপ রামবাবু, বিবাহ, ডেপুটীভোজন, পেয়াদাভোজন ব্যাপার অহরহঃ হইতেছে এবং পেয়াদাদের ভাগ্যে বাস্তবিকই ধনি অনেক সময় জুটে না। ইহার কোন কৈফিয়ত নাই। পেয়াদাগুলি মুনসেফ ডেপুটী না হইয়া পেয়াদা হইল কেন? জন্মের পদের অর্থোপার্জ্জনের বিদ্যাবত্তার এই তারতম্যই পেয়াদার ধনি-আস্বাদনের অন্তরায়। আচ্ছা, এই তারতম্য পেয়াদা-ডেপুটীতে থাকুক—এমন থাকাও মন্দ নয়। কিন্তু ডেপুটীকে পেয়াদা-ভাবে ধনিপরিবেশনে কার্পণ্য বা ঔদাসীন্য করিলে ত বড়ই বিপদ্ ঘটিয়া উঠিবে।

এই সংসারে মনুষ্যগণ রামবাবু, ডেপুটীবাবু, রাম-বাবুর নির্ব্বাচিত পরিবেশনকারী, পেয়াদা প্রভৃতি সাজিয়া এই জাতীয় অভিনয় করিতেছে। করিবেই। দেহে "আমি" বুদ্ধির ফলে এই সংসারনাট্য মন্দিরে এই জাতীয় অভিনয়েরই ছড়াছড়ি। এই নাট্যমন্দিরে এই সকল হউক; কিন্তু এই সংসারেই এমন স্থান আছে যাহা এই জাতীয় নাট্যমন্দির নহে। যেখানে অভিনেতৃগণ মিথ্যা অভিমানে মিথ্যা পরিচয়ে মিথ্যা বেশে রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হন না।—যেখানে ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা (বঞ্চনের ইচ্ছা) করণাপাটব (ইন্দ্রিয়ের অপটুতা) নাই যেখানে মিথ্যার প্রবেশাধিকার নাই—যেখানে নিত্য সত্যবস্তুর নিত্য বিকাশে নিত্য লীলা নিত্য প্রকাশিত। এই স্থানে নিত্য সত্যবস্তুর সহিত নিত্য সত্য বস্তুর নিত্য অভিনয় হইয়া থাকে। এই অভিনয়ের বিরামে নাই শেষ নাই 'যবনিকা পতন নাই। এই যজ্ঞের অভিনেতৃগণ কল্পিত পোষাক, কল্পিত নাম ইত্যাদি গ্রহণ করেন না। এই অভিনয় সন্ধ্যায় আরম্ভ হইয়া শেষ রাত্রিতে শেষ হইয়া যায় না।

যাঁহারা সংসারের অভিনেতা, তাঁহারা এই জাতীয় নিত্য অফুরন্ত অভিনয়ের অভিনেতা বা অভিনয়ক্ষেত্রের কোন সংবাদ রাখেন না। যদি বা দৈবাৎ এই জাতীয় নিত্য অভিনয়কারী তাঁহার নিত্য অভিনয় প্রদর্শনক্রমে সেই অনিত্য অভিনয়কারীর দ্বারে উপস্থিত হইয়া তাঁহার নিত্য অভিনয়লীলা প্রদর্শন করেন, তবুও তাঁহার এমন দুর্ভাগ্যের উদয় হয় যে, তিনি সেই নিত্য অভিনয় দর্শন করিতে বা বুঝিতে চান না। তিনি তাঁহার স্বীয় অনিত্য অভিনয় কার্য্যের বহুমানন করেন বলিয়া সেই নিত্য অভিনয়কারীর 'বিনা-পয়সার' অভিনয় দেখিতে বা বুঝিতে নারাজ। বিশেষতঃ তাঁহারা মিথ্যা বস্তুর অবলম্বনে সম্পূর্ণ মিথ্যার উপরে দণ্ডায়মান রহিয়া সমস্ত রাত্রি বৈদ্যুতিক আলো জ্বালিবে, বৈদ্যুতিক পাখার বাতাস খাইবে, অভিনয়ান্তে মূল্যবান্ মোটর গাড়ীতে চড়িয়া নানাস্থানে গমনাগমন করিবে, দর্শকের অর্থ গ্রহণ করিয়া তদ্দ্বারা স্বীয় ইন্দ্রিয়ের তর্পণ করিবে, আর ঐ যে নিত্য অভিনয়কারী যিনি কোন নাচ, পূজা, প্রতিষ্ঠা, কনক, কামিনী জন্য অভিনয় করেন না, যাঁহার অভিনয়ে নিষিদ্ধাচার কুটিনাটী, জীবহিংসা নাই—যাঁহার কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্টা এমন নিষিঞ্চন ব্রহ্মচারীকে মোটর গাড়ীতে উপবেশন করিতে, বৈদ্যুতিক আলোকের সাহায্যে শ্রীগ্রন্থ পাঠ করিতে কিংবা শ্রীভগবানের আচরিত ও প্রচারিত জীবেদয়া কার্য্যের বার্ত্তা প্রতিমুহূর্ত্তে প্রতি দ্বারে প্রেরণ করিতে দেখিয়া বলিতে বিন্দুমাত্রও দ্বিধা বোধ করেন না—

এই জাতীয় বার্ত্তা প্রতিনিয়ত অনিত্য, স্বার্থপরী

অভিনেতার জিহ্বা হইতে নির্গত হইতেছে। তাঁহারা সমস্ত রজনীর কপট ও সর্ব্বনাশকারী অভিনয়কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া এবং অনিত্য অসদ্বস্তুর সঙ্গ করিয়া দিবাভাগ অন্য উপায়ে অন্যচিন্তায় ব্যয়িত করিবার অবকাশ পান না। পূর্ব্বরাত্রিকৃত কার্য্যের জের শেষ হইতে না হইতে, আবার নূতন উদ্যমে সেই অভিনয় আরম্ভ করেন। যখন উপরিউক্ত নিত্য নিঃস্বার্থ অভিনয়ের সংবাদ রাখিতে বা উহার ভিতরে প্রবেশ করিতে পারেন তখন তাঁহাদের এক মুহূর্ত্তকাল অবসর লাভ হয় না।

সমস্ত 'ভগ' সমস্ত ঐশ্বর্য্য শ্রীভগবানের। শ্রীভগবানের ঐশ্বর্য্য ভোগ করিবার, গ্রহণ করিবার নিজের সেবায় লাগাইবার ধৃষ্টতা ও দুর্বুদ্ধি হইলে, সেই ধৃষ্টতাকারী দুর্বুদ্ধিসম্পন্ন জীবগণের স্থান কোথায়? আর যাঁহারা বহির্জগতের সমস্ত বিষয় এমন কি স্বীয় দেহের অন্তর্গত একাদশ ইন্দ্রিয় ও দেহাদি সমস্ত বস্তু শ্রীভগবানের সেবায় নিয়োজিত রাখিয়াছেন, তাঁহাদের স্থানই বা কোথায়? যাহারা শ্রীমদ্ভগবানের বস্তু সমূহ স্বীয় ভোগের বস্তুজ্ঞানে সেই সমুদয় স্বীয় ভোগে লাগাইতেছেন এবং যাঁহারা ঠিক ইহার বিপরীত আচরণ করেন, এই দুইয়ের বাহ্য আচরণ একপ্রকার। স্বীয় ইন্দ্রিয় তর্পণের জন্য মোটর গাড়ীতে চড়া আর শ্রীভগবানের সেবাকার্য্যে মোটর গাড়ীতে চড়া উভয়ই দৃশ্যতঃ একপ্রকার। জিহ্বালোলুপ তৃপ্তিকারীর বাজারে যাইয়া শাকসব্জী ক্রয় আর ভক্তের শাকসব্জী ক্রয় দুইই দেখিতে একপ্রকার। কিন্তু এই দুইবস্তুতে "বহুত অন্তর"। দুইয়ের বৃত্তি, উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ পৃথক্ বিপরীত। ভোগী জগৎ এই জাতীয় নিষ্কাম ভোগ গন্ধহীন অনুষ্ঠান ও তাহাদের স্বীয় ভোগময় অনুষ্ঠানের তুল্য বোধ করিতে যাইয়া গোময়কে যদি ভক্ষণ কার্য্যে ব্যাপৃত দেখিয়া ফেলে।

দাক্ষিণাত্য পথে।

(পূর্ব্বানুবৃত্তিক্রমে)

"পীড়িত মনুষ্যের জন্য হাঁসপাতাল সংস্থাপন, বিদ্যার্থীর জন্য স্কুল কলেজ সংস্থাপন, ক্ষুধার্ত্তকে অন্নদান, বস্ত্রহীনকে বস্ত্রদান, স্বদেশ ও স্বজাতির জন্য জীবন উৎসর্গ, মৃত ব্যক্তির শবদাহ, বিধবাবিবাহের উদ্যোগ ও ভোগীর ভোগসুখে ইন্ধনাদি দ্বারা মানুষ মনে করে, 'আমি পরার্থ পরতার পরাকাষ্ঠা দেখাইলাম; আমার ন্যায় জীবে দয়াবান্ পরার্থ ব্যক্তি বিরল'। কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করি, হে মনুষ্য, তুমি নাকি শ্রেষ্ঠজীব? তোমার বিচারশক্তি, শুনেছি, সকল চেতন পদার্থ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ? তুমিই না আচ্ছাদিত চেতন ও সঙ্কুচিত অবস্থাদ্বয় অতিক্রম করিয়া বিকুলিত, বিকচিত ও পূর্ণবিকচিত অবস্থাত্রয়ের মধ্য দিয়া বিশ্বজনীন প্রেমলাভের পথে ধাবিত হইতেছ? তবে তোমার বিচার এত সঙ্কীর্ণ কেন? স্বজাতিপ্রীতি কি পশু পক্ষী ও পিপীলিকাদির মধ্যে নাই? জীব বলিতে কি মনুষ্যকেই বুঝায় না জগতের সমস্ত জীবকেই বুঝায়? যদি জীব বলিতে কেবল মানুষকেই বুঝায়, তবে বনের বনমানুষের উপর তোমার দয়ার বিস্তার নাই কেন? আর যদি পশুপক্ষীসংজ্ঞ ইতরজীবকেও জীব বলিয়া স্বীকার কর, তাহাদের জন্যও হাঁসপাতাল সংস্থাপন করিয়া জীবে দয়া কর না কেন? নিরীহ মৎস্যগুলির দুর্দ্দশার কথা শুনিলে পশুরও হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। যে কয়টী পশু তোমার ইন্দ্রিয়তর্পণের অনুকূল, তাহাদের জন্য পশুচিকিৎসালয় স্থাপন করিয়াছ বটে, কিন্তু তুমি রোগে ধরিয়া টেবিলের উপর সেই চিকিৎসিত পশুর মাংস-ভোজনেও সঙ্কোচশূন্য নহ। বলিহারি তোমার জীবে দয়া! আচ্ছা, তাও মান্‌লাম, বলি, অন্যান্য জীবের উপর তোমার দয়ার পরিচয় কোথায়? বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অনন্ত কোটী জীবের তুলনায় কয়টী জীবে এবং কয়দিনের জন্য দয়া করিয়া তোমার বক্ষস্ফীত হইয়া উঠিয়াছে? বলিতে পার, বন্ধুজনের উপর দয়া বিস্তার করিতে গেলে তোমার জীবন সংশয় হইতে পারে; কিন্তু ঐ যে তোমার হাঁসপাতালে চিকিৎসিত কয় ব্যক্তিটী সবল হইয়া তোমার মুখকেই ভেঙ্গা করিতেছে! ঐ দেখ, আর একটী রোগী সুস্থ হইয়া দম্ভ ও চৌর্য্যবৃত্তি দ্বারা সমাজের কত বিশৃঙ্খলতাই উপস্থিত করিয়াছে? ঐ যে উকিলবাবু তোমার

স্থাপিত বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন শেষ করিয়া তোমায় হাঁসির জন্য সেদিন জজের আদালতে বক্তৃতা আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন! ঐ যে তোমারই গৃহে লালিত পালিত তোমার ভৃত্যটী তোমায় সিংহাসন অধিকার করিয়া লইল! তোমার প্রদত্ত বস্ত্রে লজ্জা নিবারণ করিয়া ঐ যে দরিদ্র ভণ্ডটী তোমার কুলবালার বস্ত্রহরণ করিয়া তোমার মুখে চুণকালি মাখাইয়া দিল। ইহা অপেক্ষা বন্ধুজনদের হস্তে তোমার মৃত্যু ভাল ছিল না কি? দেখ দেখ! আজ অর্থলোভে স্বদেশ-সুহৃদের স্বদেশ ও স্বজাতিপ্রীতি ছুটিয়া যাইতেছে! আমার এ সকল প্রশ্নের সমাধান কোথায়?

হে মনুষ্য, তুমি যে সকল পশুবৃত্তিকে ঘৃণা কর, ঐ দেখ মনুষ্যাকৃতিবিশিষ্ট জীবের মধ্যেও ঐ সকল বৃত্তি কখনও সুপ্ত, কখনও জাগ্রৎ অবস্থায় বর্ত্তমান আবার কোনও কোনও মনুষ্যের একাধারে বহু পশুবৃত্তি বর্ত্তমান। তাহারা ত' পশ্বাদম। তবে বাহিরের খোলসটাকেই কি তোমরা মানুষ বলিয়া শ্রেষ্ঠ হইতে চাও, না, মানুষ অন্য কোনও কারণে শ্রেষ্ঠ? বল, বল, তোমার শ্রেষ্ঠ বিচারশক্তির সদ্ব্যবহার কোথায়? পতঙ্গ, মীন, ভৃঙ্গ, মাতঙ্গ ও কুরঙ্গ প্রভৃতি মনুষ্যেতর জীবসমূহ যথাক্রমে রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দের মোহে জীবন বিসর্জ্জন দিতেছে দেখিয়া শুনিয়াও তুমি কেন একাধারে সমুদায় ইন্দ্রিয়সুখাবেশে জীবন উৎসর্গ করিলে? মৃত্যুর মুখ-গহ্বরে বসিয়া তোমার আনন্দ উপভোগ চেষ্টা পশ্বাদিরও বিস্ময়জনক।

কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্য নর ও পশু উভয়েরই সাধারণ সম্পত্তি। পশুপক্ষিসমূহের চেতন সঙ্কুচিত অবস্থায় থাকে এবং প্রকৃতির নিয়মে তাহারা নিজ নিজ স্বভাবের অনুবর্ত্তী হইয়া চলিতে বাধ্য হয়, কিন্তু বিচারশক্তিপরায়ণ মনুষ্য তুমি, তোমার প্রভুভক্তি এই দরিদ্রের হাসত্ব করিবার সময় এত প্রবলবেগে উথলিয়া উঠিল কেন? এ বিষয়ে অনেক পশু তোমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নয় কি? পশুশ্রেষ্ঠ সিংহ বৎসরান্তে একদিন বিষয়বুদ্ধির অনুগমন করে। আর তুমি? হৃদয়ের অন্তঃস্থল পর্য্যন্ত বিশেষভাবে পর্য্যবেক্ষণ পূর্ব্বক বল দেখি, তুমি পশু, না পশ্বাদম—নরাকৃতি বিশিষ্ট একটী ঘৃণিত জীব?

"ন খাদন্তি ন মেহন্তি কিং গ্রাম্যপশবোঽপরে"।
খবিড়্‌বরাহোষ্ট্রখরৈঃ সংস্তুতঃ পুরুষঃ পশুঃ॥"

ইত্যাদি বলির মন্ত্রপাঠ করিতে করিতে সভাপতি মহাশয় ১ম নম্বর বলির দিকে রোষকষায়িতলোচনে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক উত্তর প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে বকাসুর, বৎসাসুর, ধেনুকাসুর ও অরিষ্টাসুর প্রভৃতির সহিত বন্ধুতাসূত্রে উক্ত ছাগমুণ্ডধারী জীবটী যে যে ভূতহিংসা, পরদ্রোহ, ধূর্ত্ততা, শাঠ্য, ক্রূরতা, ইন্দ্রিয় লাম্পট্য, প্রভৃতি দুষ্ক্রিয়াসমূহ সম্পাদন করিয়াছিল, উক্ত বন্ধুবর্গ সময় বুঝিয়া সেই সকল গুণাবলী সভামধ্যে কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। গুপ্তরহস্য উদ্ঘাটিত হওয়ায় ১ম নম্বর বলি চঞ্চল হইয়া ইতস্ততঃ ছাগমুণ্ড সঞ্চালন পূর্ব্বক মাঝে মাঝে আমার দিকে তাকাইতে লাগিলেন। নবদ্বীপের কোনস্থানে সেই মূর্ত্তিটীকে দেখিয়াছি বলিয়া মনে হইল, তাহার উপর বেশ শ্রদ্ধাও ছিল, বহুলোক মুখে তাঁহার যেন প্রশংসাও শুনিয়াছি, চিনি চিনি করিয়া চিনিতে পারিলাম না; কিন্তু ক্ষীরের ভিতর যে সুতীক্ষ্ণ হীরের ছুরি ছিল, তাহা অবগত হইয়া অবাক্ হইয়া গেলাম। তখন সভাপতি মহাশয় অধিকতর ক্রোধব্যঞ্জক উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন—"আরে আরে কপটী পাষণ্ড, তোর আবার বৈষ্ণবের বেশ কেন? ময়ূরপুচ্ছধারী কাকের ন্যায় তোর এ কপটতা যে পশু পক্ষীতেও ধরিয়া ফেলিতে পারে। ধর্ম্মের আবরণে কত লোকেরই না সর্ব্বনাশ করিয়াছিস। তুই বদ্ধাবস্থায় বদ্ধজীবের নিকট রাসলীলা কীর্ত্তন করিয়া যাবতীয় লম্পটকে প্রাকৃত লাম্পট্য শিক্ষা দিয়াছিস্! ঠাকুরের সেবার অর্থগুলি নিজের বিলাসিতায় লাগাইয়াছিস্। প্রতারণাপূর্ব্বক লোক ঠকাইয়া তোমার ভোগের থলেটি পূর্ণ করিয়াছিস্। গুরু সাজিয়া শিষ্যকে নরকে পাঠাইয়াছ। স্ত্রীলাম্পট্য তোর মুখে এমনই ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে যে লজ্জায় মনুষ্যমুণ্ডটী ছাগমুণ্ডের অন্তরালে লুক্কায়িত

হইয়া পড়িয়াছে। ভক্তাগ্রগণ্য পশুর ছলে অপরাধ করিয়া যজ্ঞস্থানের যে অবস্থা হইয়াছিল, তুইও অবৈষ্ণব হইয়া বৈষ্ণবের আসনে উপবিষ্ট হইয়া সেই অপরাধের ফল ভোগ করিতেছিস্। কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতির নামে আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণ দ্বারা, অর্চ্চনের নামে চর্চ্চা চোষা, লেহ ও পেয় দ্বারা দেহটীকে মহাকালীর ভোগের উপযুক্ত উপকরণ করিয়া তুলিয়াছিস্। তাই, কৃষ্ণ তোকে আকর্ষণ করিয়া মায়ের করালগ্রাসের মধ্যে আনিয়া ফেলিয়াছেন। পূর্ব্বকৃত অপরাধের ফলে ঐ মহাকালীর করালবদনে প্রবিষ্ট হইয়া পুনঃ পুনঃ ছাগরূপে জন্মগ্রহণ করিতে হইবে এই বলিয়া মন্ত্রপাঠ শেষ করিয়া সিংহ মহাশয় এক চপেটাঘাতে তাহার প্রাণসংহার করিলেন। নিমেষমধ্যে শবদেহটী ছিন্ন ভিন্ন হইয়া নিকটবর্ত্তী তাদৃশ ভক্তবৃন্দের দ্বারা প্রসাদরূপে গৃহীত হইয়া গেল।

২। ব্যাঘ্র মহাশয় তৎক্ষণাৎ রক্তপ্রদান পূর্ব্বক দ্বিতীয় নম্বর বলির নিকট গমন করিয়া "আরে আরে, অসুরপ্রকৃতি তুই, উদরভরণের জন্য অনেকের পকেটে হস্তক্ষেপ করিয়া আটা ও ঘৃতের শ্রাদ্ধ করিয়াছ। গাঁজার নম দিয়া অনেককে ধূমপান শিক্ষা দিয়া দেশের সর্ব্বনাশ করিতেছ। এখন মা মা বলিয়া ক্রন্দন আরম্ভ করিয়া পশ্চাৎ ভবানীভর্ত্তা হইবার দুর্ব্বাসনা পোষণ কর। এই ধরাধামে তোমার মত মূর্খের স্থান নাই; অপরের রক্ত শোষণ করিয়া যে ভাণ্ডার সঞ্চয় করিয়াছ, আমি সেই মায়ের ভাণ্ডার মায়ের পাদপদ্মে অর্পণ করিব, সেই সঞ্চিত রক্তে মায়ের পাদুখানি রঞ্জিত করিয়া রাঙ্গুলচরণ ধ্যান করিতে করিতে তাঁহার উচ্ছিষ্ট পাইয়া আজি ধন্য হইব" এই মন্ত্রপাঠ করিতে করিতে এক ঘায়ে মস্তকটী ছিন্ন করিয়া উদরসাৎ করিলেন। শকুনি মহাশয় উক্ত শবদেহের অপরার্দ্ধভাগটী চঞ্চুদ্বারা টানিয়া লইয়া যাইতে যাইতে অদৃশ্য হইয়া গেল।

৩। গণ্ডার মহাশয় তখন তৃতীয় নম্বর বলির নিকট গমন পূর্ব্বক "ওহে বুজরুকপ্রবর, তোমার বুজরুকির দ্বারা জগতের কত লোককে ঠকাইতেছ। গড্ডলিকা প্রবাহের ন্যায় জগতের মূর্খলোক তোমার অনুগমন করিতেছে। তুমি মুক্ত হইয়া ভগবানের আসন অধিকার করিবার দুর্ব্বাসনা পোষণ কর। অসৎশাস্ত্রের দোহাই দিয়া যজ্ঞস্থলে যে হুংশাসনপদ্ধতি বিস্তার করিয়াছ সেই হুংশাসনের রক্তপান করিলেই সৎশাস্ত্রোক্ত সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হইবে। অধোক্ষজ ভক্তিকে তোমার অক্ষরজ্ঞানের দ্বারা অপহরণ করিবার ইচ্ছায় তুমি দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ করিবার আস্পর্দ্ধা রাখ। পাষণ্ড, দেখ হইয়া সিংহের সহিত বিরোধ। এস এস, তোমার উচ্ছেদ সাধন করি। মায়াবাদ ছিন্ন হইলেই ভববাদ ধরাতে স্থাপিত হইবে।" বলিতে বলিতে তাহার মস্তক-ছিন্ন খড়্গদ্বারা তাহাকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিলেন। ব্যাঘ্র-সিংহ মহাশয় ও অন্যান্য কয়েকটী পশু মহানন্দে রক্তপান ও মাংসভক্ষণ করিয়া উদরপূর্ত্তি করিয়া লইলেন।

৪। "ছেকড়াগাড়ীর ঘোড়ার নতন দিবারাত্র গৃহিণীর হুকুম তামিল খেটেই আছে। তাহার ইঙ্গিতমাত্রে সাহেবের পদলেহন করিতে করিতে আর কলম পিষিতে পিষিতে হাত ভোঁতা হয়ে গেল তবু তোর চৈতন্য হলো না। দিনের মাথায় বার আনাই কামাও আর পাঁচ টাকাই কামাও গিন্নির মন সদাই ভার। পীঠে চাবুক পড়ছে সপাৎ সপাৎ। তোর দুর্দ্দশা দেখে দুঃখও হয় হাসিও পায়। আহার, নিদ্রা, ভয় ও ইন্দ্রিয়তর্পণ ছাড়া মানুষের যে আর কিছু কৃত্য আছে তা তোর মনে হয় না। সদসৎ বিচারে তোর সময়ও নাই প্রবৃত্তিও নাই। তোকে আমি ক্ষমা করতুম, কিন্তু আত্মচেষ্টাপরায়ণ সাধু দেখলে তোর বাটারফ্লাই গোঁফের প্রান্তে হাসি ফুটে উঠে, আর আমার অনেকগুলি ভ্রাতার (মৎস্যাদির) সর্ব্বনাশ করেছ বলে আমি নাবাব" বলিতে বলিতে একটী সমুদ্রের প্রকাণ্ড পলদাচিংড়ি মস্তকচ্ছিন্ন করণের দ্বারা আস্তে আস্তে ৪র্থ নম্বর বলির সমাধা করিলেন। শৃগাল মহাশয় ফাঁদে পড়িবার ভয়ে সেই শবদেহটীর আপাদমস্তক অবলোকন-পূর্ব্বক মোহজাল ছিন্ন হইয়াছে কিনা দেখিয়া লইলেন ও পরে ক্ষেত্রকাটুদাড়ি বিশিষ্ট রক্তাক্ত মুণ্ডটী লইয়া প্রস্থান করিলেন।

৫। "ওহে মূঢ়! কখনও রূপের আশায়, কখনও

পুণ্যের আশার সুখের উপাসনা করিয়া বর্ণচোরা হইয়া নিজকে নিজে ফাঁকি দিতেছ কেন? রূপের গরব করিবেনা? যৌবন ত চিরদিন থাকেনা। পুণ্যকর্ম্ম কতদিন তোমাকে উর্দ্ধলোকে তুলিয়া রাখিবে। পুণ্যক্ষীণ হইলেই ত পতন। কখন দেখি গণেশের কৃপায় কিছু অর্থলাভ করিয়া তোমার গরবে পা পড়ে না। সমস্ত ঐশ্বর্য্যের অধিপতি শ্রীভগবানের সিংহাসনকে পর ভাবিয়া ঘাড় ধাক্কা দিয়া ফেল। তোমার বুঝি তাঁহাদের তোমার ধনের উপর কোনও অধিকার নাই। আরে মূর্খ ভগবানের সম্পত্তিতে ভক্তেরই অধিকার। তুমি বেটা ত অসুর- চুরি করিয়া কৃষ্ণের জিনিষ কৃষ্ণকে না দিয়া লুটপাট করিয়া আত্মেন্দ্রিয়তর্পণে লাগাইয়া দিয়াছ। কখনও দেখি দুষ্টা সরস্বতী তোমার মাথায় চাপিয়া ভক্তের বিরুদ্ধে কত কথাই বলাইয়া লয়ে। অষ্টৈশ্বর্য্যাদ্ভুতশ্রীর অভিমানে মত্ত হইয়া তুমি কাণ্ডজ্ঞানহীন হইয়া ধরাকে সরাজ্ঞান করিতেছ। তুমি ভাব, তুমি যারে সাধু বল সেই সাধু, আর যাকে অসাধু বল সেই অসৎ। মদমত্ত হইয়া নেশার ঝোঁকে রাজমুকুট পরিয়া যে ভূতের বোঝা বহিতেছ—এস এস গর্দ্দভ, তোমার মস্তক হইতে সেই গাধার টুপিটী খুলিয়া ফেলিয়া তোমার বোঝা কমাইয়া দি। তোমার অহঙ্কার চূর্ণ হইলেই তুমি অচিরেই হইবে সাধু চিনিবে" বলিতে বলিতে হস্তিমহাশয় শুণ্ডবিস্তারপূর্ব্বক এক জীবটীকে টানিয়া আনিয়া সবলে তাহার মস্তক চূর্ণ করিলেন। কুম্ভীর মহাশয় শবদেহটী লইয়া তাড়াতাড়ি জলমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

৬। "ওহে কালদর্পদলন প্রেসিডেন্ট পঞ্চাইত! তুমি পঞ্চোপাসনার মূলপুরুষ। তুমি আবার পঞ্চরিপুর উৎস। তুমি দুমুখো সাপ—বুদ্ধি ও যুক্তি তোমার দুইটী মুখ। তুমি বহুরূপী। তোমার অসাধ্য কাজ নাই। কনক, কামিনীও প্রতিষ্ঠার জন্য তুমি ফাঁদ পাতিয়া বসিয়া আছ। কেদারনাথের কোটেলেও তোমাকে দেখি—তখন মাথায় হেট্, গলায় নেক্‌টাই, নিম্নাঙ্গে পেণ্ট্, পায়ে বুট্, সম্মুখে মেমসাহেব। আবার খদ্দরের চাদর গায়ে দিয়ে সনাতন ধর্ম্ম রক্ষার স্থানে হিন্দুসভায় বক্তৃতা দিতেও দেখি—তখন চন্দনবাজারে গিয়ে কুলবধূর ঘোমটা খুলিয়া মুখে চুমন দিতেও দেখিতে পাই। আর কিছু না পিটিতে পারিলে নিস্তব্ধে অন্ধকারে বিনাশন করিতেও দেখি। 'বাবাবা' পাইলে তুমি না করিতে পার কি, খুঁজিয়া পাই না। কখনও ষ্টীটান্ চার্চ্চে, কখনও ব্রাহ্মমন্দিরে, কখন বিষ্ণুমন্দিরে, কখনও খোদার বন্দা হয়ে যে যেটা লুট্‌লে তার ইয়ত্তা নাই। কলি তোমার সহায়। তোমার হস্তস্থিত সুতীক্ষ্ণ ছুরিকাটী কখনও মুরগির ঘাড়ে আবার কখনও দেশপ্রেমে বিভোর হয়ে সহোদরের গলায় বসাইয়াও চলিয়া যায়। পশ্চাতে দারাপুত্রেরও বিরাম নাই। তোমার গন্ধ থাকিতেও কাহারও সন্দেহ মতি যায় না। তুমি মায়ের বড় প্রিয় বস্তু! এস এস তোমাকে মানলে মায়ের ভোগ লাগাইয়া আমি সম্পূর্ণরূপে তোমাকে গলাধঃকরণ করিয়া ফেলি" বলিতে বলিতে একটী ভীষণ অজগর পঞ্চানন জীবটীকে গ্রাস করিয়া ফেলিল।

বলি শেষ হইবামাত্র সেই শ্মশানক্ষেত্রে পূর্ব্ববৎ আরতি, কীর্ত্তন, স্তবপাঠ ও উদ্দণ্ড নৃত্য আরম্ভ হইল। কাঁসর-ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। সেই তুমুল রবের সঙ্গে সঙ্গে আমারও ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, ঢং ঢং করিয়া ষ্টেশন গাড়ীর ঘণ্টার শব্দ শুনিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিলাম। "দুঃস্বপ্নে স্মর গোবিন্দং।"

(ক্রমশঃ)

আস্তিকতা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

৭। যে শক্তির দ্বারা কোন পদার্থের স্বরূপ উপলব্ধি করা যায়, তাহাকে জ্ঞান বা সম্বিৎশক্তি কহে কোনও অপরিচিত ব্যক্তির দর্শনে সর্ব্বাগ্রে তাহাকে একজন সাধারণ মানব বলিয়া মনে হয়। পরে তাহার গুণাবলীর কথা শুনিতে শুনিতে তাহাকে ক্রমশঃ উন্নত স্তরের মনুষ্য বলিয়া মনে হইতে থাকে। অবশেষে যখন মহাভাগবত বলিয়া স্থির হয়, তখন তাহার শরণাপন্ন হইবার জন্য ব্যাকুলতার ভাব দেখা যায়। জীবের

পক্ষে মহাভাগবতাবস্থা ব্যতীত অন্য কোন উচ্চ পদবী নাই এবং ইহা জীবনের চরম লক্ষ্যস্থল। পরিচয়ের তারতম্যানুসারে কোন এক মানবকে যেমন আমরা বিভিন্ন-ভাবে দর্শন করিতে বাধ্য হই, তদ্রূপ পরতত্ত্ব নির্ণায়ক কথা শ্রবণের পরিমাণ ও বিনিষ্টতার তারতম্যানুসারে ও আমরা নানা প্রকার সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া থাকি। ভোগ মোক্ষ বাসনা যাহার অত্যন্ত প্রবল তিনি পরতত্ত্ব-বিষয়ক কথা শ্রবণের আদৌ সুযোগ পান না। সুতরাং উপাসনাবয়কে কথঞ্চিৎ দমন করিলে ভগবৎকথা শ্রবণ করিবার সুযোগ হওয়া সম্ভব। সুযোগ হইলেও নিষ্কিঞ্চন মহাভাগবতের সঙ্গ ব্যতীত বিশুদ্ধ তত্ত্বজ্ঞান লাভ করা অসম্ভব; কারণ একজন অন্ধ আর একজন অন্ধকে কি করিয়া পথ দেখাইতে পারে? অতএব যত্ন পূর্ব্বক যাহাতে শুদ্ধভক্তের সঙ্গ লাভ হয়, তদ্বিষয়ে মনোযোগ দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা আছে এবং তিনি তাহা যে পরিমাণে করিতে থাকেন তাহার তন্মাত্রায় ধারণা সুমার্জ্জিত ভগবৎকথায় রুচির বৃদ্ধি ও ইতর নিষ্ঠায় বিরক্তির উদয় হয়। ক্রমশঃ যখন ভক্ত সঙ্গ ছাড়িয়া অসৎভোগ-মোক্ষলোলুপ ব্যক্তিগণের সঙ্গে বাস করিবার প্রবৃত্তি সম্পূর্ণরূপে বিগলিত হয়, সেই কালে সংসারদশা ত্যক্ত হইয়া যায় এবং গৃহত্যাগ পূর্ব্বক মরণ কাল পর্য্যন্ত ভক্তসমাজে অবস্থান ঘটিয়া থাকে। গৃহত্যাগী ব্যক্তির ভক্তসমাজে বাসকালে হৃদয়স্থ পঞ্চ সূক্ষ্ম পাপবীজসমূহ ক্রমশঃ ধ্বংস পাইতে থাকে এবং দেহান্তে স্বরূপসিদ্ধি হেতু দিব্যধামে গমন ও নিত্যকাল ভগবৎ-সেবা-জনিত সুখ আস্বাদন করিবার সুযোগ উপস্থিত হয়, তাহাতে পুনরায় বদ্ধ জীবগণের ন্যায় বহির্ম্মুখ ভাবে এই কনিষ্ঠ ধামে আসিয়া দুঃখ ভোগ করিতে হয় না। জীব উদ্ধারার্থে যদি তাহাকে ভগবদিচ্ছানুসারে ইহলোকে আসিতে হয়, তাহা হইলে বদ্ধজীবের ন্যায় তাঁহাকে অজ্ঞানাচ্ছন্ন হইতে ও অদ্বৈতু মায়ার দাসত্ব করিতে হয় না। কপটতাপূর্ণ আস্তিকতার দ্বারা প্রচ্ছন্ন ভাবে ভগবদ্বিদ্বেষ করা হয় ও তদ্দ্বারা শুদ্ধ ভক্তগণ লভ্য গোলোকবিহারীর নিত্য কৈঙ্কর্য্য কদাপি লভ্য নহে। অতএব পঙ্কুব্যক্তির গিরিলঙ্ঘন-প্রয়াসবৎ আস্তিক ক্রবগণের ভেক উদ্ধারকে দিব্যধাম প্রাপ্তির সহায়ক না বলিয়া গৌরব হইতে মহা-রৌরবাভিমুখে লইবার এক মাত্র সোপান বলাই যুক্তিসঙ্গত।

৮। যে কৃষ্ণ, গোলোক বৃন্দাবনে মধুমদারুষ্টস্বরূপ সিদ্ধভক্তগণ-কর্ত্তৃক পরম কমনীয় প্রেমাস্পদ শ্যামসুন্দর-রূপে ও বৈকুণ্ঠে ঐশ্বর্য্য মদাকৃষ্ট স্বরূপসিদ্ধ ভক্তগণকর্ত্তৃক মহাবিভূতিযুক্ত নারায়ণরূপে সদা সেবিত হয়েন, তিনিই পুনরায় পরব্যোমস্থ জড়তার পরিশূন্য চিজ্জ্যোতিরূপে সেবাপ্রার্থী সাধকগণের নিকট প্রথমাবস্থায় ব্যোম বলিয়া প্রতীত হন এবং বদ্ধ জীবগণের নিকট ভোগ-মোক্ষসুখের আশায় কারণার্ণবশায়ী বিষ্ণু বা সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কর্ত্তা জগদীশ্বর রূপে গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু, বিরাট বা পরমাত্মা রূপে ও ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু বা হৃদাকাশস্থ অন্তর্যামী পুরুষ রূপে পূজিত হইয়া থাকেন। যেমন স্থানগত ব্যবধানের তারতম্যানুসারে কোন একটী গাভী সুদূরে অবস্থান কালে মেঘরূপে, কথঞ্চিৎ নিকট হইতে পরিলীন অনির্দ্দিষ্ট তত্ত্বরূপে, তদপেক্ষা নিকটস্থ হওয়া গাভীরূপে ও সম্যক্ রূপে নিকটবর্ত্তী হইলে "আমারই প্রিয় কালিন্দীনাম্নী" গাভী রূপে দৃষ্ট হয়, তদ্রূপ জড়সংস্কার পৃষ্টতাবের ব্যবধান ভেদে সম্বিৎ শক্তির বিকাশতারতম্য সংঘটিত হয় ও নানা মুনিকর্ত্তৃক নানা প্রকার মতবাদের উৎপত্তি হইয়া থাকে। কুসংস্কার কর্ত্তৃক বাধা প্রাপ্ত না হইলে সম্বিৎশক্তি পূর্ণমাত্রায় বস্তুপ্রকাশে সমর্থ হয়। এই সর্ব্বোচ্চ ভূমিকায় কুসংস্কারের অভাবে সত্যজ্ঞান লাভিতে থাকে এবং সত্যজ্ঞানের সাহায্যে বুঝিতে পারা যায় যে ভেদবুদ্ধিটী অজ্ঞানমূলক ও তাহার অবস্থান কালে একনিষ্ঠভাবের আস্বাদন অসম্ভব। "কৃষ্ণ আমার এবং জগতে যে কোন পরতত্ত্ববিষয়ক ধারণা প্রচলিত আছে তাহারা কৃষ্ণেরই কোন না কোন বিভূতির ব্যঞ্জক" ইত্যাকার জ্ঞান তিনিই লাভ করেন যাহার হৃদয়ে সম্বিৎশক্তি পূর্ণমাত্রায় ক্রিয়া করিতে সমর্থ হন, যথা শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে,—

"কৃষ্ণে ভগবত্ত্ব জ্ঞান সম্বিতের সার।"
ব্রহ্মজ্ঞানাদি সব তাঁর পরিবার॥"

৯। "জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস" এই শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের সিদ্ধান্তবচন হইতে এবং "পতিব্রতা যদু

সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ" এই শ্লোকোক্তি হইতে অবগত হওয়া যাইতেছে যে ভগবানের নিত্যাদেশবিধায় সদাকাল তাঁহার সেবাকার্য্যে নিযুক্ত থাকাই জীবমাত্রের একমাত্র কার্য্য এবং সুহৃৎ ও কর্ত্তা ভগবানের উপরই জীবগণের ভরণ-পোষণরূপ কার্য্যের ভার ন্যস্ত আছে। অতএব জীবগণের উচিত স্ব-নিষ্ঠ ভগবদ্ভাবে সর্ব্বদা বিভোর থাকা ও প্রাণাজ্জনের চিন্তা আদৌ না করা। যাঁহারা ভগবৎ সেবায় সদা নিযুক্ত, তাঁহাদিগকে শুদ্ধবুদ্ধিসম্পন্ন ভক্ত ও যাহারা ইন্দ্রিয়তর্পণের জন্য সদা ব্যস্ত ও তচ্চিন্তায় নিরত, তাহাদিগকে কলুষিত বুদ্ধিবিশিষ্ট অনধিকার চর্চ্চাকারী ভোগ-মোক্ষ-প্রিয় পাষণ্ড বা অভক্ত কহে। অভক্তগণ শত চেষ্টা করিয়াও উদর-পূর্ত্তির চিন্তাকে মৃত্যুর পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হন না। উক্ত কার্য্য সুসম্পন্ন করা সর্ব্বশক্তিমান ভগবানের দ্বারাই সম্ভবপর; ক্ষুদ্র শক্তি-বিশিষ্ট নগণ্য জীবের সাধ্যায়ত্ত নহে। যেহেতু ক্ষুদ্র শক্তিশালী জীবের উহা সাধ্যায়ত্ত নহে, তন্নিমিত্ত যাঁহারা উহাকে নিজ কার্য্য মনে করেন, তাঁহাদিগকে সুধীজন বাতুল মনে করিয়া থাকেন। গোলোকপতি কৃষ্ণ যখন গোলোক হইতে উক্ত কার্য্যের তত্ত্বাবধারণে অসুবিধা হইতে পারে বিবেচনা করিয়া অনিত্য বিশ্বের ভিতরে পরমাত্মরূপে এবং জীবের অত্যন্ত নিকটে অন্তর্য্যামিরূপে, সমষ্টি ও ব্যষ্টিভাবে অবস্থিত আছেন, তখন আমাদিগের তচ্চিন্তা পরিত্যাগ করাই সুবিধাজনক। যাহারা তাহা পরিত্যাগ করিতে অসমর্থ তাহারা ভগবানের তত্ত্বে অবিশ্বাসকারী। ভগবানের তত্ত্বে অবিশ্বাসপূর্ব্বক কি প্রকারে আস্তিক হওয়া যাইতে পারে, তাহা আস্তিকব্রুবগণই জানেন। ভক্ত সম্প্রদায় উক্তপ্রকার আস্তিকতাকে "সোনার পাথর বাটী" সদৃশ হাস্যজনক ব্যাপার মনে করেন।

১০। দেখিতে পাওয়া যায় বদ্ধ জীবগণ "স্ব" "স্বার্থে দিবারাত্রি "নাক কোঁড়া বলদের ন্যায় সংসারচক্রে ঘুরিয়া বেড়ান।

সেই "স্ব" বস্তুটী কে এবং তাঁহাকে যে জাতীয় সুখ দিবার জন্য ব্যস্ত তাহার তিনি পক্ষপাতী কি না প্রভৃতিবিষয়ে অনুধাবন করিলে গম্য করিলে বুঝিতে পারা যায় যে "স্ব" শব্দটী জীবতত্ত্বকে লক্ষ্য করে। যাহাতে ভোক্তৃত্বের আদৌ সম্ভাব নাই এবং সম্ভাব না থাকায় ভোগের পক্ষপাতী হওয়া, মস্তকাভাবে শিবঃ পীড়ার উৎপত্তাভাববৎ, তাহার পক্ষে সম্ভবপর নহে। ভোক্তৃত্ব একমাত্র ভগবত্তত্ত্বেই পর্য্যবসিত বিধায়, ভগবানই ভোগ করিতে সমর্থ। যেহেতু ভগবানই ভোক্তা, তন্নিমিত্ত যাবতীয় পদার্থ তাঁহারই ভোগের উপকরণ এবং শাস্ত্রবিধি অনুসারে মন্ত্রপূত করিয়া তাঁহাকে নিবেদন করাই জীবতত্ত্বের সেবকভাবের কৃত্য। যাঁহারা নিবেদনান্তে প্রসাদবুদ্ধিতে ভগবদুচ্ছিষ্ট অন্নব্যঞ্জনাদি গ্রহণ করেন, তাঁহারা প্রসাদের সম্মান করেন এবং তদ্দ্বারা সেবকধর্ম্মকে অক্ষুণ্ণ রাখিতে ও উত্তরোত্তর ভগবদ্ভক্তিকে বর্দ্ধিত করিতে সমর্থ হন। শাস্ত্র বলেন যে যাহারা ইন্দ্রিয়তর্পণার্থে ভগবৎ সেবোপকরণ গুলিকে "ভাল ভাত" বুদ্ধি পূর্ব্বক ভোজন করেন, তাহারা পাপরাশিই ভোজন করিয়া থাকেন এবং তৎফলে দেহান্তে মহাদুর্গতিপ্রদায়ক নরকে গমন করিতে বাধ্য হন। সুতরাং দেখা যাইতেছে। "স্ব" শব্দের যথার্থ জ্ঞান পরিস্ফুট থাকায়, ভক্তগণ পৃথিবীতে বাসকালে যে প্রকার শক্তির সঞ্চালন করিয়া থাকেন, তদ্দ্বারা তাঁহারা নিত্য কল্যাণকে ফল স্বরূপে প্রাপ্ত হন, এবং উক্ত শব্দের অজ্ঞানিক অর্থকে, গড্ডলিকা-প্রবাহানুসারে লৌকিক পন্থায় প্রাপ্ত হইয়া, যাহারা পাপ ভোজনার্থে প্রচুরশক্তি সঞ্চালন করিয়া থাকেন, তাহারা নিত্য কল্যাণের পরিবর্ত্তে দীর্ঘকালব্যাপী দুঃখাবর্ত্তেই পতিত হন। যাবৎ না "স্ব" শব্দের যথার্থ জ্ঞানলাভের জন্য আমরা বদ্ধপরিকর হইব, তাবৎকালপর্য্যন্ত আস্তিকতা কাহাকে বলে তাহা আমরা মূলরূপে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইব না।

১১। পুরাণাদি শাস্ত্রে আমরা অসুর ও রাক্ষসাদি শব্দের বহুল উল্লেখ দেখিতে পাই। সাধারণ শ্রেণীর অজ্ঞ ব্যক্তি সকল ঐ সমুদয় শব্দের যেরূপ "কিম্ভূত কিমা কার" অর্থ অবগত আছেন, তদনুযায়ী অদ্ভুত জীবসমূহকে দেখিতে না পাওয়ায় তাঁহারা মনে করেন যে ঐ সকল প্রাণী অজ্ঞাত যুগে বর্ত্তমান ছিল এবং বর্ত্তমানে সুসোৎপত্তির পূর্ব্বেই তাহাদিগের উচ্ছেদসাধন হওয়ায় আমরা আর

তাহাদিগকে দেখিতে পাই না। যখন গো, মহিষ, ঘোটক ও মনুষ্যের সন্তান ও অস্তিত্বমুখে ছিল এবং কালপ্রভাবে ইহাদিগের সম্পূর্ণরূপ বিলোপ সাধিত হয় নাই, তখন কেবল মাত্র রাক্ষস ও অসুরাদির যে সম্পূর্ণরূপ ধ্বংস সিদ্ধ হইয়াছে এরূপ কল্পনা করা সমীচীন নহে। সুতরাং পৃথিবীতে পূর্ব্বেও যত প্রকার জীব ছিল, অদ্যাপি তত প্রকার প্রাণী ন্যূনাধিকরূপে বর্ত্তমান আছে, মনে করাই যুক্তিসঙ্গত। এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে যে যদি অসুর ও রাক্ষসাদি অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে, তাহা হইলে তাহাদিগকে কেন দেখিতে পাওয়া যায় না? তদুত্তরে বক্তব্য এই যে, তাহাদিগের প্রতি মনুষ্যের ধারণার পোষণই উক্ত দর্শনাভাবরূপ বুদ্ধিবৃত্তি উদয়ের মূলীভূত কারণ। একদা শিশুগণ বহুবার চন্দ্র দর্শন করিয়াও কোন্‌টীকে চন্দ্র কহে না জানা হেতু কোন এক প্রাচীন ব্যক্তিকে চন্দ্র দেখাইবার অনুরোধ করেন এবং সেই প্রাচীন ব্যক্তি যখন বলিলেন যে রাত্রিকালে আকাশস্থ জ্যোতিষ্মান পদার্থগুলির মধ্যে যেটী সর্ব্বাপেক্ষা বড় ও একখানি থালার ন্যায় দৃষ্ট হয় উহাকেই চন্দ্র কহে, তখন শিশুগণ হাসিয়া উঠিলেন ও বলিলেন যে বহুবার দর্শন সত্ত্বেও না জানা হেতু তাহারা চন্দ্রমাকে চিনিতে পারেন নাই। অসুর ও রাক্ষসাদি পদার্থের দর্শন সত্ত্বেও দর্শনাভাবরূপ ধারণা, এই শিশুগণের ন্যায় অজ্ঞ মানবগণ এতাবৎকাল পোষণ করিয়া আসিতেছেন এবং নিম্নলিখিত বিবৃতির পাঠ মাত্রেই তাহারা বালকগণের ন্যায় হাসিয়া উঠিবেন ও অসুর ও রাক্ষসাদিকেও দেখিতে পাইবেন। মানবের পিতা, সন্তান বা গুরু মানব ব্যতীত অন্য কোন প্রাণী হইতে পারে না এবং তজ্জন্যই প্রহ্লাদের পিতা হিরণ্যকশিপু, বিশ্রবা ঋষির পুত্র রাবণ, প্রহ্লাদ মহারাজের বংশধর বলি রাজা এবং বলিরাজার গুরু শুক্রাচার্য্য প্রভৃতি অসুর রাক্ষস ও দৈত্য বলিয়া বিদিত হইলেও, মনুষ্য ব্যতীত অন্য কোন অদ্ভুত প্রাণী নহে। ভগবৎ-সেবাবুদ্ধির পরিবর্ত্তে ভোগমোক্ষরূপ দুর্ব্বাসনাবদ্ধ থাকায়, উক্ত অভক্তসূচক সংজ্ঞা তাহাদিগের উপর ন্যস্ত হইয়াছে। নিজভোগার্থে প্রমত্ত নাস্তিক ও কাল্পনিক-ভক্তগণ এবং মোক্ষসুখের আশায় ত্যাগপর যোগী বা নির্ভেদব্রহ্মানুসন্ধানকারী শুষ্কজ্ঞানিগণই অসুরাদি সমাজের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। আধুনিক সমাজে যে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম প্রচলিত আছে তাহা শুদ্ধ বর্ণাশ্রমের বিকৃতি, যাহার আশ্রয়ে নরক দর্শন অনিবার্য্য। অতএব ধর্ম্মপ্রচারে বলি রাজার ন্যায় নিত্যপরায়ণ শুক্রাচার্য্যের তুল্য গুরুদেবের ও বিভীষণের ন্যায় সদাচার রাক্ষস-সমাজের সংস্রব বর্জ্জন করা অনতি-বিলম্বে কর্ত্তব্য।

বৈষ্ণবের স্বরূপ ও তটস্থ লক্ষণ।

যাহার দ্বারা বস্তু লক্ষিত হয় তাহার নাম লক্ষণ। সেই লক্ষণ দুই প্রকার। স্বরূপ লক্ষণ ও তটস্থ লক্ষণ। যে লক্ষণ সর্ব্বকালে সর্ব্বদেশে সর্ব্বাবস্থায় বস্তুকে আশ্রয় করিয়া থাকে তাহাই বস্তুর স্বরূপ লক্ষণ। যে লক্ষণ অবস্থাবিশেষে বস্তুকে আশ্রয় করিয়া থাকে তাহার নাম তটস্থ লক্ষণ। যেমত সকল বস্তুরই দুইপ্রকার লক্ষণ আছে সেইরূপ বৈষ্ণবেরও দুই প্রকার লক্ষণ। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীমুখে এইরূপ শিক্ষা দিয়াছেন।

"সর্ব্ব মহাগুণগণ বৈষ্ণব শরীরে।"
"কৃপালু, অকৃতদ্রোহ, সত্যসার, সম।
নির্দ্দোষ, বদান্য, মৃদু, শুচি, অকিঞ্চন॥
সর্ব্বোপকারক, শান্ত, কৃষ্ণৈকশরণ।
অকাম, নিরীহ, স্থির, বিজিতষড়্‌গুণ॥
মিতভুক্, অপ্রমত্ত, মানদ, অমানী।
গম্ভীর, করুণ, মৈত্র, কবি, দক্ষ, মৌনী॥"

উক্ত ছাব্বিশটী লক্ষণ দ্বারা বৈষ্ণব লক্ষিত হয়। উক্ত গুণগণ মধ্যে কৃষ্ণৈকশরণতা গুণটী বৈষ্ণবের স্বরূপ লক্ষণ। অপর গুণগুলি তটস্থ লক্ষণ। শ্রীকৃষ্ণচরণে শরণাপত্তিই বা কেন স্বরূপ লক্ষণ হইল, তাহার একটু বিচার করা আবশ্যক। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,

"জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।
কৃষ্ণের তটস্থাশক্তি ভেদাভেদ প্রকাশ।
সূর্য্যাংশকিরণ যেন অগ্নিজ্বালাচয়॥"

স্বরূপতঃ জীব চিৎস্থ এবং সূর্য্যস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের অংশকিরণস্বরূপ। অতএব সূর্য্যকিরণ যেরূপ সূর্য্যমণ্ডল-বহির্গত হইয়া স্বরূপহীন হয়, জীবও সেইরূপ কৃষ্ণকিরণ-মণ্ডলবহির্গত হইয়া বিগত-স্বরূপ হইয়া পড়েন। অতএব শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,

"কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার দুঃখ॥"

জীবের উক্ত স্বরূপলক্ষণই জীবের নিত্যধর্ম্ম। তাহা কখনই জীবকে পরিত্যাগ করে না। কেবল মায়াবদ্ধ অবস্থায় তাহা বিলুপ্তপ্রায় হইয়া থাকে। উপযুক্ত সময় হইলেই পুনরায় প্রকাশিত হয়। সুবর্ণ যেরূপ রাসায়নিক বিকৃত অবস্থায় জ্যোতিঃশূন্য হইয়া থাকে এবং রাসায়নিক বিয়োগ দ্বারা পুনরায় তাহার ঐ ধর্ম্ম উদয় হয়, জৈবধর্ম্মও তদ্রূপ বিলুপ্তপ্রায় হইয়া অবস্থাক্রমে পুনরুদিত হয়।

জীবের মায়াবদ্ধ অবস্থায় যেরূপ স্বরূপধর্ম্ম অনুদিত-প্রায় থাকে, সেইরূপ কতকগুলি মায়িকধর্ম্ম জীবকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে। মায়িক ষড়্‌বিকার ষড়্‌রিপু ভোগ-পিপাসা ইত্যাদি তখন জীবের সঙ্গী হইয়া পড়ে। সেই জীব মায়াত্যাগের একমাত্র উপায় যে সাধুসঙ্গ, তাহা যখন ভাগ্যক্রমে আশ্রয় করেন, তখনই তাহার স্বরূপধর্ম্ম পুনরুদিত হইতে আরম্ভ হয়। সাধুসঙ্গে সেই ধর্ম্মের যত আলোচনা করিতে থাকেন, ততই তাহার উন্নতি ও ক্রমশঃ পূর্ণতাপ্রাপ্তি হয়। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,

"কৃষ্ণভক্তি জন্ম মূল হয় সাধুসঙ্গ।"

যে সময়ে সাধুসঙ্গের সহিত শ্রীকৃষ্ণচরণপরাগপত্তির আলোচনা হইতে থাকে, সেই সময়ে মায়িকগুণবিনাশী পূর্ব্বোক্ত পঁচিশ প্রকার তটস্থগুণ বৈষ্ণবশরীরে অবশ্য উদিত হইবে। ঐ সমস্ত গুণ ক্রমশঃ মায়িকগুণ সকলকে বিনষ্ট করতঃ বৈষ্ণবের স্বরূপধর্ম্মসমুদ্রের ঊর্ম্মির ন্যায় বিলীন হইয়া পড়ে। বৈষ্ণবদিগের কৃষ্ণৈকশরণতামাত্র লক্ষণ।

ভক্তানুমুখ জীব স্বভাবতঃ সর্ব্বজীবে কৃপাবিশিষ্ট হন। তিনি কাহারও প্রতিদ্রোহ করেন না। সত্যতত্ত্বকে একমাত্র সার বলিয়া জানেন। সকল জীবকে সন্তুষ্ট করেন। স্বয়ং নির্দ্দোষ। যথাশক্তি দাতা। তিনি ধীর, পবিত্র ও দৈন্যবুদ্ধিসম্পন্ন। তিনি সকল জীবের যথাসাধ্য উপকার করিয়া থাকেন। ইন্দ্রিয়সুখ হইতে শান্তি লাভ করেন। নিজের মুক্তিমুক্তি কামশূন্য। জীবনযাত্রানির্ব্বাহোতিরিক্ত উদ্যমরহিত। তিনি স্থিরবুদ্ধি। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মৎসরতাকে জয় করিয়া থাকেন। ভক্তি আলোচনার অবিরোধী ভোগমাত্র স্বীকার করেন। অত্যন্ত নিদ্রা, আলস্য ও বাহ্যকর্ম্মসেবনাদি পরিত্যাগী। সর্ব্বজীবের প্রতি মানদ। নিজে গুণসম্পন্ন হইয়াও অভিমানশূন্য। অন্যায় আলোচনারহিত। অপরাধীর প্রতি ক্ষমাবিশিষ্ট। তিনি অপরিবর্ত্ত। ভগবল্লীলাদি বর্ণনে কবি। সৎকার্য্যপটু। তিনি অকারণ বাক্য ব্যয় করেন না।

যেখানে যে পরিমাণে ভক্তির উদয় হইয়াছে, সেখানে সেই পরিমাণে এই পঁচিশ প্রকার তটস্থ গুণ অবশ্য উদিত হইবে। ভক্তি যত বৃদ্ধি হইবে, এই সকল গুণও তত বৃদ্ধি হইবে। যে স্থলে এই সকল তটস্থগুণের অত্যন্ত অভাব, সেস্থলে ভক্তিরও অত্যন্ত অনুদয় বুঝিতে হইবে। এই লক্ষণই বৈষ্ণবতারতম্যের একমাত্র পরিচয়।

কোন কোন স্থলে ঐ সমস্ত গুণগণ কুরূপা স্ত্রীর অলঙ্কারের ন্যায় অযথাস্থ। ফলতঃ ভক্তিহীন ব্যক্তির উক্ত গুণ সকল স্থায়ী হয় না ও উন্নতি লাভ করে না। অশোভাও বা অর্থলাভ জনিত বিধায় তাহাদের প্রতিষ্ঠা হয় না। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে,—

"প্রতিষ্ঠার স্বভাব এই জগতে বিদিত।
যে না বাঞ্ছে তার হয় বিধাতা নির্ম্মিত॥"

প্রতিষ্ঠাশা পরিত্যাগ পূর্ব্বক যাঁহারা সাধুসঙ্গক্রমে ভক্তি লাভ করেন, তাঁহাদের পক্ষে উক্ত তটস্থ গুণগণ স্বভাবতঃ উদিত হইয়া প্রতিষ্ঠাশাযুক্ত ব্যক্তিকেও জগতে প্রতিষ্ঠিত করেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ।

গৌড়ীয়

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কর্ত্তৃক ১৩১৬ বঙ্গাব্দে কলিকাতা বাগবাজার হইতে প্রথম প্রকাশিত।

আচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ কর্ত্তৃক ১৩৩২ বঙ্গাব্দে পুনঃ প্রকাশিত।

শ্রীমদ্ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী মহারাজ কর্ত্তৃক ১৩৩৩ বঙ্গাব্দে কলিকাতা হইতে পুনঃ প্রকাশিত।

শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজ কর্ত্তৃক ১৩৩৪ বঙ্গাব্দে পুরী হইতে পুনঃ প্রকাশিত।

শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ কর্ত্তৃক ১৩৩৫ বঙ্গাব্দে পুরী হইতে পুনঃ প্রকাশিত।

শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ কর্ত্তৃক ১৩৩৬ বঙ্গাব্দে কলিকাতা হইতে পুনঃ প্রকাশিত।

শ্রীমদ্ভক্তিবিচার যাযাবর গোস্বামী মহারাজ কর্ত্তৃক ১৩৩৭ বঙ্গাব্দে কলিকাতা হইতে পুনঃ প্রকাশিত।

শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী গোস্বামী মহারাজ কর্ত্তৃক ১৩৩৮ বঙ্গাব্দে কলিকাতা হইতে পুনঃ প্রকাশিত।

শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী গোস্বামী মহারাজ কর্ত্তৃক ১৩৩৯ বঙ্গাব্দে কলিকাতা হইতে পুনঃ প্রকাশিত।

শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী গোস্বামী মহারাজ কর্ত্তৃক ১৩৪০ বঙ্গাব্দে কলিকাতা হইতে পুনঃ প্রকাশিত।

শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী গোস্বামী মহারাজ কর্ত্তৃক ১৩৪১ বঙ্গাব্দে কলিকাতা হইতে পুনঃ প্রকাশিত।

শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী গোস্বামী মহারাজ কর্ত্তৃক ১৩৪২ বঙ্গাব্দে কলিকাতা হইতে পুনঃ প্রকাশিত।

শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী গোস্বামী মহারাজ কর্ত্তৃক ১৩৪৩ বঙ্গাব্দে কলিকাতা হইতে পুনঃ প্রকাশিত।

শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী গোস্বামী মহারাজ কর্ত্তৃক ১৩৪৪ বঙ্গাব্দে কলিকাতা হইতে পুনঃ প্রকাশিত।

শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী গোস্বামী মহারাজ কর্ত্তৃক ১৩৪৫ বঙ্গাব্দে কলিকাতা হইতে পুনঃ প্রকাশিত।

শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী গোস্বামী মহারাজ কর্ত্তৃক ১৩৪৬ বঙ্গাব্দে কলিকাতা হইতে পুনঃ প্রকাশিত।

শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী গোস্বামী মহারাজ কর্ত্তৃক ১৩৪৭ বঙ্গাব্দে কলিকাতা হইতে পুনঃ প্রকাশিত।

শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী গোস্বামী মহারাজ কর্ত্তৃক ১৩৪৮ বঙ্গাব্দে কলিকাতা হইতে পুনঃ প্রকাশিত।

শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী গোস্বামী মহারাজ কর্ত্তৃক ১৩৪৯ বঙ্গাব্দে কলিকাতা হইতে পুনঃ প্রকাশিত।

শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী গোস্বামী মহারাজ কর্ত্তৃক ১৩৫০ বঙ্গাব্দে কলিকাতা হইতে পুনঃ প্রকাশিত।

শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী গোস্বামী মহারাজ কর্ত্তৃক ১৩৫১ বঙ্গাব্দে কলিকাতা হইতে পুনঃ প্রকাশিত।

শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী গোস্বামী মহারাজ কর্ত্তৃক ১৩৫২ বঙ্গাব্দে কলিকাতা হইতে পুনঃ প্রকাশিত।

শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী গোস্বামী মহারাজ কর্ত্তৃক ১৩৫৩ বঙ্গাব্দে কলিকাতা হইতে পুনঃ প্রকাশিত।

শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী গোস্বামী মহারাজ কর্ত্তৃক ১৩৫৪ বঙ্গাব্দে কলিকাতা হইতে পুনঃ প্রকাশিত।

শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী গোস্বামী মহারাজ কর্ত্তৃক ১৩৫৫ বঙ্গাব্দে কলিকাতা হইতে পুনঃ প্রকাশিত।

শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী গোস্বামী মহারাজ কর্ত্তৃক ১৩৫৬ বঙ্গাব্দে কলিকাতা হইতে পুনঃ প্রকাশিত।

শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী গোস্বামী মহারাজ কর্ত্তৃক ১৩৫৭ বঙ্গাব্দে কলিকাতা হইতে পুনঃ প্রকাশিত।

শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী গোস্বামী মহারাজ কর্ত্তৃক ১৩৫৮ বঙ্গাব্দে কলিকাতা হইতে পুনঃ প্রকাশিত।

শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী গোস্বামী মহারাজ কর্ত্তৃক ১৩৫৯ বঙ্গাব্দে কলিকাতা হইতে পুনঃ প্রকাশিত।

শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী গোস্বামী মহারাজ কর্ত্তৃক ১৩৬০ বঙ্গাব্দে কলিকাতা হইতে পুনঃ প্রকাশিত।

শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী গোস্বামী মহারাজ কর্ত্তৃক ১৩৬১ বঙ্গাব্দে কলিকাতা হইতে পুনঃ প্রকাশিত।

শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী গোস্বামী মহারাজ কর্ত্তৃক ১৩৬২ বঙ্গাব্দে কলিকাতা হইতে পুনঃ প্রকাশিত।

শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী গোস্বামী মহারাজ কর্ত্তৃক ১৩৬৩ বঙ্গাব্দে কলিকাতা হইতে পুনঃ প্রকাশিত।

শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী গোস্বামী মহারাজ কর্ত্তৃক ১৩৬৪ বঙ্গাব্দে কলিকাতা হইতে পুনঃ প্রকাশিত।

শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী গোস্বামী মহারাজ কর্ত্তৃক ১৩৬৫ বঙ্গাব্দে কলিকাতা হইতে পুনঃ প্রকাশিত।

শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী গোস্বামী মহারাজ কর্ত্তৃক ১৩৬৬ বঙ্গাব্দে কলিকাতা হইতে পুনঃ প্রকাশিত।

শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী গোস্বামী মহারাজ কর্ত্তৃক ১৩৬৭ বঙ্গাব্দে কলিকাতা হইতে পুনঃ প্রকাশিত।

শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী গোস্বামী মহারাজ কর্ত্তৃক ১৩৬৮ বঙ্গাব্দে কলিকাতা হইতে পুনঃ প্রকাশিত।

শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী গোস্বামী মহারাজ কর্ত্তৃক ১৩৬৯ বঙ্গাব্দে কলিকাতা হইতে পুনঃ প্রকাশিত।

শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী গোস্বামী মহারাজ কর্ত্তৃক ১৩৭০ বঙ্গাব্দে কলিকাতা হইতে পুনঃ প্রকাশিত।

শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী গোস্বামী মহারাজ কর্ত্তৃক ১৩৭১ বঙ্গাব্দে কলিকাতা হইতে পুনঃ প্রকাশিত।

শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী গোস্বামী মহারাজ কর্ত্তৃক ১৩৭২ বঙ্গাব্দে কলিকাতা হইতে পুনঃ প্রকাশিত।

শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী গোস্বামী মহারাজ কর্ত্তৃক ১৩৭৩ বঙ্গাব্দে কলিকাতা হইতে পুনঃ প্রকাশিত।

শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী গোস্বামী মহারাজ কর্ত্তৃক ১৩৭৪ বঙ্গাব্দে কলিকাতা হইতে পুনঃ প্রকাশিত।

শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী গোস্বামী মহারাজ কর্ত্তৃক ১৩৭৫ বঙ্গাব্দে কলিকাতা হইতে পুনঃ প্রকাশিত।

শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী গোস্বামী মহারাজ কর্ত্তৃক ১৩৭৬ বঙ্গাব্দে কলিকাতা হইতে পুনঃ প্রকাশিত।

শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী গোস্বামী মহারাজ কর্ত্তৃক ১৩৭৭ বঙ্গাব্দে কলিকাতা হইতে পুনঃ প্রকাশিত।

শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী গোস্বামী মহারাজ কর্ত্তৃক ১৩৭৮ বঙ্গাব্দে কলিকাতা হইতে পুনঃ প্রকাশিত।

শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী গোস্বামী মহারাজ কর্ত্তৃক ১৩৭৯ বঙ্গাব্দে কলিকাতা হইতে পুনঃ প্রকাশিত।

শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী গোস্বামী মহারাজ কর্ত্তৃক ১৩৮০ বঙ্গাব্দে কলিকাতা হইতে পুনঃ প্রকাশিত।

শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী গোস্বামী মহারাজ কর্ত্তৃক ১৩৮১ বঙ্গাব্দে কলিকাতা হইতে পুনঃ প্রকাশিত।

শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী গোস্বামী মহারাজ কর্ত্তৃক ১৩৮২ বঙ্গাব্দে কলিকাতা হইতে পুনঃ প্রকাশিত।

শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী গোস্বামী মহারাজ কর্ত্তৃক ১৩৮৩ বঙ্গাব্দে কলিকাতা হইতে পুনঃ প্রকাশিত।

শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী গোস্বামী মহারাজ কর্ত্তৃক ১৩৮৪ বঙ্গাব্দে কলিকাতা হইতে পুনঃ প্রকাশিত।

শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী গোস্বামী মহারাজ কর্ত্তৃক ১৩৮৫ বঙ্গাব্দে কলিকাতা হইতে পুনঃ প্রকাশিত।

শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী গোস্বামী মহারাজ কর্ত্তৃক ১৩৮৬ বঙ্গাব্দে কলিকাতা হইতে পুনঃ প্রকাশিত।

শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী গোস্বামী মহারাজ কর্ত্তৃক ১৩৮৭ বঙ্গাব্দে কলিকাতা হইতে পুনঃ প্রকাশিত।

শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী গোস্বামী মহারাজ কর্ত্তৃক ১৩৮৮ বঙ্গাব্দে কলিকাতা হইতে পুনঃ প্রকাশিত।

শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী গোস্বামী মহারাজ কর্ত্তৃক ১৩৮৯ বঙ্গাব্দে কলিকাতা হইতে পুনঃ প্রকাশিত।

শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী গোস্বামী মহারাজ কর্ত্তৃক ১৩৯০ বঙ্গাব্দে কলিকাতা হইতে পুনঃ প্রকাশিত।

শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী গোস্বামী মহারাজ কর্ত্তৃক ১৩৯১ বঙ্গাব্দে কলিকাতা হইতে পুনঃ প্রকাশিত।

শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী গোস্বামী মহারাজ কর্ত্তৃক ১৩৯২ বঙ্গাব্দে কলিকাতা হইতে পুনঃ প্রকাশিত।

শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী গোস্বামী মহারাজ কর্ত্তৃক ১৩৯৩ বঙ্গাব্দে কলিকাতা হইতে পুনঃ প্রকাশিত।

শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী গোস্বামী মহারাজ কর্ত্তৃক ১৩৯৪ বঙ্গাব্দে কলিকাতা হইতে পুনঃ প্রকাশিত।

শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী গোস্বামী মহারাজ কর্ত্তৃক ১৩৯৫ বঙ্গাব্দে কলিকাতা হইতে পুনঃ প্রকাশিত।

শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী গোস্বামী মহারাজ কর্ত্তৃক ১৩৯৬ বঙ্গাব্দে কলিকাতা হইতে পুনঃ প্রকাশিত।

শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী গোস্বামী মহারাজ কর্ত্তৃক ১৩৯৭ বঙ্গাব্দে কলিকাতা হইতে পুনঃ প্রকাশিত।

শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী গোস্বামী মহারাজ কর্ত্তৃক ১৩৯৮ বঙ্গাব্দে কলিকাতা হইতে পুনঃ প্রকাশিত।

শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী গোস্বামী মহারাজ কর্ত্তৃক ১৩৯৯ বঙ্গাব্দে কলিকাতা হইতে পুনঃ প্রকাশিত।

শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী গোস্বামী মহারাজ কর্ত্তৃক ১৪০০ বঙ্গাব্দে কলিকাতা হইতে পুনঃ প্রকাশিত।

শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী গোস্বামী মহারাজ কর্ত্তৃক ১৪০১ বঙ্গাব্দে কলিকাতা হইতে পুনঃ প্রকাশিত।

শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী গোস্বামী মহারাজ কর্ত্তৃক ১৪০২ বঙ্গাব্দে কলিকাতা হইতে পুনঃ প্রকাশিত।

শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী গোস্বামী মহারাজ কর্ত্তৃক ১৪০৩ বঙ্গাব্দে কলিকাতা হইতে পুনঃ প্রকাশিত।

শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী গোস্বামী মহারাজ কর্ত্তৃক ১৪০৪ বঙ্গাব্দে কলিকাতা হইতে পুনঃ প্রকাশিত।

শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী গোস্বামী মহারাজ কর্ত্তৃক ১৪০৫ বঙ্গাব্দে কলিকাতা হইতে পুনঃ প্রকাশিত।

শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী গোস্বামী মহারাজ কর্ত্তৃক ১৪০৬ বঙ্গাব্দে কলিকাতা হইতে পুনঃ প্রকাশিত।

শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী গোস্বামী মহারাজ কর্ত্তৃক ১৪০৭ বঙ্গাব্দে কলিকাতা হইতে পুনঃ প্রকাশিত।

শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী গোস্বামী মহারাজ কর্ত্তৃক ১৪০৮ বঙ্গাব্দে কলিকাতা হইতে পুনঃ প্রকাশিত।

শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী গোস্বামী মহারাজ কর্ত্তৃক ১৪০৯ বঙ্গাব্দে কলিকাতা হইতে পুনঃ প্রকাশিত।

শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী গোস্বামী মহারাজ কর্ত্তৃক ১৪১০ বঙ্গাব্দে কলিকাতা হইতে পুনঃ প্রকাশিত।

শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী গোস্বামী মহারাজ কর্ত্তৃক ১৪১১ বঙ্গাব্দে কলিকাতা হইতে পুনঃ প্রকাশিত।

শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী গোস্বামী মহারাজ কর্ত্তৃক ১৪১২ বঙ্গাব্দে কলিকাতা হইতে পুনঃ প্রকাশিত।

শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী গোস্বামী মহারাজ কর্ত্তৃক ১৪১৩ বঙ্গাব্দে কলিকাতা হইতে পুনঃ প্রকাশিত।

শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী গোস্বামী মহারাজ কর্ত্তৃক ১৪১৪ বঙ্গাব্দে কলিকাতা হইতে পুনঃ প্রকাশিত।

শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী গোস্বামী মহারাজ কর্ত্তৃক ১৪১৫ বঙ্গাব্দে কলিকাতা হইতে পুনঃ প্রকাশিত।

শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী গোস্বামী মহারাজ কর্ত্তৃক ১৪১৬ বঙ্গাব্দে কলিকাতা হইতে পুনঃ প্রকাশিত।

শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী গোস্বামী মহারাজ কর্ত্তৃক ১৪১৭ বঙ্গাব্দে কলিকাতা হইতে পুনঃ প্রকাশিত।

শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী গোস্বামী মহারাজ কর্ত্তৃক ১৪১৮ বঙ্গাব্দে কলিকাতা হইতে পুনঃ প্রকাশিত।

শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী গোস্বামী মহারাজ কর্ত্তৃক ১৪১৯ বঙ্গাব্দে কলিকাতা হইতে পুনঃ প্রকাশিত।

শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী গোস্বামী মহারাজ কর্ত্তৃক ১৪২০ বঙ্গাব্দে কলিকাতা হইতে পুনঃ প্রকাশিত।

শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী গোস্বামী মহারাজ কর্ত্তৃক ১৪২১ বঙ্গাব্দে কলিকাতা হইতে পুনঃ প্রকাশিত।

শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী গোস্বামী মহারাজ কর্ত্তৃক ১৪২২ বঙ্গাব্দে কলিকাতা হইতে পুনঃ প্রকাশিত।

শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী গোস্বামী মহারাজ কর্ত্তৃক ১৪২৩ বঙ্গাব্দে কলিকাতা হইতে পুনঃ প্রকাশিত।

শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী গোস্বামী মহারাজ কর্ত্তৃক ১৪২৪ বঙ্গাব্দে কলিকাতা হইতে পুনঃ প্রকাশিত।

শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী গোস্বামী মহারাজ কর্ত্তৃক ১৪২৫ বঙ্গাব্দে কলিকাতা হইতে পুনঃ প্রকাশিত।

শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী গোস্বামী মহারাজ কর্ত্তৃক ১৪২৬ বঙ্গাব্দে কলিকাতা হইতে পুনঃ প্রকাশিত।

শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী গোস্বামী মহারাজ কর্ত্তৃক ১৪২৭ বঙ্গাব্দে কলিকাতা হইতে পুনঃ প্রকাশিত।

শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী গোস্বামী মহারাজ কর্ত্তৃক ১৪২৮ বঙ্গাব্দে কলিকাতা হইতে পুনঃ প্রকাশিত।

শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী গোস্বামী মহারাজ কর্ত্তৃক ১৪২৯ বঙ্গাব্দে কলিকাতা হইতে পুনঃ প্রকাশিত।

শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী গোস্বামী মহারাজ কর্ত্তৃক ১৪৩০ বঙ্গাব্দে কলিকাতা হইতে পুনঃ প্রকাশিত।

শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী গোস্বামী মহারাজ কর্ত্তৃক ১৪৩১ বঙ্গাব্দে কলিকাতা হইতে পুনঃ প্রকাশিত।

শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী গোস্বামী মহারাজ কর্ত্তৃক ১৪৩২ বঙ্গাব্দে কলিকাতা হইতে পুনঃ প্রকাশিত।

শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী গোস্বামী মহারাজ কর্ত্তৃক ১৪৩৩ বঙ্গাব্দে কলিকাতা হইতে পুনঃ প্রকাশিত।

শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী গোস্বামী মহারাজ কর্ত্তৃক ১৪৩৪ বঙ্গাব্দে কলিকাতা হইতে পুনঃ প্রকাশিত।

শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী গোস্বামী মহারাজ কর্ত্তৃক ১৪৩৫ বঙ্গাব্দে কলিকাতা হইতে পুনঃ প্রকাশিত।

শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী গোস্বামী মহারাজ কর্ত্তৃক ১৪৩৬ বঙ্গাব্দে কলিকাতা হইতে পুনঃ প্রকাশিত।

শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী গোস্বামী মহারাজ কর্ত্তৃক ১৪৩৭ বঙ্গাব্দে কলিকাতা হইতে পুনঃ প্রকাশিত।

শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী গোস্বামী মহারাজ কর্ত্তৃক ১৪৩৮ বঙ্গাব্দে কলিকাতা হইতে পুনঃ প্রকাশিত।

শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী গোস্বামী মহারাজ কর্ত্তৃক ১৪৩৯ বঙ্গাব্দে কলিকাতা হইতে পুনঃ প্রকাশিত।

শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী গোস্বামী মহারাজ কর্ত্তৃক ১৪৪০ বঙ্গাব্দে কলিকাতা হইতে পুনঃ প্রকাশিত।

শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী গোস্বামী মহারাজ কর্ত্তৃক ১৪৪১ বঙ্গাব্দে কলিকাতা হইতে পুনঃ প্রকাশিত।

শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী গোস্বামী মহারাজ কর্ত্তৃক ১৪৪২ বঙ্গাব্দে কলিকাতা হইতে পুনঃ প্রকাশিত।

শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী গোস্বামী মহারাজ কর্ত্তৃক ১৪৪৩ বঙ্গাব্দে কলিকাতা হইতে পুনঃ প্রকাশিত।

শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী গোস্বামী মহারাজ কর্ত্তৃক ১৪৪৪ বঙ্গাব্দে কলিকাতা হইতে পুনঃ প্রকাশিত।

শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী গোস্বামী মহারাজ কর্ত্তৃক ১৪৪৫ বঙ্গাব্দে কলিকাতা হইতে পুনঃ প্রকাশিত।

শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী গোস্বামী মহারাজ কর্ত্তৃক ১৪৪৬ বঙ্গাব্দে কলিকাতা হইতে পুনঃ প্রকাশিত।

শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী গোস্বামী মহারাজ কর্ত্তৃক ১৪৪৭ বঙ্গাব্দে কলিকাতা হইতে পুনঃ প্রকাশিত।

শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী গোস্বামী মহারাজ কর্ত্তৃক ১৪৪৮ বঙ্গাব্দে কলিকাতা হইতে পুনঃ প্রকাশিত।

শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী গোস্বামী মহারাজ কর্ত্তৃক ১৪৪৯ বঙ্গাব্দে কলিকাতা হইতে পুনঃ প্রকাশিত।

শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী গোস্বামী মহারাজ কর্ত্তৃক ১৪৫০ বঙ্গাব্দে কলিকাতা হইতে পুনঃ প্রকাশিত।

শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী গোস্বামী মহারাজ কর্ত্তৃক ১৪৫১ বঙ্গাব্দে কলিকাতা হইতে পুনঃ প্রকাশিত।

শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী গোস্বামী মহারাজ কর্ত্তৃক ১৪৫২ বঙ্গাব্দে কলিকাতা হইতে পুনঃ প্রকাশিত।

শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী গোস্বামী মহারাজ কর্ত্তৃক ১৪৫৩ বঙ্গাব্দে কলিকাতা হইতে পুনঃ প্রকাশিত।

শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী গোস্বামী মহারাজ কর্ত্তৃক ১৪৫৪ বঙ্গাব্দে কলিকাতা হইতে পুনঃ প্রকাশিত।

শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী গোস্বামী মহারাজ কর্ত্তৃক ১৪৫৫ বঙ্গাব্দে কলিকাতা হইতে পুনঃ প্রকাশিত।

শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী গোস্বামী মহারাজ কর্ত্তৃক ১৪৫৬ বঙ্গাব্দে কলিকাতা হইতে পুনঃ প্রকাশিত।

শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী গোস্বামী মহারাজ কর্ত্তৃক ১৪৫৭ বঙ্গাব্দে কলিকাতা হইতে পুনঃ প্রকাশিত।

শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী গোস্বামী মহারাজ কর্ত্তৃক ১৪৫৮ বঙ্গাব্দে কলিকাতা হইতে পুনঃ প্রকাশিত।

শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী গোস্বামী মহারাজ কর্ত্তৃক ১৪৫৯ বঙ্গাব্দে কলিকাতা হইতে পুনঃ প্রকাশিত।

শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী গোস্বামী মহারাজ কর্ত্তৃক ১৪৬০ বঙ্গাব্দে কলিকাতা হইতে পুনঃ প্রকাশিত।

শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী গোস্বামী মহারাজ কর্ত্তৃক ১৪৬১ বঙ্গাব্দে কলিকাতা হইতে পুনঃ প্রকাশিত।

শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী গোস্বামী মহারাজ কর্ত্তৃক ১৪৬২ বঙ্গাব্দে কলিকাতা হইতে পুনঃ প্রকাশিত।

শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী গোস্বামী মহারাজ কর্ত্তৃক ১৪৬৩ বঙ্গাব্দে কলিকাতা হইতে পুনঃ প্রকাশিত।

শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী গোস্বামী মহারাজ কর্ত্তৃক ১৪৬৪ বঙ্গাব্দে কলিকাতা হইতে পুনঃ প্রকাশিত।

শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী গোস্বামী মহারাজ কর্ত্তৃক ১৪৬৫ বঙ্গাব্দে কলিকাতা হইতে পুনঃ প্রকাশিত।

শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী গোস্বামী মহারাজ কর্ত্তৃক ১৪৬৬ বঙ্গাব্দে কলিকাতা হইতে পুনঃ প্রকাশিত।

শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী গোস্বামী মহারাজ কর্ত্তৃক ১৪৬৭ বঙ্গাব্দে কলিকাতা হইতে পুনঃ প্রকাশিত।

শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী গোস্বামী মহারাজ কর্ত্তৃক ১৪৬৮ বঙ্গাব্দে কলিকাতা হইতে পুনঃ প্রকাশিত।

শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী গোস্বামী মহারাজ কর্ত্তৃক ১৪৬৯ বঙ্গাব্দে কলিকাতা হইতে পুনঃ প্রকাশিত।

শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী গোস্বামী মহারাজ কর্ত্তৃক ১৪৭০ বঙ্গাব্দে কলিকাতা হইতে পুনঃ প্রকাশিত।

শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী গোস্বামী মহারাজ কর্ত্তৃক ১৪৭১ বঙ্গাব্দে কলিকাতা হইতে পুনঃ প্রকাশিত।

শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী গোস্বামী মহারাজ কর্ত্তৃক ১৪৭২ বঙ্গাব্দে কলিকাতা হইতে পুনঃ প্রকাশিত।

শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী গোস্বামী মহারাজ কর্ত্তৃক ১৪৭৩ বঙ্গাব্দে কলিকাতা হইতে পুনঃ প্রকাশিত।

শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী গোস্বামী মহারাজ কর্ত্তৃক ১৪৭৪ বঙ্গাব্দে কলিকাতা হইতে পুনঃ প্রকাশিত।

শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী গোস্বামী মহারাজ কর্ত্তৃক ১৪৭৫ বঙ্গাব্দে কলিকাতা হইতে পুনঃ প্রকাশিত।

শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী গোস্বামী মহারাজ কর্ত্তৃক ১৪৭৬ বঙ্গাব্দে কলিকাতা হইতে পুনঃ প্রকাশিত।

শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী গোস্বামী মহারাজ কর্ত্তৃক ১৪৭৭ বঙ্গাব্দে কলিকাতা হইতে পুনঃ প্রকাশিত।

শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী গোস্বামী মহারাজ কর্ত্তৃক ১৪৭৮ বঙ্গাব্দে কলিকাতা হইতে পুনঃ প্রকাশিত।

শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী গোস্বামী মহারাজ কর্ত্তৃক ১৪৭৯ বঙ্গাব্দে কলিকাতা হইতে পুনঃ প্রকাশিত।

শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী গোস্বামী মহারাজ কর্ত্তৃক ১৪৮০ বঙ্গাব্দে কলিকাতা হইতে পুনঃ প্রকাশিত।

শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী গোস্বামী মহারাজ কর্ত্তৃক ১৪৮১ বঙ্গাব্দে কলিকাতা হইতে পুনঃ প্রকাশিত।

শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী গোস্বামী মহারাজ কর্ত্তৃক ১৪৮২ বঙ্গাব্দে কলিকাতা হইতে পুনঃ প্রকাশিত।

শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী গোস্বামী মহারাজ কর্ত্তৃক ১৪৮৩ বঙ্গাব্দে কলিকাতা হইতে পুনঃ প্রকাশিত।

শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী গোস্বামী মহারাজ কর্ত্তৃক ১৪৮৪ বঙ্গাব্দে কলিকাতা হইতে পুনঃ প্রকাশিত।

শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী গোস্বামী মহারাজ কর্ত্তৃক ১৪৮৫ বঙ্গাব্দে কলিকাতা হইতে পুনঃ প্রকাশিত।

শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী গোস্বামী মহারাজ কর্ত্তৃক ১৪৮৬ বঙ্গাব্দে কলিকাতা হইতে পুনঃ প্রকাশিত।

শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী গোস্বামী মহারাজ কর্ত্তৃক ১৪৮৭ বঙ্গাব্দে কলিকাতা হইতে পুনঃ প্রকাশিত।

শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী গোস্বামী মহারাজ কর্ত্তৃক ১৪৮৮ বঙ্গাব্দে কলিকাতা হইতে পুনঃ প্রকাশিত।

শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী গোস্বামী মহারাজ কর্ত্তৃক ১৪৮৯ বঙ্গাব্দে কলিকাতা হইতে পুনঃ প্রকাশিত।

শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী গোস্বামী মহারাজ কর্ত্তৃক ১৪৯০ বঙ্গাব্দে কলিকাতা হইতে পুনঃ প্রকাশিত।

শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী গোস্বামী মহারাজ কর্ত্তৃক ১৪৯১ বঙ্গাব্দে কলিকাতা হইতে পুনঃ প্রকাশিত।

শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী গোস্বামী মহারাজ কর্ত্তৃক ১৪৯২ বঙ্গাব্দে কলিকাতা হইতে পুনঃ প্রকাশিত।

শ

তথাপি ঐ উপপুরাণসম্মত পূজা, আর শ্রীরামবিজয়োৎসব বৎসরের একই সময়ে সংঘটিত হওয়ায় উভয় ব্যাপারকে এক বলিয়াই সাধারণের ভ্রান্তি জন্মিয়া থাকে। বাঙ্গালী দুর্গাপূজা ও বিজয়োৎসব —এক ক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত মনে করিয়া আসিতেছেন। লোকের এরূপ অনেক ভ্রম প্রচলিত থাকিয়া নিয়মের আকার ধারণ করিয়াছে, এ ভ্রম সহজে নিরস্ত হইবার নহে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবের এই দশমীর সহিত আর একটী অত্যন্ত সম্বন্ধ আছে। গৌড়ীয়ের প্রাণপতি শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর ব্রহ্ম-সম্প্রদায় [illegible] গৌড়ীয়গণ ব্রহ্মসম্প্রদায়ভুক্ত। [illegible] মূল আচার্যরূপে আমরা শ্রীপূর্ণ-[illegible] মধ্বমুনিকে দেখিতে পাই। ঐ দিবস তাঁহার আবির্ভাব দিবস। সুতরাং গৌড়ীয়ের নিকট ঐ দশমী অতি আদরের। ঐ দিবসে শ্রীমায়াপুরে গৌড়ীয় মঠে মহোৎসব হইয়াছে। উহার বৃত্তান্ত পরে অন্যত্র প্রকাশিত হইবে।

দুর্গাদেবীর অবতারণা-সম্বন্ধে স্কন্দপুরাণ ব্রহ্মখণ্ডে সেতু-মাহাত্ম্যে এইরূপ বর্ণনা আছে। রিতিনক্ষিনীর তপস্যার ফলে [illegible] পুত্র মহিষাসুরকর্তৃক বিজিত দেবগণের সহিত ব্রহ্মা ত্রিবিক্রমের নিকট গমন করিয়া দেবগণের দুরবস্থার কথা নিবেদন করিয়া আশ্রয় প্রার্থনা করিলেন।

তখন বিষ্ণু, শিব ও ব্রহ্মার কোপজলিতমুখ হইতে মহাতেজ নিষ্ক্রান্ত হইল, তখন সকল দেবের দেহ হইতেও তেজ নির্গত হইলে সেই ভিন্ন ভিন্ন তেজ একত্র হইয়া এক নারীরূপ সৃষ্টি করিল।

এই নারীই মহাসুরের সকলেরই দুর্দ্ধর্ষা দুর্গা, দেবগণের তেজঃসমষ্টি হইতে উদ্ভূতা। রুদ্রাদি দেবগণ স্ব স্ব আয়ুধ হইতে শূলাদি তাঁহাকে দান করিলেন। দেবীর অট্টহাস্যে ও ভৈরবনাদে সকল জগৎ চকিত হইল। তখন দেব, গন্ধর্ব্বমুনি সকলে অসুর হইতে ত্রাণ নিমিত্ত সেই সিংহ-বাহিনী দেবীর স্তব করিতে লাগিলেন।

দেবী দৈত্যগণকে বিনাশ করিয়া মহিষের সহিত তুমুল যুদ্ধ করিয়াছিলেন। অনেক সংগ্রামের পর কোপা-বিষ্টা দেবী পাদদ্বারা মহিষের মস্তক আক্রমণপূর্ব্বক তীক্ষ্ণ শূলাঘাতে তাহার কণ্ঠ বিদারণ করিলেন ও খড়্গ-অসি প্রহারে তাহার মস্তক ছেদন করিলেন। মহিষের মুখ হইতে দেবাদি মুক্ত হইয়া দেবীকে স্তব দ্বারা তুষ্ট করিলেন।

এই স্তব পূজা কেবল কামনাসিদ্ধির জন্য দেবীর সহায়তা পাইবার জন্য, ইহাতে পারমার্থিক কোন কথা নাই। নিষ্কিঞ্চন ভগবৎপরায়ণ মহাপুরুষগণ এরূপ পূজাদিতে সময় নষ্ট করিতে প্রস্তুত না হইয়া ঐকান্তিকভাবে নিরন্তর ভগবদ্ভজনেই প্রবৃত্ত থাকেন।

দেবী দেবগণের রক্ষার নিমিত্ত দেবদেবী অসুরগণসহ মহিষাসুরকে নিধন করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার যে মহিষ-রক্তে তথা ছাগমেষাদির রক্তে পূজাবিধি তাহা শাস্ত্রবিজ্ঞান-সম্মত নহে, তবে উহার প্রচলন জন্য নিন্দিত শাস্ত্রেরও অসদ্ভাব নাই। বেদানুগ শাস্ত্রে ওরূপ বিচারের আদর নাই। যুক্তিও ইহার সমর্থন করে না। অনেকে ইহা বুঝিতে পারিয়া ক্রমে বলিপ্রথা উঠাইয়া দিতেছেন, ইহা আনন্দের কথা বটে।

কিন্তু বলিপ্রথার বিরোধী হইলেই যে পরমার্থ সাধিত হইবে এমন কোন কথা নাই। জীবের একমাত্র কর্ত্তব্য ভগবৎ-তুষ্টিবিধান। সেই ভগবৎসেবা উদ্দেশ্যে যাহা কৃত হয়, তাহাই ভক্তি। ভগবৎ-সেবা নিরস্ত না হইয়া বাহ্য বিচার প্রবল করিলে আমাদের নৈতিকজীবন যতই উন্নত বলিয়া প্রতীয়মান হউক না কেন, তাহা আমাদের নিত্য-মঙ্গলের পথ প্রশস্ত করিতে পারে না, যেহেতু চিত্ত নিরন্তর অনিত্য বস্তুর প্রতি ধাবমান হয়, "মনোরথেনাঽসতি ধাবতো বহিঃ।"

গত শ্রীএকাদশীর উপবাসদিবস সম্বন্ধে কয়েকজন ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে আমাদের ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন। তাহাতে যে উত্তর প্রদত্ত হইয়াছিল তাহা অনেকের জ্ঞানার্থ আবশ্যকবোধে পত্রস্থ হইল।

যিনি একাদশী পালন না করেন, তিনি বর্ণাশ্রমী নহেন, হরিভক্ত ও' দূরের কথা। তাঁহার ধর্ম কর্ম সমস্তই পণ্ডশ্রম। শাস্ত্র কি বলিতেছেন একবার অনুধাবন করিলে ইহার যাথার্থ্য উপলব্ধি করিবে।

"ব্রহ্মচারী গৃহস্থো বা বানপ্রস্থোঽথবা যতিঃ।
একাদশ্যাং হি ভুঞ্জানো ভুঙ্‌ক্তে গোমাংসমেব হি॥
ব্রহ্মঘ্নশ্চ সুরাপশ্চ স্তেয়ীসো গুরুতল্পগঃ।
নিষ্কৃতির্বিদ্যতে হ্যেষাং নৈকাদশ্যন্নভোজিনঃ॥"

(বিষ্ণুধর্মোত্তর)

একাদশীতে অন্নভোজন গোমাংসভোজন সদৃশ। ব্রহ্ম-হত্যার, মদ্যপানের, চৌর্য্যের, গুরুভার্য্যাগমনের প্রায়শ্চিত্ত বিধি আছে, কিন্তু একাদশীলঙ্ঘনকারীর নিষ্কৃতি নাই।

"স কেবলমঘং ভুঙ্‌ক্তে যো ভুঙ্‌ক্তে হরিবাসরে।"

(ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ)

সে কেবল পাপ ভোজন করে।

"মাতৃহা পিতৃহা চৈব ব্রাহ্মণা গুরুগা তথা।
একাদশ্যান্তু যো ভুঙ্‌ক্তে.....॥"

(স্কন্দপুরাণ)

এরূপ অসংখ্য প্রমাণ বর্ত্তমানে। সুতরাং একাদশী সকলের পালনীয়।

কেহ কেহ মাসে একটী একাদশী পালন করিয়া অপরটীকে লঙ্ঘন করেন, সেটীও মহাপাপ।

"একাদশ্যামুপবসেৎ পক্ষয়োরুভয়োরপি।" (বরাহপুরাণ)

"সপুত্রশ্চ সভার্য্যশ্চ স্বজনৈর্ভক্তিসংযুতঃ।
একাদশ্যামুপবসেৎ পক্ষয়োরুভয়োরপি॥" (বিষ্ণুধর্মোত্তর)

"স ব্রহ্মহা সুরাপশ্চ কৃতঘ্নো গুরুতল্পগঃ।
বিবেচয়তি যো মোহাদেকাদশ্যৌ সিতাসিতে॥"

(কূর্মপুরাণ)

"শুক্লা বা যদি বা কৃষ্ণা বিশেষো নাস্তি কশ্চন।
বিশেষং কুরুতে যস্তু পিতৃহা সঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥ (সনৎকুমারপুরাণ)

আর কয়টী প্রমাণ উদ্ধার করিব? অসংখ্য পড়িয়া রহিল।

শ্রীএকাদশীদিবসে শ্রাদ্ধকার্য্য অবিধি। উহা সকলেরই জন্য ব্যবস্থা। অপালনে নরক অনিবার্য্য।

"যে কুর্ব্বন্তি মহীপাল শ্রাদ্ধং বৈ দ্বাদশ্যহনি।
ব্রহ্মঘ্নে নরকং যান্তি দাতা ভোক্তা পরেতকঃ॥ (ব্রহ্মবৈবর্ত্ত)

"একাদশ্যান্তু প্রাপ্তায়াং মাতাপিত্রোর্মৃতেঽহনি।
দ্বাদশ্যাং তৎ প্রযত্নেন নোপবাসদিনে ক্বচিৎ॥
পতিতান্নং চরেদ্যস্মিন্ পিতৃশ্চ তদধোজসঃ॥ (পাদ্ম)

একাদশীলঙ্ঘনকারীর কোন ব্রতাদিই ফলপ্রদ নহে।

"একাদশীং পরিত্যজ্য যোঽন্যৎ পুণ্যসমাচরেৎ।
স কৃষ্ণং দয়িতাপুত্রং হিত্বা দৈন্যমুপাচরেৎ॥" (পাদ্ম)

"ন দানং ন তপঃ স্নানং ন চান্যৎ সুকৃতং ক্বচিৎ।
মুক্তয়ে হ্যুত্তরং সুক্রমুক্তৈকং হরিবাসরাৎ॥" (স্কন্দ)

একাদশীমাহাত্ম্যবর্ণনে শাস্ত্রকারগণ সহস্রবদন। দুইটী একটী প্রমাণ নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে।

"একাদশী মহাপুণ্যা সর্ব্বপাপবিনাশনা।
মুক্তেশ্চ দায়িনী বিপ্রাঃ পবিত্রা পাপনাশিনী॥" (ভবিষ্য)

"একাদশীব্রতং যস্তু ভক্তিমান্ কুরুতে নরঃ।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তঃ স বিষ্ণোর্যাতি সন্নিধিম্॥" (বায়বীয়)

কিন্তু একাদশী দশমীবিদ্ধা হইলে স্বতঃই হরিবাসর, সুতরাং সেই দিনই উপবাসবিধি।

"নোপোষ্যা দশমীবিদ্ধা সদৈবৈকাদশী তিথিঃ।
সমুপোষ্যা নরৈ র্জন্তোঃ পুণ্যং বর্ষশতায়ুষম্॥" (নারদীয়)

"উপোষ্যৈকাদশীং যোগাদ্দশমীশেষসংযুতাম্।
ন নরঃ সুখমাপ্নোতি ইহলোকে পরত্র চ॥" (ব্রাহ্ম)

বিবাহেষু চ সর্ব্বেষু দ্বাদশ্যাং সমুপোষণম্।

পারণং হি হরেরুদ্বাসরান্তেক্ষ যামকী মুনে।
হেতুবাদো ন কর্ত্তব্যো হেতুনা পতিতে নরঃ॥" (ব্রাহ্মে)
"একাদশ্যান্তু বিদ্ধায়াং নোপবাসার্চ্চনাদিকম্।
যামত্রয়েব তৎ কুর্য্যাৎ ত্রয়োদশ্যান্তু পারণম্॥" (স্কান্দ)

সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে দুই মুহূর্ত্ত বা চারিদণ্ড থাকিলেই একাদশী শুদ্ধা ও সম্পূর্ণা।

"উদয়াৎ প্রাক্ যদা বিপ্র মুহূর্ত্তদ্বয়সংযুতা।
সম্পূর্ণৈকাদশী নাম তত্রৈবোপবসেদ্বুধঃ॥" (গারুড়)
"আবিত্যোদয়বেলায়াঃ প্রাক্মুহূর্ত্তদ্বয়ান্বিতা।
একাদশী তু সংপূর্ণা বিদ্ধাহন্যা পরিকীর্ত্তিতা॥" (ভবিষ্য)

সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে চারিদণ্ডের ন্যূন হইলে একাদশীকে অরুণোদয়-বিদ্ধা বলে। তাহা বর্জ্জনীয়া।

"অরুণোদয়বেলায়াং দশমীমিশ্রিতা তবেৎ।
তাং ত্যক্ত্বা দ্বাদশীং শুদ্ধামুপোষেদবিচারয়ন্॥" (পাদ্ম)
"অরুণোদয়কালেতু দশমী যদি দৃশ্যতে।
পাপমূলং তদা জ্ঞেয়মেকাদশ্যুপবাসিনাম্॥" (ভবিষ্য)

অরুণোদয়ের লক্ষণ—

"উদয়াৎ প্রাক্ চতুষ্পল ঘটিকা অরুণোদয়ঃ।" (স্কান্দ)
"চতস্রো ঘটিকাঃ প্রাতরুরুণোদয় উচ্যতে॥" (ব্রহ্মবৈবর্ত্ত)

বিগত ২২ আশ্বিন বুধবার একাদশী হইলেও উহা অরুণোদয়-বিদ্ধা ছিল, এই জন্য ত্রৈদিন উপবাস বিহিত না হইয়া তৎপর দিবস উপবাস হইয়াছে। মঙ্গলবার ৪৯ দণ্ড ৮ বিপল পর্য্যন্ত দশমী ছিল। সুতরাং পরবর্ত্তী সূর্য্যোদয়ের চারিদণ্ড ত' দূরের কথা, একদণ্ডেরও অধিক সময়ের মধ্যেও দশমী ছিল। অতএব ঐ একাদশী অরুণোদয়-বিদ্ধা। আমাদের দেশে পণ্ডিতাভিমানী ব্যক্তিগণও এই সামান্য বিচার বুঝিতে না পারিয়া বৈষ্ণব ব্যবস্থাকে কটাক্ষ করিতে লালসী হ'ন, ইহা তাঁহাদের পাণ্ডিত্যের পরিচয়ই বটে! তাঁহারা নরক গমনের পথ প্রশস্ত করিতেছেন, ইহা তাঁহারা একবারও ভাবেন না ইহা বড়ই আক্ষেপের বিষয়!

জিহ্বাবেগ।

বিষয়ের প্রতি ইন্দ্রিয়ের গতিকে ইন্দ্রিয়-বেগ বলে। বিষয় পাঁচটী—রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস এবং স্পর্শ। বিষয়ের গ্রাহক ইন্দ্রিয়ও পাঁচটী—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা জিহ্বা ও ত্বক্।

নিত্য কৃষ্ণদাস জীব, নিজ প্রকৃতিকে ভুলিয়া এই প্রপঞ্চে আসিয়া পড়ে। এই সংসার বাহ্য দৃষ্টিতে জীবের সুখ-ভোগের আপাত ঘটলেও ইহা বদ্ধজীবের জন্য কারাগার মাত্র। অপরাধী ব্যক্তির অপরাধ মোচনজন্য যেমন কারাগারের সৃষ্টি সেইরূপ সংসার কৃষ্ণবিস্মৃতজীবের শাস্তিগৃহ।

চিৎকণ জীব, চিৎসূর্য্য শ্রীকৃষ্ণের তটস্থা শক্তির পরিণাম। সুতরাং সেই তটস্থধর্ম্মে জীবসত্তার সেবাধর্ম্ম ও ভোগ-প্রবৃত্তি অনাদিকাল হইতে বর্ত্তমান। যে কালে সেবাধর্ম্মের হ্রাস, সেকালে ভোগপ্রবৃত্তির উদয়। এই ভোগপ্রবৃত্তির উদয়ে মায়ার প্রতি অভিনিবেশই জীবের বন্ধন। সূক্ষ্ম ও স্থূলভেদে বদ্ধাবস্থার দুইটী আবরণ। মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কারাত্মক সূক্ষ্মব্যক্ত ভেদ ও ক্ষিত্যপ্তেজোমরুদ্ব্যোম এই স্থূলব্যক্ত পঞ্চভেদ। সূক্ষ্মদেহটী বাসনাময় আর বাসনার পরিতৃপ্তির সহায় স্থূলদেহ। বদ্ধজীব এই ভোগায়তন দেহদ্বয়ে 'আমি' বুদ্ধি করিয়া কর্ত্তৃত্বাভিমানে জড়বিষয়ের ভোক্তা সাজিয়াছেন। ইহাই জীবের সংসার।

স্থূলদেহে দশটী ইন্দ্রিয়ের মধ্যে জিহ্বা রস-সংগ্রহের যন্ত্র। জিহ্বাদ্বারে আমরা খাদ্যদ্রব্যের কটু, তিক্ত, কষায়াম্ল-ভেদে বহুবিধ রসের আস্বাদন গ্রহণ করি। গৃহীত খাদ্য-দ্রব্যে ইন্দ্রিয়তর্পণযোগে আমাদের দেহ রক্ষিত ও পুষ্ট হয়। যে কালে জিহ্বা খাদ্যদ্রব্যের দ্বারা দেহ রক্ষার কথা ভুলিয়া ইন্দ্রিয়সুখলালসা কেবলমাত্র রসাস্বাদনে ব্যস্ত হয়, তখনই জিহ্বা বেগ। ইহা জিহ্বার অসংযত অবস্থা। জিহ্বার অসংযত অবস্থায় দেহে কতপ্রকার রোগের উৎপত্তি হয় তাহা ভোগিগণ জানিয়াও না জানিলে সংযত ব্যক্তিগণ বেশ বুঝিতে পারেন। সংযত জিহ্বায় খাদ্যদ্রব্য গ্রহণে

যেরূপ দেহের পুষ্টি সাধিত হয়, অসংযত জিহ্বাবেগে দেহের তদ্বিপরীত অপুষ্টি বা রোগফলে মৃত্যুও সাধিত হইতে পারে।

সাধারণ বিচারেও জিহ্বাবেগের দাস হওয়া উচিত নহে, তত্ত্বজ্ঞানীর ত' কথাই নাই। জিহ্বাবেগ কেবলমাত্র জিহ্বা অসংযত হয় এরূপ নহে, ঐ সঙ্গে উদর ও উপস্থের বেগ বৃদ্ধি হয়। জিহ্বার বেগে জিহ্বা অশান্ত, উদরের বেগে উদরাদর ও উপস্থবেগে ইন্দ্রিয়তর্পণ-চেষ্টাবৃদ্ধি। এ বিষয়ে জগতের আজন্মমান উদাহরণসমূহই যথেষ্ট। তাই শাস্ত্রে বলিয়াছেন—

জিহ্বার লাগিয়া যেই ইতি উতি ধায়।
শিশ্নোদর পরায়ণকভু নাহি পায়॥

জিহ্বা বেগ দুর্দমনীয়। যতই রস-সংস্পর্শ পাইবে ততই ইহা অতৃপ্ত হইয়া রসসংগ্রহে ব্যস্ত হয়। জিহ্বা লম্পটীর ন্যায় গৃহপতির সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করে। কামুকের দৃষ্টিতে বহু পত্নীক সুখী হইলেও তাহার দুঃখের কথা ভুক্তভোগী ব্যতীত কেহ বুঝিতে পারে না। ভাঃ ৭ম স্কন্ধ ১৫ অঃ ৪০ শ্লোক—

জিহ্বৈকতোঽচ্যুত বিকর্ষতি মাবিতৃপ্তা
শিশ্নোঽন্যতস্ত্বগুদরং শ্রবণং কুতশ্চিৎ।
ঘ্রাণোঽন্যতশ্চপলদৃক্ ক্ব চ কর্ম্মশক্তি-
র্বহ্ব্যঃ সপত্ন্য ইব গেহপতিং লুনন্তি॥

জিহ্বাবেগের দাসের অবস্থা অতীব শোচনীয়। রস-ভোগে প্রলুব্ধ বৎস বড়িশসংলগ্ন আমিষলোভে ধাবিত হইয়া আমিষ ভোজনরূপ সুখাস্বাদনে বঞ্চিত হইয়া যেরূপ লৌহকণ্টকে আবদ্ধ হয়, জিহ্বাবেগের দাসের সেইরূপ বন্ধনাত না হইয়া মৃত্যু লাভ হয়—

জিহ্বাতিপ্রমাথিন্যলং রসবিমোহিতঃ।
মৃত্যুমৃচ্ছত্যসদ্বুদ্ধির্মীনস্তু বড়িশৈর্যথা॥

ভা ১১।৮।১৯

অপ্রাকৃতানুভূতিরহিত প্রাকৃত বুদ্ধিবিশিষ্ট ভোগপ্রিয় জনগণের মীমাংসা সর্ব্বদা বিদ্যমান। এই বিচারে অনাহারে জিহ্বাজয়ের ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু তাহা কতদূর কার্য্যকারী তাহা সূক্ষ্মদর্শী ও অধোক্ষজ-সেবাধর্ম্মবিশিষ্ট ব্যক্তিগণ জানেন। নিরাহারে অন্যান্য ইন্দ্রিয়বেগ প্রশমিত হইলেও রসভোগনিবৃত্তিচেষ্টার ব্যতিরেকভাবে জিহ্বাবেগ বর্ত্তমান; অনাহারে দেহনাশের সম্ভাবনা। এ ব্যবস্থা দেখিয়া একজন চিকিৎসকের কথা মনে পড়ে। কোন ধনীর অঙ্গে কয়েকটী ব্রণ হওয়ায় তিনি অত্যন্ত অধীর হইয়া একজন সুচিকিৎসকের শরণাগত হন। ভবিষ্যৎ-দর্শী ঐ চিকিৎসক রোগদর্শনের পর অনেক বিবেচনা করিয়া বলেন—এই ব্রণগুলি বর্ত্তমানে ঔষধ প্রয়োগে নিরাময় হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু আমার ভবিষ্যতের ছবি মনে পড়িতেছে। কেননা ভবিষ্যতে পুনরায় ব্রণ হইতে পারে। অতএব আপনার সমগ্রদেহে অস্ত্র প্রয়োগই এই ব্রণ হইতে চিরদিনের মত নিরাময়ের ব্যবস্থা হইতেছে।

আবার অন্য বিচারে স্থির হইয়াছে যে জিহ্বার প্রবৃত্তি অনুসারে উহাকে চলিতে দিলে অবশেষে ক্ষীণবীর্য্য হইয়া আপনা আপনিই সংযত হইবে। কিন্তু ইহা ঠিক বৃদ্ধব্যক্তির ইন্দ্রিয়-সংযমনের ন্যায়। কেননা বৃদ্ধ ব্যক্তির ভোগেন্দ্রিয়ের অপটুতাক্রমে ভোগক্রমের হ্রাসমাত্র ঘটে। উহা 'বৃদ্ধা বেশ্যাতপস্বিনী' ন্যায়ানুগত। ভোগের দ্বারা ভোগ-নিবৃত্তি ভোগবাদীর মত। ত্যাগের দ্বারা ভোগ নিবৃত্তি কর্ম্ম ত্যাগীর মত। বিষয়ের প্রতি রাগ ত্যাগে বিষয়গ্রহণ-প্রবৃত্তির ধ্বংস হয় না। জিহ্বা অসংযত রাখিলে কেবল জিহ্বাবেগ নহে, উদর ও উপস্থের বেগবৃদ্ধি হয় ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।

শাস্ত্র বলেন যে, যে পর্য্যন্ত রসনাজয় না করা যায় সেকাল পর্য্যন্ত অন্য ইন্দ্রিয় জিত হইলেও জিতেন্দ্রিয় হওয়া যায় না, কিন্তু রসনা-জয়ে সর্ব্বেন্দ্রিয় জয় করা হয়—

তাবজ্জিতেন্দ্রিয়ো ন স্যাদ্বিজিতান্যেন্দ্রিয়ঃ পুমান্।
ন জয়েদ্রসনং যাবজ্জিতং সর্ব্বং জিতে রসে॥

ভাঃ ১১।৮।২১

অতএব এই উভয় সঙ্কটে জীবের কোন পথ গ্রহণ শ্রেয়ঃ অক্ষজবাদিগণ তাহার বিচার করিয়াছেন কি? তাহারা ত 'মুক্তি' গুণলাভে ব্যস্ত। মুক্তি-শব্দে কি অনুদ্বেগ-মাত্র বুঝায়? না তাহা নহে। শ্রোত্রিয় ও ব্রহ্মনিষ্ঠ শ্রীগুরুর চরণাশ্রয়ে দিব্যজ্ঞানলাভ করিয়া জীব গুণ উদ্ধবের প্রশ্নে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—

'জিহ্বোপস্থকর্ম্মা দৃষ্টিঃ' (ভা ১১।১৯।৩৩)

আবার শুন, এইজন্যই তীত বিচারে শাস্ত্র বলিতেছেন—

হৃষীকেণ হৃষীকাণি যস্ত তৎপরতানিহ।
স এব তৎপরামোতি সংসারে জীবচঞ্চলে॥

সমস্ত ইন্দ্রিয়ের অধিপতি শ্রীকৃষ্ণ। ভৃত্যের কর্ত্তব্যই প্রভুসেবা। প্রভুসেবা ভুলিয়া ভোগবুদ্ধিতে দাসের প্রভু হওয়ার জন্যই এই দুরবস্থা। পুনরায় ভোগ ছাড়িয়া প্রভু-সেবায় নিযুক্ত হইলে নিজ স্বভাবের উদয় হয়। ঐ দেখুন মহাভাগবত অম্বরীষ কিভাবে রসনা জয় করিয়াছেন—

'রসনাং তদর্পিতে' (ভাঃ ৯।৪।১৯)

জাগতিক বস্তুসমূহ ত্রিগুণময়। আহার্য্য দ্রব্যও ত্রিবিধ। তামসিক ও রাজসিক খাদ্য অপেক্ষা সাত্ত্বিক খাদ্য শ্রেষ্ঠ হইলেও উহা গুণময়। আর শ্রীভগবন্নিবেদিত অন্ন নির্গুণ। ইহা ত্রিগুণাতীত অর্থাৎ অপ্রাকৃত, 'মন্নিবেদি-তমনির্গুণং'। শ্রীকৃষ্ণসেবাবুদ্ধিবিশিষ্ট জীব অহঙ্কারমুক্ত। আর বদ্ধজীব প্রাকৃত অহঙ্কারে মত্ত। সেবাপরাধী জীব মহাপ্রসাদ সেবন করিয়া অনাহার ও অত্যাহারের দাস হন, পরন্তু জিতেন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়দ্বারে হৃষীকেশের সেবাযুক্ত। ইহা একাধারে ইন্দ্রিয়জয় ও ভগবৎসেবায় অপূর্ব্ব সম্মেলন। ভোগবাদী ও ত্যাগবাদীর ন্যায় ইন্দ্রিয়দাদত্বের বা কল্পিত ইন্দ্রিয় ধ্বংস সর প্রকরণ মাত্র নহে। তাই ভক্তরাজ গাহিয়াছেন—

যহা প্রসাদসেবা, করিতে হয়,
সকল প্রপঞ্চ জয়।

শাস্ত্র পুনরায় বলিয়াছেন শ্রীভগবন্নিবেদিত অন্ন মহা-প্রসাদ, আর উহা ভক্তভুক্ত হইলে মহামহাপ্রসাদ। সুতরাং মহাপ্রসাদ ও মহামহাপ্রসাদ-সেবনই জীবের জিহ্বাবেগ-প্রশমনের ও জিহ্বাদ্বারে শ্রীভগবানের সেবায় যোগ্যতা-প্রাপ্তির একমাত্র উপায়—

ভক্তপদধূলী আর, ভক্তপদজল।
ভক্তভুক্তশেষ—তিন সাধনের বল॥

ভয়াটবী।

ভরত ভারতের ইতিবৃত্তি গৌড়ীয়-পাঠকের নিকট অজ্ঞাত নয় বলিয়াই বিশ্বাস। সিন্ধু ও সৌবীরদেশের রাজা যে রহূগণের শিবিকা তিনি বহন করিয়াছিলেন, তাঁহাকে তিনি নিজ পূর্ব্ব জীবনের বৃত্তান্ত এইরূপ বলিয়াছিলেন, "আমি পূর্ব্বজন্মে (ভগবদ্ভক্তায় ঋষভদেবের পুত্র) ভরতনামে রাজা ছিলাম। বহু দর্শন ও শ্রবণের ফলে আত্মার সং-সারাসক্তিরূপ বন্ধন বিমুক্ত হইলে আমি ভগবানের আরাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। পরে দৈব দুর্ব্বিপাকে পড়িয়া এক মৃগশিশুর সঙ্গবশতঃ আমি পরজন্মে মৃগ হইয়া আমার উদ্দেশ্য নষ্ট করিয়াছিলাম। কিন্তু পূর্ব্বের কৃষ্ণার্চ্চনপ্রভাবে পূর্ব্বজন্মস্মৃতি আমার ত্যাগ না করায় আমি জনসঙ্গ হইতে দূরে, প্রচ্ছন্নভাবে ভ্রমণ করিতেছি।" এই বলিয়া রাজাকে ভয়াটবীপারে লইয়া যাইবার জন্য জড়রূপী শ্রীভরত ভয়াটবী বর্ণন করিলেন। দুস্তর প্রবৃত্তি-মার্গে রজঃ তমঃ সত্ত্বগুণে বিভক্ত কর্ম্মফলকে বরণীয় মনে করিয়া অর্থলাভ-তৎপর বণিক সম্প্রদায়-বেরূপ অরণ্যে প্রবেশ করে সেইরূপ সুখান্বেষী জীবকুল ভয়াটবী (সংসার-কানন) ভ্রমণ করিয়া সুখপ্রাপ্ত হয় না। তাহারা ভগবানের মায়ার সংসারমার্গে পতিত হইয়াছে, অদ্যাপি হরিগুরু-চরণারবিন্দমধুকর ভক্তগণের সেবিত তাপপ্রশমন মায়া-তরণোপায় প্রাপ্ত হইতেছে না।

সংসারারণ্যে ছয়টী দস্যু কুৎসিতপরিচালকবিশিষ্ট সেই বণিকসম্প্রদায়ের ধনাদির বিলোপসাধন করে। নেকড়ে যেমন মেষ হরণ করে, সেখানে শৃগালগণ অনবধান বণিক-দলের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দলস্থিত বণিকের সর্ব্বস্ব হরণ করিয়া লয়। এই ছয়টী দস্যু কামাদি ষড়্রিপু; পরি-চালক বুদ্ধি; শৃগালগণ পুত্রদার—তুমি পিতা, তুমি স্বামী বলিয়া শ্রমের ও অনবধান করিয়া ফেলে। বহু কষ্টলব্ধ সাক্ষাৎ পরমপুরুষ ভগবানের আরাধনলক্ষণ যে পারমার্থিক ধনজন, কুবুদ্ধিচালিত অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির তাহা দর্শন,

শ্রবণ, আঘ্রাণন, স্নান, স্পর্শন, সংস্কার ও অবাসসাহায্যে গৃহে যে গ্রাম্য উপভোগ, তাহার সাহায্যে পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় ও মন এই ছয় ইন্দ্রিয় তৃপ্ত করিয়া লয়। "অন্নবস্ত্র ভোমাকর্ত্তৃক অবশ্য রক্ষণীয় ও অন্নবস্ত্রাদি দ্বারা অবশ্য পাল্য" এই ন্যায়ের ছলে কুটুম্বগণ বৃকশৃগাল কর্ত্তৃকজন্তুর ঈপ্সিত মত লোভী পুরুষের ইচ্ছা না থাকিলেও তাহার সর্ব্বস্ব হরণ করে। আর তাহার হরিসেবা প্রবৃত্তি আদৌ থাকে না।

আর ঐ বনে প্রবৃদ্ধ লতা গুল্ম আচ্ছাদিত দুষ্প্রবেশ গহ্বরে তীব্র মক্ষিকাদংশক কর্ত্তৃক উপদ্রুত পথিক কোনও স্থলে গন্ধর্ব্বপুর সত্য বলিয়া দর্শন করে, কোথাও বা অতি বেগবান্ উল্মুকাকার প্রেত বা পিশাচ দর্শন করিয়া মুগ্ধ হয়। সেইরূপ কামকর্কশেষ্টিত গৃহাশ্রমে বর্ত্তমান থাকিয়া লোকে দুর্জ্জন কর্ত্তৃক অত্যাচারিত হয়, অবটমান দেহাদিকে সত্য বলিয়া মনে করে এবং সুবর্ণাদিকে উপাদেয় জানিয়া তন্নিমিত্ত লোলুপ হয়। প্রতিবৎসর ক্ষেত্রকর্ষণ করিলেও যেমন বীজসকল অবশ্য থাকিয়া তৃণ গুল্ম লতা উৎপাদনপূর্ব্বক গহ্বরকে দুর্গম করে, সেইরূপ এই কর্ম্মক্ষেত্ররূপ গৃহাশ্রমে কর্ম্মসকল একেবারে উৎপাদিত হয় না, যেহেতু কর্ম্মক্ষেত্রে কর্ম্মবীজের পরিত্যাগাবস্থিতির ন্যায় কামকর্ম্মসকলের কারণস্বরূপ গৃহে কর্ম্ম নষ্ট হইলেও তাহার মূল বাসনা প্রবল থাকে। এই আশ্রমে রত পুরুষের বহিঃপ্রাণ অর্থাৎ ধনসম্পত্তি হংসমশকতুল্য নীচ ব্যক্তিরাও শলভমূষিকতুল্য তস্করগণ হরণ করে। তথাপি সে এই পথে চলিতে ক্ষান্ত হয় না। অবিদ্যার উপরক্ত মনে মৃগতৃষ্ণিকার ন্যায় বঞ্চক নৃপাদির উপাসনায় ধনপ্রাপ্ত হওয়ার দুরাশায় অসত্যকে সত্য বলিয়া ভ্রম করে। পান ভোজন, ইন্দ্রিয়তর্পণ প্রভৃতি বাসনে লোলুপ, বৃথা বিষয়সমূহের পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রধাবিত হয়। শীতাতুর ব্যক্তি যেমন অগ্নিকামে কাতর হইয়া অরণ্যে অগ্নির ন্যায় জলন্ত পিশাচকে (আলেয়াকে?) অগ্নি মনে করিয়া অনুধাবন করে, কিন্তু তাহাকে প্রাপ্ত হয় না, অথবা যদি কোনও গতিকে তাহার নিকট উপনীত হয় তাহা হইলে তৎকর্ত্তৃক মৃত্যুমুখে পতিত হয়, সেইরূপ অগ্নির বিষ্ঠা যে হেয় স্বর্ণ বা অর্থ, তাহার অনুগমন করিয়া লোকে অশেষ ক্লেশে পতিত হয়। তুচ্ছ নিবাস, জল, ধনাদিতে আমার বুদ্ধি করিয়া ভবনের একস্থান হইতে অন্য স্থানে নিরন্তর ভ্রাম্যমাণ হইয়া বেড়ায়। এই সকল বস্তুকে উপভোগ্যজ্ঞানে তদর্থে অভিনিবিষ্ট হইয়া পুরুষের এই দুর্দ্দশা।

অরণ্যে কোথাও বাত্যা বা চক্রবাত (ঘূর্ণিবায়ু) উত্থিত হইয়া দিক্‌সমূহকে ধূলিদ্বারা ধূম্রবর্ণ করায় পথিকের রজোব্যাপ্ত চক্ষু কিছুই দেখিতে পায় না। সংসারে যে স্ত্রী ঐন্দ্রজালিকের ন্যায় ঘুরিতে ফিরিতে থাকে তৎকর্ত্তৃক উদ্দীপ্ত কন্দর্পবেগদ্বারা আবৃত হইয়া অন্তরের কর্ম্মসাক্ষী যে সমস্ত দেবতা আছেন তাহা না জানিতে পারিয়া কামান্ধ হয়।

কোনও স্থলে অদৃশ্য ঝিল্লীসমূহ কর্কশ শব্দ করিয়া কর্ণপীড়া উৎপাদন করে, কোথাও বা পতঙ্গ দুঃসহ রব করিয়া অক্ষিপীড়া জন্মায়। ঝিঁঝির ন্যায় পরোক্ষে ও পেচকের ন্যায় প্রকাশ্যে অগ্নিস্বরূপদিগণের কটুভাষণে কাতর হইয়া ও ক্ষুৎকাম হইয়া যাহাদের দ্বারী পর্য্যন্ত পাপহেতু, সেই অসুপাবৃক্ষসদৃশ অধার্ম্মিকগণকে সেবা করে, কখনও বা মরীচিকাস্থিত জলের ন্যায় দাতার নিকট ভিক্ষার্থ গমন করে।

কখনও বা বণিকদল জলশূন্য নদীতে গমন করিয়া তন্মধ্যে পতিত হইয়া গাত্রভঙ্গজনিত দুঃখ ভোগ করে, অথচ জল প্রাপ্ত হইয়া তৃষ্ণা দূর করিতে পারে না। কখনও কখনও বা নিরন্ন হইয়া পরস্পরের নিকট বৃথা অন্নপ্রার্থী হয়। এইরূপে সংসারমধ্যে অসৎপ্রসঙ্গে ভ্রষ্টবুদ্ধি হইয়া পুরুষ পাষণ্ডের সমীপে গমনপূর্ব্বক ইহ ও পরত্র উভয়ত্র এই দুঃখ পায়। আবার কখনও অভাবগ্রস্ত হইয়া বৃথা দায়াদগণের দ্বারস্থ হয় এবং ক্ষুৎক্লেশার্ত্ত হইয়া অন্নসমীপে গমন করিতে পারে না, পরন্তু পিতৃপুত্র ও দায়াদগণকে নানারূপে পীড়া প্রদান করে।

কোনও সময় পথিক ভীষণ দাবাগ্নিতপ্ত হইয়া, কখনও বন্যগণ কর্ত্তৃক হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া অবশেষে নির্ব্বেদপ্রাপ্ত হয়। সেইরূপ পুরুষ দাবাগ্নি-তুল্যদুঃখজনক গৃহাশ্রম শোকাগ্নির তাপে তপ্তকর হয় এবং বন্ধুবান্ধবের

ভায় ভগবৎ ধামপূর্বক কর্ত্তৃক প্রাণকুলা প্রিয় ধনাজির নাথে ধনহীন আমাকে ধিক্ বলিয়া প্রাণত্যাগের সংকল্প করে।।

(ক্রমশঃ)

দাক্ষিণাত্য-পথে

(পূর্ব্বানুবৃত্তিক্রমে)

ধমনীতে রক্ত প্রবলবেগে সঞ্চালিত হইতেছিল, বক্ষঃস্থল মাঝে মাঝে ঈষৎ কম্পিত হইতেছিল। তবে আমাকে সপ্তম স্বর্গলোকে পরিগণিত করিবার পূর্ব্বেই যে স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল, ইহাতে কিছু আনন্দ হইল। তখনই একটী মাদ্রাজী ট্রেণনে আসিয়া পৌঁছিল। ট্রেণন মাষ্টার মহাশয় বাহিরে আসিয়া আমাকে বলিলেন; আপনার কালিপুরাঘাট যাইবার গাড়ী বেলা ১১টার সময় আসিবে। আমি একটু নিশ্চিন্ত হইলাম। প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে গতরাত্রের দুর্ঘটনা ও দুঃস্বপ্নের বিষয় চর্ব্বিতচর্ব্বণ করিতে লাগিলাম। অনতিবিলম্বে আমার গাড়ী আসিয়া পৌঁছিল, গাড়ীতে উঠিয়া অর্দ্ধঘণ্টাকাল মধ্যে কালিপুরাঘাট ট্রেণনে পৌঁছিলাম। তথাকার ট্রেণনমাষ্টারমহাশয়ের সঙ্গে আলাপ করিয়া জানিলাম স্বামিজী ভক্তবৃন্দসমভিব্যাহারে হরিপুরা-গ্রামের খ্যাতনামা উকিল শ্রীযুক্ত মদনমোহন পট্টনায়ক মহাশয়ের বাড়ীতে আতিথ্য স্বীকার করিয়াছেন। বেলা ১২ টার সময় উক্ত গ্রামে মদনবাবুর বাড়ীতে তাঁহাদের দর্শন লাভ করিলাম। তীর্থ মহারাজের আগমনে স্থানটী যেন নবজীবনলাভ করিয়াছিল। তিনি ভাগবত পাঠ করিতেছিলেন। ভক্ত ভাগবত ও গ্রন্থ ভাগবতের সংস্পর্শে স্থানটী যেন তীর্থ হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার পার্শ্বে তাঁহার দ্বিতীয় স্বরূপ শ্রীপাদ হরিপদ ভট্টদৈনিক প্রভু গম্ভীরভাবে বদ্ধজীবের কল্যাণের উপায় উদ্ভাবন করিতেছিলেন। ইঁহার হৃদয়টী বড়ই কোমল। আপামর সাধারণ সকলকেই কৃপাবিতরণ-কার্য্যে আদৌ কাতরতা নাই। সুতীক্ষ্ণবুদ্ধিপ্রভাবে মুহূর্ত্তমধ্যে জীবের হৃদয়ের অন্তঃস্থল পর্য্যন্ত দেখিয়া লইয়া মূলযোগ-চিকিৎসায় সিদ্ধহস্ত; ভক্তিসিদ্ধান্তে সুনিপুণ; শ্রীহরিসেবায় আদৌ ক্লান্তি নাই; এই বৈষ্ণবগোষ্ঠীটীকে দেখিলে আমার হৃদয়ের জন্মজন্মান্তরীণ তাঁহার অনুগমনে প্রবৃত্তি অনেকের অন্তরে জাগরূক হয়। আমার উপর তাঁহার অসীম কৃপা। তাঁহার পার্শ্বেই শ্রীপাদ হরিদাস ব্রজবাসী ব্রহ্মচারি-বরের সহিত ইতিকথা আলাপ করিতেছিলেন। পঞ্চকেশ মুণ্ডিতশির ব্রজবাসী ঠাকুরের কীর্ত্তনপিপাসার ক্ষান্তি নাই। বয়ঃক্রম পঞ্চাশের উপর হইলেও হরিকীর্ত্তনসাধনে তিনি যুবা অপেক্ষাও অধিক বলবান্। তাঁহার কীর্ত্তন শুনিয়া পাষাণও গলিয়া যায়। পাষণ্ডদলন-কার্য্যে তিনি সর্ব্বাগ্রগামী। প্রায় চারিবৎসর পূর্ব্বে অনেক বন্ধুর সহিত যখন কোলদ্বীপ হইতে শ্রীমায়াপুর দর্শনাকাঙ্ক্ষায় নৌকাযোগে গঙ্গাপথে হইতেছিলাম তখন এই বৈষ্ণবমূর্ত্তিটীকে গঙ্গাগর্ভস্থ বহুযাত্রিসঙ্কীর্ণ নৌকামধ্যে দেখি। তিনি শান্তমুখে শ্রীমায়াপুর ধামমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে করিতে সকলেরই চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছিলেন। কাণ্ডারী হইয়া তিনি যেন যাত্রিদিগকে ভবসমুদ্রের পরপারে লইবার জন্য ব্যস্ত। তাঁহার ভাষার ও ভাবের বিশেষত্বে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার অনুগমনপূর্ব্বক শ্রীমায়াপুরচন্দ্রকে প্রথম দর্শন করি। শ্রীমায়াপুর যোগপীঠে ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস ঠাকুরের কথা ইহার মুখেই প্রথম শুনি। শ্রীত্রৈলোক্য নাথ ব্রহ্মচারী ও শ্রীদেবকীনন্দন ব্রহ্মচারী প্রভৃতি তাঁহার নিকটে বসিয়া নিম্নলিখিত পদটী মিষ্টিস্বরে গাহিতেছিলেন—

নিতাই গুণমণি আমার নিতাই গুণমণি।
আনিয়া প্রেমের বন্যা ভাসাল অবনী।

নয়নাভিরাম বৈষ্ণববৃন্দের শ্রীচরণে অসংখ্য দণ্ডবৎ-প্রণতিপূর্ব্বক তাঁহাদের উচ্ছিষ্ট পাইয়া গত রাত্রের সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলাম। স্বামিজী তখন হাসিতে হাসিতে রহস্য করিয়া বলিলেন—"আপনি পতিতপাবন নিত্যানন্দসন্তান কিনা, তাই বন্যজন্তুর মধ্যেও হরিকথা প্রচার উদ্দেশে আমাদিগকে ছাড়িয়া গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িয়াছিলেন। শুনিয়াছি, মহাপ্রভু ঝারিখণ্ডপথে সিংহ, ব্যাঘ্র ও হস্তী প্রভৃতিকে হরিনাম দিয়া নৃত্য করাইয়াছিলেন। আপনি

তাহার সেবক কি না—আপনারও এই প্রকার কোন গুপ্ত অভিসন্ধি ছিল"। আমি মনে মনে ভাবিলাম পশু সকলেই আমার ন্যায় পশুস্বার্থপর ব্যক্তির উপযুক্ত প্রচারের স্থল। অপরাহ্ণে স্থানীয় কয়েকটি ভদ্রলোকের সঙ্গে হরিকথা আলোচনা হইল। পরদিবস প্রাতঃকালে সন্ন্যাসী-মহারাজ ভক্তগণ সমভিব্যাহারে নগর সঙ্কীর্ত্তনে বহির্গত হইলেন। নবাগত বৈষ্ণবসন্ন্যাসীর ভক্তবৃন্দের হরিনামের ধ্বনিতে আকৃষ্ট হইয়া আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই উৎকণ্ঠার সহিত দ্বারদেশে দণ্ডায়মান হইলেন, কেহ কেহ কীর্ত্তনে যোগদান করিলেন। নিকটবর্ত্তী তিন চারি খানি গ্রাম ব্যাপিয়া সঙ্কীর্ত্তন ধ্বনি চলিতে লাগিল। গ্রামবাসিগণের এক নব ভাবের উদয় হইল; জনৈক মৎস্যব্যবসায়ী মুসলমান এতদূর মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন যে, মহাপ্রভুর সেবায় আনুকূল্য স্বরূপ একখানি দশটাকার নোট স্বামীজীর হাতে দিয়া স্বামিজীকে গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করিতে বলিলেন,—পতিতপাবন প্রভু তাঁহাকে কৃপা করিলেন। শ্রীযুক্ত ললিতলাল সিংহ মহাশয়ের বাড়ীতে একদিন ভাগবতপাঠ ও কীর্ত্তন করিয়া ভক্তবৃন্দ সমাগত শ্রোতৃমণ্ডলীকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। জরিপুরা গ্রামে তিন দিন অবস্থানপূর্ব্বক গ্রামবাসীদিগকে ধন্য করিয়া তাঁহারা একাদশীর দিন রাত্রি ১টার সময় মাদ্রাজ মেল ধরিয়া পরদিন প্রাতে ইছাপুর পৌঁছিলেন। সেখানে স্নানাদি করিয়া বৈকালে পুনরায় ট্রেণ ধরিয়া আমরা পরদিন প্রাতে ওয়ালটেয়ার ষ্টেশনে নামিলাম। তাহাতে স্থানীয় মহোদয়গণ সাদর সম্ভাষণে আতিথ্য গ্রহণ করিতে ও মধ্যাহ্নে বিশাখাপত্তনম্ ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী একটী ছত্রে আহার করিতে অনুরোধ করিলেন। তদনুসারে প্রাতে নগরকীর্ত্তন ও বৈকালে স্থানীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবিশেষের নিকট পরমার্থ বিষয়ে আলোচনা হইত। এই ভাবে তিনদিন আমরা সেই ছত্রে রহিলাম। পরে স্থানীয় মিউনিসিপেলিটির Chairman মহাশয়ের আগ্রহাতিশয্যে Turner Choultry তে আমাদের থাকিবার স্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। স্থানীয় মহোদয়গণ কর্ম্মচারিগণ দ্বারে দ্বারে প্রচুর পরিমাণে চাউল, ডাউল, ঘৃত ইত্যাদি উক্ত ছত্রে আমাদের নিকট পাঠাইয়া দিতেন। ১৬ই জুলাই তারিখে বিশাখাপত্তনে মহা প্রতিষ্ঠ প্রবীণ উকিল শ্রি, বেঙ্কটপতিরাজু মহাশয় স্বামিজীর সহিত আলাপ করিয়া পরমানন্দ লাভ করিলেন এবং তাঁহার অনুরোধে তিনি নবযুবকের টাউনহলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত বৈষ্ণবধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। এই ভদ্রলোকটী লেজিস্লেটিভ্ এসেম্ব্লীর একজন মেম্বর। ইনি চীন ব্যতীত পৃথিবীর সমস্ত প্রদেশে ভ্রমণ করিয়াছেন। ইঁহার ছোটপুত্র ওয়ালটেয়ারের একমাত্র ব্যারিষ্টার। তিনি নিম্নলিখিত নোটীশটী ছাপাইয়া ভদ্রমণ্ডলীর মধ্যে বিতরণ করাইলেন।

Notice

Public meetings will be held in the Town Hall at 6.30 P. M. on the 17th, 18th and 19th instants when Swami Bhakti Pradipa Tirth Maharaj, B. A. of Bengal Presidency will deliver lectures on Sanatana Dharma (Universal Religion.)

All are cordially invited to attend.

Vizagapatam,
16th July 1924.

B. Venkatapatiraju.

যুগধর্ম্ম।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব শাস্ত্রকারেরা যে নবদ্বীপে ভগবন্নামের উদয়কাল হইতে এখন পর্য্যন্ত যে সকল ক্রম উন্নতি লক্ষ্য করিয়াছেন তাহা আলোচনাপূর্ব্বক যুগভেদে তারকব্রহ্ম নামের ক্রমবিকাশ প্রদর্শন করিয়াছেন। মহাযুগের তারকব্রহ্ম নাম—

নারায়ণপরা বেদা নারায়ণপরাক্রিয়া।
নারায়ণপরা মুক্তির্নারায়ণপরা গতিঃ।

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, বিজ্ঞান, ক্রিয়া, মুক্তি ও চরম গতি এই সমস্ত বিষয়ের আশ্রয় নারায়ণ। ঐশ্বর্য্যগত পরব্রহ্মের নাম নারায়ণ। বৈকুণ্ঠ ও যে পার্ষদ সকল গণিত আছেন, তাহাতে নারায়ণাত্মক ভগবদ্ভাব সম্পূর্ণভাবে

উপলব্ধ হয়। এই অবস্থায় তত্ত্ব শান্তভাব দেখা যায়।

হরেনামৈবকেবলম্ ইত্যাদি মন্ত্রমুখন।

কৃষ্ণকেশব কংসারে হরে বৈকুণ্ঠবামন॥

এইটী ত্রেতাযুগের তারকব্রহ্মনাম। ইহাতে যে সকল নামের উল্লেখ আছে, তাহাতে ঐশ্বর্য্যগত নামাভাসের বিবিধ বিক্রম সকল সূচিত হইয়াছে। ইহা শান্ত ও দাস্য ভাবপর—

হরে মুরারে মধুকৈটভারে গোপালগোবিন্দ মুকুন্দ সৌরে।

যজ্ঞেশ নারায়ণ কৃষ্ণ বিষ্ণো নিরাশ্রয়ং মাং জগদীশ রক্ষ॥

এইটী দ্বাপরযুগের তারকব্রহ্ম নাম। ইহাতে যে সকল নামের উল্লেখ আছে তাহাতে নিরাশ্রিত জনের আশ্রয়রূপ কৃষ্ণকে লক্ষ্য করে। ইহাতে শান্ত, দাস্য, সৌহৃদ সখ্য ভাবের প্রাবল্য দৃষ্ট হয়।

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।

হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

এইটী কলিযুগের তারকব্রহ্মনাম। এইটীই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মমতা বিশ্রম্ভভাব ব্যঞ্জক নামমন্ত্র বলিতে হইবে। ইহাতে কোন প্রার্থনা নাই। মমতাযুক্ত সমস্ত রসের উদ্দীপকতা ইহাতে দৃষ্ট হয়। ভগবানের কোন প্রকার বিক্রম বা মুক্তিদাতৃত্বের পরিচয় নাই। কেবল আত্মা যে পরমাত্ম-কর্ত্তৃক কোন অনির্ব্বচনীয় প্রেমসূত্রে আকৃষ্ট আছেন, ইহাই মাত্র ব্যক্ত আছে। অতএব মাধুর্য্যাশ্রিত বিশ্রম্ভ-সেবাপ্রার্থী জনের সম্বন্ধে এই নামটী একমাত্র মন্ত্রস্বরূপ হইয়াছে। ইহার অনুক্ষণ আলোচনাই একমাত্র উপাসনা। সারগ্রাহী জনগণের ইষ্টা, ব্রত, অধ্যয়ন ইত্যাদি সমস্ত পারমার্থিক অনুশীলন এই নামের অনুগত। ইহাতে দেশকালপাত্রের বিচার নাই। এই ঘোর পাপাক্রান্ত কলিযুগে মানবগণকে অল্পায়ু, ক্ষুদ্রবুদ্ধি, হীনবল, মন্দমতি দর্শন করিয়া কলিকল্মষহর পতিতপাবন শ্রীভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র নবদ্বীপধামে শ্রীগৌরাঙ্গরূপে অবতীর্ণ হইয়া কলিযুগের একমাত্র আশ্রয় শ্রীহরিনাম আপামর সকল শ্রেণীর মনুষ্যের দ্বারে দ্বারে প্রচার করিয়াছিলেন। নিজে ভক্তভাব অঙ্গীকার করতঃ নামরস আস্বাদন করিয়া জীবগণকে তাহা আস্বাদন করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—

"যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তামু নামসংকীর্ত্তন।

চারিভাব ভক্তি দিয়া নাচামু ভুবন॥

আপনি করিমু ভক্তভাব অঙ্গীকারে।

আপনি আচরি ভক্তি শিখামু সবারে॥

আপনে না কৈলে ধর্ম্ম শিখান না যায়।

এই সিদ্ধান্ত গীতা ভাগবতে গায়॥"

তথাহি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং ৪র্থ অঃ ৮ম শ্লোকে—

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং।

ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

সাধুদিগের পরিত্রাণ, দুষ্কৃতদিগের বিনাশ, এবং ধর্ম্ম স্থাপনের জন্য আমি প্রতিযুগে প্রকাশ হই। যুগধর্ম্ম প্রচারকার্য্য ভগবানের অংশাবতার দ্বারা সম্পন্ন হইয়া থাকে। পৃথিবীর ভার হরণ আর অসুর মারণাদিকার্য্য স্বয়ং ভগবানের নহে। যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—

"পূর্ব্বে যেন পৃথিবীর ভার হরিবারে।

কৃষ্ণ অবতীর্ণ হৈলা শাস্ত্রেতে প্রচারে॥

স্বয়ং ভগবানের কর্ম্ম নহে ভারহরণ।

বিষ্ণু করেন জগত পালন॥

পূর্ণ ভগবান্ অবতরে যেই কালে।

আর সব অবতার তাঁতে আসি মিলে॥

অতএব বিষ্ণু তখন কৃষ্ণের শরীরে।

বিষ্ণুদ্বারে কৃষ্ণ করে অসুর সংহারে॥"

"যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তন হয় অংশ হৈতে।

আমা বিনা অন্যে নারে ব্রজপ্রেম দিতে॥

তাহাতে আপন ভক্তগণ করি সঙ্গে।

পৃথিবীতে অবতরি করিমু নানা রঙ্গে॥

এত ভাবি কলিকালে প্রথম সন্ধ্যায়।

অবতীর্ণ হৈলা কৃষ্ণ আপনি নদীয়ায়॥"

(চৈঃ চঃ আদি ৩য় পরি)

কলিযুগে জীবগণ যেরূপ সর্ব্বদোষাকর, হরিনাম সেইরূপ সর্ব্বগুণাকর; জীবকুল যেরূপ অত্যন্ত শক্তিহীন, হরিনাম আবার সেইরূপ সর্ব্বশক্তিমান্; জীবসমূহ যেরূপ কঠিন ভব মহাব্যাধিতে প্রপীড়িত, হরিনামও তাহার একমাত্র অমোঘ ঔষধ। এইজন্য শাস্ত্র কলির জীবগণের উদ্ধ

যুগধর্ম একমাত্র হরিনামই স্থাপনা করিয়াছেন। তথাহি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্য ২০শ পরিচ্ছেদে "শুক্ল রক্ত কৃষ্ণ-পীত ক্রমে চারিবর্ণ। চারিবর্ণ ধরি কৃষ্ণ করেন যুগধর্ম্ম।"

আসন্‌বর্ণাস্ত্রয়ো হ্যস্য গৃহ্ণতোঽনুযুগং তনূঃ।
শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ। ভা ১০।৮।১৩

সত্যযুগে শুক্লযুগাবতার, ত্রেতাযুগে রক্তযুগাবতার, দ্বাপরযুগে কৃষ্ণযুগাবতার, এবং কলিযুগে পীতযুগাবতার। কৃষ্ণ চারিপ্রকার বর্ণ ধারণ করিয়া যুগাবতার ধর্ম্ম রক্ষা করেন।

"সত্যযুগে ধ্যানেকর্ম্ম করয়ে শুক্লমূর্ত্তি ধরি।
কর্দ্দমকে বর দিলা যেহোঁ কৃপা করি॥
কৃষ্ণ ধ্যান করে লোক জ্ঞান অধিকারী।
ত্রেতায় ধর্ম্ম যজ্ঞ করায় রক্তবর্ণ ধরি॥
কৃষ্ণপদার্চ্চন হয় দ্বাপরের ধর্ম্ম।
কৃষ্ণবর্ণে করায় লোকে কৃষ্ণার্চ্চন কর্ম্ম॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ২০শ পরি)

নমস্তে বাসুদেবায় নমঃ সঙ্কর্ষণায় চ।
প্রদ্যুম্নায়ানিরুদ্ধায় তুভ্যং ভগবতে নমঃ॥

(ভাঃ ১১।৫।২৮)

এইমন্ত্রে দ্বাপরে করে কৃষ্ণার্চ্চন।
কৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তন কলিযুগের ধর্ম্ম॥
পীতবর্ণ ধরি তবে কৈল প্রবর্ত্তন।
প্রেম ভক্তি দিল লোকে লঞা ভক্তগণ॥
ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তন করে ব্রজেন্দ্রনন্দন।
প্রেমে গায় নাচে লোক করে সংকীর্ত্তন॥
আর তিন যুগে ধ্যানাদিতে যেই ফল হয়।
কলিযুগে কৃষ্ণনামে সেই ফল পায়॥

যেহেতু কলির একটী মহৎ গুণ আছে তাহা শুকদেব গোস্বামী মহারাজ পরীক্ষিৎকে বলিয়াছিলেন যথা শ্রীমদ্ভাগবতে—

কলের্দোষনিধে রাজন্নস্তি হ্যেকো মহান্ গুণঃ।
কীর্ত্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তবন্ধঃ পরং ব্রজেৎ॥
কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ॥

(ভাঃ ১২।৩।৫১-৫২)

হে রাজন্ কলিযুগকে দোষের নিধান বলিয়া স্বীকার করিলেও তাহার এমন একটী প্রধান গুণ আছে, যাহার অনুরোধে করিকে অন্যান্য যুগের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কারণ কলিযুগে ভগবান্ বাসুদেবের গুণকীর্ত্তন করিলেই জীব সংসারবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করতঃ পরমপদে গমন করে, সন্দেহ নাই। সত্যযুগে প্রাণায়ামাদি যোগানুষ্ঠানে ভগবানকে ধ্যান করিলে যে ফললাভ হইত, ত্রেতাযুগে বহু আয়োজনে বহুকাল ও আয়াসসাধ্য জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞের সম্পাদনে যে ফললাভ হইত এবং দ্বাপরে বিবিধ আয়োজনে অর্চ্চনার দ্বারা যে সিদ্ধিলাভ করা যাইত, কলিকালে কেবল শ্রীহরির সংকীর্ত্তনেই সেই ফললাভ হওয়া যায়, সন্দেহ নাই।

কাশীবাসী মায়াবাদী সন্ন্যাসিগণের একমাত্র গুরু প্রকাশানন্দ সরস্বতীর সহিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর মিলন ও কথোপকথন হইতেও আমরা জানিতে পারি যে একমাত্র হরিনামই এই কলিযুগের যুগধর্ম্ম এবং ইহা ভিন্ন অপার ভব সমুদ্র পারের গত্যন্তর নাই। যথা প্রবুদ্ধাকা—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥

(বৃহন্নারদীয় পুরাণ)

হরিনাম হরিনাম হরিনাম সার।
কলিকালে নাম বিনা গতি নাহি আর॥

এই বর্ত্তমান কলিযুগে পরমদয়াল পতিতপাবন শ্রীগৌরাঙ্গ দেবেরই শ্রীচরণযুগলে একান্তভাবে আশ্রয় করা আমাদের প্রত্যেক মানবেরই কর্ত্তব্য। শ্রীগৌরাঙ্গদেবের কৃপা ব্যতীত ভবসমুদ্র উত্তীর্ণ হইবার অন্য কোন উপায় নাই। তিনিই এই কলিযুগের একমাত্র পতিত উদ্ধারণ অবতার। তাঁহার নিকট জাতি, ধন, কুল, মান, বিদ্যা, যশ, স্ত্রীপুরুষ, বয়, বর্ণ, অন্ধ প্রভৃতি বিচারাদি ও আত্মসাদির কোন বিচার নাই। যিনি একান্তভাবে তাঁহার অভয়পদে শরণ লইবেন তিনিই অবাধে এই দুস্তর অকূল ভবসমুদ্র গোষ্পদবৎ উত্তীর্ণ হইয়া যাইবেন। এমন পতিতপাবন অবতারে শ্রীগৌরাঙ্গে যাহাদের মতি না জন্মে তাহাদের

কোটী কোটী যুগেও উহার ইয়ত্তা নাই। তাই পদকর্ত্তা নয়নানন্দ বলিয়া গিয়াছেন যথা—

কলিযোর তিমিরে গরাসল জগজন, হরল করম সহ বুধ।
অনাদনে চিন্তামণি, বিধি মিলায়ল আনি,
গোরা বড় দয়ার ঠাকুর।
ভাইরে ভাই গোরা গুণ কহনে না যায়।
কত শত আনন, কত চতুরানন, বরণিয়া ওর নাহি পায়॥
চারিবেদ ষড় দরশন পড়িয়া সে গৌরাঙ্গ নাহি ভজে।
কিবা তার কলান, গোঙন বিহীন যেন,
জনমে কিবা তার কাজে॥
যেন বিদ্যা শুষ্ক, কিছুই না জানত,
সে যদি গৌরাঙ্গ জানে সার।
নয়নানন্দ ভণে সেই সে সকল জানে,
সর্ব্ব সিদ্ধি করতলে তার"॥

শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বরূপ দামোদর ও রায় রামানন্দ ব্যতীত তাঁহার হৃদয়ের গোপনীয় ভাব সমূহ মধ্যে মধ্যে প্রকাশ করিয়া বলিতেন এবং ব্রজের নিগূঢ় রস ঐ দুই জনকেই লইয়া আস্বাদন করিতেন যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—

"চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি, রায়ের নাটক গীতি,
কর্ণামৃত শ্রীগীতগোবিন্দ।
স্বরূপ রামানন্দ সনে, মহাপ্রভু রাত্রি দিনে,
গায় শুনে পরম আনন্দ॥"

একদিন কলির জীবগণকে উপদেশ দিবার ছলে ঠাকুর স্বরূপ দামোদর ও রায় রামানন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—ওহে স্বরূপ দামোদর! ওহে রায় রামানন্দ! কলিযুগের যুগধর্ম্ম একমাত্র হরি সংকীর্ত্তন। হরি সংকীর্ত্তনেই জীবের সর্ব্বসিদ্ধি ঘটে। যাঁহারা সুমেধা-সম্পন্ন তাঁহারা এরি সংকীর্ত্তন যজ্ঞে শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করিয়া থাকেন যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—অন্ত্য ২০শ পরিচ্ছেদে।

"হেন প্রভু কহে শুন স্বরূপ রামরায়।
নাম সংকীর্ত্তন কলৌ পরম উপায়॥
সংকীর্ত্তনযজ্ঞে কলৌ কৃষ্ণ আরাধন।
সেই ত সুমেধা পায় কৃষ্ণের চরণ॥"

"কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্র পার্ষদং।
যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥"
(ভাঃ ১১।৫।৩০)

নাম সংকীর্ত্তনে হয় সর্ব্বানর্থ নাশ।
সর্ব্ব শুভোদয় কৃষ্ণে প্রেমের উল্লাস॥
সংকীর্ত্তন হৈতে পাপ সংসারনাশন।
চিত্তশুদ্ধি সর্ব্বভক্তি সাধন উদ্গম॥

কাঙ্গালের ঠাকুর শ্রীগৌরহরি সাক্ষাৎ অদ্বিতীয় ব্রজেন্দ্র-নন্দন হইয়াও আমাদের ন্যায় কলিহত জীবের যাহাতে হরিনামে দৃঢ়শ্রদ্ধা জন্মে তদুদ্দেশে আপনাকে জীবাভিমান করিয়া নিম্নলিখিত শ্লোক পাঠ করিয়াছিলেন যথা পদ্যাবলীতে—১৯শ, ধৃতঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবস্য শিক্ষাষ্টকস্য ২য় শ্লোকঃ।

নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্ব্বশক্তি-
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি
দুর্দ্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ॥
অনেক লোকের বাঞ্ছা অনেক প্রকার।
কৃপাতে করিল অনেক নামের প্রচার॥
খাইতে শুইতে যথা তথা নাম লয়।
কাল দেশ নিয়ম নাহি সর্ব্ব সিদ্ধি হয়॥
সর্ব্বশক্তি দিল নামে করিয়া বিভাগ।
আমার দুর্দ্দৈব নামে নাহি অনুরাগ॥
যেরূপে লইলে নাম প্রেম উপজয়।
তার লক্ষণ শ্লোক শুন স্বরূপ রামরায়॥
তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥

অন্বয়ার্থ ঃ—

উত্তম হৈয়া আপনাকে মানে তৃণাধম।
দুই প্রকারে সহিষ্ণুতা করে বৃক্ষসম॥
বৃক্ষ যেন কাটিলেও কিছু না বোলয়।
শুকাইয়া মৈলে কারে পানী না মাগয়॥
যেই যে মাগয়ে তারে দেই আপন ধন।
ঘর্ম্ম বৃষ্টি সহে আনের করয়ে রক্ষণ॥

উত্তম হৈয়া বৈষ্ণব হবে নিরভিমান।
জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ অধিষ্ঠান।
এই মত হৈয়া যেই কৃষ্ণনাম লয়।
শ্রীকৃষ্ণচরণে তার প্রেম উপজয়॥

ভক্তের জয়।

স্থান—যশোহর জেলার 'বেনাপোল'নামক গ্রামপ্রান্তস্থ নির্জ্জন কুটীর। কাল—গভীর রাত্রি। পরম বিরক্ত বৈষ্ণব ঠাকুর স্বীয় ভজনানন্দে মগ্ন রহিয়াছেন, এমন সময় কোথা হইতে দশদিক্ উজ্জ্বল করিয়া কোথা ওই ষোড়শী যুবতী তথায় আবির্ভূতা হইল? পরম বিরক্ত বৈষ্ণব ঠাকুরটি আর কেহই নহেন—নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুর। তিনি এখানে নির্জ্জন কুটীরে বাস করিয়া সমস্ত দিনরাত্রি শ্রীহরিনাম কীর্ত্তন করেন। প্রতি মাসে কোটিসংখ্যক শ্রীনামগ্রহণ তাঁহার নিয়মিত ছিল এবং শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের সেবোপযোগী অত্যুজ্জ্বল চরিত্রদর্শনে তথাকার অধিবাসিবৃন্দ ক্রমশঃ ঠাকুরের দিকে আকৃষ্ট হইয়া ঠাকুরকে শ্রদ্ধা ও মান্য করিতে লাগিল। কিন্তু সেই প্রদেশের শাসনকর্ত্তা রামচন্দ্রখান অত্যন্ত বৈষ্ণববেষী ছিল,—ঠাকুরের প্রতি লোকসমূহের এত শ্রদ্ধাভক্তি তাহার প্রাণে অসহ্য হওয়ায় বৈষ্ণববিদ্বেষিণি শ্রীল ঠাকুর হরিদাসের প্রতি আসুর অত্যাচারের ব্যবস্থায় ব্যস্ত হইয়া পরমাসুন্দরী অধিবাসিনীকে ঠাকুরের নিকট প্রেরণ করিতে বদ্ধপরিকর হইল। একটি অপ্সরাতুল্যা যুবতী রামচন্দ্রখানের অর্থ লাভে ঐ কার্য্যে স্বীকৃত হইয়া বলিল,—তিন দিবস মধ্যেই আমার কৌশলে ঠাকুরকে পাতিত্য করিব। রামচন্দ্র খান ইহা শ্রবণে সন্তুষ্টচিত্তে ঠাকুরকে ধরিয়া লইয়া আসিবার সাহায্যার্থে যুবতীর সঙ্গে নিজ পাইক দিতে চাহিলে, যুবতী বলিল—অদ্য আমি একাকিনী ঠাকুরকে বশীভূত করিব, কল্য আপনার পাইক সাহায্যে ধরিয়া লইয়া আসিব। অতুল রূপের পসরা লইয়া যুবতী উল্লসিতচিত্তে ঠাকুরের নির্জ্জন কুটীরদ্বারে উপস্থিত হইয়া শ্রীতুলসীদেবীকে দণ্ডবৎপূর্ব্বক ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া নানাবিধ কুহকজাল বিস্তারপূর্ব্বক বীণাবিনিন্দিত মধুকণ্ঠে ঠাকুরকে নিজ অভিলাষ জ্ঞাপন করিল। তখন ঠাকুর যুবতীকে বলিলেন—"আমার সংখ্যা-নাম পূর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত তুমি বসিয়া শ্রীনামকীর্ত্তন শ্রবণ কর, আমার নামকীর্ত্তন সমাপ্ত হইলে তোমার অভিলাষ পূর্ণ হইবে।" ঠাকুরের এতাদৃশ বাক্যশ্রবণে যুবতী আশ্বস্তচিত্তে বসিয়া রহিল। এদিকে ঠাকুর তো শ্রীনাম গ্রহণ করিতে করিতে রাত্রি কাটাইয়া দিলেন। প্রাতঃকালে যুবতী মনে করিল, অদ্য রাত্রিতে ঠাকুর আমাকে অঙ্গীকার করিবেন, ইহাতে সংশয় নাই। রামচন্দ্রখানকেও যাইয়া বলিল,—অদ্য নিশ্চয়ই কৃতকার্য্যা হইব, ঠাকুর আমার অভিলাষ পূর্ণ করিবেন বলিয়াছেন। রামচন্দ্রখানের নিকট প্রচুর পারিতোষিক লাভ হইবে এবং চতুর্দ্দিকে আমার খ্যাতি-প্রতিপত্তি যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইবে, এই আশায় উৎফুল্লহৃদয়ে দ্বিতীয় রাত্রিতে ঠাকুরের নির্জ্জন কুটীরপ্রাঙ্গণে উপস্থিত হইল। যুবতীকে দেখিয়া পতিতপাবন বৈষ্ণবঠাকুর অধিবাসবচনে বলিলেন—'পতিতা তোমার বাসনা পূর্ণ করিতে পারি নাই, দুঃখিত হইও না ও অপরাধ গ্রহণ করিও না, অদ্য নিশ্চয়ই তোমার অভিলাষ পূর্ণ করিব; এখন আমার শ্রীসংখ্যানাম পূর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া শ্রীনাম শ্রবণ কর।' শ্রীতুলসীদেবীকে প্রণামপূর্ব্বক যুবতী দ্বারে উপবেশন করিয়া শ্রীনাম শ্রবণ করিতে করিতে একবার হরি হরি বলিয়া উঠিল; রাত্রিও প্রায় শেষ হইয়া আসিল দেখিয়া সুখরা নির্ঘৃণ ও চাকপাত্রা প্রকাশ করিতে লাগিল। যুবতীর চঞ্চলতা লক্ষ্য করিয়া ঠাকুর বলিলেন—কোটিসংখ্যক শ্রীহরিনামগ্রহণ যজ্ঞ প্রতিমাসে সম্পূর্ণ করি; এই নামযজ্ঞ প্রায় শেষ হইয়া আসিল, অদ্য সম্পূর্ণ হইবে এরূপ বাসনা ছিল—কিন্তু সমস্ত রাত্রি শ্রীনাম কীর্ত্তন করিয়াও অদ্য শেষ হইল না। আগামিকল্য নিশ্চয়ই নামযজ্ঞ সম্পূর্ণ হইলে ত্বরা তব হবে, সঙ্কল্পে তোমার বাসনা পূর্ণ করিব।

এই নামযজ্ঞ নামীস্বরূপ শ্রীভগবানের উপাসনা হয়। শ্রীল ঠাকুর হরিদাস যেহেতু অথবা সাম্রাজ্য-রক্ষাধিকারী বলিয়া সাধারণ লোককর্ত্তৃক পরিচিত না হইলেও নামযজ্ঞে দীক্ষিত হওয়ায় বৈশ্য-ব্রাহ্মণ হইয়া নামযজ্ঞ

সাধন করেন। হিরণ্য হরিদাস ঠাকুর যাজিক-ব্রাহ্মণ হইয়া যে নামযজ্ঞ আরম্ভ করেন, সেই মানবাপী যজ্ঞ সমাপ্তপ্রায় হইয়াছিল, কিন্তু সমাপ্ত যে না হইলে যজমান হইবে, তাহাই যুবতীকে বলিলেন।

যুবতী প্রস্থান করিয়া রামচন্দ্রখানকে যথাযথ ঘটনা জানাইল তৃতীয় দিবস সন্ধ্যাকালে যুবতী ঠাকুরের কুটীরদ্বারে উপস্থিত হইয়া শ্রীতুলসী ও ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া দ্বারে বসিয়া ঠাকুরের সংখ্যা নাম-শ্রবণে হরি হরি বলিতেছে। ঠাকুর বলিলেন, অদ্য সংখ্যা-নাম পূর্ণ হইলে তোমার অভিলাষ পূর্ণ হইবে, সন্দেহমাত্র নাই। পূর্ব্ব পূর্ব্ব রাত্রির মত ঠাকুর শ্রীনাম কীর্ত্তন করিতে করিতে রাত্রি শেষ করিয়া দিলেন। হায়! যুবতীর এত হাব-ভাব, এত কুলকলঙ্ক-বিস্তার, সকলই অন্তরে যোবনতৃষ্ণা চরিতার্থের কারণ হইল! ক্রমাগত তিন রাত্রি সাধুসঙ্গপ্রভাবে যুবতীর অবশ্য প্রবৃত্তি সমূলে নষ্ট হইয়া চিত্তবৃত্তি সংশোধিত হইল, তখন দয়ার সাগর শ্রীল ঠাকুরের পদপ্রান্তে লুণ্ঠিত হইয়া করযোড়ে রামচন্দ্র খানের বৈষ্ণবদ্রোহিতার বিষময় নিবেদন করিয়া কাতর-কণ্ঠে বলিল—প্রভো! নিজ ঐশ্বর্য্যমদে, রূপযৌবনমদে-মত্ত হইয়া বহু পাপ সঞ্চয় করিয়াছি! রামচন্দ্র খানের অর্থাগারে মুগ্ধ হইয়া আপনাকে বিনষ্টগামী করিবার বৃথা প্রয়াসে কতই না বন্ধুবতী হইয়া সাধুর চরণে অপরাধ সঞ্চয় করিলাম এই পুণ্য দেহাভিমানে ধরাকে সরা জ্ঞান করিয়া অর্থলোভে কতশত ধনবান্ রূপবান্ চরিত্রবান্ যুবকের সর্ব্বনাশ করিয়াছি! কত সাধের সংসারে অগ্নি জ্বালিয়া পতিব্রতা রমণীগণকে ভাসাইয়াছি! শুভ মুহূর্ত্তে রামচন্দ্র খানের পাণ্ডিত্যোবিক-লাভের আশায় আপনার নিকট দুর্ব্বাসনা লইয়া আসিয়াছিলাম; এক্ষণে আপনার দর্শনপ্রভাবে আর কুপথে ঘৃণ্যজীবন যাপন করিবার বাসনা নাই—আপনি কৃপাপূর্ব্বক এই পাষণ্ডীকে উদ্ধার করুন! ঠাকুর বলিলেন—রামচন্দ্র খানের বিষয় সকলই জানি, সে অজ্ঞান ও মূর্খ; তাহার ব্যবহারে আমার দুঃখ নাই, তিন দিবস পূর্ব্বেই এস্থান ত্যাগ করিতাম, কিন্তু তোমার মঙ্গলের জন্য তিন দিবস এখানে রহিলাম। এখন তোমার সমস্ত বিত্তাদি ব্রাহ্মণকে দান করিয়া এই কুটীরে আসিয়া বাস কর ও সর্ব্বক্ষণ শ্রীহরিনাম গ্রহণ ও তুলসীদেবীর সেবা কর তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণ তোমার ভববন্ধন ছিন্ন করিবেন।

এই বলিয়া শ্রীমহামন্ত্র উপদেশ পূর্ব্বক ঠাকুর হরি হরি বলিতে দিক্ বিদিক্ পূর্ণ করিয়া তথা হইতে অন্যত্র প্রস্থান করিলেন। যুবতী তাহার সমস্ত ধনরত্ন মূল্যবান্ আভরণাদি শ্রীগুরুদেবের আদেশে ব্রাহ্মণকে দান করিয়া অতিযত্নে রক্ষিত প্রাণাপেক্ষা প্রিয় সুগন্ধিতৈলসঞ্চিত কেশরাশি মুণ্ডনপূর্ব্বক এক-বস্ত্রা হইয়া কোন দিন উপবাস, কোনও দিবস শাক-ভক্ষণে দিবারাত্র তিন লক্ষ শ্রীনাম গ্রহণ করিতে লাগিলেন। এরূপ ভাবে শ্রীহরিনাম-কীর্ত্তনপ্রভাবে তাঁহার হৃদয়ে রিপুগণ দমিত হওয়ায় তিনি পরম বৈষ্ণবী হইলেন। যুবতীর এতাদৃশ পরিবর্ত্তন-দর্শনে লোকেরা অতিশয় বিস্মিত হইয়া পুনঃ পুনঃ শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের অতুলনীয় সাধুচরিত্রের গুণ কীর্ত্তন করিতে লাগিল ও পূর্ব্বাপেক্ষা সহস্র গুণ শ্রদ্ধা বৃদ্ধি হইল। বৈষ্ণবচরণে অপরাধক্রমে রামচন্দ্র খানের কিরূপ দুর্দ্দশা ঘটিয়াছিল, তাহা পরে গৌড়ীয়-পাঠকপাঠিকাগণকে জ্ঞাপন করিবার বাসনা রহিল। শিষ্যের সর্ব্বস্ব শ্রীগুরুদেবের প্রাপ্য হইলেও বৈষ্ণব-গুরু-দেব শিষ্যের গৃহবিত্তাদি প্রাকৃত মলমূত্র নিজে কখনও গ্রহণ করেন না। যাঁহারা দক্ষিণা গ্রহণ করেন, তাঁহারা দক্ষিণা দ্বারিয়া যমভবনে নীত হন। বৈষ্ণবগুরু তাদৃশ যম ভবনের যাত্রী নহেন, তজ্জন্য তিনি ব্রাহ্মণাদিকে প্রাকৃত বিষয়-সমূহ দিবার ব্যবস্থা আছে। বৈষ্ণবগুরু শিষ্যের হরিবিমুখ বৈভবসমূহ স্বয়ং গ্রহণ করিয়া শিষ্যের আনুগত্য অথবা মুখাপেক্ষা স্বীকার করেন না। শিষ্যকে প্রাকৃত অভিমান হইতে মুক্ত করা এবং তাহার প্রাকৃত ত্যক্ত ধন স্বয়ং গ্রহণ না করাই সদাচারী বৈষ্ণবগুরুর লক্ষণ—ঠাকুর হরিদাসের ইহাই শিক্ষা দেখা যায়। সাধুসঙ্গপ্রভাবের জয়গান পুনঃ পুনঃ শাস্ত্রে ঘোষিত রহিয়াছে—

"সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
লব মাত্র সাধুসঙ্গ সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥"

কোথায় ধনলোভে রামচন্দ্র খান দ্বারা লুব্ধ হইয়া গুপ্তপ্রী যুবতী বাসনানলে ঘৃতাহুতি প্রদানাশায় ঠাকুরের নিকট গিয়াছিল, কিন্তু সাধুসঙ্গের কি মহা প্রভাব! যুবতীর চিত্তবৃত্তি পরিবর্ত্তিত হইয়া নিত্যমঙ্গলের অবিনশ্বর ধনের সন্ধান পাইয়া ধন্য হইল!

"বৈষ্ণব চিনিতে নারে দেবের শকতি"

কিন্তু হায়! আমরা ধন-ভোগলালসায় বশতঃ বৈষ্ণবের নাম শুনিলেই নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া বৈষ্ণবধর্ম্ম বলিতে বর্ণাশ্রমী ইত্যাদির জঘন্য আচরিত ব্যাপারকেই বৈষ্ণব সংজ্ঞা দান করিয়া নরকের পথে দ্রুতবেগে ধাবমান হইতেছি মাত্র। ধনমদে, বর্ণাভিমানে অন্ধ হইয়া সাধুদেরও নিন্দাচরণ করিতে যাইয়া সাধুচরণে অপরাধ সঞ্চয় করিয়া বসি।

"ভাইরে ভাই সাধুসঙ্গ কর ভাল হইয়া।
এ ভব তরিয়া যাবে, মহানন্দ সুখ পাবে,
নিতাই চৈতন্য গুণ গাইয়া॥
চৌরাশি লক্ষজনম, ভ্রমণ করিয়া ভ্রম,
তাতেই দুর্ল্লভদেহ পাইয়া।
মহতের দার দিয়া, ভক্তিপথে না চলিয়া,
কত যাব অকারণে বহিয়া॥
মালামুদ্রা করি বেশ, ভজনের নাহি লেশ,
কিরি আমি লোক দেখাইয়া।
মাকালের ফল লাল, দেখিতে উত্তম ভাল,
ভাঙ্গিলেই দেয় ফেলাইয়া॥
চন্দন, তরুর কাছে, যত বৃক্ষ লতা আছে,
আত্মসম করে গন্ধ দিয়া।
হেন সাধুসঙ্গ সার, নাহি এ অধম ছার,
ভবকূপে রহিলাম পড়িয়া॥

———

প্রচার-প্রসঙ্গ।

গত ২০শে আশ্বিন সোমবার ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ঠাকুর মহাশয় পনেরজন ভক্ত সমভিব্যাহারে ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠে শ্রীশ্রীমধ্বাচার্য্যের আবির্ভাবোপলক্ষে শুভ বিজয় করেন। ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠের সেবকবৃন্দ শ্রীল পরমহংস ঠাকুরকে ঢাকা ষ্টেশন হইতে বিরাট্ সঙ্কীর্ত্তন সহযোগে সম্বর্দ্ধনা করিয়া শ্রীমঠে লইয়া আসেন। ঐ দিবস অপরাহ্ণে অধিবাস-সঙ্কীর্ত্তন হয় ও শ্রীশ্রীল পরমহংস মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত ভগবতে আবির্ভাবের সম্বন্ধে বহু-ভক্তমণ্ডলী সমক্ষে কীর্ত্তন করেন। তৎপরদিবস মঙ্গলবার ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে শ্রীল পরমহংস মহারাজ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর পদাধারী শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর ন্যায় পতাকাহস্তে শত শত ভক্তপরিবেষ্টিত হইয়া নগর পরিভ্রমণ করেন।

———

ঐ দিবস হইতে ৩ দিন পর্য্যন্ত প্রত্যহ অপরাহ্ণে শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠে শ্রীল ঠাকুরমহাশয় বক্তৃতাক্রমে নিম্নলিখিত বিষয়ে সারগর্ভ সম্প্রদায়বৈভব-বিজ্ঞানপরিপূর্ণ এবং বহু-পাণ্ডিত্য ও গবেষণা-পরিপুষ্ট বিশদ বক্তৃতা প্রদান করেন। স্থানীয় শিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত বিদ্বন্মণ্ডলী সেই বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন।

বক্তৃতার বিষয়:—

প্রথম দিবস—(Religious) Madhva and his religion শ্রীমাধ্বসম্প্রদায়।

২। দ্বিতীয় দিবস—(Philosophical) wherein Madhva differs from different Monisms মধ্ব ও পূর্ণপ্রজ্ঞ-দর্শন

৩। তৃতীয় দিবস—(Social) Madhva Society মধ্ব ও বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম।

৪। চতুর্থ দিবস—Madhva Gaudiyaism শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়ত্ব।

এই সকল বক্তৃতার চুম্বক 'গৌড়ীয়'-পাঠকগণকে ক্রমশঃ উপহার দিবার আশা রহিল।

২৬শে আশ্বিন শুক্রবার শ্রীশ্রীগৌড়পূর্ণানন্দ মধ্বাচার্য্যের একটোপলক্ষে শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠে বিরাট্ মহা-মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। রবিবার দিবস শ্রীল পরমহংস মহারাজ শ্রীগৌড়ীয় মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

———

পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ ঢাকা সহরে প্রচার করিয়া ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠে এবং বিক্রমপুরান্তর্গত কাঁকড়াই উৎসব উপলক্ষে প্রচার শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছেন। প্রতাহ শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ভক্তিবিজয় শ্রীমঠে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করিতেছেন। এতদ্ব্যতীত স্থানীয় কর্পোরেশন পার্কে সনাতনধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা ও প্রত্যহ রাত্রে নগরকীর্ত্তন অনুষ্ঠিত হইতেছে।

পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ কয়েক জন ভক্ত সমভিব্যাহারে বীরকাবিয়ে হরিকথা প্রচার করিতেছেন।

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ সভার ও গৌড়ীয়ের অন্যতম সম্পাদক পরমভাগবত শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিসারঙ্গ ও শ্রীযুক্ত হরিদাস ব্রহ্মচারিসহ পানামে শুদ্ধভক্তি-কথা প্রতিধ্বনিত করিতেছেন।

ঢাকা মনোমোহন প্রেসের সত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত বিরাজমোহন দে মহাশয় ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠের উৎসবের আনুকূল্যস্বরূপ ১৪০৲ টাকা প্রদান করিয়াছেন। এইরূপ শুদ্ধভক্তানুষ্ঠানে আনুকূল্য করিয়া তিনি যে ভক্তানুবর্ত্তী সুকৃতি সঞ্চয় করিতেছেন, তাহাতে অচিরেই তিনি শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপাভাজন হউন, ইহাই আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা।

গত ২০শে আশ্বিন, সোমবার একাদশাহে শ্রীযুক্ত মন্মথরাজ অধিকারীর স্বধামগতা মাতাঠাকুরাণীর শ্রাদ্ধক্রিয়া শ্রীগৌড়ীয় মঠে আচার্য্য শ্রীপাদ হরিপদ বিদ্যারত্ন ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয়ের সৌযোগিত্বে এবং গত ২৬শে আশ্বিন রবিবার শ্রীযুক্ত হরপ্রসন্ন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের স্বর্গত পিতৃশ্রাদ্ধ ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠে শ্রীহরিভক্তিবিলাসমতে শ্রীশ্রীমহাপ্রসাদদ্বারা সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। আসুর বর্ণাশ্রমাভিমানি-সমাজে যে প্রেতশ্রাদ্ধ কৃত হয়, শাস্ত্রীয়বিজ্ঞানাভিজ্ঞ শুদ্ধভক্তসম্প্রদায়ে তাহা অত্যন্ত ঘৃণ্য বলিয়া পরিগণিত। সমুচিত ব্যক্তিমাত্রেই প্রেতশ্রাদ্ধের অসারত্ব বুঝিয়া বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়েন।

সে দিন একজন সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক কলিকাতায় এক বিশ্রুতনামা মহামহোপাধ্যায় উপাধিধারী পণ্ডিতমহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, আপনাদের স্মার্ত্তভট্টাচার্য্যের ব্যবস্থামত অশ্রাদ্ধে যদি প্রেতের প্রাপ্তমুক্তত্বের প্রেতত্ব নাশ হয়, তবে সপিণ্ড করণ কালে এক বৎসর পরে তাহাকে আবার প্রেত মনে করিয়া যখন তদুপযোগী ক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়, তখন আপনারা আদ্য শ্রাদ্ধ কৃত্যে তথা আপনাদের কৃত কোন ও কাজ কর্ম্মে আপনাদের আস্থা আছে বলিয়া মনে হয়-না, এরূপ ক্ষেত্রে কেবল কপটতা ছাড়া আর কিছু নাই। সে প্রশ্নের উত্তরে মাননীয় পণ্ডিত মহাশয় ক্রোধসূচক বাক্য প্রয়োগ ব্যতীত কোন ও যুক্তিযুক্ত বিচার দ্বারা প্রশ্নকর্ত্তার সন্দেহ নিরাস করিতে পারেন নাই।

যাহা হউক অভক্ত স্মার্ত্তগণ যাহা ইচ্ছা করুন, কিন্তু শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর দাস পরিচয়ে বৈষ্ণবব্রুবগণ যে তাঁহাদের পরলোকগমনে প্রেতশ্রাদ্ধ করিয়া শ্রীহরিভক্তিবিলাসের, তথা গোস্বামিত্রয়ের অসম্মান করেন, ইহা বড় আক্ষেপের বিষয়! কিন্তু "কাণঃ কলিঃ বলিনঃ ইন্দ্রিয় বৈরিবর্গাঃ শ্রীভক্তিমার্গ ইহ কণ্টককোটিরুদ্ধঃ। "দুর্ভাগার এইত লক্ষণ।"

শ্রীযুক্ত জগদীশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি, এ (কেনটাব্) বিদ্যাবারিধি মহাশয় ইংলণ্ডে আমেরিকা ও পাশ্চাত্যদেশের বহু স্থানে ভারতীয় দর্শন সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়া সম্প্রতি কলিকাতায় ফিরিয়াছেন। তিনি দুই দিবস যাবৎ ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস ঠাকুরের নিকট 'বৈষ্ণবদর্শন' সম্বন্ধে অনেক কথা শ্রবণ করিতেছেন ও পুনঃ পুনঃ শ্রবণের আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন।

পরমভাগবত আদর্শ গৃহস্থ বৈষ্ণব শ্রীপাদ অধোক্ষজ দাস অধিকারী গত ২৯শে আশ্বিন প্রয়াগ ধামে যাত্রা করিয়াছেন। এই প্রয়াগ ধামে যে স্থানে শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভুকে শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু শক্তি সঞ্চার পূর্ব্বক শিক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন, সেই স্থানে শুদ্ধ ভক্তি মঠ প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি সচেষ্ট আছেন।

বৈষ্ণবধর্ম্ম তৃতীয় সংস্করণ শীঘ্রই প্রকাশিত হইবেন। ছাপা প্রায় শেষ হইল। এবার প্রত্যেক শ্লোক ও শ্রুতিমন্ত্রের স্থান নির্দ্দেশ ও অনুবাদ প্রভৃতির দ্বারা গ্রন্থের কলেবর পরিবর্দ্ধিত করা হইয়াছে।

গৌড়ীয়

তৃতীয় খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ৮ই কার্ত্তিক, শনিবার ১৩৩১, ২৩শে অক্টোবর, ২৮ | ২৩শ সংখ্যা

ভাগবত-বিবৃতি

মানবগণের স্বরূপানুবৃত্তিতে যে বৃত্তি নিত্যা তাহাই হরিভক্তি। বাহ্য জগতের ও খণ্ড বস্তুসমূহের অখণ্ড নিত্য আধার বৈকুণ্ঠ বস্তু ভগবান্। সেই ভগবানে ভক্তিই সকল জীবের একমাত্র প্রয়োজন। প্রত্যক্ষইন্দ্রিয়জ্ঞানে খণ্ড প্রতীতিক্রমে জীবগণ কাল্পনিক মায়াবাদ অথবা ফলভোগবাদে প্রমত্ত হইয়া সত্যবস্তুর ধারণা করিতে অসমর্থ হয়। সেজন্য প্রত্যক্ষবাদিগণের নিত্য মঙ্গলের জন্য তদুপযোগী করিয়া হরিলীলা বর্ণন করে, যাহাতে তাহারা জড়ভোগবাদ ও মায়াবাদ হইতে মুক্ত হইয়া নিত্য হরিসেবাপর হইতে পারে। এই জন্য ভক্তিমান্ বৈষ্ণবের নিকটই ভাগবত পাঠ করা কর্ত্তব্য নতুবা অকপট জ্ঞানপ্রভাবিত মায়াগ্রস্ত ভোগী বা ত্যাগী ভক্তিবর্জ্জিত হওয়ায় ভাগবতবর্ণন বা অধ্যাপন করিতে পারে না। (ভাঃ ২।৭।৫১)

ভগবদ্বৈভব দুই প্রকার—ভক্তিবৈভব বৈকুণ্ঠ ও মায়া-বৈভব ব্রহ্মাণ্ড। বৈকুণ্ঠকথার বর্ণন শ্রবণ করিলে জীবের মায়িক-বৈভব মায়াদ্বয় হইতে মুক্তিলাভ ঘটে। জীবের অশুদ্ধচিত্তে বৈকুণ্ঠ-বৈভব পরিস্ফুট হয় না। তজ্জন্য মায়িক বৈভবমিশ্র পরব্যোমস্থিত প্রকটিত মায়াশক্তিকৃত বিরাট্ প্রকৃতির বর্ণনায় বিপরীতভাবে শুদ্ধ ভক্তিরাজ্যের উপলব্ধি ঘটে। যাহারা ভগবৎসেবাপর নিত্যসিদ্ধ প্রকাশিত হয় নাই, তাহাদিগের চিত্তশুদ্ধির জন্য মায়াবদ্ধজীবের বর্ণনের উপযোগিতা আছে। ভগবল্লীলা কখনই মায়িকী নহে। উহা গুণাতীত অপ্রাকৃত বলিয়া জীবগণ লীলাশ্রবণে মায়িকবোধে লীলার সহিত নশ্বর ক্রিয়ার সম্বন্ধ জ্ঞান করে না। সেবোন্মুখতার মাত্রায় ন্যূন হয় না বলিয়া তাঁহারা লীলাকে জড়েন্দ্রিয়গ্রাহ্য ভোগপর অনুষ্ঠান বলিয়া মনে করেন না। (ভাঃ ২।৭।৫২)

সাধনবিষয়ে পূর্ব্বেই মহাভাগবত পরীক্ষিৎ জানিয়াছেন যে, কর্ম্ম ও জ্ঞান রূপে উপায় ও উপেয়ের [illegible]

উহা নিত্য নহে, ভক্তিই একমাত্র নিত্য। ভক্তির সাধনকে সম্বন্ধাভিধেয়ের ন্যায় অনিত্য জানিয়া ভজনীয় বস্তু কৃষ্ণলীলাকে ভোগ্য জগতের অন্তর্গত মনে করিতে হইবে না। পরীক্ষিৎ হরিলীলাপ্রবেশকে অপর সাধন-জাতীয় জ্ঞানে বলিলেন, আমি নির্জ্জনে সাধুসঙ্গ বর্জ্জিত হইয়া যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য দৃশ্যজগতের অন্তর্গত কৃষ্ণলীলা স্মরণ করিতে করিতে দেহ ত্যাগ করিব, আপনি তাহাই বর্ণন করুন। তদুত্তরে শুকদেব পরীক্ষিতের তাদৃশ স্মরণপদ্ধতির ধারণা সংশোধনমানসে বলিলেন স্মরণপ্রণালী ঐরূপ নহে। জড়বস্তু বিষয়ক বুদ্ধিতে স্মরণীয় বস্তুর স্বতন্ত্রতা ও চিন্মাত্রতা ও চিদ্বিলাসের অযোগ্যতা থাকায় অনুচিৎ জীব নিজ চেষ্টায় কল্পনাপূর্ব্বক বস্তুনির্দ্দেশ করে, কিন্তু কৃষ্ণ তাদৃশ মায়িকবস্তু না হওয়ায় মায়িক চেষ্টার দ্বারা তাঁহাকে জড়বস্তু মনে করিয়া কল্পনাপূর্ব্বক কৃত্রিমভাবে অষ্টকাল লীলা স্মরণ করিতে হইবে না। তিনি স্বয়ংরূপ এবং স্বয়ংপ্রকাশ-বস্তুবিশিষ্ট। কৃত্রিম নশ্বর জড়চিন্তার দ্বারা তাঁহার রূপ, গুণ, লীলাদির স্মরণের আবশ্যকতা নাই। প্রাকৃত জড়বুদ্ধি-বিশিষ্ট প্রাকৃত সহজিয়াসমাজে যে প্রকার কৃত্রিম অষ্ট কালীয় লীলাস্মরণপদ্ধতি প্রচলিত হইতে পারে সেরূপ অপ্রাকৃত হরিরূপগুণলীলা না হওয়ায় তদ্বিষয়ে বিশেষ সাবধান হইতে হইবে। ভগবান্ নিত্যকাল স্বতন্ত্র চিন্ময়-লীলাবিশিষ্ট সুতরাং জড়জগতের নশ্বর বস্তু ধ্যানের ন্যায় তাঁহার চিন্তা করিবার পদ্ধতি মূলতঃ নহে। সাধু ও গুরুমুখে সর্ব্বদা ভগবানের নাম শ্রবণ করিলে তাহা সর্ব্বদা গান করিবার চেষ্টা হয়। তাদৃশ নামশ্রবণ ও সেই স্মরণ-প্রভাবে নিত্যকাল কীর্ত্তন-চেষ্টার অল্পকালের মধ্যেই ভগবান্ কৃপাকরিয়া স্ব-স্বরূপ নিত্যরূপ ও নিত্যলীলায় যুক্ত পুরুষকে প্রবেশ-অধিকার প্রদান করেন। হরিশ্রবণকীর্ত্তনপর ভক্তের কৃত্রিম স্মরণাদি বিহিত নহে। শ্রদ্ধার সহিত শ্রবণপ্রভাবে নিত্য কীর্ত্তন এবং কীর্ত্তন করিতে করিতে নিত্য স্মরণীয় কৃষ্ণলীলা হৃদয়ে আপনা হইতেই প্রকাশিত হন। কৃত্রিমভাবে নির্জ্জন সম্ভবপর নহে। অনর্থমুক্তিতে ভোগময় বাহ্য জগতের সহিত ভোগসঙ্গ আপনা হইতেই বিদূরিত হয়। তাহাকেই নামভজনকারী সাধুগণ নির্জ্জনে কবিনাম কীর্ত্তন বলিয়া থাকেন। নামকীর্ত্তন পরিহার করিয়া স্মরণাঙ্গ যাজন-কবিতার ছলে যে নির্জ্জনভজনপ্রয়াস তাহা শ্রীগৌরসুন্দরের অনুমোদিত পথ নহে। নির্জ্জনে অনেক সময় অনর্থ বৃদ্ধি হইয়া ভগবৎকীর্ত্তনের বাধা উৎপন্ন করে। নিজের কৃত্রিম অনর্থযুক্ত সাধন প্রবল হইয়া শ্রীমহাজন গুরুবর্গের বাক্যাবলীর প্রতিকূল অর্থ সৃষ্টি হয়। শ্রদ্ধাসহ নাম শ্রবণ করিলে অনর্থ নাশ হয়। অনর্থনাশের ফল নামকীর্ত্তন। শ্রদ্ধাসহ নিত্যকালীয় ভজন-জ্ঞানে নামকীর্ত্তন করিলে অনর্থ নাশ হয়। অনর্থ নষ্ট হইলে ভগবান্ স্বয়ং ভক্তের হৃদয়ে নিজরূপগুণলীলা প্রকট করান। এই প্রকটকার্য্য জড়চেষ্টাসাধ্য ক্রিয়াবিশেষ নহে। জড়বস্তু ধ্যান কাল্পনিক, কিন্তু অনাবৃত স্বতন্ত্র কৃষ্ণ যেহেতু জড়বস্তু মাত্র না হওয়ায় নিত্য কীর্ত্তনকারী ভক্তহৃদয়ে স্বয়ং আবির্ভূত হন। শ্রবণকীর্ত্তনাভাবে অন্তর্হৃদয়ে ভগবানের আবির্ভাব হয় না বলিয়া তাহাদের নামকীর্ত্তনরহিত নশ্বর কৃত্রিম নির্জ্জন ভজন ভাণ। তাহাতে অনর্থবৃদ্ধি ব্যতীত কৃষ্ণ স্মৃতির সম্ভাবনা নাই। কীর্ত্তনকালে শ্রদ্ধার অভাব হইলেই অনর্থসঙ্গ, তাহা ভজনের ব্যাঘাত মাত্র। সেজন্য শ্রবণকীর্ত্তনকারী ভক্তিমান্ জনগণ দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ করিবার উদ্দেশে বহির্ম্মুখ জনসঙ্গে অনবধানদোষে দুষ্ট হইবেন না। নিঃসঙ্গ বা নির্জ্জনে নাম শ্রবণ ও নাম কীর্ত্তনপ্রভাবে ভগবান্ অনর্থমুক্ত জীবহৃদয়ে অচিরেই প্রবেশ করেন। অশ্রদ্ধান জনগণকে নামদান অপরাধ মধ্যে গণ্য। নামমহিমাপ্রচার অপরাধ-মোচনের একমাত্র পন্থা। যাঁহারা নির্জ্জনে হরিভজন না করিয়া অপরাধ প্রবল করেন তাঁহাদের হৃদয়ে ভগবান্ প্রবেশ করেন না। দুঃসঙ্গপরিহারকার্য্য নামশ্রবণ ও কীর্ত্তনেরই বিধিবিশিষ্ট হইলেই অবশ্যম্ভাবী। জড়চিন্তাময় নির্জ্জনতা ভক্তের বিহিত নহে, বহু ভক্তসঙ্গে কীর্ত্তনই বিহিত। গুরুমুখস্থ নির্জ্জনে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক নাম শ্রবণে ব্যক্তিবিশেষের উপকার হয় সত্য, তাহাতে জীবজগতের দৃষ্টান্তে সঙ্কীর্ণতা আসিয়া পড়ে। "তারত ভূমিতে হৈল মনুষ্য জন্ম যার। জন্ম সার্থক করি' কর পর উপকার।"—এই অমোঘবাণী শুনিয়া নিত্য কৃষ্ণকীর্ত্তন করিলে জীব অনর্থমুক্ত হইয়া পরোপকারফলে ভগবান্কে

হৃদয়ে অবরোধ করিতে সমর্থ হন। ব্যক্তিগত স্বার্থ নিম্নাচেরপর। আপনি আচরণশীল হইয়া কীর্ত্তনপ্রচারদ্বারাই জীবের আত্যন্তিক মঙ্গল হয়। শ্রদ্ধাপূর্ব্বক নাম শ্রুত না হইয়া থাকিলে জীবের কীর্ত্তনাধিকার হয় না। যাঁহারা সাধুগুরু-প্রসাদে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক নাম শ্রবণ করিয়াছেন, তাঁহারই অনন্তরূপ হইয়া কীর্ত্তন করিয়া জীবের উপকার করেন। তাঁহাদের বহির্ম্মুখজনসঙ্গ বা অশ্রদ্ধাধ্বনি শ্রবণের বাধ্য হইতে হয় না। তাঁহারা নৈসর্গিক নির্জ্জনতা সংরক্ষণ করিয়াই ভগবৎসেবা করিয়া থাকেন। (ভাঃ ৭।৫।২৩)

শ্রবণ ও কীর্ত্তনের বিষয় কৃষ্ণকথা পরাত্মক। উহা কর্ণরন্ধ্রে প্রবিষ্ট হইলে ভোগপরজীবের অনিত্য বিনষ্ট হইয়া ক্রমশঃ ভোগবাসনাস্থলে হরিসেবাপ্রবৃত্তির উদয় হয়। হরিসম্বোন্মুখ হৃদয়ে কোনপ্রকার মলিনতা প্রবেশ করিতে সমর্থ হয় না। জীব অপর ভোগার্দ্ধ জীবের নিকট হইতে নশ্বর অসৎকথা শিক্ষা করিয়া যে ইন্দ্রিয়ের অপব্যবহার করিতে অভ্যস্ত হন তাহা শারদীয় মেঘবর্ষণের মলিনতা নষ্ট হইবার ন্যায় বিনষ্ট হইয়া নিত্য হরিসেবোন্মুখ চেষ্টায় রুচিলাভ করেন। (ভাঃ ২।৮।৪)

কেন পথক্লিষ্ট নর গৃহে আগমন করিয়া গৃহসুখ লাভ করিলে ক্লেশের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পান এবং গৃহসুখ পরিত্যাগ করেন না তদ্রূপ হরিকথা শ্রবণে যাবতীয় অভাব বিদূরিত হইয়া সচ্চিদানন্দ কৃষ্ণপাদপদ্মসেবোন্মুখ ভক্তিমান্ মন কেহই ছাড়িতে চান না। (ভাঃ ২।৮।৫)

স্বেচ্ছাবিহারশীল ভগবান্ পূতনাবধাদি যোগমায়াদ্বারা ক্রীড়া করিয়া থাকেন। মোহনলীলায় ভগবানের অপ্রাকৃতা প্রকৃতি মূঢ়বিমোহনার্থ প্রদর্শন করিয়াও প্রকৃত প্রস্তাবে তাদৃশ প্রলয়যোগ্য কিরূপে হন। (ভাঃ ২।৮।২২)

ব্যাস স্বকালে শ্রীগুরুকৃপাবলে শ্রৌত ভক্তিপথ গ্রহণ করিয়া সমাধিলাভ করিয়াছিলেন তৎকালে মায়াবাধ্যই জীবের ভগবদ্বিমুখতা ও মোহাদি সম্ভবপরতা জানিয়াছিলেন। জীবাত্মার স্বরূপানুভূতিতে মায়াসম্বন্ধ নাই। ভগবানের সহিতই তাঁহার কেবলানুভব-সম্বন্ধ। মায়ারচিত দেহেন্দ্রিয়াদির সহিত জীবের নিত্য সম্বন্ধ সংঘটিত হয় না। স্বরূপকালে যেরূপ দ্রষ্টা বা অনুভবকারী জ্ঞাতার কর্তৃত্বাভিমান, কিন্তু দৃশ্যজগতের নশ্বর গাত্তর অধিষ্ঠানের অভাব এবং ইন্দ্রিয়জ্ঞানের অসত্য চালনাহেতু দৃশ্যের অধিষ্ঠান না থাকা কালেও মিথ্যা প্রতীতি, তদ্রূপ প্রকৃত প্রস্তাবে জীবের দেহেন্দ্রিয়াদির সহ সম্বন্ধ নশ্বর মাত্র। ভগবানের মায়া ভগবচ্চিন্ত্যশক্তিপ্রভাবে ঘটনঘটনাপটীয়সী। তাঁহার দ্বারাই জীবাত্মার দেহসম্বন্ধ ঘটিয়াছে। স্বপ্নোত্থ অসত্য অনুভূতি দৃষ্টান্তের ন্যায় জীবের ভগবদ্ভাবাভাবজনিত প্রতীতি কল্পোদ্ভূত জীবের নশ্বর দেহেন্দ্রিয়াদির সহ সম্বন্ধ স্থাপন করিতে সমর্থ। মুক্তজীব ভগবদনুভবনের সেখানে মায়া-সম্বন্ধীয় ভোগপর স্থূল সূক্ষ্ম দেহেন্দ্রিয়াদির সহ তাহার নিত্য সম্বন্ধ ঘটে না। (ভাঃ ২।৯।১)

ভগবান্ বাসুদেবে প্রীতি না হওয়া কালপর্য্যন্ত জীব দেহেন্দ্রিয়াদির ভোগ হইতে বিরত হন না। দৃশ্যজগৎকে ভোগময় বিচার করিয়া হরিসেবাবিমুখ হইয়া মায়িকগুণজাত দেহেন্দ্রিয়াদিতে 'আমি আমার' বুদ্ধি করেন। কাল ও মায়া ভগবদ্বিমুখের উপর আধিপত্য বিস্তার করে। পরতন্ত্রাশ্রিত হরিসেবোন্মুখ নিত্য জীব কাল ও মায়া অতিক্রম করিয়া নিত্যবৈকুণ্ঠরাজ্যে নিত্যকাল অবস্থিত হন। (ভাঃ ২।৯।৩)

ঠাকুরের বক্তৃতার চুম্বক।

স্থান—ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ।

তারিখ—২১শে আশ্বিন, ১৩৩১।

"আনন্দতীর্থনামা সুখময়ধাম বর্ত্ততীহাৎ।
সংসারার্ণবতরণিং যমিহ জনাঃ কীর্ত্তয়ন্তি বুধাঃ॥"

সেই আনন্দতীর্থ নামক মধ্বমুনিকে আমি সসম্ভ্রমে অভিবাদন করি। তাঁহার জয় হউক্। পণ্ডিতগণ তাঁহাকে সংসারসাগরের নৌকা স্বরূপ বলিয়া কীর্ত্তন করেন। সেই যতিরাজ সুখময় ধাম। আজ তাঁহার আবির্ভাব দিবস। বাংলাদেশে শ্রীমন্মধ্বপ্রভুর অনুগত গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের সকলেই সেই বৃন্দাবনের অনুগত। তাঁহার অপর নাম মধ্বমুনি। তাঁহার নামানুসারেই এই মঠের নাম হইয়াছে। সেই আনন্দতীর্থ বা পূর্ণপ্রজ্ঞের অষ্টাদশ অধস্তন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব, সপ্তদশ অধস্তন—শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু ও

প্রীষ্টিপ্রানক গ্রন্থ। এই তিন গ্রন্থ মন্বন্তরিতে ঈশ্বর শুরুপরম্পরা মধ্যে স্বীকার করিয়াছেন। প্রীমন্মুনি কোশল দেশের উত্তরাংশে (বর্ত্তমান কেনাড়া দেশ) আবির্ভূত হন। এই মহাত্মা ভারতবর্ষে পঞ্চোপাসনার পরিবর্ত্তে একমাত্র বিষ্ণুপাসনারই কর্ত্তব্যতা প্রচার করেন। ইঁহার পূর্ব্বে মায়াবাদাচার্য্য শিবগুরুতনয় শঙ্করাচার্য্য অদ্বৈতমত সংস্থাপনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। প্রীমন্মুনি পুনরায় বেদ আর্য্যগণের মধ্যে ভগবদ্ভক্তি বা ভগবৎসেবাই প্রচার করেন। প্রীমন্মুনি অঙ্গুলিনির্দ্দেশপূর্ব্বক দেখাইলেন যে জীবের অধিষ্ঠানে যে নিত্য ভগবৎসেবাতাৎপর্য্য, তদ্দ্বারাই আস্তিক্যবাদ প্রতিষ্ঠিত। ভগবানের আনুগত্য ব্যতীত জীবের আর অন্য গতি নাই। শিবগুরুতনয় শঙ্করাচার্য্য মালাবার দেশের কালাড়িগ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। শঙ্করের আবির্ভাবের পূর্ব্বে ভারতবর্ষ বৌদ্ধ ও বেদবিরুদ্ধবাদে প্লাবিত ছিল। বেদবিরুদ্ধবাদ খণ্ডন করিয়া শঙ্কর বর্ণাশ্রমধর্ম্ম প্রবর্ত্তন করেন। পূর্ব্বে বৌদ্ধ ও জৈনগণের নানাপ্রকার অবৈদিক ধর্ম্মদ্বারা ভারতবর্ষ আচ্ছন্ন ছিল। ভাগবতেও দেখা যায়—

"বুদ্ধো নারায়ণসুত কীকটেষু ভবিষ্যতি" ভাঃ ১।৩।২৪

বৌদ্ধ ও জৈনগণ ধর্ম্মের অনেক অসুবিধা করিয়াছিলেন। শঙ্করাচার্য্য বেদবিহিত ধর্ম্ম প্রবর্ত্তন করেন। বর্ত্তমান হিন্দুসমাজ অনেকটা শঙ্করের অনুগত। শঙ্কর বর্ত্তমান উত্তরভারতে বর্ণাশ্রমের একমাত্র কর্ণধার। তিনি **বৌদ্ধধর্ম্মের নিরাসকল্পে বেদোক্ত সংস্থাপন কর্ত্তা**। তিনি একেশ্বরবাদের প্রবর্ত্তক। বেদমন্ত্রের কর্ম্মাধিপগণ বহু দেবদেবতার উপাসক। একাধিপ সূর্য্য, অষ্টবসু, অগ্নি, সূর্য্য, অশ্বিকুমার, বিষ্ণু, রুদ্র বহু বহু দেবতার উপাসনার বিষয় বেদে দেখিতে পাওয়া যায়। এই উপাসনামূলে 'আমি ইন্দ্রের, আমি প্রভুর অনুগত, দেবতাগণের অধীনে থাকিলে আমার সুখলাভ হইবে, এই প্রবৃত্তি অবাধিত। কর্ম্মকাণ্ডিগণ এই মতের প্রচারী। বেদপন্থী ইঁহাদিগে বাধা প্রদান করেন। জৈনধর্ম্মে তাহার সাক্ষ্য দেয়। জিনদিগের মধ্যেও ২৪ জন অর্হৎ, অষ্টবসু, পরে অনেক প্রাদা দেবতা, পার্শ্বনাথ ও বুদ্ধাদির ঈশ্বরত্ব কল্পিত হয়। উত্তরভারতে, নেপালে, ভূটানে, চিনদেশে এই অবৈদিক উপাসনা প্রচলিত হইয়াছিল। ভিন্ন ভিন্ন-গ্রামের ভিন্ন ভিন্ন বিষ্ণুর দেবতা ছিল। একগ্রামের দেবতা অন্য গ্রামের দেবতা হইতে শ্রেষ্ঠ এইরূপ প্রতিপাদন করা যেন একটা বড় বাহাদুরীর কার্য্য বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল। বেদের অনুমত ধর্ম্মে কর্ম্মকাণ্ডীয়গণের হাতে পড়িয়া সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টি হইয়াছিল। বহীশ্বরবাদিগণ পরস্পর ঝগড়া করিত। 'এই পাহাড়ের দেবতা শ্রেষ্ঠ, ঐ পাহাড়ের দেবতা অশ্রেষ্ঠ'। পূর্ব্বে ধর্ম্মের অধীন জাতীয়তা ছিল। বর্ত্তমানে জাতির অধীন ধর্ম্ম। এই সকল সাম্প্রদায়িকতা ও তন্মূলে দ্বন্দ্ব ও বিদ্বেষের হাত হইতে নিস্তার পাইবার জন্য সমন্বয় বা ঐক্যের একটা পন্থা কল্পিত হইল। এইরূপ একটা cosmopolitan প্রবৃত্তি সভ্য মানবজাতি তাৎকালিক পণ্ডিতমণ্ডলীর ভিতর উদিত হইয়াছিল। শৈব, শাক্ত বৈষ্ণব, গাণপত্য প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন উপাসকগণের প্রতিদ্বন্দ্বিতা নিবারণার্থ মানবমনে একটা সমন্বয়, মৈত্রীর ছায়াতরূপে এমন একটী একত্ববাদ সৃষ্টি করিল যেখানে পঞ্চোপাসনার সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ আসিয়া বিরাম লাভ করিতে পারিবে। এই **আত্মনব অনন্তকল্পিত** সমন্বয়বাদ জনসাধারণের নিকট বড়ই মিষ্ট বলিয়া বোধ হইল। Discordant elements গুলি একত্র হইয়া কোনও একটী common flag এর ভিতরে আসার নাম সমন্বয়। উপাস্য সৃষ্টির কারখানা হইয়াছিল—মানব মন ; আবার উপাস্যকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া একীভূত করিয়া দেওয়ার কর্ত্তাও হইল মানব মন। সে সময় বৌদ্ধ ও জৈন বিচারপ্রণালী আসিয়া উপস্থিত হইল। ছোট ছোট ধর্ম্ম বৃহৎ হিন্দুধর্ম্মের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তাহার ক্ষুদ্র গতি চালাইয়া ফেলিল। শঙ্করবিজয় গ্রন্থপাঠে জানা যায় যে, কাপালিক, যোগী ও নানাপ্রকার দেবদেবীর উপাসকগণ শঙ্করের বেদান্তবিচারের প্রতিপক্ষ হইয়াছিলেন। শঙ্করের বিচারের ফলে তাহাদেরও পরে শাঙ্কর মতে আনুগত্য প্রাপ্তি ঘটিল।

শঙ্কর মত সম্পূর্ণরূপে বৈদিক মত কিনা তদ্বিষয়ে

লাভতত্ত্ব সন্দেহ উত্থাপন করিয়াছেন। তবে শঙ্করাচার্য্যের বেদবিরুদ্ধ বৌদ্ধ মত হইতে ভিন্ন করিয়া প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধবাদ প্রচার করিবার দরকার হইয়া পড়িয়াছিল। ভগবানের নিত্য নামরূপগুণলীলা অস্বীকৃত না হইলে সার্ব্বজনীনতার অভাব হইবে এইরূপ বোধমূলে এই প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধবাদ স্থাপিত। সকল জাতীয় সাধারণ পঞ্চোপাসনাকে বেদশাস্ত্রের আনুগত্য ভাণে এই বাদের সৃষ্টি হইয়াছে। ইহার প্রয়োজনীয়তা সার্ব্বকালিক নহে—তাৎকালিক মাত্র। বৌদ্ধধর্ম্মের বিরুদ্ধে বেদের আনুগত্য প্রচার মূর্খদিগকে প্রবোধনা মাত্র। উহা বুদ্ধিমানের পক্ষে গ্রহণীয় নয়। শঙ্করের বিচার প্রণালী বিচার করিলে দেখা যায় যে, আচার্য্য শঙ্কর বৌদ্ধানুকূল, তাৎকালিক লোকবাদ স্বীকার করিয়াছিলেন কিন্তু শঙ্করের ব্যক্তিগত বিচার তদ্রূপ ছিল না। নির্গুণ ব্রহ্মে একীভূত হইয়া যাওয়াই তাঁহার লক্ষ্য। তিনি উপাসনা-প্রণালী স্বীকার করেন না। তাঁহার মনোনিবন্ধাভাবই এতদ্বিষয়ে প্রমাণ।

(ক্রমশঃ)

শিক্ষা।

অবিজ্ঞাত বিষয় যে প্রক্রিয়ার দ্বারা অবগত হওয়া যায় তাহার নাম শিক্ষা। সংসারচক্রে ভ্রাম্যমাণ বদ্ধ জীব সমূহ, মানব বা তদিতর যোনিতে যখন জন্মগ্রহণ করেন, তৎকালে তাঁহারা সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞানান্ধ থাকেন। কোন বৃহৎ কাষ্ঠ-খণ্ডের সামান্য এক দেশে যদি অগ্নির একটী স্ফুলিঙ্গ সংযুক্ত হয় তাহা হইলে সেই অগ্নিকণা যেরূপ ধীরে ধীরে নিজ সাধ্যাত্মকে প্রসারিত করিতে থাকে ও অবশেষে সমগ্র কাষ্ঠ-খণ্ডকে ছাইয়া ফেলে, তদ্রূপ অজ্ঞানের দ্বারা আচ্ছাদিত চেতন জীবনস্ফুলিঙ্গও, সদ্বিৎ-শক্তির সুপ্তপ্রায় লীলালোকপ্রভাবে, ধীরে ধীরে বহির্দ্দেশ হইতে অভিজ্ঞান সংগ্রহ করিতে করিতে চৌরাশী লক্ষ যোনি ভ্রমণান্তরে বিবেকবুদ্ধি সম্পন্ন নরজীবনলাভ করেন ও নরদেহে অবস্থান কালে যদি কোন মহা ভাগবতের সঙ্গ ও তাঁহার আনুগত্যে ভগবৎ-সেবা বুদ্ধি-লাভে সমর্থ হন তাহা হইলে তাঁহারা একদিন না এক দিন যাবতীয় অজ্ঞানান্ধকার ও তজ্জনিত ইতর অভিলাষ রহিত হইতে ও জীবনের চরম প্রাপ্য ধন দিয়া অধো-ক্ষজজ্ঞানে পূর্ণরূপে চিতিলাভ করিতে পারেন।

২। যে কোন মনুষ্য পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন তাহাকে মৃত্যুর পূর্ব্বমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত কাহারও না কাহারও সঙ্গ করিতে হয় এবং সঙ্গপ্রভাবে যাহার অভিজ্ঞান অধিক তাহার নিকট হইতে কিছু না কিছু অজ্ঞাত বিষয়ের সংস্কার অল্প অভিজ্ঞান-বিশিষ্ট ব্যক্তি লাভ করিয়া থাকেন। ইহা বিধিনিয়ন্ত্রিত অব্যর্থ নিয়ম। অদ্যাবধি কেহ এই অব্যর্থ নিয়মকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হন নাই এবং ভবিষ্যতেও সমর্থ হইবেন না। শিশুগণ যে ক্রমশঃ বাগবিন্যাস, গমনাগমন, ক্রীড়া ও বিদ্যার্জ্জন করিতে, যুবকগণ যে স্ত্রীর পাণিগ্রহণ পূর্ব্বক গৃহস্থ সাজিয়া অর্থোপার্জ্জন অথবা বিবাহ না করিয়া ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম অবলম্বন করতঃ গুরুগৃহে বাস করিতে এবং পরিণত বয়স্কগণের মধ্যে যে কেহ আমরণ গার্হস্থ্য বা ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে অবস্থান ও কেহ বা গার্হস্থ্য ও ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক সন্ন্যাসাশ্রমে প্রবিষ্ট হইতে সমর্থ হন, তাহা সঙ্গ প্রভাবেই সিদ্ধ হইয়া থাকে। যাহারা নিতান্ত ভাগ্যহীন ও অসদাচারী, কেবল তাহারাই সাধুসঙ্গ করিতে চাহেন না; যাহার ফলে তাহারা গৃহমেধী হইয়া বাহ্যবিষয় ভোগ করিতে করিতে মৃত্যুমুখে পতিত হন ও সন্ন্যাসাশ্রমে প্রবেশাধিকার লাভ করিতে পারেন না। ইহারা জীব-কলাঙ্ক আরোহী গর্দ্দভের ন্যায় গৃহের বিপুল ভার অনর্থক বহন করেন মাত্র। বর্ত্তমান ত্রিপাদ অধর্ম্মপূর্ণ ঘোর কলি-যুগে এবম্প্রকার গৃহমেধিগণের সংখ্যা অত্যধিক।

৩। বহির্দ্দেশ হইতে যে সমুদয় সংস্কার প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহা দুইপ্রকার, যথা বস্তুতাৎপর্য্যময় ও ভগবৎ-প্রীতিতাৎপর্য্যময়। বস্তুতাৎপর্য্যময় সংস্কারগুলি ত্রিবিধ যথা (১) ঐহিক ভোগাত্মক, (২) পারত্রিক ভোগাত্মক এবং (৩) ত্যাগাত্মক, এই ত্রিবিধ এষণার কবল হইতে যাহারা পরিত্রাণ পাইতে সমর্থ হন, তাহারা পরার্থপর ও আত্মসুখ নিরপেক্ষ। পর-শব্দের অর্থ শ্রেষ্ঠ এবং বেদেষু শ্রীভগবানই একমাত্র শ্রেষ্ঠবস্তু তদ্ভিন্ন পরার্থপরতা সব ভাগবৎ-সেবাকেই লক্ষ্য করে। পরার্থপর ব্যক্তিগণই সাধু, অন্যে নহে, যথাহি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে,—

"কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম, অতএব শান্ত।
ভুক্তি, মুক্তি, সিদ্ধিকামী সকলেই অশান্ত॥"

৪। মুণ্ডকোপনিষদ্ বলেন "দ্বেবিদ্যে বেদিতব্যে, পরা চ অপরা। তত্রাপরা ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্ববেদঃ শিক্ষা কল্পোব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি। অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে।" যাহারা বস্তুতত্ত্বাংপর্য্যের কার্য্যে অত্যন্ত আসক্ত তাহারা অপরা বিদ্যার অধিকারী। একমাত্র ভগবৎ-সেবাপরায়ণ সজ্জনগণই পরা বিদ্যালাভে সমর্থ। "জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ সংস্কারাৎ দ্বিজোচ্যতে। বেদপাঠাৎ ভবেদ্বিপ্রো ব্রহ্মজানাতীতি ব্রাহ্মণঃ॥" এই শাস্ত্র প্রমাণ হইতে অবগত হওয়া যাইতেছে যে প্রত্যেক মানবই জন্মান্তে শূদ্র বলিয়া পরিগণিত হন, সাবিত্রী সংস্কার লাভের পর দ্বিজ হইবার যোগ্য হন, বেদাধ্যয়ন সমাপ্যান্তে বিপ্র হইতে পারেন এবং ব্রহ্মজ্ঞ হইলে ব্রাহ্মণ বলিয়া গণ্য হইয়া থাকেন। বেদাদি সাত্বত শাস্ত্রের নীতি বিধিবাক্য সমূহের পালন দ্বারা সাধুসঙ্গ প্রভাবে শাস্ত্রের গূঢ় অভিপ্রায় অবগত হওয়া যায়। যাহারা অর্থপুষ্ট হইয়াছেন তাহারা ব্রহ্ম বা ভগবত্তত্ত্বের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে সমর্থ। তাহারাই ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ ও সদাচারপূত। যাহারা বেদাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াও সংসঙ্গাভাবে ভোগ-মোক্ষপরা অসৎ কার্য্যে সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকেন ও তৎকালে চরিত্র গঠনে অসমর্থ, তাহারা শুকপক্ষী বা "গ্রামোফোন্" যন্ত্রের ন্যায় শাস্ত্রের নিগূঢ় রহস্য অবগত হইতে পারেন না এবং ব্রহ্মতত্ত্বের অনুপলব্ধি হেতু ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত হইবার অযোগ্য। সাধুসঙ্গে বেদাদি শাস্ত্র অধীত না হইলে তাহারা পাঠককে অনর্থ শূন্য ও ব্রহ্মের উপলব্ধি করাইতে অসমর্থ। যেহেতু ঐ সমুদয় শাস্ত্র স্বাধীন ভাবে ফলদানে অপারগ, তন্নিমিত্ত তাহাদিগকে অপরাবিদ্যার অন্তর্ভুক্ত বলা হইয়াছে।

৫। অনেকের ধারণা যে শাব্দ ও বয়াদি শুদ্ধভাবে উচ্চারিত হইলে উহারা স্বাধীনভাবে ফল-প্রদানে সমর্থ হয়, যথাহি শিক্ষাশাস্ত্রে—

"প্রসিদ্ধমপি শব্দার্থং অবিজ্ঞাতমবুদ্ধিতঃ।
পুনর্ব্যক্তং করিষ্যামি ব্যক্ত উচ্চারণে বিধিঃ॥"

পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে যে শিক্ষা-শাস্ত্রটীও অপরা বিদ্যার তালিকা ভুক্ত। অতএব উহাতে প্রবর্ণিত শব্দার্থ শাস্ত্রের গূঢ় রহস্য উদ্ঘাটন করা অসম্ভব।

"যাহ, ভাগবত পড়, বৈষ্ণবের স্থানে।"
(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

"তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥"
(শ্রীগীতা)

"তদ্বিজ্ঞানার্থং সদ্গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ
সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠং।"
(শ্রুতি)

এই প্রমাণ সমূহ হইতে জানা যাইতেছে যে ভ্রম, প্রমাদ বিপ্রলিপ্সা ও করণাপাটবরূপ দোষচতুষ্টয় দ্বারা কলুষিত বুদ্ধির সাহায্যে শাস্ত্রের নিগূঢ় রহস্য বুঝিতে পারা যায় না এবং তজ্জন্য শাস্ত্রজ্ঞ ও তত্ত্বদর্শী আচার্য্যের নিকট যাইয়া তাহা জানিতে হয়। সাধুর নিকট শরণাপন্ন হইয়া শাস্ত্র অধ্যয়ন কালে চরিত্র গঠন করিতে হয় ও ক্রমশ অনর্থ নষ্ট হওয়ায় বুদ্ধি শুদ্ধভাব ধারণ করে। শুদ্ধ বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিগণ নিজ পবিত্র হৃদয়ে ভগবানের দিব্য জ্ঞানময় মূর্ত্তি দর্শন করেন, যথা হি শ্রুতি,—

"ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি
সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্।"

৬। শিক্ষা বিবিধ উপায়ে সম্পূর্ণতা লাভ করে। সেই বিবিধ উপায়ের মধ্যে একটী বাচনিক উপদেশ ও অপরটী আদর্শ জীবন। যেখানে আদর্শজীবনের অভাব, সে স্থলে কেবল উপদেশ মাত্র সত্য। বিহঙ্গ যেমন উভয় পক্ষের সাহায্যে শূন্যে বিচরণ করিতে পারে কিন্তু যদি তাহার একটী পক্ষ ছেদন করিয়া দিলে সে যেরূপ শূন্যমার্গে উড্ডীয়মান হইতে সমর্থ হয় না, তদ্রূপ আদর্শজীবনের অভাবে কেবল বাচনিক উপদেশে বদ্ধজীবগণ ইতর বাসনা পরিত্যাগ করিতে ও শাস্ত্রের গূঢ় অভিপ্রায় অবগত হইতে পারেন না। এই জন্য নিখিল জীবের একেক সুহৃৎ অভিন্ন ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীমন্ গৌরসুন্দর ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়া কৃষ্ণার্থে অখিল বস্তুর ত্যাগরূপ দিব্য লীলার অভিনয় করিয়াছিলেন। লোক-

শিক্ষার্থে তাহার এইরূপ অভিনয় করা আবশ্যক হইয়াছিল এবং তিনি সাধারণের চক্ষু উন্মীলন করিবার জন্য আপনি আচরণ পূর্ব্বক আদর্শ জীবন দেখাইয়াছিলেন, যথা শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে,—

"আপনি আচরি ধর্ম্ম জীবেরে শিখায়।
আপনি না কৈলে ধর্ম্ম শিখান না যায়॥"

অতএব দেখা যাইতেছে যে আচার্য্যবান ব্যক্তিই গুরু বা আচার্য্য হইবার যোগ্য। আচার্য্য বিহীন গুরুক্রবগণ নিষ্প্রয়োজন দর্পবৎ ও তাহাদিগের জ্ঞান চক্ষু না থাকায় তাহারা অন্যকে জ্ঞান চক্ষু প্রদানে সম্পূর্ণরূপে অসমর্থ। এবম্প্রকার ভণ্ড ব্যক্তিকে যাহারা গুরুত্বে বরণ করিয়াছেন তাহাদিগের উচিত অসৎসঙ্গ জ্ঞানে উহার সঙ্গ অনতিবিলম্বে পরিত্যাগ করা ও শুদ্ধ মহাভাগবতের সঙ্গলাভের জন্য বদ্ধপরিকর হওয়া নতুবা ভাবী নরক যন্ত্রণা পরিহারের উপায়ান্তর নাই।

৭। পাশ্চাত্য জড় বিদ্যার দ্বারা ইন্দ্রিয় তর্পণ ও প্রতিষ্ঠার সুযোগ হইতে পারে। যেহেতু ইন্দ্রিয় তর্পণাদি কার্য্য সমূহ বিষ্ণুলাভের বিঘ্নকারক, তন্নিমিত্ত পাশ্চাত্য জড়বিদ্যা নিপুণ ব্যক্তিগণকে, মূর্খ-সমাজ সুশিক্ষিত মনে করিলেও, ভক্তসমাজ তাহাদিগকে অসদাচারী ও কুসংস্কারাবদ্ধ মনে করেন ও সরল মতি মনুষ্যগণকে তাহাদিগের সঙ্গ পরিত্যাগের উপদেশ দিয়া থাকেন। অতএব "লেক্‌চ্‌রিয়ার" "মিল্টন" "কেন্ট" ইত্যাদি পাশ্চাত্য জগতের ধুরন্ধরদিগকে এবং অস্মদেশীয় রমেশ দত্ত, গিরীশ ঘোষ, মাইকেল মধুসূদন, বঙ্কিম বাবু ইত্যাদি প্রতিষ্ঠাপন্নাদব ব্যক্তিদিগকে আচার্য্য স্থান হইতে সরাইয়া শ্রীব্যাসদেব, শ্রীশুকদেব, শ্রীরামানুজাচার্য্য, শ্রীমধ্বমুনি, শ্রীবৈষ্ণবাচার্য্য, শ্রীজীব গোস্বামী, শ্রীবৃন্দাবন দাস, শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ ইত্যাদি মহাভাগবতবৃন্দকে তৎপরিবর্ত্তে আচার্য্যত্বে বরণ করা ভগবৎ-ভক্তি লাভেচ্ছুগণের একান্ত কর্ত্তব্য।

৮। ভোগী, কর্ম্মী ও জ্ঞানিগণ সকলেই এক প্রকার না এক প্রকার কামনার দাস এবং তজ্জন্য ত্রিতাপ জ্বালা নিবারণে অসমর্থ। ভোগীগণ ঐহিক সুখান্বেষী, কর্ম্মীগণ পারত্রিক স্বর্গাদি সুখাকাঙ্ক্ষী এবং জ্ঞানীগণ, ঐহিক সুখের ক্ষণভঙ্গুরতা ও পুণ্যক্ষয়ে স্বর্গাদি লোক হইতে পতন হয় দেখিয়া ভোগত্যাগ করিয়া শান্তি সুখের আশায় ধাবমান। একমাত্র ভক্তগণই সমুখ লক্ষহীন অর্থাৎ নিষ্কাম। তাহারা যে কোন কার্য্য করেন, তৎসমস্ত ভগবৎ প্রীতিই উদ্দিষ্ট হইয়া থাকে। ভগবৎপ্রীতি উদ্দেশক কর্ম্মই একমাত্র অকাম শব্দবাচ্য। সুতরাং নিষ্কাম ভক্তিপথারোহণেচ্ছুদিগকে যত্ন পূর্ব্বক কাম-কলুষিত ভোগী, কর্ম্মী ও জ্ঞানীদিগের সঙ্গ, পাশ্চাত্য শিক্ষা মত্ত ব্যক্তিগণের সঙ্গের ন্যায়, অসৎসঙ্গ বোধে বর্জ্জন করিতে হইবে, যথাহি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—

"অসৎ-সঙ্গ ত্যাগ এই বৈষ্ণবাচার।"

৯। অসৎসঙ্গ-ত্যাগের যেরূপ প্রয়োজন, সৎসঙ্গলাভের প্রয়োজনও তদপেক্ষাধিক। যাহারা উপর্য্যুপরি ভক্তসঙ্গ করিতে থাকেন, তাহাদিগের সেবা বুদ্ধি উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। যাহার যে পরিমাণে ভগবৎ-সেবা করিবার সুযোগ উপস্থিত হয়, তন্মাত্রায় তাহাকে ভোগ-মোক্ষপর-কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতে হয় না। অবশেষে যখন পূর্ণ মাত্রায় ভগবৎ-কার্য্য হইতে থাকে, তৎকালে ইতর কার্য্যের সম্পূর্ণরূপ অনুশীলনাভাব সংঘটিত হয়। এরূপ অবস্থাকে অনর্থ-মুক্তাবস্থা কহে। এই অনর্থমুক্তাবস্থাপ্রাপ্ত ব্যক্তি ভগবত্তত্ত্বের অনুভব করিতে সমর্থ হন এবং মনঃ-প্রাণহর-বিষয়ানুভূতির প্রভাবে তাহাকে আর কদাচিৎকালেও ইতর কামনার বশীভূত হইতে হয় না। অতএব পতিত-পাবন সাধুর অনুসন্ধান পাইবা মাত্র, বৃথা কালক্ষেপ না করিয়া, তাঁহার সঙ্গ করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হওয়া উচিত।

১০। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন "সতাং প্রসঙ্গাৎ মমবীর্য্য-সংবিদো ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ" অর্থাৎ সাধুর নিকট গমন করিলে ভগবদ্ভক্তির বৃদ্ধিকর ও কর্ণরসনের তৃপ্তিকর অজস্র হরিকথা শ্রবণ করিতে পারা যায়। যখন মানবগণ সাধুসঙ্গ করেন না—তৎকালে অসৎ কাম্য-কথাই শুনিতে হয়। এই কাম্য কথাগুলি ভেক-গর্জ্জন সদৃশ। ভেকের গর্জ্জন শুনিয়া সর্পকুল বুঝিতে পারে কোথায় সেই ভেক অবস্থান করিতেছে এবং হঠাৎ তথায় আগমন-পূর্ব্বক তাহাকে গলধঃকরণ করিয়া থাকে। সুতরাং কাম্য-

কথার বক্তা ও শ্রোতা উভয়েই ভেকগণের ন্যায় অকাল মৃত্যুকে আকর্ষণ করিতে থাকেন ও সেবাপরাধে নানাবিধরূপ অন্তরায় ভীষণ নরক লাভ হয়। কাম-কথাকে গ্রাম্য কথাও কহে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উক্ত হইয়াছে—"গ্রাম্য-কথা না কহিবে, গ্রাম্য কথা না শুনিবে," এই নিষেধবাক্য হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে গ্রাম্যকথা বর্জনীয় ও পরমার্থবিষয়ক কথা আলোচনীয়। যেহেতু অসৎ-সঙ্গ হইতে গ্রাম্য কথা শুনিবার অবসর হয়, তজ্জন্য উহা ত্যাজ্য। অতএব সাধুসঙ্গে যাহা করিবার সুবিধা যাহাতে হয়, তদ্বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া একান্ত কর্তব্য।

১১। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন "সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গ-যুক্তিভিঃ" অর্থাৎ মহাভাগবতগণ শাস্ত্রীয় উক্তিরূপ যুক্তি-দ্বারা বদ্ধজীবের হৃদয়স্থ কুসংস্কার ও তজ্জনিত দুর্বাসনা-সমূহের ছেদন করেন। কুসংস্কার ও তৎপুষ্টি অন্যাভি-লাষিতারূপ বন্ধনরজ্জুসমূহের ছেদনার্থে ভক্তগণকর্তৃক যে সকল বাক্য কথিত হয়, অনেক সময় শিক্ষার্থীর নিকট তাহা কটু বলিয়া অনুভূত হইয়া থাকে। "কুইনাইন" তিক্ত হইলেও উহার তুল্য জ্বরনাশক পদার্থান্তর না থাকায় উহাই যেমন সেবনযোগ্য ও অব্যর্থ ফলপ্রদ এবং দেহে উৎপন্ন বিস্ফোটক শান্তির জন্য যন্ত্রণাদায়ক হইলেও অস্ত্রো-পচারের যেরূপ প্রয়োজনীয়তা দৃষ্ট হয়; তদ্রূপ সাধুমুখ নিঃসৃত জীবোদ্ধারকল্পে প্রযুক্ত শাস্ত্রীয় বচনাবলী বদ্ধজীবের নিকট আপাততঃ কঠোর হৃদয়বিদারক বাণসদৃশ বোধ হইলেও উহাদিগকে ভবিষ্যৎকল্যাণের বীজস্বরূপ মনে করাই যুক্তিসঙ্গত। বিদ্যাভ্যাসের সময় শিশুকে ক্রীড়া করিতে দেখিলে তাহার অভিভাবক তাহাকে তিরস্কার করেন। সেই তৎসনাকে যেমন লোকে গর্হিতবিষয় মনে করেন না, তদ্রূপ স্বসুখপর ব্যক্তিগণের কুসংস্কারাদি বিনাশার্থে সাধুমুখকৃত প্রযত্নকেও নিন্দনীয় ব্যাপার মনে করা উচিত নহে। যাহারা সাধুসঙ্গের কার্য্যে দোষ দর্শন করেন, তাহাদিগের বিষয়াসক্তি পরিত্যক্ত না হইয়া অপরাধহেতু উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে থাকে।

১২। আত্মোন্নতিলাভেচ্ছুগণকে নিরপেক্ষভাবে বিচার-পূর্ব্বক সর্ব্বদা সাধুগ্রহণে তৎপর হইতে হইবে। পক্ষ-পাতিত্ব হেতু যাহারা সাধুগ্রহণে অসমর্থ বা বিরত তাহারা এই দোষ হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারে না। ইহারা কদাপি আত্মার উন্নতি সাধনে সমর্থ হন না। শুদ্ধ মহাভাগবতের অনুসন্ধান পাইবামাত্র যাহারা মৎসরতা পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার দর্শনার্থ উৎসুক হন, তাহারা দর্শন লাভ করেন এবং তাঁহার শ্রীমুখনিঃসৃত হরিগুণা-নুকীর্ত্তন শুনিতে শুনিতে ও তদীয় আনুগত্যে ভগবৎ-সেবা করিতে করিতে ক্রমশঃ অনর্থশূন্য ও কৃতার্থ হন। যাহারা হেলা বা অশ্রদ্ধাপূর্ব্বক তাঁহার সঙ্গলাভে বঞ্চিত হন, তাহারা মহৎলঙ্ঘনরূপ অপরাধবশতঃ ক্রমশঃ বাহ্য বিষয়ে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর আসক্ত হন ও জীবদ্দশায় পুনশ্চ সাধুসঙ্গ করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হন না। আত্মোন্নতি করিবার সোপানরূপ সৎসঙ্গের সুযোগ জীবনে বহুবার উপস্থিত হয় না। অতএব শুদ্ধ ভক্তের অনু-সন্ধান পাইবামাত্রই কালবিলম্ব না করিয়া তাঁহার সঙ্গ লাভের জন্য যাহারা বদ্ধপরিকর হন তাহারা ভাগ্যবান্।

১৩। জীবের শুদ্ধ স্বরূপে সদা অহৈতুকী কৃষ্ণসেবায় প্রবৃত্তি বর্ত্তমান। অজ্ঞানাচ্ছন্ন অবস্থায় তাহারা আপনা-দিগকে অভাবগ্রস্ত অন্য কোন প্রকার স্বভাববান্ মনে করেন ও স্বসুখ সাধনার্থে তৎপর হন। সুতরাং বদ্ধভূমিকায় কৃতকার্য্যের মূলে কাম প্রবর্ত্তনরূপে অবস্থান করিয়া থাকে। এই জন্য ঐ নিম্ন ভূমিকা হইতে উন্নত অহৈতুকী ভগবৎসেবাপর ভূমিকায় যাইতে হইলে, কামলঙ্ক পরিমুক্ত হইতে হয়। যাহারা কামনায় বশীভূত হইয়া ভগবদারাধনায় নিযুক্ত হন, তাহারা স্বসুখান্বেষী এবং কখনও অহৈতুক রাজ্যে প্রবেশ করিতে সমর্থ হন না। শ্রীশালগ্রামশিলায় যারা বাদাম ভাঙ্গিয়া যাহারা খাইতে প্রস্তুত তাহারা প্রকৃতপক্ষে ভগবানের দ্বারা নিজ সেবা করাইবার প্রার্থী। তাহারা যখন বাদামগুলিকে অস্ত্র যন্ত্রের সাহায্যে ভাঙ্গিয়া শ্রীশালগ্রামকে নিবেদন করিতে উদ্যত হইবে কেবল তখনই তাহাদিগকে ভগ-বানের সেবক বলা যাইবে—তৎপূর্ব্বে নহে। ভগবৎসেবা-প্রার্থী ব্যক্তিদিগকে কামলঙ্ক পরিত্যাগের জন্য প্রথমতঃ বিধিবশে অর্থাৎ কর্ত্তব্য বুদ্ধিতে সেবাকার্য্য সাধন

করিতে হইবে। পরে অনর্থমুক্ত হইয়া আত্মস্বরূপবাহার লেশমাত্র না থাকায় তাহারা প্রীতিপূর্ব্বক ভগবৎসেবা করিতে সমর্থ হইবেন। এই প্রীতিভাবের উদয় না হওয়া পর্য্যন্ত কর্ত্তব্যপরায়ণ হইয়া ভাগবৎকার্য্যসাধন না করিলে সকাম উপাসনার ভাব হৃদয়কে ছাইয়া ফেলে ও সাধককে নিষ্কাম রাজ্যে প্রবেশ করিতে দেয় না। যাহারা সেবাকালে প্রীতির ভাব হৃদয়ে একবারও আস্বাদন করিতে সমর্থ হইয়াছেন তাহাদিগকে বৈষয়িক সুখ আর আকর্ষণ করিতে পারে না। তাহারা উত্তরোত্তর অধিক সেবানন্দস্মরণ আস্বাদন করিয়া থাকেন, শ্রীনারদ ভক্তি সূত্রে—হয়া "অনুক্ষণং বর্দ্ধমানং আনন্দং লভতে"।

১৪। মহাভাগবতদিগকে ভক্তগণ অপ্রাকৃত গুণসম্পন্ন নিত্যসিদ্ধ মহাপুরুষরূপে দর্শন করেন এবং অভক্তগণ তাহাদিগের ন্যায় কামকলুষিত সাধারণ মনুষ্যরূপ দেখেন। একই ব্যক্তিকে বিভিন্নরূপে দর্শন করায় প্রতিপন্ন হইতেছে যে দ্রষ্টার স্বভাবের পার্থক্যই উক্তপ্রকার পৃথক্ পৃথক্ দর্শনের মূলীভূত কারণ। অভক্তগণের বুদ্ধিভ্রম, প্রবঞ্চনা, বিপ্রলিপ্সা ও করণাপাটবরূপ দোষদুষ্ট এবং তন্নিমিত্ত অসাধুকে সাধু, অসৎ উপদেশকে সদুপদেশ, সাধুকে অসাধু এবং সদুপদেশকে অসদুপদেশ ইত্যাদি প্রকার বিপরীতভাবপোষণে বাধ্য হন। বিষয়াসক্তি পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য; কিন্তু অন্য ব্যক্তিগণকে যাহারা উক্ত আসক্তিবর্দ্ধক উপদেশ দেন তাহাদিগকে তাঁহারা গুরুত্বে বরণ করিতে প্রস্তুত হন। সাধুগণ যদি বিষয়াসক্তির ছেদনার্থ হিতকর কথা বলেন, তাহা তাহাদিগের নিকট অমঙ্গলজনক ও কটু বোধ হয় এবং তজ্জন্য তাহারা সাধুদিগের নিন্দা করিতে ও অপরূপ ঘোষণার দ্বারা অনিষ্ট-সাধন করিতে কুণ্ঠিত হন না। যেপর্য্যন্ত না তাহারা বুঝিতে পারিবেন যে তাহাদিগের দর্শনে ভুল আছে এবং ভ্রমসংশোধনের জন্য মহাভাগবতদিগের নিকট শরণাপন্ন হইবেন—তাবৎকাল পর্য্যন্ত তাহারা আপনার 'খাট্টা' দধিকে 'মিঠা' বলিতে পশ্চাৎপদ হইবেন না। দর্শনরহস্যটী ভেদ করা অত্যন্ত কঠিন। অতএব সর্ব্বাগ্রেই এতদ্রহস্যের উদ্ঘাটন করিবার নিমিত্ত করা কর্ত্তব্য। দর্শনরহস্য যত উদ্ঘাটিত হইতে থাকিবে, নিজের ততই অনিত্য বিষয়ের অসারত্ব, অকিঞ্চনত্বের বোধ, সাধুসঙ্গের প্রয়োজনীয়তা, অধোক্ষজজ্ঞানের উপায়েয়তা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইবেন।

১৫। একদিন কতিপয় মহিষ কোন এক পুষ্করিণীর জলে অবগাহন করিতেছিল। তাহাদিগকে জল হইতে উঠাইবার জন্য তাহাদিগের পালক একটী শুষ্ক পাত্র পুষ্করিণীতীর হইতে দেখাইতে লাগিলেন। নিকটবর্ত্তী মহিষটী ঐ শুষ্ক পাত্রকে দেখিয়া উহাতে খাদ্য আছে মনে করিল এবং খাইবার আশায় জল হইতে উঠিল। এই মহিষটী জল হইতে খাদ্যের লোভে উঠিয়া যাইতেছে, দেখিয়া অন্যান্য মহিষগুলিও তাহার অনুসরণ করিতে আরম্ভ করিল। অবশেষে যখন সমুদায় মহিষজল হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল, তখন ঐ পালক কিছু কিছু পশ্চাৎপদ হইতে লাগিলেন। মহিষগুলিও পূর্ব্বের ন্যায় খাদ্যের লোভে পালকের নিকটবর্ত্তী হইবার জন্য গমন করিতে লাগিলেন। ক্রমশঃ পালক নিজ গৃহে প্রবেশ করায় মহিষগুলিও গৃহে প্রবিষ্ট হইল। মহিষগুলি গৃহে প্রবিষ্ট হইবার পর গৃহস্বামী তাহাদিগকে বন্ধনরজ্জুতে আবদ্ধ করিলেন। এই ঘটনাটী সত্য। বহু মানবগণ ঠিক এই মহিষগুলির ন্যায় তুচ্ছতর বাহ্য পদার্থলাভের আশায় মায়াশক্তিকর্ত্তৃক চালিত ও আসক্তিরূপ রজ্জুর দ্বারা কারাগারসদৃশ ত্রিতাপপূর্ণ অনিত্য জগতে আবদ্ধ হইয়াছেন। সাধুরূপ সুহৃদ্ ব্যতীত আর কেহ এই কারাগার হইতে মুক্ত করিতে সমর্থ নহে। অতএব ত্রিতাপজ্বালা নিবারণের জন্য সাধু বৈদ্যের শরণাপন্ন হইতে যাহারা অক্ষম তাহারা যে নিতান্ত মূর্খ ইহা বলা নিষ্প্রয়োজন।

১৬। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে যোগী, কর্ম্মী ও জ্ঞানিগণ স্বসুখের আশায় সাধনে নিযুক্ত। ইহাদিগের মধ্যে যাহারা ক্ষুধার্ত্তকে অন্নদান, রোগীকে ঔষধপ্রদান, পথিকের জন্য পান্থনিবাস গঠন ইত্যাদি প্রকার পরোপকারজনক কার্য্য করেন তাহারা নিজ কল্যাণ সাধিত হইবে এরূপ একটী উদ্দেশ্য লইয়া দুঃখীদিগের দুঃখ

অন্তর্নিহিত থাকে। সুতরাং নিজ কল্যাণই মুখ্য ও পরোপকারটী গৌণ উদ্দেশ্য। যেহেতু নিজ কল্যাণই মুখ্য উদ্দেশ্যরূপে অবস্থিত, তজ্জন্য সেই সমুদয় কার্য্য প্রকৃতপক্ষে পরোপকারের ভাণ মাত্র। দেহ ও মন অনিত্য পদার্থ এবং তদতিরিক্ত যে জীবনাত্মক বস্তু তাহা নিত্য। দেহ ও মন বাহ্য বিষয়ে রত থাকে; কিন্তু জীবের কার্য্য সদা ভগবৎ সেবা করা। পরার্থপরতা শব্দ যখন ভগবৎ-সেবাকেই বুঝায় এবং জীবের একমাত্র কার্য্য যখন ভগবৎ-সেবা তখন ভক্তগণই কেবল পরার্থপর। বদ্ধজীবগণ ভগবৎ-সেবা ভুলিয়া গিয়াছেন। যাহারা ভগবৎ-সেবার্থ বদ্ধজীবগণকে সদুপদেশদানে উদ্বুদ্ধ করেন, তাহারা সেবক সংখ্যা বৃদ্ধি করা হেতু ভগবৎ-সেবায় সহায়তা করেন। এই সহায়তাকরণরূপ কার্য্য ভগবানের অভিপ্রেত যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্তোরন্দিরোমণি শ্রীমন্ গৌরসুন্দরাদেশ,—

"আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার এই দেশ।"

"পরিত্রাণায় সাধূনাম্ বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্। ধর্ম্ম-সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে" এই গীতোক্তি হইতে জানা যাইতেছে যে, ভগবান স্বয়ং জীব উদ্ধারের জন্য যুগে যুগে ধরাধামে অবতীর্ণ হন। ভগবান যখন নিজে ধর্ম্মপ্রচারার্থে আগমন করেন, তখন প্রচার কার্য্যটী যে তাহার অভিপ্রেত অর্থাৎ বিরুদ্ধভাবোদ্রেক নহে, ইহা কে না স্বীকার করিবে? সুতরাং বদ্ধ জীবের নিকট হরিকথানুকীর্ত্তন করারূপ কার্য্যের মূলে ভগবৎ প্রীতিরূপ উদ্দেশ্যের পরিবর্ত্তে স্বার্থপরতার লেশ মাত্রও অবস্থান করিতে পারে না। সাধুগণের একমাত্র কৃত্য ভগবৎ-চর্চ্চা করা। তাহারা অন্য সাধুর সঙ্গেই থাকুন বা বদ্ধ জীবের নিকটেই থাকুন, ভগবৎচর্চ্চা ব্যতীত তাহাদিগের যখন অন্য কোন কৃত্য নাই তখন বদ্ধজীবের নিকটস্থ হইলে তাহারা স্বভাবসিদ্ধ ভগবৎচর্চ্চাই করিবেন। ভগবচ্চর্চ্চাটী তাহাদিগের মুখ্য উদ্দেশ্য হইলেও গৌণভাবে জীবোদ্ধার কার্য্যও সাধিত হইয়া থাকে। কাজেই সাধুগণের প্রচারকার্য্যে স্বার্থপরতার অপবাদ আদৌ স্পর্শযোগ্য নহে।

১৭। বর্ত্তমানকালে শিক্ষা শব্দের প্রকৃত অর্থ অনেকেই অবগত নহেন। ভোগমোক্ষপর কার্য্যের উন্নতি বিধান করাই ইদানীংকালের শিক্ষার বিষয়। পদার্থবিদ্যা, অর্থনীতি, রাজনীতি, শিল্পবিদ্যা ইত্যাদি বিদ্যার দ্বারা লোকেরই সুবিধা হয়। যেহেতু এই সমুদয় বিদ্যার দ্বারা কামেরই অনুশীলন হইয়া থাকে, তন্নিমিত্ত উহাদিগকে কুশিক্ষা বলাই যুক্তিসঙ্গত। যদ্দ্বারা ভগবদ্ভক্তি বৃদ্ধি পায় তাহাকে প্রকৃত শিক্ষা কহে। সেই শিক্ষার সাধু সঙ্গই প্রথম পাঠ বা বর্ণপরিচয়, সৎশাস্ত্রাদির অধ্যয়ন দ্বিতীয় পাঠ, চরিত্রগঠন তৃতীয় পাঠ ও ভগবৎসেবা চতুর্থ পাঠ। অনর্থের নিবৃত্তি হইলে শিক্ষার উদ্যাপন হয়। অনর্থনিবৃত্ত ব্যক্তি ভগবদ্দর্শন লাভ করেন। যিনি ভগবদ্দর্শন লাভ করেন, তাহাকে আর কদাপি অনর্থযুক্ত হইতে হয় না। ইহাই মানব জীবনের চরম উন্নতির স্থান। "যা কাষ্ঠা সা পরাগতিঃ"।

ভবাটবী।

(দ্বিতীয় পর্য্যায়)

এই সংসারারণ্যের কোনও কোনও স্থলে পথিক অজ্ঞাত সূত্রকর্ত্তৃক হতসর্ব্বস্ব হইয়া বিষণ্ণচিত্তে শোক করিতে করিতে মূর্চ্ছিত হইয়া পরে, কোথাও বা গন্ধর্ব্বপুরে প্রবেশলাভ করিয়া মুহূর্ত্তকাল আমোদ আহ্লাদে মত্ত হয় অর্থাৎ কখনও কখনও মৃত পিতা পিতামহ প্রভৃতিকে তাঁহারা যেন আছেন এইরূপ ধ্যান করিয়া অল্পকাল স্বপ্নসুখ অনুভব করে।

কখনও বা চলিতে চলিতে পর্ব্বত আরোহণের ইচ্ছায় কণ্টকলতাকীর্ণক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া বিদ্ধপদ হইয়া পথিক বিষণ্ণ হয়। সেইরূপ মানব গৃহাশ্রমের অতি বিস্তৃত কর্ম্মবিভিন্নসমূহ উত্তীর্ণ হইবার আশায় লৌকিক ব্যসনের আকর্ষণে অশেষ ক্লেশ প্রাপ্ত হইয়া অবসন্ন হইয়া পড়ে।

কখনও বা সে কৌটুম্বিকভাবে পদে পদে অন্যান্যরাশি প্রপীড়িত হইয়া ক্রোধযুক্ত হয়, দুঃসহ কঠোরানল ও কূটঘ-

গণের তরণীতাবস্থনিত উদ্বেগজন্য ধৈর্য্য বিনষ্ট হওয়ায় সেই কুটুম্বগণের উপর ক্রোধ প্রকাশ করে।

কোনও কোনও ক্ষেত্রে সংসারাটবী মধ্যে পথিক অজগর দর্প কর্ত্তৃক গীর্ণ হইয়া কিছুই জানিতে পারে না। সংসার মধ্যে পুরুষ কখনও বা নিদ্রালু হইয়া যেন শূন্য বনে ঘোরান্ধকারে নিমগ্নচিত্তে শয়ন করিয়া থাকে, কোথায় কি হইতেছে জানিতে পারে না। তখন পরিজনগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত সে ব্যক্তি পথের ন্যায় প্রতীয়মান হয়।

কোথাও বা পথিক হিংস্র পশুগণ দ্বারা গুরুতর আহত হইয়া অন্ধকূপে পতিত হয়। সংসারে দুর্জ্জনগণ লোককে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলে, সে কিছুতেই শান্তি পায় না, তখন তাহার বিবেক-বিজ্ঞান অন্তর্হিত হইয়া তাহাকে অজ্ঞানান্ধ করিয়া তুলে।

কোনও কোনও স্থলে পথিক মধুচক্রের অন্বেষণে মধুমক্ষিকাক্রান্ত হইয়া ব্যথিত হয়। আর যদিও অতি কষ্টে কিছু মধুসংগ্রহে সমর্থ হয়, তাহাও অন্য ব্যক্তি বলপূর্ব্বক হরণ করিয়া লয়, সে ভোগ করিতে পায় না। সংসারে কাম সকল মধুমিশ্রের ন্যায়, পুরুষ যখন ঐ কাম অন্বেষণে তৎপর হইয়া পরদার পরদ্রব্য অন্বেষণ করিতে প্রবৃত্ত হয়, তখন স্বামী বা রাজা কর্ত্তৃক হতমান ও নিহত হইয়া অপায় নিরয়গামী হইয়া পড়ে। স্থলবিশেষে একজনের হস্ত হইতে পরদারাদি কাম্য বস্তু উদ্ধার করিয়া আবার অন্যকর্ত্তৃক আক্রান্ত হওয়ায় উহা আবার পরহস্তগত হইয়া পড়ে। এইরূপে প্রবৃত্তিমার্গে আপনার কর্ম্মই ইহ ও পরত্র সংসারবন্ধনের মূল।

কখনও বা পথিক শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, বায়ু প্রভৃতির অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া তৎপ্রতীকারে অসমর্থ হইয়া বসিয়া থাকে। সংসারে অনেক আধি-দৈবিক, আধি-ভৌতিক, আধ্যাত্মিক দুর্দ্দশার নিবারণে অক্ষমতাপ্রযুক্ত দুরন্ত চিন্তাবেগে বিবশ হইয়া যায়। কোথাও বা ধস্তুর ব্যবহারে কাকিনী (কয়েক কড়া) মাত্র পরিমাণে লোককে প্রতারিত করিয়া বিত্তশাঠ্যবশতঃ বিদ্বেষভাজন হয়। কখনও বা হীনধন হইয়া শয্যা, আসন, স্থান বিহার অভাবে পরিধানে বাচ্ছা করিয়া সম্মনোরথ হয় না, অথচ পরের দ্রব্যে লোভজন্য অবমান প্রাপ্ত হয়। স্থলে স্থলে ব্যক্তিসকল পরস্পর ধনবিনিময় করিতে গিয়া নিজেদের বৈরানুবন্ধ সৃষ্টি করে এবং এই পথে বৃথা পরিশ্রম, ধননাশ ও অন্যান্য উপসর্গহেতু বিপন্ন হয়।

পথিকসম্প্রদায় ঐ সমস্ত বিপন্ন ব্যক্তিগণকে পরিত্যাগ করিয়া নূতন আগত পথিককে বলদৃপ্ত করে, কিন্তু পরিত্যক্ত কোনও ব্যক্তি আর প্রত্যাবর্ত্তন করে না। আর ঐ দলে বর্ত্তমান কোনও লোক পথের পরপার প্রাপ্ত হ'ন নাই। সংসারে যে সকল ব্যক্তি মৃত হইতেছে তাহারা আর পুনরাগমন করে না। আর অনেকেই পরপার-গমনোপযোগী ভক্তিযোগ পদবীও প্রাপ্ত হইতেছে না।

সুরগণ ও দিগ্‌বিজয়িসমূহ সংসারারণ্যে "আমার এই ভূমি" বলিয়া ভূমির জন্য পরস্পর শত্রুতাচরণ করে ও যুদ্ধে নিধন হয়। সংসারে নির্ব্বেদপ্রাপ্ত বিদ্বান্ পরমপদ প্রাপ্ত বৈরমুক্ত ভক্ত যে পদবী প্রাপ্ত হ'ন, তাহারা তাহা প্রাপ্ত হয় না।

ভবাটবী মধ্যে কোথা কোন কোনও ব্যক্তি লতাবদ্ধ আলয়পূর্ব্বক ঐ শাখায় অস্থায়ীভাবে পক্ষিশাবককে শূন্যগর্ভ হইয়া আসক্ত হয়। কখনও বা সিংহ ভীত হইয়া বক কঙ্ক গৃধ্র প্রভৃতি পক্ষিগণের সখ্য লাভ করে। এইরূপ সংসারে প্রায় সকলে স্ত্রীগণের স্পর্শসুখ সুকুমার বাহু আশ্রয় করিয়া ভার্য্যাক্রোড়স্থ ফলভোগী অপত্যসমূহে আসক্ত হয়। সিংহসদৃশ কালচক্রনিহিত জন্মমরণভীত হইয়া তমুক্তিজন্য প্রলুব্ধচিত্ত বকাদির ন্যায় বঞ্চক ও ক্ষুদ্র পাষণ্ডগণের বাক্যজালে মোহিত হইয়া তাহাদের দলভুক্ত হইয়া পড়ে। কালচক্র যাঁহার অস্ত্র সেই বজ্রপুরুষ সাক্ষাৎ ভগবান্‌কে অনাদর করিয়া পাষণ্ডগণকে তাহাদের কল্পিত শাস্ত্রানুসারে আশ্রয় করে। ঐ সকল পাষণ্ড আত্মম্ভরি। তাহাদিগের কর্ত্তৃক অভিশপ্ত বঞ্চিতপুরুষ ব্রহ্মকূলে বাস করিয়াও ব্রাহ্মণের আচারব্যবহার ও ভগবদারাধনমূলে যে শ্রৌতস্মার্ত্তবিধিতে রুচিবিশিষ্ট না হইয়া শূদ্রাচারে আসক্ত হয় ও বানরগণের ন্যায় কেবল ইন্দ্রিয়তর্পণ ও তৎসম্পর্কে কুটুম্বভরণমাত্র করে। ইহারা স্বেচ্ছানুসারে বিহার করিয়া জীবন নষ্ট করে। ইহাদিগের বুদ্ধি অতিশয় মন্দ।

উহারা পরস্পর মুখ দর্শনাদিরূপ গ্রাম্যকর্ম্মে এরূপ অনুরাগী হইয়া পড়ে যে, আপনাদের মৃত্যুকাল পর্য্যন্তও বিস্মৃত হইয়া থাকে, ভ্রম দূর হয় না।

কখনও পথিক ভ্রমবশতঃ গিরিগহ্বরে পতিত হইয়া সেখানে ঔষধিতরুর লতা অবলম্বন করিয়া থাকে। সেইরূপ পুরুষ সংসারমার্গে বিচরণ করিতে করিতে অতি ভয়ানক রোগাদি দুঃখে পতিত হইয়া মৃতভয়ে ভীত হয়। তখন প্রাচীন কর্ম্মাবলম্বী হইয়া থাকে।

স্বার্থভ্রষ্ট ঐ পথিক কদাচিৎ কোনও প্রকারে মুক্ত হইয়া আপনার সঙ্গিগণের সহিত পূর্ব্ববৎ মিলিত হইতে পারে, মায়াকর্ত্তৃক সংসারার্থে প্রবেশিত জীব কখনও যথার্থ তত্ত্ব অবগত হইতে পারে না। সাধু ব্যতীত অন্য অন্য কেহ এই সংসারমার্গ হইতে ফিরিতে পারে না। আর যাঁহারা সাধু মহাপুরুষের চরণরজে মণ্ডিত হইয়া আত্মসমর্পণ করিয়াছেন, তাঁহারাও সাধু হইয়া নিজ মঙ্গললাভ করিতে পারেন। অন্য কেহ তপস্যা, যজ্ঞ, গৃহধর্ম্ম, গৃহত্যাগ, দেবদেবীর পূজাদ্বারা তাহা প্রাপ্ত হইতে পারে না। অতএব হে মহাগণ, তুমিও মায়া কর্ত্তৃক সংসারারণ্যের পথে স্থাপিত হইয়াছ। এখন মায়ামুখ ত্যাগ করিয়া বিষয়ে অনাসক্তচিত্তে সাধুচরণ সমাশ্রয়ে হরিসেবা দ্বারা তীক্ষ্ণীকৃতজ্ঞানরূপ অসি গ্রহণ করিয়া ভবাটবীর পরপারে উত্তীর্ণ হও।

দৈববর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম।

বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম নির্ণয়ে শ্রীমদ্ভাগবতে মহর্ষি নারদ মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছেন—

"যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভিব্যঞ্জকং।
যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তত্তেনৈব বিনির্দ্দিশেৎ॥

হে ভারত! যে পুরুষের বর্ণাভিব্যঞ্জক যে লক্ষণ বলিলাম, যদি কোন বর্ণে সেই লক্ষণ দেখিতে পাও, তবে সেই ব্যক্তিকেও সেই লক্ষণনিমিত্ত সেই বর্ণ দ্বারা নির্দ্দেশ করিবে অর্থাৎ শমাদি লক্ষণ দ্বারা ব্রাহ্মণাদি ব্যবহার মুখ্য, জন্মমাত্রনিবন্ধন ব্রাহ্মণাদি ব্যবহারমুখ্য নহে। বর্ত্তমান সময়ে লক্ষণানুযায়ী বর্ণাশ্রম নির্দ্দেশ দেখিতে পাওয়া যায় না। বংশগতভাবে বর্ণনির্ণয় প্রণালীই চলিয়া আসিতেছে। সুতরাং ঐ প্রথাকে আসুর বর্ণাশ্রম এবং উপযুক্ত শ্রীমদ্ভাগবতানুযায়ী বর্ণনির্ণয় প্রণালীকে দৈববর্ণাশ্রম বলে। বর্ত্তমান যুগে বিকৃত বর্ণাশ্রমী কর্ম্মিগণের প্রচলিত স্মৃতিপদ্ধতিও তাঁহাদের ন্যায় অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইয়াছে। কর্ম্মিগণের বেদমূলা যে মন্বাদি স্মৃতি তাহার সহিত বর্ত্তমান সময়ের কর্ম্মিগণের প্রচলিত স্মৃতি পদ্ধতির অধিকাংশ স্থলেই অনৈক্য, সুধী ব্যক্তিগণ নিরপেক্ষভাবে সমালোচনা করিলেই উপলব্ধি করিতে পারিবেন। শ্রীমদ্ভাগবতানুযায়ী নির্ণীত যে শুদ্ধবর্ণাশ্রম ও শুদ্ধ বর্ণাশ্রমীর যে বেদমূলা ভ্রমপ্রমাদাদি-পরিশূন্যা মন্বাদি স্মৃতি, সেই ধর্ম্মেরই রক্ষা কর্ত্তা স্বয়ং ভগবান্ শ্রীমন্মহাপ্রভু। শ্রীমদ্ভাগবতানুমোদিত শুদ্ধ বর্ণাশ্রমীর মধ্যে যাঁহারা সদ্গুরু হইতে শ্রীবিষ্ণুমন্ত্রদীক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছেন তাঁহাদের স্মৃতিপদ্ধতি যে আসুর বর্ণাশ্রমীর স্মৃতি হইতে স্বতন্ত্র তাহা বলা বাহুল্য মাত্র।

শ্রীমন্মহাপ্রভু যে শ্রীমদ্ভাগবতানুযায়ী নির্ণীত দৈব বর্ণাশ্রমের উপদেষ্টা তাহা উল্লেখ করা আবশ্যক যে হেতু তিনি প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়া কৃপাপূর্ব্বক জীবসঙ্ঘের সঙ্গে দুই ভাগবতের সাক্ষাৎকার করিয়া দিয়াছেন।

যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—

"দুই ভাই জগতের কালি অন্ধকার।
দুই ভাগবত সঙ্গে করান সাক্ষাৎকার॥
এক ভাগবত হয় ভাগবত শাস্ত্র।
আর ভাগবত হয় ভক্ত-ভক্তিরসপাত্র॥"

এক ভাগবত-চক্ষু ও অন্য ভাগবত শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্র। শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রকে তিনি শ্রীমুখে সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণও বলিয়াছেন। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর কয়েকটী বিশিষ্ট উপদেশ গুরু বৈষ্ণবকে সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে। বিশিষ্ট ভক্তবৃন্দকে লক্ষ্য করিয়াই জীব শিক্ষার্থে সেই উপদেশ দিয়াছেন। ভক্তপ্রবর শ্রীরামানন্দের প্রতি—

"কিবা বিপ্র কিবা শূদ্র কিবা ন্যাসী কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়॥"

গৃহস্থ বৈষ্ণব সন্ত্রীক যাঁর নিজ কর্ত্তব্য শ্রীমন্ মহাপ্রভুকে জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহার প্রতি—

"গৃহস্থ বিষয়ী আমি কি মোর সাধনে।
শ্রীমুখে কহেন আজ্ঞা নিবেদি চরণে॥
প্রভু কহেন কৃষ্ণ-সেবা বৈষ্ণব-সেবন।
নিরন্তর কর কৃষ্ণ নাম সংকীর্ত্তন॥"

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুপাদকে গৃহস্থ বৈষ্ণবের অবস্থায় তাঁহার প্রতি—

"অকট বৈরাগ্য না কর লোক দেখাইয়া।
যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হঞা॥
অন্তর নিষ্ঠা কর বাহে লোকব্যবহার।
অচিরাতে কৃষ্ণ তোমায় করিবেন উদ্ধার॥"

গৌড়ের বাদসাহ হুসেন শা পত্নীর অনুরোধে শ্রীবুদ্ধি মিশ্রের সাহে করোয়ার পানি নিক্ষেপ করিলে তিনি বারাণসীতে গমন করিয়া স্মার্ত্ত পণ্ডিতের নিকট পাপক্ষালনের প্রায়শ্চিত্ত জিজ্ঞাসা করিলে তপ্ত ঘৃত ভোজনে জীবন ত্যাগের ব্যবস্থা শুনিয়া, তৎকালে বারাণসীতে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর অবস্থান জ্ঞাত হইয়া তাঁহার নিকট যাইয়া যে মহা পাতকের প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা পাইয়াছিলেন তাহা এই, যথা—

প্রভু কহে ইহা হইতে যাহ বৃন্দাবন।
নিরন্তর কর কৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তন॥
এক নাম তাসে তোমার পাপদোষ যাবে।
আর নাম লইতে কৃষ্ণচরণ পাইবে॥
আর কৃষ্ণনাম লৈতে কৃষ্ণস্থানে স্থিতি।
মহাপাতকের হয় এই প্রায়শ্চিত্তি॥

শ্রীমন্ মহাপ্রভুর শ্রীমুখ হইতে গৃহী বৈষ্ণবগণ এই উপদেশাবলী প্রাপ্ত হইয়াছেন। যথা—ভগবত্তত্ত্বজ্ঞপরায়ণ তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তিই গুরুপদবাচ্য। ভগবত্তত্ত্বজ্ঞবৈষ্ণবের ব্রাহ্মণ-তার অভাব নাই, বৈষ্ণবই ব্রাহ্মণগণের গুরু। গৃহী বৈষ্ণবগণ বিষ্ণু, বৈষ্ণব ও শ্রীনামের নিত্য সেবা করিবেন। অনাসক্ত হইয়া বিষয় ভোগ করিবেন এবং অন্তরনিষ্ঠা করিয়া অন্তরে পারমার্থিক আচরণাদি করিবেন ও বাহিরে লৌকিক ব্যবহারাদি রাখিতে হইবে। প্রারব্ধবশতঃ বৈষ্ণবাপরাধরূপ পাতকাদিতে দীক্ষিত হইলে শ্রীনামকীর্ত্তনাদি করিলে আর অন্য প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে না। এতদ্ব্যতীত গৃহী বৈষ্ণবদিগের প্রতি অপরাপর কর্ত্তব্যের উপদেশাবলী শ্রীমন্ মহাপ্রভু পার্ষদ গোস্বামিগণের স্মৃতিনিবন্ধে বিস্তৃত ভাবে উল্লিখিত আছে, তাহা দ্রষ্টব্য। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর আদেশেই তৎপার্ষদ গোস্বামিগণ বৈষ্ণবস্মৃতিতে লিপিবদ্ধ করেন। গোস্বামিগণের বাক্যই যে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর বাক্য ইহা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। যেহেতু শ্রীমন্ মহাপ্রভু শক্তিসঞ্চার করিয়া গোস্বামিগণের দ্বারাই বৈষ্ণব কর্ত্তব্য-কর্ত্তব্যনির্ণায়ক বৈষ্ণবস্মৃতি প্রচার করেন।

কালপ্রভাবে বৈষ্ণবেতর স্মার্তস্মৃতিপদ্ধতি গৃহিবৈষ্ণবের মধ্যে প্রবেশ লাভ করিয়া গৃহিবৈষ্ণবের ধর্ম্মে বাতিচার ঘটাইয়াছে। এই ব্যভিচার কিছুদিন অনিত্য সমাজে পরিচালিত হইয়া উহা সদাচাররূপে পরিণত হইয়াছে। সদসৎ-বিচার-বুদ্ধিহীন ব্যক্তিগণ কিছুদিন পূর্ব্বের প্রচলিত স্বধর্ম্মের ব্যভিচারকে বর্ত্তমান সময়ের লৌকিক সদাচার বলিয়া ভ্রম বুঝিয়া তাহা ত্যাগ করিতে নারাজ। এই অন্ধবিশ্বাসী ব্যক্তিগণকে স্বকর্ত্তব্যের প্রত্যাবর্ত্তে যে নিরয়গামী হইতে হইবে, তাহা বলা বাহুল্য।

শ্রীরাধিকাপ্রসাদ মহান্ত (বেলুড়)

উপাসনা।

উপাসনা বলিলে উপাস্য উপাসক ও উপাসনা এই তিনটী বিষয় মনে হয়। নির্ব্বিশেষবাদিগণ পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ বৈশিষ্ট্য স্বীকার না করায় তাহাদের ক্রিয়াকে উপাসনা বলা যায় না। কামনামূলে কল্পিত নানা দেব দেবীর উপাসকের সজ্ঞায় সজ্ঞিত হইয়া যে অনিত্য উপাসনায় প্রবৃত্ত হওয়া তাহা বৈধ অর্থাৎ আত্মার নিত্য বৃত্তি নহে শ্রীল ঠাকুর মহাশয় কীর্ত্তন করিয়াছেন—

কর্ম্মিজ্ঞানী মিছাভক্ত, না হয় তাতে অনুরক্ত।

অর্থাৎ যাঁহারা অন্তরে বুভুক্ষু বা মুমুক্ষু এবং বাহিরে উপাসকের সজ্ঞায় সজ্জিত তাহারা প্রকৃত উপাসক নহেন, নকল বা মেকি।

উপাসনা কাহাকে কি তাহাই এখন বিচার্য্য বিষয়। উপাসনা কথার অর্থ—

শ্রীধর স্বামী শ্রীমদ্ভাগবতের ১০।৪।৩৭ টীকায় অর্থাপত্তি-দ্বারাদুপাসনালিঙ্গকোহয়ং তাং প্রতিবস্তি এইরূপ লিখিয়াছেন। নিত্য উপাস্য বস্তু ভগবানের প্রতি নিত্য উপাসক জীবাত্মার যে নিত্য ক্রিয়া তাহাকেই উপাসনা বা ভক্তি বলে, তাহা দেহ মনের অনিত্য ক্রিয়াবিশেষ নহে। কিন্তু আত্মার নিত্য বৃত্তি উপাসনাকার্য্যে দেহের সাহায্য কিয়ৎ পরিমাণে প্রয়োজন হইলেও ঐ কার্য্যটী দৈহিক কার্য্যাপেক্ষা অনন্ত গুণে শ্রেষ্ঠ। উপাসনা মানসিক কার্য্যও নহে, যেহেতু মন জড়প্রসূত ও সংকল্প বিকল্পাত্মক উপাসনাক্রিয়াটী তাদৃশ মনঃকল্পিত নহে।

উপাস্য, উপাসক ও উপাসনা এই তিনটীই অপ্রাকৃত। অপ্রাকৃত বস্তুই অপ্রাকৃত তত্ত্ব জানিয়া অপ্রাকৃত উপাসনা করিতে সমর্থ। দেহ, বাক্য ও মন ইহারা জড়প্রসূত, সুতরাং প্রাকৃত। প্রাকৃত বস্তু অপ্রাকৃত বস্তুকে জানিতে পারে না প্রাকৃত বস্তু অপ্রাকৃত বস্তুর উপাসনা করিতে অসমর্থ। অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত গোচর। দেহ ও মন উপাধিদ্বয়ের পরিচয়ে পরিচিত হইবার অযোগ্য জীবাত্মাই ভগবান্‌কে জানিতে পারেন। কিন্তু যতদিন তিনি প্রাকৃতশরীরবিশিষ্ট ততদিন উপাসনা ক্রিয়াও দেহে ব্যাপ্ত হইয়া থাকে। অর্থাৎ আত্মা যখন ভক্তি-যোগে ভগবদুপাসনায় নিযুক্ত থাকেন জিহ্বা তখন ভগবান্‌র কীর্ত্তন করেন, চক্ষু ভগবদ্রূপ দর্শনে ও কর্ণ ভগবৎকথাশ্রবণে নিযুক্ত হন, হস্ত, পত্র, পুষ্পাদিও নিজ নিজ বস্তু ভগবান্‌কে দিয়া তৃপ্ত হয়। পদ ভগবদ্ধামাদি কীর্ত্তনে নৃত্য ও তদ্ধামসমূহে বিচরণ করিয়া তৃপ্তি লাভ করে। দেহে অষ্ট সাত্ত্বিক বিকারাদি লক্ষিত হয়। কিন্তু এইগুলি মুখ্য উপাসনা নহে, মুখ্য উপাসনার প্রকাশক মাত্র। বুভুক্ষু ও মুমুক্ষুগণের মধ্যে ঐ বাহ্য ক্রিয়াগুলি দৃষ্ট হয়, কিন্তু তাহাতে নিত্য সেবা প্রবৃত্তির অভাব বলিয়া তাহাদের ক্রিয়াগুলিকে উপাসনা বলা যায় না, তজ্জন্য শ্রীল রূপগোস্বামী বলিয়াছেন—

অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ॥

জড় বস্তু ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে গৃহীত হয়; কিন্তু ভগবদ্বস্তু অধোক্ষজ তত্ত্ব, ইন্দ্রিয়তর্পণের বিষয় নহেন বলিয়া সেবা প্রবৃত্তিক্রমেই তাঁহা হইতে অভিন্ন তাঁহার নামাদি গ্রহণ সম্ভব হয়, সেবোন্মুখ জিহ্বাই ভগবানের গুণকীর্ত্তন করিতে পারেন, সেবোন্মুখ অপ্রাকৃত চক্ষুই ভগবানের অপ্রাকৃতরূপদর্শনে সমর্থ, সেবোন্মুখ কর্ণই ভগবানের লীলা ও গুণসমূহ শ্রবণ করিবার যোগ্য।

যোগ্যতা বা অধিকারানুসারে বেদশাস্ত্র তিনভাগে বিভক্ত। ভোগময় প্রবৃত্তি হইতে কর্ম্মকাণ্ডের উদয় ও ত্যাগময় প্রবৃত্তি হইতে জ্ঞান কাণ্ডের সৃষ্টি হইয়াছে। এই উভয়বিধ মার্গই বেদের উপাসনাকাণ্ড হইতে ভিন্ন। বহির্ম্মুখবৃত্তি হইতে ঐ দুইটী মার্গের উৎপত্তি। মুক্তাত্মবৃত্তিতে যে রুচির পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাই বেদের উপাসনাকাণ্ড। তাহা কখনও সত্ত্বরজস্তমোগুণময় জড় কর্ম্ম বিশেষ নহে, নির্গুণ। শাস্ত্র বলেন—

"সাত্ত্বিকাধ্যাত্মিকী শ্রদ্ধা কর্ম্মশ্রদ্ধাতু রাজসী।
তামস্যধর্ম্মে যা শ্রদ্ধা মৎ-সেবায়াস্তু নির্গুণা॥"

আধ্যাত্মিকী শ্রদ্ধা সাত্ত্বিকী, কর্ম্মশ্রদ্ধা রাজসী, অধর্ম্মে যে শ্রদ্ধা তাহা তামসী, মৎ-সেবায় যে শ্রদ্ধা তাহা নির্গুণ। ভোগ ও ত্যাগ এই দুইটীই সগুণ, সুতরাং নির্গুণ আত্মার নিত্য বৃত্তি নহে। অর্জ্জুন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে নির্গুণের লক্ষণ জিজ্ঞাসা করিলে, ভগবান্ বলিয়াছিলেন যে, ভোগ ও ত্যাগরাহিত্যই নির্গুণতার লক্ষণ, ভোগ ও ত্যাগ এই দুইটীই জীবের নিত্য প্রবৃত্তির বাধক বলিয়া শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে!

"ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়ার্থেষু রাগস্যেষু ব্যবস্থিতৌ।
তয়োর্ন বশমাগচ্ছেৎ তৌ হ্যস্য পরিপন্থিনৌ॥"

ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বস্তুই বিষয়। বিষয়ে যে আসক্তি তাহাকে রাগ বলে। বিষয়ের অভাব অথবা বিষয়গ্রহণে অসমর্থতা কিংবা অধিক সুখপ্রাপ্তির আশায় বিষয়গ্রহণজনিত ক্ষণিক সুখ পরিত্যাগ করার নাম দ্বেষ। এই দুইটীই জীবের নিত্য স্বরূপ আত্মের নিত্যস্বরূপ। তিনি আরও বলিয়াছেন যে,

সত্ত্বগুণ জীবকে জ্ঞান ও সুখ দ্বারা বন্ধন করে, রজোগুণ কর্ম্মদ্বারা বন্ধন করে এবং তমোগুণ প্রমাদ আলস্যাদি দ্বারা বন্ধন করে। এই ত্রিগুণাভিমানী জীব গুণাতীত রাজ্যের পরিচয় জানিতে পারে না—

ত্রিভিগুণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্ব্বমিদং জগৎ।
মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্॥"

সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনটী গুণ দ্বারা সমগ্র জগৎ মোহিত। তাহারা আমার সর্ব্বোৎকৃষ্ট অব্যয় স্বরূপ জানিতে অসমর্থ, ভোগ বা ত্যাগ বেদের তাৎপর্য্য নহে।

"ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন।
নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসত্ত্বস্থো নির্যোগক্ষেম আত্মবান॥"

অর্থাৎ শাস্ত্রসমূহের দুই প্রকার বিষয়—উদ্দিষ্ট বিষয় ও নির্দ্দিষ্ট বিষয়। যে বিষয়টী যে শাস্ত্রের চরম উদ্দেশ্য তাহাই তাহার উদ্দিষ্ট বিষয় আর যাহার নির্দ্দেশে উদ্দিষ্ট বিষয় লক্ষিত হয় সেই বিষয়ের নাম নির্দ্দিষ্ট বিষয়। বেদ-সমূহ নির্গুণ তত্ত্বকে উদ্দিষ্ট বলিয়া লক্ষ্য করেন। নির্গুণ তত্ত্ব সহসা লক্ষিত হয় না বলিয়া প্রথমে কোন সগুণ তত্ত্বকে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন সেই জন্য সত্ত্বরজস্তমঃ ত্রিগুণময়ী মায়াকেই প্রথম সৃষ্টিক্রমে বেদ সকলের বিষয় বলিয়া বোধ হয়। হে অর্জ্জুন, তুমি সেই নির্দ্দিষ্ট বিষয়ে আবদ্ধ না থাকিয়া নির্গুণতত্ত্বরূপ উদ্দিষ্ট তত্ত্ব লাভ করিয়া নিস্ত্রৈগুণ্য স্বীকার কর। বেদশাস্ত্রে কোন স্থলে রজস্তমগুণাত্মক কর্ম্ম, কোন স্থলে সত্ত্বগুণাত্মক জ্ঞান এবং বিশেষ বিশেষ স্থলে নির্গুণ ভক্তি উপদিষ্ট হইয়াছে। গুণময় মানাপমানাদি দ্বন্দ্বভাব হইতে রহিত হইয়া নিত্য সত্ত্বস্থ অর্থাৎ শুদ্ধ আত্মস্বভাবে স্থিতিপূর্ব্বক যোগ ও ক্ষেমানুসন্ধান পরিত্যাগ করিয়া বুদ্ধিযোগসহকারে নিস্ত্রৈগুণ্য লাভ কর। অতত্ত্বজ্ঞ বেদের অপ্রাকৃত উপাসনাকাণ্ডকে কর্ম্ম কাণ্ডের অন্তর্গত মনে করেন কিন্তু পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে কর্ম্মজ্ঞানাদি সগুণ সুতরাং অনিত্য বা ক্ষয়ধর্ম্মযুক্ত। যে ধর্ম্মাবলম্বনে ক্ষয় ধর্ম্মের মহিমা অনিত্যতা লাভ করে, তাহাই বেদের উপাসনা।

নিমাই।

(পূর্ব্বানুবৃত্তিক্রমে)

সেই দিন খুব বেলা, মুরারি স্নান যাত্রাটাত্রা সব কোরে, ভাত বেড়ে নিয়ে খেতে বোসবেন। এমন সময় নিমাই কোথা থেকে এসে, বাইরে দাঁড়িয়ে মুরারি বোলে চাক দিলে। মুরারী খেতে বসে বোলো বোলে ভাত খেতে লাগলো। মাতা ঠেঁট কোরে থালার দিকে তাকিয়ে ভাত মুখে দিয়ে যেমন মুখ তুলেচে, অমনি দেখতে পেলে নিমাই সামনে দাঁড়িয়ে রোয়েচে। এয়েচে তা কি হয়েচে ভালই, দাঁড়িয়ে থাক। মুরারী মাতা ঠেঁট কোরে আপন মনে ভাত খেতে লাগলো। নিমাই আস্তে আস্তে মুরারির ভাতের থালার ওপোর ছুরছুর কোরে মুতে দিলে। ছি, ছি, ছি নিমাই তুই কোরলি কি। রাগে মুরারি চ্যাচাতে লাগলো, নিমাই চোক দুটো লাল কোরে বোল্লে ছাড়্যাক মুরারি তুই ওরকম হাত মুখ মাতা নড়ান ছেড়ে দে। তুই আর ওসব বেশ্মজ্ঞানের কতা বোলিস নে। ওসব ছেড়ে নন্দদুলালকে ভজনা কর। ঈশ্বর আর জীবকে যে এক মনে করে, জীবকে সেবক মনে করে না; আমি তার ভাতের থালায় মুতে দিই। এই বোলে নিমাই কোথায় চোলে গ্যালো আর দেকতে পাওয়া গ্যালো না, মুরারী আর দেকতে পেলো না। কিন্তু কিসে যে কি হোলো মুরারি তা বুঝতে পারলেন না, মুরারি চোকের সামে যেন কেষ্টোর চেহারা খানা কোরে ব্যাড়াতে লাগলো, যেদিকে তাকায় সেই দিকেই যেন কেষ্ট খানা কোরচে মনে কেমন একটা আহ্লাদ হোলো, গা শিউরে উটতে লাগলো, চোকে জল এলো। নিমাইয়ের ওপোর রাগ হওয়া দূরে থাক, তার ওপোর একটা ভালবাসার ভাব হোতে লাগলো। কোথায় গ্যালো, তাকে দেকবার জন্যে মন ছটফট কোরতে লাগলো। ভাত আর খাওয়া হোলো না। উটে মুক হাত ধুয়ে, নিমাইকে দেকবার জোন্যে জগন্নাথ মিশ্রির বাড়ী গ্যালো। নিমাই মুরারি দেকে তাড়াতাড়ী শচীদেবীর কোলো উটে মায়ের আচল দিয়ে মুখ ঢেকে থাকলো এই মুরারি মাটীতে মাতা রেকে

নিমাইকে একটা প্রণাম কোরলে। মুরারির কাকে ফেকে জগন্নাথ মিশ্রির মনে একটু কষ্ট হোলো, বোল্লেন, তা মুরারি করো কি? করো কি? আমার ছোট ছেলে তুমি করো কি? তাকে তুমি প্রণাম কোরলো? ছেলের অমঙ্গল হবে যে। তোমার মত বুদ্ধিমান লোকের এমন কাজ করা ভালো হয় নি। মুরারি বোল্লেন মিশ্রি মশায়! আপনার ঘরে যে কে এসে জোন্মেছে, নিমাই যে কে, তা কিছু দিন পরে জানতে পারবেন। এখন আর সে সব কথা কাজ নেই এই বোলে মুরারি গুপ্ত বাড়ী চোলে গ্যালেন। নিমায়ের ঐ কথাতেই মুরারি গুপ্ত 'যোগবাশিষ্ঠ' বই পড়া ছেড়ে দিয়ে ছিলেন।

(ক্রমশঃ)

প্রচার-প্রসঙ্গ।

ঢাকা শ্রীমাধবগৌড়ীয় মঠের উৎসবউপলক্ষে প্রচারকগণ পূর্ব্ববঙ্গের বিভিন্ন স্থানে হরিকথা প্রচার করিতেছেন।

পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপতীর্থ গোস্বামী মহারাজ লৌহজঙ্গবাসীর নিকট বক্তৃতা এবং শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীমদ্ভাগবতব্যাখ্যা দ্বারা শুদ্ধভক্তিধর্ম্মের বিষয় কীর্ত্তন করিয়াছেন।

পণ্ডিতপ্রবর পরমভাগবত শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিসারঙ্গ প্রভু পানাম হাইস্কুলে 'বৈষ্ণব ও বাস্তবধর্ম্ম' সম্বন্ধে একটী হৃদয়গ্রাহিণী ও যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করিয়া সভালোকের সংশয় ছেদন করেন। তিনি স্থানীয় অন্যতমা জমিদার উদারচেতা শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন পোদ্দার মহাশয়ের ভবনে "সনাতন ধর্ম্ম" সম্বন্ধে আরও একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। তাহাতে স্থানীয় অধিবাসিগণ শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত ধর্ম্মের বিশুদ্ধতা ও বর্ত্তমান গ্লানির বিষয় উপলব্ধি করিয়া বিশুদ্ধভক্তি ধর্ম্মের বহুল প্রচারে বদ্ধপরিকর হইবার আগ্রহ প্রকাশ করেন, পণ্ডিতপ্রবর ভক্তিসারঙ্গ মহোদয় এখন সদাশিবগ্রামে হরিকথা প্রচার করিতেছেন।

আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ বৃন্দবিহারী বিদ্যাভূষণ ভাগবতরত্ন বানরীপাড়ে হরিকথা প্রচার করিয়া কাশীধামে প্রচারার্থে গমন করিয়াছেন।

(প্রেরিত পত্র)

শ্রীযুক্ত গৌড়ীয় সম্পাদকমহাশয়—

সমীপেষু—

মহাশয়,—

আমার নিবেদন এই যে, আপনাদের ১নং উল্টাডিঙ্গি জংশনরোডস্থিত গৌড়ীয় মঠ হইতে যে "গৌড়ীয়" নামক সাপ্তাহিক পত্রিকা বাহির হইতেছে, সেই পত্রিকা পাঠ করিয়া যে কি উৎসাহ লাভ করিয়াছি, তাহা কি প্রকাশ করিব। যদি আপনারা মনুষ্যের জন্য এত কৃপা প্রকাশ করিয়াছেন, তবে আমার নিবেদন এই যে ৩য় খণ্ডে ১ম সংখ্যায় যে "গুরুপ্রণালী" ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং আহ্বানও করিয়াছেন, আশা করি আপনাদের ঐ মঠে যাইলে সদ্গুরু ও উপদেশ লাভ করিতে পারিব। পুনঃ নিবেদন, যদি কুলগুরুর দ্বারায় দীক্ষা লওয়া হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহাদের কি সদ্গুরু লাভে বঞ্চিত হইতে হইবে? যদি তাহার কোনও উপায় থাকে, তবে এ দীনকে সাদরে সদ্গুরু ও শিক্ষা দান করিলে, তবে আপনাদের দাসানুদাস হইয়া থাকিব। আপনাদের পত্রিকা-পাঠ করিয়া সদ্গুরু লাভের জন্য মন বিশেষ ব্যাকুল হইয়াছে। আশা করি, গৌড়ীয় মঠে যাইলে ঐরূপ সদ্গুরু লাভে বঞ্চিত হইব না, আপনারা পত্রিকা দ্বারা আমার ন্যায় অধমকে আহ্বান করিয়াছেন, ইহা আমার পরম সৌভাগ্য। মহাশয়, বিশেষ আশায় পত্র লিখিলাম, অজ্ঞানের ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন।

ইতি—

শ্রীগোপাল চন্দ্র নিয়োগী

শিবামোড়, (হুগলী)

শ্রীচৈতন্য-সেবায় দান অমূল্য।
শ্রীমূর্ত্তি-সেবায় দান অমূল্য।
প্রাপ্তিস্বীকার ও সংবাদ ৫ পৃষ্ঠায়।
শ্রীমূর্ত্তি-সেবায় দান অমূল্য।
শ্রীচৈতন্য-সেবায় দান অমূল্য।

গৌড়ীয়

তৃতীয় খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১০ই কার্ত্তিক, শনিবার ১৩৩১, ১লা নবেম্বর, ১৯২৪ | ১১শ সংখ্যা

সাময়িক-প্রসঙ্গ।

'মাথা নাই, তার মাথা-ব্যথা' বলিয়া একটী প্রবাদ আছে। ভক্তিহীন হৃদয় বাহিরে ভক্তি দেখাইবার জন্য প্রস্তুত। বৈষ্ণবক্রুব অর্থাৎ বিষ্ণু-সেবাহীন ব্যক্তি 'অন্তঃশাক্তো বহিঃশৈবঃ সভায়াং বৈষ্ণবো মতঃ।' খেলা বুঝিবার ক্ষমতা নাই, কেউটে ধর্ত্তে যাওয়াটা দুঃসাহসিকতা। এই শ্রেণীর লোক শ্রীগৌরজন্মভূমির কিরূপে বিচার করিবে? চোর-সাধুকে বলে—'ঐ চোর'; বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, তাহাকে কেহ যেন চোর মনে না করে। দোষী ব্যক্তি অপর নির্দ্দোষকে লোকপ্রতারণার উদ্দেশে তাহারই মত চোর মনে করে এবং বাহিরে সাধু সাজিবার জন্য সাধু ও চোর উভয়েই সমান, বা কখন কখনও সাধুই চোর বলিয়া লোকসঙ্গে ধুলি প্রদান করে। এই ব্যবহারটা বড়ই ঘৃণ্য।

'আত্মবৎ মন্যতে জগৎ'। মানব নিজ নিজ দুর্ব্বুদ্ধিবশে অসৎকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। অপরকেও তাহারা তাহাদের মত দেখে। রঙ্গিণ চশমার মধ্য দিয়া দেখিতে গেলে কাচের রঙ্গের ছায়া দ্বারা দৃশ্যজগতের রং দেখা যায়; উহা তাহাদের মনেরই দোষ। কর্ত্তৃত্বাভিমানের অধিষ্ঠানে সে দোষ আসে নাই। ইহাই বিবর্ত্তের উপাচরণ। মৎসরতা বা পরগুণদর্শনে অসহিষ্ণুতাহেতু বদ্ধজীব সাধুপুরুষকে নিজের ন্যায় ঘৃণ্য মনে করে। এই শ্রেণীর লোক শ্রীগৌরজন্মস্থানের কিরূপ সন্ধান কিরূপে বুঝিবে?

'শ্রীসোনার গৌরাঙ্গ' নামে একখানি মাসিক পত্র আছে। তাহার ১৩৩১ ভাদ্র সংখ্যায় নদীয়া ধামমহাত্ম্য নামে শ্রীসুধাংশুশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় নামক একটী অদ্ভুত মানব 'নদীয়া' শীর্ষক কবিতা লিখিয়াছেন। উহা সম্পাদকমহাশয়গণের অমনযোগিতায় অজ্ঞাতসারে পত্রে ঐ ঈর্ষাযুক্ত কবিতা স্থান পাইয়াছিল বলিয়া পরবর্ত্তী সংখ্যায় সম্পাদকমহাশয়গণ ঐ পত্রেই ত্রুটি স্বীকার করিয়াছেন।

সম্পাদকগণ শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভক্ত। তাঁহাদের স্বাভাবিক বৈষ্ণবোচিত দৈন্য মহত্বের ভাপক হইলেও শ্রীমান্ সুধাংশু-লেখকের গ্রন্থনিহিত অভাব দেখিয়া আমরা বিস্মিত হইয়াছি। এই সুধাংশুলেখর বাগ্-জাঁচড়ার অধিবাসী? ইনি না ১৩২৪ সালের ফাল্গুন মাসের প্রথম সপ্তাহে একদিন কপটতা করিয়া ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী পরমহংস ঠাকুর মহাশয়ের কৃপালাভের উৎকণ্ঠা দেখাইয়া স্বীয় বক্তব্য উৎকট স্বভাব আবরণ করিবার প্রয়াস করেন? এই সুধাংশুই কি আবুরিয়া শ্রীনারায়ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সখা? ইনিই কি মৃত তারাপদ বাবু উকীলের আত্মীয়? শ্রীযুক্ত সাকটিয়ার শ্রীরঘুনাথ বৈরাগীর সহিত আত্মীয়তা করিয়া ছোটের মাঠকে ও কাকড়ের মাঠকে ব্যবসায়ের স্থান করাইবার প্রয়াসমুখে মায়াপুর নামের কল্পনা কি তাহার প্রেমের ক্রন্দন? কবি চারিটী স্থানে আরূঢ় থাকিয়া পঞ্চম স্থান আতরপুরকে পাইয়াছিল।

"নদীয়া"-কবিতা-লেখাকালে লেখক কি কবিত্বান-পঞ্চকের মধ্যে কোন একটী বা ততোধিক স্থানে স্বয়ং বাস স্থাপন করিয়া লোককে বিপথগামী করিবার প্রয়াস করিয়াছিলেন? যদি তাহা না হয়, তাহা হইলে এরূপ অসম্ভব অসত্য কথা বলিবার ছলনায় মহতের চরণে অপরাধ করিলেন কেন? এই কবিতা-লেখকের অনুগা জানিতে পারিয়া অনেকে নাকি মাসিকপত্রের সম্পাদক-গণের নিকট প্রতিবাদপত্র পাঠাইয়াছেন, সম্পাদকগণ ঐ কবিতা সম্বন্ধে কি বলিতেছেন, পাঠকের কৌতূহল-তৃপ্তির জন্য আমরা উহা নিম্নে অবিকল উদ্ধৃত করিলাম। কবিতা-লেখকের কলঙ্কিত ভাষা উদ্ধার করিয়া বা পাঠ করিয়া কেহই নিরয়গামী হইতে ইচ্ছা করেন না। কবিতা-লেখক উদ্ধত বালকটী নিজের অসদ্বৃত্তির পরিচয় মহতের চরণে জড়াইয়া দিতে যে প্রয়াস করিয়াছেন, তাহাতে আমাদের মনে হয়, এই অসংযত বালকটীকে দণ্ডবিধি আইনের দ্বারা বাধ্য করা উচিত। মহতের উল্লঙ্ঘন করিলে শাস্ত্রোক্ত নিদেশমতে যে গতি লাভ হয় তাহা এই—

"নিন্দাং কুর্ব্বন্তি যে মূঢ়া বৈষ্ণবানাং মহাত্মনাম্।
পতন্তি পিতৃভিঃ সার্দ্ধং মহারৌরবসংজ্ঞিতে॥"

মাসিক পত্রখানির আবির্ভাবের কথা আমরা ইতঃপূর্ব্বে কোনদিন শুনি নাই। এখন শুনিতেছি, শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ নাথ এম্, এ, শ্রীযুত গিরীন্দ্রনারায়ণ মল্লিক এম্ এ, বি এল্, এবং শ্রীযুত যোগেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ সাহিত্যরত্ন এই পত্রের সম্পাদকের পদে প্রতিষ্ঠিত: সুতরাং এতাদৃশ নিচক্ষণ ব্যক্তিগণের চক্ষে ধূলি দিয়া শ্রীমান্ সুধাংশুলেখর যে অভি-সন্ধিমূলে কবিত্বের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা যে 'ভিতরে গূঢ় অভি-সন্ধিমূলে প্রতিষ্ঠিত', সম্পাদকগণ ইহা বুঝিতে পারিয়াছেন। সুধাংশু আর মানুষ পাইলেন না, শুদ্ধভক্তিস্রোতের মূলপুরুষের উদ্দেশে জিঘাংসা-পরিতৃপ্তি বা আত্মীয়-স্বজনের স্বার্থানুরোধে এইরূপ গর্হিতকর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়া তাহার পক্ষে কতদূর সঙ্গত, তাহা তিনি স্বয়ংলাভ করিলেই বুঝিতে পারিবেন।

ভক্তি-সাম্রাজ্যধুরন্ধরাগ্রণী, আদর্শ ভক্তিময় বিগ্রহের কথা কি তিনি কিছুই শুনেন নাই? যদি শুনিয়াও এই অপকর্ম্ম করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি কোথায় অবস্থিত জানিতে পেলে তাঁহার সম্বন্ধে সুতপ্তা মতি আসিয়া বৈষ্ণবচন্দন কলুষিত করিবে। লেখকের সহিত একমত হইবার পরিবর্ত্তে মাসিক পত্রের সুযোগ্য সম্পাদকগণ লিখিতেছেন—

"নদীয়া" কবিতায় চারিটী চরণেই মায়াপুরসম্বন্ধে উক্তি আছে; তাহাতে ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের কোন উল্লেখ না থাকাতেই আমি লেখকের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারি নাই। আমি জানিতাম—ভক্তিবিনোদ ঠাকুর অকাট্য যুক্তিপ্রমাণ দ্বারা মায়াপুরের স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সেই সম্বন্ধে যে কাহারও কোনও আপত্তি আছে, তাহা আমি জানিতাম না। আর, কিছুদিন পূর্ব্বে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায় একবার শ্রীধাম নবদ্বীপ দর্শনের ভাগ্য ঘটিয়াছিল; তখন মায়াপুর দর্শনে গিয়াছিলাম; আমাদিগের কেহ ভেট দিতে হয় নাই; কেহ ভেট চাহেও নাই। আর ভক্তিবিনোদ

ঠাকুরের পক্ষে অর্থ নিবার কথা আমার মনেই উঠে নাই; উঠিবার হেতুও নাই। তিনি উচ্চশিক্ষিত ও ভজনানন্দী ছিলেন; সম্ভ্রান্ত ও ধনাঢ্যবংশে তাঁহার জন্ম; নিজেও অনেক অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছেন। অর্থলোলুপ হইয়া তিনি ভেটের প্রথা প্রবর্ত্তিত করিবেন, ইহা আমার মত মূর্খ মনে করিতেই পারে নাই। এই সমস্ত কারণে আমি বুঝিতেই পারি নাই যে কবিতার লেখক ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। মনে করিয়াছিলাম, আজ কাল হঠাৎ কেহ আমায় নূতন ঠাকুর বাড়ী করিয়া, মায়াপুর নাম দিয়া ভেট আদায় করিতেছেন। গূঢ় রহস্য জানিতে পারিলে তখনও কবিতাটী মুদ্রিত করিতাম না। পাঠক বৈষ্ণববৃন্দ অনুগ্রহপূর্ব্বক তাঁহাদের এই অযোগ্য দাসাধমকে ক্ষমা করিলে কৃতার্থ হইব। ইহাই চরণে কাতর প্রার্থনা। তাঁহারা পরম দয়াল পতিতপাবনবিগ্রহ, ভরসা আছে, তাঁহাদের কৃপা হইতে বঞ্চিত হইব না। বিনীত—

শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ।"

"তিতরের গূঢ় খটিনাটি না জানায় ঐ পত্রটী প্রকাশ করিয়া পরম পূজ্যপাদ বৈষ্ণবগণের প্রাণে যে আঘাত লাগিয়াছে, তাহা প্রকাশ করিবার ভাষা নাই। পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ভাগবতভূষণ এবং আরও অনেকে একান্ত দুঃখিত হইয়া পত্র লিখিতেছেন। আবার একান্ত কাতরপ্রাণে বৈষ্ণবগণের শ্রীচরণে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। প্রণত—শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র দেব।'

আজকাল ধর্ম্মজগতে প্রবেশেচ্ছু কোমলশ্রদ্ধ জনগণের অনেকগুলি সমস্যার মধ্যে কুলগুরু-সমস্যা একটী প্রধান সমস্যা হইয়া পড়িয়াছে।

অন্তরে সকলেই ব্যবসায়ী কুলগুরুর অকর্ম্মণ্যতা উপলব্ধি করিয়া হৃদয়ে তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিলেও বাহিরে সংসারের অমঙ্গল, অভিশাপ প্রভৃতি স্বার্থপর ব্যবসায়িগণের প্রদর্শিত মিথ্যা ভূতের ভয়ে ভীত হইয়া ঐ সকল লোক কুলগুরুর কবল কবল হইতে ছুটিয়া আসিতে পারিতেছেন না। ঐ সকল লোক বাস্তবিকই কৃপার পাত্র। আমরা এতদ্বিষয়ে একখানা 'প্রেরিতপত্র' গৌড়ীয়ের ১০ম সংখ্যায় প্রকাশ করিয়াছি।

ব্যবসায়িগণ নানাপ্রকারে লোকবঞ্চনা করিয়া থাকেন। কেহ বা বংশের, কেহ বা কুলের, কেহ বা প্রাকৃত পাণ্ডিত্যের ধুয়া ধরিয়া লোক ঠকাইয়া থাকেন। শ্রীগুরুদেব বা আচার্য্য প্রাকৃত বস্তু নহেন, সুতরাং তাঁহাতে ঐ সকল প্রাকৃত বিচারের স্থান নাই। শ্রীমদ্ভাগবত ও বেদ বলেন যে, সদ্গুরুর প্রধানতঃ দুইটী লক্ষণ—তিনি কৃষ্ণসেবায় সতত নিযুক্ত এবং তিনি শাস্ত্রসিদ্ধান্তে সুনিপুণ। যিনি কনক, কামিনী বা প্রতিষ্ঠা সংগ্রহের জন্য কৃষ্ণসেবায় তাঁর বা লোকানন্দকারী খুলিয়াছেন বা পাণ্ডিত্যের ছলনা প্রদর্শন করিতেছেন, তিনি সদ্গুরু নহেন—তিনি ব্যবসায়ী মাত্র। তাঁহাকে সাময়িক ও লৌকিক সম্মান প্রদর্শন করিয়া বিদায় দেওয়া উচিত।

সদ্গুরু যে কোনও কুলে, আশ্রমে, যে কোনও জাতে অবস্থান করিতে পারেন। শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীল রায় রামানন্দকে বলিয়াছেন—

"কিবা ন্যাসী, কিবা বিপ্র, শূদ্র কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়।"

কোনও কোনও কর্ম্মকাণ্ডী এই শ্লোকটীতে কেবল শ্রবণ বা শিক্ষাগুরুর লক্ষণ সূচিত হইয়াছে বলিয়া থাকেন, কিন্তু শাস্ত্র ও মহাজনগণের পূর্ব্বাচরণ এই অমূলক সিদ্ধান্ত সমর্থন করেন না। আচার্য্যগণ সকলেই সদ্গুরুর অন্বেষণ করিয়াছিলেন। কলিযুগপাবনাবতার স্বয়ং গৌরসুন্দর, পতিতপাবন জগদ্গুরু শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ও অদ্বৈতপ্রভু নিজেরা আচরণ করিয়া জগতে শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন। ঐসকল শিক্ষাগুরুগণ কি কেহ কুলগুরু স্বীকার করিয়াছেন? জগদ্গুরু গৌরহরি প্রভু শ্রীঈশ্বরপুরী সন্ন্যাসীর নিকট, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু শ্রীলক্ষ্মীপতি তীর্থ ন্যাসীর নিকট, শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী সন্ন্যাসীর নিকট লোকশিক্ষার্থ দীক্ষাগ্রহণ প্রদর্শন করিয়াছেন। ইংরিজানন্দ গৌড় ব্রাহ্মণেতরকুলোদ্ভূত শ্রীজ্ঞানানন্দের নিকট শ্রীসনাতনাবতার

চক্রবর্ত্তী ও শ্রীরামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য শৌক্র ব্রাহ্মণেতর বংশে শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের নিকট, শ্রীবাস পণ্ডিতের নিকট কাটোয়ার কয়জন চক্রবর্ত্তী পাকরাত্রিকী দীক্ষায় দীক্ষিত হন। কৈ? ইঁহারা ত বংশ, কুল বা আশ্রম ধরিয়া গুরুবিচার করেন নাই!

শ্রীভাগবত বলেন, নিরন্তর কৃষ্ণসেবাপরায়ণ নিষ্কিঞ্চন পরম-হংস সদ্‌গুরু ব্যতীত ছলাভিজাত্যপ্রদর্শনকারী গুরুর সেবা বর্জ্জন; গাভীর সেবায় ছাগপশুভ্রম মাত্র (ভা ১১।১১।১৭)-শ্রীভাগবতে প্রহ্লাদ মহারাজের উক্তিতেও দেখা যায়, গৃহব্রত গুরুর সেবাদ্বারা কৃষ্ণে কখনও মতি হয় না, সংসারে বা মায়াতে আরও অভিনিবেশ হইয়া থাকে। "অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ"—অন্ধকর্ত্তৃক নীয়মান অন্ধের যে দশা হয়, অসদ্‌গুরুর উপদেশেও জীবের সেই দশা হয়। সংসারাসক্ত, অর্থলোলুপ প্রতিষ্ঠালোভী গুরুর মুখে যে সদুপদেশ বা হরিনামোপদেশের ভাণ, তাহাও নামাপরাধ ছাড়া আর কিছু নহে। শাস্ত্রে উহাকে "সর্পোচ্ছিষ্টং যথা পয়ঃ"—"সাপের মুখ দেওয়া দুধ" বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন।

কোনও কোনও ব্যবসায়িগণ বলিয়া থাকেন, 'গুরু যাহাই হউক্ না কেন, বিশ্বাস করিলেই সব হইবে'। এই সকল লোক অন্ধ বিশ্বাসকেই বিশ্বাস বলিয়া কল্পনা করেন—মন্ত্র বিশ্বাসভরে চক্‌চকি গোলা জলকে দুগ্ধ বলিয়া পান করিলে কি কাহারও পুষ্টি, তুষ্টি বা ক্ষুধানিবৃত্তি হয়? বিশ্বাসটী গাছের ফল নহে। শ্রীচৈতন্যচরিত মৃত 'বিশ্বাস' শব্দের সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিতে যাইয়া বলিয়াছেন—

"প্রভু-পদে বিশ্বাস কহে দৃঢ় নিশ্চয়।
কৃষ্ণভক্তি করিলে সর্ব্বকর্ম্ম কৃত হয়॥"

কিন্তু 'মায়ার কর্ম্ম করিলে সর্ব্বকর্ম্ম কৃত হয়' এইরূপ 'দৃঢ় বিশ্বাস'কে "বিশ্বাস" বলা হয় নাই বা মনো বেয়াদবে 'অসৎ' বস্তুকে 'সৎ' বলিয়া কল্পনাকে 'বিশ্বাস'-সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত করা হয় নাই। সুতরাং ঐ সকল কপটতাপূর্ণ আত্মপ্রবঞ্চনা ও পরবঞ্চনা ব্যতীত আর কিছুই নাই। এই সকল কথা ব্যবসায়িগণের ব্যবসায়ের চাল্ মাত্র।

ভক্তিসন্দর্ভে শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন—

"পরমার্থগুর্ব্বাশ্রয়ো ব্যবহারিক-গুর্ব্বাদিপরিত্যাগেনাপি কর্ত্তব্যঃ।"

পারমার্থিক সদ্‌গুরুর আশ্রয়েই জীবের আত্যন্তিক মঙ্গল লাভ হয়; সুতরাং ব্যবহারিক অর্থাৎ সামাজিক, লৌকিক বা কৌলিক গুরু প্রভৃতিকে পরিত্যাগ করিয়াও একতত্ত্ববিৎ সদ্‌গুরুর শ্রীচরণ আশ্রয় করা কর্ত্তব্য।

শিক্ষা-ব্যাবসায় বা যন্ত্র-ব্যবসায়ের মত আরও অনেক প্রকার ধর্ম্ম-ব্যবসায় চলিয়াছে। এই সকল ব্যবসায়ে একাধারে জগতের তিনটী পরম লোভনীয় ও মূল্য-বস্তু লাভ হয়—কামিনী, অর্থ ও সম্মান। সুতরাং পাঠকের ব্যবসায়, কথকের ব্যবসায়, রস-কীর্ত্তনের ব্যবসায় বলিয়া আবার আরও কয়েক প্রকার ব্যবসায় কলির রাজ্যে প্রচলিত হইয়াছে।

পূর্ব্ববঙ্গের ঢাকা নগরীতে পাঠক ও কথকের ব্যবসায় খুব দেখিতে পাওয়া যায়। ভক্তি-গোস্বামী নামক একপ্রকার শ্রেণীকে ঐ প্রকার ভাড়াটিয়া পাঠক ও কথকের ভক্তিশাস্ত্রবিগর্হিত কার্য্যে বিশেষ ব্রতী দেখিতে পাওয়া যায়। যাঁহারা বারমাস ঘৃণ্য, গাঁজা, অহিফেন মদ্য ও মাংস ভোজন প্রভৃতি নিন্দনীয় কার্য্যে রত তাঁহারাও যেন তখন ভাল মানুষটী হইয়া পাঠকের সভায় অর্থ সঞ্চয়ে মনোনিবেশ করেন। অনেক জায়গায়ই পাঠের কীর্ত্তিত বিষয় দশমস্কন্ধের রাসলীলা (?) বস্ত্রহরণ প্রভৃতি। অধিকাংশ শ্রোতাই বিষয়াভিনিষ্ট—সংসারের সুখ দুঃখে অভিভূত, ইন্দ্রিয়তাড়নায় চালিত, স্ত্রী-পুরুষ-অভিমানী ব্যক্তি। এইরূপ ভাবের পাঠক অর্থলোভে মুগ্ধ হইয়া পাঠকের কার্য্যে রত এবং শ্রোতৃমণ্ডলী সংসারের মঙ্গলের জন্যই হউক্ আকাশকুসুমসদৃশ স্বর্গসুখের কল্পনায়ই হউক্, পূর্ব্বজীবনে কৃত বহু অবশ্যনীয় পাপরাশি খণ্ডনের জন্যই হউক্,

অভিশাপের ভয়ে বা চক্ষুলজ্জায়ই হউক্, লৌকিক ও লৌকিক প্রথানুকরণকল্পেই হউক্ বা কেহ কেহ সাংসারিক ও বৈষয়িক জীবনের একঘেয়ে ভাবের ভিতর একটু চাটনীর মত একটানা খাওয়া-খাদনের সাময়িক স্বাদ বদলাইয়া আনিয়া প্রবলবেগে তাহাদের স্বভাবোচিত বস্তুগ্রহণার্থ রিপুগণের ক্ষুধোদ্রেক করাইবার জন্যই হউক্, প্রতিবৎসর ঐ সকল তাড়াটীয়া পাঠকশ্রেণীকে ইন্দ্রিয়তোষণকার্য্যের মূল্য-স্বরূপে অর্থ, কাপড়, শাল, স্ত্রীর জন্য অলঙ্কার প্রভৃতি দ্বারা বিভূষিত করিয়া থাকেন।

পরীক্ষিৎ মহারাজ শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর নিকট সাত দিন মাত্র শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম সেবা লাভ করিয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণকীর্ত্তন করিয়া কত কত পুরুষের জীবনে নির্ব্বেদ উপস্থিত হইয়াছে, কিন্তু ঐ সকল পাঠক-ব্যবসায়িগণের মুখে অষ্টপত্রাদি বা অষ্টোত্তরিক কাল ধরিয়া শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করিয়াছেন, এমন ব্যক্তিও স্বমুখে আমাদিগের নিকট সরলভাবে স্বীকার করিয়া বলিয়াছেন—"বিষয়ের স্পৃহা ত' গেলই না, বিষয় যেন ক্রমশঃ আরও চাপিয়া ধরিতেছে! কামানল যেন আরও দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিতেছে!"

সেই জন্যই শাস্ত্র বলিয়াছেন—

"অবৈষ্ণবমুখোদ্গীর্ণং পূতং হরিকথামৃতম্।
শ্রবণং নৈব কর্ত্তব্যং সর্পোচ্ছিষ্টং যথা পয়ঃ॥"

হরিকথামৃত পবিত্র বটে, কিন্তু অবৈষ্ণব অর্থাৎ যিনি সর্ব্বদা নিষ্কপটে ও সম্বোধোভাবে বিষ্ণুতে শরণাগত হন নাই, তাহার মুখোদ্গীর্ণ কথা, শুনিতে হরিকথার মত হইলেও, ঐ কথার পবিত্রতা নাই—তাহা মিষ্টি সোনার ছাঁচে নকল বস্তু। 'সাপে মুখ দেওয়া'-দুগ্ধ ভক্ষণ করিলে যেরূপ মৃত্যু অনিবার্য্য, তদ্রূপ ঐ সকল লোকের নিকট হইতে হরিকথা শ্রবণ করিলেও আত্মার অমঙ্গল অবশ্যম্ভাবী। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে দেখা যায়—শ্রীল স্বরূপদামোদর জনৈক বৈষ্ণবেতর বিপ্রকবিকে বলিয়াছিলেন—

"যাহ, ভাগবত পড়, বৈষ্ণবের স্থানে।
একান্ত আশ্রয় কর চৈতন্য-চরণে॥
চৈতন্যের ভক্তগণের নিত্য কর সঙ্গ।
তবে ত' জানিবে সিদ্ধান্ত-সমুদ্র-তরঙ্গ॥
তবে পাণ্ডিত্য তোমার হইবে সফল।
কৃষ্ণের স্বরূপলীলা বর্ণিবে নির্ম্মল॥"

অন্ত্য ৫ম পঃ।

শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন "ন ব্যাখ্যামুপযুঞ্জীত"—ভক্তিলাভেচ্ছু গুরুবর্গ কখনও ভক্তি-শাস্ত্র যথা শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিয়া তাহার দ্বারা নিজের জীবিকা অর্জ্জন করিবেন না—উহা ভক্তির প্রতিকূল। নিত্যানন্দ প্রভু বিনামূল্যে জীবের দ্বারে দ্বারে নাম বিতরণ করিয়াছেন। লোভা অর্থাৎ শ্রবণ-লালসাই একমাত্র হরিকথার মূল্য। প্রকৃত ভোগের জন্য গৃহীত অর্থ কখনই অপ্রাকৃত বস্তুর মূল্য হইতে পারে না। শ্রীল শুকদেব গোস্বামী, শ্রীল রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী, শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামি প্রমুখ আচার্য্যগণের আচরণ কি এইরূপ ছিল?

ভক্তিধর্ম্মের নামে এই সকল ব্যভিচার নিরাকরণকল্পে ঢাকা নগরীতে "শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ" প্রকটিত হইয়াছেন। কিন্তু কাল কলি। 'গোরস গলি গলি ফিরে সুরা বৈঠল্ বিকায়!' শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভায় শুদ্ধভক্তি-প্রচারকগণ ঢাকা নগরীতে শ্রীনাম-মাহাত্ম্য, নাম, নামাভাস ও নামাপরাধের পার্থক্য প্রভৃতি ভজনের উপদেশপরিপূর্ণ বিষয় শ্রীমদ্ভাগবতের "অজামিল উপাখ্যান" ও "কে নাম ভজন করিবেন?" এই সম্বন্ধ-জ্ঞানের উপদেশসম্বলিত "শ্রীনামভজন শিক্ষা", শ্রীশ্রী-চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ হইতে প্রত্যহ প্রাতে ও রাত্রিতে ব্যাখ্যা করিতেছেন। এতদ্ব্যতীত যাহাতে সর্ব্বসাধারণে হরিকথা শ্রবণ করিতে পারেন, তজ্জন্য স্থানীয় 'করোনেশন পার্কে' প্রত্যহ অপরাহ্ণে বক্তৃতা প্রদান করিতেছেন। নিম্নে বক্তৃতার বিজ্ঞাপনটী সংযোজিত হইল—

ঢাকা কায়েৎটুলি পার্কে

বক্তৃতা

২২শে কার্ত্তিক সন্ধ্যায় প্রত্যহ

বিষয়—পরোপকার, পৌত্তলিকতা

ইত্যাদি।

বক্তা—ত্রিদণ্ডিস্বামী পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি প্রদীপ-তীর্থ, শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিবেকভারতী মহারাজদ্বয়, শ্রীশ্রীপাদ শ্রীনাথ ভট্টাচার্য্যজি, শ্রীশ্রীপাদ অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিসারঙ্গ প্রভু, শ্রীশ্রীযুত অতুলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ভক্তিবিনয় প্রভৃতি মহাশয়গণ।

শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠে

প্রত্যহ—প্রাতে ও রাত্রিতে পাঠ কীর্ত্তনাদি হইয়া থাকে।

সকলের উপস্থিতি প্রার্থনীয়।

—

বহু সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত ভদ্র মণ্ডলী সাগ্রহে এই সকল অমূল্য উপদেশ শ্রবণ করিতেছেন। ইতঃপূর্ব্বে শ্রীশ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণব-রাজসভা ও গৌড়ীয়ের অন্যতম সম্পাদক পণ্ডিতপ্রবর শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিসারঙ্গ প্রভু মহাশয় ঢাকা-প্রচারে একেশ্বর কার্য্য করিয়াছেন। স্থানীয় অধিবাসী শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র সাহা সর্দ্দার বি, এ, মহোদয়ের হরিকথা-প্রচারে উৎসাহ ও যত্ন বিশেষ প্রশংসার্হ। শ্রীগৌরসুন্দরে তাঁহার অহৈতুকী ভক্তি উদিত হউক্, ইহাই আমাদের ঔপচ্ছন্দসিক ঐকান্তিক প্রার্থনা।

—

শ্রীকুলশেখর

কলাব্দ ২৭ বর্ষে কুলশেখর আলবর্ পরাভব বৎসরে পুনর্ব্বসুনক্ষত্রে কল্লিকুমিতে চেরবংশে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা দৃঢ়ব্রত বহুকাল অপুত্রক থাকিয়া বহু তপস্যাফলে কুলশেখরকে পুত্ররূপে লাভ করিয়াছিলেন। শ্রীনারায়ণের কৌস্তুভ মণির অবতার বলিয়া কুলশেখর শ্রীবৈষ্ণবগণের নিকট পরিচিত। কল্লিনগর, মলয়ালম্ প্রদেশের অন্তর্গত। চেরবাজ বা কেরলরাজগণ কেরলদেশে বহুকাল হইতে রাজত্ব করিয়া আসিতেছেন। প্রাচীন কেরলদেশ বর্ত্তমান সময়ে ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের অন্তর্গত হইয়াছে। কুলশেখর কেবল যে কেরলাধিপতি ছিলেন এরূপ নয়, তাঁহার উপাধি হইতে জানা যায় যে, তিনি কেরল, পাণ্ড্য ও চোলরাজ্যের অধীশ্বর হইয়াছিলেন। দাক্ষিণাত্যে অতি প্রাচীনকাল হইতে ঐ তিনটী রাজ্যই অতি প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। ক্ষত্রিয়রাজোচিত সকল গুণে বিভূষিত হইয়া কুলশেখর নিকটস্থ রাজগণের উপর নিজ প্রভুত্ব-স্থাপনে বিশেষ পরাক্রম প্রকাশ করিয়াছিলেন। পার্থিব রাজবলে সমধিক বলী হইয়া অবশেষে তিনি মানববলের ক্ষুদ্রতা, ক্ষণভঙ্গুরতা ও অনিত্যতা উপলব্ধি করিয়া ভগবানের শরণাপন্ন হওয়াই সর্ব্বোত্তম-বল লাভ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন। সত্ত্বগুণের প্রাবল্যে কুলশেখর শ্রীনারায়ণের দাসত্বই জীবনের একমাত্র ব্রত বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন। শ্রীরামায়ণ, অষ্টাদশ পুরাণ ও প্রাচীন শাস্ত্রসমূহ আলোচনাপূর্ব্বক সংস্কৃতভাষায় তাঁহার অপরিসীম পাণ্ডিত্য হইল। ভগবানের জন্য ক্রমশঃই হৃদয় মহোৎকণ্ঠিত হওয়ায় শ্রীরঙ্গ, শ্রীবেঙ্কট প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ ভগবৎক্ষেত্রসমূহ দর্শনে অভিলাষ হইল। ভক্তোচিত চেষ্টাসমূহ ক্রমশঃই তাঁহাতে সুব্যক্ত হইতে দেখা গেল। শ্রীরামায়ণ-পাঠ শ্রবণ করিতে করিতে তিনি অনেক সময় রাবণকে দণ্ড দিবার সঙ্কল্পে সৈন্যাদি সংগ্রহপূর্ব্বক লঙ্কা-কূলে গমন করিতেন। পার্থিবজ্ঞানবিরহিত হইয়া রামচন্দ্রের সাহায্য দ্বারা সেবাভিলাষী হইতেন। তাঁহার মন্ত্রী ও পরিষৎবর্গ নিজ প্রভুর ঈদৃশোচিত ব্যবহার-সন্দর্শনে ভীত ও সঙ্কুচিত হইতে লাগিল। রাজকার্য্যের বিশৃঙ্খল হইতে লাগিল দেখিয়া রাজনীতিজ্ঞ পার্ষদনিচয় রাজা কুলশেখরের নিকট ভক্তগণের সম্মিলন বন্ধ করিবার প্রয়াস করিলেন। নানা ছলে ভক্তগণের উপর রাজার প্রীতির অভাব হয় তদ্বিষয়ের যত্নের কোনরূপ ত্রুটী করিলেন না। কুলশেখর শ্রীরামচন্দ্রের অর্চ্চামূর্ত্তির পূজা করিতেন এবং অর্চ্চা-বিভূষণকল্পে বহুমূল্য অলঙ্কারাদি প্রদান করিয়াছিলেন। এই সকল বিষয়ে বৈষ্ণবগণের উপরে রক্ষা করিবার ভার

থাকিত। মন্ত্রিবর্গের কুচক্রের ফলে ঐ দেবালয়ার হইতে ৭ বাল করিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, কুলশেখর একটী হার অপহৃত হইল। তাহারা রাজসমক্ষে এই নিজকন্যার বিবাহ শ্রীরঙ্গনাথের সহিত গোদাদেবীর অপহরণকার্য্য বৈষ্ণবদিগের অনুষ্ঠিত বলিয়া প্রতিপন্ন উদ্বাহের অনুকরণে সম্পন্ন করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ কুলশেখর করিতে প্রয়াস করিল। কুলশেখর তাহাদিগের নিকট শ্রীযামুনের কিছু পূর্ব্বে শ্রীরঙ্গে আগমন করেন এবং শুদ্ধত্ব দেখাইবার অভিপ্রায়ে কতকগুলি তীব্র গরলবিশিষ্ট তৎপূর্ব্বে বিভূতি ও গোদা প্রভৃতি দিব্যস্ত্রিসমূহ সর্পসমূহ আনয়ন করিতে আদেশ করিলেন। সর্পসমূহ আনীত শ্রীরঙ্গনাথের আশ্রয়ে ছিলেন। হইলে তিনি স্বয়ং নিজ হস্ত সর্পবিবরমধ্যে প্রবেশ করিয়া মন্ত্রিবর্গকে বলিলেন যে যদি মদীয় বস্তু ভগবদ্ভজনপরায়ণ এইরূপ কার্য্য সাধিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে অবশ্যই আমার হস্ত এই ফণীবৃন্দ কর্ত্তৃক দষ্ট হইবে, নতুবা ইহারা আমার হিংসা করিবে না। রাজহস্ত দষ্ট হইল না দেখিয়া মন্ত্রিসমূহ বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া কুলশেখরের পাদপদ্মে পতিত হইয়া নিজ দোষ স্বীকার করিলেন। তদবধি কুলশেখর মনে মনে ভাবিলেন—

"স্বয়ং হুতবহজ্বালা পঞ্জরান্তর্ব্যবস্থিতিঃ।
ন সৌবিচিত্তাবিমুখজননসংবাসবৈশসম্॥"

বিষয়িজনসঙ্গ হইতে অব্যাহতি পাওয়া ভজনোন্মুখ ব্যক্তিমাত্রের অবশ্যই কর্ত্তব্য। এরূপ স্থির করিয়া পুত্রকে রাজ্যভার প্রদানপূর্ব্বক স্বয়ং শ্রীরঙ্গনাথের পদাশ্রিত হইলেন। শ্রীরঙ্গে বাসকালে তিনি শ্রীরঙ্গনাথমন্দিরের তৃতীয় প্রাকারের চতুষ্পার্শ্বস্থ বর্ত্ম ও কতিপয় গৃহমণ্ডপাদি নির্ম্মাণ করেন। অদ্যাবধি শ্রীরঙ্গমন্দিরের পথসমূহের প্রাচীন নাম অনুসন্ধান করিলে শ্রীকুলশেখরের পথ বলিয়া জানপদগণ নির্দ্দেশ করিয়া দেন।

শ্রীকুলশেখর তামিলভাষায় পেরুমাল্‌তিরুমলি নামক গ্রন্থ এবং সংস্কৃত ভাষায় "মুকুন্দমালা স্তোত্র" নামক একখানি শুদ্ধভক্ত্যুদ্দীপক প্রাঞ্জল ভাবগ্রন্থ রচনা করেন। মুকুন্দমালার রচয়িতা বলিয়া শ্রীকুলশেখর আর্য্যাবর্ত্তে সকল বৈষ্ণবগণের নিকট বিশেষ পরিচিত। ঐ গ্রন্থের সুবহুল প্রচার হইয়াছে। নিম্নে উহার কিছু অংশ উদ্ধৃত হইল।

কুলশেখরের কাল সম্বন্ধে আধুনিক পণ্ডিতগণ বহু গবেষণাদ্বারা স্থির করেন যে, খৃষ্টাব্দের দশম শতাব্দীতে কুলশেখর বর্ত্তমান ছিলেন। যামুনাচার্য্যের শ্রীরঙ্গে বাস-

জয়তু জয়তু দেবো দেবকীনন্দনোঽয়ং
জয়তু জয়তু কৃষ্ণো বৃষ্ণিবংশপ্রদীপঃ।
জয়তু জয়তু মেঘশ্যামলঃ কোমলাঙ্গঃ
জয়তু জয়তু পৃথ্বীভারনাশো মুকুন্দঃ॥
নাহং সখে তব চরণয়োর্দ্বন্দ্বশুশ্রূষয়োত্থ,
কুণ্ঠীপাকং গুরুমপি হরে নারকং নাপনেতুম্।
রম্যা-রামা-মৃদুতনুলতা-নন্দনে নাভিরন্তং
ভাবে ভাবে হৃদয়ভবনে ভাবয়েয়ং ভবন্তম্॥
নাস্থা ধর্ম্মে ন বসুনিচয়ে নৈব কামোপভোগে
যদ্ যদ্ ভব্যং ভবতু ভগবন্ পূর্ব্বকর্ম্মানুরূপম্।
এতৎ প্রার্থ্যং মম বহুমতং জন্ম-জন্মান্তরেঽপি
ত্বৎপাদাম্ভোরুহযুগগতা নিশ্চলা ভক্তিরস্তু॥
মজ্জন্মনঃ ফলমিদং মধুকৈটভারে
মৎপ্রার্থনীয়মদনুগ্রহ এষ এব।
ত্বদ্ভৃত্যভৃত্যপরিচারকভৃত্যভৃত্য-
ভৃত্যস্য ভৃত্য ইতি মাং স্মর লোকনাথ॥
আকর্ণ্যমেতদ্ হি মমজ্ঞলোকে
সুধাং পরিত্যজ্য বিষং পিবন্তি।
নামানি নারায়ণ-গোচরাণি,
ত্যক্ত্বাঽন্যবাচঃ কুহকাঃ পঠন্তি॥
ত্যজন্তু বান্ধবাঃ সর্ব্বে নিন্দন্তু তরবো জনাঃ।
তথাপি পরমানন্দো গোবিন্দো মম জীবনং॥

মহামায়া।

মহামায়া ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরী। তিনি জগৎপ্রসবিত্রী। সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র প্রভৃতি অনন্তকোটী জগৎ তাঁহারই সৃষ্টি। কেশ, নখ, ত্বিষ, পঞ্চকর্ম্ম, বক্ষ, মস্তক, কীট,

পতঙ্গ, পশু, পক্ষী, মনীষৃপ প্রভৃতি লক্ষ লক্ষ যোনি তাঁহা হইতেই সমুদ্ভূত। সুতরাং তিনি যে জগজ্জননী, সে বিষয়ে সন্দেহ কি? মহামায়া সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, এই গুণত্রয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, তাই তিনি গীতায় গুণময়ী বা গুণান্বিতা বলিয়া শ্রীভগবান্ কর্তৃক কীর্তিত হইয়াছেন। সাংখ্যের প্রকৃতি ও বেদান্তের মায়া তাঁহারই নামান্তর। যাঁহারা বর্ত্তমান সাংখ্য বা বৌদ্ধবাদে বিচারে প্রকৃতিকেই প্রধানা বলিয়া স্বীকার করিয়া মহামায়ার সেবাতেই জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, তাঁহারা মহামায়াকে ব্রহ্মাবিষ্ণু-মহেশ্বরেরও প্রসবিত্রী বলিয়া জানেন। তাঁহারা এসকল বিষয় শাস্ত্রবিরুদ্ধও করিয়াছেন। অবশ্য শ্রীভগবানের গুণাবতারগণের সম্বন্ধে একথাও যে বলা যায়, তাহা আমরা অবিলম্বেই দেখাইতেছি।

মহামায়া ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরী কিসে? বৈদিক শাস্ত্রে দেখা যায়, ভগবান্ নারায়ণ হইতে ব্রহ্মা। সেই ব্রহ্মা সৃষ্টি-কর্ত্তা, তবে ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরী কোথা হইতে আসিল? এরূপ প্রশ্ন উত্থাপিত হওয়াই স্বাভাবিক। ইহার উত্তর বুঝিতে গেলে মহামায়া যে কি তত্ত্ব তাহা পূর্ব্বে জানিতে হইবে।

শ্রীভগবানের অনন্তশক্তি। সেগুলিকে সাধারণতঃ তিনটী প্রধান বিভাগে বিভক্ত করা যায়। প্রথমটী শ্রীভগবানের স্বরূপ বা চিচ্ছক্তি। শ্রীভগবানের নিত্য-বিগ্রহ, বিভাব, বিশেষক সকলই এই চিচ্ছক্তির পরিণাম। অনন্তকোটীব্রহ্মাণ্ড, জড়জগৎ, দ্বিতীয়া বহিরঙ্গা বা অচিৎ-শক্তির পরিণাম। আর অনন্তকোটী জীব তৃতীয়া তটস্থা বা জীবশক্তির পরিণাম। শ্রীভগবানের দ্বিতীয়শক্তি জগৎ-প্রসবিনী। শ্রীভগবানের দ্বিতীয় পুরুষাবতার গর্ভোদশায়ী মহাবিষ্ণু হইতে ব্রহ্মা উদ্ভূত। সেই ব্রহ্মার উপর সৃষ্টির ভার ন্যস্ত। সৃষ্টির উপাদান গুণত্রয়ের যোগে আমরা মায়াশক্তির পরিণামকে লক্ষ্য করি। সুতরাং এই চতুর্দ্দশভুবনের উপাদান-ভূত বহিরঙ্গাশক্তি মহামায়া যে জগৎ-জননী সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি? সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা, পালনকর্ত্তা বিষ্ণু ও সংহার-কর্ত্তা শিব—ইঁহারা, মহাবিষ্ণুর গুণাবতার। গুণের অধিষ্ঠাত্রী দেবী—মহামায়া। সুতরাং আমরা যখন আধিকারিক দেবতা ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হই, তখন গুণের মধ্য দিয়া তাঁহাদিগকে দেখিতে গিয়া গুণরাজ্যের অধিকারিণী মহামায়ার অধীনতত্ত্বরূপে দেখিতে পাই, তখনই আমাদের নিকট মহামায়া হরিহর-বিরিঞ্চির প্রসবিত্রীরূপে প্রতীয়মান হন। বস্তুতঃ এজগতে সকল তত্ত্বই যাঁহার শক্তিপরিণামজাত, তিনিই মূলপুরুষ ভগবান্, ব্রহ্ম বলিয়া বেদে যাঁহার নির্দ্দেশ। "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ব্রহ্ম" এই শ্রুতিতে তাহাই নির্দ্দেশ দেয়। শ্রুতির অংশান্তরে এই তত্ত্ব স্পষ্টভাবে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন, "তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ।" এই বিষ্ণু সেই গুণাবতার পালনের আধিকারিক দেবতাবিশেষ নহেন। ইনি স্বয়ং ভগবান্, ব্রহ্ম তাঁহার অঙ্গকান্তিমাত্র।

মহামায়া এই বিষ্ণুর শক্তি। সপ্তশতী চণ্ডীতেও তাঁহার বিষ্ণুমায়া বলিয়াই খ্যাতি। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীগীতাতেও ইঁহাকে "মম মায়া" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ভগবান্ মায়াদ্বারে সৃষ্টি করেন। বেদে তাহা স্পষ্ট বলিয়াছেন। "স ঐক্ষত স ইমান্ লোকান্ অসৃজৎ।" মায়াতে ভগবদ্-ঈক্ষণে সৃষ্টি। অন্যত্র :—

"যন্মায়াময়ী সৃজতে বিশ্বমেতৎ
তস্মিংশ্চান্যে মায়য়া সন্নিরুদ্ধাঃ।"

"মায়াস্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্তু মহেশ্বরম্।
তস্যাবয়বভূতৈস্তু ব্যাপ্তং সর্ব্বং চরাচরম্॥"

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীগীতায় স্পষ্ট বলিতেছেন, "ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।" এই প্রকৃতি মহামায়া। 'প্রকৃতি' অর্থে শক্তি। জীবশক্তি মায়াশক্তিকর্ত্তৃক অভি-ভাব্য তত্ত্ব হইলেও ইহা পরা বা চিচ্ছক্তির অন্তর্ভুক্তি।

শ্রীগীতায় স্পষ্টই তাহা বলিতেছেন—

"ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনোবুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥"

ক্ষিত্যাদ্যেকৈকশোঽমুম্—এই পঞ্চভূত এবং মন, বুদ্ধি অহঙ্কার এই মহত্তত্ত্ব লইয়াই মহামায়ার খেলা, ইহা ভগবানের অপরা শক্তির পরিণাম।

জীবতত্ত্ব জীব চিচ্ছক্তির অন্তর্ভুক্ত তত্ত্ব হইলেও যখন সে তাহার অণুচিতের অপব্যবহারক্রমে বিভুচিৎ ভগবানের সম্মুখীন না থাকে, তখনই সে ভগবদ্বিমুখ হইয়াই তাঁহার ঐ অপরা শক্তির প্রতি উন্মুখ হয়। সেই অবস্থায় সে চিন্নলের অভাবে অচিতের অধীন তত্ত্ব হইয়া পড়ে। ইহাকেই জীবের মায়াগ্রস্ততা বলে। শুদ্ধজীবে মন বুদ্ধি অহঙ্কারাত্মক প্রাকৃত লিঙ্গশরীর নাই, পঞ্চভূতাত্মক স্থূল শরীরও নাই; কিন্তু যখনই জীব মায়াগ্রস্ত হয়, তখনই কারাকর্ত্রী মায়া তাহাকে ঐ দুইটী জেলের পোষাক পরাইয়া কারাগাররূপ দেবীধামে বদ্ধ রাখেন। মহামায়ার এই কার্য্য। তিনিই প্রথমে আমাদিগকে ভোক্তৃ-অভিমানের বেশ দেখাইয়া আমাদের শোধন করিবার জন্য নানারূপ ভোগের আবর্ত্তে ফেলিয়া আমাদিগকে কখনও রাজা, কখনও প্রজা, কখনও ধনী, কখনও নির্ধন, কখনও সুখী কখনও দুঃখী, কখনও সুস্থ, কখনও রুগ্ন প্রভৃতি সাজা দিতেছেন। আমরা তত্ত্বাভিমানে অভিনয় করিয়া আমাদের নিত্যস্বরূপের কথা, আমাদের চিদ্গঠনের কথা, আমাদের স্বরূপাবস্থায় নিত্য ভগবৎসেবার কথা এবং ঐ জেলের পোষাক না থাকার কথা সব ভুলিয়া গিয়াছি, আর কখনও এ পোষাকটাকে, কখনও ও পোষাকটাকে 'আমি' বলিয়া দাবি করিতেছি।

এ জগতের সুখ ও দুঃখ যে আমাদের প্রকৃত অবস্থা নয় আমরা তাহা ভুলিয়াছি, ভুলিয়া আমরা উহাদের একটীকে চাই, আর অন্যটীকে চাই না। উদাহরণ,—যেমন একটী শিশু লাল দেখিলেই চায়, কিন্তু লালে তার কি দরকার? সে মা'র কাছে আবদার ক'রে ঐ লালের দিকেই আঙ্গুল বাড়ায়, তার যেন সেটা বড় দরকার। মা তার আবদারের জন্য সেই লাল জিনিষটা হয়ত আনিয়া দেন, শিশু চুপ করে; আর নয়ত' তাহা দেন না, শিশু কাঁদিতেই থাকে। মহামায়ার কাছেও আমরা যেটা সুখ মনে করি সেইটেই চাই, আমায় ধন দাও, জন দাও, যশ দাও, আমার শত্রু নাশ কর ইত্যাদি আবদার করি। কতক তিনি দেন, কতক দেন না। কখনও লোভ বাড়াইবার জন্য আবদার করিলেই তিনি দেন, লোভের জিনিষ দেওয়া বন্ধ করে, লোভ বাড়াইয়া কিংবা শিশুর হাত পোড়ার ন্যায় লোভের জিনিষ দিয়েও আমাদের হাতে ফেলে বুঝতে দেন যে ভোগটা আমাদের সুবিধার নয়। কা'রও সে বিবেক আসে, কা'রও নাহকে আসে না। যা'র সে বিবেক আসে না, সে আরও আবদার করে "কারও দুখে চিনি দিলি, মা, আমায় কিলি খাকে বালি।" এই যে লোক বললে তা'র নাম ছোরে গেল, মহামায়ার খুব ভক্ত, খুব বড় সাধক। সে বেচারা ভোগের অভাবে ছট্ ফট্ কোরে মা'কে আলাতন কর্‌ছে, সে হোলে গেল বড় ভক্ত। কার ভক্ত? মহামায়ার ভক্ত ত' হোলই না, ভক্ত হোল ভোগের—এ মোটা কথাটা আমরা বুঝতে নারাজ যে, যা'রা মহামায়ার ভক্ত বলিয়া পরিচিত, তা'রা ভোগের ভক্ত, তা'রা ভোগের জন্য যাঁর কাছে ভোগের জিনিষ পাওয়া যায়, তাঁর কাছে উমেদারী করে মাত্র —সেটা ভক্তি নয়; 'ভক্তি' অর্থে সেবা, কাজ আমাদের জন্য উমেদারীকে সেবা বলা যায় না।

আর যাঁর বিবেক আসিয়াছে, তিনি বুঝিয়াছেন ভোগে আমাদের সুবিধা নাই; তখন এই দেবীধামকে দুঃখের বলিয়া প্রতীতি হয়। তখন এই কারাগার হইতে মুক্তি হয়। এ অবস্থায় যাঁর সৌভাগ্যবশে ভগবৎকৃপালাভ হয় তিনি মুক্তপুরুষের সাক্ষাৎ পা'ন, যথার্থ মুক্তির পথ কি, তাহা শুনিয়া নিত্যধর্ম্ম ভগবৎসেবাতে মনোনিবেশ করেন, ক্রমে মন ও দেহের আধিপত্য তাঁহাতে আর ক্রিয়া করিতে পারে না। তিনি জীবন্মুক্ত হইয়া যা'ন, শাস্ত্রে তাঁহার এইরূপ লক্ষণ দিয়াছেন—

"ইহা যস্য হরের্দাস্যে কর্ম্মণা মনসা গিরা।
নিখিলাস্বপ্যবস্থাসু জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে॥"

শ্রীভগবান্ হরির সেবাতে কায়মনোবাক্যে অকপটে যাঁহার চেষ্টা, তিনিই জীবন্মুক্ত। আর যাঁহার সে সৌভাগ্য এখনও হয় নাই, অথচ কিছু বিবেকোদয় হইয়াছে, তখন তিনি আর ত কাহাকেও ছেলেন না, সেই বাক্যেরই কাছে

আবার আহার করেন, "তারা! কোন্ অপরাধে এ দীর্ঘসংসারে সংসারগারদে থাকি বল্!" আমরা মনে করিলাম "ওঃ লোকটী কি বড় ভক্ত—মায়ের অঞ্চল আর ছাড়ে না!" কিন্তু আমরা যদি বিচার করে' দেখি তিনি কিসের ভক্ত, তা'হলেও দেখিব, তিনি ভোগেরই ভক্ত, সুখভোগ করিতে গিয়া যখন দুঃখই পান, তখন বলেন আর সুখ চাইনা। সুখ মানেই দুঃখ, মা, আমায় এমন জায়গায় রেখ—যেখানে এখানকার মত সুখ দুঃখ নাই, আমায় খাঁচা থেকে ছেড়ে দাও, আমি খোলা হাওয়ায় ঘুরে বেড়াই।" ভোগ ছাড়তে গিয়ে এও ভোগই চায়, আরও বড় ভোগ, কাজেই তা'র ছাড়ান নেই। যতক্ষণ না নিখিল জীবের ধর্ম নিত্য ভগবৎসেবাতে তিনি আত্মনিয়োগ করবেন, ততক্ষণ কারাগার হইতে মুক্তি নাই। মহামায়ার উমেদারীতে আমাদের নিত্যমঙ্গল-লাভের উপায় নাই। তবে তিনি যে আমাদের শোধনে প্রবৃত্তা তাহাতে তিনি আমাদের প্রণম্যা হইতে পারেন। অন্য বুদ্ধিতে স্বতন্ত্র দেবতাজ্ঞানে তাঁহাকে প্রণাম করা, আর ঐ উমেদারী করিয়া আরও বদ্ধ হওয়া একই কথা—সোণার শিকল আর লোহার শিকল পরা।

প্রচার-প্রসঙ্গ।

গত ২৭শে আশ্বিন তারিখে শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার অন্যতম সম্পাদক শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ও শ্রীযুক্ত হরিদাস ব্রহ্মচারী প্রমুখ কয়েকজন প্রচারক ঢাকা জেলার অন্তর্গত আমিনপুর গ্রামের প্রধান জমিদার শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন পোদ্দার মহাশয়ের বাড়ীতে উপস্থিত হন। তথায় চারিদিন অবস্থানপূর্ব্বক তাঁহারা প্রত্যহ নগরকীর্ত্তন হরিকথা ও বক্তৃতাদি দ্বারা গ্রামবাসিদিগকে সর্ব্বদা পরমার্থবিষয়ে আলোচনা করিবার অবকাশ প্রদান করেন। ২৮শে আশ্বিন তারিখে পানায় উচ্চ ইংরাজী স্কুলে স্থানীয় ভক্তবৃন্দ একটী সভা আবাহন করিয়া ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবের তারতম্যবিষয়ক বক্তৃতা শ্রবণেচ্ছু হন। প্রথমে ব্রহ্মচারীপ্রভু ও পরে সম্পাদক মহাশয় স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের বিচারপ্রণালী ও গোস্বামিসিদ্ধান্তসমূহ প্রদর্শনপূর্ব্বক প্রায় তিনঘণ্টাকাল বক্তৃতা করিয়া সাধারণের চিত্ত আকর্ষণ করেন। কয়েকজন উচ্চ শিক্ষিত ও প্রাচীন ভক্ত শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার মহৎ উদ্দেশ্য উপলব্ধি করিয়া পরমানন্দ লাভ করেন। প্রচারকবৃন্দ পুনরায় ৩১শে আশ্বিন তারিখে আনন্দবাবুর মন্দিরপ্রাঙ্গণে "সনাতন ধর্ম্ম" সম্বন্ধে দুই ঘণ্টাকাল বক্তৃতা করিয়া শ্রোতৃবৃন্দের আনন্দ বর্দ্ধন করেন। আনন্দবাবু বিশেষ ধনবান্ হইলেও নিরভিমান, শিক্ষিত, বুদ্ধিমান্, ভদ্র ও পরমার্থবিষয়ে রুচিসম্পন্ন। তিনি তর্কাকর্ষিত বৈষ্ণবধর্ম্মের স্বরূপতা বুঝিতে পারিয়া বিশুদ্ধ গোস্বামিসিদ্ধান্তসমূহ প্রচারের পক্ষপাতী। তাঁহার সৌজন্যে ও সদালাপে প্রচারকবৃন্দ বিশেষ আনন্দিত হইয়াছেন।

২রা কার্ত্তিক তারিখে পানায় হইতে ১৬ মাইল দূরবর্ত্তী সদাদি গ্রামে শ্রীযুক্ত জগবন্ধু সাহা সর্দ্দার মহাশয়ের বাড়ীতে তাঁহারা উপস্থিত। ঐ দিন সন্ধ্যা ৭ টার সময় স্থানীয় সাধারণ-সভার সম্পাদক মহাশয় 'জীবের চরম কল্যাণ লাভের উপায়' সম্বন্ধে দেড়ঘণ্টাকাল বক্তৃতা দিয়াছেন। উক্ত গ্রামবাসিগণ সত্যানুসন্ধিৎসু ও সরল। তাঁহাদের আগ্রহাতিশয্যে প্রচারকগণ উক্ত গ্রামে প্রচার করিয়া মঠে ফিরিয়া আসিয়াছেন।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ ও ঢাকা শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠে গোবর্দ্ধন-পূজা ও শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের তিরোভাব-মহোৎসব, শ্রীল ঠাকুরের চরিত্র আলোচনা, শ্রীচৈতন্যভাগবত-পাঠ ও নামকীর্ত্তনমুখে মহাসমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

গত বৃহস্পতিবার আচার্য্য শ্রীপাদ হরিপদ বিদ্যারত্ন ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয়ের পৌরহিত্যে শ্রীযুক্ত অদ্বৈতদাস অধিকারী মহাশয়ের সহধর্ম্মিণীর শ্রাদ্ধ বিষ্ণু-নৈবেদ্য দ্বারা সম্পন্ন হইয়াছে।

দেওয়ালী।

দেওয়ালী দীপাবলীর অপভ্রংশ। ঊর্জ্জা, কার্ত্তিক বা দামোদর মাসে অন্যান্য কৃত্যের মধ্যে দীপদান একটী প্রধান কৃত্য। শ্রীবৈষ্ণবদিগের, শ্রীতুলসীর নিকট ভক্তি-

লাভেচ্ছু ব্যক্তি প্রত্যহ প্রবোধে দীপদান করিবেন। এই ভক্তিবৃদ্ধিকর দীপদান কার্য্যে কর্ত্তিগণকে প্রলোভিত করিবার জন্য শাস্ত্রে অনেক ফল নির্দ্দেশ আছে। সে গুলি অলভ্য না হইলেও ভক্তিপথগামী সেই ফলসমূহকে বহুমানন করেন না, তবে কৃষ্ণপ্রীতির উদ্দেশেই তাঁহারা দীপদান কার্য্যের সমাদর করেন। কর্ত্তিগণও নানাবিধ কামফলের আশায় এই কার্য্যে যোগদান করিয়া থাকেন। অপোনর্ভব বা মুক্তি ও পাপক্ষয়ের জন্য অনেকে এই কৃত্য পালন করেন। ভক্ত জানেন, এসকল ফল অতি তুচ্ছ, কৃষ্ণপ্রীতিমূলে যে ভক্তি তাহাই চরম ফল, ভক্তের নিকট মুক্তি অতিতুচ্ছ ফল, কেননা ভক্ত পূর্ব্বেই মুক্ত হইয়াছেন, আর কাম্যফলসমূহ তাঁহার আদেশ প্রতীক্ষা করেন মাত্র, কিন্তু ভক্ত সেসকল কামনা করেন না। শ্রীল বিশ্বমঙ্গল ঠাকুর তাই ভগবৎসমীপে নিবেদন করিয়াছেন,—

'ভক্তিস্থিরা ভবতু মে ত্বয়ি কোঽপরাধ-
স্তৈরেব নঃ ফলতি দিব্যকিশোরমূর্ত্তিঃ।
মুক্তিঃ স্বয়ং মুকুলিতাঞ্জলিঃ সেবতেঽস্মান্
ধর্ম্মার্থকামগতয়ঃ সময়প্রতীক্ষাঃ॥"

সুতরাং ভক্তের দীপদান ও কর্ম্মীর বা মোক্ষাভিলাষীর দীপদানে অনেক পার্থক্য। তবে পাপক্ষয়ের জন্য দীপদান করিতে করিতে অজ্ঞাতসেবাফলে কৃষ্ণসেবায় রতি উৎপাদিত হইতে পারে। এই নিমিত্ত ভক্তের স্মৃতিনিবন্ধ শ্রীহরিভক্তিবিলাসেও পুরাণাদি হইতে সেই সকল ফলশ্রুতি দেখিতে পাওয়া যায় যথা,—

"কল্পকোটিসহস্রাণি পাতকানি বহূন্যপি।
নিমেষার্দ্ধেন দীপস্য বিলয়ং যান্তি কার্ত্তিকে॥
শৃণু দীপস্য মাহাত্ম্যং কার্ত্তিকে কেশবপ্রিয়ম্।
দীপদানেন নিষ্ক্রান্ত ন পুনর্জ্জায়তে ভুবি॥"

স্কন্দপুরাণ হইতে এরূপ অসংখ্য শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। আবার ঐদিকে দীপপ্রদানের অভাবে প্রত্যবায় লিখিত হইয়াছে,—

"বৈষ্ণবো ন স মন্তব্যঃ সংপ্রাপ্তে কার্ত্তিকে মুনে।
যো ন যচ্ছতি মূঢ়াত্মা দীপং কেশবমন্দিরে॥"

বৃহন্নারদীয় পুরাণে উক্ত আছে,—

"একতঃ সর্ব্বদানানি দীপদানানি চৈকতঃ।
কার্ত্তিকে ন সমং প্রোক্তং দীপদো হরিবল্লভঃ॥"

পদ্মপুরাণে—

"কার্ত্তিকেঽহনি দীপং যো দদাতি হরিসন্নিধৌ।
দিব্যকান্তি-বিমানাগ্রে রমতে স ভবেঃ পুমান্॥"

দীপদানের এমনই মাহাত্ম্য যে, যাঁহারা দারিদ্র্যাদি-প্রযুক্ত স্বীয় দীপদানে অসমর্থ, তাঁহারা যদি অপরের প্রদত্ত দীপ প্রবোধন করিয়াছেন অর্থাৎ উস্কাইয়া দিয়া উজ্জ্বল রাখেন, তাঁহারাও কৃষ্ণপ্রীতি প্রাপ্ত হন, অন্যান্য ফলও আছেই। একটী ইন্দুর পথদীপ উজ্জ্বল করিয়া পরাগতি পাইয়াছিল।

"একেনাপি সদৈবেন্দুঃ দীপঃ প্রজ্বালিতো মুহিকা।
মানুষাং দুর্ল্লভং প্রাপ্য পরাং গতিমবাপ সা॥"

—(স্কান্দে)

"দীয়মানস্তু যে দীপং বোধয়ন্তি হরের্গৃহে।
পরেষাং নৃপশার্দ্দূল নির্দ্দহেন্তে বধযাতনা॥"

স্কন্দপুরাণে এরূপ অনেক শ্লোক দেখিতে পাওয়া যায়, যাঁহারা শিখরদীপ অর্থাৎ মন্দিরাদির উপরে দীপপ্রদান করেন, তাঁহাদের বহু সুকৃতি সঞ্চিত হয়।

"সর্ব্বদানং সুকৃতং বৈষ্ণবানাং মহামুনে।
কেশবোপরি দীপস্তু কলাং নার্হতি ষোড়শীম্॥
কার্ত্তিকে কার্ত্তিকীং যাবৎ প্রাসাদোপরি দীপকম্।
যো দদাতি মুনিশ্রেষ্ঠ তস্যেন্দ্রত্বং ন দুর্ল্লভম্॥"

ব্রহ্মা নারদকে এই সকল বলিয়াছিলেন। শিখর দীপদানের মাহাত্ম্য দূরে থাকুক্, প্রভার সহিত শিখর-দীপযুক্ত হরিমন্দির দেখিলেই অশেষ ফল।

"বিমানং জ্যোতিষা দীপ্তং যে নিরীক্ষন্তি কার্ত্তিকে।
কেশবস্য মহাভক্ত্যা কুলে তেষাং ন নারকী॥
দীপাবলী বা দীপমালা যত্নাদ্যত্র সুকৃতিঃ।
"দীপপঙ্‌ক্তেশ্চ যত্নাৎ স যাস্যত্যম্বরে ধ্রুবঃ।
বিষ্ণোর্নিধানে কুরুতে স নরঃ শঙ্খচক্রভৃৎ॥"

—(স্কান্দে)

"যঃ কুর্য্যাৎকার্ত্তিকে মাসি দেবেশায় দীপমালিকাম্।
প্রবোধে চৈব দামোদরেকদেশায় বিষ্ণবে॥

সূর্য্যাযুত প্রকাশস্ত তেজসা তাদৃশন্ নিশঃ।
তেজোরাশি বিধানেন্নো জগদ্ভ্যোতঃকরিষ্যতি॥" (তত্ত্বিন্তে)

আকাশদীপদানের পদ্মপুরাণে বর্ণিত আছে যে,—

"উচ্চৈঃ প্রদীপমাকাশে যো দদাতি কার্ত্তিকে নরঃ।
সর্ব্বাঃ কৃতাঃ সমুদ্ধৃত্য বিষ্ণুলোকমবাপ্নুয়াৎ॥"

চতুর্দ্দশী ও অমাবস্যাকৃত্যে দেখা যায়,—

"যমমার্গাকৃতত্রাসো মুচ্যতে কার্ত্তিকে নরঃ॥" (পাদ্মে)

শ্রীহরিভক্তিবিলাসধৃত উদ্ধৃত শাস্ত্রবচনগুলি হইতে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, দীপদান, দীপমালা, শিখরদীপ, আকাশদীপ, চতুর্দ্দশী ও অমাবস্যার দীপান্বিত করণ—এগুলি বৈষ্ণবকৃত্য, এ গুলির সহিত কালীপূজার কোন বিশেষ সম্পর্ক নাই, পশ্চিমাঞ্চলেও অনেকস্থলে দেওয়ালী উৎসবের সহিত বাঙ্গালাদেশের ন্যায় কালী-পূজার কোন সম্পর্ক নাই। এ সকল কৃত্যের সহিত ছাগমহিষকুলের ভীত হইবার কোন কারণ নাই। কিন্তু আমরা এমনই দুর্ভাগ্য যে উক্ত জীবগণ প্রদোষে দীপা-বলী দেখিলেই নিজেরা, বুঝি দিন ফুরাইয়া আসিয়াছে, এই আশঙ্কায় কম্পিতকলেবর হয়। কালী যদি মহা-মায়া অর্থাৎ শ্রীভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি হ'ন, তাহা হইলে তিনি বৈষ্ণবীতনু, সুতরাং তিনি ভগবৎপ্রসাদ ভিন্ন অন্য কোন বস্তুতে তৃপ্ত হইতে পারেন না। যাহা-শ্রীভগবান্ তাঁহাকে নিবেদনের ব্যবস্থা কুত্রাপি নাই। বিষ্ণুধর্ম্মে উক্ত হইয়াছে—

"যত্র যত্র তথা যাগং দদাত্যন্নং মনুষ্যকম্।
নিবেদয়েদৈব তত্র হরয়ৈকান্তিকী রতিঃ॥"

হারীত স্মৃতিতেও এই ব্যবস্থা দেখা যায়। এ সকল বস্তু যাজ্ঞিক ও পিশাচভোগ্য, দেবীকে উহাদের অন্যতম জ্ঞান করিয়া উহার নৈশাচিকপূজা করিলে দেবী তাহা গ্রহণ করেন না।

এই দেওয়ালী উপলক্ষে বিষ্ণুমন্দিরাদিতে দীপাবলী সজ্জিত করিয়া শ্রীদামোদরের অর্চ্চন করিলেই সর্ব্বার্থসিদ্ধি হয়। সমস্ত কার্ত্তিকমাসই শ্রীহরির অত্যন্ত প্রিয়। বৈষ্ণবগণ গোষ্ঠ করত করিয়া নিয়মপূর্ব্বক শ্রীহরির সেবা করিয়া থাকেন। স্কন্দপুরাণে এই নিয়মসেবা বিষয়ে বহু উপদেশ দৃষ্ট হয়। পদ্ম পুরাণেও বলিয়াছেন,—

"নিয়মেন বিনা বিপ্রাঃ কার্ত্তিকং যঃ ক্ষিপেন্নরঃ।
তস্য পরাঙ্মুখস্তস্য যজ্ঞাদুর্জ্জোঽপি যজ্ঞতঃ॥"

এই কার্ত্তিককৃত্যের মধ্যে একান্ত পালনীয় বিধি-বর্ণনে স্কন্দপুরাণ বলিয়াছেন,—

"সাধুসেবা গবাং গ্রাসঃ কথা বিষ্ণোস্তদার্চ্চনম্।
জাগরঃ পশ্চিমে যামে দুর্ল্লভঃ কার্ত্তিকে কলৌ॥
সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য কার্ত্তিকে কেশবাশ্রিতঃ।
শাস্ত্রাবতরণং পুণ্যং শ্রোতব্যঞ্চ মহামুনে॥
ন তথা তুষ্যতে দানৈর্ন যজ্ঞৈর্যোগসাধিকৈঃ।
যথা শাস্ত্রকথালাপৈঃ কার্ত্তিকে মধুসূদনঃ॥"

সাধুসেবা, গোগ্রাসদান, বিষ্ণুকথা, শ্রীহরির অর্চ্চন, শ্রীহরিসমীপে কীর্ত্তনাদি ব্যাপারে রজনীর শেষ প্রহর জাগরণ, শাস্ত্রকথা-পাঠ ও শ্রবণ—এ গুলি শ্রীহরির অত্যন্ত প্রিয়। পদ্মপুরাণে উপদিষ্ট হইয়াছে—

"হরিজাগরণং প্রাতঃস্নানং তুলসিসেবনম্।
উদ্যাপনং দীপদানং ব্রতান্যেতানি কার্ত্তিকে॥
নিশম্য বৈষ্ণবান্ ধর্ম্মান্ বৈষ্ণবৈঃ সহ হর্ষিতঃ।
কৃত্বা গীতাদিকং প্রাতর্যেষ নীরাজয়েৎ প্রভুম্॥"

শ্রীহরিসমীপে জাগরণ, প্রাতঃস্নান, তুলসীসেবা, উদ্যাপন, দীপদান, বৈষ্ণবধর্ম্মশ্রবণ, গীতাদির সহিত প্রাতঃকালে প্রভুর মঙ্গলারতি—এই সকল কার্ত্তিককৃত্য। তদুৎসম্পর্কে যে দীপাবলী-দান তাহা বৈষ্ণব বিধি। সুতরাং দেওয়ালী বিষ্ণুপ্রীতিতাৎপর্য্যময় ব্যাপার।

প্রেরিত পত্র।

পুরুলিয়া

মান্যবরেষু—

২৩।১০।২৪

আপনাদের গৌড়ীয় সাপ্তাহিক পত্রে নিম্নলিখিত সংবাদটী গৌড়ীয় পত্রিকার গ্রাহকগণের ও শ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণব-রাজসভার সদস্যগণের ও বৈষ্ণবগণের সুযোচ্যার্থে প্রকাশ

করিয়া বাধিত করিবেন। আগামী শনিবার বেলা ১২ টার সময় শ্রীশ্রীধাম নবদ্বীপস্থ মায়াপুরের শ্রীশ্রীবালকৃষ্ণদেব রক্ষক শ্রীগৌরদাস ভক্তিবিলাস মহাশয়ের অনুগৃহীত ও কৃপাপ্রাপ্ত নবদ্বীপবাসের শ্রীউমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ স্মরণপূর্ব্বক নিত্যলীলায় প্রবিষ্ট হইয়াছেন। তাঁহার চিতাভস্ম যোগপীঠ মায়াপুরে সমাধিরক্ষক ভক্তিবিলাস মহাশয়ের আদেশ অনুসারে কলাই মৎকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াছে। উক্ত চিতাভস্ম অদ্য তথায় সমাধিস্থ করা হইবে। এক্ষণে এ দাসের নিবেদন এই যে, শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম বৈষ্ণব-সমাজ মহাশয়ের নিজ স্বরূপে নিত্যলীলায় নিজসেবা নির্বিঘ্নে প্রাপ্ত হইবেন, এজন্য কলিযুগপাবনাবতার শ্রীশ্রী-নিতাইচৈতন্য প্রভুদ্বয়ের চরণে প্রার্থনা করুন ও তাঁহারাও তাঁহার প্রতি কৃপাদৃষ্টি করুন—ইহাই এ দাসের প্রার্থনা।

বৈষ্ণবদাসানুদাস—
শ্রীহরিপদ দত্ত।

স্বাধীনতা

অধীনতা বা বশ্যতারূপ বৃত্তি বিবিধ আকারে মানব-হৃদয় অধিকার করিতে সমর্থ। সেই বিবিধরূপ অধীনতার একটীকে স্বতন্ত্রতা ও অপরটীকে পরতন্ত্রতা কহে। যাহারা স্ব-সুখার্থে বাহ্যবিষয়ে আসক্ত হইল ও ভোগাসক্তির বশ-বর্ত্তিতায় সেই বাহ্যপদার্থের আনুগত্য করেন, তাহারা কামের দাস বা পরতন্ত্র। স্ব-সুখান্বেষণে বিরত হইয়া যে সমুদয় ব্যক্তি সেবাবুদ্ধির বশবর্ত্তিতায় দেবোপকরণ-জ্ঞানে বাহ্যবিষয় সংগ্রহে তৎপর হন ও সংগৃহীত পদার্থসমূহকে ভগবৎপ্রীত্যর্থে বিনিয়োগ করেন, তাঁহারা কাম জয় করিয়াছেন। অতএব এই নিষ্কাম ভক্তগণকেই স্বতন্ত্র বলা সঙ্গত তাঁহারা ভগবদ্বশীন, মায়াবশ নহেন।

২। ভগবান বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণই এক মাত্র আদি বাস্তব বস্তু এবং তদীয় শক্তির পরিণতিক্রমে চিদ্‌চিৎ ধাম ও তত্রস্থপদার্থ সমুদয় উৎপন্ন হইয়াছে। যে প্রকার মৃন্ময় ঘট, কারণরূপ মৃত্তিকাকে আশ্রয় পূর্ব্বক, নিজসত্তা জ্ঞাপনে সমর্থ হয় ও মৃত্তিকার গুণ অতিব্যক্ত করিয়া থাকে, তদ্রূপ চিৎকণ জীবসমূহ ও অচিৎ পদার্থনিচয় ভগবত্তত্ত্বকে আশ্রয়-পূর্ব্বক নিজ নিজ সত্তা স্থাপনে সমর্থ ও তাঁহারই মহিমাপ্রকাশ করিতে বাধ্য হইয়া থাকে যথা শ্রুতি,— "তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি" যে হেতু আশ্রিত পদার্থ আশ্রয়ের মুখা-পেক্ষী, তদ্রূপ জীবগণ ভগবচ্ছক্তির অধীনতা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক সম্পূর্ণরূপ স্বাধীনভাবে বিচরণ করিতে আদৌ সমর্থ নহে।

৩। ভগবচ্ছক্তিতে ত্রিবিধ প্রভাব বর্ত্তমান, যথা পরা, মায়া ও জৈব। পরা প্রভাব হইতে নিত্যাভিব্যক্তিশীল বস্তু-সমন্বিত পরমানন্দপূর্ণ বৈকুণ্ঠাদি চিজ্জগৎ, মায়াপ্রভাব হইতে দেশকালপদার্থসমন্বিত দুঃখাগারসদৃশ ইদং জড়জগৎ এবং জৈব প্রভাব হইতে চিৎ ও জড়াত্মক উভয় ধামে বিচরণ-ক্ষম সমগ্র জীব প্রকটিত হইয়াছে। অচিৎ বা জড়জগতের প্রত্যেক ভাব বা বস্তু নশ্বরতা ও অনুপাদেয়তারূপ দোষে দূষিত হওয়ায় ভগবান্ তথায় স্বয়ংরূপে অবস্থান না করিয়া পরমোপাদেয় নিত্য ভাব ও পদার্থ সমন্বিত বৈকুণ্ঠাদি ধামে সদা বিরাজমান থাকেন ও তত্রস্থ স্বসুখনিরপেক্ষ পরা-প্রভাব-রচিত বৈকুণ্ঠাদি চিজ্জগৎস্থ নিত্য পদার্থের সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট-চিত্ত সেবা পরায়ণ মায়ামুক্ত জীবগণসহ নিত্যকাল অহৈতুক লীলারস আস্বাদন করেন। চিজ্জগতের বহির্দেশে অবস্থিতভাবে অবস্থিত জড়জগতের আপাত-মনোরম সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া যে সমুদয় জীব স্ব-সুখার্থে জড়বিষয়োপভোগে রত হয়, তাহারা ক্রমশঃ মায়ার অধীন হইয়া পড়ে ও অবশেষে মায়াপ্রেরিত আধিদৈবিক, আধিভৌতিক ও আধ্যাত্মিক তাপে সন্তাপিত হইতে থাকে। যেহেতু তাহারা মায়ার অধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য হয়, তন্নিমিত্ত তাহারা পরা প্রভাবের আকর্ষণ উপলব্ধি করিতে ও তজ্জনিত পরমোপাদেয় সেবানন্দরস আস্বাদন করিতে অসমর্থ। পরা প্রভাবের আকর্ষণাধীন মায়াবন্ধমুক্ত শুদ্ধ জীবগণ ও মায়াধীন স্বসুখপর কামনায় পূর্ণিতদ্বন্দ্বিশিষ্ট প্রাণিবর্গ যদিও উভয়ে ভিন্ন ভিন্ন প্রভাবের বশ, তথাপি মূলতঃ তাহাদিগকে একই ভগবচ্ছক্তির অধীন বলিয়া বুঝিতে হইবে। ভগব-চ্ছক্তির অধীনতা পরিত্যাগপূর্ব্বক তাহারা অল্পকালও বিশ্ব

থাকিতে পারেন না, ইহা ইঁহারা—

"নহি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতুতিষ্ঠত্যকর্মকৃৎ।"

সুতরাং চিরচিৎ উপরোক্ত বিচারপ্রণালীর সাহায্যে যাহারা স্বতন্ত্রতার অপব্যবহারকে মায়াধীনতা বলে, তাহাদিগকে পরাধীন এবং যাহারা স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহার মুখে পরাশক্তির অধীন হন তাহাদিগকে স্বাধীন বিবেচনা করাই যুক্তিসঙ্গত। স্বেচ্ছাপূর্ব্বক কেহ নিজ অমঙ্গল সাধনে প্রস্তুত হয় না; তবে যদি অনিষ্টপাত হইতে দেখা যায়, তাহা হইলে অন্যান্য কর্ত্তৃক উহা সাধিত হইতেছে, বুঝিতে হইবে এবং অনিষ্ট-সম্পাদনকারীকে সেই অন্যান্যতার অধীন বিবেচনা করিতে হইবে।

৩। আনন্দ বা সুখানুভূতি ত্রিবিধ, যথা ভোগাত্মক, ত্যাগাত্মক ও সেবাত্মক। অনিত্য বস্তু বিষয়ের ভোগ হইতে যে-আত্মীয় সুখ আস্বাদনযোগ্য হয়, তাহা ক্ষণস্থায়ী ও ভবিষ্যৎ দুঃখেরই বীজস্বরূপ। ইহাকে ভোগাত্মক সুখ কহে। ইহার অবসানে আবার পুনরায় দুঃখাকার হয় ও তন্নিমিত্ত প্রকটকালে ইহার সহ ভীতির ভাব নিশ্রিত থাকে। ভোগজনিত সুখের হেয়তা ও নশ্বরতা দর্শনে যোগিপাল অপেক্ষা কথঞ্চিৎ দূরবর্ত্তী ব্যক্তিসকল "ত্যাগাৎ শান্তিঃ" স্থির করে ঐ ভোগপ্রবণতার উচ্ছেদ সাধনার্থে বদ্ধপরিকর হয়। পরিশ্রমের পর বিশ্রামকালে যেরূপ কথঞ্চিৎ নিশ্চেষ্টতার ভাব বা উদ্বেগরাহিত্যরূপ ক্ষীণ শান্তি-সুখ আস্বাদনযোগ্য হয়, ত্যাগিগণ তজ্জাতীয় শান্তিসুখের পক্ষপাতী। এই শান্তিসুখেরই নামান্তর ত্যাগাত্মক সুখ। যেহেতু জীবের বাস্তবসত্তায় বৈচিত্র্যপূর্ণ ও সত্তাসাকল্য শ্রীভগবান্ কর্ত্তৃক, অচেতন বা জড়ধর্ম্মের পরিবর্ত্তে চিৎকণ বা স্বতঃ ক্রিয়াশীলতার ভাব সুরক্ষিত হইয়াছে, তন্নিমিত্ত ভগবদিচ্ছার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া কোন ক্ষুদ্রশক্তিশালী জীব নিজ চেতনত্বকে নিত্যকালের জন্য স্তব্ধীভূত করতঃ জড়ত্বে পরিণত করিতে পারে না। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—"আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ পতন্ত্যধঃ" অর্থাৎ কঠোর সাধন করিতে করিতে কথঞ্চিৎ নিষ্ক্রিয়াবস্থা লাভের পর তাহারা পুনরায় ভোগাসক্ত হইয়া থাকে, সুতরাং ত্যাগিসম্প্রদায়কথিত শান্তিসুখ যখন সত্য নহে, তখন সত্যের পূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত যেটুকু শান্তিবল তাহারা সম্ভোগ করিতে সমর্থ হয়, তাহার সহিত 'অভাবের' ভাব সংশ্লিষ্ট থাকে। হেয়ভানপরিশূন্য বিমল নিত্যানন্দময়-বস্তুই শ্রীভগবান্ এবং যাহারা ভোগযোক্ষেচ্ছারূপ মায়িক নিম্নস্তরকে পরিহার করিয়া, সেবাবুদ্ধি আশ্রয়পূর্ব্বক, ভগবানের শরণাপন্ন হন ও তাঁহার সেবায় সদা বিভোর থাকেন, তাঁহারা বিমলসেবানন্দরস নিত্যকাল আস্বাদন করিতে সমর্থ হন, যথাহি শ্রুতি—

"রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি।"

এই প্রকার সুখানুভূতিকে সেবাত্মক আনন্দ কহে। সেবারূপ কার্য্যটীতে একাধারে উপায় ও উপেয়রূপতা বর্ত্তমান থাকায়, সাধকগণের হৃদয়ে কোনরূপ কামনার স্থান প্রাপ্ত হয় না ও কামনার অভাবে ফলে হানি বা অভাবের আশঙ্কামূলকভীতি সেবানন্দের সহ বিজড়িত হইতে সমর্থ হয় না। ভীতি ও অভাববোধরহিত বিমলসেবানন্দই মানবজীবনের চরম লক্ষ্য। দুরদৃষ্টবশ প্রতিবন্ধকবশতঃ যাহারা তাহা লাভ করিতে অক্ষম, তাহারা যে পরাধীন, ইহা সর্ব্বসম্মতসত্য।

৪। অহঙ্কৃতিরূঢ় ভগবৎপ্রপন্ন নিত্যানিত্যোভয়বস্তু-বিচারযোগ্যতাকল্প স্বতন্ত্রতার অসদ্ব্যবহারকে স্বাধীনতা বলিয়া বুঝে। শাস্ত্রানুসারে ইহারা কদাচারী অথবা যথেচ্ছা-চারী। যাহাদিগের অমৃতবর্ষিণী উপদেশাবলীর সাহায্যে অজ্ঞ মানববৃন্দ ভবসমুদ্র পার হইয়া পরম কল্যাণের দিকে অগ্রসর হইতে সমর্থ হয়, সেই কৃপাময় সাধু, শাস্ত্র ও গুরুবর্গের আজ্ঞাধীনে অবস্থানকে অহঙ্কৃতগণ পরাধীনতা বলিয়া ঘোষণা করে। ইহাদিগের মধ্যে যাহারা আপনাদিগকে অধিক বিচক্ষণ মনে করে, তাহারা পরা-ধীনতার সাহায্যে হ্রাস করিবার উদ্দেশে নিজ স্ত্রী ব্যতীত অন্য কাহারও আদেশ পালনে প্রস্তুত নহে। এই শ্রেণীর স্ত্রৈণগণাপেক্ষা স্বাধীনস্ত্রৈণগণের মধ্যে যাহারা আপন-দিগকে অধিকতর বিচক্ষণ মনে করেন, তাহারা স্ত্রীর অধীনতাও স্বীকার করিতে চাহে না ও তন্নিমিত্ত বিবাহের পক্ষপাতী নহে। ইহারা প্রকাশ্যে চির-কুমার বলিয়া জনসমাজে খ্যাতি লাভ করিতে প্রয়াসী। গোপনে অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ করাকে ইহারা পরাধীনতার অঙ্গ বলিয়া বুঝে না

যেহেতু প্রকাশ্যভাবে পৃথিবীতে কাহারও আজ্ঞাধীন নহে, তজ্জন্য ইহারা আপনাদিগকে সম্পূর্ণ স্বাধীন মনে করে। কাহারও শাসন স্বীকার না করা হেতু, ইহারা অবাধে চা, পান, জরদা, সিঙ্কি, সিগারেট, মদ্য, মাংস, নভেল, সংবাদ-পত্র, পোষাক, সুগন্ধ, সুকোমল শয্যা, বারবনিতা ইত্যাদি বহুপ্রকার ইন্দ্রিয়তর্পণকর বস্তুর দ্বারা নিজতৃপ্তিসাধনে মত্ত থাকে। দৈবাৎ যদি কোন সময় সুমুখ-স্থিত দ্রব্যগুলির মধ্যে ঐশ্বর্য্যাদি কোন কোন পদার্থ, হয় অর্থাভাবপ্রযুক্ত, না হয় অন্য কোন কারণে, সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হয়, তাহা হইলে তৎকালে তদুৎপন্নের যে কতদূর বশ, তাহা তাহারা সম্যক্ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয়। কিন্তু আসক্তির এমনই প্রভাব যে, সেই সেই বস্তুর পুনঃপ্রাপ্তিতে পরাধীনতার ক্ষণিক স্মৃতি, অপমানবৈরাগ্যের ন্যায়, তৎক্ষণাৎ হৃদয় হইতে সরিয়া যায়। একমাত্র সাধু, শাস্ত্র ও গুরুবর্গের আজ্ঞাধীন ভগবৎ-সেবারত মানবগণ নিজেন্দ্রিয়-প্রতিনিয়ত কদর্য্য অভ্যাসের ও স্ত্রী-পুত্রাদি অনিত্য পদার্থের অধীন নহেন; যেহেতু তাঁহারা কোন ইতরবিষয়ের অধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য হন না, তজ্জন্য প্রকৃতপক্ষে তাঁহারাই স্বাধীন এবং ত্রিতাপাদপ প্রবল বজ্রাঘাতপরিমুক্ত হৃদয়বান্, যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—

"কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম, অতএব শান্ত।
ভুক্তিমুক্তিসিদ্ধিকামী সকলে অশান্ত॥"

৬। দেশহিতৈষী ব্যক্তিগণ আর এক প্রকার স্বাধীনতা-বাদী। ইহারা দেশকে বিদেশী রাজার শাসন হইতে উদ্ধার করিতে সমর্থ হইলে স্বাধীন হইবেন, ইত্যাকার আশাবদ্ধ। পূর্ব্বোক্ত স্বাধীনত্রয়গণের ন্যায় ইহারাও সাধু, শাস্ত্র ও গুরুবাক্যের অবজ্ঞাকারী। ইহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ দেশোদ্ধারকল্পে অকালে প্রাণ ত্যাগকরতঃ আত্ম-ঘাতরূপ মিথ্যা মুক্তির আশায় কখনও স্বর্গে কখনও নরকে গমন করিতেছে বলিয়া নিজের দ্বারা বাধ্য হইয়াছে ও অপর সরলমতি ব্যক্তিগণের সম্মুখে অসৎ আদর্শ স্থাপন-হেতু তাহাদিগের মধ্যে অনেকের বুদ্ধিকে কলুষিত করিয়াছে।

৭। আধুনিক যুগের পাশ্চাত্য-শিক্ষাপ্রিয় বালকবৃন্দ পিতামাতাদি প্রবীণগণের শাসনাধীনে থাকাতেই আপনা-দিগকে পরাধীন বিবেচনা করে ও যৌবনকালে অর্থোপার্জ্জন-ক্ষম হইলে, সেই সময় তাহারা স্বাধীন হইতে পারিবে এরূপ কুসংস্কারগ্রস্ত। যে কালে বালকগণ প্রবীণবর্গের শাসনভার পরিত্যাগ করে, সে সময় তাহারা স্বেচ্ছাচারী হয় এবং অসৎসঙ্গপ্রভাবে ইন্দ্রিয়তর্পণে মত্ত হইয়া থাকে। অবাধে ইন্দ্রিয়তর্পণ করিবার সুযোগ যে কালে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাই অল্পবয়স্কগণের স্বাধীনতার অবসরস্বরূপ।

৮। যে সমুদয় ব্যক্তি, নিজেন্দ্রিয়-তর্পণের ব্যাঘাত হইতে বিবেচনায়, কাহারও শাসন স্বীকার করেন না এবং অন্যের অনিষ্ট করিয়াও নিজ ইষ্টবিধানে উদ্যোগী, তাহারা যে কদর্য্য অভ্যাসের অধীন, তাহা পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে। ইহারা "মায়ার দৌহ-সদৃশ শৃঙ্খলে আবদ্ধ" এরূপ বুঝিতে হইবে। যাহারা নিজভোগে সাক্ষাৎভাবে কথঞ্চিৎ নিরত হইয়া, স্ত্রীপুত্রাদি আত্মীয়স্বজনের কিম্বা অপরাপর দরিদ্র ও দুর্ভিক্ষপীড়িত মনুষ্য, অসহায় বালকবালিকা ও রোগগ্রস্ত ব্যক্তিগণকে অন্ন, বস্ত্র, ঔষধ ও পুস্তকাদির দ্বারা সাহায্য করিবার জন্য ব্যস্ত, তাহারা মায়ার সুবর্ণ-সদৃশ শৃঙ্খলাবদ্ধ। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, একমাত্র ভগবৎসেবার দ্বারাই পরমানন্দ লাভ করা যায়। সুতরাং যে সমুদয় দরিদ্র ও স্বজনগণ ভগবৎসেবায় বিমুখ হইয়া নিজেন্দ্রিয়তৃপ্তির আশায় সংসারে বিচরণ করে, তাহা-দিগকে ত্রিতাপজ্বালা হইতে রক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে ভগবৎসেবায় রত করাইবার চেষ্টা না করিয়া, যাহারা অন্ন বস্ত্রাদি দিয়া তাহাদিগের বাহ্যমুখী স্রোতকে উত্তরো-ত্তর খরতরবেগে প্রবাহিত হইবার সুযোগ করিয়া দেয়, তাহারা ভগবদ্বিদ্রোহী ও ভগবানের বিদ্রোহাচরণহেতু ভক্তগণলভ্য পরমানন্দলাভে বঞ্চিত। তাহারা যদি মন্ত্র-উপদেশদ্বারা সেই বহির্মুখদিগকে ভক্তিপথের পথিক করিতে পারিত, তাহা হইলে বক্তা ও শ্রোতা উভয়েই নরকক্লেশ নিবারণ করিতে ও মায়াধীনতার পরিবর্ত্তে পরা-শক্তির আনুগত্যে সেবানন্দ লাভ করিতে সমর্থ হইত। যেহেতু সরলমতি অজ্ঞ ব্যক্তিসকলের বুদ্ধিতে, তাহারা পরোপকারকার্য্যে রত বলিয়া অনুভূত হয়, এবং ভক্ত-সমাজ তাহাদিগকে মায়াধীন বলিয়া বুঝেন, তন্নিমিত্ত

তাহারা লৌহবৎ দৃঢ়ভাবে পরিবর্ত্তে মাণিক সুবর্ণবৎ সুশৃঙ্খলাবদ্ধ, এরূপ মনে করাই যুক্তিসঙ্গত।

৯। 'পর' শব্দের অর্থ শ্রেষ্ঠ, সুতরাং পরোপকার শব্দ শ্রেষ্ঠ উপকারেরই বাচক। পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে মানব-জীবনের চরম প্রয়োজনই কৃষ্ণসেবানন্দ। অতএব বহির্ম্মুখ মানবগণকে যাহারা ভগবৎসেবায় নিযুক্ত করাইয়া থাকেন কিম্বা তদ্রূপ যত্নশীল হয়েন, কেবল তাঁহাদিগকেই শুদ্ধ পরোপকারক মনে করা উচিত। এই জাতীয় পরোপকার করিবার জন্য সপার্ষদ-স্বয়ং অখিল-রসেন্দ্র-নন্দন শ্রীমদ্ গৌরসুন্দর স্বয়ং আদেশ করিয়াছিলেন, যথা শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে—

"জগতে প্রেমফল দেহ যারে তারে।
খাইয়া হউক লোক অজর অমরে॥"
"ভারতভূমিতে হৈল মনুষ্যজন্ম যার।
জন্ম সার্থক কর করি' পর উপকার॥"

দুই এক বেলা কোন ব্যক্তিকে খাওয়াইলে কিম্বা এক জীবনের উপযোগী অন্নদান করিলে সেই ব্যক্তির বার বার চৌরাশী লক্ষযোনিভ্রমণ নিবারিত হয় না। কাজেই নিত্যকল্যাণ বস্তুর আনয়ন করা যায়, তাহার ব্যবস্থা করাই যথার্থ পরোপকার কার্য্য। যাহারা এই-প্রকার উপকারসাধনে সমর্থ, তাঁহারা সাধু শাস্ত্র ও গুরু-রূপে সর্ব্বদা পৃথিবীতে প্রকট থাকেন। তাঁহাদিগের অনুগতো ভগবৎসেবা করিতে যাহারা প্রস্তুত, তাঁহারাই শ্রেষ্ঠ মানবসমাজভুক্ত। তদ্ভিন্ন ব্যক্তিসমূহ নিকৃষ্ট মায়ার নফরের দলভুক্ত। মায়ার নফরসমূহ যদি আপনাদিগকে স্বাধীনচেতা মনে করেন, তাহা হইলে "সোনার পাথর বাটীবৎ" তাহারা হাস্যাস্পদ হইবেন।

১০। একটু স্থিরচিত্তে ভোগ বা মোক্ষাসক্ত ব্যক্তি-গণ যদি নিজ জীবনের অতীত ঘটনাগুলিকে স্মৃতিপথে আনয়ন করিতে সমর্থ হন, তাহা হইলে তাহারা দেখিতে পাইবেন যে ভোগ বা ত্যাগজনিত সুখের আশায় তাহারা পূর্ব্বে যে যে পদার্থ বা ভাবের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, সমীম কালপ্রভাবে তাহারা কোথায় বিলীন হইয়া গিয়াছে। সম্প্রতি তাহারা যে বিষয়ে নিরাশ হইয়াছেন, কিছু অধিক পূর্ব্বে তাহার আশাটী ভবিষ্যৎকালের গর্ভে অবস্থান করিতেছিল। এখন যেমন সেই ভবিষ্যৎকালে বর্ত্তমান আশা হতাশ-আকারে পরি-ণত হইয়া অতীতকালের গর্ভে প্রবেশ করিতে বাধ্য হইয়াছে, তদ্রূপ বর্ত্তমানকালে যে জাতীয় সুখপ্রদ বস্তু তাহাদিগের আয়ত্ত রহিয়াছে বা ভবিষ্যকালে তাহাদিগের অধিকারভুক্ত হইবার সম্ভাবনা আছে, সেই সমুদয় পদার্থও একদিন না একদিন কালস্রোতে ভাসিয়া যাইবে এবং কেহই উহাদিগকে ধরিয়া রাখিতে সমর্থ হইবেন না। জাগতিক পদার্থের এবম্প্রকার ক্ষণভঙ্গুরতা দেখিয়া ভোগ-মোক্ষেচ্ছা পরিহারপূর্ব্বক, তদ্বৎ নশ্বর পদার্থ-দ্বারা ভগবৎসেবা করাই কর্ত্তব্য; যেহেতু পদার্থগুলি অনিত্য হইলেও ভগবৎসেবায় তাহাদিগকে নিয়োগ করিলে সেই প্রকার নিয়োগফলে নিত্যকাল স্থায়িসেবা-নন্দলাভ করা যায়। এই কর্ম্মরহস্য একমাত্র গুরুগণই অবগত আছেন এবং তাঁহাদের আনুগত্য ব্যতীত ইহা অন্য মানবগণের জ্ঞানগম্য হইবার নহে; অতএব স্বীয় দুষ্টবুদ্ধির অধীনতা পরিত্যাগপূর্ব্বক গুরুগণের নিকট সেই দুষ্টবুদ্ধিকে যাহারা বলি দিতে পারেন, তাহারা স্বাধীন বলিয়া গণ্য হইবেন—নচেৎ নহে।

১১। ভগবান্ আমাদের নিত্যপ্রভু, আমরা তাঁহার নিত্যদাস ও দাসের একমাত্র কৃত্য স্বসুখনিরপেক্ষ হইয়া সর্ব্বদা কায়মনোবাক্যে ভগবৎ-সেবায় নিযুক্ত থাকা। এই সংস্কার যখন কোন মানবহৃদয়ে প্রবুদ্ধ থাকে, তৎকালে তিনি সর্ব্বেন্দ্রিয়ের দ্বারা ভগবানের সেবা করিতে সমর্থ হন ও ইতর কার্য্যে রুচিবিশিষ্ট হইতে পারেন না। কিন্তু যখন উক্তপ্রকার সংস্কারকে চাপিয়া, ভোগ বা মোক্ষবাসনা জাগিয়া উঠে, তখন সেই ব্যক্তি আপনাকে ভগবদ্দাস না বুঝিয়া, অমুকের স্বামী বা 'সোঽহং' মনে করেন এবং ভোগে সুখ বা ত্যাগে সুখ, আত্মীয়গণের প্রতিপালন করা উচিত বা কৌপীনধারণ করা উচিত ইত্যাকার নানাবিধ অনিত্য ধারণায় বদ্ধ হন। এতদবস্থায় ভগবান্ আছেন কি না ও তাঁহার সহিত জীবের কি প্রকার সম্বন্ধ, এবম্প্রকার চিন্তার অবসর বা প্রয়োজন হয় না। (ক্রমশঃ)

গৌড়ীয়

তৃতীয় বর্ষ | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ২২শে কার্ত্তিক, শনিবার ১৩৩১, ৮ই নবেম্বর, ২৪ | ১২শ সংখ্যা

সাময়িকপ্রসঙ্গ।

গত কল্য আমাদের একটী বর্ষীয় দিবস অতিবাহিত হইয়াছে। কলাকার পবিত্রবাসরে আমাদের সমস্ত শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহে ভক্তগণ উত্থান একাদশীর উপবাস, ও ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীগৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজের তিরোভাব উৎসবের অনুষ্ঠান করিয়াছেন। বিশেষতঃ কোলদ্বীপের নূতন চড়ায় অবস্থিত পরমহংস বাবাজী মহারাজের সমাধি-মঠ ও ঢাকা শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠে মহোদয়ের কীর্ত্তনোৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। অদ্য শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠে আবালবৃদ্ধবনিতা ধনী নির্ধন সকলকে হরিকীর্ত্তন-মুখে শ্রীমহা-প্রসাদ বিতরণ করা হইবে। গৌড়ীয়ের পরবর্ত্তী সংখ্যায় আমরা ইহার বিস্তৃত বিবরণ পাঠকগণকে উপহার প্রদান করিব।

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীগৌরকিশোর পরমহংস বাবাজী মহারাজ আমাদের পরমগুরুদেব। শুদ্ধবৈষ্ণবজগতে তাঁহার নাম এবং তাঁহার অদ্ভুত বৈরাগ্য ও শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ-প্রীতির কথা জানেন না, এমন লোক নাই। গৌরজন কি প্রকারে করিতে হয়, তাহার আদর্শ তিনি জগতে দেখাইয়া গিয়াছেন। সেই মহাভাব কথা প্রকাশ করিবার ভাষা বা শক্তি আমাদের নাই সুতরাং আমাদের পরমপূজ্য শ্রীশ্রীগুরুদেব ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসর্ব্বস্ব সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর মহারাজ তাঁহার প্রভুর সম্বন্ধে শ্রীসজ্জনতোষণীতে। ১২শ খণ্ড—৫ম সংখ্যায়) যাহা লিখিয়াছেন, তাহারই কিয়দংশ প্রকাশ ভক্তগণকে উপহার-স্বরূপ প্রদত্ত হইল—

"আমি শুনিয়াছি, তিনি কবিরাজপুরের অন্তর্গত পদ্মাবতী নদীর নিকটস্থ কোন গণ্ডগ্রামে অতি বৈদ্যকুলে উদ্ভূত হইয়াছিলেন। ন্যূনাধিক ৮০ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার জন্ম-কাল। তাঁহার পিতৃদত্ত নাম বেণীমাধব। এই মহাত্মা বাল্য পরিগ্রহ করিয়া ২৯ বৎসর যাবৎ গৃহে বাস করেন। পত্নী-বিয়োগের পর পুত্রের দায়াদি-কার্য্যের অবতারণা করিয়া প্রসিদ্ধ ভক্ত শ্রীজগন্নাথদাস বাবাজী মহাশয়ের বেষের কিছু শ্রীকাশবস্ত্রাদি বাবাজীর নিকট কৌপীন গ্রহণ

করেন। তিনি গৃহস্থ-জীবনে অদ্বৈত আচার্য প্রভুর বংশে পাঞ্চরাত্রিকমন্ত্রে দীক্ষিত হন। বেষ-গ্রহণের পরে প্রায় ৩০ বৎসরকাল শ্রীব্রজমণ্ডলে ভিন্ন ভিন্ন গ্রামে বাস করিয়া অনুক্ষণ ভজন করিয়াছিলেন। এই সময়ে মধ্যে মধ্যে তিনি উত্তর ভারতের এবং বিশেষতঃ গৌড়মণ্ডলের তীর্থসমূহ ভ্রমণ করেন। শ্রীক্ষেত্রে শ্রীল স্বরূপদাস বাবাজীর সহিত, কাল্না শ্রীভগবানদাস বাবাজীর সহিত, কুলিয়ায় শ্রীচৈতন্যদাস বাবাজীর সহিত সাক্ষাৎ ও সঙ্গলাভ করেন। এতদ্ব্যতীত ব্রজমণ্ডলের সকল মহাত্মার সহিত তাঁহার বিশেষ পরিচয় ছিল। পরিচয় থাকিলেও কাহারও বিষয় চেষ্টা তিনি কোন দিন অনুমোদন করেন নাই। বরং একপ হইলে সঙ্গবর্জনপূর্বক শুদ্ধ ভজনে কালাতিপাত করেন।

"যে বৎসর শ্রীগৌরহরি শ্রীমায়াপুরে ফাল্গুনপূর্ণিমায় প্রতিষ্ঠিত হইলেন অর্থাৎ বাঙ্গালা ১৩০০ সালে ফাল্গুন মাসে এই মহাত্মা শ্রীল ভক্তিবিনোদ বাবাজী মহাশয়ের আদেশ অনুসারে শ্রীব্রজমণ্ডল হইতে শ্রীগৌড়মণ্ডলে আগমন করেন এবং তদবধি মহাপ্রস্থান কাল পর্য্যন্ত শ্রীধাম নবদ্বীপের ভিন্ন ভিন্ন পল্লীতে বাস করিয়াছিলেন। ১৩১১ সাল হইতে তাঁহার দৃষ্টিশক্তির অভাব আমরা দেখিয়া আসিতেছি। ১৩১২ সাল হইতে তিনি যাযাবরের বিচরণ-ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া এক কুটীরে অবস্থান স্বীকার করিয়াছিলেন। তৎপূর্ব্বে শ্রীধামের ভিন্ন ভিন্ন গ্রামসমূহে ভিক্ষাবৃত্তির দ্বারা মাধুকরী সংগ্রহ এবং নিজ পরিশ্রমদ্বারা সকল কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। অপর কেহ কোন দিন তাঁহার সেবা করিবার অবকাশ পান নাই। তাঁহার কঠোর বৈরাগ্যের কথা শুনিলে জীবের তদ্বদংপার্ষদ শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভুকে স্মরণ হয়। পরমহংস বাবাজী মহাশয়কে কৃষ্ণেতর বিষয়-বৈরাগ্য আভরণস্বরূপে পাইয়া ধন্য হইয়াছিল। আর যাঁহারা তাঁহার সেই বৈরাগ্যচরিত্র অনুষ্ঠানাবলী দেখিয়াছেন, তাঁহারা অদ্য কৃষ্ণেতর বিষয়ে ন্যূনাধিক বিতৃষ্ণ হইয়াছেন, ইহা ধ্রুব সত্য। তাঁহার কৃষ্ণেতর বিষয়ে বৈরাগ্যের আদর্শ নিতান্ত পাষাণ হৃদয়কেও দ্রবীভূত করিতে পারে। এজন্য সেই মহাপুরুষের কথা বলিয়া আমরা ধন্য হইতে ইচ্ছা করি এবং শ্রোতৃবর্গেরও আনন্দ বর্দ্ধন করিতে চেষ্টান্বিত হইব।

"তাঁহার গলদেশে তুলসীমালা, হস্তে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যার জন্য তুলসীমালা এবং কতিপয় বঙ্গভাষায় লিখিত গ্রন্থ আমি দেখিয়াছি। কোন কোন সময়ে গলদেশে মালা নাই, হস্তে সংখ্যা রাখিবার তুলসীমালার পরিবর্ত্তে ছিদ্রসমন্বিত গ্রন্থি-মালা, উর্দ্ধ কৌপীন, নগ্নপাদ, কাৎ-রহিত বিতৃষ্ণা ও পাকড়া প্রভৃতি অনেকানেক দৃশ্য আমার নয়নগোচর হইয়াছে। তাঁহাকে দেখিয়াও অনেক অর্ব্বাচীন, অনেক চতুর সমীচীন, বালক, বৃদ্ধ, পণ্ডিত, মূর্খ ভক্তাভিমানী ব্যক্তিগণ তাঁহার দর্শন লাভ করিতে পারেন নাই। এইটীই কৃষ্ণভক্তের ঐশীশক্তি। কত শত অভ্যাগিলাষী তাঁহার নিকট নিজ নিজ ক্ষুদ্র অভিলাষের পরামর্শ পাইয়াছেন সত্য, কিন্তু সেই উপদেশগুলিই তাঁহাদের বঞ্চনাকারক। অসংখ্য লোক সাধুর বেশ গ্রহণ করে, সাধুর ন্যায় অনুষ্ঠান প্রদর্শন করে, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে সাধু হইতে বহুদূরে অবস্থান করে। আমার প্রভু তাদৃশ কপট ছিলেন না। নির্ব্বাসীকতাই যে সত্য, তাহা তাঁহার অনুষ্ঠানে অভিব্যক্ত হইয়াছে। তিনি শাস্ত্রে শিক্ষিত ব্যক্তিগণের ন্যায় অধিরূঢ় না থাকিলেও শাস্ত্রের মূল লক্ষীভূত বিষয়ে পারঙ্গত ছিলেন। তাঁহার অকৃত্রিম কৃষ্ণসেবাবলে তিনি সর্ব্বজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার বিভূতিবর্ণন এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে, পরন্তু তাঁহার নিষ্কপট স্নেহ অতুলনীয়—যাহা বিভূতিলাভকেও কল্পনায় প্রতিষ্ঠিত করে।

"এই পরমহংসদেব নিরন্তর কৃষ্ণভক্তিতেই অবস্থিত ছিলেন। তিনি নিষ্কিঞ্চন ছিলেন, সুতরাং প্রতিষ্ঠার আশা তাঁহাকে স্পর্শ করিতে কোন দিন সমর্থ হয় নাই। তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী বিরোধী ব্যক্তির প্রতি কোন বিতৃষ্ণা ছিল না। কৃপাপাত্রের প্রতিও কোন বাহ্য অনুগ্রহ-প্রদর্শন ছিল না। তিনি বলিতেন, আমার বিরাগভাজন বা প্রীতি-

তাহার অপরাধ কেহই নাই। সকলেই আমার সম্মানের পাত্র। আরও এক অলৌকিক কথা এই যে, শুদ্ধ-ভক্তি-ধর্ম্মবিরোধী ছলধর্ম্মপরায়ণ অনেকগুলি প্রাকৃত লোক কিছু না বুঝিয়া সর্ব্বদা তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া থাকিত এবং আপনাদিগকে তাদৃশ সাধুর স্নেহপাত্র জ্ঞান করিয়া কৃতার্থ হইত। কিন্তু তিনি তাহাদিগকে প্রকাশ্যভাবে দূরে ত্যাগ করেন নাই। আবার তাঁহাদিগকে কোন প্রকারে গ্রহণও করেন নাই। তাদৃশ ভক্তিবিরোধী কপটিগণ গৃহীত হইলে তাহাদের অপ্রাকৃত ভাগবত ধর্ম্ম দেখিয়া আমরা ধন্য হইতাম। ঠাকুর বৃন্দাবনদাসের লিখিত "অমায়ায় দয়া" পাইলে বাস্তবিক তাঁহাদেরও প্রকৃত মঙ্গল হইত—বিষয় বিচ্ছিন্ন হইত, কৃষ্ণপ্রেম লাভ হইত।

"'নিরপেক্ষ' শব্দ বলিলে কি বুঝায়, তাহা ঠাকুর ভক্তি-বিনোদের এবং প্রভুর চরিত্রে দেদীপ্যমান আছে। ভড়-তিনিবেশবশতঃ সাপেক্ষভাব পোষণ করিলে গুণাতীত বৈষ্ণব মহাশয়গণের কিছুই উপলব্ধি হয় না। নিরপেক্ষ হইলে আমরা দেখিতে পাই যে, উপরিউক্ত সাধুত্রয় একই উপাদানে গঠিত হইয়া একই প্রভুর ইচ্ছাক্রমে ভিন্ন ভিন্ন লীলার সূচনা করিয়া সমগ্র জগৎকে হরিভজনে প্রবৃত্ত করাইয়াছেন।

"একটী নবীন কৌপীনধারী, বাবাজী মহাশয়ের নিকট কয়েকদিন যাতায়াত করিয়া কুলিয়া নবদ্বীপে পাঁচ কাঠা জমি ভূমাধিকারিণী রাণী • • র এষ্টেটের কর্ম্ম-চারীর নিকট হইতে সংগ্রহ করেন। তাহা শুনিয়া আমার প্রভু বলেন,—শ্রীনবদ্বীপধাম অপ্রাকৃত, সুতরাং এখানে প্রাকৃত ভূম্যধিকারিগণ কি প্রকারে ভূমি প্রাপ্ত হইলেন যে, তাহা হইতে নবীন কৌপীনধারীকে পাঁচ কাঠা ভূমি দিতে সমর্থ হইলেন? এই ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত রত্নরাশি বিনিময়ে প্রদান করিলেও অপ্রাকৃত নবদ্বীপের একটী বালুকণার মূল্যের তুল্য হয় না, সুতরাং কোন্ জমিদার অত মূল্য কোথায় পাইবে যে, নবদ্বীপে ভূমি বিলি করিবার অধিকার পাইবে? নবীন কৌপীনধারীই বা কত ধনবল, যাহাতে সে ধনরত্নের বিনিময়ে এত জমি সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছে? শ্রীনবদ্বীপধামের ভূমিতে প্রাকৃতবুদ্ধি করিলে ধামবাস হওয়া দূরে থাকু, অপ্রাকৃতত্বকে প্রাকৃতজ্ঞান করিলে তাত্ত্বিকলোকে তাহাকে 'সহজিয়া' বলে।

"এক সময় বঙ্গদেশের জনৈক অতি প্রধান ভূম্যধিকারী নিজ ভক্তিবলে আমার প্রভুকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব জানিয়া নিজ ইন্দ্রভবন প্রাসাদে শুদ্ধগোষ্ঠীতে আহ্বান করেন। বৈষ্ণব কৃপাভিক্ষু সসৈন্য রাজার প্রার্থনায় কাতরচিত্ত হইয়া বাবাজী মহাশয় তাঁহাকে তাঁহার নিকটবর্ত্তী গঞ্জ-সৈকতে কুটীরাদি সংস্থাপনপূর্ব্বক মাধুকরী দ্বারা প্রাণরক্ষণ নির্ব্বাহ পূর্ব্বক একমাত্র কৃষ্ণভজন করিবার নিমন্ত্রণ করেন। আরও বলেন, তাঁহার বিপুল ঐশ্বর্য্যসমূহ গোমস্তাগণের হস্তে অর্পণ করিয়া বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইলে তিনি স্বয়ং বৈষ্ণব হইতে পারিবেন; তখন তাঁহারই প্রাঙ্গণে নিমন্ত্রিত হইয়া আমার প্রভু আবদ্ধ থাকিবেন। আর যদি বৈষ্ণব নরপতির নিমন্ত্রণ স্বীকার করিয়া বাবাজীমহাশয় অপ্রাকৃত গৌরধাম হইতে নরপতির আদর-আপ্যায়নে তাঁহার প্রাসাদে গমন করেন, তাহা হইলে কিছুদিনের মধ্যে রাজার স্বভাব লাভ করিয়া তাঁহাকেও বিপুল ভূসম্পত্তির জন্য ব্যস্ত হইতে হইবে; বস্তুতঃ তাহাতে ফল হইবে যে কিছুদিনের মধ্যে কৃষ্ণ-ভজন বিষয়ে পর্য্যবসিত হইয়া বৈষ্ণবরাজের হিসাবে সাহেবরূপে পরিণত হইবেন। পক্ষান্তরে বৈষ্ণবভূমিপাত যদি তাঁহার কুটীরের পার্শ্বে অপর কুটীর স্থাপন করিয়া ভজন করেন এবং পরগৃহ হইতে মাধুকরী গ্রহণ করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করেন, তাহা হইলে কোন কালে তিনি তাঁহার বন্ধুর প্রণয়-চ্যুত হইয়া হিংসায় প্রবৃত্ত হইবেন না। যদি বৈষ্ণব-বন্ধু রাজা তাঁহার প্রতি কোন কৃপাপ্রদর্শন করিতে ইচ্ছা করেন তাহা হইলে, তাঁহার ন্যায় জীবন অবলম্বন করিয়া হরিভজনপূর্ব্বক তাঁহাকে কৃপা করুন।

পুরীতে নবাগত-প্রবাসী কোন ভক্ত, কৌপীনধারী, জনৈক সন্ন্যাসীর পণ্ডিতন্মন্যতার অন্তরালস্থিত চরিত্রে নিতান্ত মর্ম্মাহত হইয়া একদিন অত্যন্ত প্রভু কৌপীন-মহিমার পরিত্যাগ করিয়া উৎকৃষ্ট ধৌত কাপড়ে সুন্দর ধুতি চাদর কোঁচাইয়া পরিধানপূর্ব্বক শ্রীভক্তি-বিনোদ ঠাকুরের নিকট 'বানপ্রস্থসুখকুঞ্জে' আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বাবাজীমহাশয়ের এ অভাবনীয় বেশ পরিবর্ত্তন দেখিয়া শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। বাবাজী প্রভু উত্তরে বলেন যে, 'অনেক বৈষ্ণবের বেশ গ্রহণ করিয়া কপটতা আশ্রয় পূর্ব্বক পরস্ত্রীগ্রহণেও সন্দাবসর মিলে। সুতরাং বিলাসপর বেশভূষার অনুরূপ বেশ গ্রহণ করিলে সকলের আদর হইবে।' বাবাজীমহাশয়ের এরূপ কোশলপূর্ণ ব্যবহার প্রতিচারিত্রসম্বন্ধে বিশেষ ফল প্রদান করে।

"কোন সময় একজন ছাপরাতে সুনিপুণ গোস্বামি-সন্তানের অর্থগৃধ্নুতা ও কৌশলে শিষ্যসংগ্রহের কথা উঁহার সম্বন্ধে গীত হইতে শ্রবণ করিয়া তিনি তাঁহার ভক্তিপ্রতারকত্বের বিশেষ কথা জানিতে চান। অর্ব্বাচীন গায়কের মুখে গৃহস্থ গোস্বামী মহোদয়ের অনেক শ্লোককে "গৌর গৌর"-বলান ও অসংখ্য শিষ্যসংগ্রহের চাতুরী শুনিয়া বলেন যে, "গোস্বামিসন্তান" মহাশয় গোস্বামিশাস্ত্র যাপন করেন নাই, তিনি ইন্দ্রিয়শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিয়াছেন; এবং "গৌর গৌর" বলান নাই—"টাকা, টাকা, আমার টাকা" বলিয়া চীৎকার করাইয়াছেন মাত্র। উহা কখনই ভজন নহে, পরন্তু উহা সহজিয়ের আনন্দ-মাত্র; তদ্দ্বারা জগতের কস্মিন্ কালেও উপকার নাই।

"অনেকে ভক্তসাজিবার ভাণ করিয়া শাস্ত্রীয় সদাচার লোকদিগকে দেখাইয়া নিজ নিজ বিষয়চেষ্টায় ব্যস্ত হন। তাঁহাদের সেই বিষয়চেষ্টা গোস্বামিশাস্ত্রে নিষ্ঠার সহ তুলনা করা হইয়াছে—দেখাইবার জন্য স্বয়ং ধর্ম্ম-শাস্ত্রের সাধারণের পূজ্যতাগের স্থানে আমার প্রভু প্রায় স্বয়ংরূপে বাস করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেবের পবিত্র সংস্মরণ করিয়া যাঁহারা নিজপ্রতিষ্ঠাদি আমাদের করেন, নিজ প্রতিষ্ঠাদির তর্পণ প্রচার করিবার জন্য তাঁহাদের শিক্ষার আদর্শস্বরূপ হইয়া বৈষয়িক মাধবের অভিনয় করেন। লোকশিক্ষা পবিত্র বৈষ্ণবধর্ম্ম সূচিতে না পারিয়া বৈষ্ণবসজ্জায় বিদ্রূপের আগার করিতেছেন এবং তাহা নিতান্ত তাজ্য, ইহা তাঁহার আদর্শ জীবনে সকলকে দেখাইয়া ছন।

"অনেক গৃহস্থ বৈষ্ণব, বাবাজীমহাশয়কে টাকা ও মূল্যবান শাল প্রভৃতি বস্ত্র মধ্যে মধ্যে দিতেন। টাকা পাইয়া কাপড়ে দুই পাঁচটী গ্রন্থি দিয়া নানাস্থানে রাখিবার অন্যের জন্য ব্যতিব্যস্ততা দেখাইতেন। মূঢ় অর্থপ্রিয় ব্যক্তিগণ মনে করিতেন যে, বাবাজীমহাশয়ের অর্থের প্রচুর লোভ আছে। মূল্যবান বস্ত্র পাইলে তাহাকে বিশেষ প্রশংসা করিতেন এবং তাদৃশ বস্ত্রের কিকিৎ করত: জানাইয়া দিতেন।"

আমরা আমাদের প্রভুর শ্রীমুখে শ্রবণ করিয়াছি যে, ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস মহারাজ যখন অপ্রকট হইলেন তখন নবদ্বীপের কয়েকজন কৌপীনধারী অকিঞ্চন বাবাজী তাঁহার দেহকে সমাধিস্থ করিবার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। উদ্দেশ্য—তাঁহারা ঐ প্রকার প্রতিষ্ঠনামা সিদ্ধ মহাপুরুষের সমাধি নবদ্বীপের স্থান স্থানে রাখিয়া তীর্থ-দর্শনে আগত লোকা যাত্রী ঠকাইয়া তাঁহার নিকট হইতে বহু অর্থ যোগাড় করিতে পারিবেন।

ইহাতে আমাদের পূজ্যপাদ প্রভুপাদ বাধা দিলেন। তিনি উপস্থিত বাবাজীদিগকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "যাঁহারা এই মহাপুরুষের দেহ স্পর্শ করিতে অভিলাষী হইয়াছেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই ভগবদ্ভজনপরায়ণ জিতেন্দ্রিয়পুরুষ হইবার যে স্পর্শ করিলে অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির মৃত্যু অনিবার্য্য। যে কোনও ভগবদ্ভক্ত জিতেন্দ্রিয় পুরুষ ইঁহার দেহ সমাধিস্থ করিতে পারেন

বাবাজীগণ বিষম সঙ্কটে পড়িলেন—কেহই পরমহংস বাবাজী মহারাজের দেহ স্পর্শ করিতে সাহসী হইলেন না। ভক্তবাক্যের অপ্রাকৃত বেগ পাছে কাহাকেও মর্কটের স্পর্শে অপরাধ দেয়, তজ্জন্য আমাদের প্রভুপাদ বলিলেন যে, 'কি ৭ দিনের মধ্যে মাতৃ-(পত্নী) গমন করেন নাই তিনি এই মহাত্মার দেহ স্পর্শ করুন।' তাহাদের মধ্যে কোনও লোক পাওয়া গেল না।

পরে শ্রীল প্রভুপাদ আবার বলিলেন 'অন্ততঃ যিনি তিন দিনের ভিতর মাতৃগমন করেন নাই, তিনি এই মহাত্মার দেহ স্পর্শ করুন, আপত্তি নাই।' তাহাদের মুখ ম্লান হইল। তখন শ্রীল প্রভুপাদ আবার ভগবদ্গম্ভীরস্বরে বলিলেন—'যিনি পূর্ব্বে রাত্রিতে মাতৃগমন করেন নাই, তিনি অগ্রসর হউন।' লোক পাওয়া গেল না, যে সকল কৌপীন ও মালা-তিলকধারী মর্কট-সেবাধারী বড় আশায় বুক বাঁধিয়া আসিয়াছিল, তাহারা সব ধীরে ধীরে মুখ ছোট করিয়া চলিয়া গেল। আমাদের প্রভুপাদ স্বয়ং নিজ গুরুদেবের সমাধি দিলেন। এখনও অনেক লোক এই ঘটনার সাক্ষ্যপ্রদান করিতে বর্ত্তমান রহিয়াছেন। এই সমাধিটী করিতে কুলিয়াবাসীদের (বর্ত্তমান নবদ্বীপের লোকের) নূতন চড়ায় অবস্থিত। শ্রীসমাধির উপর শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দ শ্রীবিগ্রহ, শ্রীনারায়ণ ও পরমহংস বাবাজী মহারাজের শ্রীমূর্ত্তি নিত্য পূজিত হইতেছেন। দুইদিন কাল এই স্থানে কীর্ত্তনোৎসব হইয়াছে। ভক্ত মহামহোৎসব।

সমালোচনা।

গত ১০ই কার্ত্তিক তারিখের অর্দ্ধসাপ্তাহিক সংস্করণ আনন্দবাজার পত্রিকায় শুদ্ধ শ্রীযুক্ত বিভূতিচন্দ্র বসু মহাশয় লিখিত—"সেবাধর্ম্ম ও বৈষ্ণব-মিলন"—শীর্ষক একটী প্রবন্ধ আমাদের দৃষ্টিগোচর হইল। লেখক মহাশয় শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু, শ্রীগীতা ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ হইতে কতিপয় বাক্য উদ্ধার করিয়া 'সেবাধর্ম্ম' বুঝাইবার প্রয়াস করিয়াছেন। লেখক মহোদয়ের এইরূপ চেষ্টা প্রশংসনীয় বটে, কিন্তু আমরা তাঁহাকে সবিনয়ে জানাইতেছি যে তিনি "শিশি ভাঙ্গিতে গিয়া বানর গড়িয়া" ফেলিয়াছেন। তিনি নিজের মনগড়া ছাঁচে অপ্রাকৃত ও স্বপ্রকাশ নিত্যসিদ্ধ সেবাধর্ম্মের বিগ্রহটিকে গড়িবার বৃথা প্রয়াস করিয়া সেবা-বিদ্বেষী, একটী প্রাকৃত পুতুল গড়িয়া ফেলিয়াছেন। তিনি লিখিতেছেন—"সেবা জীবের স্বাভাবিক ধর্ম্ম (স্বধর্ম্ম)। তাই [illegible] ভক্তের চরণে লয়াই,—যাহা কিছু আছে, সব দিয়া তাঁহার সেবা করা।"

জীব ও জীবের স্বাভাবিক ধর্ম্ম বলিতে লেখক মহোদয় কি বুঝেন জানি না। তবে শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীগীতা ও যাবতীয় সাধুশাস্ত্র 'জীব' বলিতে কৃষ্ণজীবাত্মস্বরূপকে লক্ষ্য করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবত ১০।৮৭।৩০; গীতা ১৫।৭; আলোচ্য। শ্রীগীতায় জীবকে ভগবানের পরা প্রকৃতি বলা হইয়াছে। বৈষ্ণবগণ 'নিত্যমুক্ত' ও 'নিত্যবদ্ধ' এই দুই প্রকার জীবের কথা বলিয়াছেন। 'নিত্যবদ্ধ' জীবগণ অনাদি কাল হইতে ভগবৎ পরাঙ্মুখ আর নিত্যমুক্ত জীবগণ অনাদি কাল হইতে ভগবদ্মুখ। ভগবৎসম্বন্ধজ্ঞান-অভাবে ভগবৎপরাঙ্মুখত্ব ও ভগবৎ-সম্বন্ধ-জ্ঞানলাভদ্বারা ভগবদ্মুখত্ব। ভগবদ্মুখ জীবসকল অন্তরঙ্গা-শক্তি-বিলাস। সুতরাং নিত্য ভগবৎ-দাস—যেমন শুক্লত্বাদি। নিত্যবদ্ধ জীবসকল ভগবৎ-পরাঙ্মুখতা প্রযুক্ত অন্তরঙ্গা শক্তির সংহারপুষ্ট অতএব সেই ছিদ্র পাইয়া মায়া তাহাদিগকে পরাভূত করিয়া দাসত্বে নিযুক্ত করিয়াছে। ইহাদের সম্বন্ধে শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

"সেই দোষে মায়াপিশাচী দণ্ড করে তারে।
আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয় তারে জারি মারে॥
কামক্রোধের দাস হঞা তার লাথি খায়।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে যদি সাধু বৈদ্য পায়॥
তাঁর উপদেশ-মন্ত্র পিশাচী পলায়।
কৃষ্ণভক্তি পায় কৃষ্ণ নিকটে যায়॥"

চৈঃ চঃ শ্রীমধ্যলীলা ২২শ

সেই স্থানেই শ্রীগৌরসুন্দর জীবের স্বরূপলক্ষণে আরও বলিয়াছেন—

"জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।"

সুতরাং 'জীব' বলিতে যাহারা কেবল বুঝায় সেই জীবাত্মাই

পরমাত্মা-শ্রীভগবানের নিত্য দাস। বহুজীব কৃষ্ণের সেবা-বিমুখ—কৃষ্ণের বহিরঙ্গা শক্তি মায়ার কবলে পতিত। অতএব জীবের স্বাভাবিক ধর্ম বলিতে জীবাত্মার স্বরূপ-ধর্ম যে নিত্যকৃষ্ণদাস, তাহাই বুঝাইয়া থাকে। শাস্ত্রে 'স্বভাব' ও 'নিসর্গ' বলিয়া দুইটি কথা আছে। "নিসর্গ" স্বভাবের মত দেখায়, কিন্তু উহা প্রকৃত স্বভাব নহে, উহা বিকৃত স্বভাব। উদাহরণ—যেমন জলের নিত্য স্বভাব তারল্য। কিন্তু জল যখন কোনও নৈমিত্তিক কারণবশতঃ বরফে পরিণত হয়, তখন তাহার কাঠিন্যই স্বভাব বলিয়া বোধ হয়। জলের এই কাঠিন্যরূপ নৈমিত্তিক স্বভাবটীই "নিসর্গ"—উহা জলের নিত্য স্বভাব নহে, কিন্তু তৎকালে স্বভাবের মতই দেখাইয়া থাকে। এই নিসর্গ অবস্থায় যাহা কিছু প্রতীতি, তাহা সব অবিদ্যাপ্রতীতি। জীবাত্মা শুদ্ধাবস্থায় একমাত্র কৃষ্ণসেবাতৎপর—ইহাই তাহার স্বভাব। কিন্তু যখন অনাদিবহির্মুখ জীব স্বতন্ত্রতার অপব্যবহারফলে নিত্য ভগবৎসেবাধর্ম পরিত্যাগ করে তখনই তাহার নিসর্গাবস্থা। এই নিসর্গাবস্থার শুদ্ধজীবাত্মস্বরূপে দুইটী আবরণ পতিত হয়—একটী মন, বুদ্ধি, অহঙ্কারাত্মক সূক্ষ্ম আবরণ, আর একটী পাঞ্চভৌতিক শরীর বা স্থূলাবরণ। সে অবস্থায়—জীব

"আমি নিত্য কৃষ্ণদাস এই কথা ভুলে।
মায়ার নফর হইতে চিরদিন বুলে॥
কভু রাজা, কভু প্রজা, কভু বিপ্র শূদ্র।
কভু দুঃখী, কভু সুখী, কভু কীট ক্ষুদ্র॥

তখনই তাহার দেহাত্মবুদ্ধি আসিয়া উপস্থিত হয় এবং জগতকে দেহসম্বন্ধে দুই করে। কখনও বা দেহ সম্বন্ধে 'আমি আমার' করিয়া অপর ব্যক্তির দেহের প্রতি অসূয়া করে, অপরের প্রতি নির্দয় ও নিষ্ঠুর হয়, আবার কখনও 'ইহারা আমার ভাই বন্ধু' 'এইটী আমার স্বদেশ', 'এইটী আমার সমাজ' 'আমার স্বদেশের উদ্ধার চাই,' 'সমাজের মঙ্গল চাই', 'দেশের বন্যা দুর্ভিক্ষ, মহামারীর শান্তি করিব—কেননা এই দেশের মাটীর সঙ্গে আমার দেহের সম্বন্ধ আছে, আমি এই দেশের একজন লোক। মানুষের সঙ্গে আমার আত্মীয়তা কেন? দেহেও আমিও মানুষ। পশুগুলিকে অবাই করিয়া, মৎস্যগুলিকে ভক্ষণ করিয়া যে কোন প্রকারেই হউক আমি যখন মানুষ তখন নিজে বাঁচিব ও অপর মানুষকে প্রাণে বাঁচাইব।

লেখক মহোদয় যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর—

"তাহাতে তুমিতে তৈল মধুরা জয় যায়।
জন্ম সার্থক কর করি' পর-উপকার॥"

চৈঃ চঃ আদি ৯ম

এই বাক্য উদ্ধার করিয়া বন্যা-দুর্ভিক্ষাদি শান্তি করাকেই "পরোপকার" বা "সেবাধর্ম" বলিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন, তাহাতে মনে হয় তিনি অ-সেবা বা প্রকৃত-ভোগ ও ভগবদ্বিমুখতাকেই 'সেবা' বলিতে অগ্রসর হইয়াছেন। নিসর্গ অবস্থায় বদ্ধজীবের এইরূপ কার্যকে সেবাধর্ম বলিয়া বোধ হয়। উহা শ্রীচৈতন্যদেব-প্রচারিত "সেবাধর্ম", "পরোপকার", "জীবে দয়া"ও নহেই, পরন্তু তাহার সম্পূর্ণ বিরোধী।

অবশ্য জগতে আজকাল শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর ঘাড়ে এইরূপ নাস্তিকতা চাপাইয়া দিবার চেষ্টা হইতেছে, কিন্তু এইরূপ চেষ্টা প্রাকৃত ইন্দ্রিয় জ্ঞান (emperic knowledge) হইতে উদ্ভূত, সুতরাং বিশেষ গর্হণীয়। প্রাকৃত বিচার ও নির্বিশেষবাদে পরিপুরিত বেদাত্মা চিৎ ও অচিতের সমন্বয় করিবার প্রয়াস হইতেই এই সকল অনর্থ জগতে প্রসার লাভ করিতেছে ইহার মূলে অজ্ঞান কিংবা প্রকৃত ভগবৎসেবা-বিরোধ বা বিষ্ণু-বিরোধ ব্যতীত আর কিছুই নহে।

শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন। ৩।৩১।৩৫—

"প্রায়েণায় ত্রিবিদেহ মুহ্যন্তিহ্যজিতেন্দ্রিয়াঃ
শোকঃ স্পৃহা পরিভবো বিপুলশ্চ লোভঃ
তাবন্মমেত্যসদবগ্রহ আর্তিমূলং
যাবন্ন তেঽঙ্ঘ্রিমভয়ং প্রবৃণীত লোকঃ॥"

যে কাল পর্য্যন্ত জীব ভগবানের অভয়চরণারবিন্দে শরণাপন্ন না হয় তাবৎকাল পর্য্যন্তই জীবের অর্থ, দেহ, সুহৃদের (ভাই, বন্ধু, সমাজ, দেশ প্রকৃতির) জন্য ভয় (পাছে উহারা নষ্ট হয়), শোক (প্রাপ্তবস্তু বিনষ্ট হইলে), স্পৃহা (অপ্রাপ্ত বস্তু পাইবার জন্য), পরিভব (তিরস্কার, আত্মগ্লানি), ও বিপুললোভ (এক-

নাশ নষ্ট হইলে পুনরায় পাইবার বিশেষ চেষ্টা) এবং অসদ্গ্রহ (আমি ও ইহারা আমার—এইরূপ বিপর্য্যয়-বুদ্ধি)। এই ভগদ্বহির্ম্মুখতাই সমস্ত দুঃখের মূল কারণ। সুতরাং এই ভগদ্বহির্ম্মুখতারূপ মূল কারণ দূরীভূত করিবার চেষ্টা না করিয়া আরও ভগদ্বহির্ম্মুখতাতে মগ্ন হওয়াই কি সেবাধর্ম্ম? "চিৎকণ" জীব কি পাঞ্চভৌতিক দেহ? ষট্‌ঐশ্বর্য্যপতি নারায়ণ কি দরিদ্র? ঐ সকলও জীবের বহির্ম্মুখতার ফলস্বরূপ মাত্র। বস্তা, চুড়িক মহামারী দূর করা দরিদ্রকে দুমুঠা খেতে পরতে দিলেই কি 'চিৎকণ' আত্মস্বরূপ জীব অথবা নারায়ণের সেবা হয়? উহা দ্বারা অচেতন দেহের বা বহির্ম্মুখতার তাৎকালিক সেবা হইতে পারে। জীবের যে হরিবিমুখতারূপ তদ্ভাবহ 'পরধর্ম্ম' তাহা নিরাকরণ করিয়া জীবের স্বধর্ম্ম যে নিত্য কৃষ্ণদাস্য, তাহা উদ্বোধন করিতে পারিলেই যথার্থ "সেবাধর্ম্ম" বাঞ্ছিত হয়—শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথিত 'পরোপকার' বা 'জীবে দয়া' সাধিত হয়। আর অন্য কোনও উপায়ে জীবের নিত্য মঙ্গল বিধান হইতে পারে না। নিজে এই অনিত্য সংসারে দু'দিন বাঁচিয়া থাকা বা অন্যকে দু'দিন বাঁচাইয়া রাখিবার চেষ্টা কখনই সেবাধর্ম্ম-পদবাচ্য নহে।

শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন (২।৩।১৮-১৯)

তরবঃ কিং ন জীবন্তি ভস্ত্রাঃ কিং ন শ্বসন্ত্যুত।
ন খাদন্তি ন মেহন্তি কিং গ্রামে পশবোঽপরে॥
শ্ববিড্‌বরাহোষ্ট্রখরৈঃ সংস্তুতঃ পুরুষঃ পশুঃ।
ন যৎকর্ণপথোপেতো জাতু নাম গদাগ্রজঃ॥

বৃক্ষগুলি কি মানুষ অপেক্ষা অধিক দিন বাঁচিয়া থাকে না, ভস্ত্রা কি শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ করে না? শূকরাদি গ্রাম্য পশুগুলি কি ভোজন ও মৈথুনাদি করে না? যাহার কর্ণে কখনও শ্রীকৃষ্ণের নাম পৌঁছে না, সেই ব্যক্তি নিশ্চয়ই কুক্কুরের ন্যায় ঘৃণিত, গ্রাম্য শূকরের ন্যায় বিষ্ঠা-ভোজী (অর্থাৎ কেবল মিথ্যা ও শরীর-পোষণের জন্য সুখরোচক অবৈধস্ত্রী-গ্রহণকারী), উটের ন্যায় সংসার-মরুভূমিতে বিচরণশীল ও দুঃখস্বরূপ কণ্টক-ভোজী, গর্দ্দভের ন্যায় সাধুগণপরিত্যক্ত মলিন অস্পৃশ্য বস্তুভারবাহী বা শ্রীপাদতাড়িত। সুতরাং হরিকথা শ্রবণ-কীর্ত্তনরাহিত্য জীবের নিত্য অমঙ্গল নাশ হয়। শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্র এই-কথা শতমুখে প্রচার করিয়াছেন। ভাগবতের যোগীরাজ্যায় (১১।৩।১৯) শ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, যাঁহারা সর্ব্ববিধ তাপনাশকারী প্রপন্নজন, সকলশক্তি-সমন্বিত ভগবানের কথামৃত শ্রবণে বিস্মার করেন, তাঁহারাই প্রকৃত পক্ষে 'মূর্খ' অর্থাৎ বহির্ম্মুখ। হরি-কথামৃত-কীর্ত্তনের ন্যায় আর কোনও বা সেবাধর্ম্মের দ্বিতীয় উদাহরণ নাই। সাধন হরিকথার দ্বারা জীবের আত্মার নিত্যকল্যাণ হয়, জীবের নিত্য স্বরূপধর্ম্ম কৃষ্ণসেবা-বৃত্তি উদ্বুদ্ধ ও উন্মেষিত হয়। আর চতুর্দ্দিকে অন্নদান, মহামারীতে ঔষধ-প্রদানদ্বারা বদ্ধ জীবের স্থূল দেহের তাৎকালিক মঙ্গল হয়।

কই? বিশ্বব্যাপী হরিকথার তীব্রণ দুর্ভিক্ষের প্রকোপ-নিবারণের জন্য কয়জনের প্রাণ সত্য সত্যই নিষ্কপটভাবে কাঁদিয়াছে? জগতের সর্ব্বত্র জীব যে অনিত্য মহা-মারীর করাল কবলে পতিত হইয়া প্রতিক্ষণে—প্রতিমুহূর্ত্তে তপ্ত, ক্লিষ্ট, জর্জ্জরিত হইয়া দুঃখবিধায়ক ক্রন্দনের রোল তুলিয়াছে তাহা কয়জন মহাত্মার হৃদয় স্পর্শ করিয়াছে? বহির্ম্মুখগণের জন্য শ্রীগীতার নবম অধ্যায়ের ভগবানের আশ্বাসবাণীতে অবিশ্বাসনিষ্ঠ 'কাল কি খাব, আমার বন্ধু বান্ধব দেশ সমাজের কি হইবে' ইত্যাদি নাস্তিকতায় বস্তায় যে জগৎ ভাসিয়া গেল তজ্জন্য কাহার প্রাণে ব্যথার রিক্তেছে? জগতের এই দুঃখে কাঁদিয়াছিল একদিন একজন বিশ্বপ্রেমিকের হৃদয়। সেই প্রেমের ঠাকুর চারি শত বৎসর পূর্ব্বে একদিন প্রতি ঘরে ঘরে গিয়া হরিনাম-প্রেম দিয়াছিলেন। কেবল তিনি নহেন—তিনি তাঁহার দ্বিতীয় দেহ পতিতপাবন শ্রীনিত্যানন্দকে গৌড়দেশের প্রতি ঘরে ঘরে প্রেরণ করিয়াছিলেন—হরিদাস ঠাকুরকে পাঠাইয়া-ছিলেন।

"মথুরাতে পাঠাইল রূপ সনাতন।
দুই সেনাপতি কৈল ভক্তি প্রচারণ॥
নিত্যানন্দ গোসাঞি পাঠাইল গৌড়দেশে।
তিহো ভক্তি প্রচারিল অশেষ বিশেষে।

আপনি রক্ষিব কেনে করিল স্মরণ।
গ্রামে গ্রামে কৈল কৃষ্ণনামে সভারণ॥"

কেবল তাহাই নহে—

"অতএব যারা অন্য দিন দরাকারে।
যারে তারা সেইক্ষণে দেয় যারে তারে॥
তারত ভূমেতে হৈল মনুষ্য জন্ম যার।
জন্ম সার্থক করি' করয় উপকার॥

সেই প্রেমিক ঠাকুর আরও বলিয়াছিলেন—

যারে দেখ তারে কহ কৃষ্ণ-উপদেশ
আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার এই দেশ।
ইহাতে না রহিবে তোমার বিষয়-তরঙ্গ।
পুনরপি এই ঠাঞি পাবে মোর সঙ্গ॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রিয় পার্ষদ শ্রীবাসুদেব দত্ত ঠাকুর একদিন জীব-দুঃখে কাতর হইয়া বলিয়াছিলেন—

"জীবের পাপ লঞা মুঞি করি নরকভোগ।
সকল জীবের প্রভু ঘুচাও ভবরোগ॥"

কই একজনও শ্রীগৌরসুন্দর, পরমপ্রেমে ভাসী আচার্যগণ কেহত' বক্ষ বা চুর্ভিক্ষ-পীড়িত, স্বদেশ-উদ্ধারের কাগে ব্রতী হইয়া জীবকে সেবাধর্ম শিক্ষা প্রদান করেন নাই। আধুনিক সম্প্রদায় সমূহ' পুরুষক করিবেন—তখন দেশের অবস্থা অন্যরকম ছিল, দেশকালপাত্রভেদে ধর্ম পরিবর্তিত হয়।

যে ধর্ম দেশকালপাত্রের অধীন তাহা জীবের 'স্বধর্ম' বা 'স্বতন্ত্রধর্ম' নহে—তাহা অনাত্মধর্ম, নৈমিত্তিক, পরিবর্তনশীল ধর্ম—তাহা জীবের নিত্যধর্ম—স্বভাব নহে। নিত্য স্বভাব দেশ ও কাল দ্বারা প্রতিহত হয় না:—এই জন্য সেবা বা ভক্তিকে শ্রীমদ্ভাগবতে (১।২।৬) অপ্রতিহতা, অহৈতুকী, বলিয়া আখ্যা দিয়াছেন শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবের সমসাময়িক ইতিহাসপাঠে জানা যায় যে, তখন দেশ মুসলমান রাজগণের অত্যাচারে অতি প্রপীড়িত ছিল—হরিনাম কীর্তন করিতেন বলিয়া হরিদাস ঠাকুরকে বাইশ বাজারে প্রহৃত হইতে হইয়াছিল। কুলকামিনীগণের কুল, ধনমানগণের ধন, ব্যবসায়িগণের বাণিজ্য ও ব্যবসায় অত্যন্ত বিপন্নপ্রায় ছিল। যবনদের অত্যাচারে হিন্দুগণের বহু মানুষের চুক্তা বিধ্বস্ত হইয়াছিল। বাস্তাঘাটে চলাচল অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছিল। সেই সময়েই আমার শ্রীগুরুদেব প্রায় খোলাবেচা গরীব ব্রাহ্মণ পণ্ডিত লৌহপাত্রে জলপান করিয়াও "সেবাধর্ম" নিষ্ঠিত ছিলেন। আর আমরা নাস্তিকতা অবলম্বন করিয়া বহির্মুখ জীব ও জগতের পক্ষে যেটা বিধাতার নিয়ম—তাহাকে বিপর্যস্ত করিয়া দিবার বৃথা করিতে চাহিতেছি। আমাদের চেষ্টা কি কুকুরের লাঙ্গুল সোজা করিবার চেষ্টার ন্যায় বৃথা প্রয়াস নয়? আমরা কি মনে করিয়াছি সমুদ্র শুকাইলে পরে পার হইব? দেশ স্বাধীন করিয়া, জগতের দুর্ভিক্ষ মহামারী তাড়াইয়া পরে হরিভজন করিব? জগতের অভাব, অসুবিধা, দুর্ভিক্ষ, বন্যা, মহামারী, দরিদ্রতা, বিপ্লব—এই সকল ত্রিতাপ এই দেবীধামের—এই কৃষ্ণবহির্মুখ জীবের কারাগারের নিত্য ঘটনা, সংসার কারাগারে কয়েদীগণের জন্য নির্দিষ্ট দণ্ড। এই সকল কোনওকালে কেহ বিদূরিত করিতে পারেন নাই বা কোনও কালে কেহ পারিবেনও না। তাই যদি আমরা সত্য সত্যই জীব সেবা করিতে চাই—জীবে জীবে অধিষ্ঠিত নারায়ণের সেবা করিতে চাই—তাহা হইলে সর্বপ্রথমে আমাদের পক্ষে "জীবের যে নিত্যকৃষ্ণদাস—কৃষ্ণসেবাই তাহার একমাত্র সহজ ও নিত্য ধর্ম"—এই সম্বন্ধজ্ঞানটী সদ্গুরুর নিকট হইতে লাভ করিয়া নিত্য আত্মীয়-বিচারে প্রত্যেক জীবের নিকট যে কোনও অবস্থায় কলমাসহ ভগবৎ-কথামৃত কীর্তন দ্বারা জীবের স্বরূপজ্ঞান উন্মেষ করিয়া তাঁহাদের নিত্য মঙ্গল বিধান করা কর্তব্য।

"সেবাধর্ম" যখন জীবাত্মার স্বাভাবিক বা সত্য ধর্ম তখন উহা হ' নিত্যসিদ্ধ—

"নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম সাধ্য কভু নয়।
শ্রবণাদি শুদ্ধচিত্তে করয়ে উদয়॥"

সুতরাং সুকৃতিবান্ জীব সাংসারিক দারিদ্র্য বা সমৃদ্ধিতে, দুর্ভিক্ষ, বন্যায়, অধীনতায়, মৃত্যুশয্যায় বা তদ্বিপরীত যে কোনও অবস্থায়ই থাকুন্ না কেন—বহুৎ ঘরের পরস্পর বর্ষণমাত্রই যেমন নিত্যসিদ্ধ অগ্নির প্রাদুর্ভাব

হয় তখন সেই জীবেরও হরিকথা শ্রবণপ্রভাবে সেবোন্মেষের উন্মেষ হইবে। হরিকথাশ্রবণদ্বারাই জীবের বহু জন্মের সঞ্চিত অবিদ্যারাশি বিদূরিত হইবে এবং আগন্তুক অনর্থরাশির অপগমে নিত্যসিদ্ধ স্বাভাবিক বস্তু ভগবৎ-সেবা ফুটিয়া উঠিবে। ভগবৎ-সেবাকে অন্যান্য বা বাহিরের কোনও নিজস্ব উপায়ে লাভ করা যায় না। নিত্যসিদ্ধ ভাবের প্রকট করিবার চেষ্টাই সাধন। বিশেষতঃ কলিকালের অল্পায়ু অলস, সুমন্দমতি, বিষাকুল ও রোগাদির দ্বারা অভিভূত ব্যক্তিগণের জন্যই হরিকথা-কীর্ত্তন একমাত্র ব্যবস্থা (ভা ১।১।১০-১১) সুতরাং লেখক মহোদয়ের স্বকপোল-কল্পিত মত যে 'দুর্ভিক্ষ মহামারী পীড়িত লোকের হরিকথা শুনিবার অবসর কোথায়? ভাগবতের বিচারধারা খণ্ডিত হইল। তবে প্রস্তাবিত ন্যায় আজন্মবিলাসপ্রায় দুষ্কৃত ও অত্যন্ত ভগবদ্বহির্মুখ জীবের দেহ আত্মাদি দ্বারা সুস্থ বা পুষ্ট করিলেও সে ভগবদুন্মুখী হইবে না। তাঁহারা দেহে সবলতা লাভ করিয়া আরও নাস্তিকতা অবলম্বন করিবে, বিষ্ণুবিরোধে করিবে—কখনও অকর্ম, বিকর্ম বা কখনও জড়ীয় প্রতিষ্ঠাপ্রদ সৎকর্ম্মে লিপ্ত হইবে।

সুস্থ, বলিষ্ঠ, উদর-সংস্থানের চিন্তা-বিমুক্ত ব্যক্তিই যদি হরিভজন করিতেন, যদি তাঁহারা হরিকথাশ্রবণে কর্ণ নিযুক্ত করিতেন—জগতে ঐরূপ লোকের সংখ্যা অবিরল নহে—তাহা হইলে তাঁহারা এক একজন বড় ভক্ত হইতেন পরন্তু ঐ সকল লোকের মধ্যে খুব কম লোকই হরিভজনে প্রবৃত্ত হন বা হরিকথা শ্রবণ করিবার জন্য ব্যস্ত হন। হরিবিমুখতাই বদ্ধজীবের স্বাভাবিক ধর্ম্ম (নিসর্গ)—সুতরাং ঐ মূল ব্যাধি অটুট রাখিয়া আগন্তুক বা উপসর্গ ত্রিতাপকে নষ্ট করিবার চেষ্টা বটবৃক্ষের মূলচ্ছেদন না করিয়া পাতা ছাঁটিয়া দেওয়ার মত নিরর্থক। যাঁহাদের কর্ণে হরিকথা প্রবেশ করে তাঁহারা যে কোনও অবস্থায়ই থাকুন না কেন, হরিকথা শুনিবেন। নারদ দাসীপুত্র থাকিয়াও সাধুগণের মুখে হরিকথা শ্রবণ করিয়াছিলেন।

আমরা অনেক সময় মনে করি আমাদের দেশ স্বাধীন হইলে আমাদের হরিভজন করিবার সুযোগ হইবে—এই আশার মূলে হরিভজনবিরোধী প্রবৃত্তি ছাড়া আর কিছুই নাই। যাহারা হরিভজন করিবেন না বা যাঁহারা হরিভজনে রুচি নাই এই সকল কথা তাঁহাদের মুখেই শোভা পায়—যেমন আমরা অনেক সময় বলিয়া থাকি, 'বৃদ্ধ হইলে হরিভজন করিব', কিন্তু বৃদ্ধাবস্থা উপস্থিত হইলে তখন আর হরিভজনে মতি যায় না—তদ্রূপ প্রাতিস্বিক সুবিধা পাইলে আর স্বরাট্ পুরুষকে চাহিব না, ঐ 'প্রতিস্বিক লাভ্যু' লইয়াই পরস্পর কাড়াকাড়ি মারামারি করিব। কতকগুলি সুবিধা সুযোগ পাইলেই যে লোক কার্য্য করিতে পারেন তাহা নহে, যিনি সুযোগ করিতে পারেন তিনিই কার্য্যসাধনে সমর্থ হন।

হরিকথাকীর্ত্তনে একান্তিকে স্বার্থপরতা ও পরার্থপরতার অপূর্ব্ব সন্মিলন। এই জন্য শ্রীগৌরসুন্দরের আদেশ—"কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ"। তাঁহার "হাতে না ধরিবে কারে নামের লাগাত" যেন বলিয়া লেখক মহোদয় উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতে হয় স্বার্থলেশ, নয় কপট,—ধরপরাণী। কিন্তু যাঁহারা সমগ্র জীবকে ভগবানের সম্বন্ধে (জীবমাত্রই ভগবানের দাস সুতরাং তাহারা প্রভুর সম্বন্ধে আমারও সেব্য—এই ভাবে) দর্শন করিয়া হরিকথাকীর্ত্তনদ্বারা তাঁহাদের সেবা বিধান করেন তাঁহারাই যথার্থ সেবাধর্ম্মে অধিকারী। নারদ, ব্যাস, শুক প্রহ্লাদ, নরযোগেন্দ্র, অম্বরীষ, শ্রীমাধবেন্দ্র শ্রীঈশ্বরপুরী, শ্রীঅদ্বৈত, শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীরূপসনাতন, কি কলিযুগপাবনাবতার ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের পার্ষদবৃন্দ সকলেই সেবাধর্ম্মের স্বরূপ এইরূপই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। লেখক মহোদয় যে 'শুদ্ধভক্তি' কথাটী ও শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু (পূর্ব্ব ১ লহরী ১০ম সংখ্যা) হইতে—

"সর্ব্বোপাধি বিনির্ম্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলম্।
হৃষীকেণ হৃষীকেশসেবনং ভক্তিরুচ্যতে"॥

—শ্লোকটী উদ্ধার করিয়াছেন, তাহার অর্থ তিনি যে ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে বোধ হয়, তিনি ভক্তিকে সেবার সহিত সমন্বয় করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। শুদ্ধা ভক্তির অর্থ শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভুকে এইরূপ বলিয়াছিলেন—(চৈঃ চঃ মধ্য ১৯শ)

অন্যবাঞ্ছা অকুণ্ঠা ছাড়ি' জ্ঞানকর্ম।
আনুকূল্যে সর্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন।
এই শুদ্ধভক্তি—ইহা হইতে প্রেম হয়।
পঞ্চরাত্রে ভাগবতে—এই লক্ষণ কয়॥

শ্রীনারদপঞ্চরাত্রের উক্ত শ্লোকের দুর্গমসঙ্গমনী টীকায় শ্রীজীবপাদ বলেন—'হৃষীকেশ' শব্দের অর্থ আনুকূল্য, 'সর্বোপাধিবিনির্মুক্ত'-শব্দে অন্যাভিলাষিতা-শূন্য, 'নির্মল' শব্দে—জ্ঞানকর্মাদি দ্বারা অনাবৃত। শ্রীধরস্বামিপাদও তাহাই সমর্থন করেন। বক্ষ-মুক্তিস্পৃহা প্রভৃতি অন্যাভিলাষ কখনই সেবাপদবাচ্য হইতে পারে না। ইহা নির্মল হৃষীকেশের সেবন নহে, উহা কৃষ্ণসুখ নহে—উহা বহির্মুখ জীবের ভোগ বা মনঃকল্পিত ভক্তি-প্রতিকূল চেষ্টা।

প্রবন্ধ-লেখক মহোদয় একটী কবিতা—

"বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি' কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?
জীবে প্রেম করে যেইজন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর!!"

—উদ্ধার করিয়া দেখাইয়াছেন যে প্রত্যেক ভগবদ্বিমুখ বদ্ধজীবের পারীরিক ও মানসিক অভাব অসুবিধা দূর করাই 'জীবে প্রেম' ঐ সকল জীবই বহুরূপে ঈশ্বর। তাহাদের সেবাই ঈশ্বরের সেবা। আমরা লেখক মহাশয়কে সবিনয়ে শাস্ত্রের বাস্তব সত্যকথা উদ্ধারপূর্বক বলিতেছি যে, ইহা "প্রেম" শব্দের অতি বিকৃত অর্থ। আজকাল ইংরেজী কায়দায় যেমন মনকেই অনেকে আত্মা বলিয়া মনে করে, রোমিও জুলিয়েটের ভালবাসাকে 'প্রেম' বলিয়া ভুল করে তদ্রূপ বদ্ধজীবের দৈহিক ও মানসিক দুঃখ দূর করাকেও অনেক 'প্রেম' বলিয়া ধারণা করিয়া থাকেন। 'প্রেম' অপ্রাকৃত বস্তু। শুদ্ধ চেতনে ও শুদ্ধ চেতনে প্রেম হয়। অচেতনে অচেতনে বা চেতনে অচেতনে প্রেম হয় না—উহা কাম। কাম অনেক মূর্তিতে সাজিয়া আসিয়া লোককে প্রতারণা করে। কখনও অত্যন্ত নিকৃষ্ট স্থূলভাবে দেহে দেহে আকর্ষণ বা স্ত্রীপুরুষের কামরূপে কখনও আবার ত্যাগ, পরার্থ-পরতা, আত্মদান, মাতৃস্নেহ, ভ্রাতৃভাব, দেশ-প্রীতির লজ্জায় লজ্জাস্করভাবে উপস্থিত হয়। নিঃস্বার্থপরতা বা ত্যাগ একটী আকাশকুসুমের ন্যায় নিরর্থক বাক্য বিশেষ। নিঃস্বার্থপরতা বা ত্যাগের প্রয়োজন এই যে, অক্লেশে উহা দ্বারা নিজসুখ সাধিত হয়। মাতৃস্নেহ, সমাজ-প্রীতি, দেশ-প্রীতি, পরের উপকার, দরিদ্রকে অন্নদান, বস্ত্রদান—এই সকল কি নিঃস্বার্থপর? যদি ঐ সকল কার্য্যে নিজ সুখ না থাকিত তাহা হইলে কেহই তাহা করিত না। কোন কোন ব্যক্তি মনের প্রসাদ লাভের জন্য জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে কুণ্ঠিত হন না। ভক্তিশাস্ত্র প্রেমের কি সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন তাহা পাঠকগণ বিচার করুন—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আদি ৪র্থ—

"আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম॥"

যেখানে আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছার লেশ মাত্রও হৃদয়ের কোনও অন্তঃস্থলে বিরাজিত, সেখানেই কাম। জড়ে জড়ে যে প্রীতি তাহা কাম ছাড়া আর কিছুই নহে—একটী জড়-মন-বুদ্ধি-অহঙ্কারযুক্ত মানব আর একটী মানবের জড় দেহের চাপে দূষিত হইয়া তাহার চাপ দূর করিবার জন্য ব্যস্ত, উহাকে কাম ব্যতীত আর কি বলা যাইতে পারে? কিন্তু একটী ভগবদ্ভক্ত জীবাত্মা যখন আর একটী জীবাত্মার কৃষ্ণসেবাবিমুখতা দর্শনে ব্যথিত হইয়া হরিকথাকীর্ত্তনদ্বারা সাধু ও শাস্ত্রের উপদেশদ্বারা উহাকে কৃষ্ণসেবায় উন্মুখ করিবার জন্য ব্যগ্র হন তখন ঐ বৃত্তিকে প্রেমের প্রাগবস্থা বলা যাইতে পারে।

"নিরুপাধি প্রেম যাঁহা তাঁহা এই রীতি।
প্রীতি-বিষয়সুখে আশ্রয়ের প্রীতি॥
নিজ প্রেমানন্দে কৃষ্ণ-সেবানন্দ বাঢ়ে।
সে আনন্দের প্রতি ভক্তের হয় মহালোভে॥"

সুতরাং বিভুচিৎ পরমাত্মার প্রতি অণুচিৎ জীবাত্মার যে স্বাভাবিক, অপ্রতিহত ও অহেতুক আকর্ষণ, তাহাই সেবা, সেই সেবার পরিপাকাবস্থাই—প্রেম। দ্বিতীয়তঃ 'জীব' কখনও 'ঈশ্বর' পদবাচ্য হইতে পারে না। জীব বিভুচৈতন্য শ্রীভগবানের নিত্যতটস্থ অণুচিৎ। ঈশ্বর মায়াধীশ, জীব মায়াবশযোগ্য। চেতনাংশে জীব ও ভগবানে অভেদ কিন্তু অণুত্ব ও বিভুত্বে পরিমাণগত নিত্যভেদ—সুতরাং

জীব ভগবানের ভেদাভেদপ্রকাশ। যেখানে স্বগত ভেদ ও অভেদ-সম্বন্ধ বর্ত্তমান সেখানে ভেদের পরিচয়ই প্রবল।

আবার শ্রীগীতা (১৮।৬১) শ্লোকে যে—"ঈশ্বরঃ সর্ব্ব-ভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি"—সপ্তদশ অধ্যায়ে পরমাত্ম-স্বরূপে ঈশ্বরের অধিষ্ঠানের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে সেই ব্যষ্টিজীবান্তর্য্যামী ঈশ্বর কখনও দরিদ্রতা প্রাপ্ত হন না। শুদ্ধজীব-স্বরূপেই যখন দরিদ্রতা স্পর্শ করিতে পারে না তখন মায়াধীশ ঈশ্বরের দরিদ্রতারূপ মানসিক ব্যাপারের অবসর কোথায়? আর ঈশ্বর কি কখনও এইরূপ মানসিক কার্য্য দ্বারা সেবিত হন? ইহাও বেশ হাস্যোদ্দীপ বিষয়। শ্রীগীতায় ভগবান্ অর্জ্জুনকে ভগবৎ-সেবার প্রকার বলিয়াছেন—(১৮।৬৫)

"মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু।"

ভক্তি অর্থাৎ ভগবানে স্বাভাবিক আত্মবৃত্তি দ্বারাই ভগবান্ সেবিত হন, অন্যান্য ভক্তিদ্বারাই সর্ব্বজীবের সেবা হয়।

লেখক মহোদয় যে কবিতাটী উদ্ধৃত করিয়াছেন, শ্রীমদ্ভাগবত তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত সিদ্ধান্ত প্রচার করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতের সিদ্ধান্তটি অবরোহবাদ (deductive process) আর লেখক মহাশয়ের প্রবন্ধে প্রতিফলিত সিদ্ধান্তটী আরোহবাদ (inductive process) মূলক। শ্রীমদ্ভাগবত পূর্ব্বোক্ত আরোহবাদ খণ্ডন করিয়া বলেন—(ভাঃ ৪।৩১।১২)

"যথা তরোর্মূলনিষেচনেন
তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজোপশাখাঃ।
প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং
তথৈব সর্ব্বার্হণমচ্যুতেজ্যা॥"

যেরূপ তরুর মূলদেশে জলসেচন করিলে তরুর স্কন্ধ, ভুজ, উপশাখা প্রভৃতি সকলই সঞ্জীবিত থাকে এবং প্রাণে আহার প্রদান করিলে যেমন সর্ব্ব ইন্দ্রিয়ই সন্তুষ্ট থাকে কিন্তু তাহা না করিয়া কেহ যদি চক্ষে, কর্ণে, নাসিকায় খাদ্য অর্পণ করে তাহা হইলে বহু স্থানে খাদ্য অর্পণের শ্রম সত্ত্বেও তাহার অনাহার-নিবন্ধন মৃত্যু ঘটিয়া থাকে; সেইরূপ একমাত্র শ্রীভগবানের সেবাদ্বারাই সর্ব্বজীবের, সর্ব্বদেবতার, চরাচর আত্মা কিন্তু প্রত্যেকের সেবা হয়, কেননা, প্রত্যেক প্রাণিতে ভগবান্ নিত্য সেই স্থানে অধিষ্ঠিত। ভগবান্ সেবিত হইলে, মানুষ সন্তুষ্ট হইলে প্রভু-নিত্যদাসবৎ প্রীতি লাভ করে—"তস্মিন্ তুষ্টে জগৎ তুষ্টম্।" এই প্রসঙ্গে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য ২২শ পরিচ্ছেদে শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

(শ্রীগীতায়)

"পূর্ব্ব আজ্ঞা যেই-ধর্ম্ম কর্ম্ম-যোগ জ্ঞান।
সব সাধি' অবশেষে আজ্ঞা বলবান্॥
"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।"
এই আজ্ঞাবলে ভক্তের শ্রদ্ধা যদি হয়।
সর্ব্ব কর্ম্ম ত্যাগ করি' সে কৃষ্ণ ভজয়॥
'শ্রদ্ধা' শব্দে কহে, বিশ্বাস সুদৃঢ় নিশ্চয়।
কৃষ্ণে ভক্তি কৈলে সর্ব্ব-কর্ম্ম কৃত হয়॥"

প্রবন্ধলেখক মহোদয় আরও কতকগুলি কথা লিখিয়াছেন—যথা শ্রীগুরুর যে পূজা করি, ভগবানের যে লীলা গান করি, কি জানে? কি বুঝিয়া? তিনি সচ্চিদানন্দময়, অখিলরসামৃতমূর্ত্তি এই কি? কিন্তু কয়জন সাধক-ভজনকারীর তাঁর আনন্দচিন্ময়ত্বের উপলব্ধি হইয়াছে? তবু তাঁরা কেন উপাসনা করেন? উত্তর—যাঁরা তত্ত্বজ্ঞ শ্রবণ করিয়াছেন, মনন করিয়াছেন, আশা করা যায় ক্রমে উপলব্ধি হইবে। তাই আমরাও বলি, জীবে নারায়ণ-বিদ্যমান আছে, এই বাণী শ্রবণ করিয়া জীবসেবায় ব্রতী হইলে, জীবমাত্রই 'কৃষ্ণদাস'—এই সত্য শুনিয়া, স্বার্থশূন্যচিত্তে সেবাকার্য্যে লাগিয়া গেলে, ক্রমে ক্রমে চিত্ত মার্জ্জিত হইয়া ঐ নারায়ণজ্ঞান জীবের স্বরূপাদি হৃদয়ে পরিস্ফুট হইবে।"

প্রবন্ধলেখক মহাশয়ের এই সিদ্ধান্তে আধুনিক মনোধর্ম্মী জগতের অভিমত প্রতিধ্বনিত হইলেও ইহা সম্পূর্ণ সেবা-বিরোধী কুসিদ্ধান্ত। চিত্তশুদ্ধিমূলক সেবার দ্বারা জীবের মতি অন্তর্মুখীকৃত হইলেই সেবা ও নারায়ণজ্ঞানে জীব-সেবা করিবার প্রবৃত্তি হয়। তিনি যে শ্রীগুরুপূজার উপাদেয়তা দিয়াছেন, উহাতে সম্পূর্ণ পৌত্তলিকতার চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন (১১।৩।৪৮)—"যত্র যত্র

ইতাদীঃ স এব গোখরঃ" অর্থাৎ যাহারা গৌণ বস্তুতে মুখ্যবুদ্ধি অর্থাৎ একদিকে মাটীর জ্ঞান প্রবল আবার অপরদিকে তাহাকে মুখ্যজ্ঞান—যেমন 'মাটীর ঠাকুর', 'কাঠের ঠাকুর', 'পাথরের ঠাকুর' 'সোনার গৌরাঙ্গ' (?) ইত্যাদি বুদ্ধি লইয়া যাঁহারা কল্পিত মূর্ত্তি উপাসনা করেন, তাঁহারা গোখর অর্থাৎ গরুর তুল্যবহনকারী গর্দ্দভ। শুদ্ধভক্তবন্ধুগণ এইরূপ গৌত্তলিক নহেন। শাস্ত্রগণ পাঁচ প্রকার গৌত্তলিকের কথা উল্লেখ করিয়াছেন—

১। বস্তু জ্ঞানাভাবে যাঁহারা জড়কে ঈশ্বর বলিয়া পূজা করেন।

২। জড়কে চৈতন্যজ্ঞান করিয়া জড়ের বিপরীত নির্ব্বিশেষ ভাবকে ঈশ্বর বলিয়া যাঁহারা পূজা করেন—ইহারা ভ্রান্ত, যেহেতু নির্ব্বিশেষ ভাব কখনও ঈশ্বরের স্বরূপ বা স্বরূপ-সম্বন্ধীয় ভাব হইতে পারে না। ঈশ্বরের অনন্তবিশেষের মধ্যে নির্ব্বিশেষত্বকে একটী বিশেষ বলিলে স্বরূপসম্বন্ধীয় জ্ঞান হইতে পারে। ঈশ্বর-স্বরূপ জড়-বিশেষরহিত বটে, কিন্তু জড়বিশেষরাহিত্য নহে।

৩। তৃতীয় শ্রেণী গৌত্তলিকগণ ঈশ্বরের স্বরূপ লক্ষ্য করেন, কিন্তু স্বরূপ ব্যতীত চিন্তার বিষয় পাওয়া যায় না, তজ্জন্য তাঁহারা উপাসনা সুলভ করিবার জন্য ঈশ্বরের জড়ীয়রূপ কল্পনা করেন। তাঁহারা চিন্ময় নির্ব্বিশেষকে লক্ষ্য করিয়া বিষ্ণু, শিব, শক্তি, গণেশ ও সূর্য্য এই পঞ্চ মূর্ত্তি সকলকে সাধনের উপায় বলিয়া কল্পনা করেন। কোন জড়কে অবলম্বন করিয়া তদ্বিপরীত ধর্ম্ম যে চিদ্বস্তু, তাহা কিরূপে লাভ হইতে পারে?

৪। ইহারা চিত্তশুদ্ধির ও চিদ্বৃত্তির উন্নতির জন্য ঈশ্বর কল্পনা করিয়া তাঁহার একটী কল্পিত মূর্ত্তি ধ্যান করেন—যেমন যোগিগণের কল্পিত বিষ্ণুমূর্ত্তি (?) ধ্যান।

৫। জড়কে যাঁহারা ঈশ্বর বলিয়া পূজা করেন। শ্রীঈশোপনিষদ্ বলিয়াছেন, ইহার ন্যায় মহাপরাধ আর নাই।

'জানে বিষ্ণু আনি —এই অপরাধচিহ্ন।

তাঁরে বিষ্ণু করে যেই ব্রহ্মসম।

-যেজনে মানে ভরে পাষণ্ডে গণন।

চৈঃ চঃ মধ্যঃ ২৫শ

অর্থাৎ জীবকে যাহারা নারায়ণ বলিয়া জ্ঞান করেন শাস্ত্র তাহাদিগকে পাষণ্ড-শ্রেণীমধ্যে গণনা করিয়াছেন।

প্রত্যেক জীবকে বিষ্ণুদাস—বৈষ্ণবজ্ঞানে সম্মান করা কর্ত্তব্য। প্রত্যেক জীবেই কৃষ্ণের অধিষ্ঠান। কৃষ্ণদাস জীবকে কৃষ্ণের গুণকীর্ত্তন, নামকীর্ত্তনদ্বারা সেবা করিলেই কৃষ্ণদাস অর্থাৎ জীবাত্মায় সন্তুষ্ট হয়। আর যাঁহারা ভগবদ্ভজনপরায়ণ, তাঁহাদিগকে সর্ব্বতোভাবে পরিচর্য্যা করা উচিত। শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে যে মধ্যম ভাগবতের আচরণ উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাতে মধ্যম ভাগবত—'ঈশ্বরে প্রেম, যাঁহারা ঈশ্বরের শরণাগত তাঁহাদিগের প্রতি মৈত্রী, বালিশ অর্থাৎ যাঁহারা ভগবদ্ভজনে অনভিজ্ঞ, তাঁহাদিগকে হরিকথাকীর্ত্তনাদি দ্বারা কৃপা ও যাহারা হরিবিদ্বেষী, তাহাদিগকে উপেক্ষা করিয়া থাকেন।

"পরমেশ্বরের নিত্যস্বরূপকে অবলম্বনপূর্ব্বক শুদ্ধভক্তগণের শ্রীবিগ্রহ পরিসেবিত হন। জীবের চিন্মেহগত চক্ষুদ্বারা পরমেশ্বরের স্বরূপ লক্ষিত হয়। ব্যাস নারদাদি বিদ্বজ্জন এবং সাধারণতঃ সমুদয় নিরুপাধিক ভক্তবৃন্দ পরানন্দ-সমাধিসময়ে সেই সচ্চিদানন্দস্বরূপ ভগবানের নিত্যরূপ দর্শন করেন। প্রাকৃত জগতে সেই নিত্যরূপের প্রতিচ্ছায়াস্বরূপ শ্রীবিগ্রহ দর্শনকরতঃ নয়নানন্দ বর্দ্ধন করেন। এস্থলে শ্রীবিগ্রহ কখনই কল্পিত বা জীবনির্ম্মিত বস্তু হন না। যাঁহার ভক্তি নাই, তাঁহার পক্ষে ভগবৎ স্বরূপতা নাই কিন্তু ভক্তের নিকট তাঁহা নিত্য চিন্ময় মূর্ত্তির অর্চ্চাবতার। শ্রীবিগ্রহ ভগবৎস্বরূপের সাক্ষাৎ নিদর্শন ব্যতীত স্বরূপতত্ত্ব বস্তু হইতে পারে না, সমস্ত শিল্প ও বিজ্ঞানে যেরূপ অলক্ষিত তত্ত্বের স্থূল প্রতিভূ আছে, শ্রীবিগ্রহ সেইরূপ জড় চক্ষের অলক্ষিত ভগবৎস্বরূপের প্রতিভূস্বরূপ।" সুতরাং উপর্য্যুক্ত পঞ্চবিধ শ্রেণীর ন্যায় ভক্তের শ্রীমূর্ত্তি কাল্পনিক নহেন বা নির্ব্বিকল্প সমাধিতে নষ্টযোগ্য সবিকল্প সমাধির মনোময়ী মূর্ত্তি নহেন। "যাঁহারা ভগবানের নিত্যস্বরূপ উপলব্ধি করিয়া তাঁহার নিত্য রাগময় স্ব স্ব নিত্যসিদ্ধ-স্বরূপের সেবা লাভ করিতে চান, তাঁহাদিগের পক্ষে অর্চ্চা পরিত্যাগপূর্ব্বক ভক্তি

যেমন অমঙ্গলজনক, স্বরূপাভাবরূপ ব্রহ্মযোগাদিও তদ্রূপ অনর্থকর। এই সমস্ত ক্ষুদ্র প্রক্রিয়া বস্তু লাভ হইবার পূর্ব্বে প্রায়ই ঘটিয়া থাকে। সাধারণ ভাষায় তাহাকে 'বস্তু হাতড়ান' বলে।"

লেখক মহোদয় এই 'বস্তু হাতড়ানের' কথা বলিয়াছেন। অবশ্য আজ কালকার মনোধর্ম্মের জগতের ধারণা এই 'বস্তু হাতড়ান' (inductive process) লেখক মহোদয় আরও একটী সেবাবিরোধী সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন। তিনি যে ভক্তের শ্রীবিগ্রহ-সেবা ও জীবের (পাঞ্চভৌতিক দেহ বা মনের) সেবার সহিত সমন্বয় করিবার প্রয়াস দেখাইয়াছেন, তাহা তিনি ব্যক্তিগত জীবনে আঁধারে হাতড়ানের মত সাধন করিলেও শুদ্ধভক্তগণ ঐরূপ-ভাবে শ্রীবিগ্রহ-সেবা করেন না। ঈশ্বরের দেহ-দেহি ভেদ নাই—যথা লঘুভাগবতামৃত পূর্ব্বখণ্ডে নবমাঙ্কধৃত কৌর্ম্মবচন 'দেহ-দেহিবিভাগোঽয়ং নেশ্বরে বিদ্যতে ক্বচিৎ।" শ্রীল স্বরূপদামোদর গোস্বামী প্রভু জনৈক বঙ্গদেশীয় কবিকে বলিয়াছেন—

"পূর্ণানন্দ চিৎস্বরূপ জগন্নাথ রায়।
তাঁরে কৈলে জড় নশ্বর প্রাকৃত-কায়॥
পূর্ণষড়ৈশ্বর্য্য চৈতন্য স্বয়ং ভগবান্।
তাঁরে কৈলি ক্ষুদ্রজীব পুলিন সমান॥
দুই ঠাঞি অপরাধে, পাইবি দুর্গতি।
অতএব তব বর্ণে—তার এই গতি॥
আর এক করিয়াছ পরম প্রমাদ।
দেহ-দেহি-ভেদ ঈশ্বরে কৈলে অপবাদ॥
ঈশ্বরের নাহি কভু দেহ-দেহি-ভেদ।
স্বরূপদেহ চিদানন্দ—নাহিক বিভেদ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে ৩।৯।১৪ শ্লোকে ইহার সমর্থন-বাক্য দ্রষ্টব্য।

"কাঁহা পূর্ণচৈশ্বর্য্য কৃষ্ণ-মহেশ্বর।
কাঁহা ক্ষুদ্র জীব দুঃখী মায়ার কিঙ্কর॥
• • •
যাহ ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে।
একান্ত আশ্রয় কর চৈতন্য-চরণে॥
চৈতন্যের ভক্তগণের নিত্য কর সঙ্গ।
তবেত জানিবে সিদ্ধান্ত-সমুদ্র-তরঙ্গ॥"

উপসংহারে, আমরাও শ্রীগুরুপ্রভুর আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া অতি আন্তরিকতার সহিত প্রবন্ধলেখক মহোদয়কে শ্রীগৌরসুন্দরের দ্বিতীয়স্বরূপ শ্রীল স্বরূপ-দামোদর প্রভুর চিত্তোপদেশ উপহার প্রদানপূর্ব্বক জানাইতেছি যে, তিনি যেন আমাদের সমালোচনাকে অযথা আক্রমণ বা বিদ্বেষমূলক বলিয়া গ্রহণ না করেন। আমরা সাধুগুরু বৈষ্ণব ও শাস্ত্রের নিকট যে সত্য প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহাই উচ্চকণ্ঠে সর্ব্বদা কীর্ত্তন করিব—ইহাই আমাদের সেবাধর্ম্ম। তিনি যদি সত্য সত্যই পক্ষত্রয় ও পরত্রয়ে নিষ্ণাত পরমহংস বৈষ্ণবের শ্রীমুখ হইতে শ্রীভগবানের বীর্য্যশালী কথা শ্রবণ করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার নিকট হইতে আমরা এরূপ কুসিদ্ধান্ত শুনিতে পাইতাম না। দুঃসঙ্গফলে তিনি নানামনোধর্ম্মিলোকের নিকট যে সকল মনগড়া কুসিদ্ধান্ত পাইয়াছেন এবং নিজমনগড়া ছাঁচে ঢেলিয়া যে প্রকারে উহাদের সমন্বয়বিধানে ব্যস্ত হইয়াছেন, তাহাতে তিনি নিজের কল্যাণ সাধন করুন দূরে থাকুক, অপর জীবকেও ভ্রান্তপথে পরিচালিত করিয়া জীবের কৃষ্ণসেবারূপ নিত্যধর্ম্ম হইতে অধিক দূরে লইয়া যাইবার একজন সহায়ক হইবেন। মহাজনপ্রতিকূলভাব অবলম্বনে 'কি খাব কি পরিব', এইরূপ চিৎকারপূর্ণ, ভগবদ্বিশ্বাসহীন আধুনিক জগতের চিন্তাস্রোতে গা ঢালিয়া দিয়া পরমার্থপ্রদ কৃষ্ণভজনের মূল মনুষ্যজীবনকে নষ্ট করা কি ভাল?

শ্রীগীতা বলেন (২।৪১)—

"ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন।
বহুশাখা হ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োঽব্যবসায়িনাম্॥"

অর্থাৎ ভগবানের ভাক্তধারাই সমস্ত সত্য হয়—ইহার নামই ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি। ইহার নাম 'গৌড়ীয়' নহে। আজকাল যে উদারতার নাম দিয়া উচ্ছৃঙ্খল মনোধর্ম্মের উদ্দাম স্রোতে জগত পরিপ্লাবিত হইতেছে সেই বন্যা রোধ করিতে একমাত্র শ্রীমদ্ভাগবতের অমোঘ বাণীই সমর্থ। এই জন্যই শ্রীমদ্ভাগবত মনোধর্ম্মি জগৎকে আহ্বান করিয়া উচ্চকণ্ঠে বলিতেছেন—(ভাঃ ১১।২৩।২৬

"তস্মাৎ দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্।
সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ॥

অতএব বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি দুঃসঙ্গ উৎসর্গপূর্ব্বক সৎসঙ্গ করিবেন। সাধুগণ মনোবৈশয়সমূহকে তাঁহাদের যুক্তিমালা ছেদন করিয়া থাকেন—ইহাই সাধুদিগের ধর্ম্ম। দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য ২২শপঃ ও শ্রীমদ্ভাগবত ১১।২৬ শ্লোকে বলেন—

"দুঃসঙ্গ কহিয়ে কৈতব আত্মবঞ্চনা।
কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্তি বিনা অন্য কামনা॥

স্বাধীনতা

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

ভগবদ্বিস্মৃতির সঙ্গে সঙ্গে, ভগবদ্দাসী মায়া দেবাবিমুখ জীবের সংশোধনার্থে কারাকর্ত্রীর ন্যায় তাহার হৃদয়ে দুর্ব্বাসনার বীজ সংস্থাপন করেন এবং কুবাসনার প্রভাবে সেই ব্যক্তি তখন নানাবিধ অসৎ কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া থাকে। সুতরাং তাহাকে অসৎ কার্য্যের ফলে মুহুর্মুহুঃ ত্রিতাপজ্বালা উপভোগ করিতে এবং উচ্চ ও নীচ-যোনিতে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করিতে হয়। ইহা কি সম্পূর্ণরূপ পরাধীনতার পরিচায়ক নহে?

১২। অনাদিকাল হইতে বদ্ধজীবকুল পরাধীনতার স্রোতে ভাসিতেছে। চৌরাশী লক্ষ ইতর জন্মের পর, একবার মাত্র ভজনোপযোগী নরদেহ লাভ হয় এবং সেই নরদেহে যদি সেবাবুদ্ধি লাভ করিতে না পারা যায়, তাহা হইলে পুনরায় চৌরাশী-লক্ষযোনি ভ্রমণ করিতে হয়। কতশতবার যে অজ্ঞ মানবগণকে চৌরাশীলক্ষ যোনি ভ্রমণ করিতে হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু হায়! কি পরাধীনতার মহিমা! অদ্যাপি সেই মায়ালীনতার স্রোত কিঞ্চিন্মাত্র হ্রাস না পাইয়া, পূর্ব্ববেগে প্রবাহিত হইতেছে। বর্ত্তমানে নরজীবনের যতটুকু অংশ এখনও অবশিষ্ট আছে, তদ্দ্বারা যদি ভক্তসঙ্গ করিতে পারা যায়, তাহা হইলে সবল সুপ্ত সেবাবুদ্ধি জাগরূক হইতে পারে এবং তর্কাসনারূপ বট-বৃক্ষকে সম্পূর্ণরূপ ছেদন করিতে সমর্থ না হইলেও সেখানে পবিত্র মানবের গৃহে জন্মগ্রহণ করতঃ তাহার মূলোৎপাটন করিতে সমর্থ হওয়া যাইবে। অতএব বৃথা সময় নষ্ট না করিয়া সেবাবুদ্ধজাগরূক ভক্তসঙ্গ করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হওয়া উচিত। সাধুবেশধারী অনেক "কলির চর" আমাদিগকে প্রকৃত সাধুসঙ্গ করিতে অবসর না দিবার জন্য পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতেছে। সাবধানতার সহিত তাহাদিগের সঙ্গ বর্জ্জন করিতে হইবে। আমাদিগকে সতর্ক করিবার জন্য, ঐ শুন, উপনিষদ বলিতেছেন—

"তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ,
সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠং।"

যাহারা শাস্ত্রজ্ঞ কিন্তু কদাচারহেতু ভগবদ্ভজন-তত্ত্বদর্শী নহে, তাহারা আচার্য্য হইবার অযোগ্য। অতএব প্রকৃত আচার্য্যের নিকট যাইয়া তাঁহার নিকট আত্ম-সমর্পণ করিতে হইবে এবং করযোড়ে বলিতে হইবে—

"বৈষ্ণব ঠাকুর, দয়ার সাগর,
এদাসে করুণা কর।
দিয়া পদছায়া, শোধহে আমারে,
তোমার চরণ ধর॥
ছয়বেগ দমি, ছয় দোষ শোধি,
ছয় গুণ দেহ দাসে।
ছয় সৎসঙ্গ, দেহ হে আমারে,
বসেছি সঙ্গের আশে॥

যাহারা আত্মনিবেদনে কৃপণতা করেন অর্থাৎ স্ব-সুখ-পরতার জন্য যাচিক ব্যস্ত থাকেন এবং গুরুবাক্যেরও কতক অংশ পালন করেন, তাহারা প্রকৃতপক্ষে গুরুর অবজ্ঞাকারী। তাহাদিগের হৃদয়ে শুশিক্ষার বীজ আদৌ ফলবতী হয় না এবং তাহারা যদি অনতিবিলম্বে নিজদোষ পরিহারের চেষ্টা না করেন তাহা হইলে সৎসঙ্গ হইতে বঞ্চিত হইয়া পুনরায় ঘোরতর বিষয়াসক্ত হইতে বাধ্য হন।

প্রচারপ্রসঙ্গ।

গত বুধবার পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপতীর্থ মহারাজ বহুযোগিনী নগরী কুমিল্লার মুন্সেফ শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র সোম মহাশয়ের ভবনে শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ করিয়া বহু ভদ্রমহোদয় ও মহিলাগণকে শুদ্ধভক্তির কথায় অনুপ্রাণিত করিয়াছেন।

নিমাই।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

নিমাইয়ের মুখখানা বড় সুন্দর, অমন মুখের শ্রী কোন ছেলেরই দেখা যায় না। যে একবার নিমাইয়ের মুখ দেখতো, সে আর ভুলতে পারতো না। মনে হয়, রাতদিন বোসে বোসে নিমাইয়ের মুখখানা দেখতে পাই তা হলে জনমে বেশ সুখ হয়।

একদিন শচীদেবী সংসারের কাজকর্ম্ম সেরে মনে কোরলেন একবার আমার নিমাইয়ের মুখখানা দেখিগে। এই ভেবে উঠোনে নিমাই দাঁড়িয়ে ছিলো সুমুখে এসে দাঁড়ালেন। নিমাই কি কোরে টের পেয়ে তা জানিনে—নিমাই বুঝতে পেরেছে যে মা আমার মুখ দেখবার জন্যে এসেছে, ওমনি মায়ের দিকে পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে গেলো। শচীদেবী আস্তে আস্তে আবার নিমাইয়ের সামে গিয়ে দাঁড়ালেন। নিমাইও আবার মায়ের দিকে পেছন ফিরে দাঁড়ালো। শচীদেবী বুঝতে পারলেন যে নিমাই আমাকে মুখ দেখাবে না বোলে এই রকম দুষ্টুমী কোরছে। এবারও আস্তে আস্তে সামে গিয়ে দাঁড়ালেন, নিমাই আবার সেই রকম পেছু ফিরে দাঁড়ালো দেখে শচীদেবী বোল্লেন, হাঁ রোন আমাকে মুখ দেখাবে না? নিমাই কোন কথা কোইলো না দেখে শচীদেবীর মনে বড় দুঃখু হোলো। যতবার মুখ দেখবার জন্যে সামে যাচ্ছেন ততবারই পেছন ফিরে দাঁড়াচ্ছে—মনে একটু রাগও হোলো, বোল্লেন আমাকে মুখ দেখাবিনে তো? আচ্ছা আর তোকে কোলেও আসিনলে। কোলে আসতে হবে তো তখন? নিমাই ওমনি খিল খিল কোরে হাসতে হাসতে শচীদেবীর কোলে গিয়ে উঠলো।

নিমাইয়ের নাচ যে বড় সুন্দর এ কথা আগে একদিন বোলিচি। নাচ যে কেবল সুন্দর তা নয়, এ নাচে মজা আছে। খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে নিমাইয়ের নাচ দেখলে মনের ভেতর কেমন একটা আহ্লাদের সোত বইতে থাকে, সেই আহ্লাদের সোঁতে পড়ে যেন ভেসে যাচ্ছি বোলে মনে হবে। মন কেমন যেন উদাস হোয়ে যায়। সংসারে বাপ মা ভাই বোন, এত যে ভালবাসা কিছুই মনে আসে না, মনে হয় নিমাইয়ের সাথে ওমনি কোথে নেচে নেচে বেড়াই। যখন নিমাই নাচতো, পাড়ার কত লোক—মেয়ে মর্দ্দ সব এসে দাঁড়িয়ে সে দেখতো। কেও আবার নিমাইয়ের হাতে কলা দিতো, কেও বা সেটাই দিতো, নিমাই সেইগুলি হাতে কোরে নিয়ে এদিক ওদিক কোরে নাচতো যে দেখে, আহ্লাদে আপনাই চোকে জল আসতো। আহা! সে তাহার নাচ আর কাওকে নাচতে ডাকা যায় না—কেও জানে বোলে মনে হয় না। সে নাচের দিকে একবার নজর পোলেই নজরটা যেন ঐ নাচের ওপোর বোসে যায়, আর কিছু ডাকা যায় না কেবল ডাকা যায়, শচীদেবীর উঠোনে একটা সোনার পুতুল যেমন সুন্দর ভঙ্গী কোরে নাচে।

কখন কখন নিমাই এক বয়েসী সব ছেলে নিয়ে ভারি মজা কোরে নাচতে থাকে। নিমাই হাত দুখানা উঁচু কোরে মাতাটা একটু বাঁকিয়ে তালে তালে পা ফেলবে নাচে আর হরিবোল হরিবোল বলে। আর সব ছেলেরা নিমাইকে ঘিরে হাত তালি দিতে থাকে। খানিক পরে ছেলেরা একেবারে পাগলের মত হোয়ে কেবল হরিবোল হরিবোল হরিবোল বোলতে থাকে আর সব এক সঙ্গে তালে তালে পা ফেলবে নাচতে থাকে—ভারি মজা! এই সময় ঐ সব ছেলেদের মধ্যে নিমাইকে যে কি সুন্দর ডাকায়, তা আমি মুখে বোলে বোঝাতে পারিনে। কবিরা বলে আকাশে তারা ফুটে থাকে

তার মধ্যে উপরখানা থাকলে যেমন ভাজার এর তেমনি। তা তারার ভেতর চাঁদ আছে বলে তোমরা যদি তাকে খুব সুন্দর বোলে মোনে কর, তবে এই ছেলেদের মধ্যে নিমাও সেই রকম সুন্দর। কিন্তু আমি বোলি এই সব নাচকরা ছেলেদের মধ্যে নিমাই আরও সুন্দর, কেননা তারা গুলোও নড়ে না, চাঁদখানাও নড়ে না', এ ছেলে গুলোও নাচে নিমাইও নাচে। কত সুন্দর—কত মজা এ মজা যে দেখেছে সেই মোজেছে।

কখন কখন নিমাই হরিবোল হরিবোল বোলে নাচতে নাচতে ধুলোয় গড়াগড়ি দিতে থাকে, আর সব ছেলেরাও নিমাইয়ের সঙ্গে ধুলোয় পড়ে গড়াগড়ি দিতে আরম্ভ করে। কোন ছেলে যদি আপনা আপনি গড়াগড়ি না যায় তা হ'লে নিমাই তার গায়ে একটু হাত যায়, তখন কি জানি তার কি হয় বোল্‌তে পারিনে, সেও তখনি ধুলোয় পোড়ে গড়াগড়ি দিতে থাকে, আর সে খুব চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে হরিবোল হরিবোল বোল্‌তে থাকে। রাস্তা দিয়ে যে সব লোক যায় তা ছোয়ানেই হোক্ আর বুড়োই হোক তারাও নিমাইয়ের কাছে এসে দাঁড়ায়, আর হরিবোল হরিবোল বোলে হাততালি দিতে থাকে। কেও কেও বা লজ্জা সকল বাদ দিয়ে এই সব ছেলেদের সঙ্গে মিশে হরিবোল হরিবোল বলে, আর নাচতে থাকে, মেয়েরা পর্য্যন্ত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এই মজা দেখে। কেও কেও বা কোনরী কাজে কোথেই দাঁড়িয়ে থাকে, একটু কষ্টও মনে করে না। তারাও দেখে জানি খুসী হয়। এই সময় ছেলে বুড়ো জোয়ান একসাতে মিশে খুব চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে হরিবোল হরিবোল বলে, হাততালি যায় আর নাচে। সেই হরিবোল আওয়াজটা অনেক দূর চোলে যায়—অনেক দূর থেকে শোনা যায়। শচীদেবীর কাণে আওয়াজটা গেলেই বোঝ্‌তে পারেন। যখন, এ আমার নিমাইয়ের কাণ্ড, এই খালা কোথে কোথেই বাছা আমার সারা হোয়ে গ্যালো। মোদের সব ষষ্ঠী লোক, বাচাকে আমার পাগল কোরে ফেল্লে! ছেলেও তেমনি বোকা, কেও একটু হরিবোল বোল্লে কি না বোল্লে অমনি নাচতে থাকবে। তা একটু আলটুক নাচ, সেই ভাল, মা একেবারে নাচবেতো নাচবেই আর থামা থামি নেই। আচ্ছা, না হয় নাচলিই বা, তা নয় আবার ধুলোয় পোড়ে গড়াগড়ি। ঐটুকু ছেলে প্রাণে কত সোইবে? বাবার আমার সোনার গা খানা ধুলোয় একেবারে কি হোয়ে যায়। তাহা বাছা আমার আর বাঁচে না। এই বোলে শচীদেবী ছুটতে ছুটতে যেখানে ছেলেদের সব নাচ হোচ্ছে সেই খানে আসেন। এসে থাকেন সত্যিই তাই। নিমাই ধুলোয় পোড়ে গড়াগড়ি দিচ্ছে। আর সব চারিদিকে ঘিরে হরিবোল হরিবোল বোল্‌চে, আর হাতে তালি দিচ্ছে। নিমাইয়ের অমন যে সোণার মোতো গায়ের রং ধুলায় একেবারে সব ঢেকে গিয়েছে। কোচি ছেলে, নরম গা, মাটীতে গড়াগড়ী দিচ্ছে গায়ে কত লাগছে। মায়ের প্রাণে কি আর তা সয়—মেকে প্রাণের ভেতর কচ্ কচ্ করে। আহা হা! বাচা আমার আর বাঁচে না বোলে তাড়াতাড়ি গিয়ে নিমাইকে কোলে কোরলেন, কোলেন, আয় নয় ধোন, খুব নাচা হোয়েছে, বাড়ী চল। যাদিক আমার, আর নাচতে হবে না, বাড়ী চল। ওকো তো খোন গায়ে তোমার কত ধুলো লেগেছে, আয় না। গায়ে কত লাগ্‌চে খোন বেদনা হোয়ে গ্যালো চল বাড়ী যাই। এই সব বোলে আঁচল দিয়ে মুকখানা মুচিয়ে দিয়ে কোলে কোরে বাড়ী নিয়ে এল।

নিমাইয়ের কেমন খ্যালা আর কেমন নাচ তা' তোমরা শুনলে তো? এখন আর একদিনের কথা বলি শোনো। নিমাইয়ের আবদারের বড় কম ছিলো না। সে আবদারের কথা তোমরা যদি শোনো, তা হোলে তোমরা বোল্‌বে নিমাই তবে পাগল। তা যে রকম তার স্বভাব, তাতে তাই বোলেই মনে হয়। শচীদেবী থেকে শুনে অনেক সময়ে পাগল বোলেই মনে কোরতেন। আকাশ দিয়ে পাখি উড়ে যাচ্ছে, নিমাই বোল্লে মা ঐ পাখিটে নেবো। উড়ো পাখি কি ধরা যায়? নিমাই তা বুঝবে না। না পেলেই তখন কাঁদতে থাকবে। রাত্তিরে আকাশে খুব ঝক্‌মকে তারা দেখ্‌তে পেলো অমনি বোল্লে মা ঐ তারাটা আমাকে এনে দাও না আমি তারা নেবো। (ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ।

গৌড়ীয়

শ্রীচৈতন্যদেবের বাণী প্রচারিকা পত্রিকা

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কর্ত্তৃক সংস্থাপিত

তৃতীয় খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ২২শে কার্ত্তিক, শনিবার ১৩৩১, ১০ই নবেম্বর ২৪ | ১১শ সংখ্যা

সাময়িকপ্রসঙ্গ।

গৌড়ীয় ১১শ সংখ্যার 'মহামন্ত্র' প্রবন্ধে ৮ম পৃষ্ঠায় ২২শ পংক্তির শেষ শব্দ 'নিত্য' স্থানে চিদ্বিলাস উচিত ছিল। ভগবানের চিদ্বিলাস নিত্য চিচ্ছক্তি পরিণত ভূমিকায় লীলা বিশেষ। প্রপঞ্চে প্রাকৃত দর্শনে উহা প্রাকৃতমনোচিত বহিরঙ্গাশক্তি পরিণতভাবে দৃষ্ট হয়। বিগ্রহকে তাদৃশ দর্শন হইতে রক্ষা পাইবার জন্য অর্চ্চকগণের দিব্যজ্ঞানরূপ মন্ত্রদীক্ষা ও 'পঞ্চসংস্কার' প্রভৃতি বিধি। যাঁহারা চিদ্বিগ্রহকে শক্তিপরিণাম মনে করেন তাঁহাদের নিকট কয়েকটী কথা আমাদের নিবেদন আছে।

নিত্যবিগ্রহ ভগবান্ বাস্তব বস্তু। নিত্য চিদ্বিগ্রহে স্বরূপশক্তির অধিষ্ঠান আছে। চিদ্বিগ্রহের স্বরূপভূত অন্তরঙ্গশক্তি শক্তিমচ্চিদ্বিগ্রহ বাস্তব বস্তুর সেবা করেন। বাস্তব বস্তু নিত্য চিদ্বিগ্রহ চিচ্ছক্তির পরিণাম নহে।

বাস্তব বস্তুকে চিচ্ছক্তির পরিণাম বলিলে শক্তির সন্ধান বিশেষে চিদ্বিগ্রহ পরিণত হন। তাহা হইলে চিদ্বিগ্রহ ভগবান্ শক্তিজাত দ্বিতীয়ীকৃত হন। ইহাই শাঙ্করের মত। ঔপনিষদ ব্রহ্মবস্তু হইতে ভিন্ন হইয়া পড়েন।

বস্তু ও বস্তুশক্তি অভিন্ন হইলেও বস্তু ও শক্তির পরস্পর বৈশিষ্ট্য আছে। যদি তাহা না থাকিত তাহা হইলে বস্তু ও শক্তি একার্থবাচক হইত। বস্তু হইতে শক্তি বিনিঃসৃত ইহাই বেদশাস্ত্রের একমাত্র বক্তব্য। শক্তি পরিণাম হইতে বস্তু বা নিত্য চিদ্বিগ্রহের উদ্ভব একথা বেদশাস্ত্র স্বীকার করেন না।

শ্রীসনাতন শিক্ষায় শ্রীচৈতন্যদেব বলেন—

"অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্।
স্বরূপ শক্তিরূপে তাঁর হয় অধিষ্ঠান।
স্বাংশ বিভিন্নাংশরূপে হয়েন বিস্তার।
অনন্ত বৈকুণ্ঠ ব্রহ্মাণ্ডে করেন বিহার॥

"নিত্য চিদ্বিগ্রহে কৃষ্ণ-নিত্য বিরাজমান।
চিচ্ছক্তি সম্পত্তির ষড়ৈশ্বর্য্য ধাম।"

নিত্য চিদ্বিগ্রহ কৃষ্ণ শক্তিপরিণত তত্ত্ব মাত্র নহেন। নির্ব্বিশেষ বাদিগণের বিচারে চিদ্বিগ্রহ শক্তিপরিণত তত্ত্ব বিশেষ। নিত্যচিদ্বিগ্রহ-কৃষ্ণের ত্রিবিধ শক্তি। কৃষ্ণ স্বয়ংরূপ বলিয়া অন্তরঙ্গস্বরূপ শক্তি পরিণত তত্ত্ব নহেন। চিচ্ছক্তি পরিণামে তাঁহার জন্ম হয় নাই। তাহা হইতেই চিচ্ছক্তি উদিত। চিচ্ছক্তি হইতে তিনি উদিত নহেন।

বেদ বলেন,—

"ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে
ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে।
পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে
স্বাভাবিকী জ্ঞান বল ক্রিয়া চ"

অনন্ত শক্তিমধ্যে কৃষ্ণের তিন শক্তি প্রধান।
"ইচ্ছাশক্তি ক্রিয়াশক্তি জ্ঞানশক্তি নাম।
ক্রিয়াশক্তি প্রধান সঙ্কর্ষণ বলরাম।
প্রাকৃতাপ্রকৃত সৃষ্টি করেন নির্ম্মাণ।
অবতারের অধিষ্ঠাতা কৃষ্ণের ইচ্ছায়।
গোলোকে বৈকুণ্ঠ সৃজে চিচ্ছক্তিদ্বারায়।
যদ্যপি অদৃশ্য নিত্য চিচ্ছক্তি বিলাস।
তথাপি সঙ্কর্ষণ ইহার হয়েন প্রকাশ।"

"একই বিগ্রহে তাঁর অনন্ত স্বরূপ।
স্বরূপ হতেকারূপ আবেশরূপ নাম।
প্রথমেই তিনরূপে রহে ভগবান্।
স্বয়ংরূপে স্বয়ংপ্রকাশ দুইরূপে স্ফূর্ত্তি।"

নিত্য চিদ্বিগ্রহ শক্তিপরিণত করাইয়া তত্ত্বরূপ বৈভব, জীব ও প্রধানরূপে অবস্থিত হন। নিত্য চিদ্বিগ্রহ স্বয়ং শক্তিপরিণত তত্ত্ববিশেষ নহেন। চিদ্ধাম ও চিৎসেবক ইহারা চিচ্ছক্তি পরিণত তত্ত্ব। নিত্য চিদ্বিগ্রহে স্বরূপ-শক্তি বা অন্তরঙ্গাশক্তি বর্ত্তমান।

অজী চিদ্বিগ্রহেরই অন্তরঙ্গে স্বরূপশক্তি বর্ত্তমান। তাহা হইতে চিদ্ধাম ও পরিকরাদি। অজী চিদ্বিগ্রহের বাহ্য অঙ্গে মায়াশক্তি তাহা হইতেই প্রাকৃত সৃষ্টি। অজী চিদ্বিগ্রহের অন্তর্গত অঙ্গুলের অগ্রভাগে বা তট প্রদেশে জীবশক্তি। চিচ্ছক্তির পরিণতিতে তত্ত্বরূপ বৈভব। জীবশক্তির পরিণতিতে মুক্তজীব ও বদ্ধজীব জগৎ। মায়াশক্তির পরিণতিতে ত্রিগুণময় নশ্বর দৃশ্য জগৎ। বিশিষ্টাদ্বৈত মতে ঈশ্বর, চিৎ ও অচিৎ ত্রিবিধ বিচার লক্ষিত হয়। তাঁহারাও ঈশ্বরের ঈশিতা চিৎকণ জীব ও চিদ্ধাম বৈকুণ্ঠের উপর আছে স্বীকার করেন। অচিতের উপর ও ঈশ্বরের ঈশিতা।

বিগত ২২শে কার্ত্তিক শনিবার শ্রীল প্রভুপাদের ইচ্ছাক্রমে তাঁহারই অন্তরঙ্গবিগ্রহ শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ প্রভু, শ্রীপাদ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ, শ্রীপাদ ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ এবং অপরাপর ভক্তবৃন্দের অসামান্য উদ্যোগে ও চেষ্টায় ঢাকা শ্রীমাধবগৌড়ীয় মঠের মহা-মহোৎসবকার্য্য অতীব সুচারুরূপে ও মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। শুক্রবার উষাকাল হইতে শ্রীহরিগৌরাঙ্গের জয়কীর্ত্তনারম্ভের সঙ্গে সঙ্গে দিগ্‌বিদিগন্ত কম্পিত এবং 'গগনং ঘনিল' পূর্ণতীর্থি সঞ্চার করিয়া বিবিধ মধুর বাদ্যযন্ত্রের বিচিত্র লহরী মায়ামোহিত সুপ্ত জীবকুলের কুহর কণে প্রবেশ করিতেছিল। শুক্রবারের অহোরাত্র এই ভাবে কীর্ত্তন মহোৎসব হইয়াছিল। শনিবার বেলা এগারটা হইতে রাত্রি ১১টা পর্য্যন্ত পিপীলিকা-স্রোতের ন্যায় নরনারী মঠে প্রবেশ করিতে থাকেন। অপরাহ্ণ হইতে বৃষ্টিপাত আরম্ভ হওয়া সত্ত্বেও শ্রীমহাপ্রসাদসম্মান-কারী জীবগণের প্রবাহ অব্যাহতগতিতে চলিয়াছিল। সহস্র সহস্র নরনারী 'মঞ্চ উচ্চকুলে জাত ও 'শিক্ষিত' ব্যক্তি স্বজনগণসহ অবলীলাক্রমে 'নীচে'র সহিত শ্রীমহা-প্রসাদের নির্ব্বিকারত্ব উপলব্ধি করিয়াছিলেন।

স্থানীয় বিচারীলাল জিউর শ্রীমন্দিরে বিগত শুক্রবার পর্য্যন্ত শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন হইয়াছিল। তাহার ফলে শ্রোতৃমণ্ডলী

শ্রীনাথ, নারায়ণ, নারায়ণবাস, সদ্গুরু অদ্য গুরুক্রম প্রভৃতি বিবিধ জটিল বিষয়ের মীমাংসায় উন্নীত হইয়া গুরুক্রম ও বৈষ্ণবক্রমগণের অসাধারণ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছেন। বলা বাহুল্য ঐ সকল ক্রমগণ অত্যন্ত ব্যক্তিত্বপূর্ণ ও উজ্জ্বল হইয়া পড়িয়াছেন। শ্রীমায়াপুরগৌড়ীয় মঠে শ্রীল ভারতী মহারাজের সুযুক্তিপূর্ণ পাঠ ও কীর্ত্তনে বহু ভক্তের সমাগম হইয়াছে। ঢাকা করোনেশন পার্কে ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড মেমোরিয়াল টাওয়ারে শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ভক্তিবিনোদ গ্রন্থ তিন সপ্তাহ কাল জীবের স্বরূপ, জীবসেবা, পৌত্তলিকতা, সদ্গুরু প্রভৃতি বিষয় অবলম্বনে কীর্ত্তন করিয়াছেন। বিগত বুধবার বক্তৃতা সমাপ্ত হইয়াছে। শেষ দিবস শ্রীলভারতী মহারাজ তাঁহার স্বভাবসুলভ সুযুক্তি ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ ওজস্বিনী ভাষায় সদ্গুরু গ্রহণের আবশ্যকতা সহজভাবে বুঝাইয়া দেন।

নারায়ণগঞ্জের 'সেন কোম্পানীর' পাটের আড়তে শ্রীলতীর্থমহারাজ ও অন্যান্য গ্রন্থ তিন ঘণ্টাকাল 'সনাতন ধর্ম্মসম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়া সকলের চিত্তাকর্ষণ করিয়াছেন। শ্রীপাদ হরিপদ ভট্টাচার্য্য এম্ এ বি এল্ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীযুক্ত রাজমোহন পাল ও শ্রীপাদ হরিদাস ব্রহ্মচারী গ্রন্থ বালিয়াটীর ভক্তবৃন্দের আহ্বানে বাহিনীবৃন্দ হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্ত্তন করিতে করিতে 'শ্রীচৈতন্যভাগবত' পাঠ, ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত নবনগর ও নারায়ণগঞ্জের বহু গৃহস্থের দ্বারে এবং ইউরোপীয় সাহেবগণের নিকট হরিকথা কীর্ত্তিত হইয়াছে। নারায়ণগঞ্জে সেন কোং এজেন্ট পরমভাগবত শ্রীযুক্ত ভাস্করচন্দ্র দাস মহাশয় নারায়ণগঞ্জের ভিক্ষা কার্য্যে আন্তরিক ও প্রীতিপূর্ণক সহায়তা করিয়াছেন। শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার অচলা প্রীতির উদয় হউক, ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

শ্রীযুক্ত নরসিংহ গোস্বামী লিখিয়াছেন—কার্ত্তিক গৌর প্রতিপদ তিথি ব্যাপারডাঙ্গায় ঠাকুর বৃন্দাবনের তিরোভাব দিবস। যোগ্য শিষ্যাভাবে মহাপ্রভু রামহরি দাসকে শ্রীপাট দেহুড়ের সেবাদি অর্পণ করিয়া ঠাকুর বৃন্দাবন শ্রীধাম বৃন্দাবনে যিয়া উক্ত তিথিতে প্রপঞ্চ হইতে নিত্যলীলায় প্রবিষ্ট হন। সর্ব্বত্রকের আবর্ত্তনে বিগত ১২ই কার্ত্তিক সম্মানীয় সেই স্মরণীয় তিথি সমাগতা হইলে উক্ত তিথির আরাধনার্থে শ্রীপাটসমূহে প্রতি বর্ষের ন্যায় প্রাচীন বৈষ্ণব পদ্ধতি অনুসারে তোলমহোৎসবাদি মহোৎসব এবং তাহেরপুর শ্রীহরেকৃষ্ণ মাঠে অষ্টপ্রহর শ্রীনাম যজ্ঞ শ্রীশ্রীনিতাইচাঁদের কৃপায় সুসম্পন্ন হইয়াছে। ভক্ত ভাগবতি সংগোপন শ্রীপাটের সেবাইত মহান্তগণের উৎসবাদি ব্যয় নির্ব্বাহার্থে আর্থিক অবস্থা শোচনীয় প্রযুক্ত তাঁহাদের বাসনানুযায়ী ইউৎসব তাদৃশ সমুজ্জ্বলভাবে সম্পাদিত হয় না। আশা করি শ্রীগোসোপকৃষ্ণকৃত "গৌড়ীয়" এই সংবাদ অকপট হৃদয়ে জ্ঞাপন করিয়া শ্রীবৈষ্ণবগণের এই সংবাদ জানাইবেন।

অভিব্যক্তি।

স্থূল দর্শনে চেতন ও অচেতন ভাবাত্মক বিবিধ বস্তু মানব-বুদ্ধির গোচরীভূত হইয়া থাকে। যে সমুদয় বস্তু নিজের বা অপর বস্তুর স্বরূপ অনুভব করিতে পারে না, তাহাদিগকে অচেতন সংজ্ঞা দেওয়া হয় এবং যে সকল পদার্থ নিজ ও অপর বস্তুর স্বরূপ অবগত হইতে পারে তাহাদিগকে চেতন কহে।

২। ব্রহ্মসংহিতায় উক্ত হইয়াছে "ঈশ্বরঃ পরমঃকৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ। অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণ-কারণং॥" অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণই যাবতীয় চরাচর পদার্থের স্রষ্টা, পরমেশ্বর বস্তু ও সচ্চিদানন্দবিগ্রহ। যিনি কাহারও সত্তা হইতে ভাত নহেন ও যাঁহার সত্তা হইতে সকল পদার্থ উদ্ভূত হইয়াছে, যাঁহাকে কাহারও নিকট হইতে অভিজ্ঞতা লাভ করিতে হয় না ও যাঁহার অভিজ্ঞতার কণামাত্র লাভ করিলে অন্যে ধন্য বলিয়া পরিচিত হইতে পারেন এবং জ্ঞানলাভের জন্য যাঁহাকে অন্যের মুখাপেক্ষী হইতে হয় না ও যাঁহার কটাক্ষমাত্রে অন্যে নিত্যকালের জন্য সজ্ঞানলী হইতে পারেন, সেই অসমোর্দ্ধ-

অংশই সৎ, চিৎ ও আনন্দবৃত্তি বিশেষরূপে গৃহীত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। সুতরাং জানা যাইতেছে যে শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত আর কেহ বিভুচিৎপদার্থ হইতে পারেন না এবং তাঁহাকে চিৎশূন্য বলিয়া অবগত হওয়াই যুক্তি-সঙ্গত।

৩। প্রেমবিবর্ত গ্রন্থে শ্রীশ্রীমদ্ গৌরসুন্দরের পার্ষদ প্রধান শ্রীল জাহ্নবানন্দ বলিয়াছেন "চিৎকণ জীব, কৃষ্ণ চিন্ময় ভাস্কর।" চিৎকণ জীবসমূহ যে সূর্যাংশুরূপ বিভুচিৎ-তত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন, তদ্বিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবতও সাক্ষ্য দিতেছেন যথা,—

"যথাগ্নেঃ ক্ষুদ্রতঃ বিস্ফুর্লিঙ্গাস্তদ্বরো-
নির্যান্তি সংযান্ত্যসকৃৎ স্বরোচিষঃ।
তথা যতোঽয়ং গুণসংপ্রবাহো-
বুদ্ধির্মনঃ খানি শরীর-সর্গাঃ॥

অর্থাৎ অগ্নি হইতে অর্চি-সকল এবং সূর্য্য হইতে কিরণসমূহ যেরূপ বাহির হয় ও তাহাতেই পুনঃ প্রবেশ করে সেইরূপ কৃষ্ণ হইতে জীবসমূহ, অহঙ্কারপ্রভৃতি ও শরীরবর্গ নিরন্তর বাহির হয় ও তিতরে প্রবেশ করে। সুতরাং জীবসমূহকে চিৎকণ বা অণুচিৎ তত্ত্ব বলিয়া অবগত হইতে হইবে।

৪। অণুচিৎ জীব দ্বিবিধ, যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে,—

"সেই বিভিন্নাংশ জীব দুইত প্রকার।
এক নিত্যমুক্ত এক নিত্য সংসার॥
নিত্যমুক্ত নিত্য কৃষ্ণচরণে উন্মুখ।
কৃষ্ণ পারিষদ নাম ভুঞ্জে সেবাসুখ॥
নিত্যবদ্ধ কৃষ্ণ হৈতে নিত্য বহির্মুখ।
নিত্য সংসার ভুঞ্জে নরকাদি দুঃখ॥

নিত্যমুক্ত জীবগণ কৃষ্ণের ইচ্ছায় বদ্ধজীবগণের শিক্ষার্থ পৃথিবীতে অবতরণ করিলেও তাঁহারা বাহ্য বিষয়ে আসক্ত হন না। নিত্যবদ্ধজীবগণ সংসার-ভ্রমণকালে নানাযোনিতে জন্মগ্রহণ করে ও বাহ্য বিষয়ে আসক্তি প্রযুক্ত বহুবিধ ক্লেশ সহ্য করিতে বাধ্য হয়, যথাহি প্রেমবিবর্তে,—

"কৃষ্ণ বহির্মুখ হঞা ভোগবাঞ্ছা করে।"
"নিকটস্থ মায়া তারে জাপটীয়া ধরে॥"
"পিশাচী পাইলে যেন মতিচ্ছন্ন হয়।"
"মায়াগ্রস্ত জীবের হয় সে ভাব উদয়॥"
"আমি সিদ্ধ কৃষ্ণ-দাস এই কথা ভুলে।"
মায়ার নফর হঞা চিরদিন বুলে॥"
"কভু রাজা, কভু প্রজা, কভু বিপ্র, শূদ্র।"
"কভু দুঃখী, কভু সুখী, কভু কীট ক্ষুদ্র॥"
"কভু স্বর্গে, কভু মর্ত্যে, নরকে বা কভু।"
"কভু দেব, কভু দৈত্য, কভু দাস প্রভু॥"

৫। নিম্নলিখিত শাস্ত্রোক্তি হইতে দেখা যাইতেছে যে সংসারচক্রে ভ্রাম্যমাণ বদ্ধজীবসমূহ বৃক্ষ প্রস্তরাদি স্থাবর জন্মও লাভ করে এবং অশীতি-লক্ষ ইতর যোনি ভ্রমণের পর ভগবৎ ভজনোপযোগী নর-দেহ প্রাপ্ত হইয়া থাকে :—

"জলজা নবলক্ষাণি, স্থাবরা লক্ষ বিংশতি।"
"কৃময়ো রুদ্রসংখ্যকা দশলক্ষাণি পক্ষিণঃ॥"
"ত্রিংশৎ লক্ষাণি পশবঃ চতুর্লক্ষাণি মানবাঃ॥"

আধুনিক কালের পাশ্চাত্য জড়-বিজ্ঞানও ঘোষণা করিতেছেন যে জগতের প্রত্যেক পদার্থই চেতন অর্থাৎ যাহাদিগকে সাধারণতঃ অচেতন পদার্থ বলিয়া বোধ হয় বস্তুতঃ তাহারা চেতনাতিরিক্ত বস্তু নহে! অতএব ভারতবর্ষের পুরাতন মনীষিবৃন্দের সুরে সুর মিলাইয়া পশ্চিম-দেশীয় জড় পণ্ডিতগণও চেতনাতিরিক্ত পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে চাহিতেছেন না। সুতরাং ইহা সুনিশ্চিত হইতেছে যে সাধারণ লোকের দৃষ্টিতে মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কৃমি ও কীট সমূহ চেতন বস্তুরূপে এবং বৃক্ষ প্রস্তরাদি অচেতন পদার্থরূপে প্রতিভাত হইলেও তাহারা সকলেই চেতন পদার্থ বা জীব-তত্ত্ব। অহল্যার পাষাণ দেহলাভের ও নল-কুবরের যমলার্জুনরূপ বৃক্ষ-যোনি প্রাপ্তির ইতিবৃত্ত যাহারা বিশ্বাস করেন তাহারা এ বিষয়টী সহজেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন।

৬। শাস্ত্র বলিতেছেন,—

স্বরূপার্থৈর্হীনান্ নিজসুখপরান্ কৃষ্ণবিমুখান্
হরের্মায়া-দগ্ধান্ গুণ-নিগড়জালৈঃ কলয়তি॥

তথা ভূতৈরিতি বিধাবয়বৈঃ ক্রেশনিকরৈ-
র্ব্যাকীর্ণালাবৈর্বৃতি পতিতান্ স্বর্গ-নিরয়ৌ ॥

অর্থাৎ স্বরূপতঃ জীব কৃষ্ণানুগত দাস। সেই স্বরূপ-ধর্ম্মহীন নিজ সুখপর কৃষ্ণবিমুখ সত্তাজীবসকলকে মায়াশক্তি, আধিক সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের নিগড় সমূহ দ্বারা কবলিত করেন। স্থূল ও লিঙ্গদেহরূপ আবরণ এবং ক্লেশ সমূহ পরিপূর্ণ কর্ম্ম-বন্ধনের দ্বারা তাহাদিগকে নিপতিত করিয়া স্বর্গ ও নরকে লইয়া বেড়ান। জীবের শুদ্ধ চিৎকণস্বরূপে যে চেতন ধর্ম্ম অধিত আছে তাহা প্রকাশপায়। কোন এক গৃহে কলসীর ভিতর একটী প্রজ্বলিত দীপকে রক্ষা করিলে সেই গৃহের বহির্দ্দেশ হইতে যেমন দীপালোক দেখা যাইতে পারে না, সেইরূপ স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহদ্বয় দ্বারা বদ্ধ জীবের চিৎকণ-স্বরূপ আবৃত থাকায় (অর্থাৎ উক্ত দেহদ্বয়ে আত্মবোধ বশতঃ) তাহার চিদ্ধর্ম্মের প্রকাশ বহির্দ্দেশ হইতে দর্শনযোগ্য হয় না। যেহেতু বাহ্য-দেশে দর্শনের বিষয় হয় না তদ্রূপ্তিত গৃহে আলোক নাই বলা যেরূপ অনুচিত, তদ্বৎ চেতন-ধর্ম্মের বিকাশ যে যে যোনিতে দেখা যায় না তদ্বৎ পদার্থকে সাধারণ দৃষ্টিতে জড়াকারে অবভাসিত দেখিয়া অচেতন বলা সমীচীন নহে।

৭। পূর্ব্বোল্লিখিত দৃষ্টান্তে গৃহ ও কলসটী স্বচ্ছ কাচ নির্ম্মিত হইলে, তন্মধ্যস্থিত দীপের আলোক যেরূপ কিয়ৎ পরিমাণে দর্শনযোগ্য হইত,—তদ্রূপ স্থূল-সূক্ষ্মদেহে যাহার আত্মবোধ কথঞ্চিৎ শিথিল হইয়াছে তাহার চেতনধর্ম্ম বাহ্যদেশে কিয়ৎ পরিমাণে প্রকাশ-যোগ্যতালাভ করিবে। এতদ্রিবন্ধন পূর্ণ অচেতনরূপে লক্ষিত প্রস্তরাদি হইতে বৃক্ষাদিকে অপেক্ষাকৃত চেতনবন্ত,—বৃক্ষাদি অপেক্ষা পশু পক্ষ্যাদিকে অধিক চেতন-ধর্ম্মযুক্ত পশুপক্ষ্যাদি অপেক্ষা বিষয়াসক্ত বদ্ধমানবদিগকে কথঞ্চিৎ বিচারশক্তিযুক্ত, এবং বদ্ধ মানবাপেক্ষা বন্ধনমুক্ত ভগবৎ-ভক্তদিগকে বিচারে পারগত ও সম্যগ্‌জ্ঞানে উদ্ভাসিত বলিয়া অবগত হওয়া যায়।

৮। পূর্ণচিৎতত্ত্ব শ্রীভগবান হইতে বিভিন্নাংশরূপে সৃষ্ট অনন্তকোটী অণুচিৎ জীবের মধ্যে যাহারা অনিত্যজগতে আচ্ছাদিত চেতনযুক্ত প্রস্তরাদিরূপে, মুকুলিত-চেতন পশু-পক্ষ্যাদিরূপে, বিকচিত চেতন বদ্ধমানরূপে অথবা পূর্ণ-বিকচিত শুদ্ধ ভক্তরূপে অবস্থিত তাহাদিগের কাহাকেও দেহাধ্যাসযুক্ত শুষ্কভক্তগণ ক্ষণকালের জন্য অশুচিৎপদার্থের ইতর তত্ত্বরূপে দর্শন করেন না; যেহেতু অণুচিৎ জীবের ধর্ম্ম বিভুচিৎ ভগবানের সেবা করা, সুতরাং তাহাদিগকে শুষ্কভক্তগণ সেবাকার্য্যে রত দেখেন এবং যাহার সেবা করিতেছে সেই ভগবানকেও দেখিতে পান। কৃষ্ণই সকলের সেব্যতত্ত্ববিধায় সকলেরই লক্ষ্য তাঁহার প্রতি কায়-মনোবাক্যে সন্নিবিষ্ট থাকে ও তজ্জন্য ভক্তবুদ্ধিতে কাহারও প্রতি দৃষ্টির পতনমাত্রেই উহা তৎক্ষণাৎ সেব্যতত্ত্বের অভি-মুখীন হইয়া তাঁহার সাক্ষাৎকার করিয়া থাকে। এই ভগবৎ দর্শনকার্য্য এত অল্প সময়ের মধ্যে সিদ্ধ হয় যে প্রাথমিক শুষ্ক দর্শনরূপ কার্য্যটীকে গণনায় সামিল না করিলেও কোনই দোষ হয় না। জীব শক্তিজাতীয় তত্ত্ব শক্তিমান্ ভগবানেই উহা অবস্থান করে। সুতরাং ভক্তের দর্শনে ভগবৎদর্শন অনিবার্য্য এবং এই জন্য শ্রীচৈতন্যচরিতা-মৃতে মহাভাগবত অবস্থার বর্ণনকালে কথিত হইয়াছে,—

"স্থাবর জঙ্গম দেখে, না দেখে তার মূর্ত্তি।
যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি ॥

যে সময় অনিত্য বাহ্য স্থূল সূক্ষ্ম আকার দর্শনের বিষয় হয় না, তৎকালে কৃষ্ণ কার্ষ্ণিক দর্শন সিদ্ধ হয়। কৃষ্ণকার্ষ্ণিক দর্শনকালে জগৎ বৈকুণ্ঠাকারে অবভাসিত হয়, যথাহি মহাজন বাক্যে,—

"যে দিন গৃহে ভজন দেখি, গৃহেতে গোলোক ভায়।"

৯। সুদীর্ঘ বটবৃক্ষ, বৃহৎকায় হস্তী ও ক্ষুদ্রাবয়ব পিপীলিকার বাহ্যদর্শীয় বড় ছোট হইলেও উহারা প্রত্যেকেই তত্ত্বতঃ চিদ্বস্তুমাত্র অর্থাৎ উহাদিগের শুদ্ধস্বরূপে দেখার প্রকারভেদ থাকিলেও সত্তার পরিমাণগত কোন পার্থক্য নাই। মূলতাত্ত্বিক জগতের দর্শনকে অপ্রাকৃত দর্শন কহে। যাহারা তাত্ত্বিক স্বরূপ দর্শন না করিয়া জীবসমূহের মধ্যে ভেদ দর্শন করে তাহারা পরিবর্ত্তনশীল বাহ্যাকার দর্শী। এই বাহ্যানুভূতিকে প্রাকৃত দর্শন কহে। মূল চিৎকণ স্বরূপের পরিবর্ত্তে বাহ্য রূপ দর্শনকালে দ্রষ্টার জ্ঞানশক্তি কথঞ্চিৎ আবৃত থাকে। স্থূল-সূক্ষ্ম দেহাধ্যাস-

জনিত চাঞ্চল্যই আবরণরূপে দ্রষ্টা ও দৃশ্যের মধ্যস্থলে উপস্থিত হয় এবং সেই আবরণের ভিতর দিয়া দ্রষ্টার জ্ঞানশক্তি ক্রিয়া করিতে প্রস্তুত হইলে বাধাপ্রাপ্ত হয়। অতঃপর বাধাপ্রাপ্ত জ্ঞানশক্তি পূর্ণবেগে দৃশ্যবস্তুর যথার্থ স্বরূপ বুঝিতে অক্ষম হইয়া তাহার অনিত্য রূপকে দর্শন করিতে থাকে। চৈতন্যচরিতামৃতে আত্মাশ্রিত চেতন বৃক্ষ-প্রস্তরাদি, বহুলিত চেতন পশুপক্ষ্যাদি, বিকশিত চেতন বা বুদ্ধি তত্ত্বাশ্রিত মানবগণ ও পূর্ণবিকশিত চেতন মহাজ্ঞানবন্ত ব্যক্তি যে কোন রূপে যে কোন পদার্থ অবস্থান করিতেছে তাহারা তত্ত্বতঃ সকলেই অণুচিৎ জীবও নিত্য কৃষ্ণদাস এবং মোহাবরণজনিত চাঞ্চল্য আমাদিগের বুদ্ধিকে বাধা প্রদান না করিলে আমরা তাহাদিগকে চিন্ময় ভগবদ্ধাম বাতীত অন্যরূপে দর্শন করিতে সমর্থ হই না। সুতরাং বৃক্ষ যাইতেছে যে অচেতনরূপে যে সকল পদার্থ আমাদিগের নিকট প্রতীয়মান হয় তাহারা অচেতন নহে। আমাদিগের আত্মাশ্রিত জ্ঞানশক্তিই তত্তৎ ধারণা দোষদুষ্ট করিবার একমাত্র কারণ। যিনি যে পরিমাণে মুক্তসঙ্গ হইয়াছেন, তাহার জ্ঞানশক্তি তৎপরিমাণে অল্প বাধাপ্রাপ্ত হয় ও বস্তুসমূহকে অধিক চেতন বলিয়া বুঝেন। যে সময় কোনপ্রকার চাঞ্চল্য বাধা দিতে পারে না, কেবল সেই কালেই জীব নিজ ও অন্যের শুদ্ধ-স্বরূপ দর্শনে সমর্থ। যাহারা পদার্থসমূহকে চেতনাচেতন রূপ বিবিধ বিভাগে বিভক্ত করতঃ তত্ত্বান্বেষণে প্রবৃত্ত তাহাদিগের জ্ঞানশক্তি মুক্তসঙ্গাশ্রয়। মুক্তসঙ্গাশ্রয় ব্যক্তিগণ কখনও তত্ত্ব সাক্ষাৎকার করিতে পারে না। অতাত্ত্বিকজ্ঞানে তাহাদিগের সঙ্গ পরিত্যাগ করা বুদ্ধিমান ব্যক্তির কর্ত্তব্য।

১০। যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন যে, অচিৎরূপে জীবের যে সমুদয় নাম আকার বন্ধাবস্থায় দৃষ্ট হয়, তাহারা তত্ত্বতঃ কি, তদুত্তরে বক্তব্য এই যে, উহারা মায়া বিরচিত জড়পদার্থ বিশেষ। মায়ার স্বরূপ বুঝিতে পারিলে বিষয়টী স্পষ্টীকৃত হয়। ভগবান স্বয়ং ব্রহ্মাকে মায়ার স্বরূপ এইরূপ বলিয়াছিলেন,—

"অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যদ্যৎ সদসৎপরম্।
পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহম্॥"

অর্থাৎ তর্ক ও বিচার দ্বারা যাহাতে কিছু প্রতীতির বিষয় হয়, সত্তাবিশিষ্ট হইলেও ভগবানের অধিষ্ঠানে যাহার প্রতীতি নাই, তাহাকে ভগবানের মায়ানাম্নী বহিরঙ্গা-শক্তির পরিণতি জানে। ভগবান জ্যোতির্ম্ময় বস্তু ও ঘাবতীয় পদার্থনিচয় অন্ধকারের স্থানীয়। পৃথগ্ভাবে দৃষ্ট হইলেও প্রতিবিম্বের যেমন বিম্বাতিরিক্ত পৃথক্ কর্তৃসত্তা নাই (অর্থাৎ বিম্বের সত্তায় সত্তাবান হয়), সেইরূপ অন্ধকারস্থানীয় যাবতীয় পদার্থসমূহ জীবের বদ্ধভূমিকায় দর্শন-যোগ্য হইলেও তাহাদিগের ভগবত্তত্ত্বাতিরিক্ত পৃথক কর্তৃ-সত্তা নাই ও ভগবদ্দর্শনকালে তাহারা দর্শনের বিষয় হইতে পারে না। সৃষ্টির পর যে সমুদয় জীব ভগবৎ-সেবা পরিত্যাগপূর্বক বিশ্রামজনিত সুখলাভের আশায় নিদ্রাকে ভাব অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহাদিগকে অধিকতর সুখভোগের আশা দেখাইয়া স্বরচিত জড়পদার্থে আসক্ত করিবার ও আসক্তি দ্বারা জড়সংস্পর্শসুখে ত্রিতাপজ্বালায় মুহুর্মুহু দগ্ধ-করতঃ নৈরাশ্যের ছবি দেখাইয়া পুনঃ ভগবৎসেবায় নিযুক্ত করিবার জন্য ভগবৎ ইচ্ছানুসারে মায়াশক্তি ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার নামক অষ্ট জড়াপ্রকৃতিরূপে পরিণত হইয়া প্রথমোক্ত পঞ্চতত্ত্বদ্বারা স্থূল দেহ ও শেষোক্ত ত্রিতত্ত্ব দ্বারা সূক্ষ্মদেহনিচয়গঠন-পূর্ব্বক সেবাবিমুখ জীবগণের চিৎস্বরূপকে আবৃত করেন ও তত্তদ্দেহে আত্মবোধ করাইতে বাধ্য করেন। স্বজাতি-আশয় হেতু এক জড় দেহ অন্য জড় দেহের সহ আত্মীয়তা স্থাপন করিতে থাকে এবং স্বরূপজ্ঞান আবৃত থাকায় ও দেহে আত্মবোধ নিবন্ধন জীবগণ জড়দেহকৃত কার্য্যকে নিজ কার্য্য মনে করেন। যাবৎ না সাধুসঙ্গ প্রভাবে ভগবদ্দাস্যরূপ সম্বন্ধজ্ঞান পুনঃ জাগরিত হয় তাবৎ কাল পর্য্যন্ত জড়সঙ্গ ও জড়সেবা পরিত্যাগের উপায়ান্তর নাই। সাধুসঙ্গ হইতে জীব যে পুনরায় ভগবৎ-ভক্তি লাভ করিতে পারেন, নিম্নলিখিত শ্রীরূপমুদ্গলোক্ত অমৃত অক্ষরে তাহার প্রমাণ নিম্নে দেওয়া গেল,—

"যদা ব্রহ্মঃ ব্রাহ্মঃ ক্ষিতিরপগতৈঃ বৈষ্ণবজনং
কদাচিৎ সংপশ্যন্ ভজনপথনে সাদরচিত্তিঃ।

তদা কৃষ্ণারুণা ত্যক্তি পদৈকৈর্যাতিকদ্বয়ং
স্বরূপং বিভ্রাণো বিমলরসভোগং স কুরুতে ॥

অর্থাৎ সংসারে উচ্চাবচযোনিসমূহে ভ্রমণ করিতে করিতে যখন হরিসম্বন্ধিত বৈষ্ণবদর্শন হয়, তখন মায়াবদ্ধ জীবের বৈষ্ণবানুগমনে রুচি জন্মিয়া পড়ে। কৃষ্ণনামাদি আবৃত্তিক্রমে অল্পে অল্পে মায়িকদশা দূর হইতে থাকে। জীব ক্রমশঃ স্বরূপজ্ঞান লাভ করতঃ বিমল কৃষ্ণসেবা রসসম্ভোগ করিতে যোগ্য হন।

১১। তত্ত্বতঃ যখন প্রত্যেক পদেই অনুচিৎ জীব অর্থাৎ কৃষ্ণদাস, তখন স্ত্রীপুত্রাদিরূপে যাহারা প্রতীয়মান হইতেছে তাহারা আমাদিগের ভোগের সহায়ক নহে। লৌকিকীচারে যে ব্রাহ্মণশূদ্রাদি বর্ণ বিভাগ বা লঘুগুরুজ্ঞান, বালকবৃদ্ধযুবারূপ যে আয়ু বিচার, স্ত্রী বা পুরুষভাবাত্মক যে চিহ্ন বিচার, তদ্ব্যতীত অন্যরূপ যে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ ইত্যাদি ইত্যাদি প্রকার ব্যবহারের মূলদেশে অচিৎপ্রতীতি লুক্কায়িত থাকে। যাহারা ভগবজ্জ্ঞান লাভের জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন তাহাদিগের উচিত স্ত্রীপুত্রাদিকে ভগবদ্দাস বিবেচনা করা, স্ত্রীপুত্রাদির দ্বারা নিজ সেবা না করাইয়া তাহাদিগকে ভগবৎসেবায় নিযুক্ত করাইবার জন্য যাহারা হরিকথা তাহাদিগের নিকট বলিতে থাকেন, সেই কার্য্যদ্বারা বক্তার কীর্ত্তনাঙ্গ ভক্তির ও শ্রোতার শ্রবণাঙ্গভক্তির অনুশীলন হইতে থাকে। স্ত্রীপুত্রগণ চৌরাশী লক্ষযোনি ভ্রমণশীল বদ্ধ জীব ইহাদিগকে লইয়া ইন্দ্রিয়তর্পণে মত্ত হইলে নিজেদের যেরূপ নিরয়গমনের সুবিধা হয়, ইহাদিগের গতি ও তদ্রূপ হইয়া থাকে, সুতরাং ইহাদিগের কল্যাণ চিন্তার সহ নিজ কল্যাণ সংযুক্ত আছে। যাহারা ইহাদিগকে লইয়া ভাগবৎ-সেবায় নিযুক্ত হন, তাঁহারাই জীবের প্রতি দয়া করিতে জানেন। স্ত্রীপুত্রাদি যদি হরিভজন করিতে স্বীকৃত না হন, তাহা হইলে তাহাদিগের সঙ্গত্যাগ করা উচিত, যেহেতু ইহার দ্বারা ব্যতিরেকমুখে তাহাদিগের কল্যাণ সাধিত করা হয়। এই ব্যতিরেক ভাবাত্মক শিক্ষাপ্রণালীকে ইংরাজীভাষায় Passive resistance কহে। এই দয়াকেই পরোপকার কহে, যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—

"ভারত ভূমিতে মনুষ্য জন্ম হইল যার।
জন্ম সার্থক করি, করি পরোপকার॥"

স্ত্রীপুত্রাদিকে যাহারা টাকা কড়ি দিয়া ভালবাসা জানাইয়া থাকেন, তাহারা তাহাদিগকে চৌরাশীলক্ষযোনি ভ্রমণ করাইবার ব্যবস্থা করেন। এই অচিৎ ব্যাপারটুকু ভালবাসার কথা পৃথিবী হইতে তাড়াইবার জন্য অভিন্নব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীমন্মহাপ্রভুসুন্দর সন্ন্যাসগ্রহণপূর্ব্বক পুরুষোত্তমক্ষেত্রে বহুজীবের শিক্ষার্থে শ্রীমতী শচীমাতাকে বলিয়াছিলেন—

"আমার তনয় জানে সকল সংসার।
আমি আনি দিব মাতা কৃষ্ণপ্রেমধন॥

এই দিবারাত্রি যখন প্রত্যেক জীবের হৃদয়ে বিরাজ করিতে থাকিবে, তখন অচিৎব্যবহারের তাপদগ্ধতা চিরতরে লুপ্ত হইয়া যাইবে। মেদিনী তখন বৈকুণ্ঠপুরীরূপে দৃষ্ট হইবে। হে পাঠকবর্গ! আইস, আমরা একে একে করিয়া জগতে এই অমৃতপরিবেষণের প্রচারকার্য্যে সহায়তা করি।

সাঙ্খ্য-দর্শন।

ইহলোকে মনুষ্যমাত্রেরই দুঃখ পরিহার ও সুখলাভের প্রবৃত্তি পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। এই দুঃখ পরিহার ও সুখলাভ উপায় সাধ্য। তত্ত্বজ্ঞ মহর্ষিগণ নিজ নিজ দর্শনশাস্ত্রে স্ব স্ব মতানুসারে তাহার উপায় কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন।

মহর্ষি কপিল যে দর্শন শাস্ত্রখানি প্রণয়ন করেন, তাহার নাম সাঙ্খ্য-দর্শন। সাঙ্খ্য শব্দটি যৌগিক। সংখ্যা অর্থাৎ সম্যক্ বিবেকের সহিত আত্মকথন যাহাতে আছে, তাহারই নাম সাঙ্খ্য। মহাভারতে সাঙ্খ্যশব্দের ঐরূপ অর্থই পরিদৃষ্ট হয়।

মহর্ষি কপিল দুইজন। একজন সত্যযুগে এবং অপরজন ত্রেতাযুগে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। সত্যযুগের কপিল মহর্ষি কর্দ্দম ঋষির ঔরসে এবং মনুর কন্যা দেবহূতির গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। ইনিই ভগবদবতার ও সাঙ্খ্যদর্শনের

আদি কর্ত্তা। সাঙ্খ্য দর্শননামে কোন গ্রন্থ থাকিও ইনি লিখিয়া যান নাই, কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থে ইহারই উপদিষ্ট সাঙ্খ্যমত সম্বন্ধে উল্লিখিত আছে। পরে সগর-বংশ ধ্বংসকারী অগ্নিবংশজ মহর্ষি কপিল উপরোক্ত সাঙ্খ্যমত গ্রন্থনিবদ্ধ করিয়া সাঙ্খ্যদর্শননামে প্রচার করেন। ইহা প্রথমোক্ত সাঙ্খ্যদর্শনের ন্যায় সকলন হইলেও, স্থানে স্থানে শ্রুতিবিরুদ্ধ অংশ সকল পরিদৃষ্ট হয়। এই শ্রুতিবিরুদ্ধ অংশ সকল থাকায় ঈশ্বর-প্রতিপাদকরূপ অপরিহার্য্য দোষবশতঃ সাধুসমাজে এই দর্শনখানির আদর নাই।

এই সাঙ্খ্যদর্শনের মতে তত্ত্ব প্রধানতঃ দুইটি যথা—পুরুষ ও প্রকৃতি। প্রকৃতি আবার দ্বিপ্রকার, যথা—মূল বা অব্যক্ত প্রকৃতি ও ব্যক্ত প্রকৃতি। ব্যক্তপ্রকৃতি (নিজে পৃথক কোন তত্ত্ব নহে) ত্রয়োবিংশ তত্ত্বের সমষ্টি, যথা—মহৎ, অহঙ্কার, পঞ্চতন্মাত্র, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় উভয়েন্দ্রিয় মন ও পঞ্চ মহাভূত। তাহা হইলে সর্ব্বশুদ্ধ তত্ত্ব হইল পঞ্চবিংশতিটি।

এই পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের মধ্যে কোনটি কেবল প্রকৃতি বা কারণ, কোন কোনটি কেবল বিকৃতি বা কার্য্য, কোন কোনটি বা কার্য্যে ও কারণ উভয়াত্মক এবং কোনটি বা অনুভয় অর্থাৎ কার্য্য বা কারণাত্মক নহে।

পুরুষতত্ত্বটি নিত্য ও অপরিণামী। ইনি কাহারও কার্য্য বা কারণ নহেন বলিয়া অনুভয়।

মূল প্রকৃতি তত্ত্বটি ব্যক্ত প্রকৃতির কারণ এবং উহার অন্য কোন কারণ নাই বলিয়া উহা কেবল প্রকৃতি।

মহৎ (বুদ্ধি), অহঙ্কার ও পঞ্চ তন্মাত্র (রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শ), এই সপ্ততত্ত্ব একের কারণ ও অপরের কার্য্য বলিয়া উভয়াত্মক।

পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় (চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্) পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় (বাক্, পাণি, পায়ু, পাদ ও উপস্থ) উভয়েন্দ্রিয় মন এবং পঞ্চ মহাভূত (ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম), এই ষোড়শ তত্ত্ব তত্ত্বান্তরের কারণ নহে, কেবল কার্য্য বলিয়া বিকৃতি।

সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থাকেই মূল বা অব্যক্ত প্রকৃতি কহে। সুতরাং উহা ত্রিগুণাত্মিকা।

গুণত্রয় জড় ও পরিণামী। নিখিল জগৎ এই গুণ-ত্রয়েরই পরিণাম।

সত্ত্ব গুণের বৃত্তি শান্তা। উহা সুখস্বরূপ, লঘু ও প্রকাশক। রজোগুণের বৃত্তি তরঙ্গী। উহা দুঃখস্বরূপ ও প্রবর্ত্তক। আর তমোগুণের বৃত্তি মূঢ়া। উহা মোহ-স্বরূপ, গুরু ও আবরক। এই গুণত্রয়ের বৃত্তি পরস্পর বিরুদ্ধ হইলেও বাত, পিত্ত ও কফ এই ত্রিধাতুর ন্যায় কার্য্যকালে পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করিয়া থাকে। জগৎ এই ত্রিগুণেরই পরিণাম বলিয়া সুখ, দুঃখ ও মোহাত্মক।

সুখ, দুঃখ ও মোহ বুদ্ধির (মহত্তত্ত্বের) ধর্ম্ম—প্রকৃতির ধর্ম্ম, পুরুষের নহে। স্ফটিকের নিকট স্বচ্ছ স্ফটিক যেমত রক্তবর্ণ বলিয়া মনে হয়, তদ্রূপ বুদ্ধির সংসর্গে বুদ্ধি বা প্রকৃতির ধর্ম্ম সুখ দুঃখ ও মোহ পুরুষে প্রতিবিম্বিত হয়। এই প্রতিবিম্বই পুরুষের সংসার।

বুদ্ধির তিনটি অংশ যথা—(১) পুরুষে প্রকৃতির উপরাগে উৎপন্ন অহং বুদ্ধি, (২) প্রকৃতিতে পুরুষের উপরাগে উৎপন্ন ইদং বুদ্ধি। এবং (৩) এতদুভয়ের উপরাগে সংপন্ন কর্ত্তব্য বুদ্ধি। এই বুদ্ধিত্রয়ই ভ্রমাত্মক। বিবেক দ্বারা ঐ ভ্রম অপগত হইতে পারে।

পুরুষ নিত্য, সত্ত্বরজঃতমঃ গুণ শূন্য, চেতন, সাক্ষী, উদাসীন, প্রকৃতি হইতে ভিন্ন এবং বহু (প্রতি জীবই এক একটি পুরুষ), আর প্রকৃতি অচেতন হইয়াও কর্ত্রী এবং পুরুষের সন্নিধান বশতঃই উহার কর্ত্তৃত্ব ইত্যাদি জ্ঞানই বিবেক। উক্ত বিবেকের উদয়ে পুরুষকর্ত্তৃক দৃষ্ট-দোষা প্রকৃতি পুরুষকে পরিত্যাগ করেন, তাহাতেই পুরুষের মুক্তি হয়।

"আত্যন্তিক-দুঃখনিবৃত্তিরেব মুক্তিঃ" অর্থাৎ দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিকেই মুক্তি কহে। এই দুঃখ ত্রিবিধ, যথা—(১) আধ্যাত্মিক, (২) আধিদৈবিক (৩) আধিভৌতিক।

(১) আধ্যাত্মিক দুঃখ দুই প্রকার, যথা—শারীর ও মানস—বাত, পিত্ত ও কফ এই ধাতুত্রয়ের বৈষম্য হইতে উৎপন্ন রোগাদি দুঃখকে শারীর দুঃখ কহে।

মানস—কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য,

(ঈর্ষা), বিষাদ, ভয়, বিরহ এবং শোকাদি হইতে উৎপন্ন দুঃখকে মানস দুঃখ কহে।

(২) গ্রহাদির আবেশ ও যক্ষ রাক্ষসাদি হইতে উৎপন্ন দুঃখকে আধিদৈবিক দুঃখ কহে।

(৩) মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গাদি হইতে উৎপন্ন যে দুঃখ তাহাকে আধিভৌতিক দুঃখ বলে।

এই ত্রিবিধ দুঃখই প্রকৃতিমূলক। বিবেক দ্বারা প্রকৃতির নিবৃত্তি হইলে অর্থাৎ দুঃখসমূহ প্রকৃতির ধর্ম্ম, আমার (পুরুষের) ধর্ম্ম নহে, আমি (পুরুষ) গুণময়ী জড় প্রকৃতি হইতে ভিন্ন, চেতন এবং উদাসীন এবংপ্রকার জ্ঞানোদয়ে প্রকৃতির প্রতি দোষদৃষ্টি ও বৈরাগ্য উৎপন্ন হইলে, প্রকৃতির অধিকারের নিবৃত্তি হয় এবং দুঃখত্রয়ের বিনাশ হয়।

যদিও ঔষধ ও মণিমন্ত্রাদি দ্বারা আধ্যাত্মিক, মন্ত্রাদির দ্বারা আধিদৈবিক ও দুর্গাদি দ্বারা আধিভৌতিক দুঃখের নাশ হইতে পারে, পরন্তু তৎসমুহ দ্বারা দুঃখত্রয়ের মূল বিনাশ প্রাপ্ত হয় না। বহু প্রকৃতি রোগের ন্যায় পুনঃ পুনঃ উদ্ভূত হইয়া থাকে। সুতরাং দুঃখত্রয়কে সমূলে নাশ করিতে হইলে বিবেকের প্রয়োজন। বিবেকোদয়ে প্রকৃতির নিবৃত্তি হইলে, দুঃখত্রয়ের আত্যন্তিকী নিবৃত্তি হইয়া থাকে। ইহাকেই প্রকৃত মুক্তি কহে।

তাত্ত্বিপক্ষে দুঃখের নাশ ভিন্ন অন্য কোন পৃথক সুখের উৎপত্তি না হইলেও ভ্রান্তিবশতঃ যেমন আপনাকে সুখী মনে করেন, তদ্রূপ মুক্তপুরুষ দুঃখত্রয়ের নাশেই সুখী হইয়া থাকেন। এই সুখকেই মোক্ষানন্দ কহে। সাঙ্খ্যদর্শন প্রণেতা কপিলের ইহাই মত।

সাঙ্খ্যমত খণ্ডন।

অচেতন প্রকৃতিকে কর্ত্রী বলিয়া স্বীকার করাই সাঙ্খ্যদর্শনের প্রধান দোষ। বেদে কুত্রাপি প্রকৃতির কর্তৃত্ব স্বীকৃত হয় নাই। পুরুষেরই কর্তৃত্ব বেদে উপদিষ্ট হইয়াছে। 'আমি করিতেছি' বলিলে, আমার (কর্ত্তার) চৈতন্য প্রতীত হইতেছে, সুতরাং অচেতন প্রকৃতির কর্তৃত্ব কখনই যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না।

যদি বলা যায় যে জড় বুদ্ধির (প্রকৃতির) কর্তৃত্ব চেতন পুরুষে ভ্রান্তিবশতঃ আরোপিত হইতেছে, তাহা হইলে জিজ্ঞাস্য এই যে, চেতন পুরুষের কর্তৃত্ব জড় বুদ্ধিতে (প্রকৃতিতে) আরোপিত হইতেছে, এরূপ না বলিয়া, জড় বুদ্ধির (প্রকৃতির) কর্তৃত্ব চেতন পুরুষে আরোপিত হইতেছে, এরূপ একতর পক্ষপাতিনী যুক্তির অবস্থান কোথায়?

ইহা ছাড়া পুরুষের কর্তৃত্ব অস্বীকার করিলে একটী মহাদোষ উপস্থিত হয়—চেতন পুরুষ হইতে পৃথক যে অচেতন বুদ্ধি (প্রকৃতি), তাহার নিত্য কর্তৃত্ব এবং পুরুষের মোক্ষলাভ ও অনিত্য কর্তৃত্ব স্বীকার করিলে, পুরুষের সংসার কখনই হইতে পারে না।

পুনশ্চ অচেতন প্রকৃতির প্রথম পরিণাম বুদ্ধিকে (মহত্তত্ত্বকে), প্রকৃতির কার্য্য বলিয়া অচেতন বলা সঙ্গত হইতে পারে না, কারণ অচেতন হইয়া জন্যকর্ত্রী (নিমিত্তকারণ) হওয়া নিতান্ত অযৌক্তিক। নিমিত্ত কারণের অভাবে কোন কার্য্যই হইতে পারে না। অতএব কর্ত্রীর চেতনত্বের ন্যায় নিত্যত্ব ও স্বীকার্য্য হইতেছে। যাহা নিত্য, তাহা অবিনশ্বর।

সুতরাং চেতন ব্যক্তিকে জড়ের কার্য্যকারিতা সম্ভব হইতে পারে না বলিয়া, যদি পুরুষের আবশ্যকতা স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে সাঙ্খ্যমত বেদান্ত দর্শনের অন্তর্গত হইয়া পড়ে। পুরুষ নিজ শক্তি স্বরূপা মায়াকর্ত্তৃক, এই বিচিত্র জগৎ রচনা করেন, বেদান্তের ইহাই সিদ্ধান্ত।

শ্রীনিশিকান্ত সেনগুপ্ত।

ভক্তের কারাবরণ।

আজকাল দেশাত্মবুদ্ধির দিনে দেশবাসীর স্বাধীনতার জন্য কারাবরণ একটী গৌরবের বস্তু হইয়া পড়িয়াছে। যিনি একবার কারাবরণ না করিয়াছেন, সাধারণতঃ তিনি নেতৃপদবাচ্যই নহেন। ইহার অর্থ কি? ইহার অর্থ

আর কিছুই নহে তিনি নিজের অথাগমাদি ও স্বচ্ছন্দে থাকা প্রভৃতিকে উপেক্ষা করিয়া, নিজের ক্লেশবিপত্তি প্রভৃতি গণনা না করিয়া যাহা নিজের কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিয়াছেন তাহা পালন করিতে প্রস্তুত। এজন্যই রাজপ্রতিনিধি রাজকর্ম্মচারী তাঁহার কার্য্যের অনুমোদন করিবেন না ও তাঁহাকে দণ্ডদিবেন জানা সত্ত্বেও সেই নির্দ্দীষ্ট কর্ত্তব্য হইতে প্রত্যাবৃত্ত না হইয়া কারাবরণ করেন। তাঁহার সরলচিত্তে দেশসেবার জন্য তিনি দেশবাসীর প্রিয় হ'ন, সম্মান প্রাপ্ত হন, বিশ্বাসভাজন হইয়া তাঁহাদের নেতার আসন প্রাপ্ত হ'ন।

এই সকল অকপটচিত্ত নেতার যদি দেশাত্মবুদ্ধিরূপ দেহাত্মবুদ্ধি প্রবল না হইয়া সাধুমহাজন সঙ্গক্রমে আত্মজ্ঞান লাভ হইত তাহা হইলে তাঁহারা এই ক্ষুদ্র-দেশের অধিবাসিবৃন্দের কাল্পনিক দুঃখে কাতর হইয়া তাঁহাদের যথার্থ দুঃখের প্রতি উদাসীন থাকিতেন না। তখন তাঁহাদের পক্ষে স্বার্থই পরার্থ ও পরার্থই স্বার্থ হইত। তখন তাঁহারা নিজের নিত্য মঙ্গলের পথ খুঁজিয়া লইয়া ব্রহ্মাণ্ডবাসী আত্মনিদের সকল জীবকে সেই পথে লইয়া যাইতে চাহিতেন। ইহারই নাম দেশোদ্ধার, জীবে দয়া, পরোপকার। নচেৎ বদ্ধজীবদেহে আত্মবুদ্ধি করিয়া আহার্য্যের অভাব, বস্ত্রের অভাব, গৃহের অভাব, ঔষধের অভাব, তাহার যোগ্যচারিতার অভাব প্রভৃতি যথার্থত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অভাবসমূহীকরণকে প্রকৃত দেশোদ্ধার, জীবেদয়া বা পরোপকার বলে না এ ধারণা আমাদের দেহাত্মাভিমান যতদিন প্রবল থাকিবে ততদিন আমাদের হইবে না। এই দেহকে আমি বুদ্ধি করিয়া তাহার সম্পর্কে এই আমার দেশ, এই আমার প্রয়োজন, এই আমার নিজজন, এই ইনি বিদেশী, উনি স্বদেশবাসী প্রভৃতি ক্ষুদ্র অভিমান আমাদিগকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে।

আমরা যথার্থ দেশোদ্ধারব্রতে ব্রতী, যথার্থ জীবে দয়া-শীল, যথার্থ পরোপকার একমাত্র শুদ্ধ ভক্তকেই দেখিতে পাই। তিনি ওদেশ (পৃথিবী) বাসীর ন্যায় পূর্ব্ব হইতেই বদ্ধ নহেন। আমাদের কারাবরণ কিরূপ—কারাগারের মধ্যেই এ গৃহ হইতে আর এক গৃহে গমন। যদি কেহ গৃহমধ্যে মশারির মধ্যে প্রবেশ করিয়া মনে করে আমি গৃহ প্রবেশ করিলাম, আমাদের কারাবরণ সেইরূপ। আমরা শুদ্ধ কারাগারে আসিয়াছি ত' আছিই, মনে করিতেছি আমি দেশ আছি, ঐ বুদ্ধি আমাকে কারারুদ্ধ করিল। এখানকার কারাগারে যাঁহারা পরিদর্শক, তাঁহারা কিছুক্ষণের জন্য সেখানে গিয়া চলিয়া আসেন, মুহূর্ত্তের অধিকক্ষণ সেখানে থাকিতে চা'ন না। কিন্তু ভক্তগণ আমাদের জন্য কি করেন দেখুন। তাঁহারা নিত্যমুক্ত। এ ভবকারাগারে তাঁহাদের পোষণের আবশ্যকতা নাই। কিন্তু বদ্ধজীবকুলের প্রতি তাঁহাদের এমনই কৃপা যে, তাঁহারা এই সংসার কারাগারে আমাদিগকে দেখিতে আসেন; শুধু দেখিতে আসেন না, আমাদের সহিত এখানে কিছুকাল থাকেন, শুধু থাকেন না আমাদের মত কয়েদী সাজিয়া কয়েদীর পোষাক না হইলেও এই পোষাকের মত পোষাক পরেন। কয়েদীর মধ্যে থাকিয়া তাঁহারা কয়েদীগণ যাহাতে কারাবন্ধনমুক্ত হয় তজ্জন্য তাহাদিগকে শিক্ষা দিতেছেন, নিজেরা আদর্শ দেখাইয়া এই কারাগারে থাকা কালেই কিরূপ আচারবান্ হইলে সেই শিক্ষা সম্যক্ গ্রহণ করা যায় তাহা দেখাইতেছেন, কারাবরোধের হেতুমূলে যে ভগবদ্বিমুখতা-বীজ বর্ত্তমান, তাহা যাহাতে নষ্ট হয়, তজ্জন্য আমাদিগকে সাহায্য করিতেছেন। এমন দয়া আর কাহার হইবে?

তবেই দেখা যাইতেছে যে, আমরা আমাদের ভগবদ্বিমুখতারূপ দোষ নিমিত্ত কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইয়াছি, আর শ্রীভগবানের পার্ষদভক্তগণ সেই কারাগারে আমা-দিগকে উদ্বুদ্ধ করিতে আসিয়াছেন, বলিতেছেন—ভাই জাগো, আর মোহনিদ্রায় অভিভূত থাকিও না, চল গৃহে চল, গৃহে যাইতে হইলে এই কারাগারে মমত্ববুদ্ধি পরিত্যাগ, তোমার নিত্য গৃহ বৈকুণ্ঠলোকের জন্য ব্যাকুল হইয়া তোমার যে দোষ ভগবদ্বিমুখতা তাহা বর্জ্জন করিয়া ভগবদ্মুখ হইতে হইবে। তুমি ভগবানের সেবা ভুলিয়া ক্লেশ পাইতেছ, যখন শ্রীহরি তোমার কষ্ট নিবারণ জন্য আমাকে পাঠাইয়াছেন, প্রভু নিজে আসিয়া যে আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন সেই আদর্শ তোমার

সম্মুখে ধরিয়া তোমার ঐ মোহ, ঐ স্বরূপবিস্মৃতি তাহার তোমাকে প্রভুর নিকট লইয়া যাইবে। তাই বলি, আর ঘুমাইও না, চল আমার সঙ্গে চল। আমার প্রদর্শিত প্রণালী অনুসারে ভগবৎ-সেবায় মনোনিবেশ কর, তোমার সেবাবুদ্ধির পুনরুন্মেষ হইবে, ক্রমে নিজ স্বরূপের উপলব্ধি ঘটিবে, তখন আর মোহ থাকিবে না, ভ্রম ঘুচিয়া যাইবে। তখন আর কারাকর্ত্রী মায়ার তোমার উপর শাসনযোগ্যতা থাকিবে না, এই কয়েদীর পোষাক পরা থাকা সত্ত্বেও তুমি যথার্থ স্বাধীনভাবে বিচরণ করিবে ও নিজ স্বরূপের একমাত্র কৃত্য ভগবৎ সেবাতেই রত থাকিবে। সুতরাং তখন তুমি যথার্থ আনন্দের অধিকারী হইবে। কারাগারের সঙ্কোচের মধ্যে থাকিলে বটই কেন তুমি আনন্দের জন্য ছুটাছুটী কর না, এ বন্দোবস্তে আনন্দের মত যাহা কিছু দেখার তা'দের নিরানন্দময়, কেবল তাহাই পাইবে, এখানে আনন্দের সন্ধান করিয়া কেহই তাহা পায় নাই, নিজের আনন্দের কথা ভুলিয়া যে ভগবৎ-সেবায় আত্মনিয়োগ করিতে পারিবে সে না চাহিয়া, না খুঁজিয়া আনন্দ পাইবে। সে তখন জীবন্মুক্ত। জীবন্মুক্তের লক্ষণ কি জান? দয়াল ভগবান্ গৌরহরির প্রিয়তম পার্ষদ কি লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন তবে শুন। যাহার হৃষিকেশে কৃষ্ণমনোবাঞ্ছা সকল অবস্থায় ও সকল সময় চেষ্টা, যাহার অন্য কোন চেষ্টা নাই সেই জীবন্মুক্ত। জীবন্মুক্তির অন্য কিছু যাগ লক্ষণ বলিয়া শুনিয়াছ সেগুলি সম্যক নহে। কেহ বলিতেছে দেখ, বদ্ধ অবস্থায় ভগবান্ স্বীকার করিয়া সেবার মত কিছু কর, তাহা হইলে মন বিষয়মুক্ত হইবে, তখন আর সেবা করিতে হইবে না। এই বুদ্ধি লইয়া যদি করিত সেবাকার্য্যে সাময়িকভাবে নিযুক্ত হও তাহা হইলে তোমার মুক্তি হইবে। সম্পূর্ণভাবে নিত্য অস্তিত্ববান্ ভগবচ্চরণে আত্মসমর্পণ না করিলে মুক্তির আশা দুরাশা। মুক্তির জন্য ছুটাছুটি করিলে মুক্তি মিলিবে না। নিজের স্বাভাবিকভাবে উপনীত হইলেই আর বদ্ধতা কোথায়? বদ্ধাবস্থায় স্বাভাবিকভাব আসিবে কোথা হইতে? সুতরাং সেবাবুদ্ধির যখন পূর্ণতা আসিবে তখনই মুক্ত অবস্থা। সেই মুক্ত অবস্থায় নিত্য কাল হরিসেবা। যেখানে হরিসেবার অভাব, সেখানে মুক্তভাব নাই। শ্রীমদ্ভাগবতের একটী শ্লোকে ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন যে, হে অরবিন্দাক্ষ (কমল নয়ন), ঐকান্তিক ভক্ত ভিন্ন অন্য যাবতীয় ব্যক্তিগণ যাহারা তোমা হইতে বুদ্ধি অপসৃত করিয়া অবিশুদ্ধ বা মলিন বুদ্ধি হইয়াছে, তাহারা অতিক্লেশে (নানা কৃচ্ছ্রসাধ্য ব্রতোপবাসাদি দ্বারা) যে তোমবিস্মৃতিরূপ নির্ম্মল অবস্থা পাইয়াছিল, তোমার শ্রীচরণ অনাদর করা হেতু, তাহা হইতে ভ্রষ্ট হইয়া অধঃপতিত হয়। আমার তোমারদলে বদ্ধ হইয়া পড়ে। সুতরাং ভাই, ঐ সকল লোককে তোমার মঙ্গল প্রার্থী মনে করিও না। তাহারা নিজেদের মঙ্গল পায় নাই, তোমাকে কিরূপে মঙ্গলের পথ দেখাইবে। তাহাদিগকে দূরসঙ্গ জানিয়া বর্জ্জন করিবে। তাহাদের ভগবদ্ভক্তি নাই, যেটুকু দেখায়, তাহা তাৎকালিক, নিত্যাভক্তি নহে। আমি তোমার মত সকল বদ্ধজীবকে এই সংবাদ শুনাইতে আসিয়াছি। যাহার দুর্ভাগ্য কাটিয়াছে, সেই আমার কথা শুনিবে, সেই আমার প্রবর্ত্তিত পথে চলিবে, সেই জীবন্মুক্ত হইবে, পরে নিত্য গোলোক বৃন্দাবন লীলা-প্রবেশাধিকার পাইবে। আমাকে তোমাদের মত একজন কারাকর্ত্তা মনে করিয়া অপরাধ করিও না, তাহা আমার কথায় আস্থা হইবে না। আর পাঁচজনের কথার মত আমার কথাও একটা মতবাদ বলিয়া মনে করিবে তখন তোমার সুবিধা ও সুযোগ কথা, আরও দৃঢ়ভাবে বদ্ধ হইয়া পড়িবে। তাই বলি যথার্থ শুদ্ধ ভক্তের ভাব আর কে এমন দয়াল আছে, যা হইতে পারে। আমরা স্থূল মস্তিষ্ক তাঁহার দয়ার মর্ম্ম বুঝিতে পারি না। মনে করি অন্নদান বস্ত্রদান প্রবৃত্তি বুঝি প্রাকৃত দয়া, ঐ গুলি প্রাকৃত দয়া বটে, প্রাকৃত নহে। আরও বলি ভক্তের কারাগার হয় না, তিনি নিত্যমুক্ত।

শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিত গোস্বামী

শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর অতি প্রিয়পার্ষদ। আদিকবি শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন দাস তাঁর শ্রীচৈতন্যভাগবত গ্রন্থের প্রতি অধ্যায়ের মঙ্গলাচরণে শ্রীগৌরসুন্দরকে "জয় শ্রীজগদানন্দ প্রাণের আনন্দ। জয় জয় শ্রীজগদানন্দের জীবন॥" ইত্যাদি বাক্যে স্তব করিয়াছেন। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী ও "পণ্ডিত জগদানন্দ প্রভুর প্রাণরূপ" ইত্যাদি বাক্যদ্বারা জগদানন্দ যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর একজন অতি প্রিয় পার্ষদ ছিলেন তাহা বর্ণন করিয়াছেন। কবিকর্ণপুর রচিত শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকেও জগদানন্দ পণ্ডিতের সহিত শ্রীগৌরসুন্দরের প্রেমলীলার উদাহরণ দেখিতে পাওয়া যায়। কবিকর্ণপুর তাঁহার শ্রীগৌরগণোদ্দেশ দীপিকায় জগদানন্দকে সত্যভামাস্বরূপ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন—

"যেনাধরামৃতরসেন তোষং কৃষ্ণমিহ সাত্বতাঃ।
সত্যভামাপ্রকাশোঽসি জগদানন্দপণ্ডিতঃ॥"

গৌঃ গঃ ৫১ সংখ্যা।

শ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত গ্রন্থে শ্রীজগদানন্দ যে আত্মপরিচয় প্রদান করিয়াছেন তাহাতে জানা যায় যে জগদানন্দ অতি বাল্যকাল হইতে শ্রীগৌরসুন্দরের একজন প্রধান সঙ্গী ছিলেন। শিশুকালে তাঁহারা উভয়ে একসঙ্গে পাঠশালায় অধ্যয়ন করিতেন এবং উভয়ের একসঙ্গে নানাবিধ কোন্দল" ও "হাতাহাতি" হইত। জগন্নাথ মিশ্র ও শচীদেবী জগদানন্দকে পুত্রের ন্যায় স্নেহ করিতেন এবং নিমাই ও জগদানন্দকে একসঙ্গে পাঠশালায় পাঠাইতেন। নিমাই ও জগদানন্দের গৃহে গিয়া অনেক সময় আহারাদি করিতেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন নিত্যানন্দ, গদাধর, মুকুন্দ, গোবিন্দ, ব্রহ্মানন্দ প্রভৃতি ভক্তগণের সহিত নীলাচলে আগমন করেন তখন জগদানন্দ ও তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। প্রভুমহাপ্রভু গদাধর পণ্ডিতকে টোটা গোপীনাথের সেবা এবং জগদানন্দকে সমুদ্রের তীরে 'সিন্ধিবাড়ি-সেবা' দান করেন। গৌড়দেশ হইতে যে সমস্ত ভক্ত আসিতেন তাঁহাদিগকে শ্রীমন্মহাপ্রভু জগদানন্দের নিকট থাকিতে বলিতেন। শ্রীগৌরসুন্দরের দ্বিতীয়-স্বরূপ স্বরূপ দামোদর ও জগদানন্দ উভয়ে উভয়ের প্রিয়তম ছিলেন। জগদানন্দ যখন "প্রেমবিবর্ত্ত গ্রন্থ" খানা রচনা করেন, তখন শ্রীস্বরূপ গোস্বামীও জগদানন্দকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর জীবনচরিত সম্বন্ধে লিখিবার জন্য প্রয়োচনা করেন।

শ্রীগৌরসুন্দরের নীলাচলে আগমনের পরে জগদানন্দ শ্রীমন্মহাপ্রভুর মত বহন করিয়াছিলেন। সুবর্ণরেখায় নিকট জগদানন্দ শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রতিনিধি নিত্যানন্দের নিকট বার্ত্তা ভিক্ষা করিবার গমন করেন। ইতিপূর্বে অবধূত নিত্যানন্দ গৌরসুন্দরের প্রতিনিধি লীলা সম্পাদন করেন। জগদানন্দ যে পাকবার্তা অতি সুদক্ষ ছিলেন, তাহা 'শ্রীচৈতন্যভাগবত' ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের' স্থানে স্থানে পরিচয় পাওয়া যায়।

শ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত গ্রন্থে দেখা যায় জগদানন্দ বাল্যকালে শিবানন্দ-সেনের নিকট হইতে গীতা ও ভাগবতাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন এবং শিবানন্দ সেনের গৃহে ভোগপচন করিতে করিতে পাক শিক্ষা করেন।

একদিন নীলাচলে জগদানন্দ সনাতন প্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করিলে সনাতন পণ্ডিতকে নিজ দুঃখ নিবেদন করিয়া বলিলেন, পণ্ডিত, আমি নীলাচলে দুঃখ দূর করিতে আসিলাম, কিন্তু মহাপ্রভু আমার ন্যায় অস্পৃশ্যকে নিষেধসত্ত্বেও আলিঙ্গন করিয়া থাকেন, বিশেষতঃ আমার গায় কণ্ডুরসা হইয়াছে তাহা সদয় গায় লাগে, ইহাতে আমার অপরাধ হয়।" জগদানন্দ পণ্ডিত শ্রীসনাতনকে বলিলেন—'আপনি বৃন্দাবন গিয়া বাস করুন, তাহাই আপনার যোগ্য বাসস্থান' অন্য একদিন মহাপ্রভু বলপ্রয়োগ করিয়া সনাতনকে আলিঙ্গন করিলে শ্রীসনাতন অতি দুঃখিতান্তঃকরণে মহাপ্রভুকে জানাইলেন, 'প্রভো, আমাকে বৃন্দাবন যাইবার জন্য আজ্ঞা প্রদান করুন। জগদানন্দ পণ্ডিত ও আমাকে বৃন্দাবন যাইবার উপদেশ দিয়াছেন। কারণ এখানে থাকিয়া আমি আপনার সেবার বিঘ্ন করিতেছি।' মহাপ্রভু এই কথা শুনিয়া জগদানন্দের প্রতি তিরস্কার ভাব প্রদর্শন করিয়া বলিলেন, "কালিকার পড়ুয়া জগা" এইরূপ অবজ্ঞাকারী হইয়াছে যে গুরুতুল্য তোমাকেও উপদেশ প্রদান করিতে অগ্রসর হইয়াছে। তুমি আমারও উপদেষ্টা, আর সেদিনকার বালক জগদানন্দ তোমাকে উপদেশ

করিয়া থাকে!" ভক্তই ভক্তের মহিমা বুঝেন ও ভগবানের গূঢ়লীলা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। বহির্মুখ বদ্ধজীব আমরা অপ্রাকৃত রসকে প্রাকৃতের মতই মনে করিয়া থাকি। শ্রীসনাতন মহাপ্রভুর পায় ধরিয়া বলিতে লাগিলেন, জগদানন্দের সৌভাগ্য আজ জানিতে পারিলাম। জগদানন্দ কত ভাগ্যবান্ আর আমি কত অধম—

"আপনার সৌভাগ্য আজি কৈল জান।
জগতে নাহি জগদানন্দ সম ভাগ্যবান্॥
জগদানন্দে পিয়াও আত্মীয়তা সুধারস।
মোরে পিয়াও গৌরব স্তুতি নিম্বনিম্বাদস॥"

এক বৎসর রথযাত্রার পর শচীমাতার জন্য প্রসাদ বস্ত্রের সহিত জগদানন্দ গৌড়দেশে আগমন করেন। শচীমাতাও ভক্তগণ জগদানন্দকে পাইয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন। জগদানন্দ অদ্বৈত আচার্য, শ্রীবাস, হরিদাস প্রভৃতি ভক্তগণের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। সকলেই জগদানন্দের মুখে সোৎকণ্ঠচিত্তে শ্রীগৌরসুন্দর-লীলা-কাহিনী শ্রবণ করিতে করিতে বিহ্বল হইলেন।

"চৈতন্যের প্রেমপাত্র জগদানন্দ ধন্য।
যারে মিলে সেই মানে পাইল চৈতন্য॥"

জগদানন্দ শিবানন্দ সেনের গৃহে থাকিলেন। সেখান হইতে "চন্দনাদি তৈল" প্রস্তুত করাইয়া একটী বড় কলসীতে ভরিয়া অতি যত্নে মহাপ্রভুর জন্য নীলাচলে লইয়া আসিলেন এবং মহাপ্রভুর সেবক গোবিন্দের নিকট ঐ তৈল রাখিয়া উহা যাহাতে শ্রীমন্মহাপ্রভু মস্তকে ব্যবহার করেন তজ্জন্য অনুরোধ জানাইলেন। শ্রীগৌর-সুন্দর স্বয়ং সেবা বস্তু হইলেও তিনি লোকশিক্ষক তাই তিনি বর্ণাশ্রমান্তর্গত গোবিন্দকে বলিলেন 'তৈল ব্যবহারে সন্ন্যাসীর অধিকার নাই, তাহাতে আবার সুগন্ধি তৈল!" অতএব ঐ তৈল জগন্নাথদেবের প্রদীপের জন্য দেওয়া হউক।' গোবিন্দ জগদানন্দকে এই কথা জানাইলেন। গোবিন্দ পুনরায় দশ দিন পরে মহাপ্রভুকে জগদানন্দ পণ্ডিতের অনুরোধ জ্ঞাপন করিলে মহাপ্রভু গোবিন্দকে বলিলেন, যে যদি আমি সুগন্ধি তৈল ব্যবহার করি, তবে লোকে আমাকে "লাবী সন্ন্যাসী" বলিয়া উপহাস করিবে। প্রাতঃকালে জগদানন্দ মহাপ্রভুর নিকট আসিলে গৌরসুন্দর বলিলেন 'জগদানন্দ, তুমি এই তৈল জগন্নাথ দেবের প্রদীপে ব্যবহারের জন্য প্রদান কর। তাহা হইলে তোমার এত পরিশ্রম সব সফল হইবে। আমি সন্ন্যাসী হইয়া কি প্রকারে তৈল ব্যবহার করিব? এই কথা শুনিয়া জগদানন্দ হৃদয়ে অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন এবং কিছু অভীষ্ট সেবার সেবা করিতে পারিলাম না বলিয়া' প্রেমক্রোধ বশতঃ ঘর হইতে তৈলপূর্ণ কলসটী আনিয়া মহাপ্রভুর সম্মুখেই আঙ্গিনার মধ্যে ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন এবং নিজগৃহে যাইয়া কপাটবন্ধ করিয়া শুইয়া থাকিলেন। জগদানন্দ এইরূপ উপবাস করিয়া শুইয়া আছেন জানিয়া তৃতীয় দিবসে শ্রীমন্মহাপ্রভু জগদানন্দের গৃহের দ্বারে যাইয়া ডাকিয়া বলিতে লাগিলেন 'জগদানন্দ আজ মধ্যাহ্নে তোমার নিকটে ভিক্ষা গ্রহণ করিব, তুমি রন্ধন কর।' এইরূপ শুনিয়া জগদানন্দ গাত্রোত্থানপূর্বক বহুবিধ ব্যঞ্জনাদি রন্ধন করিয়া মনের সাধে মহাপ্রভুকে খাওয়াইলেন এবং পরে মহাপ্রভুর পুনঃ পুনঃ অনুরোধে 'অবশেষ' গ্রহণ করিলেন। এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু লিখিয়াছেন—

"জগদানন্দে প্রভুর প্রেমা চলে এইমতে।
সত্যভামা কৃষ্ণে যেন শুনি ভাগবতে॥
জগদানন্দের সৌভাগ্যের কে কহিবে সীমা।
জগদানন্দের সৌভাগ্যের তেহোঁই উপমা॥
জগদানন্দের 'প্রেমবিবর্ত্ত' শুনে যেই জন।
প্রেমের স্বরূপ জানে পায় প্রেমধন॥"

নীলাচলে বিপ্রলম্ভবিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দর কলার খোলে শয়ন করেন দেখিয়া জগদানন্দের মনে বড় কষ্ট হইল। তিনি মহাপ্রভুর জন্য লেপ বালিস তৈয়ার করাইলেন। কিন্তু লোকশিক্ষক শ্রীমন্মহাপ্রভু তাহা গ্রহণ করিলেন না! পরে স্বরূপ গোস্বামী কলার পেটো চিরিয়া চিরিয়া যে লেপ বালিসের মত তৈয়ার করিয়া দিলেন, তাহা অনেক আপত্তির সহিত মহাপ্রভু স্বীকার করিলেন। ইহা দেখিয়া ভক্তগণের সুখ হইলেও জগদানন্দের ভক্তি-

নাথ পরিপূর্ণরূপে পূরণ না হওয়ায় তিনি অন্তরে ও বাহিরে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া রহিলেন।

অনেক দিন হইতেই মনের দুঃখে জগদানন্দের বৃন্দাবন গমনের ইচ্ছা ছিল কিন্তু মহাপ্রভু আজ্ঞা না দেওয়াতে তিনি বৃন্দাবন যাইতে পারিতেছিলেন না। দুঃখের কারণ এই যে—তিনি প্রাণ ভরিয়া প্রাণপতির সেবা করিতে পারিলেন না। সেবানন্দলুব্ধ সেবকের এইরূপ ভাবই বটে!

"প্রভু কহে মথুরা যাইবে আমার ক্রোধ করি।
আমার রোষ লাগাইয়া যাইবে ছিয়াশী॥"

জগদানন্দ অভিমানভরে প্রভুর চরণে নিপতিত হইয়া বলিলেন, প্রভো, পূর্বেও আমি বৃন্দাবন যাইবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলাম, কিন্তু অনুমতি পাই নাই, এবার অনুমতি দাও"।

কিন্তু মহাপ্রভু কিছুতেই জগদানন্দকে ছাড়িয়া দিবেন না তাবৎ তিনি জানিতেন জগদানন্দের 'ও' এ বৃন্দাবন যাওয়া নয়। জগদানন্দ জানিতেন—যাঁহা মহাপ্রভু তাঁহা বৃন্দাবন" অতিন্ন ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীগৌরসুন্দর যেখানে বিরাজিত সেই স্থানেই তরুণ বৈভব বৃন্দাবন পরিকরগণসহ প্রকাশমান। মহাপ্রভুর নিকট প্রত্যাখ্যাত হইয়া জগদানন্দ পণ্ডিত তখন শ্রীল স্বরূপ গোস্বামীর আশ্রয় লইলেন। জগদানন্দ শ্রীল স্বরূপ গোস্বামী প্রভুকে বলিলেন, মহাপ্রভু আমাকে ক্রোধপ্রকাশ করিয়া "যাও" বলিয়া থাকেন কিন্তু সরলভাবে অনুমতি দেন না। অতএব আপনি প্রভুর আজ্ঞা লইয়া দিন, শ্রীল স্বরূপ গোস্বামী প্রভুর কথায় মহাপ্রভু অনুমতি দিলেন এবং জগদানন্দকে ডাকাইয়া কোন্ পথে কি ভাবে যাইতে হইবে এবং পথে যে সকল দস্যু তস্করাদির ভয় আছে, তদ্বিষয়ে সতর্ক করিয়া দিলেন। আরও বলিয়া দিলেন যে মথুরায় গেলে সনাতনের সঙ্গে সঙ্গলাভ থাকিবে। মথুরায় গৌরপার্ষদকে দূর হইতে ভক্তি করিবে তাঁহাদের সঙ্গ করিবে না। যাহারা রাগমার্গ প্রাপ্ত হন নাই, তাঁহাদের ব্রজবাস করা উচিত নয়, ব্রজদর্শনমুখে শীঘ্র চলিয়া আসা ভাল। সনাতন প্রণয়িভক্ত সুতরাং প্রণয়িভক্তের সঙ্গেই শ্রীকৃষ্ণ লীলাস্থান সমূহ দর্শন করিবে। গোপাল দর্শনের জন্য গোবর্দ্ধনে চড়িবে না, গোবর্দ্ধন সাক্ষাৎ ভগবানের শ্রীমূর্ত্তি। সনাতনকে বলিও যে আমিও শীঘ্রই বৃন্দাবনে আসিতেছি; আমার জন্য একটী স্থান করিয়া রাখিতে বলিবে। মহাপ্রভু এই সকল উপদেশ দিয়া জগদানন্দকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক বিদায় দিলেন। জগদানন্দও মহাপ্রভুর চরণ বন্দনা ও দণ্ডবৎপের অনুমতি লইয়া বনপথে চলিতে লাগিলেন। ক্রমে কাশীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তথায় তপনমিশ্র ও চন্দ্রশেখরের সহিত সাক্ষাৎ হইল, তাঁহাদিগের নিকট মহাপ্রভুর কথা নিবেদন করিলেন। কিছুদিনের মধ্যে জগদানন্দ মথুরায় আসিয়া শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। দুইজনেই কৃষ্ণকথালাপ রঙ্গে আনন্দে দিন যাপন করিতে লাগিলেন। শ্রীসনাতন জগদানন্দকে দ্বাদশ বন দর্শন করাইলেন। দুইজনেই মহাবন দর্শন করিয়া গোকুলে রহিলেন। সনাতন গোঁফাতে থাকিতেন তৎসঙ্গে জগদানন্দ পণ্ডিতও রহিলেন। শ্রীসনাতন কভু মহাবন, কভু দেবালয়ে কভু বা ব্রজবাসির মাধুকরী প্রাপ্ত রুটির টুকরা গ্রহণ করিয়া জীবন নির্ব্বাহ করিতেন। কিন্তু জগদানন্দ পণ্ডিত ভাত না খাইয়া প্রতিদিন চলিবে না বলিয়া দেবালয়ে গিয়া পাক করিতেন। ব্রজের দেবালয়ে ডাল ভাত প্রসাদ হইত না। শ্রীসনাতনই পণ্ডিতের অন্নাদি পাকের সামগ্রী মাগিয়া আনিয়া যোগাড় করিয়া দিতেন।

একদিন জগদানন্দ পণ্ডিত শ্রীসনাতন প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিলেন, পণ্ডিত নিত্যকৃত্য সমাপনপূর্ব্বক পাক চড়াইয়াছেন—এমন সময় সনাতন মুকুন্দ সরস্বতী নাম একজন সন্ন্যাসীপ্রদত্ত গৈরিক বহির্ব্বাস মস্তকে বান্ধিয়া জগদানন্দের বাসার দ্বারে আসিয়া বসিলেন। পণ্ডিত মনে করিলেন এই গৈরিক বহির্ব্বাস নিশ্চয়ই মহাপ্রভুর প্রদাদী বস্ত্র। সুতরাং সেই বস্ত্র দর্শনে মহাপ্রভুর কথা উদ্দীপন হওয়াতে পণ্ডিত প্রেমাবিষ্ট হইয়া পড়িলেন। পণ্ডিত সনাতনকে জিজ্ঞাসা করিলেন এই ধাতুল বস্ত্র আপনি কোথায় পাইলেন? সনাতন বলিলেন—"ইহা মুকুন্দ সরস্বতী নামক এক সন্ন্যাসী আমাকে দিয়াছেন"। সনাতন প্রভুর এই

কথা শুনিয়া জগদানন্দ পণ্ডিত ক্রোধে তাহার ছাড়ি লইয়া সনাতনকে মারিতে উদ্যত হইলেন ও সক্রোধবচনে বলিতে লাগিলেন সনাতনপ্রভু আপনি মহাপ্রভুর প্রিয়তম ও প্রধান পার্ষদ হইয়া অদ্য সন্ন্যাসীর বস্ত্র শিরে ধারণ করিয়াছেন। কোন্ লোক আপনার ঐরূপ বৈষ্ণবাপরাধ দেখিয়া তাহা সহ্য করিতে পারেন? সনাতন বলিলেন—জগদানন্দ, এইরূপ চৈতন্যনিষ্ঠা আপনারই যোগ্য বটে। আপনি এইরূপ গৌরনিষ্ঠা না শিখাইলে আমরা কিরূপে শিক্ষা করিব? আমি যে জন্য বস্ত্র মস্তক বন্ধন করিয়াছিলাম সে উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে। আমি আজ অপূর্ব্ব প্রেম প্রত্যক্ষ করিলাম। বৈষ্ণবগণ পরমহংস—তাঁহারা বর্ণ ও আশ্রমধর্ম্মের অতীত সুতরাং বৈধ সন্ন্যাসীগণের পরিধেয় গৈরিকবসন পরিধান করিয়া তাঁহাদের আশ্রম নির্দ্দেশ করিতে হয় না তবে যে সময় সময় (মাধবেন্দ্রপুরী প্রভৃতি) পরমহংস বৈষ্ণবগণও গৈরিক বেশ ধারণ করেন তাহা তাঁহাদের দৈন্য-জ্ঞাপক। তাঁহারা নিজদিগকে বর্ণাশ্রমাতীত পরমহংস বৈষ্ণব-বেশের অযোগ্য মনে করিয়া দৈন্যসহকারে বৈষ্ণবের অযোগ্য আশ্রমোচিত গৈরিক বসন পরিধান করিয়া থাকেন। কিন্তু আমি অতি দীনহীন, আমার প্রাণপ্রভু শ্রীগৌরহরি যে বেশ স্বীকার করিয়াছেন আমি তাহার কিঙ্কর হইয়া তাঁহার সমান বেশ ধারণ করিতে পারি না, অতএব আমি উহা কোনও প্রকারেই দিয়া দিই উহার দ্বারা আমার কোনও কাজ নাই। জগদানন্দ রন্ধন সমাপ্ত করিয়া শ্রীচৈতন্যকে নিবেদন করিলেন এবং তৎপরে দুইজনে বসিয়া মহাপ্রসাদ সম্মান করিলেন। কিছুদিন পরে জগদানন্দ নীলাচলাভিমুখে যাত্রা করিলেন। শ্রীসনাতন জগদানন্দের সহিত রাসস্থলীর বালু, গোবর্দ্ধনের শিলা, গুঞ্জ পক্ক পীলুফল, এবং গুঞ্জামালা তেঁহ স্বরূপে দিয়া দিলেন। শ্রীসনাতন বারাণসী আসিয়া টীলায় একটী পুরাতন মঠ পাইলেন, মহাপ্রভুর জন্য সেই মঠটীই সংস্কার করিয়া রাখিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু ও ভক্তগণ জগদানন্দকে পুনরায় নীলাচলে পাইয়া পরম আনন্দিত হইলেন। অভিন্ন-ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীগৌরসুন্দর প্রতিবৎসর বাৎসল্যরসাপ্লুতা বিরহকাতরা অভিন্ন স্বরূপশক্তি শ্রীশচীদেবীকে সান্ত্বনা করিবার জন্য জগদানন্দ পণ্ডিতকে শ্রীজগন্নাথদেবের গোপবেশ সম্বন্ধীয় প্রসাদ বস্ত্রের সহিত নীলাচল হইতে গৌড়ে পাঠাইতেন। জগদানন্দকে বলিয়া দিতেন, মাকে বলিও—

"তোমার সেবা ছাড়ি আমি করিল সন্ন্যাস।
বাউল হইয়া আমি কৈল ধর্ম্মনাশ॥
এই অপরাধ তুমি না লইও আমার।
তোমার অধীন আমি পুত্র যে তোমার।

* * *

মাতৃ ভক্তগণের প্রভু এত লিখেছি।
সন্ন্যাস করিয়া সদা সেবেন জননী॥"

মনোধর্ম্মী অতত্ত্বজ্ঞ, ভাববাহী প্রাকৃত লোকগণের কেহ কেহ শ্রীগৌরসুন্দরের এই লীলায় মর্ম্ম গ্রহণ করিতে অসমর্থ হইয়া নিজ নিজ অজ্ঞতা বিচারে 'মহাপ্রভু সন্ন্যাস-ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া অন্যায় করিয়াছিলেন—তাহা তিনি নিজেই স্বীকার করিয়াছেন' এইরূপ বলিয়া থাকেন। আবার কেহ বা বলেন—জগদ্গুরু মহাপ্রভুও যখন সন্ন্যাসী হইয়াও মাতার জন্য মমতা ও মাতৃসেবার নিদর্শন দেখাইয়া গিয়াছেন—তখন তাহা আমাদেরও অনুকরণীয় অর্থাৎ আমাদেরও স্ত্রীর মাতাপিতার প্রতি আসক্ত হওয়া কর্ত্তব্য।

ইন্দ্রিয়তাড়নায় তাড়িত অন্ধরা, গৃহাসক্ত বেহাসক্ত আমরা, অজ্ঞান অন্ধকারে পতিত আমরা, অবিদ্যায় আচ্ছন্ন আমরা, দৈবীমায়ার কবলগ্রাসে গ্রস্ত আমরা, দ্বিতীয়াভিনিবিষ্ট মায়ার কিঙ্কর বদ্ধ জীব আমরা, আমরা কিনা 'আত্মদৃষ্টান্তে আত্মবৎ মন্যতে জগৎ'—এই ন্যায় অনুসারে শ্রীভগবানের সহিত নিজকে সমান জ্ঞান করিতে চাই। মায়াবশ জীবে ও মায়াধীশ শ্রীনারায়ণে সমান জ্ঞান ইহাই কি আমাদের পাষণ্ডতা নাস্তিকতার চরম দৃষ্টান্ত নহে? এই বিষ্ণুবিরোধ এই পাষণ্ডতা কি বহির্ম্মুখ বদ্ধজীবের অস্থিমজ্জাগত? শ্রীগৌরসুন্দর সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন শচী-মাতা সাক্ষাৎ যশোমতি তাঁহাদের উভয়ের অপ্রাকৃত বাৎসল্য রস আর প্রাকৃত মাতাপুত্রের জড়ীয় ভোগময় সম্বন্ধ কি এক? 'কাম' আর 'প্রেম' কি এক বস্তু?

"কাম' 'প্রেম' দোঁহাকার বিভিন্ন লক্ষণ।
লৌহ আর হেম যৈছে স্বরূপে বিলক্ষণ॥"

চৈঃ চঃ আদি ৪র্থ

লৌহ ও স্বর্ণের যেরূপ স্বরূপ পরস্পর বিলক্ষণ, কাম ও প্রেম এক জাতীয় প্রায় হইলেও তাহাদের লক্ষণ পৃথক্ পৃথক্। শ্রীভগবান বলিয়াছেন চৈঃ চঃ আদি ৪র্থ—

মোর পুত্র মোর সখা মোর প্রাণপতি।
এই ভাবে যেই মোরে করে শুদ্ধভক্তি॥
আপনাকে বড় মানে আমারে সম হীন।
সেই ভাবে হই আমি তাঁহার অধীন॥

সুতরাং প্রাকৃত জীব আমরা যদি মায়িক রাজ্যে থাকিয়া ভোগময় চশমা পরিয়া শুদ্ধবাৎসল্যরসের সৌন্দর্য্য গ্রহণে অগ্রসর হই তাহা হইলে আমরা অপ্রাকৃত বস্তুকে প্রাকৃতের ন্যায়ই দেখিয়া ফেলিব।

অপ্রাকৃতবস্তুকে ভোগচক্ষে দর্শন করিতে যাইয়াই জগতে প্রাকৃত সহজিয়া আউল, বাউল প্রভৃতি কত কুৎসিৎ ভোগময় অসম্প্রদায় সৃষ্ট হইয়াছে। এই লীলায় দ্বারা জগদ্গুরু শ্রীগৌরসুন্দর একাধারে তদীয় প্রেমিক ভক্তগণকে শচীদেবীর সহিত তাঁহার শুদ্ধ বাৎসল্যরসের মাধুর্য্য ও সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করাইয়াছেন এবং বৈদ্য জগৎকেও অর্জ্জুনের নিকট গীতার চরমশ্লোকে যে উপদেশ দান করিয়াছিলেন এবং উদ্ধবগীতায় শ্রীউদ্ধবকে (১১।১৪।৩১) লক্ষ্যে যাহা বলিয়াছিলেন তাহা শিক্ষা প্রদান করিলেন অর্থাৎ কৃষ্ণের শরণাগত হইবার জন্য যদি কেহ মাতৃসেবা পিতৃসেবারূপ গৃহস্থাশ্রমধর্ম্ম পরিত্যাগও করেন তাহাতে তাহার কোনও প্রত্যবায় নাই। (গীতা ১৮।৬৬)—

দেবর্ষিভূতাপ্তনৃণাং পিতৃণাং ন কিঙ্করো নায়মৃণী চ রাজন্।
সর্ব্বাত্মনা যঃ শরণং শরণ্যং গতো মুকুন্দং পরিহৃত্যকর্ত্তম্।

অর্থাৎ মনুষ্য কাম পরিত্যাগপূর্ব্বক যদি একমাত্র শরণ্য শ্রীকৃষ্ণচরণে শরণাগত হন তাহা হইলে তাঁহার দেবতা ঋষি অন্যান্য কুটুম্বগণ মনুষ্য, আত্মীয় ও পিতৃগণের জন্য উপযুক্ত অনুষ্ঠান না করিলেও পরিশোধিত হইয়া যায়। শ্রীমন্মহাপ্রভু ইহা স্বমুখে বলিয়াছেন—(চৈঃ চঃ মধ্য ২২।২৩)—

"কায় ত্যজি কৃষ্ণ ভজে শাস্ত্র আজ্ঞা মানি।
দেব ঋষি পিতৃ আদির কভু নহে ঋণী॥

শ্রীগৌরসুন্দরই যথার্থ মাতৃভক্তশিরোমণি। তিনি সন্ন্যাস-গ্রহণের পূর্ব্বে মাতাকে বলিয়াছিলেন—

"আমার শুনহ আগে যতেক কাহন।
আমি আনি দিব মাতা কৃষ্ণপ্রেমধন॥

শ্রীগৌরসুন্দর মাতাকে এইরূপভাবে সেবা করিয়াছিলেন। তিনি মাতাকে উপদেশ ছলে আরও বলিয়াছিলেন—

"সেই সে পরম বন্ধু সেই মাতা পিতা।
শ্রীকৃষ্ণচরণে যেই প্রেমভক্তিদাতা॥
সকল জন্মে পিতামাতা সবে পায়।
কৃষ্ণ গুরু নাহি মিলে ভজহ হিয়ায়॥"

যিনি মাতৃপ্রদত্ত, লালিত ও পুষ্টশরীর ধারণ করিয়া হরিভজন করেন, তাঁহারই শরীরদ্বারা যথার্থ শুদ্ধভাবে মাতৃসেবা হয় নতুবা কেবল মাতাপুত্রে জড়ীয় ভোগময় দেহের সম্বন্ধ স্থাপিত হইলে জীবকে কর্ম্মমার্গে বিচরণ করায়। কবি তুলসীদাস তাঁহার একটী দোঁহাতে বলিয়াছেন—যে মূত্র ও পুত্র নির্গমনের পথ একই। যদি শ্রীরামচন্দ্রের ভজনা করেন তবেই তিনি যথার্থ মাতার পুত্র আর সে গর্ভধারিণীও ধন্যা। যদি তাহা না করে তাহা হইলে সেই পুত্র মূত্র অপেক্ষা ত্যাজ্য ও ঘৃণ্য। ভগবান্ চিরদিনই ভক্তের বশ। তাই শ্রীগৌরসুন্দরও শুদ্ধবাৎসল্যে শচীদেবীর নিত্য অধীন।

জগদানন্দ শচীদেবীর নিকট একমাসকাল বাস করিলেন এবং শচী দেবীকে শ্রীগৌরচন্দ্রের গুণকীর্ত্তন শ্রবণ করাইয়া সান্ত্বনা প্রদান করিলেন। জগদানন্দ অদ্বৈত আচার্য্যাদি ভক্তগণের সহিতও সাক্ষাৎ করিলেন। পরে শচীমাতা ও অদ্বৈতপ্রভুর আজ্ঞা লইয়া নীলাচলে ফিরিয়া যাইবার উদ্যোগ করিলেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ।

গৌড়ীয়

শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ৭ই অগ্রহায়ণ, শনিবার ১৩৩১, ২২শে নবেম্বর ২৪

তৃতীয় খণ্ড

১৪শ সংখ্যা

দুঃসঙ্গ-বর্জ্জন।

দুঃসঙ্গ-বর্জ্জন ব্যতীত জীবের কখনও নিত্য মঙ্গল লাভ হয় না। যাহার দুঃসঙ্গ আছে, তিনি সহস্র সাধন করিয়াও কোনও ফললাভ করিতে পারেন না।

বহু জন্ম করে যদি শ্রবণ কীর্ত্তন।
তথাপি না পায় কৃষ্ণপদে প্রেমধন।

চৈঃ চঃ আদি ৮ম

নৌকায় না তুলিয়া দিবারাত্রে নৌকা চালাইলেও যেরূপ কিঞ্চিন্মাত্র ও অগ্রসর হয় না বরং পণ্ডশ্রম মাত্র হয়, তদ্রূপ দুঃসঙ্গ বর্জ্জন না করিয়া অষ্টপ্রহর বা চৌষট্টি প্রহর চেঁচাইলেও বা নামমালায় "ঠক্‌স্ ত' ঠক্‌স্ নে"-শব্দ করিলেও ভজন পথে কিছু মাত্র অগ্রসর হওয়া যায় না বরং পিত্তবৃদ্ধি হয়। এই জন্যই শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীপ্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের প্রারম্ভে ভাগবতীয় বচন উদ্ধার করিয়া দুঃসঙ্গবর্জ্জনের উপদেশ দিয়াছেন।

তস্মাদ্ দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্।
সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ॥

(ভা ১১।২৬।২৬)

গৌড়ীয়ের প্রিয় পাঠকগণ, আপনারা সকলেই বুদ্ধিমান্। সর্ব্বশেষোপদেষ্টা শ্রীমদ্ভাগবতের এই শ্লোকটীর তাৎপর্য্য, বিচার করুন্। শ্লোকটীতে তিনটী মহামূল্য কথা আছে যথা—(১) দুঃসঙ্গ বর্জ্জন, (২) সৎসঙ্গ গ্রহণ ও (৩) সাধুর লক্ষণ। এই তিনটী কথা করিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার প্রিয়তম ভক্ত উদ্ধব মহারাজকে ঐল গীতাখ্যান কথনান্তে বলিয়াছেন—হে উদ্ধব, যেহেতু ঐলরাজ পুরূরবা উর্ব্বশী সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন বলিয়া পরিণামে স্বীয় আত্মাতে আত্মারাম আমার স্বপদলাভে সমর্থ হইয়াছিলেন, সেইহেতু বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি যদি বিচারজ্ঞ হন তবে সর্ব্ব-প্রযত্নে দুঃসঙ্গবর্জ্জনপূর্ব্বক অনুক্ষণ সাধুসঙ্গ করিবেন। কারণ সাধুগণের কৃত্য এই যে, তাঁহারা সর্ব্বক্ষণ বিষয়াসক্ত জীবগণের বিষয়বাসনারূপ বন্ধনগুলিকে শাস্ত্রযুক্তিরূপ শাণিত অস্ত্রদ্বারা ছেদন করিয়া সম্বন্ধজ্ঞানের উদয় করাইয়া দেন। সুতরাং ভাই পাঠকগণ, আপনারা—

ভাগবতের অর্থ কবর বিচার।
বিচার করিলে পাবে ভক্তির অর্থ সার॥

সাধারণ জীব মনে করেন, ভোগে সুখে নাই, সুখ যদি থাকে তবে কামিনীকাঞ্চন ত্যাগে। ঐ যে বৃক্ষতল-বাসী কৌপীনধারী সন্ন্যাসী, বেদান্তবাক্যে সদা রমণ করিতে করিতে বলিতেছেন—"শিবোঽহং" "শিবোঽহং" তিনিই সুখী। সুতরাং উহার পদতলে যদি যথাসর্ব্বস্ব প্রদান করিয়া লুটাইতে পারি তবেই সুখী হইতে পারিব। এই ভাবিয়া অজ্ঞানান্ধ জীব একপ্রকার অবিদ্যার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে গিয়া অপরপ্রকার অবিদ্যার হস্তে পড়িয়া কতই না যাতনা ভোগ করিতেছেন। হায়! হায়! তাহারা জানেন না যে—

"দুঃসঙ্গ কহিয়ে বৈষ্ণব আত্ম-বঞ্চনা।
কৃষ্ণ কৃষ্ণভক্তিবিনা অন্য কামনা॥"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে।

কৃষ্ণসেবা ব্যতীত অন্য কামনামাত্রই দুঃসঙ্গ। ভোগীর ধর্ম্ম সাধুসঙ্গপ্রভাবে কালে মঙ্গললাভ সম্ভব কিন্তু কপটত্যাগী যে আত্মবঞ্চনারূপ কপটতা করিয়া প্রচ্ছন্নভোগের আবাহন করেন তাহা আরও অধিকতর নিন্দনীয়।

তাই শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর গাহিয়াছেন—

"বিষয়ীর হৃদয়ে যবে সাধুসঙ্গ পায়।
অনায়াসে লভে ভক্তি ভক্তের কৃপায়॥
মায়াবাদ মোহ যায় হৃদয় পশিল।
কুতর্কে হৃদয় তার একদম ছেল॥
ধিক্ তার কৃষ্ণসেবা শ্রবণ-কীর্ত্তন।
কৃষ্ণ অঙ্গে বজ্র হানে তাহার স্তবন॥"

অতএব দুঃসঙ্গ বর্জ্জন করিয়া সৎসঙ্গ গ্রহণ করা আবশ্যক। দুঃসঙ্গ বর্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে সৎসঙ্গও বর্জ্জন বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে। কৃষ্ণসেবার প্রতিকূলবর্জ্জনই দুঃসঙ্গ বর্জ্জন আর কৃষ্ণসেবার অনুকূল গ্রহণই সৎসঙ্গ। মায়াবাদিগণ ইহা বুঝিতে না পারিয়া কৃষ্ণসেবার অনুকূল বিষয়গুলিকেও মায়িক বুদ্ধিতে ত্যাগ করিয়া থাকেন। এই জন্যই তাহাদের ত্যাগ ভণ্ড ত্যাগ তাহারা এক দুঃসঙ্গ ত্যাগ করিতে গিয়া অপর দুঃসঙ্গের কবলে পতিত হন। কিন্তু ভক্তগণ কৃষ্ণসেবার প্রতিকূল বিষয়ই ত্যাগ করেন এবং অনুকূল বিষয়কে স্বীকার করিয়া থাকেন। তাঁহারা সর্ব্ব ইন্দ্রিয় ও সর্ব্ব বিষয়ের দ্বারা সর্ব্বক্ষণ সর্ব্বেশ্বরেশ্বর-শ্রীহরিসেবা করেন। যে কামিনীকাঞ্চন, প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি মায়াবাদীর অখণ্ড বিচারে ত্যাগের বস্তু, হরি সেবকের অখণ্ড সেবার নিকট তাহাই ভগবৎসেবার উপকরণ। সুতরাং যাহা কপটত্যাগীর নিকট দুঃসঙ্গস্থানে ঘৃণার বস্তু তাহাই আবার সেবকের নিকট ভগবৎসম্বন্ধি পূজ্য বস্তু।

ঢাকায় বিরাট মহোৎসব

(৮ই নবেম্বরের স্বাধীন-শাসন পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত)

আমরা গত সংখ্যায় প্রকাশ করিয়াছিলাম যে শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠের বৈষ্ণবগণ প্রায় একমাস যাবৎ ঢাকার বিভিন্ন স্থানে সনাতন ধর্ম্ম সম্বন্ধে পাঠ কীর্ত্তন ও বক্তৃতা প্রদান করিতেছেন। ইহাদের প্রচারের ফলে ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, বিক্রমপুর ও পার্শ্ববর্ত্তী বহুস্থানে এখন যেন জাগরণের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। মাসেক যাবৎ পাঠ কীর্ত্তন করিয়া ১০ই নবেম্বর তারিখে ইহাদের ঢাকা মঠে এক বিরাট মহোৎসবের আয়োজন হইয়াছিল। প্রতি বৎসরই এই সময়ে ভক্তগণ ঢাকায় এরূপ পাঠ কীর্ত্তন মহোৎসব করিয়া থাকেন। প্রত্যক্ষদর্শিগণ একবাক্যে বলিতেছেন বৈষ্ণবধর্ম্মের ভাণ করিয়া দেশে যে ব্যভিচার চলিতেছিল ইহাতে তাহার অবসান হইবে। বাঙ্গালা দেশের বিভিন্ন স্থানে এবং বাঙ্গলার বাহিরেও ইহারা মঠ স্থাপন করিয়া জীবের কল্যাণের জন্য শুদ্ধ হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন। যাঁহারা একবার এই সকল ভক্তগণের সহিত একটুও আলাপ করিবার সুবিধা পাইয়াছেন তাঁহারাই বুঝিতে পারিয়াছেন বর্ত্তমানযুগে বৈষ্ণব ধর্ম্মের দোহাই দিয়া স্বার্থপর পাষণ্ডিগণ কি অন্যায় কর্ম্ম করিতেছিল। শুক্রবার দিবস হইতে অগণিত নরনারী মঠের শ্রীবিগ্রহ শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের মূর্ত্তি দর্শন করিতে

আসিলে মঠের ভক্তগণ স্ত্রীপুরুষ ও জাতিনির্ব্বিশেষে সকলকে মহাপ্রসাদ পাইবার জন্য সাদর অভ্যর্থনা করেন। শনিবার প্রাতঃকাল হইতে মঠে অসংখ্য লোক সমবেত হইতে থাকে এবং পাঠ কীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া ধন্য হয়। রাত্রিতে মহামহোৎসবের জন্য বহু পাচক রন্ধন কার্য্য আরম্ভ করিয়া দেয়। বেলা ১২ টার ভোগারতির পর সর্ব্বসাধারণকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করে। এই দিন ছোট সহরস্থ দ্বারাও চাকাবাসী সকলকে মহাপ্রসাদ পাইবার জন্য নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। বেলা ১২টা হইতে রাত্রি ১২টা পর্য্যন্ত এই বিরাট কার্য্য চলিতেছিল। সহস্র সহস্র লোক মহাপ্রসাদ পাইবার জন্য মঠে সমবেত হইতে থাকিলে স্থানের সঙ্কুলন না হওয়ায় নবাবপুরের বড় রাস্তার দুই ধারে দীন দরিদ্রদিগকে প্রসাদ দিবার ব্যবস্থা করা হয়। সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য! বহু ধনী স্ত্রীপুরুষ গাড়ী, ঘুড়ি, মোটরযানে মঠে আসিয়া মহাপ্রসাদ গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হইয়া গিয়াছেন। আমরাও ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি ভারতে আবার নির্ম্মল সনাতন ধর্ম্ম প্রচারিত হউক।

বুদ্ধি-তত্ত্ব।

বুদ্ধিনামক তত্ত্বটী ভগবানের অপরা প্রকৃতির অন্তর্ভুক্ত যথাহি শ্রীগীতোপনিষদে,—

"ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খংমনো বুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥

পরা প্রকৃতির বিপরীত ভাবযুক্ত তত্ত্বকে অপরা প্রকৃতি কহে। এই অপরাপ্রকৃতিকে শাস্ত্রে ছায়ার সহিত তুলনা করা হইয়াছে। যেমন ছায়াতে বস্তুর তদ্ভাব প্রকাশিত হয় না ও তৎপরিবর্ত্তে বিপরীত ধর্ম্মরূপ মলিনতা দৃষ্ট হইয়া থাকে, তদ্রূপ পরাপ্রকৃতিতে অবস্থিত উপাদেয় ধর্ম্মের বিনিময়ে ছায়াস্থানীয় অপরাপ্রকৃতিতে তদ্বিপরীত ধর্ম্মরূপ হেয়তা অবস্থান করে। অতএব বুদ্ধি তত্ত্বটী অপরাপ্রকৃতির অন্তর্ভুক্ত বিধায়, হেয় ও অকিঞ্চিৎকর।

২। অগ্নিও দাহিকাশক্তি পরস্পর ভিন্ন ভিন্ন রূপে অবস্থান করিতে পারে না। যদি তাহারা ভিন্ন ভিন্ন রূপে অবস্থান করিত তাহা হইলে সত্যভাবে অগ্নির সত্তা প্রকাশ হইত না। যেহেতু দাহিকাশক্তি কর্ত্তৃক অগ্নির অস্তিত্ব প্রকাশিত হয় ও তাহাকে পৃথক স্থানে অবস্থিত হইয়া অগ্নিকে প্রকাশ করিতে দেখা যায় না, তদ্রূপিত তাহার অগ্নিতে অবস্থান স্বীকার করা ব্যতীত গত্যন্তর নাই। যদিও অগ্নির সত্তা হইতে দাহিকা শক্তিকে বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থান করিতে দেখা যায় না, অর্থাৎ তাহাদিগকে অভিন্ন বা একাত্মক পদার্থ বলিয়া অনুভূত হয়, তথাপি প্রকাশিকা ও প্রকাশ্যরূপ কার্য্যগত ভেদ-দৃষ্টে তত্তৎ পদার্থ যে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মযুক্ত ইহা স্বীকৃত হইয়া পড়ে। সুতরাং তাহাদিগকে ভেদাভেদরূপে অবস্থিত, অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন বা অভিন্ন নহে, বলাই যুক্তি-সঙ্গত। যে প্রকার ভেদাভেদরূপে দাহিকাশক্তি অগ্নিতে অবস্থান করে, দৃষ্টান্ত সাহায্যে ইঙ্গিত প্রাপ্ত হইতে হইলে বলিতে হয় যে, সেইরূপ ভেদাভেদভাবে পরাশক্তি শ্রীভগবানে বিরাজমানা আছেন, যথাহি শ্রীকৃষ্ণসংহিতায়,—

"অত্রৈব তত্ত্বনির্জ্ঞানং জ্ঞাতব্যং সততং বুধৈঃ।"
"শক্তি শক্তিমতো ভেদো নাস্ত্যেব পরমার্থতঃ॥"
"তথাপি শ্রূয়তেঽত্যন্তং পরাশক্তিঃ পরাত্মনঃ।"
"অচিন্ত্যভাবসম্পন্না শক্তিরস্য প্রকাশতে॥"

৩। সূর্য্য উদিত হইলে তাহার কিরণকণসমূহকে তাহা হইতে পৃথগাকারে পরমাণুপুঞ্জের ন্যায় আগন্তুক পদার্থের উপর ভাসিতে দেখা যায় এবং সেই কিরণ সাহায্যে আমরা সূর্য্য ও তদ্ভিন্ন অন্যান্য পদার্থসমূহকে দেখিতে সমর্থ হই। সূর্য্য যখন অস্তাচলে গমন করেন, তখন আমরা দেখিতে পাই যে কিরণসমূহও তাহার অনুগমন করে। সূর্য্যোদয়কালে পৃথগাকারে ভাসমান কিরণকণগুলি যদি সত্যসত্যই পৃথক পদার্থ হইত, তাহা হইলে সূর্য্যাস্তকালেও আমরা তাহাদিগকে দেখিতে পাইতাম। যখন সূর্য্যের অস্তগমনের পরবর্ত্তিকাল কিরণ-সমূহকে দেখিতে পাওয়া যায় না, তখন প্রতিপন্ন হইতেছে যে তাহারা সূর্য্য হইতে অভিন্ন পদার্থ। যেহেতু আগন্তু

হইয়াও লোকলোচনে সূর্য্যোদয়কালে তাহারা ভিন্নবৎ প্রতীতির বিষয় হয়, তজ্জন্য তাহাদিগকে সূর্য্যের তেজোভেদ প্রকাশ বা সূর্য্যশক্তির পরিণতি কহে। দুগ্ধ বিকৃত হইয়া দধির আকার ধারণ করিলে যে প্রকার মূল পদার্থের বিনাশ ঘটে তাহাকে বস্তুর পরিণতি কহে। সূর্য্যরূপকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া তদীয় প্রকাশিকাশক্তির কিরণরূপ পরিণতিকে বস্তুর পরিণতি না বলিয়া শক্তির পরিণতি বলিতে হয়।

৩। শ্রীভগবান নিত্যপদার্থ। সুতরাং তাঁহাতে অবস্থিতা পরাশক্তি ও নিত্যা। যেহেতু ক্রিয়াশ্রয়তা ও ক্রিয়ার দ্বারা তত্ত্ববস্তুর মহিমা প্রকাশ করা শক্তির ধর্ম্ম তন্নিমিত্ত শক্তি নিত্যকালই ভগবৎ সেবায় নিযুক্তা। সেবা করিতে হইলে সেব্য-সেবিকাভাবে সন্নিহিত হওয়ার প্রয়োজন। কাযেই ভগবত্তত্ত্বকে সেব্যভাবে বিভাবিত করিয়া নিজে পৃথক সেবিকা আকারে পরিণতা হয়েন। সূর্য্য হইতে যেমন বহু কিরণের উৎপত্তি হয়, তদ্বৎ পরাশক্তিও ভগবত্তত্ত্বকেও অক্ষুণ্ণ রাখিয়া নিজে বহুরূপে উৎপন্ন হইয়াছেন। সূর্য্যোপশক্তি জড়পদার্থ বিধানে একই প্রকার কিরণকণরূপ ব্যতীত নানাবিধ ভিন্ন ভিন্ন আকারে পরিণত হইতে পারে না; কিন্তু অঘটন-ঘটনপটুত্ব থাকায় অচিন্ত্য পরাশক্তির পক্ষে বহুরূপ ধারণ করতঃ ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তিতে পরিণতা হইবার সেরূপ কোন বাধা হইতে পারে না। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিকে যেমন বহুবিধ অন্ন-ব্যঞ্জনাদির দ্বারা পরিতৃপ্ত করিবার ব্যবস্থা জনসমাজে দৃষ্ট হয় তদ্রূপ বিবিধ আকারে পরিণতা হইয়া পরাশক্তি নিত্য নব নব ভাবে সেব্যতত্ত্ব শ্রীভগবানের সেবা অনাদিকাল হইতে করিয়া আসিতেছেন ও অনন্তকাল পর্য্যন্ত করিতে থাকিবেন।

৪। পরাশক্তিতে তিনটী ভিন্ন ভিন্ন ভাব বা বিচিত্রতা (যথা সৎ বা সন্ধিনী, চিৎ বা সম্বিৎ ও আনন্দ বা হ্লাদিনী) ও তিনটী প্রভাবে (যথা চিৎ, জীব ও অচিৎ) বর্ত্তমান এবং তন্নিমিত্ত শ্রীভগবানকে সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ ও ষড়ৈশ্বর্য্যশালী তত্ত্ব কহে। চিৎপ্রভাবটী স্বগত এবং জীব ও অচিৎপ্রভাবদ্বয় বিভিন্ন তত্ত্বগত। ভগবৎ সেবার্থে যে যে রূপে পরাশক্তি পরিণতা হইয়াছেন, নিম্নে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইল—

(ক) চিৎপ্রভাবগত সন্ধিনীভাব হইতে—নিত্য বৈকুণ্ঠাদি ভগবদ্ধাম বা চিজ্জগৎ ভগবানের নিত্য ও অপ্রাকৃত নামরূপ পরিকরবর্গ অংশাদি বিভূতিসমূহ, নিত্য শান্ত দাস্যাদি সম্বন্ধভাব এবং অন্যান্য নিত্য চিন্ময় পদার্থ-নিচয় গঠিত হইয়াছে।

(খ) চিৎপ্রভাবগত সম্বিদ্ভাব হইতে সন্ধিনীনির্ম্মিত সত্তাসকলের অভিব্যক্তি, তত্তৎপদার্থে শান্তাদি নিত্য সম্বন্ধ-ভাবের যোজনা এবং তাহাদিগের সেবা পারিপাট্য ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। সম্বিদ্দেবী জ্ঞানবিজ্ঞান রূপিণী ও ইহার প্রভাবে বৈকুণ্ঠস্থ পদার্থে নিত্য অপ্রাকৃতভাবের উদয় হয়।

(গ) চিৎপ্রভাবগত হ্লাদিনীভাব হইতে শান্তাদিরস ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হয় ও মহাভাব পর্য্যন্ত রাগবৈচিত্র প্রকটিত হইয়া থাকে।

(ঘ) জীবপ্রভাবগত সন্ধিনীভাব হইতে অসংখ্য নিত্য চিদণুস্বরূপস্বতন্ত্রতাযুক্ত বিভিন্নাংশ জীব, স্বর্গ নরকাদি পরলোকসমূহ বা অনিত্য বাসভূমিকা এবং অনিত্য কর্ম্ম, কর্ম্মফল, সুখ, দুঃখ, পাপ, পুণ্য ও আশাপাশ সৃষ্ট হইয়াছে।

(ঙ) জীবপ্রভাবগত সম্বিৎ-ভাব হইতে কর্ম্মফলদাতা নিরাকার ঈশ বা পরমাত্মজ্ঞান বিকশিত হয়।

(চ) জীবপ্রভাবগত হ্লাদিনীভাব হইতে ঈশভক্তির উদয় হয়, চিচ্ছক্তি বৃত্তি হইতে এই ঈশভক্তি ভিন্ন (অর্থাৎ শুষ্ক বা রসহীন) এবং প্রীতিরূপা নহে। ঈশভক্তগণ ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতাযুক্ত ও তদ্ধেতু সকাম উপাসক। তাহাদিগের প্রার্থনা সংসারোন্নতির আশাপূর্ণ এবং কখন সংসারের প্রতি বৈরাগ্যযুক্ত।

(ছ) মায়াপ্রভাবগত সন্ধিনীভাব হইতে নশ্বর পদার্থ-সমন্বিত দৃশ্যমান বিশ্ব বা সীমাবদ্ধ দেশকাল ভাবোত্থ জড় জগৎ। ইহা চিজ্জগতের ছায়াদূষণ ও তদ্ধেতু হেয় ধর্ম্মযুক্ত।

(জ) মায়াপ্রভাবগত সম্বিদ্ভাব হইতে—ভগবৎসেবা-বিমুখ আত্মসুখনিষ্ঠ জীবের মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কারাত্মক লিঙ্গ শরীর গঠিত হইয়া থাকে।

(গ) মায়াপ্রভাবগত হ্লাদিনীভাবই বিষয়রাগরূপে প্রতীয়মান হয়। ইহা কর্ম্মানন্দস্বরূপ হইয়া মুক্তিভাবকে বিস্তার করিয়া থাকে।

৬। সূর্য্যকিরণদ্বারা সূর্য্যদর্শন করার ন্যায় পরাশক্তির জীবপ্রভাবগত সন্ধিনীভাবের পরিণতিরূপ চিৎকণ জীবের ভগবৎসেবাই মুখ্য উদ্দেশ্য, কিন্তু সূর্য্যকিরণদ্বারা সূর্য্যদর্শন বাদ দিলে যেরূপ সূর্য্যাতীত পদার্থ দর্শন করিতে বাধ্য হইতে হয়, তদ্রূপ যে সমুদয় জীব, শক্তিজাতীয় তত্ত্ব লইয়া শক্তিমান্‌রূপী ভগবানের সেবারূপ মুখ্যকার্য্য পরিত্যাগ করেন তাহারাও অগত্যা মায়ারচিত অনিত্য পদার্থের সেবা করিতে বাধ্য হইয়া থাকেন। ভগবৎপ্রীত্যর্থ কার্য্য না করিলে আত্মতৃপ্তির জন্য মায়িকপদার্থের দাসত্ব ও তৎফলে দুঃখভোগ অনিবার্য্য। কেশের অগ্রভাগকে সহস্র-ভাগে বিভক্ত করিলে এক এক বিভক্ত অংশ যে পরিমাণ ক্ষুদ্র আকার ধারণ করে অণুসদৃশ জীবের সত্তা অপেক্ষা ও ক্ষুদ্র। অতএব তাহারা যখন মায়িকপদার্থের দাসত্ব করিবার ইচ্ছা করেন, তৎকালে তাহাদিগের জীবজ্ঞানশক্তি মায়াগত সচ্চিতের সহ মিশ্রিত হইয়া যায়। এই মিশ্রণের ফলে তাহারা নিজশক্তিকে মায়াশক্তি হইতে পৃথক করিয়া বুঝিতে পারে না ও আচ্ছাদিত চেতনবৎ মায়িকসত্তাকে নিজসত্তা ও মায়ার কার্য্যকে নিজ কার্য্য বিবেচনা করিতে থাকেন। এই মায়িক সত্তাকে নিজসত্তা বিবেচনা করাকে অহঙ্কার, অহঙ্কারে অভিনিবেশের নাম চিত্ত, চিত্তের দ্বারা মায়িক বিষয়ের অনুশীলনের নাম মন, এবং অনুশীলন হইতে বিষয়ের উপলব্ধির নাম বিষয়জ্ঞান বা চিত্তের বুদ্ধিভাব হয়ে, যথাহি শ্রীগুরু সংহিতায়,—

"সচ্চিদ্রূপা মহামায়া নিজরূপবিধায়িনী।"

"অহঙ্কারাত্মকং চিত্তং বদ্ধজীবে তনোত্যহো॥"

"সা শক্তিশ্চেতনো বুদ্ধিরিন্দ্রিয়ে বোধরূপিণী।"

"মনস্তেব স্মৃতিঃ সদ্য বিষয়জ্ঞানদায়িনী॥"

৭। এক্ষণে বুঝা যাইতেছে যে বুদ্ধিনামক তত্ত্বটী পরাশক্তির ছায়াস্বরূপ মায়া-প্রভাব-গত সচ্চিদ্ভাবের দ্বারা রচিত হইয়াছে। জীব শুদ্ধ চিদ্বস্তুর কণসদৃশ ও তাহার স্বরূপে বুদ্ধি-তত্ত্বের অবস্থান নাই। যেহেতু বুদ্ধি জীব-তত্ত্বের অতিরিক্ত পদার্থ ও প্রলয়স্থায়িনী, তন্নিমিত্ত উহা অপর প্রকৃতির অন্তর্ভুক্ত বলিয়া শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে বাহ্যবিষয়ের আলোচনা গৌণভাবে থাকায় পরতত্ত্ব-বেষণে ইহার সার্থকতা নাই, যথা, কঠশ্রুতি—

"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনুং স্বাম্॥"

এই শ্রুতিপ্রবচনের তাৎপর্য্য এই যে, বুদ্ধিজাত যে প্রাকৃতজ্ঞান বা অভিজ্ঞতা তদ্দ্বারা ভগবত্তত্ত্ব অবগত হওয়া যায় না। ভগবান যাহাকে কৃপা করেন সেই তাঁহাকে অবগত হইতে পারে অন্যে নহে: নিষ্কিঞ্চন ভগবৎ-ভক্ত গণ ভগবান ব্যতীত আর কোন পদার্থে আসক্ত নহেন এবং আমরা যদি অক্ষজজ্ঞানকে ত্যাগ্য অধোক্ষজ বা ভগবজ্ঞান লাভার্থ তাহাদিগের চরণে বিকৃত হইতে পারি তাহা হইলে তাহাদিগের ইচ্ছানুসারে ভক্তবৎসল ভগবান কৃপাপূর্ব্বক দর্শন দিতে পারেন ও তাঁহার দর্শন-প্রভাবে যাবতীয় পাপবীজ যাহা সূক্ষ্মরূপে অবস্থান করে তাহার ধ্বংস হওয়ায় আমরা স্বরূপসিদ্ধি লাভ করিতে ও সেবারসে বস্তুসিদ্ধি লাভ করতঃ নিত্যকালের জন্য গোলোকে বৃন্দাবনে থাকিয়া বিমল ভগবৎ-সেবানন্দ উপভোগ করিতে পারি।

৮। যদিও প্রত্যেক জীবের ভগবদ্দত্ত স্বতন্ত্রতা আছে তথাপি মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী জীবগণের শক্তি স্বভাবগত পরাশক্তির পূর্ণ চিৎ প্রভাবনিষ্ঠ ভগবদ্ধামরূপ বৃত্তির আনুগত্য করিয়া থাকে। পূর্ণচিচ্ছক্তিরূপ সূর্য্যের নিকট জীবপ্রভাবগত অণুচিৎশক্তির কার্য্য খদ্যোত আলোকের ন্যায় অতিক্ষুদ্র হওয়ায় তাহার আলোচনা থাকে না এবং তদ্ধেতু জীবের স্বমুখ ভোগেচ্ছা ও অক্ষজজ্ঞান অন্তর্হিত হয়। স্বতন্ত্রতার অসদ্ব্যবহার দ্বারা চিচ্ছক্তির আনুগত্যরহিত চিদ্বিলাস পরিত্যাগ করিলে জীবগণের স্থৈর্য্য সিদ্ধ হয় না ও তৎকালে স্বীয় অণুত্ব বস্তুপ্রযুক্ত (অর্থাৎ ক্ষীণতা বশতঃ) নিরাশ্রয় হইয়া তাহারা অগত্যা মায়াকে আশ্রয় করে। সুতরাং স্পষ্টীকৃত হইতেছে যে পূর্ণ চিচ্ছক্তির আশ্রয়লাভ ব্যতীত মায়ার কবল হইতে মুক্ত হওয়া যায় না, যথাহি শ্রীগীতায়,—

"দৈবী-হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।"

"মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥"

পূর্ণচিচ্ছক্তিই নিত্যতোভাবে ভগবানের সেবায় নিযুক্ত; কাযেই সেই নিত্য সেবাপরায়ণা শক্তির যে বৃত্তি বা স্বভাব তাহার অনুগমন ব্যতীত ভগবৎপ্রাপ্তি দুর্ঘট। যাহারা বিষয়াসক্তি বজায় রাখিয়া ভগবানে প্রপন্ন হইবার জন্য ব্যস্ত, তাহারা মায়াশক্তির পালিত পশু ও পথভ্রান্ত জীব। শ্রীগীতা এরূপ মন্দমতি ব্যক্তিগণকে ভগবানের শরণাপন্ন বলিয়া স্বীকার করেন না।

৯। জীব-প্রভাবগত-সন্ধিৎ হইতে জীবগণের কোন কোন সময়ে বাহ্য পদার্থের নশ্বরতা-দর্শনে মায়া তাচ্ছিল্যরূপ শ্মশান-বৈরাগ্যের ভাব উদয় হয় ও আত্মানন্দকে ক্ষুদ্র বোধ করিয়া পরমাত্মানন্দকে অপেক্ষাকৃত বৃহজ্জ্ঞানে তাহাতে আত্মসমর্পণ করিবার জন্য বলবতী ইচ্ছা জন্মে; কিন্তু চিদ্বিলাসের আবির্ভাব না হওয়ায় তাহারা পুনরায় মায়া-প্রভাব-গত হ্লাদিনীর ক্ষুদ্র বিষয়ানন্দের দ্বারা মুগ্ধ হইয়া পড়েন ও পূর্ব্ববৎ সংসারচক্রে ভ্রমণ করিতে থাকেন যথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে,—

"যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিনঃ-
ত্বয়স্যভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ
পতন্ত্যধোঽনাদৃত যুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥"

যাহারা মায়াগত হ্লাদিনীর বিষয়ানন্দকে দুঃখের বীজ স্বরূপ জানিয়া, জীবগত হ্লাদিনীর পরমানন্দকে রসহীন বা শুষ্ক (অর্থাৎ শ্রীবিগ্রহ নহে) বুঝিয়া এবং পূর্ণচিৎ-প্রভাবগত ভগবৎ-সেবানন্দকে উপায়ের জ্ঞানে; মায়াধীনতা বা স্বল্পিৎ-ক্ষীণ সাধকের উপর নির্ভরশীলতাকে শিথিল করতঃ শুদ্ধভক্তের আত্মাধীনতা স্বীকার করেন তাহারাই ক্রমশঃ উচ্চাধিকার লাভ করতঃ চিচ্ছক্তিপালিত ভগবদ্ধাম বা মহাভাগবত হইতে পারেন। ভোগী বা ত্যাগীর উক্ত পদবীতে আরোহণের যোগ্যতা নাই।

১০। উপসংহারে বক্তব্য এই যে চিদ্বস্তু যে বৃদ্ধিভাব তাহা ভোগপ্রবণতার পৃষ্ঠপোষক। ইহার সাহায্যে আগন্তুক পদার্থের সহিত অনিত্য সম্বন্ধভাব স্থাপিত ও ঘনীভূত হইতে থাকে ও তাহার ফলে "স্থাবর জঙ্গম দেখে না দেখে তার মূর্ত্তি। কৃষ্ণ যত্র নেত্র পড়ে তত্র ইষ্টদেবের স্ফূর্ত্তি॥ ইত্যাকার মহাভাগবত-গণোচিত সুদর্শনের পরিবর্ত্তে ভোগবুদ্ধিবর্দ্ধক স্ত্রীপুত্রাদিরূপ বাহ্যাকার বা কুদর্শন সিদ্ধ হয়। যখন আমরা বাহ্যবিষয়কে ভোগ করিতে প্রস্তুত হই অথবা ভোগে দুঃখ হয় জানিয়া তাহাকে ত্যাগ করিবার জন্য উদ্যত হইয়া থাকি, তখন তাহার ভোগাত্মক বাহ্য আকৃতি ও বিস্তৃতি সেই উভয় প্রকার ঘটনাতেই আমাদের চক্ষে অবস্থান করে, যথা ভোগকালে অন্তরমুখে ও ত্যাগকালে বাহিরেরমুখে। একমাত্র সেবাবুদ্ধির উদয়ে বাহ্য পদার্থকে সেব্য তত্ত্বরূপে দর্শন করা যায়; অন্যথা নহে। মস্তক বিহীন হইলে যেরূপ শিরঃপীড়া জনিত দুঃখভোগ করিতে হয় না, তদ্রূপ ভোগবুদ্ধি পরিত্যক্ত হইয়া সেবা বুদ্ধি উদিত হইলে জগৎ ভোগের আগার বলিয়া দৃষ্ট হইবে না ও তজ্জন্যই ভোগ্য বস্তুর সংগ্রহার্থ বা তাহার ত্যাগের জন্য ব্যস্ত হইতে ও তদভিমুখে ত্রিতাপজ্বালা ভোগ করিতে হইবে না। সকলই যখন কৃষ্ণের শক্তির পরিণতি তখন শক্তিজাত সমুদয় পদার্থেরই শক্তিমান কৃষ্ণের সেবা করা একমাত্র সুখাকাঙ্ক্ষা। কিরণ-কণের ন্যায় চিৎকণ জীব যদি কৃষ্ণসূর্য্যের সাক্ষাৎকার ও সেবা পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণেতর পদার্থ দর্শন ও তাহার সেবা করিতে থাকেন তাহা হইলে তাঁহাকে ব্যভিচারী বলা হইবে। পতিব্রতা ধর্ম্ম পরিত্যাগ করায় ললনাদিগকে যেমন সমাজে ঘৃণার পাত্রী কহে, কৃষ্ণভক্ত ব্যক্তিগণও তদ্রূপ ভক্তসমাজে আদৃত হন না। অতএব হে কলিহত ভ্রাতৃবৃন্দ, ক্ষুদ্র বুদ্ধিজ মোহ পরিত্যাগ করিয়া ভক্তি অর্জ্জনের জন্য ভক্তসঙ্গ করিতে থাকুন। বৃথা বুদ্ধিকে সাম্বিধি করিয়া চৌরাশীলক্ষযোনি ভ্রমণের ব্যবস্থা করা অনুচিত। যে বুদ্ধিকে আশ্রয় করিয়া ভবসাগরে সন্তরণ করিতেছেন তাহা অতি ঘৃণাপদার্থ। সিদ্ধান্তসার শ্রীচরিতামৃতে বর্ণিত আছে "কৃষ্ণে ভগবত্তা জ্ঞান, সর্ব্বিতের সার"। আপনাদিগের বুদ্ধি যখন কৃষ্ণপদ কমলের মধুপানে বঞ্চিত, তখন উহার সামর্থ অতি অল্প। উহা বদ্ধ না খাইয়াই মাতাল

হইয়াছে—বুঝিতে হইবে অর্থাৎ উহাকে সেতি মাতোগ বলিয়া জানাই কর্ত্তব্য। ইতি—

ধর্ম্মে ব্যভিচার।

পরমকারুণিক ভগবান্ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ও প্রভু শ্রীনিত্যানন্দের ও প্রভু শ্রীঅদ্বৈতের অনুগৃহীত এই গৌড়-দেশ। তন্মধ্যে বিশেষতঃ যাঁহারা গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বী তাঁহারা যে গুরু পারম্পর্য্যে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর শ্রীচরণাশ্রিত ও তৎপার্ষদ গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য গোস্বামি-গণের মতানুগতো ভক্তিশাস্ত্রার্থ বৈষ্ণব ধর্ম্মাচরণে অনুরক্ত তাহা গৌড়ীয় বৈষ্ণব মাত্রেই অবগত আছেন। তাহা কাহারও অস্বীকার করিবার উপায়ান্তর নাই। কিন্তু কালপ্রভাবে এমনি একটী দল বা সমাজের সৃষ্টি হইয়াছে তাঁহারা শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর অনুমোদিত গোস্বামি স্মৃতিনিবন্ধের প্রতিকূলে স্মার্ত্ত মতানুকূল্যে বৈষ্ণব পর্ব্বোৎসব যাত্রাদি এবং অষ্ট মহাদ্বাদশাদির ব্রতোল্লঙ্ঘন অরুণোদয় বিদ্ধা শ্রীএকাদশীতে ব্রতধারণ, ভগবন্নিবেদিত অসংস্কৃত বিষ্ঠামূত্রবৎ দ্রব্যাদিতে প্রেতশ্রাদ্ধাদি বাণতীয় ক্রিয়াদির অনুষ্ঠান করেন অথচ আপনাদিগকে গৌড়ীয় বৈষ্ণব শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীচরণাশ্রিত এই লোক প্রতারণাচ্ছল মিথ্যা বাক্য বলিতেও কেন কুণ্ঠা বা লজ্জা বোধ করেন না তাহা তাঁহারাই বলিতে পারেন। বিশুদ্ধ গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য গোস্বামিগণের আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্মের বিলোপসাধনকারিগণের স্বেচ্ছাচারে বিশাল গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজের যে কত অনিষ্ট সাধিত হইতেছে তাহা সুধী বৈষ্ণবমাত্রেই উপলব্ধি করিতেছেন। স্বেচ্ছা-চারিগণ স্বকর্ত্তব্য প্রত্যবায়ে নিজে এবং তদনুগত নিরীহ ব্যক্তিগণকেও লইয়া অনন্ত রৌরবের দিকে দ্রুতবেগে অগ্রসর হইতেছেন। প্রকৃত বৈষ্ণব ধর্ম্মানুসন্ধিৎসু ব্যক্তি গণও যে কপটচারিগণের কুহকে পতিত হইয়া বিশুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্মের উজ্জ্বল আলোক দর্শনে বঞ্চিত হইতেছেন না একথা বলা অসঙ্গত নহে। শ্রীমন্ মহাপ্রভু ও তৎ পার্ষদ বিশিষ্ট ভক্তগণের অপ্রকটের পর কিছুদিন শুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্মের বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইলে শ্রীমন্ মহাপ্রভু, তাঁহার নিত্য পার্ষদ শ্রীল ঠাকুর নরোত্তম, শ্রীনিবাস, শ্যামানন্দ প্রভু প্রভৃতিকে গৌড়ে পাঠান। তাঁহাদের আচার ও প্রচারের দ্বারা বৈষ্ণবধর্ম্মের পুনরভ্যুত্থান হয়। বর্ত্তমান সময়েও শুদ্ধ বৈষ্ণব ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হইয়াছে। শুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্মের বহুল প্রকৃত প্রচার এখন আবশ্যক হইয়াছে। গোস্বামী আচার্য্য বৈষ্ণবগণের সমবায়ে শুদ্ধ বৈষ্ণব ধর্ম্মের অধিকারী ভেদের যে প্রকৃষ্টাচরণ তাহা নির্দ্দিষ্ট হইয়া প্রভুদের অনুগৃহীত এই গৌড়ীয়দেশে প্রচার হওয়া আবশ্যক। বর্ত্তমান স্বধর্ম্মরহিত ব্যভিচারযুক্ত সমাজানুগতো যাহারা ছেলে মেয়ের বিবাহের জন্য নিজ স্বধর্ম্ম বৈষ্ণবাচার ত্যাগ করিয়াছেন বা করিতে বসিয়াছেন তাঁহাদের দ্বারা গৌড়দেশে শুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রচারের সম্ভাবনা নাই। সমাজ অনিত্য বস্তু উহা ভগবদিচ্ছাক্রমে যোগাতানুসারে গঠিত হয় ও পরিবর্ত্তিত হয় সুতরাং সমাজ ভগবানের সৃষ্ট নহে। ভিন্ন ভিন্ন দেশের বিশিষ্ট নিঃস্বার্থ মহান্ ব্যক্তিগণের দ্বারাই সমাজ ধর্ম্মানুগতো স্থাপিত হয় এবং কালে সমাজে স্বার্থিতার প্রবেশ করিলেও তৎতৎপ্রদেশেরই বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিগণের দ্বারাই ভগবদিচ্ছায় পুনঃ স্থাপিত হয়। কাম্বোজ, গৌড় সাংবত মৈথিল দ্রাবিড়, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি সমাজ ভগবানের সৃষ্ট অনাদি সিদ্ধ নহে। তত্তৎপ্রদেশে ব্যক্তি বিশেষগণের দ্বারা কালে কালে স্থাপিত হইয়াছে। স্ব স্ব ধর্ম্মের আনুগত্য স্বীকার না করিয়া যে সমাজ পরিচালিত হয় সেই ব্যভিচারময় সমাজের সংস্রব ত্যাগকরা বিধেয় কিনা বিজ্ঞ ব্যক্তিগণেরই বিচার্য্য।

ধর্ম্মানুগতোও সর্ব্বাংশেই জাগতিক সমাজেও কৌলী-ন্যাদি প্রথা পর্য্যবসিত হয়। স্বকর্ত্তব্য বিমূঢ় ব্যক্তিগণ বর্ত্তমান সময়ে তাহা বিচার না করিয়া দেখী বা নকলের ন্যায় লালায়িত।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর কৃপা পাত্র বিশুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্মযাজী-ব্যক্তিগণ যে যেখানে আছেন তাঁহারা সকলে জীবের

প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া শুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্মের উজ্জ্বল আলোক দেখাইয়া অপরের জীবগণের প্রকৃতোপকার করুন্।

ভারত ভূমেতে হৈল মনুষ্য-জন্ম যার।
জনম সার্থক করি করো পরোপকার॥

নিমাই।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

পূর্ণিমের চাঁদ উঠেচে দেখে সবারই মনে বেশ আহ্লাদ হোচ্চে। নিমাই বোল্লে—মা আমি চাঁদ নেবো, আমায় পেড়ে দাও। শচীদেবী—কোত্তায় তারা পাবে, কেত্তোয় চাঁদ পাবে নিমাই তা বুঝ্‌বে না, কেবল কাঁদবে, গড়াগড়ি দেবে, হাত পা ছুড়্‌বে, কেঁদে কেঁদে চোক দুটো ফুলিয়ে ফেল্‌বে। কখন কখন কেঁদে কেঁদে মূর্চ্ছা হোয়ে পড়ে; যত ভোগা দাও না কেন, কিছুতেই চুপ কোর্‌বে না। তবে সুবিধের ভেতর এই যে, হরি বোল্ বোলে হাততালি দিলেই কান্না থেমে যায়, চুপ কোরে থাকে। তখন উঠে হাসতে হাসতে নাচতে থাকে; নইলে ও ছেলে নিয়ে ঘর করা দায়। বাপ-মাকে হাঁড়ো হাঁড়ো সুঁইয়ে তার এমন ছেলে।

একদিন একাদশী—শচীদেবী সংসারের কাজকর্ম্ম সেরে নাইতে গিয়েচেন, এসে দেখ্‌লেন নিমাই কাঁদচে। তার কান্না দেখে শচীদেবীর মাতা ঘুরে গ্যালো। জিজ্ঞাসা কোর্‌লেন, হাঁরে নিমাই, কাঁদিস্ ক্যানো; তোর কি হোয়েচে? নিমাই কোন কথা কোইলে না।

শ। হাঁরে কাঁদ্‌চিস্ ক্যানো? গায়ে ব্যথা হোয়েছে? দুই যে নাচিস্।

নিমাই কোন উত্তর দিলে না।

স। হাঁ মোন, কাঁদ্‌চো ক্যানো? কি হোয়েছে আমায় বলো, কেউ কিছু বোলেচে?

নিমাই কোন কথা কোইলো না। আস্তে আস্তে কান্নার জোরটা বেশী হোতে লাগলো। শচীদেবী কাছে গিয়ে মাতার হাত বুলিয়ে বোল্লেন—বলো তো মাদিক, কাঁদ্‌চো ক্যানো, কি হোয়েচে সব বলো। নিমাই কোন উত্তরই দিলে না দেখে শচীদেবীর মনে ভাবনা হোতে লাগ্‌লো. ছেলের কি হোলো কিছুই জান্‌তে পার্‌চিনে, কিছু বোলচেও না। সঙ্গে যে সব ছেলেরা খালা করে, তাদের জিগেগ্‌স কোর্‌লেন, নিমাই কাঁদচে ক্যানো? তারা কিছুই বোল্‌তে পারলো না। এক এক কোরে পাড়ার অনেক লোক জোমে গ্যালো। তারা নিমাইকে জিগ্যেসা কোর্‌লে, কোন কথা কোইলে না। জগন্নাথ মিশ্রি বাড়ী ছিলেন না, কোত্তা গিয়াছিলেন; এসে দেখ্‌লেন নিমাই কাঁদ্‌চে; ক্যানো কাঁদ্‌চে, কি হোয়েচে, তা বোল্‌চে না। মনে বড় ভাবনা হোলো, নিমাই কাঁদ্‌লে তো আর সহজে থামেনে যায় না, তাড়াতাড়ী কাচে গেলেন, নিমায়ের মাতাটী কোলে তুলে নিয়ে বোল্লেন,—বাপ বিশ্বম্ভর! কি হোয়েচে বলো নিমাই কোন উত্তর দিলে না।

জগ। বলো তো বাপ, কি নেবে বলো, যা চাইবে তাই দেবো বলো।

নিমাই তখন কাঁদতে কাঁদতে বোল্লে—জগদীশ পণ্ডিত আর হিরণ্য ভাগবতের ঘরে যে নৈবিদ্যি কোরে রেকেচে আমি তাই খাবো, আমাকে তা না দিলে আমার কান্না থামবে না। সকলে শুনে অবাক্ হোলো। ছেলে বলে কি? শচীদেবী কতাটা শুনে এতখানি জিব বের কোরে বোল্লেন, উ মা! আমার কি হ'বে! ও কতা বোল্‌তে নেই বোন, বিষ্ণুর ভোগ দেবার জোন্যে নৈবিদ্যি রেকেচে, ভোগ দ্যাওয়া হোক্, এনে দেবো।

নি। না, আমি এখনই খাবো।

এই বোলে আরও কাঁদতে লাগ্‌লো, হাত পা সব ছুঁড়তে লাগ্‌লো। অনেক ভোগা দিলেন, কিছুই শুন্‌লে না। জগন্নাথ মিশ্র বোল্লেন, নৈবিদ্যির জিনিষ সব আমি বাজার থেকে কিনে এনে দিচ্চি বাপ, কেঁদো না, ঠাকুরের ভোগের নৈবিদ্যি ঠাকুরকে ভাওয়া না হোলে খেতে নেই; কেঁদো না বাপ, আমি সব এনে দিচ্চি। নিমাই সে সব কথা শুন্‌লে না আরও গড়াগড়ী দিতে লাগ্‌লো, হাত পা ছুড়তে লাগলো। তারি গোল

যোগ। কোন উপায় নেই। কতাটা যাই হোয়ে গ্যালো। জগদীশ পণ্ডিত আর হিরণ্য ভাগবতের ঘরে বিষ্ণু-নৈবিদ্যি তোয়ের কোরে রেকেচে, নিমাই তাই খেতে চায়। নিমাইয়ের বাপ মা সব্বাই বোল্‌চে—বিষ্ণুকে নিবেদন কোরে দাওয়া হোক্, তারপর এনে দেবো; নিমাই তা শুন্‌চে না। একুনি এনে দেচ্ছি, তা শুন্‌চে না। একুনি এনে দিতে হবেই—এই জোক্তে তারি কাকে। কান্না থেকে নিবারই তয় হোচ্ছে।

হিরণ্য ভাগবত আর জগদীশ পণ্ডিত দুজনাই কতাটা শুন্‌তে পেলেন। শুনে জগন্নাথ মিশ্রির বাড়ী এসে তাকেন, সত্যি সত্যিই নিমাই কাকে কাঁদ্‌তে, কাঁদ্‌তে চোক মুখ ফুলিয়ে ফেলেচে। বোল্লেন—তাই তো, এই টুকু ছেলে কেমন কোরে জান্‌লে, যে আমাদের ঘরে বিষ্ণুনৈবিদ্যি তোয়ের হোয়ে রোয়েছে। এ ছেলের যে বয়স, আকৃতি, ভাব গতিক, তাতে বোধ হয়, ইনিই বা হবেন—গোপাল। ভগবান্‌ই ছেলের মত হোয়ে খ্যালা কোর্‌চেন, নইলে কি কোরে জান্‌বে? ঠাকুরকে দিলে যে ফল, এ ছেলেকে দিলেও সেই ফল। এই বোলে দুজনাই আপন আপন বাড়ী গিয়ে বিষ্ণুপূজার জোক্তে যে নৈবিদ্যি কোরে রেখেছিলেন, সে সব এনে নিমায়ের কাচে দিলেন। নিমাই দুখানা নৈবিদ্যি থেকে তারি খুসী। কান্না টান্না সব থেমে গ্যালো। হাঁস্‌তে হাঁস্‌তে দুখানা নৈবিদ্যি থেকে একটু একটু নিয়ে খেলো, আর সব ছেলেদের বিলিয়ে দিলে। কতক কতক এদিক ওদিক ছোড়িয়ে ফেল্লে, কতক গায়ে মাক্‌লে। এই সব কোরে হাঁস্‌তে হাঁস্‌তে ছেলেদের সাতে আবার খ্যালা কোর্‌তে চল্‌লো। জগদীশ পণ্ডিত আর হিরণ্য ভাগবত থেকে বড় খুসী হোলেন, বোল্লেন 'আজ আমাদের বিষ্ণুপূজা—ভগবানের ভোগ দাওয়া সার্থক হোলো, আমরাও আজ ধন্য হোলাম' এই বোলে বাড়ী চোলে গ্যালেন।)

ক্রমশঃ।

কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ ও ভক্তি

শ্রীচৈতন্যপ্রভুঃ বন্দে বালোঽপি যন্মতাৎ।
তত্ত্বেনানামতগ্রাহ্যব্যাপ্তঃ সিদ্ধান্তসাগরম্।

আমরা উপর্যুক্ত বিষয়টী আলোচনা করিবার পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভুকে বন্দনা করি। যাঁহার কৃপায় অল্পজ্ঞ বালকও নানামতবাদরূপ দুর্গ্রাহ্য বিস্তৃত পরিপূর্ণ সিদ্ধান্তসমুদ্র অনায়াসেই উত্তীর্ণ হইতে পারে।

শাস্ত্রে কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ ও ভক্তি—এই চারিটী মার্গের কথা শুনিতে পাওয়া যায়। কেহ কর্ম্ম, কেহ জ্ঞান, কেহ যোগ, কেহ বা ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিবার প্রয়াস করিয়াছেন, আবার কেহ উক্ত চতুর্ব্বিধ মার্গের প্রত্যেককেই এক একটী স্বতন্ত্র পথ অর্থাৎ উহাদের যে কোনও একটী ধরিয়া চলিলেই স্বাতীষ্ট লাভ হইতে পারে বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এখন বিভিন্ন শাস্ত্রকার ও আচার্য্যগণের এ বিষয়ে কি সিদ্ধান্ত?

শাস্ত্রগণের মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবত সর্ব্বশাস্ত্র চূড়ামণি। শ্রীব্যাসদেব যেখানে চারিভাগে, চল্লিশভাগে, শতভাগে ও সহস্রভাগে বিভক্ত করিয়া, পঞ্চম বেদ ইতিহাস পুরাণাদি, মহাভারতাদি শাস্ত্ররচনা করিয়াও মনে শান্তি পাইলেন না তখন নারদের আদেশে সম্যক্‌রূপে প্রণিহিত অমল আত্মায় পূর্ণপুরুষকে উপলব্ধি করিয়া লোকের মঙ্গলের জন্য এই শাস্ত্রসংহিতা রচনা করেন। (ভা॰ ১।৭।৬) দ্বিতীয়তঃ শ্রীমদ্ভাগবত ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিম-ভাষ্য এবং প্রমাণ শিরোমণি বলিয়া কলিযুগপাবনাবতার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। (চৈ॰ চ॰ মধ্য ২৫শ) এমতাবস্থায় অন্যান্য শাস্ত্র বা মতবাদী ব্যক্তিসকল যাহাই সিদ্ধান্ত করুন্ না কেন তাহাতে নৈমিত্তিক উপযোগিতা থাকিলেও নিত্য উপযোগিতা নাই। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়ও কর্ম্ম, জ্ঞান যোগ ও ভক্তির সম্বন্ধে সুন্দর মীমাংসা দেখিতে পাওয়া যায়। বিচারে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বেই আমাদের উক্ত চতুর্ব্বিধ শব্দের পারিভাষিক অর্থ সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা আবশ্যক নতুবা অনেক সময় এক বুঝিতে আর

এক বুঝিয়া ফেলিবার সম্ভাবনা থাকে। যেহ বা যদি ফলভোক্তা অভিমান করিয়া যাহা কিছু করিয়া থাকে তাহাই কর্ম। কর্ম সাধারণতঃ দুই প্রকার নিষ্কাম ও সকাম। নিষ্কামকর্ম সাত্ত্বিক সকামকর্ম রাজসিক বা তামসিক। জ্ঞান পাঁচ প্রকার—(১) ইন্দ্রিয়ার্থজ্ঞান (অক্ষজজ্ঞান), (২) নৈতিকজ্ঞান, (৩) ঈশ্বরজ্ঞান, (৪) ব্রহ্মজ্ঞান (৫) শুদ্ধজ্ঞান।

ইন্দ্রিয়ার্থ জ্ঞানকে ইংরেজী ভাষায় (Emperic Knowledge) বলা যায়। ইন্দ্রিয়ার্থজ্ঞানে, জগতের মঙ্গলামঙ্গল বিচার করিয়া কোনও একটী নীতিতত্ত্বকে যোগ করিলেই নৈতিকজ্ঞানের উদয় হয়। নৈতিকজ্ঞানে নামমাত্র ধর্মাধর্ম পাপপুণ্য বিচার আছে। নৈতিক-জ্ঞানে শারীরিক, মানসিক এবং সামাজিক জীবিতাবস্থায় ও মরণান্তে যশঃ ও অপযশের বিচার অবলম্বনে উদ্ভূত।

নরযুক্তি যখন সৃষ্টি কৌশলাদি দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়া কোনও একজন শক্তিমান্ শ্রেষ্ঠতত্ত্বকে স্বীকার করিতে বাধ্য হয় এবং কৃতজ্ঞতাবশে তাহাকে পূজা করা কর্তব্য বলিয়া স্থির করে তখনই ঈশ্বর জ্ঞানের প্রাদুর্ভাব হয়। এই জ্ঞানে জীবের নিত্যসিদ্ধ স্বরূপবোধ (সম্বন্ধ-জ্ঞান) নাই।

এইরূপ জ্ঞানে অবস্থিত পুরুষগণের মধ্যে কেহ কেহ আবার ইহার ক্ষুদ্রতা উপলব্ধি করিয়া অক্ষজ যুক্তি পেষণ করিতে করিতে জগতের বস্তুর আকার আছে বলিয়া প্রাপ্যতত্ত্ব ভঙ্গিমাত্রীত অর্থাৎ নিরাকার, জগতের বস্তুর গুণ আছে বলিয়া প্রাপ্যতত্ত্ব নির্গুণ, বিশেষ আছে বলিয়া নির্বিশেষ, কল্পনার চালনায় এইরূপ ধারণা করে—এই স্থলে ঈশ্বরজ্ঞানে নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞান হইয়া পড়ে। এই জ্ঞানের সংক্ষেপ ধারণা এই—

১। ব্রহ্ম ব্যতীত বস্তু নাই—যাহা প্রতীত হইতেছে তাহা মিথ্যা—ব্যবহারিক প্রতীতি মাত্র।

২। জীব নাই, যদি থাকে তবে ব্রহ্মের বিকার বা বিবর্ত।

৩। যিনি জীব বলিয়া অভিমান করেন, তিনি সেই অভিমান ত্যাগ করিতে পারিলেই ব্রহ্ম।

৪। এইরূপ নির্ভেদ ব্রহ্মোপলব্ধিই চরম প্রয়োজন।

৫। ব্রহ্ম নির্গুণ অর্থাৎ নিঃশক্তিক।

শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃতে শুদ্ধজ্ঞানকে পাঁচ প্রকারে, বিভক্ত করিয়া দেখাইয়াছেন—যথা— (১) পরেশানুভব (২) স্বানুভব, (৩) স্বধর্মযুক্ত, (৪) ফলানুভব, (৫) বিরোধানুভব। পরেশানুভব জ্ঞান ত্রিবিধ (১) ব্রহ্মানুভব ইহা পরেশ তত্ত্বের স্বরূপ নহে। পরেশ তত্ত্বের নির্বিশেষ আবির্ভাব ইহাতে অদ্বৈতবাদের দোষ স্পর্শ না করিলে ইহা দ্বারা কথঞ্চিৎ পরেশ সম্বন্ধে উপলব্ধি হয়। সনকাদি মহাত্মগণ এই বৃত্তিতে নিযুক্ত থাকিয়া শান্তরতির আশ্রয়রূপে উদাহৃত হইয়াছেন। (২) পরমাত্মানুভবই দ্বিতীয় পরেশানুভব। বদ্ধজীবের কর্মফল দাতা, সর্বকর্মের প্রযোজক কর্তা, জগতে অনুপ্রবিষ্ট পরেশভাবের নাম পরমাত্মা। (৩) ভগবদনুভবই তৃতীয় ও চরম পরেশানুভব। নিত্য অপ্রাকৃত স্বরূপবিশিষ্ট সর্বশক্তিমান্ সমস্ত গুণাধারই পরেশতত্ত্বই ভগবান্। ভগবদনুভব আবার প্রধানতঃ দুইভাগে বিভক্ত। ঐশ্বর্য প্রধান ভগবদনুভব যথা শ্রীনারায়ণ-স্বরূপ উপলব্ধি ও মাধুর্য্যপ্রধানানুভব বা কৃষ্ণস্বরূপোপলব্ধি।

(২) স্বানুভব-শব্দে সম্বন্ধজ্ঞান. অর্থাৎ আমি নিত্য বিষ্ণুদাস বা কৃষ্ণদাস এইরূপ উপলব্ধি।

(৩) স্বধর্মানুভব শব্দে শুদ্ধজীবের (জীবাত্মার) নিত্যধর্ম যে ভগবৎ-প্রীতি তাহার উপলব্ধি।

(৪) ফলানুভব শব্দে প্রেমই যে জীবাত্মার একমাত্র প্রয়োজন তাহার উপলব্ধি। পুণ্যকর্মাদি প্রাপ্য স্বর্গসুখাদি জীবাত্মার প্রয়োজন হইতে পারে না কারণ তাহাতে ভগবৎ-প্রীতি বা জীবাত্মার প্রীতি নাই। ব্রহ্মজ্ঞান ও চরম ফল হইতে পারে না। কারণ তাহাতে জ্ঞান, জ্ঞেয় জ্ঞাতার ত্রিপুটী বিনষ্ট হয় সেখানে ফলভোক্তা কেহ নাই সব নির্বিশেষ। যদি বলা যায় ব্রহ্মে একীভূত হইয়া থাকাই ফল, ব্রহ্মসাযুজ্য লাভে জীবের সর্বনাশরূপ ফল প্রাপ্তি হয়। এই ফলের জন্য কি যত্ন করা উচিত? অন্যান্য ভগবদপরাধরূপে কংস শিশুপালাদি যে ফল লাভ করিয়াছেন তাহা কি শিষ্ট লোকের অন্বেষণীয়?

অতএব জ্ঞানফল অতি তুচ্ছ। এই জন্যই শ্রীরায় রামানন্দ সংবাদে বলা হইয়াছে—

মুক্তি তুক্তি বাঞ্ছে যেই কাঁহা দোঁহার গতি।
স্থাবরদেহ দেবদেহ যৈছে অবস্থিতি॥
অমৃতের কাক চুষে জ্ঞান নিষ্ফলে।
রসজ্ঞ কোকিল খায় প্রেমার মুকুলে॥
অতাগিয়া জ্ঞানী আস্বাদয়ে শুষ্ক জ্ঞান।
কৃষ্ণপ্রেমামৃত পান করে ভাগ্যবান্॥

আবার যোগের ফল বিভূতি যেমন অনিত্য বলিয়া অগ্রাহ্য। শুদ্ধজ্ঞান ফলানুভবকারী পুরুষের নিকট কৈবল্য ফলও তদ্রূপ তুচ্ছ। অনেক শাস্ত্রে সালোক্য সার্ষ্টি ও সামীপ্যকে ঈশ্বর জ্ঞাননিষ্ঠ ফল বলিয়াছেন। এই সকল ও বাস্তবিক ফল নয়, যেহেতু তদ্দ্বারা ভগবৎ-সেবাই চরম ফলস্বরূপে হইয়া থাকে।

চিত্তবৃত্তির নিরোধকেই পতঞ্জলী ঋষি 'যোগ' সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন। অষ্টাঙ্গযোগ-নিষ্ঠ ব্যক্তিই যোগী। যোগী সাধারণতঃ দুই প্রকার হঠযোগী ও রাজযোগী। হঠযোগিগণ দৈহিক প্রক্রিয়ায় আসক্ত, সিদ্ধি বা বিভূতি লাভ তাহাদের মুখ্য। রাজযোগিগণের ঈশ্বর সাযুজ্যই প্রয়োজন। শ্রীগীতা ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে রাজযোগিগণের বিষয়ে আলোচনা দেখিতে পাওয়া যায়। পাতঞ্জল দর্শনের সাধনকাণ্ডের সূত্রে দেখা যায়।—

ক্লেশকর্মবিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ। তত্র নিরতিশয়ঃ সার্ব্বজ্ঞ্যবীজম্। স পূর্ব্বেষামপি গুরুঃ কালেনানবচ্ছেদাৎ। অর্থাৎ ক্লেশ, কর্ম, বিপাক, আশয় এই চারিটী উৎপাত দ্বারা অস্পৃষ্ট কোন পুরুষবিশেষের নাম ঈশ্বর। তাঁহাতে নিরতিশয় সর্ব্বজ্ঞতার বীজ অবস্থিত। তিনি সমস্ত পূর্ব্বগত ব্যক্তির ও গুরু যেহেতু কালকর্তৃক অনবচ্ছিন্ন। পতঞ্জলীর এই প্রকার ঈশ্বরের উল্লেখ দর্শন করিয়া অনেকে মনে করেন পতঞ্জলী একজন ঈশ্বর ভক্ত। কিন্তু পতঞ্জলীর যোগশাস্ত্র যিনি বিশেষরূপে আলোচনা করিয়াছেন তিনি ইহা দ্বারা ভ্রান্ত হন না। কৈবল্য-পাদে লিখিত আছে—

"পুরুষার্থশূন্যানাং প্রতিপ্রসবঃ কৈবল্যং স্বরূপ-প্রতিষ্ঠা বা চিতিশক্তিরিতি"

ভোজবৃত্তি এই সূত্রের টীকায় লিখিয়াছেন—"চিদ্রূপে-বৃত্তি সারোপানিবৃত্তৌ স্বরূপমাত্রোহবস্থানং তৎ কৈবল্য-মুচ্যতে অর্থাৎ চিদ্রূপির স্বরূপাবস্থায় অবস্থিতির নাম কৈবল্য। এখন জিজ্ঞাস্য কৈবল্যপ্রাপ্ত জীবের কোনও কার্য্য থাকিবে কি না? জীব কৈবল্য লাভ করিলে সাধনা দশায় ঈশ্বরের সহিত তাহার কি সম্বন্ধ থাকিবে? এ বিষয়ে উক্তশাস্ত্র নিরুত্তর। ঐ শাস্ত্রপাঠে অবগত হয় যে সাধনকাণ্ডোক্ত ঈশ্বর কেবল কৈবল্যসিদ্ধির জন্য কল্পিতবস্তুবিশেষ। সিদ্ধাবস্থায় তাহাকে আর পাওয়া যায় না। ইহা কি সেশ্বরবাদ না নিরীশ্বর ধারণা? পাঠক-মণ্ডলী অবহিত চিত্তে বিচার করুন।

'ভক্তি' শব্দে সেবা বুঝাইয়া থাকে। ভক্তি শব্দ সেবার্থি-ধাতু। ভজ্ ইত্যেষ বৈ ধাতুঃ সেবায়াং পরিকীর্ত্তিতঃ। তস্মাৎ সেবা বুধৈঃ প্রোক্তা ভক্তিশব্দেন কৃৎস্নয়া। শাণ্ডিল্যসূত্রে ভক্তি শব্দে ভগবানে পরানুরক্তি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ভক্তিশব্দের নিম্নলিখিত অর্থ প্রতি-পাদন করিয়াছেন—অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্। আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥ সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলম্। হৃষীকেন হৃষীকেশ সেবনং ভক্তিরুচ্যতে। অর্থাৎ কৃষ্ণেতর বিষয় অভিলাষশূন্য, নির্ভেদ ব্রহ্মানুসন্ধান রূপজ্ঞান (সম্বন্ধজ্ঞান নহে)। কর্ত্তৃত্বাভাক্ত নিত্যনৈমিত্তিকাদি কর্ম্ম (ভজনীয় বস্তুর পরিচর্য্যাদি নহে কারণ ভজনার্থে ভগবদনুশীলন) এবং আদি শব্দে বৈরাগ্যযোগ সাংখ্যাভ্যাস প্রভৃতি দ্বারা অনাচ্ছাদিত, আনুকূল্য অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণে রোচমানা প্রবৃত্তির সহিত শ্রীকৃষ্ণানুশীলন (ব্রহ্মানুশীলন, পরমাত্মানুশীলন, সকল দেবতানুশীলন নহে, যেহেতু তত্তদনুশীলনে নিত্য সেবা নাই তত্তদ্বানের সেবাই সেবার প্রয়োজন নহে ভক্তিই উপায় ও উপেয় নহে) তাহাই উত্তমাভক্তি। ভাগবত তৃতীয় স্কন্ধে—

'অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে।'

ভক্তির দুইটী বৈশিষ্ট্য—

ক্লেশঘ্নী, শুভদা, মোক্ষলঘুতাকৃৎ সুদুর্লভা।
সান্দ্রানন্দ-বিশেষাত্মা শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণী চ সা॥

(১) ক্লেশঘ্নী—ক্লেশ শব্দে পাপ, পাপবীজ ও অবিদ্যা। হৃদয়ে শুদ্ধাভক্তি উদিত হইলে পাতক, মহাপাতক, অতিপাতক প্রভৃতি দূর হয়। পাপবীজ বা পাপকার্য্যের বাসনা হৃদয়ে থাকে না, অবিদ্যা অর্থাৎ স্বরূপবিভ্রম দূর হয়, হৃদয়ে সম্বন্ধজ্ঞান অর্থাৎ আমি ভগবানের নিত্যদাস ভগবৎসেবাই আমার একমাত্র ধর্ম্ম এইরূপ উপলব্ধি হয়।

(২) শুভদা—হৃদয়ে ভক্তি উদিত হইলে জীবের যতপ্রকার সদ্‌গুণ আছে হৃদয়ে উদিত হয়। ভক্তি সর্ব্বপ্রকার সুখ যথা বিষয়সুখ, স্বর্গসুখ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মগত-সুখ, সিদ্ধি ও মুক্তি প্রভৃতি সকলই দিতে পারেন কিন্তু ভক্তিদেবী ঐ সকল অনিত্য এবং আত্মবিনাশক সুখের দ্বারা শুদ্ধভক্তকে প্রলুব্ধ না করিয়া ভক্তিসুখ প্রদান করিয়া থাকেন।

(৩) ভক্তি মোক্ষকে লঘু জ্ঞান করায় "স্বর্গ মোক্ষ কৃতজ্ঞ নরক করি মানে।"

(৪) সুদুর্লভা—কারণ ভজনচাতুর্য্য অভাবে সহস্র সাধনেও ভক্তিলাভ হয় না। ভগবান্ ভোগ মোক্ষ দিয়া অনেকের সন্তোষ বিধান করেন—কিন্তু অনধিকারীকে ভক্তি দেন না। ভক্তির পথটী ক্ষুরের ধারের ন্যায় তীক্ষ্ণ। একদিকে একটু পদস্খলিত হইলেই কর্ম্মমার্গ বা মিশ্র ভক্তিতে পড়েন; অপর দিকে পদস্খলিত হইলে নির্ব্বিশেষ জ্ঞান বা যোগমার্গে পড়েন।

(৫) সান্দ্রানন্দবিশেষ স্বরূপ

"সুখানি গোষ্পদায়ন্তে ব্রহ্মণ্যপি জগদ্‌গুরো।"
কৃষ্ণনামে যে আনন্দসিন্ধু আস্বাদন।
ব্রহ্মানন্দ তার আগে খাতোদক সম॥

(৬) শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণী—শুদ্ধাভক্তি শ্রীকৃষ্ণকে যেরূপ আকর্ষণ করেন, যোগাদি সাধন, সাংখ্যজ্ঞান, পুণ্যকর্ম্ম, বেদাধ্যয়ন, তপস্যা, ত্যাগ কিছুই সেরূপ কৃষ্ণকে বশীভূত করে না। ভক্তিদ্বারা অধিত ও জ্ঞিত হন। (ভাঃ ১১।১৪।৩)

এখন কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ ও ভক্তি সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় বিচার আলোচনা করা যাউক। শ্রীমদ্ভাগবত তৃতীয় অধ্যায়ে কর্ম্ম প্রশংসা আছে কিন্তু সেই কর্ম্ম যদি বিষ্ণুর জন্য কৃত না হয় তাহা হইলে উহার দ্বারা কর্ম্ম বন্ধন সৃষ্টি করে। যথা (গীতা ৩।৯)

"যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ"

যজ্ঞশব্দে বিষ্ণু (যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুরিত্যুক্তেঃ) বিষ্ণুর প্রীত্যর্থে কর্ম্মই আচরণ করা কর্ত্তব্য নতুবা কর্ম্মকে বন্ধন বলিয়া জানিবে। নারদ পঞ্চরাত্রেও উক্ত হইয়াছে যে নারদ, হরিকে উদ্দেশ করিয়া যে ক্রিয়া হয় তাহাই কনিষ্ঠ অধিকারীর দ্বারা ভক্তি উহা ক্রমে পরাভক্তিতে পরিণত হয়। আরও বলিলেন লৌকিকীই হউক, বৈদিকী হউক, যে কোন, ব্যক্তিসেবানুকূল কর্ম্ম ভক্তীষ্ট মধ্যমাধিকারিগণ করিয়া থাকেন। অম্বরীষাদি উত্তম অধিকারিগণ সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্ত, কৃষ্ণপরত্ব, এবং অন্যাভিলাষিতাশূন্য, জ্ঞানকর্ম্মাদির দ্বারা অনাবৃত নির্ম্মলহৃদয়ে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা হৃষীকেশের হরিমন্দির মার্জ্জনাদি কার্য্যাদি করিয়া থাকেন।

ভক্তিসন্দর্ভ ১৩৩ সংখ্যায় শ্রীজীবপাদ লিখিয়াছেন—অথ সাক্ষাদ্ভক্তেনির্গুণত্বং বক্তুং ভগবদর্পিত কর্ম্মাদেরপি সর্ব্বেষাং তাবৎ সগুণত্বমাহ একেন (ভা ১১।২।৪২)—

মদর্পণং নিষ্ফলং বা সাত্ত্বিকং নিজকর্ম্ম তৎ।
রাজসং ফলসঙ্কল্পং হিংসাপ্রায়াদি তামসম্॥

মদি অর্পণং যত্র মদর্পিতমিত্যর্থঃ। নিষ্ফলং নিষ্কামম্। আদিশব্দাদ্ভক্তত্বাৎসর্য্যাদিভিঃ কৃতম্। অথানুষ্ঠানানন্তরাণাং ত্রিগুণাস্তর্গতত্বং বদন্ চতুর্থকক্ষায়াং সাক্ষাদ্ভক্তেনির্গুণত্বমাহ অর্থাৎ অনন্তর সাক্ষাদ্ভক্তির নির্গুণত্ব বলিবার জন্য ভগবদর্পিত কর্ম্ম হইতে আরম্ভ করিয়া সকল গুলির সগুণত্ব একটী শ্লোকে বলিতেছেন—হে উদ্ধব, আপনাকে দাস অভিমান করিয়া ভগবানের প্রীতির উদ্দেশ্যে যে নিষ্কাম অর্পণ, তাহাই সাত্ত্বিক অর্পণ। নিজের ফললাভ সঙ্কল্প বা উদ্দেশ করিয়া যে কর্ম্মার্পণ তাহা রাজস। প্রাণিহিংসা দম্ভমাৎসর্য্যাদি কৃত যে কর্ম্মার্পণ তাহা তামস। সাত্ত্বিক অর্পণই হউক, আর রাজস তামসিক অর্পণই হউক সকলই ত্রিগুণাস্তর্গত কিন্তু সাক্ষাৎ ভগবদ্ভক্তি —নির্গুণ।

অনধিকারী ভক্ত জ্ঞানাভিমানে যে কৃষ্ণে কর্ম্মার্পণ করেন, তাহা সাত্ত্বিক হইলেও সাক্ষাৎ ভক্তাঙ্গ নহে। আর অনেক সময় নির্ভেদব্রহ্মানুসন্ধান তৎপর ও কৈবল্যেচ্ছু ব্যক্তিগণ চিত্তশুদ্ধ্যাদি ফললাভের জন্য কর্ম্মাদি করিয়া তাহার নিষ্কামতা প্রতিপাদন করিবার জন্য যে ভগবদর্পণের 'ছুতা' প্রদর্শন করেন তাহা রাজস কর্ম্মার্পণ উহা দ্বারা হৃষিতোষণ বা জীবাত্মার স্বরূপবৃত্তি উদ্বুদ্ধ হয় না; উহাতে আত্মবিনাশরূপ অমঙ্গল ঘটে। আজকাল অনেকেই এই রাজস কর্ম্মার্পণকে নিষ্কামকর্ম্ম বলিয়া বাজারে চালাইতেছেন।

প্রাণিহিংসা দ্বারা মাৎসর্য্যাদিকৃত যজ্ঞাদিতে কর্ম্মার্পণ তাহাই তামসিক ইহার উদ্দেশ্য হৃষিতোষণ নহে ভগবানকে 'বেগার দিয়া আত্মসুখ সংগ্রহের চেষ্টা মাত্র। আজকাল-কার অকর্ম্মবাদী সম্প্রদায়ের অনেকের ধারণা কর্ম্ম করিতে করিতে ভক্তি উদিত হইবে। শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীমদ্ভাগবত এক বাক্যে তাহা নিষেধ করিয়াছেন—

"কর্ম্মনিষ্ঠা কর্ম্মত্যাগ সর্ব্বশাস্ত্রে কহে।
কর্ম্ম হইতে প্রেমভক্তি কৃষ্ণে কভু নহে॥"

চৈঃ চঃ মধ্য ২য়

শ্রীমদ্ভাগবত ১১।১১।৩২—

আজ্ঞায়ৈবং গুণান্ দোষান্ময়াদিষ্টানপি স্বকান্।
ধর্ম্মান্ সন্ত্যজ্য যঃ সর্ব্বান্মাং ভজেৎ স চ সত্তমঃ॥

ঐ ১৮।৬৬—

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।

অসৎকর্ম্ম হইতে সৎকর্ম্ম শ্রেষ্ঠ। কিন্তু তাদৃশ কর্ম্ম-দ্বারা কৃষ্ণে প্রেমভক্তি উদিত হইতে পারে না। কর্ম্ম-জীবের সুখ বা দুঃখপ্রাপ্তির কারণ। জীবের সুখ বা দুঃখ-প্রাপ্তির ফলে ভক্তি উদয়ের সম্ভাবনা নাই। কৃষ্ণের সুখপ্রাপ্তির জন্য সেবাই—ভক্তি। শ্রুতিও কর্ম্মনিন্দা করিয়াছেন—

ন কর্ম্মণৈঃ প্রাপ্যতে ধ্রুবং কর্ম্মভিঃ (কঠ ২।১০)

"প্লবা হ্যেতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপাঃ (মুণ্ডক ১।২।৭)।

পরীক্ষ্য লোকান্ কর্ম্মচিতান্ ব্রাহ্মণো নির্ব্বেদমায়াৎ, নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন, তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎ-পাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্॥ (মুণ্ডক ১।২।১২)

উচ্ছৃঙ্খল' অথচ কর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তিকে সৎকর্ম্মে প্রলোভিত করিয়া পরে তাহার মতি পরিবর্ত্তনের জন্যই শাস্ত্রে কর্ম্মের ব্যবস্থা শ্রীমদ্ভাগবত ১১।৩।৪৪-৪৭ বলেন—

কর্ম্মাকর্ম্ম বিকর্ম্মেতি বেদবাদো ন লৌকিকঃ।
বেদস্য চেশ্বরাত্মত্বাত্তত্র মুহ্যন্তি সূরয়ঃ॥
পরোক্ষবাদো বেদোঽয়ং বালানামনুশাসনম্।
কর্ম্মমোক্ষায় কর্ম্মাণি বিদধত্যগদং যথা॥
নাচরেদ্যস্তু বেদোক্তং স্বয়মজোঽজিতেন্দ্রিয়ঃ।
বিকর্ম্মণা হ্যধর্ম্মেণ মৃত্যোর্মৃত্যুমুপৈতি সঃ॥
বেদোক্তমেব কুর্ব্বাণো নিঃসঙ্গোঽর্পিতমীশ্বরে।
নৈষ্কর্ম্ম্যাং লভতে সিদ্ধিং রোচনার্থা ফলশ্রুতিঃ॥

অর্থাৎ কর্ম্ম, অকর্ম্ম ও বিকর্ম্ম বলিয়া যে বিতর্ক হয় তাহাও বেদবাদ। বেদ ঈশ্বর স্বরূপ, সুতরাং যতই বুদ্ধি প্রকাশ করুন পণ্ডিতাভিমানী ব্যক্তিগণ তাহাতে মোহপ্রাপ্ত হন। বেদ স্বয়ং পরোক্ষবাদ ইহা মূঢ়লোকের পক্ষে অনুশাসন। কর্ম্মমোক্ষ তাৎপর্য্যেই কর্ম্ম অনুজ্ঞাত হইয়াছে। পীড়িত লোককে রোগনিবারণের জন্য যেরূপ ঔষধ বিধান করা হয়, সেইরূপ কর্ম্মরূপ পীড়ায় জন্যই কর্ম্মবিধান।

অতএব অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি যদি বেদোক্ত কর্ম্ম আচরণ না করে তাহা হইলে সে বিকর্ম্মের ফলে অধর্ম্মরূপ মৃত্যুর দ্বারা মৃত্যুকে প্রাপ্ত হয়। আবার কর্ম্মফলে আসক্তি না করিয়া এবং ঈশ্বরে ঐ কর্ম্ম অর্পণপূর্ব্বক যিনি বেদোক্ত কর্ম্ম আচরণ করেন, তিনি কর্ম্ম হইতে মুক্ত হইয়া নৈষ্কর্ম্মসিদ্ধি লাভ করেন। নৈষ্কর্ম্মসিদ্ধিই কর্ম্মের প্রকৃত ফল, অতএব যে ফলশ্রুতি তাহা কেবল নৈষ্কর্ম্মকর্ম্মে রুচি উৎপাদন করিবার জন্য উক্ত হইয়াছে। শ্রীগীতা (৩।২৬) দেখা যায়—

"ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাং"

কর্ম্মসঙ্গী অজ্ঞপুরুষকে কর্ম্মের তাৎপর্য্য যে ভক্ত্যুৎ-পাদক জ্ঞান তাহা বলিলে সে শ্রদ্ধার সহিত তাহাতে আগ্রহ প্রকাশ করিবে না; এইজন্য সহসা কর্ম্মজড়তা ত্যাগ করিবার উপদেশ দেওয়া উচিত নহে। কারণ তাহা হইলে সে সৎকর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট হইয়া বিকর্ম্মে

নিযুক্ত হইয়া পড়িবে। কথায় বলে 'নাই মামা হইতে কাণা মামা ভাল।' কিন্তু গীতায় এই উপদেশ অসমর্থ উপদেষ্টার প্রতি যাঁহারা ভক্তি উপদেশ করেন তাঁহাদের পক্ষে এ উপদেশ নয় যেহেতু ভক্তিসম্বন্ধে অন্তঃকরণশুদ্ধি পর্য্যন্ত অপেক্ষা নাই। যথা শ্রীমদ্ভাগবতে (৬।৯।৫৭)

স্বয়ং নিঃশ্রেয়সং বিদ্বান্ ন বক্ত্যজ্ঞায় কর্ম্ম হি।
ন রাতি রোগিণোঽপথ্যং বাঞ্ছতোঽপি ভিষক্তমঃ॥

যিনি স্বয়ং আত্যন্তিক মঙ্গলের বিষয় অবগত আছেন এইরূপ বিদ্বান্ পুরুষ কখনও অজ্ঞকেও কর্ম্মের বিষয় উপদেশ করেন না। রোগী কুপথ্য অভিলাষ করিলেই সাধুবৈদ্য কখনও তাহা প্রদান করেন না।

পূর্ব্বে যে নৈষ্কর্ম্মের কথা বলা হইয়াছে সেই নৈষ্কর্ম্ম্য ব্রহ্মজ্ঞান উপাধিনিবর্ত্তক হইলেও যদি সর্ব্বাত্মা অচ্যুত হইতে চ্যুত হয় তবে কোনও সুফল প্রসব করে না। গোময় যেরূপ পবিত্রতা সাধন করে, বস্তুবিদ্যা সেরূপ করে না তদ্রূপ কর্ম্মবীরগণের অনুষ্ঠিত নশ্বর কর্ম্ম নিজ আসুরিক বৃত্তির চরিতার্থতা সম্পন্ন করিলেও তাহা ভগবদ্বিমুখ চেষ্টা হওয়ায় নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। যথা শ্রীমদ্ভাগবতে (১।৫।১২)।

নৈষ্কর্ম্ম্যমপ্যচ্যুতভাববর্জ্জিতং
ন শোভতে জ্ঞানমলং নিরঞ্জনম্।
কুতঃ পুনঃ শশ্বদভদ্রমীশ্বরে
ন চার্পিতং কর্ম্ম যদপ্যকারণম্॥

অর্থাৎ কামনাময় কর্ম্মহীন ব্রহ্মজ্ঞান উপাধি নিবর্ত্তক হইলেও অচ্যুতভাব অর্থাৎ ভক্তিবিরহিত হইলে শোভা পায় না তখন স্বভাবতঃ অভদ্র যে কর্ম্ম তাহা নিষ্কাম হইলেও ঈশ্বরে সমর্পিত অর্থাৎ হরিতোষণে নিযুক্ত না হইলে কিরূপে শোভা পাইবে? শ্রীমদ্ভাগবত (৩।২৩।৫৬) শ্লোকে পুনরায় বলিয়াছেন—

"নেহ যৎকর্ম্ম ধর্ম্মায় ন বিরাগায় কল্পতে।
ন তীর্থপদসেবায়ৈ জীবন্নপি মৃতো হি সঃ॥

যাহার কর্ম্ম ধর্ম্মের জন্য অনুষ্ঠিত না হয়, যাহার ধর্ম্ম বিরাগপর জ্ঞানের উদ্দেশে অনুষ্ঠিত না হয়, যাহার বৈরাগ্যপূর্ণ সম্বিৎ বিকাশ ভগবৎ পাদপদ্ম সেবায় নিযুক্ত না হয় সে ব্যক্তি জীবন্মৃত। সুতরাং আধুনিক জগতে যে বক্তা, দুর্ভিক্ষ-দমন, দরিদ্রকে নারায়ণ (?) জ্ঞানে বহুধনের দেহ সেবা প্রভৃতি বা দেশ, সমাজ উদ্ধার প্রভৃতির কার্য্যকে নিষ্কাম জানিয়া বা নিঃস্বার্থপর কর্ম্ম বলিয়া অতাত্ত্বিকগণ প্রতি-পাদন করিতেছেন তাহা অচ্যুতভাব অর্থাৎ হরিতোষণ-পর নহে বলিয়া জীবনরহিত প্রাকৃত চেষ্টা মাত্র।

শ্রীমদ্ভাগবতে নারদ ঋষি ব্যাসদেবকে বলিতেছেন— (ভাঃ ১।৫।৩২-৩৫)।

এতৎ সংসূচিতা ব্রহ্মংস্তাপত্রয়চিকিৎসিতম্।
যদীশ্বরে ভগবতি কর্ম্ম ব্রহ্মণি ভাবিতম্॥
আয়ুষো ক্ষণ ভৃতানাং বায়ুতে যেন সুব্রত।
তদেব হ্যায়ুষং দ্রব্যং ন পুনাতি চিকিৎসিতম্॥
এবং নৃণাং ক্রিয়াযোগাঃ সর্ব্বে সংসৃতিহেতবঃ।
ত এবাত্মবিনাশায় কল্পন্তে কল্পিতাঃ পরে॥
যদত্র ক্রিয়তে কর্ম্ম ভগবৎপরিতোষণম্।
জ্ঞানং যত্তদধীনং হি ভক্তি-যোগসমন্বিতম্॥

অর্থাৎ সর্ব্বনিয়ন্তা ঈশ্বর ভগবানে যে কর্ম্ম সমর্পিত হয় এতাদৃশ কর্ম্মই আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক এবং আধিভৌতিক—এই ত্রিবিধ তাপ নিবর্ত্তক বা উপশমকারক বলিয়া কথিত হইয়াছে। যে যে দ্রব্য ভোজনে প্রাণি-গণের যে যে রোগ জন্মে কেবল সেই সব রোগোৎপাদক দ্রব্য সেবন করিলে কখনও সেই সেই রোগের উপশম হয় না কিন্তু ঐ সব রোগজনক ঘৃতাদি দ্রব্য অন্যদ্রব্য বা ঔষধের সহিত রসনা যোগে মিশ্রিত হইলে তৎসেবন-ফলেই সেই রোগ নিবৃত্ত হয়। সেইরূপ মানবগণের নৈমিত্তিক কাম্যকর্ম্মসমূহ সংসারবন্ধন বা যোনিভ্রমণের কারণ কিন্তু সেই সকল কর্ম্মই ঈশ্বরে সমর্পিত হইলে ভগবদ্বিমুখ অহংবুদ্ধি বিনাশে সমর্থ হয়। হরিতোষণের অনুকূলে যে কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয় তাহাই ভক্তি। যে স্থলে কর্ম্ম কেবল ভক্তভক্তির সেবায় ন্যস্ত হয় তখন তাহার কর্ম্মত্ব দূর হয়।

(ক্রমশঃ)

জগদানন্দ পণ্ডিত গোস্বামী।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

আচার্য্যপ্রভু এক শ্লোকে মহাপ্রভুর নিকট জগদানন্দের দ্বারা তাঁহার মনোগত ভাব বলিয়া পাঠাইলেন—

"বাউলকে কহিও লোক হইল বাউল।
বাউলকে কহিও হাটে না বিকায় চাউল॥
বাউলকে কহিও কাযে নাহিক আউল।
বাউলকে কহিও ইহা কহিয়াছে বাউল॥

মহাপ্রভুকে কহিও যে সকল সুকৃতিমান্ লোক ছিলেন তাহারা সকলেই মহাপ্রভুর প্রেমে উন্মত্ত হইয়াছেন। বহির্ম্মুখ লোক সকলের নিকট এই প্রেমধন আর বিকাইবে না অর্থাৎ তাহারা শ্রীকৃষ্ণপ্রেমের মর্য্যাদা উপলব্ধি করিতে অসমর্থ। মহাপ্রভুকে কহিও প্রেমোন্মত্ত অদ্বৈতাচার্য্য আর সাংসারিক কাযে নাই। প্রেমের ঠাকুর মহাপ্রভুকে বলিবে যে প্রেমোন্মত্ত হইয়া অদ্বৈত একথা কহিয়াছেন। তাৎপর্য্য এই যে "অদ্বৈত আচার্য্য" জগতে যে নাম প্রেম বিতরণের জন্য প্রেমের ঠাকুরকে গোলোক হইতে প্রপঞ্চে আনিয়াছিলেন সে উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে এখন প্রভুর যাহা ইচ্ছা তাহাই হউক্।

এই তত্ত্বকথার অর্থ মহাপ্রভু বুঝিতে পারিলেন এবং অন্তরঙ্গ স্বরূপ দামোদরকে বলিলেন। সেই দিন হইতে মহাপ্রভুর বিরহোন্মাদ দশা আরও বিগুণ বৃদ্ধি পাইল।

এইরূপ ভাবে মহাপ্রভুর প্রিয় পার্ষদ জগদানন্দ প্রভু ও ভক্তগণের সহিত নানাপ্রকার প্রেমলীলা করিতেন। পণ্ডিত জগদানন্দের প্রেমবিবর্ত্ত গ্রন্থ পাঠে তাঁহার অনুকরণীয় গৌরনিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায়। পাঠকগণের অবগতির জন্য নিম্নে কয়েকটী স্থান উদ্ধৃত হইল।

"কুটীনাটি ছাড়, মন করহ সরল।
গৌর ভজা লোক রক্ষা একত্রে নিষ্ফল॥
হয় গৌরাঙ্গ, নয় লোক ভজ ভাই।
একপাত্রে দুই কভু না রহে এক ঠাঞি॥

জগাই মাধাই যদি একনিষ্ঠ না হইবে।
দুই নামে নদী পারের দুর্দ্দশা জন্মিবে॥"

• • •

সাধুসঙ্গে কৃষ্ণনাম এই মাত্র চাই।
সংসার জিনিতে আর কোন বস্তু নাই॥

• • •

অসাধুসঙ্গে তাই কৃষ্ণনাম নাহি হয়।
নামাক্ষর বাহিরায় বটে তবু নাম কভু নয়॥
কভু নামাভাস হয়, সদা নাম অপরাধ।
এসব জানিবে ভাই কৃষ্ণভক্তির বাধ॥
যদি করিবে কৃষ্ণনাম সাধুসঙ্গ কর।
ভুক্তি মুক্তি সিদ্ধি বাঞ্ছা দূরে পরিহর॥
বৈরাগী ভাই গ্রাম্যকথা না শুনিবে কাণে।
গ্রাম্যবার্ত্তা না কহিবে মনে মিলিবে আনে॥
স্বপনেও না কর ভাই স্ত্রী সম্ভাষণ।
গৃহে স্ত্রী ছাড়িয়া ভাই আসিয়াছ বন॥
যদি চাহ প্রেম রাখিতে গৌরাঙ্গের সনে।
ছোট হরিদাসের কথা থাকে যেন মনে॥

• • •

'গোরার-আমি, গোরার আমি' মুখে বলিলে নাহি চলে।
গোরার আচার, গোরার বিচার লইলে ফল ফলে॥
লোক দেখান গোরা ভজা তিলক মাত্র ধরি।
গোপনেতে অত্যাচার গোরা ধর্ম্মে চুরি॥

• • •

কিবা বর্ণী কিবাশ্রমী কিবা বর্ণাশ্রমহীন।
কৃষ্ণতত্ত্ব বেত্তা যেই, সেই আচার্য্য প্রবীণ॥
আসল কথা ছেড়ে ভাই বর্ণে যে করে আদর।
অসদ্গুরু করি তার বিনষ্ট পূর্ব্বাপর॥

• • •

জড়দেহে চিদারোপ, সব তুচ্ছ অতি।
তাহে কৃষ্ণভাব আনা সমূহ দুর্গতি॥
কলির ছলনা এই জানিহ নিশ্চয়।
ইহাতে বৈষ্ণব ধর্ম্ম অধঃপাতে যায়॥

———

ঠাকুরের বক্তৃতার চুম্বক।

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ১০ম সংখ্যার পর)

বর্ত্তমান হিন্দুনামধারী ব্যক্তিগণের অধিকাংশই শঙ্কর-শাসিত সমাজে বাস করিতেছেন। 'হিন্দু' বলিতে আজ-কাল 'পঞ্চোপাসক'কেই বুঝায়। কিন্তু ঐ পঞ্চোপাসনার উপাসনা-প্রণালী নিত্য নহে। উপাসকগণের নিজ স্ব অভীষ্ট সিদ্ধিতে উপাসনার আর প্রয়োজন থাকে না। সুতরাং উপাসনাটী অনিত্য বস্তু মাত্র।

জগতে 'ভোগ' ও 'ত্যাগ' নামে দুইটী কথা বর্ত্তমান। 'ভোগ' ও 'ত্যাগ' এই দুইটীকেই বজায় রাখার নাম—সমন্বয়। ভোগিকুল পাঁচপ্রকার খাদ্যকীয় (বিষ্ণু, শিব, শক্তি, গণেশ ও সূর্য্য) নিকট হইতে ভোগ্যবস্তু লাভ করিয়া ইহ ও পরলোকে ভোগ করেন। শাক্যসিংহ ভোগের পরিণাম দেখিয়া ব্যথিত হইয়া কর্ম্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন—ত্যাগ ও তপস্যার বিচার প্রচার করিলেন। তাঁহার মতে তপস্যা ত্যাগাদি যে কোনও কৃচ্ছ্রসাধ্য উপায়েও হউক্ অনুভবশক্তির রাহিত্যই প্রয়োজন, সেই চেতনারাহিত্যই তাঁহার মতে 'নির্ব্বাণ' বা 'মুক্তি'। এইরূপ 'অচিৎপরিণতি'রূপামুক্তির বিচার চিদ্‌চিদ্বের সমন্বয়বিধান চেষ্টা হইতেই উদ্ভূত। শ্রীপাদ শঙ্কর ও প্রচ্ছন্নভাবে অনেকটা শাক্যসিংহের (সাংখ্যসিংহের ?) মতই স্থাপন করিলেন। শ্রীশঙ্করের চেষ্টা বহিদৃষ্টিতে শাক্য-সিংহের প্রতিকূল হইলেও কার্য্যতঃ শঙ্করাচার্য্য শাক্য-সিংহেরই অনুগত বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। সাংখ্যকার কপিলের মতে প্রকৃতিলীন অবস্থাতেই 'মুক্তি'। সাংখ্যমতে গুণের প্রকাশেই মায়ার ক্রিয়া, ভোগ বা কর্ম্ম। শ্রীশঙ্করা-চার্য্য এই সাংখ্যবাদের বিপরীত ভাব নির্গুণতা গ্রহণপূর্ব্বক চিন্মাত্রবাদ প্রচার করিলেন। "অসতোসদজায়ত"—অর্থাৎ অব্যক্ত হইতে ব্যক্ত জগৎ প্রকাশিত হইল—এই শ্রুতি-মন্ত্রে যে শক্তিপরিণামবাদ নিহিত রহিয়াছে তাহা স্বীকার করিলে ঈশ্বরকে বিকারী ও ব্যাসকে ভ্রান্ত বলিতে হইবে এই যুক্তি দেখাইয়া—মায়াবাদাচার্য্য বিবর্ত্তবাদ স্থাপন করিয়াছেন। প্রকৃত প্রস্তাবে বেদান্তসূত্রে ঈশ্বরের ইচ্ছাময় তাঁহার অচিচ্ছক্তির কার্য্য-বিকাররূপে এই বিশ্ব—এইরূপ শক্তিপরিণামবাদ উদ্দিষ্ট হইয়াছে।

"পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে"—এই শ্রুতিমন্ত্রে ব্রহ্মের একটী অচিন্ত্য পরাশক্তি স্বীকৃত হইয়াছে। একবস্তুকে বস্বন্তর বুদ্ধির নাম—'বিবর্ত্ত'। যেরূপ রজ্জুতে সর্প, শুক্তিতে রজত ভ্রম ইত্যাদি। মানবদেহবিশিষ্ট বদ্ধজীব যখন জড়-দেহে আত্মবুদ্ধি করেন তখনই বিবর্ত্তের উদাহরণ। সেই বিবর্ত্তদোষকে মূলবিষয়ে ও জীবতত্ত্বে আরোপ—ভগবানের চিচ্ছক্তি অস্বীকার করা ব্যতীত আর কিছুই নহে—ইহাই প্রচ্ছন্ন নাস্তিকতা। এই বিবর্ত্তবাদের (Idealism) মতে বস্তুর অস্তিত্ব ইন্দ্রিয়জ্ঞানের উপযোগী। এই বিবর্ত্তবাদ অপসারিত (neutralised) হইলে আর জড়জাত জগৎ থাকিবে না। ত্রিপুটী বিনষ্ট হইলে আর বিবর্ত্তস্বরূপ (?) জীব ও জগতের অবস্থান নাই। সুতরাং শাক্যসিংহের মতে যেমন প্রাপ্যমুক্তি—চিদ্‌বিলাসে অবস্থিত, শঙ্কর মতে উহা চিদ্‌বিকাশ ও চিদ্‌বিলাসের অনবস্থিতি। নির্ব্বাণ বা দৃশ্য, দ্রষ্টা ও দর্শন—এই ত্রিপুটী বিনাশরূপ নাস্তিকতাই যখন চরমলক্ষ্য তখন যিনি যে পথ দিয়াই চলুন্ না কেন সকলেই সমান। ইহারই নাম সমন্বয়বাদ। এই সমন্বয়-বাদের সুবিধা এই যে, যে কোনও ভ্রান্তমত ইহার ভিতরে প্রবিষ্ট হইয়া একটী স্বতন্ত্র মত বা পথবিশেষ বলিয়া পরিচয় দিয়া আত্মরক্ষা করিতে পারে। এই জন্যই বিষ্ণুবিরোধী মনোধর্ম্মী জগতে চিচ্ছড় সমন্বয়বাদের বহুল আদর দেখিতে পাওয়া যায়।

সমন্বয়বাদের দ্রষ্টা ভগবানের নিত্য আনুগত্য স্বীকার করেন না। তাহার মিথ্যা বা ব্যবহারিক আনুগত্য—প্রকৃত আনুগত্য নহে। উহা কৌশলে কার্য্যসিদ্ধিরূপ নাস্তিকতারই অপর দিক্। বহুঈশ্বরবাদ হইতেই সমন্বয়-বাদের সৃষ্টি। এই সমন্বয়বাদ মানব কল্পিত।

(ক্রমশঃ)

আচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত।
শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠ হইতে প্রকাশিত।
শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব মহারাজ।
বিষয় বাণিজ্য তাহে হয় কাল।

গৌড়ীয়

তৃতীয় খণ্ড } শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১৫ই অগ্রহায়ণ, শনিবার ১৩০১, ২৯শে নবেম্বর ২৪ { ১৫শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ।

গত ৫ই অগ্রহায়ণ বৃহস্পতিবার দিবস শ্রীশ্রীবিষ্ণু-বৈষ্ণবরাজসভার অন্যতম প্রবীণ সম্পাদক শ্রীযুক্ত গিরিনাথ মুখোপাধ্যায় বিদ্যারত্নচস্পতি মহোদয় শ্রীগৌড়ীয় মঠে সমারোহে তদীয় পিতৃব্য ঠাকুরাণীর শ্রাদ্ধ-মহোৎসব সম্পন্ন করিয়াছেন। সম্পাদক মহোদয়ের পিতৃব্য ঠাকুরাণীর পুত্রপৌত্রাদি কেহই না থাকায় বাচস্পতি মহোদয় শ্রাদ্ধের অধিকারী হইয়াছিলেন। ঐ পুণ্যবতী মহিলা তাঁহার জীবিতাবস্থায় বহু তীর্থাদি পর্য্যটন করিয়াছিলেন এবং তিনি অষ্টোত্তরশত বর্ষকাল ইহ ধামে ছিলেন।

বৈষ্ণবস্মৃতিরাজ শ্রীহরিভক্তিবিলাসের বিধানানুসারে সম্পাদক শ্রীপাদ হরিপদ বিদ্যারত্ন ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয়ের পৌরোহিত্যে শ্রীমদ্ভাগবতনিষ্ঠালাভ বাবা কীর্ত্তনমুখে শ্রাদ্ধ-কার্য্য সুসম্পন্ন হয়। সেই দিবস রাত্রে বহু বৈষ্ণব ও উক্ত সম্ভ্রান্ত মহিলার আত্মীয়বর্গ শ্রীগৌড়ীয় মঠে আগমন-পূর্ব্বক মহাপ্রসাদ সম্মান করিয়াছিলেন। শ্রীপাদ অনন্ত-বাসুদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু সুললিত কণ্ঠে কীর্ত্তন করেন এবং সকলের নিকট শাস্ত্রগ্রন্থ হইতে বৈষ্ণবশ্রাদ্ধ ও কর্ম্মমার্গীয় শ্রাদ্ধের পার্থক্য বুঝাইয়া দেওয়া হয়। সভায় বহু সম্ভ্রান্ত ও সুশিক্ষিত ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবগণ উপস্থিত ছিলেন। সকলেই বৈষ্ণব-শ্রাদ্ধ-বিধানের এরূপ সুমীমাংসা শ্রবণ করিয়া একবাক্যে আনন্দ প্রকাশ করেন। প্রবন্ধা-ন্তরে বৈষ্ণবশ্রাদ্ধ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা প্রকাশিত হইল।

গৌড়ীয় পাঠকগণ অবগত আছেন যে, গত উত্থান একাদশী দিবস ঢাকা শ্রীমাধবগৌড়ীয় মঠে ও বিক্রমপুর পরমহংস শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের বিরহ-উৎসব এবং তৎপরদিবস বিরাট্ মহামহোৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীবিষ্ণুবৈষ্ণবরাজসভার সেবকবৃন্দ ঢাকা মঠের উৎসব শেষ করিয়া ঢাকার নিকটস্থ নারায়ণগঞ্জ নামক স্থানে বহু সম্ভ্রান্ত ভদ্রমণ্ডলীর নিকট শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপ-দিষ্ট শুদ্ধ ভক্তিধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন।

সম্প্রতি পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ ও শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিরাজ গোস্বামী প্রভু কয়েকজন ভক্তসহ ঢাকা জিলার বালিয়াটী

গ্রামে শ্রীযুক্ত রাইমোহন রায় চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত বেণুতী-মোহন রায় চৌধুরী জমিদার মহাশয়দ্বয়ের আগ্রহাতিশয্যে উক্তস্থানে হরিকথা প্রচার করিতেছেন। গত ৫ই অগ্রহায়ণ অপরাহ্ণে স্থানীয় হরিসভায় প্রাঙ্গণে শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজ ও শ্রীপাদ ভক্তিসাগর গোস্বামী প্রভু প্রায় তিন ঘণ্টা যাবৎ হরিকথা-কীর্ত্তন ও সনাতনধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। গ্রামের প্রায় সকলেই উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা স্বামিজী মহারাজ ও গোস্বামী প্রভুর মুখে হরি-কথা শ্রবণ করিয়া এক নূতন ভাবে উদ্বুদ্ধ হইয়াছেন। প্রাতে নগর-সংকীর্ত্তনের দল বাহির করিয়া-ছিলেন। শ্রীযুক্ত রাইমোহন রায় চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত বেণুতীমোহন রায় চৌধুরী মহাশয়দ্বয়ের উদ্যোগেই বালি-য়াটী গ্রামে এইরূপ ভক্তভক্তিধর্ম্ম প্রচার হইতেছে। শ্রীগৌরবিহারীকে তাঁহাদের অহৈতুকী প্রীতি উদিত হউক্, ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

শ্রীপাদ ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ, শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ভক্তিনিধি প্রমুখ প্রচারকগণ মৈমনসিংহ জিলার অন্তর্গত 'সুসঙ্গ' নামক স্থানে হরিকথা প্রচার করিতেছেন। গত ৬ই অগ্রহায়ণ এইস্থানে নগরসংকীর্ত্তন ও শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ হইয়াছে। হরিকথা-প্রচারে সুসঙ্গের কুমার বাহা-দুরের আগ্রহ ও উৎসাহ বিশেষ প্রশংসার্হ।

শ্রীপাদ হরিদাস ব্রহ্মচারী প্রমুখ প্রচারকগণ ত্রিপুরা জিলায় চাঁদপুরে শ্রীগৌরসুন্দরের কথা প্রচার করিতেছেন। শহরের স্থানে স্থানে পাঠ, বক্তৃতা ও নগরসংকীর্ত্তন হইতেছে।

শ্রাদ্ধ তত্ত্ব

শ্রদ্ধাপূর্ব্বক পিতৃগণের উদ্দেশে অন্নাদি দানকে 'শ্রাদ্ধ' কহে। গোভিলসূত্রে দেখা যায় "শ্রদ্ধান্বিতঃ শ্রাদ্ধং কুর্ব্বীত" অর্থাৎ শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া শ্রাদ্ধ করা কর্ত্তব্য। সুমন্ত-সংহিতায়ও শ্রাদ্ধের লক্ষণ বলা হইয়াছে—

"সংস্কৃতব্যঞ্জনাঢ্যান্নং সঘৃতং সহ তিলৈঃ।
শ্রদ্ধয়া দীয়তে যস্মাৎ শ্রাদ্ধং তেন নিগদ্যতে॥"

সুসংস্কৃত ব্যঞ্জন এবং দুগ্ধ, দধি ও ঘৃত সংযুক্ত অন্ন যাহা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক প্রদত্ত হয় সেই অর্পণরূপ কর্ম্মই 'শ্রাদ্ধ' নামে অভিহিত। অমরকোষে বলেন—'শাস্ত্রোক্তবিধানেন পিতৃকর্ম্ম' শাস্ত্রোক্তবিধানানুযায়ী পিতৃপুরুষগণের উদ্দেশে যে কর্ম্ম করা হয়, তাহাই শ্রাদ্ধ। বেদের কর্ম্মবাদে—তত্ত্বজিজ্ঞাসু ব্যক্তিগণের জন্য এই শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা আছে। পুরাণাদিতে, ভার্গবীয় মনুসংহিতা-গ্রন্থে শ্রাদ্ধ-বিধি সম্বন্ধে অনেক কথা উল্লিখিত হইয়াছে। বরাহপুরাণে শ্রাদ্ধোৎ-পত্তির বিষয় লিখিত আছে যে, মন্বন্তরোদ্ভূত 'আত্রেয়' নামক জনৈক মুনির 'নিমি' নামে এক ধার্ম্মিক পুত্র ছিলেন। ঐ পুত্র সহস্র বৎসর তপস্যাচরণ করিয়া দেহ-ত্যাগ করেন। নিমি পুত্রশোকে কাতর হইয়া শোক-সন্তাপ নিবারণের জন্য পুত্রের উদ্দেশে ফলমূল প্রভৃতি নানাবিধ উত্তম দ্রব্য দ্বারা শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান করেন। তখন সেই স্থানে নারদ মুনি উপস্থিত হইয়া নিমিকে বলিলেন যে, 'এই কার্য্যের নাম পিতৃযজ্ঞ, পূর্ব্বে ব্রহ্মা এই কার্য্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন।' তখন হইতে জগতে শ্রাদ্ধ নামক কর্ম্মের প্রচলন হয়। বিষ্ণুপুরাণ তৃতীয়াংশ ত্রয়োদশ অধ্যায়ে শ্রাদ্ধের প্রকার, শ্রাদ্ধের কাল, অধিকারী প্রভৃতির সম্বন্ধে যাবতীয় তথ্য পাওয়া যায়। শ্রাদ্ধ-বিবেক ধৃত বিষ্ণুধর্ম্মের বাক্যানুসারে নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য, বৃদ্ধি, সপিণ্ডন, পার্ব্বণ, গোষ্ঠী, শুদ্ধ্যর্থ, কর্ম্মাঙ্গ, দৈবিক, যাত্রার্থ ও পুষ্ট্যর্থ ভেদে শ্রাদ্ধ দ্বাদশ প্রকার। ভবিষ্য-পুরাণে এই সকল শ্রাদ্ধের লক্ষণ বর্ণিত আছে। প্রত্যহ অনুষ্ঠেয় শ্রাদ্ধই—(১) **নিত্যশ্রাদ্ধ**; কেবল এক ব্যক্তির উদ্দেশে কৃত শ্রাদ্ধ—(২) **নৈমিত্তিক**, সন্তান করিবার কামনাসিদ্ধির জন্য শ্রাদ্ধ—(৩) **কাম্য**, বৃদ্ধি বা অভ্যুদয়ের কারণ উপস্থিত হইলে যে শ্রাদ্ধ করা হয়—তাহা (৪) **বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ**; মৃত ব্যক্তিকে প্রেত যোনি হইতে মুক্ত করিবার জন্য মৃত্যুর এক বৎসরের অন্তে পিতৃপিণ্ডের সহিত প্রেতপিণ্ডের মিশ্রণ করিয়া একত্র পিণ্ডভোজনরূপ যে কার্য্য তাহাই—(৫)

সপিণ্ডীকরণ শ্রাদ্ধ; অব্যবহিত বা পরদিনের অনুষ্ঠেয় শ্রাদ্ধ—(৬) পার্ব্বণশ্রাদ্ধ; পিতৃগণের উদ্দেশে গোষ্ঠী (জ্ঞাতিগণের) গণের মধ্যে শুদ্ধি নিমিত্ত অনুষ্ঠিত যে শ্রাদ্ধ তাহাই—(৭) গোষ্ঠিশ্রাদ্ধ; শুদ্ধির জন্য অনুষ্ঠিত শ্রাদ্ধ—(৮) শুদ্ধ্যর্থ, গর্ভাধান, সীমন্তোন্নয়ন প্রভৃতি সংস্কার কার্য্যে যে শ্রাদ্ধ তাহা—(৯) কর্ম্মাঙ্গ; দেবতাগণের উদ্দেশে অনুষ্ঠেয় শ্রাদ্ধ (১০) দৈবিক; তীর্থ বা দেবস্থান গমনকালে অনুষ্ঠেয় শ্রাদ্ধ-(১১) যাত্রার্থ; পরীর ও অর্থাদি বৃদ্ধির জন্য যে শ্রাদ্ধ তাহা—(১২) পুষ্ট্যর্থ।

কর্ম্মজড় ব্যক্তিগণের ধারণা এই যে, মানব মৃত্যুর পর প্রেতত্বাপন্ন হয় পরে পুত্রাদি আত্মীয় বা জ্ঞাতিবর্গ তাহার (ঐ প্রেতের) উদ্দেশে শ্রাদ্ধাদি কার্য্য করিলে প্রেতযোনি হইতে প্রেতের মুক্তি হয়। এই ধারণা অনুসারে মৃত ব্যক্তির দেহত্যাগের দিন হইতে ব্রাহ্মণ একাদশ দিবসে, ক্ষত্রিয় ত্রয়োদশ দিবসে, বৈশ্য ষোড়শ দিবসে, এবং শূদ্র একত্রিংশ দিবসে "আদ্যশ্রাদ্ধ" করিয়া থাকেন ও পরে প্রতিমাসে মৃত্যুর তিথিতে "একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ" এবং একবৎসর পূর্ণ হইলে সপিণ্ডীকরণ শ্রাদ্ধ করিয়া থাকেন। দাহ হইতে অস্থিসঞ্চয় প্রভৃতির স্পর্শ পর্য্যন্ত যে ক্রিয়া তাহার নাম "আদ্যক্রিয়া", মাসিক একোদ্দিষ্ট—শ্রাদ্ধকে মধ্যক্রিয়া ও প্রেত একবৎসর অন্তে পিতৃত্ব প্রাপ্ত হইলে সপিণ্ডীকরণের পর যে সকল শ্রাদ্ধ ক্রিয়া তাহাকে—অন্ত্যক্রিয়া বলা হয় (বিষ্ণুপুরাণ ৩।১৩। ৩৪-৩৫)। কর্ম্মকাণ্ডীয় শ্রাদ্ধবিধানমতে যে পর্য্যন্ত প্রেতের উদ্দেশে আদ্যৈকোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ, বারমাসে কর্ত্তব্য বারটী মাসিক শ্রাদ্ধ, দুইটী বাৎসরিক শ্রাদ্ধ এবং সপিণ্ডীকরণ—সাকল্যে এই ষোলটী শ্রাদ্ধ না করা হইবে, তাবৎকাল পর্য্যন্ত মৃত পিতৃগণ প্রেতত্ব হইতে মুক্ত হইতে পারিবেন না। সপিণ্ডীকরণ শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠিত হইলে মৃত পুরুষের সূক্ষ্ম দেহ একবৎসর পরে প্রেত দেহ পরিত্যাগ করিয়া ভোগদেহ প্রাপ্ত হয়।

"কৃতে সপিণ্ডীকরণে নরঃ সংবৎসরাৎ পরম্।
প্রেতত্বেন পরিত্যজ্য ভোগদেহং প্রপদ্যতে॥"

শ্রাদ্ধতত্ত্বধৃত বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর বচন ৬২ সংখ্যা এবং রঘুনন্দনীয় বাক্যানুসারে এই সপিণ্ডীকরণান্ত ষোলটী প্রেত শ্রাদ্ধ দ্বিজাতিগণের সাধিব সন্ধ্যার আগেই অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। (শ্রাদ্ধতত্ত্বান্তর্গত সপিণ্ডীকরণ-শ্রাদ্ধপ্রকরণ দ্রষ্টব্য)

শ্রাদ্ধাদিতে বিষ্ণুপাঠ্য পরিহারপূর্ব্বক দান এবং বেদবিৎ ও সদাচারসম্পন্ন ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইবার বিধি আছে। গ্রামযাজক, যে যাহাদের বেতন গ্রহণপূর্ব্বক পাঠ বা অধ্যাপনা করেন কিংবা কৃতক অধ্যাপকের দ্বারা অধ্যাপিত, দেবল অর্থাৎ অর্থ গ্রহণপূর্ব্বক মানব দেবতার পূজাদি করিয়া উদর সংস্থান করেন এইরূপ ব্রাহ্মণ, শ্রাদ্ধে অপাংক্তেয় বলিয়া গণ্য হইবেন (বিষ্ণুপুরাণ ৩।১৫।৭)। শ্রাদ্ধবাসরে ব্রাহ্মণগণকে হবিষ্য ভোজন করাইলে পিতৃগণ একমাস, মৎস্য-প্রদানে দুই মাস, পশুর মাংস প্রদানে তিন মাস, পক্ষিমাংস প্রদানে চারিমাস, শূকর মাংস প্রদানে পাঁচমাস, ছাগ মাংস প্রদানে ছয়মাস, এণমাংসদ্বারা সাতমাস রুরুমৃগমাংসে আট মাস, গবয়মাংস প্রদানে নয়মাস, মেষ-মাংস প্রদানে দশমাস, খড়্গমাংস দ্বারা এগার মাস এবং ব্রাহ্মীণমাংস প্রদান করাইলে বহুকাল পিতৃগণ পরিতৃপ্ত থাকেন। গয়া গমনপূর্ব্বক শ্রাদ্ধ করিলে পিতৃগণ বিশেষ-ভাবে পরিতৃপ্ত হন। প্রায় ৩৫০ বৎসর পূর্ব্বে পরলোক-গত স্মার্ত্ত পণ্ডিতবর রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য মাতৃগর্ভ হইতে আরম্ভ করিয়া মরণ পর্য্যন্ত কর্ম্মজড় দেহাত্মবাদী ব্যক্তিগণের কৃত্যমূলক অষ্টাবিংশতিতত্ত্বনামে একখানি বৃহৎ সংগ্রহ গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া কর্ম্মজড় সমাজে বিখ্যাত হন। বর্ত্তমান অধিকাংশ বঙ্গীয় হিন্দুনামধারী ব্যক্তিগণ মহামহো-পাধ্যায় স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের এই কর্ম্মশাসনেই বদ্ধ।

স্মার্ত্ত রঘুনন্দন 'অষ্টাবিংশতিতত্ত্বের' অন্তর্গত শ্রাদ্ধতত্ত্ব-নামে একখানি স্মৃতিনিবন্ধ গ্রন্থে কর্ম্মকাণ্ডান্তর্গত শ্রাদ্ধবিধি সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। একটু সদসদ্বিচার সম্পন্ন ব্যক্তিই ঐ গ্রন্থ পাঠ করিয়া কর্ম্মকাণ্ডের "ছেলে ভুলান কথা" গুলি বুঝিতে পারেন। ঐ গ্রন্থে নিত্য আত্মা বা পরমাত্মা শ্রীভগবানের সম্বন্ধে আলোচনা নাই—কেবল কি করিয়া বদ্ধজীবের স্থূল ও সূক্ষ্মদেহের ভোগ ইহকালে ও পরকালে হইতে পারে, তাহারই আলোচনা

বিশেষভাবে এই গ্রন্থে দৃষ্ট হয়। যদি কেহ পূর্ব্বপক্ষ করেন যে ব্যাস মনুসংহিতা ও ঐ সকল কথা নিজে গড়িয়া লেখেন নাই, তিনি শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণাদি শাস্ত্র হইতেই বহু বাক্য সংগ্রহ করিয়া কতকগুলি বিধি সুশৃঙ্খলভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন মাত্র।

মানবগণের অধিকারভেদে শাস্ত্রেরও ভেদ। সত্ত্বগুণবিশিষ্ট মানবগণের জন্য সাত্ত্বিকশাস্ত্র, রজোগুণবিশিষ্ট মানবের জন্য রাজসিক শাস্ত্র এবং তমোগুণান্বিত ব্যক্তির জন্য তামসিক শাস্ত্র, আর নির্গুণ পুরুষগণের আত্মধর্ম্ম—শুদ্ধাভক্তিপ্রতিপাদক—নির্গুণশাস্ত্র। অধিকারভেদে মানবের স্বভাব ও শ্রদ্ধাভেদ। অধিকারগত স্বভাবে অনুসারে সুকৃতিফলে 'শ্রদ্ধা ও প্রজ্ঞাকে' 'বিশ্বাস' কহে। শ্রীমদ্ভাগবত—নির্গুণশাস্ত্র। ভাগবতে নির্ম্মল ও অহৈতুক ভগবদ্ভক্তির কথার আলোচনা আছে। এই জন্য ভাগবত সর্ব্বশাস্ত্রশিরোমণি। ভাগবত বেদকল্পতরুর সুপক্ক ফল। ভাগবত—বেদের সারনির্য্যাস ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্য। নির্গুণস্তরাবস্থিত ব্যক্তিগণেরই শ্রীমদ্ভাগবতে নৈষ্ঠিকী ও ঐকান্তিকী শ্রদ্ধা উদিত হয়। যাঁহাদের ভাগবতে শ্রদ্ধা উদিত হইয়াছে, তাঁহারা জানেন—

"শ্রদ্ধা শব্দে বিশ্বাস কহে, সুদৃঢ় নিশ্চয়।
কৃষ্ণে ভক্তি কৈলে সর্ব্বকর্ম্ম কৃত হয়॥"

শ্রীমদ্ভাগবত বলেন (১১।৩।৪৪-৪৫)—

"কর্ম্মাকর্ম্ম বিকর্ম্মেতি বেদবাদো ন লৌকিকঃ।
বেদস্য চেশ্বরাত্মত্বাত্তত্র মুহ্যন্তি সূরয়ঃ॥
পরোক্ষবাদো বেদোঽয়ং বালানামনুশাসনম্।
কর্ম্মমোক্ষায় কর্ম্মাণি বিধত্তে হ্যগদং যথা॥"

কর্ম্ম, অকর্ম্ম ও বিকর্ম্ম বলিয়া যে বিতর্ক হয়—তাহাও বেদবাদ। বেদ ঈশ্বর স্বরূপ, সুতরাং যিনি যতই বুদ্ধি প্রকাশ করুন না কেন—পণ্ডিতাভিমানী পুরুষেরাও তাহাতে মোহপ্রাপ্ত হন। বেদ স্বয়ং পরোক্ষবাদ। ইহা মূঢ়লোকের পক্ষে অনুশাসন অর্থাৎ যাহাদের প্রবৃত্তি সর্ব্বদা অধর্ম্মপথে ধাবিত তাহাদের উদ্দামপ্রবৃত্তিকে কথঞ্চিৎ পরিমাণে সঙ্কোচিত করিবার জন্য এই সকল পুণ্যকর্ম্মাদির বিধি। পীড়িত লোককে রোগনিবারণের জন্য যেরূপ ঔষধ প্রদান করা হয়, সেই প্রকার কর্ম্মরূপ পীড়ার জন্যই কর্ম্মবিধান। শ্রীমদ্ভাগবত (১১।২১।৩৫) আরও বলিয়াছেন—

"বেদা ব্রহ্মাত্মবিষয়াস্ত্রিকাণ্ডবিষয়া ইমে।
পরোক্ষবাদা ঋষয়ঃ পরোক্ষং মম প্রিয়ম্॥

সাধারণ মনুষ্যের চক্ষে ঐ সকল বেদময় কর্ম্ম, দেবতা ও যজ্ঞরূপ ত্রিকাণ্ডময়। বেদের সমস্ত মন্ত্রই পরোক্ষবাদ (পর অতীত অক্ষ ইন্দ্রিয়) অর্থাৎ মায়াগুণীয় অপরোক্ষ—যাহা অর্থ বলিয়া প্রতীত হয় তাহাই উহার তাৎপর্য্য নহে, পরমার্থই গূঢ়তাৎপর্য্য। ঐ মন্ত্র সকলের দ্রষ্টা ঋষিগণ পরোক্ষকে ভগবানের প্রিয় জানিয়া পরোক্ষবাদ অবলম্বন করিয়াছেন। এই জন্য মুণ্ডকশ্রুতিতে উপদিষ্ট হইয়াছে যে, কর্ম্মদ্বারা আত্মধর্ম্ম লাভ হয় না জানিয়া ব্রাহ্মণ আত্মধর্ম্মবিজ্ঞানের জন্য সমিৎপাণি হইয়া শাস্ত্রসিদ্ধান্তনিপুণ ব্রহ্মতত্ত্ববিৎ গুরুর নিকট অভিগমন করিবেন। সেই প্রকার বিদ্বান্ গুরুদেব প্রপন্ন শিষ্যকে ভগবদ্ভক্তি শিক্ষা দিবেন।

"স্বয়ং নিঃশ্রেয়সং বিদ্বান্ ন বক্ত্যজ্ঞায় কর্ম্ম হি।
ন রাতি রোগিণোঽপথ্যং বাঞ্ছতোঽপি ভিষক্তমঃ॥"
(ভা০ ৬।৩।৪৭)

যিনি স্বয়ং আত্যন্তিক মঙ্গলের বিষয় অবগত আছেন এইরূপ বিদ্বান্ পুরুষ কখনও অজ্ঞকে কর্ম্মের বিষয় উপদেশ করেন না। রোগী কুপথ্য অভিলাষ করিলেও সাধুবৈদ্য কখনও তাহা প্রদান করেন না। যে সকল দুষ্কৃত ব্যক্তি এইরূপ নিষ্কিঞ্চন ভগবদ্ভক্তের সঙ্গলাভ করিবার সৌভাগ্য প্রাপ্ত হন নাই তাহারাই বেদের আড়ম্বরপূর্ণ কর্ম্মপাশে বদ্ধ হইয়া সংসারচক্রে ঘুরিয়া বেড়ান। কর্ম্ম তাহাদিগকে—

"কভু স্বর্গে উঠায় কভু নরকে ডুবায়।
দণ্ডজনে যাহা যেন নদীতে চুবায়॥"

শ্রীমদ্ভাগবত অজামিলোপাখ্যানে যমরাজ যমদূতগণকে বলিয়াছিলেন—(৬।৩।২৮) মৈত্রিক্যাদি বা মন্বাদি ঋষিগণ যাঁহারা জগতের লোকের নিকট মহাজন বলিয়া প্রচলিত তাঁহারাও ভগবদ্ভক্তির মাহাত্ম্য জানেন না। তাঁহাদের মতি দৈবী মায়াতে বিমোহিত হওয়ায় তাঁহারা বেদের আপাত-

রমণীয় মধুপুষ্পিত বাক্যসমূহে মুগ্ধ। সুতরাং তাঁহারা দ্রব্যানুষ্ঠান ও মন্ত্রাদি বিস্তারিত আড়ম্বরপূর্ণ ও লৌকিক প্রতিষ্ঠাদিযুক্ত কর্ম্মে নিযুক্ত হইবার জন্য লোকদিগকে উপদেশ করিয়াছেন। শ্রীগীতায় (১৬।৬) ভগবান জগতে দুই প্রকার ভূতসৃষ্টির কথা উল্লেখ করিয়াছেন-'দৈব' ও 'আসুর'। ঐকান্তিক বিষ্ণুভক্তগণই দৈব ও যাঁহারা তদ্বিপরীত তাঁহারাই আসুরস্বভাবযুক্ত। ঐকান্তিক বিষ্ণু-ভক্তগণের লক্ষণ এই যে, তাঁহারা একমাত্র বিষ্ণুর পরম-পদে নিত্য কাল শরণাগত। তাঁহারা জানেন একমাত্র বিষ্ণুসেবার দ্বারাই দেব, ঋষি, পিতৃ, নৃ, ভূত সকলেরই সন্তোষবিধান হয়। তাঁহারা নামপরায়ণ—তাঁহারা নামা-পরাধী নহেন। তাঁহারা কৃষ্ণে সম্বন্ধ জ্ঞানবিশিষ্ট। তাঁহারা দেহ ও মনোধর্ম্মে আসক্ত নহেন।

তাঁহারা যে কুলে বা যে দেশে আবির্ভূত হন সেই কাল ও সেই দেশ ধন্য ও তীর্থস্থানে পরিণত হয় তাঁহা-দের পিতৃপুরুষগণ (?) কৃতার্থ হন। যাঁহারা একবার মাত্র নিষ্কপটে শ্রীকৃষ্ণের পদারবিন্দে মন নিবেশিত করেন, যম অথবা পাশহস্ত যমদূতগণ স্বপ্নেও তাঁহাদের দৃষ্টি-গোচর হইতে পারে না (ভা০ ৬।১।১৭)। সুতরাং সেই সকল ভগবদ্ভক্ত 'পিতৃপুরুষগণ প্রেতযোনি প্রাপ্ত হইয়াছেন'—এইরূপ নীচ ও হেয় কল্পনা হৃদয়ে স্থান দিতে পারেন না। আসুরপ্রকৃতি দৈবীমায়াবিমূঢ় লোকেরাই একমাত্র বেদের মুখ্য তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া অর্থবাদে রত, কাম্যকর্ম্মফলাকাঙ্ক্ষী, স্বর্গপ্রার্থী ও জন্মকর্ম্মফলপ্রদ ক্রিয়া-বাহুল্য দ্বারা নশ্বর ভোগ ও ঐশ্বর্য্য সুখলাভের উপায়স্বরূপ আপাত-মনোরম শ্রবণসুখকর (পরিণামে কষ্টদায়ক) পুষ্পিত বাক্যে অনুরক্ত হন (গীতা ২।৪৩)। ঐ সকল মূঢ়লোক শ্রীকৃষ্ণই যে একমাত্র অদ্বিতীয় ভোক্তা তাহা জানেন না সুতরাং উঁহারা কেবল সংসার ভ্রমণ করিয়া থাকেন উঁহারা নানা দেবতার, পিতৃপুরুষগণের ভূতগণের আরাধনা করিয়া তত্তৎ ক্ষিপ্রিষ্ণু অনিত্য লোক প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় পতিত হন কিন্তু যাঁহারা একমাত্র অচ্যুতের ঐকান্তিক ভক্ত তাঁহাদের কখনও চ্যুতি নাই; তাঁহারাই পরাশান্তি লাভ করেন। এজন্যই ভক্তগণ শ্রীকৃষ্ণে ভক্তিপূর্ব্বক পত্র, পুষ্প, ফল জল যাহা কিছু অর্পণ করেন, তাহাই ভগবান অত্যন্ত স্নেহপূর্ব্বক স্বীকার করেন তাহাই অক্ষয় হয় তাহাতে সমস্ত জীবের তৃপ্তি লাভ হয় অতএব বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি যে কিছু কার্য্য করেন, যাগ আরাধনা করেন, তপস্যা করেন, বা দান করেন সমস্তই শ্রীকৃষ্ণে সমর্পণ করিয়া থাকেন (গীতা ৯।২৬-২৭)।

কর্ম্মকাণ্ডীয় শ্রাদ্ধাদিব্যাপারে বিষ্ণুসেবৈকতাৎপর্য্যের আত্মবঞ্চনা ও লোকবঞ্চনা ব্যতীত কোনও হরিসেবানুকূল কার্য্য নাই। ঐ সকল কার্য্য কেবল আসুর অধিকার বিশিষ্টের মোহনের জন্য বেদবাদ মাত্র। উহার দ্বারা জীবের কোনও নিত্যমঙ্গল লাভ হয় না অপিচ জীবগণকে কর্ম্মমার্গের ভীষণ আবর্ত্তে পাতিত করে।

বৈষ্ণবগণ সিদ্ধান্তনিপুণ তাঁহারা চার্ব্বাকাদির ন্যায় প্রত্যক্ষবাদ দ্বারা পরিচালিত হইয়া বেদনিন্দক নহেন।

চার্ব্বাক বলেন যে যদি শ্রাদ্ধ করিলেই মৃতব্যক্তির তৃপ্তি সাধিত হয়, তবে কোনও ব্যক্তি বিদেশে গমন করিলে তাহাকে পাথেয় দিবার কোনও প্রয়োজন নাই বাটীতে তাহার উদ্দেশ্যে ব্রাহ্মণ ভোজন করাইলেই ত' তাহার তৃপ্তি হইতে পারে? আর যদি পৃথিবীতে শ্রাদ্ধ করিলে স্বর্গস্থিত ব্যক্তির তৃপ্তি হয়, তবে অজনে শ্রাদ্ধ করিলে প্রাসাদোপরিস্থিত ব্যক্তির তৃপ্তি হয় না কেন? যেন কিম্বিচ্ছস্থিত ব্যক্তির তৃপ্তি হয় না, তখন তদ্বারা অন্যান্য স্বর্গস্থিত ব্যক্তির কিরূপে তৃপ্তি সম্ভব হইতে পারে? অতএব মৃতব্যক্তির উদ্দেশ্যে যে সকল শ্রাদ্ধাদি প্রেতকৃত্য হয় তাহা ব্রাহ্মণগণের উপজীবিকা মাত্র ভস্মীভূত দেহের আর পুনরাগমন কোথায়? যদি শরীর হইতে আত্মার পরলোক গমন ও দেহান্তরে প্রবেশ করিবার ক্ষমতা থাকিত তবে পুত্রাদি বন্ধুবান্ধবগণের গেহে ঐ দেহেই পুনরায় আসে না কেন? সুতরাং কর্ম্মোপযোগী বেদ—ভণ্ড, ধূর্ত্ত ব্রাহ্মণের রচিত। বৈষ্ণবগণ এইরূপ বেদবিদ্বেষী প্রত্যক্ষবাদী নহেন। তাঁহারা অধোক্ষজ সেবক সুতরাং বেদবাদে ও অবৈষম্যবাদের দেষ্টা প্রদর্শনকারী জীবের নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। বেদ স্বয়ং তপ-বৎস্বরূপ।

"আরাধ্যানাং ঈশ্বরের নাহি কৃষ্ণস্মৃতি জ্ঞান।
ঈশ্বরে কৃপায় কৈল এক বেদ পুরাণ॥"

চৈঃ চঃ মধ্য ২০শ

কৃষ্ণ যখন জীবের কৃষ্ণস্মৃতি উদ্বোধিত করাইবার জন্যই বেদশাস্ত্র জগতে প্রকাশ করিয়াছেন। সেই বেদ শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়—ভগবানই একমাত্র সম্বন্ধ, ভক্তিই সাধন এবং প্রেমই প্রয়োজন যদি বেদ পুরাণ স্মৃত্যাদি শাস্ত্রানুযায়ী আচরণ দ্বারাই আমাদের পরমপুরুষার্থ ভগবৎপ্রেমই উদিত না হইল তবে শতশ্রম করিয়া কি লাভ?

বৈষ্ণবস্মৃত্যাচারার্থং কলিযুগপাবনাবতার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দেবের অন্যতম পার্ষদ ও ষড়্ গোস্বামীর অন্যতম শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামী প্রভু তাঁহার সৎক্রিয়া সারদীপিকা গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

যতোদার্চ্চিতে নারায়ণে সর্ব্বে ব্রহ্মাদয়ঃ সর্ব্বে দেবর্ষিভূতাদয়শ্চ সর্ব্বেপি পিতৃলোকাশ্চ পূজিতা ভবন্তি, সর্ব্বতোভাবেন সন্তুষ্টাশ্চ স্যুঃ। তত্রাহ বিষ্ণুযামল সংহিতায়াং যৎ পূজনেন বিষ্ণুঃ পিতরোর্চ্চিতাশ্চ তুষ্টা ভবন্তি ঋষিভূত সলোকপালাঃ। সর্ব্বে গ্রহাস্তারকাদি-নোমকুজাদিমুখা গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি • • • কিঞ্চ শ্রীভাগবতে—

যথাতরোর্মূল-নিষেচনেন তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজোপশাখাঃ।
প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং তথৈব সর্ব্বার্হণমচ্যুতেজ্যা॥

• • • কিঞ্চ ঋগ্বেদসংহিতায়াং—

দেবর্ষীনাঞ্চ পূজ্যোঽয়ং বর্ণানাঞ্চ যথাক্রমং।
মৎপূজনেন সর্ব্বাচ্চা স্যাদ্ভক্তবং নাত্র সংশয়ঃ॥

কিঞ্চ স্কান্দে ৫ মাখণ্ডে—

সত্যং ৫ তদা দানং পিতৃদেবার্চ্চনাদিকম্।
বিষ্ণুমন্ত্রোপদিষ্টস্য সুর্য্যাং কৃষ্ণস্যার্চ্চনম্॥

যেহ যদি বিষ্ণুমন্ত্রোপদেষ্টা লোকমাত্রঃ তদা পিতৃদেবার্চ্চনাদিকং ন কুর্য্যাৎ। পিতৃদেবন সকল পিতৃযাতৃলোকস্য গ্রহণং তস্যার্চ্চনেনৈ শ্রাদ্ধতর্পণাদিকর্ত্তুং • • • নন্বু যথাদিধর্ম্মশাস্ত্রোক্তবচনপ্রমাণতয়া বর্ণাদি মনুষ্যমাত্রস্য তর্পণাদি যদ্যপি তদধীনস্য তথাপি • • তত্ত্ব শ্রীভগবন্নামমন্ত্রোপদিষ্টানস্তরমন্যগৃহস্থাদিনিষেধাভাবস্য ন স্যাদিত্যাহ। শ্রীভাগবতে—(১১।৫।৪১)

দেবর্ষিভূতাপ্তনৃণাং পিতৃণাং ন কিঙ্করো নায়মৃণী চ রাজন্।
সর্ব্বাত্মনা যঃ শরণং শরণ্যং গতো মুকুন্দং পরিহৃত্য কর্ত্তম্॥

• • • যদি মন্ত্রকাণ্ড তদা ব্রাহ্মণাদিজীবমাত্রেষু বিশেষতো বৈষ্ণবেষু চ সহজেনাত্রজ্ঞাদিনিষেধনা বিনা তেভ্যঃ পিতৃভ্যঃ শ্রীমদ্ভাগবতপ্রসাদ-চরণোদকাদিনিবেদন-বাক্যং বিনা চ তেষ্বধিকৃতস্য তর্পণশ্রাদ্ধাদিক্রিয়াসম্বন্ধেন বাক্যরচনা-সংঘাতস্তত্রস্য বেদাং তর্পণশ্রাদ্ধাদি বাক্যরচনা সংঘাত-ক্রিয়াসম্বন্ধাং কর্ত্তিণাং তথা তে পিতৃলোকান্ যান্তি তৎকর্ম্মবশাৎ। • • যদাদতস্তাঃ তে তু যাং শ্রীভাগবতাং নিজধাম বিধাস্যন্তাং পরমানন্দ সন্দোহার্ণবনন্যামসুন্দরস্বরূপশ্রিতং যান্তি। অতোবং যতোঽনন্তসংসারাং সেব্যোহয় ন তু বৈষয়িকাণাম্। অতএব দরিদ্র দেবতয়েন যদ্যমোপেতা ঈশ্বরেহ ন্যস্তাধিনঃ। যথা দরিদ্রধাত্রি তে যদ্যসা মম তত্তৎ সেবা কুর্ব্বতি ইত্যর্থঃ মাত্র সন্দেহঃ। তথা বশিষ্ঠ সংহিতায়াম্।

নিত্যা নৈমিত্তিকা কাম্যাং দানং সন্ধ্যাদেব চ।
বৈষং কর্ম্ম তথা পৈত্রং ন মুর্য্যাদৈকযো গৃহী॥

অর্থাৎ শ্রীনারায়ণ পূজিত হইলে ব্রহ্মাদি সমস্ত দেবতাগণ ঋষি ও প্রাণিগণ এবং নিখিল পিতৃলোক পূজিত ও সর্ব্বতোভাবে পরিতৃপ্ত হন। শ্রীবিষ্ণু যামল সংহিতায় উক্ত হইয়াছে যে পুরুষের পূজায় যাহা দেবতাগণ, পিতৃসকল, ঋষিসমূহ, লোকপাল যুক, সূর্য্য চন্দ্র মঙ্গলাদি নবগ্রহ সগণ সহিত পূজিত সন্তুষ্ট ও পরিতৃপ্ত হন সেই আদিপুরুষ গোবিন্দ দেবকে ভজনা করি। শ্রীমদ্ভাগবতেও উক্ত হইয়াছে যেরূপ বৃক্ষের মূলদেশে জল সেক করিলে শাখা প্রশাখা পত্র পুষ্প ফল সকলেই সঞ্জীবিত থাকে, যেরূপ পাকস্থলীতে আহার প্রদান করিলে সমস্ত ইন্দ্রিয় পরিপুষ্ট ও সতেজ থাকে তদ্রূপ একমাত্র অচ্যুতের (অর্থাৎ কোটী কোটী মহাপ্রলয়েও যিনি নিত্যস্থায়ী) আরাধনা করিলে দেবতাগণ পিত্রাদি সকলেই সাতিশয় পরিতৃপ্ত হন।

উত্তর গীতায়ও উক্ত হইয়াছে যে হে অর্জ্জুন, দেবতাগণের এবং ঋষিগণের মধ্যেই আমিই সর্ব্বারাধ্য। আমার পূজার

দ্বারা নিশ্চয়ই তাঁহাদের সকলেরই পূজা হয় এবিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। অতএব বেদবাক্যে উক্ত হইয়াছে যাদব বিষ্ণুযজ্ঞোপদিষ্ট হইলে প্রাকৃত কর্মজড় ব্যক্তিগণের ন্যায় আর নরক ধ্যান পিতৃদেবার্চনাদি বা তুলধারণ করিবেন না। শ্রীল গোপালভট্ট প্রভু বলেন অর্চনাদি দ্বারা ব্রাহ্মতর্পণাদি কার্য্য এবং গণেশাদি দেবতার পূজা নিষিদ্ধ হইয়াছে। যদি বল, মন্বাদি ধর্মশাস্ত্রোক্ত বচন প্রমাণ হইতে জানা যায় যে মানুষমাত্রেরই ঐসকলকে আগমন করিলে দুইটী ঋণের অধীন হইতে হয়। তদুত্তর এই যে, সেই ঋণ সকলের পক্ষে হইলেও যাঁহারা সদ্গুরুর নিকট হইতে শ্রীভগবানের নামমন্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছেন সেই অনন্যশরণ গৃহস্থাদি নরমাত্রেরই ঐ ছয় প্রকার ঋণ হয় না। যেহেতু শাস্ত্রসিদ্ধান্তেও শ্রীমদ্ভাগবতের প্রমাণ হইতে জানা যায় যে বর্ণাশ্রমে অবস্থিত মনুষ্যমাত্রের যে কেহ সদ্গুরুর নিকট হইতে পঞ্চসংস্কার লাভ পূর্ব্বক ভগবন্নামমন্ত্রে উপদিষ্ট হইয়া অনন্যশরণত্ব লাভ করেন অর্থাৎ একমাত্র শরণ্য মুকুন্দদেবের শরণ গ্রহণ করেন, তিনি দেব, ঋষি, ভূত, আপ্তীয়, মনুষ্য এবং পিতৃগণের নিকট ঋণী বা তাঁহাদের কিঙ্কর হন না।

যদি ভগবদ্ভক্তগণের কেহ ব্রাহ্মণাদি জীবমাত্রে—বিশেষতঃ বৈষ্ণবে সহজ অন্নজলাদি নিবেদন পিতৃগণকে শ্রীমহাপ্রসাদ চরণোদক নিবেদন ব্যতীত ভগবানের প্রতি বিমুখতাবশতঃ কর্মিগণের ন্যায় তর্পণশ্রাদ্ধাদিক্রিয়া-পরম্পরাদ্বারা ক্রিয়াফল হন তাহা হইলে তিনি তত্তৎ কর্মফলে ক্ষয়িষ্ণু পিতৃলোকে গমন করেন। কিন্তু ভগবানের অনন্য সেবক ভক্তগণ নিত্যধামে বিরাজিত অব্যয় পরমানন্দসাগর ঘনশ্যামসুন্দরস্বরূপ পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করেন। যেহেতু ভগবান্ অনন্য শরণদিগের একমাত্র সেব্য, তিনি মিশ্রদেবতার সেবকগণের সেবা গ্রহণ করেন না। সুতরাং ভগবানের অনন্য সেবকগণ নিত্য ভগবদ্ধামে গমন করিয়া তাঁহাদের স্বাভীষ্ট-সেবানন্দে নিমগ্ন হইয়া থাকেন। বশিষ্ঠসংহিতায়ও উক্ত হইয়াছে—বিষ্ণুপাসক গৃহস্থ নিত্য নৈমিত্তিক, কাম্য, দান, সত্রম, হৈব বা পৈত্র কর্ম্ম কখনও করিবেন না।

যদি কেহ পূর্ব্বপক্ষ করেন যে যদি ঐকান্তিক গৃহস্থ বৈষ্ণবের পিত্রাদি তর্পণ নিষিদ্ধ হইল তবে জগদ্গুরু শ্রীগৌরসুন্দর, গৃহস্থলীলায় কেন গয়াতে পিণ্ডাদি প্রদান পূর্ব্বক পিতৃগণের শ্রাদ্ধ করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্য ভাগবতের আদিখণ্ডের সপ্তদশ অধ্যায়ে এ বিষয়ের বর্ণনা আছে। আবার শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠে জানা যায় শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভুও হরিদাস ঠাকুরকে শ্রাদ্ধপাত্র প্রদান করিয়াছিলেন। শ্রেষ্ঠগণ যাহা আচরণ করিবেন তাহাই ত' ইতরজনে অনুবর্ত্তন করিবেন?

এই প্রশ্নের উত্তর শ্রীভগবান্ গীতার তৃতীয় অধ্যায়ে অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া জগতে প্রদান করিয়াছেন—

"ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম্।
যোজয়েৎ সর্ব্বকর্ম্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্॥
প্রকৃতের্গুণসংমূঢ়াঃ সজ্জন্তে গুণকর্ম্মসু।
তানকৃৎস্নবিদো মন্দান্ কৃৎস্নবিন্ন বিচালয়েৎ॥

অর্থাৎ ভগবান্ পরমপুরুষ এই ত্রিলোকের মধ্যে তাঁহার কোনও কর্ত্তব্য নাই তাহার কিছু অলভ্য নাই যে তাঁহার কর্ম্ম করার প্রয়োজন পড়িয়াছে তবে তিনি যে কর্ম্ম করেন—তাহার কারণ অন্য কর্ম্মে প্রবৃত্তি-বিশিষ্ট লোকদিগকে ক্রমশঃ সৎকর্ম্মে আনয়ন করিবার জন্য; তিনি অজ্ঞান কর্ম্মজড় ব্যক্তিগণের বুদ্ধি ভেদ জন্মান না। কারণ কর্ম্মজড়গণের অধিকার এত অল্প যে যদি তাহাদিগের নিকট কর্ম্মের অকর্ম্মণ্যতা বলা হয় তাহা হইলে তাহারা উচ্ছৃঙ্খল অসৎকর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া ইতোনষ্টস্ততো-নষ্টঃ হইয়া পড়িবে। তাহারাত ভক্তিরাজ্যে প্রবেশ করিতে পারিবেই না, অধিচ পাপকার্য্যে অভিনিবিষ্ট হইবে। এই জন্য ভগবান্ নিজে সৎকর্ম্ম আচরণ করিয়া বহির্ম্মুখগণকে ক্রমোন্নতির শিক্ষা দেন। মূঢ়ব্যক্তিগণ নিজদিগকে প্রাকৃত বলিয়া বোধ করেন এবং প্রকৃতির গুণকর্ম্মে স্বীয় সম্বন্ধ যোজনা করেন। ঐ অজ্ঞানবিশিষ্ট মন্দমতি-গণকে তত্ত্বজ্ঞ পুরুষেরা বিচলিত করেন না। কিন্তু ঐ শিক্ষা ভক্তির অধিকারীর পক্ষে নাই—ভক্তগণ তাঁহার অতিপ্রিয় তিনি তাঁহাদিগকে সর্ব্বগুহ্যতম উপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন—

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥"

'যাবতীয় ধর্ম ও আশ্রম ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমার শরণাগত হও। ঐ সকল আশ্রমধর্ম বা বর্ণধর্ম পরিত্যাগ করাতে তোমার প্রত্যবায় হইবে এইরূপ ভাবিয়া শোক করিও না—আমার ভক্তের কোনও পাপ নাই আমি তাঁহাকে সমস্ত পাপ হইতে মোচন করিয়া থাকি। যদি শ্রদ্ধা দেখাইতে হয়, তবে আমাকে দেখাও, ইহা নমস্কার করিতে হয় তবে আমার তত্ত্ববৎ-স্বরূপে প্রণিপাত কর—"যদসৌ তব দাসেতি ন স্মরেদধমাধমঃ।"

ভগবানের কার্য্যের গূঢ় মর্ম একমাত্র ভগবানে সর্ব্বতোভাবে শরণাগত ভক্তই উপলব্ধি করিতে পারেন। অপরে মোহিত হইয়া পড়ে। এই প্রসঙ্গে বিষ্ণুর অসুরমোহনরূপ একটী নিত্যকার্য্য আছে। তোগী অসুরবুদ্ধিসম্পন্ন লোকেরা গৌরসুন্দরের অনুষ্ঠিত শ্রাদ্ধাদি কার্য্যের গূঢ়তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া 'শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রেতশ্রাদ্ধ করিয়াছিলেন—সুতরাং আমাদিগেরও ঐরূপ আচরণ করা কর্ত্তব্য' এইরূপ বিবেচনা করিয়া থাকেন। বিষ্ণুবিদ্বেষী লোকের স্বভাবই এই যে তাহারা যে কার্য্যটী তাহাদের মনের মতন অমঙ্গলের মূলকার্য্য অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিকর হইবে সেই কার্য্যটী ভগবানের বা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির দোহাই দিয়া করিয়া থাকেন—কিন্তু যেটী তাহাদের ইন্দ্রিয়তোষণের সহায়ক হইবে না, সে বিষয়টী গ্রহণ করিতে তাহারা নারাজ। যিনি স্বয়ংরূপ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ শ্রীভগবান্, যাঁহার পিতামাতা আত্মীয়বর্গ অক্রিয়নন্দন-গোপ ও ব্রজের পশুকুলসমূহ তাঁহাদের কি প্রাকৃত লোকের মত জন্ম মৃত্যু বা প্রেতযোনিলাভ হয়; অসুরপ্রকৃতি লোকগণ ভগবানের দৈবীমায়ায় বিমোহিত হইয়া অপ্রাকৃত ভগবানের সম্বন্ধেও ঐরূপ অমঙ্গলপ্রাপক বিচার অবলম্বন করিয়া থাকে। পিণ্ডদানপ্রসঙ্গে ঈশ্বরপুরীর সহিত শ্রীগৌরসুন্দর লোকশিক্ষার্থ কি বলিয়াছিলেন, পাঠকবর্গ, শ্রবণ করুন।

(চৈ ভা আদি ১৭শ)

"প্রভু বলে গয়াযাত্রা সফল আমার।
যতক্ষণ দেখিলাম চরণ তোমার॥
তীর্থে পিণ্ড দিলে যে নিস্তারে পিতৃগণ।
সেও যারে পিণ্ড দেয় তরে সেইজন॥
তোমা দেখিলেই মাত্র কোটি পিতৃগণ।
সেইক্ষণে সর্ব্ববন্ধ হয় বিমোচন॥
অতএব তীর্থ নহে তোমার সমান।
তীর্থের পরম তুমি মঙ্গল-প্রধান॥
কৃষ্ণ-পাদপদ্মের অমৃত-রস-পান।
আমারে করাও তুমি—এই চাহি দান॥"

ইহা দ্বারা জগদ্গুরু শ্রীগৌরসুন্দর দেখাইলেন যে, সদ্গুরুপ্রপত্তি ও বৈষ্ণব-সেবাই জীবের একমাত্র কর্ত্তব্য। কৃষ্ণপ্রেমই জীবের চরমপ্রয়োজন। পাঠকগণ। যদি সুবুদ্ধি, বিচারজ্ঞ ও সারগ্রাহী হন তবে এই শিক্ষা গ্রহণ করুন্। ভগবদ্ভক্তিদ্বারাই আমাদের নিত্যমঙ্গল লব্ধ হইবে। শ্রীগৌরসুন্দরের শিক্ষা গ্রহণ করুন্, যিনি হৃদয়ে চৈতন্য-নিত্যানন্দকে ধারণ করিয়াছেন সেইরূপ নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণবের নিকট মহাপ্রভুর শিক্ষার মর্ম্মার্থ বুঝিয়া লউন্। শ্রীমহাপ্রভু বলিয়াছেন—

"কাম ত্যজি কৃষ্ণ ভজে শাস্ত্র-আজ্ঞা মানি।
সেই ঋণি পিত্রাদিকের কভু নহে ঋণী॥"

শ্রীমদ্ভাগবতে নারদ ঋষি ব্যাসদেবকে বলিয়াছেন, যে যে দ্রব্য ভোজনে প্রাণিগণের যে যে রোগ জন্মে কেবল সেই সব রোগোৎপাদক দ্রব্য সেবন করিলে কখনও সেই সেই রোগের উপশম হয় না কিন্তু ঐ সব রোগজনক ঘৃতাদি দ্রব্য অন্ন দ্রব্য বা ঔষধের সহিত ভক্ষণযোগে মিশ্রিত হইলে তৎক্ষণাৎকলেই সেই রোগ নিবৃত্ত হয়। সেইরূপ মানবগণের নৈমিত্তিক কাম্যকর্মসমূহ সংসার বন্ধন বা যোনিভ্রমণের কারণ কিন্তু সেই সকল কর্মই ঈশ্বরে সমর্পিত হইলে ভগবদ্বিমুখ 'অহং-বুদ্ধি' বিনাশে সমর্থ হয়। এই জন্য ঐকান্তিক বৈষ্ণবগণ পিত্রাদির তর্পণ না করিলেও কনিষ্ঠ বা মধ্যমাধিকারী গৃহস্থ বৈষ্ণবগণ বর্ণ ও আশ্রম ধর্ম্মে অবস্থিত বলিয়া মহাপ্রসাদ-নির্ম্মাল্য দ্বারা পূর্ব্বপুরুষগণের আত্মার তৃপ্তিবিধান করিয়া থাকেন। দীক্ষিত বৈষ্ণবগণ—নমস্কারাদিবিশিষ্ট। তাঁহারা জানেন, স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরদ্বয় জীবের উপাধি মাত্র। জীব স্থূলদেহ পরিত্যাগ

করিলেও মুক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত, বাসনার সূক্ষ্ম দেহ পরিত্যাগ করে না—সূক্ষ্মদেহ নানাবিধ ভোগপর অনর্থযুক্ত কামনা করিয়া থাকে। কিন্তু শুদ্ধ জীবাত্মা একমাত্র ভগবৎ-সম্বন্ধি বস্তু ইচ্ছা করিয়া থাকেন। এই জন্য ভগবদ্ভক্তগণ সূক্ষ্মদেহের উদ্দেশে কর্ম্মজড় স্মার্ত্তদিগের ন্যায় অন্নেষাদি অপবিত্র বস্তু প্রদান না করিয়া একমাত্র জীবাত্মার পরিতৃপ্তির জন্য মহাপ্রসাদাদি প্রদান করিয়া পিতৃপুরুষগণের আত্মার তৃপ্তিসাধন করেন। সূক্ষ্মদেহের পরিতৃপ্তির নামান্তরই ভোগ—ভোগবাসনানলে ইন্ধন প্রদান করিলে কেবল ভোগানল বৃদ্ধি করাইয়া জীবের অধোগতি ও চৌরাশীলক্ষযোনি-ভ্রমণ হয়—অপরাধী ব্যক্তির কখনও সুখ কখনও দুঃখ, কখনও স্বর্গ, কখনও নরক-ভোগ হয়। কিন্তু শুদ্ধ জীবাত্মার পরিতৃপ্তিতে কৃষ্ণসেবাবৃত্তির উদয় করাইয়া পরমপুরুষার্থ কৃষ্ণপ্রেমা লাভ করাইয়া থাকে। এই জন্যই বর্ণাশ্রমস্থিত বিষ্ণু আরাধকগণের জন্য স্মৃতিগ্রন্থ 'শ্রীহরিভক্তি-বিলাসের' ১ম বিলাসের ৮২-১০৩ সংখ্যা পর্য্যন্ত বৈষ্ণবশ্রাদ্ধ-বিধি লিপিবদ্ধ হইয়াছে। রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য উক্ত গ্রন্থ সঙ্কলিত হইবার প্রায় ৫০।৬০ বৎসর পরে কর্ম্মজড় স্মার্ত্তগণের জন্য 'অষ্টাবিংশতিতত্ত্ব' সঙ্কলন করেন। বিষ্ণু ও বৈষ্ণববিদ্বেষবশে ঐ গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। অনেকে রঘুনন্দনের শ্রাদ্ধতত্ত্বের মঙ্গলাচরণে শ্রীকৃষ্ণের প্রণাম দেখিয়া উহাতে ভগবদ্ভক্তগণের আদরণীয় বিষয় উপদিষ্ট হইয়াছে বলিয়া যেন ভুল না করেন। ভগবান্ এই ছলেই অসুরমোহন করিয়া থাকেন। ভগবানে স্তব স্তুতি (?) করিয়াও ভগবানের বিদ্বেষাচরণের প্রয়াস জগতে বহু হইয়াছে। সাধারণ লোকে ইহা বুঝিতে পারেন না। কর্ম্মজড়গণ ভগবানকে কর্ম্মবশ মনে করেন, তাঁহারা ভগবানের নিত্য সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ স্বীকার করেন না। পঞ্চোপাসকগণের বিষ্ণুপূজা (?) ভগবানের বিদ্বেষাচরণ ছাড়া আর কিছুই নহে—

"বিষ্ণু তার কৃষ্ণসেবা শ্রবণ-কীর্ত্তন।
কৃষ্ণ-অঙ্গে বস্ত্র হানে তাহার ভূষণ॥"

অদ্বৈতাচার্য্য প্রভু উচ্চকুলে আবির্ভূত হইয়াও বিষ্ণু-নির্ম্মাল্য দ্বারা শ্রাদ্ধকার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন এবং সেই শ্রাদ্ধপাত্রে স্মার্ত্তের প্রত্যক্ষ-আদরবিচারে মনঃক্ষুণ্ণ শ্রীল ঠাকুর হরিদাসকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণজ্ঞানে প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু আমার সেই অদ্বৈতপ্রভুর পুত্র বলরামের সন্তান মধুসূদনের পুত্র রাধারমণ ভট্টাচার্য্য রঘুনন্দনের স্মৃতির আনুগত্য অবলম্বনে কুশপুত্তলিকা নির্ম্মাণ-পূর্ব্বক প্রেত-শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান করিয়া অদ্বৈতাচার্য্য-প্রচারিত পারমার্থিক ধর্ম্মের উৎসাদন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই জন্যই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী (চৈঃ চঃ আদি ১২শ পরিচ্ছেদে) বলিয়াছেন—

"কেহত আচার্য্যের আজ্ঞায় কেহত' স্বতন্ত্র।
স্বমত কল্পনা করে সেই ত পরতন্ত্র॥
আচার্য্যের মত যেই সেই মত সার।
তাঁর আজ্ঞা লঙ্ঘি চলে সেইত' অসার॥"

সত্যযুগে উপরিচর বসু নামে পুরুবংশীয় একজন বৈষ্ণবরাজ ছিলেন। তিনি মহাপ্রসাদ-নির্ম্মাল্য দ্বারা পিতৃ পুরুষগণের আত্মার পরিতৃপ্তি সাধন করেন। বর্ণাশ্রম স্থিত বিষ্ণুর উপাসকগণের মধ্যে এইরূপ মহাপ্রসাদ দ্বারা বৈষ্ণব শ্রাদ্ধ বিধিরই প্রচলন আছে। পাঠকগণের অবগতির জন্য শ্রীহরিভক্তিবিলাসের শ্রাদ্ধবিধি প্রকরণের কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল—

"শ্রাদ্ধে শ্রাদ্ধদিনেঽপি প্রাপ্তং ভগবতেঽর্পিতং।
তদ্ভোজনৈব কুর্ব্বীত শ্রাদ্ধং তাপবতো নরঃ॥

তথাচ পাদ্মে—

বিষ্ণোর্নিবেদিতান্নেন যষ্টব্যং দেবতান্তরম্।
পিতৃভ্যোঽপি তদেবেহ তদানন্ত্যায় কল্পতে॥

জ্ঞানে ব্রহ্মনারদ সংবাদে—

বিং দত্তৈর্বাহুভিঃ পিণ্ডৈর্গয়াশ্রাদ্ধশতৈরপি।
যৈরর্চ্চিতো হরির্ভক্ত্যা পিতরস্তৈঃ কিমে কিমে॥
যদ্দত্তং যত্নতঃ পুণ্যং ক্রিয়তে মুনিপুঙ্গব।
উদ্ধৃত্য নরকাগারাত্তং নয়েৎ পরমং পদং॥
যো দদাতি হরেঃ স্থানং পিতৃমুদ্দিশ্য নারদ।
কর্ত্তুরাং হি পিতরঃ পরং কুর্বন্তি তেন তে॥

শ্রুতৌ চ—একো হ বৈ নারায়ণ আসীৎ ন ব্রহ্মা নেমে দ্যাবাপৃথিবী সমৌ নেমে নিতয়ঃ নমুষ্যাঃ বিষ্ণুনা অনিবেদিতমন্নমি বিষ্ণুনাত্তং ভিন্নমি বিষ্ণুনা পীতং পিবমি তস্মাদ্বিষ্ণোরন্যো বিশ্ব পশুতঃ তকমেহুঃ। • •

অতএবোক্তং শ্রীভগবতা বিষ্ণুধর্মে—

তস্মাৎ ভোজ্যং যৎকিঞ্চিন্নিবেদ্যাগ্র ভোক্তরি।
ন দেয়ং পিতৃদেবেভ্যঃ প্রায়শ্চিত্তী যতো ভবেৎ॥"

শ্রাদ্ধ দিন উপস্থিত হইলে সর্ব্বপ্রথমে শ্রীভগবান্‌কে অন্ন নিবেদন করিবে এবং একমাত্র হরির অবশেষ দ্বারাই ভগবদ্ভক্ত শ্রাদ্ধকার্য্য করিবেন। পদ্মপুরাণেও উক্ত হইয়াছে—বিষ্ণুর নিবেদিত মহাপ্রসাদার দ্বারা পিত্রাদি দেবতার আরাধনা ও পিতৃগণের শ্রাদ্ধ করিলে উহা অক্ষয় ফল প্রসব করিয়া থাকে। স্কন্দপুরাণেও ব্রহ্ম-নারদ-সংবাদে দেখা যায়, যে ব্যক্তি পিতৃগণের উদ্দেশে প্রত্যহ ভক্তিসহকারে কেশবের পূজা করেন, তাঁহার গয়াশ্রাদ্ধাদি বা বহু পিণ্ড-দানের প্রয়োজন কি? হে মুনিশ্রেষ্ঠ, যাঁহার উদ্দেশে শ্রীহরির পূজা করা যায় তাঁহাকে নরক-যন্ত্রণা হইতে উদ্ধার করিয়া পরমপদে আনয়ন করা হয়। যে নরাধম, যিনি পিতৃগণকে উদ্দেশ করিয়া হরির স্থান প্রদান করেন, পিতৃগণের সম্বন্ধে যাহা কিছু কর্ত্তব্য হইতে পারে—তাহা সমস্তই তাঁহার দ্বারা আচরিত হইয়াছে। প্রতিতেও উক্ত হইয়াছে—সৃষ্টির পূর্ব্বে একমাত্র নারায়ণই ছিলেন, ব্রহ্মা ও দ্যাবা-পৃথিবী কিছুই ছিল না। দেবতাবৃন্দ, পিতৃগণ ও যাবতীয় মনুষ্য বিষ্ণুর ভুক্তাবশেষ গ্রহণ করেন, বিষ্ণুর আঘ্রাত বস্তু আঘ্রাণ করেন, হরির পীত বস্তু পান করেন। অতএব বিষ্ণুধর্ম্মে উক্ত হইয়াছে—প্রথমতঃ অগ্রভুক্ ভগবানকে না দিয়া পিতৃগণের উদ্দেশে কিছু দিতে নাই। তাহা করিলে প্রায়শ্চিত্তার্হ হইতে হয়।

শ্রাদ্ধে বৈষ্ণব-ভোজন করান উচিত। শ্রীল রূপ গোস্বামি-পাদ উপদেশামৃতের চতুর্থ শ্লোকে বৈষ্ণবগণকে ভোজন করান ও তাঁহাদের উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করাকে প্রীতির দুইটী লক্ষণের অন্যতম বলিয়া উপদেশ করিয়াছেন। উহা দ্বারা বৈষ্ণবদাস্য ও তৎফলে ভক্তি বৃদ্ধি হয়। শ্রীহরিভক্তিবিলাস স্বান্দ-বচন উদ্ধারপূর্ব্বক বলিয়াছেন—যে সকল বিষয়ান্ধ বৈষ্ণবের 'ব্যাবহারিক দুঃখ' দর্শনে বৈষ্ণবকে মূঢ়বোধে বেদবিদ্‌গণকে শ্রাদ্ধ প্রদান করে বিপ্রকৃত সেই শ্রাদ্ধ রাক্ষস-কর্ত্তৃক গৃহীত হয়। বৈষ্ণব ব্যক্তি শ্রাদ্ধোপযোগী পরিমিত অন্ন-ভোজন ও গণ্ডূষ-প্রমাণ জল পান করিলে সেই অন্ন সুমেরু-সদৃশ এবং সেই জল সমুদ্রতুল্য হয়। নারদপুরাণে উক্ত হইয়াছে, হরির উদ্দেশে পিতৃদেব দ্রব্য অর্পণ করিলে দাতার পিতৃগণকে বৈতরণী পার করাইয়া যন্ত্রণা ভোগ করাইতে হয়। বিষ্ণুধর্ম্মে লিখিত আছে যে, শ্রীহরির অবশেষ পরমান্ন পিতৃগণকে প্রদান করিলে, তাহা অক্ষয় হয় কিন্তু কখনও ব্রহ্মাদি দেবতাগণেরও সদ্গুরু শ্রীহরিকে পিতৃগণের শেষ প্রদান করিতে নাই। কি লক্ষ, কি পিতৃবর্গ, কি ইন্দ্রাদিপ্রমুখ দেবতাগণ সকলেই শ্রীহরির কিঙ্কর। এইরূপে আবশ্যকীয় কৃত্য সমাপনপূর্ব্বক সর্ব্বাগ্রে বৈষ্ণব-গণকে বিতাগ করিয়া দিয়া বন্ধু বান্ধবগণের সহিত শ্রীমহা-প্রসাদার সম্মান করা কর্ত্তব্য।

শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামী প্রভু প্রহ্লাদ পঞ্চরাত্রের বাক্য উদ্ধারপূর্ব্বক বলিতেছেন—

"স্বতাবৈঃ কর্ম্মজড়ান্ বন্ধুন্ ভ্রবিণাদিভিঃ।
হরেনৈবেদ্যসম্ভারান্ বৈষ্ণবেভ্যঃ সমর্পয়েৎ॥"

যাহারা কর্ম্মজড় স্মার্ত্ত অর্থাৎ কর্ম্মফলাসক্ত হইয়া প্রেত-শ্রাদ্ধাদিতে আসক্ত ঐ সকল জড়প্রায় লোকগণকে (বিষ্ঠা-তুল্য) অনিবেদিত দ্রব্য অথবা অর্থাদি দ্বারা বঞ্চনা করিয়া বৈষ্ণব-গণকে শ্রীহরির নিবেদিত পরমোপাদেয় বস্তু প্রদান করা কর্ত্তব্য। কর্ম্মজড়স্মার্ত্তগণ অর্থলোলুপ অর্থের জন্যই তাঁহাদের শ্রাদ্ধাদি কার্য্যে উৎসাহ যুক্তরাং ঐ সকল কর্ম্মজড় বিপ্রগণকে 'ভোগ' দেওয়াই কর্ত্তব্য।

কর্ম্মজড় স্মার্ত্তগণের বিধানানুসারে কৃষ্ণপক্ষীয় একাদশীতে শ্রাদ্ধ প্রদত্ত কিন্তু ভগবদ্ভক্তগণের শ্রীএকাদশীতে মহাপ্রসাদার গ্রহণ নিষিদ্ধ। সুতরাং তাঁহারা তাঁহাদের পিতৃপুরুষগণকে শ্রীএকাদশীতে মহাপ্রসাদার প্রদান করিয়া সপরিবারে নরকপথের পথিক হন না। শ্রীনারায়ণে কোন অবেদ্য দ্রব্য যেমন মৎস মাংসাদি নিবেদিত হইতে পারে না সুতরাং ভগবদ্ভক্তগণ রক্তমাংসপূর্ণবিষ্ঠাপূর্ণ মৃতদেহাদির দ্বারা

পিতৃপুরুষগণের তৃপ্তিবিধানে সমর্থ হন না। বৈষ্ণবগণ উপাধির শ্রাদ্ধ করেন না, আত্মার শ্রাদ্ধ করিয়া থাকেন ভূতশিশাচের শ্রাদ্ধ করেন না—নিত্য কৃষ্ণদাস জীবের শ্রাদ্ধ করেন। ভগবদ্ভক্তগণ নির্গুণ-স্বভাব, তাঁহারা লৌকিক শ্রাদ্ধের কোনও মতে পক্ষপাতী নহেন। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় আজ কাল বৈষ্ণবনামধারী ব্যক্তিগণও আসুর সমাজের করাল কবলে নিগৃহীত হইবার ভয়ে নরকপ্রাপক প্রেতশ্রাদ্ধ কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া পড়িয়াছেন। আজকাল পুরোহিতগণ পুত্রের হিত না করিয়া প্রকৃত পক্ষে কি অহিতাচরণ করিতেছেন না? গুরুবর্গ, বৈষ্ণবক্রব' গোস্বামিবর্গগণ কি পুত্রকন্যা বিবাহের জন্য আসুর সমাজের আনুগত্য করিয়া নিজেরা অন্ধতামিস্রে পতিত অপর অন্য ব্যক্তিগণকে ঘোর নরকে পাতিত করিতেছেন না? আজকাল যদি কেহ সৎসাহসের উপর নির্ভর করিয়া বৈষ্ণব-শাস্ত্রবিধানানুযায়ী শ্রাদ্ধ করিতে প্রস্তুত হন, অমনি তাহার গুরু গোঁসাই (?) পুরোহিত, ভাই, বন্ধু, সমাজ সকলেই তাহার উপর খড়্গহস্ত হইয়া উঠেন উহাকে 'এক-ঘ'রে' বা নানা প্রকার লাঞ্ছনা প্রদান করিতে বদ্ধপরিকর হন। ধর্ম্মের এইরূপ ব্যতিচার দর্শনে পরমদুঃখ দুঃখী শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রাণ একদিন কাঁদিয়াছিল, তাই তিনি-বৈষ্ণব শ্রাদ্ধ প্রচলনের জন্য বহু চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। তৎফলে শুদ্ধ বৈষ্ণবানুগত গৃহস্থ ভক্তগণের মধ্যে বৈষ্ণব-শ্রাদ্ধ-প্রথা অনুষ্ঠিত হইতেছে। শীঘ্রই শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে বৈষ্ণব শ্রাদ্ধ প্রয়োগ বিধি সম্বন্ধে এক-খানা স্মৃতিনিবন্ধ প্রকাশিত হইবে। শ্রীহরিভক্তিবিলাসে বৈষ্ণব শ্রাদ্ধ বিধির উল্লেখ থাকিলেও তাহাতে মন্ত্র বা প্রয়োগ-বিধি কিছু নাই। বেদ ও পুরাণাদি শাস্ত্র হইতে বৈষ্ণব সমাজে গৃহস্থ বৈষ্ণবগণের জন্য একখানা-শ্রাদ্ধ প্রয়োগ-বিধির নিতান্ত আবশ্যক নতুবা কর্ম্মজড় স্মার্ত্তগণের কুহকে পড়িয়া ষোলআনা বিষ্ণুদাসকগণের সমূহ বিপদাশঙ্কা। ঐকান্তিক বিরক্ত পরমহংস বৈষ্ণবগণের বিজয়োৎসব-বাসর উপস্থিত হইলে শুদ্ধ বৈষ্ণবগণসহ হরিনাম-কীর্ত্তন ও মহোৎসবাদি ভক্তাঙ্গ যাজনদ্বারা শ্রাদ্ধ জ্ঞাপন করা কর্ত্তব্য। শ্রীমন্মহাপ্রভু হরিদাস ঠাকুরের বিরহে নীলাচলের সকল লোকে হরিকীর্ত্তন করিয়াছিলেন এবং স্বয়ং সিংহদ্বারের পসারিগণের নিকট হইতে শ্রীমহাপ্রসাদ ভিক্ষা করিয়া ভক্তগণসহ হরিদাস ঠাকুরের বিজয়োৎসব সম্পন্ন করিয়াছিলেন।

প্রচারকের পত্র।

গুলঞ্চ হইতে গত শনিবার শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ভক্তিবিজয় মহোদয় লিখিয়াছেন—

শ্রীপাদ ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজের আশ্রয়ে এই হাসাধম, শ্রীনাথ, মুকুন্দ, জানকীনাথ ও ত্রৈলোক্যনাথ প্রভৃতিসহ গুরুবর্গের সন্ধানে এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। পথের ভীষণতার কথা কি বলিব! তিন চারি স্থানে গাড়ী পরিবর্ত্তন। তিন চারি স্থানে খেয়া পার। ১০ মাইল পথ গরুর গাড়ীর আশ্রয়ে অতিবাহন। তিন দিবসের ক্রমাগত বৃষ্টিপাতের ফলে গ্রামপথ এমন পিচ্ছিল কর্দ্দমাক্ত হইয়া পড়িয়াছিল যে প্রতি মুহূর্ত্তে গো-যানের পতনের আশঙ্কা হইতেছিল। পূর্ব্বরাত্রি জাগরণের ফলে নিদ্রাদেবীর অশেষ কৃপায় গো-যানে বসিয়া থাকা কঠিন হইল। সুতরাং সঙ্কীর্ণ স্থানে তিনজন কুকুরের ছানার ন্যায় একের অঙ্গে অপরের অঙ্গের উপর রাখিয়া শুইয়া পড়িলাম, শুধু মুদ্রিত করিলাম। কিন্তু গাড়ীর ঝাকুনিতে গাড়ীর বংশ-পঞ্জর আমাদের দেহ-পঞ্জরের সহিত এমন প্রীতিসংস্থাপন করিতে আরম্ভ করিল যে বোধ হইল সমস্ত দেহপঞ্জর ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া গেল। যেন ঐ গুলি চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া গাড়ীর বংশ-পঞ্জরের ফাঁকা দিয়া বুঝিবে পড়িয়া গেল, আর খুঁজিয়া পাইব না। কিন্তু নিদ্রার কি মায়াময়ী ঐ সকল অবলীলাক্রমে সহ্য করিয়া চক্ষু মুদ্রিত অবস্থায় দুই ঘণ্টা কাল ঐ ভাবে গাড়ীতে পড়িয়া রহিলাম। আরও পড়িয়া থাকিতাম কিন্তু চালক চীৎকার করিয়া বলিল "বাবুজী, উঠনে হোগা। পানি হেকে গাড়ী যায়েগা।" সে কি কথা! সত্য সত্যই চাহিয়া দেখি সম্মুখে জলরাশি! প্রায় সিকি মাইলব্যাপী স্থান গাড়ীর অর্দ্ধাংশ কখনও বা অধিক জলের নিম্নভাগে রহিল এইভাবে পথের বিচিত্র

অসুবিধা ও ক্লেশ অতিক্রম করিয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বে রাজধানীতে আসিয়া পৌঁছিলাম। গাড়ী হইতে অবতরণ করিবা মাত্র কর্তৃপক্ষ স্বয়ং সম্ভ্রমের সহিত আমাদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া থাকিবার সুবন্দোবস্ত করিয়া দিলেন এবং সর্ব্বাগ্রে কিছুক্ষণ শ্রীহরিকথার কীর্ত্তনের অবসর দিলেন। কুমার শ্রীযুক্ত বিজেন্দ্রচন্দ্র সিংহ বাহাদুর আমাদের জন্য মহাপ্রসাদ ও বিশ্রামের সমস্ত আয়োজন করাইয়া দিলেন। হাত মুখাদি প্রক্ষালনের পরে স্থানীয় হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক কতিপয় সহকারী শিক্ষক ও রাজকর্ম্মচারী প্রায় দুইঘণ্টা কাল হরিকথা শ্রবণ করিলেন। অতিকালে শ্রীমহাপ্রসাদ সম্মান করিয়া বিশ্রাম ক্রোড়ে সকলে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

পরদিন প্রাতে স্থানীয় কীর্ত্তনকারী দল আমাদিগের সহিত সমস্ত স্থান টহলে সহযোগিতা করিয়াছেন। বেলা নয় ঘটিকা হইতে ১২টা পর্য্যন্ত কুমার বিজেন্দ্র বাহাদুর, রেভেন্যু মাষ্টার, মহারাজ বাহাদুর, কুমার অরুণচন্দ্র বাহাদুর ও রাজকর্ম্মচারীর নিকট শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত ধর্ম্ম যে সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম তাহা কীর্ত্তন করি। ফলে তাঁহারা সকলে একবাক্যে স্বীকার করিলেন যে আপনাদের কথা সাম্প্রদায়িক নহে—সঙ্কীর্ণতাবদ্ধ নহে। অপরাহ্ণ হইতে কীর্ত্তন ও পাঠ আরম্ভ হয়। শ্রীপাদ ত্রৈলোক্যনাথ প্রভুর সুমধুর কীর্ত্তনে শ্রোতৃবর্গ সবাকই হইলে শ্রীপাদ ভারতীমহারাজ শ্রীভাগবত অবলম্বনে শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজের গৃহাশ্রমের কথা অতি সরল সহজ ও চিত্তাকর্ষকভাবে অভিনয় সহজগম্য যুক্তির অবতারণা করিয়া সকলকে বুঝাইয়া দিলেন। সভান্তে রাজবাড়ীর সকলে, শিক্ষকবর্গ, বহু ছাত্র, বহু ব্যবসায়ী প্রভৃতি বিভিন্নভাবে সংমিলিত শ্রোতৃবর্গের সমাবেশ হইয়াছিল। সন্ন্যাসি মহারাজ দেড়ঘণ্টা কাল কীর্ত্তন করিলে এদাসাধম একঘণ্টার কিছু উর্দ্ধকাল শ্রীমন্মহাপ্রভুর "উপদেশ ও শিক্ষা" সম্বন্ধে বক্তৃতা করে। তৎপরে কীর্ত্তন হয়। পাঠাদি শ্রবণে স্বয়ং মহারাজ বাহাদুর ও কুমার বাহাদুরগণ একবাক্যে বলিলেন এমন অসাম্প্রদায়িক কথা শ্রীভাগবতে ও শ্রীমহাপ্রভুর উপদেশে আছে আমরা জানিতাম না। কুমার বিজেন্দ্র বাহাদুর চিত্তের আবেগে সভাস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া জীবনের দুঃসঙ্গের কথা বিবরণের কথা অতিশয় ব্যথিত অন্তঃকরণে সকলসমক্ষে বিশেষতঃ অধীন প্রজাবর্গের নিকট অকপটে জ্ঞাপন করিয়া প্রচারকবর্গকে বক্তব্যবিজ্ঞাপনস্থলে স্ব স্ব ত্রুটীর কথা উল্লেখ করিয়া বলিলেন তাহাই আমাদের যথার্থ ধন্যবাদ হইবে যদি আমরা সাধুসঙ্গের আচার ও প্রচার গ্রহণ করি। মহারাজ বাহাদুরও অত্যন্ত অমায়িক ও সরলভাবে স্বীয় পদমর্য্যাদা বিস্মৃত হইয়া স্বীয় বৈষয়িক জীবনের দুর্দ্দশা কীর্ত্তন করিয়া অন্ত পুনরায় 'জীবের মঙ্গললাভের উপায় কি' ইত্যাদি বিষয় কীর্ত্তনের জন্য অনুরোধ করিলেন। এইভাবে ইষ্টগোষ্ঠীর পরে রাত্রি প্রায় সাড়ে আট ঘটিকার পরে আমরা প্রত্যাবর্ত্তন করি। প্রসঙ্গ একটী পার্থক্য-দেশ। এহেন স্থানে এমন সরলহৃদয় মহারাজ বাহাদুর ও কুমার বাহাদুরগণ এমন স্থানে লুক্কায়িত আছেন তাহা কে জানিত। বাস্তবিকই তাঁহাদিগের সৌজন্যে, সরলতায় বিশেষতঃ সচ্চরিত্রতায় আমরা অত্যন্ত মুগ্ধ হইয়াছি।

ঠাকুরের বক্তৃতার চুম্বক

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১৮শ সংখ্যার পর)

অসাম্প্রদায়িকতা বা উদারতার নামে কাল্পনিক অনিত্য সত্য-স্থলনা নাস্তিকতা ও অবিসম্বাদিতনিত্য সত্য আস্তিকতায় সমন্বয়প্রয়াস কেবল ভক্তিহীন ও ভগবদ্ বহির্ম্মুখ লোক-রঞ্জনরূপ ব্যাপার হইতেই উদ্ভূত। এই সকল অসাম্প্রদায়িক নামধারিগণ কার্য্যতঃ মনঃকল্পিত ভগবদ্‌বহির্ম্মুখ সম্প্রদায়েরই সৃষ্টা। এইরূপ সমন্বয়চেষ্টার প্রয়াস কেবল আধুনিক নহে বহু পূর্ব্বেও এরূপ বিষ্ণুবিদ্বেষবাদ জগতে প্রচলিত ছিল তাহা দেখিয়া দুইটী ভগবৎ-প্রেরিত পরম উদার মহাপুরুষ জগতে আবির্ভূত হইয়া ঐ সকল ভগবদ্-বহির্ম্মুখ 'অসাম্প্রদায়িক-ব্রুবগণকে' প্রকৃত ভগবদ্ভক্তানুগতাদুক্ত ব্যক্তিগণ হইতে পৃথক্ করিবার বাসনায় অসৎসাম্প্রদায়িক ও 'সৎসাম্প্রদায়িক' আখ্যা প্রদান করিলেন। লক্ষণ-নৈপুণ্যই এই বিশ্লেষণ অগ্রণী হইলেন। 'সৎসাম্প্রদায়িক-

গণের অবলম্বন সম্প্রদায় নাই—তাঁহারা কপট উদারতার নামে নাস্তিকতায় প্রশ্রয় দেন না। ভগবানই একমাত্র 'সৎ' অর্থাৎ নিত্য সত্তাবিশিষ্ট বস্তু। সেই ভগবানের অচিন্তাশক্তিও নিত্য। 'সৎ-সাম্প্রদায়িকগণ' সেই নিত্য-সত্তাবিশিষ্ট অচিন্তাশক্তিসমন্বিত শ্রীভগবানের নিত্য উপাসক, সুতরাং তাঁহারাই একমাত্র পরম উদার। অবৈষ্ণব ভগবদ্বেষকগণ অপেক্ষা আর উদার জগতে কেহ থাকিতে পারে না। জড়ের উদারতা, উদারতা নহে উহা ইন্দ্রিয়-তর্পণমূলে উদারতার ভাণ বা কপটতামাত্র। সমন্বয়বাদিগণ উদারতার ছল করিয়া বিষ্ণু, শিব, শক্তি, গণেশ, সূর্য্য ইহাদের যে কোনও একটীর উপাসনা (?) আরম্ভ করিলেন কিন্তু ইহাকে এতকাল উপাসন করিলেন পরে তার উপরই খড়্গ নিপাতিত করিয়া উপাস্যে তাড়িয়া ফেলিলেন। চূণ কাম করা হইল; পলাস্তারা করা হইল, আবার কিছুকাল পরে ঐ পলাস্তারাকে ফেলে দেওয়া হইল। যখন এইরূপ ভগবানের নিত্য সচ্চিদেবত্ব ও নিত্য আরাধনা অস্বীকৃত হইতেছিল তখনই ভগবানের ইচ্ছায় আন্ধ্রপ্রদেশের মহাভূতপুরীতে শ্রীলক্ষ্মণসোমিক নামে এক পরম শক্তিশালী মহাপুরুষ আবির্ভূত হইলেন। ইহারই অপর নাম শ্রীরামানুজাচার্য্য। যখনই কোনও ভগবদানুসত্যযুক্ত সত্য ধর্ম্মের কথা জগতে প্রচার হয় তখনই বিষ্ণুবিরোধী জগতের মনুষ্যগণ, এমন কি দেবতাগণ পর্য্যন্ত তাঁহার পরম শত্রু হইয়া পড়েন। তাঁহার পরবর্ত্তী বক্তব্য।

সত্যযুগে পর্য্যন্ত হরিভক্ত প্রহ্লাদের বিরোধ-চেষ্টায় হিরণ্যকশিপুর আবির্ভাব হইয়াছিল। পাণ্ডবগণের আত্ম-বিনাশ সাধন করাইবার জন্যই ভগবানের এইরূপ ক্রোধের সঞ্চার হয়। পাণ্ডবগণ হরি ও হরিভক্তের বিরোধ করিতে করিতে অনন্তবিনাশের পথে ধাবিত হয়। যখন শ্রীরামানুজাচার্য্য আবির্ভূত হইলেন তখনও তাঁহার প্রচারে অনেক বিষ্ণুবিরোধী ব্যক্তি বাধা প্রদান করিলেন এমন কি যে শুষ্কজ্ঞান রামানুজাচার্য্যের মত অসীম প্রতিভাশালী ব্যক্তিকে নিজ শিষ্য বলিয়া পরিচয় দিতে পারিলে নিজকে কৃতার্থ মনে করিতেন রামানুজ যখন সেই শুষ্কজ্ঞানসম্প্রদায়ের প্রচারিত সিদ্ধান্তও শাস্ত্রযুক্তি দ্বারা খণ্ডন করিয়া ভগবদ্ভক্তি-সিদ্ধান্তবর্ম্ম প্রচার করিলেন, এবং যখন রামানুজের যশঃ-সৌরভ দিগ্‌দিগন্তে বিস্তৃত হইতে থাকিল তখন সেই মৎসরসম্প্রদায়ও শ্রীরামানুজের শত্রু হইয়া পড়িলেন। শ্রীমদ্ভাগবতে শুক্রাচার্য্য ও বলির চরিত্রেও এইরূপ দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। রামানুজাচার্য্যকে যাদব বংশের অজ্ঞাত বাসে থাকিতে হইয়াছিল। আজও ভারতে শ্রীরামানুজাচার্য্যের অনুগত প্রায় তিন কোটী লোক বাস করিতেছেন। ইঁহারা যে গ্রামে বাস করেন সে গ্রামে অসৎসম্প্রদায়ের লোকের স্থান নাই। ভারতবর্ষে রামানন্দী অযোধ্যে সম্প্রদায় নামে একপ্রকার ধর্ম্ম সম্প্রদায় দৃষ্ট হয়। এই রামানন্দ শ্রীরামানুজের পোড়শ অধস্তন। ইনি ঠিক শ্রীরামানুজাচার্য্যের সম্পূর্ণ অনুগত নহেন। ইহারা শ্রীরামানুজাচার্য্যের একনিষ্ঠ সদাচার হইতে কিঞ্চিৎ দূরে সরিয়া পড়িয়াছেন। ইহারা সাধারণ লোকের নিকট উপাসকসম্প্রদায় নামে পরিচিত হইলেও চরমে শঙ্করের নির্ব্বিশেষবাদ ও বহু দেবতার উপাসনা গ্রহণ করিয়াছেন। সম্পূর্ণ শুষ্কত্ব আনুগত্য ও শাস্ত্রীয় আলোচনার অভাব হইতেই তাঁহাদের মধ্যে এই বিপত্তি প্রবেশ করিয়াছে। অযোধ্যা; পুরী প্রভৃতি স্থানে রামানন্দীয় অযোধ্যে সম্প্রদায়ের আখড়া আছে। রামানুজীয়-গণ একনিষ্ঠ বিষ্ণুসেবক। আমি যখন দক্ষিণ দেশ ভ্রমণ কালে দক্ষিণমথুরা বা মাদুরাতে মীনাক্ষি দেবী মন্দিরে প্রবেশ করি, তখন বৈষ্ণব বিরোধীব্যক্তিগণ আমাকে প্রশ্নের উপর প্রশ্ন করিতে লাগিলেন "মহাত্মন্, আপনার বৈষ্ণব বেষ দেখিতেছি আপনি কি প্রকারে দেবীমন্দিরে প্রবেশ করিলেন?" তখন আমি "বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভু"—শম্ভুকে বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠজ্ঞানে নমস্কার ও দর্শন করিয়া থাকি এই বলিয়া শিবকাঞ্চিতে প্রবিষ্ট হইলাম তখনও শৈবগণ আমার নিকট ঐরূপ প্রশ্নের অবতারণা করিতে লাগিলেন। যেহেতু দাক্ষিণাত্যে কোন বৈষ্ণব বিষ্ণু ব্যতীত অন্য দেবমন্দিরে প্রবেশ করেন না। পঞ্চোপাসকগণ বিষ্ণু মন্দিরে বিষ্ণুকে অন্য চারিপ্রকার দেবের অন্যতম জ্ঞানে দর্শন করেন।

(ক্রমশঃ)

———

কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ ও ভক্তি।

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১৪শ সংখ্যার পর)

এখন 'জ্ঞান' সম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক। ভক্তি-সন্দর্ভ ১৩৪ সংখ্যায় শ্রীজীবপাদ লিখিয়াছেন—

কৈবল্যং সাত্ত্বিকং জ্ঞানং রজো বৈকল্পিকঞ্চ যৎ।
প্রাকৃতং তামসং জ্ঞানং যন্নিষ্ঠং নির্গুণং স্মৃতম্॥

ভাঃ ১১।২৫।২৩

কৈবল্য (অর্থাৎ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের সহিত শুদ্ধজীবের অভেদ প্রতিপাদক) জ্ঞান সাত্ত্বিক। কারণ সাত্ত্বিক চিত্তে প্রথমতঃ শুদ্ধ সত্ত্বজীব-চৈতন্য একাশিত হয় তৎপর চিৎএর একাকারত্ব ও অভেদ জ্ঞানে সেই সত্ত্ব-প্রধান চিত্তে গুরুপূর্ণ চৈতন্য ও অনুভূত হয়। সেই জন্য সত্ত্বগুণেরই সেস্থলে কারণত্বের বাহুল্যবশতঃ সাত্ত্বিকতা। গীতা (১৪।১৭) সত্ত্ব হইতে জ্ঞান সঞ্জাত হয় বলিয়াছেন। বৈকল্পিক অর্থাৎ দেহাদি বিষয়ে প্রবৃত্তিময় জ্ঞান—রাজস জ্ঞান প্রাকৃত অর্থাৎ অনভিজ্ঞ বালক মূকাদির জ্ঞান-সদৃশ জ্ঞান তামস এবং যন্নিষ্ঠ (তদ্ভিন্ন) জ্ঞানই নির্গুণ। ভাগবতে (৯।১৪।৯-৩)

দেবানাং গুণলিঙ্গানামানুশ্রবিককর্ম্মণাম্।
সত্ত্ব এবৈকমনসো বৃত্তিঃ সোঽভিধীয়তে॥
ভক্তির্মুকুন্দচরণে ন প্রাকৃতেনোপপদ্যতে।
মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণপরায়ণঃ।
সুদুর্লভঃ প্রশান্তাত্মা কোটিষ্বপি মহামুনে॥

গুণময় দেবগণের এবং অবশাস্ত্র ঋষিগণের মুকুন্দ (মুক্তিসুখ কুৎসিত বোধ হয় যে প্রেমানন্দ হইতে তাহা দান করেন যিনি) পাদপদ্মে প্রায়ই ভক্তি উৎপন্ন হয় না। হে মহামুনে, কোটি কোটি সিদ্ধমুক্তগণের মধ্যেও প্রশান্তাত্মা নারায়ণ পরায়ণভক্ত সুদুর্লভ। অতএব সত্ত্বগুণ ভগবদ্ জ্ঞানের কারণ নহে।

"কৃষ্ণভক্তি জন্মমূল হয় সাধুসঙ্গ"॥

অভিলাষ কর্ম্ম জ্ঞান যোগাদিতে অনাসক্ত স্বর্গ ও মোক্ষে তুচ্ছার্থদর্শী (ভাঃ ৩।১৭।২৩) নিষ্কিঞ্চন সাধুগণের সঙ্গপ্রভাবেই নিত্যসিদ্ধ ভগবদ্ জ্ঞানের উদয় হয়। ভক্তি-সন্দর্ভ ১৩৫ সংখ্যায় শ্রীজীবপাদ আরও বলিয়াছেন সমঃ প্রিয়ঃ সুহৃদ্ব্রহ্ম নিত্যাদৌ (ভাঃ ৭।১।১) সপ্তমে দেবাদৌ তত্ত্ব কৃপা বাস্তবী ন ভবতি, কিন্তু শ্রীমৎ প্রহ্লাদাদিষ্বেবেতি প্রতিপাদনায়হতাং নির্গুণত্বাতিরিক্তা তৎসঙ্গজাপি নির্গুণং ব্যক্তং" অর্থাৎ সপ্তম স্কন্ধের প্রথম অধ্যায়ের "সম-প্রিয়" ইত্যাদি শ্লোকে সপ্তণ-দেবাদিতে বাস্তবিক ভগবৎকৃপা হয় না কিন্তু শ্রীমৎ প্রহ্লাদাদি বৈষ্ণবেই ভগবৎকৃপা প্রতিপন্ন হওয়ায়, মহদ্গণের নির্গুণত্ব অতিব্যক্ত হওয়ায় তাঁহাদের সঙ্গের নির্গুণত্ব পরিস্ফুট হইল। (ভাঃ ১১।২৫।২৯)

"সাত্ত্বিকং সুখমাত্মোত্থং বিষয়োত্থন্তু রাজসম্।
তামসং মোহদৈন্যোত্থং নির্গুণং মদপাশ্রয়ম্॥"

এইস্থলে ভগবৎ সুখ বা ভগবদ্ জ্ঞানের নির্গুণত্ব কথিত হইয়াছে।

পুনরায় শ্রীজীবপাদ দেখাইতেছেন নৃপ (ভাঃ ৮।২৪।২৩)

যদীয়ং মহিমানঞ্চ পরং ব্রহ্মেতি শব্দিতম্।
বেৎস্যত্যনুগৃহীতং মে সংপ্রশ্নৈর্বিবৃতং হৃদি॥"

ইতি শ্রীমৎকপিলদেবস্য বচনেন ব্রহ্মজ্ঞানমপি শ্রীভগবৎ-প্রসাদোত্থং শ্রূয়তে, তৎকথং তস্য সগুণত্বমুচ্যতে। ব্রহ্মজ্ঞানং দ্বিবিধানাং জায়তে। তত্র ভগবদুপাসকানামানুষঙ্গিকত্বেন ব্রহ্মোপাসকানাং-স্বতন্ত্রত্বেন। ভগবদুপাসকৈস্তু ভগবদ্ভক্তিরূপয়া ভক্ত্যা কিঞ্চিদ্ভেদেনৈব গৃহ্যতে তচ্চ গীতা (১৮।৫৪) ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি ইত্যাদি শ্রীগীতোক্তানুসারেণ ব্রহ্মোপাসকৈস্তু পূর্ব্ববদভেদেনৈব গৃহ্যতে। তৎফলঞ্চ (ভাঃ ৩।১৫।৪৮) নাত্যন্তিকং বিগণয়ন্ত্যপি তে প্রসাদমিষ্যুকৃদিনা পরমৈকান্তিকত্বেন মৃতত্বাপি পরমবিমুক্তিরনামৃতত্বাৎ। তথা ভক্তিবিরুদ্ধেন (ভাঃ ৬।১৭।২৩) স্বর্গাপবর্গনরকেষ্বপি তুল্যার্থদর্শিন ইত্যুক্ত্বা নরকবদপবর্গস্যাপি হেয়ত্বাৎ প্রসাদতা এবাসৌ। স্বরূপানুসারেণ প্রসাদতয়া গৃহ্যমাণস্যেতি কল্পিতত্বাৎ সগুণ এব।

যদি বল, "পরব্রহ্ম-নামে কথিত আমার মহিমা তোমার প্রশ্নোত্তরে যাহা বিবৃত করিয়াছি, আমার অনুগ্রহবলে তুমি তাহা হৃদয়ে অবগত হও"—শ্রীমৎকপিলদেবের এই বাক্য দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞানও শ্রীভগবদনুগ্রহ হইতে উৎপন্ন হয়, তদ্বা

যায়, তবে কিরূপে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইল, তদুত্তরে বলা যায় যে, বিবিধ ব্রহ্মজ্ঞান আছে। তন্মধ্যে ভগবদ্ভক্তগণের সদ্প্রভাবে এক প্রকার এবং ব্রহ্মোপাসকগণের ভক্তি ব্যতীত স্বতন্ত্রতা নিবন্ধন অন্য প্রকার। ভগবদুপাসকগণ ভগবদ্ভক্তিরূপা ভক্তি অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মজ্ঞানবিষয়ে কতকটা ভেদবিচার অবলম্বন করেন। সেই ব্রহ্মজ্ঞান আবার, "জ্ঞানমিশ্রভক্তের ব্রহ্মানুভূতিক্ষণে আত্মা প্রসন্ন হইলে শোক বা আকাঙ্ক্ষা থাকে না" এই গীতাবাক্যে এবং "আত্মারাম মুনিগণ নির্গ্রন্থ হইয়াও ভগবানে অহৈতুকী ভক্তি করিয়া থাকেন" ইত্যাদি ভাগবতবাক্যে ভগবানের পরাভক্তির পরিকর স্বরূপ সিদ্ধ হইল কিন্তু ব্রহ্মোপাসকগণ পূর্ব্ববৎ অভেদভাবেই ব্রহ্মজ্ঞানকে গ্রহণ করেন।

সনৎকুমার অনন্তদেবকে বলিয়াছেন —

"হরিকথাকুশল মনস্ক মনস্ক ভগবানের পাদপদ্ম স্মরণ করিয়া আপনার অনুগ্রহে মোক্ষনামক পদবীও আদর করেন না, স্বর্গাদিলাভ—যাহাতে ভয় নিহিত আছে, তাহাত' দূরের কথা। এইরূপ কবিত রীতি অনুসারে অপরলোকে তাদৃশ ব্রহ্মজ্ঞানফলকে আত্যন্তিক মনে করিলেও পরমবিবেকগণ তাহাকে অনাদর করিয়াছেন। এবং স্বর্গমোক্ষ ও নরকে তুল্যদর্শী এই বাক্যে ব্রহ্মজ্ঞানফল বা মোক্ষ ভক্তিবিরুদ্ধ এবং হেয় বলিয়া ভগবানের অনুগ্রহের আভাস মাত্র। নিজ বুদ্ধি অনুসারে প্রসাদ বলিয়া গ্রহণ করিলে তাহা বুদ্ধি করিত হওয়ায় দণ্ডণই জানিতে হইবে। কৈবল্য-জ্ঞানেরও তদ্রূপ দণ্ডণত্ব প্রতিপন্ন হইতেছে। যথা ভক্তিসন্দর্ভে ১৩৫ সংখ্যায় তত: কৈবল্যজ্ঞানমপি তথা। বিশেষতস্তস্য ভগবদ্ভক্তেন অন্যাদীকৃতমিতি। নন্থ অধ্বর্হিশ্চ করণং পুরুষস্য ভগবদ্রূপস্য, তদুদ্ভবয়ো জ্ঞানক্রিয়য়োঃ কথং নির্গুণত্বম্? উচ্যতে—জ্ঞানশক্তিঃ ক্রিয়াশক্তির্বা ন তাবদ্জড়স্য ত্রৈগুণ্যস্য ধর্ম্মঃ ঘটতৈব। ন চ চিচ্ছক্তাপি জীবস্য ঈশ্বরাধীনশক্তিত্বেনানুষ্যত্বাৎ দেবতাবিশিষ্টস্যৈবত্বাৎ। তত: পরমাত্মচৈতন্যস্যৈবেত্যায়াতি। অথোক্তং দেহেন্দ্রিয়প্রাণমনোধিয়োহয়ী যদংশ বিদ্ধা প্রচরন্তি কর্ম্মস্থিতি। তথাচ শ্রুতিঃ (বৃঃ আঃ ৪র্থ ৪ ব্রাহ্মণ) প্রাণস্য প্রাণমুত চক্ষুষশ্চক্ষুরুত শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসো মন ইতি ন যত্তে তং ক্রিয়তে কিঞ্চনাবে ইত্যাদিকা। তদেবং সতি ত্রৈগুণ্যকার্য্যপ্রাধান্যেন তবস্তৌ তে গুণসম্বন্ধনোচ্যতে। পরমেশ্বরপ্রাধান্যেন তু স্বতো গুণাতীতে এব। তদুক্তং দেবাসুরসংগ্রামাধ্যায়ে শ্রীশুকেন তাঃ ৮।৩।২৫ "যদ্যুক্তাস্তেঽসুরস্তুকর্ম্মমনোবচোভির্দেবাস্তাসাদিষু বৃত্তিভেদং পৃথক্ত্বাৎ। তৈরেষ সত্ত্ববৃত্তি যৎক্রিয়তেঽপৃথক্ত্বাৎ সর্ব্বস্য তদ্ধতি মূলনিষেচনং যৎ। পৃথক্ত্বাৎ পরমাত্মেতরপ্রধানাৎ। অপৃথক্ত্বাত্তদেকাশ্রয়ত্বাদিতার্থঃ। অতো মুক্তস্যেব জ্ঞানক্রিয়াত্মিকাপি হরিভক্তিনির্গুণত্বম্। বিশেষতস্তস্যা গুণসম্বন্ধেন অন্যাদীকৃতঃ ন তু ব্রহ্মজ্ঞানস্যেব। গুণসম্বন্ধেন অন্যতাম ইতি। অতোঽসৌ ভক্তিস্বরূপাপি প্রীণনত্বাদি গুণৈকরূপেবিদ্যতে। যদ্বা কপিলদেবেন ভক্তেরপি নির্গুণ সগুণাবস্থা: কথিতাস্তৎ পুনঃ পুরুষার্থঃকরণতয়া এব তত্তদুপচর্য্যার ইতি স্থিতম্।

অর্থাৎ কৈবল্যজ্ঞানেরও তদ্রূপ সগুণত্ব প্রতিপন্ন হইতেছে—বিশেষতঃ সেই কৈবল্যজ্ঞানের গুণসম্বন্ধহেতু অন্য স্বীকৃত হইতেছে। যদি বল, পুরুষের অন্তর্বাহ্য ইন্দ্রিয়নিচয় গুণময় এবং তদ্ভূত জ্ঞানক্রিয়ার কি প্রকারে নির্গুণত্ব সিদ্ধ হয়? তদুত্তরে বলা যায় যে, জ্ঞানশক্তি বা ক্রিয়াশক্তি কখনই ত্রিগুণাত্মক জড়ের ধর্ম্ম নহে। আবার দেবতাবিষ্ট পুরুষের ন্যায় চিদ্রূপ জীবের ঈশ্বরাধীনত্বপ্রযুক্ত স্বীয় প্রাধান্য না থাকায় জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি জীবের স্বাভাবিক ধর্ম্ম নহে। সেইহেতু জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি পরমাত্মার ধর্ম্ম সুতরাং পরমাত্মার নিগুণত্বহেতু ঐ উভয়শক্তিরই নির্গুণত্ব সিদ্ধ হইল। আরও উক্ত হইয়াছে "দেহ, ইন্দ্রিয় প্রাণ, মন ও বুদ্ধি এই সকল ভগবানের যে অংশদ্বারা বিদ্ধ হইয়া কর্ম্মে বিচরণ করে, তিনি পরমাত্মনামে কথিত।" বৃহদারণ্যকেও "ওহে, সেই যিনি প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষু, কর্ণের কর্ণ, মনের মন। তাহা ব্যতীত কোন কার্য্যই অনুষ্ঠিত হয় না।" এইরূপ হইলে সেই জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তিদ্বয় ত্রৈগুণ্যকার্য্যপ্রাধান্যবলতঃ গুণময়স্বরূপ বলিয়া কথিত হয়। কিন্তু তদ্ভক্তিদ্বয় পরমেশ্বরের প্রাধান্যদ্বারা স্বতঃই গুণাতীতা। তাহা শ্রীশুকদেব অষ্টম স্কন্ধ নবম অধ্যায়ে দেবতাগণের অমৃতপান প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—"মানবগণ

দেহ ও পুত্রাদির নিমিত্ত যেরূপ ক্লেশমনোবাক্যাধিষ্ঠারা যে যে কর্ম করে, তাহা অন্বয়জ্ঞান হইতে ভেদবুদ্ধিতে অর্থাৎ জড়ানুগত্যে অনুষ্ঠিত হওয়ায় মূল পরিত্যাগ করিয়া শাখা সেচনের ন্যায় ব্যর্থ হয়। কিন্তু অন্বয়জ্ঞান হইতে ভক্তির দৃষ্টান্ত অর্থাৎ একমাত্র হরির আনুগত্য-বুদ্ধিতে ঐ সব ইন্দ্রিয়দ্বারা যাহা যাহা অনুষ্ঠিত হয়, তাহা সকলই সফল হয়। মূলনিষেচনে যেরূপ শুদ্ধশাখাদি নিষেচিত হয়, তদ্রূপ ঈশ্বর হরিকে উদ্দেশ করিয়া কার্য করিলে অর্থাৎ হরিসেবা করিলেই সকল সফল হয়।

'পৃথক্ত্ব' শব্দে পরমাত্মা ব্যতীত অন্য বস্তুর আশ্রয়ত্ব অর্থাৎ জড়ানুগত্য। 'অপৃথক্ত্ব' শব্দে একমাত্র হরির আনুগত্য। অতএব, জ্ঞান ক্রিয়াত্মিকা হরিভক্তির নির্গুণত্ব যুক্তিযুক্তই। বিশেষতঃ গুণসম্বন্ধহেতু ব্রহ্মজ্ঞানের উৎপত্তি হওয়ায় জ্ঞান গুণসম্বন্ধহেতু ভক্তির উৎপত্তি স্বীকৃত নহে। এইহেতু শ্রীদ্ধ্যুৎপাদক গুণসমূহদ্বারা ভক্তির উদাহরণ প্রদত্ত হইবে। কিন্তু শ্রীকপিলদেব ভক্তির যে নির্গুণ সত্ত্বগাবস্থার কথা বলিয়াছেন, তাহা মানবের অন্তঃকরণ গুণসমূহমাত্র, তৎসমুদয় ভক্তির পরিচারকরূপে স্থিত।

অতএব সিদ্ধান্তিত হইল যে ব্রহ্মজ্ঞান বা কৈবল্যজ্ঞান সগুণ; শুদ্ধজ্ঞানরূপা ভক্তিই নির্গুণ।

অন্বয়জ্ঞানই ভগবানের স্বরূপ। সেই অন্বয়জ্ঞানের ত্রিবিধ প্রতীতির কথা শ্রীমদ্ভাগবত ১।২।১১ শ্লোকে বর্ণিত—

"বদন্তি তৎতত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥

অর্থাৎ অন্বয়জ্ঞানকে তত্ত্ববিৎ পুরুষেরা তত্ত্ব বলেন। চিন্মাত্র ব্রহ্মই সেই তত্ত্বের প্রথম প্রতীতি, চিদ্‌বিস্তাররূপ পরমাত্মাই সেই তত্ত্বের দ্বিতীয় প্রতীতি এবং চিদ্‌বিলাসরূপ ভগবান্ সেই তত্ত্বের তৃতীয় প্রতীতি। তিন অবস্থায় তিনটী নাম হইয়াছে। 'অন্বয়জ্ঞান' বলিতে নির্বিশেষ-অদ্বৈতবাদ বলিয়া যেন কেহ ভুল না করেন। শ্রীমদ্ভাগবত ব্রহ্ম, পরমাত্ম ও ভগবৎপ্রতীতির স্বরূপনির্ণয় বলিয়াছেন; ভাঃ ৩।৩২।৩১—

বিশুদ্ধং কেবলং জ্ঞানং প্রত্যক্ সম্যগবস্থিতম্।
সত্যং পূর্ণমনাদ্যন্তং নির্গুণং নিত্যমদ্বয়ম্॥
জ্ঞানমাত্রং পরং ব্রহ্ম পরমাত্মেশ্বরঃ পুমান্।
দৃশ্যাদিভিঃ পৃথগ্‌ভাবৈর্ভগবানেক ঈয়তে॥

জ্ঞানং বিশুদ্ধং পরমার্থমেকমনন্তরং ত্ববহির্ব্রহ্ম সত্যং।
প্রত্যক্ প্রশান্তং ভগবচ্ছব্দসংজ্ঞং যদ্বাসুদেবং কবয়ো বদন্তি॥

ব্রহ্মপ্রতীতি এইরূপ—বিশুদ্ধ, কেবল চিন্মাত্র, নিজের প্রতি চেষ্টাবান্, সম্যক্‌স্থিত, সত্য, পূর্ণ, অনাদি, অনন্ত সত্ত্বাদিগুণশূন্য, নিত্য, অদ্বয় অর্থাৎ অন্যোন্যরহিত। পরমাত্মপ্রতীতি এইরূপ—জ্ঞানবিবৃত্তিক্রমে ব্রহ্ম অপেক্ষা অধিক বিকসিত পরব্রহ্ম। যাহা কিছু জগতে আছে, তাহাতে অবস্থিত, নিরন্তা, পরমপুরুষ পরমাত্মা। ভগবৎ-প্রতীতি এইরূপ—দৃশ্যাদি যাহা কিছু বা যেই থাকে, সেই সেই বস্তু বা ব্যক্তির পৃথক্ পৃথক্ ভাব দ্বারা সর্বৈশ্বর্যপূর্ণ এক অদ্বিতীয় ভগবান্ প্রকাশ পান।

বিশুদ্ধ পরমার্থজ্ঞান-ভেদরহিত, বহিরর্থশূন্য, সত্য, প্রত্যক্‌দৃশ্যাবস্থ, প্রশান্ত ব্রহ্মকে ক্রোড়ীভূত করিয়া ভগবৎ-শব্দে শব্দিত এক তত্ত্বকে বাসুদেব বলিয়া পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন। তাৎপর্য এই যে, ব্রহ্মপ্রতীতি ও পরমাত্মপ্রতীতিকে অন্তর্ভুক্ত করিয়া যে পরমতত্ত্ব প্রকাশ পান, তাহাই বাসুদেব ভগবান্। শাস্ত্রশিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রে শুদ্ধভগবজ্জ্ঞানেরই প্রশংসা এবং নির্বিশেষ-জ্ঞানের নিন্দা শ্রুত হয়।

শ্রীমদ্ভাগবতে (২।৩।১২) শ্রীশুকদেব পরীক্ষিৎকে বলিতেছেন—

জ্ঞানং যদা প্রতিনিবৃত্তগুণোর্মিচক্র-
মাত্মপ্রসাদ উত যত্র গুণেষ্বসঙ্গঃ।
কৈবল্যসম্মতপথস্ত্বথ ভক্তিযোগঃ
কো নির্বৃতো হরিকথাসু রতিং ন কুর্যাৎ।

অর্থাৎ যখন জ্ঞান গুণোর্মিচক্র হইতে প্রতিনিবৃত্ত হয় অর্থাৎ নির্গুণ সম্বন্ধজ্ঞান উদিত হয়, তখনই আত্মা প্রসন্ন হয় এবং গুণসঙ্গরহিত হইয়া আত্মা কেবল চিন্ময়স্বরূপে প্রকাশ পায়। তখন কৈবল্যসম্মত নির্গুণ ভক্তিযোগ উদিত হয়, অতএব এইরূপ নির্বৃত কোন্ পুরুষ হরি-কথায় রতি না করিবেন? (ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ।

গৌড়ীয়

শ্রীচৈতন্যদেবের বাণী অনুসরণে

শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ কর্তৃক

প্রাণকৃষ্ণতা রক্ষা চরণসেবনম্।

নিত্য বর্দ্ধিত হউক।

শ্রীচৈতন্যদেবের বাণী অনুসরণে

শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ কর্তৃক

প্রাণকৃষ্ণতা রক্ষা চরণসেবনম্।

নিত্য বর্দ্ধিত হউক।

তৃতীয় খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ২৮শে অগ্রহায়ণ, শনিবার ১৩৩১, ১৩ই ডিসেম্বর ২৪ | ১৭শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ।

গৌড়ীয় পাঠকগণ অবগত আছেন যে ১৮শ সংখ্যায় বালীগঞ্জীয় ভক্তিপ্রতিকূল-সম্প্রদায়ের প্রশ্নের প্রথম দফার উত্তরে দেখান হইয়াছে যে সৎ ও অসৎএর বা চিৎ ও অচিৎএর কখনও সমন্বয় হইতে পারে না। সৎ ও অসৎ-এর সমন্বয়-প্রয়াসই-নাস্তিকতা।

'কর্ম্ম,' 'জ্ঞান' ও 'ভক্তি' কখনই সমান নহে। প্রত্যেক বিষয়ই একটী সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন এই তিনটী বিশেষত্বকে আশ্রয় করিয়া অনুষ্ঠিত হয়। বদ্ধ জীবের স্থূল ও সূক্ষ্মদেহের সহিতই কর্ম্মের সম্বন্ধ, অভিধেয় সেখানে দান, পরোপকার নিত্য নৈমিত্তিকাদি সৎকর্ম্ম, প্রয়োজন স্বর্গাদি লাভ। জ্ঞান স্থূলদেহকে ধিক্কার প্রদান করিয়া অচিদ্ভাবপর ভোগ্য দৃশ্যে মমতা করিয়া মনের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করে, নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক, শমদমাদি-সাধনসম্পত্, ইহামুত্রফলভোগে বিরাগ এই সকল জ্ঞানের অভিধেয় বা সাধন, প্রয়োজন অজ্ঞানানিবৃত্তি রূপ মোক্ষ। ভক্তি শুদ্ধ জীবাত্মার নিত্যা স্বরূপবৃত্তি সুতরাং ভক্তির সহিত একমাত্র পূর্ণ চিদ্বিগ্রহ সেবাতত্ত্ব ভগবানেরই সম্বন্ধ, অভিধেয়—সাধনভক্তি, প্রয়োজন—প্রেমভক্তি।

কর্ম্মী, জ্ঞানী ও ভক্ত—এই তিন-জনের সম্বন্ধ, অভি-ধেয় প্রয়োজনে পরস্পর আকাশ পাতাল ভেদ। যেখানে মূলবস্তু প্রয়োজনেই ভেদ সেখানে কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি সকলই সমান কিরূপে হইবে? ভক্তের প্রয়োজন নিত্য মমতামূলে কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি; কর্ম্মী ও জ্ঞানীর প্রয়োজন নশ্বর মূঢ়তামূলে স্বার্থপরতারূপ অনাত্মপ্রীতি। কর্ম্মীর বিচারে স্থূল বা সূক্ষ্মদেহই 'আত্মা' জ্ঞানী দেহাত্মাভিমানরূপ অহ-ঙ্কার ত্যাগ করিয়া যে আত্মারামতা লিপ্সু হয় তাহাকেই চরম ফল মনে করেন।

অনাত্মচেষ্টায় জ্ঞানীর আত্মারামতা চিত্রবিলাসীর চিত্রাভাবে প্রেমের বিরোধী। তৃপ্তির অভাবই প্রেমের লক্ষণ, সেই প্রেম ভক্তির ফল; মোক্ষাদি ভক্তির অবান্তর ফল মাত্র। ভক্তই প্রকৃত পক্ষে আস্তিক কেন না, তিনি আদি, মধ্য

ও চরমে সকলেই শ্রীভগবানকেই সেবা সুখরূপে উপলব্ধি করেন। কর্ম্মী ও জ্ঞানী নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য ভগবানকে প্রথমাবস্থায় দুঃখে স্বীকার করিলেও চরমে তাঁহার প্রতি কেহ দৃষ্টি প্রদর্শন করেন, কেহ বা তাঁহার উপর বজ্রাঘাত করেন। ভক্তের সহিত ভগবানের নিত্য পরিচয়, কর্ম্মী ও জ্ঞানীর সহিত পরিচয়ের ভাণ।

এই ত' গেল ঠিক্ ঠিক্ কর্ম্মী, জ্ঞানী ও ভক্তের কথা। আজ কাল প্রায়ই দেখিতে নিজনিজকে কর্ম্মী, জ্ঞানী বা ভক্ত বলিয়া অভিমান করেন তাঁহারা প্রায়ই 'পাঁচ মিসালে' মনোধর্ম্মী; মনের খেয়ালই ইহাদের এক একটী মত বা পথ। এই সকল ভাবে কপটতা ছাড়া আর কিছুই নাই।

যদি কেহ বলেন যে, কর্ম্ম ও জ্ঞান ভগবানের উদ্দেশ্য-সহিত হয় তবে দোষ কি? বেশ্যে কর্ম্ম শুদ্ধ ভক্তির সেবায় ন্যস্ত হয় তখন কর্ম্মের অনিত্য ভোগাভাবে কর্ম্মত্ব দূর হয়। জ্ঞানও যদি সেইরূপ অদ্বৈতাদ্বৈততত্ত্ববোধাদি ত্যাগ করিয়া (শুকদেবাদির ন্যায়) ভগবদীয়ত্ব বুদ্ধি উৎপাদন করে তখন উহা ভক্তি দ্বারা শোধিত হয়। সুতরাং কেবল কর্ম্ম ও কেবল জ্ঞান নিরপেক্ষ ভাবে কোনও শুভ ফল উৎপাদন করিতে পারে না. ভক্তির অধীনতা স্বীকার করিলেই উহা কালে শোধিত হয় কিন্তু যদি পরে আবার ভক্তির আশ্রয় পরিত্যাগ করে তবে আবার উহা দ্বারা জীবের বন্ধন বা অধঃপতন হয়। গীতা ও ভাগবতে পুনঃ পুনঃ এই কথাই বলিয়াছেন।

ভক্তিতে আশ্রিত হওয়ার অপর নামই ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করা। যেখানে কর্ম্ম ও জ্ঞান শুদ্ধভক্তির সেবায় নিযুক্ত হইল না বা সাজিয়ে লোকদেখান কপট আশ্রয় গ্রহণ করিয়া চরমে ভক্তি অর্থাৎ ভগবানের নিত্য সেবাকে ধ্বংস করিল সেখানে ভগবানের সম্বন্ধ ত্যাগ করা হেতু কর্ম্মী ও জ্ঞানীকে "পাষণ্ড" বলিয়া ধারণা না করাই ভগবন্নিষ্ঠার অভাবের পরিচায়ক।

শ্রীমদ্ভাগবতে (৯।৭।২৩) এই জন্যই বৈষ্ণবাগ্রগণ্য শম্ভু দুর্গা দেবীকে বলিয়াছেন—

"নারায়ণপরাঃ সর্ব্বে ন কুতশ্চন বিভ্যতি।
স্বর্গাপবর্গনরকেষ্বপি তুল্যার্থদর্শিনঃ॥"

নারায়ণের ভক্তগণ কাহারও হইতে ভীত হন না; কর্ম্মীর প্রাপ্য স্বর্গ ও জ্ঞানীর প্রাপ্য অপবর্গমুক্তি ও বিকর্ম্মীর প্রাপ্য নরক ইহাতে তাঁহারা তুল্যার্থদর্শী। সুতরাং সত্য কথা শুনিলে উহা যে সকল মনোধর্ম্মীর রুচির অনুকূল না হয় বা যদি তাহারা হৃদয়ে ব্যথা পান তজ্জন্য তাঁহারা কৃপার পাত্র বটে। সত্যকথাকীর্ত্তনকারী শ্রীহরির ভক্তগণ তাহাদের ঐ সকল প্রলাপ বাক্যে ভীত হইবেন না।

তবে হরিপরায়ণ সাধুগণ প্রাকৃত অন্যায়া কাহাকেও আঘাত করেন না যে চারিরাজার সম্প্রদায়ের বিবাদ বিসম্বাদে ও রক্তপাতে তারতভূমি প্লাবিত হইবার আশঙ্কা করা যাইতে পারে। তাঁহারা ভ.গবতীয় (১১।২।৩৭) বাক্যানুসারে শাস্ত্রোক্তিরূপ যুক্তি দ্বারা মনের ভোগ বা ত্যাগপিপাসারূপ ধর্ম্মসমূহকে ছেদন করিয়া থাকেন। হরিভক্তিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তাহার সমান আর কিছুই নহে—এই কথা শুনিয়া যাঁহাদের মাথায় আঘাত পড়ে—ইহাতে যাহারা রক্তারক্তির আশঙ্কা করেন, তাঁহাদের অবস্থা যে কত শোচনীয় তাহা ভাষায় ব্যক্ত অবাক্। হরিভক্তির মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া কখনও "রক্তপাত" সংঘটিত হয় না। শাস্ত্র বলেন—

"কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম—অতএব শান্ত।
ভুক্তিমুক্তিসিদ্ধিকামী সকলই অশান্ত॥"

যাঁহারা মদ্যে ও অযোক্তপের দ্বারা চালিত ও আজ্ঞন তাঁহারা শুষ্কদত্ত বা নির্ত্তপক্রিয়াকে তামসিক ক্রিয়া বলিতেও পশ্চাদ্‌পদ নহেন—তাহারাই প্রবল ইন্দ্রিয়তাড়নায় আজ হউক, কাল হউক জগতে বাদবিসম্বাদ ও রক্তারক্তির স্রোত প্রবাহিত করিবেন। নিজ বুদ্ধিদোষে তাঁহারা ঐ প্রকার অশান্তি উপস্থিত করিলেও ভক্তগণ তাঁহাদের ক্রোধাগ্নির ইন্ধনস্বরূপ হইবেন না।

তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর 'কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তি' শীর্ষক প্রবন্ধে আলোচিত হইয়াছে। শ্রীগীতায় (৩।২৬) ভগবান্ কর্মীদিগকে 'অজ্ঞান'-মূর্খ বলিয়াছেন ভাগবতে উদ্ধবগীতায় ও (১১।৩।৪৫) কর্মকাণ্ডকে "বাল্যানামনুশাসনম্" "ছেলে ভুলান মোরা" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। গুরু ও ভগবান্ চিরকালই ঐ সকল লোককে "ভোগা" দিয়া আসিয়াছেন। সুতরাং যাহারা "ভোগায়" পড়িয়াছেন ও বঞ্চিত হইয়াছেন তাহাদের পক্ষে ঠাকুর হরিদাসের কার্য্যকলাপ বুঝিতে অনেক দিন বাকী। আচার্য্য শঙ্কর ভগবানের আদেশে জগতের লোককে একবার "ভোগা" দিয়া গিয়াছেন। পরোক্ষবাদপ্রিয় ব্যক্তিগণ তাঁহার ভোগায় পড়িয়াছেন; কৃষ্ণভক্তগণ "চতুর" তাঁহারা আচার্য্যের উদ্দেশ্য বুঝিয়া লইয়া নিত্য ভক্তি যাজন করিতেছেন।

ঠাকুর হরিদাস যবনদিগকে "ভোগা" দিয়াছিলেন—যেমন শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু "যবনের ভক্তা আমি মজাকে যাইব" বলিয়া "যবনরক্ষকদিগকে" "ভোগা" দিয়া শ্রীগৌরহরির সান্নিধ্য লাভ করিয়াছিলেন। "বুলুকের পতি" যখন ঠাকুর হরিদাসকে বলিলেন—"আপনার শাস্ত্র বল তবে চিন্তা নাই" ঠাকুর উত্তরে কি বলিয়াছিলেন—চৈঃ চঃ আদি ১৭শ—

"খণ্ড খণ্ড যদি হই যায় দেহ প্রাণ।
তবু আমি বদনে না ছাড়ি হরিনাম।"

মুক্তি, মিশ্রি, চিৎ ও অচিৎ এক করাকে সমন্বয় বলে না। বস্তুর সত্যস্বরূপে সম্বন্ধ নির্দ্দেশের নাম—'সমন্বয়'। দেহধর্ম, মনোধর্ম ও জীবধর্ম সমস্তই এক এইরূপ প্রলাপকে 'সমন্বয়' বলা যায় না। শ্রীল ঠাকুর হরিদাস "সবারই একই ঈশ্বর"—এই কথা ঠিকই বলিয়াছেন। ঈশ্বর একজনই, তিনিই অদ্বয়তত্ত্ব কিন্তু তিনি অদ্বয়তত্ত্ব হইলেও তাঁহার স্বরূপশক্তিপ্রকটিত নিত্য অখণ্ড বৈচিত্র্যময় অদ্বয় চিদ্বৈভব ও বহিরঙ্গা মায়াশক্তি প্রকটিত হেয় অচিদ্ ভেদবৈভবে আকাশ পাতাল ভেদ। খেঁটু, মাকাল, সুরচনী প্রভৃতি দেবতা বা নির্ব্বিশেষবাদীর নির্গুণ কল্পনার ন্যায় ইহার অন্তরঙ্গাশক্তিপ্রকটিত স্বাংশবিলাস বা স্বরূপ ভগবানের সহিত সমান নহেন। নির্ব্বিশেষবাদিগণ এই সূক্ষ্ম ভেদ বুঝিতে পারেন না বলিয়াই জীব ও ব্রহ্মে একাকার করিয়া ফেলেন। মোটা-বুদ্ধিতে যাহা ভোগময় দর্শনকেই সত্যের স্বরূপ মনে করিয়া বিবর্ত্তবাদী হন তজ্জন্যই মহাপ্রভু বলেন 'মোর আত্মবুদ্ধি হয় বিষ্ঠার সমান'।

শ্রীগীতা সপ্তম অধ্যায় ২০-২৮ ও নবম অধ্যায়ের ২২-২৩ শ্লোক কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ সদ্গুরুর নিকট আলোচনা করিলে এই প্রশ্নের মীমাংসা লাভ হইতে পারে। 'ব্রহ্ম-সংহিতা' গ্রন্থে এ সকল বিষয়ের সুন্দর মীমাংসা আছে। ভগবান্ যখন এক অদ্বয়তত্ত্ব তখন তাঁহা ব্যতীত আর দ্বিতীয় ফলভোক্তা কেহই নাই, ভগবানই সকল যজ্ঞের ভোক্তা। অন্য দেবতার পূজার ফলও ভগবানই প্রদান করেন। কারণ তিনি ছাড়া আর দ্বিতীয় ভোক্তা নাই কিন্তু পূজকের পক্ষে হয় শ্রেয়ঃ—'অবিধি'। ফলভোগকারী ভগবানের কোনও অসুবিধা হয় না, অসুবিধা হয় জীবের 'চাবন্তি তে' (জীব) তাঁহারা সংসার ভ্রমণ করেন।

"শ্রীনাথে জানকীনাথে ভেদঃ পরমাত্মনি"
"যার যেই ভাব সেই ভাব সর্ব্বোত্তম"

—এই সকল কথা চিদ্বৈচিত্র্যের বলভাবভেদের কথা। চিদ্বৈচিত্র্য সমস্তই অদ্বয় কেবল রস ও লীলাতাৎপর্য্যে ভেদ। যেমন শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে বলিয়াছেন—নারায়ণ ও কৃষ্ণের স্বরূপতত্ত্বের সিদ্ধান্ততঃ কোন ভেদ নাই, কেবল পূজার রসবিচারে শ্রীকৃষ্ণরূপ রসের দ্বারা উৎকণ্ঠা লাভ করিয়াছেন। নারায়ণ—অদ্বয় তত্ত্ব ভগবানের ঐশ্বর্য্যপ্রকাশ গোলোকবল্লভ—শ্রীকৃষ্ণ মাধুর্য্যপ্রকাশ। রাম বুদ্ধ আদি লীলাবতার সকলেই বিষ্ণুতত্ত্ব, তাঁহারা স্বয়ং ভগবানেরই স্বাংশরূপ সুতরাং শ্রীভগবান্ হইতে অভিন্ন। কিন্তু তাই বলিয়া বিষ্ণুতত্ত্ব ও বিষ্ণুর বহিরঙ্গামায়া-শক্তিতত্ত্ব সকলই সমান, ইহা অর্ব্বাচীনের মত। ব্রহ্মসংহিতা ৫ম অধ্যায় ৪৪-৪৬ শ্লোক

আলোচ্য। শক্তিতত্ত্ব সমস্তটাই শক্তিমানের অধীন। ধনীর অধীন ধন। আবার ভগবানের স্বরূপশক্তি ও বহিরঙ্গা শক্তিতেও ভেদ বর্ত্তমান। দেবীধামের অধিষ্ঠাত্রী দেবী দেবতা ভগবানের স্বরূপশক্তির ছায়াশক্তি। ব্রহ্মসংহিতা আলোচ্য।

শান্ত, দাস্য, সখ্য প্রভৃতি অনর্থযুক্ত পুরুষের ভাব-পঞ্চকের আস্বাদনের কথা লইয়াই "যার যেই ভাব সেই ভাব সর্ব্বোত্তম" এই কথাটী বলা হইয়াছে। এখানে বদ্ধজীবের মনের অকিঞ্চিৎকর ইন্দ্রিয়তর্পণমূলে খেয়ালকে 'ভাব' বলা হয় নাই। অনর্থযুক্ত পুরুষ 'ঘেঁটু' পূজা করিতে করিতে বা পাগলামি করিতে করিতে শাস্ত্র বচনের কদর্থ করিয়া বলিলেন "আমার যেই ভাব সেই সর্ব্বোত্তম" আর অমনি তাহাকে 'ভক্ত' ও 'রসিক' বলিয়া মনে করিতে হইবে এ সকল কথা অতি অর্ব্বাচীনের কথা।

কথায় বলে 'যেমন কর্ম্ম তেমন ফল' কিংবা কোনও আইন কর্ত্তা যদি আইন পেশ করিয়া বলিলেন, 'আমার রাজ্যে যে যেরূপ ভাবে আচরণ করিবে আমিও তাহার প্রতি তদনুযায়ী ব্যবহার করিব।' এখানে কি এই অর্থ হইবে যে অসৎকার্য্য ও সৎকার্য্য, চোর ও সাধুর এক ব্যবস্থাই হইবে? বরং ইহাতে আরও সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হইল আমাতে যাহারা যেরূপ ভাবে শরণাগত তাহাদিগকে আমি তদনুযায়ী ফল প্রদান করিব; যাহারা আমাতে আদৌ শরণাগত নহেন তাহাদিগকে আমি দেবতাজ্ঞানে সিদ্ধি প্রদানপূর্ব্বক আরও কর্ম্মমার্গে বিচরণ করাইব। গীতা ৪।১১-১২ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

সভায় সুধীমণ্ডলী শ্রীমদ্ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামীপ্রভুর মুখে এই সকল শাস্ত্রযুক্তিপূর্ণ মীমাংসা শ্রবণ করিয়া আনন্দিত হইলেন। ভক্তগণ গুরুগৌরাঙ্গের জয়ধ্বনি করিয়া সভা ভঙ্গ করিলেন।

কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ ও ভক্তি

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

শ্রীমদ্ভাগবতে (১।২।৭) শ্লোকে আরও বলিয়াছেন :—

বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রযোজিতঃ।
জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যং জ্ঞানঞ্চ যদহৈতুকম্॥

অর্থাৎ অন্বয়জ্ঞান ভগবান্ বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণে পরমপ্রীতি-স্থানে ভক্তি উদয় করিবার চেষ্টারূপ ভক্তিযোগ অনুষ্ঠিত হইলে শীঘ্র বৈরাগ্য অর্থাৎ বিষয়ভোগত্যাগ এবং মোক্ষাভিসন্ধিবিরহিত অহৈতুক শুদ্ধ অন্বয়জ্ঞান উদয় করায়। "জ্ঞানং ফলধীনং হি ভক্তিযোগসমন্বিতং" —শ্রবণকীর্ত্তনাদি-রূপ ভক্তিযুক্ত যে ভাগবতজ্ঞান সেই জ্ঞান নিশ্চয়ই তদ্বৎ সত্ত্বোদ্বন্ধনক কর্ম্মের অব্যভিচারী ফল।

শ্রীভগবান ব্রহ্মাকে সৃষ্টির প্রারম্ভে চতুঃশ্লোকীর দ্বারা বিজ্ঞানসহিত (সরহস্য) পরমগুহ্য ভগবজ্জ্ঞান উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। (ভাঃ ২।৯।৩০)—

জ্ঞানং পরমগুহ্যং মে যদ্বিজ্ঞান-সমন্বিতং।
সরহস্যং তদঙ্গঞ্চ গৃহাণ গদিতং ময়া॥

হে ব্রহ্মন্, বিজ্ঞান ও রহস্য (প্রেমভক্তি) সহিত আমার পরম গুহ্য জ্ঞান তোমাকে বলিতেছি। কারণ আমার জ্ঞান আমি ব্যতীত আর কাহারও ধারণার অধিকার নাই। অতএব তুমি সেই অধোক্ষজ জ্ঞান গ্রহণ কর। সুতরাং অতীন্দ্রিয় ভগবজ্জ্ঞান অধিরোহবাদ-মূলে প্রতিষ্ঠিত। আরোহবাদমূলে জ্ঞান নিতান্ত অকর্ম্মণ্য, সর্ব্বত্রই উহার নিন্দা শ্রুত হয়। যথা—(ভাঃ ১০।১৪।৩)

জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব
জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয় বার্ত্তাং।
স্থানস্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্মনোভি-
র্যে প্রায়শোঽজিত জিতোঽপ্যসি তৈস্ত্রিলোক্যাম্।

হে ভগবন্, নির্ভেদব্রহ্মানুসন্ধানপর জ্ঞানে প্রযত্ন সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগপূর্ব্বক যাঁহারা সাধুমুখবিগলিত আপনার কথা শ্রবণ করেন এবং সাধুপথে স্থিত হইয়া

কায়মনোবাক্যে আপনার শরণাগত হইয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করেন, ত্রৈলোক্য মধ্যে আপনি দুর্লভ হইয়াও তাঁহাদের নিকট সুলভ হইয়া পড়েন। শ্রীগীতার সপ্তম অধ্যায়ে ভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন যে, তাঁহার শরণাগত ভক্তই একমাত্র দুস্পারা দৈবী মায়াকে অতিক্রম করিতে পারেন;* কিন্তু মূঢ় কর্ম্মজড়, নিরীশ্বর-নৈতিক বা কল্পিত ঈশ্বরবাদী পণ্ডিতাভিমানী, মায়ার দ্বারা অপহৃত-জ্ঞান সাংখ্যবাদী বা প্রকৃতিবাদী এবং নির্ব্বিশেষ চিন্মাত্রবাদী ইহারা কখনও ভগবানের শ্রীচরণে শরণাপন্ন হন না। চারিপ্রকার সুকৃতিমান্ লোক ভগবানকে ভজনা করেন—গজেন্দ্রাদির ন্যায় আর্ত্ত, সৌনকাদির ন্যায় জিজ্ঞাসু, ধ্রুবাদির ন্যায় অর্থার্থী, শুকদেবাদির ন্যায় জ্ঞানী—এই চারিপ্রকার অধিকারীর মধ্যে এক ভক্তিবিশিষ্ট জ্ঞানিভক্তই আমার অত্যন্ত প্রিয়। তাঁহার কারণ, অন্যান্য সকলে সকাম; জ্ঞানী নিষ্কাম। অন্যান্য ব্যক্তির জড় প্রতীতি প্রবল, ভক্তিবিশিষ্ট জ্ঞানীর জড়প্রতীতি রহিত হইয়াছে। যেমন শুকদেবাদি মুনিগণ ব্যাসদেবাদি ভগবদ্ভক্তগণের কৃপায় ভগবানের শ্রীচরণে ভক্তিবিশিষ্ট হন

বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।
বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্ল্লভঃ॥

আর্ত্তাদি ত্রিবিধ ভক্ত সহ জন্ম ধরিয়া বিষয় সুখ ভোগ করিতে করিতে উহাতে বীতস্পৃহ হইলে সাধুগণের নিকটে ভগবানের স্বরূপজ্ঞানবিশিষ্ট হন এবং সম্যক্ জ্ঞান উদিত হইলে তাঁহারা ভগবানের শ্রীচরণে প্রপন্ন হন। তিনি যত ভগবানের শ্রীচরণে শরণাগত তাঁহার তত দ্বিতীয়াভিনিবেশরূপ মায়িক দর্শন তিরোহিত হয়। তিনি অন্বয়জ্ঞানযুক্ত হইয়া মহাভাগবত অবস্থা লাভ করেন। তখন "যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে, তাঁহা কৃষ্ণস্ফুরে।"

নবযোগীশ্বর জন্ম হইতে সাধক-জ্ঞানী।
বিধি শিব নারদমুখে কৃষ্ণগুণ শুনি॥
গুণাকৃষ্ট হঞা করে কৃষ্ণের ভজন।"

চৈঃ চঃ মধ্য ২৪শ

কিন্তু যে সকল ব্যক্তি শুকদেবাদির ন্যায় ভগবৎ-চরণে প্রপত্তিবিশিষ্ট না হইয়া ভগবানের নিত্য নাম রূপগুণলীলার অনাদরপূর্ব্বক ভগবানের শ্রীচরণ পরিত্যাগ করেন তাঁহারা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য সাধনবলে পরম পদের নিকটে উপস্থিত হইয়াও সেই স্থান হইতে অধঃপতিত হইয়া যান। (ভাঃ ১০।২৩।২৬)

"যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিন
স্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ
পতন্ত্যধোঽনাদৃত-যুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥"

শ্রীভাগবতামৃতে শ্লোক মাহাত্ম্যনামক দ্বিতীয় খণ্ডে শ্রীল সনাতন গোস্বামীপ্রভু বলিয়াছেন—

"জ্ঞানং হানিকরং শুদ্ধজ্ঞোদিতং স্বসুখাপ্তিতঃ॥"

টীকায় শ্রীল জীবপাদ লিখিয়াছেন—জ্ঞানস্য চাদ্বৈতাত্মতত্ত্ব বোধাদিতাৎপর্য্যে কেবলভগবদীয়ত্বেনৈবাত্মনঃ স্বীয়ভগবদ্ভক্তি মহিম নির্দ্ধারণাদি নেতি দিক্।

অর্থাৎ জ্ঞান সর্ব্বদাই শুদ্ধজীবের স্বাভাবিক বৃত্তি—ভক্তির হানিকর। কেবল শুষ্কজ্ঞানচর্চ্চায় আত্মতত্ত্ববোধই পরম ফল মনে করিয়া ভক্তিরসে অপ্রবৃত্তি করায়। অদ্বৈতাত্মতত্ত্ববোধাদি পরিবর্জ্জন করিয়া যখন জ্ঞান ভগবদীয়ত্ব অর্থাৎ আমি ভগবৎসম্বন্ধি সচ্চিদানন্দ বস্তু এইরূপ বুদ্ধির উদয় করায় তখনই জ্ঞান ভক্তি দ্বারা শোভিত হয়। চতুঃসন ও শ্রীশুকদেবাদি জ্ঞানিগণের ব্রহ্মজ্ঞানোপলব্ধি এইরূপ ভক্তিদ্বারায় সুশোভিত হইয়াছিল। চৈঃ চঃ মধ্য ২৪শ

"ব্রহ্ম হইতে শুক সনকাদি ব্রহ্মময়।
কৃষ্ণ গুণাকৃষ্ট বৈসে কৃষ্ণের আলয়॥

অতএব শুদ্ধ ভগবজ্জ্ঞানই জীবের আদরণীয়—আত্মনিরাশকারী নির্ব্বিশেষ জ্ঞান সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য।

যদি কেহ বলেন, যে শ্রীমদ্ভাগবতের উদ্ধবগীতায় এবং শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীভগবান্ উদ্ধবকে ও অর্জ্জুনকে কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ ও ভক্তি—এই চারিটিকেই মঙ্গল লাভের পন্থা বলিয়া উপদেশ করিয়াছেন। শ্রীভাগবতের একাদশ স্কন্ধে শ্রীভগবান্ উদ্ধবকে বলিতেছেন—

যোগত্রয়ো ময়া প্রোক্তো নৃণাং শ্রেয়োবিধিৎসয়া।
জ্ঞানং কর্ম্ম চ ভক্তিশ্চ নোপায়োঽন্যোঽস্তি কুত্রচিৎ॥

নির্ব্বিণ্ণানাং জ্ঞানযোগো ন্যাসিনামিহ কর্ম্মসু।
তেষ্বনির্ব্বিণ্ণচিত্তানাং কর্ম্মযোগস্তু কামিনাম্॥
যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ জাতশ্রদ্ধস্তু যঃ পুমান্।
ন নির্ব্বিণ্ণো নাতিসক্তো ভক্তিযোগোঽস্য সিদ্ধিদঃ॥

মনুষ্যকুলের মঙ্গল বিধানের জন্য অধিকারভেদে আমি জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তি—এই ত্রিবিধ যোগ উপদেশ করিয়াছি—এতদ্ভিন্ন অন্য কোন উপায় কোন স্থলে উক্ত হয় নাই। এই যোগত্রয়ের মধ্যে দুঃখবুদ্ধিপ্রযুক্ত কর্ম্ম ও কর্ম্মফলে বিরক্ত অতএব তৎসাধনভূত লৌকিক ও বৈদিক কর্ম্ম পরিত্যাগকারী ব্যক্তির পক্ষে জ্ঞানযোগই অভীষ্ট ফল প্রদান করে এবং কর্ম্মে ও কর্ম্মফলে দুঃখবুদ্ধিশূন্য অতএব কর্ম্ম ও তৎফলে বিরাগশূন্য ব্যক্তির পক্ষে কর্ম্মযোগই অভীষ্টপ্রদ হয়। কোনও পরম স্বতন্ত্র অর্থাৎ জ্ঞানকর্ম্মাদির অপেক্ষা শূন্য ভগবদ্ভক্তের কৃপাজাত সৌভাগ্যের উদয়ে আমার কথাদিতে শ্রদ্ধাবিশিষ্ট ব্যক্তি যদি উপরি উক্ত কর্ম্ম ও কর্ম্মফলে বিরক্ত জ্ঞানিগণের ন্যায় অত্যন্ত নির্ব্বিণ্ণ অথবা কামী কর্ম্মিগণের ন্যায় কর্ম্মে ও কর্ম্মফলে আসক্ত চিত্ত না হন, তবে তাঁহার পক্ষেই ভক্তিযোগ সিদ্ধিপ্রদ হইয়া থাকে।

শ্রীভগবানের এই বাক্য বীক্ষিত্বে বিচার করিলে দেখা যায় যে, তিনি কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি এই তিনটী যোগকেই মঙ্গললাভের উপায় বলিলেও 'কর্ম্ম' ও 'জ্ঞানকে' সাধকের অর্থাৎ যোগ্যতানুযায়ী মঙ্গলবিধানের উপায় বলিয়াছেন—অর্থাৎ কর্ম্ম ও জ্ঞান দ্বারা জীবের নিত্য ও চরম মঙ্গল লাভ হয় না। সৎকর্ম্ম দ্বারা সময় সময় অত্যন্ত কুকর্ম্ম ও বিকর্ম্ম আসক্ত ব্যক্তিগণের কুকর্ম্ম ও বিকর্ম্ম প্রবৃত্তি সঙ্কোচিত হইতে পারে—এই জন্য অসৎকর্ম্মের তুলনায় সৎকর্ম্ম মঙ্গল লাভের উপায়। এই জন্য শ্রীভগবান্ বলিলেন "কর্ম্মযোগস্তু কামিনাং"—কামিদিগের পক্ষে কর্ম্মযোগ শ্রেয়ঃ। যেমন কোনও পিতা তাহার একটী দুষ্ট ও অশান্ত ছেলের চাঞ্চল্য অর্থাৎ অসৎকর্ম্ম ও পথের অনিষ্টাচরণের প্রবৃত্তিকে সঙ্কোচিত করিবার জন্য ঐ বালককে একখানা কাঁচি দিয়া বলিলেন 'বৎস, তুমি যাহে খেলা ধূলা না করিয়া এই কাঁচিখানা দ্বারা বাগানের ফুল ফলের বৃক্ষগুলিকে ছাঁটিয়া ফেলিও ইহাতে তোমার শরীর সুস্থ থাকিবে, মন প্রফুল্ল হইবে আরও কত ফুল ও ফল ভোগ করিতে পারিবে, এই ফলশ্রুতিতে মুগ্ধ হইয়া কোনও বালকের হস্ত অসৎকর্ম্মদূষিত দূষীভূত হইয়া হিতকর কার্য্যে তাহার উৎসাহ বর্দ্ধিত হইল। আবার হয়ত' কোনও অশান্ত বালক কাঁচি খানা দ্বারা বাগানের যে যে ভাল ভাল ফল ফুলের গাছ ছিল সেগুলি সব কাটিয়া ফেলিয়া পিতার বাগানটী একেবারে নষ্ট করিয়া ফেলিল। কর্ম্মও তদ্রূপ সৎকর্ম্ম দ্বারা অত্যন্ত আসক্ত কামি ব্যক্তিগণের সাময়িক মঙ্গল কখনও কখনও লাভ হইতে পারে এই জন্যই কর্ম্মকেও একটী শ্রেয়ঃ লাভের উপায় বলিয়াছেন—কিন্তু কর্ম্ম কখনও আত্যন্তিক শ্রেয়ঃ লাভের উপায় নহে—উহার দ্বারা আবার অনেক সময় কর্ম্মবন্ধনও হয়; গীতা (৩।৯) দ্রষ্টব্য। 'জ্ঞান' দ্বারা জীবেরও সাময়িক মঙ্গল লাভ হয়—নিত্য মঙ্গল লাভ হয় না। যাহারা কর্ম্মফলে নির্ব্বিণ্ণ সেই সকল অধিকারির পক্ষেই 'জ্ঞানযোগ' ব্যবস্থা।

'কর্ম্মের' বিপরীত বা ব্যতিরেক বিচার লইয়াই 'জ্ঞান'-বাদ। কর্ম্মবাদী বলিলেন খুব অশ্বমেধ যজ্ঞ কর, দান কর, কামিনী কাঞ্চন, প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি লাভের জন্য শক্তির আরাধনা করিয়া বল—'ধনং দেহি রূপবতী ভার্য্যাং দেহি, ত্বিষো অহি যশো দেহি" ইত্যাদি জ্ঞান-বাদী তাহারই বিরুদ্ধপক্ষ হইয়া বলিলেন—"মূঢ় অবীহি ধন্যাগমস্তৃষ্ণাং" "কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ" "ত্বয়ি মৃত-কম্পিত শোভিত দণ্ডং তদপি ন মুঞ্চত্যাশা ভাণ্ডং॥

ইত্যাদি! যাহারা এইরূপ কর্ম্ম ও কর্ম্মফলে বিরক্ত তাহাদেরই সাময়িক শ্রেয়ঃ লাভের জন্য জ্ঞানযোগ কিন্তু তাহার দ্বারা চরম মঙ্গল লাভ হয় না। যথা শ্রীমদ্ভাগবত (১০।১৪।৩) বলেন—

শ্রেয়ঃস্রুতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো ক্লিশ্যন্তি যে কেবল বোধলব্ধয়ে। তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে নান্যদ্যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাম্॥

হে প্রভো, শ্রেয়ঃ পথই তোমাতে অহৈতুকী ভক্তি। যে সকল লোক তাহা পরিত্যাগপূর্ব্বক ভক্তিবর্জ্জিত

নির্বিশেষ কেবলজ্ঞান লাভের জন্য বহুবিধ ক্লেশাদি করিয়া থাকেন, তুলতুষকে পেষণ করিলে যেরূপ চাউল পাওয়া যায় না কেবল ক্লেশ মাত্র সার হয়, ঐ সকল লোকের অবস্থায়ও সেইরূপই হইয়া থাকে।

চৈঃ চঃ মধ্য ২২শ।

"কেবল জ্ঞানে মুক্তি দিতে নারে ভক্তি বিনে।
কৃষ্ণোন্মুখে সেই মুক্তি হয় বিদ্যা জ্ঞানে॥
জ্ঞানী জীবন্মুক্তদশা পাইনু করি মানে।
বস্তুতঃ বুদ্ধি শুদ্ধি নহে কৃষ্ণভক্তি বিনে॥

শ্রীমদ্ভাগবতের ১১শ স্কন্ধের "নিবিন্নানাং জ্ঞানযোগো"— এই শ্লোকের পরেই দেখা যায় যে কর্ম্ম ও জ্ঞান আত্যন্তিক মঙ্গললাভের উপায় নহে—

"তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে॥"

আমার কথা শ্রবণাদিতে যাহার শ্রদ্ধা উদয় হইয়াছে, তাঁহারই আত্যন্তিক মঙ্গলোদয় হইয়াছে। কর্ম্মের প্রয়োজন কেবল কর্ম্মফলে নির্ব্বেদের জন্য, কর্ম্মফলে নির্ব্বিণ্ণ ব্যক্তির আর কর্ম্মে প্রয়োজন নাই। পরেই আবার বলিতেছেন—

অস্মিল্লোকে বর্ত্তমানঃ স্বধর্ম্মস্থোঽনঘঃ শুচিঃ।
জ্ঞানং বিশুদ্ধমাপ্নোতি মদ্ভক্তিং বা যদৃচ্ছয়া॥

কর্ম্মের উদ্দেশ্য বিশুদ্ধ জ্ঞানলাভ। নিষিদ্ধ কর্ম্মত্যাগী শুদ্ধচিত্ত স্বধর্ম্ম অনুষ্ঠানে রত ব্যক্তি ইহলোকে বর্ত্তমান থাকিয়া বিশুদ্ধজ্ঞান লাভ করে। 'যদৃচ্ছয়া' এই শব্দের দ্বারা কেবলজ্ঞান হইতেও ভক্তির দুর্লভত্ব প্রতিপাদন করিয়া বলিতেছেন যে, ভাগ্যবশতঃ শুদ্ধ (অর্থাৎ কর্ম্ম জ্ঞান যোগাদিতে অনাসক্ত) ভক্তসঙ্গ লাভ হইলে আমার ভক্তিযোগ লাভ হয়। অতএব দেখা যাইতেছে—শাস্ত্রে কর্ম্ম বা জ্ঞানের স্বতন্ত্র কোনই মূল্য প্রদান করেন নাই। উহারা স্বতন্ত্র পথে চলিলেই করিষ্যে ভুক্তি বা অধঃপতন ও আত্মবিনাশ অবশ্যম্ভাবী। (ভাগবত ১০।২৩।৩৬ শ্লোক দ্রষ্টব্য)।

কিন্তু ভক্তির অধিকারী ঐ প্রকার ভোগকামিকর্ম্মীর ন্যায় কর্ম্ম ও কর্ম্মফলে আসক্ত নহেন আবার জ্ঞানিগণের ন্যায় বিরক্তও নহেন আবার জ্ঞানিগণের সদৃশ্যভাবে 'মৎকথাদৌ' ভগবানের কথাদিতে 'আপ্তশ্রদ্ধ' হইয়াছেন। কিঞ্চিৎ পরেই ভগবান্ আবার উদ্ধবকে বলিতেছেন—

ন্যাস্যমুক্তিমুক্তস্য যোগিনো বৈ দয়াত্মনঃ।
ন জ্ঞানং ন চ বৈরাগ্যং প্রায়ঃ শ্রেয়ো ভবেদিহ॥
যৎকর্ম্মভির্যত্তপসা জ্ঞানবৈরাগ্যতশ্চ যৎ।
যোগেন দানধর্ম্মেণ শ্রেয়োভিরিতরৈরপি॥
সর্ব্বং মদ্ভক্তিযোগেন মদ্ভক্তো লভতেঽঞ্জসা।
স্বর্গাপবর্গং মদ্ধাম কথঞ্চিদ্যদি বাঞ্ছতি॥
ন কিঞ্চিৎ সাধবো ধীরা ভক্তা হ্যেকান্তিনো মম।
বাঞ্ছন্ত্যপি ময়া দত্তং কৈবল্যমপুনর্ভবম্॥
নৈরপেক্ষ্যং পরং প্রাহুর্নিঃশ্রেয়সমনল্পকম্।
তস্মান্নিরাশিষো ভক্তির্নিরপেক্ষস্য মে ভবেৎ॥

জ্ঞান ও বৈরাগ্য অপেক্ষা ভক্তিযোগের শ্রেষ্ঠতা নিবন্ধন আমাতে ভক্তিযুক্ত এবং মদগতচিত্ত ভক্তিযোগীর (গীতা ৬।৪৭) ইহলোকে কর্ম্ম ও' দূরের কথা, জ্ঞান ও বৈরাগ্যও প্রায়ই মঙ্গলপ্রদ হয় না। স্বধর্ম্মাচরণাদি কর্ম্ম। আত্মা অনাত্মাদি তত্ত্ববোধই জ্ঞান বিষয়াদি বিতৃষ্ণাই বৈরাগ্য। কর্ম্ম, জ্ঞান ও বৈরাগ্যাদিতে যাঁহাদের আসক্তি আছে তাঁহারা একমাত্র কৃষ্ণকে অপেক্ষা করেন না, তাঁহারা নিরপেক্ষা ভক্তির সামর্থ্য কিছু কম আছে মনে করিয়া কর্ম্ম, জ্ঞান ও বৈরাগ্য দ্বারা উহা পূরণ করিতে অভিলাষী। ইহারা ভগবানের কৃপায় অবিশ্বাসী একান্ত শরণাগত নহেন। সুতরাং ইহাদের শুদ্ধভক্তি সিদ্ধ হয় না। এখন ভক্তির সর্ব্বশক্তিমত্তা ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিয়া বলিতেছেন যে যজ্ঞাদি কর্ম্ম দ্বারা, তপস্যা দ্বারা, জ্ঞান দ্বারা, বৈরাগ্য দ্বারা, যোগ দ্বারা ত্যাগদ্বারা দ্বারা বা অন্যতীর্থ ও ব্রতাদি দ্বারা যাহা কিছু লাভ হয় না তাহা সকলই একমাত্র আমাতে ভক্তিযোগদ্বারা আমার ভক্ত অতি সহজে লাভ করিতে পারেন। যদিও আমার ভক্তের কোনও বাঞ্ছা নাই, তথাপি যদি আমার ভজনপরিপুষ্টির জন্য চিত্রকেতু প্রভৃতির ন্যায় স্বর্গ, মোক্ষ বা তদতিরিক্ত বিষ্ণুধাম প্রভৃতি প্রার্থনা করেন, তাহা হইলেও তিনি তাহা পাইতে

পারেন। আমার ঐকান্তিক বীর ও সাধুভক্তগণকে আদি শ্রেষ্ঠ যোগিগণ বাঞ্ছিত কৈবল্য বা জ্ঞানিগণ বাঞ্ছিত মুক্তিগণ প্রদান করিলেও তাঁহারা তাহা অভিলাষ করেন না। যেহেতু কর্ম্মতপোজ্ঞানসম্ভূত জ্ঞানবৈরাগ্যাদিতে সর্ব্বতোভাবে অপেক্ষাশূন্য নিষ্কাম পুরুষেরই মদীয় ভক্তি লাভ হয়, অতএব নৈরপেক্ষ্যই অর্থাৎ ভক্তি ব্যতীত সাধনান্তর বা ফলান্তর অপেক্ষা রহিতই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ফল এবং পণ্ডিতগণ তাহাকেই "নিঃশ্রেয়স" অর্থাৎ নিশ্চিত চরমমঙ্গল বলিয়া কীর্ত্তন করেন। এই জন্য শ্রীগীতায় 'ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা' শ্লোকে (১৮।৫৪) শুদ্ধ 'ব্রহ্মজ্ঞান,'—(যদি তাহা উদ্দেশ্য হয় নতুবা উহার কোনও মূল্য নাই)—"মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্" "ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং" শ্লোকে (১৮।৬১) গুহ্যতর পরমাত্মজ্ঞান বলিয়া অবশেষে প্রিয় ভক্ত অর্জ্জুনকে "মন্মনা-ভব মদ্ভক্তঃ" শ্লোকে (১৮।৬৪-৬৬) "সর্ব্বগুহ্যতম" 'পরম বাক্য' তাহার "হিতের" জন্য বলিয়াছিলেন।

"পুত্র আজ্ঞা বেদ ধর্ম্ম কর্ম্ম যোগ জ্ঞান।
সব সাধ্য অবশেষে আজ্ঞা বলবান্॥
এই আজ্ঞা বলে ভক্তের শ্রদ্ধা যদি হয়।
সর্ব্ব কর্ম্ম ত্যাগ করি সে কৃষ্ণ ভজয়॥"

চৈঃ চঃ মধ্য ২২শ।

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভুর নিকট কর্ম্মকাণ্ডকে 'তীমরুল বহ্নীর' মত ধ্বংসাত্মক, নির্ব্বিশেষ জ্ঞানমার্গকে অজাগরের ন্যায় শুষ্ক জীবলয় প্রাসকারী, এবং যোগমার্গকে বক্ষের ন্যায় বিভূতি প্রভৃতির দ্বারা প্রলোভন প্রদর্শন করিয়া পরিণামে আত্মবিনাশ সাধনকারী বলিয়া উপদেশ করিয়াছেন।

"ধনের ধন আছে জ্ঞানে, ধন নাহি পায়।
সর্ব্বজ্ঞ কহে তারে প্রাপ্তির উপায়॥
এই স্থানে আছে ধন যদি দক্ষিণে খুদিবে।
তীমরুল বহ্নী উঠিবে ধন না পাইবে॥
পশ্চিমে খুদিলে তাহা বক্ষ এক হয়।
সে বিঘ্ন করিবে ধন হাত না পড়য়॥
উত্তরে খুদিলে আছে কৃষ্ণ অজগরে।
ধন নাহি পাবে খুদিতে গিলিবে সবারে॥
পূর্ব্বদিকে তাতে মাটী অল্প খুদিতে।
ধনের হাড়ি পড়িবেক তোমার হাতেতে॥
ঐছে শাস্ত্র কহে কর্ম্মজ্ঞানযোগ ত্যজি।
ভক্ত্যে কৃষ্ণ বশ হয় ভক্ত্যে তাঁরে ভজি॥"

(চৈঃ চঃ মধ্য ২০শ)

শ্রীল রূপগোস্বামিপাদ শ্রীউপদেশামৃতের ১০ম শ্লোকে কর্ম্মী, জ্ঞানী, ও ভক্তের তারতম্য অতি সুন্দর ভাবে বিচার করিয়াছেন—

কর্ম্মিভ্যঃ পরিতো হরেঃ প্রিয়তমা যদ্যুক্তিমন্তোঽমুনি-
স্তেভ্যো জ্ঞানবিমুক্তভক্তিপরমাঃ প্রেমৈকনিষ্ঠাততঃ।
তেভ্যস্তাঃ পশুপালপঙ্কজদৃশস্তাভ্যোঽপি সা রাধিকা
প্রেষ্ঠা তদ্বদিহ তদীয় সরসী তাং নাশ্রয়েৎ কঃ কৃতী॥

অসৎকর্ম্মনিরত উচ্ছৃঙ্খল ব্যক্তি অপেক্ষা সৎকর্ম্মনিরত পুণ্যবান্ কর্ম্মী ভাল। সমস্তপ্রকার সৎকর্ম্মনিরত পুণ্যবান্ কর্ম্মী হইতে ত্রিগুণরহিত ব্রহ্মজ্ঞানী শ্রীভগবানের ব্রহ্মাখ্য অসম্যক্ প্রতীতির সাযুজ্যহেতু হরির প্রিয় আবার জ্ঞানবিমুক্ত ভক্তিপ্রধান সনকাদি শুদ্ধভক্ত শ্রীকৃষ্ণের আরও অধিক প্রিয়। সর্ব্বপ্রকার শুদ্ধভক্তগণ অপেক্ষা প্রেমৈকনিষ্ঠ নারদাদি শুদ্ধভক্তগণ শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়, তাঁহাদের অপেক্ষা কৃষ্ণসর্ব্বস্বপ্রাণা ব্রজসুন্দরীগণ শ্রীকৃষ্ণের আরও অধিকতর প্রিয়, ব্রজললনাগণ অপেক্ষাও শ্রীমতী রাধিকা শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্তপ্রিয় তাহা হইতে শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তম আর কেহ নাই। সুতরাং সেই শ্রীমতী রাধারাণীর চরণাশ্রয়ের জন্যই মাধুর্য্যরসের রসিক ভক্তগণ লালায়িত হন। রাধাদাস্য লাভ করিতে হইলে আবার শ্রীগৌরনিত্যানন্দের দাস্য আবশ্যক। সুতরাং যাঁহাদের রাধাদাস্যে চিত্ত আকৃষ্ট হইয়াছে তাঁহারা কি আর তুচ্ছ কর্ম্ম জ্ঞানাদিতে আসক্ত হইতে পারেন?

"কর্ম্মাবলম্বকাঃ কেচিৎ কেচিজ্ জ্ঞানাবলম্বকাঃ।
বয়ন্তু হরিদাসানাং পাদত্রাণাবলম্বকাঃ॥"

মাতালের গান।

আজ পোলপূর্ণিমা। বিষ্ণুদাসের গৃহে মুহুর্মুহু হরিধ্বনি দিগ্‌মণ্ডল কম্পিত করিয়া অনন্ত আকাশ পরিব্যাপ্ত করিতেছে। বিষ্ণুদাস শ্রীতুলসীমণ্ডপে উপবিষ্ট হইয়া শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করিতেছেন। পূর্ণচন্দ্রের শুভ্র চন্দ্রিকারাশি জড়জগতের বক্ষে বিকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। জড়জগতের জড়তাবাপন্ন জীবগণ সেই চন্দ্রিকা দর্শনে কল্পনাবিমানে আরোহণ করিয়া কত চন্দ্রলোক, সূর্য্যলোক, ইহলোক পরলোক দর্শন করিতেছেন। সুকবী কবিতার কৃপা ভিক্ষা করিয়া কতই না অঞ্জলি প্রদান করিতেছেন। কিন্তু যে প্রকৃতিময় নিরিশ্বরত্বপূর্ণ শ্রীহীন চন্দ্রের কলিক উজ্জ্বল কিরণে জগৎ উদ্ভাসিত জগবাসী উল্লসিত, আজ পরমপ্রেমঃকৈমবচন্দ্রিকাবিতরণকারী শ্রীগৌরচন্দ্রের উদয়ে স্বীয় স্বরূপ প্রকাশ করিতে উদ্যত হইয়াছেন।

তুলসী মণ্ডপের চারিপার্শ্বে বিষ্ণুদাসের বান্ধবগণ উপবিষ্ট। তাঁহারা সকলে ভাবনির্জ্জিতচিত্তে অমল মনে শ্রীচরিতামৃতের শ্রীগৌরসুন্দরের প্রপঞ্চে আবির্ভাবের বার্ত্তা শ্রবণ করিতেছিলেন, এমন সময়ে পথে মৃদঙ্গ করতাল সহযোগে মধুর কণ্ঠে কে কীর্ত্তন করিতে করিতে আগমন করিলেন। উচ্চ কীর্ত্তনের ধ্বনিতে পাঠ কাহারও শ্রুতিগোচর হইল না। সুতরাং বিষ্ণুদাস কিছুকাল আনন্দে পাঠ করিতে লাগিলেন।

এমন সময়ে পুত্ররূপে পরিচিত বিষ্ণুদাসের বান্ধবটী কৌতূহলবশে জিজ্ঞাসা করিল প্রভো! এ কাহার গান?

বিষ্ণুদাস। মাতালের গান।

পুত্র। মাতালে এমন ভাল গাইতে পারে? কৈ কণ্ঠে ত মাতলামির কোন লক্ষণ পাওয়া যায় না! বেশত গান হচ্ছে, তবে মাতাল বলছেন কেন? কণ্ঠস্বরে বোধ হচ্ছে, আমাদের জিলা স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক রায় সাহেব মদন দাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁহার সঙ্গে যে মৃদঙ্গ বাজাচ্ছেন, উনি বোধ হয় সেই মেছেনী চুলধারী ব্রজবাসী। একটু দেখে আসব? (এই বলিয়া পুত্র দৌড়িয়া দেখিতে গেল)। ফিরিয়া আসিয়া,—হাঁ ঠিক। তাই বটে! সেই রায় সাহেবই বটে এবং সেই ব্রজবাসীই বটে। তবে আপনি ইহাদিগকে মাতাল বলিলেন কেন?

বিষ্ণুদাস। মাতাল কি কিরে জান? নিজের স্বরূপ স্বভাব, স্বধর্ম্ম সমস্ত ভুলিয়া বিরূপের ধর্ম্ম অবলম্বন ক'রে যারা করে, তাহাকেই মাতালামি বলে। লোকে মাদক দ্রব্য পান করে, মাতাল সাজে, ইহা এই দেহের কতকগুলি ক্রিয়া কলাপ আমরা দেখতে পাই। কিন্তু এই সংসারে অধিকাংশ জীবই মায়াদেবীর মোহমদিরা পানে মাতাল সেজে বসে আছে। জীব স্বীয় কৃষ্ণদাস স্বরূপ, কৃষ্ণকান্ত রূপ স্বধর্ম্ম, কৃষ্ণভক্তিরূপ স্বাভাবিক ভূষা, কৃষ্ণবাক্যসূচক স্বীয় পরিচয় বিস্মৃত হইয়া মায়ার আকর্ষণে পড়িয়া স্বরূপ ভুলিয়াছে—স্বধর্ম্ম হারিয়াছে—স্বনাম পরিচয় ত্যাগ করিয়াছে।

পুত্র। কেন প্রভো, ঐ যে গলায় মালা পরিয়া "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ" বলিয়া নৃত্য করিয়া মধুর কীর্ত্তন করিতেছেন, উহা কি জীবের ধর্ম্ম নহে? ঐ যে ব্রজবাসী মৃদঙ্গ বাজাইতেছে, উহা কি জীবের ধর্ম্ম নহে?

বৈষ্ণবদাস। না, মাতাল কি চলাকেরা করে না, গান করে না? কিন্তু সে চলাকেরা ও গানে যে মাতাল নয়, তাহার চলাকেরাও গানে কি কোন ভাবভঙ্গী দেখিতে পাও না; প্রকৃতির অনুযোগ হায় মাতালও সব করে বটে, কিন্তু উহাতে মাতলামি বলিয়া একটী বিশেষ লক্ষণ আছে। এইজন্য মাতালের কোন কার্য্যই কেহ কার্য্য বলিয়া গণনা করে না। ঠিক কি না?

পুত্র। হাঁ, কিন্তু আপনার কথার তাৎপর্য্য বুঝিতে পারলাম্ না, আপনি হঠাৎ রায় সাহেবের ন্যায় একজন শ্রেষ্ঠ গণ্যমান্য ব্যক্তিকে বিশেষতঃ যাঁহার কীর্ত্তন শুনিবার জন্য কত হরিসভা উকিল, এটর্ণি, কত হরিসভা, স্মৃতি-সভা সাহিত্য-সভা, বারোয়ারী সালোহিত এবং যাঁহাদের কীর্ত্তন না হইলে এই সকল সভার উৎসবকার্য্য অসম্পন্ন থাকে, আপনি সেই ব্যক্তিকে মাতাল বলে ফেল্লেন! এ যেন কেমন কেমন বোধ হচ্ছে।

বৈষ্ণবদাস। হাঁ, তা হলেই, শুধু তোমার কেন?—

জন্ম, ঐশ্বর্য্য, পাণ্ডিত্য, রূপ এই চারিপ্রকার বা ইহার কোন একপ্রকার মদিরাপানে যাঁহারা মত্ত এবং যাঁহাদের এই জাতীয় মদিরাপানে বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মত্ততাবৃদ্ধি হইতেছে, তাঁহারা হউন না কেন, রায় সাহেব, রায় বাহাদুর, ডক্টর, কে, সি, আই, ই, হউন না কেন উদ্ভিদ্ বিদ্যাবিৎ হউন না কেন বিজ্ঞানবিৎ সকলেই এই মাতলামির বার্ত্তা শ্রবণে বিরক্ত, ক্রুদ্ধ হইবেন বা অপমানিত বোধ করিবেন। কিন্তু যদি তাঁহারা এই চারিপ্রকার মাদিরা নীচ গৃহে না রাখিয়া মদিরা বিক্রেতার নিকট রাখিয়া এই মদ্যপানের পরিণতি, মাতলামির বিষয় অবগত হইতে ইচ্ছা করেন, তবে তাঁহারা আমার এই কথার মর্ম্ম বুঝিতে সমর্থ হইবেন।

সূত্র—তবে কি, আমাদের কলেজের দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক মিঃ 'দাসও' কীর্ত্তনরূপ মাতলামি করেন? এই সে দিন আমাদের "টাউন হলে" সহরের সমস্ত সম্ভ্রান্ত বিজ্ঞ বিচক্ষণ লোক তাঁহার কীর্ত্তন শুনে কত 'বাহবা' দিচ্ছিলেন এবং তাঁহার কীর্ত্তন শুন্‌বার জন্য কত আগ্রহ প্রকাশ কচ্ছিলেন, তবে কি ইঁহারা সকলেই ভ্রান্ত! ইঁহারা সকলেই প্রমত্ত!

বৈষ্ণবদাস। দেখ! জীবের যতক্ষণ পর্য্যন্ত দেহে আত্ম-বুদ্ধি অর্থাৎ আমি স্ত্রী, পুরুষ, ধনী, নির্ধন, প্রফেসার, বৈজ্ঞানিক, স্বদেশভক্ত, স্বাধীন পরাধীন, ইত্যাদি বুদ্ধি থাকবে, ততক্ষণ জীবের মাতলামির অবস্থা র'য়েছে জান্‌বে। সাধারণ কথায় যাহাদিগকে মাতাল বলে, তাহাদের কোন বক্তৃতা, গান, ইত্যাদি কেহ শুনে কি? মাতালের কণ্ঠ খুব মধুর হইলেও কেহ তাহার বক্তৃতা বা কীর্ত্তন শুনে না, বরং উপেক্ষা করিয়া চলিয়া যায় বা বিদ্রূপ করে, ঠিক এইরূপ যাঁহারা উপরি উক্ত চারিপ্রকার মদ্যপান হইতে বিরত এবং যাহাদের গৃহের কোন নিভৃত কোণেও ঐ সকল মদিরার বোতল পাওয়া যায় না, তাঁহারা এই জাতীয় মাতালগণের বক্তৃতা বা কীর্ত্তন শ্রবণ করা দূরে থাকুক, ঐ কার্য্যকে কুকার্য্য বলেন এবং উহা জীবের পক্ষে ঘোর অহিতজনক এবং নিত্যশ্রেয়োলাভের সর্ব্বপ্রধান প্রতিবন্ধক বিবেচনাপূর্ব্বক ভক্তিপথের যাত্রীদিগকে সর্ব্বদা ও সর্ব্বথা সাবধান ও সতর্ক করেন।

সূত্র। প্রভো! বৈষ্ণবশাস্ত্রে, বৈষ্ণবলক্ষণে বলা হইয়াছে, বৈষ্ণব তৃণ অপেক্ষা সুনীচ, তরুর ন্যায় সহিষ্ণু, অমানী ও মানদ। অপর সম্প্রদায় ও সম্মানিত জনগণকে এই ভাবে প্রমত্ত বা মাতাল বলিলে কি বৈষ্ণবতার লাঘব হয় না?

বৈষ্ণবদাস। না! এইরূপ বিচার অবলম্বনে সর্ব্ববিধ আচরণ না করাই অবৈষ্ণবতা। প্রেমভক্তিকে মাতাল বলিতে কোন প্রকার কুণ্ঠা বিধা বোধ না করা, মাতালের ধর্ম্ম, মাতালের কুকার্য্য, মাতলামি, মাতলামির কারণ, মদের পরিচয়, মদের উপাদান প্রভৃতি সকল কথা নম্রতাহীন হইয়া—নিরপেক্ষ হইয়া প্রত্যেককে বলিতে হইবে। এই মাতালামি বুঝাইয়া প্রচার করাই বৈষ্ণবতা, যেহেতু বৈষ্ণব বিষয়মদিরামদান্ধ মাতাল নহেন, এবং অপরের মত্ত অবস্থা দর্শনে কৃপাপরবশ হইয়া সেই মত্ততা দূরীকরণে সর্ব্বদা সচেষ্ট। সুতরাং যাঁহারা উচ্চকুলে জাত, ধনী বা ক্ষমতা-শালী, পণ্ডিত বা রূপবান্ কিংবা অমুকের পিতা, পুত্র, স্বামী, ভ্রাতা ইত্যাদিরূপে পরিচিত কিংবা ভারতবাসী, আন্দামানবাসী সাইবিরিয়ানিবাসী ইত্যাদি বলিয়া স্বাধীন বা পরাধীন বলিয়া আপনাদিগকে আদৌ বোধ করেন না, তাঁহারাই বৈষ্ণব—তাঁহারাই নিষ্কিঞ্চন। ইঁহারা ভারতবর্ষে বিচরণ করিয়াও ভারতবাসী নহেন, আন্দামানে বাস করিয়াও আন্দামানপ্রবাসী নহেন। ইঁহারা বৃন্দাবনবাসী ইঁহারা ব্রজবাসী। ইঁহারা মোটরগাড়ীতে বসিয়া-বৈদ্যুত পাখার তলায় বসিয়া, সুকুমার অট্টালিকায় শয়ন করিয়াও মাতাল হন না, লক্ষ লক্ষ মুদ্রা আসিয়াও ইঁহাদিগকে মাতাল করিতে পারে না। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধের কণিকামাত্র ইহাদিগকে প্রলুব্ধ করিতে পারে না। সুতরাং 'ঐশ্বর্য্যমত্ত স্ত্রী' মদিরাপানে মত্তজনগণ অহর্নিশ শব্দস্পর্শ-রূপরসগন্ধময় বিষয় ভোগের জন্য লালায়িত থাকিবে, আর গলায় মালা পরিয়া পদাবলী মুখস্থ করিয়া কালোয়াতী সুর ভাজিয়া শ্রীরাধাগোবিন্দের গোপী লীলারস ছাটে বাজারে বিতরণের বিপজ্জনক ও আত্মঘাত প্রয়াসদ্বারা যে অভিনয় করিতেছেন, তাহা সকল কথায় মাতলামির

পরাকাষ্ঠা নই আর কিছুই নহে। শুদ্ধ কথায় 'মত্ত', 'মোহমুক্ত', সাধারণ ভাষায় 'মাতাল'। মাতলামি সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করিয়া কীর্ত্তন করিতে হইবে। নতুবা সমস্তই ব্যর্থপ্রয়াস।

পুত্র। প্রভো! এই মাতলামি যা'বে কি করে? তা' হ'লে ত জান্‌তে পাচ্ছি, সকলেই মাতাল। যাঁহারা যাঁহারা দেহে আত্মবুদ্ধি ক'রে বসেছেন, তাঁহারা কি এই ভাবে কীর্ত্তনাদি ক'র্‌লে নেশার কবল হইতে অব্যাহতি লাভ কর্‌বেন না?

বৈষ্ণবদাস। না। কোটি জন্মেও না। মাতাল অবস্থায়—

"কোটি জন্ম করে যদি শ্রবণ কীর্ত্তন।
তবু ত না পায় কৃষ্ণপদে প্রেমধন॥"

এই সকল মাতাল শুদ্ধ বৈষ্ণবগণকে নিজের মত অবস্থার ভ্রান্ত বিকল বুদ্ধিদ্বারা পরিহাস করিতে যাইয়া বৈষ্ণব অপরাধ করিয়া বসেন। একে ত' মাতাল, তাতে আবার বৈষ্ণব অপরাধী। এই মাতাল অপরাধীর মত্ততা দূর হয় না। তবে যাহারা আত্মস্তরিতাবশতঃ বৈষ্ণবচরণে অপরাধ করেন না, অথচ মাতাল, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু তাঁহাদের উদ্ধার চিন্তা করিতেছেন, এবং তাঁহার দর্শন, স্পর্শন চিন্তনেই সেই সকল মাতালের মাতলামি চিরতরে দূরীভূত হইবে। বাঙ্গালার আজ পরমসৌভাগ্যে ভারতে আজ পরম আনন্দের দিন। সমগ্র বিশ্বের আজ মহোৎসবের সময় সমাগত, কারণ সেই—

"অক্রোধী পরমানন্দ নিত্যানন্দ রায়"

বিশ্ববাসীর মোহ অপসরণ ক'রে, তাঁহাদের সর্ব্ব পাপ প্রক্ষালিত ক'রে—আচণ্ডালে ঘাচ্‌ঞাপূর্ব্বক প্রেম প্রদান-কার্য্যে নিরত।

অভিধেয় বিচার।

'ভগবান্ কি বস্তু, জীব কি পদার্থ ও জগৎই বা কি, এইরূপ সুষ্ঠু প্রশ্নোত্তর হইতে সম্বন্ধজ্ঞান উদয় হয়। সম্বন্ধজ্ঞান-লব্ধ জীবের কর্ত্তব্য বলিয়া শাস্ত্রে যাহা উপদিষ্ট হইয়াছে তাহাকে 'অভিধেয়' বা সাধনতত্ত্ব কহে।

২। জড়-দেহে আত্মাভিমাননিবন্ধন যাহারা সর্ব্বদা বাহ্য-বিষয় ভোগে প্রমত্ত তাহাদিগকে কর্ম্মাচারী বা যথেচ্ছাচারী বলে। কর্ম্মাচারিগণ প্রবৃত্তিমার্গাবলম্বী ও মায়ার দাস। যাবৎ না তাহারা মায়াকর্ত্তৃক উপর্য্যুপরি দুঃখাবর্ত্তে নিক্ষিপ্ত হয়, তাবৎকাল পর্য্যন্ত তাহারা স্বেচ্ছাচারমূলক প্রবৃত্তি মার্গকে সঙ্কোচ করিবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিতে সমর্থ হয় না। যেকালে তাহারা ক্রমান্বয় নিদারুণ দুঃখে নিক্ষিপ্ত হইতে থাকে, সেই সময় তাহারা নিজ মলিন-বুদ্ধিদ্বারা প্রতিকারের সুষ্ঠু উপায় স্থির করিতে অক্ষম হইয়া তাহা শিক্ষার জন্য গুরুর নিকট গমন করে। এইরূপ শিক্ষার্থিগণের অধিকারানুসারে শাস্ত্রে কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তিমার্গক ত্রিবিধ-পন্থা কথিত আছে, যথা শ্রীমদ্ভাগবতে,—(১১।২০।৬)

"যোগাস্ত্রয়ো ময়া প্রোক্তা নৃণাং শ্রেয়োবিধিৎসয়া।
জ্ঞানং কর্ম্ম চ ভক্তিশ্চ নোপায়োঽন্যোঽস্তি কুত্রচিৎ॥"

৩। যে সমুদয় মনুষ্য ভোগাসক্তিকে একবারে পরিত্যাগ করিতে অপারগ, তাহাদিগের স্বেচ্ছাচারকে কথঞ্চিৎ দমন করিবার অভিপ্রায়ে পুণ্যজনক কর্ম্মকাণ্ডের শিক্ষা দেওয়া হয়। দেহান্তে স্বর্গাদি সুখ-ভোগের প্রলোভন থাকায় কর্ম্মিগণ অধিকাংশ সময় দেবতার আরাধনায় নিযুক্ত থাকে এবং তৎফলে তাহারা পূর্ব্বের ন্যায় ঐহিক-ভোগার্থে পূর্ণমাত্রায় ব্যস্ত থাকিতে পারে না। এই কর্ম্মপন্থায় দ্বারা বিষয়াসক্ত জীব আত্যন্তিক শুদ্ধিলাভ লাভ করিতে অসমর্থ, যথা শ্রীমদ্ভাগবতে,—(১২।৩।৪৮)

"নিদ্রাতপঃপ্রাণ-নিরোধমৈত্রী-
তীর্থাভিষেকব্রতদানজপৈঃ।
নাত্যন্তশুদ্ধিং লভতেঽন্তরাত্মা,
যথা হৃদিস্থে ভগবত্যনন্তে॥"

৪। ঐহিক ভোগপ্রবণতাকে শিথিল করিয়া কর্ম্মিগণ দেহান্তে যে স্বর্গাদি লোক প্রাপ্ত হয়, পুণ্যক্ষয়ে তাহা হইতে কালপ্রভাবে পতন ঘটে ও পুনরায় তাহারা দুঃখ-

যান জগতে আসিয়া ঐহিকভোগে প্রমত্ত হয়; যথা শ্রীমদ্ভাগবতে,—(১১।১০।২৬)

"তাবৎ স মোদতে স্বর্গে যাবৎ পুণ্যং সমাপ্যতে।
ক্ষীণে পুণ্যে পতত্যর্ব্বাগনিচ্ছন্ কালচালিতঃ॥"

কর্ম্মপন্থার এবম্বিধ দুর্গতির কথা শুনিয়া যে সকল ব্যক্তি ঐহিক বা স্বর্গাদিলভ্য তুচ্ছভোগবাদের পক্ষপাতী হন না, তাঁহারা ত্যাগ-পন্থাকে আশ্রয় করিয়া অদ্বয়-জ্ঞান লাভের জন্য যত্নশীল হন। ইঁহাদিগকে ত্যাগী কহে। ত্যাগিগণ তিনশ্রেণীতে বিভক্ত—জ্ঞানী, যোগী ও ভক্ত।

৫। অদ্বয়জ্ঞানকে তত্ত্ব কহে। সেই তত্ত্বকে কেহ ব্রহ্ম, কেহ পরমাত্মা ও কেহ ভগবান্ শব্দের দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে উল্লেখ করেন, যথা শ্রীমদ্ভাগবতে,—(১।২।১১)

"বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্ জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥"

বাসনা হইতে জড়-জ্ঞান তিরস্কৃত হইলে বুদ্ধি সুবার্জ্জিত হয় ও সেই নির্ম্মল বুদ্ধিতে তত্ত্ব বা অদ্বয়-জ্ঞান-বিকশিত হইতে থাকে, যাহার প্রথম প্রতীতি চিন্মাত্র ব্রহ্ম, দ্বিতীয় প্রতীতি চিদ্বিস্তাররূপ পরমাত্মা ও তৃতীয় প্রতীতি চিদ্-বিলাসরূপ ভগবান্।

৬। জ্ঞানিগণ কেবল মাত্র চিৎ বা সম্বিৎশক্তির অনুশীলনে প্রবৃত্ত হয় এবং ব্যতিরেকভাবে চিন্তা করে যে বাহ্যজগতের নাম রূপকে রজ্জু-সর্পবৎ কাল্পনিক ও কল্পনা নিরস্ত হইলে, জগৎ বিশুদ্ধ, কেবল-চিন্মাত্র, প্রত্যক্ (অর্থাৎ নিজ চিৎ-সত্তায় প্রতি চেষ্টাবান্), সম্যঙ্ স্থিত, সত্য, পূর্ণ, অনাদি অনন্ত, সর্ব্বাদিগুণপূর্ণ, নিত্য ও অব্যয় ব্রহ্মরূপে উপলব্ধ হয়—এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া থাকেন। সন্ধিনী ও হ্লাদিনীরূপা শক্তিদ্বয়ের অনুশীলন না করায় তাঁহাদিগের ক্রিয়া, স্তম্ভীভূত হইয়া থাকে, যাহার ফলে জ্ঞানিগণের নিকট নিত্যভেদ, ব্রহ্মের ও অন্যান্য তত্ত্বের সত্তা বা ক্রিয়া-শীলতার কোন প্রকার জ্ঞান প্রকটিত হয় না ও প্রকট না হওয়ায় তাঁহারা নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মাতিরিক্ত সত্তার অস্তিত্ব স্বীকার করিতে চাহেন না। যেহেতু আপনা-দিগকে ব্রহ্ম বলিয়া বিবেচনা করেন, তন্নিমিত্ত তাঁহারা ত্যাজ্য-ত্যাগ বা সেব্য-সেবকভাবোচিত সাধনার পরিবর্ত্তে "নেতি নেতি" বিচারকে সাধনাঙ্গ বলিয়া স্থির করিতে বাধ্য হইয়া থাকেন।

৭। যোগিগণ সম্বিৎ ও সন্ধিনী রূপাশক্তিদ্বয়ের অনুশীলনকারী। সন্ধিনীপ্রকাশিনী সন্ধিনীশক্তিকে ক্রিয়াবতী ধারণায়, ব্যক্তিবিবেকমুখে ধ্যান করিতে যাইয়া, বাহ্যজগতে ওতপ্রোতরূপে স্থিত নিরাকার, নিষ্ক্রিয়, বৃহৎ চিৎসত্তা, বিশুদ্ধ, প্রত্যক্‌স্বরূপাবস্থ, সম্যক্‌স্থিত, সত্তাপূর্ণ, অনাদি, অনন্ত সর্ব্বাদিগুণপূর্ণ, নিত্য ও অব্যয় পরমাত্মা এবং অন্যান্য পদার্থসমূহ তাঁহারই অংশ ও তাঁহাতেই অবস্থিত ইত্যাকার ধারণাবদ্ধ হইয়া যায়। ইঁহাদিগের মতে বাহ্য-কার সমূহের ধারণা অবিদ্যাজাত ও ধ্যানযোগ দ্বারা পরমাত্মাতে নিজ অংশরূপ অবস্থানকে উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইলে অবিদ্যা বীজ ধ্বংস হইয়া যাইবে। যেহেতু ইহারা আপনাদিগকে অংশ ও পরমাত্মাকে অংশী বলিয়া বিশ্বাস করেন, তন্নিমিত্ত বিচারপন্থার পরিবর্ত্তে, ধ্যান-যোগই ইঁহাদিগের অবলম্বনীয়।

৮। ভক্তগণ সৎ, চিৎ ও আনন্দ (হ্লাদিনী) রূপা শক্তিত্রয়ের অনুশীলনে রত হন ও তৎফলে তাঁহারা ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবানকে পরতত্ত্ব বলিয়া অবগত হইয়া থাকেন। ইঁহাদিগের মতে ভগবান্ বিভু চিৎপদার্থ ও শক্তিমৎ-তত্ত্ব, অণুচিৎজীবগণ তাঁহার তটাখ্যা-শক্তির পরিণতি, জড়-জগৎ তাঁহার মায়া-শক্তির পরিণতি ও সেবাবিমুখ জীবের কারাগার-স্বরূপ জড়-জগতের ঊর্দ্ধদেশে স্থিত চিজ্জগৎ (বা ভগবানের নিত্য-বিহারভূমি) অন্তরঙ্গা শক্তির পরিণতি। চিজ্জগতে নিত্যমুক্ত ও সাধন-সিদ্ধ জীবগণের সহিত ভগবান্ নিত্যলীলারস আস্বাদন করেন। চিজ্জগত ও জড়-জগতের সন্ধিস্থলে স্থিত কারণ-বারিতে ভগবান্ পৃথক্‌ভাবে অংশরূপ ধরিয়া বিরাজ করেন ও সেই অংশরূপ দ্বারা স্বীয় চিৎ-শক্তির অন্তরঙ্গা, মায়া ও তটাখ্যা প্রভাবত্রয়কে চিৎ, অচিৎ ও জীবজগৎরূপে পরিণত করেন, বৈকুণ্ঠের বহির্ভাগে ও কারণ-বারির উপরিদেশে যে চিজ্জ্যোতি অবস্থিত তাহা ভগবানের অঙ্গজ্যোতিঃ ও ঔপনিষদ ব্রহ্ম, ব্রহ্মাণ্ডের অন্ত-র্গত যে বিরাট্ বা সমষ্টি বিষ্ণু ও জীব-হৃদয়ে অন্তর্য্যামী কর্ণ-ক্ষীর-শায়ী পরমাত্মারূপে যে বাষ্টি বিষ্ণু তাহা কারণ

যাহিতে স্থিত অংশরূপী ভগবানের অংশবিভূতি, চিজ্জগতের বৈকুণ্ঠনামক প্রকোষ্ঠে যে নারায়ণমূর্ত্তি বিরাজমান তাহা ভগবানের ঐশ্বর্য্যপ্রধান রূপ ও গোলকাখ্য প্রকোষ্ঠে যে কৃষ্ণমূর্ত্তি তাহাই তাঁহার মাধুর্য্যপর স্বয়ংরূপ ও অসমোর্দ্ধবিকাশ। ভগবৎ-সেবানন্দই জীবের চরম প্রাপ্য ফল। ভগবৎসেবা ব্যতিরেকে মায়ার হাত হইতে পরিত্রাণ নাই এবং ভোগ বা মোক্ষস্পৃহা সত্ত্বে সেবা বৃত্তি লাভ হইতে পারে না। ব্রহ্ম বা পরমাত্মবাদিগণ উভয়েই হ্লাদিনী শক্তির অনুশীলন না করা হেতু পরতত্ত্বকে নিঃশক্তিক বলিয়া স্থির করিয়াছেন এবং পূর্ণতত্ত্ব জ্ঞানলাভে বঞ্চিত হইয়াছেন।

৯। সিদ্ধান্তসার শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উক্ত হইয়াছে,—

"যদদ্বৈতং ব্রহ্মোপনিষদি তদপ্যস্য তনুভা।
য আত্মান্তর্য্যামী পুরুষ ইতি সোঽস্যাংশবিভবঃ॥"

অর্থাৎ উপনিষদোক্ত ব্রহ্ম, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গকোতিঃ এবং জীব হৃদয়স্থ কর্ম্মফলদাতা পরমাত্মা তাঁহার অংশাংশ তত্ত্ব। ব্রহ্ম ও পরমাত্মাকে ভগবানের অঙ্গকান্তি ও অংশাংশ বিভূতি বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, তাঁহাদিগের প্রতীতিবশতঃ ক্রোড়ীকৃত করিয়া অবয়জ্ঞানতত্ত্ব ভগবান্ প্রকাশ পান। সুতরাং যাঁহারা ভগবানের সাক্ষাৎকার লাভ করেন তাঁহারা যুগপৎ ব্রহ্ম ও পরমাত্মাকেও দেখেন বুঝিতে হইবে। যেহেতু ব্রহ্ম ও পরমাত্মবাদিগণ নিত্য সবিশেষ ভগবৎ-স্বরূপের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না, সেই জন্য তাঁহারা যে প্রকৃত ব্রহ্ম ও পরমাত্মার দর্শন পান না ইহা প্রতিপন্ন হইতেছে। অগত্যা বিবর্ত্তবুদ্ধির দ্বারা চালিত হইয়া তাঁহারা কোন অতি সূক্ষ্ম পদার্থে ব্রহ্ম বা পরমাত্মবোধ স্থাপন করিয়া থাকেন—মনে করাই যুক্তি যুক্ত।

১০। একমাত্র ভক্তগণই ভক্তিযোগ যাজন করিতে করিতে অনর্থ মুক্ত হন ও তখনস্তর ভগবান্ ও তাঁহার বিভিন্নরূপ প্রকাশকে দর্শন করিয়া থাকেন। তাঁহারাই নিত্যকাল সেবানন্দরস আস্বাদনে সমর্থ ও তাঁহাদিগকে পুনরায় মায়ার হাতস্থ করিতে হয় না। শুদ্ধভক্তি রূপ অভিধেয় হইতেই এবম্বিধ প্রেমসেবা লাভ হয় অন্য কোন উপায়ে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ব্রহ্ম ও পরমাত্মবাদিগণ আত্মস্থিতার উপর নির্ভর করায় কেবল মায়া ক্লেশই লাভ করিয়া থাকেন।

অতি কঠোর সাধন করিতে করিতে ইঁহারা বিষ্ণুর পরমপদপ্রাপ্তিস্থানে আরোহন পূর্ব্বক পুনরায় অধঃপতিত হইয়া থাকেন যথা শ্রীমদ্ভাগবতে—

"যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিন-
স্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ
পতন্ত্যধোঽনাদৃত যুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥"

১১। দুঃখের হাত হইতে পরিত্রাণ পাওয়াই ব্রহ্ম ও পরমাত্মবাদিগণের উদ্দেশ্য। এই অভিসন্ধিকে মোক্ষেচ্ছা কহে। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে কর্ম্মিগণ ভোগাভিলাষী। অতএব সেবাবুদ্ধিবিশিষ্ট ভক্তগণই কেবল আত্মসুখান্বেষী নহেন অর্থাৎ নিষ্কাম, যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—

"কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম, অতএব শান্ত।
ভুক্তিমুক্তিসিদ্ধিকামী সকলই অশান্ত॥"

১২। পূর্ব্বোক্ত বিবৃতি হইতে দেখা যাইতেছে যে, কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগ পন্থার মধ্যে কাহারও মুখ্য অভিধেয়ত্ব নাই। তাহাদিগের যে কিছু অভিধেয়ত্ব আছে তাহা কেবল গৌণরূপে অর্থাৎ প্রবৃত্তিমার্গকে কথঞ্চিৎ শিথিল করিবার অভিপ্রায়ে। এক ভক্তিরই বেদাদি সাধুত শাস্ত্রে মুখ্য অভিধেয়ত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। অতএব ভক্তিযোগদ্বারা ভগবানে মন স্থির করাই একান্ত কর্ত্তব্য যথা শ্রীমদ্ভাগবতে,—

"এতাবানেব লোকেঽস্মিন্ পুংসাং নিঃশ্রেয়সোদয়ঃ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন মনোমর্য্যর্পিতং স্থিরম্॥"

১৩। পরধর্ম্মানুষ্ঠানে ভক্তিকে উদয় করিবার জন্য যে চেষ্টা তাহারই নাম ভক্তিযোগ। ভগবান্ কৃষ্ণে ভক্তিযোগ অনুষ্ঠিত হইতে হইতে অনায়াসে ইতর বিষয়ে বৈরাগ্য ও তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয় যথা শ্রীমদ্ভাগবতে—

"বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগ প্রযোজিতঃ।
জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যং জ্ঞানঞ্চ যদহৈতুকম্॥"

১৮। ভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন "মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে" অর্থাৎ যাহারা তাঁহার শরণাপন্ন হন কেবল মাত্র তাঁহারাই মায়ার হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করেন অন্যে নহেন। ইতঃপূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে ভক্তদিগকে পৃথক্ ভাবে বৈরাগ্য বা জ্ঞান লাভের জন্য যত্ন করিতে হয় না। ভক্তির বলের ফলে উহা বিনা চেষ্টাতেই সিদ্ধ হইয়া থাকে। জ্ঞানী ও যোগিগণ আত্মবলে বলীয়ান হইয়া বৈরাগ্যসাধনে তৎপর হন। ভগবন্মুখতা হেতু ভক্তিবল না থাকায় মায়াশক্তি তাহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হয় ও তাহারা জালে অধঃপতিত হইয়া থাকে। যে মানব সামান্য মারি নিবারণে অক্ষম, তাঁহার বৃথা উচিৎ যে তিনি নিতান্ত দুর্ব্বল ও নিরাশ্রয়। প্রবল প্রতাপান্বিত ভগবানের আশ্রয় লওয়াই তাঁহার পক্ষে শ্রেয়ঃ নচেৎ ভগবদ্দাসী মায়া তাঁহাকে কখনই ত্যাগের চরম ভূমিকায় পৌঁছিতে দিবে না।

১৯। চরাচর যাবতীয় পদার্থই ভগবদ্ভক্তির বিভিন্ন প্রকার পরিণতি। ভগবদ্ভক্তি পরিণতা হইয়াও চিন্তামণির ন্যায় ভগবানে পূর্ণরূপে বিরাজমানা আছেন। "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম "কিঞ্চ" ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ এই বেদ মন্ত্রের সাহায্যে খণ্ডাকারে পরিদৃশ্যমান পদার্থসমূহকে ভগবদ্ভক্তির বিভিন্নাকার পরিণতি বলিয়া বুঝিতে সমর্থ হইলে আমরা জানিতে পারিলাম খণ্ডজ্ঞান গুলি ভেদাভেদ ভ্রমে একই অদ্বয়জ্ঞানে ভাসিতেছে। এইরূপ দর্শন বা জ্ঞান অদ্বয়জ্ঞানের একটী দিক্। ইহা ভগবানের ষড়ৈশ্বর্য্য পূর্ণতাব্যঞ্জক। এই অদ্বিতীয় ভাব প্রকাশক দিক্ ব্যতীত অদ্বয় জ্ঞানের অপর একটী মাধুর্য্যময় দিক্ আছে, যাহাকে তাঁহার অসমোর্দ্ধ বিকাশ কহে। এই মাধুর্য্যময় জ্ঞানে ভগবানকে অত্যন্ত প্রেমাস্পদ বলিয়া বোধ হয়। ঐশ্বর্য্যভাবে কেন মাত্র অনুভূত হইলে ভগবানের প্রেমাস্পদরূপ দর্শনযোগ্য হয় না। 'আত্মৈব বা পাদরতাঃ পিনষ্টু মামদর্শনাৎ মর্ম্মহতাঃ করোতু বা। যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ। এই শ্লোকে যে আত্যন্তিক প্রেমের আস্বাদ দেওয়া আছে তাহার কর্ণধার ও যাঁহারা লাভ করিয়াছেন তাঁহারা ভগবানকে রাধানাথ ও আপনাদিগকে রাধা দাসীর দাসী বলিয়া অবগত হন। ঐশ্বর্য্য ভাব তিরস্কারী এই মধুর মধুরাতিমধুরই ভগবানের সর্ব্বোৎকৃষ্ট বিকাশ। হে পাঠকবর্গ! ভাবিয়া দেখুন, শুদ্ধভক্তিরূপ অভিধেয় বিনা তুচ্ছ ভোগমোক্ষজনিত সুখের অপেক্ষা কত কোটী কোটী গুণ অধিক আনন্দপ্রদ রাধাদাস্য আর কে তাহাদিগকে নিযুক্ত করিতে সমর্থ? দেখিবেন, যে আর কাহারও ঐরূপ সামর্থ্য নাই।

দীনের কথা

জানিনা, আমি আজ কত জন্ম জন্মান্তরের পুঞ্জীভূত সুকৃতি লইয়া এই বৈকুণ্ঠের দ্বারে উপনীত হইয়া সেই বৈকুণ্ঠবিহারী শ্রীহরির নিজজনের মুখে তদীয় কথা শ্রবণ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিতে পারিয়াছি। জীবনের বহু দিবস কাটাইয়া আসিয়াছি, কই এমন মধুর-হৃৎকর্ণ-রসায়ণ কথা ত' আর কাহারও মুখে শুনি নাই, আর কেহই ত' বলে নাই যে,—

লব্ধ্বা সুদুর্লভমিদং বহুসম্ভবান্তে
মানুষ্যমর্থদমনিত্যমপীহ ধীরঃ।
তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যু যাব-
ন্নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্ব্বতঃ স্যাৎ॥

কেহ ত বলে নাই 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।' এ হতভাগ্য, ত্রিতাপদগ্ধ, বিষয়মোহান্ধ চির দুর্দ্দশাগ্রস্ত জীবের মঙ্গলকামনায় এত ত' আর কাহারও প্রাণ এত ব্যাকুল হইয়া উঠে নাই, 'আর ভয় নাই' বলিয়া এমন অভয় ত' আর কেহই দেয় নাই, এ পাষাণ হৃদয়ে স্বার্থের পূতিগন্ধপূর্ণ পরার্থের দিব্যগন্ধানুলিপ্ত এমন অহৈতুক অপ্রতিহত করুণার নির্ঝর উৎস ত আর কখনও প্রবাহিত হয় নাই। সংসারে মাতাপিতা, ভাইবন্ধু প্রভৃতি তথাকথিত আত্মীয় স্বজনের নিকট হইতে শারীরিক, মানসিক, নৈতিক, আর্থিক প্রভৃতি জাগতিক বহুবিষয়ে যথেষ্ট সহানুভূতি ও উপকার পাইয়াছি বটে কিন্তু তাহা

তাৎকালিক বিপাকে আমাকে একটা ক্ষণিক মোহ ভিন্ন নিত্যানন্দের ত' কোন আস্বাদ দিতে পারে নাই, বরং পদে পদে নৈরাশ্য আনিয়া আমার ভবিষ্যৎ জীবনকে আরও অন্ধকারময় করিয়া তুলিবার প্রয়াস পাইয়াছে। শুনিতাম ভগবান্ বলিয়া আমাদের আশ্রয় দাতা এক পরম পুরুষ আছেন, তাঁহার নিকট এই দুর্দিনকার দেহ ও মনের সুখ স্বচ্ছন্দ লাভ করিবার জন্য প্রার্থনা করিতে হয়—শুষ্ক কর্ম ও জ্ঞানকাণ্ডীয় পঞ্চোপাসকী ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষরূপ চতুর্বর্গলিপ্সু কর্ম জড়-স্মার্তমতাবলম্বী এক শ্রেণীর কতকগুলি বুভুক্ষু ও মুমুক্ষু ব্যক্তিগণের প্রদর্শিত পথানুযায়ী ভগবদ্ভক্তি বা সেবার নামে অসেবা বা আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি-কামনা-মূলে অবিধিপূর্ব্বক নানা দেবদেবীর পূজা, হোম, জপ, ব্রতাদি করিতে হয়, হায়, তখন ত' কাহারও মুখে শুনিতে পাইতাম না,—

"যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্।"

কেহ ত' একবার বলিয়া দিত না যে, আত্মেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছা বা কামকে কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছা বা প্রেম বা শুদ্ধা ভক্তি বলে না, হায়! ঐ ভ্রান্ত ধারণানুযায়ী অভ্যাসের ফলে আমার ভোগবুদ্ধি ত' ক্রমশই প্রবলা হইতেছে, কামনার পর কামনা আসিয়া আমাকে সততই বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিতেছে আর সেই কাম্যবস্তুর অপ্রাপ্তিতে ক্রোধ ও ক্ষোভ আসিয়া আমার জীবনকে এক অশান্তির আকরস্থলী করিয়া তুলিয়াছে, হায়! আত্মসুখ বিসর্জ্জন দিয়া ভগবৎসুখার্জ্জন বা ভগবৎসেবাই যে জীবের এক মাত্র কামনার বস্তু বা একমাত্র লক্ষীভূত বস্তু কেবল আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছাকে ভগবদুপাসনা বা সেবা বলে না, ভগবানের ইন্দ্রিয় সুখতাৎপর্য্যই যে ভগবৎসেবা একথা ত' একবারও আমাকে কেহ বুঝাইয়া দেয় নাই; হায়! ভগবৎসেবা ভিন্ন যে মনুষ্য জীবনের অন্য কোনও উদ্দেশ্য বা কোনও কৃত্য থাকিতে পারে না, তাহা ত' আমার কোন বান্ধবই এতদিন বলেন নাই। হায়! সেই চাল্লিশত আটত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে এক দিন যে এক বিশ্বপ্রেমিক—যে এক মাধুর্য্যময় ঔদার্য্যের পূর্ণবিগ্রহ দয়াল ঠাকুর এই কলিহত জীবদুঃখে রাধাকৃষ্ণের মধুরসেবা চৈতন্য করাইবার জন্য এই ধরাধামে—এই বঙ্গভূমে শ্রীধামনবদ্বীপে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে প্রকটিত হইয়াছিলেন এবং জীবের দুঃখে ব্যথিত হইয়া দ্বারে দ্বারে 'রাধাকৃষ্ণ বল্ বল্ বলরে সবাই'—এই শিক্ষা দিয়াছিলেন, সে, কথা ত' এতদিন কাহাকেও বলিতে শুনি নাই দেখিয়া আসিয়াছি শুধু ইন্দ্রিয়তর্পণ আর শুনিয়াও আসিয়াছি সেই ইন্দ্রিয় তৃপ্তির বিভিন্ন পন্থা। হায়! শৈশবে মাতাপিতার নিকট, কৈশোরে পাঠশালায় ও যৌবনে বিদ্যালয়ের শিক্ষক-গণের নিকট সেই ইন্দ্রিয়বৃত্তি পরিচালনের কতকগুলি বিশেষত্ব ও কলাকৌশল ভিন্ন এত দিন যে আর কোন শিক্ষাই পাই নাই।

'জীব নিত্য কৃষ্ণ দাস তাহা ভুলি গেল।
সেই দোষে মায়া তার গলায় বাঁধিল॥

এমন কথা ত কেহ শিক্ষা দিতে আসে নাই, আমার কোন বান্ধবই ত এত দিনে বুঝাইয়া দেন নাই যে কৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্ সদ্গুরুচরণে প্রণত হইয়া প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা দ্বারা সেই শ্রীভগবানের কৃপানুসন্ধান করিতে হয়। জানিতেছি, সংসারে কেহই ত আমার শ্রেয় লাভের জন্য ব্যস্ত নহেন শ্রেয় বা স্ব স্ব প্রয়োজন সিদ্ধি বা ইন্দ্রিয়সুখ লইয়াই তাঁহারা ব্যস্ত আছেন তাঁহাদের ইন্দ্রিয় তৃপ্তির ইন্ধনস-গ্রহই আমার কার্য্য তথাপি কি জানি কি এক মোহে মুগ্ধ হইয়া ঐ সকল কপট বন্ধুরই সন্তোষসাধনের জন্য দিবারাত্র ব্যাপৃত থাকি! হায়! কে বলিয়া দিবে, এ ভ্রান্তি আমার আর কবে সংশোধিত হইবে—আর কত দিনে বিষ্ণুর নিজ জন বৈষ্ণবের দাসানুদাস হইয়া তদীয় চরণরেণুর ভিক্ষার্থী হইয়া আসিতে পারিব—

গুরুর্ন স স্যাৎ স্বজনো ন স স্যাৎ
পিতা ন স স্যাজ্জননী ন সা স্যাৎ
দৈবং ন তৎ স্যাৎ ন পতিশ্চ স স্যাৎ
ন মোচয়েৎ যঃ সমুপেতমৃত্যুম্।

কবে শ্রীবৈষ্ণব ঠাকুর কৃপা করিয়া বুঝাইয়া দিবেন যে,—শ্রীগৌরসুন্দরই জীবের একমাত্র গুরু।

তাই আজ, হে বৈষ্ণব ঠাকুর! হে পতিত পাবন প্রভো! তবীয় চরণ যুগে একান্ত আশ্রয় প্রার্থী হইয়া আসিয়াছি। আমি নিতান্ত হীন হীন, আধ্যাত্মিক, আদিভৌতিক ও আধিদৈবিক ত্রিতাপে অত্যন্ত জর্জ্জরিত, ভ্রম প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা ও করণাপাটব এই ভ্রমচতুষ্টয়ের সম্পূর্ণ বশীভূত, আজ আমাকে কৃপা করিয়া শ্রীভগবানের তবীয় জনের অলাভ দেবা মাধুর্য্যের কিঞ্চিৎ মাধুরিমা উপলব্ধি করিবার শক্তি ও সুযোগ দান করিয়া চিরকৃতার্থ করুন্।

—জনৈক দীন।

গৌড় মণ্ডল পরিক্রমার আহ্বান।

হে ভারতের ধর্ম্মপ্রাণ নরনারীবৃন্দ, বড়ই শুভ সংবাদ। ঐ দেখ, কে এক পতিতপাবন পরমহংসচূড়ামণি গৌরজন আমাদের কৃষ্ণবিমুখতার ও লোকদেখান-গৌরভজন চেষ্টায় ব্যথিত হইয়া শ্রীগৌড়মণ্ডল ও শ্রীগৌরধাম পর্য্যটনের এক বিপুল আয়োজন করিয়াছেন। চল, তাঁহার অনুগামী হই, নিজ নিজ অকিঞ্চিৎকর জড় মানাপমান, সঙ্কীর্ণতা, বিবাদবিরোধ, অনৈক্য প্রভৃতি দূরে পরিত্যাগ করিয়া একবার শ্রীগৌরনিত্যানন্দ, শ্রীরূপসনাতন, শ্রীহরিদাস, শ্রীরঘুনাথ, শ্রীজীব, ঠাকুর বৃন্দাবন, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, লোচনদাস, দ্বাদশ গোপালাদি শ্রীনিত্যানন্দকৃতাগণ, বাসুদেবদত্ত ঠাকুরাদি অদ্বৈতকিঙ্করগণ, এবং বহু গৌরপ্রিয় শুদ্ধ ভক্তগণের আবির্ভাব ও বিহারভূমির অপ্রাকৃত রজঃকণিকা-সংগ্রহের সুকৃতি সঞ্চয় করি। অম্বরীষ মহারাজ একচ্ছত্র সম্রাট্ হইয়াও "পাদৌ হরেঃক্ষেত্রপদানুসর্পণে" পদযুগলকে হরি ও হরিভক্তগণের ক্ষেত্র বিচরণার্থ নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ভাগবত বলিতেছেন—

যাহারা মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়াও পদদ্বারা শ্রীভগবান্ ও ভক্তগণের লীলাভূমির "অনুব্রজ্যা" না করে, তাহাদের পদদ্বয় বৃক্ষমূলতুল্য। চেতনতাসত্ত্বেও ঐ সকল মূক বৃক্ষাদির ন্যায় 'আচ্ছাদিত-চেতন।' এই সর্ব্বোত্তম গৌড়দেশে পরমার্থপ্রদ দুর্লভ ও অনিত্য মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়া আমরা কি এখনও জড়প্রায় থাকিব? বৈষ্ণবগণের ভুবনমঙ্গল কীর্ত্তনধ্বনি আমাদের কর্ণে প্রবিষ্ট হউক্।

যদি শুদ্ধভক্তিরসামৃত পান করিয়া সত্যসত্যই অমর হইতে চাও, তবে গৌরপরিজনসঙ্গে শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিভ্রমণ কর, শ্রীগৌরপার্ষদগণের আবির্ভাবস্থান দর্শন করিয়া নয়ন সার্থক কর, গৌড়মণ্ডলের রজঃ সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়া মনুষ্যদেহধারণের উদ্দেশ্য সফল কর। ক্ষিতি পুণ্য বা মুক্তিভুক্তির সন্ধানে আর ধাবিত হইও না, আরও জানিয়া রাখ ভগবানের সঙ্কীর্ত্তন-বিলাস শ্রীধাম নিষিঞ্চন গৌরজনানুগত্য ব্যতীত আমাদের চোখনেত্রে আমরা দেখিতে পাইব না। অতএব—

"গৌর আমার, যে সব স্থানে, করিল ভ্রমণ রঙ্গে।
সে সব স্থান, হেরিব আমি, প্রণয়িজনের সঙ্গে॥"

আগামী ১৬ই মাঘ শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া প্রকটবাসরে (শ্রীশুক্লাদ্বিদশমী) শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে কীর্ত্তনমুখে ভক্তগণ শ্রীশ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমণ-সেবায় বহির্গত হইবেন। শ্রীগৌরপার্ষদগণ এই গৌড়দেশের যে যে স্থানে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, সেই সেই স্থানে উপনীত হইয়া প্রামাণিক গ্রন্থরাজি হইতে গৌরভক্তগণের জীবনচরিত্র-পাঠ, মহাজনগণের প্রথিত তত্তৎস্থানানুকূল রীতি-কীর্ত্তন, বক্তৃতা, ইষ্টগোষ্ঠী, প্রাচীন কীর্ত্তিদর্শন, যাবতীয় তথ্য ও তথ্যবিষয়ক গ্রন্থাদি সংগ্রহ, ভজনানন্দী বৈষ্ণবগণের সহিত সাক্ষাৎ, সঙ্কীর্ত্তন-মহোৎসব, শ্রীমহাপ্রসাদ-সম্মান প্রভৃতি ভক্ত্যঙ্গ প্রত্যহ অনুষ্ঠিত হইবে। কোন্ কোন্ দিন কোন্ কোন্ পথে কোথায় কোথায় গমন, অবস্থানাদি হইবে তৎসম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ পরে প্রকাশিত হইবে। এই গৌড়মণ্ডল পরিক্রমণকার্য্য প্রায় ১৫ই ফাল্গুন পর্য্যন্ত চলিবে। তৎপরে ১৬ই ফাল্গুন হইতে নয়দিবস শ্রীধাম নবদ্বীপের নয়টী দ্বীপে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় শ্রীধাম-পরিক্রমা হইবে।

এই ভক্ত্যনুষ্ঠানের জন্য পাথেয় ও মহোৎসবাদির আনুকূল্য শ্রীগৌড়ীয় মঠের সেবকবৃন্দ একমাত্র ভিক্ষা দ্বারাই সংগ্রহ করিতেছেন। অতএব জাতিবর্ণধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সর্ব্ব মনুষ্যসমাজের নিকটই আমাদের এই প্রার্থনা, যে "প্রাণৈরর্থৈর্ধিয়া বাচা"—"প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি বাক্য"—দ্বারা যে সম্পত্তি আছে তিনি তাহার দ্বারাই এই ভক্ত্যনুষ্ঠানে সুকৃতি সঞ্চয়ের অপূর্ব্ব সুযোগ গ্রহণ করুন্। আমরা বিশ্ববাসী সকলকেই এই মহদ্ভক্ত্যনুষ্ঠানে যোগদান করিবার জন্য সবিনয় আহ্বান করিতেছি।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ।

গৌড়ীয়

শ্রীচৈতন্যদেবের দয়া অমূল্য
বিশ্ব বলিয়া তাহে হয় ॥

তৃতীয় খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১২ই পৌষ, শনিবার ১৩৩১, ২৭ শে ডিসেম্বর ২৪ | ১২শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ।

এই জগৎটা হ'চ্ছে ভগবানকে যারা ভুলেছেন তা'দেরই একটা জেলখানা, কেউ কেউ একে পাগলা গারদও ব'লে থাকেন। পাগলা-গারদ বলেন কেন, না এখানকার লোকগুলো তাদের সুস্থ বা স্বাভাবিক অবস্থা হারিয়ে কেউ রূপমদে, কেউ ধনমদে, কেউ জাতিমদে, কেউ বা বিদ্যামদে মত্ত হয়ে নানাপ্রকার প্রলাপ বক্‌ছেন। সুতরাং আমরা যখন প্রত্যেকেই এই কয়েদখানা বা পাগলাগারদের এক এক জন কয়েদী তখন আমাদের মতামত, রুচি, ভাব, উচ্ছ্বাস সকলই পাগলের বা বিকারগ্রস্ত রোগীর প্রলাপ।

বিকারী রোগি জ্বরাতিসারে তেঁতুল খেতে চায়, শরীরের জ্বালায় অস্থির হ'য়ে হাজার বছরের পানাপুকুরের ঠাণ্ডা জলে অবগাহন কর্‌তে চায়। পাগল জাহাজ্জমের ভেতর প'ড়ে "হাম বড়া লাট, হ্যায়, বাদ্‌শা হ্যায়" 'আমি বড় লাট, আমি রাজা' হয়েছি ব'লে কত কি প্রলাপ বকে। সুস্থ এসব দেখে শুনে হৃদয়ে ব্যথা পান, কখনও বা দুঃখে [illegible] থাকেন।

আবার পাগ্‌লাগারদে পাগলদের মোড়ল থাকে, পাগলেরা তাদের খুব মান্য করে, খুব বড় লোক ব'লে জানে। তারা মনে করে দুনিয়াতে এত বড় লোক আর নেই। পাগলেরা মোড়লের কথাই মান্য করে চলে, সুস্থ ব্যক্তির কথায় কাণ দেয় না।

তাই সব, আমাদের অবস্থাও সে তাই। আমরা যে বিকারী রোগী। আমাদের পরম প্রভু ভগবানকে ভুলেছি ব'লেই ত' এ সংসারে এসে পড়েছি, এ পাগলাগারদের এক একজন সঙ্গী হয়েছি। আমরা যদি সুস্থ থাক্‌তুম্ তা' হলে ত' নিত্যধামে নিত্য ভগবানের সেবাই কর্‌তুম্। এই কয়েদের একজন রক্ষয়িত্রী আছেন—তাঁরই নাম মহামায়া বা দুর্গা, তিনি এই জগতের অপরাধীগুলোকে নানা-প্রকারে শাসন কর্‌ছেন্।

তাই সব, পাগলকে পাগল বল্‌লে সে চোক্ রাঙ্গা ক'রে থাকে, সুস্থ লোককেও পাগল বল্‌তে, গালিগালাজ কর্‌তে ছাড়ে না। তাই বল্‌ছি যে, আমাদের রুচির অনুকূল হলেই তাকে 'ধন্য' বলে নেতে পারে না। আজ-

কাল অনেকে ধর্ম্মকে রুচির অনুকূল করবার জন্য বড় ব্যস্ত হ'য়ে পড়্ছেন্। তাঁরা বল্ছেন—"শাস্ত্র এক এক জনের ধারণার অনুরূপ উপাস্য সামগ্রী নির্দ্দেশ ক'রে দিয়েছেন্। তাই যত মানুষ, তত দেবদেবী সংসারে প্রকাশমান রয়েছেন্। কেউ কেউ আবার গান বেঁধে এ সকল কথা প্রচার কর্ছেন্।

কৃষ্ণ, রাম, শ্যাম, শ্যামা নিবে ভেব ভেব না আমার মন।
নাম রূপের যেমনেতে ঢাকা আছেন সেই এক নিরঞ্জন॥
তিনিই হ'তে উঠ, হাড়ি ডোমা মুচল শাখী রথ হয় যেমন।
যার যেমন মন লয় সে তেমন, এক তিনিতে সব গঠন।

তাই সব, তাই পূর্ব্বে বল্তুম্ আমরা পাগলাগারদের লক্ষ আমাদের রুচির অনুকূল তাল, মান, গান, উচ্ছ্বাস যতই আমাদের আদরের হয়, তাতে খুব শীঘ্রই আমাদের মন মজে যায়; আর যাঁরা আমাদের মনের মতন কথাগুলি বলেন 'তাঁ'দিগকেই আমরা 'মোড়ল' অর্থাৎ খুব 'মহানুভব' 'মহাজন' মনে ক'রে তাঁদের পিছু পিছু ধাবিত হই!

তাই সকল, এ সকল কথা আমাদের প্রাণে বড় লাগ্বে। পূর্ব্বেই ব'লেছি পাগলকে 'পাগল' বল্লে সে বড় রেগে যায় বিশেষতঃ পাগলদের মোড়ল যে তিনি পাগল্ বলবেন্ তার ত' কথাই নেই। অমনি হাজার হাজার লোক তাঁর উপর লাঠি নিয়ে তেড়ে উঠ্বেন। তাই তুলসীদাসজী ব'লেছিলেন—

"সাচা কহে ত' মারে লাঠ্ঠা ঝুঠা জগৎ ভুলাই।
গোরস গলি গলি ফিরে, সুরা বৈঠল বিকাই॥"

তেত্রিশ কোটী লোকের প্রত্যেকের মনগড়া যদি এক একটী দেবতা হয়, ধর্ম্মের সংখ্যা তত হয়, তা' হ'লে কি সেই সকল দেবতা, মত বা পথ এক একটি মূর্ত্তিমান মনের বিকার বা খেয়াল নয়? বিকারীর চিন্তা, কল্পনা বিকার ছাড়া আর কি? রোগী বা পাগল কি কখনও নিজের ঔষধ নিজে ঠিক কর্ত্তে পারে? সে তার রুচির অনুকূল কুপথ্যকেই আদর করে থাকে। চিকিৎসকই একমাত্র ঔষধ বা পথ্য নির্ব্বাচন কর্বার অধিকারী।

ধর্ম্ম ভগবানের স্বপ্রণীত বস্তু তাঁর স্বরূপ তিনি যখন কৃপা ক'রে শরণাগত ও ভজনপরায়ণ জীবহৃদয়ে প্রকাশিত করেন তখনই শুদ্ধ জীব সেবার চোখে সেই নিত্য স্বরূপ দেখ্তে পান। ক্ষুদ্র জীব কল্পনায় যদি ভগবানের মূর্ত্তি গড়্তে যায় ত' হ'লে সে সকল মূর্ত্তি কুত পিশাচের মূর্ত্তি ছাড়া আর কি হবে? মন জড় বস্তু, মনের কল্পনাপ্রসূত বস্তুও জড় ছাড়া আর কি?

ভগবান্ তাঁর নিত্য স্বরূপ তাঁর একান্ত শরণাগত জন ছাড়া অপরের নিকট প্রকাশ করেন না। তিনি মূঢ় লোকগণের নিকট নিজের স্বরূপ ঢেকে রাখেন, যারা অত্যন্ত দুষ্কৃতি তা'দিগকে "ভোগা" দিবার জন্য তিনি তা'দের পাগলাগারদের অনুকূল রাজসিক, তামসিক সব নশ্বর দেবতাভজন দিয়ে ভুলিয়ে রাখেন, ঈশ্বর জীবের স্বতন্ত্রতার উপর হস্তক্ষেপ করেন না। তিনি জানেন, 'ঐ সকল অপরাধী দুষ্কৃতি লোকগুলি আমার শুদ্ধ নিত্য স্বরূপ গ্রহণ কর্ত্তে পার্বে না, তা'তে অনর্থের কোন্দলে। তারা ভোগ চায়, কামনাসিদ্ধি চায়, কেউ বা কাঠ পাথরের মত হ'য়ে গিয়ে সংসারের জ্বালায় হাত হ'তে নিষ্কৃতি পেতে চায়, জেলখানার রক্ষয়িত্রী মহামায়াও ঐ সকল লোক-দিগকে ভগবদ্বিমুখতার দণ্ডস্বরূপ তা'দের কাম্য বস্তু দিয়ে তা'দের ভুলিয়ে রাখেন। তা'রা মনে ক'রে বেশ আছি, বাবা!

কেবল সুকৃতিমান্ ব্যক্তিরাই ভগবানের উদ্দেশ্য বুঝ্তে পারেন, তাই তাঁ'র নিত্য স্বরূপের ভজনা করেন। তাঁ'রা তেত্রিশ কোটি দেবতার ভজনা করেন না, তাঁরা এমন একজন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরুষের অহৈতুকী সেবা করেন— যে সেবার ফল কেবল উত্তমোত্তম সেবাই, যে সেবার উদ্দেশ্য কেবল ভগবানের সন্তোষবিধান, যে সেবার আনুষঙ্গিক

ফলে তেত্রিশ কোটী দেবতা কেন—পিতামাতা, পূর্ব্বপুরুষ ঋষি, মানুষ ও সকল জীবেরই প্রকৃত সম্বোধ হ'য়ে থাকে।

তিনিই হচ্ছেন ভগবান্ সর্ব্বকারণের কারণ—শ্রীকৃষ্ণ। তিনিই স্বয়ংরূপ, তিনি সর্বশক্তিমান্—তাঁহার এমন একটী শক্তি আছে যা' মানুষ চিন্তার দ্বারা সামঞ্জস্য কর্ত্তে পারে না এইজন্য ভক্তগণ তাঁ'কে 'অচিন্ত্যশক্তি' ব'লে থাকেন। তাঁ'র নিত্য সবিশেষ সাকাররূপ আছে—তাহা জড়রূপ নহে, তাঁ'র নিত্যধাম আছে—তাহা জড় নহে। শরণাগত ভক্তগণকে তিনি সেই নিত্যরূপ দেখাইয়া থাকেন। রাম, নৃসিংহ, বামন প্রভৃতি তাঁ'রই সব লীলাবতার।

আমরা বিকার অবস্থায় তাঁর নিত্যস্বরূপের ধারণা কর্ত্তে না পেরে আমাদের বিবেচনায় যাঁ'রা বড় মোড়ল তা'দের প্রমাণ দেখিয়ে বলে থাকি যে "এঁরা পর্য্যন্ত দেব-দেবতার আরাধনা করেছেন। আর আমরা কোর্ব্ব না?" বাস্ আমাদের কাছে যা কিছু সত্যি কথা বলা, সব অরণ্যে রোদন,—'উলুবনে মুক্তো ছড়ান'। আমরা জানি না যে, বৈমিনী, পরাশর প্রভৃতি মুনিগণ পর্য্যন্ত এক একজন পাগলা গারদের বড় মোড়ল মাত্র ছিলেন—তাঁরা পর্য্যন্ত সুস্থ ছিলেন না, ব্রহ্মায় পর্য্যন্ত মোহ হ'য়েছিল। পূর্ব্বেই বলেছি আমাদের হাটে এসকল কথা বিকোবে না।

তবে যে বেদে বহু দেবদেবতার আরাধনার কথা আছে? বেদ বলেছেন একমাত্র সুধিগণ অর্থাৎ যাঁরা বুদ্ধিমান্ তাঁ'রাই বিষ্ণুর পরম পদের নিত্য উপাসনা করেন। গীতা, ভাগবতও তাই বলেছেন—(গীতা ৭।১৫, ২০, ২৩)

ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ
মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ

* * * *

কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতা।
তং তং নিয়মমাস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া

অন্তবত্তু ফলং তেষাং তদ্ভবত্যল্পমেধসাম্।
দেবান্ দেবযজো যান্তি মদ্ভক্তা যান্তি মামপি॥

হে অর্জ্জুন, যারা দুষ্কৃতি অর্থাৎ দুষ্টকৃতি বা দুষ্টপণ্ডিত—কৃষ্ণসেবাবিমুখ সেই সকল মূঢ় নরাধমগণের জ্ঞান মায়া অপহরণ ক'রে নিয়েছে। তারা আসুর বুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হ'য়ে আমাকে (ভগবানের) শরণাগত হচ্ছে না। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম মোক্ষ প্রভৃতি নানাপ্রকার কামনার দ্বারা হৃতজ্ঞানে তা'দের সম্বন্ধ-জ্ঞান লুপ্ত, তাই তা'রা অন্যান্য দেবতার আশ্রিত বলে নিজদিগকে অভিমান করে থাকে। তারা তা'দের তামসিক ও রাজসিক প্রকৃতি দ্বারা চালিত হ'য়ে সেই সেই দেবতার আরাধনার জন্য উপবাসাদি যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নিয়ম আছে সেই সকল পালন ক'রে ঐ সকল দেবতার উপাসনা ক'রে থাকে। ঐ সকল লোক নির্ব্বোধ, তাই নশ্বর দেবতাগণের আরাধনা ক'রে নশ্বর কাম্য সুখাদি লাভ করে নশ্বর দেবলোকাদি প্রাপ্ত হয়, কিন্তু আমার (শ্রীকৃষ্ণের) ভক্ত আমার নিত্য ধাম লাভ করেন।

আজকাল অনেক মনোধর্ম্মী লোক ব'লে থাকেন, বিষ্ণু, শিব, শক্তি, সূর্য্য, গণেশ সকলেই এক—কেবল এক ভগবানেরই ভিন্ন ভিন্ন নাম। যেমন এক জলকেই কেউ পানি, কেউ ওয়াটার, কেউ একোয়া, কেউবা জল ব'লে থাকেন, তদ্রূপ। বৈষ্ণব পুরাণে, বিষ্ণু—মহাদেব ও ব্রহ্মার সৃষ্টিকর্ত্তা; শৈব পুরাণে, মহাদেব—ব্রহ্মার ও বিষ্ণুর সৃষ্টি কর্ত্তা; শক্তি পুরাণে, দেবী ভগবতী—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের জননীরূপে উক্ত হ'য়েছে। আবার সৌর পুরাণে—সূর্য্য দেবের, গাণপত্য পুরাণে গণপতির শ্রেষ্ঠত্ব বলা হ'য়েছে। সুতরাং সকলই সমান, কেবল এক এক কল্পে এক এক দেবতার প্রাধান্য হ'য়েছিল ব'লে ঐরূপ শাস্ত্রে বিরোধ দেখা যায়।

এই সকল কথা শুনতে বেশ ভাল কারণ কারও মনের বিরোধের সঙ্গে কোনও বিরোধ নাই। যে যাঁ'র

তা'ই ভাল, সবই ভাল অসৎও ভাল, চোরও ভাল, সাধুও ভাল, মুড়ি মিশ্রি সব একদর। যদি কেউ এ সকল কথার বিরুদ্ধে কিছু সত্য কথা বল্‌তে উদ্যত হন তখনই তাঁ'কে 'গোঁড়া' 'সাম্প্রদায়িক' ব'লে নিজ নিজ মনের খেয়ালকেই উদারতা বা সর্ব্বসমন্বয় ব'লে এই জগতের লোকের কাছে বেশ প্রতিষ্ঠাও পাওয়া যায়। শিকারী বেড়ালের যদি বলা যায় যে মাছের ঝোল খা' ছুচি তোই কর, তা'রা সেই হৈহয়রাজকে দড়ই আদর ক'রে, হাজার হাজার লোক তার পেছন্ ধরে।

কিন্তু হায়! আমাদের মনের খেয়ালকে শাসন করার লোকই পাই। যারা অত্যন্ত তামসিক রাক্ষসিক প্রকৃতি তাদের কিছু শাসনে আন্‌বার জন্যই নানা দেবদেবীর পূজা ব্যবস্থা হ'য়েছে। যেমন কথায় ব'লে থাকে—'নেই মামার চেয়ে কাণা মামা ভাল' যাঁ'রা গুণত্রয়বিশিষ্ট তাঁরা এঁদের বিনা উপাসনা ছাড়া অন্য উপাসনা করেন না। যাঁ'রা শ্রীগীতায়—হেপার্থসর্ব্বদেবতাভক্তা: যেঽপ্যন্যদেবতা ভক্তা: ইত্যাদি

তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্ ?

—এই 'অবিধি-পূর্ব্বক' কথার অর্থ বুঝ্‌তে পেরেছেন তাঁ'রা একমাত্র স্বয়ং শ্রীভগবানেরই ভজনা ক'রে থাকেন।

বেদব্যাস অন্যান্য পুরাণের সর্ব্বশেষে জীবের চরম কল্যাণের কথা বলেন নাই, সুতরাং সেই সেই পুরাণাদিতে ধর্ম্ম, অর্থ, কামপ্রদাতা অল্প অল্প দেবতা আরাধনার কথা উক্ত হয়েছে। তিনি সর্ব্ববিধ পুরাণ রচনার পর শুদ্ধ ভক্তরাজ নারদের আদেশে সমাধিলব্ধজ্ঞানে যে পরম সত্য প্রাপ্ত হন তাহাই একমাত্র শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণন করেছেন। কেবী ভাগবত প্রভৃতি কতকগুলি পুঁথি, কামী ব্যক্তিগণ অথবা ব্যাসদেবের নামে চালাইয়া উহার প্রামাণ্য প্রতিপাদন কর্‌বার চেষ্টা করেছেন।

শ্রীমদ্ভাগবত শ্রীব্যাসদেবের সর্ব্বশেষ সমাধিলব্ধ বাস্তব-সত্যপরিপূর্ণ গ্রন্থ। উহার সহিত অন্য গ্রন্থের তুলনা হয় না। কেবল অন্যান্য সব শ্রীমদ্ভাগবতের সিদ্ধান্তের যতটুক অনুকূল ততটুকই গ্রহণীয়। শ্রীমদ্ভাগবত বেদান্তের অকৃত্রিম ভাষ্য। শ্রীমদ্ভাগবতেই একমাত্র বেদের গূঢ় তাৎপর্য্য নিহিত আছে। শ্রীগীতার ন্যায় শ্রীমদ্ভাগবতও বলেন যে অন্য দেবদেবীর উপাসনা দ্বারা জীবের চরম মঙ্গল যে—প্রেম, তা' লাভ হয় না, কেবল কর্ম্মমার্গের বিবর্ত্তে—সুখ ও দুঃখের ছায়া ছাড়ুছুড়ু পাওয়া যায়।

ব্যাসদেব অন্যান্য পুরাণ শাস্ত্র বা তাঁহার রচিত অন্যান্য গ্রন্থকেই যদি পরিপূর্ণ মনে কর্ত্তেন, তা হ'লে তিনি নিজের পরম শান্তি বিধান কর্‌বার জন্য শ্রীমদ্ভাগবতের ন্যায় অপর একটী গ্রন্থ প্রণয়নের জন্য অত উদ্গ্রীবই বা হ'বেন কেন? অতএব শ্রীমদ্ভাগবতের সিদ্ধান্তই চরম সিদ্ধান্ত; একমাত্র তাহাতেই জীবের পরমধর্ম্ম ও পরম উপাসনার কথা লিখিত হ'য়েছে।

শ্রীমদ্ভাগবতে সাক্ষাৎ ভগবদ্ভজনকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও চরম মঙ্গল-লাভের উপায় বলেছেন। ব্রহ্ম, শিব, শক্তি বা অন্যান্য দেবতার ভজন দ্বারা জীবের নিত্য প্রেমসেবা লাভ হয় না ব'লেই ভাগবত সিদ্ধান্ত করেছেন। ভাগবত বলেছেন—(১।২।২৩)

"সত্ত্বং রজস্তম ইতি প্রকৃতের্গুণা স্তৈ
র্যুক্তঃ পরঃ পুরুষ এক ইহাস্য ধত্তে।
স্থিত্যাদয়ে হরিবিরিঞ্চিহরেতি সংজ্ঞা
শ্রেয়াংসি তত্র খলু সত্ত্বতনোর্নৃণাং স্যুঃ।

সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ—এই তিনটী হচ্ছে প্রকৃতির গুণ। এক পরম পুরুষ তুরীয় নারায়ণ—এই তিনটী গুণের অধীশ্বররূপে বিশ্বের পালন, উৎপত্তি ও ধ্বংসের জন্য বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও শিব—এই তিনটী নাম ধারণ করেন। শ্রীহরি বিষ্ণুরূপে পালন করেও তিনি শুদ্ধ সত্ত্ববিগ্রহ ও প্রকৃতির অতীত পুরুষ—তিনি মায়াধীশ, নির্গুণ পুরুষ। সুতরাং সেই শুদ্ধসত্ত্ববিগ্রহ বাসুদেব হ'তেই জীবের শুভ ফলের উদয় হ'য়ে থাকে, কিন্তু ব্রহ্ম রুদ্র হ'তে হয় না।

ভাগবত তার পরের শ্লোকে বলেছেন যেরূপ একখণ্ড জড় ধাতুময় কাষ্ঠ হ'তে ধূম শ্রেষ্ঠ—কেন না, তাতে

একটা প্রবৃত্তি দেখা যাচ্ছে, আমার ঘুম হ'তে যেমোক্ত কর্ণধাবনপর অধি শ্রেষ্ঠ, সেইরূপ তমোগুণ হ'তে রজোগুণ শ্রেষ্ঠ, রজোগুণ হ'তে আবার সত্ত্বগুণ শ্রেষ্ঠ, আবার সত্ত্বগুণ হ'তে নির্গুণ যে শুদ্ধসত্ত্ব তা' শ্রেষ্ঠ, সেইজন্যই পূর্ব্বাকালে মুনিগণ শুদ্ধসত্ত্ববিগ্রহ নির্গুণ ও অতীন্দ্রিয় শ্রীভগবান্ বিষ্ণুকেই সেবা কোরতেন। অতএব যে সকল সুকৃতিমান্ ব্যক্তি এ সংসারে চরম মঙ্গল চান্, তাঁ'রাও ঐ সকল ভজনপর মুনিগণেরই অনুগমন কোরবেন।

ভাগবত আরও বলেছেন (১।২।২৬-২৭)—

"অকামঃ সর্ব্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ।
নারায়ণকলাঃ পাত্রা ভজন্তি ক্ষেমহেতবঃ॥
অতএব প্রকৃতয়ঃ সমশীলা ভজন্তি বৈ।
পিতৃভূতপ্রজেশাদীন্ শ্রিয়ৈশ্বর্য্যপ্রজেপ্সবঃ॥"

অতএব যাঁ'রা অনর্থের হাত হ'তে উদ্ধার পেয়ে নিত্য হরিসেবা লাভ কর্ত্তে চান সেই সকল অনিন্দক শান্তপ্রকৃতি সাধুগণ নারায়ণের অবতারগণেরই আরাধনা ক'রে থাকেন।

আর যা'রা রজ ও তমঃস্বভাববিশিষ্ট, তারা ধনজন-সৌন্দর্য্যকামী হয়ে নিজ নিজ স্বভাবানুযায়ী নানাবিধ ইতর দেবতার আরাধনা করে থাকেন।

তাই শ্রীমদ্ভাগবত বলেছেন (১।২।২৮-২৯)—

বাসুদেবপরা বেদা বাসুদেবপরা মখাঃ।
বাসুদেবপরা যোগা বাসুদেবপরাঃ ক্রিয়াঃ॥
বাসুদেবপরং জ্ঞানং বাসুদেবপরং তপঃ।
বাসুদেবপরো ধর্ম্মো বাসুদেবপরা গতিঃ॥

অতএব বাসুদেবনন্দন শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র ভজনীয় ইহাই সর্ব্বশাস্ত্র-তাৎপর্য্য। বেদসমূহ শ্রীকৃষ্ণকেই উদ্দেশ করেছেন, যজ্ঞসকলের যজ্ঞেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন কোনই যজ্ঞ যোগাদিও বাসুদেবভক্তিযোগপর না হলে সব কর্ম্ম সকল বাসুদেবের প্রীতির জন্য, জ্ঞান শ্রীকৃষ্ণে লাভের জন্য, তপস্যা বাসুদেবপর, যে ধর্ম্মে শ্রীকৃষ্ণের একমাত্র ভজনা নাই তাহা বৃথা, জীবের চরম প্রাপ্য প্রয়োজনও সেই বাসুদেবের চরণ ও তাঁহার নিত্য সেবা।

যাঁ'রা নির্ব্বিশেষবাদী তাঁরা ভগবানের স্বরূপকে অনিত্য ও কাল্পনিক মনে ক'রে বিষ্ণু, শিব, শক্তি, গণেশ, সূর্য্য পশু বৃক্ষ সকলকেই এক শ্রেণীতে গণনা করে থাকেন। ভাগবতের সিদ্ধান্ত, শ্রীমতীর চরম সিদ্ধান্ত তাঁরা বুঝতে পারেন না। শ্রীভগবানের যে নিত্য সবিশেষ স্বরূপ আছে তারা তা' ধারণা কর্ত্তে পারে না, শুদ্ধজীব মাত্রই যে শ্রীকৃষ্ণের নিত্যসেবক তা' দৈবী মায়ার হাতে পড়ে তাঁরা ভুলে যান। তাই তাঁ'রা নানা দেব-দেবীর আরাধনা ক'রে কখনও নশ্বর স্বর্গাদি ভোগ, কখনও বা সুখ দুঃখের অনুভূতি হ'তে মুক্ত হওয়াকেই চরম প্রাপ্য প্রয়োজন মনে করে থাকেন। সুতরাং তাঁ'রা বিমল কৃষ্ণ প্রেমের মাধুরিমা কি প্রকারে বুঝবেন? তারা ভাবুকতাকেই 'ভক্তি' বলে জানেন; অনুভূতিরাহিত্যকেই 'মোক্ষ' বলে ধারণা করেন। শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত জীবের আর পরম প্রভু কেহ নাই। যারা সেই শ্রীকৃষ্ণসেবা পরিত্যাগ করে' মাতালের রাজা হওয়ার মত নিজেরাই কৃষ্ণ সাজতে চান তারা বড়ই কৃপার পাত্র। শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র পরমেশ্বর ব্রহ্মরুদ্রাদি দেবতা সকলেই তাঁর দাস, তাঁর আজ্ঞাবাহক সেবক। ভগবানের সেবকের পদ কিছু ছোট নয়—মহারাজ-রাজেশ্বরের ভৃত্যের কি সম্মান কম? দেবদেবীগণ ভগবানেরই ভৃত্য সুতরাং আমাদের সমস্ত কিছু আমরা তাঁদের নিকট ভোগমোক্ষাদি ক্ষুদ্র ফলের প্রার্থী হ'ব না। যদি তাঁ'রা বিষ্ণুভক্তি দিতে পারেন তবেই ভাল, নতুবা আমরা দূর হ'তে তাঁ'দের সম্মান কোরব।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীগীতা বলেছেন—

"একলা ঈশ্বর কৃষ্ণ আর সব ভৃত্য।
যারে যৈছে নাচায় সে তৈছে করে নৃত্য॥"
"অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।
ন তু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে॥

যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৃন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্যাজিনোঽপি মাম্॥

* * * *

অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে।
ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমন্বিতাঃ॥
মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ॥
তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥

সনাতন বা ভাগবত ধর্ম্ম।

(সংবাদদাতার পত্র)

(২৮শে অগ্রহায়ণের 'সাধক-পাগল' হইতে উদ্ধৃত)

নানাপ্রকার আন্দোলনে দেশ এখন আলোড়িত হইতেছে। বিভিন্ন সম্প্রদায় বিভিন্ন ভাবে ভারতকে উন্নতির দিকে লইয়া যাইবার জন্য প্রাণপাত চেষ্টা করিতেছেন। প্রত্যেকেই নিজ নিজ বিশেষত্ব বজায় রাখিতে চেষ্টার ত্রুটি করিতেছেন না। যিনি যাহাই বলুন না কেন, মানুষ তাহার প্রত্যেক কাজের সহিত সত্যবস্তুর সম্বন্ধ ছিন্ন করিয়া শত চেষ্টা করিলেও উহা অধিককাল স্থায়ী হইতে পারিবে না। রাজনৈতিক ব্যাপার লইয়া যাঁহারা ব্যাপৃত আছেন, তাঁহাদের কথা বর্ত্তমানে আমাদের আলোচ্য বিষয় নহে। আমরা সত্যধর্ম্ম সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে ইচ্ছা করিতেছি। ধর্ম্ম—সত্য এবং শাশ্বত। ইহা নিত্যকালই এক অবস্থায় আছে এবং থাকিবে। নানাপ্রকার আবরণ পড়িয়া যখনই ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হয়, তখন মহাপুরুষগণ জগতে আসিয়া আবার সত্যের বিকাশ করিয়া যান। সমুদয় জাতির ধর্ম্মই এক—সনাতন। যাঁহারা উচ্চমার্গে আরোহণ করিয়াছেন, তাঁহারা জীবমাত্রই যে ভগবানের অংশ এবং নিত্যসেবক তাহা উপলব্ধি করিয়া থাকেন। কলিকাল অতি ভয়ঙ্করকাল। ইহাতে ধর্ম্মের নামে নিত্য অধর্ম্মের খেলা চলিতেছে। কলির জীবের দুঃখ দেখিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু গৌরাঙ্গদেব অবতীর্ণ হইয়া সনাতন ধর্ম্ম প্রচার করিয়া গিয়াছেন, তাহা জগতের সকল জাতির সকল ধর্ম্মের সঙ্গে সমসূত্রে বাঁধা। জীবমাত্রই যখন ভগবানের নিত্যসেবক, তখন কাহারও ভিন্নধর্ম্ম হইতে পারেনা। কর্ম্মফলে যাহার যাহা ফল তদনুযায়ী ভোগ হইয়া থাকে মাত্র। বর্ত্তমানে এই বিমল ও সনাতন ধর্ম্মের নামে নানা লোকে নানাপ্রকার অধৈর্য্য কার্য্য চালাইতেছে। এক বৈষ্ণব ধর্ম্মের নামে ধর্ম্মপ্রবণ হিন্দু জাতিকে কত জন কত ভাবে যে ঠকাইতেছে তাহার সংখ্যা করা কঠিন। এই পত্রিকায় পূর্ব্বেও সনাতন ধর্ম্ম সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা হইয়াছিল, ইহা অনেকের মনঃপূত হইয়াছে বলিয়াই তৎসম্বন্ধে ২।৪টি কথা বলা সঙ্গত বোধ করিতেছি। বৈষ্ণব ধর্ম্মের নামে মালা, তিলক ছাপ দিয়া ও গো-সাঁই সাজিয়া আমাদের দেশের উপর এক সম্প্রদায় কত অত্যাচার চালাইতেছে তাহা একটু চিন্তা করিলে অনেকেই বুঝিতে পারেন। বিশুদ্ধ বৈষ্ণবের অভাবেই ইহার প্রধান কারণ। ধর্ম্মপ্রাণ ভারতীয় হিন্দুজাতিকে ধর্ম্মবিষয়ে উপদেশ দিতে আসিয়া কত জনার কত ভাবে যে অধর্ম্মের পথে লইয়া যাইতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। খুব সুখের বিষয়, এই দুষ্ট ভাব দূর করিয়া কপটাচারীদিগকে লোকচক্ষুর সম্মুখে ধরিয়া দিবার জন্য বিশুদ্ধ গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ আবার চারিদিকে বাহির হইয়াছেন। এই গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের কতিপয় সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী মুঙ্গেরের মহারাজ বাহাদুরের আমন্ত্রণে তথায় গিয়াছিলেন। মহারাজ নৃপেন্দ্রচন্দ্র সিংহ বাহাদুর, কুমার দিনেন্দ্রচন্দ্র সিংহ বাহাদুর, কুমার নরেশচন্দ্র সিংহ বাহাদুর প্রভৃতি ও তাঁহাদের কর্ম্মচারীবৃন্দ কতক দিবস ইঁহাদের মুখে ভাগবত কথা শ্রবণ করিয়া বিমল আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন। ত্রিদণ্ডীস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ স্বয়ং ভাগবত পাঠ করিয়া ছিলেন এবং তাঁহার পার্ষদগণ আলোচনা ও বক্তৃতা প্রসঙ্গে শুদ্ধ হরিকথা প্রচার করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন যে সনাতন ধর্ম্ম এক নিত্যবস্তু ইহাতে জাতি বা ধর্ম্মগত কোন বৈষম্য নাই। জীবমাত্রই ভগবানের সেবার অধিকারী এবং ইহাই তাহার নিত্য

নিজের স্বরূপ ভুলিয়াই আমরা ত্রিতাপ জ্বালায় দগ্ধীভূত হইতেছি। শ্রোতৃমণ্ডলী এই সাধুদের নিকট ভাগবত ধর্ম্ম সম্বন্ধে নূতন আলোক পাইয়া বুঝিতে পারিয়াছেন, বৈষ্ণবতার নামে ধূর্ত্ত ও দুষ্ট প্রকৃতির লোকেরা নিজের পোষণের জন্য কি ব্যভিচার চালাইতেছে। সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন, তাঁহারা সাবধান হইয়া এখন ভণ্ডের হাত হইতে নিজেদের বাঁচাইয়া চলিবেন। এই গৌড়ীয় সম্প্রদায় যে ভাবে সনাতন ধর্ম্মের কথা প্রত্যেক দ্বারে দ্বারে অযাচিতভাবে প্রচার করিতেছেন তাহাতে আমাদের খুব ভরসা হইতেছে, শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত জীবের নিত্য-ধর্ম্ম যাহা ঢাকা পড়িয়া আসিতেছিল, তাহা আবার জাগিয়া উঠিবে। এতদিন ভোগসুখে লিপ্ত পরমহংসাশ্রমী বৈষ্ণব-বেশধারী প্রচ্ছন্ন ব্যক্তিগণ নিরীহ লোকদিগকে যে ভাবে প্রতারণা করিতেছিল এখন আর তাহা হইতে পারিবেনা। এই গৌড়ীয় প্রচারকগণ সুসঙ্গ হইতে কিরিবার সময় ময়মনসিংহ গৌরীপুরে উপস্থিত হন। গৌরীপুরের জমিদার অনারেবল রায় ব্রজেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী মহোদয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত নীরেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী বি-এ, ও শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন রায় বি, এ, দেওয়ান বাহাদুর, সন্ন্যাসী ও তাঁহাদের সঙ্গীয় বৈষ্ণবদিগের সাদর অভ্যর্থনা করেন। গৌরীপুরের অতিথেয়তা চির-প্রসিদ্ধ, তথাপি দেওয়ান বাহাদুর ও তাঁহার কর্ম্মচারীবৃন্দ সাধুসন্ন্যাসীদের নানা-প্রকার সুন্দর সুযোগের জন্য সর্ব্বদাই সচেষ্ট ছিলেন। এখানে কয়েকদিন ভাগবত পাঠ ও সনাতন ধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা হইয়াছিল। সমাগত ব্যক্তিবর্গ পাঠ শ্রবণে এত মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, প্রত্যহ অনেকে বহুলোকসহ আসিয়া ইঁহাদের কথা শুনিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতেছিলেন। [illegible]গোপালপুর, কৃষ্ণপুর, কালীপুর প্রভৃতি স্থানের জমিদার-[illegible]ইঁহাদের পাঠ ও বক্তৃতা শ্রবণ করিবার জন্য চারিদিক হইতে আমন্ত্রণ করিতেছিলেন। জমিদার শ্রীযুক্ত বিজয়াকান্ত লাহিড়ী চৌধুরী, শ্রীযুক্ত জ্ঞানদাকান্ত লাহিড়ী চৌধুরী, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রপ্রসাদ লাহিড়ী চৌধুরী, সুকবি শ্রীযুক্ত [illegible]ন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য, রামগোপালপুরের কুমার নরেন্দ্রকিশোর [illegible] চৌধুরী প্রভৃতি, এই সাধু ও বৈষ্ণবদিগের মুখে সনাতন ধর্ম্ম সম্বন্ধে তথ্যপূর্ণ বাণী শ্রবণ করিয়া যথেষ্ট আনন্দ লাভ করিয়াছেন।

তৎপর বৈষ্ণবগণ আহূত হইয়া ঈশ্বরগঞ্জ যান, তথায় বাবু মদনমোহন দত্ত, বাবু সতীশচন্দ্র ঘোষ উকীল, বাবু পূর্ণচন্দ্র ঘোষাল পুলিস্ ইন, প্রমুখ ব্যক্তিগণ স্থানীয় লোকদের ভাগবত কথা শ্রবণ করাইবার জন্য নানাপ্রকার চেষ্টা করেন। এতদুপলক্ষে, "বাণী লাইব্রেরীতে" হরিকথার আলোচনা এবং কালীবাড়ীতে বক্তৃতা ও কথকতা হয়। সেখান হইতে সন্ন্যাসী ও বৈষ্ণবগণ আঠারবাড়ী যান, আঠারবাড়ীর জমিদার শ্রীযুক্ত প্রমোদচন্দ্র রায়চৌধুরী, সুযোগ্য দেওয়ান শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার রায় বি-এ, ম্যানেজার শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় চৌধুরী বি, এল, প্রমুখ ব্যক্তিগণের চেষ্টায় পাঠ, কীর্ত্তন ও স্কুলে ব্রহ্মচর্য্য সম্বন্ধে বক্তৃতা হয়। ইহার পর সাধুরা কিশোরগঞ্জ উপস্থিত হইয়াছেন। এখানে ধর্ম্মসম্বন্ধে পিপাসা খুব বেশী বলিয়া স্থানীয় ভগবদ্ভক্ত ও ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তিগণ সাধুদিগকে প্রচারের জন্য বিশেষ অনুরোধ করিতেছেন।

ধর্ম্মের নামে যে ব্যভিচার দেশকে ছাইয়া ফেলিয়াছে এই ভ্রান্ত ধারণাকে দূরীকরণমানসে বিশুদ্ধ গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ প্রাণপাত পরিশ্রম করিতেছেন। বর্ত্তমান সময়ে ধর্ম্মের একটু সাড়া পড়িয়া গিয়াছে বলিয়া সকলেই অনুভব করিতেছেন এবং ভারতের নিত্য সনাতন ধর্ম্মের উপর যে কালিমা লেপা হইয়াছে এবং দুষ্ট প্রকৃতির লোকেরা যে নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য ধর্ম্মভীরু লোকদিগকে নানা প্রলোভনে প্রলোভিত করিয়া সর্ব্বনাশ করিতেছে। ইহাও অনেকেই বুঝিতেছেন। সর্ব্বাপেক্ষা আনন্দের বিষয় এই যে, সম্ভ্রান্ত রাজপরিবারের কর্ণধারগণ এই সাধুদিগকে প্রচারে সহায়তা করিতেছেন। স্বার্থান্বেষী ইন্দ্রিয়পরায়ণ অনেক ব্যক্তি এই প্রচারের ফলে ধরা পড়িয়া যাইবে। এই সম্প্রদায় ভারতের বিভিন্ন স্থানে বহু মঠ স্থাপন করিয়া ভগবদ্ভজনেচ্ছু ব্যক্তিদিগের বিশুদ্ধ সনাতন ধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা করিবার সুবিধা করিয়া দিয়াছেন। পূর্ব্ববঙ্গে পরমার্থ এই সম্প্রদায় ঢাকায় 'শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ' স্থাপন করিয়াছেন। আমরা বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি, ইহাদের প্রচারিত কথার সহিত

আচার ব্যবহারের সামঞ্জস্য রক্ষিত হওয়ায় সকলে সমবেত-ভাবে ইঁহাদের নিকট প্রস্তুক অবনত করিতেছেন। আমরাও ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছি, তাহাতে আমার প্রবন্ধাদিরূপের দাড়া পড়িয়া বিশুদ্ধ সনাতন ধর্ম গৃহে গৃহে প্রচারিত হইয়া জীবের কল্যাণ সাধিত হউক্। নতুবা দেশ যেভাবে ধর্মহীন হইয়া পড়িতেছে এইভাবে কিছুদিন চলিলে আর উপায় নাই।

ভক্তই সুখী

সৎ, চিৎ ও আনন্দবৃত্তিকে যিনি বিশেষরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাকে সচ্চিদানন্দবিগ্রহ কহে। একমাত্র শ্রীভগবানই ঐ সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহবান্ বাচ্য, অন্যে নহে।

২। বৃহৎ অগ্নিস্কন্দ হইতে যেমন অণুপরিমিত স্ফুলিঙ্গসমূহ অংশরূপে নির্গত হয়, বৃহৎ যা পূর্ণতত্ত্ব ভগবান্ হইতে সেইরূপ পৃথক্ পৃথক্ সত্তাবান অনন্ত কোটী স্বতন্ত্র চিদ্‌বস্তুর জীব উৎপন্ন হইয়াছে। একটী কেশের অগ্রভাগকে সহস্র অংশে বিভক্ত করিলে প্রত্যেক অংশটী যেরূপ বাহ্যতীত সূক্ষ্মাকারে পরিণত হয়, জীবের স্বরূপ তদ্রূপ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ও অপরিমেয়। ক্ষুদ্রত্ব বিধায় জীবের স্বরূপ যেমন সসীম মানববুদ্ধির দ্বারা পরিমেয় নহে, বৃহত্ত্বেতু ভগবানের স্বরূপও তদ্বৎ সসীম বুদ্ধির দ্বারা গ্রহীতব্য নহে। যদিও সসীম-বুদ্ধির দ্বারা অণুত্ব জীব ও বৃহত্ত্ব ভগবানের স্বরূপ নির্দ্ধারণ করা সম্ভবপর হয় না (অর্থাৎ উভয়েই অপরিমেয় ও জাতীয়ত্বে এক), তথাপি তাহাদিগের মধ্যে অণুত্ব ও বৃহত্ত্বরূপ ভেদ বর্ত্তমান আছে। যাঁহারা ভগবৎকৃপায় দিব্য-জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা এই জীবেশ্বরগত ভেদদর্শনে সমর্থ। ভগবৎ-কৃপা-বঞ্চিত সসীম-বুদ্ধিবিশিষ্ট অজ্ঞ-মায়াবাদিগণ জীবেশ্বর-গত ভেদ উপলব্ধি করিতে অসমর্থ ও ভ্রান্তিবশতঃ "আমি ব্রহ্ম" ইত্যাকার অপরাধ-জনক সিদ্ধান্তস্থাপনে প্রয়াসী।

৩। অগ্নিস্কন্দে সংলগ্ন অংশে সমগ্র অগ্নির প্রভাব বর্ত্তমান; কিন্তু অগ্নিস্কন্দ হইতে বিচ্ছিন্ন স্ফুলিঙ্গরূপ অংশে অগ্নির গুণ আংশিকরূপে অবস্থিত অর্থাৎ তাহা বৃহৎ অগ্নিস্কন্দ-গত সমগ্র প্রকাশ ও দাহিকাশক্তিযুক্ত নহে। জাতীয়ত্বে এক হইলেও ভেদ প্রদর্শনের জন্য যে নিয়মে বৃহৎ অগ্নিস্কন্দে অভিন্নভাবে অবস্থিত অংশকে স্বাংশ ও সেই অগ্নিস্কন্দ হইতে বিচ্ছিন্নভাবে স্থিত অংশকে বিভিন্নাংশ কহে, ঠিক সেই নিয়মে ভগবানের সহ অভিন্ন—তদীয় অবতারাদিরূপ প্রকাশকে স্বাংশ ও তাঁহা হইতে বিচ্ছিন্নবৎ অবস্থিত অণুচিৎ জীবকে বিভিন্নাংশ বলা হয়। সুতরাং স্পষ্টীকৃত হইতেছে যে, স্বয়ং ভগবানে কিম্বা তাঁহার স্বাংশ বিভূতিতে সৎ, চিৎ ও আনন্দ গুণ যেরূপ পূর্ণমাত্রায় বর্ত্তমান থাকে, বিভিন্নাংশগত জীবে তাহার সেই মাত্রায় অবস্থান করিতে পারে না অর্থাৎ তাহারা অণুপরিমাণে অবস্থান করে।

৪। সৎ, চিৎ ও আনন্দবৃত্তিকে কেহ জ্ঞান, বল ও ইচ্ছাশক্তিও কহেন। ইংরেজি ভাষায় এই শক্তিত্রয়কে willing, knowing ও feeling faculty বলা হয়। যখন প্রত্যেক ব্যক্তিকে কোন না কোন বিষয় জ্ঞাত হইতে, কোন না কোন বিষয় প্রাপ্ত হইবার জন্য ইচ্ছা করিতে ও কোন না কোন লব্ধ বিষয়োৎপন্ন সুখ বা দুঃখকে উপভোগ করিতে দেখা যায়, তখন জ্ঞানস্বরূপে যে জানিবার ইচ্ছা ও উপভোগ করিবার শক্তি বর্ত্তমান আছে, ইহা কে না স্বীকার করিবে? জানিবার এবং ইচ্ছা ও অনুভব করিবার শক্তি সত্ত্বেও দেখা যায় যে, অনেক সময় মানবগণ যাহা যাহা জানিবার ও উপভোগ করিবার ইচ্ছা করেন, তাহা জানিতে বা উপভোগ করিতে পারেন না। জানিতে বা উপভোগ করিতে পারিলেও নিত্যকাল সেই সেই বৃত্তিকে পোষণ করিতে সমর্থ হন না এবং অনেক সময় জ্ঞাত বা লব্ধ বিষয়কে পূর্ণমাত্রায় জানিতে বা উপভোগ করিতে সমর্থ হন না। অপারগ হইবার তথ্য অনুসন্ধান করিলে জানা যায় যে, জীবতত্ত্বগত শক্তির অণুত্বই তাহার মূলীভূত নিদান।

৫। মৃন্ময়ঘটকে যেমন মৃত্তিকার বিলাস কহে, তদ্বৎ ভগবানের ইচ্ছাক্রমে তদীয় শক্তিপ্রভাবজাত জীবসমূহকে [illegible] শক্তির পরিণতি বলিয়া বুঝিতে হইবে। জলের ভিতর

চক্রের যে প্রতিবিম্ব দৃষ্ট হয়, সেই জলান্তর্গত চন্দ্রের সত্তায় যে জলাতিরিক্ত কোন পদার্থের সত্তা নাই এবং মনঃকল্পিত বস্তু যেমন মনোময় ধাতু ব্যতীত পদার্থান্তরের দ্বারা গঠিত হয় না, তদ্রূপ ভগবচ্ছক্তিজাত জীব-নামক তত্ত্বের সত্তায় শক্তি ব্যতীত অন্য পদার্থের সত্তা অসম্ভব। সুতরাং জীব-তত্ত্বকে শক্তিজাতীয় পদার্থ ভিন্ন শক্তিমৎ তত্ত্ব বা তজ্জাতীয় অন্য কোন পদার্থ মনে করা অনুচিত।

৬। সূর্য্যকে প্রকাশ করা যেমন কিরণসমূহের মুখ্য উদ্দেশ্য এবং সূর্য্যাতীত পদার্থনিচয়কে ব্যক্ত করা যেমন উহাদিগের অবান্তর বা গৌণ উদ্দেশ্য মধ্যে গণ্য, তদ্রূপ শক্তি-জাতীয় জীবসমূহ কর্ত্তৃক শক্তিমান ভগবত্তত্ত্বের উপলব্ধি ও তাঁহার সেবোদ্দেশ কার্য্যই তাহাদিগের মুখ্য কৃত্য এবং ভগবদ্ভিন্ন পদার্থের অনুভূতি ও সেই সমুদয় বস্তু দ্বারা নিজ তৃপ্তিসাধনাত্মক ক্রিয়াকে তাহাদিগের গৌণ বা অবান্তর উদ্দেশ্য বলিয়া বিবেচিত হয়। ভগবদনুভূতিমূলক সেবাকার্য্য যে কালে সাধিত হয়, সেই সময় জীবগণ আপনাদিগকে শক্তিজাতীয় সেবক অভিমান করেন ও শ্রীভগবানকে আপনাদিগের একমাত্র নিত্য প্রভু বা সেব্যতত্ত্ব বলিয়া অবগত হন অর্থাৎ সেব্য-সেবক বা আশ্রয়াশ্রিতভাব সম্পূর্ণরূপে এক অখণ্ড, দ্বিতীয়-সেবা বস্তু রহিত, অদ্বয়জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকেন। যেহেতু অদ্বয়জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হন, তন্নিমিত্ত তাঁহারা ভগবদ্বস্তুগত পূর্ণ চিদ্বলে বলীয়ান্ ও অবাধে বিমল সেবানন্দ সুখ চিরকাল আস্বাদন করিতে সমর্থ হন।

৭। যে সময় জীবগণ আপনাদিগকে অখণ্ড অদ্বয়-জ্ঞান হইতে বিচ্ছিন্নবৎ অনুভব করে সেইকালে তাহারা আপনাদিগকে ও অন্যান্য পদার্থসমূহকে পৃথক্ পৃথক্ প্রতীতিরূপে অবস্থিত মনে করে ও শক্তিজাতীয় তত্ত্বের বিস্মৃতি আপনাদিগকে শক্তিমৎ তত্ত্ব বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকে। এই খণ্ডজ্ঞান হইতে দ্বৈতবুদ্ধি সংস্থাপিত হয়। দ্বৈতবুদ্ধি সংস্থাপিত অবস্থায় মানবগণ দেহ ও দেহাদির ভাবকে লক্ষ্য করে, যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে,—

"দ্বৈতে ভদ্রাভদ্র জ্ঞান সব মনোধর্ম্ম।"

এবং "এই ভাল এই মন্দ এই সব ভ্রম।"

অখণ্ড ও অদ্বয়জ্ঞানে সমুদয় পদার্থে ভগবৎসম্বন্ধোপলব্ধি-করণ-বুদ্ধি প্রস্ফুটিত থাকায় প্রত্যেক বস্তুই সর্ব্বা পরমোপাদেয় ভাবকে আবাহন করাইয়া থাকে, অর্থাৎ কোন প্রকার হেয় ভাবকে প্রকাশ করে না। অতএব স্বীকৃত হইতেছে যে খণ্ড দর্শন হইতে দ্বৈতভাব আবির্ভূত হয় ও তাঁহার মূল চিদ্বলের সাহায্য ব্যতিরেকে জীব তত্ত্বগত অনুশক্তির দ্বারা দূষীকৃত হইয়া যায় নহে।

৮। জীবের স্বরূপে সুখাস্বাদনের যোগ্যতা আছে ও তজ্জন্য জীবগণ সুখান্বেষী হয়। অজ্ঞতা-নিবন্ধন মূঢ় ব্যক্তিসকল জানিতে পারে না যে তাহাদিগের অনুশক্তিবশতঃ কোন্ জাতীয় সুখকে তারা করিতেছে। সুখ বিবিধ উপায়ে লভ্য, যথা বাহ্যবিষয়ের উপভোগমুখে ও ভগবৎসেবাভি-মুখে। বাহ্যবিষয়োপভোগ হইতে নিজ তৃপ্তি সিদ্ধ হয় ও সেবামুখে ভগবানের প্রীতিই লক্ষ্যের অন্তর্গত। যাহারা সুশিক্ষার অভাবে আত্মপ্রীতি সাধনোদ্দেশে বাহ্যবিষয় সংগ্রহে তৎপর,—তাহারা অনেক সময় অনুশক্তিবশতঃ হেতু, বিফলমনোরথ হয় ও সুখের পরিবর্ত্তে দুঃখের আস্বাদন করিয়া থাকে। সুকৃতিবলে যে সমুদয় ব্যক্তি তত্ত্বজ্ঞানলাভ করিতে সমর্থ হয়, কেবল সেই সমুদয় ভাগ্যবান জীব ভগবৎকৃপায় অর্থাৎ পূর্ণচিদ্বলের সাহায্যে ভগবৎসেবা-নিষ্ঠ হন ও পরমাদ্ভুত বিমলানন্দপ্রদ সেবা-মাধুরী নিত্যকাল সম্ভোগ করিয়া থাকেন।

৯। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, একমাত্র ভগবত্তত্ত্বেই সৎ, চিৎ, ও আনন্দ-বৃত্তি পূর্ণমাত্রায় গৃহীত হইয়াছে। যেহেতু শ্রীভগবানে উক্ত বৃত্তিত্রয় পূর্ণমাত্রায় বিরাজিত থাকে, তন্নিমিত্ত নিত্য—তিনি সদা পূর্ণানন্দে মগ্ন থাকেন। জ্ঞান-শক্তির উৎকর্ষহেতু অজ্ঞানজ দুঃখজন কার্য্যে তাঁহাকে নিযুক্ত হইতে হয় না। তাঁহার ইচ্ছাশক্তি পূর্ণমাত্রায় ক্রিয়া করিতে সমর্থ ও তন্নিমিত্ত তিনি যাহা সঙ্কল্প করেন তৎক্ষণাৎ তাহা পরিপূর্ণ হয়। তাঁহাতে সন্ধিনী বা সত্তাবিস্তারিণীশক্তির প্রাচুর্য্যহেতু চরাচর যাবতীয় পদার্থ তাঁহা হইতে সৃষ্ট হইয়াছে। অন্যান্য পদার্থ-সমূহ তাঁহা হইতে সত্তা বা অস্তিত্বলাভ করায়, তাহা-দিগের দ্বারা তাঁহার সত্তার অনস্তিত্বসিদ্ধ হইতে পারে

না। যেহেতু তিনি সর্ব্বকারণের কারণ, অতিরিক্ত তিনি ইচ্ছা করিলেই অন্যান্য পদার্থের সত্তাকে অনন্তিত্বে পরিণত করিতে পারেন। সুতরাং যাহারা তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে উদ্যত তাঁহারা অজ্ঞাতসারে নিজ নিজ অস্তিত্ব লোপ করিবার প্রয়াসী। সেবার দ্বারা তাঁহার প্রীতি করিতে যাহারা উৎসুক, কেবল মাত্র সেই সেবকবৃন্দই নিত্যকাল নিজ সত্তাকে অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ।

১০। যাহারা পরব্রহ্মের আলোচনাহীন, তাহারা সংসারে যাতায়াত করিতে করিতে কোনও কালে ভগবৎকৃপায় সাধুসঙ্গলাভ করিলে ও সেই সঙ্গপ্রভাবে সেবা-বুদ্ধিসম্পন্ন হইতে পারেন; কিন্তু যাঁহারা "অহমি ব্রহ্ম" ইত্যাকার অসৎসিদ্ধান্তে আস্থাবান্, তাঁহারা দিবা-লোকে খদ্যোতের ন্যায়, প্রভাহীন হইয়া যান ও নিজ সত্তা অনুভব করিতে সমর্থ হন না। শঙ্করাবতারতঃ যেহেতু যেমন কংসাদির সত্তা ভগবজ্জ্যোতিতে বিলীন হওয়ার কথা পুরাণাদি শাস্ত্রে বর্ণিত আছে, সেই কাল্পনিক সাধনাদির সাহায্যে "অহমি ব্রহ্ম" ইত্যাকার কুসিদ্ধান্তপরায়ণ মানবগণ সেইরূপ গতি লাভ করেন। অতএব যত্ন সহকারে "সোঽহংবাদ" রূপ বিদ্যুচ্ছিকাবাহির হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবার জন্য প্রস্তুত হওয়া উচিত।

১১। নিজ কল্যাণ ও যথার্থ সুখলাভেচ্ছুগণের উচিত পরকল্যাণের আকর ও নিত্যানন্দময় ঐশ্বর্য্যবানের সেবাবৃত্তি লাভ করা। শুদ্ধভক্তের চরণাশ্রয় ব্যতীত সেবা-বৃত্তি লাভ করিবার অন্যান্য নাই। জগতে অনেক প্রকার কপট ভক্ত বিচরণ করেন। কলির চর জানে তাহাদিগের সঙ্গ পরিত্যাগ করা বিধেয়। নরকের অন্ন-ভক্ষণ। সুতরাং দেহের পতন হইতে না হইতেই সদ্গুরুর চরণে বিক্রীত হওয়া প্রয়োজন। বৃথা কালহরণ করিলে যেহেতু ভীষণ নরক যন্ত্রণা অনিবার্য্যরূপে ভোগ করিতে হইবে। অতএব হে নশ্বর-সুখান্বেষী ভ্রাতৃবৃন্দ! আপনারা অজ্ঞানান্ধকার পরিহারের জন্য উদ্গ্রীব হউন! দুঃখের বীজরূপ—ভোগসুখের আশাকে বিসর্জ্জন দিয়া নিরন্ন কৃষ্ণসেবানন্দ সুখের জন্য লালায়িত হউন! তাহা হইলে ত্রিতাপ জ্বালা আর আপনাদিগকে উৎকণ্ঠা প্রদর্শন করাইতে সমর্থ হইবে না। ইহাই মানব জীবনের চরম লক্ষ্য ও প্রাপ্য বিষয়।

প্রশ্নোত্তর তত্ত্ব।

মাদ্রাজ

শ্রীযুক্ত "গৌড়ীয়" সম্পাদক মহাশয়, সমীপেষু—

মান্যবরেষু—

মহাশয়, নিম্নলিখিত বিষয়টী আপনার দেশবিখ্যাত পত্রিকার একাংশে স্থান প্রদান করিয়া বাধিত করিবেন—

এতদ্দেশীয় ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, নবশাখ, মহাশূদ্র, মাহিষ্য প্রভৃতি সমস্ত বর্ণের লোকেরই বিবাহ ও শ্রাদ্ধাদি কার্য্য স্ব স্ব বর্ণের ব্রাহ্মণপুরোহিত দ্বারা সম্পন্ন হয়। স্বীয় বর্ণের কিম্বা তথাকথিত উচ্চতর বর্ণের ব্রাহ্মণের মুখ হইতে মন্ত্র শ্রুত হইয়া কর্ম্মকর্ত্তাদ্বারা উচ্চারিত না হইলে তাহা বৈধ নহে বলিয়া হিন্দু সাধারণের বিশ্বাস। ব্রাহ্মণ দ্বারা এরূপ ভাবে কার্য্যনির্ব্বাহ হওয়া শাস্ত্রের অনুশাসন কিনা জানিনা। কেহ কেহ বলেন যে, নিজ নিজ কার্য্য নিজেই সম্পাদন করিলে তাহাতে প্রত্যবায়গ্রস্ত হইতে হয় না। কিন্তু, এ সমস্ত বিষয়ে ব্যক্তিগত মতের সহিত শাস্ত্রের মতের সামঞ্জস্য বিহিত না হইলে তাহা প্রশস্ত বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। এবিষয়ের প্রকৃত শাস্ত্রীয় মীমাংসা জানিবার নিমিত্ত অনেকেই উৎসুক। শাস্ত্রবেত্তা-সজ্জনগণ সমীপে বিনীতভাবে নিম্নলিখিত কয়েকটী প্রশ্ন উত্থাপন করিতেছি, অনুগ্রহপ্রকাশে কোন স্বধর্ম্মনিরত, শাস্ত্রদর্শী সুধী ব্যক্তি এ বিষয়ে শাস্ত্রের নির্দ্দেশ কি, এই পত্রিকায় মাদ্রাজে জানাইলে বাধিত হইব। প্রশ্ন:—

১। ব্রাহ্মণের মুখ হইতে মন্ত্র শ্রুত না হইয়া কর্ম্মকর্ত্তা নিজেই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া কিম্বা স্বধর্ম্মের শাস্ত্রজ্ঞ ও ক্রিয়াবিত অন্যের সাহায্যে পূজা, বিবাহ, শ্রাদ্ধাদি কার্য্যনির্ব্বাহ করিতে পারেন কিনা? এ ক্রিয়া দ্বারা সম্পাদিত কার্য্য বৈধ হইবে কিনা?

২। সংস্কৃত অক্ষরপরিচয়হীন, দু'মাস বাঙ্গালা লেখা-পড়ায় অভ্যস্ত, মন্ত্রার্থগ্রহণে অনভিজ্ঞ, পুঁথি দেখিয়াও শুদ্ধভাবে মন্ত্রোচ্চারণে অক্ষম কোন ব্রাহ্মণ পুরোহিত দ্বারা অনুষ্ঠিত পূজা, বিবাহ ও শ্রাদ্ধাদি কার্য্য শাস্ত্রানুসারে সিদ্ধ কিনা?

৩। অন্যান্য বর্ণের ন্যায় এ অঞ্চলের দেবনাথ সম্প্রদায়ের স্বীয়বর্ণের ব্রাহ্মণ পুরোহিত নামে কোন বিশেষ শ্রেণী নাই। তাঁহাদের স্ববর্ণের মধ্যে যাঁহারা শাস্ত্রাদি পাঠ করিয়া পূজা ও বিবাহাদির মন্ত্র পড়াইতে সক্ষম হয়েন, তাঁহারা তাঁহা দ্বারাই উক্ত কার্য্যাদি করাইয়া থাকেন। এরূপ ভাবে অনুষ্ঠিত বিবাহ ও শ্রাদ্ধাদি কার্য্য শাস্ত্রসঙ্গত কিনা?

৪। চৈত্রমাসে সকল শ্রেণীর বহু হিন্দুই ভিন্ন ভিন্ন দল গঠন করিয়া শিব পূজায় (গাজনের) অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। সেই উপলক্ষে প্রতি বাড়ীতে পৌরাণিক-দের দেবীগণের কুৎসাজনক, অশ্লীল গানাদি অনুষ্ঠাতাগণ কর্ত্তৃক গীত হইয়া থাকে। সে সময় প্রতি দলেই কালী ও হর-গৌরীর 'সং' দিয়া নানা তালে বীভৎস নাচের বন্দোবস্ত হয়। এরূপ ব্যাপারের যে উদ্দেশ্যই কেন থাকুক্ না, এখন একবারে বাজারের ব্যাপারে পরিণত হইয়াছে। এ অঞ্চলে পূজাপার্ব্বণ উপলক্ষে প্রায় প্রতি গ্রামে ও বাজার প্রভৃতিতে কবি গান (নবীন-সংবাদ) হইয়া থাকে। কবির দলের উভয়পক্ষের ওস্তাদ-গণই দেবদেবীগণের মধ্যে কাহারও কল্পিত নাম ধারণ করিয়া একপক্ষ প্রতিপক্ষকে অপবাদ ও খোটা (অখ্যাতি) দিয়া গান, টপ্পা ও ছড়া রচনা করিয়া থাকে। এরূপ নাচগানাদিতে সর্ব্বশ্রেণীর লোকই যেন আনন্দ উপভোগ করে এবং এই সমস্ত দলকে উৎসাহ প্রদান করে। ফলতঃ আমাদের ধর্ম্ম সম্বন্ধে একেই ত' কোন শিক্ষা বিস্তার হয় না ও দেবদেবীগণ সম্বন্ধে কোন ভয়ই রাখি না। এ অবস্থায় এই সমস্ত অশ্লীল গানাদি শুনিয়া দেবদেবীগণ সম্বন্ধে সাধারণের নীচ ধারণাই বদ্ধমূল হইয়া থাকে। আমরা পৌরাণিক যে সমস্ত দেবদেবীকে অধিকাংশস্থানে পূজা উপাসনাদি করি তাঁহাদের মিথ্যা-এর অনুকরণ বাপদেশে এরূপ নাচগানাদি ধর্ম্মের গ্লানিকর কিনা? উহা দ্বারা ধর্ম্মের উচ্চাদর্শ ক্ষুণ্ণ হইতেছে কিনা? এবং হিন্দুসমাজ অন্যান্য সমাজের চক্ষে হীন প্রতিপন্ন হইতেছে কিনা? এরূপ নাচগানাদির অনুষ্ঠাতা, দর্শক ও শ্রোতাগণ ধর্ম্মতঃ অপরাধী হয়েন কিনা?

নিবেদক

শ্রীশ্যামাপ্রসন্ন সোম। মোক্তার,

নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা।

'গৌড়ীয়' শুদ্ধ আত্মধর্ম্ম বিষয়ক পত্র। এ পত্রে কোনও প্রকার দেবধর্ম্ম বা মনোধর্ম্মের আলোচনা নাই। উল্লিখিত প্রশ্নকর্ত্তা যে সকল প্রশ্ন করিয়াছেন গৌড়ীয়ের চক্ষে সে সকল প্রশ্ন অত্যন্ত কর্ণকটু, ভোগপ্রবণ ব্যক্তিদিগের অস্ত্র। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন (১১।৪।১১)—

লোকে ব্যবায়ামিষমদ্যসেবা নিত্যাস্তু জন্তোর্ন হি তত্র চোদনা।
ব্যবস্থিতিস্তেষু বিবাহযজ্ঞ সুরাগ্রহৈরাসু নিবৃত্তিরিষ্টা॥

যাঁহারা কর্ণজড়বুদ্ধি অর্থাৎ যাঁহারা কর্ণকে—বিকর্ণ ও কুকর্ণপ্রবৃত্তি সঙ্কোচপূর্ব্বক জীবের ভক্ত্যুৎপাদক জ্ঞানোন্মেষসাধক বলিয়া জানেন না তাঁহারাই সিদ্ধান্ত করে যে স্ত্রীসঙ্গ, আমিষভোজন, মদ্যাদি পান বেদের উদ্দিষ্ট বিষয়। তাঁহারা বুঝিতে পারেন না যে, ঐ সকল প্রবৃত্তি জন্তু মাত্রেরই নিসর্গগত, সুতরাং ঐ সকল কার্য্যে কোনও প্রেরণার অপেক্ষা নাই। কিন্তু সেই নৈসর্গিক ভোগপ্রবৃত্তি সঙ্কুচিত ও ক্রমশঃ নিবৃত্তি করিবার জন্যই বিবাহ দ্বারা নিয়মিতভাবে বৈধ স্ত্রীসঙ্গ, যজ্ঞ বিশেষে আমিষ-ভোজন এবং সুরাগ্রহণ ব্যবস্থাপিত হইয়াছে, অতএব নিবৃত্তিই বেদের গূঢ় তাৎপর্য্য। আজ কাল যাঁহারা পুরোহিত প্রভৃতি নামে পরিচিত তাঁহারা ঐরূপ কর্ণজড় ব্যক্তি। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (৩।২৬) ও শ্রীমদ্ভাগবতের সর্ব্বত্র ঐ সকল লোককে অজ্ঞান, মূঢ় 'গোখর' প্রভৃতি বাক্যে নিন্দা করা হইয়াছে।

প্রহ্লাদ মহারাজ বলিয়াছেন, ঐ সকল ব্যক্তির অনুগমন করিলে মঙ্গল দূরে ত' মুখের কথা, অন্ধকর্ত্তৃক নীয়মান অন্ধের যেরূপ দশা হয়, তাঁহাদের অনুবর্ত্তনে জীবেরও তদ্রূপই অবস্থা লাভ হইয়া থাকে। ঐ সকল ব্যক্তির মূলে

ব্যাকরণ বা সকলের শুদ্ধ বা অশুদ্ধ যেরূপভাবেই যত উচ্চারিত হউক্ না কেন উহাই সমান ফল। উহার দ্বারা নরক স্বর্গ বা নরক, পুণ্য বা পাপ এইরূপে লাভ। কারণ পাপ বা পুণ্য উভয়ই সমান—উভয়ই কালে নষ্টযোগ্য। পুণ্যের ফল স্বর্গ, আবার পুণ্যক্ষয়ে পাপ—ফলস্বরূপ নরক। এইরূপে অনন্তকাল স্বর্গ ও নরকের ঘূর্ণাবর্তে ঘুরিয়া কি নিত্যকল্যাণ সম্ভব?

শ্রীচৈতন্যভাগবত বলেন ঐরূপ কর্ম—

"কভু স্বর্গে উঠায় কভু নরকে ডুবায়।
দণ্ডা জনে রাজা যেন নদীতে চুবায়॥"

প্রত্যেক যদি কৃপাপূর্ব্বক গৌড়ীয় এর গত ১৫শ সংখ্যা মনোযোগসহকারে পাঠ করেন তবে তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন যে, আধুনিক হিন্দুসমাজপ্রচলিত প্রাতাদি কর্ম্মসমূহ অবৈধ অনুষ্ঠানব্যতীত আর কিছুই নহে। আজকাল বঙ্গীয় হিন্দু-সমাজের জোলিসভ্রান্ত মহাত্মাগোপাধ্যায় স্মার্ত্ত রঘুনন্দন-প্রবর্ত্তিত নবম স্বর্গনরকপ্রাপক কর্ম্মজালে বদ্ধ ও জ্ঞানিসম্প্রদায় নামে পরিচিত ব্যক্তিগণ অনুরূপমোহনাবস্থায় আচার্য্য শঙ্করের প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধবাদের খড়্গে বদ্ধ। জৈমিনী প্রভৃতি লোকমাত্র ঋষিই বলুন, অষ্টাবক্র, দুর্ব্বাসা প্রভৃতি ত্যাগিচূড়ামণিই বলুন—এই সকল জগতের পূজনীয় ব্যক্তিগণের মতি পর্য্যন্ত বৈধী মায়ার দ্বারা বিমোহিত হইয়াছিল।

যে দিন ভারতবর্ষে সত্যানুসন্ধিৎসুগণ হরিতোষণপর বৈধ কর্ম্ম দ্বারা কর্ম্মকে বন্ধভাবে গ্রহণ করিবেন ও 'মুখে-ভগবান্-মানা' নাস্তিকতা, স্বার্থপরতা ও মৎসরতাদুষ্ট অবৈধ বর্ণাশ্রম ধর্ম্মকে বিষ্ঠাবৎ ঘৃণাসহকারে পরিত্যাগ করিবেন সেই দিন হইতে চরম কল্যাণের সন্ধান পাইবেন। বৈধ বর্ণাশ্রমোচিত বিবাহাদির ব্যবস্থা শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামী কৃত সৎক্রিয়াসারদীপিকা গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে।

কাম্যকর্ম্মব্যক্তিগণ নিজ নিজ ইন্দ্রিয়তর্পণমূলে যে সকল কাল্পনিক দেবতার আরাধনা করেন তাহাতে অশ্লীলতা, বীভৎস ব্যাপার, তৌর্য্যত্রিক অর্থাৎ ইন্দ্রিয়তর্পণপর নৃত্য, গান, বাদ্য প্রভৃতি ব্যতীত আর কি আশা করা যাইতে পারে? ঐ সকল ব্যাপারে কলির একপ্রকার রঙ্গ। শ্রীভাগবতে কথিত হইয়াছে যে দ্যূত অর্থাৎ পাশাক্রীড়া, মদ্যাদি নেশা পান, স্ত্রীলোকঘটিত ব্যাপার, পশুহত্যা, স্বর্ণ—এই সকল কলির স্থান। সুতরাং যাহারা কলির করালগ্রাসে পতিত অর্থাৎ যাহারা পরমেশ্বরের শ্রীভগবানে অহৈতুকী শুদ্ধা ও নিত্যা ভক্তি যাজন করে না তাহারা যে ঐরূপ নানা কল্পিত দেব দেবীকে লইয়া দ্যূত (দিব্ ধাতুর অর্থাৎ ক্রীড়া করা) নানা প্রকার ইন্দ্রিয়তর্পণপর ক্রীড়া বা জুয়াখেলা করিবেন ও শুদ্ধ হরিকথা হইতে বিচ্যুত হইয়া কুরুচি-পূর্ণ অশ্লীলরঙ্গরস করিবেন, ইহাতে আশ্চর্য্য কি? উহারা অত্যন্ত পোড়া-নারকী ব্যক্তি। ঐ সকল ব্যাপারে কিছুমাত্র ধর্ম্ম নাই—উহা কামজবিকারগ্রস্ত শুণ্ড, পিশাচ-প্রকৃতি লোকের উপজীবিকা ও ইন্দ্রিয়তর্পণ মাত্র। শ্রীমদ্ভাগবত (১।১।২-১১) শ্লোক আলোচ্য ও শ্রীগীতা (৭।২০-২৪, ৯।২০-২৪) শ্লোক আলোচ্য। শ্রদ্ধান্বিত চিত্তে নিয়মিতভাবে গৌড়ীয় পাঠ করিলেই এই সকল প্রশ্নের অকিঞ্চিৎকরত্ব উপলব্ধি হইবে ও ক্রমে শ্রীবাসুদেব নির্ম্মলা অহৈতুকী শুদ্ধা ভক্তির জন্য লালসার উদয় হইবে। (ভাঃ ১।২।১২)—

"অতো বৈ কবয়ো নিত্যং ভক্তিং পরময়া মুদা।
বাসুদেবে ভগবতি কুর্ব্বন্ত্যাত্মপ্রসাদনীম্॥"

গৌঃ সঃ।

তত্ত্বদর্শন।

(জনৈক শ্রীধামবাসী ভেকধারি-বৈষ্ণব-প্রেরিত)

প্রণবাভিন্ন শ্রীভগবান্ অনুগ্রহপূর্ব্বক এবার জগতে প্রকটিত হইয়া নিজের তত্ত্ব তাঁহাকে অবগত করান। শ্রীভগবানের অনুগ্রহে প্রণববিস্তাররূপ ব্রহ্মগায়ত্রী, গায়ত্র বিস্তাররূপ বেদ, বেদের বিয়োগোপ উপনিষদ্সমূহ, উপনিষদে মর্ম্মার্থ-প্রকাশরূপ ব্রহ্মসূত্র বা বেদান্তদর্শন, বেদান্তদর্শনের অকৃত্রিম-ভাষ্যস্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবতনামক পরমহংস-সংহিতা অষ্টাদশপুরাণ নিজে ও নিজপারম্পর্য্যক্রমে প্রকটিত

করিয়াছেন। তৎপূর্ব্বে কেহ ভগবানের তত্ত্ব অবগত হইতে পারেন নাই। ভগবানের অনুগ্রহ ব্যতীত পাণ্ডিত্য, ও মেধাশক্তি, বাক্যবিন্যাস বা প্রাপঞ্চিক কোন স্থূললিঙ্গ মেধের সাহায্যে তাঁহার অতীন্দ্রিয়স্বরূপ অবগত হওয়া যায় না। যথা—(মুণ্ডক ৩।২।৩)

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।

যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্॥

এই ব্রহ্মসম্প্রদায় আদি এবং নিত্য। অনেক অসৎ-সম্প্রদায় কর্ত্তৃক অনেক অজ্ঞদর্শন জগতে প্রকটিত হইয়াছে এবং তাহাকে সেই সেই মতবাদিগণ বাস্তব সত্য, আত্মদর্শন বা সনাতন ধর্ম্মরূপে চালাইবার প্রয়াস করিয়াছেন ও করিতেছেন। তন্মধ্যে কতকগুলি অজ্ঞবাদীর দর্শন ভারতের অধিকাংশ স্থান হইতে কথঞ্চিৎ আকারে লুপ্তপ্রায় হইয়াছে এবং ঐরূপ আরও যে সমস্ত দর্শন পরবর্ত্তী সময়ে প্রচার হইবে, কালে তাহাও বিনষ্ট-প্রায় হইবে। অপৌরুষেয় যে বেদশাস্ত্র অনাদি কাল হইতে প্রকাশিত আছেন আচার্য্য শঙ্কর তাঁহার ভাষ্য প্রণয়ন করিতে গিয়া বেদের গূঢ়ার্থ আচ্ছাদনপূর্ব্বক ইহ জগতে গৌণার্থ প্রকটিত করিয়াছেন। তিনি ভগবানের আদেশেই ঐ কার্য্য করিয়াছেন, এটী কেবল অসুরদিগের সম্মোহন করিবার জন্য। যথা ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে—সদাশিব উক্তি—

"মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমেবচ।

ময়ৈব বিহিতং দেবি কলৌ ব্রাহ্মণমূর্ত্তিনা॥"

সদাশিব ভগবানের স্বাংশ তত্ত্ব; তিনিই শিবের অংশী—শিব অংশ, শিব ভগবানের নিত্য সেবক। তাঁহার নৈমিত্তিক অবতার শ্রীশঙ্করাচার্য্য। তিনি প্রকটে অবতীর্ণ হইয়া মায়া-রূপিণ অসচ্ছাস্ত্র জগতে প্রচার করিয়াছেন। তিনি ব্রহ্মতত্ত্ব স্বরূপতঃ বৈষ্ণব। তাঁহার প্রচারিত ঐ অসৎ বিদ্যার তৎকালের জন্য আবশ্যক হইয়াছিল মাত্র। সর্ব্বকালের বাস্তব সত্য বা নিত্য সনাতন ধর্ম্ম নহে। [illegible] অবৈদিক নাস্তিকতারূপ বৌদ্ধবাদে জগৎ আচ্ছন্ন [illegible] শঙ্কর বৈদিক ধর্ম্মস্থাপনোদ্দেশে ও বৌদ্ধবাদ অধিক [illegible] জন্য নির্ব্বিশেষবাদ প্রচার করেন। এজন্য তাঁহাকে এর [illegible] বলা হয়।

শঙ্করপ্রবর্ত্তিত মতটী জীবের নিত্যধর্ম্মবোধক নহে। শ্রীরামানুজ, শ্রীমধ্বাচার্য্য, শ্রীবিষ্ণুস্বামী, শ্রীনিম্বার্কস্বামী, ও ব্যাসানুগত আচার্য্যগণ সকলেই তৎপরে বেদের মুখ্যার্থ অর্থাৎ চিচ্ছক্তিপরিণামবাদ প্রচার করিয়াছেন। এই সমস্ত বৈষ্ণবদার্শনিকগণ শঙ্করমত নিরসন করিয়া বৈদিক সনাতনধর্ম্ম সংস্থাপনার্থ প্রকটে ভগবদিচ্ছায় প্রকটিত হইয়াছিলেন এবং তাঁহারা চারিজন আচার্য্য, শক্তির পরিণামবাদ প্রচার করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু ঐ মাধ্বসম্প্রদায় স্বীকার করিয়াছেন ও চারিজন আচার্য্যের মত সম্মান করিয়া অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ প্রচার করিয়াছেন। শঙ্কর-প্রবর্ত্তিত নির্ব্বিশেষবাদকে শ্রীরামানুজস্বামী বিশেষভাবে তাঁহার প্রকাশিত শ্রীভাষ্যগ্রন্থে খণ্ডন করিয়াছেন। শ্রীরামানুজ ভাষ্য, শ্রীমাধ্বভাষ্য, শ্রীনিম্বার্কদিব্য ভাষ্য ও শ্রীবিষ্ণুস্বামী ভাষ্য ও শ্রীগোবিন্দভাষ্য এই সমস্ত শাস্ত্র বেদের মুখ্যার্থ প্রকাশ করিয়াছেন। বেদের গূঢ়ার্থ বিচার করিলে দেখা যায় যে, বেদ, সম্বন্ধজ্ঞানে শক্তির পরিণামবাদই বলিয়াছেন এবং নির্ব্বিশেষবাদিকে সম্পূর্ণরূপে নিরস্ত করিয়াছেন।

শাঙ্কর, বৌদ্ধ ও চার্ব্বাকাদির মত সকলই নাস্তিক্য ও নিরীশ্বরবাদ পরিপূর্ণ। বৌদ্ধবাদ—অবৈদিক নাস্তিক্য-বাদ, শঙ্কর-প্রবর্ত্তিতবাদ বেদস্বীকারচ্ছলে নাস্তিক্যবাদ। চার্ব্বাকাদি নিরীশ্বরবাদিগণ তাঁহাদের যে যন্ত্রের দ্বারা জগতের পাথর, মাটী, কাঠ ইত্যাদি মাপিয়াছেন, মনে করিয়াছেন অধোক্ষজ বাস্তব শ্রীভগবানও তাহাদিগের ঐ যন্ত্রের দ্বারা মাপিবার একটা জাগতিক কোনও বস্তুবিশেষ। কিন্তু তাহাদের ঐরূপ যন্ত্রের দ্বারা এই বাস্তব বস্তু মাপিবার প্রয়াস করা যে তাহাদের পক্ষে কতদূর মূর্খতা, তাহা বৈষ্ণবদার্শনিকগণ ব্যতীত অপর অজ্ঞবিচারশীল দার্শনিকগণের বুঝিবার শক্তি নাই। ঐরূপ অজ্ঞবাদিলোকদিগকে বুঝাইবারও উপায় নাই। যেমন আমরা চক্ষুদ্বারা মরুৎ ও ব্যোমস্থিত অসংখ্য জীবসমূহকে দেখিতে পাই না, কিন্তু যিনি অণুবীক্ষণ যন্ত্র সাহায্যে দর্শন করেন তিনি সেগুলি দেখিতে পান। এস্থলে উভয়ের দর্শনের মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়। চর্ম্মচক্ষুদ্বারা দর্শনকারিগণ যদি বলেন 'মরুৎ ব্যোমে

ব্রাহ্মণদিগকে সংকৃত করিতে হইবে, যেহেতু তাঁহারাই সমাজের দৃষ্টান্ত স্বরূপ। তাঁহারা যদি অসংকৃত থাকেন তবে তাঁহাদের দৃষ্টান্তে অপর বর্ণত্রয় তথা বর্ণসংকরবর্গণ অসৎদৃষ্টান্ত-অনুকরণে সংকৃত হওয়া দূরে থাকুক্ ক্রমশঃ অধোগতির দিকে ধাবিত হইবে। যেহেতু শ্রীশ্রীভোপনিষদে উক্ত হইয়াছে,—

"যদ্যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ সমাজের চরম অধোগতি হওয়ায় অপরাপর সমাজও তদনুসরণ করিতেছেন। শাস্ত্রে ব্রাহ্মণের আচরণ সম্বন্ধে প্রাচীন শাস্ত্রকারগণের যে সমস্ত উক্তি দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাতে স্বতঃই এই ধারণা হয় যে, বর্ত্তমানে শাস্ত্রবাক্যে সম্পূর্ণ অনাস্থার ফলায় ব্রাহ্মণ সমাজের এই দুর্দশা ঘটিয়াছে। শ্রীগীতায় আছে—

শমো দমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জবমেব চ।
জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম্ম স্বভাবজম্॥

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণজাতির মধ্যে পাঠোক্ত এই গুণগুলির সম্পূর্ণ অভাব দেখা যাইতেছে। অপর আচরণ সম্বন্ধে দেখিতে গেলেও প্রাচীন ঋষিদিগের অপরাপর গ্রন্থে যে সমস্ত কথা লিপিবদ্ধ হইয়াছে তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায় যে বর্ত্তমানে এক লক্ষের মধ্যে একজনও বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ আছেন কি না সন্দেহ অথচ যে সকল হোটেলে হরিণ জাতিকে পয়সা দিয়া খাওয়ান হয়, তাহার সম্মুখে "বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণের হোটেল" এই সাইনবোর্ডের অভাব নাই। অত্রি ঋষির সংহিতাতে উক্ত হইয়াছে যে, বৃত্তিভেদে ব্রাহ্মণ অনেক প্রকার—

"দেবোমুনির্দ্বিজোরাজাবৈশ্যঃশূদ্রোনিষাদকঃ।
পশুর্ম্লেচ্ছোঽপি চণ্ডালোবিপ্রা দশবিধাঃ স্মৃতাঃ॥

অর্থাৎ দেব, মুনি, দ্বিজ, রাজা, বৈশ্য, শূদ্র, নিষাদ, পশু, ম্লেচ্ছ ও চণ্ডাল এই দশ প্রকারের ব্রাহ্মণ শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে। ইহাদের গুণকর্ম্মানুসারেই ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণ প্রকাশিত হইয়াছে। যিনি সন্ধ্যা, স্নান, জপ, হোম, দিবারাত্রে পূজা, অতিথিসৎকার ও বৈশ্বদেব পূজা করেন তিনি—দেব-ব্রাহ্মণ। শাকপত্র, ফল, মূল, ভোজন করিয়া যিনি সর্ব্বদা বনবাস করেন এবং সর্ব্বদা ব্রহ্মধ্যানে নিযুক্ত থাকেন—তিনি মুনি-ব্রাহ্মণ বলিয়া কথিত হন। যিনি সর্ব্বসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বদা বেদাভ্যাস করেন—তিনি দ্বিজ বিপ্র বলিয়া কীর্ত্তিত হন। যিনি সম্মুখ সংগ্রামে লিপ্ত থাকেন তিনি ক্ষত্রবিপ্র বলিয়া কীর্ত্তিত এবং যিনি কৃষিকার্য্যানুরক্ত ও গবাদি পশুপালনে ব্যস্ত তিনি বৈশ্যবিপ্র বলিয়া বিদিত। যিনি, লাক্ষা, লবণ মধু, মাংস বিক্রয় করেন—তিনি শূদ্র বিপ্র, এবং যিনি চৌর, তস্কর, কূটসাক্ষ্যদাতা এবং সর্ব্বদা হিংসা, মাংস আহারলোলুপ—তিনি নিষাদ-ব্রাহ্মণ বলিয়া কথিত হন। আর যিনি ব্রহ্মতত্ত্ব না জানিয়া ব্রাহ্মণসংস্কারের গর্ব্ব করেন, সেই পাপে তাঁহাকে পশুবিপ্র বলা হয় এবং যিনি নিঃশঙ্কভাবে বাপী, কূপ, তড়াগ, আরাম প্রভৃতি অঙ্কে ব্যবহার করিতে বাধা দেন, তিনি ম্লেচ্ছ-বিপ্র নামে খ্যাত এবং ক্রিয়াহীন, মূর্খ সর্ব্বধর্ম্মবিবর্জ্জিত সর্ব্বভূতে নির্দ্দয় ব্রাহ্মণকে চণ্ডাল ব্রাহ্মণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। অত্রিসংহিতায় ঐ সকল বিপ্র ছাড়া আজকাল আবার নীচ সূত্রের অন্নবিক্রেতা, বিদ্যা-বিক্রেতা, স্বকর্ম্মবৃত্তিগ্রহণকারী নূতন নূতন বহু প্রকার বিপ্রের আবির্ভাব হইয়াছে সমাজ সংস্কার করিতে হইলে, ঐ সকল বিপ্রগণ, কোন্ বর্ণের অন্তর্ভুক্ত হইবেন, ইহাও একটী প্রধান বিচার্য্য বিষয় হইতেছে।

উল্লিখিত শাস্ত্রীয় বিচারে দেখা যায়, সর্ব্বত্রই গুণ ও কর্ম্মেরই প্রাধান্য! আজকাল আমাদের ব্রাহ্মণ সমাজের অনেক ব্যক্তি 'ব্রাহ্মণ' নামটী লইতে যাইবার জন্য এত লালায়িত যে তাঁহারা নিজেদিগকে 'নিষাদ-বিপ্র', 'চণ্ডাল বিপ্র,' 'পশু-বিপ্র'' শ্রেণীর অন্তর্গত করিলেন তথাপি 'ব্রাহ্মণ' নামটী ছাড়িতে নারাজ! আমার মনে হয়, ইহা আপ্ কপটতা। এইরূপ কপটী ব্যক্তিগণ "পশু বিপ্র" হইতে নিকৃষ্ট নহেন কি? আমি আজ বৃহ উপনীত হইয়া ও আমাদের ব্রাহ্মণ সমাজের দুরবস্থায় হইয়া সর্ব্বসাধারণে এই কথা জানাইতেছি। অ ভিতরের বিষাক্ত কৌড়া বাহিরে সোনার পাত মুড়িয়া রাখিলে কি আমাদের মঙ্গল হইবে। আগামী বিষয়ে আরও ক্রমশঃ আলোচনা করিব। ইতি।

শ্রীপ্রেমানন্দ দেবশর্ম্মা (মুখোপাধ্যায়), অগৌরাঙ্গ

গৌড়ীয়

শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১৯শে পৌষ, শনিবার ১৩০১, ৩রা জানুয়ারী ২৫

তৃতীয় খণ্ড

২০শ সংখ্যা

বারাণসী হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়ে

ঠাকুরের বক্তৃতার মর্ম্ম।

বিগত ১৬ই ডিসেম্বর, ১লা পৌষ মঙ্গলবার, সন্ধ্যা ৬টার সময় বারাণসী হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্গালী ছাত্রগণের আহ্বানে পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-ঠাকুর "খণ্ডজগতে বৈষ্ণব-দর্শনের স্থান"—সম্বন্ধে বঙ্গভাষায় দুই ঘণ্টারও উপর বক্তৃতা প্রদান করেন। আচার্য্যত্রিক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ, আচার্য্য শ্রীযুক্ত পরমানন্দ ব্রহ্মচারী বিদ্যারত্ন, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অনন্তবাসুদেব ব্রহ্মচারী বিদ্যাভূষণ, বি, এ, ও শ্রীযুক্ত অধোক্ষজ দাস অধিকারী মহাশয়গণ ঠাকুরের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন।

সর্ব্বপ্রথমে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্গালী অধ্যাপকগণের মধ্য হইতে দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত কবিভূষণ অধিকারী, এম্,এ, মহাশয় স্থানীয় Bengali Association এর (বাঙ্গালী-সঙ্ঘের) পক্ষ হইতে সভাপতি নির্ব্বাচন করিতে গিয়া বলেন—যে মহাত্মা আজ এই দারুণ শীতের মধ্যে এ স্থান হইতে বহুদূর—বারাণসীর এক প্রান্ত ক্যান্টনমেণ্ট হইতে কষ্ট স্বীকার করিয়া অনুগ্রহপূর্ব্বক এই স্থানে সনাতন-ধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতে আগমন-পূর্ব্বক আমাদিগকে ধন্য ও কৃতার্থ করিয়াছেন, সর্ব্ব-প্রথমে আমি তাঁহাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। তাঁহার বক্তৃতা এই গভীর আধ্যাত্মিক বিষয়ের সভায় যে সভাপতি হইবেন, তদ্বিষয়ে চিন্তা করিয়া দেখিলাম যে, বারাণসী-হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্য-বিভাগের অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয়ই একমাত্র সভাপতি হইবার যোগ্য। অতএব পণ্ডিত মহাশয় সর্ব-সম্মতিক্রমে সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করুন।

তৎপর ঠাকুরমহাশয় ও সভাপতি মহাশয় আসন পরিগ্রহ করিলে ঠাকুর মহাশয় সর্ব্বপ্রথমে শ্রীগুরুবন্দনা করিয়া বলিতে লাগিলেন—বক্তৃতা বিষয়ের সর্ব্বপ্রথম শব্দ 'ধর্ম্ম' ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বলেন—'ধর্ম্ম' অর্থে ধারণ—যাহা দ্বারা বস্তুর সত্তা ধারণ হয়। সেই 'ধারণা'-বিষয়ে চেতন ও অচেতন বস্তুর মধ্যে পার্থক্য যে তেত

আছে। আমরা চেতনময় জীব—এই সূত্রে দৃশ্য জগৎ দর্শন করি। আমরা স্বতঃকর্তৃত্বধর্ম্মের পরিচালন বা initiative লইতে পারি, কিন্তু অচেতন বস্তু তাহা পারে না। Knowing (জ্ঞান), willing (ইচ্ছা) ও feeling (অনুভব)—ইহা চেতনের স্বাভাবিক ধর্ম্ম বা বৃত্তি। অচেতনের এ গুলি পরিদৃষ্ট হয় না। এই বৃত্তি দুই প্রকারে লভ্য হয়—অন্বয়ভাবে বা শ্রৌতপন্থার অর্থাৎ অবরোহজবস্তুর অবতরণ বা অবরোহ-পথে (Deductive method) দ্বারা এবং ব্যতিরেকভাবে অর্থাৎ empiricism বা ইন্দ্রিয়সৃষ্টি দ্বারা বাহ্য অভিজ্ঞান-মূলে আরোহপথে (Inductive method) দ্বারা। অনাদিকাল হইতে এই দুই উপায়েই বস্তুর অভিজ্ঞান চেষ্টা চলিতেছে। ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবত বলেন (২।৯।৩৪)—

"এতাবদেব জিজ্ঞাস্যং তত্ত্বজিজ্ঞাসুনাত্মনঃ।
অন্বয়-ব্যতিরেকাভ্যাং যৎ স্যাৎ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা॥"

এ স্থলে অন্বয়ভাবে অর্থাৎ শ্রৌতপন্থায় বস্তু জানা যায় অর্থাৎ সেই তত্ত্ববস্তুবিষয়িনী ধারণা কীর্ত্তনমুখে অধঃস্তরূপে শ্রবণগোচর হইবার পর কীর্ত্তিত হইয়া পুনরায় শ্রুতিপথে অবতীর্ণ হইয়া আসিতেছেন। ব্যতিরেকভাবে অর্থাৎ ক্রমশঃ চেষ্টা দ্বারা বা ইন্দ্রিয়বোধের বাহ্য বস্তুর অভিজ্ঞানমূলে তত্ত্ব-বস্তুর জিজ্ঞাসা হইতে পারে, কিন্তু সম্যক্ জানা যায় না। এই জন্য শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন (১০।১৪।৩)—

"জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব
জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়বার্ত্তাম্।
স্থানে স্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্মনোভি-
র্যে প্রায়শোঽজিত-জিতোঽপ্যসি তৈস্ত্রিলোক্যাম্॥"

অর্থাৎ হে অধোক্ষজ মনোগোচর অজিত বিভো, যাঁহারা নশ্বর ইন্দ্রিয়দ্বারা বাহ্য অসদ্বিষয়ের অভিজ্ঞান সকল তর্কপন্থা পরিত্যাগ করিয়া ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা ও করণাপাটব—এই দোষ-চতুষ্টয়-রহিত, বস্তু-বিচারে সম্যক্ অভিজ্ঞ সাধুমুখে 'আমি শ্রবণ-যোগ্য-হেতু শ্রদ্ধাপূর্ব্বক কীর্ত্তন শ্রবণ করিব' এইরূপ বুদ্ধি লইয়া এবং কায়মনোবাক্যে সমুদয় অহঙ্কার পরিত্যাগ করিয়া তোমার কলিকলুষনাশিনী কথায় জীবন যাপন করেন, তাঁহারা ত্রিভুবনে যে কোন অবস্থায় থাকুন না কেন, তুমি যে ঐতাদৃশ দুর্জ্ঞেয়—অজেয়, তথাপি সুষ্ঠুভাবে তোমাকে জ্ঞাত হইয়া তোমাকে প্রেমভক্তি-বশীভূত করিতে সমর্থ হন। অতএব আমরা দেখিতে পাইলাম যে নিরপ্তকুহক সত্য বস্তু তর্কপন্থায় লভ্য হইবার নহে—কেবল গুরু-শিষ্য বা কীর্ত্তনশ্রুতিপথে লভ্য হয়। শাস্ত্র ও সদাচার এই পথকেই 'ভক্তিপথ' বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। বেদের অপর নাম শ্রুতি। সেই শ্রৌতপথ বা বেদানুগতা পরিত্যাগ করিয়া পরস্পর বিবদমান পদে পদে প্রতারণাকারী করণসমূহের সাহায্যে জ্ঞান লাভ করিয়া প্রত্যক্ষ, অনুমান বা ঐতিহ্য প্রভৃতি প্রমাণ অর্থাৎ আপ্ত বা শব্দপ্রমাণ ব্যতীত অন্যান্য প্রমাণকে মুখ্যবোধে গ্রহণ করিয়া আমরা যে বিচার অবলম্বন করি, তাহা অধিকতর বিচক্ষণ তার্কিক কর্ত্তৃক আক্রমণ-যোগ্য। তদ্দ্বারা আমরা কখনও absolute knowledge বা অন্বয়জ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হইব না। প্রতীচ্যদেশে Comte (কোঁমত) নামে একজন বিখ্যাত জড়বাস্তববাদী জন্মগ্রহণ করিয়া নিজ জড় অভিজ্ঞতামূলে আরোহপন্থার প্রচুর ব্যতিরেক বিচার দেখাইয়া গিয়াছেন। তিনি বাস্তববাদী হইলেও জড় বস্তুর অভিজ্ঞানের উপরই তাঁহার বিচার-প্রণালী, সুতরাং চিদ্‌বিষয়ে তাঁহার বিচার আদৌ সারিধ্য-লাভ করিতে পারে নাই। তাদৃশ বহু দার্শনিক ও ধার্ম্মিক-সম্প্রদায় নিজ নিজ নশ্বর জড়েন্দ্রিয়প্রসূত অভিজ্ঞতা লইয়া প্রাপ্য বস্তুকে জড়বৈচিত্র্যের বিপরীত নির্ব্বিশেষ তত্ত্ব বলিয়া ধারণা করিয়া তৎসারিধ্যলাভের চেষ্টা করিয়াছেন। তদ্দ্বারা তাঁহারা নিজ নিজ সম্প্রদায়ের মতবিশেষকে উজ্জ্বলতর করিলেও পণ্ডী, দল বা সাম্প্রদায়িকতাই বৃদ্ধি বা দৃঢ় করিয়াছেন। এইজন্য সমস্ত ধর্ম্ম ও দর্শন মতগুলি এক অন্বয়জ্ঞানের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠাপিত হইয়া এক মহা-সমন্বয় বা মহান্ ঐক্য সংসাধিত না হওয়ায় সঙ্কীর্ণতাই প্রসার লাভ করিয়াছে। ঐ সকল সাম্প্রদায়িক মতগুলি ক্রমশঃ মূল আদর্শ অন্বয় বাস্তববস্তু-জ্ঞান হইতে দূর হইতে দূরতর প্রদেশে নিক্ষিপ্ত হইয়া সমন্বয়ের পরিবর্ত্তে সমতার নামে ক্রমশঃ অনৈক্যের বিরাট্ ব্যবধান সৃষ্টি

করিতেছে। উহার কারণ অনুসন্ধান করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, মনোধর্মপ্রাবল্যে বিভিন্ন কচিক্রমেই বিভিন্ন সাম্প্রদায়িকতার সৃষ্টি। তাদৃশ বিভিন্ন রুচি অনাদিবহির্মুখ জীবের পক্ষে নৈসর্গিক, সন্দেহ নাই। বাহ্য ইন্দ্রিয়-পরিচালনা দ্বারা লব্ধ জগতের কচিজ্ঞানতারতম্যক্রমে নানা রুচির অনুকূলে নানা মতবাদের উৎপত্তি, সুতরাং সঙ্কীর্ণতার সৃষ্টি হইয়া ক্রমশঃ পরস্পরের প্রতি বৈষম্যভাব ও পরস্পর বাদবিসম্বাদে পুষ্টিলাভ করিয়াছে। এই জন্য বিভিন্ন ধর্ম বা দার্শনিক মতগুলিকে সাম্প্রদায়িক 'বাদ' নামে অভিহিত করা হয়। একটু লক্ষ্য করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—এই পুরুষার্থচতুষ্টয়ের মধ্যে কোন না কোন একটীই ঐ সকল মতবাদের চরম প্রাপ্য বস্তু। ইন্দ্রিয়দ্বারা বস্তুর বাহ্য বা অচিৎপ্রতীতিমূলে ঐ সকল পুরুষার্থ প্রাপ্তি-চেষ্টা। নিজ ইন্দ্রিয়তর্পণ বা কামনাই উহাদের সাধন। বস্তুর অচিৎস্বরূপকে চিৎপ্রতীতি বলিয়া যে বাস্তব বস্তুবিচারে অনভিজ্ঞতা, তাহাই চিৎ ও অচিৎ-সমন্বয়-প্রয়াসের কারণ। তাহা হইতেই পুরুষার্থ-চতুষ্টয়ের সাধন বিভিন্ন মতবাদ বা সাম্প্রদায়িকতার সঙ্কীর্ণ ভাব বৃদ্ধি করিয়াছে। চিন্নির্বিশেষবাদাচার্য্য শ্রীশঙ্কর পঞ্চোপাসনা অবলম্বন করিয়া ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষকে সমন্বয় করিয়াছেন। পুরুষবোধিনীনামক পঞ্চরাত্রগ্রন্থে লিখিত আছে, মানব ধর্মকামী হইয়া সূর্য্যের, অর্থকামী হইয়া গণেশের, কামকামী হইয়া শক্তির এবং মোক্ষকামী হইয়া রুদ্রের বা শিবের উপাসনা করেন। ইঁহাদের মতে—উপাস্যকে প্রকৃতপক্ষে অসৎ বা অনিত্য জ্ঞান করিয়া অনিত্য-সাধন বা উপাসনা দ্বারা সিদ্ধিলাভ হইলেই উপাস্য ও উপাসকের ভেদ বা বৈশিষ্ট্য লোপ পাইয়া অদ্বৈতসিদ্ধি বা নির্বিশেষ প্রাপ্তিই চরম কাম্য। এ জন্য কামনামূলক বিকৃপাসনাও (যেমন কোথাও কোথাও রোগ, শোক, ঋণ দূর করিবার জন্য 'ধন্বিবামনের' সেবা দেখা যায়) তাদৃশ পঞ্চোপাসনার অন্তর্গত—উহারও চরমপ্রাপ্য উপাস্য-ধ্বংস বা আত্মবিলোপরূপ নির্বিশেষ-ব্রহ্মপ্রাপ্তি। সুতরাং আমরা দেখিতে পাই এই সমুদয় মতবাদমূলক পঞ্চোপাসনা কখনই জীবের পরম ধর্ম বা শাশ্বত, সনাতন ও নিত্য বস্তু হইতে পারে না। এই জন্য শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন—(ভা ১।২।৬)

"স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥"

অর্থাৎ যাহা হইতে অধোক্ষজে ভক্তির উদয় হয়, তাহাই মানবগণের পরম ধর্ম। সেই ভক্তির দুইটী লক্ষণ, (১) অহৈতুকী, (২) অপ্রতিহতা; তাহাদ্বারাই আত্মা সুপ্রসন্ন হন। এই বাক্যে 'অধোক্ষজ' বলিয়া যে শব্দটী ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহার অর্থ—"অধঃকৃতং অতিক্রান্তং অক্ষজং ইন্দ্রিয়জং জ্ঞানং যেন সঃ"—অর্থাৎ যিনি জীবের সমস্ত ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞানকে অতিক্রম করিয়া অবস্থিত—তিনিই শ্রীকৃষ্ণ। তিনি পশ্বাদি তির্য্যক্, মানব এবং দেবতাদির ইন্দ্রিয়লব্ধজ্ঞানের অতীত হইয়া বিলাস করিবার right reserved (অধিকার স্বায়ত্তীভূত) করিয়াছেন। সেই পরম ধর্মের অনুষ্ঠানফলে অধোক্ষজ বস্তুর যে প্রীতি উৎপন্ন হয়, তাহার নাম 'ভক্তি'—সেবা ('ভজ্' ধাতুঃ সেবায়াম্), তাহা কোন নিমিত্তজন্য নহে এবং কিছুতেই বাধাপ্রাপ্ত হয় না। আর ধর্মার্থকামমোক্ষসাহায্যে উপাস্যের যে উপাসনার অভিনয় দেখা যায়, তাহা শুদ্ধভক্তি নহে এবং দেশকালপাত্রের বৈশিষ্ট্যক্রমে যে ভক্তির সাময়িক উদ্দীপনা দেখা যায়, তাহা বাধাপ্রাপ্ত, কালকোভ্য, সুতরাং তাহাও শুদ্ধভক্তি নহে। তাদৃশী অহৈতুকী বা অধোক্ষজ আরাধ্য বস্তুর কেবলপ্রীতিসাহায্যা এবং বাধাহীনা বা ব্যবধানরহিতা যে ভক্তি, কেবল তদ্দ্বারাই আত্মার প্রসাদ লাভ করা যায়। এস্থলে 'আত্মা' অর্থে মনটী করণবিশিষ্ট পাঞ্চভৌতিক নশ্বর দেহমাত্র নহে বা করণসমষ্টির চালক ও অধিপতি একাদশেন্দ্রিয় 'মন' বুঝায় না। জীবের দেহ বা মনের দ্বারা যে কিছু চেষ্টা, তাহা তাহার ইন্দ্রিয়তর্পণমাত্র, অধোক্ষজ প্রীতি নহে। অধোক্ষজ সেবা বা ভক্তি প্রকৃতপক্ষে ইন্দ্রিয়তর্পণ নহে। শ্রীনারদ-পঞ্চরাত্র বলেন। (ভঃ রঃ সিন্ধু পূর্ব ১।১০ সংখ্যা ধৃত)—

"সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলম্।
হৃষীকেণ হৃষীকেশসেবনং ভক্তিরুচ্যতে॥"

অর্থাৎ, সমগ্র হৃষীক অর্থাৎ ইন্দ্রিয়দ্বারা সেবনীয় ইন্দ্রিয়ের অধিপতি যে বিষ্ণু, তাঁহার প্রীতিবাহাই—'ভক্তি'। সেই ভক্তি স্থূল ও সূক্ষ্ম উপাধিদ্বয়ের দ্বারা আবৃত নহে এবং কেবল বিষ্ণুসেবাতাৎপর্য্যে পর্য্যবসানহেতু শুদ্ধা বা নির্ম্মলা। জীবের অজ্ঞজ্ঞানের প্রাবল্যহেতু এবং অধোক্ষজ-সেবাসৌলভ্যহেতু বদ্ধাবস্থায়, স্থূল ও সূক্ষ্ম, এই দুইটী উপাধিদ্বারা শুদ্ধভক্তি এবং আত্মা আবৃত হইয়াছে। ভূর্ভুবঃস্বঃ—এই ব্যাহৃতিত্রয়ে এবং তদূর্দ্ধ মহর্জনস্তপঃসত্য —এই লোকচতুষ্টয়ে এবং অতলাদি অধঃলোকসপ্তকে ইন্দ্রিয়-দ্বারা বস্তুর যে অনুশীলন সাধিত হয়, তাহার ভোক্তা আত্মা নহে—আত্মোপাধি বা অনাত্মা, উহা অধোক্ষজের আনুগত্য বা ভক্তি নহে—নশ্বর ইন্দ্রিয়তর্পণমাত্র। তাদৃশ মনোধর্ম্ম দ্বারা সঙ্কীর্ণতা বা সাম্প্রদায়িকতা কল্পিত হয়। কিন্তু যদি প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাদ্বারা সেই অধোক্ষজ বাস্তব বস্তুর শরণাগত হইয়া তাঁহার প্রীতির অনুকূলে অনুশীলন করি, তাহা হইলেই তাঁহার উপলব্ধি ঘটে। যথা শ্রীগীতার বচন—(৪।৩৪)

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥

অতএব দেখিতে পাওয়া যায় যে, চিদ্বিলাস-মনও শুদ্ধ-আত্মা বা 'আমি' শব্দবাচ্য নহে, সুতরাং তাদৃশ মনোধর্ম্মদ্বারা সেবের সুষ্ঠু অর্থ বা তাৎপর্য্য অবগত হইতে পারা যায় না। কেননা, মনোধর্ম্ম চঞ্চল, পরিবর্ত্তনশীল ও প্রতি-পদেই ব্যবহিত ও প্রতিহত হইবার যোগ্য, সুতরাং অনাত্ম বস্তু বা বৃত্তি দ্বারা আত্মবস্তুর অনুশীলন হয় না। এই অনাত্মবৃত্তি বা মনোধর্ম্ম দ্বারা চালিত হইলে বিভিন্ন মতবাদের সৃষ্টিহেতু প্রকৃত সমন্বয় সাধন নিতান্ত দুর্ঘট হইয়া পড়ে। শ্রীশঙ্করাচার্য্য সগুণ উপাসনা দ্বারা বাহ্যে সমন্বয় সাধন করিবার প্রয়াস করিলেও প্রকৃতপক্ষে চরমে জড় নির্গুণ বা নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মবাদ স্থাপন করায় তদ্দ্বারা প্রকৃত সমন্বয় সাধিত হয় নাই। 'সুফী' সম্প্রদায়েও 'আনল্ হক্' বা "অহং ব্রহ্মোপাসনা" দেখা যায়—বস্তুতঃ তাদৃশ বিচার মনোধর্ম্মমূলে সৃষ্ট। তাদৃশ মনোধর্ম্ম কালক্ষোভ ও পশুজ্ঞানে সঞ্চারশীল বলিয়া ঐ সকল অতীন্দ্রিয়জ্ঞানবাদী (empiricists এবং intuitionists) কখনও অধোক্ষজ বস্তুর সেবাজ্ঞান সুষ্ঠু লাভ করিতে পারেন নাই। তাঁহারা ইন্দ্রিয়দ্বারা বিষয়দর্শনোত্থ অভিজ্ঞান-দ্বারা চালিত বা বিশ্বাসগত বা সহজ-প্রতীতির দ্বারা—সুতরাং উপাস্য তত্ত্ববস্তুর নিরূপণ করিতে গিয়া সহজ প্রতীতিতেও অভিজ্ঞানজাত প্রতীতির ন্যায় বিবর্ত্তবাদ অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছেন। নির্ব্বিশেষবাদী তত্ত্ব বস্তুকে স্বাভাবিকবিচারে অচিন্ত্যভিন্নাভীত অর্থাৎ জড়-বিপরীতমাত্র জ্ঞান করিলেও সেই অধোক্ষজ তত্ত্ববস্তু শুদ্ধচেতন ও ঈশ্বর বলিয়া কেবল চিন্মাত্র ও নির্ব্বিশেষ-মাত্র নাও হইতে পারেন; কেননা, তাঁহার দর্শন বিশ্ব-দর্শনরূপ ভোগমূলে অথবা বিশ্বের অচিৎ সহজপ্রতীতি-মূলে উৎপন্ন হওয়ায়, পরিবর্ত্তনশীলতাহেতু এবং বস্তুর স্বরূপ হইতে বহুদূরে নিবর্ত্তন তাঁহা বস্তুর সান্নিধ্য প্রাপ্ত হইতে না পারায় তৎকৃত বস্তুর স্বরূপনির্ণয় বিবাদ ও সন্দেহ-যোগ্য। বাস্তবিক পক্ষে, তিনি মনঃকল্পনাপ্রভাবে সেই তত্ত্ববস্তুকে নির্ব্বিশেষ মাত্র বলিতে পারেন, কিন্তু তাহাতে তত্ত্ববস্তুর স্বরূপের কিছু আসে যায় না—তাঁহার subjective existence এর (কর্ত্তৃসত্তাগত অধিষ্ঠানের) কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন হয় না। তিনি জড়বৈচিত্র্যের বিপরীত কেবল জড়নির্ব্বিশেষ রূপকে 'চিন্মাত্র' বলিয়া আরোপহেতু বিবর্ত্তবাদী হইয়া পড়িয়াছেন। যেমন 'রজ্জুতে সর্পভ্রান্তি', রজ্জুকে সর্প বলিয়া ভ্রম করিলেও রজ্জু কিছু সর্প প্রাপ্ত হয় না। অতএব বস্তুর স্বরূপদর্শনের ব্যাঘাত-কারক এই বিবর্ত্তবাদ দূর করিতে হইলে আরো বস্তু-বিষয়ক সম্বন্ধজ্ঞান আবশ্যক।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, অধোক্ষজ বস্তুকে অস্বীকার করিলেও তাঁহার অধোক্ষজত্বহেতু তিনি চিদ্বৈভবময়ই থাকেন। পাশ্চাত্য মনোধর্ম্মিগণের মধ্যে আমরা দেখিতে পাই যে, অজ্ঞেয় বা সন্দেহবাদিগণ (যেমন Huxley, Spencer প্রভৃতি) নিজ কচিক্রমে বা অভিজ্ঞতাবলে বাস্তবসত্যের অস্তিত্ব-সম্বন্ধে দৃঢ়ভাবে বা সন্দেহ করিলেও বস্তুতঃ তাঁহার অস্তিত্ব কিছু যে নাই, এরূপ নহে। যেমন সাহিত্যিক Robert Buchanan (রবার্ট বুকানন সাহেব) যীশু

খৃষ্টের মত মনঃকল্পিত বলিয়া উপহাস করিয়া তাহার কোন প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন; যেমন তুরীয় বস্তুবিষয়ক জ্ঞান আমাদের ইন্দ্রিয়দ্বারা লভ্য হয় না—চতুর্থ হইতে অসংখ্য Dimension কি, তাহা আমরা জড়ীয় অনুপায়দ্বারা বুঝিলেও বস্তুজ্ঞানানুভূতিদ্বারা ধারণা করিতে পারি নাই—পারিবার উপায়ও নাই, কেননা ঐ তুরীয় বস্তু প্রভৃতি জড়ীয় সমস্ত অভিজ্ঞানের অতীত ও বাঙ্‌মনঃ অগোচর বিশেষ। এজন্য শ্রীমদ্ভাগবত (১।১।১) সেই বাস্তববস্তুকে "ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি" এই বলিয়া বন্দনা করিয়াছেন। 'স্বেন ধাম্না' শব্দে চিদ্বিলাসবৈভব-সমন্বিত (with all its paraphernalia) এবং 'নিরস্তকুহক' শব্দে যে বাস্তব-সত্তা বস্তু স্বীয় প্রতীতির পার্থক্য বা বৈষম্য উৎপাদন না করিয়া উপাসককে স্বীয় সান্নিধ্য প্রাপ্তি করায় তাহাকে বঞ্চনা বা ছলনা করে না। বিষ্ণুই সেই অধোক্ষজ বস্তু, তিনিই নিরস্তকুহক সত্য। আধিভৌতিক দেবতাবিশেষের ন্যায় তাঁহাকে সত্ত্বগুণযুক্ত দেবতাবিশেষ মনে করিলে আমরা স্বীয় উদ্দেশ্য পরিতৃপ্ত করিতে পারি বটে, কিন্তু বিষ্ণুর বিষ্ণুর বা বৈকুণ্ঠতা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হই না। তিনি বৈকুণ্ঠ—"বিগতা কুণ্ঠা যস্মাৎ সঃ" অর্থাৎ তিনি সীমাবিশিষ্ট বা প্রকৃতির অন্তর্গত কোন পরিচ্ছিন্ন বস্তু-বিশেষ নহেন। তিনি সকল সত্তার একমাত্র আধার সমগ্র চিদচিৎ বস্তুর সত্তাপ্রতীতির একমাত্র মূল-কারণ অর্থাৎ তাঁহার অধিষ্ঠানহেতুই নিখিল বস্তু সত্তাবান্। তিনি সকল দেবতার শক্তি-প্রদাতা। এমন কি, নির্ব্বিশেষবাদীও ব্যক্তাশ্রম হইলে বিষ্ণুর অধিষ্ঠানভূমি বলিয়া তাহাকে 'নমো নারায়ণায়' বলিয়া প্রণাম করিবার রীতি আছে। যাবতীয় বস্তুর কর্তৃসত্তাগত অধিষ্ঠানের ঈশ্বরই, বিষ্ণু—তাঁহারই আরব কথা বিহিত, বাহ্যপ্রতীতি নশ্বর বলিয়া অর্থাৎ বিষ্ণুসম্বন্ধহীন বলিয়া শাস্ত্রে তাহার অনাদর দেখা যায়; যথা শ্রীগীতায় (৯।২৩)—

"যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্"॥

অর্থাৎ বহু দেবতাকে বহির্ম্মুখী প্রতীতিতে বিভিন্ন দেবতা বা ঈশ্বর বলিয়া যে উপাসনার অভিনয় জগতে দেখা যায়, তাহা বিষ্ণুসম্বন্ধহীন সুতরাং ভক্তিসম্বন্ধশূন্য বলিয়া উহা অবিধি বা অবৈধ বা অভক্তি—তাহা নিষিদ্ধ। বস্তুর বাহ্য প্রতীতির নামই প্রকৃতিজাত প্রাকৃত বস্তুর উপাসনা। এই প্রাকৃত ও তজ্জননী প্রকৃতির উপাসনাই 'মায়াবাদ' নামে খ্যাত। এই প্রকৃতিবাদের বা মায়াবাদের চরম প্রাপ্য যে মোক্ষ, তাহা প্রকৃতিবাদিগণের মতে জগদ্দর্শন ক্রমশঃ সঙ্কোচিত হইয়া অব্যক্ত প্রকৃতিতে লীন অবস্থা ব্যতীত আর কিছুই নহে। কিন্তু আমার "ঈক্ষতের্নাশব্দম্" —এই ব্রহ্মসূত্রে (১।১।৫) জানিতে পারি যে প্রকৃতি স্বয়ং জগৎ সৃষ্টি করিতে সমর্থা নহে, ভগবান্ বিষ্ণুর ঈক্ষণপ্রভাবেই মায়াকর্ত্তৃক জগৎ সৃষ্ট হয়। সাংখ্যস্মৃতিমতে পঞ্চবিংশ-তত্ত্বে (সাংখ্যকারিকা, ২১) পুরুষ ও প্রকৃতির সংযোগে জগৎ সৃষ্ট। সুতরাং প্রকৃতিবাদী "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎপ্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি, তদ্‌বিজিজ্ঞাসস্ব, তদেব ব্রহ্ম" (তৈঃ ভৃগু, ১অনু) এই বেদবাণী স্বীকার করেন না অর্থাৎ পরব্রহ্ম বিষ্ণুকে জগতের নিমিত্ত ও উপাদানকারণ বলেন না। এইরূপে আমরা দেখিতে পাই যে, জগতে এপর্য্যন্ত যত 'বাদ' উত্থিত হইয়াছে বা ভবিষ্যতে হইবে সমস্ত দর্শন বা ধর্ম্ম মতের ভিত্তি তিনটী কথা—চিদ্‌রাহিত্য-বাদ, চিন্মাত্রবাদ এবং চিদ্বিলাসবাদ। প্রথমটীতে অনুভূতি-রাহিত্যই চরম প্রাপ্য। (যেমন বৌদ্ধ বা কপিল মত) দ্বিতীয়টীতে চিদ্বিশেষরাহিত্য অর্থাৎ উপাস্য, উপাসনা ও উপাস্যভেদরাহিত্য অর্থাৎ দ্রষ্টা, দর্শন ও দৃশ্য—এই তিনের অস্তিত্বলোপহেতু একীভূত অবস্থানই চরম প্রাপ্য, তৃতীয়টীতে উপাস্যের নিত্যত্ব, উপাসনার নিত্যত্ব ও বহু উপাসকের নিত্যত্ব বর্ত্তমান। প্রথম দুইটী মতে নিবৃত্তির উপদেশ থাকিলেও উহা প্রবৃত্তিমিশ্র। জগতের যাবতীয় প্রবৃত্তিমূলক দর্শন এই দুইটী দর্শনের অনুগত। কেবল প্রবৃত্তিবিশিষ্ট হইলেও বা ইন্দ্রিয়চেষ্টা দ্বারা বহিঃপ্রজ্ঞা চালিত হইলে 'যাথাতথ্য' অধোক্ষজ-বস্তু-বিষয়ক অভিজ্ঞান লাভ হয় না—অর্থাৎ যাহাকিছু অধিগত হয়। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীপ্রহ্লাদমহারাজ দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুকে বলিয়াছেন (৭।৫।৩০-৩১)—

মর্ত্যির্ প্রকে পরতঃ স্বতো বা মিথোঽভিপদ্যেত গৃহব্রতানাম্।
অবাহ্যতোঽবিদুষাং তমিস্রং পুনঃপুনশ্চর্বিতচর্বণানাম্ ॥
ন তে বিদুঃ স্বার্থগতিং হি বিষ্ণুং দুরাশয়া যে বহির্বর্থমানিনঃ।
অন্ধা যথান্ধৈরুপনীয়মানাস্তেঽপীশতন্ত্র্যামুরুদাম্নি বদ্ধাঃ ॥"

এই শ্লোকের মর্ম্মার্থ এই যে, হাহারা গৃহব্রত অর্থাৎ দ্রষ্টার অভিমানে বাহ্য ইন্দ্রিয় দ্বারা দর্শন করিতে ব্যস্ত বা নশ্বর জাগতিক বস্তুসমূহ ভোক্তৃ-অভিমানে ভোগ করিতে ব্যস্ত, তাহারা 'অবাহ্যতো' অর্থাৎ তাহাদের ইন্দ্রিয় বশীকৃত হয় নাই, নিজেরাই ইন্দ্রিয়ের বশীভূত, সুতরাং নিজের একমাত্র সেব্য—একমাত্র পরম প্রয়োজন শ্রীবিষ্ণুপাদপদ্মে তাহাদের কখনও মতি হয় না—তাহারা বাহ্য নশ্বর অর্থলাভপ্রয়াসী—তাহাদের ইন্দ্রিয়বর্গ ভোগ্য জড়বস্তুর অন্বেষণে ব্যস্ত, সুতরাং সংসারান্ধকারে পুনঃ পুনঃ মায়ানিগড়বদ্ধ হইয়া পতিত হয়। কিন্তু ভগবদ্ভক্তগণ স্বয় ইন্দ্রিয়বর্গ সর্ব্বদা ভগবান্ শ্রীহরির সেবায় নিযুক্ত করেন—তাঁহাদের পক্ষেই "হৃষীকেণ হৃষীকেশসেবনং" সুষ্ঠুতা সাধিত হয়। তাঁহাদের ত্রিবিধ অধিকার দৃষ্ট হয়; (১) কনিষ্ঠাধিকারে (ভঃ রঃ সিন্ধু পূর্ব্ব ২৮৮ সংখ্যাধৃত)—

"যত্নবৈ বিহিতা শাস্ত্রে হরিমুদ্দিশ্য বা ক্রিয়া।
সৈব ভক্তিরিতি প্রোক্তা ধয়া ভক্তিঃ পরা ভবেৎ ॥"

তাঁহাদের যাবতীয় ক্রিয়া ভগবান্‌কে উদ্দেশ করিয়া অনুষ্ঠিত, উহাই তাঁহাদের সাধন। তাহা কর্ম্মীর ফলভোগময় কর্ম্মপদবাচ্য নহে। (২) মধ্যমাধিকারে (ঐ ধৃত পদ্মপুরাণবাক্য)

"লৌকিকী বৈদিকী বাপি যা ক্রিয়া ক্রিয়তে নৃভিঃ।
হরিসেবানুকূলৈব সা কার্য্যা ভক্তিমিচ্ছতা ॥"

প্রেমভক্তিপ্রয়োজনেচ্ছু লৌকিকী ও বৈদিকী সমস্ত ক্রিয়া স্বীয় আরাধ্য শ্রীহরির সেবার অনুকূলে অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। (৩) উত্তমাধিকারে (ভঃ রঃ সিন্ধু পূর্ব্ব ২৯৫ ধৃত নারদীয়বাক্য)

"ঈহা যস্য হরের্দাস্যে কর্ম্মণা মনসা গিরা।
নিখিলাস্বপ্যবস্থাসু জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে ॥"

কায়মনোবাক্যে সর্ব্ব অবস্থাই তিনি শ্রীহরির সেবায় অখিলচেষ্টা-বিশিষ্ট। পূর্ব্ব কথিত "জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য" শ্লোকে "স্থানস্থিতাঃ" পদে সর্ব্ব অবস্থাই যে হরিভজন করা যায়, তাহা বুঝিতে পারি। অতএব কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি এই ত্রিবিধপন্থার মধ্যে শেষোক্ত ভক্তিপন্থা দ্বারাই কেবল তত্ত্ববস্তুর স্বরূপ—অধোক্ষজ বিষ্ণুর সান্নিধ্য লাভ করা যায়, অপর পন্থাদ্বয়ে তাহা লাভ করা যায় না।

এই বলিয়া ঠাকুর মহাশয় উপবেশন করিলে সভাপতি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয় স্বীয় বক্তব্য বিষয় বলিতে গিয়া প্রথমে বলেন যে, সভাপতিরূপে আমার দুইটী কর্ত্তব্য (১) বক্তাকে ধন্যবাদ-প্রদান, (২) বক্তার কীর্ত্তিত বিষয়ের আলোচনা। যিনি ভক্তির কথা, জ্ঞানের কথা, অধ্যাত্মরাজ্যের কথা এতদূর শ্রম ও কষ্টস্বীকার করিয়া আমাদিগকে শ্রবণ করাইয়া অপার আনন্দ দান করিয়াছেন, তাঁহাকে আমি সমগ্র হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। আমি বহুদিন হইতে লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি যে, বাংলার চিরন্তন বৈশিষ্ট্য, বাঙ্গালীর স্বভাবসুলভ ভক্তিধর্ম্মের কথা—ইনি বাংলাভাষায় বাংলার সাধনবৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়া বাঙ্গালীর ঠাকুর শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত ধর্ম্ম স্বয়ং আচরণ করিয়া মুখে ও লেখনী দ্বারা প্রচার করিয়া আসিতেছেন, তজ্জন্য ইনি শুধু আমাদের কেন, সমগ্র বঙ্গবাসীর ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতার পাত্র, সন্দেহ নাই। এক সময়ে (প্রায় সাড়ে চারিশত বৎসর পূর্ব্বে) যে বাংলা দেশ নাস্তিক নব্যন্যায়ের প্রাধান্যভাবে জর্জ্জরিত ছিল—আমার মনে হয়, অদ্বৈতবাদের সহিত প্রতিযোগিতা-সূত্রে নব্য ন্যায় স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করিতেছিল; অবশ্য বাঙ্গালীর পক্ষে অদ্বৈতবাদী হওয়া যেন, স্বভাববিরুদ্ধ বলিয়াই বোধ হয়, কারণ যে দেশে শ্রীপাদ মধুসূদন সরস্বতীর ন্যায় অদ্বিতীয় বৈয়াত্মিক সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াও ভক্তির পরিপোষক হইতে পারেন, সেই দেশে অদ্বৈতবাদীর বড় বেশী আদর হইতে পারে না এবং তৎকালে নব্যন্যায়ের প্রাধান্য হইলেও ভক্তিবিরোধী কোন বাদই বাংলার মাটীর পক্ষে তত অনুকূল নহে, তাই নব্যন্যায়কর্ত্তৃক বাংলা শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর ভক্তির বন্যায় ভাসিয়া গিয়াছিল—সেই সময় বাংলার অবস্থাবর্ণনে (চৈঃ চঃ আদি ৭।২৫)

"উথলিল প্রেমবন্যা—চৌদিকে বেড়ায়।
গ্রী বৃদ্ধ বালক যুবা সকলি ডুবায় ॥"

শ্রীপাদ কবিরাজ গোস্বামী মহোদয় এইরূপ গাহিয়াছেন। ইহার কারণ এই যে, বাঙ্গালী জাতি স্বভাবতঃ ভক্তিপ্রবণ, তাহার প্রাণে প্রাণে মধুর ভক্তিরস মিশিয়া আছে, তাই মহাপ্রভুও বাংলাতে প্রেমের মহাবন্যা বহিয়াছিল—উহাই বাঙ্গালীর বৈশিষ্ট্য। এই ভক্তির কথা—নিজের উপলব্ধির নিগূঢ় কথা—যাহা তিনি আজীবন কঠোর ব্রহ্মচর্য্য থাকিয়া সাধন করিয়াছেন, অতুল ঐশ্বর্য্যের মায়া পরিত্যাগ করিয়া যাহা তিনি আজ সন্ন্যাসীর বেশে আমাদিগকে বিতরণ করিতে আসিয়াছেন এবং যাঁর যে সাধন-লব্ধ গবেষণা ও অগাধ জ্ঞানভাণ্ডার আজ উন্মুক্ত করিয়া আমায় আনন্দ দান করিলেন, তজ্জন্য তাঁহাকে পুনরায় ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। কিন্তু আমার মনে হয়, সে আনন্দধারায় অনেকেই তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন নাই, কেননা, এত বহু গভীর বিষয় এত অল্প সময়ে কীর্ত্তন করায় আমাদের উহা ধারণা করিতে নিতান্ত অসামর্থ্য ঘটিয়াছে, এজন্য আমাদের অনুরোধ, তিনি যেন বারান্তরে এস্থানে শুভাগমন করিয়া এক একটী বিষয় বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া যেন। প্রসঙ্গক্রমে সভাপতি মহাশয় এস্থানে 'রাজা ও ফকিরের' গল্প বলিয়া বক্তা ও শ্রোতার অবস্থা বুঝাইয়া দেন। এক নবাব আহারে বসিয়াছেন, তৎসঙ্গে একটী দুঃখী ফকিরও আহার করিতেছে। খানসামা চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয় প্রভৃতি বহু সুখরুচিকর খাদ্য পরিবেশন করিতেছে, এবং অল্পক্ষণ পরে আহার পাত্র উঠাইয়া পুনরায় পাত্রপূর্ণ খাদ্য পরিবেশন করিতেছে এইরূপে জিহ্বার তৃপ্তিকর বহু খাদ্য ও পেয় পরিবেশন করিবার পর নবাব ও ফকিরের আহার সমাপ্ত হইল। নবাবসাহেবের তাদৃশ ভোজনে অভ্যস্ত বলিয়া তাঁহার কোনই কষ্ট হয় নাই, কিন্তু দুঃখী ফকির তাদৃশ ভোজনে অভ্যস্ত নহে বলিয়া তাহার কোনই তৃপ্তি হইল না। এস্থলেও আমাদের (শ্রোতৃমণ্ডলীর) ঠিক ফকিরের অবস্থা। স্বামিজীর ধারণা এই যে, আমরাও বুঝি তাঁহার ন্যায় শ্রবণজ্ঞানসম্পন্ন হইয়া তাঁহার বক্তৃতা শুনিতে আসিয়াছি। কিন্তু আমরা যে ফকির!!—আমাদের বুদ্ধিভাণ্ডারের সৈন্য ত' তাঁহার জানা নাই, তাই তিনি আমাদিগকে আজ প্রচুর পরিবেশন করিয়া ফেলিয়াছেন। প্রসঙ্গক্রমে বক্তার পরিচয় প্রদান বোধ হয় এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। আপনারা সকলেই জানেন, যিনি সর্ব্বপ্রথমে শিক্ষিত সমাজে—পাশ্চাত্য বিদ্যায় গর্ব্বিত সমাজে গৌরভক্তির কথা আজীবন জিহ্বা ও লেখনীমুখে প্রচার করিয়া গিয়াছেন, যাঁহার প্রচারের পরবর্ত্তি সময়ে শিশির বাবু "Lord Gouranga" প্রভৃতি লিখিয়া যশস্বী হইয়াছেন, সেই শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয়ের প্রকৃত উত্তরাধিকারিসূত্রে তাঁহার বহু সাধের সম্পত্তি ভক্তির কথা আজ ইনি বাঙ্গালা দেশ হইতে বহুদূরে আসিয়া বাংলাভাষায় শুনাইয়া কৃতার্থ করিয়াছেন। তিনি স্বয়ং আমার বাংলার ঘরে ঘরে গিয়াও ভক্তিকথা প্রচার করিতেছেন। তাঁহাকে আমরা আজ আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। তৎপর সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অনন্তবাসুদেব ব্রহ্মচারী বিদ্যাভূষণ বি, এ, মহাশয় একটী কীর্ত্তন গান করিয়া "মধুরেণ সমাপয়েৎ" ন্যায়াবলম্বনে সভার কার্য্য শেষ করিলে শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ অধিকারী এম,এ, অধ্যাপক মহাশয় কর্ত্তৃক সভাপতিকে ধন্যবাদ প্রদানানন্তর রাত্রি ১১০ ঘটিকায় সময় সভা ভঙ্গ হয়।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ, অপরোক্ষ ও অধোক্ষজ-বাদ।

দর্শন শাস্ত্রে এই চারিটী শব্দ দেখিতে পাওয়া যায়। মোটামুটী ভাবে উক্ত শব্দচতুষ্টয়ের পারিভাষিক অর্থ অনেকের বিদিত থাকিলেও ইহাদের তাৎপর্য্যগ্রহণে অনেকেই অসমর্থ। চার্ব্বাকাদির মত—প্রত্যক্ষবাদ, বৈশেষিকাদির কর্ম্মকাণ্ড—পরোক্ষবাদ, শঙ্করাদির নির্ব্বিশেষ জ্ঞানকাণ্ড—অপরোক্ষবাদমূলে প্রতিষ্ঠিত। অধোক্ষজবাদের কথা কোটী কোটী ধার্ম্মিক নামে পরিচিত ব্যক্তির মধ্যেও একজন পরম রাখেন কি না সন্দেহ। প্রত্যক্ষবাদের ভিত্তিতে দাঁড়াইয়াই চার্ব্বাক ও যৌক্তপণ

পরোক্ষবাদ বা জৈমিনী-প্রবর্ত্তিত কর্ম্মকাণ্ডের নিন্দা করিয়াছেন। বেদের সংহিতা অংশ পরোক্ষবাদের কথা কীর্ত্তন করিয়াছেন বলিয়াই চার্ব্বাকাদি ঘুণ প্রত্যক্ষ-বাদিগণ বেদকে ভণ্ড, ধূর্ত্ত ও রাক্ষস-রচিত বলিয়া প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। স্বর্গ, অপবর্গ ও পারলৌকিক আত্মা প্রত্যক্ষজ্ঞানে দেখা যায় না বলিয়া চার্ব্বাকাদির মতে উহা সকলই মিথ্যা। আবার পরোক্ষবাদ প্রত্যক্ষবাদের বিশেষ নিন্দা করিয়াছেন। চার্ব্বাক ও বৌদ্ধমতাবলম্বিগণ পরোক্ষ-বেদ-বাদের বিরোধ করিয়াছেন বলিয়া পরোক্ষবাদী কর্ম্মমীমাংসকগণ বৌদ্ধ চার্ব্বাকাদিকে একবাক্যে নাস্তিক বলিয়া দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিবার জন্য পর্য্যন্ত বিপুল অভিযান করিয়াছিলেন। নিখিলেয় জ্ঞানবাদী শঙ্করাদি আচার্য্যগণ আবার পরোক্ষবাদকে গর্হণপূর্ব্বক অপরোক্ষবাদ প্রচার করিয়াছেন। শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তগণই একমাত্র অধোক্ষজবাদী। সাধক ভাগবতগণ জানেন—প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ বা (মায়াবাদীর) অপরোক্ষ কোন বাদেই নিরঙ্কুশ বাস্তব সত্যের প্রতিষ্ঠা নাই। যে প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ বা অপরোক্ষবাদ লইয়া প্রত্যেকেই পরস্পর এত মারামারি করিয়াছেন ও করিতেছেন, এবং নিজ নিজ মতবাদ সংস্থাপনের জন্য চেষ্টা করিয়াছেন ও করিতেছেন অধোক্ষজজ্ঞানে বিচার করিলে ঐ সকল মতবাদের প্রত্যেকটীই প্রত্যক্ষবাদ ছাড়া আর কিছু নহে, কেবল উহাদের পরস্পরের মধ্যে আশ্রয় ও বিচার প্রণালীর স্থূল ও সূক্ষ্মতার একটু তারতম্য। চার্ব্বাকাদি প্রত্যক্ষবাদীর বিচার অভিনয় স্থূল হইতেও স্থূল, পরোক্ষবাদীর বিচার তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ সূক্ষ্ম, আর অপরোক্ষবাদীর বিচার প্রত্যক্ষবাদীর ব্যতিরেক বিচার মাত্র—দেখিতে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম। পাঠকবর্গকে এই সকল বিষয় আমরা কয়েকটী উদাহরণ দ্বারা বুঝাইবার চেষ্টা করিব। আশা করি, সাধুগ্রাহিব্যক্তিগণ একটু স্থিরচিত্তে অনুধাবন করিলেই বুঝিতে পারিবেন। আমরা এ বিষয়ের উদাহরণ স্বরূপ একটী সত্য ঘটনা উল্লেখ করিতেছি।

গত ১০ই পৌষ—বড়দিনের ছুটী। অফিসের বাবুরা ও স্কুল কলেজের ছাত্রগণ কেহ বা [illegible] চায়াপ, কেহ বা গঙ্গাস্নান করিয়া আনন্দে দিন যাপন করিতেছেন। কলিকাতা সহরের কোনও একটী পার্কে কয়েকটী ভদ্রলোক—তন্মধ্যে একজন ব্রাহ্মণপণ্ডিত, একজন বেশভক্ত ব্যক্তি ও একজন অফিসের বড়বাবু সান্ধ্যভ্রমণের পর যেন কিঞ্চিৎ ক্লান্তি বোধ করিয়া একত্রে কোনও একটী স্থানে উপবেশন করতঃ বিশ্রমসুখোপভোগ ও নানাবিধ গল্প করিতেছিলেন। এমন সময় একটী চল্লিশ কিংবা কিঞ্চিদধিক বয়স্ক একজন প্রৌঢ় ব্যক্তি তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ব্যক্তিটীর লম্বমান শ্মশ্রু, পরিধানে একখানা খদ্দরের পাঞ্জাবী ও একখানা চাদর মাত্র, হস্তে একখানি যষ্টি। ব্যক্তিটী নগ্নপদ। লোকটীর চেহারা দেখিয়া মনে হইল, বেশ যেন একটু সাত্ত্বিক-প্রকৃতি। অন্যান্য সকলেই নানাবিধ শীতের পোষাক, মোজা, জুতা প্রভৃতি পরিধান করিয়া বসিয়াছেন। লোকটীকে দেখিবামাত্র উপবেশনকারিগণের মধ্য হইতে অফিসের বাবুটী বলিয়া উঠিলেন—মহাশয়, একে পৌষ মাসের ধারুণ শীত, তাতে খোলা ময়দান, আপনি একখানা খদ্দরের জামা গায় দিয়ে কি প্রকারে আছেন?

খদ্দরপরিহিত ব্যক্তি—মহাশয়, প্রকৃতির বিরুদ্ধাচরণ করতে গিয়েই ত আমাদের গোল বেধেছে।

বাবু—প্রকৃতির বিরুদ্ধাচরণ কিরূপ?

খঃ পঃ—প্রকৃতি দেবী গ্রীষ্ম, বর্ষা, শীত যে সময় যাহা-দিগকে যা দেন, তাই অবনত মস্তকে বহন না ক'রে গা ঢাকা দিয়ে তাঁর সম্বোপযোগী দান গ্রহণ না করলেই আমাদের রোগ, শোক উপস্থিত হ'য়ে থাকে। দেখুন না—হিমালয়ের সাধুরা কত সুখী—তা'দের শীত গ্রীষ্ম বোধ নেই।

বাবু—মহাশয়, আপনারা ভগবানকে পরমদয়ালু, করুণাময় ব' বলুন না কেন আমি কিন্তু তাতে একটুও বিশ্বাস করি নে—স্বাবলম্বন চাই, স্বাবলম্বী না হ'লে কেউ কিছু করতে পারে না। 'ভগবান্' প্রভৃতি শব্দ কেবল মনকে প্রবোধ দেবার কথা মাত্র। বেশীদিনের কথা নয়, সেদিনকার ব্যাপারটাই দেখুন না কেন, বন্যার ফোটে লক্ষ লক্ষ বোলার ফুল ভেসে গিয়ে জলাকেদের শত শত সাধু জলে ভেসে গেল, কতগুলি সাধুকে দেখে গাছের উপর পর্য্যন্ত উঠে প্রাণ রক্ষা করতে হ'ল—এই ত' আপনাদের

পরমদয়ালু মঙ্গলময় ভগবান্!'

ঃ পঃ—মহাশয়! যে সাধু প্রাণের ভয়ে গাছে উঠেন তা'কে 'সাধু' বলি কি ক'রে? সাধুরা ত' মৃত্যুঞ্জয় তা'রা প্রাণের ভয়ে কখনও বৃক্ষে আরোহন করেন না। যিনি বিপদের সঙ্গে সম্মুখসমর করতে সমর্থ, তা'র নিকট 'ভয়' ব'লে কোন বস্তু নেই। সাধুরা জানেন—এ শরীরটা কিছু নয়, অনন্ত মহাকাশ সান্ত ঘটাকাশে বদ্ধ হ'য়েছে মাত্র, ঘটাকাশ ভগ্ন হ'লে মহাকাশই থাকবে, সুতরাং তা'দের আর ভয় করবার কি আছে?"

অপর এক ব্যক্তি তখন বলিয়া উঠিলেন—বেশ মীমাংসা করেছেন মহাশয়, মহীতোষ বাবু, এবার কথা টেকাতে পারলেন না।

মহীতোষ। মহাশয় যা'ই বলুন—ভগবান্ ব'লে কিছুই নাই, যা' বর্ত্তমান্ দেখ্‌ছি তা'ই একমাত্র ঠিক। সকলেই যখন সুখ চায়, আনন্দ চায়, তখন যতদিন সংসারে থাক, আনন্দ করে যাও। দেখুন্ না, এই যে আমাদের সমাজ গড়া হ'য়েছে, এ সব প্রত্যেকের নিজ নিজ সুখ-স্বার্থের জন্য, পূর্ব্বেকার কতকগুলি লোক কিছু সংস্কৃত শ্লোক মুখস্থ কোরে অন্যান্য লোকগুলির মাথায় কাঁঠাল ভেঙ্গে খাওয়ার ও তাদের দিয়ে পা টিপিয়ে নেবার বন্দোবস্ত করবার জন্য নিজদিগকে ব্রাহ্মণ, আর কতকগুলি লোককে ছোট ক'রে রেখেছেন। বেদ বলুন, শাস্ত্র বলুন তার এক কথার সঙ্গে অপর কথার মিল নেই। শাস্ত্র দেখে কত লোকে কত রকম কর্ম্ম করছে, কই ফল পাচ্ছে কোথায়? বরং সময় সময় ফল দেখা যাচ্ছে বটে, তা' 'কাকতালীয়বৎ' ছাড়া আর কিছুই নয়। নিকট দিয়ে কাক উড়ে যাচ্ছিল, বোকা লোকগুলো মনে কচ্ছে কাকের গা' লেগেই বুঝি পাকা তালটী প'ড়ে গেল।"

নিকটে একজন প্রাচীন ব্রাহ্মণপণ্ডিত ব'সিয়াছিলেন, তিনি এই কথা শুনিবামাত্র রোষকষায়িতনেত্রে বলিতে লাগিলেন —'মহাশয়, এই জন্যই ত' আমাদের দেশ উচ্ছন্ন গেল, আমরা গো, ব্রাহ্মণ, বেদ মানি'নে। এসব পাশ্চাত্য শিক্ষার কুফল। ভগবান্ কর্ম্মের ফল দিতে বাধ্য। সুকর্ম্ম করিলে নিশ্চয়ই সুফল আর কুকর্ম্ম করিলে কুফল ফলিবে। গীতায় ভগবান্ বলেছেন যে, 'আমি পর্য্যন্ত কর্ম্ম করে থাকি', সুতরাং ভগবানেরও কর্ম্ম না কর্‌লে রক্ষা নাই।'

মহীতোষ—পণ্ডিত মহাশয়, বেশ দিন আপনাদের কর্ম্ম করার ফল, আপনারা তুলসী গাছে জল দিয়ে যে সময়টা নষ্ট করেন, তা' না করে একটী বেগুন গাছে ৩'ঘটি জল দিলে দু'টো বেগুন পাওয়া যায়, লোকে একবেলা খেয়ে বাচ্‌তে পারে। আপনারা কল্পিত স্বর্গের আশায় কতই না সময় নষ্ট কচ্ছেন্।

পণ্ডিত—মহীতোষ বাবু, তুলসী গাছে জল না দিলে মর হ'লে তুলসী পাতার জল কোথা পাবেন?

মহীতোষ—ঠিক্ বলেছেন, তবে বরং দুএক ঘটি জল দেওয়া যেতেও পারে।

পণ্ডিত—তা' বৈ কি, আমাদের যত কিছু নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম তা'র প্রত্যেকটীর পশ্চাতে শত শত উপকারিতা আছে, এই জন্যই আমাদের ঋষিগণ এ সব সুন্দর ব্যবস্থা করে গিয়েছেন।

মহীতোষ—পণ্ডিত মহাশয়, আপনাকে একটী সত্য ঘটনা বল্‌ছি। আপনি র.....চক্রবর্ত্তীর নাম ত' জানেন; তিনি একজন বড় সাধক ব'লে বিখ্যাত ছিলেন প্রায় একজন পরমহংস হ'য়ে উঠেছিলেন, তাঁর মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁর অসুখ হ'য়েছিল, তাঁর স্ত্রীরও কালীর প্রতি খুব বিশ্বাস-ভক্তি ছিল, সতী স্ত্রী স্বামীকে কোলে নিয়ে 'মা কালী, মা মা, মা মা, বলে ঘটা ঘটা কেঁদে সারা হ'লেন, কিন্তু কিছুতেই স্বামীকে বাঁচাতে পারলেন না, তখন বড় বিশ্বাসে মা লেগেছে কিনা, তাই অমনি বাড়ীর ভেতর গিয়ে মন্দিরের কালী মূর্ত্তিখানাকে ধ'রে বড় একখানা লাঠি নিয়ে সপাঙ্ সপাঙ্ আঘাত কর্‌তে লাগ্‌লেন আর মূর্ত্তিটীকে ভেঙ্গে ফেললেন্। আপনাদের ভগবানের প্রথমেই র'য়েছে 'অব্যক্তায়, অচিন্ত্যরূপায়' অর্থাৎ যাঁকে ব্যক্ত করা যায় না, যাকে চিন্তা করা যায় না অর্থাৎ যে কিছুই নয়—কিছুই নয়—সব শূন্য।

ঃ পঃ—মহাশয়, ভগবান্ ব'লে আমার কি আছে? সব ব্রহ্ম অনন্ত আকাশের মত নির্ব্বিকার, নিরাকার,

তার কোনও রূপ নেই, তিনি জ্যোতিঃস্বরূপ—তবে সাধকের সুবিধের জন্য তাঁরা যে রূপ কল্পনা ক'রে নিয়েছেন। ব্রহ্ম আবার কে? 'আমিই ত' ব্রহ্ম'; সুতরাং সুখ, দুঃখ সবই মিথ্যা—মায়াময়ীচিন্তা মাত্র। আমিই আনন্দ-স্বরূপ।

তাঁহাদের মধ্য হইতে একজন লোক তখন বলিয়া উঠিলেন—মহাশয়, ও বড় নিরস কথা। ভক্তিতে মন গলান চাই'।

দেশভক্ত কর্ম্মী—মহাশয়, আপনাদের ভাব কেলির সময় এখন আর নেই! এখন দেশের ও দশের কাজ প'ড়ে গিয়েছে। যতক্ষণ দালা ঘুরাচ্ছেন, ততক্ষণ চরকা টানলে অনেক কাজ হয়। এখন আর মেয়েলি ভাব চল্‌ছে না, এখন চাই সিংহবিক্রম—প্রতি শিরায় শিরায় শক্তিসঞ্চারকারী হুতোদ্যম—মহাশক্তির আরাধনা। এখন খোল করতাল রেখে দিয়ে দেশকে চক্কানিনাদে মাতিয়ে তুলতে হবে—মহাশক্তির উদ্বোধন কর্‌তে হ'বে। এক ভাই খেতে না পেয়ে, বস্ত্রার দুর্দ্দিনে মুক্তাশয্যায় একবিন্দু জল না পেয়ে মরে যাচ্ছে, আর আপনারা বেশ্ মালা জপ্‌ছেন। যে'কে দিন, আপনাদের ও সব ভণ্ডামি। যা'রা সংসারে কিছু সুবিধা ক'রে উঠ্‌তে পারে না, তা'রাই ভক্তির আশ্রয় নিয়ে 'ভগবান্', 'ভগবান্' ক'রে বেড়ায়।

অপর এক ব্যক্তি—মহাশয়, এখন স্ত্রীশিক্ষার বিশেষ আবশ্যক হ'য়ে পড়েছে। বিধবা-বিবাহও আজকাল বিশেষ-ভাবে প্রচলন আবশ্যক। প্রতিবৎসর যে কত কত কোমলকলিকা অকালে অগ্নিতে জীবনাহুতি দিচ্ছে তা' দেখেও কি আপনারা কেবল ধর্ম্মের Theoretical speculation নিয়ে ব'সে আছেন, এখন চাই practical work স্ত্রীশিক্ষা চাই, বিধবাবিবাহ চাই, অনাথাশ্রম, সেবাশ্রম, শিল্পবিদ্যালয় প্রভৃতি যা'তে গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে প্রতিষ্ঠিত হ'তে পারে—তার জন্য সকলের লেগে পড়া দরকার।

এইরূপ পরস্পর কথোপকথন হইতেছিল, এমন সময় সেইস্থানে এক ব্যক্তি কোথা হইতে হাতে কতকগুলি বিজ্ঞাপনের কাগজ লইয়া একটী বেঞ্চের উপর উঠিয়া দাঁড়াইলেন, আস্তে আস্তে তথায় বহু ভিড় জমিয়া গেল, পূর্ব্বে যাঁহারা পরস্পর ধর্ম্মালাপ করিতেছিলেন, তাঁহারাও এক একজন করিয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া সেই স্থানে জুটিলেন।

ঐ ব্যক্তিটী দণ্ডায়মান হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন, —"হে আমার ভ্রাতৃবৃন্দ! দেশের ভাবী আশা ভরসার স্থল —যুবকবৃন্দ! আমি আজ আপনাদের সম্মুখে একটী অমূল্য দ্রব্য আনয়ন করিয়াছি, আপনারা সকলে এই দ্রব্যটি গ্রহণ করিয়া আপনাদের দেশ, সমাজ, দেহ স্নেহ সমস্ত অলঙ্কৃত করুন্। এই যে আমার হাতে জিনিষটী দেখিতেছেন, ইহা পরিব্রাজক স্বামী বিশ্বপ্রেমানন্দ মহারাজ বহু কষ্টে হিমালয় হইতে আনয়ন করিয়াছেন। বহু পূর্ব্বকালে গুরু শিষ্যকে এই দ্রব্যটী দিয়াছিলেন, তিনি আবার তাঁহার শিষ্যকে—এইরূপ গুরুশিষ্যপরম্পরায় এই অমূল্য দ্রব্যটী পাওয়া গিয়াছে।"

বক্তার কথা শুনিয়া সকলেই উদ্‌গ্রীব হইয়া আছেন —কেহই তখন বুঝিতে পারিতেছিলেন না—সেই অমূল্য দ্রব্যটী কি? বক্তার হাতে কেবল একটী লেবেলমোড়া কৌটার ন্যায় একটী বস্তু দেখিতেছিলেন মাত্র—পরে শুনিতে পাইলেন—'মুখশুদ্ধি'। দু' একজন হাসিতে হাসিতে চলিয়া পড়িলেন—বলিলেন, 'মুখশুদ্ধি'! এর জন্য এত ভূমিকা, এত ভিড়! বেশ, গুরুমন্ত্র গুরুপরম্পরায় আসিয়াছে, বাকী ছিল 'মুখশুদ্ধি'—পানের মসলা! হায় কলিকাল! এই জন্যই বুঝি সাধুগ্রাহিগণ আধুনিক জগৎটাকে বৈচিত্র্যজগৎ ব'লে থাকেন।

সুধী পাঠকগণ! এই সকল ঘটনা, সত্য ঘটনা—ইহার একটী কথাও অতিরঞ্জিত নহে। আপনাদের কাছে এই সকল গ্রাম্যকথা উত্থাপন করার উদ্দেশ্য এই যে, সাধুগ্রাহী হইয়া এই সকল কথার কোন্ স্থানে মনোধর্ম্ম রহিয়াছে তাহা বিচার করুন্। জগতের শতকরা নিরানব্বই বা তদোধিক লোকই উপরি উক্ত কোনও না কোনও একজন ব্যক্তির মতের অনুবর্ত্তী। আজকাল আমাদের ধর্ম্মালাপ সবই এই প্রকারের। জগতে অধোক্ষজ সত্যের কথা একেবারেই শুনিতে পাওয়া যায় না। পাঠকগণ

লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে, উপর্যুক্ত কথোপকথনপ্রসঙ্গে যে চারিটী ব্যক্তির অবতারণা করা হইয়াছে, তন্মধ্যে একটী প্রত্যক্ষবাদী—চার্ব্বাকাদির ন্যায় নাস্তিক, দ্বিতীয়টী নির্ব্বিশেষ মায়াবাদী—তিনি অপরোক্ষবাদী বলিয়া অভিমান করিলেও এবং মুখে 'ভগবান্' বা 'ব্রহ্ম' কথাটী মানিলেও প্রকৃতপক্ষে প্রত্যক্ষবাদী—সেবীকায়ক্লেশে নাস্তিক। তৃতীয়টী ব্রাহ্মণপণ্ডিতাভিমানী কর্ম্মজড়-স্মার্ত্ত, ভগবান্‌কে পর্য্যন্ত অন্যান্য কর্ম্মাঙ্গাধীন দেবতার অন্যতম জ্ঞানে স্বর্গাদি ভোগলাভের জন্য নিত্যনৈমিত্তিক ব্রতানুশীলনকারী সুতরাং কার্য্যতঃ প্রত্যক্ষবাদী। চতুর্থটী কর্ম্মজড়স্মার্ত্তসাম্প্রদায়িক, নৈতিক ও সামাজিক কর্ম্মী—প্রত্যক্ষবাদে গ্রস্ত হইয়া আপাতরমণীয় আসক্তিক ও নশ্বর হরিবিমুখ কর্ম্মকেই বাস্তব (practial) আর অধোক্ষজ ভক্তিকে পরোক্ষ ও তথাকথিত অপরোক্ষ ক্রিয়াকলাপের সহিত সমপর্য্যায়ে গণনা করিয়া অধোক্ষজ সেবাকেও কাল্পনিক বা অবাস্তব (theoretical) বলিতে কুণ্ঠিত নহেন। চার্ব্বাকাদির ন্যায় প্রত্যক্ষবাদিগণ ভগবান্‌কে (?) তাহাদের 'গোলাম' মনে করে—তাই তাহারা তাহাদের হরিবিমুখ সাংসারিক সুখ, স্বচ্ছন্দ বা আরামের ইন্ধন যিনি না যোগান তিনি তাহাদের বিচারে 'মঙ্গলময়' বা 'দয়ালু' নহেন। প্রত্যক্ষ ও নশ্বর হরিবিমুখ স্থূল ও সূক্ষ্মেন্দ্রিয়-তর্পণকেই তাহারা 'মঙ্গল' বলিয়া ধারণা করেন। আবার কর্ম্মজড়স্মার্ত্ত স্থূল প্রত্যক্ষবাদী চার্ব্বাকের ন্যায় বাহ্যতঃ নাস্তিকতা বা হরিবিমুখতা মুখে প্রকাশ না করিয়া যে যে দেবতা শীঘ্র শীঘ্র তাহাদের হরিবিমুখতার দণ্ডস্বরূপ নশ্বর ঐহিক বা পারলৌকিক সুখ প্রদান করিবেন, তাঁহাদিগের ভজনে প্রবৃত্ত। তাঁহারা ভগবান্‌কে কর্ম্মের অধীন মনে করেন। প্রথমোক্ত চার্ব্বাকনাস্তিক অপ্রাকৃত তুলসীকে অন্য বৃক্ষের সহিত সমান বিচারে 'তুলসী' বেগুনগাছ বা আউগাছের ন্যায় তাহার প্রাতঃকৃত্য পান প্রদান করে না বলিয়া উহাতে জল দেওয়া পণ্ডশ্রম মনে করে। আবার কর্ম্মজড়স্মার্ত্ত তুলসীকে ও বেগুন গাছকে এক শ্রেণীতে ভুক্ত করিয়া থাকেন এবং তজ্জন্য বেগুন গাছের ন্যায় তুলসীতেও জল দেওয়া আবশ্যক বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন। কেন না, তুলসীতে দিয়াও তিনি সময় সময় কিছু ভোজন করিয়া নিতে পারেন। সুতরাং কর্ম্মজড়স্মার্ত্তের তুলসী-সম্মান—তুলসী-সেবা নহে; তুলসীকে তাহার ইন্দ্রিয়তর্পণের ইন্ধনযোগে প্রকৃতপক্ষে তুলসীর দ্বারা তাহার বহির্ম্মুখ ইন্দ্রিয়ের সেবা করাইয়া নেওয়ার চেষ্টা মাত্র। ইহারই নাম 'বণিক্ বৃত্তি'—বা বৈশ্য জগতের ধর্ম্ম। অধোক্ষজ ভগবদ্ভক্তের তুলসী-সম্মান প্রকৃতপক্ষে তুলসীর সেবা—তুলসী তাঁহার প্রাণপ্রভু পরমপুরুষ, একমাত্র অদ্বিতীয় ভোক্তা শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়তমা, প্রভুর প্রিয় বস্তুর সেবা করিয়া প্রভুরই প্রীতি উৎপাদন করা—

"আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-বাঞ্ছা ধরে প্রেমনাম॥"

ভক্তভক্ত তুলসীকে সাধারণ প্রাকৃত বৃক্ষ বলিয়া মনে প্রাণেও জানেন না বা তুলসীকে অন্নব্যঞ্জনের ঔষধরূপে ব্যবহার করিয়া তাঁহাকে সেবা করিবার পরিবর্ত্তে তাহা হইতে সেবা গ্রহণ করেন না অর্থাৎ শালগ্রাম দ্বারা দাদাম ভাঙ্গিয়া নিজে আহার করেন না। তাঁহারা কৃষ্ণ-প্রীতির জন্য কৃষ্ণসম্বন্ধভাবে সেবা করিয়া থাকেন। আবার মায়াবাদী তুলসীসেবাকে একটী অনিত্য ব্যাপার বলিয়া মনে করেন। তাঁহার ধারণা—তুলসীসেবা করিলেও হয়, না করিলেও কোনও ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। কেহ যদি চিত্তশুদ্ধির বা চিত্তশুদ্ধির জন্য ব্রহ্মজ্ঞানলাভের পূর্ব্বাবস্থা পর্য্যন্ত ঐ সকল অনুষ্ঠান করেন, করিতে পারেন—কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান লাভের পর তুলসীসেবাদি কোনও প্রকার কার্য্য আর থাকিবে না। অধোক্ষজসম্প্রদায়প্রতিপাদক শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ বলেন যে, শ্রীকৃষ্ণের পদকমলকিঞ্জল্কমিশ্রিততুলসীগন্ধ-বায়ু আত্মারাম চতুঃসনাদির পর্য্যন্ত চিত্ত ও তনু ক্ষোভ করিয়াছিল (ভা ৩।১৫।৪৩)।

"আত্মারামের মন হরে তুলসীর গন্ধে"

আত্মারামগণ পর্য্যন্ত স্বীয় দেহাত্মাভিমানরূপ অহঙ্কার ত্যাগ-মাত্রেই যে আত্মারামতা সিদ্ধ হয়, সেই তুচ্ছ আত্মারামতা পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় বস্তুজ্ঞানে শ্রীকৃষ্ণসেবার ন্যায় তুলসীর নিত্য সেবা করিয়া থাকেন। ঐরূপ তুলসী গন্ধ দ্বারা যদি আবার শুষ্ক ভক্তের কখনও কৃষ্ণসেবানন্দের বিস্মৃতি উপস্থিত হয়, তবে তখন সেই আত্মারামের প্রতি মহাক্রুদ্ধ হইয়া

উহাকে ত্যাগ করিয়া থাকেন—(চৈঃ চঃ আদি ৪র্থ)

"নিত্য প্রেমানন্দে যদি কৃষ্ণসেবানন্দ বাঢ়ে।
সে আনন্দের প্রতি ভক্তের নহে মায়াক্ষোভে॥"

সুতরাং অধোক্ষজ-ভগবদ্ভক্তের নিকট কৃষ্ণদাসের একটী নিত্য শ্রীকৃষ্ণসেবার নিত্য অস্ত—উহা মায়াবাদীর অনিত্য ব্যাপার নহে। সুতরাং মায়াবাদী যে চিদ্রাজ্যকে জড়াতিরেক নির্ব্বিশেষ বলিয়া ধারণা করিয়া থাকেন, তাহারও ভিত্তি প্রত্যক্ষবাদের উপরই প্রতিষ্ঠিত। জড়ের নাম, রূপ, বিচিত্রতা—নশ্বর; সুতরাং জড়াতীত বস্তুর নাম নাই, রূপ নাই, বিচিত্রতা নাই—থাকিলে উহার সম্পূর্ণ নিত্য নহে—সবিকল্পাবস্থায় থাকিলেও চরম নির্ব্বিকল্পাবস্থার বিচিত্রতাহীন—এইরূপ মায়াবাদীর সিদ্ধান্তের মূলে লুক্কায়িত যা প্রচ্ছন্ন প্রত্যক্ষবাদ ছাড়া আর কি বর্ত্তমান? এই জন্যই শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—(চৈঃ চঃ মধ্য ৬ষ্ঠ)

"বেদ না মানিয়া বৌদ্ধ হয় ত' নাস্তিক।
বেদাশ্রয় নাস্তিকবাদ বৌদ্ধকে অধিক॥"

উপর্য্যুক্ত বেদাশ্রয় কবিপ্রবরটীও একজন বুদ্ধিমান্ প্রত্যক্ষবাদী। তিনি বেদোদ্ধার, বেদাশ্রমপ্রতিষ্ঠা, বক্তা, ঔর্ত্তিকাদি কার্য্যকেই বাস্তব কার্য্য (practical) আর অধোক্ষজ ভগবৎসেবার কার্য্যকে (theoretical) মনে করেন। ইহা কি তাহার প্রত্যক্ষ নাস্তিক্যবাদ নহে? মুখে 'ভগবান্' কথাটী স্বীকার করিলেই আস্তিক হওয়া যায় না। অধোক্ষজ ভাগবত শাস্ত্র বলেন—প্রত্যক্ষবাদই অবাস্তববাদ (theoretical) আর অধোক্ষজবাদই নিত্যস্তুকুল বাস্তব সত্য (Absolute Truth and Most practical) প্রত্যক্ষবাদ তাসের ঘরের ন্যায় ভিত্তিহীন। উহার উপর দোতলা, তেতলা, চূণকাম প্রভৃতি যাহা কিছু করা হইবে—কেবল পণ্ডশ্রম। (ভাঃ ৩ ২৩।৫৬)

"নেহ যৎ কর্ম্ম ধর্ম্মায় ন বিরাগায় কল্পতে।
ন তীর্থপাদসেবায়ৈ জীবন্নপি মৃতো হি সঃ॥"

যোগমায়াবনাবৃত শ্রীভগবান্ প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ ও নির্ব্বিশেষ-অপরোক্ষবাদীর সেবাবিমুখ পাষণ্ডহৃদয়-ধারণার সম্পূর্ণ অতীত। ঐ সকল প্রত্যক্ষবাদীকে স্বরূপতঃ অপরাধের হাত হইতে নিষ্কৃতি করিবার জন্যই 'অচিন্ত্য' শব্দের প্রয়োগ। ভগবান্ প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ বা নির্ব্বিশেষ। অপরোক্ষবাদীর নিকট সত্য সত্যই 'অচিন্ত্য' কিন্তু তিনি অধোক্ষজবাদীর 'সুচিন্ত্য'। নারদাদি, যশোমতিনন্দ প্রভৃতি বৎসলরসিকগণ, ব্রজাঙ্গনাগণ অধোক্ষজ—অতীন্দ্রিয় শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহাদের অধোক্ষজ সেবোন্মুখ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা মাপিয়া নিতে পারেন—শ্রীকৃষ্ণের স্কন্ধে চড়িতে পারেন, অতীন্দ্রিয়বস্তুকে বন্ধন করিতে পারেন—পায় পরাইতে পারেন—কিন্তু ঐ সকল অধোক্ষজ-তত্ত্ব প্রত্যক্ষবাদী, মায়াবাদীর বা প্রাকৃত-সহজিয়ার ধারণাতীত বা অচিন্ত্য। শ্রীমদ্ভাগবত পুনঃ পুনঃ সেই অধোক্ষজ-সেবার বিষয়ই কীর্ত্তন করিয়াছেন। (ভা ১।২।৬,২৫ ; ১০।২।৩৭)

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥
তেজিরে মুনয়োঽগ্রে ভগবত্যমলাশয়াঃ।
সদ্যঃ বিশুদ্ধং যেনাশু কল্পন্তে যোগমুত্তমম্॥
ধিগ্ জন্মনস্ত্রিবৃদ্বিদ্যাং ধিগ্ ব্রতং ধিগ্ বহুজ্ঞতাম্।
ধিক্কুলং ধিক্ক্রিয়াদাক্ষ্যং বিমুখা যে ত্বধোক্ষজে॥

(ক্রমশঃ)

দীক্ষা ও দীক্ষিত।

ভগবদ্দীক্ষাপ্রভাবে ভগবৎপরাঙ্মুখ মায়ামুগ্ধ নরমাত্রেই দিব্যজ্ঞান বা নিজস্বরূপতত্ত্বকে অবগত হন। শাস্ত্রে দীক্ষা শব্দের এইরূপ অর্থ বিবৃত আছে; যথা বিষ্ণুযামলে—

"দিব্যং জ্ঞানং যতো দদ্যাৎ কুর্য্যাৎ পাপস্য সংক্ষয়ম্।
তস্মাদ্দীক্ষেতি সা প্রোক্তা দেশিকৈস্তত্ত্বকোবিদৈঃ॥"

যে অনুষ্ঠান হইতে দিব্যজ্ঞান লাভ এবং পাতকরাশির সম্পূর্ণ বিনাশ সাধিত হয়, তত্ত্ববিৎপণ্ডিতগণ উহাকে দীক্ষা নামে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।

ভগবত্তত্ত্বজ্ঞানী নিঃস্বার্থপরোপকারী বৈষ্ণবাচার্য্য স্বতঃপতঃই কৃপাপরবশ হইয়া বদ্ধ জীবের নিজ নিত্যস্বরূপ তত্ত্বকে উপলব্ধি করাইয়া শ্রীকৃষ্ণসেবোন্মুখ করাইয়া দেন।

প্রাকৃত জড়ীয় ভোগবিলাসাদি বা নিজ ইন্দ্রিয়তৃপ্তির কোন স্বার্থসম্বন্ধের সহিত শ্রীগুরুর কোন সম্বন্ধ নাই। শাস্ত্র শ্রীগুরু ও বৈষ্ণবের কৃপাকে নিঃস্বার্থ-পরোপকার বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। দীক্ষাগ্রহণাধিকারী ও গুরু-নির্ণয়-প্রসঙ্গে শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে যথা—

"জননমরণাদিসংসারানলসন্তপ্তোদ্বীপ্তশিরা জলরাশিমিব উপহারপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠং গুরুমুপসৃত্য তমনুসরতি। তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠমিত্যাদি, শ্রুতেঃ। অগ্নিতপ্তমস্তক পুরুষের সুশীতল জলাশয় গমনের ন্যায় জন্মমৃত্যুরূপাদি সংসারানলে সন্তপ্ত ব্যক্তি যজ্ঞীয় উপকরণাদি হস্তে করিয়া শাস্ত্রসিদ্ধান্তবিৎ শুদ্ধভগবদ্ভজননিষ্ঠ গুরুসমীপে গমনপূর্ব্বক তাঁহার সেবা করিবেন। দীক্ষাগ্রহণব্যাপারটী পূর্ব্বে কিছু কষ্টসাধ্য বলিয়া শাস্ত্রে উল্লিখিত হইতে দেখিলেও বর্ত্তমান সময়ে উহা অতীব সুলভ এবং শাস্ত্র-বৈধদীক্ষা-ভাবে সুসম্পাদিত? হইতেছে। দীক্ষাচার্য্যগণ দীক্ষাপ্রাপ্তির যোগ্যাযোগ্য বিচার না করিয়া স্ব স্ব হরিবিমুখ ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির প্রচ্ছন্নভাবকে হৃদয়ে গুপ্ত রাখিয়া ভগবদ্দীক্ষার শ্রদ্ধাবিহীন জড়ীয়ভোগ-বিলাসপ্রমত্ত দীক্ষার আবশ্যকতানভিজ্ঞ অনধিকারী ব্যক্তিগণকে মাত্র অর্থলোভে অপাত্রীয় নিজ মনস্কাম্ছাঁচে কৃত অর্থাৎ যাহাতে শিষ্যের মায়িক ভোগবিলাসাদির কোনরূপ ব্যাঘাত না ঘটে এমনভাবে দীক্ষা প্রদাননামে একটী ব্যবসায়ের ফাঁদ মাত্র পাতেন। এই অভিনব প্রকারের দীক্ষাপ্রদানস্রোতপ্রবাহ বর্ত্তমান জগতে চলিতেছে—প্রকৃত-দীক্ষামর্ম্মানভিজ্ঞ সেই সকল ব্যক্তিগণ কালে নিজদিগকে 'দীক্ষিত' বলিয়া অভিমান করিলেও তাঁহারা যে তিমিরে সেই তিমিরেই অবস্থান করেন। যেহেতু ভগবদ্দীক্ষাপ্রাপ্ত হইলে নরমাত্রেরই যে যোগ্যতা লাভ হয় এবং তৎকালিন তাঁহাদের যে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য তাহা উপর্য্যুক্ত ব্যক্তিগণ কিছুই জানিতে সমর্থ হন না। কাজেই প্রকৃত সদ্গুরুর আনুগত্যে বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত ব্যক্তিগণের আচরণাদি ও বেশভূষাদি সন্দর্শনে তাঁহারা আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া স্বভাবতঃই নিজ নিজ অসুরস্বভাবোচিত হিংসানিন্দাদি করিতে কুণ্ঠিত হন না। উহাদের কপটাচারী দীক্ষাচার্য্যগণ মাত্র অর্থ প্রত্যাশায় যে উহাদিগকে দীক্ষিত স্বীকার করেন এবং প্রকৃত বিষ্ণুদীক্ষিত ব্যক্তিদিগের যোগ্যাধিকার তাঁহাদিগকে না দিয়া বিষ্ণুমন্ত্রে অদীক্ষিত ব্যক্তি বিশেষের প্রয়োজ্য 'ছেলে ভুলান' কণ্ঠকাণ্ডীয় বিধি তাঁহাদের উপর প্রয়োগ করেন—এই সব চতুরতাও উপর্য্যুক্ত মিছা দীক্ষিতাভিমানিব্যক্তিগণ বুঝিতে সমর্থ হন না। শাস্ত্রে দীক্ষামহাত্ম্য এইরূপ বর্ণিত আছে, যথা তন্ত্রসাগরে—

"যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাংস্যং রসবিধানতঃ।
তথা দীক্ষাবিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাং॥"

যেমন রসবিধান দ্বারা কাংস্যও কাঞ্চনতা লাভ করে, সেইরূপ দীক্ষাবিধির দ্বারা নরমাত্রের দ্বিজত্ব উৎপন্ন হয়। বিষ্ণুদীক্ষার পর হইতেই নরমাত্রেই ত্রিসন্ধ্যা শ্রীবিষ্ণুর অর্চ্চনে ব্রতী হন। বিষ্ণুর অনিবেদিত পুরীষমূত্রাদিসম হবিষ্যান্ন ও মদ্যমাংসসদৃশাদি আমিষ দ্রব্য সকল ভোজন ত্যাগ করেন। বিষ্ণু ভিন্ন দেবতান্তরের উপাসনা করেন না এবং হরিতোষণপর ব্রতাদিতে রত হন। কিঞ্চিৎ কর্ম্মকাণ্ডমূলক কনিষ্ঠ-ভক্তাধিকারে বিষ্ণুনির্ম্মাল্যপ্রসাদাদি দ্বারা সময় সময় দেবতান্তর অর্চ্চনাপদ্ধতি লক্ষিত হয় মাত্র। বিষ্ণুমন্ত্র-দীক্ষিত সম্বন্ধজ্ঞানযুক্ত বৈষ্ণব ব্যক্তিগণই শ্রীভগবন্মুখনিঃসৃত গীতোক্ত ও শ্রুত্যুক্ত জ্ঞানী বা সুবিদ্বান্ যাহা।

নিত্য হরিতোষণবিমুখ ন্যায়দর্শনস্মৃত্যাদি বহুবিধ অপরা-বিদ্যাধীতী ব্যক্তিগণ যা নির্ভেদব্রহ্মানুসন্ধিৎসুগণ শ্রীভগবদ্নির্দ্দেশিত বা শ্রুত্যুক্ত জ্ঞানী বা সুবিদ্বান্বাচ্য নহে। জ্ঞানী বা সম্বন্ধজ্ঞানযুক্ত বৈষ্ণবের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিষয়ে শ্রীভগবান্ ভক্ত অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া জীবশিক্ষার্থ শ্রীগীতোপনিষদে উপদেশ দিয়াছেন; শ্রীগীতা (৩।১৭-১৮)—

"যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাদাত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ।
আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে॥
নৈব তস্য কৃতেনার্থো নাকৃতেনেহ কশ্চন।
ন চাস্য সর্ব্বভূতেষু কশ্চিদর্থব্যপাশ্রয়ঃ॥

কিন্তু যিনি কেবল আত্মাতেই প্রীত, আত্মাতেই পরিতৃপ্ত এবং (অন্য ভোগাপেক্ষা না করিয়া) আত্মাতেই সন্তুষ্ট তাঁহার কিছু কর্ত্তব্য নাই। ইহলোকে কৃতকর্ম্মদ্বারা তাঁহার পুণ্যও হয় না; অকরণহেতু কোন পাপও হয় না

(যেহেতু অহঙ্কার না থাকায়) তিনি বিধিনিষেধের অতীত এবং সর্ব্বভূতে কেহ তাঁহার মোক্ষবিষয়ে আশ্রয়ণীয় নাই। "লোকসংগ্রহমেবাপি সংপশ্যন্ কর্ত্তুমর্হসি" (গীতা, ৩।২০)

লোকসঙ্কলের স্বধর্ম্ম-প্রবর্ত্তনের প্রতিও দৃষ্টি রাখিয়া (তোমার) কর্ম্ম করা উচিৎ।

সুতরাং জ্ঞানী বা বৈষ্ণবদিগের লোকসংগ্রহার্থে বাহ্যাচরণ সকল দুই এক মাত্র, কিন্তু তদ্দৃষ্টে বর্ত্তমান সময়ের বৈষ্ণবাচার্য্যাভিমানগণ ভ্রম বুঝিয়া সদ্গুরুর আনুগত্যে বিষ্ণুমন্ত্র-দীক্ষিত গৃহী বৈষ্ণবগণের উপর স্বাধীনানুশাসনপর কর্ত্তৃকাতীব বিধির নিতান্ত প্রয়াস করিতে গিয়া সুবিজ্ঞ বৈষ্ণবাচার্য্য-দিগের নিকট নিতান্ত হীনপ্রভ ও উপহাসাস্পদ হইতেছেন। বর্ত্তমানযুগে নিত্য সত্য সনাতন প্রকৃত বৈষ্ণবধর্ম্মের আলোচনা করিতে গেলে বর্ত্তমান সময়ের গৃহিবৈষ্ণব নামধারী ব্যক্তিগণ অর্থাৎ স্মার্ত্ত শ্রীরঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য মতানুবর্ত্তিপৌরোহিত্যকগণও তাঁহাদের প্রযোজকগণ চমকিত হইতেছেন। যেহেতু উহাদের মধ্যে রাজা মহারাজ হইতে মধ্যবিত্ত ও তদ্নিম্ন শ্রেণীর কর্ণজড় গৃহস্থদের নিত্য প্রেতশ্রাদ্ধ, নিত্য মৎস্যমাংসাদিভক্ষণ বা অনিবেদিত নিষামিষ-ভোজন, বিভিন্ন শক্তিপূজাদির প্রথা এমন ভাবে কালমাহাত্ম্যে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে যে, তাঁহারা তাহা প্রাচীন পূর্ব্ব পুরুষগণের নিন্দিত কদাচার বলিয়া না বুঝিয়া বংশের সদাচার কৌলিক প্রথা বলিয়া পুনঃ পুনঃ উক্ত ভ্রষ্টাচারসকলকে বরণ করিতেছেন। অহো! বহিরঙ্গা বিষ্ণুমায়ার কি এতই শক্তি! প্রাচীন বৈষ্ণবগ্রন্থ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতপাঠে গৌড় দেশের তাৎকালিক অবস্থা পরিজ্ঞাত হওয়া যায় যে, পূর্ব্বে বিষ্ণুবৈষ্ণববিরোধী অসুরস্বভাবসম্পন্ন ব্যক্তিগণ অসুরস্বভাবোচিত হিংসার বশবর্ত্তী হইয়া বৈষ্ণবদিগকে লাঞ্ছিত করিবার অভিপ্রায়ে শক্তিপূজায় ছাগাদি পশুহত্যা করিয়া ভক্তরাজ শ্রীবাসের গৃহদ্বারে ঐ সকল অমেধ্য বস্তু নিক্ষেপ করিত। যথা শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত—

"একদিন বিপ্র নাম গোপাল চাপাল।
পাষণ্ডী প্রধান সেই দুর্ম্মুখ বাচাল॥
চণ্ডালীপূজার সব সামগ্রী লইয়া।
রাত্রে শ্রীবাসের দ্বারে স্থান লেপিয়া॥
কলার পাত উপরে থুইল ওড্ফুল।
হরিদ্রা, সিন্দুর, রক্ত চন্দন, তণ্ডুল॥
মদ্যভাণ্ড পাশে রাখি নিজ ঘর গেল।
প্রাতঃকালে শ্রীবাস তাহা ত' দেখিল॥"

সুতরাং তৎকালে বৈষ্ণবেতর শাক্ত ও শুদ্ধবৈষ্ণববিদ্বেষী অসুরদিগের মধ্যেই জড়কামনাত্মী শক্তিপূজাদির প্রচলন ছিল।

গৃহী বৈষ্ণব সভাপণ্ডিত শ্রীমন্মহাপ্রভুকে নিজ কর্ত্তব্য জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীমুখে প্রভু এইরূপ উপদেশ করিয়াছিলেন; যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—

"গৃহস্থ বিষয়ী আমি—কি মোর সাধনে।
শ্রীমুখে করেন আজ্ঞা নিবেদি চরণে॥
প্রভু কহেন, কৃষ্ণসেবা—বৈষ্ণবসেবন।
নিরন্তর কর কৃষ্ণনামসংকীর্ত্তন॥"

গৃহিবৈষ্ণব সবে যাঁহারা সদ্গুরু সংস্পর্শে পঞ্চসংস্কার দীক্ষা প্রাপ্ত হইয়া শুদ্ধচরিত্রজনপর ও কৃষ্ণসেবানুকূল গৃহাশ্রম স্বীকার করিয়াছেন, তাঁহাদিগকেই লক্ষ্য করিয়া থাকে। (এতদ্ব্যতীত সংযোগী, পঞ্চপরিবারসম্প্রদায় বিশেষ—যাহাদের ভিতর বাল্যবিবাহ প্রচলিত আছে, তাহারা নহে।) বর্ত্তমান সময়ে অনেকে উহাদিগকে গৃহি-বৈষ্ণব বলিয়া ভ্রম করেন। শাস্ত্রে উহাদিগকে বৈষ্ণব বলিয়া উল্লেখ করেন নাই। উপর্য্যুক্ত গৃহী বৈষ্ণবগণের যাবতীয় কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিষয় বৈষ্ণবস্মৃতিনিবন্ধে উল্লিখিত আছে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্ষদগোস্বামী বৈষ্ণবস্মৃত্যাচার্য্যবর্য্য প্রভুপাদ শ্রীল গোপালভট্ট সংগৃহীত বৈষ্ণবস্মৃতি-নিবন্ধ শ্রীহরি-ভক্তিবিলাস ও তাহার পরিশিষ্টগ্রন্থ সৎক্রিয়া-সারদীপিকা-গ্রন্থ বৈষ্ণবর্ণাশ্রমস্থিত বৈষ্ণবগণের প্রধান পরিচালক। তদনুযায়ী তাঁহাদের হরিসেবানুকূল যাবতীয় কার্য্যকলাপ নিয়ের, নচেৎ স্বকর্ত্তব্য-প্রত্যবায়ে নিরয়গামী হইতে হইবে।

শ্রীরাধিকাপ্রসাদ মহান্ত
শ্রীপাট বেলুড়।

প্রচার-প্রসঙ্গ।

নিম্নস্থ সংবাদ যাহার পত্রে প্রকাশ যে, গত ৪ঠা পৌষ শুক্রবার শ্রীপাদ হরিদাস ব্রজবাসী ও শ্রীযুক্ত নরহরি ব্রহ্মচারী মহাশয় চট্টগ্রামের কলেজাঙ্গনে সর্ব্বসাধারণের নিকট "জীবনের উদ্দেশ্য ও সদ্‌গুরুর প্রয়োজনীয়তা" সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। বক্তৃতা শ্রবণে অনেকেরই স্ব স্ব দুরবস্থা ও দুর্লভ মানব জীবনের একান্ত কর্ত্তব্য ও প্রয়োজন ও তজ্জন্য নিষ্কিঞ্চন সাধু-সঙ্গাশ্রয়ের আবশ্যকতা, কিছু সময়ের জন্যও অনুভূতি হইয়াছিল। সাধুসঙ্গে হরিকথায় এক মুহূর্ত্তের জন্যও সৎপ্রবৃত্তি উদিত হইলে তাহাই মানব-জীবনের পরমলাভ।

পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ ও পণ্ডিত শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু গানবাদে হরিকথা প্রচার করিয়া গত ৮ই পৌষ মঙ্গলবার দিবস নওয়াপড়ে যে, পি, গার্ডা এণ্ড,এল, পি মহাশয়ের ভবনে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও হরিকথা কীর্ত্তন করেন। পর দিবস প্রাতে নগরকীর্ত্তন হয়। সেখান হইতে প্রচারকগণ কাট্টাসগড়ে আসিয়া শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠ, বক্তৃতা ও নগরকীর্ত্তনাদি দ্বারা স্থানীয় অধিবাসীর সুপ্ত হরিসেবাবৃত্তি উন্মেষ করিতেছেন।

গত ২৫শে ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার 'সার্ভেণ্ট্' পত্রিকায় প্রকাশ—

"On Tuesday last His Exalted Holiness Paramahansa Paribrajakacharyavarya Sree Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj of Sree Mayapur delivered a most learned lecture at the Benares Hindu University before a very scholarly gathering, who through their spokesman, Mahamahopadhyaya Pandit Pramathanath Tarkabhushana, expressed their high appreciation of His Exalted Holiness, the Paramhansa Thakur's vast erudition."

প্রশ্নোত্তর স্তম্ভ

সহুত্তরদাতৃগণ

শ্রীল শ্রীযুক্ত গৌড়ীয়সম্পাদক ও পণ্ডিতমণ্ডলী

মহাশয়গণের শ্রীচরণকমলেষু—

ভূমিকার তাৎপর্য্যবোধনমেতৎ—

বিজ্ঞমণ্ডলী মহাশয়গণ! নিম্নবর্ণিত বৈষ্ণব-সমাধি-ঘটনা লইয়া বৈষ্ণবগণের মধ্যে যতচ্ছেদ উপস্থিতির ফল ও তদ্বৈষ আচরণের বিষয় জানিবার ইচ্ছায় আপনাদের শ্রীচরণ-উপান্তে সানুনয় প্রার্থনা এই যে, আমাদের মত অজ্ঞ বালকগণের প্রতি দয়াপ্রকাশে যোগদানপূর্ব্বক নিম্ন লিখিত বিষয়গুলির যথার্থ তাৎপর্য্য অবধারণপূর্ব্বক প্রদান-পূর্ব্বক অনুগৃহীতজনের মহোপকার সাধন করিবেন।

ঘটনা এই যে, বিগত ১৯শে অগ্রহায়ণ, বৃহস্পতিবার মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত চাউলখোলা-গ্রাম নিবাসী "বিষ্ণুচরি দাস" নামক সদাচারী "শ্রীগোপালদেবী" গৃহিমাহিষ্য-বৈষ্ণব, তদীয় ধর্ম্মপরায়ণা ধর্ম্মপত্নী ও বিধবা জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূ এবং অন্যান্য মাহিষ্য পুত্র পৌত্রগণ রাখিয়া পরলোক গমন করেন।

পুত্র পত্নাদির উপর তাঁহার আদেশ ছিল যে, আমার অন্যে আমার মৃত দেহের অগ্নিসংস্কার না করিয়া অমুক স্থানে সমাধি করিও। তদনুসারে পত্নী পুত্রাদি ও গ্রামস্থ এবং অন্য বৈষ্ণবগণ তাঁহার কথিত নির্দ্দিষ্ট স্থান খনন-পূর্ব্বক সমাধি কার্য্য সম্পন্ন করা হয়।

সমাধিকৃত্য কার্য্য, যেরূপে সম্পাদিত হইয়াছিল, তাহাও বিবৃত করা গেল। মৃতদেহে স্নানমর্দ্দন নববস্ত্র-পরিধান, অঙ্গে তিলকাদি ধারণ ও হরিনামাদি অঙ্কনকরণানন্তর হরিনাম-সংকীর্ত্তনসহকারে গৃহ হইতে বহিষ্করণপূর্ব্বক খনিত গহ্বরমধ্যে শায়িত, নববস্ত্রোপরি প্রজ্বলিত ঘৃত প্রদীপ ও তুলসী বৃক্ষ সংস্থাপন করিয়া, তৎ সম্মুখে শবের মস্তকে হরিনামাবলী, গলে তুলসী পত্র, মালা, করে জপনীয় মালা, ঝোলা, ধারণ করাইয়া ইষ্ট-চিন্তায় নিমগ্নভাবে পদ্মাসনে উপবেশন করাইয়া

পশ্চাৎ শব দেহ নব বস্ত্রাচ্ছাদনপূর্ব্বক বাটীর স্বপরিজন জ্ঞাতি, কুটুম্ব, বন্ধু, বান্ধব উপস্থিত প্রায় সকলেই একে একে প্রজ্বলিত ঘৃতবর্ত্তি ও লবণ-সংযুক্ত মৃত্তিকা শব-শিরোপরি প্রদানে করিলে, তৎপর মৃত্তিকা দ্বারা গহ্বর পরিপূর্ণ করতঃ পুনঃ শব শিরোভাগে তুলসী বৃক্ষ স্থাপন পূর্ব্বক হরিনামানুকীর্ত্তনে সমাধি পরিসমাপ্ত করিয়া মহোৎসব কার্য্য সম্পন্ন করা হয়। ইহাই অধিকতররূপে আজকালের প্রথা বলিয়া এই রূপেই সম্পন্ন হইয়াছিল।

আর একপ্রকার—ভয়াবশেষ অস্থিখণ্ড লইয়া নূতন হাঁড়িতে স্থাপনপূর্ব্বক খনিত গহ্বর মধ্যেও উক্ত রূপে স্থাপিত করিয়া লবণযুক্ত মৃত্তিকাদি দ্বারা সমাধি করার নাম আজ কালের তুলনায় পূর্ব্বতন প্রথা বলিয়া বলা যায়।

এক্ষণে কথা এই যে—পূর্ব্বোক্ত প্রকারে সমাধিকৃত কার্য্যের দ্বিতীয় দিনে উক্ত মৃত ব্যক্তির মাহিষ্য পুত্রগণের কোন জন উক্ত বৈষ্ণব পিতার চাতুর্থিকাদি ক্রিয়াকলাপ ও অশৌচাদি ধারণ সম্বন্ধে বিধিব্যবস্থা জানিবার জন্য পুরোহিত মহাশয়ের নিকট উপস্থিত হইলে, পুরোহিত মহাশয় উক্ত রূপে সমাধির বিষয় অবগত হইয়া প্রকাশ করিলেন যে, উক্ত রূপ সমাধি দ্বারা মৃতকের কোন অগ্নি সংস্কার কার্য্য—মুখাগ্নিও পর্য্যন্ত না হওয়ায় কারণে তাহার কোন ক্রিয়াকাণ্ড বা অশৌচাদি ধারণের কার্য্যই হয় নাই। যদি তোমরা পুত্র হইয়া পিতার কর্ত্তব্য কার্য্য করিতে চাও, তবে প্রোথিত শব উত্তোলন-পূর্ব্বক তাহার অগ্নি সংস্কারাদি করিয়া পুত্র জনোচিত কার্য্য কর? অন্যথায় তোমরা তাহার পুত্র নও, এবং বিষয় পাইবার অধিকারীও নও? তোমরা পুত্রজনোচিত কার্য্য না করিলে, তোমাদের পিতার ত্যক্ত সম্পত্তি গোঁসাই সরকারের অধিকারে যাইবে।

পুরোহিত মহাশয়ের এবম্প্রকার বাক্য শ্রবণান্তর পুত্রগণ ও জ্ঞাতি বন্ধুবান্ধব অনেকেই বলিয়া উঠিলেন যে, যদি পুত্র হইয়া পিতার উচিত কার্য্য করাই না হয় তবে তাঁহার সম্পত্তি পাওয়া যাইবে কেন? সমাধিকারী বৈষ্ণবগণ বড়ই অন্যায় করিয়াছে, মুখাগ্নিটা পর্য্যন্ত না দিয়া বিষয়টা গোঁসাই সরকারে দেওয়ার যোগাড় করিয়াছে বলিয়া, ক্ষেপিয়া উঠিয়া, সমাধিকারী বৈষ্ণব মহোদয়গণকে উত্তম মধ্যম বচনাচ্ছে পুরস্কৃত করণানন্তর সমাধির লব-উত্তোলনে দাহাদিপূর্ব্বক দগ্ধ অস্থি লইয়া পূর্ব্বোক্ত প্রকারের দ্বিতীয় প্রথানুসারে সমাধি করা হইয়াছে।

অনুগত বৈষ্ণবদাসানুদাস—

শ্রীউমেশচন্দ্র দাস। শ্রীউমেশচন্দ্র দাস। শ্রীরমানাথ দাস শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ দাস প্রভৃতি। সাং মনোহরপুর, (মেদিনীপুর)।

প্রত্যুত্তর।

আমরা পত্র পাঠে সকল কথা অবগত হইলাম। পত্রে "গৃহী মাহিষ্যবৈষ্ণব" কথাটী দেখিলাম। অবশ্য সাধারণের ভাষায় ঐরূপ কথার প্রয়োগ শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু উহা বৈষ্ণবতা বিরোধিনী ভাষা। 'বৈষ্ণব' ব্রাহ্মণেরও গুরু, তিনি মাহিষ্য থাকিবেন কিরূপে? যদি তাঁহাকে মাহিষ্য বলা হয়, তাহা হইলে তাঁহাকে বৈষ্ণব বলা সঙ্গত নহে, তবে তাঁহার বৈষ্ণবশ্রদ্ধায় কিছু উদয় হইয়া থাকিতে পারে, তাহার উপর সাধুসঙ্গ হইলে—ভজনে প্রবৃত্ত হইলে—তিনি বৈষ্ণবদাস। আর তাঁহার পূর্ব্ব জাতির পরিচয় নাই। গৃহীভক্তদীক্ষাক বৈষ্ণবদাসই বৈষ্ণবসাহিত্যে পারমার্থিক ব্রাহ্মণ! যাঁহাদের পূর্ব্বজাতাভিমান থাকে, তাঁহাদের দীক্ষা হয় নাই জানিতে হইবে। যাহা হইয়াছে, তাহা দীক্ষার অভিনয় মাত্র। তাত্ত্বিকগণ, সংসারাসক্ত বৈষ্ণব-গণের পবিত্রাক্ত দেহ সম্বন্ধে সমাধির ব্যবস্থা থাকিলেও গৃহী ব্যক্তির প্রতি তাহা প্রযোজ্য নহে, তাহাতে যথার্থ বৈষ্ণবের অবমাননা করা হয়। মহাজন বলিয়াছেন—"আমি ত বৈষ্ণব এ বুদ্ধি হইলে, অমানী না হ'ব আমি। প্রতিষ্ঠাশা আসি, হৃদয় দূষিবে, হইব নিরয়গামী॥" সন্ন্যাসী বৈষ্ণবের পক্ষেও সমাধি দেওয়া অসুবিধা হইলে ভস্মাবশেষ লইয়া তীর্থস্থলে সমাধি দেওয়ার বিধি আছে। শ্রীসংক্রিয়া-সারদীপিকার পরিশিষ্ট সংস্কারদীপিকার শেষভাগ দ্রষ্টব্য।

শ্রীপ্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীঅতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়,
শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার, সম্পাদক।

(প্রশ্নগুলি ও তাহার উত্তর পরসংখ্যা গৌড়ীয়ে প্রকাশিত হইবে।) ——— গৌঃ সঃ—

শ্রীগৌড়ীয়

তৃতীয় খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ২৬শে পৌষ, শনিবার ১৩৩১, ১০ই জানুয়ারী ২০ | ২১শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ।

আজকালকার দুনিয়া যেন একটা আন্দোলনের যুগ। কি ধর্ম্ম, কি সমাজ, কি রাজনীতি—সকল ক্ষেত্রেই মানুষ চাচ্ছে পরিবর্ত্তন—সংস্কার। এই সকল পরিবর্ত্তন, আন্দোলন বা সংস্কার করবার ইচ্ছা মানুষের স্বাভাবিক। মানুষ এই দুনিয়ার হাটে মনোরূপ মূলধন নিয়ে ব্যবসা কচ্ছে—মনের ধর্ম্মই হচ্ছে ভাঙ্গা, গড়া—নশ্বর, বিকল্প।

সুতরাং এ হাটের যা'রা ব্যবসায়ী, তারা এখানে তৃপ্ত থাকতে পারেন না। কেউ কখনও পারেন নাই, ইতিহাসই তার প্রধান সাক্ষ্যস্থল।

কিন্তু ঐ পরিবর্ত্তন বা সংস্কারের যুগে অনেক রকমের সংস্কারের কথা উত্থিত হ'লেও একটী বিষয়ে যেন অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। বিষয়টী হচ্ছে 'বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মসংস্কার'।

বর্ণাশ্রমসংস্কারের প্রধান নেতৃগণ বল্‌ছেন—ব্রাহ্মণের সংস্কার করতে হ'বে। অর্থাৎ যা'রা বাজারে 'বামুন' ব'লে চ'লে এসেছেন, তাঁ'দের বামুনই রেখে, "কাপড়ে চোপড়ে ভদ্রলোক সাজান"র মত তাঁ'দের 'বাইর-দোরস্ত' করতে হ'বে অর্থাৎ তাঁ'দের ভেতর ত্রিসন্ধ্যা, কোশাকুশ, শিখার পুনঃপ্রচলন, নিম্নবর্ণের সহিত একত্র ভোজনাদি পরিত্যাগ প্রভৃতি সদাচার (?) দ্বারা ব্রাহ্মণের প্রতিষ্ঠাটা বজায় রাখতে হ'বে। ঐ প্রতিষ্ঠাটা যে সে ক'রে বজায় রাখতে না পারলে বাজারে মুখ দেখান যায় না—নিম্নবর্ণের লোকগুলো পর্য্যন্ত হাটে বাজারে 'নাকাল' করতে ছাড়ে না।

আজকাল এই রকম একটা হাওয়া বাবাজী, বোষ্টম, জাতি-গোসাঁই প্রভৃতির মধ্যেও বইছে। তাঁ'রাও "দোক্ত-মোকাম গোরা-ভজা, তিলক মাত্র ধরি" এই ন্যায়ের পক্ষপাতী। তাঁ'রাও এখন আর বাজারে বিক্রোতে পাচ্ছে না ও সাধারণ ভদ্রসমাজে তত আদর পাচ্ছে না ব'লে

নিজেদের ভেতর সংস্কার বা "বাইব-বোরেন্ত" করবার জন্ত গোপনে ঘরে ঘরে বৈঠক করছে। কিন্তু হায়! আমরা যে মহাজনের উপদেশ ভুলে যাচ্ছি—

"গোপনেতে অত্যাচার গোরা ঘরে চুরি" ॥

কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু ভাগবতের সঙ্গে সুর মিলিয়ে ব'লেছেন—

"চারি বর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে।
স্বকর্ম্ম করিতেও সে রৌরবে পড়ি মজে॥"

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় প্রভৃতি বা সন্ন্যাসী, গৃহী প্রভৃতি নিজ নিজ বর্ণ ও আশ্রমোচিত শাস্ত্র-বিহিত কর্ম্মগুলি খুব মনোযোগের সহিত সুচারুরূপে সাধন ক'রেও একমাত্র কৃষ্ণভজনের অভাবে রৌরব-নরকে পতিত হয়।

এই সকল উপদেশ মনের দ্বারা বিচার ক'রে আজ কাল অনেক 'নূতন কৃষ্ণদাস'-সম্প্রদায়েরও অভাব নাই। তা'রা বল্‌ছেন—'আমরা ব্রাহ্মণাদি প্রতিষ্ঠাটা (কাঞ্চনাদি ভোগ্য সম্পত্তির মালিক থাকিয়া) বজায় রেখে, মুখে হরি বলব; আমরা বংশপরম্পরায় হাড়, মাস, রক্তের ভেতর দিয়ে 'গোস্বামিত্ব' টেনে এনে—'গোস্বামি-প্রতিষ্ঠা' বজায় রাখ্‌বার জন্ত 'কৃষ্ণ' (?) ব'লব। অর্থাৎ মোটা কথায় কৃষ্ণকে দিয়ে আমাদের সেবা করিয়ে নেব, কৃষ্ণ ভুলিয়া ইন্দ্রিয় তর্পণ করিব। কৃষ্ণের জন্ত 'কৃষ্ণ' বল্‌ব না।

যদি আমরা কৃষ্ণের জন্ত কৃষ্ণ বলতুম, কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির জন্ত কৃষ্ণ ভজন করতুম, তা' হ'লে আমাদের এ সকল দুর্ব্বুদ্ধি হ'তো না, আমরা জানতুম্—

'কৃষ্ণ-ভজা লোক-রক্ষা একত্রে নিয়ম।'" কৃষ্ণ-ভজন ও লোকের (ইন্দ্রিয়পরায়ণ ভোগীর) মন—অহির নকুলের মনোরক্ষা একত্রে সম্ভব হয় না। তাই শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত গোস্বামী গেয়েছেন—

"হয় গোরা ভজ, নয় লোক ভজ ভাই।
একপাত্রে দুই বস্তু না রহে এক ঠাঞি॥
ভজাই বলে, যদি একনিষ্ঠ না হইবে।
দুই নায়ে নদী-পারের দুর্দ্দশা লভিবে॥"

যা'রা লোকরক্ষার জন্ত কৃষ্ণভজনের ছল বা অভিনয় ক'রে থাকেন, তাঁরা কৃষ্ণসেবা পান না। কারণ তাঁহারা কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ সদ্‌গুরুর নিকট শিক্ষা দীক্ষা লাভ করেন নাই। যে সকল জাগতিক লোক জড়ীয়-নাম বা অর্থাদির জন্ত কৃষ্ণভজনের ছল ক'রে থাকেন—তা'রা সেই সকল লোককে গুরুপদে বরণ করেছেন, তাই তা'দের বেদান্তিমান দূর হয় না। তা'দের যা কিছু বর্ণধর্ম্মসংস্কার বা সমাজসংস্কার সকলের মূলেই—প্রতিষ্ঠাশা, তা'রা প্রতিষ্ঠাশার দাস, ভগবানের দাস নহেন।

যা'রা ভগবানের দাস—তাঁহারা সম্বন্ধজ্ঞানযুক্ত। তা'রা জানেন—কৃষ্ণ-ভজনই জীবাত্মার নিত্যধর্ম্ম। সেই নিত্য ধর্ম্ম বা স্বরূপধর্ম্ম নিত্যসিদ্ধ শুদ্ধ কৃষ্ণভজনপরায়ণ সদ্‌গুরুর শরণাগত হ'লে সেই নিত্যসিদ্ধ স্বভাব জেগে উঠে। সর্ব্বতোভাবে সেইজন্তই চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

'আমি ব্রাহ্মণ' ব'লে পরিচিত, অপর লোকটীও 'ব্রাহ্মণ' নামে পরিচিত—উভয়কে মন্দ বল্‌লে আমার গায় লাগে। কেননা উভয়েই সম-জাতি—এ সমজাতীয়ত্বের মূল কোথায়? দেহাত্মাভিমান—দেহে দেহে (অনাত্মচেষ্টায় অনাত্ম-) প্রীতি—আত্মার আত্মার প্রীতি নয়। যেখানে আত্মার আত্মার প্রীতি, সেখানেই 'আমি কৃষ্ণদাসানুদাস'—এই অভিমান। জীবমাত্রই কৃষ্ণদাস—সুতরাং জীবমাত্রই আমার পরমাত্মীয়—আমার সেবার বস্তু; সেখানে 'আমি ব্রাহ্মণ' তত্ত্ব ব্রাহ্মণের সংস্কার করব—এইরূপ অভিমান নাই। আমি জীবমাত্রকেই শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের নিত্য-মঙ্গলময়ী বাণী শুনাইয়া তা'দের নিত্যসিদ্ধ হরিসেবাবৃত্তির উন্মেষ করব—এরূপ আকাঙ্ক্ষাই প্রবলা। এ আকাঙ্ক্ষায় জড়ীয় প্রতিষ্ঠা-কামনা নাই, কারণ এতে জড়সঙ্গের লেশ-মাত্রও নাই, আছে কেবল কৃষ্ণপ্রীতিবাঞ্ছা।

যেখানে কৃষ্ণপ্রীতিবাঞ্ছা প্রবলা, সেখানে 'ব্যবহার' গৌণ; পরমার্থ—মুখ্য। আর যেখানে আত্মপ্রীতিবাঞ্ছা প্রবলা সেখানে—ব্যবহারই একমাত্র মুখ্য—পরমার্থ কেবল কথার কথা—ব্যবহারকে টেঁকাইয়া রাখিবার জন্য একটা লোক-দেখান আড়ম্বর-মাত্র।

তাই মহাজনগণ ব'লেছেন—'যদি সত্যি সত্যি মঙ্গল লাভ কর্‌তে চাও, তা'হলে মনের আজা-গড়া ধর্ম্মকে ছেড়ে দিয়ে পারমার্থিক স্বাস্থ্যলাভে ব্রতী হও, জগতে পারমার্থিক ধর্ম্ম সংস্থাপন কর, ওরে মনুষ্য! তোমরা সকলেই ব্রহ্মার সন্তান, তোমরা সদ্ব্রহ্মজ্ঞানযুক্ত হও, বৈষ্ণবের দাস হও—পারমার্থিক ব্রাহ্মণ হও; সেই শ্রুতির বাণী শ্রবণ কর—

এতমক্ষরং গার্গি বিদিত্বাস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স ব্রাহ্মণঃ॥

হে গার্গি, যিনি অধোক্ষজ ভগবানের ভজনলাভ ক'রে এ সংসার হ'তে প্রয়াণ করেন, তিনিই ব্রাহ্মণ।

আমার ভারতে গুণ ও কর্ম্মের আদর হউক্, আবার কৃষ্ণজনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা উপলব্ধ হউক্, আবার সেই ভাগবতের উপদেশ প্রত্যেক জীবের দেহ ও মনোধর্ম্ম-নির্ম্মিত কঠিন কবাটবন্ধ ঘার ভেদ ক'রে জীবের অন্তঃস্থলে—আত্মায় প্রবিষ্ট হউক্—

(ভা ৪।১৮।১২)

যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা
সর্ব্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্গুণা
মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ॥

শ্রীকৃষ্ণে যাঁর কেবলা ভক্তি হয়েছে, সমস্তগুণসহ দেবতাগণ তাঁ'তেই সর্ব্বদা অবস্থান কর্‌ছেন। যাদের শ্রীহরিতে কেবলা ভক্তি নাই, তা'দের মন বহির্ভগবতের অনিত্য দেহ ও মনঃসম্বন্ধিবস্তুর প্রতিই ধাবিত, সুতরাং তা'দের আর মহদ্গুণ কোথায়?

অতএব বৈষ্ণবই যাবতীয় মহদ্গুণের সমাধার; সুতরাং বৈষ্ণবই প্রকৃত সর্ব্বশ্রেষ্ঠসদ্গুণসম্পন্ন ব্রাহ্মণ—ব্রাহ্মণ কেন, ব্রাহ্মণের নিত্যগুরু; বৈষ্ণবই দেবতা—দেবতা কেন, দেবতাগণেরও পরম আরাধ্য; তাঁ'রাই জগতের শাসনকর্ত্তা বা "আলোয়ার", তাঁ'দের আদেশই বেদ; শাস্ত্র—

"সমস্তানি সাধূনাং প্রমাণং বেদবদ্যতঃ" ভগবদ্ভক্তগণের সিদ্ধান্ত বা নির্দ্দেশ বেদের সমাদরের ন্যায় স্বতঃ।

প্রেমবন্যা।

"উছলিল প্রেমবন্যা চৌদিকে বেড়ায়।
স্ত্রী-বৃদ্ধ বালক যুবা সকলি ডুবায়॥
সজ্জন, দুর্জ্জন, পশু, জড়, অন্ধগণ।
প্রেমবন্যায় ডুবাইল জগতের জন॥"

—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আদি ৭ম

যখন সুরধুনীতে বান ডাকে, তখন উদ্বেলিত জলরাশি তটপ্রদেশকে অতিক্রম করে, পাকা উচ্চ বাঁধ পর্য্যন্ত উপেক্ষা করিয়া আপন মনে কত রঙ্গে ভঙ্গে খেলা করিতে করিতে কত অগম্য স্থানে চলিয়া যায়। কেহ জানে না—কোন্ সময় ঐ বান ডাকিবে। তাই নাবিক পূর্ব্ব হইতে সাবধান হইতে পারে না, ধীবর তাহার ছাট গুটাইতে পারে না—কোথা হইতে সহসা জল প্রবল বেগে আসিয়া নাবিকের নৌকা ডুবাইয়া দেয়, ধীবরের সমস্তকে জলে ভাসাইয়া লইয়া যায়। শুধু তা' নয়, ঐ উদ্বেলিত তরঙ্গ সকলকেই যেন তা'র কোলে টানিয়া লয়—মহতের সঙ্গে ক্ষুদ্রের সমর সাজে না, তাই সকলেই তা'তে গা ঢালিয়া দেয়—মহতের শরণাগত—আশ্রিত হ'য়ে পড়ে। যা'রা কেবল বানের ভয়ে বহু পূর্ব্ব হইতেই অতি উচ্চ মঞ্চ প্রস্তুত করাইয়া তাহাতে বাস করেন বা সুরধুনীর নিকট হইতে বহুদূরে মরুভূমিসদৃশ স্থানে গিয়া বাসা লেন—বন্যার জল তাহাদিগকে স্পর্শ করে না। মর-জগতের বন্যার হেয়তা আছে—প্রেমবন্যার হেয়তা নাই। প্রেমবন্যার 'পরমন্ন' খোলার ন্যায় ক্ষুদ্র

বহু শক্ত মূলও তাহিয়া যেয় বটে, কিন্তু তা'তে জীব মরে না—অমর হয়, অমর হইয়া নিত্য-আনন্দ-নিকেতনে আনন্দময়ের নবনবায়মান সেবানন্দে, প্রেমানন্দে ভাসিতে থাকে। কেবল মরে তা'রা—যা'রা হৃষীকেশের সাধুদের মত ঐ প্রেমবন্যার ভয়ে গাছে উঠিয়া পড়ে, নিজ বলে আত্মরক্ষা করিতে চান।

প্রেম তরল—নির্ম্মল—স্বচ্ছ অথচ গাঢ়। কর্ম্মের কেতা, জ্ঞানের কঠোরতা প্রেমে নাই। প্রেম অকৃত্রিম সরল সহজ বস্তু। সেই নির্ম্মল কৃষ্ণপ্রেম-বন্যায় সকলকেই ভাসাইয়া যেয়—উহা স্ত্রীপুরুষ বিচার করে না, বালক যুবা দেখিয়া অপেক্ষা করে না। ঐ প্রেমবন্যা সজ্জনকে ডুবাইয়া থাকে, আবার জগাই মাধাই প্রভৃতির ন্যায় বৈষ্ণব-অপরাধশূন্য দুর্জ্জনকে পর্য্যন্ত টানিয়া আপন কোলে লয়।

"পাত্রাপাত্র বিচার নাহি, নাহি স্থানাস্থান।
যেই যাঁহা পায়, তাঁহা করে প্রেমদান॥
লুটিয়া খাইয়া দিয়া ভাণ্ডার উজারে।
আশ্চর্য্য ভাণ্ডার প্রেম শত গুণ বাড়ে॥"

প্রেমবন্যার ভাণ্ডারের হ্রাস নাই—যতই জগৎ ভাসায়, ততই যেন আরও উছলিয়া উঠে।

এইরূপ প্রেমবন্যায় একদিন জগৎ প্লাবিত হইয়াছিল। বহুদিনের কথা নয়, প্রায় সাড়ে চারিশত বৎসর পূর্ব্বে গৌড়ের ঠাকুর গৌরসুন্দর, নিতাইচাঁদ, অদ্বৈত, গদাই, শ্রীবাসাদিসঙ্গে প্রেমবন্যায় জগৎ ভাসাইয়া দিয়াছিলেন।

"জগৎ ডুবিল, জীবের হইল বীজ নাশ।
তাহা দেখি পাঁচ জনের পরম উল্লাস॥"

নিত্য-প্রভুর সেবা ভুলিয়াই ত' জীবের এত দুর্গতি—জীবের অবিদ্যা-বন্ধন। এই অবিদ্যা-বন্ধনই জীবের আর্ত্তির মূলকারণ—সংসার-তরুর বীজ। এ বীজ কিছুতেই নষ্ট হয় না, বটবৃক্ষের ন্যায় যতই কেন ছাটিয়া দেওয়া হউক্ না বা জল সেচন বন্ধ করিয়া দেওয়া যাউক্ না—উহা পুনঃ পুনঃ গজাইয়া উঠে। জীব যখন সাধুগুরুকৃপায় উপলব্ধি করিতে পারেন যে, নিত্য-প্রভুর সেবাই তাঁহার একমাত্র স্বরূপধর্ম্ম, তখন সে প্রভুর সেবায় মত্ত হয়—অবিদ্যার বীজ সঙ্গেই আপনা হইতেই নষ্ট হইয়া যায়, তখন সেবক সেবানন্দে—প্রেমানন্দে বিভোর হন। প্রেম-ভাণ্ডার অবারিত হইলে, প্রেমরসের বন্যা নিখিল জগৎ ডুবাইয়া ফেলে; সুতরাং বহুজীবের প্রপঞ্চগত অভিমান আর কোথায় স্থান পাইবে?

"যত যত প্রেমবৃষ্টি করে পঞ্চজন।
তত তত বাড়ে জল ব্যাপে ত্রিভুবন॥"

কিন্তু——"মায়াবাদী কর্ম্মনিষ্ঠ কুতার্কিকগণ।
নিন্দক পাষণ্ডী যত পড়ুয়া অধম॥
সেই সব মহাদক্ষ ধাঞা পলাইল।
সেই বন্যা তা সবারে ছুইতে নারিল॥"

হায়! হায়! গৌরচন্দ্রের প্রেমবন্যা সকলকে ডুবাইল, কিন্তু মায়াবাদী—যাহারা অহংগ্রহোপাসক অর্থাৎ যাহারা নিত্যপ্রভু ভগবান্‌কে সেবা করিবার পরিবর্ত্তে নিজেরাই প্রভু সাজিতে চান—তাহারা বড়ই 'নিজস্বার্থপর'—প্রভুর প্রতি তাহাদের কৃতজ্ঞতা নাই। কোথায় প্রভু—একমাত্র স্বরাট্ পুরুষ, অদ্বিতীয় ভোক্তা, আর কোথায় জীব—তাঁহার ক্ষুদ্র বিভিন্ন অংশ—অণুপরিমিত!! বৃহতের সেবাই ত' ক্ষুদ্রের ধর্ম্ম,—ক্ষুদ্র যখন বৃহতের আশ্রয়ে থাকে, তখনই ত' সে—অভীঃ। কিন্তু জীবের কি দুর্ব্বুদ্ধি! প্রভুর নিত্যসেবক না থাকিয়া, প্রভুর সেবায় আনন্দ না চাহিয়া, সে চায় 'প্রভু' সাজিতে, 'সেবা' সাজিতে—সেবোর সিংহাসন অধিকার করিতে, সেবা হইয়া আনন্দভোগ করিতে!! ইহারা প্রেমবন্যার স্পর্শ লাভ করিতে পারিল না——আর পারিল না 'কর্ম্মনিষ্ঠ', কর্ম্মজড় স্মার্ত্ত যাহারা—তাহারা। হায়! হায়! কর্ম্মবুদ্ধি বড় জড়বুদ্ধি—তা'তে দেহাত্মাভিমান যায় না। কর্ম্মজড়ের দেহাত্মবুদ্ধি এত প্রবল যে, সে তাহার দেহগত জাতির অভিমান, রূপের অভিমান, পাণ্ডিত্যের অভিমান, ধনের অভিমান লইয়াই ব্যস্ত। সুতরাং যেখানে জড়-অভিমান প্রবল, সেখানেই ত' 'আমি নিত্য-কৃষ্ণদাস—বৈষ্ণবদাসানুদাস' এই সম্বন্ধজ্ঞানের অভাব। তাঁহারা তাই "অধোক্ষজসেবা-বিমুখ"। তাঁহাদের ত্রিবিধ জন্ম, বেদবেদান্ত অধ্যয়ন, নানাবিধ কঠোর ব্রত, বহু অভিজ্ঞতা, কৌলীন্য, ক্রিয়াপটুতা থাকা সত্ত্বেও তাঁহারা

গৌরসুন্দরের প্রেমবন্যার এক কণিকারও স্পর্শলাভ করিতে পারে না। রাবণ যেমন অপ্রাকৃত স্বরূপশক্তি সীতাদেবীকে ছুঁইতে পারেন নাই—মায়াসীতাকে হরণ করিয়া 'প্রকৃত সীতাকেই হরণ করিয়াছি' মনে করিয়াছিলেন, যাদব, সেইরূপ ঐ সকল কর্ম্ম-জড় স্মার্ত্তগণ ছল আতিজাত্য প্রভৃতি গর্ব্বে নিজদিগকে মুক্ত মনে করিয়া 'আমরাও প্রেমবন্যার স্পর্শলাভ করিয়াছি' মনে করিলেও সেই অপ্রাকৃত প্রেমবারিতে অভিষিক্ত হইতে পারেন না। আর পারেন না কুতার্কিকগণ, নিরীশ্বর সাংখ্য, নিরীশ্বর নৈতিক, বৌদ্ধ, 'মুখে ঈশ্বর-মানা', তর্ক-প্রিয় ব্যক্তিগণ, 'জগতে থাব, যাব, থাকিব আর পরম ধামের কথা ক্ষুদ্র জড়বুদ্ধি দিয়া মাপিয়া লইব'—এইরূপ তার্কিক সকল। আর প্রেমবন্যার স্পর্শ পায় না তাহারা, যাহারা "নিন্দক"—শুদ্ধভক্তগণের ও ভক্তিতত্ত্বের নিন্দাকারী। 'সাদা' বস্তুকে 'কাল' বলিলে মিথ্যা বা বিপরীত বলা হয়—সাধুকে 'চোর' বলিলে নিন্দা করা হয়। 'সাদা' বস্তুকে 'সাদা' বলিলে কিছু সত্যের অপলাপ হয় না বা সাধু'কে 'সাধু', 'চোর'কে 'চোর' বলিলে নিন্দা হয় না। চোরকে 'চোর' না বলিয়া সাধু বলিলেই বরং সত্যের অপলাপ হয়, চোরের সহিত সাধুকে সমপর্য্যায়ে যুক্ত করাহেতু প্রকৃত সাধুর নিন্দা করা হয়। দ্বিতীয়তঃ চোরকে 'চোর' বলার দরুণ সরল লোকের বহু অসুবিধা হইয়া পড়ে—অতএব যাহারা খলপ্রকৃতি বা কপটধার্ম্মিকগণকে সাধুগণের শ্রেণী হইতে পৃথক্ করিবার বাসনায় ও কোমল-শ্রদ্ধ লোকদিগের সাবধানের জন্য উহাদের কপটতা লোক-সম্মুখে জানাইয়া সাবধান করিয়া দেন, তাঁহারাই পরম কারুণিক—তাঁহারা "নিন্দক" নহেন। গৌরচন্দ্রের প্রেম-বন্যা দেখিয়া আরও কতকগুলি লোক পলাইয়া গেল। উহাদিগকে শাস্ত্রে "পাষণ্ডী" বলিয়াছেন।

"যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদি-দৈবতৈঃ।
সমত্বেনৈব বীক্ষেত স পাষণ্ডী ভবেদ্ ধ্রুবম্॥

যিনি পরমেশ্বর সর্ব্বেশ্বরেশ্বর নারায়ণকে ব্রহ্মরুদ্রাদি দেবতার সহিত সমান বুদ্ধি করেন, তিনি নিশ্চয়ই পাষণ্ডী। সুতরাং প্রেমময় ভগবানের সেবক ব্যতীত নানাদেবতা-বাদিগণ কৃষ্ণপ্রেমের বান ডাকিয়াছে লোকমুখে শুনিতে পাইয়াই দূরে পলাইয়া গেল—পাছে উহা তাহাদিগকে আক্রমণ করে।

আর যাহারা "অবয় পড়ুয়া" বা বিদ্যাকেই তর্কের কারণ বলিয়া মনে করেন, তাহারাও এ প্রেমবন্যা হইতে বহু দূরে সরিয়া রহিল।

"তাহা দেখি মহাপ্রভু করেন চিন্তন।
জগৎ ডুবাইতে আমি করিল যতন॥
কেহ কেহ এড়াইল প্রতিজ্ঞা হৈল ভঙ্গ।
তা' সবা ডুবাইতে পাতিব কিছু রঙ্গ॥
এত বলি মনে কিছু করিয়া বিচার।
সন্ন্যাস-আশ্রম প্রভু কৈলা অঙ্গীকার॥"

পরম ঔদার্য্যবিগ্রহ প্রেমময় ঠাকুর শ্রীগৌরসুন্দর কাহাকেও ছাড়িবেন না, তাই তিনি কপট-সন্ন্যাসী সাজিলেন—স্বয়ং ভগবান্ হইয়াও ভক্তের ভাব অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। এবার শুধু ভক্ত নয়, আশ্রমীর চিহ্ন ধারণ করিলেন—মায়াবাদীর পোষাক লইলেন। বন্য হস্তিগুলিকে ধরিতে হইলে যেমন অপর পোষা হস্তী আবশ্যক, সেই ন্যায়াবলম্বনে মত্তমাতঙ্গতুল্য বহির্ম্মুখ মায়াবাদিগণকে আকর্ষণ করিবার জন্য ভগবান্ বিচারপরায়ণ সৈদ্ধান্তিক কপট সন্ন্যাসী সাজিলেন—এই কপট সন্ন্যাসীর বেশে দ্বারে দ্বারে গিয়া প্রেমের বারি ঢালিয়া দিতে লাগিলেন, শুধু তা' নয়—তাঁহারই অভিন্নবিগ্রহ স্বয়ংপ্রকাশ আর এক জনকে প্রেমোন্মত্ত অবধূতবেশী নিতাইচাঁদকে গৌড়দেশে পাঠাইলেন। নিতাই গৌড়দেশে প্রেমের বন্যা প্রবাহিত করিলেন।

নিত্যানন্দ গোসাঞে পাঠাইল গৌড়দেশে।
তিহো ভক্তি প্রচারিল অশেষ বিশেষে॥
মথুরাতে পাঠাইল রূপ সনাতন।
দুই সেনাপতি কৈল ভক্তি-প্রচারণ॥
আপনে দক্ষিণ দেশে করিলা গমন।
গ্রামে গ্রামে কৈল কৃষ্ণনাম প্রচারণ॥

* * * *

অতএব আমি আজ্ঞা দিল সবাকারে।
যাঁহা তাঁহা প্রেমফল দেহ যারে তারে॥
তারত ভূমিতে হৈল মনুষ্য-জন্ম যার।
জন্ম সার্থক করি কর পর উপকার॥

প্রেমের ঠাকুর গৌরনিত্যানন্দের অফুরন্ত প্রেমবন্যা এখনও বন্ধ হয় নাই, কোনও কালে বন্ধ হয় না। মেঘখণ্ড যেমন ক্ষুদ্র লোকলোচন আবৃত করিয়া মানবকে কখনও কখনও নিত্যপ্রকাশ দিনমণির দর্শন হইতে বঞ্চিত করে, কিন্তু সূর্য্যালোকবাসিগণ কোনকালেই দিনমণির দর্শনে বঞ্চিত হয় না, তদ্রূপ অনুচৈতন্যজীবও অবিদ্যামেঘের দ্বারা আবৃত থাকিয়া গৌড়শৈলে নিত্য প্রকাশমান গৌরনিত্যানন্দের তমোধ্বংসনাশক অংশুমালা ও সুশীতল চন্দ্রিকারাশির মধুরিমা উপলব্ধি করিতে পারে না। তখন প্রেমময় মহাবদান্য পরদুঃখদুঃখী ঠাকুর নিজ জনকে প্রেরণ করিয়া লোকের অবিদ্যাতিমির বিদূরিত করিয়া থাকেন। জীব তখন গৌরসুন্দরের প্রেমবন্যায় ভাসিবার সৌভাগ্য লাভ করেন। গৌরনিত্যানন্দের প্রেমের বন্যা জগৎ ভাসাইয়া দিলেন, কত কত সজ্জন দুর্জ্জন নিত্য-সেবানন্দে মত্ত হইলেন।

কিছুকাল পরে আবার অনাদি সৃষ্টির অনাদি বহির্ম্মুখ জীবকুল সেই বন্যা হইতে গা' ঢাকা দিবার চেষ্টা করিল, তখন গৌরসুন্দরেরই ইচ্ছায় ঠাকুর নরোত্তম, শ্রীনিবাস আচার্য্য, প্রভু শ্যামানন্দ প্রভৃতি আসিয়া আবার বদ্ধজীবকে সেই প্রেমবন্যার দিকে ধাবিত করাইয়া দিলেন। কালের কুটীল গতিতে—দৈবী মায়ার অঘটনঘটনপটীয়সী শক্তিতে আবার জগতে কত মায়াবাদী কর্ম্মজড় স্মার্ত্ত, নিন্দক, পাষণ্ড, অন্ধ পঙ্গু অনাদি সৃষ্টির স্রোতে আবির্ভূত হইল। নিত্যাইগুণমণি যেমন একদিন প্রেমবন্যা আনিয়া অবনী ভাসাইয়াছিলেন, সেইরূপ পরদুঃখদুঃখী আর একজন আনি না তিনি কে—তবে এই মাত্র বুঝি যে, সেই প্রেমের ঠাকুর রসরাজশিরোমণি গৌরচন্দ্রেরই কোনও এক অভিন্ন প্রিয়তম জন আবার সেইরূপ প্রেমবন্যায় ভাসিবার জন্য বিশ্বের জীবকে উচ্চকণ্ঠে আহ্বান করিতেছেন। এ প্রেম-বানের ডাকে ত' কত কত 'সজ্জন' প্রেমানন্দে—সেবানন্দে মজিয়াছেন তার ইয়ত্তা নাই, কিন্তু আমাদের মত 'দুর্জ্জন', 'পঙ্গু', 'জড়', 'অন্ধ' পর্য্যন্ত এ বানের ডাকে আত্মরক্ষা করিতে পারে নাই, ভবনদীতে ষড়-রিপুর দেহতরণীখানি কত ভাবী সুখের আশায় বাহিতে-ছিলাম—কর্ণধারবিহীন হইয়া তরণীখানি কতবারই না হাবুডুবু খাইতেছিল, তবের হাটে বণিক্ হইয়া কত লাভের আশায় কত আকাশকুসুম ভাবিতে ভাবিতে কাচের খেলনার পসরাখানা লইয়া দোকান পাতিয়া বসিয়াছিলাম, হঠাৎ চপলার চমকের মত কোথা হইতে বান ডাকিল—ডাকিবামাত্রই সব ভাসাইয়া নিল। তটদেশে যে শক্ত পাকা বাঁধ দিয়া রাখিয়াছিলাম, তাহাও অতিক্রম করিয়া জল উছলিয়া পড়িল—সব ভাসাইল, অগত্যা নিজের ক্ষুদ্রতা উপলব্ধি করিয়া মহতের সহিত সমর সাজিবে না ভাবিয়া গা' ঢালিয়া দিলাম। মহতের স্বভাব শরণাগতকে অভয়প্রদান; তিনি শ্রীচরণে আশ্রয় দিলেন।

কিন্তু আমাদের মত দুর্জ্জন—পঙ্গু-অন্ধকে বন্যায় ভাসাইয়াও ঐ পরদুঃখদুঃখী ঠাকুরের পরিতৃপ্তি হইল না, তিনি তাঁহার প্রাণপ্রভু গৌরসুন্দরের মতই আবার একদল পাতিলেন—নিত্যসিদ্ধ পরিকর হইয়াও আশ্রমীর বেশ স্বীকার করিলেন, অতুল বৈভবযুক্ত হইয়াও অবধূতবরের অকিঞ্চন ত্রিদণ্ডি-ভিক্ষুর মত বেশধারণ করিলেন, স্বয়ং দক্ষিণ দেশের গ্রামে গ্রামে যাইয়া হরিনাম প্রচার করিলেন, কাশীধামে গিয়া মায়াবাদী বহির্ম্মুখ পঞ্চোপাসক স্মার্ত্ত প্রভৃতির নিকট গৌরসুন্দরের অকৈতব প্রেমধর্ম্মের মাধুরী ও উদারতার বিষয় কীর্ত্তন করিলেন, সুদূর নৈমিষারণ্য, অযোধ্যা প্রভৃতি স্থানেও গৌরসুন্দরের শুদ্ধভক্তিকথা প্রচারিত হইল। আবার তদীয় নিজজনগণকে গৌড়দেশের বিভিন্ন স্থানে, উড়িষ্যা, দক্ষিণদেশ প্রভৃতি স্থানে প্রেরণ করিয়া প্রেমধর্ম্মের কথা প্রচার করিলেন। ইহাতেও সন্তুষ্ট হইলেন না—হইবারও কথা নহে—

"অন্যেঃ ফলং পক্ষ প্রেমবৃত্ত্যাভাবস্বভাবকম্"।

—শ্রীল সনাতন গোস্বামী।

তৃপ্তির অভাবই প্রেমের লক্ষণ। সেই প্রেমই সেবার ফল।

"পরিপূর্ণ করিয়া এই জন যায়।
তবে বহির্দেশে গিয়া সে সন্তোষ পায়"।

তাই, সেই পরদুঃখদুঃখী অযোধ্যেশী পতিতপাবন ঠাকুর এবার শ্রীগৌরমণ্ডল-শ্রীগৌড়মণ্ডল-পরিক্রমার আয়োজন করিয়াছেন। যাহারা "লোকদেখান গৌরা-ভক্তা তিলকমাত্র ধরি" ছার অবলম্বন করিয়া গা' ঢাকা দিয়াছিলেন, মুখে গৌর মানিয়া কপটতাকে হৃদয়ে পোষণ করিতেছিলেন, তাহাদের প্রতিই সকরুণ হইয়া বুঝি ঠাকুর এ আয়োজন করিয়াছেন।

ওহে ভ্রাতৃবৃন্দ! আমরা সকলেই এক প্রভুর দাস। দ্বিতীয়াভিনিবেশজ বৃথা মানাপমান ত্যাগ করিয়া, যদি মঙ্গল চাও, প্রেমবন্যায় গা ঢালিয়া দেও। অদ্বৈতাচার্য্যপ্রভুর অভিমানমন্ত্র ভাবিয়া দিয়া বন্যার জলে ভাসাইয়া দেও—প্রেমবন্যার শান্তিবারিতে অভিষিক্ত হও:

"একান্ত সরলভাবে ভজ গৌরধন।
তবে ত' পাইবে ভাই শ্রীকৃষ্ণচরণ॥
গৌরধন বল কর গৌরাঙ্গ বলিয়া।
হরেকৃষ্ণ নাম বল নাচিয়া নাচিয়া॥
অচিরে পাইবে ভাই নামপ্রেমধন।
যাহা বিলাইতে প্রভুর নদে আগমন॥

শ্রীগৌড়মণ্ডল-পরিক্রমা সেবায় সকলে যোগদান করিয়া প্রেমসম্পত্তি লাভ করিবার সুকৃতি অর্জ্জন করুন্, ইহাই আমাদের বিনীত প্রার্থনা।

সার্ব্বভৌমের ভিক্ষা

শ্রীবাসুদেব সার্ব্বভৌমের আর সেদিন নাই! এখন তিনি দীনাতিদীন, শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদমূলে বুকভরে সমাসীন। নয়নে দর দর প্রেমভিধারা প্রবাহিত হইতেছে। হৃদয়ে ভাবসিন্ধু উচ্ছলিত হইয়া, তাহাই নয়নপথে এই প্রবাহ সৃষ্টি করিয়াছে। আপাদমস্তক রোমাঞ্চিত হইয়াছে। বেপথুবিহ্বল অধরপল্লবে মৃদুমন্দ কৃষ্ণনাম ধ্বনিত হইতেছে। শ্রীক্ষেত্রে আসিয়া, প্রভুর পাদপদ্মে প্রণাম করিয়া উঠিয়া, সেই শ্রীমুখকমলে চাহিবামাত্রই, পণ্ডিতজীর এই ভাব উপস্থিত হইয়াছে। তাঁহার নয়নে পলক নাই, নাসায় নিঃশ্বাস নাই, দেহে স্পন্দন নাই—তিনি তন্ময় হইয়া, তাঁহার সেই চাঁদমুখখানিতে চাহিয়া আছেন। চক্ষুঃজলে বুক ভাসিয়া যাইতেছে। তখন প্রেমময় প্রভু আমার, লোহিত অধরে লজ্জিত হাসি লইয়া, ধীরে ধীরে তাঁর হাতখানি ধরিলেন; কি আদরে ডুবানো, কি মধুর কণ্ঠে কহিলেন,—"পণ্ডিত! কি করিতেছ? উঠ, আসন লও; ভাল করিয়া বস; একটু কৃষ্ণকথা বল—শুনি।"

পণ্ডিতজীর প্রত্যুত্তর লাভ করিতে একটু বিলম্ব হইল। আত্মসম্বরণ করিয়া কহিতেছেন—"প্রভো! আপনার বাণীরূপা কৃষ্ণকথা যে মূর্ত্তিমতী হইয়া আমার সম্মুখে! তাহাতেই যে আমি পাগল হইয়াছি; আমার আর বলা কহা যে সব শেষ হইয়াছে—আর বলিব কি? এবার বলা নয়, এবার আমার শোনার পালা। আর গুরু-গৌরবের জন্য, গুরু-আসনের জন্য লালায়িত নহি। আশীর্ব্বাদ করুন্, এখন এই অভাজন, 'যাঁরা জনে জনে পায়েন তারিতে ভুবন' সেই সব আপনার পদাশ্রিত মহাজন—তাঁহাদেরই পদাশ্রয়ে দাসানুদাসের অভিমান লইয়া, চরণে একান্ত অনুগত হইয়া, আপনার সেবা পাইয়া যেন ধন্য হই।"

এই বলিয়া, প্রভুকে আমার আর কিছু বলিবার অবকাশ না দিয়াই, সার্ব্বভৌম আবার বলিলেন,—"প্রভো, আজ একটি আমার বাসনা পূর্ণ করিতে হইবে—করিতেই হইবে—নহিলে বাঁচিব না!"

চাঁদমুখে সেই ভুবনভুলানো হাসিটুকু লাগিয়াই আছে;—প্রভু কহিলেন—"কি বাসনা পণ্ডিত? তোমার কি বাসনা আর অপূর্ণ থাকিবে? তোমার মত কৃষ্ণ-হৃদয় জনের আবার অভাব কোথায়? বল,—কি বলিতেছ।"

"অনেক যত্নে আয়োজন করিয়াছি, বিদুরের খুদ্—প্রভো! দয়া করিয়া আজ আমার ওখানে দু'টি ভিক্ষা লইতে হইবে। আর", "বল,—আর কি?"

"একা যাইতে হইবে। কি জানি, সকলকে একবারে লইয়া গিয়া যদি কিছু ত্রুটি হয়, বৈষ্ণব-অপরাধ হইবে।"

ভক্তবৎসল শ্রীভগবান্,—ভাবগ্রাহী জনার্দ্দন ভক্তের ভাব বুঝিয়া হাসিলেন। তিনি ভক্তবাঞ্ছা-কল্পতরু। তাঁহার "ভক্তবাঞ্ছা-পূরণবিনা নাহি অন্য কৃত্য"। ভক্তবাঞ্ছা তিনি ও পূর্ণ করিবেনই। তবু রঙ্গপ্রিয়, রসিকরাজ, অনেক ছল করিয়া তাঁহার ওখানে এভাবে গমনের অনেক বাধা জানাইয়া, আজ আর যাওয়া হইবে না বলিয়া বার বার নির্ব্বন্ধ দেখাইলেন। কিন্তু সার্ব্বভৌম কিছুতেই ছাড়িলেন না—তাঁহার কোনও কথা শুনিলেন না। কাঁদিয়া কাটিয়া অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া তাঁহাকে সম্মত করিয়া, পরমানন্দে গৃহে ফিরিলেন।

সার্ব্বভৌমের একটি কন্যা আছেন, তার নাম 'ষষ্ঠী', তাহা হইতেই 'ষাঠী' হইয়াছে। ষাঠীর মা আজ আনন্দে ভোর হইয়া শত শত আয়োজনে রন্ধন করিতেছেন। স্বয়ং সার্ব্বভৌম ও কন্যা ষাঠী তাঁহার নানাভাবে সাহায্য করিতেছেন। কাহারও অন্তরে আনন্দ আর ধরে না। বল কি! আনন্দ হইবে না? আজ কি দিন তাঁহাদের! এমন দিন এই জীবের কত ভাগ্যে হয় গো! হায়, হায়,—এ কি আর ভাষায় ব্যক্ত করিবার?

এখানে একটু সার্ব্বভৌমের সংসারের কথা বলি। তাঁহার একমাত্র সন্ততি ষাঠী। ষাঠী বিবাহিতা, বন্ধ্যা। জামাতাটি কুলীন। অপুত্র শ্বশুরের পুত্রস্থান অধিকার করিয়া, তাঁহারই গৃহে—এই শ্রীধামে বাস করেন। নাম—অমোঘ। পূর্ব্ব সংস্কারের বশে এই ইন্দ্রিয়জ্ঞানমত্ত অমোঘটির প্রকৃতি বড় মন্দ। একান্ত কৃষ্ণবিমুখ বহির্জীবে যে সকল দোষ আসিয়া, বহুজনে যেওয়া ও পোকার মত আশ্রয় বাঁধে, ইন্দ্রিয় জ্ঞানে জ্ঞানী হওয়ায় সে সকল দোষই অমোঘকে ঘেরিয়া রাখিয়াছিল। তাহাপর ইন্দ্রিয়জ্ঞান অমোঘকে নানারূপে নাচাইতেছিল। রোগ প্রবল, চিকিৎসা নাই, তার উপর কুপথ্যসেবন যথেষ্ট আছে; কাজেই অমোঘ আরোগ্য না হইয়া সেবা-প্রবৃত্তিরহিত হইয়া ভোগলালসায় দিন দিন ধ্বংসের মুখেই যাইতেছিল। সে শ্বশুর শাশুড়ীর শাসন মানিত না। জামাতা, তা'র কুলীন; কন্যাও যোগ্যা—তাই তেমন শাসন করিতেও কেহ সাহস করিতেন না। অমোঘের ইন্দ্রিয় সেবার পথ বেশ মুক্তই ছিল। দেবোন্মুখ সার্ব্বভৌম তাহাকে ভয় করিতেন। এই অপার আনন্দের মাঝে তাঁহার ভয় কেবল তোমপর অমোঘেরই জন্য। কি জানি বেটা কখন্ আসে, কি করে, ভোগান্ধতাক্রমে কি বলে, শেষে প্রভুকেই কিছু অন্যায় বলিয়া ফেলে।

যথা সময়, শ্রীমন্মহাপ্রভু কৃষ্ণনাম করিতে করিতে স্মিতাননে মন্থরগমনে সার্ব্বভৌমভবনে শুভাগমন করিলেন। সার্ব্বভৌম সমস্ত প্রস্তুত করিয়া, দ্বারে দাঁড়াইয়া অতি উৎকণ্ঠার সহিত পথ চাহিয়াছিলেন। আকাঙ্ক্ষিত, অপেক্ষিত হৃদয়ের ধনকে পাইয়া, তিনি নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলেন। পরম যত্নে তাঁহাকে লইয়া, তাঁহারই জন্য নব-নির্ম্মিত এক সুন্দর গৃহে সুন্দর আসনে বসাইলেন। ষাঠীর সকলকে লইয়া চরণে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। চরণ দুখানি অভিষেক ধোয়াইয়া দিলেন। আর সকলে মিলিয়া সেই পাদোদক পান করিলেন। নিষেধ শুনিলেন না। বলিলেন—পরমদুর্ল্লভ বস্তুকে হাতে পাইয়াছি। এখন প্রাণ ভরিয়া অতীষ্ট সেবাবস্তুর সেবা করিব।

ওদিকে ষাঠী ও ষাঠীর মা ভোজনের স্থান করিয়া দিয়া আসন পাতিয়া, সুন্দর একখানি আজটিয়া কদলী-পত্রে শালান্নরাশি, এবং তাহার তিনদিকে কদলী ও কেয়াপত্ররচিত বহুবিধ দোনায়, বহুবিধ সুপাচিত, সুরভিত ব্যঞ্জনাদি উপকরণ সুসজ্জিত করিয়া দিলেন। অন্নের উপর দিব্যগন্ধ পীতবর্ণ সদ্যঘৃত প্রচুর ঢালিয়া দিলেন। অন্নরাশি সিক্ত করিয়া, সেই ঘৃতধারা পত্রের চারিদিকে প্রবাহিত হইল। তারপর প্রতিপাত্রে একটি করিয়া ধৌত তুলসী এবং অন্নোপরি নবীন তুলসীমঞ্জরী দিয়া, কার্য্য সাঙ্গ করিলেন। সঙ্কেত পাইয়া, সার্ব্বভৌম প্রভুকে উঠাইয়া লইয়া ভোজন-আসনে আনিয়া বসাইলেন।

বসিয়াই প্রভু, আবার মধুর হাসিয়া কিছু ভঙ্গি করিয়া বলিতেছেন—"অলৌকিক এ-সব অন্ন-ব্যঞ্জন। দুইপ্রহরে এত রন্ধন কেমনে হইল? শত চুলায় শতজন পাকে করিলেও যে, এত শীঘ্র এত রান্ধিতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণকে ভোগ দেওয়া হইয়াছে বোধ হয়! এই যে উপরে তুলসী-মঞ্জরী দেখিতেছি। আহা! সার্ব্বভৌম, ভাগ্যবান্ তুমি!

বন্ধু তোমার উদ্‌যোগ! রাধাকৃষ্ণকে এমন ভোগ তুমি দিয়াছ। উত্তম দ্রব্য তাঁকে না দিলে, দান ও দাতা সার্থক হ'বে কেমনে? অন্নের মনোহর সৌরভে বেশ বোধ হইতেছে—রাধাকৃষ্ণ সাক্ষাৎ ইহা ভোজন করিয়াছেন! তোমার ভাগ্য কত প্রশংসিব? এ ভাগ্যের সীমা নাই। আমিও ভাগ্যবান্, ইহার অবশেষ পা'ব। তবে, শ্রীকৃষ্ণের আসনপীঠ উঠা'য়ে রাখ না—আমাকে একটি ভিন্ন পাত্রে প্রসাদ দাও।"

তখন সার্ব্বভৌম বলিতেছেন—স্বর বাষ্পগদগদ নয়ন দুটি আনন্দাশ্রুতে ঢল ঢল, চরণ দুটি দাবা যেইটি লইয়া ভাবাবেশে টলটল, বেপথুবিহ্বল রোমাঞ্চিত অঙ্গে হাত দুটি বক্ষে যুক্তসংযুক্ত—ঘাড়টি একটু ঝুঁকিয়ে হেলাইয়া প্রভুর চাঁদমুখ চাহিয়া বলিতেছেন,—

"————প্রভু না কর বিস্ময়।
যেই খাবে তারি পক্কে ভোগ সিদ্ধ হয়।
উদ্‌যোগ না ছিল মোর গৃহিণীর রন্ধনে।
যার পক্কে সিদ্ধ অন্ন সেই তাহা জানে।"

এই বলিয়া পণ্ডিত প্রভুকে সেই আসনে বসিয়াই ভোজন করিতে বলিলেন। প্রভু বলিলেন,—"এ যে কৃষ্ণের আসন—পূজ্য! এ'তে বসিব কেন?" পণ্ডিত একটু হাসিয়া উত্তর দিলেন,—"অন্ন ও আসন, দু'টিই সমান প্রসাদ।" (ক্রমশঃ)

প্রচার-প্রসঙ্গ

গত ২০শে রবিবার দিবস শ্রীগৌড়ীয় মঠে শ্রীযুক্ত অদ্বৈতদাস অধিকারী মহাশয় তাঁহার সধর্ম্মিণীর শ্রাদ্ধ-মহামহোৎসব সম্পন্ন করিয়াছেন।

বালির কতিপয় বিশিষ্ট ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির হরিকথা-প্রচারের প্রস্তাবে ওঁবিষ্ণুপাদ পরমহংসঠাকুর গৌড়ীয়ের অন্যতম সম্পাদক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি, এ, মহাশয়কে হরিকথা কীর্ত্তন করিবার জন্য আদেশ করেন। তদনুসারে গত রবিবার দিবস বিদ্যাবিনোদ মহাশয় শ্রীগৌড়ীয়মঠের কতিপয় ভক্তের সহিত বালি বেড়াচেম্পতলা 'বঙ্গ-শিক্ষ-বিদ্যালয়ে' "সনাতনধর্ম্ম-সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করিতে উপস্থিত হইলে পরমভাগবত শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বসু বি, এ, শ্রীশ্রীবিষ্ণুবৈষ্ণব রাজসভা ও বক্তার সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করেন। তৎপরে বক্তা পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ মহোদয় সুদার্শনিক সিদ্ধান্তপূর্ণ ওজস্বিনী ভাষায় একটী হৃদয়গ্রাহিণী বক্তৃতা করেন। বালির বহু বিশিষ্ট ও প্রাচীনব্যক্তি এবং স্কুল কলেজের ছাত্র ও শিক্ষকমণ্ডলী সভায় উপস্থিত ছিলেন। সকলেই প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত প্রায় দুই ঘণ্টা কাল অতি মনোযোগের সহিত বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া বলেন যে, এরূপ চমৎ সিদ্ধান্তপূর্ণ হৃদয়স্পর্শিনী বক্তৃতা তাঁহারা কখনও শুনেন নাই। আশা করি, ঐ সকল তাগবতী কথা যদি প্রকৃতপক্ষে একটী সুকৃতিমান জীবের হৃদয়ে সত্য সত্য স্পর্শ করিয়া তাঁহাকে নিত্যশুদ্ধ অকৈতব কৃষ্ণসেবাধর্ম্মে প্রণোদিত করেন, তবেই পরম মঙ্গল। বালির প্রচারে শ্রীযুক্ত সত্যচরণ চট্টোপাধ্যায় ও কার্ত্তিকচন্দ্র ঘোষ মহাশয় দ্বয়ের উৎসাহ ও আগ্রহ বিশেষ প্রশংসার্হ।

গত ২১শে পৌষ সোমবার শ্রীগৌরহরিবাসরে একটী নিত্য স্মরণীয় ও বিশেষ আনন্দসংবাদ এই শ্রীপাট হরিদাস ব্রহ্মবাসী ও শ্রীপাদ শ্রীনাথভট্টদৈশিক ভ্রাতৃদ্বয়ের সুদীর্ঘকাল যাবৎ গুরুগৌরাঙ্গের অকপট-সেবায় সন্তুষ্ট হইয়া ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংসঠাকুর তাঁহাদিগের উভয়কেই পবিত্রারোহাচার্য্য ত্রিদণ্ডি-ভিক্ষুর অধিকার ও বেষ প্রদান করিয়াছেন। এই ত্রিদণ্ড-গ্রহণ-প্রথা বৈদিককাল হইতেই বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের মধ্যে চলিয়া আসিয়াছে। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীপাদ লক্ষ্মণ দেশিক বা রামানুজপাদ এই ত্রিদণ্ডগ্রহণ করেন। গৌড়ীয়-বৈষ্ণবের মধ্যে শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামী-প্রভুর শ্রীকরকমলে শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ এই ত্রিদণ্ডগ্রহণপূর্ব্বক জগতে হরিকথা প্রচার করিয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবত একাদশস্কন্ধের ভিক্ষুগীতাদির অবধীনগণের বৈষ্ণব-ত্রিদণ্ডীর

কথা দেখিতে পাই। মহামহোপাধ্যায় রঘুনন্দন ভট্টাচার্য 'একাদশীতত্ত্বে' যে স্মৃতিবাক্য উদ্ধার করিয়াছেন তাহাতেও ত্রিদণ্ডিভিক্ষুকে দেখিবা মাত্র প্রণাম না করিলে একটী পূর্ণদিবস উপবাস দ্বারা প্রায়শ্চিত্ত করিবার ব্যবস্থা রহিয়াছে। যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা—যতিপ্রকরণ, হারীতসংহিতা—৬ষ্ঠ অধ্যায়, ব্রহ্মবৈবর্তসংহিতা-১১০ শ্লোক, দক্ষসংহিতা-১৩ শ্লোকেও বৈষ্ণব-ত্রিদণ্ডীর মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে। বর্ত্তমানযুগে অপকর্ষাধিক্যে অনাদরহেতু যে প্রকার বর্ণধর্ম্মের ব্যভিচার দৃষ্ট হইতেছে তদ্রূপ আশ্রমধর্ম্মেরও অত্যন্ত দুর্দশা হইয়া পড়িয়াছে। স্বরূপোদ্বোধক ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম, প্রকৃত বিষ্ণুভজন-পর গৃহস্থাশ্রম, এক প্রকার লুপ্তপ্রায়। সুতরাং হরি-ভজনানুকূল বানপ্রস্থ বা যতি-আশ্রমের আর কি প্রকারে আশা করা যাইতে পারে? আজকাল গৃহস্থধর্ম্মের ছলে 'মুখে বিষ্ণুমানা' গৃহব্রত বা গৃহমেধীর ধর্ম্ম বা কপট বিষ্ণুভোগবুদ্ধিপর প্রাকৃত সাহজিক ধর্ম্মের হাত হইতে মনুষ্য সমাজকে উদ্ধার করিতে আবার স্বরূপোদ্বোধক ব্রহ্মচার্য্যাশ্রম ও বৈষ্ণব-ত্রিদণ্ডিগ্রহণ-প্রথা পুনঃপ্রচলন হওয়া আবশ্যক। অতএব, যে মহাত্মগণ 'আপনি আচরি ধর্ম্ম' অপরকে শিখাইবার জন্য ও এইরূপ কায়মনোবাক্যে দ্বারা হরিগুরু-বৈষ্ণবসেবায় কৃষ্ণসংসারের জীবমাত্রেরই নিযুক্ত হওয়া কর্ত্তব্য—এই নিত্য মঙ্গলময়ী বাণী শুনাইবার জন্য পরিব্রাজক ভিক্ষুর বেশগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের শ্রীপাদপদ্মে আমাদের পুনঃ পুনঃ নমস্কার, পুনঃ পুনঃ প্রণতি। তাঁহারা শ্রীগুরুদেবের নিকট হইতে যথাক্রমে ত্রিদণ্ডি-ভিক্ষু **শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস পর্ব্বত** ও **শ্রীমদ্ভক্তি-প্রকাশ অরণ্য** এই সন্ন্যাস নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন।

কলিকাতা কলেজ স্কোয়ারে কয়েকদিবস প্রত্যহ অপরাহ্ণে ত্রিদণ্ডীস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস পর্ব্বত ও শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ মহারাজদ্বয়, শ্রীপাদ নন্দসুত ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভৃতি প্রচারকগণ হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছেন।

কলিকাতা টালানিবাসী পরম ভাগবত বদান্যবর শ্রীযুক্ত গোপাল চন্দ্র দাস মহোদয় শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভায় গ্রন্থপ্রচারকার্য্যে যে অর্থ দ্বারা আনুকূল্য করিতেছেন, তজ্জন্য তিনি আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদের পাত্র। সেই দানযোগে উঁহার পুরুষ সত্য সত্যই শ্রীগৌরসুন্দরের একজন কৃপাপাত্র জন। 'অর্থ' অনর্থের মূল বটে, কনক, কামিনী, প্রতিষ্ঠা অত্যন্ত ঘৃণ্য ও ত্যাজ্য বস্তু বটে, কিন্তু মহাজন গাহিয়াছেন—

তোমার কনক, তোমের অনঙ্গ,
কনকের দ্বারে দেহ দাসব।

ভাগবত কীর্ত্তন করিয়াছেন—(১০।২২।২৩)

এতাবজ্জন্মসাফল্যং দেহিনামিহ দেহিষু।
প্রাণৈরর্থৈর্ধিয়া বাচা শ্রেয় আচরণং সদা॥

শ্রীগৌরসুন্দরও স্বমুখে বলিয়াছেন—

"ভারত ভূমিতে হৈল মনুষ্য জন্ম যার।
জন্ম সার্থক করি' কর পর-উপকার॥"

হরিসেবায় প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি, বাক্য নিযুক্ত হইলেই জীবের 'পর' বা শ্রেষ্ঠ উপকার সাধিত হয়। কর্ম্মকাণ্ডের ঘটায় অর্থ নিযুক্ত হইলে তাহার দ্বারা জীবের চরম নিত্য মঙ্গল সাধিত হয় না। সুতরাং যাঁহার হরিসেবাতে অর্থাৎ যাহাতে জীবের স্থায়ী পরম শ্রেষ্ঠ উপকার হরিসেবায়-বৃত্তি উন্মেষিত হয়—সেইরূপ মহৎকার্য্যে অর্থ নিযুক্ত করিবার সুবুদ্ধি উদিত হইয়াছে, তিনি নিশ্চয়ই পরম সুকৃতিশালী দেবতাবন্দ্য পুরুষ। ত্রিপুরার মহারাজ ও শ্রীযুক্ত ধনবালী দাস বাহাদুর বৈষ্ণবগ্রন্থ প্রচারের জন্য বহু অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন, পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত গোপাল চন্দ্র দাস মহোদয়ের অভিলাষ আগ্রহ তদপেক্ষা কোনও অংশে ন্যূন নহে। উঁহার আনুকূল্যে আমরা শীঘ্রই শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের কতিপয় অপ্রকাশিত গ্রন্থরাজি ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের পরিবর্দ্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ দর্শন করিতে পারিব।

গৌড়ীয় পাঠকগণ শুনিয়া সুখী হইবেন যে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দের শুভ ইচ্ছায় শ্রীশ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচার কার্য্য

ক্রমশঃই ক্রমবর্দ্ধিত হইতে থাকায় শ্রীগৌড়ীয় মঠ ও শ্রীগৌড়ীয় কার্য্যালয়ের জন্য আরও বিস্তৃত স্থানের আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। বর্ত্তমান শ্রীভক্তিবিনোদ আসন ও শ্রীগৌড়ীয় মঠের অতি সন্নিকটেই নাথা কার্য্যালয়রূপে একটী সুবৃহৎ অট্টালিকায় "সারস্বত-আসন," গৌড়ীয় গ্রন্থ-মন্দির এবং অনুসন্ধান কার্য্যালয় খোলা হইল। গৌড়ীয় গ্রন্থ-মন্দিরের জন্য কাশীধাম, অযোধ্যা, বোম্বাই, মাদ্রাজ প্রভৃতি স্থান হইতে বহু দুষ্প্রাপ্য ও বহুমূল্য শাস্ত্রগ্রন্থ সংগৃহীত হইয়াছে।

পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ, নিত্যানন্দবংশ পণ্ডিত শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু বাদবাদ অঞ্চলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শুদ্ধভক্তি কথা প্রচার করিতেছেন।

পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদতীর্থ মহারাজ, শ্রীপাদ হরিপদ ভট্টদৈশিক মহোদয় প্রভৃতি প্রচারকগণ ঢাকায়, পরে ত্রিপুরায় হরিকথা প্রচার করিতেছেন।

শ্রীযুক্ত নন্দসুত ব্রহ্মচারিপ্রমুখ প্রচারকবৃন্দ বর্দ্ধমান জিলার বহুস্থানে শুদ্ধভক্তিকথা প্রচার করিতেছেন।

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিলাস পর্ব্বত মহারাজ ঘাটাল অঞ্চলে কতিপয় ভক্তসহ মেদিনীপুরে এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ কতিপয় ব্রহ্মচারীসহ মেদিনীপুরের গণেশবপুর প্রভৃতি স্থানে হরিকথা প্রচার করিতেছেন।

পরিক্রমায় প্রস্তাবিত দ্রষ্টব্য

স্থানসমূহের তালিকা।

কলিকাতা হইতে—

২৪পঃ জেলা (কলিকাতার দক্ষিণ)—হরিভোগ ঐ (কলিকাতার উত্তরে)—বরাহনগর, পাণিহাটী, এড়েদহ, খড়দহ, কাঁচড়াপাড়া, হালিসহর বা কুমারহট্ট

বর্দ্ধমান—বেনাপোল, বুধুন, যোবখাড়া, শ্রীখণ্ড, তালঝড়ি, হরিনদী ও মহেশপুর।

মল্লীভূম—জোড়বাংলা, বড়গাছি, পলিগ্রাম, কদুলপুর, অগ্রদ্বীপ, যোগাদ্যা, শান্তিপুর ও ফুলিয়া।

রাজসাহী—খেতরী

মালদহ—রামকেলি, গয়েশপুর।

মুর্শিদাবাদ—গাম্ভিলা, সৈদাবাদ, নেবাদ্রিশপাড়া

সাঙ্গতলপল্লগশা বা রাজমহল } —কানাইর নাটশালা

বীরভূম—একচাকা, কেন্দুলি, নানুর।

বাঁকুড়া—বিষ্ণুপুর

মেদিনীপুর—বারেন্দাবাহাদুরপুর, গোপীবল্লভপুর, শিহলদা।

হাওড়া—খানাকুল, ওড়াকান্দিপুর।

হুগলী—বল্লভপুর, চাতরা, মাহেশ, বালিপাড়া, কৃষ্ণপুর, সপ্তগ্রাম, বলাগড়।

বর্দ্ধমান—বাঘনাপাড়া, কালনা, পিঁয়াগীগঞ্জ, কুলীনগ্রাম, দেমুড়, ধানকরদহা, মহলাডাঙ্গী, কৈতলগ্রাম, কাঞ্চনপুর, আকাইহাট, কাটোয়া, চাখন্দি বাজিগ্রাম, শ্রীখণ্ড, উদ্ধারণপুর, কাঞ্চনপুর, কোগ্রাম।

প্রশ্নোত্তর তত্ত্ব ঃ

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

প্রশ্নগুলি যথা—

১। পূর্ব্বোক্ত সমাধির পর উত্তোলন পূর্ব্বক তাহাকে দাহাদি ক্রিয়াসম্পাদনে বহু অধিবেশ লইয়া পুনঃ সমাধি করা কি সঙ্গত কিনা ?

২। কৃত বৈষ্ণব দেহের সমাধি কিরূপ ভাবে করিতে হয় ?

৩। সমাধি সম্বন্ধে প্রকার ভেদ আছে কি না?

৪। উদাসীন বৈরাগী ও গৃহী বৈষ্ণব ভেদে সমাধির রূপ ভেদ কি না?

৫। যে গৃহীবৈষ্ণব, গৃহধর্ম্ম প্রতিপালন পূর্ব্বক ভজন সাধন করেন, তাঁহার দেহান্তে তাঁহার মৃতদেহের সংকার এবং কুলক্রিয়া ও পারমার্থিক শ্রাদ্ধ কার্য্যাদি কিরূপভাবে সম্পন্ন হওয়া উচিত?

৬। যদি কোন গৃহী, একাকী বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বন পূর্ব্বক ভজন-সাধন-নিরত হন, আর তাঁহার স্বপরিজন স্বস্থানেই থাকেন, তবে তাঁহার দেহ অন্তে তাঁহার মৃতদেহের সংকার এবং পারমার্থিক কার্য্যাদি কাহার দ্বারা কিরূপ ভাবে সম্পন্ন হইবে?

৭। মাহিষ্যগণের তুলনায় আজকাল গৃহী বৈষ্ণবগণের মধ্যেও অনেকেই পারস্পর্য্য ত্রিরাত্র, পঞ্চাহ, দশাহকাল অশৌচ ধারণ করিতেছেন, এক্ষণে কোন্‌টী অবলম্বনীয়?

৮। দেখি নাই শুনা কথা—এই যে, অনেক বৈষ্ণবের সম্পত্তি গোঁসাই সরকারের অধিকারে যায়, তাহা কিরূপ ভাবের?

৯। দেখা যায় গৃহী বৈষ্ণবের পরমার্থতঃ, মৃতদেহের চতুর্থদিনে চাতুর্থিক শ্রাদ্ধ, উত্তরীয় ধারণ, দশাহ শ্রাদ্ধ ও জালাবলী হরিয়ার আদি নাই; কিন্তু লোকতঃ অশৌচধারণ কুলক্রিয়াদি কার্য্য করা হয়, এইরূপ উভয় ভাবাপন্ন অবস্থায় ধর্ম্মতঃ এবং লোকতঃ রক্ষা করিয়া চলিবার সদুপায় কি?

১০। কোন্ পুস্তকে বৈষ্ণবের জন্মাবধি সংস্কার পদ্ধতি এবং ক্রিয়াকলাপাদির সংবিধানে আছে, যদি থাকে তাহা কি?

উত্তর।

বিষয় "গো—সাঁই সরকারে" পাইবার আবশ্যকতা নাই। পুত্রগণই পাইবে। আজকাল কন্যত্যাগী পুত্রও বিষয় পাইবার ব্যবস্থা পাইয়াছে, বিলাতের প্রিভি কাউন্সিল গৃষ্টান জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুরের প্রসঙ্গে উহাই সাব্যস্ত করিয়াছিলেন, উহাই এখনকার আইন হইয়াছে। তবে কোন সন্ন্যাসী মঠ স্থাপন করিলে বা ভেকধারী আখড়াদি বাঁধিলে তাঁহার নির্দ্দিষ্ট উত্তরাধিকারী অথবা তাঁহার চেলাগণের মধ্যে নির্ব্বাচিত কেহ মোহান্ত হইয়া আখড়া সম্পর্কে সকল সম্পত্তি পাইতে পারেন, এ ক্ষেত্রে তাহার কোন আশঙ্কা নাই। এক্ষণে সম্পত্তি দেবোত্তর হয় নাই।

দ্বিতীয়প্রকার সমাধির কথা যাহা লিখিয়াছেন, তাহাই "গৃহী বৈষ্ণবের" পক্ষে উপযোগী। তবে যদি কোন পরমহংস বৈষ্ণবগৃহে থাকেন, তাঁহার অনুগত দাস অর্থাৎ শিষ্যগণ তাঁহার কলেবর ভস্মসাৎ না করিয়া সমাধিস্থ করিতে পারেন। সে স্বতন্ত্র কথা, এক্ষেত্রে তাহার কোন সম্ভাবনা ছিল বলিয়া মনে হয় না।

আপনাদের প্রশ্নগুলির উত্তর নিম্নে প্রদত্ত হইল।

১। সমাধিস্থ দেহকে উত্তোলন করিয়া পুনঃ অগ্নি সমাধিস্থ করায় বিশেষ দোষ হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। তবে পূর্ব্বে সমাধি না হইলেই ভাল ছিল। ২।৩।৪। এই তিনটী প্রশ্নের উত্তর পূর্ব্ব লিখিত পত্রোত্তরেই পাইবেন।

৫। যে গৃহে সকলেই বৈষ্ণবদীক্ষা গ্রহণপূর্ব্বক গৌড়ীয় শিরোমণি গোস্বামিবর্গের অন্যতম, শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর অত্যন্ত প্রিয় পার্ষদ শ্রীপাদ গোপালভট্ট গোস্বামিলিখিত শ্রীহরিভক্তি বিলাস ও সংক্রিয়া-সারদীপিকা এই বৈষ্ণবস্মৃতি নিবন্ধদ্বয়ের ব্যবস্থা পালন করিয়া বৈষ্ণব-সদাচারযুক্ত থাকেন, সে গৃহে কেহ স্বধামপ্রাপ্ত হইলে তাঁহার পরিত্যক্ত দেহ ভস্ম করাই সঙ্গত তদ্বিপর্য্যয়ে সমাধিস্থ হইলে দোষ।

৬। বৈষ্ণব গৃহে থাকিয়া অবৈষ্ণবসঙ্গ করেন না। তবে যদি কোনও পতিকে গৃহে থাকা কালে তাঁহার দেহ ত্যাগ ঘটে, তাহা হইলে তাঁহার দেহসম্বন্ধযুক্ত ব্যক্তিগণের কর্ত্তব্য এই যে তাঁহারা যেন তাঁহার শিষ্য বা সতীর্থব্রাতা (একগুরুর শিষ্য) দ্বারা তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া বৈষ্ণব আচার অনুযায়ী সম্পাদন করান।

৭। বৈষ্ণবশ্রাদ্ধ সম্বন্ধে মাহিষ্যগণের জাতীয় আচার দেখিবার প্রয়োজন নাই। বৈষ্ণবের অশৌচ নাই। বৈষ্ণবের জন্মমৃত্যুতে মিত্য সকলেরই

প্রাদ্ধকৃত্য হয়। তথাপি কিঞ্চিৎ কর্ম্মতাৎপর্য্যবিশিষ্ট ব্যক্তিগণের জন্য শ্রীশ্রীমহাপ্রভাদি দ্বারা প্রাদ্ধের বিধি আছে। দীক্ষিত সংস্কৃত বৈষ্ণবগণ ব্রাহ্মণাধিকার জন্য সাধারণতঃ একাদশাহে প্রাদ্ধ করিয়া থাকেন। যে কোনও দিনে প্রাদ্ধ করিতে পারা যায়। তবে মাহিষ্য বৃদ্ধিতে পক্ষান্তে বা মাসান্তে কৃতপ্রাদ্ধ বৈষ্ণবপ্রাদ্ধ নহে। গৌড়ীয় ৩য় খণ্ড ১৪ সংখ্যা প্রাদ্ধতত্ত্ব দেখুন।

৮। এই প্রশ্নের উত্তর পত্রোত্তরমধ্যেই প্রদত্ত হইয়াছে। অন্যে দোষ অবধারণ করিয়া যদি কেহ কাহারও সম্পত্তি লইয়া থাকে ও আদালত না হইয়া থাকে, তাহার জন্য কাহাকে দায়ী বলিব?

৯। এই প্রশ্নের উত্তরে এ বিষয় কথঞ্চিৎ আলোচিত হইয়াছে। আর্ত্ত সমাজে সাধারণতঃ অবৈষ্ণবপথ। সুতরাং ঐ সমাজের ব্যবস্থা বৈষ্ণবতা-বিরোধিনী। পরস্পর বিরুদ্ধ ভাবের সম্মেলন হইতে পারে না। যাহারা অবৈষ্ণব তাহারা যাহা ইচ্ছা তাহা করিবে। যাঁহারা বৈষ্ণব সদাচার গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহারা বৈষ্ণব বিধি পালন করিয়া কখনও প্রেতশ্রাদ্ধাদি হেয়কর্ম্মে লিপ্ত হইবেন না। স্থূল ও সূক্ষ্ম একত্র রক্ষা সম্ভবপর নয়।

১০। শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামিপাদ দ্বারাই শ্রীল সনাতনপ্রভু, সুতরাং শ্রীমন্মহাপ্রভু বৈষ্ণব স্মৃতি প্রচার করিয়াছেন। তাঁহার রচিত শ্রীহরিভক্তিবিলাস, শ্রীসৎক্রিয়াসার দীপিকা ও তৎপরিশিষ্ট সংস্কার দীপিকাই বৈষ্ণব দীক্ষা-গ্রহীতার একমাত্র উপজীব্য। জন্মাবধি সংস্কার এক কথায় দেওয়া অসম্ভব। উহা জানিতে হইলে শ্রীসৎক্রিয়াসারদীপিকা ও সংস্কারদীপিকা বিশেষ করিয়া পড়িতে হইবে। গৌঃ সঃ

আচার্য্যানুগমনে।

১। বাঙ্গালাদেশে—

গত ২রা পৌষ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের আনুগত্যে শ্রীগৌড়ীয় মঠ-রক্ষক আচার্য্যাত্মজ শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অদ্বৈতদাস অধিকারী প্রভৃতি কতিপয় শুদ্ধভক্ত-সঙ্গে বারাণসী-ধামে শ্রীশ্রীবিন্দুমাধব জীউ (প্রচলিত নাম—বেণীমাধব) দর্শন করিবার সৌভাগ্য লাভ করি। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত পাঠে আমরা জানি যে, কাশীতে অবস্থানকালে শ্রীমন্মহাপ্রভু অতি নিকটবর্ত্তী 'পঞ্চনদী-ঘাটে' স্নানাদি করিয়া সর্ব্বাগ্রে শ্রীবিন্দুমাধব জীউ দর্শন করিতেন, তৎপর শ্রীতপনমিশ্রের গৃহে ভিক্ষা গ্রহণ করিতেন।

শ্রীবিন্দুমাধব—চতুর্ভুজ শ্রীনারায়ণ বিগ্রহ। পূজারীর সহিত আলাপে জানা গেল যে, মন্দিরটী ন্যূনাধিক ২০০ বৎসর যাবৎ পোষাই-পুনা জেলাস্থগত আউন্ধ নামক জনপদের প্রতিনিধি-(জমীদার) গণের তত্ত্বাবধানে পরি-চালিত হইতেছে। আউন্ধ—রহমৎপুর ষ্টেশন হইতে ৩ মাইল দূরে অবস্থিত। জমীদার ও ঐ প্রতিনিধি-গণের প্রথম পুরুষ, তাঁহার উত্তরাধিকারীসূত্রে বালসাহেব পান্থ বর্ত্তমানে এই মন্দিরের সেবায়েত। ইঁহারা মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ। ঐ মন্দির হইতে কিছু দূরে "বড়বট" নামক স্থান—শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব যে বটবৃক্ষের নিম্নে বিশ্রাম করিতেন বলিয়া প্রবাদ, তাহার নাম অনুসারে "চৈতন্যবট" বলিয়া খ্যাত তথায় মহাপ্রভুর কোন স্মৃতিচিহ্ন অনুসন্ধান করিতে করিতে একটী গলির ভিতর শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের একটী সমাধিস্থান আছে দেখা গেল। মধ্বাচার্য্য তাঁহার অনুগত ভক্তমণ্ডলীর নিকট 'মহাপ্রভু' নামে পরিচিত। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব "বড়বটে" অবস্থান করিতেন, কিন্তু শ্রীচন্দ্রশেখরের ভবন কোথায়, কোথায় ভিক্ষা গ্রহণ করিতেন অর্থাৎ তপনমিশ্রের গৃহ কোথায়, মায়াবাদিদলপতি শ্রীমৎপ্রকাশানন্দ সরস্বতীর স্থান কোথায়—ইত্যাদি বিষয়ে বিশেষ অনুসন্ধান করিয়াও কিছু সন্ধান পাই নাই। তবে ঐ বড়বটেরই নিকটবর্ত্তী কোন স্থান শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরণরেণু লাভে পবিত্রীকৃত হইয়াছিল। হায়, যে মায়াবাদতপ্ত মরুভূমি শ্রীদা প্রেমের ঠাকুর গৌরসুন্দর প্রেমের পসরা মাথায় লইয়া অজস্রধারায় প্রেমবন্যায় ভাসাইয়া দিয়াছিলেন,

যে স্থানে একদা মায়াবাদাকাশের প্রচণ্ডসূর্য—সমগ্র ভারতের একচ্ছত্র নরপতি প্রকাশানন্দ সরস্বতী—কক্ষচ্যুত হইয়া চৈতন্যচরণে লুটাইয়া পড়িয়াছিলেন—সেই স্থান আজ লোকলোচনের অগোচর থাকিয়া—"ঘাটে না বিকায় চাউল" উক্তির সার্থকতা সম্পাদন করিতেছে। কাশীর লোক এখন

• • •

• • নিরন্তর কৈল যত ভেক্ষ আদি।

সবে এড়াইল মাত্র কাশীর মায়াবাদী।

এই বাক্যের সার্থকতা করিতেছে।

একটা দারুণ ক্ষোভ ও বিষাদের ঢেউ আসিয়া হৃদয় আলোড়িত করিল। গৌরসুন্দরের নিকট সকাতর নিবেদন করিলাম—প্রভো, আবার যেন এই ঘোরপেষী-ঘানে তোমার ভক্তভক্তগণের শ্রীমুখকীর্ত্তিত তোমার নামপ্রেমধ্বনি অজস্রধারায় বর্ষিত হইয়া ভক্তিসুধাস্রোতে প্রকটিত করে—আবার অনাদিবহির্ম্মুখ জীবগণ গৌর-বিহিত কীর্ত্তন শুনিয়া জন্ম সার্থক করুক—জীবন ধন্য করুক।

সুখের বিষয়, কিয়দ্দূরে পরলোকগত পণ্ডিতভূষণ নিরোগী মহাশয়ের আন্তরিক যত্ন ও চেষ্টাফলে তদীয় গৃহে শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের শ্রীঅর্চ্চাবিগ্রহ বিরাজমান দেখিলাম। তাঁহার শাশুড়ী ঠাকুরাণীর তত্ত্বাবধানে বর্ত্তমান সেবা চলিতেছে।

অতঃপর বল্লভাচার্য্য-সম্প্রদায়ের শ্রীশ্রীগোপালজীউর মন্দির দেখিলাম। তথায় উক্তসম্প্রদায়ের মুখপত্র "বৈষ্ণব-বৈভব" নামক মাসিকপত্রের সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত হরিপদ ভট্টাচার্য্যের সহিত আলাপ হইল। তিনি নিজ সম্প্রদায়বৈভববিজ্ঞানে বিশেষ অভিজ্ঞ, তাঁহার নিকট শুনিলাম, ১৮০৮ সম্বতে অর্থাৎ ১৭৩ বৎসর পূর্ব্বে এই মন্দির নির্ম্মিত হয়। মন্দিরটীর সেবানির্ব্বাহের জন্য বার্ষিক ১।০ দেড় লক্ষ টাকা খরচ হয়। বল্লভাচার্য্যের পুত্র বিঠ্ঠলনাথের অধস্তন গৌত্রবংশের বিভিন্নশাখাই এখন সমস্ত মন্দিরাদির মালিক। তাঁহারা এক এক জন বহু শিষ্য ও ধনসম্পত্তির অধিকারী। তাঁহাদের মূল মঠ 'নাথদ্বার' নামক স্থানে অবস্থিত। উহাতে রাজপুতনার অন্তর্গত 'চিতোর' ষ্টেশন হইতে ১৭ মাইল মোটরগাড়িযোগে পৌঁছিতে হয়। এই সম্প্রদায়ে গোস্বামিসন্তানগণের মধ্যে বহু পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়া বহু গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন তন্মধ্যে শ্রীপুরুষোত্তম মহারাজই পাণ্ডিত্যপূর্ণ-লিখনে সুপ্রসিদ্ধ। তিনি মায়াবাদমতপ্রচারকদের অন্যায়লীলিকের পক্ষবাত্যুপঘাত খণ্ডন করিয়াছেন। নাথদ্বার ব্যতীত ইঁহাদের অপর দুইটী প্রধান মঠ সেবাসৌষ্ঠব তারতম্যক্রমে কোটা, কাকালি, গোকুল, কামাবন, বারাণসী ও পুনরায় কামাবন প্রভৃতি স্থানে অবস্থিত।

২। অযোধ্যাক্ষেত্র—

দুই চারিদিন পরে আমরা সকলেই আচার্য্য শ্রীপাদ পরমানন্দ, শ্রীপাদ কীর্ত্তনানন্দ ব্রহ্মচারিদ্বয়ের সমভিব্যাহারে বেণারস ক্যাণ্টনমেণ্ট হইতে সন্ধ্যা ৬।৩৫ মিঃ গাড়ী চড়িয়া রাত্রি প্রায় ১২।০ টার সময় অযোধ্যা ষ্টেশনে পৌঁছি। সেই রাত্রি ষ্টেশনের ঠিক পিছনেই অবস্থিত ধর্ম্মশালায় যাপন করিয়া পরদিন প্রাতে ৩।৪ মাইল ঘুরে এক পাণ্ডার গৃহে গমন করি। নিকটবর্ত্তী সরযূনদীর জলস্পর্শান্তে পথপ্রদর্শক সহ দ্রষ্টব্যস্থানগুলি দেখিতে গিয়া প্রথমে যজ্ঞবেদ্রে শিব (রামঘাট ও ক্ষেত্রপাল)-দর্শন করতঃ ক্রমশঃ 'কনকভবন', 'রত্নসিংহাসন', ভরতের শ্রীরামচন্দ্রপাদুকা-পূজার মন্দির প্রভৃতি মন্দিরে গমন করিলাম। তন্মধ্যে কনকভবনটীকে প্রস্তরনির্ম্মিত প্রকাণ্ড ত্রিতল রাজপ্রাসাদ বলিলে অত্যুক্তি হয় না—পাণ্ডামুখে শুনিলাম, শ্রীরামচন্দ্র সীতাদেবীকে বিবাহ করিয়া প্রথমে এই স্থানে অবতরণ করিয়াছিলেন। অনুসন্ধানে জানিলাম, এই সুবৃহৎ মন্দিরটী মধ্য ভারতবর্ষের ঝান্সি-জেলান্তর্গত টিকমগড়ের রাজভক্ত কোন নৃপতি কর্ত্তৃক বহু লক্ষ মুদ্রাব্যয়ে নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহাতে শ্রীরামসীতা-বিগ্রহ আছেন। "রত্ন-সিংহাসন" মন্দিরটী রামানন্দীসম্প্রদায়ভুক্ত কোন সন্ন্যাসীর চেষ্টা ও যত্নফলে নির্ম্মিত হইয়াছে—ইহাতেও শ্রীরাম ও সীতাদেবীর বিগ্রহ—বিপরীত দিকে শ্রীহনুমানজীর বিগ্রহ পূজিত হইতেছেন। তৎপরে ভরতজীর মন্দিরে

দর্শন করিয়া সিংহাসনোপরিস্থিত শ্রীরামপাদুকা ও নিম্নে উপবিষ্ট ভরতজীকে দর্শন করিলাম। তৎপর বহু মন্দির অতিক্রম করিয়া অবশেষে শ্রীরামচন্দ্রের জন্মস্থান যোগপীঠ দর্শন করিয়া কৃতকৃতার্থ হইলাম। প্রস্তর বাঁধান একটী বেদীর উপরে একটী ষষ্ঠের চালার অভ্যন্তরে শ্রীরাম-সীতা-বিগ্রহ সেবিত হইতেছেন—উহার সংলগ্ন প্রাচীরের পার্শ্বেই মুসলমানগণের একটী প্রকাণ্ড মস্‌জিদ ঔরং জীবের হিন্দুধর্ম-বিদ্বেষের জলন্ত সাক্ষ্যরূপে বর্ত্তমান। এক সময় সমুদয় স্থানটীই মুসলমান ভূপতিগণ বলপূর্ব্বক অধিকার করিয়া রাখিয়াছিল, পরে বহু যুদ্ধ ও বিবাদ ফলে হিন্দুগণ মুসলমান অধিকারপাশ বিচ্ছিন্ন করিয়া, মাতা যেমন নিষ্ঠুর তস্করের হস্ত হইতে স্বীয় একমাত্র ক্ষুদ্র শিশুটীকে দুই হাতে চাপিয়া বক্ষোমধ্যে লুক্কায়িত রাখিয়া সযত্নে রক্ষা করে, ঠিক তেমনভাবে আজও অতীতের বহু বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া বহু ক্লেশ ও ত্যাগ স্বীকারান্তে প্রবল অত্যাচারের মধ্যে স্বীয় আরাধ্য-দেবের প্রকটভূমিখণ্ডটুকু সযত্নে রক্ষা করিয়া আসিতেছে। এই সব কথা চিন্তা করিয়া চিত্ত যুগপৎ প্রবল দুঃখ ও আনন্দে অভিভূত হইতে লাগিল—দুঃখ কেন না, একই খোঁয়ায় বাঙ্গা বা গোলাম আমরা—একই মূল ধাত্রিকের সেবক হিসাবে পরস্পর সৌভ্রাতৃসূত্রে বদ্ধ আমরা, 'হিন্দু' ও 'মুসলমান'—বাহিরের এই তুচ্ছ নশ্বর পরিচয় লইয়া—বাহিরের খোসা লইয়া টানাটানি করিয়া সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামিতে অন্ধ হইয়া—পরস্পরের ধর্ম্মবিশ্বাসে আঘাত দিয়া সমাজশরীরে কি ভীষণ ক্ষতই না সৃষ্টি করিয়াছিলাম এবং ক্রমশঃ সেই ক্ষত বিস্তৃত হইয়া দুই জনের ছায় উভয়কে মৃত্যুপথের পথিক করিয়া সেই সর্ব্বেশ্বরের নিকট অপরাধী করিয়া তুলিতেছিল, কিন্তু সুখের বিষয় বৃটিশগবর্ণমেণ্টের চেষ্টায় এখন আর ধর্ম্মব্যাপার লইয়া পরস্পরের ভিতর বিবাদ তত্দূর বৃদ্ধি পাইতেছে না। এক সময় যে স্থানটী সেবা-পূজা পূজকমণ্ডলীর শঙ্খ, ঘণ্টা, কাঁসর, মৃদঙ্গ, করতাল রাগে সর্ব্বদা মুখরিত থাকিত, ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র রাবণের ছায় আসুরভাবাপন্ন জীবের ভগবদ্ভোগ্যবস্তু-হরণেচ্ছা ধ্বংস করিবার জন্য—মায়াবাদী জড়প্রতিষ্ঠাভিন্ন ভগবৎসেবোপকরণ বস্তুকে স্বীয় আরাধ্য না জানিয়া কাষমোহিত হইয়া ভোগ করিতে বাধিত হইলে, ভগবদ্বিমুখস্থ ভোগ হওয়া দূরে থাকুক্, আত্ম-বিনাশই তাহার পরিণাম, এই জলন্ত সত্যের বিজয় বহিয়া অনাদি বহির্ম্মুখ জীবকুলের নিকট প্রচার করিবার জন্য যে স্থানে পূর্ণ ভগবান্‌রূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন—সেই স্থানের আজ অবস্থা দর্শন করিয়া হৃদয় বিষাদভারে প্রপীড়িত হইয়া উঠিতেছিল, কেবলই মনে হইতে লাগিল—

অত্রপতেঃ ক গতা মধুরাপুরী
রঘুপতেঃ ক গতোত্তরকোশলা।
ইতি বিচিন্ত্য কৃতস্ম মনঃস্থিরং—
ন লভিষ্যে জগদিত্যবধায়॥

এত করিয়া ভগবান্ আমাদিগকে শিক্ষা দিতেছেন, তবু আমাদের আক্কেলও নাই, লজ্জাও নাই, তথাপি আমরা নিজস্বরূপ ভুলিয়া নশ্বর বস্তুর ভোগে বাধিত হইতেছি—আমরা যে অনাদি বহির্ম্মুখ!!!

ঐ স্থানের পূতধূলিস্পর্শে জীবন ধন্য করিয়া পবিত্র রজঃ সর্ব্বাঙ্গে লুণ্ঠন করিয়া গমন করিতে করিতে একটু দূরে ভক্তরাজ শ্রীহনুমানজীর শ্রীমূর্ত্তি দর্শন পাইয়া কৃতার্থ হইলাম। মন্দিরটী সহ উচ্চে অবস্থিত, তাই বহু সোপান অতিক্রম করিবার পর তাঁহার দর্শনলাভ ঘটে। ভূমিলুণ্ঠিত হইয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া আমরা বাসায় ফিরিলাম।

অযোধ্যার বিভিন্ন দেব মন্দির দর্শন করিয়া আমাদের কেবলই কুলিয়া নবদ্বীপের কথা মনে হইতেছিল—উভয়ত্রই দোকান পশারির ছায় মন্দির দ্বার খুলিয়া দেবগণ বসিয়া আছেন, তবে পার্থক্যের মধ্যে এই যে অযোধ্যার বলপূর্ব্বক ভেট আদায়ের কুনীতিপূর্ণ অপব্যবহৃত প্রথা নাই। আমরা যে সময়ে গিয়াছিলাম, তৎকালে অধিকাংশ অধিবাসীই যোগপীঠে ভগবদ্দর্শন-সেবা পরিত্যাগ করিয়া প্রয়াগে ত্রিবেণীতে এবং গঙ্গা-সাগরে স্নান করিবার জন্য চলিয়া গিয়াছেন—হায়! মায়ার মোহমুগ্ধস, হায়! ইহা-মুত্রফলভোগেচ্ছামূলা বুভুক্ষা!

৩। নৈমিষারণ্যে

অযোধ্যা হইতে নৈমিষারণ্য পথে—বৈকালে ৪টায় গাড়িতে যাত্রা করিয়া লক্ষ্ণৌ অতিক্রম করিয়া রাত্রি প্রায় ১২টার সময় বালামৌ ষ্টেশনে পৌঁছিলাম। সে রাত্রি ষ্টেশনে যাপন করিয়া পরদিন সকালে ৭টার গাড়ীতে সীতাপুরের গাড়ীতে উঠিয়া প্রায় ১টার সময় 'নিমখার' ষ্টেশনে পৌঁছিলাম। সঙ্গে একজন পাণ্ডা ছিল, লোকটী বেশ ভাল। 'নৈমিষারণ্য' শব্দ হইতেই 'নিমখার' নামের উৎপত্তি। ষ্টেশনের পশ্চাদ্ভাগে অতি নিকটেই একটী উচ্চ ভূমিতে আমরা স্নান ও প্রাতঃসেবনাদি সমাপন করিয়া পাণ্ডার সঙ্গে বহির্গত হইয়া শ্রীমূর্ত্তির মন্দির দর্শন করিলাম। মন্দিরটী গোমতী নদীর তটভূমির উপর একটী উচ্চভূমিতে অবস্থিত। অভ্যন্তরে শ্রীরাধাকৃষ্ণ ও শ্রীবলদেবের বিগ্রহ পৃথক্ পৃথক্ আছেন। পূজক শ্রীলীবানন্দ ভেওয়ারী লোকটী নিতান্ত দুঃস্থ এবং অত্যন্ত নম্র প্রকৃতি বলিয়া বোধ হইল। স্থানটীর মাহাত্ম্য যাহাতে উজ্জ্বলতর হইয়া লোকলোচনের গোচরীভূত হয়, তদ্বিষয়ে ভেওয়ারী মহাশয় বড়ই আক্ষেপ ও কাতর প্রার্থনা জানাইলেন। হায়! যেখানে শ্রীশুকদেব শ্রীমূত লৌকিপ্রকুলোদ্ভব না হইয়াও স্বীয় অদ্ভুতাদ্ভুতপ্রভাবে কল্পকাণ্ডব্যাপ্ত লোমহর্ষণ সূতকে ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্য, গায়ত্রীর ব্যাখ্যাস্বরূপ ভাগবতার্থনির্ণয়, নিগমকল্পতরুর গলিতফল দাক্ষাদ্রসবদমৃত-স্বরূপ শ্রীভাগবতকথারস পান করাইয়া পৃথিবীতে শ্রৌত-পন্থায়—কীর্ত্তনশ্রবণমার্গের মাহাত্ম্য দেখাইয়া তাঁহাদিগকে কৃতকৃতার্থ করিয়াছিলেন, যেখানে বৈকুণ্ঠধামের—অধোক্ষজবস্তুর বার্ত্তা বহন করিয়া পুরুষার্থশিরোমণির কথা লইয়া শ্রীমদ্ভাগবত প্রথমে অবতীর্ণ হইলেন, সেই স্থানের শ্রীহীনতা আজ সমগ্র মানবজাতির হরিবিমুখী বুদ্ধিকে ধিক্কার প্রদান করিয়া, তাহাদের ইন্দ্রিয়চেষ্টাকে উপহাস করিয়া লজ্জা দিবার জন্যই যেন আজ দণ্ডায়মান। সেই স্থানে দাঁড়াইয়া কেবলই মনে পড়িতে লাগিল, এই না সেই স্থান, যে স্থান সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবত সর্ব্বপ্রথমে প্রণবমুখে বর্ণনা করিবার পর তবে স্বীয় বক্তব্য বিষয় বলিতে আরম্ভ করিলেন—

ওঁ নৈমিষেঽনিমিষক্ষেত্রে ঋষয়ঃ শৌনকাদয়ঃ।
সত্রং স্বর্গায় লোকায় সহস্রসমমাসত॥

শ্রীবিশ্বনাথের টীকা অনুযায়ী ঋষি-সেব্য 'নিমিষ' বা 'তিনিশ'বৃক্ষকে যাহার নামানুসারে 'নৈমিষারণ্য' শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাকে—স্থানীয় অধিবাসী কোন্ নামে অভিহিত করে, বুঝা গেল না। যাহা হউক, কিছুক্ষণপরে আমরা অতি নিকটবর্ত্তী চক্রতীর্থ নামক বৃত্তাকার প্রস্তর বাঁধান একটী জলপূর্ণ কূপ দর্শন করিলাম। উপস্থিত বহু যাত্রীকে এই কূপের জল পান করিয়া মনকে ভগবদ্ভক্তিপূর্ণ করিবার জন্য চেষ্টান্বিত হইতে দেখিলাম। পৃথিবীতে এই স্থানেই সৃষ্টির প্রাক্কালে সর্ব্বপ্রথমে ব্রহ্মার সৃষ্ট মনোময় চক্র অর্থাৎ আবোধ দর্শন বিকীর্ণ ও কুণ্ঠিত হইয়া সুদর্শন বা অধোক্ষজ দর্শন অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তজ্জন্যই ইহাকে 'চক্রতীর্থ' বলা হয়। তবে আমার এই স্থান হইতে স্বপ্রকাশ শ্রীভাগবত সূর্য্য উদিত হইয়া অধ্বজ্ঞানের আলোক বিকীর্ণ করিয়া অনাদিবিমুখ জীবের হৃদয়স্থিত অজ্ঞানতমোবলয় চূর্ণ করিয়া শ্রবণকীর্ত্তনভক্তির আলোকে সঞ্জীবিত করিবে, শ্রীগৌরসুন্দরই জানেন। চক্রতীর্থকে দেখিয়া বায়ুপুরাণের এই শ্লোকটী আলোচিত হইতে লাগিল—

এতন্মনোময়ং চক্রং যত্র সৃষ্টং বিবর্ত্ততে।
যত্রাস্য শীর্য্যতে নেমিঃ স দেশস্তপসঃ শুভঃ॥
উদ্ধৃত্য সূর্য্যসঙ্কাশং চক্রং সৃষ্ট্বা মনোময়ম্।
প্রাদদত্তা মহাদেবঃ বিলম্বঞ্চ পিতামহঃ॥
তেঽপি গৃহীত্বা বিপ্রাঃ প্রণম্য জগতাং প্রভুম্।
প্রবৃত্তস্য চক্রস্য যত্র নেমির্ব্যশীর্য্যত॥
তদ্বনং তেন বিখ্যাতং নৈমিষং মুনিপূজিতম্।

অর্থাৎ ব্রহ্মার সৃষ্ট—মনোময় সৃষ্ট মনোময় চক্রের নেমি অর্থাৎ চক্রপরিধি যে দেশে কুণ্ঠিত হয়, সেই মুনিপূজিত তপোময় পবিত্র বনভূমিই "নৈমিষ" মানবের অক্ষজজ্ঞান যে স্থলে গমন করিয়া প্রাকৃত জ্ঞানসীমায় অবধি লাভ করে, সেই অধোক্ষজের সেবাভূমিতে মনোধর্ম্ম বা প্রাকৃত জ্ঞান স্তব্ধ হয়, তথায়ই শ্রীভাগবত কীর্ত্তনমুখে শ্রীভাগবত শ্রবণ করিবার যোগ্যতা অর্থাৎ শ্রৌতপন্থায় অধোক্ষজ-সেবা আরম্ভ হয়—তথায়ই অপরাবিদ্যা অকৃসামা যজুঃ ও অথর্ব্বের অন্য অর্থাৎ বেদান্ত বা ব্রহ্মসূত্র-অনীলনের যোগ্যতা—যখন কুবর্শন দূর হইয়া অক্ষর ও অচ্যুত-দর্শন বা সুদর্শন আরম্ভ হয়। (ক্রমশঃ)

নিয়মঃ কার্য্যালয়ে মূল্য দেয়। ডাকমাশুল সহ বার্ষিক মূল্য ৩৷৷৷ টাকা। বিদেশে সডাক ৪৷৷৷ টাকা।

গৌড়ীয়

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত। শ্রীগৌড়ীয়-মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ কর্ত্তৃক সম্পাদিত। বিজ্ঞাপন ভাড়ার জন্য কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পত্র লিখিতব্য। প্রবন্ধাদি সম্পাদকের নিকট পাঠাইতে হয়।

তৃতীয় খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ৪র্থা আষ শনিবার ১০৩১, ১৭ই জানুয়ারী ১৯২৫ | ২১শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ।

দেখিতে দেখিতে আবার সেই শুভদিন—ভক্তগণের সেই সেবানন্দের দিন সমাগত। যে অভিন্ন-প্রেম-বিগ্রহ তিনটী গৌড়ীয়ের ঠাকুর জগজ্জীবের প্রতি করুণ হইয়া গোলোকের গুপ্ত সম্পত্তি নাম, প্রেম বিনামূল্যে—কেবলমাত্র লালসামূল্যে অযাচিতভাবে, সর্ব্বজীবে বিতরণ করিবার জন্য প্রায় সার্দ্ধচারি শতাব্দি পূর্ব্বে নিজজনের নিকট স্বীয় তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন—অদ্যাপিও ভাগ্যবানের নিকট নিত্যই করিতেছেন, সেই তিন ঠাকুরের 'এক মহাপ্রভু, আর প্রভু দুইজন' আবির্ভাব-উৎসব আবার আগত প্রায়।

প্রথমেই 'গৌর-আনাঠাকুর' শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের আবির্ভাব-দিন—মাঘী শুক্লা সপ্তমী তিথি; দ্বিতীয় গৌর-সুন্দরের অভিন্ন-প্রেমময়কলেবর অবধূত—শ্রীনিত্যানন্দের আবির্ভাব-বাসর—মাঘী শুক্লা ত্রয়োদশী; তৃতীয়—প্রেমের ঠাকুর মহাপ্রিয়োত্তমি শ্রীগৌরমহাপ্রভুর আবির্ভাব উৎসব দিন—ফাল্গুন পূর্ণিমা।

বসন্ত আগমনের পূর্ব্বেই যেমন মৃদুমন্দ গন্ধবহ মৃদু-রেণু বহন করিয়া নানাকন্দকোলাহলময় লোকগণের নাসাপুটে অযাচিতভাবে প্রবেশ করে অথবা ঘরিতের কোমলকরস্পর্শের ন্যায় প্রিয়জনের অপ্রমত্ততা জানিয়া দিয়া মুখপদ্মে বিস্ময় ও আনন্দের লহরী প্রবাহিত করিয়া দেয়, কিংবা বসন্তদূত কোকিল যেরূপ বিশ্ববাসী সকলকেই সুমধুর কুহুরবে নব বসন্তের আগমন বার্ত্তা জানাইয়া থাকে, তদ্রূপ আজ গৌরপ্রিয়তম এক মহাজন ঐ 'দুই প্রভু' ও আর এক মহাপ্রভুর পাদপদ্মকরন্দ বহন করিয়া শ্রৌতপন্থার বিশুদ্ধ সুগন্ধানিলের ন্যায় আগমনপূর্ব্বক তাঁহার নিজজনগণের নাসারন্ধ্রে এক অভিনব সেবা-সৌগন্ধের আঘ্রাণ প্রদান করিতেছেন এবং তাঁহাদের প্রাণে এক অভিনব সেবানন্দের ভাব উদয় করাইয়া দিতেছেন। আবার সেই ঔদার্য্যমাধুর্য্যগোলোকদূত

সমগ্র বিশ্ববাসীকে শুদ্ধনামকীর্ত্তনমুখে মহাবদান্য শ্রীগৌর সুন্দরের নিত্য লীলাস্মৃতি ঘোষণা করিয়া দিবার জন্যই **শ্রীগৌরমণ্ডল ও শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা**র বিপুল ও অভিনব আয়োজন করিয়াছেন।

এই শুদ্ধনামময়ত্ব কোকিলকণ্ঠগীতি আমাদের কর্ণে প্রবিষ্ট হইয়া বালার্কাগ্নিরঞ্জিত মধুযোজন নিত্য বসন্তের মঙ্গলময় প্রভাতের উদ্বোধন করুক। আমরা যেন অসৎসঙ্গ কাকের ন্যায় নিজদিগকে সুচতুর মনে করিয়া আর বিষ্ঠাসিক্তা বা শুষ্কজ্ঞাননিম্বফলাদিতে স্পৃহা না করি। ভজনের আসবে প্রমুগ্ধ হইয়া প্রেমাম্রফল আস্বাদনের জন্য যেন আমাদের স্পৃহা ক্রমশঃই বলবতী হইতে থাকে।

শ্রীগৌড়মণ্ডল-পরিক্রমা এত বিপুল আয়োজনে, এত শুদ্ধভক্ত ও বৈষ্ণবসঙ্ঘে আর কখনও হয় নাই। একবার শ্রীনিবাসাচার্য্য, ঠাকুর নরোত্তম ও শ্যামানন্দ শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ শ্রীশ্রীনবদ্বীপমণ্ডলপরিক্রমা আচরণ করিয়া জীবগণকে শ্রীনবদ্বীপধাম ও পরিক্রমা-মাহাত্ম্য শিক্ষা দিয়াছিলেন কিন্তু শ্রীগৌড়মণ্ডল-পরিক্রমা আর কখনও এরূপ ভাবে অনুষ্ঠিত ও আচরিত হয় নাই। কোনও কোনও ভজনানন্দী নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণব একাকী সেই সকল গৌর-পার্ষদ ও শ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাব ও বিচরণ-ভূমি সন্দর্শন করিয়া থাকিলেও জড়, অন্ধ, পঙ্গু, দুর্জ্জন, সজ্জন, বিষয়ী, নির্ব্বিষয়, ধনী, নির্ধন, পণ্ডিত, কুলীন, মূর্খ, দীন, স্ত্রী, পুরুষ, বালক, বৃদ্ধ, যুবা, হিন্দু, অহিন্দু, বঙ্গবাসী, বঙ্গের বাহিরের অধিবাসী সকলে একত্রে মিলিয়া শুদ্ধহরিনামকীর্ত্তনমুখে ও নিষ্কিঞ্চনগৌরজনানুগত্যে এরূপ গৌড়মণ্ডল পরিক্রমা ও শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমার বিপুল আয়োজন ও উদ্যোগ, ইহাই প্রথম বলিয়া মনে হয়।

অতএব বিশ্ববাসী কাহারও এরূপ অভূতপূর্ব্ব সুযোগ হেলায় হারান কর্ত্তব্য নহে। পরিক্রমায় স্ত্রী, বৃদ্ধ, বালক, যুবা, ধনী নির্ধন যে কেহ যোগদান করিতে পারিবেন। অনেকে ঐ সকল স্থান নিজে নিজে ভ্রমণ করিয়া থাকিলেও বা করিতে পারিলেও জানিয়া রাখা কর্ত্তব্য "রাজেন্দ্র-সঙ্গম" ব্যতীত দরিদ্রের তীর্থদর্শন সম্ভব নহে। আমরা যে ভক্তিরাজ্যে, প্রেমরাজ্যে অতি দীনাতিদীন, আমরা সেই অমৃতের রাজ্যে প্রবেশ করিবার এখন কিছু শক্তিসামর্থ্য লাভ করিতে পারি নাই যে, নিজে নিজে ঐ সকল স্থান দর্শন করিতে পারিব। মক্ষিকা যেমন স্বচ্ছ কাচ ভাণ্ডের উপরে বসিয়া কাচোত্তরগত সুরক্ষিত মধু পান করিতে না পারিলেও 'পান করিয়াছি' মনে করিয়া থাকে মাত্র এবং তৎফলে কিছুক্ষণ পরেই বঞ্চিত হইয়া আবার অবেদ্য বস্তুর প্রতি ধাবিত হয়, তদ্রূপ আমরাও 'শুদ্ধনিষ্কিঞ্চনগৌরজনানুগত্য ব্যতীত নিজে নিজে গৌর ও গৌরপার্ষদগণের অপ্রাকৃত বিহার-স্থলী দর্শন করিতে পারি বা পারিব' মনে করিয়া রাখিলে ভক্তিমধুপানে বঞ্চিত হইয়া পুনঃ পুনঃ কৃষ্ণসেবেতর শতমুখী বহির্ম্মুখ বাসনায় পতিত হই।

অতএব যদি আমরা সত্য সত্যই পরমার্থপ্রদ অনিত্য মনুষ্য জন্মের দুর্লভতা উপলব্ধি করিয়া সেবা-সৌভাগ্য লাভের সুকৃতি অর্জ্জন করিতে চাই—ভক্তিসম্পদে ধনী হইতে চাই, শ্রীগৌরনিত্যানন্দ ও শ্রীব্রজযুগলের অপ্রাকৃত সেবা লাভ করিতে চাই, তাহা হইলে উক্ত ভক্তাঙ্গে যোগদান করা আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য।

আমরা কত লক্ষ লক্ষ জন্ম গৃহাসক্তকুলের চতুর্দ্দিকে পরিক্রমা করিয়াছি, নবগৃহপ্রবেশের সময় স্বামী স্ত্রীতে আঁচলে আঁচল বাঁধিয়া, করে করসংযুক্ত করিয়া কতই না গৃহের চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়াছি, এখনও কলুষ চোখ ঢাকা বলদের মত এই সংসারের জন্য দিবারাত্রি অনাহারে অনিদ্রায় কতই না ঘুরিতেছি কিন্তু—হায়!

"কার লাগি এত করি না ঘুচিল ভ্রম"

তাই আমাদের ন্যায় 'ভবসুখের' দুঃখে বাধিত হইয়া পরমজ্ঞান বৈষ্ণবঠাকুর কাতরস্বরে ডাকিতেছেন—ওহে বিশ্ববাসী, একবার নিত্য অপ্রাকৃত ধামের চতুর্দ্দিকে

পরিক্রমা কর—তদ্ভুর নিরন্তর্গৃহপ্রবেশের জন্ত লালায়িত না হইয়া তোমাদের নিত্য গোলোকধামপ্রবেশের যোগ্যতা-অর্জ্জনের জন্ত প্রণক-প্রকটিত নিত্যধামের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ কর—ঋষিতজ্ঞনের আশ্রয় বৈষ্ণবঠাকুর তোমার জন্ত কৃপাপূর্ব্বক কর-প্রসারণ করিয়াছেন, তাঁহার করে কর বদ্ধ করিয়া বালক যেমন পিতার অনুগমন করে, তদ্রূপ তুমিও তাঁহার পদাঙ্কানুসরণ করিয়া নিত্যগৃহ-প্রবেশের সুকৃতি সঞ্চয় কর।

পরিক্রমায় আবাহন।

(১)

গৌরপাদপীঠে ওই শ্রীগৌড়ীয় মঠে।
ছুপ্পার সংসার-নদ-নিরাপদ তটে॥
সুগভীর শঙ্খনাদে কে গো মহাজন।
বহাইয়ে কি অমৃত মৃতসঞ্জীবন॥
করিছে ঘোষণ আজি কি শুভ সংবাদ।
নব-বরষার সুগভীর মেঘ-নাদ॥
কাঁদে গো পরাণ তাঁর বদ্ধ জীব তরে।
কি দুঃখে কাতর তা'রা সংসার ভিতরে॥
ভীষণ আবর্ত্ত মাঝে তৃণপত্র-প্রায়।
ডুবে উঠে নিরালম্ব কোথা ভেসে যায়॥
দিয়া দৃঢ় আলম্বন সে সবারে আজ।
লইতে শান্তির কূলে ওই মহারাজ॥
কি বিরাট আয়োজনে করেন আহ্বান।
ওই শঙ্খরবে শুন্ত, শবে দিয়া প্রাণ॥

(২)

জাগ জাগ গৌড়-জন! ঘুমা'য়ো না আর॥
ফেলি মোহ-আবরণ উঠ এইবার।
অন্ধকার কক্ষমাঝে কর উন্মোচন।
হের ভাগ্যাকাশে তব তরুণ তপন॥
সুপ্রভাত-শুভদিন, বল হরি হরি।
ওঠ হে শান্তির তরা বাদ-পরিহরি॥
গৌর-কৃপা-গঙ্গাজল প্রস্রবণ পথ।
গৌর-জন-গোমুখীর হও পাদগত॥
হ'য়ে স্নাত গৌরজল কর যোগদান।
গৌড়-পরিক্রমা যজ্ঞে, এস ভাগ্যবান
চারিশত বর্ষ হের হয়েছে অতীত।
এ যজ্ঞের অনুষ্ঠান হ'য়েছে স্থগিত॥
অমর সঙ্গীত সেই অমল উজ্জ্বল।
অনন্ত আকাশে শুধু ধ্বনিছে কেবল॥
ওই শুন! সাধু-কণ্ঠে তা'রি প্রতিধ্বনি।
নরোত্তম-প্রভু বাক্য বেদ-শিরোমণি॥—
"গৌরাঙ্গের সঙ্গিগণে, নিত্যসিদ্ধ করি মানে,
সে যায় ব্রজেন্দ্রসুত পাশ।
শ্রীগৌড়মণ্ডলভূমি যেবা জানে চিন্তামণি
তার হয় ব্রজভূমে বাস॥"

(৩)

শ্রীগৌড়মণ্ডল সেই চিন্তামণি-ধাম।
আসিলেন গৌরচন্দ্র যথা ভগবান॥
প্রতি অণু পরমাণু ধূলিকণা যাঁর।
প্রতি অঙ্গে গৌরাঙ্গের বহে স্মৃতিসার॥
তব পদধূলি আর ধরিয়া মাথায়।
পিপাসু জনের তরে আছে অপেক্ষায়॥
পুণ্যতীর্থ ত্রয়োদশ বিভাগে তাঁহার।
বেনাপোল, পাণিহাটী, কত ভূমি আর॥
অগ্রদ্বীপ, শান্তিপুর, ফুলিয়া প্রমুখ।
স্মরণেও যাঁর উথলিয়া উঠে বুক॥
রামকেলি, কেশুবিল্ব পঞ্চাবতীপুর।
গাহিল যথায় হরি সঙ্কীর্ত্তন মধুর॥
এক চাকা, বিল্বপুর—মনমোহন।
কন্টকবেষ্টিসনে যথা করিলেন বন॥
সিঙ্গলদ্বীপ, খানাকুল, চাতরা, মাহেশ।
মালিপাড়া, সপ্তগ্রাম, কত পুণ্য দেশ॥
বিখ্যাত কুলীনগ্রাম বর্দ্ধমান মাঝে।
জীবন্ত যে নাম নিত্য শ্রীগ্রন্থে বিরাজে॥
যত গুণরাজি খান 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়'।

ভক্তিল যথায় কৃষ্ণপ্রেমামৃতময়।
শ্রীমুখে স্বয়ং অহো, গৌর-ভগবান্।
করিলেন, দিয়া তারে কি উচ্চ সম্মান।
"নন্দ নন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ।
এই বাক্যে বিকালাম তার বংশের হাত॥
তোমার কি কথা, তোমার গ্রামের কুকুর।
সেহ মোর প্রিয়, অন্য জন বহুদূর॥"
বহিল কি প্রেমবন্যা হায়রে, তথায়।
"শূকর চরায় তোর কৃষ্ণনাম গায়॥"
ফেলুড়, ভরতপুর, ঘনকর লস্তা।
কোগ্রাম শ্রীখণ্ড ধন্য ক'ব কা'র কথা॥
এস ভক্ত এস ছাড়ি সংসার-জঞ্জাল।
তীর্থে তীর্থে এই গৌড়মণ্ডলে বিশাল॥
'গৌর প্রেম-রসার্ণব'—তরঙ্গে ভাসিয়া।
গৌর-জন-সঙ্গে রঙ্গে গৌরাঙ্গ বলিয়া।
গৌর-গৌর-জন, দেখা করি, ঘন জনে।
জীবন সার্থক করি, মানব জনমে॥
কহে 'শ্রীহরি' কাঁদি অতি দীন হীন।
দিও পদ তলা জনে, এ জনে বলিন॥
পথশ্রমে বৃক্ষমূলে মিলনে সবায়।
দিও দয়া করি পদসেবা অধিকার॥

সনাতন ধর্ম্ম প্রচার

(১৯শে পৌষ তারিখের 'স্বায়ত্তশাসন' পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত)

বিশুদ্ধ গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের শ্রীপাদ ভক্তিপ্রদীপ-তীর্থ সন্ন্যাসী মহারাজ, শ্রীযুক্ত হরিপদ ভট্টাচার্য্য ও কতিপয় বৈষ্ণবসহ বরমসিংহের কিশোরগঞ্জ মহকুমায় পদার্পণ করিয়াছিলেন। কিশোরগঞ্জ বারলাইব্রেরীর কয়েকজন উকিল, স্থানীয় শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গ এবং ভক্তগণ সাধুদিগকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। বহু শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত জনমণ্ডলীর সম্মুখে সন্ন্যাসী মহারাজ "সনাতন ধর্ম্ম" সম্বন্ধে এক হৃদয়গ্রাহিণী বক্তৃতা প্রদান করেন। বিশুদ্ধ সনাতন-ধর্ম্ম দুষ্ট লোকের প্রতিকূল প্রচারের ফলে দেশের কি দুরবস্থা হইয়াছে, তাহা তিনি বিশদভাবে বুঝাইয়া দেন। বিশেষতঃ বৈষ্ণব ধর্ম্মের দোহাই দিয়া কতিপয় স্বার্থপর নীচাশয় ব্যক্তি ধর্ম্মপিপাসু অজ্ঞ লোকদিগকে নানাপ্রকার প্রলোভনে ফেলিয়া তাহাদের অনিষ্ট করিয়া কি প্রকারে বিস্তর অপহরণ করিতেছে তাহাও সুস্পষ্টরূপে বুঝাইয়া দেন। সমাগত জনমণ্ডলী সন্ন্যাসী মহারাজের সুযুক্তিপূর্ণ বক্তৃতাশ্রবণে যার পর নাই সন্তোষলাভ করেন। তৎপর দিবস স্থানীয় জমিদার রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন রায় মহাশয়ের ঠাকুর বাড়ীতে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও কীর্ত্তন হইয়াছিল। এখানেও সাধুদের মুখে হরিকথা শ্রবণ করিবার জন্য বহুলোক সমবেত হইয়াছিলেন। তৎপর পরমভাগবত শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রকিশোর রায় মহাশয়ের বাড়ীতেও শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ কীর্ত্তন হইয়াছিল। শুদ্ধ বৈষ্ণবদের মুখে পাঠ-কীর্ত্তন শ্রবণ করিবার জন্য কিশোরগঞ্জের নিকটবর্ত্তী বহু স্থান হইতে ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তিগণ সমবেত হইয়াছিলেন। এমন কি, কিশোরগঞ্জের প্রায় দুই ক্রোশ দূরবর্ত্তী জঙ্গলবাড়ী নামক গ্রামে ইঁহাদিগকে লইবার জন্য অনেকে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অবশেষে গ্রামবাসিদের অনুরোধ উপেক্ষা করিতে না পারিয়া তাঁহারা সেখানে যান। জঙ্গলবাড়ীতে ভক্তপ্রবর কবিরাজ শ্রীযুক্ত অনাথবন্ধু দাস মহাশয়ের বাড়ীতে দিবসত্রয় পাঠ-কীর্ত্তন হয়। জঙ্গলবাড়ীর জমিদার শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ দাস মহাশয় সাধুদের মুখে ভগবৎকথা শ্রবণ করিয়া নিজ বাড়ীতে পাঠ কীর্ত্তনের ব্যবস্থা করেন। বাবু নগরবাসী দাস মহাশয়ের বাড়ীতে পাঠ কীর্ত্তন হইয়াছিল। প্রচারকগণ সঙ্গে সঙ্গে সদ্ ও অসদ্গুরু সম্বন্ধেও আলোচনা করেন। জঙ্গলবাড়ী গ্রামের কয়েকজন সাধুদের সম্বন্ধে বলিয়াছেন, তাহারা যে গুরু হইতে দীক্ষাগ্রহণ করিয়াছেন বাস্তবিকই ঐ সমুদয় ব্যক্তিগণ শাস্ত্রানুমোদিত ভাবে কার্য্যকলাপ ও আচার ব্যবহার করেন না, কাজেই উহারা সদ্গুরু বলিয়া বিবেচিত হইতে পারেন না। এমন কি, তাঁহারা এই সাধুদিগের নিকট দীক্ষাগ্রহণের প্রস্তাব করিলে সাধুরা তাহাদিগকে সৎপথ দেখাইয়া দেন ও সদ্গুরুর চরণাশ্রয়ের পথ বলিয়া দেন। ভগবৎসেবাই জীবমাত্রের নিত্যকৃত্য,

আমরা নিজের স্বরূপ ভুলিয়াই ত্রিতাপজ্বালায় দগ্ধীভূত হইয়া থাকি। বর্ত্তমান সময়ে চারিদিকেই ধর্ম্মাচরণের বলবতী স্পৃহা দেখা যাইতেছে, এই সময় প্রকৃত সৎপ্রচারকগণ উক্ত ভার গ্রহণ করিলে মহামঙ্গল সাধিত হইবে, নতুবা ছুই প্রকৃতির লোকের কবলে পড়িয়া অনেকের দুঃখের সীমা থাকিবে না। কিশোরগঞ্জ হইতে বাবু সুরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় প্রচারকগণের সহিত নানাস্থানে গিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের সেবা ও পরিচর্য্যার জন্য যত্ন চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। স্থানীয় ব্যক্তিবর্গও সাধুদিগের সকল প্রকার সুবিধার প্রতি সতত দৃষ্টি রাখিতেন। ভক্তগণের কিশোরগঞ্জ হইতে ফিরিবার কালে বাবু রাজেন্দ্রকিশোর রায়ের ভ্রাতা ও তাঁহার কর্ম্মচারীবৃন্দ তাঁহাদিগকে ষ্টেশন পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দিয়াছিলেন। যাঁহারা শুদ্ধভক্তির বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া এবং অবিশুদ্ধ দুঃখপূর্ণ সংসার তরণী পার হইবার জন্য রূপানুগ শুদ্ধভক্তের চরণাশ্রয় করেন, তাঁহাদের জীবন ধন্য। এখন প্রায় প্রতি পল্লীতেই হরিসভা হইতেছে এবং তাহাতে পাঠ-কীর্ত্তন ইত্যাদি হইয়া থাকে। ইহা ধর্ম্ম পিপাসার লক্ষণ বটে, কিন্তু যাঁহারা পাঠ কীর্ত্তন করিয়া থাকেন তাঁহাদের পঠিত বিষয়, কীর্ত্তন এবং নিজ আচরণের সামঞ্জস্য আছে কিনা, তাহা প্রত্যেকেরই লক্ষ্য করা কর্ত্তব্য। নতুবা বাজে গান ও ভগবৎকথার মেকি আলোচনাতে কোন পার্থক্য নাই। যাঁহারা সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয় শাস্ত্রানুশীলনকারী তাঁহারাই পাঠকীর্ত্তন করিবার অধিকারী। হরিনাম সত্যবস্তু, নাম ও নামীতে অভেদ এমতাবস্থায় অজিতেন্দ্রিয় অসত্যবাদী বা পরস্বাপহারী স্বার্থপর ব্যক্তি কখনই পাঠকীর্ত্তনের অধিকারী নহেন। কিন্তু এতদিন এই জাতীয় লোকই গৃহস্থদিগকে ঠকাইয়া পাঠকীর্ত্তন করিয়া হরিনামের নামে ব্যবসায় চালাইতেছিলেন। আশা করি, প্রত্যেকেই এখন খাঁটি ও ধার্ম্মিক প্রচারকদিগকে স্থান দিবেন এবং অসাধুদিগকে শিক্ষা দিতে চেষ্টা করিবেন।

কাঁথির ভক্ত সুধী সমাজে নিবেদন।

(গত ২২শে পৌষ তারিখের "নীহার" পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত)

—:০:—

হরিকথায় আত্মপ্রসাদ কাঁথিবাসীগণের ভগবৎসেবাবুদ্ধি উদিত হওয়ায় ফলে কাঁথিতে শ্রীশ্রীহরিভক্তিপ্রদায়িনী সভায় এইরূপ সৌধচূড়া গৃহ, হরিকথা-প্রচারের জন্য প্রেস এবং হরিসেবার উপযোগী সহ প্রশস্তস্থান সংগৃহীত হইয়াছে। কিন্তু হায়! কি গভীর দুঃখের বিষয় সত্যকীর্ত্তনকারী—শুদ্ধ হরিনামকীর্ত্তনকারী ভক্ত মহাশয় কর্ত্তৃক পরিচালিত না হওয়ায় সুন্দরী কুলটা, গতজীবন পলাশ অথবা বারিহীন বাষ্পীয় শকটের ন্যায় উহা প্রতীয়মান হইতেছে।

বিগত ৮ই পৌষের "নীহার" পত্রিকায় "ধর্ম্মচোরা আম" শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠে অবগত হইলাম, কাঁথি হরিসভার প্রধান পাণ্ডা বিধুভূষণ গিরি মহাশয় সর্ব্বাত্মক কাঁথির নবগঠিত হস্পাতালের নাকি অধ্যক্ষাদির কার্য্য করিতেছেন। ইহা সত্য হইলে তাঁহার হরিসভার সর্ব্বপ্রকার সহযোগিতা ত্যাগ করা একান্ত কর্ত্তব্য। কাঁথি হরিসভার সম্পাদক মাননীয় শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রচন্দ্র বক্সী মহাশয় মধ্যে মধ্যে বিদেশীয় সাধু সজ্জন, পণ্ডিত কথকাদির দ্বারা এবং স্থানীয় পণ্ডিতাদির দ্বারা কথকতাদি করাইয়া থাকেন; এবং সদয়ভাবে ইহাই হয় ত' সম্পাদকের সম্পূর্ণ কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করেন। হরিসভা মঠ বা আশ্রম বলিতে কি সর্ব্বসাধারণের শিক্ষা-মন্দির (Religious Public Institute.) বুঝায়; সাধু বৈষ্ণবের মুখনিঃসৃত শুদ্ধ হরিকীর্ত্তন প্রচার ও কেবল হরিতোষণোদ্দেশ্যে কর্ম্মই আমরা হরিসভা বা হরিসেবার কার্য্য বলিয়া মনে করি; কিন্তু তাহার বিপরীত কর্ম্ম অর্থাৎ,—আমলাসেবা, হাকিমসেবা, রাজনৈতিক দলাদলি-ছুই খবর কাগজ সেবা, এমন কি বারবনিতা কিঙ্কর কিঙ্করীদিগের সেবা—অভক্তসঙ্গের ব্যাপার হইতেছে দেখিলে অন্তরে আঘাত বোধ হয়।

'জ্ঞান খাও, তাল পরে, কর বহু ধনার্জ্জন।
যোষিৎসঙ্গে মত্ত হইয়া ফিরে রাত্রদিন॥
দেবসেবা ছল করি বিষয় নাহি কর।
বিষয়েতে রাগ দ্বেষ সদা পরিহর॥
পরহিংসা, কপটতা অন্তরে তোমার।
কভু নাহি কর তাই ধরি মোর পায়॥
গোরার আমি, গোরার আমি, মুখে বলিলে নাহি চলে।
গোরার আচার গোরার বিচার লইলেই ফল ফলে॥"

—পণ্ডিত জগদানন্দ।

শুষ্কজ্ঞানী তর্কবিতর্কের দ্বারাই হরিসেবা বা হরিকীর্ত্তন সুষ্ঠুরূপে চলিতে পারে। তাঁহাদের আচারক্রমে শিক্ষাদান শাস্ত্রসম্মত; অতএব ধর্ম্মভীরু, স্থানিষ্ঠ সম্পাদক মহাশয়কে আমাদের সকাতর অনুরোধ এই যে, আপনার পূর্ব্ব ইচ্ছামত শ্রীশ্রীগৌড়ীয় মঠের শুদ্ধ বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রচারক প্রভুপাদ শ্রীমদ্ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রমুখ বিষয়ব ধর্ম্মাচার্য্যগণের হস্তে স্থানীয় হরিসভার হরিকীর্ত্তন শুদ্ধাচার ও পূর্ণ নৈতিকাচার প্রচারের ভারার্পণ করিলে কীর্ত্তির বর্ত্তমান অবস্থায় অজ্ঞ-জ্ঞানমুগ্ধ জীবের পরমোপকার করা হয়।

মুক্ত পুরুষগণের দ্বারা বেদ, উপনিষদ্, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীগীতা ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠ ও হরিকীর্ত্তন প্রবণই দুঃসঙ্গ ত্যাগ করিবার একমাত্র মহৌষধ; নিষ্কিঞ্চন হরিকিঙ্করগণের দ্বারা হরিকথামৃত প্রচারের শুভ বাসনা আপনার হৃদয়ে জাগরিত হইয়া বৈকুণ্ঠবিহারী শ্রীহরি ও তদীয় অনুগত ভক্তগণের প্রতি আপনার প্রীতি বর্দ্ধিত হউক, ইহাই আমরা শ্রীগৌরসুন্দরের চরণে প্রার্থনা করিতেছি।

এই হরিসভা সাধারণের সম্পত্তি। এই মায়াপুরবাসি সর্ব্বসাধারণের অর্থ সাহায্যে ইহা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এবং এখনও সাধারণসাহায্যে পরিচালিত হইতেছে। রাজনৈতিক দলাদলী কি ব্যক্তিগত ঈর্ষা বিদ্বেষ হইতে দূরে থাকিয়া এক মাত্র ধর্ম্মালোচনার পবিত্র উদ্দেশ্যেই ইহা প্রতিষ্ঠিত এবং প্রতিষ্ঠিতাবধিই অনেক দিন যাবৎ এই উদ্দেশ্যে পরিচালিত হইতেছিল; কিন্তু আজ প্রায় ৩।৪ বৎসর হইল এই ধর্ম্মসভা হইতে রাজনৈতিকদল দুই খবরকাগজ বাহির করিয়া ব্যক্তিগত ঈর্ষা, বিদ্বেষ ও নিন্দা কুৎসা প্রচার দ্বারা কেন এবং কাহা-দের অভিপ্রায়ানুসারে যে এই উদ্দেশ্য বিবর্জ্জিত কার্য্য করিয়া একটী পবিত্র ধর্ম্মানুষ্ঠানের প্রতি সাধারণের বীতরাগ জন্মান হইতেছে, তাহা জানিবার অধিকার সাধারণের এবং সাধারণকে তাহা জানিতে দেওয়া উচিত।

পবিত্র উদার ধর্ম্ম মন্দির হইতে একমাত্র ধর্ম্মসম্বন্ধীয় সাধু ও তত্ত্বজনহিতকর পত্রিকা ছাড়া কুট রাজনৈতিক কোন খবর কাগজ বাহির করা কাহারও অভিপ্রেত হইতে পারে না। এখন উক্ত সমূহ বিসদৃশ ব্যাপারের জন্য এই পবিত্র প্রতিষ্ঠানের প্রতি লোকের বীতস্পৃহা জন্মিয়াছে। ফলে লোকে আর এই হরিসভায় পূর্ব্বানুরূপ সাহায্য দান, কি উৎসবাদিতে যোগদান পর্য্যন্ত করিতেছেন না। এমন কি এজন্য সহরের বাজারে একটী স্বতন্ত্র হরিসভার দল গঠিত হইয়াছে। সর্ব্বজনপ্রিয় একটী পবিত্র ধর্ম্মানুষ্ঠানের প্রতি সাধারণের বীতস্পৃহা জন্মিতে দেওয়া কোনমতেই উচিত নহে।

আরও শুনা যায় যে, হরিসভার সঞ্চিত টাকা নাকি ঐ সমূহ কার্য্যেই ব্যয় করা হইতেছে এবং কোন কোন বিশিষ্ট সভ্যের উপর সহকারের টান অনাদায় রহিয়াছে। এই সকল অনরব সত্য কি না, আশা করি বিজ্ঞ সম্পাদক মহাশয় সবিশেষ জানিতে দিয়া সাধারণের সন্দেহভঞ্জন করিবেন। কিমধিকমিতি।

বৈষ্ণব দাসানুদাস
শ্রীভবানীচরণ পাহাড়ী।

তত্ত্বজ্ঞান

প্রমাণ ও প্রমেয়

জগতের ভাগ্য আসি যবে হৈল রাশি রাশি
তবে গৌর স্বয়ং ভগবান্।
শুষ্কবেশ অঙ্গীকরি, জগদ্গুরুপদবি,
জীবে যেন স্বীয় তত্ত্ব-জ্ঞান॥ ১॥
শুন মন গৌর উপদেশ।
কেবা তুমি, কোথা হৈতে আসিয়াছ এ জগতে
কেবা প্রভু, কহ উদ্দেশ॥ ২॥

আরোহ—সাক্ষাৎ শ্রুতি 'ব্রহ্মবিদ্যা' বলি খ্যাতি
তেঁহ কহেন হরিপরতত্ত্ব।
গৌণ কিম্বা পরম্পরে অন্বয় কি ব্যতিরেকে
স্থান করে হরির মহত্ত্ব ॥ ৩ ॥
চিল্লীলাবিশ্বন হরি, তেঁহ সর্ব্ব অবতারী,
সকলশক্তি-রস-আধারে।
সর্ব্ব অবতার—অংশ, জীবশক্তি—বিভিন্নাংশ,
কেহো পূর্ণ কেহো আংশে ॥ ৪ ॥
মায়া ভক্তি, বদ্ধ দেহ, কৃষ্ণ ভক্তি, মুক্ত কেহ,
শুদ্ধভক্তি—প্রধান সাধন।
মোক্ষ, কাম, ধর্ম্ম, অর্থ, তুচ্ছ সর্ব্ব পুরুষার্থ,
সাধ্য-কৃষ্ণপ্রেম-মহাধন ॥ ৫ ॥
নবধা প্রমেয়জ্ঞান, বেদ সদা করে দান,
বেদ সে প্রমাণ শিরোমণি।
আর যত প্রমাণ, তাহে পৌরুষের জ্ঞান
স্বতঃসিদ্ধে প্রমাণ না গণি ॥ ৬ ॥
বেদ অধোক্ষজ-ভাষা, তাহে নাহি বিপ্রলিপ্সা,
ভ্রমপ্রমাদকরণাপাটব।
জীব-জড় বাক্য মন, জড় ইন্দ্রিয়জ—জ্ঞান,
জড়ে চিৎ নহে অনুভব ॥ ৭ ॥
অনুমান প্রত্যক্ষাদি, উপমান অর্থাপত্তি,
আর চেষ্টা অভাব সম্ভব।
ঐতিহ্য প্রমাণ-নষ্ট, দোষ চতুষ্টয়ে দুষ্ট,
বেদবাক্যে নাহি এই সব ॥ ৮ ॥
রাজার সচিব প্রায়ে, যদি অনুগত হয়ে,
তবে তাহা করিব গ্রহণ।
স্বতঃসিদ্ধ শ্রুতিসূক্ত, নির্দ্দোষ ঐতিহ্যযুক্ত,
মহাবাক্য বেদের বচন ॥ ৯ ॥
ভগবৎপরাশক্তি, শব্দরূপে যেই মূর্ত্তি,
'প্রণব'—অস্ফুট হরিনাম।
তাঁহা হৈতে বিশ্বসৃষ্টি, বেদমাতা গায়ত্রী,
বেদ—সর্ব্ব শাস্ত্রের নিধান ॥ ১০ ॥
ঋক্‌যজুঃসামাথর্ব্ব, পঞ্চরাত্র শাস্ত্রসর্ব্ব,
মহাভারত মূল রামায়ণ।
ইহা অনুকূল যাহা, শাস্ত্র বলি গণ্য তাহা
শ্রুতি স্মৃতি সাত্বত পুরাণ ॥ ১১ ॥
সর্ব্ব বেদের সিদ্ধান্ত, শ্রীমদ্ ভাগবতে অন্ত
সর্ব্ব শাস্ত্র মানে সমন্বয়।
বেদান্তের ভাষ্যরূপ, শ্রীমদ্ভাগবত-স্বরূপ
ইহো মুখ্য প্রমাণ আত্মায় ॥ ১২ ॥
নিজ বেদবাক্যদ্বারা, ব্রহ্মাদিক পরম্পরা
মহাপুরুষ নারায়ণ হৈতে।
অবরোহ ধীতে আসে, সম্প্রদায়ী গুরুপাশে,
সুরক্ষিত আছে শিষ্যাদিতে ॥ ১৩ ॥
সদ্‌গুরুর শ্রীচরণ, সেবা করে যেইজন,
তাঁর কৃপায় তেঁহ মাত্র জানে।
তাহা ছাড়ি তর্কাস্ত্রে করে যেই ; নাশ হয়
'অপ্রতিষ্ঠতর্ক' বিজ্ঞ জানে ॥ ১৪ ॥
যুক্তির বিস্তারে যদু, না পাইয়ে কৃষ্ণ প্রভু
অচিন্ত্য শক্তিমান তিনি।
বাক্যের সহিত মনে, না পাইয়া সন্ধানে,
ফিরাইয়া আনে বিজ্ঞ জানি ॥ ১৫ ॥
অতএব তর্ক ছাড়ি, অনন্যমনে গৌরহরি,
শরণাগত ভক্ত শ্রীচরণে।
গৌরাঙ্গ যে না ভজিল, মায়াবোহে সে মজিল,
হরিদাস দৈন্য করি মানে ॥ ১৬ ॥

বৈষ্ণব দাসানুদাস—শ্রীবেদেন্দ্রনাথ শর্ম্ম বেদবিদ্যা।

রাঘবের ঝালি।

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যং ভক্তানুগ্রহকারকম্।
যেন কেনাপি সম্বন্ধে ভক্তমন্তেন ভদ্রকম্॥

শ্রীপাদ রাঘব পণ্ডিতের সুযোগ্যা সহোদরা দময়ন্তী দেবী পরম ভক্তিমতী পূতচরিত্রা মহিলা ছিলেন। তিনি প্রতি বৎসর শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্য বিবিধ প্রকার সুস্বাদু দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিয়া প্রেরণ করিতেন, যাহা বৈষ্ণব-সমাজে 'রাঘবের ঝালি' বলিয়া বিখ্যাত ছিল। দময়ন্তী

দেবী গন্ধমৃত্তিকা যত্নে ছাকিয়া তাহা দ্বারা ঘট-নির্ম্মাণ পূর্ব্বক সুগন্ধযুক্ত করিয়াও নূতনযত্নের ধ'লে প্রস্তুত করিয়া তন্মধ্যে দ্রব্যাদি পূর্ণ করিয়া অন্য কেহ খুলিতে না পারে এরূপ ভাবে শীলমোহর আঁটিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবার জন্য শ্রীনীলাচলে প্রেরণ করিতেন। এই "ঝালি" বহন জন্য তিনটি ব্যক্তি নিযুক্ত হইতেন ও পানিহাটী নিবাসী শ্রীমকরধ্বজ কর মহোদয় ঐ "ঝালির" মুদ্রিত হইয়া প্রথমে "ঝালি" রক্ষা করিয়া চলিতেন। দময়ন্তী দেবীর প্রেরিত ঐ সকল নানাপ্রকার সুস্বাদু দ্রব্য শ্রীমন্মহাপ্রভুর অতি প্রিয় ছিল এবং সম্বৎসর ঐ শুষ্ক-প্রস্তুত দ্রব্য শ্রীগৌরসুন্দরের সেবায় লাগিত। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীপ্রভু "রাঘবের ঝালির" বর্ণনা শ্রীচরিতামৃতে এইরূপ দিয়াছেন—

"রাঘব পণ্ডিত চলে ঝালি সাজাইয়া।
দময়ন্তী যত দ্রব্য দিয়াছে করিয়া॥
নানা অপূর্ব্ব ভক্ষ্যদ্রব্য প্রভুর যোগ্য ভোগ।
বৎসরেক প্রভু যাহা করে উপযোগ॥
আম্রকাশন্দি, আদাখণ্ড কাশন্দি নাম।
সেহু আদা আম্রকলি বিবিধ সন্ধান॥
আমসি আমখণ্ড তৈলাম্র আমতা।
বস্ত্র করি গুড়িকরি পুরাণ শুকুতা॥
শুকুতা বলি অবজ্ঞা না করিও চিত্তে।
শুকায় যে সুখ হয় নহে পক্কামৃতে॥
ভাবগ্রাহী মহাপ্রভু স্নেহমাত্র লয়।
শুক্তা পাতা কাশন্দিতে মহাসুখ হয়॥
মনুষ্য-বুদ্ধি দময়ন্তী করে প্রভুর পায়।
শুষ্কভোজনে উঘরে কভু আম হঞা যায়॥
শুক্তা পাইলে সেই আম হইবেক নাশ।
সেই স্নেহ মনে ভাবি প্রভুর উল্লাস॥
ঘনিষ্ঠ মোহরী তণ্ডুল গুড়ি করিয়া।
নাড়ু বান্ধিয়াছে চিনি পাক করিয়া॥
গুটিখণ্ড নাড়ুয়া আমলিতহর।
পৃথক্ পৃথক্ বান্ধি বস্ত্রের কুথলি ভিতর॥
কুল গুটী সুচূর্ণ কোলি খণ্ড আর।
কত নাম লব আর শতপ্রকার আচার॥
নারিকেল খণ্ড আর নাড়ু গঙ্গাজল।
চিরস্থায়ী খণ্ড বিকার করিল সকল॥
চিরস্থায়ী ক্ষীরসার খণ্ডাদি বিকার।
অমৃত কর্পূর আদি অনেক প্রকার॥
শালিকা চিড়া ধান্যের আতপ চিড়া করি।
নূতন বস্ত্রের বড় কুথলি সব ভরি॥
কতোক চিড়া হড়ুম করি ঘৃতেতে ভাজিয়া।
চিনি পাকে নাড়ু কৈল কর্পূরাদি দিয়া॥
শালি-তণ্ডুল ভাজা চূর্ণ করিয়া।
ঘৃত সিক্ত চূর্ণ কৈল চিনিপাক দিয়া॥
কর্পূর মরিচ লবঙ্গ এলাচি রসবাস।
চূর্ণ দিয়া নাড়ু কৈল পরম সুবাস॥
শালিধান্যের খই ঘৃতেতে ভাজিয়া।
চিনি পাক উখড়া কৈল কর্পূরাদি দিয়া॥
ফুটকলাই চূর্ণ করি ঘৃতে ভাজাইল।
চিনি পাকে কর্পূর দিয়া নাড়ু কৈল॥
কহিতে না জানি নাম এ সব প্রকার।
ঐছে নানা ভক্ষ্য দ্রব্য সহস্র প্রকার॥
রাঘবের আজ্ঞা আর করে দময়ন্তী।
দুহাঁর প্রভুতে স্নেহ পরম পকাঁতি॥
সামান্য ঝালি হইতে দ্বিগুণ ঝালি কৈল।
পরিপাটী করি সব ঝালি ভরাইল॥
ঝালি বান্ধি মোহর দিল আগ্রহ করিয়া।
তিন বোঝারি ঝালি বহে ক্রম করিয়া॥
সংক্ষেপে কহিল এই ঝালির বিচার।
'রাঘবের ঝালি' বলি খ্যাতি যাহার॥

দেবী দময়ন্তী সযত্নে উক্ত বিবিধপ্রকার দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া নীলাচলে পাঠাইয়া দিতেন। পুরাণ শুকুতা শুষ্ক পুরাতন পাটপাক, আমতা অর্থাৎ আমসত্ত্ব কোলি শুষ্ক শুষ্ককুল নাড়ুগঙ্গাজল অর্থাৎ গঙ্গাজলী সাদানাড়ু চিরস্থায়ী খণ্ডবিকার—কদমা, কাটাকেনী, গুলা, মঠ, তিলখাজা, দমদম মিছরি, রেশমী মিঠাই ইত্যাদি হড়ুম্ অর্থে মুড়ি, উখড়া, মুড়কি। গৌড়দেশের ভক্তগণ প্রতি বৎসরই শ্রীপাদ শিবানন্দ সেনের আনুগত্যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর দর্শন জন্য

শ্রীনীলাচল যাইতেন। গৌড়ীয় ভক্তগণ তাঁহাদের আপেক্ষা প্রিয় শ্রীশচীনন্দনের জন্য বহু যত্নে নানাপ্রকার সুখাদ্য দ্রব্যাদি শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রিয় সেবক গোবিন্দের নিকট প্রদানপূর্বক বলিতেন গোবিন্দ, এই প্রসাদ অবশ্য অবশ্যই যেন শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের সেবায় দেওয়া হয়।

"কেহ নাড়ু কেহ পেড়া কেহ মিঠাপানা।
অমৃতগুটিকা উত্তম প্রসাদ প্রকার নানা।
অমুক এই দিয়াছে গোবিন্দ করে নিবেদন।
ধরি রাখ বলি প্রভু না করে ভক্ষণ॥

এই প্রকার ভক্তগণপ্রদত্ত প্রসাদে ঘরের এক কোণ পূর্ণ হইয়া গেলেও তাঁহাদের ভক্ষা সঞ্চয় হইল। ভক্তগণ সকলেই সকাতরে গোবিন্দকে জিজ্ঞাসা করেন 'আমার প্রদত্ত প্রসাদ শ্রীমন্মহাপ্রভু গ্রহণ করিয়াছেন কি?' গোবিন্দ ভক্তগণকে বিশেষ উত্তর দেন না—না, 'হাঁ' এইরূপ আভাষে জ্ঞাপন করেন মাত্র। একদিবস গোবিন্দ ভক্তবাঞ্ছাপূর্ণকারী শ্রীশচীনন্দনকে নির্জ্জনচিত্তে বলিলেন প্রভো! শ্রীপাদ আচার্য্যাদি মহাশয়গণ পরম যত্নপূর্বক আপনাকে গ্রহণ করিবার জন্য যে সকল বস্তু আমার নিকট প্রদান করেন, তাহা আপনি গ্রহণ করিলেন কিনা বারংবার জিজ্ঞাসা করিতেছেন তাঁহাদের আর কত ধোকা দিব। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন আমার সহিত এখানে পূর্ব্ব হইতে যাহারা আছেন তাঁহাদের ইহাতে দুঃখিত হওয়ার কারণ নাই। কেননা, যাহারা সম্প্রতি গৌড়দেশ হইতে আসিয়াছেন, তাঁহারাই এই সকল সুখাদ্য আনিয়াছেন।

"কেবা কি দিয়াছে তাহা আনহ এখানে।
এত বলি মহাপ্রভু বসিলা ভোজনে॥
নাম ধরি গোবিন্দ করে নিবেদনে।
আচার্য্যের এই দৈড় নানা রসপুলী॥
এই অমৃত গুটিকা মণ্ডা কর্পূর কুলী।
শ্রীবাস পণ্ডিতের এই অনেক প্রকার॥
মিঠাপানা অমৃতমণ্ড পদ্মচিনি আর॥
আচার্য্যরত্নের এই সব উপহার॥
আচার্য্য নিধির এই অনেক প্রকার।
বাসুদেব দত্তের সুধাদি অন্নের আর॥
বুদ্ধিমন্ত খানের এই বিবিধ প্রকার।
শ্রীমান্ সেন শ্রীমান্ পণ্ডিত আচার্য্য-নন্দন॥
তাহা সবার ঘর এই করহ ভোজন।
কুলীন গ্রামের এই আগে দেখ ঘত।
খণ্ডবাসী লোকের এই দেখ তত॥
ঐছে সবার নাম লইয়া প্রভুর আগে ধরে।
সন্তুষ্ট হইয়া প্রভু সব ভোজন করে॥

যথাবিধি পূর্ব্বে প্রদত্ত সুখাদ্য নারিকেল অমৃত গুটিকা মিঠা পানাদিও শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায় বিস্বাদ না হইয়া নূতনপ্রসাদতুল্য সুস্বাদু হইয়াছে,—সকলের ভক্ষ্য শ্রীমন্মহাপ্রভু ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে মুহূর্ত্তে গ্রহণপূর্ব্বক

আর কিছু আছে বলি গোবিন্দে পুছিল।
গোবিন্দ বলে রাঘবের ঝালি মাত্র আছে।
প্রভু কহে আমি বহু তাহা দেখিবে পাছে॥
আর দিন প্রভু যদি নিভৃতে ভোজন কৈল।
রাঘবের ঝালি খুলি সকল দেখিল॥
সব দ্রব্যের কিছু কিছু উপযোগ কৈল।
স্বাদ্য সুগন্ধি দেখি বহু প্রশংসিল॥
বৎসরেক ভরে আর রাখিল ধরিয়া।
ভোজনকালে স্বরূপ পরিবেশে বসাইয়া॥
কভু রাত্রিকালে কিছু করয় উপযোগ।
ভক্তের প্রদত্ত দ্রব্য অমৃত করে ভোগ॥

পানিহাটী নিবাসী শ্রীপাদ রাঘবপণ্ডিত ভক্তশিরোমণি ছিলেন। দময়ন্তী দেবীও তাঁহার যোগ্যা ভগিনী ছিলেন। ভক্তবৎসল শ্রীশচীনন্দন গৌড়ভূমি ভক্তহৃদয়ে নিত্যকাল বিরাজিত আছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু একদিবস শ্রীবাসের মন্দিরে শুভ বিজয়পূর্ব্বক পণ্ডিতের প্রতি শুভ দৃষ্টিপাতে বলিতেছেন—

প্রভু বলে রাঘবের আলয়ে আসিয়া।
পাপরিষু সব দুঃখ রাঘব দেখিয়া॥
গঙ্গায় মজ্জন কৈলে যে সন্তোষ হয়।
সেই সুখ পাইলাম রাঘব আলয়॥

শ্রীসুধাবাসা দেবী।

পরিক্রমার প্রস্তাবিত তালিকা।

শ্রীগৌড়মণ্ডলে সাধারণতঃ পাঁচটী বিভাগে পরিক্রমা হইতে পারিবে। প্রথম সপ্তাহে দক্ষিণ বিভাগ অর্থাৎ হাওড়া হুগলী ও ২৪পরগণার স্থানসমূহে, দ্বিতীয় সপ্তাহে পূর্ব্ববিভাগ অর্থাৎ যশোহরাদি স্থানসমূহে, তৃতীয় সপ্তাহে উত্তরবিভাগ অর্থাৎ মুর্শিদাবাদ রাজসাহী ও মালদহ প্রভৃতি স্থানসমূহে, চতুর্থ সপ্তাহে পশ্চিমবিভাগ অর্থাৎ বীরভূম বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর প্রভৃতি স্থানসমূহে এবং পঞ্চম সপ্তাহে অন্তর্বিভাগ বর্দ্ধমান জিলার ও শ্রীধামের নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহে পরিক্রমা হইবে।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমায় যাত্রিগণ বিছানা চাদরি লোটা প্রভৃতি সাধারণ আবশ্যকীয় দ্রব্য সঙ্গে লইতে পারেন। রেল ও ষ্টীমারি যাতায় পাথেয় ন্যূনাধিক ত্রিশ টাকা পড়িতে পারে।

কলিকাতা হইতে

১। ছত্রভোগ (মগরাহাট ই, বি, আর)—(চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ১৩ পৃঃ)

২। গঙ্গার পূর্ব্বপারে বরাহনগর (ভাগবতাচার্য্যের পাটবাটী), এড়দহ (দাস গদাধরের পাট), খড়দহ (প্রভু নিত্যানন্দ ও বীরচন্দ্র ও জাহ্নবাগোস্বামিনীর পাট)

৩। গঙ্গার পশ্চিম পারে—চাতরা (কালীঘর চৌধুরীর বাড়ী) বল্লভপুর মাহেশ (কমলাকর পিপ্পলাইর পাট)। পূর্ব্বপারে—কালিসহর কুমার হট্ট, (ঈশ্বরপুরীর গৃহ, বাসুদেব দত্তের গৃহ) কাঁচড়াপাড়া (সেন শিবানন্দের গৃহ)

৪। খানাকুল (হাওড়া আমতা লাইনে) (অভিরামে ঠাকুরের পাট)

৫। তড়াআঁটিপুর (আমতার নিকট)—(পরমেশ্বরী ঠাকুরের পাট—হাওড়া আমতা লাইনে)।

৬। সপ্তগ্রাম (ত্রিবেণী ষ্টেশনের নিকট) উদ্ধারণ ঠাকুরের পাট, কৃষ্ণপুর (রঘুনাথদাস গোস্বামীর প্রকটভূমি) বালপাড়া (খঞ্জ ভগবানের গৃহ—তারকেশ্বর হইতে তিন মাইল)।

৭। শান্তিপুর (অদ্বৈতপ্রভুর পাট)।

৮। ভাজনঘাট (কানাইঠাকুরের পাট)।

৯। মহেশপুর (সুখবানন্দঠাকুরের পাট)।

১০। তালখড়ি (লোকনাথপ্রভুর পাট)।

১১। ঘোষখালা (কানুঠাকুরের শ্রীপাট)।

১২। বেনাপোল (ঠাকুর হরিদাসের ভজন স্থল)

১৩। উলা (বীরনগর) (ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রকটভূমি)

১৪। গোপাল্লিয়া, (বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীঠাকুরের জন্মভূমি) সৈদাবাদে (হরিরামাচার্য্য ও রামকৃষ্ণাচার্য্যের শ্রীপাট), নেয়াগ্রামপাড়া (বেলতাঠাকুরাণীর পাট); গাস্তিলা (মধুসূদন চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের পাট), ভেলিয়াবুধরী, বাহাদুরপুর ও বোরাকুলি (পদ্মাতীরের নিকট)—রামচন্দ্র কবিরাজ ও শ্রীনিবাসাচার্য্যের শিষ্যদের পাট

১৫। খেতরী (ঠাকুর নরোত্তমের পাট)

১৬। রামকেলি (শ্রীরূপসনাতনের পাট) গয়েশপুর (বীরচন্দ্রপ্রভুর পুত্র রামকৃষ্ণের বংশধরগণের গৃহ)

১৭। কানাইর নাটশালা (জিনপাহাড়িয়া ষ্টেশনের নিকট লুপলাইনে)—এখানে বা নৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারীর মন্ত্রণা হইয়াছে।

১৮। একচক্রা (মল্লারপুর ষ্টেশন হইতে ৪ ক্রোশ, নলহাটী লুপ লাইন) মধ্যে নিত্যানন্দপ্রভুর জন্ম স্থান, রত্নগর্ভ আচার্য্য পুত্র যদুনাথ কবিচন্দ্রের নিবাস) সাদিপুর (আজাল সাইথিয়া লাইন—পুথিয়া গোপালের পাট) কেন্দুবিল্ব ও নান্নুর (কীর্ণাহার ষ্টেশনের নিকট ঐ লাইন এ, কে, রেল)—জয়দেব ও চণ্ডীদাসের জন্মভূমি। ময়নাডাল (মঙ্গলবৈষ্ণব ও নৃসিংহবল্লভ মিত্রঠাকুরের স্থান)।

১৯। বিষ্ণুপুর (বীর হাম্বিরের রাজধানী)—বাঁকুড়া

২০। বারেন্দাবাহাদুরপুর (শ্যামানন্দ প্রভুর পাট) রসপুর (ঐ জন্মস্থান), গোপীবল্লভপুর, নৃসিংহপুর (রসিকানন্দ প্রভুর পাট), শিহলদা (উৎকলপথে মহাপ্রভুর আগমন)।

২০। বর্দ্ধমানান্তর্গত কুলীনগ্রাম, (গুণরাজ খাঁর বংশধরগণের পাট মেমারী ষ্টেশনের নিকট) বাড়গ্রাম (সনাতন শিষ্য পুরোহিত বংশগণের স্থান) মানকরলতা (রামচন্দ্র পুত্রের বাস) লিয়াট (গঙ্গা মাতাপাট) বাঘনা-

পাড়া (গোস্বামী রামচন্দ্র ঠাকুরের পাট) দেহুড় (ঠাকুর বৃন্দাবন দাসের পাট) শ্রীখণ্ড (ঠাকুর নরহরি ও রঘুনন্দনের পাট), কাটোয়া (দাস গদাধরের শেষ জীবনে বাস, মহাপ্রভুর সন্ন্যাস স্থান), ভরতপুর (কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারীর পাট) কাল্না (গৌরীদাস পণ্ডিত ও হৃদয় চৈতন্যের পাট) শিয়ারীগঞ্জ (নকুলব্রহ্মচারীর পাট), কোগ্রাম (লোচনদাসের পাট), ঝামটপুর (শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজের পাট), যাজিগ্রাম (রঘুনন্দন আচার্য্যের পাট) উদ্ধারণপুর (উদ্ধারণ ঠাকুরের স্থান) শীতলগ্রাম (ধনঞ্জয় পণ্ডিতের শ্রীপাট), যাজিগ্রাম, গোপালপুর চাখন্দি (শ্রীনিবাসাচার্য্যের পাট) কাঞ্চনগড়িয়া (বিজয়রামদাস পুত্র শ্রীনিবাস শিষ্য শ্রীরাম ও গোকুলদাসের) বুধরীনগর (রামচন্দ্র কবিরাজের পাট)

২১। অগ্রদ্বীপ (গোবিন্দ ঘোষঠাকুরের শ্রীপাট) বড়গাছি, শালিগ্রাম (সূর্য্যদাস সরখেলের পাট) কুলীনগ্রাম (নবনীহোড়ের পাট) সোগাছিয়া (বিজয়রাম ঠাকুরের পাট)।

১৬ই ফাল্গুন ২৮শে ফেব্রুয়ারী শনিবার হইতে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় অগ্রদ্বীপ-শ্রীমায়াপুর হইতে আরম্ভ করিয়া যথাক্রমে সীমন্তদ্বীপ, গোদ্রুমদ্বীপ, মধ্যদ্বীপ, কোলদ্বীপ, ঋতুদ্বীপ, জহ্নুদ্বীপ, মোদদ্রুমদ্বীপ ও রুদ্রদ্বীপ এই নয়টী দ্বীপ নয়দিবসব্যাপি অর্থাৎ ২৪শে ফাল্গুন ৮ই মার্চ্চ রবিবার পর্য্যন্ত পরিক্রমা চলিবে। তৎপর ২৮শে ফাল্গুন, ১১ই মার্চ্চ বুধবার পর্য্যন্ত শ্রীমায়াপুর যোগপীঠে মহোৎসব হইয়া গৌড়মণ্ডল ও শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা ও শ্রীগৌরজন্ম-মহামহোৎসব শেষ হইবে।

নিমন্ত্রণ পত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা কার্য্যালয়।
গৌড়ীয় মঠ, ১লা মাঘ, ১৩৩১

যথাবিহিত বৈষ্ণব সম্ভাষণপূর্ব্বিকেয়ম্—

আপনি ভাগবতধর্ম্মের পৃষ্ঠপোষক ও উৎসাহদাতা জানিয়া আপনার নিকট এই আহ্বান পত্র পাঠাইতে উৎসাহান্বিত হইলাম। শ্রীগৌড়মণ্ডলস্থ-ভূমির বৈশিষ্ট্য, প্রেমময়বিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দরের অনুগতজনের গৌরবের বস্তু। প্রেমধর্ম্মপ্রদাতা মহাবদান্য শ্রীচৈতন্যচন্দ্র একদিন এই গৌড়ভূমিকে স্বীয় দেহ বাহিতে সিক্ত করিয়াছিলেন। সেই প্রেমবারিসেচনফলে প্রেমামরতরু গৌড়ভূমিতে আজও পুষ্পফলশোভা এবং সৌন্দর্য্য ও সুরভি বিস্তার করিতেছে। সেই প্রেমধর্ম্মের মধুর-স্মৃতি-মকরন্দ-পিপাসুজনের অতীতের স্মৃতি উদ্দীপনের সাহায্যে—শ্রীগৌড়মণ্ডল-পরিক্রমা কার্য্যে সাফল্য লাভ করিবে। প্রেমভক্তি-রসাস্বাদে—মানবজীবনের সর্ব্বোত্তম উচ্চাশা। ভগবানের বিচরণভূমি ও তদীয় ভক্তগণের পবিত্র স্থানসমূহ ভক্তগণের সহিত সম্মিলিত হইয়া আপনি সন্দর্শন করিলে আমাদের পরম আনন্দের বিষয় হয়। এজন্য আপনার সমীপে আমাদের প্রার্থনা এই যে, এই পরিক্রমানুষ্ঠানে সপরিকরে যোগদান করিয়া আমাদের প্রেমানন্দ বর্দ্ধন করুন।

পাথেয় ধানাদি উপলক্ষে আনুমানিক ৩০৲ ত্রিশটাকার অধিক ব্যয় হইবে না। আশা করি আপনাদের সঙ্গসুখ লাভ করিয়া গৌড়তীর্থসমূহ দর্শনে বঞ্চিত হইবনা।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে আগামী ১৬ই মাঘ হইতে আরম্ভ হইবে, এবং শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা ১৬ই ফাল্গুন হইতে আরম্ভ হইবে।

শ্রীগৌরজনদাসানুদাস
শ্রীগিরিজানাথ বেদান্তশাস্ত্রী (মুখোপাধ্যায়)
শ্রীঅতুলচন্দ্র বেদান্তশাস্ত্রী (বন্দ্যোপাধ্যায়)
শ্রীবৃন্দাবনী বিদ্যাভূষণ প্রভৃতি।]

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ।

শ্রীচৈতন্য মঠ, শ্রীমায়াপুর, ১লা মাঘ, ১৩৩১

বিপুল বৈষ্ণবসম্মানপূর্ব্বিকেয়ং

আগামী ১৬ই ফাল্গুন ২৮শে ফেব্রুয়ারী শনিবার হইতে নয় দিবস কাল নবদ্বীপের নয়টী দ্বীপে শ্রীধাম পরিক্রমা হইবে। কৃপা করিয়া পরিক্রমায় যোগদান করিলে পরমানন্দের বিষয় হয়। স্বয়ং যোগদান করিবার সুযোগ না হইলে এই ভক্তির অনুষ্ঠানে দ্রব্য ও অর্থাদির দ্বারা সহায়তা করিলেও তাদৃশ ভক্তাঙ্গের ন্যূনাধিক সাধন হয়

লাভ ঘটে। ধারাবাহিক পরিক্রমার বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

শ্রীপ্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় ('বিদ্যাবাচস্পতি'), শ্রীঅতুল চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (ভক্তিসাবঙ্গ), শ্রীহরিপদ বিদ্যারত্ন (এম্ এ, বি,-এল্), শ্রীমধুসূদন বিদ্যাভূষণ (এম্ এ), শ্রীকুঞ্জ বিহারী বিদ্যাভূষণ—শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার সম্পাদকগণ।

(১) অন্তর্দ্বীপ (শ্রীচৈতন্য মঠ, শ্রীগৌর জন্মস্থিটা, শ্রীবাস ও শ্রীনরের ভজনস্থল, চাঁদ কাজীর সমাধি ও শ্রীঅদ্বৈত ভবন)—১৬ই ফাল্গুন ২৮শে ফেব্রুয়ারী শনিবার,

(২) সীমন্তদ্বীপ (সিমুলিয়া, সবডাঙ্গা, সোনডাঙ্গা, মেঘাচর, বেলপুকুর)—১৭ই ফাল্গুন, ১লা মার্চ্চ রবিবার।

(৩) গোদ্রুমদ্বীপ (গাদিগাছা, মহেশগঞ্জ, সুবর্ণবিহার, স্বরূপগঞ্জ, হরিহরক্ষেত্র, দে-পাড়া)—১৮ই ফাল্গুন, ২রা মার্চ্চ, সোমবার।

(৪) মধ্যদ্বীপ (মাজিদা, হাটডাঙ্গা, আনন্দবাস, বাহন পুর)—১৯শে ফাল্গুন, ৩রা মার্চ্চ, মঙ্গলবার।

(৫) কোলদ্বীপ (সহর নবদ্বীপ, গঙ্গধানীর চর তেঘরির কোল, কোল আমাদ, কোলের গঞ্জ, কোলের হট)—২০শে ফাল্গুন, ৪ঠা মার্চ্চ বুধবার।

(৬) ঋতুদ্বীপ (রাইচপুর, চম্পাহট্ট বা চাঁপাহাটীতে শ্রীগৌর গদাধরের শ্রীমন্দির)—২১শে ফাল্গুন, ৫ই মার্চ্চ, বৃহস্পতিবার।

(৭) জহ্নুদ্বীপ (বিদ্যানগর, জারগর)—২২শে ফাল্গুন, ৬ই মার্চ্চ, শুক্রবার।

(৮) মোদ্রুমদ্বীপ (মামগাছি, অর্কটীলা বা এক-ডালা, মায়াপুর)—২৩শে ফাল্গুন, ৭ই মার্চ্চ, শনিবার।

(৯) রুদ্রপাড়া সহরপুর, ইন্দ্রাকপুর, গঙ্গের ডাঙ্গা ২৪শে ফাল্গুন, ৮ই মার্চ্চ, রবিবার।

২৪শে ফাল্গুন ৯ই মার্চ্চ, সোমবার হইতে দিবসত্রয় শ্রীমায়াপুর যোগপীঠে শ্রীশ্রীগৌর-জন্মোৎসব হইবে।

প্রচার প্রসঙ্গ

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ, নিত্যানন্দবংশের পণ্ডিত শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু ও শ্রীপাদ হরিপদ ভট্টাচার্য্য মহোদয় সমূহ শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজ সভার শুদ্ধভক্তিধর্ম্ম-প্রচারকগণ প্রায় সপ্তাহকাল যাবৎ আগড়তলা রাজধানীতে নিরপেক্ষ বিদ্বজ্জনগণের ও শ্রোতৃবর্গের উৎসাহে ও আগ্রহে হরিকথা প্রচার করিতেছেন। শুনা যায়, সেই স্থানে নাকি প্রসিদ্ধ ব্যবসারিপাঠক শ্রীযুক্তগোপালগোপাল গোস্বামী মহাশয় পাঠ-ব্যবসায় করিতেছিলেন। শ্রীশ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণব-রাজসভার নিরপেক্ষ, আচারবান্ ও একৈকনিষ্ঠ ত্যাগিপ্রচারকগণের রাজধানীতে আগমনবার্ত্তা ঘোষিত হইবামাত্রই লোকরঞ্জক ব্যবসারিপাঠক মহাশয় তাঁহার কপট-ব্যবসায়ের সমূহ বিপদ আশঙ্কা করিয়া বড়ই ত্রস্ত ব্যস্ত হইয়া পড়েন। তখন তিনি কোনপ্রকারে নিজের গুরুগিরি ও পাঠকের ব্যবসাটী টিকাইয়া রাখিবার জন্য শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার সত্যধর্ম্মপ্রচারকগণের বিরুদ্ধে লোক প্রবঞ্চনামূলক মিথ্যা নিন্দাবাদ অভিযোগ আনয়ন করিয়া বলেন যে, (১) সমাগত প্রচারকগণ শ্রীনিত্যানন্দ ও অদ্বৈতপ্রভুকে মানেন না, কাজে কাজেই তাঁহারা নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত সন্তানগণকেও সম্মান প্রদর্শন করেন না; (২) ইঁহারা ব্রাহ্মণসম্মান করেন না; (৩) ইঁহারা শাস্ত্রোক্ত বর্ণাশ্রমধর্ম্মের অবমাননা করেন; (৪) ইঁহারা গুরুর অসম্মানকারী; সেইজন্য ইঁহারা সকলকেই অসদ্ গুরুত্যাগ করিবার উপদেশ প্রদান করেন।

নিরপেক্ষ সত্যধর্ম্মপ্রচারকবর শ্রীপাদ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ আগড়তলাবাসী প্রত্যেকের দ্বারে দ্বারে গমন করিয়া ব্যবসারিপাঠক ও গুরুবেষীর মৎসরতা-প্রণোদিত কথাগুলির অমূলকতা প্রতিপাদন করিলে রাজগুরু ব্রহ্মশ্রীপাদ শ্রীযুক্ত মাণিকলাল গোস্বামী, ঠাকুরপরিবারের মাননীয় শ্রীযুক্ত রাজাপচন্দ্র রায় ও

শ্রীযুক্ত হরিমোহন সেনবর্ম্মা, বি, এ, রাজসেওয়ান শ্রীযুক্ত অমিতচন্দ্রচৌধুরী বি,এ প্রমুখ মহোদয়গণ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপতীর্থ গোস্বামী মহারাজের প্রমুখাৎ হরিকথা শুনিবার আগ্রহ প্রকাশ করিয়া একটী বিরাট সভার আয়োজন করেন। ব্যবসায়িপাঠক লোকলজ্জার খাতিরে সেইখানে উপস্থিত হইয়া কতকগুলি কুসিদ্ধান্তপর বাজে কথা বলিয়াই প্রত্যুত্তরে তাঁহার স্বরূপোদ্ঘাটন ও সত্যকথা শুনিবার ভয়ে স্বগণসহ সভাস্থান হইতে প্রস্থান করেন। কিন্তু শ্রীপাদ তীর্থমহারাজ দুইঘণ্টাকাল "শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত প্রচারিত ধর্ম্ম" সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীগীতা, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীভক্তিবিলাস শ্রীনামকল্পদ্রুম, উপনিষদ্, বেদান্তদর্শন প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে যুক্তিপ্রদর্শন করিয়া অতি হৃদয়গ্রাহিণী বক্তৃতা প্রদান করেন। এরূপ সুসিদ্ধান্তপূর্ণ বক্তৃতা শ্রবণে শ্রোতৃমণ্ডলী এত সন্তুষ্ট হন যে, তাঁহারা পরদিবসও স্বামিজীকে উক্ত বিষয় সম্বন্ধেই পুনরায় বক্তৃতা প্রদান করিতে অনুরোধ করেন। স্বামিজী তৎপর দিবসও রাজবর্ত্ম ও বহু সম্ভ্রান্ত বিদ্বন্মণ্ডলী-মণ্ডিত সভায় বক্তৃতা করেন। আমরা গৌড়ীয়ের পরবর্ত্তী সংখ্যাগুলিতে ক্রমশঃ ব্যবসায়িপাঠকের মনঃকল্পিত মতগুলির বিশদ সমালোচনা ও স্বামিজী মহারাজের শাস্ত্রযুক্তি পরিপূরিত উপদেশাবলী গৌড়ীয়ের সুধী পাঠকগণকে উপহার প্রদান করিব।

গত ১০ই জানুয়ারী পরিব্রাজক শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতীমহারাজ শ্রীমদ্ অপ্রাকৃতপ্রভু ও শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্য নাথ ব্রহ্মচারী প্রমুখ শুদ্ধভক্তবৃন্দ সঙ্গে বহুলোক সঙ্গে জগাইদি গ্রামে পরলোকগত মুকুন্দলাল লাহেক মহাশয়ের গৃহে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও হরিনামসঙ্কীর্ত্তন করেন, তাঁহার ভক্তিমতী পত্নী শ্রীযুক্তা যমুনাকিশোরী দেবী মহোদয়া প্রচারকগণের শ্রীমুখে পাঠ ও কীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া শান্তিময় সন্তোষলাভ করিয়াছেন। এই স্বনামধন্যা উদার-প্রকৃতি দানশীলা মহিলায় শ্রীমন্ মহাপ্রভুর প্রবর্ত্তিত শুদ্ধ-ভক্তিধর্ম্মের প্রচারে আন্তরিক চেষ্টা, যত্ন ও সহানুভূতি সকলেরই অনুকরণীয়।

সেবা ও কৃপা।

সাধুগুরুর কৃপা ব্যতীত হরিগুরুবৈষ্ণবের সেবালাভ হয় না।

"মদ্গুরুকৃপা বিনা কোন কর্ম্মে মুক্তি নয়।
কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু সংসার নহে ক্ষয়॥"
"সংসার ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান জীব।
গুরুকৃষ্ণপ্রসাদে পায় ভক্তিলতাবীজ॥"
"সাধুশাস্ত্র কৃপায় যদি কৃষ্ণোন্মুখ হয়।
সেই জীব নিস্তরে, মায়া তাহারে ছাড়য়॥"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

যখন গুরুকৃপা ব্যতীত কৃষ্ণসেবা লাভ হয় না তবে কি আমরা নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিব বা কৃষ্ণসেবেতর কার্য্যে নিযুক্ত হইব? অনেকেই এই প্রশ্নের সমাধান করিতে না পারিয়া কৃষ্ণসেবানুকূল বিষয় অনুশীলন করিবার পরিবর্ত্তে আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিকর কার্য্যেই গা' ঢালিয়া দেন এবং নিজ ভোগপর কার্য্যাবলীর সমর্থনের জন্য ভগবান্ ও ভক্তের ঘাড়ে দোষ চাপাইয়া বলিয়া থাকেন—'ভগবৎকৃপার অভাব, তাই বিষয়ে মত্ত রহিয়াছি—ভগবানের কৃপা হইলেই ত' তাঁহাতে সেবাবুদ্ধি উদিত হইতে পারে।' সাধুভক্তগণ যদি কৃপাপূর্ব্বক ঐ সকল ব্যক্তিকে কৃষ্ণসেবানুকূল কর্ম্মে নিযুক্ত হইবার জন্য উপদেশ প্রদান করেন, তখন তাহারা বলিয়া থাকেন—'প্রভো, আপনাদের কৃপা হইলেই ত' সেবা করিতে পারি; আপনারা কৃপা করিতেছেন না, তাই আমার দুর্দ্দৈবও কাটিতেছে না।'

হায়! আমরা কি মূঢ়! সাধুগণ—বৈষ্ণবগণ আমাদিগকে অযাচিতভাবে কৃপা বিতরণ করিতেছেন, আমরা দূরে চলিয়া যাইতেছিলাম বলিয়া সুরধুনী বন্যা আনয়ন করিয়া আমা-দিগকে ভাসাইয়া নিতে চাহিতেছেন, আর আমরা উচ্চ মঞ্চ প্রস্তুত করিয়া বন্যার জল যাহাতে আমাদের স্পর্শ করিতে না পারে তজ্জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছি! ভগবান্ ও ভক্তের কৃপা ত' অবিরত শতধারে বহিতেছে। আমরা গ্রহণ করিতেছি কই? সাধুবৈদ্য জোর করিয়া আমাদিগকে ঔষধ গলাধঃকরণ করাইয়া দিতেছেন, আমরা গলায়

অঙ্গুলি দ্বারা উদরের আবরণপূর্ব্বক উহা দেখিয়া দিবার যত্ন করিতেছি আর সাধুর ঘাড়ে দোষ চাপাইয়া বলিতেছি—ঔষধটী আমাকে সেবন না করাইয়া তিনিই কেন উহা আমার হইয়া সেবন করেন না? আমি সেবন করিবার কষ্ট নিব না, কেবল ঔষধ সেবনের আরোগ্য বা স্বাস্থ্যলাভরূপ প্রফুল্লটী বিনা আয়াসে গ্রহণ করিব।'

এইরূপ অনাদ্যবিদ্যারোপের মূলে কৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্তে ভোগবুদ্ধি বর্ত্তমান। এইরূপ বিচারে কপটতা ও তৎফলস্বরূপ আত্মবঞ্চনা ব্যতীত আর কিছু নাই। সেবোন্মুখতাই ভগবৎকৃপা। ভগবদ্ভক্তগণ আমাদিগকে যে সেবায় নিযুক্ত করেন—সেটীই তাঁহাদিগের অযাচিত কৃপা। কৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্তে ভোগবুদ্ধিযুক্ত কপট ব্যক্তিই ভক্তের সেবানিয়োগ-ব্যাপারকে কৃপা মনে না করিয়া অন্য কিছু মনে করেন এবং কপটতা করিয়া পুনরায় কৃপা যাচ্ঞার ভাণ দেখাইয়া থাকেন। যিনি সত্য সত্যই নিষ্কপট, তিনি কৃপাদেবীকে সেবাবিগ্রহরূপে কৃপাবিতরণ করিবার জন্য সমাগতা দেখিতে পান। নিষ্কপট কৃপাভিখারী তখন কৃপাদেবীকে সেবারূপে প্রাপ্ত হইয়া উত্তোত্তর উৎসাহ নিশ্চয়, ধৈর্য্য, সেবানুকূল কর্ম্মে প্রবর্ত্তন, অন্তরে সেবাবিরোধী ও মুখে কপটতাপূর্ব্বক কৃপা-ভিখারী ব্যক্তির সঙ্গপরিত্যাগ, অনুক্ষণ সেবাপরায়ণ ও সেবায় অতৃপ্ত হইয়া কেবলমাত্র নব নবায়মান সেবার জন্য কৃপাপ্রার্থী সাধুগণের সঙ্গে নিত্যকাল সেবায় নিযুক্ত থাকেন। সেবাই—কৃপা; কৃপাই—সেবা। কৃপার উত্তরফল—'সেবা' আবার সেবার উত্তর ফল—'কৃপা'। সেবানুকূল কার্য্যদ্বারাই ভগবান্ ও ভক্তের কৃপালাভ বা সেবোন্মুখী সুকৃতি সঞ্চিত হয় আর সেবাবিমুখ ফলের দ্বারা সেবাবিমুখী দুষ্কৃতি অর্জ্জিত হয়। সুতরাং যিনি সেবাবিমুখ কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিয়া কপটতাপূর্ব্বক ভাবী কৃপার সুখস্বপ্ন দর্শন করেন, তিনি নিত্যকাল বঞ্চিত হন—তাঁহার ভাগ্যে ভগবৎকৃপা লাভ হয় না।

শ্রীপাদ রামানুজাচার্য্যের আবির্ভাবের কিছুকাল পরে তদীয় অবতন শাখার 'বড়্গলই' ও 'তেঙ্গলই' নামে দুইটী সম্প্রদায় পরস্পর 'সাধন' ও 'কৃপা' লইয়া বিবাদ করেন। দক্ষিণ দেশীয় রামানুজীয়গণ বড়্গলই এবং উত্তরদেশীয়গণ 'তেঙ্গলই' নামে অভিহিত। বড়্গলইগণ সাধনকেই ভগবৎসেবা লাভের একমাত্র উপায় বলিয়া তেঙ্গলইগণের সহিত বিবাদ করেন, আবার তেঙ্গলইগণ একমাত্র ভগবৎকৃপাদ্বারাই ভগবৎসেবালাভ হয়—সাধনের কোনও আবশ্যকতা নাই বলিয়া বড়্গলইগণের সহিত মতভেদ উপস্থিত করেন। এইরূপে দুই সম্প্রদায়ে জীবন ব্যাপী বিবাদ উপস্থিত হয়। শ্রীপাদ রামানুজের নবম অবতন শ্রীবরবর মুনি উভয়মতের সামঞ্জস্য করিয়া দেন। তথাপি দাক্ষিণাত্যে ভিন্ননামে পরিচিত আছে।

কলিযুগপাবনাবতার শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর উক্ত উভয়বিধ একদেশদর্শী 'বচারের সুষ্ঠু মীমাংসা করিয়া দিয়াছেন। তিনি জীবকে দেখাইয়াছেন যে, সদ্গুরুর আনুগত্যে শুদ্ধ-বৈষ্ণবসেবা ব্যতীত বহুজীবের কৃষ্ণকৃপা লাভ হয় না।

"তাতে কৃষ্ণ ভজে করে গুরুর সেবন।
মায়াজাল ছুটে, পায় কৃষ্ণের চরণ॥"

লৌকিক, বৈদিক বা যে কোনও ক্রিয়াই হউক্ না কেন—উহা হরিসেবানুকূল হইলেই কৃষ্ণকৃপা বা ক্রমশঃ কৃষ্ণে ঐকান্তিকী সেবা প্রাপ্তির কারণ হয়। আবার কৃষ্ণভক্তকৃপা ব্যতীতও কৃষ্ণসেবায় নৈষ্ঠিকী রতির উদয় হয় না। সুতরাং 'কৃপা' ও 'সাধন' পরস্পর ঘনিষ্ঠসম্বন্ধসূত্রে গ্রথিত; একটী ব্যতীত অপরটী সম্ভব হয় না। যাঁহাতে সাধন বা সেবোন্মুখী বৃত্তি লক্ষিত হইতেছে—তিনিই কৃষ্ণকৃপা প্রাপ্ত হইতেছেন জানিতে হইবে। সেবোন্মুখী সুকৃতি-সঞ্চয় বা সাধনই পরাসেবালাভের প্রাগবস্থা; উহা সেবাবিমুখ কর্ম্মচেষ্টা নহে। সুতরাং সাধন বা সেবানুকূল জ্ঞাত বা অজ্ঞাত কর্ম্মই ভগবৎকৃপালভ্য ব্যাপার। ভগবৎসেবানুকূল চেষ্টা ও কৃপা পৃথক্ বস্তু নহে। অভিধেয়—সাধনভক্তি বা সেবাই সুষ্ঠু সম্বন্ধজ্ঞানের জনক আবার সুষ্ঠুসম্বন্ধজ্ঞানোদয়েই অহৈতুকী নিত্যসিদ্ধা পরাভক্তির আবির্ভাব। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন, (১।২।৭)

বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রযোজিতঃ।
জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যং জ্ঞানঞ্চ যদহৈতুকম্॥

অন্বয়জ্ঞান ভগবান্ বাসুদেব—শ্রীকৃষ্ণে পরবর্ত্মানুষ্ঠান ভক্তি উদয় করাইবার চেষ্টারূপ ভক্তিযোগ অনুষ্ঠিত হইলে

পীয় বিষয়ভোগ-ত্যাগে এবং কৃষ্ণের সম্বন্ধজ্ঞানের উদয় করায়। সুতরাং সাধন বা সেবা ব্যতীত কখনও কৃপালাভ হইতে পারে না।

অভিধেয়—শ্রীরূপগোস্বামী ভক্তিরসামৃতসিন্ধু-গ্রন্থে, (পূর্ব্ব ৩।৮।১০ সংখ্যা) সাধনাভিনিবেশজ ও কৃষ্ণ ও ভক্তপ্রসাদজ ভাবের উল্লেখ করিয়াছেন। সাধন দ্বারা যে ভাব উদিত হয় তাহাই—সাধনাভিনিবেশজ ভাব এবং—

'সাধনেন বিনা যস্তু সহসৈবাভিজায়তে।
স ভাবঃ কৃষ্ণভক্তপ্রসাদজ ইতীর্য্যতে॥

সাধন ব্যতীত সহসা যে ভাব উৎপন্ন হয় তাহাই কৃষ্ণ অথবা কৃষ্ণভক্তের প্রসাদজনিত ভাব বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। কৃষ্ণপ্রসাদজনিত ভাব ত্রিবিধ। বাচিক, আলোকদান ও হার্দ্দভেদে শ্রীহরির প্রসন্নতা তিন প্রকারে হয়। বাচিকপ্রসাদজ ভাবের উদাহরণ নারদপুরাণের নারদের প্রতি ভগবদ্বাক্যে দৃষ্ট হয়—হে নারদ, আমাতে তোমার পূর্ব্বানুরক্তা, সর্ব্বমঙ্গলশিরোমণি, অব্যভিচারিণী সেবা উদিত হউক্। স্কন্দপুরাণের কোনও একটী বাক্যে আলোকদানজভাবের দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়—ব্রাহ্মণদেশবাসীব্যক্তিগণ অদৃষ্টপূর্ব্ব শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন, সুতরাং কৃষ্ণ' হইতে আর নয়ন ফিরাইতে পারেন নাই। অন্তরগত যে প্রসন্নতা—তাহাকেই 'হার্দ্দ প্রসাদ' বলা হইয়াছে ভক্তসংহিতা গ্রন্থে তাহার উদাহরণ দেখিতে পাওয়া যায়—হে ব্যাসনারায়ণ, তোমার একটী মহাভাগবত পুত্র আবির্ভূত হইয়াছেন, সাধন ব্যতীত ইহাতে বহু বহু সাধন-লভ্য বিষ্ণুভক্তির উদয় হইয়াছে। আবার কৃষ্ণভক্তপ্রসাদজ ভগবদ্ভক্তির উদাহরণ শ্রীপ্রহ্লাদের চরিত্রে আমরা দেখিতে পাই (ভা ৭।৩।২৬)। শ্রীল রূপপাদ এই স্থানে বলিয়াছেন—

নারদস্য প্রসাদেন প্রহ্লাদে ভক্তবাসনা।
নিসর্গঃ সৈব তেনাত্র রতির্নৈসর্গিকী মতা॥

ভক্তরাজ নারদের প্রসাদোত্থ প্রহ্লাদের প্রতি যে ভক্ত বাসনা—তাহাই এই স্থানে 'নিসর্গ'; সেই নিসর্গ বা স্বভাবজনিত রতিই—নৈসর্গিকী বা স্বাভাবিকী রতি বলিয়া বিবেচিত। সাক্ষাৎ ভগবান্ ও ভক্তপ্রসাদজ ভগবদ্রতিও বিচার করিয়া দেখিলে ভগবৎসেবোন্মুখের উপরেই বর্ষিত হয়। শ্রীনারদের প্রতি যে ভগবানের প্রসাদ তাহার কারণ শ্রীনারদের সেবোন্মুখতা বা পূর্ব্বজন্মার্জ্জিতা সাধুবৈষ্ণব-সেবোন্মুখী সুকৃতি। ব্রাহ্মণদেশ বাসিগণের শ্রীকৃষ্ণ দর্শনে শ্রীকৃষ্ণ প্রতি বিমুখ না হইয়া যে হৃদয়ে আনন্দানুভূতি ইহাই তাঁহাদের সেবোন্মুখী সুকৃতি উদয়ের লক্ষণ এবং কৃষ্ণরতির পূর্ব্বাভাস। প্রহ্লাদের সেবোন্মুখতা দর্শনে নারদের যে প্রসাদ তাহাই প্রহ্লাদের প্রতি নারদের কৃপা।

শ্রীভগবান্ সর্ব্বদাই আমাদিগকে কৃপাকর্ষণ করিতেছেন। বৃহৎ তৃণও যেমন ক্ষুদ্র লোষ্ট্রখণ্ডকে সর্ব্বদাই আকর্ষণ করিতেছে, সূর্য্যদেব যে প্রকার বায়ুযোগে নদ নদী, উপগ্রহগণকে অনুক্ষণ আকর্ষণ করিতেছেন তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণও অনুচ্চৈস্তরবিচ্ছিন্নাংশ জীবকুলকে নিরন্তই আকর্ষণ করিতেছেন, তিনি শ্রোতপন্থার বেদবায়ু দ্বারা, সাধু মুখনিঃসৃত বাক্য দ্বারা অনন্ত জীবগণকে নিত্যই আকর্ষণ করিতেছেন। 'ভগবানের কৃপাকর্ষণ নাই,—এ কথা অসম্ভব কথা। তবে কৃপাপারাবার শ্রীভগবান্ তটীয় তটস্থশক্তিপ্রসূত জীবগণকে স্বতন্ত্র রূপ যে একটী অমূল্য রত্ন প্রদান করিয়াছেন, অনন্তকোটি জীব সেই স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার করাতেই ভগবানের কৃপা হইতে ইচ্ছা করিয়াই দূরে পড়িয়া রহিয়াছে, আবার যে সকল জীব সেই স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহার করিতেছেন বা করিয়াছেন, তাঁহারাই ভগবানের নিত্যকৃপায় নিত্য কাল অভিষিক্ত হইয়া নিত্য সেবা ও উত্তরোত্তর নিত্য কৃপা লাভ করিতেছেন। যদি বল, ভগবান্ জীবকে ঐরূপ স্বতন্ত্রতা প্রদান করিলেন কেন? ঐ স্বতন্ত্রতা প্রদান করিয়াই ত' ভগবান্ মূলে ভুল করিয়াছেন, সুতরাং মূলতঃ তিনিই দায়ী। বলি, পুত্রের শুভাকাঙ্ক্ষী ও স্নেহপরায়ণ পিতা যদি পুত্রের মঙ্গলের জন্য তাহাকে বহু মূল্য সম্পত্তি দান করেন, কিন্তু পুত্র যদি ঐ সম্পত্তির সদ্ব্যবহার বা সদ্ব্যয় না করিয়া অপব্যয়ে তৎপর হয়, তবে সম্পত্তি-প্রদান-জন্য পিতার পুত্রের প্রতি কি স্নেহ, কৃপা বা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা কম বুঝিতে হইবে? স্বতন্ত্রতা—চেতন-ধর্ম্ম। জীবকে যদি সেই স্বতন্ত্রতা হইতেই বিচ্যুত করা হয় তবে সে চেতন না হইয়া 'জড়' পদার্থ হইয়া পড়ে। সেই জন্যই ভগবান্ জীবের

স্বতন্ত্রতার উপরে হস্তক্ষেপ না করিয়া স্বতন্ত্রতাবশের কিঞ্চিদ্ধাত্র সাধারণকারী ব্যক্তির প্রতিও উন্মুখোভয় স্বয়ং, ভক্ত, ভাগবত প্রভৃতির দ্বারা অন্তরমুখে কৃপা, আবার স্বতন্ত্রতার সম্পূর্ণ অসদ্ব্যবহারকারিগণকে ব্যতিরেকভাবে মায়াশক্তির নিপীড়নে পাতিত করিয়া কৃপা করিয়া থাকেন। ভগবান্ সর্ব্বদাই জীবকে অন্বয়ভাবে সাক্ষাৎ কৃপা করিতেই উন্মুখ—তটস্থজীব সেই অযাচিত কৃপা গ্রহণে একান্ত পরাঙ্মুখ হইলে মায়াশক্তি অপরাধী তাদৃশ জীবকে নানাবিধ ত্রিতাপ দ্বারা ভগবৎ-সেবোন্মুখী করিবার চেষ্টা করেন। ঐ সকল জীবকে কৃপা করিবার জন্য ভগবান্ কখনও নিজে আসেন, কখনও গুরুবর্গকে প্রেরণ করেন, সন্ধ্যাস প্রভৃতির দ্বারা উহাদিগকে উন্মুখী করিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু আমরা এতই সেবা-বিমুখ যে সংসারকূপে পতিত আমাদিগের দুরবস্থা দর্শন করিয়া পরম কারুণিক শ্রীভগবান্ আমাদের জন্য সর্ব্বদাই কৃপারজ্জু লম্বমান করিয়া রাখিয়াছেন, কৃপাপুরুষ সাধুগণ আমাদের গৃহকূপের সম্মুখে আসিয়া পুনঃ পুনঃ আমাদের কর্ণে উচ্চধ্বনিতে ভগবৎকৃপার কথা আমাদিগকে জানাইয়া দিতেছেন। এমন কি ভগবৎকৃপারজ্জু আমাদের অঙ্গে পুনঃ স্পর্শ করাইতেছেন, কিন্তু আমরা তথাপি হস্তদ্বারা ঐ রজ্জুটী একবারের জন্যও ধরিতেছি না, সাধুগণ যতই রজ্জুটী আমাদের হস্তের সম্মুখে আনিয়া ধরিয়া দিতেছেন, আমরা ততই জড়সড় হইয়া হস্তটী গুটাইয়া লুকাইয়া রাখিতেছি। যিনি কৃপারজ্জু হস্তদ্বারা ধরিবার পরিশ্রমটীও স্বীকার করিবেন না, সেইরূপ নিতান্ত ঈশবিমুখ ব্যক্তি বাস্তব হইবেনই। শ্রীগীতায় (১৮।৬৬) ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শ্রীঅর্জ্জুনকে যে চরম উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, তাহাতেও এই সিদ্ধান্ত দেখিতে পাওয়া যায়।

শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু টীকায় লিখিয়াছেন—"শরণগতঃ মোক্ষয়িতামীতি মিথঃ কর্ত্তব্যতা দর্শিতা" অর্থাৎ 'শরণাগতকে আমি সর্ব্ববিধ অনর্থের হস্ত হইতে মুক্ত করিব'—ইহার দ্বারা ভগবান্ ও জীব পরস্পরেরই কর্ত্তব্যতা দেখান হইয়াছে। জীবের দিক্ হইতে 'শরণাগতি'—ভগবানের দিক্ হইতে সেবাপ্রদান। সুতরাং শরণাগতিই সেবা বা কৃপা প্রাপ্তির উপায়। যেখানে জীবের শরণাগতি বা সেবোন্মুখী বৃত্তি নাই—সেখানে ভগবৎকৃপাও উপলব্ধ হয় না। শ্রুতি বলিয়াছেন—(মুণ্ডক ৩।২।৩)

নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যো ন চ প্রমাদাৎ তপসো বাপ্যলিঙ্গাৎ।
এতৈরুপায়ৈর্যততে যস্তু বিদ্বাংস্তস্যৈষ আত্মা বিশতে ব্রহ্মধাম॥

বলদেবস্বরূপ অতিমর্ত্যনিত্যানন্দ শ্রীগুরুদেবের কৃপা-ব্যতীত জীব সেবাতে অধিষ্ঠিত হইতে পারে না। 'প্রমাদ' অর্থাৎ মনোযোগ, 'তপ' অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্য বা জ্ঞানাদি অভ্যাস এবং 'অলিঙ্গ' অর্থাৎ সন্ন্যাসসংহিতা বা শরণাগতির অভাব দ্বারা কখনও আত্মতত্ত্ব উপলব্ধ হয় না। কিন্তু যে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি উক্ত উপায়সমূহ দ্বারাই অর্থাৎ শ্রীগুরু-কৃপা, অপ্রমাদ অর্থাৎ ব্রহ্মসমাধ্যাদি রহিত শ্রীসাধুগুরু-মুখপদ্মবাক্য, 'তপ' সম্বন্ধজ্ঞান বা স্বরূপোদ্বোধক ব্রহ্মচর্য্য সন্ন্যাস বা শরণাগতি এই সকল উপায় দ্বারাই ভগবৎ-সেবা লাভের যত্ন করেন তাঁহার আত্মাই ব্রহ্মধাম অর্থাৎ অপ্রাকৃত ভগবদ্ধামে প্রবেশ করিয়া অপ্রাকৃত নিত্যসেবা লাভ করেন। সুতরাং শ্রুতিবাক্য হইতেও আমরা জানিতে পারি যে, 'সাধনভক্তি' ও 'কৃপা' যুগপৎ একত্রে মিলিত হইলেই ভগবানের নিত্যসেবা লাভ করাইয়া থাকে। ভক্ত, ভাগবত ও শ্রীগুরুর আনুগত্য পরিত্যাগপূর্ব্বক সাধনের কোনও মূল্য নাই আবার কৃপার আশায় কপটতাপূর্ব্বক সাধনভক্তিকে বাদ দিলেও পরসেবা লাভ অসম্ভব। শ্রীমদ্ভাগবত (৩।৩১।২০) বলিয়াছেন—"দুরাপা হ্যল্পতপসঃ সেবা বৈকুণ্ঠবর্ত্মসু" বৈকুণ্ঠধামের পথস্বরূপ হরিজনের সেবা অল্প সুকৃতিশালী জীবের পক্ষে দুর্লভ। শ্রীমদ্ভাগবত আরও বলিয়াছেন—

তদেতদুপকল্পান্ নঃ সুমীমাংস্যমাণয়ো হ্যনায়াসকৃতং বিপাকং।
ত্বদ্বার্য্যয়োঃ পদ্মযুগদ্বয়স্য যে সঙ্গিনাং ন স্যুরসদ্গ্রহাত্মা॥

হে ভগবন্, যিনি তোমার কৃপালাভের আশয়ে স্বকর্ম্মের ফলভোগ করিতে করিতে কায়মনোবাক্যে তোমাতে আত্মসমর্পণ করিয়া জীবন যাপন করেন, তিনিই তোমার নিত্যসেবা ও আনুষঙ্গিকভাবে অনর্থ মুক্তির অবশ্য লাভ করিয়া থাকেন। (১০।১৪।৮) সুতরাং সেবোন্মুখতাই ভগবৎ-কৃপার মূল, আবার ভগবৎকৃপাও সেবোন্মুখবৃত্তিকে ক্রমবিকশিত ও পরিস্ফুট করিবার কারণ। সুতরাং 'সেবা' ও 'কৃপা' পরস্পর এক সূত্রে গ্রথিত, একটীকে বাদ দিয়া অপরটী সিদ্ধ হইতে পারে না।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ।

গৌড়ীয়

শ্রীগৌড়ীয়-সেবায় যাহা অনুকূল
বিষয় বর্ণিতা তাহাতে সর্ব্বথা।
শ্রীগৌড়ীয়-সম্পাদক সৈন্যগণে কয় কথা
শ্রীগৌড়ীয় আছে যত সুধীগণ।
শ্রীগৌড়ীয় আছে যত সুধীগণ।
শ্রীগৌড়ীয় আছে যত সুধীগণ।

তৃতীয় খণ্ড } শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১১ই মাঘ শনিবার ১৩৩১, ২৬শে জানুয়ারী ১৯২৫ { ২৩শ সংখ্যা

পরিক্রমায় আহ্বান।

(১)

অই শুন, অই শুন, জয় শিঙ্গা বাজে রে কীর্ত্তনে গগন।
অই দেখ, অই দেখ, সকলেই সাজে যে ভক্তভক্তগণ॥

(২)

ঘণ্টাখোল করতাল ঘন ঘন বাজে রে উলসিয়া হিয়া।
অসংখ্য নিশান কিবা চৌদিকে রাজে রে ভক্তকরে গিয়া॥

(৩)

গৌরহরি হরিধ্বনি সকলেরি মুখেরে গৌর-কোলাহল।
ঘন ঘন জয়ধ্বনি সবে দেয় সুখে রে বিরাট সে রোল॥

(৪)

গৌড়বাদি তীর্থবরী শ্রীগৌড়ীয় মঠে রে সবে সমবেত।
শ্রীমণ্ডলপরিক্রমা সেবাব্রতে ঘটে রে সবে আজি রত॥

(৫)

দয়ালের শিরোমণি অই শুন ডাকে রে কে আছিস্ আয়।
যতদূর ভক্তগণ যেখানেই থাক রে সকলে ধায়॥

(৬)

ভক্তরাজ আহ্বানে গৌড়বাদি জনে রে সবে মাতোয়ারা।
গৌড়মণ্ডলভূমি চিন্ময়েরি জেনে রে আনন্দ কোয়ারা॥

(৭)

এমন আনন্দ মেলা কবে বা হ'য়েছে রে আর সবে আয়।
গৃহব্রতধর্ম্ম সবে সকলে ত্যজেছে রে বৃথা দিন যায়॥

(৮)

গৃহপরিক্রমা করি জীবন ফুরায় রে আয়ু হ'ল শেষ।
ভক্তস্বামী দরশনে ছুটে যাবে আজ রে এই বৃদ্ধিলেশ॥

(৯)

হয় কি না হয় পুনঃ, এমন সুযোগ রে ঘুমায়ো না আর।
এস ভক্ত সাথে চলি যাবে ভবরোগ রে ঘুচিবে সংসার॥

(১০)

হরি হরিভক্ত ক্ষেত্রে পরিক্রমা বিনা রে পথ ভক্তিহীন।
চরণের সার্থকতা যাদ যা বাসনা রে ক্ষেত্র তুমি আয়॥

(১১)

চতুঃষষ্টি ভজনাঙ্গে ক্ষেত্রপরিক্রমা রে ভক্তমাত্রে জানে।
অহৈতুক কৃপাময় তাই ডাকে তোমা রে প্রণয়ের টানে॥

(১২)

ভাই বলি এবে ভাই ভাব ঘুচাবার রে বিলম্ব না কর।
সাধুপাদপদ্মধূলি লভিয়া বিভোর রে তাঁর সঙ্গ ধর॥

(১৩)

নিষ্কিঞ্চন ভক্তবরে কিছু নাহি চায় রে, 'বলে সঙ্গ চল।
বিষয়-বাসনা-মত্ত সব ছুটে যায় রে যাবাক্ত ধর'।

(১৪)

শ্রীগৌরপার্ষদ যত কেবা কত গণে রে নাহি সব লেখা।
তাঁদের বিহারস্থলী সাধুভক্তসনে রে তবে তোর দেখা॥

(১৫)

এসব শ্রীপাট ল'য়ে শ্রীগৌড়মণ্ডল রে ব্রজাভিন্ন ভূমি।
গৌড়পরিক্রমা করি লভ ব্রজবল রে অকাতরে তুমি।

(১৬)

সে সকল অপ্রাকৃত চিন্ময় ধামে রে প্রাকৃত না হয়।
অপ্রাকৃত বৃন্দাবনে বুঝিয়া চড়িয়েরে লভিছে নিশ্চয়॥

(১৭)

বৃন্দাবনে ভোগবুদ্ধি সদা বসবাস রে নরকের দ্বার।
বিষয়-আসক্তি লয়ে নহে ব্রজবাস রে সে ঘোর সংসার॥

(১৮)

বৃন্দাবনাভেদে শ্রীগৌড়ব্রজন রে সেই ব্রজবাস।
তাহে মিলে অপ্রাকৃত প্রেমধনধন রে অপ্রাকৃত রাস॥

(১৯)

ভক্তপাট পরিক্রমি মাখি তায় ধূলি রে ভক্তকৃপা লভ।
সঙ্গে সঙ্গে ভক্তোচ্ছিষ্ট লও মুখে তুলি রে লভ প্রেমাসব॥

(২০)

গৌড়পরিক্রমা করি গৌরজন্মভূমি রে শ্রীশ্রীমায়াপুরে।
তথা হ'তে নব—দ্বীপধাম পরিক্রমি রে তবে ব্রজপুরে॥

(২১)

তবে বৃন্দাবনযোগ্য অধিকার পাবে রে ভক্তকৃপাবলে।
ভক্তকৃপা বিনে ভাই নাহি কোন লাভয়ে মিছামিছি বুলে॥

(২২)

গাও ভাই জয় গাও ভক্তজয় গাও রে ভক্তরোল করি।
হাতেতে নিশান লও ভক্তপাছে ধাও রে বল গৌরহরি॥

বৃন্দাবনের চিঠি!

"আমার মনটা বড় খারাপ! বাবা ও মা বৃন্দাবনে গিয়াছেন। ওঁহারা তীর্থবাস করিবেন। আমি ভাবিলাম, আমি তা' হ'লে গৃহে বাস করিব কি করিয়া। বাবা যাকে ছাড়িয়া শুধু গৃহে কি করিব!"—এই কথা ভাবিতেছি, এমন সময়ে পিয়ন কড়্ কড়্ করিয়া কড়া নাড়িল। খুলিয়া দেখিলাম। দেখি, বাবার চিঠি। আঃ, প্রাণে জল আসিল। বাবার হাতের লেখাই যথেষ্ট।

"বাবা প্রাণেশ! আমরা নির্বাপদে বৃন্দাবনে পৌঁছিয়াছি। কোন চিন্তা করিও না, বেশ ভাল আছি। যমুনায় স্নান, শ্রীরাধাকুণ্ড, গিরিগোবর্দ্ধনাদি দর্শন করিয়াছি। লালাবাবুর কুঞ্জ, শেঠদের কুঞ্জ প্রভৃতি অনেক কুঞ্জ দেখিয়াছি। সকল কথা পরে জানাইব। আজ স্নান করিয়া ফিরিবার কালে পথে 'মিনু'র জন্ত জয়পুরের খেলনা ও 'টেপীর' জন্ত চুড়ি কিনিয়াছি। তোমার ছেলের জন্ত ঝুনঝুনি ও বাঁশী কেনা হইয়াছে, আরও যখন যাহা দেখিতেছি, তখনই তোমাদের সকলের কথা মনে পড়ে, এবং তখনই একটা না একটা সংগ্রহ করি। কোন চিন্তা করিও না, আমরা স্বামিস্ত্রীতে বৃদ্ধ বয়সে তীর্থে বাস করিলেও তোমাদের জন্ত সর্ব্বদাই চিন্তা করি। এক মুহূর্ত্তও তোমাদের চাঁদমুখ ভুলিতে পারি না। দেখ বাবা প্রাণেশ! মদনমোহনের গলায় হার দেখিয়া খুকুমণির মটরদানার কথা মনে পড়িয়া গেল। এইভাবে আমরা সর্ব্বদাই তোমাদের কথা ভাবি এবং যদিও আমাদের দুইজনের দেহ দুইটী রেলে চড়িয়া টিকিট কাটিয়া এখানে আসিয়াছে, আমরা দুই মনে সর্ব্বদাই তোমাদের নিকট আছি। আজ আর সময় নাই। মথুরায় যাইবার উদ্যোগ করিতেছি। সর্ব্বদা পত্রাদি দিও। দেখো, 'বলী'র পূর্ণ জল দাস, কখন বাদুর হইয়া পড়ে। আর পাটনাই কুমড়ো গাছে যেন দু'বেলা জল দিতে ভুলিও না।

আশীর্ব্বাদক

শ্রীচিত্তোষ ভট্টাচার্য্য।

প্রাণেশ এক নিঃশ্বাসে পত্রখানি পাঠ করিয়া ফেলিল। প্রাণে আনন্দের ঢেউ খেলিতে লাগিল। এমন সময়ে চীঠিখা দেখে, সম্মুখে তাহার বন্ধু চিন্তামণি।

চিন্তামণি। কিরে প্রাণেশ! কার চিঠি?

প্রাণেশ। বাবার চিঠি।

চিঃ। একি! তোর বাবা মা তীর্থবাসী হয়েছেন। আবার চিঠি কিসের?

প্রাঃ। কেন রে চিন্তে! তীর্থে বাস ক'রে কি ছেলেপিলের কাছে চিঠি লিখতে নাই?

চিঃ। আছে বই কি? দেখি কেমন ধরণের তীর্থবাসটা হ'চ্ছে। (এই বলিয়া প্রাণেশের হাত হইতে চিঠি লইয়া পড়িয়া) ওঃ! বেশ ত তোর বাবা মা তীর্থবাস করছে যে!

প্রাঃ। কেন রে মূর্খ! কি হয়েছে?

চিঃ। না, হ'বে আর কি? এ ত তীর্থে বাস নয় গরুর পেটে, কুমড়ো গাছের গোড়ায়, তোর ছেলের কণ্ঠে, আর টেনীর হাতে বাস! বেশ ভাই, টাকা খরচ ক'রে অমনভাবে ক্লেশভোগ করার প্রয়োজনটা কি? তাহা ভাই আমাদের মত মূর্খ খুঁজিয়া পায় না!

প্রাঃ। তোর ত বড় আস্পর্দ্ধার কথা, বাবা মা কি তোর চেয়ে কম বোঝেন? তাঁরা কি বোকা?

চিঃ। "না, ভাই? বোকা হবেন কেন? শাস্ত্রে এইরূপ তীর্থবাসাকাঙ্ক্ষীদিগকে বিস্তার দিয়া বলিয়াছেন—

"কবে মোর শুভ দিন হইবে উদয়।
বৃন্দাবনধাম মম হইবে আশ্রয়॥
ঘুচিবে সংসারজ্বালা বিষয়বাসনা।
বৈষ্ণবসঙ্গেতে মোর পূরিবে বাসনা॥
যমুনায় স্নান হবে হরিসঙ্কীর্ত্তনে।
মত্ত হ'য়ে পড়ে রব বৈষ্ণব-চরণে॥"

প্রাঃ। কি বল্‌ছিস্? দেখ্‌ছিস্ না, বৃন্দাবনের ছাপ চিঠির উপরে—ভিতরে? তবুও তাঁহাদের "শ্রীবৃন্দাবনধাম-আশ্রয়" হয় নাই! সর্ব্বদা নামজ্যোতা পাণ্ডাদিগের সঙ্গে ঠাকুরবাড়ী যান, রাধাকৃষ্ণ দেখেন, তবুও তাঁহাদের 'বৈষ্ণব-সংসর্গ' হয় না! এ বয়সে বেশ তর্ক কর্‌তে শিখেছিস্ দেখ্‌ছি?

চিঃ। তাই প্রাণেশ, চটিস্ নে, বিচার শোন্। তীর্থবাস অত সহজসাধ্য নয়! তের টাকার টিকেটে বৃন্দাবন যাওয়া এবং পাণ্ডার সঙ্গে বৃন্দাবন-দর্শন হয় না। আর বাড়ীর প্রতি অত আসক্তি রাখিয়া **বৃন্দাবনবাস অসম্ভব**।

প্রাঃ। তবে কি কর্ত্তে হ'বে?

চিঃ। "আর কবে নিতাইচাঁদ করুণা করিবে?
বিষয়বাসনা মোর কবে তুচ্ছ হবে?
বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হবে মন!
কবে হাম হেরব শ্রীবৃন্দাবন॥"

শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর কৃপালাভ না হইলে, বিষয়বাসনা নষ্ট না হইলে শ্রীবৃন্দাবনদর্শন অসম্ভব। এইজন্য শ্রীল ঠাকুর নরোত্তম গাহিয়াছেন—

নিতাইর করুণা হবে, ব্রজে রাধাকৃষ্ণ পাবে,
দৃঢ় করি' ধর নিতাইর পায়।

সুতরাং যদি বিষয় হইতে দুই হাত সম্পূর্ণভাবে তুলিয়া 'কোটিচন্দ্রসুশীতল নিতাইপদকমল' ধরিতে পার, তবে—

প্রাঃ। চিন্তে বল্‌ছিস কি? কোথায় বৃন্দাবন, আর কোথায় বাঙ্গালা দেশের নিত্যানন্দ প্রভু। নিত্যানন্দ প্রভুর কৃপালাভে কি করিয়া উত্তর-পশ্চিম-ভারতের বাঙ্গালার বহির্ভূত বৃন্দাবনে রাধাকৃষ্ণদর্শন হয়, এই সকল নিতান্ত যুক্তিহীন। তাবুকের কথা, কাজের কথা নয়।

চিঃ। তাই প্রাণেশ, ব্যস্ত হস্‌নে। স্থির হ'। মহাজনের কথা শোন্। তুই ত পড়েছিস্ "মহাজনো যেন গতঃ সঃ পন্থা"—

"মহাজনের যেই পথ তাতে হব অনুরত
পূর্ব্বাপর করিয়া বিচার।"

সুতরাং তুই মহাজনের কথা আগে শোন্। পরে বুঝ্‌তে পার্‌বি।

"হরি! হরি আর কি এমন দশা হব

এ ভব-সংসার ত্যজি পরম আনন্দে মজি
আর কবে ব্রজভূমে যাব ?"
এমন করিয়া মনে যাব বৃন্দাবনধামে
এই মনে করিয়াছি আশা।
ধনজন পুত্রদারে এ সব করিয়া দূরে
একান্ত হইয়া কবে যাব ?
সব দুঃখ পরিহরি বৃন্দাবনে বাস করি
মাধুকরী মাগিয়া খাইব।

যদি তোমার মাতাপিতার এই আশা হইয়া থাকে, তবে তাহাদিগের কর্ত্তব্য কি জান ?

ব্রজেন্দ্রনন্দন যেই শচীসুত হইল সেই
বলরাম হইল নিতাই।
দীনহীন যত ছিল হরিনামে উদ্ধারিল
তার সাক্ষী জগাই মাধাই।

শ্রীরাধাকৃষ্ণ-অভিন্নতনু গৌরসুন্দরের ভজন ব্যতীত বৃন্দাবনবাস হইতে পারে না। গৌরসুন্দরের ভজন আসি পাইব কোথায় ? ঐ যে রোহিণীনন্দন বলরাম আমাদের জন্য এবার নিত্যানন্দরূপে বিহার করিতেছেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আনুগত্য সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ কর, শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যচন্দ্রের সাক্ষাৎ পাইবে। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আনুগত্যে শ্রীগৌড়ভূমি ও শ্রীগৌড়মণ্ডল দর্শনে যোগ্যতা লাভ করিলে বৃন্দাবনদর্শন, বৃন্দাবনবাস আপনা হইতেই হইবে।

প্রাঃ। আচ্ছা ভাই চিত্ত, তোমার কথা মত আমি তর্ক হ'তে বিরত হ'লেম। কিন্তু কোন্ মহাজন তোমার এই কথায় সমর্থন করেন, মহাজনের কথা হইলে আমি তাহা শ্রবণতঃ বলিয়া মানিয়া লইতে প্রস্তুত।

চিঃ। বেশ কথা! শোন শ্রীল ঠাকুর নরোত্তম কি বলেন—

গৌরাঙ্গের দুটিপদ যার ধনসম্পদ
সে জানে ভকতিরসসার।
গৌরাঙ্গের মধুর লীলা যার কর্ণে প্রবেশিলা
হৃদয় নির্ম্মল ভেল তার।

বিশেষতঃ অন্যান্য মনুষ্যের ন্যায় অসময়মৃত্যুর অধীন কর্ম্মফলভোগ করিতে বাধ্য এরূপ বুদ্ধি না করিয়া যিনি

গৌরাঙ্গের সঙ্গিগণে নিত্যসিদ্ধ করি মানে
সে যায় ব্রজেন্দ্রসুতপাশ।

আর শ্রীগৌরসুন্দর যে স্থানে লীলা বিস্তার করিয়াছেন, সেইসকল স্থান কলিকাতা, মফঃস্বল প্রভৃতি লোকের ভুলা যোগ না করিয়া—

শ্রীগৌড়মণ্ডলভূমি যেবা জানে চিন্তামণি
তাঁর হয় ব্রজভূমে বাস॥

প্রাঃ। অতি চমৎকার কথা। কিন্তু সেই নিত্যানন্দ প্রভু ও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সহিত আসিয়াছিলেন, এখন তাঁহাকে পাইব কি করিয়া ?

চিঃ। এই ত মস্ত ভুল, শ্রীগৌরনিত্যানন্দের লীলা ও বিহার নিত্য,

অদ্যাপিও সেই লীলা করে গৌররায়।

শ্রীরাধাকৃষ্ণই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য এবং শ্রীবলরামই শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু, আমাদের ন্যায় নামাপরাধকরণযোগ্য জীবের কৃষ্ণনামে অধিকার প্রদানের জন্য গৌড়দেশে শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ যুগপৎ নিত্য-উদিত।

চৈতন্যনিত্যানন্দে নাই এ সব বিচার।
নাম লৈতে প্রেম দেন বহে অশ্রুধার॥

সুতরাং শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কৃপালাভ না করিয়া যাহারা নিজের বুদ্ধি-প্রণোদিত হইয়া বা নিত্যানন্দবংশ্য বলিয়া পরিচয় দেয় এমন ভোগী, বিষয়াসক্ত, কনককামিনী-প্রতিষ্ঠাবাঞ্ছিনী দ্বারা বিষয় আক্রান্ত, নকল শিষ্যব্যবসায়ী-দিগের উপদেশক্রমে ও আনুগত্যে শ্রীগৌরচন্দ্রের তত্ত্বে প্রবেশ লাভ না করিয়া বৃন্দাবনবাস বা বৃন্দাবনপরিক্রমায় ব্যস্ত হইয়া পড়েন, তাহাদের—

তীর্থযাত্রা পরিশ্রম কেবল মনের ভ্রম

আজ বঙ্গবাসী ও সমগ্র বিশ্ববাসীর পরমশুভ মুহূর্ত্তের উদয়। সেই পতিতপাবন, অযোধ্যধনী, অক্রোধ পরমানন্দ পরমদয়ালু নিত্যানন্দরায় কৃপণ গৃহীদিগের গৃহব্রতবুদ্ধি ধ্বংস করিয়া তাঁহাদিগকে শ্রীবৃন্দাবনবাসী করিবার জন্য অভিন্নব্রজমণ্ডল শ্রীগৌড়মণ্ডলের পরিক্রমায়

আয়োজন করিয়াছেন। যেন কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠে শ্রীগৌড়মণ্ডল—পরিক্রমার বিজয়পতাকা বিশ্বের যাবতীয় দেহমনের বিচারের ভক্তিমন্দাকিনীর প্রবল-শীল পবনশীল পতাকাখানিকে ভগবদ্গীর্ষে করিয়া দিয়া কেমন অনুকূল পবনের হিল্লোলে নৃত্য করিতেছে, এই স্থান শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমার আহ্বান বিশ্ববাসীর বিষয়-কথাপরিপূরিত কর্ণে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাদিগকে বহির্গত করিয়া কেমন ভক্তকর্ণের নিকট হইতেছে।

প্রাণেশ! তোমার বাবা মা সকল আত্মীয়স্বজনকে জানাও, আর বৃথা কালক্ষেপ না করিয়া সর্ব্বনাশপ্রদায়ক ইন্দ্রিয়লোলুপ মিথ্যা প্রবর্ত্তকের সঙ্গে বা প্রবর্ত্তক উপদেষ্টার আদেশে জড়বুদ্ধিপ্রণোদিত হইয়া বৃন্দাবনে বাস বা বৃন্দাবনপরিক্রমার বুদ্ধি পরিত্যাগ করাও।

কৃষ্ণভক্ত সঙ্গ করি কৃষ্ণভক্ত-অন্ন হেরি

এবং

বৈষ্ণব চরণরেণু ভুঞ্জন করিয়া তনু

বিশেষতঃ

অসৎ সঙ্গ সদা ত্যাগ, ছাড়ি অন্য গীতরাগ

কর্ণী জ্ঞানী দূরে পরিহরি,

শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর 'সত্যচরণ' এবং 'নিত্য নিতাই-সেবকের' সঙ্গে শ্রীবৃন্দাবন হইতে অভিন্ন শ্রীগৌড়মণ্ডল-পরিক্রমায় যোগদান কর। তাহা হইলে তুমি বুঝিতে পারিবে

মন তুমি তীর্থে সদা রত।

অযোধ্যা মথুরা মায়া, কাশী কাঞ্চী অবন্তিকা

দ্বারবতী আর আছে যত।

তুমি চাহ ভ্রমিবারে এ সকল বারে বারে

মুক্তিলাভ করিবার তরে।

সে কেবল তব ভ্রম নিরর্থক পরিশ্রম

চিত্ত স্থির তীর্থে নাহি করে।

সুতরাং তুমি কালবিলম্ব না করিয়া আজই তোমার বাবা-মাকে লিখ

তীর্থকুল সাধুসঙ্গ সাধু সঙ্গে অন্তরঙ্গ

শ্রীকৃষ্ণভজন অন্বেষণ।

যথা সাধু তথা তীর্থ স্থির করি নিজ চিত্ত

সাধুসঙ্গ কর নিরন্তর।

এবং তাঁহাদিগকে বিশেষ করিয়া জানাইয়া দাও

যে তীর্থে বৈষ্ণব নাই সে তীর্থেতে নাহি যাই

কি লাভ ছাটিয়া দূর দেশ।

যথায় বৈষ্ণবগণ সেই স্থান বৃন্দাবন

সেই স্থানে আনন্দ অশেষ।

তখন তোমার বাবা মা ঐ প্রকার মিথ্যা বৃন্দাবনবাসের অসারতা উপলব্ধি করিয়া লিখিবেন

কৃষ্ণভক্তি যেই স্থানে মুক্তিদাসী সেইখানে

সলিল তথায় মন্দাকিনী।

গিরি তথা গোবর্দ্ধন ভূমি তথা বৃন্দাবন

আবির্ভূতা আপনি হ্লাদিনী।

"নিরাকার চরণ"

খাঁচার্য্য খাঁচা

পঞ্চভূতের একটী খাঁচায় মধ্যে আমার এই পঞ্চভূতের খাঁচাটি দশমাস দশদিন ছিল। আধার-খাঁচাটিকে লোকে বলে "গর্ভধারিণী 'জননী' স্বর্গাদপি গরীয়সী"; আর আমার এই আধেয়-খাঁচাটির নাম হইল, 'পুত্র'। আধার-খাঁচাটির জনন-ধর্ম্মের ফলে উহার অভ্যন্তরস্থ 'মন'-পাখীটি নরকভোগে বাধ্য—কিন্তু ঐ 'পুত্র'-খাঁচাটি নাকি মন-পাখী ও আধার খাঁচাকে নরক গমন হইতে ত্রাণ করে। এইজন্য জনন-ক্রিয়ার প্রাধান্য ও সার্থকতা মন-পাখীসকল নিত্যকাল সংসার-অরণ্যে গান করিয়া বেড়ায়।

আমার এই খাঁচাটি যখন আধার-খাঁচা পরিত্যাগ করিয়া আলো-আঁধারের রাজ্যে আসিয়া পড়িল...তখন, উহার স্বাভাবিক রব "ওয়া-না, ওয়া না" উহা নয়, উহা নয়, অর্থাৎ

জননী-কঠরে ছিলাম যখন

বিষম বন্ধনপাশে,

একবার প্রভু দেখা দিয়া মোরে
যাইলে এ দীন দাসে।
তখন ভাবিনু জনম পাইয়া
করিব ভজন তব।

উহা করিব না—তোমার ভজন না করিয়া মায়ার ভজন করিব, এই খাঁচা হইতে বাহির হইতেছে না দেখিয়া ধাত্রী মধুর পরিবর্ত্তে কিঞ্চিৎ আমার রস খাঁচার মুখে প্রদান করিয়াছিল। কিন্তু মধুর রসে 'ওয়া-না' বাহির হয় বটে, আমার রসে বাহির হইল 'উ-হা-হ—ই-ই-ই'। জননী তখন প্রসবযন্ত্রণার শেষভোগ হইতে অবসর লাভ করিতেছিলেন; সুতরাং আমার রবের বিচিত্রতা ধরিতে পারিলেন না। কিন্তু ধাত্রী এই অস্বাভাবিক রব লক্ষ্য করিল।

ষষ্ঠীর দিন খাঁচার নামকরণের পালা। উঃ কি বলিব দুঃখের কথা! যে নাম আমি জীবন ভরিয়া লক্ষবার লিখিব, কোটিবার কীর্ত্তন করিব—সেই নাম-করণের কালে আমাকে জিজ্ঞাসা করা হয় নাই! এই সভ্যতার দিনে কেমন গালভরা মন-ভুলান মধুমাখা 'রমণী-মোহন' 'সুন্দরী-মোহন' 'কামিনীচরণ' 'সরোজিনী-ভূষণ', গজেন্দ্র, অর্দ্ধেন্দু, 'ললিতলবঙ্গলতিকাস্তোত্র' প্রভৃতি নাম না রাখিয়া বাছাই করিয়া রাখা হইল "অধোক্ষজদাস"। কি মধুর নাম! বলতে পেটের নাড়ী ছিঁড়িয়া যায়—লিখতে এক গ্রোস্ কলম ভাঙ্গে। লোকের ডাকতে বিরক্তির একশেষ! তাই ফলে ঐ সুমধুর নামটী দাঁড়াইল—

'অধা'

'অধা'র

আদরের ছেলে স্বজনের কোলে
হাসিয়া কাটাল কাল।

এই ভাবে 'অধা'র

জনক-জননী স্নেহেতে ভুলিয়া
সংসার লাগিল ভাল।

এমন করিয়া 'অধা'র বাড়িতে দেখা দিল। তখন সে কাঁদিয়া বলিল

না ভজিয়া তোরে দিন বৃথা গেল
এখন কি হবে গতি!

অধার জনক-জননী ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মে পরিচিত। পূর্ব্ব পুরুষের স্থাপিত নারায়ণ-সেবা অধার গৃহে চলিতেছিল। কিন্তু অধা ভাবিত এ কি জঞ্জাল! অবশেষে পাথরের পূজা মানুষে করিবে! আমি ইহা পারিব না। আমি চেতন বস্তু চেতনের পূজা—চেতনের আরাধনা করিব। চেতনের সঙ্গে আমার দর্শন হওয়া দরকার। এই ভাবিয়া অধা চেতনের সাক্ষাৎকার-লাভের জন্য ছুটাছুটি করিতে লাগিল। এখানে যায়, সেখানে যায়, তিলক-ছাপ, জটাজুট, চিমটা দেখিলে অধার ক্রোধের সীমা থাকে না। কিন্তু কি করে।

দেখিতে দেখিতে মাঘমাস আসিয়া পড়িল। অধা দীনবেশে রাস্তায় গড়াগড়ি দিয়া বেড়াইতে ২ দেখিতে পাইল, এক গৃহে পতাকা উড়িতেছে। সম্মুখে লেখা—"মাঘোৎসব"। ব্যাপার কি, জানিবার জন্য ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখে, অনেক যুবতী 'মিসেসের' ব্লাউজ, অনেক বালিকা 'লেইড্‌স্'র বাড়ীর ফ্রক্, অনেক রমণী ঢাকাই জমদানী শাড়ী, অনেক পুরুষ দিব্যভূষায় সজ্জিত হইয়া ধনিক-শ্রেষ্ঠে বিলাসের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া যাতায়াত স্রোতে আসিয়া বেড়াইতেছে। তখন দীনবেশ অধা ভাবিল, তা'হলে আমার ত উপাসনা বা উৎসব হইল না! আমার ত অতি অবশ্য পরিবর্ত্তন। যা'হোক, সে সাহসে ভর করিয়া ঢুকিয়া একটু স্থান জুড়িয়া বসিয়া পড়িল।

ক্রমে ঘণ্টা বাজিল। সকলে উপাসনায় যোগদান করিল। আচার্য্য শ্বেতশ্মশ্রুর বেদীতে উপবেশন করিলেন। অধা উৎকণ্ঠিতচিত্তে আগ্রহসহকারে "সার-মন" শুনিতে লাগিল। কিন্তু যখন দেখিল সকলেই চক্ষু মুদ্রিত করিয়াছেন, তখন নিয়মানুগত হওয়া কর্ত্তব্যবোধে সেও চক্ষু মুদ্রিত করিল। মুদ্রিতনয়নে মনোযোগের সহিত "সার-মন" (sermon) শুনিতে শুনিতে যখন "নিরাকার ব্রহ্মের চরণপদ্মের ধ্যান করিল, তখন তাহার গুরুদেবতা শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের সেই যাদুস্পর্শ দু'খানি

তাহার মানস-নেত্রে ভাসিয়া উঠিল। নিরাকারের উপাসনায় বসিয়া তাহার সাকার-চরণ চিন্তায় নিমগ্ন হইল। ক্রমে অনেক কথা তাহার চিত্তে উদিত হইল। আর উপাসনা বা 'সার-মন' শুনা বন্ধ হইল। নানা কথা আসিয়া তাহাকে ত্রাস করিল।

ব্রহ্ম নিরাকার। তাঁহার চরণ কোথায়? যদি চরণই না রহিল, মুখে করমস্তকাদি কোথায়? নিরাকার ব্রহ্ম ধ্যান করে কে? যাহার আকার নাই, তাঁহাকে ধ্যান করা যায় কি? ধ্যানের যোগ্য বস্তু কি? ধ্যাতাই বা কি? ইত্যাদি বিষয় ভাবিতে ভাবিতে অধ্যা আর "সার-মন" শুনিবার অবকাশ পাইল না। এমন সময়ে মধুর হারমনিয়মযোগে অমুকবাবু কামিনীর কণ্ঠে গান তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল—

"আমায় খুলে দাও জ্ঞান-আঁখি
(আমি) ঐ রূপ নয়ন ভ'রে দেখি।"

ইত্যাদি গান শেষ হইলে সার-মনের অবসান হইল। উপাসকমণ্ডলী ধীরে ধীরে 'সার' গ্রহণ করিয়া পুনরায় 'মনে'র সারবত্তা পূর্ণমাত্রায় উপলব্ধির জন্য যথাস্থানে প্রত্যাবর্তন করিলেন। অধ্যও সঙ্গে সঙ্গে উঠিল। কিন্তু ভাবিতে লাগিল কোথায় এবং কাহার এই **নিরাকার স্বরূপ?**

শ্রবণরহস্য

কোন বস্তুর অস্তিত্ব অনুভব করিতে হইলে আমরা যে, কেবল চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সাহায্য গ্রহণ করি তাহা নহে। শ্রবণেন্দ্রিয়ের সাহায্যেও আমরা অনেক সময় অদৃষ্ট বস্তুর অস্তিত্ব অনুভব করিয়া থাকি। লণ্ডন ও বার্লিন সহরদ্বয়কে অনেকে চক্ষুর দ্বারা দেখেন নাই; কিন্তু আমরা অবগত আছি যে, তাহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ লোক-মুখে উক্ত সহর দুইটীর অবস্থানের কথা শ্রুত হইয়া উহাদিগের অস্তিত্ব স্বীকার করেন। ভূত, প্রেত, স্বর্গ, নরক, যক্ষ কিন্নর ও অপ্সরাদির অস্তিত্ব ভারতবর্ষের অধিকাংশ লোকই নিঃসন্দেহ করিয়া থাকেন। যখন অদ্যাবধি কেহ চক্ষুদ্বারা ভূতপ্রেতাদি দেখেন নাই, অথচ অনেকে উহাদিগের অস্তিত্ব স্বীকার করেন, তখন কাহার না কাহার নিকট হইতে শ্রুত হইয়া তাঁহারা যে তত্তৎপদার্থসমূহে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছেন, ইহা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে।

২। আমাদিগের চক্ষু সীমাবদ্ধ নশ্বর জড়পদার্থ সমূহ দর্শন করিতে সমর্থ। ভগবান্ নিত্য চিন্ময় বস্তু ও অসীম; সুতরাং চাক্ষুষ দর্শনের বিষয় নহে। যেহেতু চক্ষুর দ্বারা দর্শন করা যায় না, তন্নিমিত্ত ভগবান্ নাই, এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া অযৌক্তিক। পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে, শ্রবণেন্দ্রিয়ের সাহায্যে অনেক স্থলে অদৃষ্ট বস্তুর অস্তিত্ব অবগত হওয়া যাইতে পারে। সুতরাং, চক্ষুদ্বারা দেখা না যাইলেও লোকমুখে ও শাস্ত্র হইতে ভগবানের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়, তখন তাঁহার অস্তিত্ব স্বীকার করাই যুক্তিযুক্ত।

৩। একণে দ্বিধীকৃত হইল যে, শ্রবণমুখে ভগবজ্ জ্ঞান আবির্ভূত হয়। যাহার মুখ হইতে শ্রবণ করিতে হইবে, তিনি যদি সুষ্ঠুরূপে ভগবজ্ জ্ঞান লাভ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে ভগবানের যাথার্থস্বরূপ আমাদিগের হৃদয়ে অনুভূত হইতে পারে, নচেৎ নহে। যিনি সুষ্ঠু ভাবে ভগবজ্ জ্ঞান লাভে সমর্থ হন নাই, তাহার নিকট হইতে ভগবৎসম্বন্ধী অসম্যক্ বা অযাথার্থপ্রীতি শ্রুত হইলে ভগবানের যথার্থস্বরূপ অবগত হইবার পরিবর্ত্তে ভগবদিতর পদার্থকে ভগবান্ বলিয়া বুঝিতে হইবে।

৪। পাছে অজ্ঞ মানবকুল ভ্রমবশতঃ ভগবদিতর পদার্থকে ভগবান্ বলিয়া বুঝেন, তজ্জন্য পরমকারুণিক ও সর্ব্বজীবৈকসুহৃদ্ ভগবান্ চিদচিৎ জগৎ ও জীবসমূহ সৃষ্টির অগ্রে প্রথমসৃষ্ট ব্রহ্মার হৃদয়ে কৃপাপূর্ব্বক আবির্ভূত হইয়া নিজ স্বরূপ প্রকাশ করিয়াছিলেন। অতঃপর ব্রহ্মা ভগবানের স্বরূপ নারদ মহারাজের নিকট বর্ণন করিয়াছিলেন, নারদ মহারাজ তাহা ব্যাসদেবকে শুনাইয়াছিলেন এবং ব্যাসদেব তাহা পুনঃ শুকদেবের নিকট কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। এইরূপ আম্নায়পারম্পর্য্য-ক্রমে সেই বিশুদ্ধ ভগবজ্ জ্ঞান অদ্যাপি কাহার না

তাহার হৃদয়ে বিকশিত আছে। যাঁহার হৃদয় উক্ত অপ্রাকৃত ভগবজ্ঞানে আলোকিত, তাঁহাকে মহাভাগবত কহে। মহাভাগবতগণ ব্রহ্মসম্প্রদায়ভুক্ত।

৫। ব্রহ্ম-সম্প্রদায়কে কেহ কেহ শাঙ্কর সম্প্রদায়ও কহে। এই ব্রহ্ম বা শাঙ্কর সম্প্রদায় ব্যতীত পৃথিবীতে অন্যান্য যে সমুদয় সম্প্রদায় প্রচলিত আছে, সজ্জনগণ তাহাদিগকে অসৎ বা ভ্রান্ত সম্প্রদায় বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। সেই সকল অসৎ-সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিগণ আয়ান্বেষণ স্বীকারপূর্ব্বক প্রাকৃত অভিজ্ঞানের উপর নির্ভর করিয়া অনুমানশক্তির সাহায্যে তত্ত্বজ্ঞানলাভের জন্য যত্নশীল হওয়ায় মরিচীকায় বারিদর্শনের ন্যায় ভগবদ্বিস্তর পদার্থকে ভ্রান্তিবশতঃ পরতত্ত্ব বলিয়া স্থির করিয়াছেন। সুতরাং যথার্থ পরতত্ত্ব-জ্ঞানের পরিবর্ত্তে তাহারা যে সমুদয় অসৎ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহাদিগের মধ্যে যে গুলির প্রচার অধিক, নিম্নে তাহাদিগের তালিকা প্রদত্ত হইতেছে, যথা—

(১) শূন্যবাদ, (২) নৈরাত্ম্যবাদ (৩) অদ্বৈতবাদ (৪) সগুণসাকার ঈশ্বরবাদ (৫) নির্গুণ নিরাকার ঈশ্বরবাদ (৬) শক্তিবাদ (৭) কর্ম্মবাদ (৮) প্রকৃতি-পুরুষবাদ (৯) পরমাণু বাদ (১০) কালী, শিব, দুর্গা, গণেশ, সূর্য্যাদি অনন্তকোটী দেবদেবী-বাদ।

৬। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, যাহারা সুষ্ঠুরূপে ভগবজ্জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তাহাদিগের নিকট হইতে ভগবৎ-কথা শ্রোতব্য। এক্ষণে আমরা বুঝিলাম যে, কেবল ব্রহ্ম-সম্প্রদায়ভুক্ত মহাভাগবতগণই বাস্তবিক ভগবজ্জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত। সুতরাং ভগবজ্জ্ঞানলাভেচ্ছুগণের উচিত যত্নপূর্ব্বক অসৎ-সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিগণের সঙ্গ পরিত্যাগ করতঃ ব্রহ্ম-সম্প্রদায়ভুক্ত মহাভাগবতের নিকট যাইয়া প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবার দ্বারা হৃৎকর্ণরসায়না ভগবৎকথা সাদরে শ্রবণ করা। যাহারা মহাভাগবতের সঙ্গ করিবেন, তাহারা জানিতে পারিবেন যে (১) জীব নিত্য ভগবদ্দাস, প্রভু ভগবানের নিত্যকাল সেবা করাই জীবের একমাত্র কৃত্য, (২) সেবাবৃত্তি যে সময় সুপ্ত বা অপ্রকট থাকে, তৎকালে জীবগণ ভোগ বা ত্যাগবুদ্ধি-সম্পন্ন হন ও সুখদুঃখের আশায় ধাবিত হইয়া অনন্ত দুঃখ উপভোগ করেন, (৩) ভোগ বা ত্যাগ বুদ্ধির মূলে প্রাকৃত জ্ঞান বর্ত্তমান থাকে ও অপ্রাকৃত-জ্ঞানমূলা সেবাবুদ্ধির উদয়ে প্রাকৃত জ্ঞানচেষ্টা অন্তর্হিত হইয়া যায়, (৪) প্রাকৃত জ্ঞানচেষ্টা অন্তর্হিত হইলে দুঃখোৎপাতের অভাবে চিত্ত প্রসন্ন ভাব ধারণ করে ও সেবাবৃত্তি-সহকারে আনন্দময় ভগবানের সেবা হইতে অযাচিতভাবে সাধকের প্রশান্ত-চিত্তে সেবানন্দের আবির্ভাব হয়, (৫) সেবকের নিষ্ঠা বৃদ্ধির জন্য ভগবদিচ্ছানুসারে সেবানন্দ ক্রমশঃ উজ্জ্বলতর আকার ধারণ করে ও সেবক উত্তরোত্তর বর্দ্ধমান আগ্রহে সেবাকার্য্য সাধন করিতে থাকেন এবং (৬) প্রাকৃত জ্ঞানচেষ্টাকালে জগৎকে ভোগময় দর্শনে সুখপ্রদ বা ত্যাগময় দর্শনে ত্রিতাপজনক পদার্থসমন্বিত মনে হয় ও অপ্রাকৃতজ্ঞাননিষ্ঠ সেবাবুদ্ধির উদয়ে সেই জগৎ সেবা-পরায়ণ জীব ও অন্যান্য সেবোপকরণ সামগ্রী সমন্বিত বৈকুণ্ঠ বা ভগবল্লীলাস্থলী আকারে দৃষ্ট হয়।

৭। অসৎ-সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিগণ প্রাকৃত জ্ঞানাভিমানী। তাহাদিগের নিকট হইতে ভোগ বা ত্যাগবুদ্ধি-বর্দ্ধক প্রায় বা সেবাবৃত্তি-বাধক অসৎ কথা শুনিতে পাওয়া যায়। তাহারা যে সমুদয় সাধনে নিযুক্ত তদ্দ্বারা ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষরূপ অনিত্যফলের প্রাপ্তি ঘটে। জীব যখন প্রকৃত স্বাতন্ত্র্যরূপ নিত্যস্বরূপের পরিচয় বিস্মৃত হয়, তৎকালে অনিত্য দেহমনে ভ্রমবশতঃ আত্মবুদ্ধি স্থাপন করেন ও দেহমনের সুখে আপনার সুখ হয় বিবেচনা করেন। যেহেতু দেহমন অনিত্য, তন্নিমিত্ত দেহমনের নাশে ধর্ম্মার্থকামমোক্ষরূপ ফলেরও নাশ সিদ্ধ হয়। কাজেই ধর্ম্মার্থকামমোক্ষরূপ ফল নিত্যকাল ভোগ্য নহে। যেহেতু এই চতুর্ব্বিধ অনিত্য ফলকামনা সেবাবৃত্তির বাধক, তন্নিমিত্ত জীবের আত্মস্বরূপে ভোগ্য সেবানন্দস্বরূপ নিত্যফললাভেচ্ছুগণের উচিত যত্নসহকারে অসৎ সম্প্রদায়ভুক্তগণের সঙ্গ বর্জ্জন করা ও প্রীতিপূর্ব্বক কোন মহাভাগবতের সঙ্গলাভ করা।

৮। ইতঃপূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, সেবানন্দরূপ নিত্যফল আত্মস্বরূপের প্রাপ্য এবং ধর্ম্মার্থকামমোক্ষরূপ নশ্বর ফল দেহমনের প্রাপ্য। এইবার আলোচনা করা

"হে কৃষ্ণ, তোমাকে মালা, গন্ধ, বস্ত্র, অলঙ্কার ইত্যাদি যাহা অর্পিত হইয়াছে, তাহার অবশেষ পাইয়া, তোমার উচ্ছিষ্টভোজী দাস আমরা, তোমার মায়াকে নিশ্চয়ই জয় করিতে পারিব। কিন্তু পণ্ডিত! এত অন্ন কি খাওয়া যায়?

পণ্ডিতজী আর সহিতে পারিলেন না, কপট অভিনয় আর রাখিতে পারিলেন না, বলিয়া উঠিলেন,—

"নীলাচলে ভোজন তুমি কর বত্রিশবার।
একেক ভোগের অন্ন শত শত ভার॥
দ্বারকাতে ষোলসহস্র মহিষীর ঘরে।
অষ্টাদশ মাত্রা আর যাদবের পুরে॥
ব্রজে জ্যেঠা খুড়া মামা পিসাদি গোপগণ॥
সবাকুল সবার ঘরে ত্রিসন্ধ্যা ভোজন॥
গোবর্দ্ধন যজ্ঞে অন্ন খাইলে রাশি রাশি।
তার দেখে এই অন্ন নহে এক গ্রাসী॥
তুমিত ঈশ্বর মুক্তি ক্ষুদ্র জীব ছার।
এক গ্রাস মাধুকরী কর অঙ্গীকার"॥

প্রভু আমার এইবার একটু হাসিয়াই নীরবে ভোজনে বসিলেন। যেমনকার তেমনি হইয়াছে। আর কথা চলিবে কেন? প্রভু ভোজন করিতেছেন। ভট্টাচার্য্য পরমানন্দে জগন্নাথের উচ্ছিষ্টান্ন প্রসাদ পরিবেশন করিতেছেন। একটু দূরে পাকশালা হইতে কড়াসহ গৃহিণী পুলকিতাঙ্গে প্রভুর ভোজন দর্শন করিতেছেন।

সার্ব্বভৌম এখন গৃহের বাহিরটিতে একটি লাঠি হাতে লইয়া বসিয়াছেন। দৃষ্টি আছে বাটীর প্রবেশ—দ্বারে। অমোঘের আসিবার সময় হইয়াছে। সে আসিয়া কি জানি কি অনর্থ উঠাইবে। তাই, তাঁহার এই সাবধানতা। অমোঘও বহির্দ্বারে আসিয়া হাজির। উঁকিঝুঁকি মারিতেছে। শ্বশুরের ভয়ে প্রবেশ করিতে পারিতেছেনা। কণ পরেই শ্বশুর মহাশয় পরিবেশনে একটু আনমন হইয়াছেন। একটু সরিয়া গিয়াছেন। অমনি অমোঘ একবারে সেই গৃহদ্বারে আসিয়া উপস্থিত। আসিয়াই বলিয়া উঠিল,—

"এই অন্নে তৃপ্ত হয় দশ বার জন।
একলা সন্ন্যাসী করে এতেক ভোজন॥"

প্রভুর কর্ণে সে কথা প্রবেশ করিল। তিনি মুখ ফিরাইয়া সহাস্য প্রশান্তবদনে একবার অমোঘের পানে চাহিলেন। সেই মুহূর্ত্তেই হা, হা, করিয়া সার্ব্বভৌম দ্রুত আসিয়া, লাঠি লইয়া অমোঘকে তাড়া করিলেন। সে তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া পলাইল।

অহো, ভাগ্যবান্ অমোঘ! কত জন্মের কি সুকৃতি বলে না জানি আজ তার এই সৌভাগ্য—সুযোগ। ঐ অখিল মায়াবন্ধহর, নিখিল রোগে একান্ত অনাময়কর, অমিয়ময় অরবিন্দ নয়নের আভাসমাত্রে একটু—এতটুকু কৃপাদৃষ্টি! আ মরি, মরি! তাহাতেই কি অমৃত বৃষ্টি হইল! কি অমোঘমন্ত্রে অমোঘের মোহগ্রন্থি আহত হইল! তাহার অন্ধকার হৃদয়ে কি অপূর্ব্ব আলোক সম্পাত হইল। তাহার হৃদয়ভবনের একটি চিরবদ্ধ দ্বার সহসা উন্মুক্ত হইয়া অন্তরে আজ অনাস্বাদিতপূর্ব্ব সুধিরা সৌরভে ভরা, কি এক বিশুদ্ধ বায়ু প্রবেশ করিল, ভিতরের প্রাণহর বিষাক্ত বায়ুর সঙ্গে ঘোরতর দ্বন্দ্ব বাধাইল, অমোঘ কি জানি কেমন হইয়া কোথায় উধাও হইয়া চলিয়া গেল।

"কম্প, অশ্রু, পুলক, স্তম্ভ, স্বেদ, স্বরভঙ্গ।
প্রভু হাসে দেখি তার প্রেমের তরঙ্গ॥"

* ৩য় খণ্ড ১৭শ সংখ্যা "গৌড়ীয়ে"—"মাতালের গল্প" আলোচ্য।

এইবার অমোঘের আত্মগ্লানি উপস্থিত হইল (এ গ্লানি, ও অনুতাপ, তাঁহার অনেকক্ষণ পূর্ব্বেই আরম্ভ হইয়া তাঁহার হৃদয় মন্থন করিতেছিল। সহসা সে বেগ শতগুণ হইয়া এবার উদয় হইল। অমোঘ প্রভুর চরণে ধরিয়া, কাঁদিয়া আকুল হইয়া বলিতে লাগিলেন,—"দয়াময় তুমি, দীনবন্ধু তুমি, পতিত পাবন তুমি, রক্ষা কর আমাকে, ক্ষমা কর আমাকে। হায়, হায়, কি মোহে আপাত দর্শনে মত্ত হ'য়ে, মূঢ় আমি, নরাধম আমি করেছি কি! এই ছারমুখে আমি ভক্তবেশে ভগবান্ অধোক্ষজ তোমার নিন্দা করেছি! ধিক্, ধিক্, শত আমাকে! যে মুখে তোমাকে

কটু বলিয়াছি, যে মুখ আমি আর রাখিব না,—রাখিব না,—রাখিব না।"—এই বলিতে বলিতে অমোঘ উন্মত্তের মত অতি বেগে আপন গালে আপনি চড় মারিতে লাগিলেন। দারুণ আঘাতে গাল ফুলিয়া উঠিল। তুলি দন্তপাটী ভাঙ্গিয়া পড়ে। গোপীনাথ তাঁহার হাতটী ধরিয়া ফেলিলেন। প্রভু তখন তাঁহাকে কাছে বসাইয়া, অতি স্নেহে সহাস্য অধরে তাঁহার গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিতে লাগিলেন,—

"সার্ব্বভৌম সম্বন্ধে তুমি মোর স্নেহ পাত্র।
সার্ব্বভৌম গৃহে দাস দাসী যে কুকুর।
সেহ মোর প্রিয় অন্য জন বহু দূর॥
অপরাধ নাহি তব লও কৃষ্ণ নাম।"

এইরূপে তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া তাঁহার সকল অশুভ বিনাশ করিয়া, প্রভু; সার্ব্বভৌমের বাটী গেলেন। তাঁরা কা'ল হইতে উপবাস করিয়া আছেন। তাঁ'দিকে আবার সান্ত্বনা দিয়া আহার করাইতে হইবে।

সার্ব্বভৌম সকল সংবাদ শুনিয়া, প্রভুর চরণে ধরিয়া বলিলেন,—"অমোঘ নরাধম, তা'কে কে শিখাইল?" উত্তরে প্রভু বলিলেন,—"অমোঘ শিশু; তোমার বালক; তুমি তার পালক, পিতা; তার দোষ কি লইতে হয়? আর সে সব কথা ভুলিয়া যাও। তার অপরাধ নষ্ট হইয়াছে; সে এখন কৃষ্ণ নাম লইয়াছে, বৈষ্ণব হইয়াছে। তার উপর তুমি এখন প্রসন্ন হও। তোমার অমোঘ আর সে অমোঘ নাই। যাও, তুমি হরিসেবায় বিমুখ না হইয়া প্রসাদ সম্মান কর।" এই বলিয়া গোপীনাথকে তথায় রাখিয়া, এবং সার্ব্বভৌম আহার করিলে তাঁহাকে সংবাদ দিতে আদেশ করিয়া প্রস্থান করিলেন।

"সেই অমোঘ হইল ভক্ত একান্ত।
সেবে নিত্য কৃষ্ণ নাম লয় মহাশান্ত॥"

শ্রীশ্রীচৈঃচঃমধ্য ১৫।২৯৬)।

যথাসময় সার্ব্বভৌম আহারাদি করিলেন। সুস্থ হইলেন। তাঁহার পত্নীও প্রসাদ পাইলেন। গোপীনাথ প্রভুপদে সংবাদ বহন করিলেন। আমাদের কথাও শেষ হইল।

উপসংহারে একটী কথার আলোচনা করিয়াই আমরা এখন প্রসঙ্গ শেষ করিব।

প্রভু বলিলেন,—

"সার্ব্বভৌমের সম্বন্ধে তুমি মোর স্নেহপাত্র।" এর তাৎপর্য্য কি? তুলনা "মঙ্গল দয়াল প্রভুর মুখে এ কেমন কথা? "সার্ব্বভৌম সম্বন্ধে" এ কথাটি কেন হইল? তাঁর কাছেও আবার 'খাতির' 'সুপারিস্' বা অঙ্গাপেক্ষা আছে না কি? একরকম আছে বৈ কি। বড় গুরুতর কথা। একটু গভীর ভাবে দেখ, ঐ কথাটির তাৎপর্য্য কি।

সাধু গুরু কৃপাপাত্র বা পদাশ্রিত না হইলে, কোনওরূপে কেহই কৃষ্ণকৃপা লাভ করিতে পারে না। ভাগবত সম্বন্ধ না হইলে, কাহারও শ্রীভগবানের কৃপালাভ হয় না। তাই পুরোই উক্ত হইয়াছে—

"ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান জীব।
গুরুকৃষ্ণ কৃপায় পায় ভক্তিলতা বীজ॥"

আগে গুরুকৃপা লাভ করিয়া কৃতার্থ হই। তাই, পরেও বলিলেন,—

"সার্ব্বভৌম গৃহে দাসদাসী যে কুকুর।
সেহ মোর প্রিয় অন্য জন বহু দূর॥"

শ্রীচণ্ডীচরণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীকৃষ্ণপুর।

প্রচার প্রসঙ্গ

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপতীর্থ মহারাজ, শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু প্রভৃতি ত্রিপুরার আগরতলার রাজপরিবার ও জনসাধারণের নিকট হরিকথা প্রচার করিতেছেন। অনেকেই এইরূপ নিরপেক্ষ সত্যকথা শুনিয়া স্বার্থব্যবসায়িগণের কপটতা বুঝিতে পারিতেছেন।

নিজস্ব সংবাদ-দাতার দ্বারে প্রকাশ যে ত্রিপুরার স্বাধীন ভাবী মহারাজবাহাদুর স্বামিজী ও ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামীপ্রভুর মুখে শ্রীগৌড়ীয়মঠের মহত্তম উদ্দেশের কথা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত আনন্দ ও সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন। মহারাজবাহাদুর এইরূপ কোমল বয়সেই প্রচারকগণের প্রতি যেরূপ আন্তরিকতা, শুদ্ধভক্তি প্রচারে উৎসাহ ও নিরপেক্ষ সত্য কথা নিজে শ্রবণে ও অপরকে

শুনাইবার আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাতে আমরা শ্রীগৌরনিত্যানন্দের চরণে প্রার্থনা জ্ঞাপন করিতেছি যেন তিনি সুদীর্ঘ ধর্মজীবন লাভ করিয়া মহারাজ অম্বরীষের ন্যায় ভগবদ্ভক্তিতে অভিষিক্ত ও নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণবের প্রতি শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া ধর্মরাজ্য পালনে তৎপর হন।

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ মেদিনীপুর জেলার গেঁওখালি গ্রামে হরিকথা প্রচার করিয়া মহিষাদলে প্রচার করিতেছেন। প্রত্যহই পাঠ, কীর্ত্তন, বক্তৃতামুখে হরিকথা-আলোচনা ও প্রসাদবিতরণ প্রসঙ্গ হইতেছে।

খড়াকরের শ্রীযুক্ত দীননাথ গড়াই মহোদয়ে ধর্ম-প্রাণতা ও শুদ্ধহরিকথা প্রচারে উৎসাহ ও সহানুভূতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজের মুখে শ্রীহরিকথা শ্রবণ করিয়া ধন্য হইয়াছেন।

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-প্রকাশ অরণ্য মহারাজ ও শ্রীমৎ কীর্ত্তনানন্দ ব্রহ্মচারিপ্রমুখ প্রচারকগণ কাঁথী মহকুমায় শুদ্ধভক্তিকথা প্রচার করিতেছেন।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার অন্যতম প্রচারক শ্রীমদ্ নন্দসুত ব্রহ্মচারী প্রভু কতিপয় ভক্তসঙ্গে বর্দ্ধমান জেলার ক্ষীরগ্রাম ও সিমলাপালে হরিকথা প্রচার করিতেছেন। রাজবাড়ীতে শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রচারিত ধর্মসম্বন্ধে বক্তৃতা হয়। রাজা সপরিবারে ও সপার্ষদে সভায় উপস্থিত ছিলেন। রাজধানীরও বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি সভায় যোগদান করেন। শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ মালিয়া রাজবাড়ীতে শ্রীগৌর-সুন্দরের শুদ্ধা ভক্তি-প্রচারে উৎসাহ ও যত্ন বিশেষ প্রশংসার্হ।

শ্রীপাদ হরিপদ ভট্টদেশিক কতিপয় ব্রহ্মচারী সহ ধরিশাল জেলায় হরিকথা প্রচার করিতেছেন।

কাঁথির ভক্ত সুধী-সমাজে নিবেদন।

(২৯শে পৌষ তারিখের "নীহারে" পত্রিকোদ্ধৃত)

(২য় পত্র)

কিঞ্চিদধিক চারি শত বৎসর পূর্ব্বে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীগৌরসুন্দরের প্রচারিত শুদ্ধপ্রেমভক্তিধর্ম্মের প্রবল স্রোত সারা ভারতের নরনারীর হৃদয়ক্ষেত্র প্লাবিত করিয়া নীরস-সাধন-কঠোরতা, পরোক্ষ, প্রত্যক্ষ ও অপরোক্ষবাদীর শুষ্ক, ইন্দ্রিয়জ জ্ঞাননিষ্ঠাকে তৃণগুচ্ছের ন্যায় অবৈতবে ভগবৎ প্রেমানন্দে ভাসাইয়া দিয়াছিল। ভক্তিকুসুমের অপূর্ব্ব মাধুরীসুরভিতে আকৃষ্ট হইয়া শত শত জ্ঞাননিষ্ঠ ভাগবত-শ্রেষ্ঠগণ শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরণসরোজে পরমানন্দ প্রীতির অমৃতাস্বাদনের জন্য প্রপন্ন হইয়াছিলেন; সেই সময় দয়াল ঠাকুর শ্রীমুখে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন।

• • •

সেই দিন পুনঃ আগতপ্রায়! বর্ত্তমান সময়ে গৌড়ীয়ের শুদ্ধ বৈষ্ণবাচার্য্যগণের শুদ্ধাচার, ভগবন্নিষ্ঠা ও অমৃতবর্ষী হরিকথামৃতের অপূর্ব্ব প্রচারের ফলে পুরী, ঢাকা, কলিকাতা, নবদ্বীপ ও শ্রীধামমায়াপুর প্রভৃতি হরিক্ষেত্রে মঠ স্থাপন হইয়াছে। শ্রীবৃন্দাবন, উত্তর ভারত ও দক্ষিণ ভারতের বহুস্থানে সাধুসঙ্গের দ্বারা হরিকীর্ত্তন হওয়ায় জীবের নৈতিক জীবন, ধর্ম্মজীবন গঠনে মহানুযোগ উপস্থিত হইয়াছে। ভাগবতগণের বাসনা ঠাকুর শ্রীবৃন্দাবন দাস গোস্বামীর লিখিত মহাপ্রভুর বাণী সফল হউক—

"পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম।
সর্ব্বত্র প্রচার হইবেক মোর নাম॥"

• • •

সিদ্ধকুলের মধ্যে শ্রীভগবানানুরক্ত কৃষ্ণভক্তই সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ; এমন কি, কোটি সিদ্ধের মধ্যে তাদৃশ নিষ্কিঞ্চন ভক্তই সর্ব্বোত্তম; অতএব ভক্তপ্রবরগণের শ্রীমুখনিঃসৃত হরিকীর্ত্তন শ্রবণ করিবার সুব্যবস্থা করিয়া সাধু কৃষ্ণসেবায় ও ভগবন্নামানন্দে দেশবাসী উল্লসিত হউন।

সাধুজনবৈষ্ণবচরণে প্রণত হওয়ায় কোনরূপ প্রাকৃত হীনতা বা হীনতায় সম্ভাবনা নাই, বরং উহার বিপরীত অবস্থাই হীনহীনের লক্ষণ।

• • •

অতএব হে জনপ্রিয় সম্পাদক মহাশয়, আপনার যশোগৌরব, বিদ্যাসম্পৎ কোন বিষয়েরই অভাব নাই, তবে কেন মিথ্যা অভিজাত্যাভিমানীদিগের চাটুবাক্যে আপনাকে তাহাদের আনুপত্যাভিমানে বদ্ধ ভাবিয়া আত্ম-কল্যাণসাধনে বিরত থাকিবেন। ভাঃ ১০।২৩।৩১।

ধিগ্ জন্ম নস্ত্রিবৃদ্বিদ্যাং, ধিগ্ ব্রতং ধিগ্ বহুজ্ঞতাম্।
ধিক্কুলং ধিক্ ক্রিয়াদাক্ষ্যং, বিমুখা যে ত্বধোক্ষজে।

অধোক্ষজ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে বিমুখ হইয়া আমাদের বেদাচার, সাবিত্রীদীক্ষা, গৌত্র-ব্রহ্মাভিমান ও বহুজ্ঞতায় ধিক্; কারণ মুহূর্ত্তে মানবদেহের শ্রেষ্ঠ সম্পদ্ কৃষ্ণভক্তি-বিহীন হইয়া বড় ঘর (building) আর পুস্তকালয় লইয়া আমরা মজিলাম।

• • •

হরিজনদাসানুদাস—
শ্রীভবানীচরণ পাহাড়ী।

গৌড়দেশ।

হিমালয়ের দক্ষিণে বিন্ধ্যের উত্তরাংশ ভারতবর্ষকে 'আর্য্যাবর্ত্ত' বলে। সেই আর্য্যাবর্ত্তে পঞ্চগৌড়দেশ অবস্থিত। স্কন্দপুরাণ (উত্তরার্দ্ধ ১ম অঃ) পাঠে জানা যায়—

'সারস্বতাঃ কান্যকুব্জা হূৎকলা মৈথিলাশ্চ যে।
গৌড়াশ্চ পঞ্চধা চৈব পঞ্চগৌড়া প্রকীর্ত্তিতাঃ॥

সরস্বতী নদীর তীরস্থ, কনোজ, উৎকল, মিথিলা ও গৌড়—এই পঞ্চগৌড়ের অধিবাসী ব্রাহ্মণগণ 'পঞ্চগৌড়' নামে অভিহিত। এই শাস্ত্রবাক্য হইতে অনুমিত হয় যে, সরস্বতী নদীতীরস্থ কুরুক্ষেত্রে, প্রয়াগ ও কান্যকুব্জের মধ্যে, অযোধ্যা প্রদেশের মধ্যে, মিথিলা ও বঙ্গের মধ্যে এবং বর্ত্তমান উড়িষ্যা ও মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত গোণ্ডবানার মধ্যে—এই পাঁচটী প্রদেশে উক্ত পাঁচটী গৌড় বর্ত্তমান ছিল। এই পঞ্চগৌড়ের মধ্যে বঙ্গের নিকটস্থ গৌড়রাজ্যই বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। এইজন্য এখন গৌড়দেশ বলিতে অনেকেই একমাত্র বঙ্গদেশকেই বুঝিয়া থাকেন। শক্তিসঙ্গমতন্ত্রের একস্থলে দেখা যায়—

"বঙ্গদেশং সমারভ্য ভুবনেশান্তগং শিবে।
গৌড়দেশঃ সমাখ্যাতঃ সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদঃ॥"

বঙ্গদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া ভুবনেশ্বরের সীমা পর্য্যন্ত "গৌড়দেশ" নামে বিখ্যাত। এ স্থানের অধিবাসিগণ সর্ব্বশাস্ত্রে নিপুণ। গৌড়দেশ অতি প্রাচীন রাজ্য। সেনবংশীয় নৃপতিগণের সময় বঙ্গদেশের রাজধানীর 'গৌড়' আখ্যা ছিল। হয়ত এই জন্যই পূর্ব্বকালে প্রায় সমগ্র বঙ্গদেশই 'গৌড়' নামে অভিহিত হইত। প্রাচীন গৌড়নগর মালদহ হইতে প্রায় পাঁচ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। বল্লালসেনের পুত্র লক্ষ্মণসেন প্রাচীন উত্তর-গৌড়নগর হইতে সাম্রাজ্য-সিংহাসন দক্ষিণ-গৌড় নবদ্বীপমণ্ডলে আনাইয়াছিলেন, তজ্জন্য শ্রীনবদ্বীপমণ্ডলকেই বর্ত্তমানে 'গৌড়ভূমি' বলা যায়। শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত শ্রীচৈতন্যমঙ্গল, শ্রীভক্তিরত্নাকর, শ্রীনরোত্তমবিলাস প্রভৃতি গ্রন্থেও বঙ্গদেশকেই 'গৌড়দেশ' বলিয়া অভিহিত হইয়াছে।

নিত্যানন্দ বোলে "তীর্থ করিল অনেক।
দেখিল কৃষ্ণের স্থান বহুত বহুত॥
স্থানমাত্র দেখি, কৃষ্ণ দেখিতে না পাই।
জিজ্ঞাসা করিল তবে ভাল লোক ঠাই॥
সিংহাসন সবে কেনে দেখি আচ্ছাদিত।
কহ ভাই সব! কৃষ্ণ গেলা কোন্ ভিত?"
ওঝা বোলে "কৃষ্ণ গিয়াছেন গৌড়দেশে।
পরা করি গিয়াছেন কয়েক দিবসে॥"

চৈঃ ভাঃ মধ্য ৪র্থ অঃ

এই চন্দ্র সূর্য্য দুই পরম সদয়।
জগতের ভাগ্যে গৌড়ে করিল উদয়॥

চৈঃ চঃ আদি ১ম পঃ

নিত্যানন্দ গোসাঞে পাঠাইল গৌড়দেশে।
তিহোঁ ভক্তি প্রচারিল অশেষ বিশেষে॥

চৈঃ চঃ আদি ৭ম পঃ

বাহুল্যভয়ে এইরূপ বাক্য উদ্ধার না করিয়া আমরা এখানেই ক্ষান্ত হইলাম।

এই গৌড়ভূমিতে অভিন্নব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীগৌরমহাপ্রভু ও অভিন্নবলরামিনীনন্দন শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু ও গৌরপার্ষদগণের অনেকেই আবির্ভূত হইয়াছিলেন এবং প্রায় সকল গৌরভক্তই নানাস্থান হইতে আগমন করিয়া এই গৌড়ভূমিতে মিলিত হইয়াছিলেন।

গৌড়মণ্ডল

'মণ্ডল' বলিতে বৃত্তাকার বেষ্টন বা 'পরিধিকে' বুঝায়, যেমন সূর্য্য বা চন্দ্রমণ্ডল। তদ্রূপ গৌড়মণ্ডল বলিতেও চৌরাশীক্রোশপরিধিকে লক্ষ্য করে। অন্তর্দ্বীপ শ্রীমায়াপুর বা শ্রীগৌরজন্মটিটাকে কেন্দ্র করিয়া প্রায় ১৩। ক্রোশ একটী ব্যাসার্দ্ধ লইয়া একটী বৃত্ত টানা যায়, তাহা হইলে চৌরাশীক্রোশপরিধিবিশিষ্ট স্থানকে 'গৌড়মণ্ডল' বলা যায়। এই বিচারে ব্রজমণ্ডলও বিবেচিত হইয়া থাকে। কিন্তু এই বিচারে শ্রীধাম অবস্থিত হইলেও গৌরপার্ষদগণের বঙ্গদেশে আবির্ভাবভূমির অনেক স্থানই গৌড়মণ্ডল বলা যায় না। এইজন্য 'গৌড়মণ্ডল' বলিতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বঙ্গদেশীয় পার্ষদগণের আবির্ভাবের সমগ্রস্থান বলাই সমীচীন। অর্থাৎ গৌড়দেশের বিভিন্নস্থানে শ্রীমন্মহাপ্রভুর যত পার্ষদভক্ত প্রকটিত হইয়াছিলেন, সেই সকল স্থান লইয়া একটী বৃহৎপরিধিবিশিষ্ট স্থান "গৌড়মণ্ডল"। সুতরাং এই বিচারে চব্বিশ পরগণা, যশোহর, নদীয়া, রাজসাহী, মালদহ, মুর্শিদাবাদ, সাওতালপরগণা বা ঝুমুর, বীরভূম, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, হাওড়া, হুগলী ও বর্দ্ধমান প্রভৃতি জিলাভর্গত যে যে স্থানে গৌরপার্ষদগণ আবির্ভূত হইয়াছেন, সেই সকল স্থান লইয়া "গৌড়মণ্ডল"-আখ্যা চলিতেছে। ভৌগোলিক বিচারেও গৌড়প্রদেশ বলিতে যাহা বুঝায়, তাহা উক্ত গৌড়মণ্ডলেরই ক্রোড়ীভূত। গৌড়দেশীয় গৌরপার্ষদগণের আবির্ভাবভূমিহিসাবে বিচার করিলে গৌড়প্রদেশকেও 'গৌড়মণ্ডল' বলা যাইতে পারে। আবার 'গৌড়মণ্ডল' অর্থে শ্রীগৌরসুন্দরের সচ্চিনীবিলাস—'তদ্রূপবৈভব' জানিতে হইবে।

তদ্রূপবৈভব কি ?

শ্রীভগবান্ যখন পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন তখন তিনি তাঁহার অচিন্ত্যশক্তিপ্রভাবে তাঁহার নিত্যধাম ও পার্ষদগণকে তত্তৎ ব্রহ্মাণ্ডে প্রকাশ করিয়া থাকেন। সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের 'পরা শক্তি' নামে একটী চিচ্ছক্তি আছে। সেই চিচ্ছক্তির যে সচ্চিনী বৃত্তি তাহার কার্য্যরূপে চিদ্ধাম, চিদ্বস্তু, চিদ্রসপূর্ণ ও সমস্ত ব্যবহার্য্য চিদুপকরণ উদিত হইয়াছে, সেই সচ্চিনীশক্তি যেন শ্রীকৃষ্ণস্বরূপকে বৈভবযুক্ত বা বিস্তার করিয়াছেন।

'রাজা আসিয়াছেন'—বলিলে যেরূপ রাজা বহুবিধ সৈন্য-সামন্ত, রাজদণ্ড, রাজচ্ছত্র, বহু সেবক, বহু যানাদি সহ আগমন করিয়াছেন বুঝায়, সেইরূপ ভগবান ও তাঁহার পরিকর ও ধামাদিসহ জগতে অবতীর্ণ হন।

চিচ্ছক্তি স্বরূপশক্তি অন্তরঙ্গা নাম।
তাহার বৈভব অনন্ত বৈকুণ্ঠাদি ধাম॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—

'সূর্য্য' বলিলে যেরূপ স্বয়ং সূর্য্যবিগ্রহ, সূর্য্যমণ্ডলস্থ তেজ, মণ্ডল প্রভৃতি লইয়া সমগ্র বস্তুকেই সূর্য্য বুঝায়, তদ্রূপ ভগবান্‌ও তাঁহার স্বয়ংরূপ, নাম, ধাম, পরিকরসহ বিরাজ করেন। ভগবানের ধাম, নাম, সঙ্গী ও ব্যবহার্য্য উপকরণসমূহই—"তদ্রূপবৈভব।"

'পরিক্রমা' কাহাকে বলে ?

কোনও বস্তু বা স্থানের চারিদিকে পদব্রজে ঘুরিয়া বেড়ানকে—পরিক্রমা বলে। গৃহস্থ নব গৃহে প্রবেশ করিতে হইলে স্বামি স্ত্রীতে একত্র হইয়া আঁচলে আঁচল বাঁধিয়া, একত্র কর-সংযুক্ত করিয়া গৃহের চারিদিকে 'পরিক্রমা'

করে। এক বার প্রদক্ষিণ করি যদি পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া খাদ্য খাইতে থাকে তখন উহারা 'পরিক্রমা' করিতেছে আমরা বলিয়া থাকি।

কিন্তু স্বামি-স্ত্রী যে গৃহের চতুর্দ্দিকে পরিক্রমা করে সে গৃহ নিত্য নয়—অধিক কি তাহাতে থাকিয়া যদি শ্রীহরির আরাধনা না হয় তবে সেই গৃহই অধোগতির কারণ হয়। ভগবানের ভক্তগণ এই জন্যই শ্রীভগবানের মন্দির, শ্রীভগবানের শ্রীবিগ্রহ, ভগবানের প্রিয় তুলসীবৃক্ষ, ভগবানের লীলাক্ষেত্র,—শ্রীধাম প্রভৃতি পরিক্রমা করিয়া থাকেন।

যে স্থানের চারিদিকে আমরা ঘুরিয়া থাকি, তাহার প্রতি আমাদের স্বভাবতঃই একটা আসক্তি জন্মিয়া থাকে। অনিত্য গৃহের চারিদিকে ঘুরিলে অনিত্য বস্তুর প্রতি আসক্তি হয় আবার ভগবদ্ধামের চতুর্দ্দিকে ঘুরিলে তাঁহাতে আসক্তি জন্মিয়া থাকে। এই জন্যই সাধনভক্তির চৌষট্টি প্রকার অঙ্গের মধ্যে 'পরিক্রমা' একটী ভক্ত্যঙ্গ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।—হরিভক্তি সুধোদয়।

"বিষ্ণুং প্রদক্ষিণী কুর্ব্বন্ বস্ত্রত্রাবর্ত্ততে পুনঃ।
তাবদাবর্ত্তনং তস্য পুনর্নাবর্ত্ততে ভবে॥

যে ব্যক্তি বিষ্ণুকে প্রদক্ষিণ করিতে করিতে বস্ত্রবার আবর্ত্তন করিয়া থাকে, তাহার সেই আবর্ত্তনের জন্য পুনরায় কৃষ্ণভক্তিবিমুখ হইয়া সংসারে পুনরাবর্ত্তন করিতে হয় না। স্কন্দপুরাণে উক্ত হইয়াছে—

চতুষ্কারং ভ্রমেদ্বিষ্ণুং জগৎ সর্ব্বং চরাচরম্।
কাশ্যেতেনাত্র বিপ্রাগ্র্য তত্তীর্থগমনাধিকমিতি॥

হে বিপ্রশ্রেষ্ঠ, বিষ্ণুকে চারিবার প্রদক্ষিণ করিলে চরাচরজগৎ পরিক্রমা করা হয় এবং গঙ্গাদি তীর্থগমি গমন অপেক্ষাও অধিকতর নিত্যমঙ্গল লাভ হয়। কেননা, তাহার দ্বারা অতি সত্বর হরিভক্তি লাভ হইয়া থাকে।

শ্রীধামপরিক্রমার আবশ্যকতা কি?

সংসারমরুকান্তার-নিস্তারকরণক্ষমৌ।
শ্রদ্ধয়া তাবকৌ চরণৌ নৌ হরেস্তীর্থগামিনৌ॥

যে চরণদ্বয় হরিসম্বন্ধী তীর্থে গমনশীল তাহাই অতিশয় শ্রদ্ধেয়। যেহেতু তাহারা সংসারবন্ধ মরুভূমির দুর্গম পথ উত্তীর্ণ হওয়ার যান। ভাগবতে

পাদৌ নৃণাং তৌ দ্রুমজন্মভাজৌ
ক্ষেত্রাণি নানুব্রজতো হরেৰ্যৌ।

যাহারা দুর্লভ মনুষ্যজন্ম পাইয়াও পদদ্বয়দ্বারা শ্রীহরির লীলাস্থানসমূহ বিচরণ না করেন, তাহাদের পদদ্বয় বৃক্ষতুল্য অর্থাৎ সেই সকল লোক বিকসিত-চেতনাযুক্ত মনুষ্যজন্ম পাইলেও কি হইবে, প্রকৃতপক্ষে তাহারা 'আচ্ছাদিত-চেতন' বৃক্ষের ন্যায়। সুতরাং এই পদদ্বারা যদি আমরা ভগবান্ ও ভক্তের স্থানসমূহ ভগবদ্ভক্তের আনুগত্যে তাঁহাদের সঙ্গে ভ্রমণ করি তাহা হইলেই আমাদের মনুষ্য-দেহধারণের সার্থকতা; নতুবা আমাদিগের মধ্যে আর পশু-পাখী-বৃক্ষাদিতে কোনই ভেদ নাই।

আমরা অনর্থযুক্ত বদ্ধজীব। অনর্থমুক্ত হওয়ার নামই নির্জ্জন। অনর্থ থাকোকালে 'অনর্থমুক্ত হইয়াছে'—এই ভ্রান্তবিচারাবলম্বনে নির্জ্জন-ভজনে প্রয়াসী হইলে নানাপ্রকার উৎপাত ও কনককামিনীপ্রতিষ্ঠার আশা হৃদয় অধিকার করিয়া থাকে। আমাদের যখন অন্যান্য বহির্ম্মুখ ব্যাপারে চেষ্টা ও উৎসাহ প্রবল, তখন উহাকে যখন করিতে হইলে সমস্ত ইন্দ্রিয় ভগবানের সেবানুকূল কার্য্যে নিযুক্ত করা ব্যতীত আর দ্বিতীয় উপায় নাই। অথবীয় মহারাজ একচ্ছত্র সম্রাট্ হইয়াও সমস্ত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা শ্রীহরির কার্য্য করিতেন। তিনি তাঁহার পদযুগলকে ধামপরিক্রমা কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

"পাদৌ হরেঃ ক্ষেত্রপদানুসর্পণে"।

ধামদর্শনের অধিকারী কে?

চিন্তামণি ভূমি কল্পবৃক্ষময় বন।
চর্ম্মচক্ষে দেখে তারে প্রাকৃতের সম॥
প্রেমনেত্রে দেখে তার স্বরূপ-প্রকাশ।
গোপ-গোপী সঙ্গে যাহা কৃষ্ণের বিলাস॥"

—চৈঃ চঃ আদি ৫ম

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ।

শ্রীচৈতন্য-সেবায় যাহা অনুকূল
শ্রীবিষ্ণু-সেবায় তাহা প্রতিকূল।

গৌড়ীয়

শ্রীচৈতন্যদেবের বাণী প্রচারার্থে মাসিক পত্রিকা।
শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত।

তৃতীয় বর্ষ | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১৮ই মাঘ শনিবার ১০৩১, ৩১শে জানুয়ারী ১৯২৫ | ২৪শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ।

গত ১৬ই মাঘ বৃহস্পতিবার দিবস শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর আবির্ভাব ও শ্রীশ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমার অধিবাস-বাসর উপলক্ষে সমস্ত দিবস ব্যাপী কীর্ত্তনমহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। বহু সম্ভ্রান্ত মহোদয়গণ ও পরিক্রমার জন্য বিভিন্নস্থান হইতে আগত ভক্তবৃন্দ উৎসবে যোগদান করিয়া আমাদিগকে উৎসাহিত ও আনন্দিত করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার পাত্ররাজ ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য গৌরজন শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরকে অগ্রণী করিয়া, তাঁহার আনুগত্যে ভক্তগণ কীর্ত্তন রোলে দিগন্ত কম্পিত পূর্ব্বক হরিনামাঙ্কিত পতাকাহস্তে নৃত্য করিতে করিতে শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমায় বহির্গত হন। আহা সে কি অপূর্ব্ব দৃশ্য! এমন গোলোকের শোভাসম্পদ, এমন ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যের অপূর্ব্ব সম্মেলন, এমন দিগ্‌বিদিগন্তব্যাপী সংকীর্ত্তন রোল, এত শুদ্ধ ও নিষ্কিঞ্চন ভক্তগণের একত্র সম্মেলন, এমন প্রেমোন্মাদ কীর্ত্তনবিগ্রহ শ্রীগৌরনিত্যানন্দের পর আর কেহ কি কখনও প্রপঞ্চে দেখিয়াছেন? এ শোভা, ঐশ্বর্য্য, মাধুর্য্য সেবোন্মুখতা, সেবাতৎপরতা, কীর্ত্তন—অপূর্ব্ব; প্রাপঞ্চিক ভাষা এ কথা বলিতে অক্ষম—জানাইতে অপারক—যে দেখিয়াছে—উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে—সেই এই অভিনব শোভায় মজিয়াছে—মজিয়া সব ছাড়িয়া—সব দিয়া সেবায় তৎপর হইয়াছে:

বিশ্ববাসিগণ! আপনারা সকলেই স্বরূপে বৈষ্ণব।

"কেহ মানে কেহ না মানে সব তাঁর দাস"

—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

'দাসে'র কর্ত্তব্য জীবনে মরণে সর্ব্ব ইন্দ্রিয়ে 'প্রভুর' সেবা। চলুন, আমরা সকলে সব ভাই একত্র হইয়া প্রভুর সেবা করি। নিজ স্বরূপ ভুলিয়া আমরা কত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গণ্ডি নির্ম্মাণ করিয়াছি। 'এইটী আমার দেশ, এটী আমার দেশ, এটী অপরের দেশ, অপরের দেশ'—এই

সব স্বতপ্রায় অভিমানে পরস্পর ঈর্ষা, মৎসরতা, দ্বেষ করিয়া দুর্লভমনুষ্য জন্ম বৃথায় হারাইতেছি।

শ্রীনাম শ্রীভগবান্ হইতে অভিন্ন। আসুন! সকলে মিলিয়া গৌরধামের আনুগত্যে সেই শ্রীগৌরজন্মভূমি—শ্রীধাম, শ্রীনিত্যানন্দের জন্মস্থান, শ্রীঅদ্বৈতের বিহারস্থলী, শ্রীগৌর নিত্যানন্দ ও অদ্বৈততত্ত্বগণের আবির্ভাব ও বিচরণ স্থান দর্শন করি, পরিক্রমা করি, তাঁহাদের গুণকীর্ত্তন, লীলাকীর্ত্তন করি, ধামে ধূলঃ সর্ব্বাঙ্গে মাখি, গৌরপার্ষদগণের অতীত স্মৃতি আবার আমাদের শুষ্কচিত্তে উদিত হউক্।

শ্রীগৌড়মণ্ডল-পরিক্রমা ১৬ই ফাল্গুন পর্য্যন্ত চলিবে। তৎপরে নয় দিবস শ্রীনবদ্বীপের নয়টী দ্বীপে শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা হইবে এবং ফাল্গুন পূর্ণিমা দিবস শ্রীগৌরজন্মস্থলী শ্রীমায়াপুরে শ্রীগৌরজন্ম-উৎসব ও তৎপর দিবস মহামহোৎসব হইবে। সকলেই কৃপাপূর্ব্বক এই শুভানুষ্ঠানে যোগদান করিয়া নিত্য কল্যাণমুখী সুকৃতি সঞ্চয় করুন, ইহাই আমাদের সাগ্রহ প্রার্থনা ও আহ্বান।

প্রচার প্রসঙ্গ

স্বাধীন ত্রিপুরাধিপতি পরমশ্রী বীরবিক্রমকিশোর দেব বর্ম্মন্ মাণিক্য বাহাদুর পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডি স্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি প্রদীপ তীর্থ মহারাজ ও শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ সভার ও গৌড়ীয় পত্রের অন্যতম সম্পাদক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু প্রমুখ ভক্তবৃন্দের আগরতলা রাজধানীতে আগমনবার্ত্তা ও তাঁহাদের আচরিত ও প্রচারিত সত্যধর্ম্মের মহিমা শ্রবণ করিয়া গত ১২শে জানুয়ারি তারিখে স্বয়ং তাঁহাদের সহিত সাক্ষাতে বিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার উদ্দেশ্য অবগত হন। মহারাজ বাহাদুর তাঁহাদের মহৎ উদ্দেশ্য উপলব্ধি করিয়া এতদূর সন্তুষ্ট হন যে, শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও তিনি সমুদয় রাজকার্য্য ও পারিষদ-মণ্ডলীসমভিব্যাহারে শুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্ম সম্বন্ধে পরদিবস বক্তৃতা শ্রবণ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তাঁহার আবেদনমত গত ২০শে জানুয়ারি উজীয়ন্ত রাজপ্রাসাদের কেন্দ্রস্থলে একটী বিশেষ সভার অধিবেশন হয়। সেই সভা মধ্যে প্রথমে সম্পাদক মহোদয় শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার উদ্দেশ্য, পরলোকগত মহারাজগণের বৈষ্ণবধর্ম্মানুরাগ ও নবদ্বীপধামে-প্রচারিণী সভার পৃষ্ঠপোষকতা এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত ধর্ম্মের বিশেষত্ব সম্বন্ধে সন্ধ্যা ৬টা হইতে এক ঘণ্টাকাল বিশেষ গবেষণাপূর্ণ বক্তৃতা করেন। মহারাজ বাহাদুর তাহাতে বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিয়া শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজকে শ্রীভগবদ্-বিগ্রহ সম্বন্ধে বক্তৃতা করিবার জন্য অনুরোধ করেন। স্বামিজী তাঁহার স্বভাবসুলভ ওজঃস্বিনী ভাষায় শাস্ত্রযুক্তিপূর্ণ উপদেশাবলী দ্বারা মহারাজ বাহাদুর ও সমুদায় শ্রোতৃ-মণ্ডলীর চিত্তে এক অভিনব ভাবের দ্বার উদ্ঘাটিত করেন। তাঁহার আবেগময়ী মর্ম্মস্পর্শী ও হৃৎকর্ণরসায়ন বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া সকলেই পরমানন্দ লাভ করেন। তৎপরে পুনরায় সম্পাদক মহাশয় মহারাজ বাহাদুরের কয়েকটী পরিপ্রশ্নের সদুত্তর প্রদান করেন। সভাভঙ্গে ভক্তবৃন্দ শ্রীহরি-নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণজীউর মন্দিরে আগমন করেন। মহারাজ বাহাদুর মাত্র সপ্তদশবর্ষ অতিক্রম করিয়াছেন। তিনি অত্যন্ত বিনয়ী, বুদ্ধিমান, আধ্যাত্মিক এবং বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণে যথেষ্ট শ্রদ্ধাবান্। তাঁহার সৌজন্যে প্রচারকবৃন্দ সাতিশয় আনন্দলাভ করিয়াছেন।

২১শে জানুয়ারী অপরাহ্ণে পরলোকগত কর্ণেল শ্রীল মহিম চন্দ্র দেব বর্ম্মন ঠাকুর সাহেবের সুযোগ্য পুত্র শ্রীমান্ সোমেন্দ্র কিশোর দেব বর্ম্মন মহাশয়ের আহ্বানে স্বামিজী তদীয় ভবনে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, ব্যাখ্যা ও কীর্ত্তন করিয়া আবালবৃদ্ধ বনিতা সকলেরই চিত্ত ভক্তি-রসাপ্লুত করিয়াছিলেন। পরদিবস তাঁহারা ব্রাহ্মণ-বেড়ীয়া মহকুমায় হরিকথা প্রচার করিবার জন্য গমন করিয়াছেন।

গত ২৬শে জানুয়ারী তারিখের নিম্নস্থ সংবাদদাতার ভাবে প্রকাশ যে, পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপতীর্থ মহারাজ ও শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিসারঙ্গ

গোস্বামীপাদ 'ব্রাহ্মণবাড়িয়া সহরে হরিকথা প্রচার করিয়া ১১ই মাঘে কুমিল্লায় জনসাধারণের নিকট প্রচার করিতেছেন। কয়লীয় ঈশ্বরমন্দিরে শত শত সম্ভ্রান্ত শিক্ষিতগুলীসমন্বিত সভায় শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজ "সনাতনধর্ম" সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা করেন। স্বামিজীর বক্তৃতায় মুগ্ধ হইয়া জনমণ্ডলী তৎপর দিবসও আর একটী বিরাট সভার উদ্যোগ করেন। সকলেই এরূপ মহত্তম উদ্দেশ্যের কথা শুনিয়া আনন্দ প্রকাশ করেন।

পরিব্রাজক ত্রিদণ্ডি স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ শ্রীপাদ কীর্ত্তনানন্দ ব্রহ্মচারী প্রমুখ কতিপয় শুদ্ধভক্তসঙ্গে মেদিনীপুর জেলান্তর্গত কাঁথি মহকুমায় প্রচার করিয়াছেন। তাঁহাদের প্রচারকার্য্যে গণেশবপুর নিবাসী ভক্তপ্রবর শ্রীযুক্ত ভবানীচরণ পাহাড়ী মহাশয় অন্তরের সহিত সহায়তা করিতেছেন। তজ্জন্য শ্রীযুক্ত ভবানীবাবু শুদ্ধভক্ত মাত্রেরই ধন্যবাদের পাত্র, সন্দেহ নাই।

শ্রীগৌড়মণ্ডল সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কেন ?

স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতাল—এই তিনটীকে 'ত্রিলোক' কহে। মর্ত্ত্যলোকেই পৃথিবী, যেখানে আমরা বাস করি। স্বর্গে ইন্দ্রাদি দেবতাগণ মানুষের পরিমিত আয়ুঃকাল হইতে অধিক দিন জীবিত থাকিয়া বহু ঐশ্বর্য্য, শচীর ন্যায় সুন্দরী স্ত্রী ও রম্ভা তিলোত্তমাদির ন্যায় স্বর্গবেশ্যাসঙ্গ, পারিজাতে পুষ্পের গন্ধ আঘ্রাণ, সোমরসপান প্রভৃতি ভোগ করিয়া ভোগপরিমিতকাল ক্ষয় হইলে আবার মর্ত্ত্যলোকে পতিত হন। পৃথিবী হইতে স্বর্গে কিছু বেশীদিন অনেক প্রকার ভোগ করিতে পারা যায় জানিয়া ভোগী ব্যক্তিরা স্বর্গলাভের জন্য দান, ধ্যান, তপস্যা, যজ্ঞ, তীর্থ-পর্য্যটনাদি করিয়া থাকেন। কিন্তু যাঁহাদের নিত্য ও অনিত্য বস্তুর বিবেক জন্মিয়াছে, তাঁহারা স্বর্গধামও চান না। দেবতারা স্বর্গমধ্যে সকল সময়েই নানাবিধ সুখে মত্ত থাকেন, সুতরাং তাঁহারা ভুলেও ভগবানের সেবা বা হরিভজন করিবার অবসর করিয়া নিতে পারেন না। আর পাতালেও নাগ, দৈত্য প্রভৃতি প্রাণী বাস করে, তাহারা মানুষের মত বিবেকযুক্ত নহে। সুতরাং হরিভজনই যে জীবের একমাত্র কর্ত্তব্য, তাঁহারা তাহা বুঝিতে পারে না। কিন্তু একমাত্র এই মর্ত্ত্যলোকবাসী মনুষ্যগণই সর্ব্বপ্রাণী হইতে শ্রেষ্ঠ ; কেন না, তাঁহারা বিবেকযুক্ত—কোন্‌টী 'সৎ' আর কোন্‌টীই বা 'অসৎ' তাঁহারা বিচার করিয়া বুঝিতে পারেন, তাঁহারা বেদাদিশাস্ত্র, সাধুগণের উপদেশ শ্রবণ করিয়া মানবজীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্যের বিষয় জানিতে পারেন এবং তাঁহাদের যাবতীয় ইন্দ্রিয়দ্বারা ভগবান্ ও ভক্তের সেবায় নিযুক্ত হইতে পারেন। এই জন্য স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতালের মধ্যে আমাদের এই পৃথিবীই শ্রেষ্ঠ। এই পৃথিবীতে যত সুন্দর সুন্দর জিনিস আছে; মানুষ ভক্তিসহকারে ভগবান্ ও ভক্তের সেবায় নিযুক্ত করিয়া ধন্য হন। ভক্তগণের সঙ্গে এই পৃথিবীর ফল, ফুল, সাগর, কানন সবই ভগবানের সেবায় উপকরণ।

আমাদের এই পৃথিবীকে সপ্তদ্বীপবতী পৃথিবী বলে। কারণ, এই পৃথিবীতে সাতটী দ্বীপ আছে। এই সাতটী দ্বীপের মধ্যে আবার জম্বুদ্বীপ শ্রেষ্ঠ। জম্বুদ্বীপের বর্ত্তমান নাম 'এসিয়া মহাদেশ'। জম্বুদ্বীপ শ্রেষ্ঠ হইবার কারণ এই যে, এখানে সভ্যতার চরমসীমায় অবস্থিত বৈষ্ণবগণের উদ্দেশ্যে শ্রীবিষ্ণুর অবতারগণ সময় সময় আগমন করেন। ভগবানের চরম উপদেশ—কায়মনোবাক্যে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ কিছুই না চাহিয়া একমাত্র শ্রীহরির শুদ্ধসেবা ; কিন্তু ইহা সভ্যতার চরমপ্রান্তে উপস্থিত না হইলে ও খুব সৌভাগ্যবান্ ব্যক্তি ছাড়া সকলে গ্রহণ করিতে পারে না। এই জন্য ভগবান্ অত্যন্ত নিষ্ঠুর ও শোকমোহারিতে আক্রান্ত, পরস্পর মারামারি, প্রাণিহত্যা প্রভৃতিতে নিযুক্ত ব্যক্তিগণের অপেক্ষাকৃত কিছু মঙ্গল করিবার জন্য কোনও মহত্তম জীবে তাঁহার শক্তি আবিষ্ট করিয়া তাঁহাকে জগতে পাঠাইয়া থাকেন। তিনি ভগবানের আবেশে জগতে আসিয়া তাৎকালিক কিছু সদুপদেশাদি দ্বারা অত্যন্ত অসুরপ্রকৃতি ও পশুপ্রকৃতি মানুষকে অনেকটা সাধারণ মানুষের মত করিয়া যান। কখনও 'অহিংসা পরমধর্ম্ম' প্রচার করেন, কখনও বা সংসারের অনিত্যতা, ভোগের পরিণাম প্রভৃতি প্রত্যক্ষদর্শিতায় দেখাইয়া এই জগৎ হইতে যাহাতে নির্ব্বাণ বা মুক্তিলাভ হয়, তজ্জন্য নানাবিধ উপদেশাদি

দিয়া থাকেন। কিন্তু ইহা দ্বারা জীবের চরম-মঙ্গললাভ হয় না—জীবের চরমমঙ্গল—একমাত্র হরিসেবা।

বুদ্ধাদি অবতারগণ এই জম্বুদ্বীপে তাঁহাদের মত প্রচার করিয়া অন্যান্য পাশবপ্রকৃতিবিশিষ্ট মনুষ্যকে কথঞ্চিৎ পরিমাণে নৈতিক সভ্যতা ও মনুষ্যত্ব শিক্ষা দিয়াছিলেন। ঈশ্বর, যীশুখ্রীষ্ট প্রভৃতি ধর্মপ্রচারকগণও ভগবদিচ্ছায় আবির্ভূত হইয়া জম্বুদ্বীপবাসিগণকে কিছু কিছু নীতি ও আংশিক ধর্মের কথা শিক্ষা দিয়াছিলেন।

জম্বুদ্বীপের মধ্যে আবার ভারতবর্ষ সর্ব্বপ্রধান, কেননা, এখানে বর্ণ ও আশ্রমধর্ম সুশৃঙ্খলভাবে আচরিত হয়। ইয়ুরোপাদি স্থানেও বিভিন্ন বৃত্তিযুক্তি বা বিভিন্ন সামাজিক স্তরে অবস্থিত লোকসমূহ থাকিলেও ভারতবর্ষের ন্যায় গুণ ও কর্ম অনুসারে এরূপ সুন্দরভাবে বর্ণ ও আশ্রম বিভাগ কোনস্থানেই নাই। দ্বিতীয়তঃ, এই ভারতে ভগবানের স্বাংশ অবতারসকল এমন স্বয়ং অবতারী ভগবান্ পর্য্যন্ত অবতীর্ণ হইয়া জীবের চরম ও নিত্যমঙ্গলের নিগূঢ় উপদেশ প্রদান করেন এবং স্বয়ং আচরণ করিয়া জীবকে ধর্ম্ম শিক্ষা দেন। আবার এই ভারতে তীর্থস্বরূপ কত কত শুদ্ধভগবদ্ভক্তগণ যে আবির্ভূত হইয়াছেন, তাহারও ইয়ত্তা নাই। আমাদের আদিগুরু ব্রহ্মা, বৈষ্ণবাগ্রগণ্য শম্ভু, চতুঃসন, নারদ, ব্যাসদেব, শুকদেব, বিভীষণ, হনুমান্, বলি, প্রহ্লাদ, জনক, ভীষ্ম, উদ্ধব, অম্বরীষ, পৃথু, পরীক্ষিৎ, অর্জ্জুন প্রভৃতি বহু বহু শুদ্ধভক্ত এই ভারতবর্ষে বিচরণ করিয়াছিলেন। তাহাদের এই ভারতে কত কত তীর্থস্থান ঐ সকল তীর্থস্বরূপ মহাত্মার পাদস্পর্শে পবিত্রীকৃত হইয়াছে। নৈমিষারণ্য, বদরিকাশ্রম, অযোধ্যা, দ্বারকা, শ্রীমাধুরমণ্ডল, বৃন্দাবনী, গোবর্দ্ধনগিরিরাজ ও শ্রীরাধাকুণ্ড এই ভারতভূমিতেই প্রকাশিত হইয়াছেন। পূর্ণস্বরূপ স্বয়ং ভগবানের লীলাক্ষেত্র শ্রীবৃন্দাবন ও শ্রীরাধাকুণ্ড যে ভারতে বর্ত্তমান, সে ভারত যে কত ধন্যাতিধন্য, তাহা ভাষার দ্বারা প্রকাশের যোগ্য নহে। আবার এই ভারতে শ্রীবিষ্ণুর চরণপ্রবাহিত গঙ্গা, শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় তুলসী, ভগবানের অভিন্নতনু—শ্রীমদ্ভাগবত ও ভগবানের শ্রীনাম নিত্য প্রকাশিত।

ভারতবর্ষ—সর্ব্বোত্তম, আবার ভারতবর্ষের মধ্যে শ্রীগৌড়মণ্ডল—সর্ব্বোত্তমোত্তম। মাধুর্য্যময় স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবভূমি ও বিহারস্থলী গোকুল ও শ্রীবৃন্দাবন ভারতে অবস্থিত বলিয়া ভারতবর্ষ সর্ব্বোত্তম হইলেও গৌড়মণ্ডল ঔদার্য্যবিগ্রহ মহাবদান্য প্রেমের ঠাকুর গৌরনিতাইর প্রকটভূমি ও বিহারস্থান সুতরাং সর্ব্বোত্তমোত্তম। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রে ব্রহ্ম পরমাত্মার অসম্যক্ ও আংশিক প্রকাশ এবং তদনুস্বরূপ নারায়ণের সমস্ত ঐশ্বর্য্য ও' বর্ত্তমানই, অধিকন্তু তাহা আবার মাধুর্য্যপূর্ণ হইয়া আরও উন্নতরূপে অবস্থিত। শ্রীগৌরসুন্দরে আবার শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত মাধুর্য্যসম্পত্তি ঔদার্য্য বা উদারতার দ্বারা ক্রোড়ীভূত হইয়া অনির্ব্বচনীয় সর্ব্বোত্তমোত্তমরূপে বিরাজিত। যে উন্নত উজ্জ্বল রস পূর্ব্বে কোনও যুগযুগান্তরে অর্পিত হয় নাই, শ্রীগৌরসুন্দর তাহাই সর্ব্বজীবে অযাচিতভাবে দিতে আসিয়াছেন। (চৈঃ চঃ আদি ৪র্থ)—

"পাকিল যে প্রেমফল অমৃত মধুর।
বিলায় চৈতন্যমালী নাহি লয় মূল॥
ত্রিজগতে যত আছে ধন রত্ন মণি।
এক ফলের মূল্য করি তাহা নাহি গণি॥
মাগে বা না মাগে কেহ পাত্র বা অপাত্র।
ইহার বিচার নাহি আনে, দিব মাত্র॥
অঞ্জলি অঞ্জলি ভরি ফেলে চতুর্দ্দিশে।
দরিদ্র কুড়ায়ে খায় মালাকার হাসে॥
মালাকার কহে শুন বৃক্ষ পরিবার।
মূলশাখা উপশাখা যতেক প্রকার॥
অলৌকিক বৃক্ষ করে সর্ব্বেন্দ্রিয় কর্ম্ম।
স্থাবর হইয়া ধরে জঙ্গমের ধর্ম্ম॥
এক বৃক্ষের অঙ্গ হয় সব অচেতন।
বাড়িয়া ব্যাপিল সবে সকল ভুবন॥
একলা মালাকরি আমি কাঁহা কাঁহা যাব।
একলা বা কত ফল পাড়িয়া বিলাব॥
একলা উঠাঞা দিতে হয় পরিশ্রম।
কেহ পায় কেহ না পায় রহে মনে ভ্রম॥
অতএব আমি আজ্ঞা দিল সবাকারে॥

যাহা তাঁহা প্রেমফল দেহ যারে তারে।
একলা মালাকার আমি কত ফল খাব।
না দিয়া বা এই ফল আর কি করিব॥

* * * *

অতএব সবে ফল দেহ যারে তারে।
খাইয়া হউক লোক অজর অমরে॥
ভারত ভূমিতে হৈল মনুষ্য জন্ম যার।
জন্ম সার্থক করি কর পর-উপকার॥
আমি মনুষ্য আমার নাহি রাজ্যধন।
ফল ফুল দিয়া করি' পুষ্প উপার্জ্জন॥
আমি হঞা বৃক্ষ হইলাম এইত' ইচ্ছাতে।
সর্ব্বপ্রাণীর উপকার হয় বৃক্ষ হৈতে॥
যেই যাহা তাঁহা দান করে প্রেমফল:
ফলাস্বাদে মর্ত্ত্যলোক হইল সকল॥
মহামাদক প্রেমফল পেট ভরি' খায়।
মাতিল সকল লোক হাসে নাচে গায়॥

শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী ঐ বৃক্ষের প্রথম অঙ্কুর, শ্রীঈশ্বরপুরী ঐ অঙ্কুরের পোষ্টা। শ্রীপরমানন্দপুরী, কেশব ভারতী, ব্রহ্মানন্দ ভারতী, বিষ্ণুপুরী, কেশবপুরী, কৃষ্ণানন্দপুরী, শ্রীনৃসিংহতীর্থ ও সুখানন্দপুরী এই নয় জন বৃক্ষের মূল। শ্রীগৌরসুন্দর মালী হইয়াও নিজ অচিন্ত্য শক্তির বলে আবার স্বয়ং সেই প্রেমামরতরুর স্কন্ধ—মূলস্কন্ধের উপর শ্রীঅদ্বৈত ও নিত্যানন্দ দুই স্কন্ধ।

শাখার উপরে হৈল বৃক্ষ দুই স্কন্ধ।
এক অদ্বৈত নাম আর নিত্যানন্দ॥
সেই দুই স্কন্ধে শাখা যত উপজিল।
তার উপশাখাগণের জগৎ ছাইল॥
বড়শাখা উপশাখা তার উপশাখা।
জগৎ ব্যাপিল তার কে করিবে লেখা॥
বিশাপ্রশিষ্য আর উপশিষ্যগণ।
জগৎ ব্যাপিল তার নাহিক গণন॥

অতিস্নেহ-ব্রজেশ-তনয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-প্রেমকল্প-বৃক্ষে, তাঁহার অন্যতম স্কন্ধস্বরূপ অতিস্নেহশালিনীনন্দন শ্রীনিত্যানন্দ ঠাকুর এই গৌড়মণ্ডলে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। 'গৌর-আমা-ঠাকুর' ঈশানতাব—শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভুও শান্তিপুরে আগমন করিয়া গঙ্গাজল তুলসীদ্বারা ভগবানকে আরাধনা পূর্ব্বক জগতে শুদ্ধভক্তি ও অনর্পিতচরী প্রেম প্রচার করিবার জন্য শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনকে নিত্যধাম হইতে পার্ষদ-গণসহ জগতে আনয়ন করিয়াছিলেন। সুতরাং শ্রীগৌড়-মণ্ডল শ্রীগৌরহরি প্রভু, শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈত প্রভুদ্বয়ের পাদস্পর্শে পরম পুণ্যতম ক্ষেত্র। কেবল তাহাই নহে গৌরপ্রেমকল্পতরুর শাখাগণের অনেকেই এই গৌড়মণ্ডলে আবির্ভূত এবং প্রায় সকলেই এইস্থানে মিলিত হইয়াছেন। শ্রীনিত্যানন্দ ও অদ্বৈতশাখা উপশাখাগণও গৌড়মণ্ডলে প্রকাশিত ও বিচরণ করিয়াছেন। গৌরপার্ষদগণের মাহাত্ম্য আর কি বলিব, শেষ অনন্তদেব অনন্ত মুখে তাঁহাদের গুণ-কীর্ত্তন করিয়াও তাহা শেষ করিতে পারেন না। তাঁহাদের অপ্রাকৃত চরিত্র কাথাবণী ব্রহ্মাদি দেবতাগণ ও বিজ্ঞ মনীষিগণ পর্য্যন্ত ধারণা করিতে পারেন না। তাঁহারা কৃপা করিয়া যে সকল শরণাগত জনের নিকট তাঁহাদের চরিত্র প্রকাশ করেন একমাত্র তাঁহারাই জানিতে পারেন। ব্রহ্মাদি দেবতাগণও শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের পাদপদ্ম মধু আস্বাদন করিতে পারিল না বলিয়া গৌর-প্রণয়িভক্তগণ ব্রহ্মাদি দেবতাগণকে পর্য্যন্ত পরিহাস করেন, তাঁহারা বহু বেদবেদান্তনিপুণ ব্রহ্মজ্ঞানী বহু সৎকর্ম্ম-নিপুণ কর্ম্মী বহু বহু বৎসর কঠোর যোগাভ্যাস তৎপর যোগিগণকে পর্য্যন্ত ধিক্কার করিতে পারেন তাঁহারা কৈবল্য বা মুক্তিসুখকে নরক ও স্বর্গকে আকাশকুসুম বলিয়া পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বদা অহৈতুকী হরিসেবায় নিযুক্ত। তাঁহারা সর্ব্বেন্দ্রিয়দ্বারা সতত হৃষীকেশের সেবাতে নিরত সুতরাং দুর্দ্দান্ত ইন্দ্রিয়সকল তাঁহাদের নিকট দুর্দ্দমনীয় বা ভজনের প্রতিকূল না হইয়া কৃষ্ণসেবার সহায়ক। মায়াবাদীর ন্যায় তাঁহাদের নিকট এই বিশ্ব দুঃখের আগার না হইয়া ভগবৎসেবার স্থান। তাঁহাদের—

"যথা তথা নেত্র পড়ে না দেখে অন্য মূর্ত্তি
স্থাবর জঙ্গমে হয় ইষ্ট-দেবস্ফূর্ত্তি॥
তাঁহারা— আপনি আচরি ধর্ম্ম জীবেরে শিখায়।
জানেন, আপনি না কৈলে ধর্ম্ম শিখান না যায়॥"

তাঁহারা— আচার প্রচারে নামের করেন দুই কার্য্য।
তাঁ'রা সর্ব্বগুরু তাঁ'রা জগতের আর্য্য।
তাঁহারা— যারে দেখে তারে বলে কহে তৃণ ধরি'।
আমারে কিনিয়া লহ ভক্ত গৌরহরি॥

তাঁহারা বলেন, জীবের পাপ লঞা মুঞি করি নরক-ভোগ।
সকল জীবের প্রভু ঘুচাও ভবরোগ॥

এইরূপ পরদুঃখ দুঃখী মহাবদান্য অযোনিসম্ভবী পতিতপাবন ঈশ্বর পুরুষগণের আবির্ভাবভূমি এই **শ্রীগৌড়মণ্ডল**।

'পরিক্রমা' কাহাকে বলে?

কোনও বস্তু বা স্থানের চারিদিকে পদব্রজে ঘুরিয়া বেড়ানকে—পরিক্রমা বলে। গৃহস্থ নব গৃহে প্রবেশ করিতে হইলে স্বামি-স্ত্রীতে একত্র হইয়া আঁচলে আঁচল বাঁধিয়া, একত্র কর-সংযুক্ত করিয়া গৃহের চারিদিকে 'পরিক্রমা' করে। গরু বলদ প্রভৃতি প্রাণী খুঁটার চারিদিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ঘাস খাইতে থাকে তখন উহারা 'পরিক্রমা' করিতেছে আমরা বলিয়া থাকি।

কিন্তু স্বামি-স্ত্রী যে গৃহের চতুর্দ্দিকে পরিক্রমা করে সে গৃহ নিত্য নয়—অধিক কি তাহাতে থাকিয়া যদি শ্রীহরির আরাধনা না হয় তবে সেই গৃহই অধোগতির কারণ হয়। ভগবানের ভক্তগণ এই জন্যই শ্রীভগবানের মন্দির, শ্রীভগবানের শ্রীবিগ্রহ, ভগবানের প্রিয় তুলসীবৃক্ষ, ভগবানের লীলাক্ষেত্র,—শ্রীধাম প্রভৃতি পরিক্রমা করিয়া থাকেন।

যে স্থানের চারিদিকে আমরা ঘুরিয়া থাকি, তাহার প্রতি আমাদের স্বভাবতঃই একটা আসক্তি জন্মিয়া থাকে। অনিত্য গৃহের চারিদিকে ঘুরিলে অনিত্য বস্তুর প্রতি আসক্তি হয় আবার ভগবদ্ধামের চতুর্দ্দিকে ঘুরিলে তাঁহাতে আসক্তি জন্মিয়া থাকে। এই জন্যই সাধনভক্তির চৌষট্টি প্রকার অঙ্গের মধ্যে 'পরিক্রমা' একটী ভক্ত্যঙ্গ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। হরিভক্তি সুধোদয়—

"বিষ্ণুং প্রদক্ষিণী কুর্ব্বন্ বস্ত্রাবর্ত্ততে পুনঃ।
তদেবাবর্ত্তনং তস্য পুনর্নাবর্ত্ততে ভবে॥

যে ব্যক্তি বিষ্ণুকে প্রদক্ষিণ করিতে করিতে বস্ত্রদ্বারা আবর্ত্তন করিয়া থাকে, তাহার সেই আবর্ত্তনের জন্য পুনরায় কৃষ্ণভক্তিবিমুখ হইয়া সংসারে পুনরাবর্ত্তন করিতে হয় না। স্কন্দপুরাণে উক্ত হইয়াছে—

চতুর্ব্বারং ভ্রমন্বিত্থং জগৎ সরং চরাচরম্।
ক্রান্তো ভবতি বিপ্রাগ্র্য তত্তীর্থগমনাধিকমিতি

হে বিপ্রশ্রেষ্ঠ, বিষ্ণুকে চারিবার প্রদক্ষিণ করিলে চরাচরজগৎ পরিক্রমা করা হয় এবং গঙ্গাদি তীর্থযাত্রা গমন অপেক্ষাও অধিকতর নিত্যমঙ্গল লাভ হয়। কেননা, তাহার দ্বারা অতি সত্বর হরিভক্তি লাভ হইয়া থাকে।

শ্রীধামপরিক্রমার আবশ্যকতা কি?

সংসারমরুকান্তারে-নিস্তারকরণক্ষমৌ।
স্মারো ভাবেন চরণৌ যৌ হরেস্তীর্থগামিনৌ॥

যে চরণদ্বয় হরিসেবার তীর্থে গমনশীল তাহাই অভিলাষ্য। যেহেতু তদ্দ্বারা সংসাররূপ মরুভূমির দুর্গম পথ উত্তীর্ণ হওয়া যায়। ভাগবতে (২।৩।২২)—

পাণ্ডে নৃপা: তৌ ভ্রমণায়ভাজৌ
ক্ষেত্রাণি নানুব্রজতো ভবেদৌ।

যাঁহারা দুর্লভ মনুষ্যজন্ম পাইয়াও পদদ্বয়দ্বারা শ্রীহরির লীলাস্থানসমূহ বিচরণ না করেন, তাহাদের পদদ্বয় বৃক্ষমূলতুল্য অর্থাৎ সেই সকল লোক বিকচিত-চেতন মনুষ্যজন্ম পাইলে কি হইবে, প্রকৃতপক্ষে তাহারা 'আচ্ছাদিত-চেতন' বৃক্ষের ন্যায়। সুতরাং এই পদদ্বারা যদি আমরা ভগবান্ ও ভক্তের স্থানসমূহ ভগবদ্ভক্তের আনুগত্যে তাঁহাদের সঙ্গে দর্শন করি তাহা হইলেই আমাদের মনুষ্য-দেহধারণের সার্থকতা; নতুবা আমাদিগের মধ্যে আর পশু-পক্ষি-বৃক্ষাদিতে কোনই ভেদ নাই।

আমরা অনর্থযুক্ত বদ্ধজীব। অনর্থযুক্ত হওয়ার নামই নির্জ্জনতা। অনর্থ থাকাকালে 'অনর্থমুক্ত হইয়াছি'—এই ভ্রান্তবিচারাবলম্বনে নির্জ্জন-ভজনে প্রবৃত্ত হইলে নানাপ্রকার উৎপাত ও কনককামিনীপ্রতিষ্ঠার আশা হৃদয় অধিকার করিয়া থাকে। আমাদের যখন অন্যান্য বহির্ম্মুখ ব্যাপারে চেষ্টা ও উৎসাহ প্রবল, তখন উহাকে দমন করিতে হইলে

সমস্ত ইন্দ্রিয় ভগবানের সেবানুকূল কার্য্যে নিযুক্ত করা ব্যতীত আর দ্বিতীয় উপায় নাই। অধোক্ষজ মহারাজ একচ্ছত্র সম্রাট্ হইয়াও সমস্ত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা শ্রীহরির কার্য্য করিতেন। তিনি তাঁহার পদযুগলকে ধামপরিক্রমা কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

"পাদৌ হরেঃ ক্ষেত্রপদানুসর্পণে"।

কর্ম্মীর ও ভক্তের তীর্থদর্শনে পার্থক্য কি?

যেন যৎ কর্ম্ম ধর্ম্মায় ন বিরাগায় কল্পতে।
ন তীর্থপাদসেবায়ৈ জীবন্নপি মৃতো হি সঃ॥

যাহার কর্ম্ম ধর্ম্মের জন্য অনুষ্ঠিত না হয়, আবার যাহার ধর্ম্ম বৈরাগ্যের জন্য সাধিত না হয়, আবার যাহার বৈরাগ্য তীর্থপাদ শ্রীভগবান্ তাঁহার সেবার উদ্দেশে অনুষ্ঠিত না হয়—তিনি জীবন্মৃত অর্থাৎ দেখিতে জীবন্ত ব্যক্তি হইলেও বস্তুতঃ প্রাণহীন। এই জন্য বৈষ্ণবের সঙ্গে প্রথমমুখে আনুগত্য সঙ্গ ব্যতীত যে তীর্থপর্য্যটন, তাহা ব্যর্থ পরিশ্রম মাত্র। এইরূপ তীর্থভ্রমণকে লক্ষ্য করিয়াই শ্রীল ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন—

তীর্থযাত্রা পরিশ্রম, কেবল মনের ভ্রম,
সর্ব্বসিদ্ধি গোবিন্দ চরণ।

গোবিন্দচরণ ভাগবতের হৃদয়েই স্থাপিত সুতরাং সিদ্ধই ভক্তসঙ্গ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরও 'কল্যাণ-কল্পতরু' গ্রন্থে বলিয়াছেন—

যে তীর্থে বৈষ্ণব নাই, সে তীর্থেতো নাহি যাই,
কি লাভ হাঁটিয়া দূর দেশ।
যথায় বৈষ্ণবগণ, সেই স্থান বৃন্দাবন,
সেই স্থান আনন্দ-অশেষ।
কৃষ্ণভক্তি যেই স্থানে, মুক্তিদাসী সেই খানে,
সলিল তথায় মন্দাকিনী।
গিরি তথা গোবর্দ্ধন, ভূমি তথা বৃন্দাবন,
আবির্ভূতা আপনি হ্লাদিনী॥

ভক্তের আনুগত্য ব্যতীত নিজে নিজে গৌড়মণ্ডল দেখার চেষ্টা গৌড়মণ্ডলের সেবা নহে—কৃষ্ণ ও কৃষ্ণের ভোগসামগ্রীতে ভোক্তৃবুদ্ধি মাত্র। সেবায় আনুগত্য সর্ব্বদা বর্ত্তমান। ঘোড়া ডিঙ্গাইয়া ঘাস খাওয়া যেমন, গৌর-ভক্তের আনুগত্য ব্যতীত গৌরধামদর্শনের চেষ্টাও সেইরূপ। উহা জড় ঐতিহাসিক বা পর্য্যটকের ভোগপর কৌতূহলনিবারক মাত্রিক চেষ্টা—সেইরূপ চেষ্টা দ্বারা গৌড়-মণ্ডলের স্বরূপদর্শন হয় না—কাঠ, পাথর, মাটী, বৃক্ষ লতা—জড় বস্তু বা জড় দেশ দেখা হয়। তাহাতে কেবল মাত্র পরিশ্রম সার হয়।

ধামদর্শনের অধিকারী কে?

চিন্তামণি ভূমি কল্পতরুময় বন।
চর্ম্মচক্ষে দেখে তারে প্রাকৃতের সম॥
প্রেমনেত্রে দেখে তার স্বরূপ-প্রকাশ।
গোপগোপী সঙ্গে যাহা কৃষ্ণের বিলাস॥

—চৈঃ চঃ আদি ৫ম

ধামের স্বরূপ ভোগচক্ষে দেখা যায় না। যিনি-সেবাতে উন্মুখ হইয়াছেন একমাত্র তিনিই সদ্গুরু ও নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণবগণের অনুগত হইয়া তাঁহাদের কৃপাবলে প্রেমাঞ্জন-বিভাবিতনেত্রে তাহা দেখিতে পান। ভোগপর চক্ষে তাহা প্রাকৃতের অন্যান্য সাধারণ স্থানের ন্যায়ই বোধ হয়। এই জন্যই শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় গাহিয়াছেন—

গৌরাঙ্গের সঙ্গিগণে, নিত্যসিদ্ধ করি' মানে,
সে যায় ব্রজেন্দ্র-সুত পাশ।
শ্রীগৌড়মণ্ডল-ভূমি, যেবা জানে চিন্তামণি,
তাঁ'র হয় ব্রজভূমে বাস॥

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ প্রভুও বলিয়াছেন—

"গৌর আমার, যে সব স্থানে, করল ভ্রমণ রঙ্গে
সে সব স্থান, হেরিব আমি, প্রণয়িভকত সঙ্গে॥

যাঁহাদের গৌরপার্ষদগণের প্রতি অভিন্ন-ব্রজপরিকর-বুদ্ধি উদিত হইয়াছে তাঁহারাই নন্দনন্দনের সেবা লাভ করিতে পারেন। সেই সকল সৌভাগ্যবান্ গুরুসেবাই গৌড়মণ্ডলভূমিকে সেব্যরূপে দর্শন করেন; কারণ—

তাঁহাদের নিত্যসিদ্ধ গৌরজনগণের কৃপায় দিব্য-নেত্র উন্মীলিত হইয়াছে। সুতরাং তাঁহারা সেই চক্ষুদ্বয় দিব্য নেত্রে গৌড়মণ্ডলভূমির চিন্ময়বিগ্রহরূপ দর্শন করিতে পান এবং স্বরূপসিদ্ধাবস্থায় অচিন্ত্য ব্রজধামজ্ঞানে শ্রীগৌড়মণ্ডলে বাস করিয়া, তাঁহার সেবা করেন।

উলা।

বর্ত্তমান নাম বীরনগর। কলিকাতা বিশ্বালয় হইতে লালগোলা লাইনে রাণাঘাটের পরবর্ত্তী ষ্টেশন (ভাড়া ৸৵১০) উলার সম্ভ্রান্ত মুস্তৌফি বংশ সামাজিক আভিজাত্য ও প্রতিপত্তিতে বিখ্যাত ছিলেন। পরলোকগত পুনাথ বন্ধু ঈশ্বরচন্দ্র মুস্তৌফি মহাশয়ের দৌহিত্ররূপে বর্ত্তমান শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূল মহাপুরুষ শ্রীশ্রীসচ্চিদানন্দ ঠাকুর আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহার আবির্ভাবের কিছুকাল পরেই মহামারীতে উলা-নগর জনহীন হইয়া পড়িয়াছে। শ্রীল ঠাকুরের জন্মভিটা এখনও বর্ত্তমান থাকিয়া অতীত গৌরবের সাক্ষ্য দিতেছে। ঐ মহামারীর ভীষণ-প্রকোপ উপলক্ষ্য করিয়া শ্রীসচ্চিদানন্দ ঠাকুর সর্ব্বপ্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দে 'বিজনগ্রাম' নামক মহাকাব্য রচনা করিয়াছিলেন—রচনাকাল ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দ। কর্ম্মাক্ষেত্র বলের আধিষ্ঠাতা আউলেচাঁদ এই উলা গ্রামে মহাদেব বারুইপাড়াতে প্রথমে পরিদৃষ্ট হন।

উদ্ধারণপুর।

কাটোয়ার এক ক্রোশ উত্তরে নৈহাটীর নিকট 'উদ্ধারণপুর' নামে এক গ্রামে আছে। শ্রীল উদ্ধারণ ঠাকুরের নামে ঐ গ্রামের নাম হইয়াছে।

ভক্তের সেবা।

সঙ্কীর্ত্তন সাঙ্গ করি, গৃহমাঝারেতে ঢুকি,
শুয়েছেন গৌরাঙ্গ সুন্দর।
ধূলিধূসরিত অঙ্গে, সোনার কমল রঙ্গে!
মরি মরি ভাব মনোহর।
প্রগাঢ় ভাবের ভাব, বাহ্যস্ফূর্ত্তি নাহি আর
শুধু গোরা হৃদয়ের ধন।
দেখিবারে ও চরণ, গোবিন্দদাসের মন,
হইয়াছে বড় উচাটন।
গৃহে প্রবেশিবে যবে, শ্রীঅঙ্গ লঙ্ঘিতে হবে,
গোবিন্দের হ'ল বড় দায়।
ভকত হয়েছে সেবা, পাবে কি ছাড়িতে সেবা?
ভাবে মনে কি করি উপায়।
একখানি বস্ত্র নিয়া, গোরা অঙ্গ আবরিয়া,
লঙ্ঘন করিয়া গেলা ঘর,
সর্ব্বাঙ্গের ধূলি ঝাড়ি, পাদপদ্ম হৃদে ধরি,
সেবাকার্য্যে গোবিন্দ তৎপর।
সেবা সেষ করি পরে, বসিয়া আছেন ঘরে,
পুনঃ লঙ্ঘি বাহিরিতে নারে।
বাহ্য-স্ফূর্ত্তি পেয়ে হায়! চাহিলেন গোরারায়,
গোবিন্দেরে দেখিলেন দূরে।
সস্ত্রাসি মধুরভাবে, গোবিন্দেরে জিজ্ঞাসে,
এখানেতে আছ কতক্ষণ?"
অমান ভোজন আজি, এখনো করনি বুঝি,
বিলম্ব বা কর কি কারণ?"
গোবিন্দ কহিলা ধীরে, "তুমি আছ দ্বার জুড়ে
তোমা লঙ্ঘি কেমনে বা যাই?"
প্রভু ক'ন "তাহা হ'লে কেমনে বা প্রবেশিলে?
এ লঙ্ঘনে দোষ কিছু নাই।"
প্রভুর এ বাক্যে হায়, গোবিন্দ লজ্জায় মরে,
বিচারিলা কিন্তু মনে মনে;
"তোমারি সেবার তরে তোমা লঙ্ঘি আসি ঘরে
নিজ হেতু লঙ্ঘিব কেমনে?"

কৃপা-প্রার্থী
শ্রীবটীন্দ্রনাথ সাহা (কবিশেখর)
সাং পুটসুরী; বর্দ্ধমান।

গাস্তিলা

(শ্রীগঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তীর পাট)

ই, বি, রেলওয়ে বহরমপুর কোর্ট ষ্টেশনে নামিয়া গঙ্গাতীরবর্ত্তী সৈদাবাদ হইতে নৌকাযোগে ভাগিরথী দিয়া বালুচর বা গাস্তিলা অথবা ঐ রেলওয়ে লাইনে জিয়াগঞ্জ ষ্টেশনে নামিয়া তথা হইতে পদব্রজে বা গোযানে গাস্তিলা বা বালুচর যাওয়া যায়।

শ্রীঠাকুর নরোত্তম পতিতপাবন।
তাঁর শিষ্য চক্রবর্ত্তী গঙ্গানারায়ণ॥
গঙ্গানারায়ণ বিদ্যাবস্তু অতিশয়।
খণ্ডিয়া পাষণ্ডমত ভক্তিপ্রকাশয়॥
সঙ্কীর্ত্তন-সুধাপানে মত্ত দিবানিশি।
গায় কবিগণ সে চরিত্র সুখে ভাসি॥

শ্রীগঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তীই সর্ব্বপ্রথমে ভাগবত পরমহংস শ্রীমন্নরোত্তম ঠাকুর মহোদয়কে গুরুত্বে বরণ করিয়া বৈষ্ণবর্ণাশ্রমের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছেন। তাঁহার পুত্র শ্রীল কৃষ্ণচরণের পুত্র শ্রীল রাধারমণ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর শ্রীমদ্ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষাগুরু।

গোপীবল্লভপুর।

গোপীবল্লভপুর—শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভুর প্রধান শিষ্য শ্রীল রসিকানন্দ প্রভুর শ্রীপাট বি, এন, রেলওয়ে সমুদিয়া ষ্টেশন হইতে ২৪ মাইল গোযানে বা পদব্রজে যাইতে হয়। শ্রীল রসিকানন্দ প্রভুর বর্ত্তমান বংশধর শ্রীযুক্ত নয়নানন্দ দেব গোস্বামী শ্রীপাটের প্রধান সেবাইত। প্রসিদ্ধ প্রেমভক্তিচন্দ্রিকার শ্রীমদ্ বলদেব বিদ্যাভূষণ মহোদয় এই বংশেরই শিষ্য ছিলেন বলিয়া কথিত। নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট শ্রীমদ্ শ্যামানন্দ দেব গোস্বামী এই বংশেরই অবতনরূপে কিছুকাল পূর্ব্বে প্রকট থাকিয়া, বঙ্গে শুদ্ধবর্ণাশ্রমধর্ম্ম বা বৈষ্ণব-দীক্ষা-দাক্ষিণ্যবর্ত্মের পুনঃ সংস্থাপনজন্য বিশেষ আগ্রহান্বিত ছিলেন। উড়িষ্যার অন্তর্গত ২৮টী করদরাজ্য এবং সামাজিক প্রচুর আভিজাত্যসম্পন্ন বহু শাসনকর্ত্তৃগণ এই বংশের শিষ্য বলিয়া পরিচয় দিবার গৌরব আজও করিয়া থাকেন। ইহা শ্রীমদ্ রসিকানন্দপ্রভুর বৈষ্ণবাচার্য্য এবং বৈষ্ণব-সমাজে-সংস্থাপকত্বরূপে প্রচুর ঐশ্বর্য্যেরই জ্ঞাপন করিতেছে। সাধারণ-সমাজের শীর্ষস্থানীয় শাসন ব্রাহ্মণগণের পারমার্থিক গুরু হইলেও শ্রৌত্র কর্ম্ম কুলোদ্ভূত বলিয়া এই বংশের আচার্য্যগণ লৌকিক ও ব্যবহারিক বিবাহাদিক্রিয়ায় করণ-কুলের সঙ্গেই আদানপ্রদান করিয়া থাকেন। ভঃ রঃ ১৪শ—

শ্রীগোপীবল্লভপুরে প্রেমবৃষ্টি কৈলা।
শ্রীগোবিন্দ সেবা শ্রীরসিকে সমর্পিলা॥
রসিকানন্দের মহা প্রতাপ প্রচার।
কৃপা করি কৈল বশ্য পাষণ্ডি উদ্ধার॥
ওড়িষ্যার রাজা কৃপা করিয়া যবনে।
গ্রামে গ্রামে ভ্রমিলেন সৈন্য শিষ্যগণে॥
দুষ্টের প্রেরিত হস্তী, তারে শিষ্য কৈল।
তারে কৃষ্ণবৈষ্ণব-সেবায় নিয়োজিল॥
সে দুষ্ট যবনরাজা প্রণত হইল।
না গণিলা ঘর কত জীব উদ্ধারিল॥
শ্রীরসিকানন্দ সদা মত্ত সঙ্কীর্ত্তনে।
কেবা না বিহ্বল হয় তাঁর গুণগানে॥

চাখন্দি

বর্দ্ধমান কাটোয়া রেলওয়ে লাইনে ঘাঁইহাট ষ্টেশন। তথা হইতে চাখন্দি পদব্রজে যাইতে হয়। এইস্থানে শ্রীল শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভু প্রকটিত ছিলেন।

ভাগীরথী তীরবর্ত্তী শ্রীচাখন্দি গ্রাম।
তথা বৈসে শিষ্য শ্রীচৈতন্যদাস নাম॥
শ্রীচাখন্দি গ্রামের ভাগ্যের সীমা নাই।
শ্রীচৈতন্যদাস বিপ্র যথে যেই ঠাঁই॥
শ্রীচৈতন্যদাসের কি প্রেম অনর্গল।
কৃষ্ণকথারসে সদা হয়েন বিহ্বল॥
শ্রীগৌরচন্দ্রের পদে সমর্পিয়া মন।
নিভৃতে করয়ে নিত্য নামসঙ্কীর্ত্তন॥

চাখন্দিতে জন্ম শ্রীনিবাসের যে রীতি।
এ সকল কথা হৈল সর্ব্বত্র বিদিত॥
চাখন্দি নিকট যে যে ভক্তের আলয়।
শুদ্ধা শ্রীনিবাসের গমন সদা হয়॥

ভঃ রঃ ২য় তরঙ্গ।

চাতরা

ই, আই, রেলওয়ে লাইনে হাওড়া হইতে শ্রীরামপুর ষ্টেশনে যাইতে হয়। তথা হইতে অশ্বযানে বা পদব্রজে চাতরা গ্রাম। এইখানে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রিয় পার্ষদ, বলবান্‌কানাইয়ের গোস্বামীর পুরুনিবাস ছিল। তিনি বারেন্দ্রব্রাহ্মণ-চৌধুরীকুলে উদ্ভূত হইয়াছিলেন। শুনা যায়; কলিকাতা আহিরীটোলার মদনমোহন ঠাকুরের পূর্ব্বদেবাইৎ ও মালিক এই চৌধুরী বংশীয়গণই ছিলেন। তাঁহাদের নিকট হইতে গোপনে লইয়া কাঁদিকুপুরের রাজা বীরহাম্বীর ঐ ঠাকুরের সেবাভার গ্রহণ করেন। বীরহাম্বীরের কোনও অধস্তনের নিকট হইতে কলিকাতা বাগবাজারে নিবাসী পরলোকগত গোকুলচন্দ্র মিত্র মহাশয় প্রায় দেড়শত বৎসর পূর্ব্বের বন্ধকী সম্পত্তিসূত্রে অন্যান্য সম্পত্তিসহ শ্রীমদনমোহন প্রাপ্ত হন।

ছত্রভোগ

জেলা ২৪ পরগণার অন্তর্গত মথুরাপুর থানার মধ্যে পিয়ালীস্থ ডায়মণ্ডহারবার লাইনে মগরাহাট ষ্টেশন (ভাড়া ।৶৫) তথা হইতে ঘোড়ার গাড়ি বা মটরলরিতে জয়নগর—মজিলপুর গ্রাম; তথা হইতে দুইক্রোশ দক্ষিণে যাইতে হয়। এই স্থানে অঘুলিঙ্গ ভৈরব শিবের মন্দির আছে। শ্রীমন্মহাপ্রভু উৎকলে যাইবার পথে এইস্থানে শ্রীশিবদর্শন করেন—চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ২য় অ ৬০—১৩৪ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

এই মত প্রভু জাহ্নবীর কূলে কূলে।
আইলেন ছত্রভোগ মহা কুতূহলে॥
সেই ছত্রভোগে গঙ্গা হই শতমুখী।
বহিতে আছেন সর্ব্বজনে করি সুখী॥
জলময় শিবলিঙ্গ আছেন সেই স্থানে।
অঘুলিঙ্গ ঘাট করি বলে সর্ব্বজনে॥
পূর্ব্বে ভগীরথ করি গঙ্গা আরাধন।
গঙ্গা আনিলেন যবে উদ্ধার কারণ॥
গঙ্গায় বিরহে শিব বিহ্বল হইয়া।
শিব আছিলেন সেথে গঙ্গা পাসরিয়া॥
গঙ্গারে দেখিয়া শিব সেই ছত্রভোগে।
বিহ্বল হইল অতি গঙ্গা অনুরাগে॥
গঙ্গা দেখি মাত্র শিব গঙ্গায় পড়িল।
জল-রূপে শিব জাহ্নবীতে মিশাইল॥
গঙ্গাজল স্পর্শি শিব হৈল জলময়।
গঙ্গাও পূজিলা অতি করিয়া বিনয়॥
জল-রূপে শিব রহিলেন সেই স্থানে।
অঘুলিঙ্গ ঘাট করি ঘোষে সর্ব্বজনে॥
গঙ্গা শিব প্রভাবে সে ছত্রভোগ গ্রাম।
হইল পরম ধন্য মহাতীর্থ নাম॥
তথি মধ্যে বিশেষ মহিমা হৈল আর।
পাইয়ে চৈতন্যচন্দ্র-চরণ বিহার॥
ছত্রভোগ গেল প্রভু অঘুলিঙ্গ ঘাটে।
শতমুখী গঙ্গা প্রভু দেখিল নিকটে॥
দেখিয়ে হইল প্রভু আনন্দে বিহ্বল।
হরি বলি হুঙ্কার করেন কোলাহল॥
আছাড় খায়েন নিত্যানন্দ কোলে করি।
সর্ব্বগণে জয় দিয়া বলে হরি হরি॥
আনন্দ আবেশ প্রভু সর্ব্ব-গণে দৈলা।
সেই ঘাটে স্নান করিলেন সুখী হঞা॥

চৈঃ ভাঃ অন্ত্য খণ্ড ২য় অধ্যায় ৬০-৮৩ সংখ্যা

ঝামটপুর

কাটোয়ার দুই ক্রোশ উত্তরে নৈহাটী গ্রামের নিকট ঝামটপুর গ্রামে শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-গ্রন্থ-রচয়িতা শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীপ্রভুর বাস ছিল। এই স্থানে

এক্ষণে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিষ্য আছে। কলিকাতা হইতে হাবার ষ্টেশন ১৮৮ তাহা হইতে আমটপুর যাইতে হয়।

নৈঋতী নিকটে বামটপুর নামে গ্রাম।
তাহা স্বপ্নে দেখা ছিল নিত্যানন্দ ধাম॥
দণ্ডবৎ হৈয়া আমি পড়িনু পায়েতে।
নিজ পাদপদ্ম প্রভু দিলা মোর মাথে॥
উঠ উঠ বলি মোরে বলে বার বার।
উঠি তাঁর রূপ দেখি হৈনু চমৎকার॥
নিত্যানন্দ স্বরূপের দেখিয়া বৈভব।
কিবা রূপগুণলীলা অলৌকিক সব॥
আনন্দে বিহ্বল আমি কিছু নাহি জানি।
তবে হাসি প্রভু মোরে কহিলেন বাণী॥
আরে আরে কৃষ্ণদাস না করহ ভয়।
বৃন্দাবনে যাহ তাঁহা সর্ব্ব লভ্য হয়॥
এত বলি প্রবিলা মোরে হাতসানে দিয়া।
অন্তর্দ্ধান হৈল প্রভু নিজগণ লৈয়া॥
মূর্চ্ছিত হইয়া মুঞি পড়িনু ভূমিতে।
স্বপ্ন ভঙ্গ হৈলে দেখি হঞাছে প্রভাতে॥
কি দেখিনু কি শুনিনু করিয়ে বিচার।
প্রভু আজ্ঞা হৈল বৃন্দাবন যাইবার॥
সেই ক্ষণে বৃন্দাবনে করিনু গমন।
প্রভুর কৃপাতে সুখে পাইনু বৃন্দাবন॥

চৈঃ চঃ আদি ৫ম অঃ ১৮১, ২০৪, শ্লোক।

তড়া আঁটপুর।

হাওড়া আমতা লাইট্ রেলওয়ে বড়গাছি জংসনে নেমে বদলাইয়া চাপাডাঙ্গা লাইনে আটপুর ষ্টেশন—(ভাড়া ৸১০) এখানে শ্রীপরমেশ্বরী ঠাকুরের পাট। হুগলী জেলান্তর্গত বিল্বিলা গ্রাম বা তড়াআঁটপুর। এখানে শ্রীজাহ্নবা মাতার আদেশে পরমেশ্বরী দাস শ্রীরাধাগোপীনাথ সেবা স্থাপন করেন।

ভঃ রঃ ১৩শ তরঙ্গ—

ঈশ্বরীর মনোবৃত্তি কে বুঝিতে পারে।
শ্রীপরমেশ্বরী দাসে কহে ধীরে ধীরে॥
তড়া আঁটপুর গ্রামে শীঘ্র করি যাহ।
তথা যাঞা গোপীনাথ সেবা প্রকাশহ॥
ঈশ্বরী আজ্ঞায় শ্রীপরমেশ্বরী দাস।
রাধা গোপীনাথ সেবা করিলা প্রকাশ॥
শ্রীঈশ্বরী গমন করিলা সেই স্থানে।
হৈল যে উৎসব তাঁ দেখি ভাগ্যবানে॥
নিত্যানন্দ জীবন পরমেশ্বরী দাস।
যাঁহার বিগ্রহে নিত্যানন্দের বিলাস॥

চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৬ষ্ঠ অঃ।

নাম্নাজ্ঞানোঃ সখা প্রাক্তনো দাসঃ শ্রীপরমেশ্বরঃ গৌঃ গঃ ১৩৭

ইনি দ্বাপর গোপালের অন্যতম অর্জ্জুন সখা। ইনি পরমেশ্বর দাস নামেও অভিহিত হন।

পরমেশ্বর দাস ঠাকুর বন্দিব সাবধানে।
যুগলে লওয়ান নাম সংকীর্ত্তন স্থানে॥

শ্রীশ্রীবৈষ্ণব বন্দনা।

তালখড়ি।

জিলা যশোহর মহকুমা মাগুরার অন্তর্গত তালখড়ি গ্রাম। যশোহর হইতে ঘোড়ার গাড়ীযোগে নীমাখালি ঘাট ছয় ক্রোশ উত্তরে; তথা হইতে তিন ক্রোশ পদব্রজে বা গোযানে তালখড়ি গ্রামে যাওয়া যায়। অথবা যশোহর-খিনাইদহ-লাইট্ রেলওয়ের নিবনগর ষ্টেশনে নামিয়া তথা হইতে ছয় ক্রোশ (পূর্ব্বদক্ষিণ কোণ) পথ গোযানে অথবা পদব্রজে যাইতে হয়।

এই গ্রামে শ্রীনরোত্তমপ্রভুর পার্ষদ গোস্বামী ও শ্রীল নরোত্তমঠাকুর মহাশয়ের দীক্ষাগুরু শ্রীল লোকনাথ গোস্বামী প্রভুর প্রকটভূমি। লোকনাথ প্রভু শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশে বৃন্দাবন গিয়া বাস করেন। শ্রীল লোকনাথ প্রভু উপবীত গ্রহণের পরই গৃহ ত্যাগ করেন। তিনি বৃদ্ধপ্রতী ও অত্যন্ত বিরক্ত গৌরজন।

এখনও তালখড়ি গ্রামে তাঁহার পূর্ব্বাশ্রমের স্বার্ত্ত-ব্রাহ্মণ বংশগণ বাস করিতেছেন। তাঁহারা তালখড়ির ভট্টাচার্য্য নামে বিখ্যাত। তাঁহাদেরই বংশের শ্রীযুক্ত

রমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী পরমহংসবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-বিনোদ সেবতী ঠাকুরের দীক্ষিত শিষ্য।

ভঃ রঃ ১ম অঃ—

শ্রীলোকনাথের অতি অদ্ভুত চরিত্র।

• • •

যশোহর দেখেতে তালখেড়া গ্রামে স্থিতি।
মাতা সীতা পিতা পদ্মনাভ চক্রবর্ত্তী।
পদ্মনাভ প্রভু অদ্বৈতের প্রিয় অতি॥
লোকনাথ তেঁহ বৃদ্ধ বিপ্রের সন্ততি।
লোকনাথ গৃহে নদা রহয়ে উদাস।
সর্ব্বত্যাগী নবদ্বীপে আইলা প্রভু পাশ॥
প্রভু গৌরচন্দ্র অতি অনুগ্রহ কৈল।
বৃন্দাবনে যাইতে স্বরায় আজ্ঞা দিল॥
শ্রীমদ্রাধাবিনোদৈকসেবাসম্পৎসমন্বিতম্।
পদ্মনাভাত্মজঃ শ্রীমল্লোকনাথপ্রভুং ভজে॥

তেলিয়াবুধরী

সস্ত্রিক শ্রীনিবাসাচার্য্য ও শ্রীমন্নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় পরস্পর খানিগ্রাম ও খেতরী গ্রামে যাতায়াত করিবার সময় এই বুধরী গ্রামে আসিতেন। ইহাতে মনে হয় এই গ্রামটী পদ্মাতটবর্ত্তী কোন গ্রাম—মুর্শিদাবাদ জেলায় অবস্থিত। সাধুপ্রবর শ্রীল রামচন্দ্র কবিরাজ গোস্বামীর সুমধুর কীর্ত্তন-রবে ও শুদ্ধবৈষ্ণবগণের পবিত্র পদধূলিতে এই গ্রাম একসময়ে বৈষ্ণবসমাজে বিখ্যাত হইয়া উঠিয়াছিল।

• • • •

তাহে এই গঙ্গা-পদ্মাবর্ত্তী মধ্যস্থান।
পুণ্যক্ষেত্র তেলিয়া বুধরি নামে গ্রাম॥
অতি গণ্ডগ্রাম নিষ্ঠুলোকের বসতি।
যদি মনে হয় তবে উপযুক্ত স্থিতি।
তেলিয়া বুধরীগ্রামে গোবিন্দের স্থিতি।
তেলিয়ার নিজ্জনস্থানেতে প্রীত অতি॥

ন রামচন্দ্র কবিরাজের কনিষ্ঠভ্রাতা, পূর্ব্বে শক্তি উপাসক ছিলেন, কিন্তু শক্তির উপাসনায় শান্তি না পাইয়া আচার্য্য-প্রভুর নিকট হইতে শ্রীমাধবকৃষ্ণ-মন্ত্র গ্রহণ করেন।

বুধরি পশ্চিমে শ্রীমুক্তিপাড়া গ্রাম।
তথা সর্ব্বাংশে বাস সেই মম স্থান॥
বুধরি নিকট মহাহরপুর গ্রাম।
তথা বৈসে বিপ্রশ্রেষ্ঠ রামদাস নাম॥
তাঁহার অনুজ বংশীদাস চক্রবর্ত্তী।
বিধাতা নির্ম্মিল তাঁরে যেন যেহমূর্ত্তি॥
শ্রীআচার্য্যপ্রভু যহা আনন্দ আবেশে।
রাধাকৃষ্ণমন্ত্র দীক্ষা দিলা বংশীদাসে॥

ভঃ রঃ ১০ম তরঙ্গ।

দেমুড়

এই 'দেমুড়' পল্লী বর্ত্তমান জেলার অন্তর্গত মন্ত্রেশ্বর থানার অধীন; মন্ত্রেশ্বর হইতে তিন মাইল ব্যবধান। এই গ্রামের উত্তর প্রান্তে শ্রীদেমুড়েশ্বর বা শ্রীনেশ্বর নামে খ্যাত এক শিব বিদ্যমান আছেন। কথিত আছে যে, এই মহাদেবই এই গ্রামের আদি গ্রাম্য দেবতা। এই গ্রামের আদি দেবতা বলিয়াই সম্ভবতঃ ইহার নামে শ্রীদেমুড়েশ্বর হইয়া থাকিবে। দেমুড় গ্রামের নাম কালে পরিবর্ত্তিত হইয়া বর্ত্তমান সময়ে দেমুড় আখ্যায় পরিণত হইয়াছে, তেমনি "শ্রীদেমুড়েশ্বর মহাদেবের" নামও পরিবর্ত্তিত হইয়া শ্রীনেশ্বর আখ্যায় পর্য্যবসিত হইয়াছে।

শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের পিতৃকুলের পরিত্যক্ত অধিকাংশ সম্পত্তিই মন্ত্রেশ্বর থানার অধীন দেমুড়গ্রামের নিকটবর্ত্তী পল্লীসমূহে থাকা হেতু শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর মহাশয়কে অনেক সময় দেমুড়েই থাকিতে হইত। শ্রীঠাকুরমহাশয়ের সংসার পরিগ্রহের কোন কথা আমরা শুনিতে পাই নাই। তিন চারিটী শিষ্যের মধ্যে রামহরি নামক একটী উত্তর-রাঢ়ীয় কায়স্থকুলোদ্ভূত ব্যক্তিকে স্বীয় দেমুড়স্থিত সম্পত্তি-সমূহের উত্তরাধিকারী করিয়া যান। তাঁহার বংশধরগণই এখনও শ্রীঠাকুর মহাশয়ের দেমুড়পাটবাটীতে অবস্থান করিয়া সেবা নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছেন। রামহরি স্বয়ং সংস্কারসম্পন্ন হইয়া দীক্ষিত হইলেও কালপ্রভাবে অবৈষ্ণব স্মার্ত্তাচারের প্রাবল্যে তদীয় অধস্তনগণ কয়েকপুরুষ হইতে

আর্ত্তপীড়নের অনুরোধে হইয়া সাময়িক সমাচার পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কথিত আছে যে, মেদুড়ে ব্রহ্মচারীবন্ধু এই স্বামহরি বংশেরই শাখা-বলিয়া কিছুদিন পূর্ব্বে পরিচয় দিতেন।

শ্রীচৈতন্য-ভাগবত-লিখিত "ঠাকুরের জীবনী" হইতে উদ্ধৃত।

দোগাছিয়া

ই, বি, রেলওয়ে লালগোলা ঘাট লাইনে পলাশী ষ্টেশন। উহা নদীয়া জেলার অন্তর্গত। পলাশী হইতে ২১ মাইলের মধ্যে দোগাছিয়া গ্রাম। এই স্থানে প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর প্রকটিত হন।

আমাদের এই ঠাকুরটী গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মের মধ্যকালীন সংরক্ষক ও আচার্য্য। এখনও সাধারণ বৈষ্ণবগণের মধ্যে এই চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের তিন খানি গ্রন্থসম্বন্ধে যে কিম্বদন্তী আছে, তাহা এই—"কিরণ-বিন্দু-কণা, এ তিন নিয়ে বৈষ্ণবপণা"। তাঁহার সম্বন্ধে এই শ্লোকটীও সর্ব্বত্র গীত হইতে শুনা যায়—

বিশ্বস্ত নাথরূপোঽসৌ ভক্তিবর্ত্মপ্রদর্শনাৎ।
ভক্তচক্রে বর্ত্তিতত্বাৎ চক্রবর্ত্ত্যাখ্যায়তবং॥

অর্থাৎ এই বিশ্বনাথ বিশ্ববাসী সকলকেই ভক্তিপথ প্রদর্শন করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি বিশ্বনাথ। ভক্তমণ্ডলীতে বর্ত্তমান বলিয়া তাঁহার নাম চক্রবর্ত্তী।

শ্রীল বিশ্বনাথ রাঢ়ীয়শ্রেণীর বিপ্রকুলে উদ্ভূত হন। ইনি কায়স্থ মতে হরিবল্লভ দাস নামেও খ্যাত ছিলেন। তাঁহার দুইটী জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামভদ্র ও রঘুনাথ নামে কথিত হইতেন। বাল্যকালে দেবগ্রামে থাকিয়া ব্যাকরণ পাঠ সমাপনপূর্ব্বক মুরশিদাবাদ জেলার সৈদাবাদ গ্রামে তিনি গুরুগৃহে ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য গমন করিয়াছিলেন। শ্রীরাধারমণ চক্রবর্ত্তী তাঁহার গুরু। এই শ্রীরাধারমণ শ্রীজগন্নারায়ণ চক্রবর্ত্তীর শিষ্য শ্রীকৃষ্ণচরণের শিষ্য ছিলেন।

শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের উদয়কালনির্ণয়বিষয়ে আমরা শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃত গ্রন্থের শেষভাগে দেখিতে পাই যে, তিনি ১৬০১ শকাব্দের ফাল্গুন পূর্ণিমা দিবসে ঐ গ্রন্থ রচনা শেষ করেন। তাঁহার শ্রীভাগবতের টীকা সারার্থদর্শিনীর মধ্যে দেখা যায় যে, ঐ টীকা লেখার কাল ১৬২৩ শকাব্দার মাঘ মাস। সুতরাং তাঁহার অন্যূনকাল ১৫৮০ শকাব্দার এবং অপ্রকটকাল ১৬৩০ শকাব্দ অনুমান করিলে সম্প্রতি বর্ষকাল তিনি এই প্রপঞ্চে বিচরণ করিয়াছিলেন, জানা যায়।

বুড়ন

"বুড়নে হইলা অবতীর্ণ হরিদাস।"

চৈঃ ভাঃ আদি—৩৭

বুড়ন-গ্রামেতে অবতীর্ণ হরিদাস।
সে ভাগ্যে সে-সব দেশে কীর্ত্তন প্রকাশ।

চৈঃ ভাঃ আদিঃ ১৬।১৮

বুড়ন-গ্রাম ঠাকুর হরিদাসের প্রকট-ভূমি। হইলেও যশোহর জেলায় বনগ্রাম সবডিভিসনে বুড়ন নামে কোন গ্রাম অদ্যাপি অবস্থিত নাই। ২৪প পরগণা জেলান্তর্গত শান্তরীয়া-মহকুমায় 'বুড়ন' নামে বৃহৎ পরগণা আছে।

ঠাকুর হরিদাস বুড়নগ্রামে কিছুকাল থাকিয়া গঙ্গাতীরে শান্তিপুর হইতে ৩ মাইল পূর্ব্বে ফুলিয়া গ্রামে আসিয়া হরিনাম প্রচার করেন।

বুধইপাড়া

কলিকাতা হইতে মুর্শিদাবাদ-লালগোলা-ঘাট লাইনে কাশিমবাজার ষ্টেশনে নামিয়া কুলবাটী হইতে গঙ্গার অপর তটবর্ত্তী বুধইপাড়া বা নোয়াসিলপাড়ায় যাইতে হয়। উহা শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুর দুহিতা শ্রীযুক্তা হেমলতাঠাকুরাণীর শ্বশুরালয়। হেমলতাঠাকুরাণীর শিষ্য শ্রীবৃন্দাবনের 'কর্ণানন্দ' গ্রন্থে সবিস্তার বর্ণনা পাওয়া যায়। 'নোয়াসিলপাড়া' দেখুন।

বেলাপোল

শিয়ালদহ হইতে সেণ্ট্রাল সেক্সন খুলনা লাইনে 'বনগাঁ' জংসনের পরবর্ত্তী ষ্টেশন (ভাড়া ১৲ টাকা)। এই স্থানে শ্রীল হরিদাসঠাকুর শ্রীনাম ভজন করিয়াছিলেন।

হরিদাস ঘরে নিজ গৃহত্যাগ কৈলা।
বেনাপোলের বন মধ্যে কুটীর করি তুলসী সেবা।
নির্জ্জন বনে কুটীর করি তুলসী সেবা।
রাত্রিদিনে তিন লক্ষ নাম সংকীর্ত্তন॥
সেই বেণাধ্যক্ষ নাম রামচন্দ্র খান।
বৈষ্ণবদ্বেষী সেই পাষণ্ড প্রধান॥
কোন প্রকারে হরিদাসের ছিদ্র নাহি পায়।
বেশ্যাগণ আনি করে ছিদ্রের উপায়॥
রামচন্দ্রের প্রেরিত বেশ্যা—
অঙ্গ উঘাড়িয়া দেখায় বসিয়া দুয়ারে।
কহিতে লাগিলা কিছু সুমধুর স্বরে॥
তোমার সঙ্গম লাগি লুব্ধ মোর মন।
তোমা না পাইলে প্রাণ না যায় ধারণ॥
হরিদাস কহে তোমায় করিব অঙ্গীকার।
সংখ্যা-নামকীর্ত্তন যাবৎ সমাপ্ত আমার॥
এত শুনি সেই বেশ্যা বসিয়া রহিলা।
কীর্ত্তন করে হরিদাস প্রাতঃকাল হৈলা॥
প্রাতঃকাল দেখি বেশ্যা উঠিয়া চলিলা।
আর দিন রাত্রি হৈল বেশ্যা আইল।
হরিদাস বহু তারে আশ্বাস করিল॥
রাত্রিশেষ হৈল উপনিষদ করেন।
তার রীতি দেখি হরিদাস কহেন তাহারে॥
কোটীনামগ্রহণ-যজ্ঞ করি একমনে।
এই দীক্ষা করিয়াছি হৈল আসি যেবে॥
আর দিন সন্ধ্যাকালে ঠাকুর ঠাঞি আইল।
কীর্ত্তন করিতে ঐছে রাত্রিশেষ হৈল।
ঠাকুরের মনে বেশ্যার মন ফিরি গেল॥
দণ্ডবৎ হঞা পড়ে ঠাকুর চরণে।
ঠাকুর কহে, ধনের দ্রব্য ব্রাহ্মণে কর দান।
এই ঘরে আসি তুমি করহ বিশ্রাম॥
নিরন্তর নাম কর তুলসী সেবন।
অচিরাতে পাবে তবে কৃষ্ণের চরণ॥
এত বলি তারে নাম উপদেশ করি।
উঠিয়া চলিলা ঠাকুর বলি হরি হরি॥
মাথা মুড়ি' একবস্ত্রে রহিলা সেই ঘরে।
রাত্রিদিনে তিন লক্ষ নাম গ্রহণ করে॥
তুলসী সেবন করে চর্ব্বণ উপবাস।
ইন্দ্রিয়দমন হৈল প্রেমের প্রকাশ॥
প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবী হৈল পরম মহান্তী।
বড় বড় বৈষ্ণব তারে দর্শনেতে যাতি॥

শ্রীঃ চঃ অন্ত্য ৩য়

বোধখানা

শিয়ালদহ হইতে সেণ্ট্রাল সেক্সন খুলনা লাইনে বিকরগাছা ষ্টেশন (ভাড়া ১৷৷০)। তথা হইতে দুই ক্রোশের মধ্যে দ্বাদশ গোপালের অন্যতম নিত্যানন্দৈকপ্রাণ শ্যাম ঠাকুরের শ্রীপাট বোধখানা অবস্থিত।

বোয়াকুলী

এই গ্রামটী পদ্মাতীরের নিকট। শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর শিষ্য শ্রীগোবিন্দ চক্রবর্ত্তীর গৃহ এই স্থানে ছিল।

আচার্য্যের অতি প্রিয় শিষ্য চক্রবর্ত্তী।
গীতবাদ্য-বিদ্যায় নিপুণ ভক্তিমূর্ত্তি॥
সপরিবার আচার্য্যের গমন হইল।
মহামহোৎসব আয়োজন করাইল॥
শ্রীনিবাসাচার্য্য শ্রীবিগ্রহ আনাইল।
দেখিয়া সবার মহা-আনন্দ বাড়িল॥
শ্রীরাধাবিনোদ-শোভা অতি চমৎকার।
দেখিতে সবার নেত্রে বহে অশ্রুধার॥
শ্রীআচার্য্যপ্রিয় নরোত্তমাদি সহিতে।
কিছু দিন রহিলেন শ্রীবোয়াকুলিতে॥
বোয়াকুলি গ্রামে যে আনন্দ উঠিল।
যৈছে ভক্তিবৃদ্ধি তাহা বর্ণিতে নারিল॥

ভঃ রঃ ১৪শ তরঙ্গ

শান্তিপুর।

কলিকাতা হইতে রাণাঘাট জংসন তথা হইতে কৃষ্ণনগর লাইট রেলওয়ে শান্তিপুর—রাণাঘাট হইতে ১২ মাইল;

(তাড়া ১/১৪) নবীয়া জেলাভর্গত। গঙ্গাতীরে অবস্থিত
শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর শ্রীপাট।

কুলিয়া হইতে—

চলিলেন শান্তিপুর আচার্য্যের ঘরে।
সম্ভ্রমে অদ্বৈত দেখি নিজ প্রাণনাথ।
পাদপদ্মে পড়িলেন হই দণ্ডবৎ।
দ্বিভুজ শিশুরূপ অদ্বৈততনয়।
নাম শ্রীঅচ্যুতানন্দ মহাজ্যোতির্ময়।
আসিয়া পড়িলা গৌরচন্দ্র পদতলে।
ধূলায় সহিত প্রভু লইলেন কোলে।
হেনই সময়ে শ্রীঅনন্ত নিত্যানন্দ।
আইলা নবীয়া হৈতে সঙ্গে ভক্তবৃন্দ।

চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ১ম অঃ

সভারে লইয়া প্রভু গঙ্গাস্নানে গেলা।
জাহ্নবীতে বহুবিধ জলক্রীড়া কৈলা।
জলের মধ্যে যেন গোপগণ সঙ্গে।
রামকৃষ্ণ ভোজন করেন সেই রঙ্গে।

—চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ২য় অঃ

শান্তিপুর আইলেন শ্রীগৌরসুন্দর।
চলে আই বাট দিয়া দেখহ সত্বর॥
গঙ্গাদাস পণ্ডিত প্রভুর প্রিয় পাত্র।
আই লই চলিলেন সেই ক্ষণ মাত্র॥
কতেক প্রকারে আই করিলা রন্ধন।
নাম নাহি জানি হেন রান্ধিলা ব্যঞ্জন॥
আই জানে প্রভুর সন্তোষ বড় শাকে।
বিংশতি প্রকার শাক রান্ধিলা এতেকে॥
দেখি প্রভু শ্রীমুখ ব্যঞ্জন উপস্কর।
প্রণতবন্ধু হইয়া করিলা নমস্কার॥
প্রভু বলে এ অন্নের থাকুক ভোজন।
এ অন্ন দেখিলে হয় বন্ধ-বিমোচন॥
দুর্বাসা ওপরে প্রভু সম্মুখে দেখিয়া।
চলিলেন তারে কিছু ঈষৎ হাসিয়া॥

৪র্থ অঃ

হেনই সময়ে কুষ্ঠ রোগী একজন।
প্রভুর সম্মুখে আসি দিল দরশন॥

• • • •

শুনি মহাপ্রভু কুষ্ঠরোগীর বচন।
বলিতে লাগিলা ক্রোধে তর্জ্জন বচন॥

• • •

হেন মহা ভাগবত শ্রীবাস পণ্ডিত।
তুই পাপী নিন্দা কৈলি তাঁহার চরিত॥

• • •

প্রভু বলে বৈষ্ণব নিন্দয়ে যেই জন।
কুষ্ঠ রোগ কোন্ ছার শাস্তি যে এখন॥
আপাততঃ শাস্তি কিছু হইয়াছে মাত্র।
আর কত আছে যমযাতনার পাত্র।

• • •

মাঘের পূরীষ আরাধনার দিবসে।
নর্ত্তক নিক্ষেপ করে অদ্বৈত উদ্দেশে॥

চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৪র্থ অঃ

আই লইলেন যত রন্ধনের ভার।
আই বেড়ি সর্ব্ব বৈষ্ণবের পরিবার॥
নিত্যানন্দ মহাপ্রভু সন্তোষ অপার।
বৈষ্ণব পূজিতে লইলেন অধিকার॥

• • •

তবে কত দিনে আইলেন শান্তিপুরে।
আচার্য্য গোসাঞী প্রিয় নিজগৃহের ঘরে॥
কর জোড় করিয়া অদ্বৈত মহামতি।
সন্তোষে করেন নিত্যানন্দ প্রতি স্তুতি॥

চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৫ম অঃ

নাটশালা হইতে—

শান্তিপুরে পুনঃ কৈল দশদিন বাস।
বিদায়ে আনিয়াছেন বৃন্দাবন দাস॥

• • •

সন্ন্যাস করি (মহা) প্রভু যবে শান্তিপুর আইলা।
তবে আসি রঘুনাথ প্রভুরে মিলিলা॥
সাতদিন শান্তিপুরে প্রভুসঙ্গে রহে।
রাত্র দিবসে এই মনঃকথা কহে॥
রক্ষকের হাতে মুঞি কেমনে ছুটীব।
কেমনে প্রভুর সঙ্গে নীলাচলে যাব॥

সর্ব্বজ্ঞ গৌরাঙ্গ প্রভু জানি তার মন।
শিক্ষারূপে তত্ত্বে তারে করায় আস্বাদন॥
স্থির হঞা ঘরে যাও না হও বাতুল।
ক্রমে ক্রমে পায় লোক ভবসিন্ধুকূল॥

চৈঃ চঃ মধ্য ১৬।

শালিগ্রাম

ই, বি, রেলওয়ে লালগোলা ঘাট লাইনে মুড়াগাছা ষ্টেশন। তথা হইতে ২ মাইল দূরে শালিগ্রাম—বড়-গাছির নিকট অবস্থিত। এই স্থানে ব্রজের রাখাল গোপালের অন্যতম সুবল সখা নিত্যানন্দ প্রভুর পার্ষদ শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিতের বাস ছিল। তিনি এই স্থান হইতে পরে অম্বিকা-কালনায় গিয়া বাস করেন। "সুবলো যঃ প্রিয়-প্রেষ্ঠঃ স গৌরীদাসপণ্ডিতঃ" গৌঃ গঃ ১২৮।

গৌরীদাস পণ্ডিত পরম ভাগ্যবান্।
কায়মনোবাক্যে নিত্যানন্দ যার প্রাণ॥

—চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৩

শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত প্রেমোদ্দণ্ড ভক্তি।
কৃষ্ণপ্রেমা দিতে নিতে ধরে মহাশক্তি॥

চৈঃ চঃ আদি ১১শ পঃ

গৌরীদাস পণ্ডিতের সাড়ে বাইশ শাখা। গৌরী-দাস পণ্ডিতের শিষ্য হৃদয়চৈতন্য। হৃদয়চৈতন্যের শিষ্য অম্বিকা দেবীর পুত্র গৌরীরমণ। ইহাদের বংশাবলীই সম্প্রতি কালনার মহাপ্রভুর অধিকারিগণ। ভক্তিরত্নাকরের সপ্তমতরঙ্গ 'শীতলাগ্রাম' দ্রষ্টব্য। কাটোয়ার নিকটে এই গ্রাম অবস্থিত। এই স্থানে নিত্যানন্দ প্রভুর প্রিয় ভৃত্য ধনঞ্জয় পণ্ডিতের বাস। ধনঞ্জয় পণ্ডিত রাখালগোপালের অন্যতম বসুদাম সখা। "বসুদাম-সখারাস্ত পণ্ডিতঃ শ্রীধনঞ্জয়ঃ"—গৌঃ গঃ ১২৭।

"ধনঞ্জয় পণ্ডিত মহান্ত বিলক্ষণ।
যাঁহার হৃদয়ে নিত্যানন্দ অনুক্ষণ॥"

চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৬ষ্ঠ

নিত্যানন্দপ্রিয় ভৃত্য পণ্ডিত ধনঞ্জয়।
অত্যন্ত বিরক্ত সদা কৃষ্ণপ্রেমময়॥

চৈঃ চঃ আদি ১১।৩১

সৈদাবাদ

শিয়ালদহ হইতে মুর্শীদাবাদ লাইনে কাশীমবাজার ষ্টেশনের এক মাইল পশ্চিমে গঙ্গাতীরে সৈদাবাদ। কাশিমবাজারের মহারাজ সৈদাবাদে রাধাবল্লভের নূতন গৃহ নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছেন। এখানে দুইটী যুগল 'রাধাবল্লভ' আছেন। একটী রাখাল গোপালের অন্যতম ঠাকুর সুন্দরানন্দের" প্রতিষ্ঠিত মহেশপুরের রাধাবল্লভ, অপরটী শ্রীমন্নিত্যানন্দ-পরিবারস্থ রূপলাল কৃষ্ণলাল স্থাপিত। "মোহনরায় ও শ্রীকৃষ্ণরায়"—শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের শিষ্য রাঢ়ীশ্রেণীস্থ শিহলাইগাঁই শ্রীশিবানন্দ ভট্টাচার্য্যের কনিষ্ঠ তনয় শ্রীহরিরাম ভট্টাচার্য্যের স্থাপিত। সম্প্রতি এই বিগ্রহ সৈদাবাদে শ্রীরামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্যের বংশের অধস্তন ও তাঁহাদের সম্পর্কিত আত্মীয়গণ দ্বারা সেবিত হইতেছেন। কেহ কেহ এই শ্রীবিগ্রহকে "শ্রীমোহনরায়" বলেন। কেহ কেহ বলেন, শ্রীঠাকুর মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত খেতরীগ্রামের ছয় বিগ্রহের অন্যতম 'শ্রীব্রজমোহনই' সৈদাবাদস্থিত 'মোহন রায়'। কেহ বলেন, শ্রীঠাকুরমহাশয়ের শিষ্য শ্রীসন্তনারায়ণ চক্রবর্ত্তীর ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীকৃষ্ণচরণ চক্রবর্ত্তীর বংশীয়গণই মোহনরায় বিগ্রহের সেবাইত। কাশিমবাজার মহারাজের এই সেবা সম্বন্ধের প্রতি দৃষ্টি আছে। খেতরীর শ্রীবিগ্রহগুলির আকারসহ এই 'মোহনরায়ের' মিল নাই।

সৈদাবাদের অপর পল্লীতে 'শ্রীকৃষ্ণরায়' বিগ্রহ বিরাজ করিতেছেন। 'শ্রীকৃষ্ণরায়ের' সেবা শ্রীরামকৃষ্ণভট্টাচার্য্য স্থাপিত প্রাচীন সেবা। কথিত আছে রামকৃষ্ণের স্থাপিত বিগ্রহকে হরিরামের অধস্তনগণ সেবা করেন এবং হরিরামের স্থাপিত বিগ্রহকে রামকৃষ্ণের বংশে পূজিত হন। এই সেবায়েতের এখন অনেকগুলি সাধক সেবায়ৎ হইয়াছেন। 'শ্রীকৃষ্ণরায়' বিগ্রহের সেবায়েৎ শ্রীযুক্ত ব্রজনাথঠাকুর মহাশয় পরম ভাগবত ও সদালাপী। ভক্তিগ্রন্থ-প্রচারে তাঁহার প্রচুর পরিমাণে সহৃদয়তা আছে।

'শ্রীমোহনরায়ের' এক সাধক সেবায়েতের সূত্রে মণিপুরের মহারাজ চন্দ্রকীর্ত্তিসিংহের প্রদত্ত একটী ঘণ্টা আছে। উহা ১২০৪ সালে ২৮শে 'গৌর' [illegible] উল্লেখে শ্রীমোহনরায় শ্রীবিগ্রহের জন্য প্রদত্ত হইয়াছিল।

গৌড়ীয়

তৃতীয় খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ২০শে মাঘ শনিবার ১৩৩১, ৭ই ফেব্রুয়ারী ১৯২৫ | ২৫শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ।

"চাই ফজ্‌লি আম"—এই ব'লে একদিন কল্‌কাতায় একটী ফেরিওয়ালা আম ফেরি কচ্ছিল। এমন সময়ে জনৈক গৃহস্থ তা'কে ডেকে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, 'কি দর?'—'বাবুজি! ডজিয়েমে পাচঠো।' উত্তরে বাবু বল্‌লেন, "কাচ্চা হায়"—'বাবুজি ভেরেচ্চো'। বাবু আড়াইটী টাকা আমওয়ালাকে দিয়ে বল্‌লেন, 'দেখো! এই আম দুস্‌রা কৈ আদ্‌মিকো দেকর্ হামারা পাশ আও। কিসিসে দাম মৎ লেনা।' বাঙ্গালীবাবু অনেক কষ্টে হিন্দীবাত ক'য়ে আমওয়ালাকে বিদায় দিলেন। সে এককথায় বেশ কয়েক ঝুড়ি আম চড়িয়ে বিক্রী ক'রে বেশ আনন্দলাভ করেছিল। কিন্তু পরে, বাবুর ঐ প্রকার 'বাৎ' শুনে ভাব্‌লে, 'যাক্, না হয় আর এক পা হাঁটলুম্। এ আম বিনা পয়সায় বাবুকে দিব, সেই সুযোগে নিবে পেটে খেলে পিঠে সয়। কিন্তু বলি, লোকটা কি পাগল! গাঁটের পয়সা দিয়ে অমন ভেল্‌কি আমগুলো অপরকে বিনে পয়সায় দিতে বল্‌লে!!'

"তা' হ'লে পাগল কে?"—ফেরিওয়ালা বাবুর বাড়ী হ'তে পথে নেমেই হেঁকেছে—চাই ফজ্‌লি আম, অমনি পাশের বাড়ী হ'তে উত্তর হ'ল—'এধার আও'। কেয়া ভাও?—বাবুজি 'মোৎ দেগা, আমকো দাম নেই লেগা।' বাবু—'এ কামলা বাদ! দাম নেবে না! তোমার মাথা কি খারাপ?' ভেল্‌কি আমওয়ালার মাথার আকার দেখে কর্ত্তার গৃহিণী পর্য্যন্ত বা'রবাড়ীতে এসে হাজির। ফেরিওয়ালার কথা শুনে গিন্নী "ওগো! সাবধান! এ আম কিছুতেই নিও না! ওরা কে কি যাদু করেছে! সর্ব্বনাশ! বে'র ক্যাট, বে'র ক্যাট"— এই বলিয়া ফেরিওয়ালাকে সসম্মানে বিদায় কর্‌লেন। বেচারা ঘাড়ধাক্কা খেয়ে আবার রাস্তায় চীৎকার কর্‌তে সুরু কর্‌ল, অপর এক গৃহস্থ দ্বারদেশে ডেকে নিলেন এবং পূর্ব্ব অভিনয়ের পুনরাবৃত্তি ঘটিল। এইভাবে বেচারীর ঘাড়ে ও ঘাড়ে কতই অত্যাচার চ'ল। বেচ্‌তে বেচ্‌তে

কলিকাতার ধারার গ্যাসের আলো জ্বলে উঠ্‌লো। তখন সে সুধীর তাড়নায়, গ্রাহকের অবসাদে একান্ত অবসন্ন হ'য়ে বল্‌লো "তা' হলে পাগল কে?"

"আপ্‌-ই ঠিক্, দুনিয়া বেঠিক্!" বাবু দিন ভ'রে ফেরিওয়ালার অপেক্ষায় ছট্‌ফট্ ক'চ্ছেন, আর নানা কথা ভাব্‌ছেন। এমন সময়ে সে হাঁপা'তে হাঁপা'তে দ্বারে এসে ব'সে পড়লো এবং বাবুকে সম্মুখে দেখে কেঁদে মুখে বল্‌তে লাগল "বাবুজি আপ্‌নি পাগল হায়্ মনে কর্‌ছিলুম। কিন্তু বাবু, উ ঠিক নাই' দুনিয়ার সব লোক পাগল। বাবুজি, বিনা পয়সায়ে কেউ আম নিলে না। হামি দিন ভ'রে খেটে খেটে মরেছি। এই নি'ন আপনার আম।"

'এঁদের কি দায়!'—ঠিক এমন ধরণের একটী ঘটনা সেদিন হেদুয়ার বিশ্রামমঞ্চের বেঞ্চে ব'সে লক্ষ্য কর্‌ছিলুম। বিগত শ্রীপঞ্চমী দিন কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠ হ'তে 'পরিক্রমা' বা'র হয়। পরিক্রমার বিজ্ঞাপনে লেখা আছে, "পরিক্রমার যাত্রিগণের থাকিবার, খাটিয়া বইবার মহাপ্রসাদসম্মান কর্‌বার জন্য কোনপ্রকার ব্যয় নাই।" বাঃ, বেশ কথাত! কোন খরচ নাই! আচ্ছা তবে এই মঠের সেবকগুলির কি মাথা খারাপ যে, ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়া'বে? ওদের কি দায় ঠেকেছে বাবা! যে, সকলের সকল ঝঞ্ঝাট সোহাবে, আর তা'রা মজা ক'রে তীর্থ কর্‌বেন! শুধুই তাই নয় দেখ না ঠেলার চোট—বিশ্ববাসী সকলকেই আমন্ত্রণ কর্‌ছেন। বাপ্‌রে কি আমন্ত্রণের চোট! জগতের কোন ধর্ম্ম বোধ হয় এমন ধরণের সাহস কর্‌তে পারে না। নিশ্চয় ইহার ভিতরে কোন গূঢ় মতলব আছে। হয়, এঁদের মাথা খারাপ, নয় এঁদের কি দায় যে এমন ব্যাপার কর্‌তে বসেছেন!"

শ্রীগৌড়মণ্ডল-পরিক্রমা-যাত্রা।

কি দৃশ্য হেরিনু লোকে ভুবনমোহন!—
মরি, বাঁচি!—অবতরি সুরলোক হ'তে
সুরধুনীদাথে যথা ধরণী তিতর,
সগর-সন্তানে সদ্য করিতে উদ্ধার,—
তেমতি আবার আজি, এ দুর্দ্দিনে ঘোর,
কি দেখি;—দেখ রে সবে মেলিয়া নয়ন;—
প্রশান্ত-বদন সাধু মহান্ত মণ্ডলী
"শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ!" বলি, তুলি জয়-ধ্বনি,
খোল করতালে সত সঙ্কীর্ত্তনে মাতি,
"শ্রীগৌড়ীয় মঠ" হ'তে কোথা যান চলি?
শ্রীপঞ্চমী-শুভ দিনে শুভযাত্রা করি,
কি শুভসঙ্কল্প চিত্তে করিয়া ধারণ
এ পরচারণ অহো,—এ কি ব্রত-অভিযান?
দুর্গ হ'তে দিব্যসৈন্য দৈব অস্ত্রে সাজি'
চলিয়াছে আজি কি সে অসুর-বিজয়ে?
ভরেছে আসুর ভাবে সমগ্র জগৎ;
ভাগবত-পথ ভুলি' বিষ্ণুর-সন্তান
বিপথে বিভিন্ন সবে বিপন্ন হইয়া,
আত্মঘাতে করে আত্মনাশ-আয়োজন;
আত্মবান্ বিশ্বপ্রাণ সাধুগণ তাই,
বিপথ-বিপন্ন ওই আত্মজনে সব,
দেখাইতে স্বপৌরুষ, আপনে নিস্পৃহ
আত্মস্মৃতি সে সবার করিতে উদ্ধার,
করে যুদ্ধ অভিমান অথবা অজ্ঞান
অবোধ হৃদয়ে তার উদ্বেগ মহান্
নাহি হয় অনুমান। শুই শুন ধ্বনি!—
সমবেতকণ্ঠে ওই আবাহন, গান!—

'গৌড়মণ্ডল-ভূমি যেবা জানে চিন্তামণি
তাঁর হয় ব্রজভূমে বাস।'
'গৌড়মণ্ডল নাম' সেই চিন্তামণিধাম
পরিক্রমে পরম উল্লাস॥
এই ভূমে অবতরি যথা শ্রীগৌরহরি
স্বগণ সহিত শুভক্ষণে।
করিলেন লীলা কত শুভ চিহ্ন যথা যত
সমুজ্জ্বল আমার স্মরণে॥

গুহ আবরণে আশা, স্নেহেতে ঢাকিয়া যাহা
অমর-দুর্লভ কোন্ সুধা,
সুধার্ত জনের তরে ; যার বিন্দু পান করে
পূরে জীবনের সিন্ধুক্ষুধা।
সেই সুধা আহরণে, সেই বস্তু পুণ্যভূমে
গৌর-জন-চরণে পতিত,
প্রতি চিহ্ন, প্রতি স্থান, ভ্রমিতে এ অভিযান ;
এস সবে হও সম্মিলিত !
কিবা যশ পদ মান বিফল বিদ্যাজ্ঞান
লইয়া বিভোর সবে তাই,
অনর্পিতপূর্ব কোন্ ভুলেছ পরম ধন
বিতরণ করেছে এ ঠাঁই।
করি তারা আত্মগত এখনো গোপনে কত
সাধু, ভক্ত, তীর্থ, এই ধামে,
অক্ষয় অব্যয় ভাবে আছে সদা স্বপ্রভাবে,
মুক্তহস্ত মহারত্নদানে !
এস, এস, দ্বারে দ্বারে, লুটি ভূমে সে সম্বারে
সেবিয়া পরীর মনঃপ্রাণে,
সেই সে মহারতন গৌরাঙ্গের যে ওয়া ধন,
মূল প্রয়োজন সর্ব্ব স্থানে !
কহে 'শ্রীচরণ' কাঁদি,— হাহাকার অদৃষ্টবাদী
হেন সঙ্গ, হেন শুভ যোগ,
হারা'য়ে কোথায় আমি ! কৃপা কর মোরে স্বামি,
মনে যেন না হয় বিয়োগ !

শ্রীচণ্ডীচরণ মুখোপাধ্যায়

ঠাকুর হরিদাস

(পূর্ব্বানুবৃত্তিক্রমে)

ব্রাহ্মণকুলে জাত হইয়াও বিশ্বপ্রাঙ্গনের যবন শ্রীহরিদাস শ্রীহরিনামে অপরাধফলে অসুর নাম প্রাপ্ত হইয়াছিল। ভক্ত ভগবান্ হইতে অভিন্নও ভক্তচরণে অপরাধহেতু রামচন্দ্রখান অসুরাম বলিয়া সমাজে প্রতিপন্ন হইলেন, এবং বৈষ্ণব ধর্ম্মের নিন্দা ও বৈষ্ণবের অপমান করা, এই মহাপরাধ বশতঃ রামচন্দ্রখানের অত্যন্ত দুর্দশা ঘটিল। শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু যে সময় গৌড়বাসীদের দ্বারে দ্বারে বিনামূল্যে শ্রীনাম বিলাইতেছিলেন, সেই সময় ভ্রমণ করিতে করিতে সর্ব্বজ্ঞ শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু এক দিবস রামচন্দ্রখানের বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া সপরিকরে চণ্ডীমণ্ডপে প্রবেশ করিলেন। দুর্দ্দান্ত রামচন্দ্র অন্দর হইতে লোক পাঠাইয়া বলিল যে; "এ স্থান সঙ্কীর্ণ ; তোমার সঙ্গে বহু লোকজন রহিয়াছে। গৃহস্থ বাড়ীর গোশালা প্রশস্ত স্থান ; তথায় চল ; তোমার সুবিধা হইবে।" শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু ইহা শুনিয়া ক্রোধে অট্টহাস্য করিয়া বলিলেন, "সত্যই এ বৈষ্ণবদ্বেষীর গৃহ আমার যোগ্য নয়, অমঙ্গলধ্বংসকারী ভেঙ্কের এই স্থান উপযুক্ত।" ইহা বলিয়া তিনি স্বগণ সহিত গ্রাম ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। বৈষ্ণবদ্বেষী রামচন্দ্র নিজ ভৃত্যাদি-দ্বারা শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু যে স্থানে উপবেশন করিয়াছিলেন, সেই স্থানের মাটী খুঁড়িয়া ফেলাইয়া গোময়দ্বারা গৃহপ্রাঙ্গণাদি সংস্কার করাইলেন, তথাপি তাহার চিত্ত প্রসন্ন হইল না।

রাজস্ব না দেওয়ায় রামচন্দ্র খানকে যবনরাজ মেহেদ উজির ক্রুদ্ধ হইয়া ধরিয়া লইয়া আসিল, এবং ঐ মণ্ডপগৃহে বাসা করিয়া তিন দিবস পর্য্যন্ত অবস্থান করিয়া মণ্ডপ-গৃহেই রন্ধনাদি করিতে লাগিল। ম্লেচ্ছ উজির গ্রাম ও রামচন্দ্রের গৃহ লুণ্ঠন করিয়া সপরিবারে রামচন্দ্র খানকে ধরিয়া লইয়া গেল। প্রবল প্রতাপশালী রামচন্দ্রের জাত্যভি-মান, ধনাভিমান চূর্ণ হইয়া গেল এবং রামচন্দ্রের বৈষ্ণব-অপরাধফলে গ্রাম পর্য্যন্ত জনশূন্য হইয়া বহু দিবসাবধি উজাড় পড়িয়া রহিল।

এ দিকে শ্রীল হরিদাস ঠাকুর চান্দপুরে আসিয়া বলরাম আচার্য্য-গৃহে অবস্থান করিয়াছেন। হিরণ্যদাস ও গোবর্দ্ধনদাস তথাকার মুলুকের মজুমদার, বলরাম ও রঘুনাথ আচার্য্য তাহাদের পুরোহিত ছিলেন। তাঁহারা ঠাকুরের কৃপাপাত্র ছিলেন। বলরাম ও রঘুনাথ আচার্য্য যত্নপূর্ব্বক সেই গ্রামে ঠাকুরকে নির্জ্জনে ভজন-কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন এবং প্রত্যহ নিজগৃহে ঠাকুরকে ভিক্ষা প্রদান করিতেন। শ্রীল রঘুনাথদাস

গোস্বামী প্রভু তখন বালক—অধ্যয়নাদি করেন, তিনি ঠাকুরকে ভক্তিপূর্ব্বক প্রত্যহ দর্শন করিতেন। ঠাকুর দয়ানিধিবোধে ধনিপুত্র বালক রঘুনাথকে যথেষ্ট কৃপা করিতেন, তদীয় কৃপাবলেই উত্তরকালে শ্রীল দাস গোস্বামি প্রভু শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিজজন পরিচয় দেন। বয়সের আচার্য্যের অনুরোধক্রমে এক দিবস শ্রীল ঠাকুর হরিদাস হিরণ্য গোবর্দ্ধন মজুমদারের সভায় আসিয়াছেন। হিরণ্য গোবর্দ্ধন মজুমদার ব্রাহ্মণ ঠাকুরের চরণতলে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণাম-পূর্ব্বক অতি সম্মান করিয়া আসন প্রদান করিলেন। মজুমদার ব্রাহ্মণগণ মহাপণ্ডিত ছিলেন; তাঁহাদের সভায় বহু পণ্ডিত ব্রাহ্মণ সজ্জন উপস্থিত ছিলেন। সভায় ঠাকুরের বিশেষ প্রশংসা হইতেছে শুনিয়া হিরণ্য গোবর্দ্ধন মহা আনন্দ লাভ করিলেন। ঠাকুর দিবারাত্রে তিনলক্ষ নাম কীর্ত্তন করেন পণ্ডিত মণ্ডলী ইহা জানিয়া নামের মহিমা বিচার করিতে লাগিলেন;—কেহ বলেন, নামপ্রভাবে পাপক্ষয় হয়, কেহ বলেন, নামপ্রভাবে মোক্ষলাভ হয়। ঠাকুর বলিলেন, ফল শুধু এই দুইটি নহে, নামের ফলে কৃষ্ণ-চরণে প্রেম জন্মে। মুক্তি, পাপনাশ নামের আনুষঙ্গিক ফল।

(পদ্মপুরাণাৎ ধৃতঃ শ্রীধর-স্বামিকৃতঃ শ্লোক)

অহঃ সংহৃষ্যনিশাং সকৃদুচ্চরণাদেব সকল লোকস্য।
তরণিরিব তিমিরজলধিং জয়তি জগন্মঙ্গলং হরের্নাম॥

ঠাকুর বলিলেন "পণ্ডিতগণ, আপনারা এই শ্লোকের অর্থ করুন:" পণ্ডিতগণ বলিলেন, "আপনি ইহার ব্যাখ্যা করুন।" জগন্মঙ্গল হরিনাম জয়যুক্ত হউন, সূর্য্য যেরূপ উদিত হইয়া নিশির অন্ধকার নাশ করেন, তদ্রূপ শ্রীহরিনাম একবার উদিত হইলে সকল লোকের পাপ নাশ করেন। নাম হইতে মোক্ষলাভে সংসারবন্ধন হইতে মোচন ও সংসারাসক্তিরূপ পাপ ধ্বংস হয়। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বাকাশস্থ রাত্রীত অবসানের ফলে অন্ধকার বিদূরিতা লক্ষিত হয়। রাত্রি শেষ হইতে থাকিলে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই অন্ধকাররাশি লুপ্ত হয়, নিশাচর জন্তুতস্করাদির ভয় বিদূরিত হয়, সূর্য্যোদয় হইলে জগজ্জন্তুদি আরব্ধ হয়। তদ্রূপ নামাভাসে পাপক্ষয় হইয়া সুকৃতজীবের জিহ্বায় শুদ্ধনাম উদিত হইলে কৃষ্ণপদে প্রেম জন্মে। শুদ্ধভক্ত মুক্তি প্রভৃতি চতুর্ব্বর্গ কামনা করেন না। শুদ্ধ ভক্তকে কৃষ্ণ মুক্তি দিতে চাহিলেও তিনি তাহা গ্রহণ করেন না। শ্রীমদ্ভাগবত ৩য় স্কন্ধ ১৯ অ ১২শ শ্লোকে দেবহূতিকে কপিলদেব বলিতেছেন, সালোক্য অর্থাৎ বৈকুণ্ঠবাস, সার্ষ্টি (ঐশ্বর্য্যসম্পত্তি সারূপ্য (চতুর্ভুজাকার), সামীপ্য (নৈকট্যলাভ) একত্ব (সাযুজ্য বা অভেদগতি) প্রভৃতি হইলেও ভক্তগণ তাহা গ্রহণ করেন না; যেহেতু তাঁহাদের আমার অপ্রাকৃত সেবা ব্যতীত আর কিছুই প্রার্থনা নাই। তথায় গোপাল চক্রবর্ত্তী নামক এক ব্রাহ্মণকুলজ নামাভাসে মুক্তি হয় ইহা ঠাকুরের নিকট শুনিয়া ক্রোধে বলিল, পণ্ডিতগণ এই ভাবুকের সিদ্ধান্ত খণ্ডন করুন। কোটি জন্মে ব্রহ্মজ্ঞান হইতে যে মুক্তি দুর্লভ, নামাভাসে সেই মুক্তি লাভ হয় ইহা বাতুলের প্রলাপ। ঠাকুর বলিলেন, শাস্ত্রবাক্য মিথ্যা নহে। ইহাতে সংশয় করিও না, নামাভাসে মুক্তি নিশ্চয় হয়।" ভগবচ্চরণে নিত্যদাসাভিমানী ভক্তগণ মুক্তিকে অতি তুচ্ছ জ্ঞান করেন। শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতের লেখক শ্রীল বিল্বমঙ্গল গোস্বামিপ্রভু বলিয়াছেন, যাঁহার শ্রীকৃষ্ণে শুদ্ধভক্তির উদয় হইয়াছে তাঁহার নিকট মুক্তি স্বয়ং মুকুলিতাঞ্জলি হইয়া সেবা করিবার জন্য ব্যস্ত থাকেন। ভক্ত তাহার প্রতি দৃষ্টিপাতও করেন না, আর ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, সকল কোন্ সময় সেবা করিবার সুযোগ পাইবে—সেই সময়ের প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকে। ঠাকুরের ধৃষ্টতা দর্শনে গোপাল চক্রবর্ত্তী বলিল, নামাভাসে মুক্তি নিশ্চয় হইলে তোমার নাসিকা ছেদন করিবে সভ্য কর। ঠাকুর বলিলেন "নামাভাসে মুক্তি না হইলে নিশ্চয়ই আমার নাসিকা ছেদন করিব।" ইহা শুনিয়া সভায় পণ্ডিতগণ হাহাকার ধ্বনি করিয়া উঠিল, মজুমদার ভ্রাতৃদ্বয় ব্রাহ্মণ যুবককে তিরস্কার করিলেন ও বলাই পুরোহিত যুবককে ধিক্কার দিয়া বলিলেন, তুমি মূর্খ, ঘটাকাশ পটাকাশ লইয়া বৃথাতর্কাভিমানী তুমি ভক্তির কি জান? ঠাকুরকে অপমান করিলে, এই সভা তোমার আর মঙ্গল নাই। সত্বরেই সর্ব্বনাশ ঘটিবে। সভাসদ্‌গণসহ মজুমদার ভ্রাতৃদ্বয় ঠাকুরের শ্রীপদপ্রান্তে পতিত হইয়া অপরাধ মার্জ্জনা ভিক্ষা করিলেন। ঠাকুর মৃদুহাস্যে মধুরকণ্ঠে বলিলেন, তোমাদের দোষ কি?

এই ব্রাহ্মণ যুবক অজ্ঞান; তাহার দোষ নাই, যেহেতু তাহার মন তর্কনিষ্ঠ। নাম মাহাত্ম্য তর্কের গোচরীভূত নহে, সে এ সকল তত্ত্ব কিপ্রকারে জানিবে? তোমরা সকলে গৃহে গমন কর, কৃষ্ণ সকলের কুশল করুন। আমার সম্বন্ধে কাহারও দুঃখ না ঘটে। হিরণ্যদাস নিজ গৃহে আসিয়া ব্রাহ্মণযুবককে তাঁহার বাড়ী আসিতে নিষেধ করিয়া দিলেন। তিন দিবস পরে ঐ ব্রাহ্মণযুবকের কুষ্ঠ হইয়া উন্নত নাসিকা গলিয়া খসিয়া পড়িল— চম্পককলিকা সদৃশ সুন্দর অঙ্গুলীসকল ভীষণ কুষ্ঠে গলিয়া পড়িল ও কুঞ্চিত হইয়া রহিল। বৈষ্ণববেষী গোপাল চক্রবর্ত্তীর এতাদৃশ দুর্দ্দশা দর্শনে তথাকার অধিবাসিবৃন্দ বিস্মিত হইয়া পুনঃ পুনঃ ঠাকুরের প্রশংসা করিয়া ঠাকুরের চরণে দণ্ডবৎ করিতে লাগিলেন।

বৈষ্ণবঠাকুর সর্ব্বক্ষণ ধরায় লাগর, ঠাকুর হরিদাস যদিও উচ্চচরিত্র ব্রাহ্মণযুবকের দোষ গ্রহণ করিলেন না, তথাপি ভগবান্ ভক্তদ্রোহিতার প্রতিফল প্রদান করিলেন। ভক্ত মূর্খের দোষ মার্জ্জনা করিলেও শ্রীকৃষ্ণ ভক্তনিন্দা সহিতে পারেন না "গোবিন্দ কহেন মম বৈষ্ণব পরাণ, বৈষ্ণব হৃদয়ে সদা আমার বিশ্রাম।" শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন "হে কৌন্তেয়, শ্রীবৈষ্ণবদিগকেই ভজনা কর, অন্য দেবতার ভজন করিও না।" আদি পুরাণে—

অহমেব দ্বিজশ্রেষ্ঠ নিত্যং প্রচ্ছন্নবিগ্রহঃ।
ভাগবতরূপেণ লোকান্ রক্ষামি সর্ব্বদা॥

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ, আমিই সর্ব্বদা প্রচ্ছন্নবিগ্রহ হইয়া ভগবদ্ভক্তরূপে লোকসমূহকে রক্ষা করিয়া থাকি। অর্জ্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন "বৈষ্ণবই জগতের গুরু। আমরা বৈষ্ণবের গুরু। আমরা যে প্রকার সকলের গুরু, ভক্তগণও তাদৃশ সর্ব্বজনের গুরু।" বৈষ্ণবগণের সহিত জগতে কোন পুণ্যতম বস্তুর সাদৃশ্য নাই। বৈষ্ণব সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চতম আদর্শ। ইহাই শাস্ত্রসমূহের চরম সিদ্ধান্ত। স্কন্দপুরাণ উৎকল খণ্ড বলেন—দুর্ভাগা সামান্য পুণ্যবিশিষ্ট কর্ম্মিগণের মহাপ্রসাদে, গোবিন্দ, ভগবন্নামে এবং বৈষ্ণব এই চারি বস্তুতে বিশ্বাস জন্মে না। স্কন্দপুরাণ বলেন, হে নৃপোত্তম, যিনি ভাগবত বৈষ্ণবগণকে উপহাস করেন, তাঁহার অর্থ, ধর্ম, যশ ও পুত্র সকল নিষ্ফলপ্রায় হয়। যে মূঢ়গণ মহান্ বৈষ্ণবগণের নিন্দা করেন, তাহারা পিতৃপুরুষদহ মহাগৌরব নামক নরকে পতিত হন। বৈষ্ণবগণকে যিনি হনন করেন, নিন্দা করেন, বিদ্বেষ করেন, অভিবাদন করেন না, ক্রোধ করেন এবং দেখিলে আনন্দিত হন না, এই ছয় ব্যবহারই পতনের কারণ। বৈষ্ণবগণকে উপেক্ষা দিলে সজ্জাতিজন্ম প্রভৃতি যাহা কিছু সৎকর্ম্মার্জ্জিত পুণ্যফল থাকে সমস্তই নষ্ট হয়। শ্রীপাদ রামানুজাচার্য্য বলেন— ভগবানের পূজা অপেক্ষা বৈষ্ণবের পূজা উত্তম, বিষ্ণুর অপমান অপেক্ষা বৈষ্ণবের অপমান গুরুতর অপরাধ, কৃষ্ণদ্রোহকারীর অপেক্ষা ভক্তদ্রোহক অধিক পতিত। বৈষ্ণবপূজাপেক্ষা আর অন্য পুরুষার্থ নাই, বৈষ্ণব বিদ্বেষাপেক্ষা গুরুতর অপরাধ আর নাই, উহাতে বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। ঠাকুর বিপ্রের দুর্ম্মতির বিষয় জানিয়া দুঃখিত হইলেন ও বলরাম আচার্য্যকে বলিয়া শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য-ভবনে শুভাগমন করিয়া অদ্বৈতাচার্য্যকে দণ্ডবৎ করিলেন। অদ্বৈতাচার্য্য ঠাকুরকে বহু সম্মানপূর্ব্বক আলিঙ্গন করিলেন।

ভক্তপদধূলী আর ভক্তপদজল।
ভক্তভুক্ত-শেষ এই তিন সাধনের বল॥
এই তিন সেবা হইতে কৃষ্ণপ্রেমা হয়।
পুনঃ পুনঃ সর্ব্বশাস্ত্রে ফুকারিয়া কয়॥

শ্রীল ঠাকুর শান্তিপুরে শ্রীপাদ অদ্বৈতপ্রভুসঙ্গে কৃষ্ণকথায় আছেন, শ্রীমুখে সর্ব্বক্ষণ শ্রীনাম কীর্ত্তনের বিরাম নাই। প্রেমানন্দে কখন নৃত্য করিতেছেন, কখন ও উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন কখনও বা অট্টহাস্য আবার কখনও মত্তসিংহ তুল্য হুঙ্কার গর্জ্জন ধ্বনি করেন, সময় সময় কৃষ্ণ প্রেমানন্দে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া থাকেন। ফুলিয়া গ্রামের ব্রাহ্মণগণ সকলেই শ্রীল ঠাকুরের প্রতি দৃঢ়শ্রদ্ধাবান। শ্রীল ঠাকুর গঙ্গাস্নান করিয়া উচ্চৈঃস্বরে শ্রীহরিনাম কীর্ত্তনে দিগন্ত পূর্ণ করিয়া সত্বর ভবন করিতেন। তৎপ্রদেশের কাজি ছিল সে মুলুক-পতির নিকট যাইয়া জানাইল যে ঠাকুর যবন কুলোদ্ভব হইয়া হিন্দুর আচরণ করিতেছে অতএব ইহার সমুচিত দণ্ড প্রদান করুন দুষ্ট কাজির কুপরামর্শে মুলুক-পতি ঠাকুরকে ধরিয়া

আনিতে আজ্ঞা দিল। মুলুক-পতির অনুচর সঙ্গে ঠাকুর কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিতে বলিতে মুলুক-পতির সভায় আগমন করিলেন। ঠাকুরের উজ্জ্বল দিব্য শ্রীদর্শনে মুলুকপতি বিস্মিতচিত্তে সমাদরে ঠাকুরকে উপবেশন করাইয়া জিজ্ঞাসা করিতেছে ভাই! কত সৌভাগ্যক্রমে যবনকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছ কিন্তু তোমার এরূপ মতিগতি ঘটিল কেন? কেন হিন্দুর আচারে নিযুক্ত আছে? জাতি ধর্ম্ম লঙ্ঘন করিয়া হিন্দুর আচার করিতেছ ভাই; পরকালে তোমার কিরূপে নিস্তার হইবে? সে যাহা হউক অজ্ঞানতা বশতঃ যাহা কিছু অন্যায় হইয়াছে "সে পাপ ঘুচাহ করি কলিমা উচ্চার।" মুলুক পতির বাক্য শ্রবণে ঈষৎ হাস্য করিয়া মধুর কণ্ঠে বলিলেন পিতঃ; ঈশ্বর সকলেরই এক, হিন্দু ও যবনে নামমাত্র, পৃথক বলে পরমার্থে পুরাণে ও কোরাণে এক প্রকার।

"এক গুহ্য নিত্যানন্দ অখণ্ড অব্যয়।
পরিপূর্ণ হইয়া বৈসে সবার হৃদয়॥
সেই প্রভু যারে যেন লওয়ায়েন মন।
সেই মত কর্ম্মকরে সকল ভুবন॥
সে প্রভুর নাম গুণ সকল জগতে।
কহেন সকল মাত্র নিজশাস্ত্রমতে॥
সে ঈশ্বর পুনঃ সবার ভাব লয়।
হিংসা করিলে ও তাহার হিংসা হয়॥
এতেকে আমারে সে ঈশ্বরে যে হেন।
লওয়াইয়াছে চিত্তে করি আমি তেন॥
হিন্দুকুলে কেহ যেন হইয়া ব্রাহ্মণ।
আপনে আসিয়া হয় ইচ্ছায় যবন॥
হিন্দু বা কি করে তারে যার যেই কর্ম্ম।
আপনেই বৈসে তারে মারিয়া কি কর্ম্ম॥
মহাশয় এবে তুমি করহ বিচার।
যদি মোরে থাকে শাস্তি করহ আমার॥"

ঠাকুরের সুসত্য বাক্য শ্রবণে সকল যবনগণ সন্তুষ্ট হইল কিন্তু কাজি মুলুক পতিকে বলিতেছে যে এই ব্যক্তি নিজে দুষ্টবুদ্ধি, অপরকেও দুষ্ট করিয়া যবনকুলের অকল যোষণা করিবে অতএব ইহাকে কঠোর দণ্ড দান করা হউক। মুলুকপতি ও কাজি ঠাকুরকে বলিতেছে এখন যবনধর্ম্ম স্বীকার কর তবে আর কোন অনিষ্ট ঘটিবে না অন্যথায় কাজিগণ সমুচিত দণ্ড প্রদান করিবে। ভক্তরাজ ঠাকুর দৃঢ়স্বরে আজ কি বলিলেন—

খণ্ড খণ্ড যদি হই যায় দেহ প্রাণ।
তবু আমি বদনে না ছাড়ি হরিনাম॥

এই অলৌকিক বাক্য শ্রবণে মুলুকপতি বিস্মিত হইয়া কাজিকে বলিল এক্ষণে ইহার প্রতি কি ব্যবস্থা করিবা। কাজি ক্রোধ দীপ্ত স্বরে বলিল বাইশ বাজারে বেত্রাঘাত করিতে করিতে ইহার প্রাণ লও; ইহাই দণ্ড! যদি বাইশ বাজারে মারিয়াও মৃত্যু না হয় তবে বুঝিব যে নিজ লোকে সত্য কথাই বলে এই ব্যক্তি পীর।

"পাইক সকলে ডাকি তর্জ্জন করি কহে।
এহত মারিবে যেন প্রাণ নাহি রহে॥
যবন হইয়া সেই হিন্দুয়ানী করে।
প্রাণান্ত হইলে পেবে এ পাপেতে তরে॥
পাপীর বচনে সেই পাপী আজ্ঞা দিল।
দুইপাশে আদি হরিদাসেরে ধরিল॥"

চইপণ মহাক্রোধান্বিত চিত্তে বাজারে বাজারে ঠাকুরের শ্রীঅঙ্গে কঠিন প্রহার করিতে লাগিল। ঠাকুর শ্রীঅঙ্গে অবিচলিত ভাবে বেত্রাঘাত গ্রহণ করিতেছেন আর শ্রীবদনে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিতেছেন। ঠাকুরের শ্রীঅঙ্গ দুষ্ট কাজির চক্রান্তে প্রহার জর্জ্জরিত দেখিয়া সুজনগণ মর্ম্মাহত চিত্তে কেহ বলিতেছেন হায়! হায়! হায়! হইয়া যাইবে; কেহ রাজা উজির প্রভৃতিকে অভিসম্পাত করিতেছেন কেহ কেহ কাজির অনুচরদের সহিত মারামারি করিতে উদ্যত হইলেন কেহ বা যবনদের পায়ে পড়িয়া কাতর ভাবে বলিতেছেন কিঞ্চিৎ অর্থ গ্রহণ করিয়া ইহাকে একটু কম করিয়া প্রহার কর এইরূপ চতুর্দ্দিকে হাহাকার ধ্বনি উত্থিত হইল কিন্তু পাপিষ্ঠদের দয়ার লেশ মাত্র নাই। মহাক্রোধযুক্ত হইয়া বাজারে প্রাণান্তকারী তীব্র প্রহার করিতেছে কিন্তু ঠাকুর নামানন্দে তন্ময় রহিয়াছেন। শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজের প্রতি অসুরদের শত নিগ্রহ যেরূপ নিষ্ফল হইয়াছিল তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণকৃপায় ঠাকুরের শ্রীঅঙ্গে

যবনের এই ভীষণ প্রহারেও কিঞ্চিন্মাত্র ক্লেশ দিতে সমর্থ হইল না। দয়াল শিরোমণি ঠাকুর, যাঁহারা হিংসাপরায়ণ তাহাদেরই জন্য দুঃখিত চিত্তে শ্রীকৃষ্ণসমীপে প্রার্থনা করিতেছেন।

এ সব জীবেরে প্রভু করহ প্রসাদ।
মোর দ্রোহে নহু এ সবার অপরাধ॥

পাপিষ্ঠগণ ঠাকুরের প্রাণ নষ্ট করিবার জন্য কঠিন প্রহার করিতেছে কিন্তু একি ব্যাপার ঠাকুরের মৃত্যুর লক্ষণ দেখা যায় না। মৃত্যুতো দূরের কথা ঠাকুর ক্ষণে ক্ষণে আবার হাস্য করিতেছেন তদুপরি শ্রীহরিনাম কীর্ত্তনের বিরাম নাই। বিস্মিত হইয়া পাপিষ্ঠগণ ভাবিতেছে বাঁশ বাজারে মারিলেই লোক সহিতে পারে না কিন্তু কি আশ্চর্য্য এ ব্যক্তিকে বাইশ বাজারে কঠোর প্রহার জর্জ্জরিত করিয়াও প্রাণ লইতে পারিলাম না। এ ব্যক্তি নিশ্চয়ই পীর অর্থাৎ সাধু। ঠাকুর এত বল প্রয়োগেও তোমার জীবন নষ্ট করিতে পারিলাম না। নিশ্চয় কাজির হস্তে আজ আমাদের জীবন যাইবে। দয়াল শিরোমণি পতিতপাবন ঠাকুর হাসিয়া হাসিয়া বলিতেছেন আমি না মরিলেই যদি তোমাদের অমঙ্গল হয় তবে এই দেখ এখনই আমি মরিলাম। ঠাকুর নামানন্দে সমাধি প্রাপ্ত হইয়া রহিলেন। শ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ মৃতবৎ দেখিয়া যবনগণ মহাপুলকিত হইয়া মুলুক পতির দ্বারে ঠাকুরের শ্রীঅঙ্গ লইয়া ফেলিল। মুলুকপতি ঠাকুরকে মৃতজ্ঞানে কবর দিতে বলিল কিন্তু দুষ্ট কাজি বলিতেছে না তাহা হইবে না কবর দিলে উহার সদ্গতি হইবে উচ্চকুলে জন্মিয়া নীচকর্ম্ম করিয়াছিল এক্ষণে নদীতে ফেলিয়া দেওয়া সমুচিত দণ্ড যেন অন্যথা হয়। কাজির আদেশে যবনগণ ঠাকুরের শ্রীঅঙ্গে হাত দিয়া নদীতে ফেলিবার চেষ্টা করিয়া দেখে তিনি নিশ্চল রহিয়াছেন।

যানানন্দে বলিলেন ঠাকুর হরিদাস।
বিশ্বম্ভর দেহে আসি করিলা প্রকাশ॥
বিশ্বম্ভর অধিষ্ঠান হইল শরীরে।
কার শক্তি আছে হরিদাসে নাড়িবারে।
যদ্যপি বলবন্ত সব চতুর্দ্দিকে ঠেলে।
মহাস্তম্ভ প্রায় প্রভু আছেন নিশ্চলে॥
কৃষ্ণানন্দ সুধা সিন্ধুমধ্যে হরিদাস।
মগ্ন হইয়াছেন নাহি বাহ্যিক প্রকাশ॥
কিবা অন্তরীক্ষে কিবা পৃথিবী গঙ্গায়।
না জানেন হরিদাস আছেন কোথায়॥
প্রহ্লাদের যে হেন স্মরণ কৃষ্ণভক্তি।
সেই মত হরিদাস ঠাকুরের শক্তি॥
হরিদাস ঠাকুরের কিছু চিত্র নহে।
নিরবধি গৌরচন্দ্র যাহার হৃদয়ে॥
রাক্ষসের বন্ধনে যেহেন হনুমান।
ইচ্ছা করি লইলেন ব্রহ্মার শরণ॥
এই মত হরিদাস যবন প্রহার।
জগতের শিক্ষা লাগি করিলা স্বীকার॥
অশেষ দুর্গতি হয় যদি যায় প্রাণ।
তথাপি এ বদনে না ছাড়ি হরিনাম॥
অন্যথা গোবিন্দ হেন রক্ষক থাকিতে।
কার শক্তি আছে হরিদাসের লঙ্ঘিতে॥
হরিদাস স্মরণে ও এ দুঃখ খণ্ডয়।
অন্তে সেই রূপ হরিদাসের কি কথা॥

গঙ্গায় ভাসিতে ভাসিতে ঠাকুরের বাহ্য জ্ঞান হইল এবং তীরে উঠিয়া উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করিতে করিতে ফুলিয়া নগরে শুভাগমন করিলেন। যবনগণ এই অলৌকিক ব্যাপার দেখিয়া ঠাকুরকে পীর জ্ঞানে দণ্ডবৎ করিল। মুলুকপতি সম্ভ্রমে করযোড়ে একান্ত বিনীত ভাবে ঠাকুরকে বলিল গোঁসাই! তুমি সত্য সত্যই মহাপীর কৃপা পূর্ব্বক আমার অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া তোমার যথেচ্ছা বাস করিয়া ভজন কর। ঠাকুর যবনগণের প্রতি কৃপা দৃষ্টিপাত করিয়া শ্রীহরিনাম ধ্বনিতে দিগ্বিদিগন্ত কম্পিত করিয়া ফুলিয়া ব্রাহ্মণসভায় শুভাধিষ্ঠান করিলেন। ঠাকুরকে দর্শন করিয়া ব্রাহ্মণগণ কৃতার্থ হইয়া মহানন্দে হরি হরি বোল ধ্বনি করিতে লাগিলেন ঠাকুর ও আনন্দে হরি হরি ধ্বনি করিয়া উদ্দণ্ড নৃত্য করিতে লাগিলেন তখন ব্রহ্মাণ্ড ভেদী শ্রীনামধ্বনিতে শান্তিপুর

চলমল করিতে লাগিল। শ্রীগৌড় মণ্ডল ভূমি সেই প্রেম-বন্যায় প্লাবিত হইয়া গেল। তখন—

নাচে নাচে জীব নাচে নাচে প্রেম ঘন।
জগৎ নাচায় নামে মাতা করে ভুবে পলায়ন॥
নারদ মুনি, বাজায়ে বীণা,
রাধিকা রমণ নামে।
নাম অমনি, উদিত হয়,
ভকত গীত সামে॥
অমিয়া ধারা, বরিষে ঘন,
প্রবণ যুগলে গিয়া।
ভকত জন, সঘনে নাচে,
কুটিয়া আপন হিয়া॥
বাসুকী পৃথ, আদর পশি,
মাতায় জগত জনে।
কেহ বা কাঁদে, কেহ বা নাচে,
কেহ মাতে মনে মনে॥
পঞ্চ বদন, নারদে ধরি,
প্রেমের সঘন রোল।
কমলা জন, নাচিয়া বলে,
বল বল হরিবোল॥
সহস্রানন, পরম সুখে,
হরি হরি ধ্বনি গায়।
নাম প্রভাবে, মাতিল বিশ্ব,
নাম রস সবে পায়॥
শ্রীকৃষ্ণ নাম, রসনে স্ফুরি,
পূরালে আমার আশ।
শ্রীগুরুপদে, যাচয়ে ইহা,
দীন এ অধম দাস॥

আঘাত।

(১)

দুই রূপে, দুই দিক্ হ'তে
পায় দেহ আঘাত অজেতে।
এক দিকে একরূপ—স্নেহে, কাল চয়,
তারে ওষধ,—
করে সে আঘাত অঙ্গে অনন্তে নিরাতে।
অন্যদিকে অন্যরূপ—শিল্পী কারকর,
যন্ত্রে অন্যতর,—
করে সে আঘাত অঙ্গে গঠন তুলিতে।

(২)

ভাবি তাই, ভাবময় বিশ্ব কারকর,
এ কোন্ আঘাত মোর অঙ্গে গুরুতর!
গুণাকর,—পরানের ধন মনো মোহ হর হরি,
তোমারি কৃপায় হেরি সম্মুখে সুন্দর;—
যাহাতে আঘাত ওই অন্তর ভিতর
ভুলে কি গঠন দিবা, বিকলতা হরি'।

(৩)

হইতে সম্পূর্ণ সত্য তব সুশাসন,
পাইতে সাক্ষাৎ সদা তোমার চরণ।
হইতে পূজার যোগ্য পুষ্প মনোরম,
পারে নাই যে বিকারে এ হৃদয় মোর
প্রত্যক্ষ তাহাতে ওই আঘাত জীবন
ক্রিয়াশীল করে কিবা আলোড়ন ঘোর।

(৪)

বিধাতাপদে আততায়ী নিধনে আমার
যে দণ্ড হানিল অঙ্গে, উপলক্ষ্য তার,
কৃপায় তোমার, অহো, শাপে যেন বর,
কি বিয়োগে, কি সংযোগে নহে বলিবার,
পড়ে কি অপূর্ব্ব ভাব ভাঙ্গিয়া অন্তর।

(৫)

গঠনে ভাঙ্গনে এই যন্ত্রে প্রকৃতির,
হে ত্রিভঙ্গ হে অনঙ্গ মনোহর হরি,
হে গৌরাঙ্গ যেন এই হৃদয় মন্দিরে
হইয়া সকল গ্লানি শূন্য সর্ব্বোপরি,
হয় যন্ত্র চিরদিন তব প্রতিষ্ঠায়।
হয় যন্ত্র চিরদিন তোমার সেবায়॥

শ্রীচণ্ডীচরণ।

আচার্য্যানুগমনে।

শ্রীশ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা ডায়েরী

প্রথম দিবস।

১৬ই মাঘ বৃহস্পতিবার ১৩৩১ সন, ২৯শে জানুয়ারী ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে, শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া একটদিন বেলা দুই ঘটিকার সময় কীর্ত্তন মহামহোৎসবান্তে প্রসাদ সম্মান পূর্ব্বক প্রায় একশত জন শুদ্ধভক্ত ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীপরমহংস ঠাকুরকে অগ্রণী করিয়া শ্রীপাদ ভারতী মহারাজ ও শ্রীপাদ বাসুদেব প্রভুর "পাষণ্ড দলনকারী নিত্যানন্দ রায় অক্রোধ পরমানন্দ নগরে বেড়ায়"—এই কীর্ত্তনের তালে নৃত্য করিতে করিতে কলিকাতা শ্যামবাজারের রাস্তা দিয়া চলিতে লাগিলেন। চৌঘাদল, করতাল রামশিঙ্গার ধ্বনি ও কীর্ত্তনের ধ্বনির একত্র সংযোগে এক দিগন্ত-ব্যাপী মহাসংকীর্ত্তনের রোল উত্থিত হইল।

শ্রীল পরমহংস ঠাকুরের শ্রীহস্তে পতাকা। দুই জন ব্রহ্মচারী সর্ব্বাগ্রে শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা এই নামাঙ্কিত রাঙ্গুল বসনের সুবৃহৎ পতকা ধারণ করিয়া কীর্ত্তনের তালে নৃত্য করিতে করিতে চলিতে লাগিলেন। শ্রীল পরমহংস ঠাকুরের পশ্চাতেই শ্রীমদ্ তীর্থ মহারাজ, ভারতী মহারাজ, অরণ্য মহারাজ ও পুরী মহারাজ ত্রিদণ্ডিস্বামি চতুষ্টয়। আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভু শ্রীল পরমহংস ঠাকুরের সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। নিত্যানন্দা-বধূত শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু, ভট্টাচার্য্য গোস্বামী প্রভু, বাসুদেব ব্রহ্মচারী, বিদ্যারত্ন প্রভু, ভক্তিবিনয় মহোদয় পশ্চাতে চলিতে লাগিলেন। ক্রমে সকলেই বাগবাজার ফেরিঘাটে বেলা ২৷৷০ ঘটিকার সময় আসিয়া পৌঁছিলেন। তিন ঘটিকার সময় ফেরিতে উঠিয়া প্রায় চারি ঘটিকার সময় শিবতলা ফেরিঘাটে পৌঁছিলেন। শিবতলা ঘাট হইতেই শ্রীদাস গদাধর প্রভুর শ্রীপাট দেখা যায়। ঘাট হইতে অতি নিকটে। শ্রীপাট গঙ্গার তীরে বিরাজিত, অতি রমণীয় স্থান।

আমরা সকলেই শ্রীমন্দিরে শ্রীগৌরনিত্যানন্দ ও শ্রীরাধাকান্ত শ্রীবিগ্রহ দর্শন ও সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া শ্রীদাস গদাধরের সমাধির নিকট গিয়া উপস্থিত হইলাম। শ্রীল পরমহংস ঠাকুর সকলকে সেই শ্রীপাট স্মৃতি দেখাইয়া দিলেন। সকলেই সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া সেখানে উপবেশন করিলেন। শ্রীল পরমহংস ঠাকুর আমাকে বক্তৃতা করিতে আদেশ করিলে আমি কিছুকাল শ্রীল গদাধর দাস প্রভু ও তদীয় স্থানের বিষয় কিছু বলিয়া শ্রীচৈতন্য ভাগবত হইতে দাস গদাধর প্রভুর বিষয় পাঠ করিলাম।

আমার বলা শেষ হইলে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীদাস গদাধর প্রভুর সম্বন্ধে বলিতে গিয়া বলিলেন যে শ্রীদাস গদাধর প্রভু শ্রীরাধার কান্তি। শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী যেমন বৃষভানুনন্দিনীরূপা, শ্রীদাস গদাধর তেমনই শ্রীরাধার অঙ্গ শোভা। রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং এবং তিনি দ্যুতি। তিনি গৌর ও নিত্যানন্দ উভয় তত্ত্বেই গণিত হন। গৌরগণ ব্রজের শ্রীমধুর রসের রসিক। নিত্যানন্দগণ শুদ্ধভক্তি প্রধান সখ্যাদি রসের রসিক। শ্রীদাস গদাধর প্রভুকে নিত্যানন্দগণে গণনা করিলেও তিনি সখ্যভাবময় গোপালের অন্যতম কেহ নহেন। শ্রীদাস গদাধর প্রভু শুধু মধুর রসের রসিক ছিলেন না, তিনি বৃষভানুনন্দিনীর বিভূতিরূপ বলিয়া গৌরপার্ষদে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। কাটোয়ায় শ্রীযদুনন্দন চক্রবর্ত্তী দাস গদাধরের দীক্ষিত শিষ্য।

এইরূপে শ্রীল প্রভুপাদ কিঞ্চিৎ বলিলে পর সকলেই জয় ধ্বনি করিয়া "গৌর আমার যে সব স্থানে করল ভ্রমণ রঙ্গে" এই গানটী গাহিতে গাহিতে শ্রীদাস গদাধরের স্মৃতি সমাধির চতুর্দ্দিকে পরিক্রমা করিতে লাগিলেন। তিনবার পরিক্রমা করিয়া শ্রীল পরমহংস ঠাকুর দাস গদাধরের সমাধির সম্মুখে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ করিলে তাঁহারই অনুবর্ত্তনে ভক্তগণ সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণামপূর্ব্বক কীর্ত্তন করিতে করিতে বরাহনগর ভাগবতাচার্য্যের শ্রীপাট দর্শন করিবার জন্য চলিতে লাগিলেন।

দাস গদাধরের শ্রীপাটে কালনায় ভগবান্ দাস বাবাজির শিষ্য নারিকেলডাঙ্গা নিবাসী মধুসূদন মল্লিকের প্রতিষ্ঠিত (সন ১২৪৩) একটি শ্রীশ্রীরাধাকান্ত জিউর সেবা ও তৎপুত্র বলাই মল্লিকের (১৩১২ সালের) স্থাপিত শ্রীগৌর-নিতাই শ্রীবিগ্রহসেবা বর্ত্তমান রহিয়াছে। গঙ্গার তীরে স্থানটি বড়ই মনোরম। মন্দিরের দ্বারদেশে একটি প্রস্তর ফলক আছে, তাহাতে ঐ সকল কথা খোদিত আছে।

শ্রীসিংহাসনে শ্রীগৌরনিত্যানন্দ ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগল শ্রীমূর্ত্তি বিরাজিত।

সিংহাসনের নীচে একটী সংস্কৃত শ্লোক খোদিত রহিয়াছে, একটি গোপেশ্বর দেব শিবলিঙ্গও তথায় প্রতিষ্ঠিত আছেন:

আমরা কীর্ত্তন করিতে করিতে দক্ষিণেশ্বরের দেবী মন্দিরের নিকট দিয়া উত্তর বরাহনগর মালিপাড়া শ্রীরঘুনাথ ভাগবতাচার্য্য প্রভুর শ্রীপাটে আসিয়া পৌঁছিলাম। মন্দিরের প্রবেশ দ্বারের উপরেই নব্য ছড়া, নিতাই গৌর রাধেশ্যাম হরে কৃষ্ণ হরে রাম লিখিত একটী প্রস্তর ফলক বর্ত্তমান। শ্রীপাটে গৌর নিতাই ও শ্রীরাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ বিরাজিত। নিকটে একটি ক্ষুদ্র কুটির, ঐ স্থানেই নাকি শ্রীমন্মহাপ্রভু রঘুনাথের শ্রীমুখে ভাগবত শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে 'ভাগবতাচার্য্য' পদবী প্রদান করিয়াছিলেন। শ্রীপাটের গৃহগুলি জীর্ণপ্রায়, সংস্কারবিহীন হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে, সেবাইত পরলোকগত রাজচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীবীরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী। শ্রীল পরমহংস ঠাকুরের আজ্ঞায় শ্রীচৈতন্যভাগবত (পঞ্চম অধ্যায়) হইতে 'ভাগবতাচার্য্য' প্রভুর কথা পাঠ করিলাম। শ্রীপরমহংস ঠাকুর বাসুদেব প্রভুকে 'গৌর আমার যে সব স্থান করল ভ্রমণ রঙ্গে' এই গান করিতে আদেশ করিলে তিনি গাইতে লাগিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ বলিলেন, পানিহাটি হইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু এখানে আসেন। পরে আটিসারা যান। ভক্তগণ বরাহনগর বাজার হইতে শ্রীমঠে আসিয়া পৌঁছিলেন।

দ্বিতীয় দিবস।

১১ই মাঘ শুক্রবার ভোর ৬॥ টার সময় আমরা শ্রীমঠ শিবালয়হ ষ্টেশন হইতে ৭টা ৩ মিনিটের ট্রেণে সোদপুর ষ্টেশনে (ভাড়া ৶০) আসিয়া পৌঁছিলাম। ষ্টেশন হইতে কিঞ্চিদধিক এক মাইল পশ্চিমে গঙ্গাতীরে পানিহাটি। একটি বিস্তৃত বটবৃক্ষরাজ দণ্ডায়মান থাকিয়া আজও সেই নিত্যানন্দ প্রভুর উপবেশন স্থানের স্মৃতি জাগাইয়া দিতেছে। প্রসন্ন সলিলা সুরধুনী নিম্নে কুলকুলরবে প্রবাহিতা। বৃক্ষটি উক্ত বেদীর দ্বারা বাঁধান রহিয়াছে। বেদীর উপরে একটি স্তম্ভে লেখা রহিয়াছে—

শ্রীশ্রীগৌরহরি বিজয়তে।

হে বন্ধু।

জান কি এ কোন্ পুণ্য স্থান?
অবতঃ কলিযে যেঁহ ধন্য করিবারে
পরিপূর্ণ অবতারী স্বয়ং ভগবান্,
মূর্ত্ত ব্রহ্ম সত্য সনাতন,
চির অনর্পিত প্রেম জীবে কৈলা বিতরণ,
এই সেই শ্রীচৈতন্য বিশ্রামের স্থান।
চরণচিহ্নিত ভূমি কর প্রণিধান।
চরণ-চুম্বিত-রজঃ করিয়ে চুম্বন।
লুটাইয়া দেহ মনে প্রাণ।
ত্রিতাপের জ্বালা কর নিবারণ।
সুসময়ে চিন্ময় সুখ লভ মতিমান্॥

কবিতাটি নরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি, এ, নামক জনৈক ব্যক্তি রচিত। বারাকপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় সরকার মহাশয় এই স্তম্ভটীর ব্যয় ভার বহন করিয়াছেন। Public fund হইতে অশ্বত্থ ও বট বৃক্ষটীকে বাঁধাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

উপরি উক্ত কবিতাটী পাঠ করিয়া শুদ্ধ ভক্ত মাত্রই বুঝিতে পারিবেন যে উহা কোনও শ্রীমহাপ্রভুর দাসের অনুগত জনের রচিত নহে। কবিতাটীতে সম্পূর্ণ মায়াবাদ ফুটিয়া উঠিয়াছে। যাহারা শুদ্ধ ভক্তিসিদ্ধান্ত শ্রবণ করিয়াছেন তাহাদের লেখনী কখনও এইরূপ অপরাধ-

জনক বাক্য লিখিতে পারে না। শ্রীভাগবত বলেন যাহারা 'মৃন্ময়ে চিন্ময়বুদ্ধি' করেন, তাহারা 'অভিমান্' হওয়া দূরের কথা তাহারা 'গোখর'। এতৎ প্রসঙ্গে ভাগবত ১০।৮৪।৮ম শ্লোক আলোচ্য। বেদীর নীচে দুই পার্শ্বে দুইটী প্রস্তর ফলকে এইরূপ খোদিত রহিয়াছে—

(বামপার্শ্বে)	(দক্ষিণ পার্শ্বে)
শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেব	প্রেমের অবতার
১২১ (কৃষ্ণাদশমীতে)	দয়ার সাগর
শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভু	শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভু
১২৩ সালে এই শ্রীবৃক্ষতলে	কর্ত্তৃক ১৪৩৮ শকে
শুভাগমন করেন।	জ্যৈষ্ঠ শুক্লা ত্রয়োদশীতে
১।৭।১৩২১	এইস্থানে
	শ্রীল রঘুনাথ দাস-
	গোস্বামীর কৃপাদণ্ড
	মহোৎসব লীলা

পূর্ব্বোক্ত অশ্বত্থ ও বটবৃক্ষদ্বয়ের কিঞ্চিৎ দক্ষিণ পূর্ব্বাংশে রামচাঁদ ঘাট নামক বাঁধা ঘাটের উপরিভাগে উত্তর পার্শ্বে একটী স্তম্ভের প্রস্তর ফলকে নিম্নলিখিত কথাগুলি লিখিত রহিয়াছে।

শ্রীশ্রীগৌরহরি।

ভগবান শ্রীগৌরাঙ্গদেবের পানিহাটীবাসী শিষ্যগণের পুণ্যস্মৃতি।

১। শ্রীল রাঘব পণ্ডিত।
২। শ্রীমতী দময়ন্তী দেবী।
৩। শ্রীল মকরধ্বজ রায়।
৪। "মোহন ঠাকুর"।
৫। পুরন্দর পণ্ডিত।
৬। কালী মিশ্র।

১২৩ সালে বিদ্যমান।

যাহা করতরুস্তাস্ত কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ॥

পানিহাটী নিবাসী পরলোকগত চারুচন্দ্র দাসের বনিতা চারুশীলা দাসী ২২।৪।৩০ তারিখে ইহা নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন।

পরমহংস ঠাকুর উক্ত অশ্বত্থ ও বটবৃক্ষের ছায়ায় উপবেশন করিলে ভক্তগণ ঠাকুরের চরণ ছায়ায় উপবিষ্ট হইলেন। শ্রীল পরমহংস ঠাকুরের আদেশে কিছুক্ষণ বক্তৃতা এবং শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীরঘুনাথের দণ্ড মহোৎসবের (চৈঃ চঃ অন্ত্য ৬ষ্ঠ পঃ) বিষয় পাঠ করিয়া ভক্তগণ জয়ধ্বনি ও কীর্ত্তন করিতে করিতে 'রাঘব ভবনে' আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাঘব ভবন ঐ স্থান হইতে অতি নিকটে, তথায় শ্রীরাঘব পণ্ডিতের সমাধি লতাকুঞ্জ-বেষ্টিত হইয়া একটি উচ্চ বেদীর উপরে শোভা পাইতেছে। শ্রীল পরমহংস ঠাকুর সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া পরিক্রমা করিতে লাগিলেন, ভক্তগণও 'গৌর আমার যে সব স্থানে' এই গান করিতে করিতে শ্রীল পরমহংস ঠাকুরের অনুগমন করিতে লাগিলেন। যে স্থানে সমাধি তাহারই উত্তর দিকে একটী পুরাতন গৃহে শ্রীমদনমোহন বিগ্রহ বিরাজিত। দেখিলাম দ্বার রুদ্ধ রহিয়াছে। বিশিষ্ট গ্রামবাসিগণের নিকট হইতে শুনিতে পাইলাম, দ্বার সকল সময়েই রুদ্ধ থাকে। অনেকেই শ্রীবিগ্রহ দর্শন করিতে আসিয়া দেখিতে পান না। পূজারী তাঁহার ইচ্ছা মতে যে কোনও সময়ে আসেন, পূজার কোনও নির্দ্দিষ্ট সময় নাই। গ্রামবাসিগণ এ বিষয়ে আমাদিগকে জাগাইয়া লিখিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। পানিহাটির জমীদার শ্রীনিবচন্দ্র রায় চৌধুরীর তত্ত্বাবধানে এখন এই সেবার বন্দোবস্ত আছে। সেবার এইরূপ তাচ্ছিল্য ভাব দেখিয়া ভক্তগণ বড়ই ব্যথিত হইলেন। পরে আমরা কীর্ত্তন করিতে করিতে চলিতে লাগিলাম। গঙ্গা হইতে আধ মাইল উত্তর দিকে ট্রেণের পথে একটি উচ্চ স্থান খানি আছেন এই স্থানটি শ্রীল মকরধ্বজ করের ভিটা বলিয়া বহুকাল হইতে উদ্দিষ্ট হইয়া আসিতেছে। শ্রীল পরমহংস ঠাকুর তুলিষ্ট হইয়া সেই স্থানে দণ্ডবৎ করিলেন, আমরাও তাঁহার আচরণ অনুবর্ত্তন করিলাম।

আমরা পানিহাটী হইতে হাঁটাপথে কীর্ত্তন করিতে করিতে 'খড়দহ' আসিয়া উপস্থিত হইলাম। খড়দহ

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর স্থান। নিত্যানন্দ প্রভু এই স্থানে কিছুকাল বাস করিয়াছিলেন। বীরভদ্র প্রভু এই স্থানে প্রকটিত হ'ন। এই স্থান হইতে নিত্যানন্দ প্রভুর প্রকটের পর জাহ্নবা মাতা খেতরি উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। বীরভদ্র প্রভু বসুধার গর্ভধাত সন্তান ও জাহ্নবা গোস্বামিনীর শিষ্য এই স্থানে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর প্রতিষ্ঠিত শ্রীরামসুন্দর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু নটব্যালের সময় ভক্তগণের সহিত সংমন্ত্রণা করিয়া নামাত্মিক সঙ্কীর্তনের অঙ্গ বিষ্ণুপাদনামকে পঞ্চোপাসনার অন্তর্ভুক্ত মনে করিয়া এই স্থানে শ্রীরামসুন্দরের সহিত সমসিংহাসনে ত্রিপুরা সুন্দরী রক্ষিত হইয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীরামসুন্দরের সম্মুখে দাণ্ডাইয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিলে আমরাও তাঁহার অনুবর্তন করিলাম। সেবাইত গোস্বামী ও অন্যান্য অনেকেই প্রভুপাদকে প্রণাম করিলেন ও বলিলেন ব্রজমণ্ডল পরিক্রমার কথা আমরা শুনিয়াছি, কিন্তু শ্রীগৌড়মণ্ডল-পরিক্রমা বড়ই অভিনব ব্যাপার এ পর্য্যন্ত কেহ করেন নাই।

আমি কিছুকাল বক্তৃতা করিলাম ও পরিক্রমা দর্শন হইতে পাঠ করিলাম।

শ্রীরামসুন্দরের মন্দিরের সন্নিকটেই একটী গৃহ বীরভদ্র প্রভুর সমাধি ভূমি ও দুইটি স্তম্ভ। বীরচন্দ্র প্রভুর নাড়ীকাটার স্থান ও জাহ্নবা মাতার সমাধি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু এবিষয়ে কতদূর সত্যতা নিহিত আছে বলা যায় না। সম্ভবতঃ এ সকল কথা পরে সৃষ্ট হইয়া থাকিবে। সেই প্রাকার বেষ্টিত স্থানের ভিতরই শ্রীরামসুন্দরের প্রাচীন মন্দিরের পুরাতন গৃহ বলিয়া একটী গৃহ নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। আমরা সমস্ত শ্রীপাট দর্শন করিয়া বারাকপুরে শ্রীবিপিন বিহারী মল্লিক ভক্তবরের বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। তথায় মহোৎসব ও প্রসাদ সম্মানের পর দ্বিপ্রহরে হরিকথা ও শ্রীপাদ নরহরির বক্তৃতা হইল। শ্রীল পরমহংস ঠাকুর প্রায় ৩৪ ঘণ্টা কাল অতি আবেগময়ী ভাষায় ভক্তের অসম্মান, বৈষ্ণবে প্রাকৃত বুদ্ধি যে নরকের হেতু, ইহা ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিলেন। স্থানীয় বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি হরিকথা শুনিতে আসিয়াছিলেন। সন্ধ্যার সময় আমরা নৌকাযোগে চাতরায় আসিয়া পৌঁছিলাম। চাতরাগ্রাম গঙ্গার তীরে অবস্থিত। গ্রামটি বেশ সুন্দর। অনেক ভদ্রলোকের বাস। পরলোক গত (ভক্তিবিনোদ স্মৃতি-রক্ষণী সভার অন্যতম সভ্য শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর মজুমদার মহাশয়ের প্যারিমোহন ভক্তিপ্রদীপ পিতা মহাশয়ের বাড়ীতে রাত্রে বহু বিচিত্রতাপূর্ণ প্রসাদ সম্মান করিয়া তৎপর দিবস (১৮ই মাঘ, শনিবার) প্রাতে শ্রীকাশীশ্বর গোস্বামীর প্রতিষ্ঠিত রাধাগোবিন্দ ও গৌরচন্দ্র শ্রীবিগ্রহ দর্শন করিলাম। মন্দির প্রাঙ্গনে শ্রীনরহরি প্রভুর বক্তৃতা হইল। আমি শ্রীল প্রভু পাদের আদেশে স্থানীয় তথ্য সংগ্রহে নিযুক্ত হইলাম। শ্রীমন্দিরের সম্মুখে বিস্তৃত প্রাঙ্গন। মন্দিরটি উচ্চ বাঁধান। শ্রীরামপুর ষ্টেশন হইতে গ্রাম এক মাইল। রাস্তা ঘাট ভাল। এখনকার সেবাইত শ্রীশিবচন্দ্র চৌধুরী, ইনি কাশীশ্বর গোস্বামী প্রভুর ভ্রাতৃ-বংশীয়। এই স্থানে প্রত্যহ ১সের চাউলের সেবার যথোপযুক্ত আছে, গ্রামের নিকটেই পূর্ব্বকাল হইতে শ্রীবিগ্রহের সেবার জন্য সম্পত্তি বন্দোবস্ত ছিল। কিন্তু তাঁহার ভ্রাতৃবংশীয়গণ সেই সকল সম্পত্তি রাজদ্বারে নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছেন। সেবার বন্দোবস্ত এখন ভাল নাই বলিয়া সেবাইত মহাশয় আক্ষেপ জানাইলেন।

রোগ, ভোগ ও যোগ।

রোগ হ'লেই লোগ আরম্ভ হয়। শেষে যোগ ধর। ইহা দুই প্রকার। কারো ভাগ্যে আরোগ্য যোগ ও সম্পূর্ণ স্বাস্থ্য লাভ। কারো ভাগ্যে মৃত্যু যোগ ও দেহত্যাগ। প্রথম অমৃত যোগ; দ্বিতীয়টী মৃত যোগ।

রোগে যখন ভোগ হইতে থাকে তখন যদি সদ-বৈদ্যের শরণ লইয়া লিঙ্ঘোবধ সেবন এবং কুপথ্য-ভোজন-ত্যাগ করা না হয় তবে রোগী কখনই আরোগ্য হইয়া স্বাস্থ্য লাভ করিতে পারে না। দেখা যায় অনেক

সময় সামান্য ব্যাধি বিনা চিকিৎসায় আপনিই নিবারণ হয়। স্বভাবই সেখানে রোগীকে আরোগ্য করে। সেখানে স্বভাবের সুনির্মল জল বায়ুই রোগীর রোগ বিনাশে সহায় হয়। কিন্তু সবল দেহে ও স্বাস্থ্যশীল দেশেই তাহা হয়; দুর্বল দেহে ও অস্বাস্থ্যকর স্থানে তাহা হয় না। তথায় রোগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই প্রাপ্ত হয়। শেষে সর্ব্বনাশ ঘটে।

এই রোগ জীব দেহে বহুরূপে আধিপত্য বিস্তার করে। সুতরাং ভোগও নানারূপ হয়। এই যে রোগের কথা আমি আমরা তুলিয়াছি এ রোগ এই দৃশ্যমান জড় দেহগত স্থূল দেহগত নহে; এ রোগ সূক্ষ্ম দেহগত বা লিঙ্গ দেহগত। এই রোগই জীবের দুরারোগ্য ব্যাধি। একটি জড়দেহ লইয়াই ইহার শেষ হয় না। ইহা একের পর অন্য দেহে অনুগমন করিয়া লোক হইতে লোকান্তরে প্রবেশ করিয়া জীবকে ভোগ দেয়। এই কথাই শ্রীভগবান্ স্বয়ং বলিয়াছেন—

শরীরং যদবাপ্নোতি যচ্চাপ্যুৎক্রামতীশ্বরঃ।
গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ॥"

(শ্রীগীতা ১৫।৮)।

বায়ু যেমন পুষ্প হইতে গন্ধ লইয়া গন্ধযুক্ত হইয়া অন্যত্র বহিয়া যায়; তেমনই জীবাত্মাও একটি জড় দেহ হইতে যখন অন্য জড়দেহ প্রাপ্ত হয় তখন পূর্ব্বদেহের মনোবুদ্ধি ইন্দ্রিয়গত সংস্কার পরদেহে লইয়া যায়। এই যে সংস্কার বা অভ্যাস ইহাই বিকারগ্রস্ত হইয়া ব্যাধির মত জীবকে আশ্রয় করে এবং জন্ম জন্ম ভোগ দেয়। ইহার নাম মায়াব্যাধি বা ভবব্যাধি;

এই রোগ বা ব্যাধির ত্রিবিধ অবস্থা। সেই তিন অবস্থাকে তামসিক রাজসিক ও সাত্ত্বিক এই তিন নাম দেওয়া হয়। তিন অবস্থায় তিন ভাবে রোগীর বিবিধ ভোগ হয়। প্রথম অবস্থায় মোহ ও প্রমাদ, দ্বিতীয় অবস্থায় আত্মসুখ সাধন কর্ম্ম, এবং তৃতীয় অবস্থায় ঐ রূপ জ্ঞান লইয়া নানারূপ ভোগ হয়। প্রথম অবস্থায় রোগী বেশ থাকে; আহার নিদ্রা ভয় মৈথুন লইয়াই নিশ্চিন্ত থাকে। কি ভীষণ ব্যাধি তাহার বক্ষে বসিয়া ধীরে ধীরে কি আগুন জ্বালিতেছে, তাহার কোনও সংবাদই সে রাখে না। হাসিয়া খেলিয়াই কাল কাটায়। দ্বিতীয় অবস্থায়, কাম্য কর্ম্মময় জীবনে সদা ব্যস্ত; সুখ দুঃখ আশা নিরাশায় উত্থান পতনে সদা চঞ্চল হইয়া থাকিলেও, রোগ ধরা পড়ে, তাহার জন্য কখনও চিন্তা ও ক্লেশ-বোধও হয়; প্রতিকার ইচ্ছাও জাগে। যিনি ভাগ্যবান তিনিই তখন সদ্বৈদ্য পাইয়া, নিদ্রৌষধ লাভ করেন; এবং রোগের ভীষণ পরিণাম বুঝিয়া ঐ ঔষধ যথাবিধি সেবন করিয়া স্বাস্থ্য লাভ করিতে পারেন। অপরে, রোগটা, যে কি ভীষণ, তাহার পরিণাম যে কত ভয়াবহ, তাহা না জানিয়া অবহেলা করে। কি অজ্ঞান! মুমূর্ষু হাসপাতালের কাছে অথবা পাশ-করা মূর্খের কাছে যা' তা' কিছু শেকোড় মাকোড় কিম্বা একটু লালজল লইয়া তাহাই সেবন করে। তাহাতেই আরোগ্য লাভের আশা করে। আবার কেহ তাহা সেবন করিতেও অবকাশ পায় না। হয় ত ছাড়াইয়া ফেলে। কিম্বা গৃহিনী বা ছেলেরা কি মনে করিয়া ফেলিয়া দেয়। ফলে উভয়েরই সমান দশা ঘটে। রোগ কাটে না। তাহা দিন দিন বৃদ্ধি হইতেই থাকে। কাহারও বা ঔষধেই আবার বিষক্রিয়া বিকাশ হইয়া রোগ জ্বালার উপর নূতন জ্বালা জ্বালিয়া দেয়। সেই জ্বালায় জীব যে কত জন্ম জ্বলিয়া মরে, কোথা হইতে কোথায় যে যায় তাহা ইয়ত্তা করিবে কে?

"আসুরীং যোনিমাপন্না মূঢ়া জন্মনি জন্মনি।
মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয় ততো যান্ত্যধমাং গতিম্॥"

তৃতীয় অবস্থায় জীব সাধারণ যে ঔষধ পাইয়া পরম যত্নে সেবন করিয়া আপনাকে ক্রমশঃ সুস্থ বলিয়াই মনে করে; তাহাও সিদ্ধৌষধ নহে বলিয়া, তাহাতে রোগের উপসর্গ সকল ক্বচিৎ দূর হইলেও, মূলোৎপাটন হয় না। তাহাতে জীবের মায়াবুদ্ধি স্থগিত হইয়া থাকে মাত্র। এবং তাহাতেই মৃত্যু হয়। মূঢ় জন ইহাকেই আরোগ্য

বা মুক্তি বলে, কালাতীত অবস্থা মনে করে। কিন্তু সে ভ্রম।

"উত্তরে খুদিলে আছে কৃষ্ণ অল্পসারে।
ধন নাহি পাবে, খুদিতে মিলিবে সবারে॥"

(চৈ চঃ মধ্য ২০)

এরূপ আরোগ্য বা অন্তঃস্থ অবস্থাতেও জীব কালাতীত হইতে পারে না। তাই স্বয়ং শ্রীভগবান্ জীবের এই অবস্থাকে ও "কালবিপ্লুত" বলিয়াছেন। সে কথা শ্রীমদ্ভাগবতে ঐশ্বরীল উপাখ্যানে এই কথা,—

"নমস্তেঽবন্ত্র প্রতীতং তে সালোক্যাদিচতুষ্টয়ং।
নেচ্ছন্তি সেবয়া পূর্ণাঃ কুতোঽন্যৎ কালবিপ্লুতম্॥"

আলোচনা করিলেই বুঝিতে পারিবে। যথার্থ আরোগ্য বা বিমুক্তি উক্ত তিন অবস্থার অতীত চতুর্থ অবস্থাতেই সম্যক্ লব্ধ হয়। সেই অবস্থার নাম নিস্ত্রৈগুণ্য অবস্থা। ইহাকে নিত্য সত্ত্বাবস্থা বা শুদ্ধসত্ত্বাবস্থাও বলে। এই অবস্থাতেই জীব স্বরূপ প্রাপ্ত, বা একান্ত নিরাময় হয়। অমৃতযোগে অমর হয়।

শ্রীভগবান্ প্রথমেই অর্জ্জুনের প্রতি এই ইঙ্গিত করিয়াছেন, যথা—

"ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন।
নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসত্ত্বস্থো নির্যোগক্ষেম আত্মবান্॥"

(২।৪৫)

তাহার উপায় কি? জীব যোগ ও ভোগনাশে এই পরম যোগ লাভ করিতে, কাহার শরণ লইয়া কোন্ সিদ্ধৌষধ, অমোঘ ভেষজ, সেবন করিয়া কৃতার্থ হইবে? এবার তাহাই বলিতেছি শুন।

এই চরারোগ্য দারুণ রোগ (কৃষ্ণেতর বিষয়াভিনিবেশ) এবং জন্মজন্মান্তরে বিষম ভোগ (আধ্যেন্দ্রিয় সুখ দুঃখ) হইতে সম্পূর্ণ মুক্তি বা যোগ (আনুকূল্যে সর্ব্বেন্দ্রিয়ের কৃষ্ণানুশীলন) লাভের জন্য, আমাদিগকে সাধুবৈদ্যের শরণ লইতে হইবে। তাঁহারই পতিতপাবন পাদপদ্মে একান্ত আশ্রয় লইয়া, তাঁহারই উপদেশ মত বিহিত ঔষধ ও পথ্য সেবন করিতে হইবে। তাহা হইলেই আমরা কালাতীত হইয়া অনাময় পথে প্রবেশ লাভ করিতে পারিব। ইহাই জীবের যথার্থ অমৃত যোগ; ইহাই জীবের একান্ত প্রয়োজন। ইহার তুলনায় অপর সমস্ত সুখৈশ্বর্য্য অতি হেয়, অতি তুচ্ছ। ঐ শুন সর্ব্ববিৎ সাধুগণ,—

"নিত্যবদ্ধ কৃষ্ণ হইতে নিত্য বহির্ম্মুখ।
নিত্য সংসার ভুঞ্জে নরকাদি দুঃখ॥
সেই দোষে মায়া পিশাচী দণ্ড করে তারে।
আধ্যাত্মিক তাপত্রয় তারে জারি মারে॥
কামক্রোধের দাস হ'য়ে তার লাথি খায়।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে যদি সাধুবৈদ্য পায়॥
তার উপদেশ মন্ত্রে পিশাচী পলায়।
কৃষ্ণভক্তি পায় তবে কৃষ্ণনিকট যায়॥"

(চৈঃ চঃ মধ্য ২২)

এ কথা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতেও উপদিষ্ট হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন,—

"তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥
যজ্জ্ঞাত্বা ন পুনর্মোহমেবং যাস্যসি পাণ্ডব।
যেন ভূতান্যশেষেণ দ্রক্ষ্যস্যাত্মন্যথো ময়ি"

(৪।৩৪-৩৫)

আর সন্দেহ কি? এস এখন, আমরা আর কেন রোগ যন্ত্রণায় ছট্ ফট্ করিয়া, কুবৈদ্যের হাতে বিষ পাইয়া, পথ্য বলিয়া কুপথ্যের ব্যবস্থা লইয়া, জন্ম জন্ম জ্বলিয়া মরি? এস, শ্রীগৌরজন সাধু বৈদ্যের শরণ ও সেবা লই, আর তাঁহার কৃপাদত্ত মায়াব্যাধি হর অমোঘ মহৌষধ তারকব্রহ্ম নাম সেবন করি। তাহা হইলেই আমরা আরোগ্য, কৃষ্ণভক্তি ও আত্মস্মৃতি লাভ করিব; এবং নষ্ট স্বাস্থ্য পুনঃ প্রাপ্ত হইব, শুদ্ধ স্বভাবে সকল সাধনায়, সর্ব্বত্র শ্রীভগবানের নিত্য সেবার অধিকার অর্জ্জন করিব ও তাহাতেই কৃতকৃত্য হইব।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-মহাপ্রভুর আবির্ভাব-তিথি-উপলক্ষে
সমস্ত ভারতবর্ষীয় বৈষ্ণব সম্মেলনের মুখপত্র
শ্রীগৌরাঙ্গ-সেবায় ও মায়া অপসৃত
বিশুদ্ধ ভক্তিরস প্রচারে দৃঢ়।

গৌড়ীয়

শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ৫৭ সতীশ মুখার্জ্জি রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা।
টেলিফোন: সাউথ ৪৭৭ টেলিগ্রাম: গৌড়ীয়, কলিকাতা।

৫ম খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ২রা ফাল্গুন শনিবার ১৩৩১, ১৭ই ফেব্রুয়ারী ১৯২৫ | ২৬শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ।

কুলিয়ায় নবদ্বিপের স্থান হইয়া গেল। বিগ্রহ ব্যবসায়িগণ ভেট আদায় করিয়া লাল হইয়া গেল। কিন্তু কি হইল? এই যে লক্ষাধিক লোক আসিয়া একত্র সমবেত হইয়া ক্ষুদ্র সহরে বিসূচিকার প্রাদুর্ভাব করিয়া গেল কেন? কতদূর হইতে, কত অর্থ ব্যয় করিয়া সব যে আসিল, কেহ যে মরিল, উহার কারণ কি?

ইহার কারণ কি জিজ্ঞাসা করায় একজন বলিল "কেন, আমরা মহাপ্রভুকে ঠাকুর বলিয়া জানি, তাঁর ধর্ম্ম মানি, তাঁর স্থান নবদ্বীপ, এই সময় সকলেই আসে, আমরাও আসিয়াছি। একদঙ্গে স্নানযাত্রা, গ্রহণ স্নান, ঠাকুর দেখা সব হইল। বছর বছর এই সময় হাজারে হাজারে লোক আসে, তোমরা কি দেখ না, চোক বুজে থাক?"

তবুও এই রকমই পাওয়া যায়। আরও জিজ্ঞাসা করা হইল। "তা না, আপনি যে 'এই সময়' 'এই সময়' বলিলেন, তা' এ এই সময়টা কি?" তখন উত্তর পাওয়া গেল, "ওমা, তাও জান না? এই সময়ে নবদ্বীপের বসন্ত স্নান, জগৎ শুদ্ধ লোক জানে, আর তুমি জান না? এই ধুলোটের কথা কেনা জানে? চিরকাল হোয়ে আসছে।"

আবার প্রশ্ন হইল, "এই বসন্ত স্নান, এই ধুলোট এর শাস্ত্রে প্রমাণ কিছু আছে কি? মহাজনদের চরিতাদিতে এর কোন উল্লেখ আছে কি?" জবাব—"অত শত জানি না, বাবু। সবাই আসে, আমরাও আসি।"

"ফাল্গুনী পূর্ণিমাতে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর জন্মোৎসব, তখনও আসা হ'বে কি?" "না, বাবু, এই খরচ পত্র কোরে এত কষ্ট স'য়ে কেবা যেতে, এবার মনে আর কি আসতে পারি?"

"যাঁর সম্পর্কে এখানে এসেছেন বলেন, তাঁরই যখন জন্মোৎসবে কেবা তাঁরে তখন আসবেন না, আর এমন

কি না তখন কোন উপলক্ষ নেই, কেবল বসন্ত গান শুনতে, আর ধুলো ছোড়াছুড়ি, আর আবীরের খেলা দেখতে? বড় জোর আপনি কি একশ' বৎসর আগে কয়েকজন লোকে এই বাবস্থাটা কোরে ডালিয়ে দিলে, আর দেশের লোক ভেড়ার পালের মত দেখাদেখি তাতেই মেতে উঠ্‌ল।"

"আচ্ছা, বাবা, গৌরের জন্মের সময়ও কি এখানে উৎসব মেলা হয় না কি? তবে আমাদের সাধীরা ত' তা' বলে না। কোনও উপলক্ষ নেই বল্‌লে যে, বাবা, আর সে দিন ঐ যে একটা বাড়ীতে নিতাইএর জন্ম হোল।"

"হাঁ, এ সময় শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর জন্মোৎসব ছিল বটে, কিন্তু এত' শ্রীনিতাইচাঁদের জন্মোৎসবের মেলা নয়, তাতে বসন্ত গান কেন হ'বে? বসন্ত গানে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমের সকলে নায়ক নায়িকার ভালবাসাবাসির কথাই সব গায়। যদি বলেন, মহাজন পদাবলী গাই, কিন্তু তা'তে মহাজনের চরণে কেবল অপরাধ করা হয় মাত্র। সাধারণ লোকের রসকীর্ত্তনে অধিকার নাই, তা' শুনতেও অধিকার নাই। দয়াল নিতাইচাঁদ নাম বিলায়েছেন, ঘাটে হাটে মাঠে নাটে সকলে মিলে হরিসংকীর্ত্তন দেখিয়ে গেলেন, যে তাঁর জন্মোৎসবে রসের গানের ছড়াছড়ি হ'বে। সিদ্ধ মহাপুরুষ ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীগৌরকিশোর দাস গোস্বামী ঠাকুর (পরমহংস বাবাজী মহারাজ) এই গানের সময় সহরের ভেতরেই থাকতেন না, বলতেন, অপরাধী বিষয়ীর মুখে রসকীর্ত্তন শুনলে নরক হয়।' শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর জন্মোৎসব সব জায়গায় হওয়া সম্ভব হোলেও তাঁর জন্মস্থলী একচাকা গ্রামে বিশেষ কোরে হয়। যেমন শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর জন্মোৎসব তাঁর জন্মস্থলী শ্রীমায়াপুর যোগপীঠে বিশেষ ভাবে হ'য়ে থাকে।"

"আচ্ছা, বাবা, তোমার কথাগুলি বেশ। আমি আরে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। গৌরের জন্মস্থান ত' এই নবদ্বীপে, তুমি আমায় কোথা বল্‌লে?"

"ঐযে, মা, একটু গঙ্গার ঘাটের দিকে এগিয়ে গেলেই ভেষোহানার দিকে খানিক দূরে চাইলেই এক তালগাছ, আর দাদা ধপ্‌ধপে মন্দির দেখতে পাবেন, ঐ খানে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর জন্মভিটা। ঐ জায়গাই তখনকার নবদ্বীপের মাঝখান। ন'টা জায়গা নিয়ে নবদ্বীপ কি না। আটদিকে আটটী পাপ্‌ড়ী ও আর মাঝখানে কর্ণিকার একটী, এই নয়টী নিয়ে যেন একটী পদ্ম। ঐ মাঝখানটীর নাম অন্তর্দ্বীপ, তার মধ্যে মায়াপুর, ঐ নবদ্বীপের মাঝে মায়াপুরেই শ্রীশ্রীমহাপ্রভু প্রকট হোয়েছিলেন। শাস্ত্রে আছে—

"অন্তর্দ্বীপ মধ্যে হয় মায়াপুর নাম।
যথা অবতরিলেন শ্রীগৌর ভগবান্॥"

"ওমা, তাই নাকি? তবে কি এ নবদ্বীপ নয়?"

"নবদ্বীপের বাহিরের আটটী পাপ্‌ড়ীর একটী এইটী, এর নাম কোলদ্বীপ বা কুলিয়া। একটু পাড়ার ভিতর গেলেই কতকগুলি জায়গার নাম শুনতে পাবেন 'কোলের আবাদ' 'কোলেরগঞ্জ', 'কোলেরহাট,' 'তেঘরির কোল', এই সব 'কোল'দ্বীপ নাম থেকেই হোয়েছে। এই সহর নবদ্বীপই যথার্থ কুলিয়া, এইখানেই অপরাধ ভঞ্জনের পাট। এপারে মহাপ্রভুর জন্মভিটা নাই, শ্রীবাস অঙ্গন নাই, অদ্বৈতভবন নাই, গদাধরপ্রাঙ্গন নাই, শ্রীধর প্রাঙ্গন নাই—সব ঐপারে। ঐগুলির কাছেই বামনপুকুর সেই ভক্ত চাঁদকাজীর বাড়ী আর সমাধি হোয়েছে, তার উপর চারশ' বৎসরের পুরাণ গোলকচাপাগাছ এখনো আছে, আর প্রমাণ দিচ্ছে ঐপারেই সে সময়ের নবদ্বীপ। ঐখানেই রাজধানী ছিল, এখনও বল্লাল দীঘি, বল্লাল ঢিবি তার প্রমাণ। ভূলোকে অপরাধ ভঞ্জনের পাট অন্য জায়গায় হোলে সেখানে মেলা বসিয়ে লোকগুলোকে কষ্ট দিয়ে আসছে, এখানে ঠাকুরবাড়ীর বাজার বসিয়ে গুলজার কোরে নিয়েছে। গঙ্গার তাজনে ওখান থেকে লোক নেমে

যাওয়ায় এখানকার দল বহুকাল আগে ভেঙ্গে গেছে। সঙ্গে ভেঙ্গে গেছে বোলে তার সঙ্গে সঙ্গে ত' আর চিঠী এখানে চোলে আসেনি, বা।"

"তা, বাবা, বড় ভাল করলে. আমি একবার ওপারে গিয়ে গৌরের জন্মস্থিটা দেখে আসি। সেখানে কি বিগ্রহ আছে, বাবা?"

"জন্মস্থিটা যোগপীঠে শ্রীশ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়ামূর্ত্তি আছেন, সেই নিম্নতলায় খোকা নিমাইয়ের আদুর ঘরে শচীমা নিমাই কোলে কোরে আছেন। এখন শুদ্ধভক্তরা গৌড়মণ্ডল পরিক্রমা কোরে বেড়াচ্ছেন। পরে শ্রীমায়াপুরে এসে আসছে ১৬ই ফাল্গুন থেকে ঐ নয়টী দ্বীপে নয়দিন নবদ্বীপধাম পরিক্রমা করবেন। পরে ২৪শে ফাল্গুন থেকে ঐ চিটায় তিনদিন জন্মমহামহোৎসব। যে যাবে সেই প্রসাদ পাবে, তেট নাই, প্রসাদ পেতে পয়সা লাগবেনা।"

"তা'ত লাগবেনা বাবা, আমার সাধীরা সব চোলে যাবে, দেখি আসছে বছরে এমন সময় না এসে ঐ সময় আসবারি চেষ্টা করব। ওখানে আর কি কি উৎসব হয়, বাবা।"

"ঐখানে বড় উৎসব ঐ সময়েই, তবে মধ্যে মধ্যে আরও উৎসব হয়, সে এই সময়েই। এই সেদিন শ্রীগঙ্গার দিন যোগপীঠে শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ামতোর জন্মোৎসব হোয়ে গেল, তার দু'দিন পরে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর চৌলগাড়ী শ্রীঅদ্বৈতভবনে জন্মোৎসব হ'ল, আর সেল শুক্রবারে শ্রীবাসঅঙ্গনে শ্রীনিত্যানন্দ জন্মদিনে চিঁড়েভোগ হোয়ে গেল।"

"ওখানেও শ্রীবাসঅঙ্গন, অদ্বৈতভবন আছে?" "ওমা বলেন কি? ঐখানেই ত' আছে, এগুল যে সব তেল, ব্যবসাদারি।" "আচ্ছা, বাবা, আমি একবার দেখে আসি; সেখানে লোক যাচ্ছে?" "যাচ্ছে বৈকি, মা, কত-সঙ্গী পাবেন। কিন্তু যে জন্মোৎসবে একবার যাবেন, গিয়ে দেখবেন, কত আনন্দ, কত সাধু, কত হরিকথা। এখানে কেবল মসগান, আর ছড়া গান।" "আচ্ছা, বাবা, এখন প্রভুর ইচ্ছা।"

সংবাদ পত্রের সম্পাদকগণ মনে করেন তাঁহারাই দেশের নেতা তাঁহারা সর্ব্বজ্ঞ তাঁহারাই সমাজপতি, ধর্ম্মশাস্ত্রের কূটতত্ত্ব তাঁহাদেরই একচেটিয়া সম্পত্তি, তাঁহাদেরই ইঙ্গিতে জগৎখানা চলিতে থাকিবে, অন্ততঃ চলা উচিত। দিনকতক সম্পাদকি করলেই এই বিরাট ধার্ষ্টিকতা তাঁহাদের ক্ষুদ্র হৃদয়ে অধিপত্য লাভ করিয়া তাঁহাদিগকে উন্মত্ত করে, আর অপরকেও তাঁদের উন্মত্ততায় উৎপাত গ্রস্ত করায়। তাঁহারা যেন সমাজের আদরের ছেলে, যাহাকে যাহা খুসী তাই বলিবার জন্য তাহারা সর্ব্বদা উদ্যত। তাঁহাদের অতিশয় দুর্ভাগ্য যে তাঁহারা সময়ে সময়ে মহাপুরুষগণেরও ভাগ্যের মহিমা দেখিতে পান না। নিজে অপরাধ অর্জ্জন-পূর্ব্বক অহিতবাদী হইয়া তাহাদের দুর্ভাগ্যপাঠকগণকে অহিতবাদী বলিয়া তাঁহাদিগকেও অপরাধগর্ত্তে পাতিত করেন। সম্প্রতি একটী প্রাচীন সাপ্তাহিকের নবীন সম্পাদকের মস্তিষ্ক-বিকৃতি দেখিয়া আমরা দুঃখিত হইয়াছি। তিনি দেখিয়াছেন, "হিন্দুশাস্ত্রের অধ্যয়ন, অধ্যাপনা লোপ পাইয়া" তাঁহারই সম্পাদকীয় গলির ভিতর আশ্রয় পাইয়াছে, আর তিনি "বাজারে প্রচারিত বেদের ও উপনিষদ্ প্রবৃত্তির" হাত এড়াইয়া মুখত্তারূপ মহা-সৌভাগ্য বরণ করিয়া ধন্য হইয়াছেন। এই সব না হইলে বিবাদযুক্ত কলির অভ্যুদয় কিরূপে জানা যাইবে? তাই মহাজন বলিয়াছেন—

"কালঃ কলি র্বলিন ইন্দ্রিয় বৈরিবর্গাঃ
শ্রীভক্তিমার্গ ইহ কণ্টককোটিরুদ্ধঃ।
হা হা ক যামি বিকলঃ কিমহং করোমি
চৈতন্যচন্দ্র যদি নাদ্য কৃপাং করোষি॥"

আচার্য্যানুগমনে।

শ্রীশ্রীগৌড়মণ্ডল-পরিক্রমা ডায়েরী।

তৃতীয় দিবস।

১৮ই মাঘ শনিবার পুরাহ্নে আমরা চাতুরার শ্রীল কানাইর গোস্বামী প্রভুর স্থান দর্শন করিয়া বেলা ১ ঘটিকার সময় শ্রীধামপুর ষ্টেশন যাইয়া ত্রিশবিঘা ষ্টেশনে আসিলাম। ত্রিশবিঘা ষ্টেশন হইতে সরগ্রাম শ্রীল উদ্ধারণ ঠাকুরের শ্রীপাট প্রায় দেড়মাইল হইবে। আমরা সংকীর্ত্তন করিতে করিতে প্রায় ১১৫০ ঘটিকার সময় শ্রীপাটে আসিলাম।

এখানে শ্রীল উদ্ধারণ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত বড়ভুজমূর্ত্তি। দক্ষিণে শ্রীনিত্যানন্দ ও বামে শ্রীগদাধর বিরাজিত। শ্রীরাধাগোবিন্দশ্রীমূর্ত্তি, শ্রীশালগ্রাম, ও সিংহাসন বেদীর নিম্নে শ্রীল উদ্ধারণ ঠাকুর মহাশয়ের আলেখ্য অঙ্কিত হইয়া শোভা পাইতেছেন। শ্রীমন্দিরের সম্মুখে একটী বৃহৎ শ্রীনাটমন্দির। শ্রীনাটমন্দিরের প্রতিস্তম্ভে স্থতিরক্ষক প্রস্তরফলকে মন্দির নির্ম্মাতা ও শ্রীপাটের সংস্কারকগণের নাম খোদিত রহিয়াছে। নাটমন্দিরের বরাবর একটী সুশীতল ছায়াপূর্ণ মাধবীমণ্ডপ। মাধবীমণ্ডপের দুইপার্শ্বে দুইটী স্তম্ভ—একটীতে শ্রীল উদ্ধারণঠাকুর মহাশয়ের একটী আলেখ্য ও অপরটীতে প্রস্তরফলকে চতুর্দ্দিকে চারিটী তারকব্রহ্মনাম খচিত রহিয়াছে। ভজননগরের শ্রীনিতাইকিঙ্কর লীল উহার নির্ম্মাণ বাবদায় বহন করিয়াছেন বলিয়া খোদিত রহিয়াছে। এই দুইটী স্তম্ভের মধ্যদেশে মহান্তগণের আরও তিনটী ছোট সমাধিস্তম্ভ ও পার্শ্বে আরও দুইটী স্তম্ভ আছে। শ্রীল পরমহংস ঠাকুর শ্রীউদ্ধারণঠাকুরের স্থানে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎপ্রণাম করিয়া মাধবীমণ্ডল বেদীতে উপবেশন করিলে শ্রীল পরমহংসঠাকুরের আদেশে শ্রীচৈতন্য-ভাগবত হইতে শ্রীল ঠাকুরের নিম্ন পাঠ ও বক্তৃতা হইলে ভক্তিকুমার শ্রীল পরমহংস ঠাকুর শ্রীউদ্ধারণঠাকুরের সম্বন্ধে আমাদিগকে উপদেশ দিতে লাগিলেন—

শ্রীল নিত্যানন্দপ্রভু সমস্ত গুরুপরম্পরের মালিক। শ্রীগৌরসুন্দর যখন শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুকে উহার ধর্ম্মপ্রচার করিবার জন্য গৌড়দেশাভিমুখে প্রেরণ করেন, তখন শ্রীল উদ্ধারণঠাকুর শ্রীনিত্যানন্দগণের প্রধানস্তম্ভ স্বরূপ ছিলেন। তিনি অবশ্য ব্রাহ্মণ বৈদ্যকুলোদ্ভূত হইলেও সেই কুলের পরিচয়ে পরিচিত হইতে পারেন না অথবা সেই জাতির অন্তর্গত নহেন। অর্থাৎ ঠাকুর মহাশয় সুবর্ণবণিক নহেন—বৈষ্ণবে শ্রৌতজাতিবুদ্ধি করিয়া তাহাকে সুবর্ণ-বণিক বুদ্ধি করিলে অনন্ত রৌরবে গমন করিতে হইবে। তিনি ব্রজের শ্রীবলদেবের সখা। তিনি সাধারণ গোয়ালাও নহেন, তিনি শ্রীবলদেবের নিত্য সঙ্গী চিন্ময় দুধ-বেচা গোয়ালা। সেই ব্রজসখা প্রপঞ্চে যেখানে উদিত হইয়া-ছিলেন, আজ আমরা বহুভাগ্যফলে সেইস্থানে উপস্থিত হইয়াছি। সেই স্মৃতি আমাদের উদ্দীপনের বস্তু।

বিষ্ণু ও বৈষ্ণবে কোনও ভেদ নাই। কেবল উভয়ে নিত্য সেব্য-সেবক ভাব সম্বন্ধ—একজন বিষয়তত্ত্ব আর একজন আশ্রয়তত্ত্ব। সাক্ষাৎ শ্রীবাসাদি ভক্তবৃন্দ বলিলে যাহা বুঝায় শ্রীল উদ্ধারণঠাকুরকে তাহাই বুঝিতে হইবে। আমরা অনেক সময় ভগবদ্ভক্তগণকে—নির্ব্বাসিত ভগবৎ-পরিকর বৈকুণ্ঠবস্তুসমূহকে মায়িক বুদ্ধি দ্বারা—অজ্ঞজ জ্ঞানদ্বারা মাপিতে গিয়া অপরাধ করিয়া বঞ্চিত হইয়া থাকি ভগবদ্ভক্তগণও আমাদের ন্যায় কর্ম্মফলবাধ্য জাতির অন্তর্গত। বদ্ধজীব আমরা অনেক সময় সুবর্ণ-বণিককুলে জাত হইয়া মনে করিয়া থাকি শ্রীল উদ্ধারণ ঠাকুর আমাদেরই বংশের একজন—আমরাও এক একজন 'ছোট খাট'—উদ্ধারণ ঠাকুর!

সুবর্ণবণিককুলোদ্ভূত কোন ব্যক্তি যদি শ্রীল উদ্ধারণ ঠাকুরের অনুকরণ করিয়া অনন্তচিত্তে হরিভজন করেন, তবে তিনি উদ্ধারণঠাকুরের অনুগত হওয়ার ফলে সুবর্ণ-বণিক কুলে উদ্ভূত হইলেও সমগ্র জগতের নিকট হইতে উদ্ধারণ ঠাকুরের ন্যায় বৈষ্ণবসম্মান পাইবার যোগ্য। কিন্তু সুবর্ণবণিককুলে উদ্ভূত হইয়া যদি কোন ব্যক্তি হরিভজন না করেন তবে তিনি ব্রাহ্মণাদি কুলজাত সামাজিক কর্ম্মফলবাধ্য প্রাকৃত ব্যক্তি মাত্র। তিনি

উদ্ধারণ ঠাকুরের ন্যায় কোনও বৈষ্ণবসন্তান লাভ করিতে যোগ্য হন না। যদি ভ্রমবশতঃ তদ্রূপ মনে করেন তাহা হইলে তদপরাধে জাতিবুদ্ধি করা হেতু তিনি শাস্ত্র ও সাধুজনকর্ত্তৃক "নারকী" সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হন। যাঁহারা শ্রীগৌরসুন্দরের অনন্য সেবক—যাঁহারা সত্য সত্য বৈষ্ণবজন করেন—তাঁহারাই শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর আলিঙ্গিতবিগ্রহ এবং প্রকৃত বংশোদ্ভূত।

শ্রীপদ্মপুরাণ বলিয়াছেন—

অর্চ্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধী র্গুরুষু নরমতি র্বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি
র্বিষ্ণোর্বা বৈষ্ণবানাং কলিমল- মথনে পাদতীর্থেঽম্বুবুদ্ধিঃ।
শ্রীবিষ্ণো র্নাম্নি মন্ত্রে সকল কলুষহে শব্দসামান্যবুদ্ধি
র্বিষ্ণৌ সর্ব্বেশ্বরেশে তদিতর সমধীর্যস্য বা নারকী সঃ।

সূত্রং বা ভগবদ্ভক্তং নিন্দাং স্বপচং তথা।
বীক্ষেত জাতিসামান্যাৎ স যাতি নরকং ধ্রুবম্।

বৈষ্ণবকে অবৈষ্ণবের সমান জ্ঞানের ন্যায় মহাপরাধ আর নাই। শ্রীল উদ্ধারণঠাকুরকে 'সুবর্ণ-বণিক' মনে করিয়া যাঁহারা নিজদিগকে উদ্ধারণঠাকুরের কুলোদ্ভূত জ্ঞানে করিয়া, তাঁহার ন্যায় সমজাতিবুদ্ধি করেন—অর্চ্চ্য পশুবুদ্ধিদ্বারা নারায়ণে শিলা জ্ঞান করেন—তাঁহারা শাস্ত্রানুযায়ী নিশ্চয়ই নরক লাভ করিবেন।

ভগবানের সখা ও চতুর্ভুজ নারায়ণে তত্ত্বগত কোনও ভেদ নাই. কেবল লীলাগত ও রসগত তারতম্য আছে। শ্রীগুরুদেব অভিন্ন নিত্যানন্দস্বরূপ। আমার গুরুদেব সাক্ষাৎ নিত্যানন্দ প্রভু। আমার গুরুদেব যাঁহাকে গুরুদেব বলিয়াছেন, তিনি আমার শ্রীগুরুদেবের নিকট নিত্যানন্দাভিন্নস্বরূপ। আমার পরমগুরুদেব যাঁহাকে তাঁহার গুরুদেব বলিয়াছেন—তিনি আমার পরমগুরুদেবের নিকট অভিন্ন নিত্যানন্দস্বরূপ। আপনারা বৈষ্ণবগণ সকলেই শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর বিচিত্রভাববিলাস। তাই বলিয়া আমার গুরুদেব নিজমুখে কখনও বলেন নাই যে—'আমি নিত্যানন্দ'। তিনি সর্ব্বদাই শ্রীগৌরসুন্দরের দাস—গৌরচন্দ্রের মনোভীষ্টের সেবাকারী বলিয়াই অভিমান করেন। কিন্তু আমি যদি আমার অত্যন্ত দুর্ভাগ্যবশতঃ কোনও দিন কর্ণে শুনিতে পাই যে, আমার গুরুদেব শ্রীনিত্যানন্দস্বরূপ নহেন, সেদিন আমি নিশ্চয়ই জানিব যে আমার গুরুদেব আমাকে অত্যন্ত অপরাধিজ্ঞানে পরিত্যাগ করিয়াছেন। যে পাষণ্ড আমার শ্রীগুরুদেবকে নিত্যানন্দাভিন্ন অন্য কিছু বলেন—সেই পাষণ্ডের সহিত আমার যেন স্বপ্নেও সাক্ষাৎকার না হয়।

পূর্ব্বজন্মের পাপফলে মানুষ অবৈষ্ণবকুলে জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু তাই বলিয়া উদ্ধারণপ্রভু পাপফলে নীচকুলে উদ্ভূত হন নাই। শ্রীল উদ্ধারণপ্রভু ঘাটীয় উদ্ধারণঠাকুর নহেন শ্রীল ঠাকুরমহাশয়কে আমরা অক্ষরজ্ঞানে মাপিতে গেলে বঞ্চিত হইব।

এইরূপ কিছুকাল শ্রীল পদ্মনাভ ঠাকুর উপদেশ প্রদান করিলেন—"গুরু-ভক্ত-চরণ-রেণু ভজন অনুকূল"—এই গানটী কীর্ত্তন করিতে করিতে বাবাজীগণের চতুঃপার্শ্বে পরিক্রমা করা হইল। স্থানীয় একজন লোক বলিলেন যে যখন শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু এইস্থানে আগমন করেন তখন শ্রীল উদ্ধারণঠাকুর এইরূপ গাছের একটী শাখা গ্রহণ করিয়া শ্রীল নিত্যানন্দপ্রভুর জন্য তালবৃন্তন কালে ডালে কাঠি দিয়াছিলেন। শ্রীল উদ্ধারণঠাকুর শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুকে পঞ্চাহ্নভোগ দিয়াছিলেন। পতিতপাবন শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু শ্রীল উদ্ধারণঠাকুরকে লোকচক্ষে স্বীয় বর্ণপ্রতিকূল ব্রাহ্মণেতর সুবর্ণবণিক বুদ্ধি করেন নাই। কোনও সদ্গুরু শিষ্যকে দীক্ষা প্রদানানন্তর তাঁহাকে পূর্ব্ববৎ পতিত রাখিয়া নিজে পতিতপাবন নামধারণ করিতে পারেন না। আচার্য্যের শিষ্যতম পুত্র—শিষ্য। শিষ্য শ্রীগুরুদেবের উপদিষ্ট মন্ত্রদ্বারা শ্রীগুরু ও ভগবানকে ভোগ প্রদান করিয়া নিত্য সেই উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করিয়া জীবনধারণ করেন। শিষ্যকে শাস্ত্রে এইজন্য "বিষয়ানী" অর্থাৎ শ্রীগুরুদেবের উচ্ছিষ্টভোগী বলা হয়। যাঁহারা মনে করেন যে শ্রীগৌরসুন্দর শৌক্রব্রাহ্মণের পক্কান্ন ব্যতীত অপর বৈষ্ণব সনোড়িয়া প্রভৃতি বা বৃত্তব্রাহ্মণের হস্তে খাদ্য সামগ্রী গ্রহণ করিতেন না—তাঁহারা ভ্রান্ত। শ্রীল গৌরসুন্দর অজ্ঞান কায়স্থদিগণের বুদ্ধিভেদ না জন্মাইবার জন্য সময় সময়ে ঐরূপ আচরণ করিলেও বুদ্ধিমান সারগ্রাহিভক্তগণের প্রতি তাঁহার ঐরূপ শিক্ষা ছিল না। শ্রীনিত্যানন্দ

প্রভুর আনুগত্য পরিত্যাগ করিয়া অন্যস্থানে শ্রীগৌরসুন্দরের মূর্ত্তি দর্শনে গিয়া অনেকে বঞ্চিত হইয়াছে ও হইতেছে। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু ও শ্রীগৌরদয়া প্রভুর শিক্ষা কখনও পরস্পর বিরুদ্ধ হইতে পারে না। ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর জগদ্গুরু শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুকে দিয়া শাস্ত্রীয় সদাচাররূপ লোক শিক্ষাই দিয়াছেন।

শ্রীল পরমহংস ঠাকুরের শ্রীমুখে শুনিতে পাইলাম যে প্রায় ৩১ উনত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে শ্রীল প্রভুপাদ যখন এই স্থান দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন, তখন এই স্থানে বর্ত্তমান মন্দিরাদি কিছুই ছিল না একটী ভগ্ন কুটীরে শ্রীল উদ্ধারণ ঠাকুরের দারুময়ী শ্রীমূর্ত্তি বিরাজিত ছিল। সেই শ্রীমূর্ত্তি এখন সপ্তগ্রাম শ্রীপাটে নাই। তাঁহার আলেখ্যটী এখন পূজিত হইতেছেন। অনুসন্ধানে জানা গেল পূর্ব্বোক্ত উদ্ধারণ ঠাকুরের শ্রীমূর্ত্তি এখন হুগলী জেলার হুগলী সহরের নিকট বালি নামক গ্রামে শ্রীযুক্ত দত্ত মহাশয়ের বাড়ীতে আছেন।

তৃতীয় দিবস ১৮ই মাঘ শনিবার মধ্যাহ্নে ও অপরাহ্নে আমরা বিপ্রহরে শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের মন্দির প্রাঙ্গণে কীর্ত্তন মহোৎসব সম্পন্ন করিয়া বেলা ১৪০ টার সময় রওনা হইয়া অপরাহ্ণ ২৪০ ঘটিকার সময় শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুর প্রকটভূমি শ্রীকৃষ্ণপুরে উপনীত হইলাম সপ্তগ্রাম হইতে শ্রীকৃষ্ণপুর এক মাইলের কিছু বেশী হইবে। এই স্থানে শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর পূর্ব্বাশ্রমের পিতা ঠাকুর শ্রীগোবর্দ্ধন দাসের প্রতিষ্ঠিত বলিয়া প্রসিদ্ধ শ্রীরাধাগোবিন্দ শ্রীবিগ্রহ বিরাজিত। শ্রীমন্দিরের সম্মুখে একটী বিস্তৃত প্রাঙ্গন। কোনও নাট মন্দির নাই, কেবল একটী জগমোহন আছে। কলিকাতা সিমলা নিবাসী শ্রীযুক্ত হরিচরণ ঘোষ মন্দিরটীর কিছুদিন পূর্ব্বে সংস্কার বিধান করিয়া দিয়াছেন। এক বৎসর কাল হইল সংস্কার কার্য্য হইয়াছে। মন্দির প্রাঙ্গনটী প্রাকার পরিবেষ্টিত। যে গৃহে শ্রীবিগ্রহ বিরাজিত তাহারই সংলগ্ন একটী ক্ষুদ্র গৃহে শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর ভজনাসন বলিয়া একটী নাতি-উচ্চ প্রস্তর আসন (১॥০ হাত দীর্ঘ ১।০ হাত প্রস্থ ও ৮০ হাত উচ্চ) নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। এই আসনে উপবেশন করিয়াই নাকি শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভু ভজন করিতেন এইরূপ প্রবাদ বহুদিন হইতে চলিয়া আসিতেছে (?) শ্রীমন্দিরের পাশে স্বল্পতোয়া স্রোতোহীনা সরস্বতী নদী কৃশা মলিনার ন্যায় বিরাজিতা থাকিয়াও আজও যেন কৃষ্ণপুরের অতীত গৌরবের স্মৃতি ও নিদর্শন হৃদয়পটে উদয় করাইয়া দিতেছেন।

শ্রীল পরমহংস ঠাকুরের অনুগমনে সেই স্থানে সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া আমরা বনপথে ত্রিমবিঘা ষ্টেশনে আসিয়া শ্রীরামপুরের ট্রেন ধরিলাম। কৃষ্ণপুর হইতে ষ্টেশন প্রায় ১॥০ মাইল হইবে। সন্ধ্যার অব্যবহিত প্রাক্কালে শ্রীরামপুর ষ্টেশনে পৌঁছিয়া আমরা কীর্ত্তন করিতে করিতে যাইয়া শ্রীকমলাকর পিপ্পলাইএর স্থান দর্শন করিবার জন্য আসিলাম। শ্রীরামপুর ষ্টেশন হইতে শ্রীজগন্নাথ দেবের মন্দির প্রায় ২॥০ মাইল হইবে। শ্রীকমলাকর পিপ্পলাই শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর গণ। ইনি শ্রীগৌরগণোদ্দেশে ব্রজগোপালের অন্যতম ব্রজের 'মহাবল' সখা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। রাঢ়ীয় শ্রেণীস্থ গৌড় ব্রাহ্মণগণের পঞ্চার প্রকার শ্রেণীর মধ্যে পিপ্পলাই অন্যতম।

কিংবদন্তী এই যে ব্রহ্মানন্দ ব্রহ্মচারী নামে জনৈক উদাসীন বৈষ্ণব একদা পুরুষোত্তমে গমন করেন। তাঁহারা নিজ হস্তে পাক করিয়া শ্রীজগন্নাথ দেবকে ভোগ দিবার প্রবল ইচ্ছা হয়। কিন্তু তথায় অপরে নিজ হস্তে ভোগদিবার প্রথা না থাকায় ব্রহ্মানন্দ মর্ম্মবেদনাগ্রস্থ হইলেন। একদিন রাত্রে ব্রহ্মানন্দ স্বপ্নে দেখিলেন যে শ্রীজগন্নাথ দেব তাঁহার নিকট আবির্ভূত হইয়া বলিতেছেন ওহে ব্রহ্মানন্দ। তুমি গঙ্গাতীরে যাহেশ গ্রামে যাও তথায় আমার দর্শন পাইবে ও আমাকে নিজ নিজ হস্তে ভোগ প্রদান করিয়া মনস্কাম পূর্ণ করিতে পারিবে। ব্রহ্মানন্দ যাহেশে উপস্থিত হইয়া গঙ্গাতে শ্রীজগন্নাথ বলরাম ও সুভদ্রাদেবী জলে ভাসিতেছে দেখিতে পাইলেন। তিনি শ্রীবিগ্রহত্রয়কে জল হইতে উত্তোলন পূর্ব্বক গঙ্গাতীরে কুটীর নির্ম্মাণপূর্ব্বক মনের

সাথে তাঁহাদের সেবা করিতে থাকিলেন। কালক্রমে শ্রীজয়ানন্দ বার্দ্ধক্যে উপনীত হইলে তাঁহার অপ্রকটকালে কোন ব্যক্তি শ্রীজগন্নাথের উপযুক্ত সেবক হইবেন এই চিন্তা তাঁহার হৃদয় অধিকার করিল। তিনি স্বপ্নে শ্রীজগন্নাথ দেবের আদেশ প্রাপ্ত হইলেন যে খালিজুলি নিবাসী (সুন্দরবনের নিকট) শ্রীজগন্নাথ দেবের একজন পরমভক্ত বৈষ্ণব শিরোমণি শ্রীকমলাকর পিপ্পলাই পরদিবস প্রাতে মাহেশে আগমন করিবেন তিনিই শ্রীজগন্নাথ দেবের উপযুক্ত সেবক হইয়া সেবা-ভার গ্রহণ করিবেন।

জয়ানন্দ পরদিবস প্রাতে কমলাকরের সাক্ষাৎ পাইলেন এবং তাঁহাকে শ্রীজগন্নাথ দেবের সেবাভার প্রদান করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। কমলাকর শ্রীজগন্নাথদেবের সেবার অধিকার লাভ করিবার পর 'অধিকারী' উপাধিতে ভূষিত হইলেন। তদবধি তাঁহার বংশধরগণ 'অধিকারী' উপাধি লাভ করিয়া আসিতেছেন। কমলাকরের কনিষ্ঠভ্রাতা— শ্রীনিধিপতি পিপ্পলাই জ্যেষ্ঠভ্রাতাকে অনুসন্ধান করিতে করিতে মাহেশে আসিয়া জ্যেষ্ঠভ্রাতাকে দেখিতে পাইলেন। কমলাকরকে কোনও প্রকারেই দেশে ফিরাইয়া নিতে পারিলেন না। অবশেষে নিজ পরিবার ও ভ্রাতৃপরিবার-বর্গের সহিত মাহেশে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। এখনও মাহেশগ্রামে কমলাকর পিপ্পলাইর বংশীয় 'অধিকারী' গণ প্রায় ত্রিশঘর বাস করিতেছেন। শ্রীযুক্ত প্রসাদদাস অধিকারী মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তিনি সরল চিত্তে নিজবংশের সদাচারভ্রষ্টতা ও স্বার্থশাসনের অধীনতা স্বীকারের কথা আমাদের নিকট বলিয়া আক্ষেপ জানাইলেন। যদি নিকপটে জীবের পতিত অবস্থার জন্য অনুতাপ উপস্থিত হয় তবে তাঁহার নিষ্কিঞ্চন সাধুসমাশ্রয়ে মঙ্গলোদয় হইয়া থাকে।

মাহেশ গ্রামে এখনও নিধিপতির বংশীয়গণ চারি পাঁচ ঘর বাস করিতেছেন। নিধিপতির সঙ্গে পুরোহিত চণ্ডীবর ঠাকুর, নাপিত ও বহু সংখ্যক ভদ্র প্রজাও মাহেশে আসিয়া বাস করিতে থাকেন। কিংবদন্তী এই যে কমলাকরের ভ্রাতুষ্পুত্রের নাম চতুর্ভুজ। চতুর্ভুজের দুই পুত্র নারায়ণ ও জগন্নাথ। নারায়ণের পুত্র কৃষ্ণানন্দ। জগন্নাথানন্দের পুত্র রাজীবলোচন। রাজীবলোচনের সময় শ্রীজগন্নাথ সেবার অর্থের অপ্রতুল হয়। ঢাকার নবাব খানে ওয়ালিয়া ১০৬০ সালে শ্রীজগন্নাথ দেবকে ১১৮৫ বিঘা জমি প্রদান করেন। মাহেশের দেড় ক্রোশ দক্ষিণ পশ্চিমে শ্রীজগন্নাথপুর গ্রামে ঐ জমি আছে। শ্রীজগন্নাথ দেবের নাম হইতেই ঐ মৌজার নাম জগন্নাথপুর হইয়াছে।

গঙ্গাতীরস্থ প্রাচীন মন্দির গঙ্গাগর্ভস্থ হইলে কলিকাতা পাথুরিয়া ঘাটা নিবাসী নরনারায়ণ মল্লিক মহাশয় ১২৬২ সালে বর্ত্তমান মন্দির প্রস্তুত করাইয়া দেন। এখানে প্রত্যহই ৵১২১০ সের চাউলের ভোগ হয়। স্নানযাত্রা ও রথই এখানকার প্রধান উৎসব। শ্রীজগন্নাথ দেবের রথ শ্যামবাজার নিবাসী দেওয়ান কৃষ্ণরাম বসু মহাশয় নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। ঐ রথ জীর্ণ হইলে তৎপুত্র দেওয়ান গুরুচরণ বসু পুনরায় একটী নূতন রথ প্রস্তুত করিয়া দেন। ১২৬০ সালে ঐ রথ অগ্নি সংযোগে নষ্ট হইলে গুরুচরণ বসু মহাশয়ের পুত্র রায় বাহাদুর কালাচাঁদ বসু পুনরায় রথ নির্ম্মাণ করিয়া দেন। ১২৯২ সালে পুনরায় উক্ত রথখানিও ভগ্ন হইলে কালাচাঁদ বাবুর কনিষ্ঠ পুত্র নৌকনির্ম্মিত রথ প্রস্তুত করিয়া দেন।

বলিয়াছি স্নানযাত্রা ও রথই এখানকার প্রধান উৎসব। কিন্তু এই সকল উৎসবে আজকাল গুণ্ডাগণের আগমন পূর্ব্বাপেক্ষা কমই হইয়া থাকে। এই সকল উৎসবে কলিকাতা হইতে বহু বারবনিতা, চোর, লম্পটগণই আগমন করিয়া ভিড় ও আমোদ আহ্লাদ করে। হায়! কলিকাল! সর্ব্বত্রই তোমার অধিকার!

রাত্রে আমরা মাহেশে শ্রীজগন্নাথ দর্শন ও শ্রীল পরমহংস ঠাকুরের মুখে উপদেশ শ্রবণ করিলাম। শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজ 'ভক্তের শ্রেষ্ঠতা' সম্বন্ধে বক্তৃতা করিলেন। তৎপরে সংকীর্ত্তন করিতে করিতে বল্লভপুরে আসিলাম। বল্লভপুর মাহেশ কমলাকর পিপ্পলাইর শ্রীপাটের এক মাইল উত্তরে। এই স্থানে একটী বৃহৎ মন্দিরে চাতরায় কলবাদ্ স্বামীয় গোস্বামীর ভাগিনেয় শ্রীকৃষ্ণরাম পণ্ডিতের স্থাপিত

শ্রীধামপ্রচার ভিত্তি বিশেষভাবে। কয়েকজন পণ্ডিতের কমিটি গঠন করা হইয়াছে এবং মহামহোপাধ্যায় মহামহেশ্বর চক্রবর্ত্তিগণ শ্রীশ্রীধামপ্রচার ভিত্তির বর্ত্তমান দেখাইবেন।

গত শুক্রবার শ্রীধামপ্রচার ভিত্তি দর্শন করিয়া ও সেই স্থানে কিছুকাল বক্তৃতা ও হরিকথা শ্রবণ করিয়া আমরা চাতরা শ্রীকাশীশ্বর গোস্বামী প্রভুর শ্রীপাটের প্রাঙ্গনে যে সভার অধিবেশন হইয়াছিল সেই সভায় যোগদান করিলাম। শ্রীপাদ অবধূতরাজ ও শ্রীযুক্ত সুরধুনীকান্ত বিদ্যা-বিনোদ মহাশয় 'দশাক্ষরমন্ত্র' সম্বন্ধে দুই ঘণ্টাকাল বক্তৃতা করিলেন। চাতরা ও শ্রীরামপুরের বহু শিক্ষিত সজ্জন ভদ্রমণ্ডলী এই সভায় যোগদান করিয়াছিলেন এবং সকলেই বক্তৃতা অন্তে একবাক্যে আনন্দ প্রকাশ করেন।

সজনে, সে চরণে।

যে চরণ মোহিত, বিরহে আকুল
পশিয়া এখনো কি
আহরণ কর, ওই হাতে ধর
কি ছাই যতন? ছি?
যতন বলিয়া যতন করিয়া
কত না সাধে, মাধব,
তুলিতেছ বুকে যারে হাসি মুখে,
বিষম সে যে অধি।
বল তুমি 'মন' সেই ত' নিধন,
শ্রীহরি সাধন সে
না করে যখন; যকের মতন,
রাখে তা'রে মূঢ় যে।
কর আহরণ, করনা যতন,
বারণ করিবে কে,
হয় যদি মুখ্য কৃষ্ণসেবা লক্ষ্য?
কৃষ্ণদাস তুমি যে।

এস মন, যাই, যেখানে যা' পাই
নিহিত চিত পথে,
সকল আনিয়া সেবায় সঁপিয়া
সফল হই ব্রতে।
গতির গোবিন্দ পদ-অরবিন্দ,
মকরন্দ-লোভনে,
এই ত সুপথ, মনোমধুব্রত,
মজহে, সে চরণে।

হীন
কবি কৃষ্ণামৃত।

প্রচার-প্রসঙ্গ।

শ্রীপাদ ভক্তিপ্রদীপতীর্থস্বামিমহারাজ ও শ্রীযুক্ত নন্দদুলাল ব্রহ্মচারী কুলিয়ায় (নূতন নবদ্বীপের) প্রচারকার্য্যসম্পন্ন করিয়া শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমায় যোগদান করিয়াছেন।

গত বুধবার ২২শে মাঘ অপরাহ্নে নবদ্বীপ প্রৌঢ়া-মায়াতলায়! চলতি কথায় পোড়ামাতলায়) শ্রীপাদ নন্দদুলাল ব্রহ্মচারী প্রভু শ্রীমায়াপুরধামই যে প্রাচীন নবদ্বীপ ইহা শাস্ত্রযুক্তি সহকারে প্রমাণ করিয়া সমবেত শ্রোতৃ-গণকে বুঝাইয়া দেন। তৎপরে পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডি-স্বামি শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ মহারাজ শ্রীগৌরজন্মস্থিতা যোগ-পীঠ দর্শন না করিলে শ্রীনবদ্বীপ ধাম দর্শন হইল না ইহা শাস্ত্রযুক্তিমূলে ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন যে এই অন্তর্দ্বীপ মায়াপুরই নববিধা ভক্তির সর্ব্বমূল আত্ম-নিবেদনের ভূমিকা। আত্মনিবেদন ব্যতীত ভক্তির অঙ্গ অঙ্গ সাধিত হইতে পারে না—শ্রীমদ্ভাগবতে প্রহ্লাদ মহারাজের উক্তি। সেইরূপ অন্তর্দ্বীপ মায়াপুর পরিক্রমা ব্যতীত ধামসেবা কাহারও ভাগ্যে ঘটিতে পারে না।

তৎপর দিবস বৃহস্পতিবার সায়াহ্নে শ্রীমন্ নন্দদুলাল প্রভু শুরুতত্ত্ব ব্যাখ্যা করেন, শ্রীমদ্ভাগবতের ৯।৫।১৮ শ্লোক হইতে দেখান যে যাঁহারা হরিভজনে সহায়তা না করেন এমন আত্মীয়গণ আত্মীয় নহেন, এমন কি মাতাপিতা ও লৌকিক গুরুগণ ভজনবিরোধী হইলে পরিত্যাজ্য।

তৎপর দিবস শুক্রবার অপরাহ্নে শ্রীমৎতীর্থ গোস্বামি মহারাজ সাধনভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তি এবং কৃষ্ণের সংসারই করণীয়, মায়ার সংসার আমাদের বন্ধনের হেতু এই সম্বন্ধে আড়াইঘণ্টাকাল, দ্বিসহস্রাধিকলোককে উপদেশ দেন।

চতুর্দ্দিবস শনিবার সন্ধ্যাকালে সাধুসঙ্গ সম্বন্ধে ইঁহারা বিস্তৃত আলোচনা করেন। সাধুর লক্ষণ কি ও সঙ্গ বলিতে কি বুঝায় শ্রীগোস্বামিপাদগণের গ্রন্থ হইতে প্রমাণ সহ বিচারিত হয়।

পঞ্চমদিবস রবিবার সায়াহ্নে কৈতবচতুষ্টয় (অর্থাৎ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ) নিরাস করিয়া শুদ্ধভক্তির লক্ষণ উপদিষ্ট হয়। সকলকেই অসৎসঙ্গ ও কলির স্থান-পঞ্চক (দ্যূত অর্থাৎ বৃথা আমোদপ্রমোদ ও প্রতারণামূলে অর্থসংগ্রহ, পান অর্থাৎ মাদকাদিসেবন, স্ত্রী অর্থাৎ যোষিত সঙ্গে নানা কুক্রিয়া, সূনা অর্থাৎ পশুহনন, আহিংস-ভোজন, হিংসা প্রভৃতি, এবং কনক অর্থাৎ হরিসেবায় অর্থের সদ্ব্যবহার না করিয়া স্বীয় ইন্দ্রিয়তর্পণে তাহার নিয়োগ)—শ্রীমদ্ভাগবত হইতে বিশদরূপে বুঝান হয় ও এই সমস্ত ত্যাগ করিয়া সাধুচরণাশ্রয় পূর্ব্বক হরিভজনে প্রবৃত্ত হইতে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর পার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী-পাদের কারুণ্যের পুনরুক্তিপূর্ব্বক উপদেশ দেওয়া হয়।

শুরুতত্ত্ব।

তত্ত্বজ্ঞান

বেদ কহে তত্ত্বাখ্যান, একমেবাদ্বয় জ্ঞান,
সত্যানন্ত আনন্দ-স্বরূপ।
অধোক্ষজ জ্ঞানী জানে, পরতত্ত্ব বলি জানে,
পরিপূর্ণ পরমার্থ রূপ ॥ ১ ॥

শুন মন তত্ত্ব বস্তু জ্ঞান।
পরতত্ত্ব দ্বৈতপূর্ণ, দ্রষ্টাভেদে দুই ভিন্ন,
ব্রহ্ম, পরমাত্মা, ভগবান্ ॥ ২ ॥

জ্ঞানে জ্ঞানী ব্রহ্ম কহে, যোগী পরমাত্মা তাহে,
ভগবান কহে ভক্তিমান।
ব্রহ্মচিন্মাত্র সত্তা, সচ্চিতেতে পরমাত্মা,
সচ্চিৎ আনন্দ ভগবান ॥ ৩ ॥

অসম্যক প্রতীতি, ব্রহ্ম বলি তার খ্যাতি,
খণ্ড দৃষ্টিভেদে পরমাত্মা।
অখণ্ড অদ্বয় জ্ঞান, পূর্ণতত্ত্ব ভগবান,
ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য্য ভগবত্তা ॥ ৪ ॥

জ্ঞানিমতে তত্ত্ব কথা, শূন্য জ্ঞান, জ্ঞেয়, জ্ঞাতা,
ব্রহ্ম সত্তা নির্ব্বিশেষ রূপ।
কেবল জ্ঞান ব্রহ্ম তত্ত্ব, বিশুদ্ধ চৈতন্য সত্ত্ব,
সত্তা জ্ঞান অনন্ত স্বরূপ ॥ ৫ ॥

সেই তত্ত্বে যোগিগণ, পরমাত্ম বস্তু ক'ন,
চিদাকার বিভু শক্তিমান।
ভক্ত দেখে তত্ত্ব জ্ঞান, পূর্ণবিগ্রহ ভগবান,
সচ্চিৎ আনন্দ মূর্ত্তিমান ॥ ৬ ॥

দ্বৈতপূর্ণ তত্ত্বজ্ঞান, পূর্ণবিগ্রহ ভগবান,
বেদে কহে বিবিধ শকতি।
তাঁর শক্তো জীব হয়, স্বীয় কার্য্যে তত্ত্ব রয়,
জড় মায়া হয় ক্রিয়াবতী ॥ ৭ ॥

অপূর্ণ কেবল জ্ঞান, উপলব্ধি বিজ্ঞান,
ব্রহ্ম শুদ্ধ অনুভব তাহে।
কেবল জ্ঞান বিস্তৃত, ব্রহ্ম তাহে বিকশিত,
তাহে তারে পরমাত্মা কহে ॥ ৮ ॥

অসম্যক দরশনে, ব্রহ্ম জ্ঞেয় হয় জ্ঞানে,
আংশিক সান্নিধ্যে পরমাত্মা।
সম্পূর্ণ বিজ্ঞানময়, শ্রীহরি সান্নিধ্যে হয়,
প্রীতিময়ি ভক্তে ভগবত্তা ॥ ৯ ॥

বেদ কহে যাঁর জ্ঞানে, সর্ব্ব তত্ত্ব-বিজ্ঞানে,
মৃত্তিকায় যৈছে ঘট জ্ঞান।

তৈছে ব্রহ্ম, পরমাত্মা, ভগবানে অন্তর্ভূক্ত,
পূর্ণ পরতত্ত্ব ভগবান ॥ ১০ ॥
জ্ঞান ঘনানন্দ রূপ, ভগবানের স্বরূপ,
অনন্ত অচিন্ত্য শক্তিযুক্ত।
শক্তির বৈভব যত, তাহার বৈচিত্র্য কত,
তেঁহ সর্ব্বশিরোমণি সর্ব্বজ্ঞসর্ব্বতোমুক্ত ॥ ১১ ॥
সর্ব্বরূপ রূপহীন, সর্ব্বব্যাপি অসীম,
পরিচ্ছিন্ন যথা আকাশ।
স্থূল নহে সূক্ষ্ম নহে, বিরূপ বিরূপ গুণ তাঁহে,
বিরুদ্ধ অনন্ত গুণধাম ॥ ১২ ॥
অখণ্ডস্বরূপভূত, অবিচিন্ত্যশক্তিযুত,
সর্ব্বগুণহীন শ্রীবিগ্রহ।
একমেবাদ্বয়রূপ, চিদ্বিগ্রহ স্বরূপ,
ভিন্ন তাঁর নহে দেহিদেহ ॥
নিজানুরূপ স্বরূপশক্তি, লক্ষ্মীরূপে অভিব্যক্তি
তাঁর বামে শোভে নিরন্তর।
হরি যেন গুণনিধি, তেঁহ গুণগণাবধি,
হরিভাবে ভাবিত অন্তর ॥ ১৪ ॥
স্বরূপশক্তিবিলাসী, গুণাদি লীলা প্রকাশি,
আত্মারামে করে চমৎকার।
ব্রহ্ম, আত্মতত্ত্ব যাঁর, সামান্য প্রকাশাকার,
যাহা হইতে সর্ব্ব অবতার ॥ ১৫ ॥
পরাশক্তি বৈভব, পরিচ্ছদ আদি সব,
পরিকরবৈশিষ্ট্য যাঁর ধাম।
কুণ্ঠার্থ নাহি যাঁহা, চিদানন্দময় তাঁহা,
অতএব শ্রীবৈকুণ্ঠনাম ॥ ১৬ ॥
নিত্য অনুচরগণ সেবা করে শ্রীচরণ,
নিত্য সত্য তাঁহার সেবন।
জীবাখ্য তটস্থাশক্তি তিঁহো মুখ্যাংশ গতি,
তেঁহ সর্ব্বজীবের জীবন ॥ ১৭ ॥
মায়াশক্তি আভাসেতে গুণযুক্তা মায়া হৈতে,
অনন্ত জগৎ প্রকাশিত।
তেঁহ প্রভু ভগবান্ করে সর্ব্ব বিধান,
গুরু পরম্পরা হৈই জ্ঞাত ॥ ১৮ ॥

অনন্ত গুণ বৈশিষ্ট্য ভগবান্ সর্ব্ব ইষ্ট,
অজ্ঞলোক তারে নাহি জানে।
শুদ্ধ ভগবত্তাজ্ঞান বিনু সর্ব্বশক্তিমান্,
বিজ্ঞ ইহা বই নাহি মানে ॥ ১৯ ॥
বহুরূপ ভগবানে নিত্য হয় অবস্থানে,
প্রকাশয়ে যেন উপাসনা।
ক্ষীরাদি দৃষ্টান্ত হয় বহুগুণের আশ্রয়,
রূপ রস গন্ধ আদি নানা ॥ ২০ ॥
পৃথক্ ইন্দ্রিয় যত পৃথগর্থ পরিজ্ঞাত,
চক্ষে শুক্ল জিহ্বাতে মধুর।
সর্ব্বঅর্থ গ্রাহ্যচিত্তে পূর্ণজ্ঞান তথা ভক্ত্যে,
ভক্তিভাবে ভজয়ে চতুর ॥ ২১ ॥
তত্ত্বজ্ঞানেচ্ছুক যেই তাহারে মিনতি এই,
হে জিজ্ঞাসু মহাভাগ্যবান্।
শ্রদ্ধালু করহ চিত্ত সাধু সঙ্গে অবিরত,
দীনে দয়া করে ভগবান্ ॥ ২২ ॥
পরিপ্রশ্ন সেবা নতি কৈলে সাধুজনপ্রতি,
শ্রদ্ধানুরে কহে তত্ত্বজ্ঞান।
সদ্‌গুরুচরণাশ্রয় যে করে সে মহাশয়
হরিদাস জানে এ সন্ধান ॥ ২৩ ॥

বৈষ্ণব দাসানুদাস,
শ্রীযোগেন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মা।

প্রশ্নোত্তর।

প্রশ্ন।

শ্রীবৈষ্ণবপাদপদ্মে প্রণতিপূর্ব্বিকেয়ং

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের আদি খণ্ডের প্রথমেই যে কয়েকটী পয়ার দৃষ্ট হয় যথা—

"যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস।
তথাপি জানিবে তাঁরে তাহারি প্রকাশ।
গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে।
গুরুরূপে কৃষ্ণকৃপা করে ভক্তগণে।

শিক্ষাগুরুকে ত জানি কৃষ্ণের স্বরূপ।
অন্তর্যামী ভক্ত শ্রেষ্ঠ এই দুইরূপ॥

তাহার তাৎপর্য্য কোন স্থলেই পাইলাম না। গৌড়ীয় সংস্করণেও পাই নাই।

শ্রীগুরু শ্রীকৃষ্ণের কিরূপ প্রকাশ? শ্রীলভক্তিরসামৃতসিন্ধুর সিদ্ধান্ত এস্থলে কিরূপে বুঝিতে হইবে?

কৃষ্ণরূপ গুরুরূপ কৃষ্ণের স্বরূপ এই কথাগুলির অর্থ যাহাতে হৃদয়ঙ্গম হয়, সেইভাবে গৌড়ীয়ের কোন সংখ্যায় যদি গুরুতত্ত্ব আলোচিত হয় তবে মানুষ ব্যক্তির বড় উপকার হইবে। শ্রীচরণে নিবেদন ইতি

বৈষ্ণবদাসানুদাস
শ্রীরামনারায়ণ কর, শ্রীপুর, যশোহর।

উত্তর।

যাবৎ পাপৈস্ত মলিনং হৃদয়ং তাবদেব হি।
ন শাস্ত্রে সত্যবুদ্ধিঃ স্যাৎ নসদ্বুদ্ধিঃ সদ্গুরৌ তথা॥
অনেকজন্মসঞ্জিতপুণ্যরাশিফলং মহৎ।
সৎসঙ্গশাস্ত্রশ্রবণাদেব প্রেমাদি জায়তে॥
ইতি ব্রহ্মবৈবর্ত্ত

যে কাল পর্য্যন্ত হৃদয় ভোগবাসনারূপ পাপরাশিতে মলিন থাকে, সেকাল পর্য্যন্ত শাস্ত্রে সত্যবুদ্ধি এবং সদ্গুরুতে সদ্বুদ্ধি সম্যক্‌রূপে উদয় হয় না। অনেক জন্মজন্মের সাধু গুরু বৈষ্ণব সেবারূপ সুকৃতি ফলেই সৎসঙ্গ এবং সাধুমুখে শাস্ত্র শ্রবণ করিতে করিতে প্রেম লাভ হয়।

প্রশ্নকর্ত্তা শ্রীগুরুদেব কি তত্ত্ব জানিতে চাহিয়াছেন। তদুত্তরে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত আদি লীলার প্রথমেই গুরুতত্ত্ব স্বরূপ নির্ণয়ে বলিয়াছেন—

যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস।
তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ।
গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে।
গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করে ভক্তগণে॥
আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নবমন্যেত কর্হিচিৎ।
ন মর্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ॥

ভাঃ ১১।১৭।২৭

শিক্ষাগুরুকে ত জানি কৃষ্ণের স্বরূপ।
অন্তর্যামী গুরুশ্রেষ্ঠ এই দুই রূপ॥
নৈষোপয়ন্ত্যপচিতিং কবয়স্তবেশ
ব্রহ্মায়ুষাপি কৃতমৃদ্ধমুদঃ স্মরন্তঃ।
যোঽন্তর্বহিস্তনুভৃতামশুভং বিধুন্বন্
আচার্য্যচৈত্যবপুষা স্বগতিং ব্যনক্তি॥

ভাঃ ১১।২৯।৬

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে।
গুরু অন্তর্যামিরূপে শিখায় আপনে॥

ইহার তাৎপর্য্য এই যে গুরুতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনামক পরতত্ত্ব হইতে অভিন্ন বস্তু। যেহেতু—

কৃষ্ণ, গুরুরূপ, ভক্ত, অবতার, প্রকাশ।
শক্তি, এই ছয় রূপে করেন বিলাস॥
বন্দে গুরূনীশভক্তানীশমীশাবতারকান্।
তৎ প্রকাশাংশ্চ তচ্ছক্তীঃ কৃষ্ণচৈতন্যসংজ্ঞকং।

চৈঃ চঃ আদি ১।১

যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস ইত্যাদি পদে এই বুঝায় যে যদিও সকল জীবই কৃষ্ণদাস, সুতরাং আমার গুরুও বস্তুতঃ কৃষ্ণদাস, তথাপি আমি আমার গুরু-দেবকে কৃষ্ণের প্রকাশ বলিয়া জানিয়া শিষ্যের নিকট শ্রীগুরুদেব কৃষ্ণের প্রকাশস্বরূপ বলদেব অভিন্ন নিত্যানন্দ-তত্ত্ব। সর্ব্ববেদান্তসার শিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবত বলেন যে যে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীগুরুরূপে তাঁহার আশ্রিত ভক্তগণকে কৃপা করিয়া থাকেন। শ্রীউদ্ধবগীতাতে শ্রীভগবান উদ্ধবকে কহিলেন—হে উদ্ধব! গুরুদেবকে সংস্বরূপ বা মদীয়শ্রেষ্ঠ জানিবে। কখনও জন্মমরণশীল প্রাকৃত মনুষ্যজ্ঞানে অবমাননা বা হিংসা করিবে না। যেহেতু শ্রীগুরুদেব সর্ব্বদেবময়।

শ্রীকৃষ্ণ (১) অন্তর্যামী অর্থাৎ চৈত্য শিক্ষাগুরু এবং (২) ভক্তশ্রেষ্ঠ অর্থাৎ মহান্তরূপ শিক্ষাগুরু। যেহেতু—

জীবে সাক্ষাৎ নাহি তাতে গুরু চৈত্যরূপে।
শিক্ষাগুরু হয় কৃষ্ণ মহান্ত স্বরূপে॥

চৈঃ চঃ আদি ১।৪৬

অর্থাৎ কৃষ্ণের সহিত বদ্ধজীবের সাক্ষাৎ হয় না, তজ্জন্য কৃষ্ণ জীবের চিত্তে কৃষ্ণভক্তির বিবেক উদয় করান। (১) তৈত্ত্য শিক্ষাগুরু এবং (২) মহান্তস্বরূপ অর্থাৎ অর্থাৎ ভক্তশ্রেষ্ঠরূপে শিক্ষাগুরু। ইহার দ্বারা এই প্রমাণিত হইল যে দীক্ষা শিক্ষাভেদে গুরুতত্ত্বকে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের প্রকাশ বিশেষ জানিবে। গুরু কৃষ্ণতত্ত্ব প্রকৃত পক্ষে নিত্য দেব্যসেবকভাবরহিত হইয়া সম্ভোগলক্ষণের সহিত অভিন্ন তত্ত্ব এরূপ নহে। নির্ব্বিশেষ মায়াবাদিগণের মতে গুরুতত্ত্বে কোন অংশে ভেদ নাই। কিন্তু কোন ভক্তিমান বৈষ্ণব আচার্য্য ঐরূপ নির্ব্বিশেষমতের পোষকতা করেন না, পরন্তু অচিন্ত্যভেদাভেদের তত্ত্ব উপদেশ করেন। যথা—(১) শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভু শ্রীগুরুদেব সম্বন্ধে তাঁহার মনঃশিক্ষায় বলিয়াছেন—"গুরুবরং মুকুন্দ প্রেষ্ঠত্বে মম"। (২) শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু ভক্তিসন্দর্ভে লিখিয়াছেন—"গুরুভক্তাঃ শ্রীভগবতঃ শ্রীবিষ্ণোশ্চ ভগবত্তা সহ অভেদদৃষ্টিঃ তৎপ্রিয়ত্বেনৈবেতি মন্তব্যে।" (৩) শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর শ্রীগুরুদেব স্তোত্রে বলিয়াছেন—"সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্তশাস্ত্রৈরুক্তস্তথা ভাব্যত এব সদ্ভিঃ। কিন্তু প্রভোর্যঃ প্রিয় এব তস্য বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্।" অর্থাৎ সমস্ত শাস্ত্রেই শ্রীগুরুদেব বিশেষ অপ্রাকৃত দৃষ্টিতে সাক্ষাৎ হরি বলিয়া কথিত হইয়াছেন, এবং সাধুগণ শ্রীগুরুদেবকে তাহাই জানেন, কিন্তু যিনি সদা সেবাধিকারী প্রকাশস্বরূপ হইয়া শ্রীগৌরসুন্দরের প্রেষ্ঠতম সেই শ্রীগুরুদেবের চরণপদ্ম আমি বন্দনা করি। গৌড়ীয় বৈষ্ণবমাত্রেই শ্রীগুরুদেবকে শ্রীমুকুন্দপ্রেষ্ঠ অর্থাৎ শ্রীরাধাপ্রিয়সখী বা শ্রীনিত্যানন্দস্বরূপ জানিয়া শ্রীগুরুদেবের নিত্যসেবা করেন।

১। হেন নিতাই বিনে ভাই
রাধাকৃষ্ণ পাইতে নাই। নরোত্তম
২। (ভজ) গৌর গদাধরাদ্বৈত গুরু নিত্যানন্দ।
ভক্তিবিনোদ

সুতরাং শ্রীগুরুদেবের সহিত শ্রীনিত্যানন্দের লীলাগত বিচিত্রতা থাকিলেও তিনি শ্রীনিত্যানন্দস্বরূপ। শ্রীগৌরাঙ্গের মনোভীষ্ট প্রচারক শ্রীনিত্যানন্দের অভিন্নবিগ্রহ শ্রীগুরুদেব। তিনি সাক্ষাৎ বিষ্ণুতত্ত্ব হইয়াও বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ সেবকবিগ্রহরূপে জীবে দয়া করিবার জন্য অবতীর্ণ। যাহাদের অন্বয় জ্ঞানের অভাব তাহারা শ্রীগুরুদেব অভিন্ন নিত্যানন্দবিগ্রহ শ্রীচৈতন্যপ্রকাশমূর্ত্তি শ্রীগুরুদেবে মর্ত্ত্যবুদ্ধিবশতঃ নারকী। যথা শাস্ত্রে—

অর্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধীর্গুরুষু নরমতির্বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি
... ... যস্য বা নারকী সঃ।

বিষয় ও আশ্রয়কে আলম্বন বলে। শ্রীকৃষ্ণ বিষয় জাতীয় ভগবান এবং শ্রীগুরুদেব আশ্রয়জাতীয় ভগবান। এই বিষয় আশ্রয় সম্বন্ধ জ্ঞানাভাবে শ্রীগুরুতত্ত্ব মায়াবাদীর (ত্যাগ ও ত্যাগীর) বোধগম্য নহে। যিনি প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা এই তিন আশ্রয় করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ অভিন্ন শ্রীগুরুদেবের সেবাপর থাকেন, তিনি মায়াজাল অর্থাৎ স্থূলদেহে ও সূক্ষ্মদেহে ভোগ বা ত্যাগ অভিমান পরিত্যাগপূর্ব্বক গুরুদত্ত বা স্বরূপে অবস্থিত হইয়া নিত্যকাল শ্রীরাধাগোবিন্দের পাদপদ্মে প্রেমসেবা লাভ করিতে সমর্থ হন।

গুরু দেবে পরাভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্মৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥
শ্বেঃ উঃ ৬।২৩ মন্ত্র,

তাতে কৃষ্ণে ভজে করে গুরুর সেবন।
মায়াজাল ছিণ্ডে পায় শ্রীকৃষ্ণচরণ॥
চৈঃ চঃ মধ্য ২২।২৪

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভা

শ্রীনবদ্বীপ পরিক্রমার

আয় ব্যয় তালিকা।

শ্রীচৈতন্যাব্দ, ৪৩৭, সন ১৩৩০ সাল।

আয়ের তালিকা

সংগৃহীত

মঃ শ্রীমদ্ভক্তি প্রদীপ তীর্থ মহারাজ ৪৮৯৶১০
মাঃ রাধানাথ দাসাধিকারী ২৭।০

মাঃ বিষ্ণুদাস অধিকারী ভক্তিনিষ্ঠ	৪৫৲
মাঃ দক্ষাত্রিদণ্ড ব্রহ্মচারী	৪০৲
মাঃ ত্রিবিক্রম অধিকারী	৩৯৲
মাঃ ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিসাকাশ	৩১৸৵০
মাঃ নিহারী ও যুধিষ্ঠির পাল	৩১৲
মাঃ কীর্ত্তনানন্দ ব্রহ্মচারী	২৯৸৵১০
মাঃ বিষ্ণুসাধন বিদ্যারী	২৭৸০
মাঃ মদনমোহন দাসাধিকারী ভক্তিমধুকর	১৫।১০
মাঃ পরমানন্দ ব্রহ্মচারী	১৫৲
মাঃ রাধাবল্লভ সাহা	১৪৲
মাঃ কান্তিদাস বাবাজী	১১৲
মাঃ হরিপদ ভট্টদৈশিক	১০৲
মাঃ শ্যামবাস অধিকারী	৯।০
শ্রীমতী পরমেশ্বরী দেই	২৫০৲
" রাধারাণী দেবী	৭৫৲
শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন রায়	৫০৲
" আশুতোষ কুণ্ডু ও নগেন্দ্রনাথ নন্দী	৩০৲
	১০০৬/১০

২৫৲ টাকা হিসাবে

রাইমোহন, রেবতী মোহন রায় চৌধুরী জমিদার মহেন্দ্র নারায়ণ রায় চৌধুরী জমীদার দয়াল গোবিন্দ অধিকারী।

অতুলচন্দ্র দত্ত	২৩৲
জ্ঞানেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য	২০৲
অজ্ঞাতনামা	২০৲
মোহিত সুন্দরী দেবী	১৫৲
রাধাকিশন রামনারায়ণ	১২৷৷০
রমনাথ দাস পুরুষোত্তম ১১৲ অমরচাঁদ মাধবজি।	১১৲

১০৲ টাকা হিসাবে ২৭ জন ২৭০৲

ঈশ্বরীকান্ত অমৃতলাল সাহা। রামনারায়ণ নিত্যানন্দ নন্দী মেখলতা মুখোপাধ্যায় সদানন্দ অধিকারী এন, জি, ঘোষ কাদম্বিনী মিত্র বসোয়া ৮রাধিকা প্রসাদ দত্তের স্ত্রী, রাধাবিনোদ দাসাধিকারী, শশীভূষণ পাঁজা, কীর্ত্তনানন্দের মাতা, কুসুম কুমারী দাসী, গোপালচন্দ্র মাঝি, শচীন্দ্র নাথ বিশ্বাস, সন্তোষকুমার মুখার্জ্জি, বলস্ত কুমার মিত্র, নরেন্দ্রনাথ সরকার, ডিনিষ ব্যাপারী দিং মাঃ পদ্মনাথ রায়, রাধানাথ, ব্রজনাথ সাহা, গঙ্গাসাগর আনন্দ মোহন রায়, শিবচন্দ্র, গৌরচন্দ্র রায়, রামকৃষ্ণ, দেবেন্দ্র নারায়ণ, শশীমোহন সাহা, কৃষ্ণচন্দ্র, গোবিন্দচন্দ্র সাহা, মহিমচন্দ্র, জানকীনাথ সাহা, দেবেন্দ্রচন্দ্র সরকার, সচ্চিদানন্দ সাহা, শশীভূষণ মুখোপাধ্যায়,

সন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায়, ২৲

৭৲ টাকা হিসাবে ২জন ১৪৲

আশুতোষ কুণ্ডু ও নগেন্দ্রনাথ নন্দী, মধুসূদন দাসী,

৬৲ টাকা হিসাবে ৩জন ১৮৲

সতীশচন্দ্র বসুশ্রী, ভগবান কাঁসা, ভক্তনাথ আনন্দ মোহন সাহা

৫৲ টাকা হিসাবে ৫৮জন ২৯০৲

কালীবর দত্ত, রামমোহন সাহা, মাঃ কাদিনীকুমার পোদ্দার, কাপড়ের দোকান পিয়োজপুর, যোগেন্দ্রনাথ রায়, (আবগারী দারোগা) গোপালকৃষ্ণ নাথ (নিষ্কর্মতি) নলিনীমোহন সরকার, রাধাচন্দ্র, মতিলাল সাহা, মাঃ রাধাবল্লভ হালদার, গুরুচরণ, মহেন্দ্রলাল পাল চৌধুরী, ললিতমোহন, বৃন্দাবনচন্দ্র সাহা, হরিমোহন, ব্রজমোহন, তোতালাল, রামশরণ দাস, রসিকলাল বিদ্যারী, বিনোদবিহারী গাঙ্গুলী, প্রকাশচন্দ্র নন্দী, গিরিজাশঙ্কর সরকার, নবীনচন্দ্র সাহা, সাহাই গোপীনাথ পোদ্দার, দাশরথি দত্ত, দীনবন্ধু সাহার মাতা, বিষ্ণুপদ রায় ব্রজগোপাল নন্দী, হরিমোহন ঘোষক, রামচন্দ্র তেওয়ারী, যজ্ঞেশ্বর দত্ত, হরিপদ ঘোষ, ভক্তবৎসল, রামচন্দ্র, জেঠাশঙ্কর, দয়ারাম, হরিনাথ, ক্ষেত্রমোহন সাহা, ভজহরি, বৃন্দাবনচন্দ্র সাহা, গোপালকৃষ্ণ, কাদিনীকুমার ভৌমিক, যামিনীকুমার কুণ্ডু, ও সতীশচন্দ্র পাল, যতীন্দ্রমোহন সাহা, কমলাবালা দেবী, গোষ্ঠবাবুর মাতা (বহুসাজার) উমেশচন্দ্রমোহন রক্ষিত, বসন্তকুমার ঘোষ, রামবিনোদ ব্রহ্মচারীর মাতা, রামনারায়ণ অধিকারী, রাজুবালা বৈষ্ণবী, বৃন্দাবনচন্দ্র বসাক, বনচারী জানী, প্রমোদকুমার মুখার্জ্জির মাতা, মাধবেন্দ্র দাসাধিকারী,

গোপালচন্দ্র মাঝি, সত্যবতীর মাতা ও শাশুড়ী, কুসুম-কুমারী গুহ, সারদাসুন্দরী গুহ, সোমনাথ ভট্টাচার্য্য, রাখালচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, মন্মথনাথ মল্লিক, ক্ষিতিশচন্দ্র, নগেন্দ্র নাথ রায়, তারকনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, জ্যোতিশ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ভগবান ভিক্ষুক, ললিতমোহন মিত্র, প্রফুল্লকুমার ভৌমিক, ভূপেন্দ্রনাথ রায়

কালীনাথ সাহা, ৪৸৶

৪৲ টাকা হিসাবে ১০ জন ৪০৲

রসমোহন সরদার, অবিনাশচরণ দারোগা, ব্রজসুন্দরী দাসী, জলধর বিশ্বাস, ব্রজমোহন দাস, ডাঃ বিজয়চন্দ্র সেন। হেডমাষ্টার হাইস্কুল নিয়োজপুর, কালকাটী গোল-বাড়ীর চাউলের ব্যাপারী, নিতাগোপাল দাঁ, গোপীনাথ বিশ্বাস, কার্ত্তিকচন্দ্র সাহা,

৩৲ টাকা হিসাবে ২জন ৩৬৲

মাওরী সাহ, যমুনাবিহারী অধিকারী, আমলা জোড় কালীকিশোর দে, গোপীনাথ দারোগা, বনবিহারী সাহা, আচার্য্যদাস দেবশর্ম্মা, কালীপ্রসন্ন দাস, নরকিশোর, অভয়চরণ সাহা, ভৈরবচন্দ্র বণিক, নরকিশোর, অভয়চরণ সাহা, সুরেন্দ্রমোহন সাহা, বিধুভূষণ রায়,

২৲ টাকা হিসাবে ৯২জন ১৯০৲

ভূপেন্দ্রলাল মুখার্জী, লালমোহন সাহা, চণ্ডীপ্রসাদ, দ্বারাণচন্দ্র, অম্বিকাদ সাহা, পূর্ণচন্দ্র বণিক, কুঞ্জবিহারী পোদ্দার, ঈশ্বরচন্দ্র সাহা, রাধাবাণী বণিক্য প্রসন্নকুমার কর্ম্মকার, চিত্তবিনোদ রায়, যতীন্দ্রমোহন সরকার, শরচ্চন্দ্র বসু, ক্ষেত্রনাথ মণ্ডল, শ্রীরামচন্দ্র, দ্বারাণচন্দ্র সাহা, হরি চরণ সাহা দেওয়ানজী, অভয়াচরণ দাস দেওয়ানজী, মনোমোহন সাহা, রামাচরণ গুহ, যতীন্দ্রমোহন ঘোষ, কালিকানন্দ মুখোপাধ্যায়, রজনীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীরাম দাস, কৃষ্ণচন্দ্র খাজাঞ্চি, সতীশচন্দ্র রায়, ধীরেন্দ্রনাথ ভাদুড়ী, রাসবিহারী মোদকের মাতা, সন্ন্যাসীচরণ প্রামাণিক অবিনাশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের স্ত্রী, নবচরি প্রভৃতি ভরি, শচীন্দ্রনাথ ঘোষ, বরদাপ্রসাদ রায়, ললিত রাসাধিকারী, ভাগবাবু, শরৎচন্দ্র বসু, যোগেন্দ্রনাথ সিংহ, হেডমাষ্টার, সব জজ Mr Powell, Mr. Beocrigi, নিলমণি ঘটক, মতিবাবু, মুরারিমোহন সান্যাল, জির্ডেরা কাথা, লাহারামজী, মাধবজি খাটা, সতীশচন্দ্র সরকার, যোগেশচন্দ্র মজুমদারের শ্বশুর, কামদেব প্রভু, Mr. Staphor, নিবারণচন্দ্র ঘোষ, সতীন বাবু, পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, হরতারণ মুখোপাধ্যায়, প্রহ্লাদচন্দ্র সমাদ্দার, গিরিনাথ পালিত, সনৎকুমার গুহ ঠাকুরতা, চারুচন্দ্র সেন মহাশয়ের স্ত্রী, নবেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ডি, এল, পি, উপেন্দ্রমোহন সাহা, ডাঃ যোগেন্দ্রনাথ গুহ ঠাকুরতা, গোধাতকন্ত বিষ্ণুরাম, মহীতকন্ত কিশোনিরাম, গঙ্গাচরণ কুণ্ডু, বিশ্বেশ্বর সাহা, কুঞ্জবিহারী পাল, হরনাথ আশুতোষ কুণ্ডু ও নগেন্দ্রনাথ মন্ত্রী, বঙ্কবিহারি অধিকারী (খুলনা) গিরিশচন্দ্র অধিকারী বরেরাজিতপুর মেদিনীপুর, শরৎকুমারী দাসী বশোর, রায় সাহাদুর ঈশানেন্দ্র সেন, ঝিনকড়ি দাসী, ফণীন্দ্রনাথ গুহ, যতীন্দ্রনাথ দাসের মাতা, রাসবিহারী দত্ত, নবদ্বীপচন্দ্র দাস, গৌরাঙ্গিনী দাসী, অকলোমের সরকারের মাতা, মৃণালিনী দাসী, ভোলানাথ ঘোষ, কামিনীদাসী, শ্রশীদাসী, প্রমীলাদাসী, অম্বালিকা দাসী, মন্দাকিনী রমানাথ অসোমে মাতা, বিরাজমোহন দেব ভরি বৈষ্ণবী (কমলাপুর), কুঞ্জবিহারী হাজরা, রাধাবল্লভ সাহা, তারকচন্দ্র সাহার মাতা, সরোজিনী দেবী, নিতাই সেবক সাহা, কুদিরাম সমাদ্দার, গোপালচন্দ্র সামন্ত, কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী, যশোদানন্দন।

১৷৹ হিসাবে ২ জন। ৩৲

সুন্দরীদাসী, চারুপ্রসাদ।

১৲ হিসাবে ২৯৭ জন ২৯৭৲

কামতাচরণ গুহ, জিতেন্দ্রনাথ সামন্ত, হেমচন্দ্র ভৌমিক, গিরিজাপ্রসাদ রায়, শরচ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ভোমনচন্দ্র সাহা, হরিপদ স্বর্ণকার, হৃষীকেশ কবিরাজ, সত্যদাস চক্রবর্ত্তী, শশিভূষণ দত্ত, বহুবল্লভ দাস, পূর্ণচন্দ্র স্বর্ণকার, অক্ষয় কুমার মিত্র, জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ, রেবতীমোহন কুঞ্জমোহন সাহা, বীরচন্দ্র সাহা, ঈশ্বরচন্দ্র সাহা, ব্রজনন্দন পোদ্দার, গোবিন্দ চন্দ্র; রাইমোহন বসাক, উমেশচন্দ্র দাস, মধুরচন্দ্র

সাহা, গোপীচরণ সাহা, কালীচরণ অখিলচন্দ্র সাহা, পূর্ণচন্দ্র সাহা, শান্তনীল দত্ত, চন্দ্র দাস, বরদাকান্ত ঠাকুর, তুলসীচরণ পাল, সূর্য্যকুমার নন্দী, অম্বিকাচরণ সেন, বনমালীলাল বিশ্বাস, সন্তোষকুমার প্রাণধনাথ নন্দী, বিশ্বাস চন্দ্র ঘটক, নৃসিংহপ্রসাদ দাস, রাধিকাপ্রসাদ মল্লিক, গৌরসুন্দর রায়, গৌরচন্দ্র সাহা, হরিকিশোর সাহা, প্রাণ গোপাল সাহা, বৈকুণ্ঠচন্দ্র সাহা, কুঞ্জবিহারী দাস, দীনবন্ধু সাহা, রাধিকানাথ পাল, শশীমোহন তুলাল, নবীনচন্দ্র পাল, প্রসন্নকুমার দাস, প্রসন্নকুমার দে, বৈকুণ্ঠচন্দ্র গোপ, নেপালচন্দ্র গোপ, যামিনীকান্ত পাল, নন্দকুমার দেবনাথ, চিন্তাহরণ তালুকদার, পাচকড়ি পাল, ভুবনমোহন পোদ্দার যামিনীমোহন সাহা, অভয়চরণ কুণ্ডু, গুরেন্দ্রনাথ পাল চৌধুরী, কুঞ্জবিহারী বসু, তামাকের দোকান (ভোলা) মহেন্দ্রচন্দ্র কর্ম্মকার, রাধিকামোহন কর্ম্মকার, মধুসূদন দৈবনাথ, রজনীকান্ত দাস, গোপীনাথ কুণ্ডু, অনন্তবিহারী শ্যামসুন্দর সাহা, জগবন্ধু রাধাগোবিন্দ সাহা, কৈলাসচন্দ্র সাহা, হরিভূষণ দে, পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়, রায় বনমালি লাল হাটী বাহাদুর, বিহারীলাল সাহা, হরিদাস সু, সুরেন্দ্র চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কার্ত্তিকচন্দ্র ঘোষ, মন্মথনাথ দাস, মহাবীর রায়, গৌরহরি দাস, রবিলোচন হালদার, বসন্ত কুমার পাঁ, শিশিরভূষণ মিত্র, রসিকলাল পাল, কালিকুমার গোপালচন্দ্র সাহা, গোলকচন্দ্র গঙ্গারাম পাল, সি, এন, মেথা এণ্ড কোং, গোপীনাথ, মদনমোহন, রাধিকামোহন সাহা, সত্যচরণ রাধাচরণ দাস, বৃন্দাবন, ব্রজকিশোর, জগবন্ধু রায়, কৃষ্ণমোহন, রাধামোহন সরকার, চন্দ্রকুমার অধিকারী, গোপীমোহন সাহা, লক্ষ্মীকান্ত রাইমোহন সাহা খোলালচন্দ্র দাস, ষষ্ঠীচরণ কুণ্ডু, তারাপ্রসাদ, কৃষ্ণপ্রসাদ শুকচাঁদ সাহা, দুর্গাচরণ সাহা, হরিশ্চন্দ্র, রামকানাই ভূয়া, যোগেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, চিন্তাহরণ মুখোপাধ্যায়, নবীন চন্দ্র দাস গুপ্ত, হেমচন্দ্র রায়, প্যারীমোহন কর্ম্মকার, ব্রজেশ্বর পোদ্দার, অখিলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, অক্ষয়কুমার কুশারী, ব্রজেশ্বর রায়, বিপিনবিহারী কুশারী, গুরুনাথ চক্রবর্ত্তী যতীন্দ্রভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, গুরুপ্রসন্ন গুপ্ত, ভগবতীচরণ চট্টোপাধ্যায়, বরদাকান্ত চক্রবর্ত্তী, সতীশচন্দ্র সেন গুপ্ত, দক্ষিণারঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্যামাচরণ চক্রবর্ত্তী ভুবনমোহন দাস সরকার, মনমোহন দে, বসন্তকুমার দাস গুপ্ত, হরিমোহন বিশ্বাস, সতীশচন্দ্র সেন, বিনোদবিহারী রায়, ত্রৈলোক্যনাথ ঘোষ, আশুতোষ ঘোষ, অমূল্যভূষণ ভট্টাচার্য্য দক্ষিণাকুমার চৌধুরী, শশীভূষণ রায়, বিশ্বনাথ দাস, গণপতি বন্দ্যোপাধ্যায়, সতীশচন্দ্র বসু, যোগেশচন্দ্র দাস বক্সী, সনৎকুমার সেন গুপ্ত; যোগেন্দ্রনাথ দে ও নগেন্দ্রনাথ বসু, বিনোদবিহারী ঘোষ, রায় সত্যেন্দ্রনাথ রায় বাহাদুর, কৈলাসচন্দ্র দাস গুপ্ত, ডাঃ যোগেশচন্দ্র আইচ মহাশয়ের স্ত্রী, হরিপদ মুখোপাধ্যায়, বিশ্বেশ্বর দাস, মধুরানাথ দাস, দীরেন্দ্রনাথ ঘোষ, জনৈক ভক্ত, যামিনীকুমার দাস গুপ্ত, নিশিকান্ত পাকুলী, কানাইবাসী সাহা, কালিকান্ত মিত্র, শিবরতন মিহির, ডাঃ মেঘেনবাবুর শ্বশুর বিশ্বেশ্বর, পোদ্দার, শিবুর পোদ্দার, ললিতমোহন পাল, নগেন্দ্রলাল পাল, গোপালচন্দ্র গুহ, অন্নদাচরণ সরকার, হেমন্তকুমার ভট্টাচার্য্য, কেদারনাথ ভট্টাচার্য্য, মঃ ফিলগ্রাফী, হরিপদ মজুমদার, কুইলাল মুখার্জ্জি, মি বুক, মল্লিক সৌরেন্দ্রনাথ রায়, জ্ঞানেন্দ্রনাথ মিত্র, আন্তি বাবু, নিশিকান্ত মৌলিক, সতীশচন্দ্র দাস, মাওহি সেখা, উকিল রামলাল বাবুর জামাই, প্রবোধচন্দ্র ব্যানার্জ্জি, যতীন্দ্রনাথ মল্লিক, ক্ষেত্রমোহন সেন গুপ্ত, অম্বিকাচরণ মল্লিক, হেমচন্দ্র চৌধুরী, কালীপদ কর্ম্মকার, জগৎচন্দ্র সরকার, সচ্চিদানন্দ হাজরা, পঞ্চানন সাহা, শশীভূষণ ঘোষ, বিষ্ণুচরণ মুখার্জ্জি, আশুতোষ রায়, অমৃতলাল সরকার, ধীরেন্দ্রকুমার অধিকারী, ক্ষেত্রপদ চট্টোপাধ্যায়, মঃ হাবীর আমান, কালীনাথ রায়, কুমুদবন্ধু দাস, নিশিকান্ত দাস, বসন্তকুমার দাস, ভুবনমোহন সরখেল, সতীশচন্দ্র দাস গুপ্ত, মহেন্দ্রনাথ সাহার মাতা, সত্যবতী দাসী, প্রমদাসুন্দরী দাসী, মোক্ষদাসুন্দরী দাসী, রাধানাথ রায়াধিকারী, গোলাপসুন্দরী রায়, পুলিনবিহারী পোদ্দারের মাতা, সতীশচন্দ্র পোদ্দারের মাতা, রাধাসুন্দরী দাসী, নরোত্তম সন্ন্যাসী, শ্রীহরিদাসুন্দরী দাসী, গদাধর সাহার গিন্নি, মধুরা নাথ দাস অধিকারীর মাতা, বরদা দাসী, বিনোদবিহারী রায়াধিকারী, প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়, সতীশচন্দ্র আশ,

বিহারীলাল পাল, মহেন্দ্রলাল সেন, নিত্যানন্দ সিংহ, ৺৺৺ উদ্বৃত্ত ব্রহ্মাধিকরণ ১২৫৷৹

শ্রীপচন্দ্র দাস, শ্রীযুত দত্ত, জি, এইচ মিত্র, অজ্ঞাতনামা, ধীরেন্দ্রনাথ মিত্র, সুধাংশুচন্দ্র ঘোষ, অজ্ঞাত নামা, সহদেব মণ্ডল, বাসন্তিলতা ঘোষ, দাঁইহিয়ার হৈমন মাষ্টারের গুষ্টি, দীনবন্ধু মুখার্জ্জি, দক্ষিণারঞ্জন ভট্টাচার্য্য, বিনোদ বিহারী ঘোষ, নগেন্দ্রনাথ সরকার, উমেশচন্দ্র সেন, চুণীবালের মাতা, মন্দাকিনীর দিদিমা, কেদার রায়ের গুষ্টি, উত্তমা দাসী, অমৃতরায় মাতা, বিপিনপোদ্দার গুষ্টি, দীনবন্ধু প্রামাণিক, চন্দ্রকান্ত সাহা, অমরচন্দ্র সাহা, রসিকলাল চক্রবর্ত্তী ত্রিলোচন সাহা, পূর্ণচন্দ্র সাধু খাঁ, ভাগ্যমন্ত সাহা, পঞ্চানন সাহা, বঙ্কবিহারী সাহা, অশ্বিনীকুমার সাহা, মকরন্দ সাহা, শশীভূষণ সাহা, কার্ত্তিকচন্দ্র রায়, হরিকানাথ কাপুড়িয়া, তারকনাথ গুড়ি, রসিকলাল সাহা, কুঞ্জবিহারী সাহা তারাচাঁদ সাহা, বসন্তকুমার সাহা, রাজমোহন সাহা, নিবারণচন্দ্র সাহা, অমৃতলাল সাহা, ভাগ্যধর মণ্ডল, কানাই লাল রায়, রসিকলাল রায়ের মাতা, জগৎচন্দ্র রায়, নগর বাসী সোদার, ইন্দ্রভূষণ রায়, অমূল্যকুমার চট্টোপাধ্যায়, সীতানাথ রায়, কুঞ্জবিহারী রায়, সনাতন ব্রহ্মচারী গণপৎ সাগর মল, মুক্তেশ্বর বালা নিবাসী খুলনা, যোগেন্দ্রনাথ সরকার বনগ্রাম স্কুল, হরোমাসুন্দরী দাসী শ্রীপুর, আনন্দচন্দ্র কবিরাজ নিবাসী, হরিচরণ সাহা, নিবাসী বাজার, হাজারি লাল ঘোষ ঐ পঞ্চানন অধিকারী ঐ শ্রীধান দাস ঐ রামদাস অধিকারী ঐ পুলিনবিহারী দাস ভরিদাসকাটী, প্রভাসচন্দ্র দাস অধিকারী কৃষ্ণনগর খুলনা তারিণীচরণ সাহা খুলনা কালীশ্বর রায় বনগ্রামস্কুল, বিনোদবিহারী বিশ্বাস ঐ স্কুল নিশিকান্ত অধিকারী নিবাসী ঐ মাঝী, গদাধর বিশ্বাস, শ্রীনাথপ্রভুর মাতা, নিত্যদাসী, শ্যামাসুন্দরী দাসী, ক্ষীরদা দাসী, মৃগনয়না দাসী, প্রমোদিনী দাসী, সুধেবী দাসী, রাধা দাসী, যমুনা মজুমদার, দেবা, রাজেন্দ্র মিত্রের মাতা, অঘোরকামিনী দেবী বৈদ্যনাথ মিত্র, অদ্বৈত মিত্র, হিনকড়ি চট্টোপাধ্যায়।

● একুন ...	২৩৩৩৷৵১৫
খুচরা	১১৫৷৹
সর্ব্বসমেত	২৭৮০৷১৫

মোট	২৯০৫৷৵১৫
চাউল	২৩৯৷৫
আলু	৩৬/২৷
কলাই	৪৷৹

খরচ।

ডাল	১৮৪৵১০
তৈলাদি	৯৫৮৷১০
লবণ	৩৪৷/০
বাজার ভারকারী ইত্যাদি	৪৫৩৸০
ময়দা ইত্যাদি	১০৪৷ ০
চিনি গুড় মিষ্টান্ন	২৬১৸/১০
ঘৃত	২১০৷/
চিড়া	২৮[illegible]৷০
দধি	১১৪৷/০
বাসন	৮০৵৫
কাষ্ঠ	৮৭/০
আলোক	১০২৷৵০
মৃদঙ্গ করতাল	৫৬৵০
নিশান	১৩৵০
পাতা	৫৭৸১০
গ্রন্থ বিজ্ঞাপন ছাপাই	১০২৷/০
অস্থায়ী মেরামতাদি	২২৯৲
পাথেয়	৩৪১৸৷১০
ডাক খরচ	৩৯৸৷১০
বিবিধ	১৫৭৷৵৫
	২৯০৫৷৵১০

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ।

গৌড়ীয়

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত-মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের নিত্য-সেবাশ্রম শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠ কর্ত্তৃক প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১ তারিখে প্রকাশিত।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ৯ই ফাল্গুন শনিবার ১০৩১, ২১শে ফেব্রুয়ারী ১৯২৫

৭ম বর্ষ ২৭শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ।

পরিক্রমা কে না করিয়াছে! আমরা যে অবস্থায় থাকি না কেন আমাদিগকে পরিক্রমা করিতেই হইতেছে। পরিক্রমাই জীবের গতি। নিত্যমুক্ত পার্ষদগণ অনন্তকাল শ্রীকৃষ্ণপাদারবিন্দের অধ্যাসিতস্থলে সমস্বরূপ পরিক্রমা করিতেছেন, তাহার আর বিরাম নাই, তাঁহারা অনিমেষ চরণসীধু পান করিয়াও বিরত হ'ন না। তাঁহারা ঐশ্বর্য্যের জন্য প্রপঞ্চে আসিলেও সেই হরিপদকমলের পার্শ্বেই তাঁহাদের পরিক্রমা অব্যাহত থাকে।

সেই দীনদয়াল পার্ষদ ভক্তরাজগণ ভিন্ন ভিন্ন যুগে প্রভু-সেবনায় এখানে উদিত হইয়া জগতের জীবকে তাঁহাদের পরিত্যক্ত ভগবৎপাদপদ্মমধুর সন্ধান দিয়া পরিক্রমায় প্রণোদিত করিয়া থাকেন। আমরা তাঁহাদেরই একজন আমাদের মধ্যে বর্ত্তমান, তিনি সর্ব্বদা আমাদিগকে সতর্ক করিয়া ক্ষুদ্র লোভ বর্জ্জনপূর্ব্বক হরিচরণপদ্মজের ক্ষৌদ্র (মধু) লোভে নিত্য শুদ্ধ দেখিতে চাহিতেছেন।

কিন্তু দুর্ভাগা আমরা, মায়ার নফর অধম, কৃষ্ণবিদ্বেষমন্ত্রচালনেচ্ছু মধুপগণের আশেপাশে বিষুখ আমরা, বন্ধতার গৌরবে স্ফীত আমরা—আমরা কি করিতেছি? আমরা আমাদের যে পরিক্রমা চালাইতেছে, তাহা ছাড়িতে প্রস্তুত নহি। মায়া যে থানি (মেষশাবক) পাতিয়া আছেন তাহার চতুর্দ্দিকে নাকে দেওয়া বলদের মত সমস্বরূপ ঘুরিতেছি, সমস্বরূপ পরিক্রমা করিতেছি। "নিরন্তর ঘুরে বদ্ধজীব" আমরা নফরের স্বারূপ ভোগের খোঁয়া (মেধ) গৃহকে কেন্দ্র করিয়া তাহাকে নিরন্তর পরিবেষ্টন করিতেছি।

পরমদয়াল, আমাদের দুঃখে দুঃখনাশক, আমাদের উদ্ধার জন্য আগত সাধুদের কাছে ও সাধু আহ্বানে কর্ণপাত করিবার পর্য্যন্ত আবশ্যক পাইতেছি না। সংসারক্লেশের চারিদিকে পরিক্রমার মত আমরা আমাদের কর্ণদ্বয়ের দ্বার বন্ধ করিয়াই আছি, শুনিতে চাহিতেছি না। কেহ বা শুনিয়াও শুনিতেছিনা। শূকর (বিষ্ঠা) ভোজনে প্রবৃত্ত শূকরকে কি কেহ নিবৃত্ত করিয়া টানিয়া রাখিতে পারে?

আজ রবিবের গৌরমণ্ডল পরিক্রমায় ভক্তশ্রেষ্ঠ আচার্য্যদিকে আহ্বান করিতেছেন। হায় দুর্ভাগা আমাদের! ভাই, বন্ধু, উঠুন, আমরা সকলে আসিয়া ঠাকুরের অনুগমন করি। পার্ষদরাজগণের প্রকট বিহার ভূমি ভক্তসমূহসঙ্গে সন্ধান করিয়া প্রাণে গুরুপ্রেমের উদ্দীপনা জাগাইয়া তুলি। ভাই, স্মরণ রাখিবেন, সুদিন সেলে আর নাও আসিতে পারে।

আগামী ১৬ই ফাল্গুন হইতে শ্রীনবদ্বীপ ধাম পরিক্রমার কথা হইয়া আছে,' অন্ততঃ তাহাতেও যোগ দিয়া যেন ভক্তানুগামী সুকৃতি সঞ্চয় করা আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য আমরা এ কথা না ভুলি। পরিক্রমা তালিকা আমাদের পত্রে প্রকাশ হইয়াছে।

আচার্য্যানুগমনে

(গৌরমণ্ডল-পরিক্রমা ডায়েরী)

চতুর্থ দিবস।

১৪শে মাঘ, ১লা ফেব্রুয়ারী, রবিবার।

প্রাতঃকালে ভক্তগণ চাতরা গ্রামে ও শ্রীরামপুরে দ্বারে দ্বারে গমনপূর্ব্বক সংকীর্ত্তন মুখে হরিকথা কীর্ত্তন করেন। শ্রীল পরমহংস ঠাকুরের সহিত শ্রীরামপুরের অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সাক্ষাৎ করিতে আসিলে শ্রীল ঠাকুর তাঁহাদের নিকট অনেক হরিকথা উপদেশ করিলেন। ভক্তগণ দ্বিপ্রহরে মহাপ্রসাদ সম্মান করিয়া চাতরা হইতে শ্রীরামপুর ষ্টেশনে আসিলেন এবং বেলা ২৯ ঘটিকার ট্রেণে ৪৩না ৩টার সময় ব্যাণ্ডেল জংসনে আসিয়া পৌঁছিলেন। সকলেই ব্যাণ্ডেল হইতে ৪টার ট্রেণে হুগলী ঘাট হইয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে গরিফা ষ্টেশনে পৌঁছিলেন। গরিফা ষ্টেশন হইতে কুমারহট্ট প্রায় তিন মাইল পথ হইবে। ভক্তগণ কীর্ত্তন করিতে করিতে সন্ধ্যা ৭৯ ঘটিকার সময় শ্রীপাদ ঈশ্বর পুরীর শ্রীপাটে আসিলেন। কুমারহট্ট গ্রাম চব্বিশ পরগণা জেলার অন্তর্গত বারাকপুর মহকুমার এক বিশিষ্ট গ্রাম। এই গ্রামে এককালে প্রায় সার্দ্ধসহস্র ব্রাহ্মণের বাস ছিল, এখনও এই গ্রামে আটশত ঘর ব্রাহ্মণের বাস। কেহ কেহ বলেন যে, এইস্থানে কুমার (কুম্ভকার) গণের বাস ছিল, তাহা হইতে এইস্থানের নাম 'কুমারহট্ট' হইয়াছে। এখানে 'পঞ্চরত্ন মন্দির' প্রভৃতি যে কয়েকটী সুন্দর টালি-নির্ম্মিত প্রাচীন মন্দির (পলাশী যুদ্ধের সমসাময়িক) আছে এবং মন্দিরের গায়ে খোদিত যে সকল কারুকার্য্য আছে তাহা অতি মনোহর। ইহা দেখিয়া স্বতঃই অনুমিত হয় যে একদা এইস্থানে বহু পারদর্শী কুম্ভকারের বাস ছিল। কাহার মতে এইস্থানের পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকট রাজকুমারগণ অধ্যয়ন করিতেন বলিয়া এই স্থানের নাম 'কুমারহট্ট' হইয়াছে।

কুমারহট্টের বর্ত্তমান নাম—হালিসহর। ১৬০০ খৃষ্টাব্দ হইতে কুমারহট্টের অদূর পার্শ্বে পর্ত্তুগীজ, ডচ্, ইংরেজগণ বাণিজ্যের জন্য কুঠী নির্ম্মাণ করিতে থাকেন, সেই সময় হইতে বহু লোক কুমারহট্টে বাগানবাড়ী ও বহু ব্রাহ্মণ গঙ্গা বাস ও চাকুরীর সুবিধায় জন্য ঐ স্থানে গৃহ নির্ম্মাণ করেন, তাহা হইতেই কুমার হট্টের নাম হাবেলী সহর (city of palaces) হয়। বড় বড় দালানকে পার্সি ভাষায় 'হাবেলী' বলে। হাবেলী সহরের অপভ্রংশই 'হালিসহর'। তখন হইতে 'কুমারহট্ট' এই নামটী ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছে। জমিদারী সেরেস্তার রেকর্ডে এক পরগণার নাম—'হাবেলী সহর' দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীরামপুর নিবাসী রাজা কিশোরীলাল গোস্বামী প্রভৃতি হালিসহর পরগণার জমিদার। হালিসহর বা কুমারহট্ট গঙ্গার পূর্ব্বপারে অবস্থিত।

কুমারহট্ট শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর প্রকট ভূমি। শ্রীবৈষ্ণবগণ সংকীর্ত্তন করিতে করিতে রাত্রি ৭৯ ঘটিকার সময় শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর স্থানে আসিয়া পৌঁছিলেন। চৈতন্য ভিটার দাস পক্ষিমে শ্রীঈশ্বর পুরীর স্থানে যাইবার পথে শ্রীবাসের বাসস্থান বলিয়া একটী ভিটা নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। স্থানটী বৃক্ষলতায় বেষ্টিত।

শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন কুমারহট্টে শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর

অন্তর্ধান দর্শন করিতে আগমন করেন, তখন তিনি জীবকুলকে শ্রীগুরুভক্তি শিক্ষা দিবার জন্য—

"সেই স্থানের মৃত্তিকা আপনে প্রভু তুলি।
লইলেন বহির্বাসে বান্ধি এক ঝুলি।"

চৈঃ ভা

এই লীলা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। সেই সময় হইতে যত ভক্ত ঈশ্বরপুরীর স্থান দর্শন করিতে আসিলেন সকলেই সেই স্থানের মৃত্তিকা লইয়া যাইতেন। সুতরাং কালে ঐ স্থানে একটী ডোবার মত হইয়া পড়িয়াছে। এই ডোবাটীই এখন "চৈতন্য ডোবা" নামে প্রসিদ্ধ, কুমারহট্টে এইরূপ কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। শ্রীযুক্ত সদানন্দ ভট্টাচার্য্য নামক জনৈক স্থানীয় ব্যক্তি এখন উক্ত চৈতন্য ডোবার স্বত্বাধিকারী। চৈতন্য ডোবার উত্তরে 'চৈতন্য ভিটা' নামক স্থান। প্রবাদ যে, ঐ চৈতন্য ভিটার দাবায় ঘর বাঁধিয়া বাস করিবার প্রয়াস করিয়াছে এবং চৈতন্য ডোবার জল যারা অমেধ্য বাসন ও তাহাতে পুরীর মৃত্তিকা পরিত্যাগ করিয়াছে তাহারা সবংশে নির্ব্বংশ হইয়াছে। চৈতন্য ভিটার উত্তরে 'মঠপুকুর' বলিয়া একটী বৃহৎকায় পুকুর রহিয়াছে। চৈতন্য ডোবার নিকটস্থ অন্যান্য পুকুরগুলি শীতকালে সম্পূর্ণ জলবিহীন হইয়া পড়িলেও চৈতন্য ডোবার জল কদাপি সম্পূর্ণভাবে শুষ্ক হয় না। এই স্থানে প্রতি বৎসর ফাল্গুনী পূর্ণিমার পরের রবিবারে মেলা মহোৎসব হইয়া থাকে।

শ্রীযুক্ত সদানন্দ ভট্টাচার্য্য ওরফে পাহুঠাকুর ১৩৩০ সালে চৈতন্যডোবার বরাবর একটী খড়ের ঘরে (কয়েকটী কল্পিত শ্রীমূর্ত্তি (?) প্রস্তুত করিয়া সাজাইয়া রাখিয়াছেন। ঈশ্বরপুরীর গৃহস্থবেশে (সাদা ধুতি চাদর পরা) বৃদ্ধ বয়সের চেহারার একটী মূর্ত্তি বর্ত্তমান। তৎসম্মুখেই শ্রীমন্মহাপ্রভু কাতরভাবে কৃপাভিক্ষা করিতেছেন—এইরূপ একটী মূর্ত্তি। পশ্চাতে গৌরনিত্যানন্দের শ্রীমূর্ত্তি ও শ্রীরাধাগোবিন্দের মূর্ত্তি। বেদীর নীচে "(ভজ) গৌর নিতাই রাধে শ্যাম। মুখে কৃষ্ণ হরে রাম"—এই তত্ত্ববিরোধপূর্ণ (নব) ছড়া লেখা রহিয়াছে। তৎসম্মুখেই কপাকৃতি বেলপাতা ও মকরধ্বজ। গুলিলাম বিষপত্র ও মকরধ্বজ দ্বারা এখানে পূজা হয়। এইরূপ তত্ত্ববিরোধপূর্ণ শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমূর্ত্তি (?) নব্য ছড়া ও পূজার বিধি দেখিয়া শ্রীল পরমহংসঠাকুর অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন। শুনা গেল, বৈষ্ণবাপসম্প্রদায়ী কয়েকজন বৈষ্ণবক্রব ঐস্থানে আসিয়াছেন—কিন্তু তাঁহাদের বৈষ্ণবতত্ত্বে অনভিজ্ঞতানিবন্ধন বা অপরাধপ্রযুক্ত কেহই ঐ সকল দেখিয়া শুনিয়াও কোনও প্রতিবাদ করেন নাই।

শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে কুমারহট্টবিষয়ে স্থানোপযোগী কিয়দংশ পাঠ হইলে শ্রীল পরমহংসঠাকুর বলিতে লাগিলেন—আমরা আজ শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর স্থান দর্শন করিবার জন্য আগমন করিয়াছি। শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী শ্রীগৌরসুন্দরের পাঠ্যাবস্থার দীক্ষাগুরু নহেন। শ্রীগৌরসুন্দরের গৃহস্থজীবনের ঐতিহ্য আলোচনা করিলে দেখিতে পাই যে শ্রীগৌরসুন্দর ঈশ্বরপুরীর পাণ্ডিত্যদোষ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। শ্রীগৌরসুন্দর গয়া হইতে আগমনের পূর্ব্বে আমাদিগের নিকট ভক্তিপ্রচারকের লীলা অনুষ্ঠানচ্ছলে রেখান নাই। গুরুদুর নিরীশ্বর কর্ম্মকাণ্ডের কারণও মতে বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডের প্রধান বিগ্রহ। বেদশাস্ত্রের অনুকূল কর্ম্মকাণ্ডই—'কর্ম্মবাদ' নামে পরিচিত আর বেদশাস্ত্রের বিরুদ্ধ কর্ম্মকাণ্ড 'বৌদ্ধবাদ' নামে জগতে প্রচার লাভ করিয়াছে। 'অজ্ঞান কর্ম্মসঙ্গিগণের 'বুদ্ধিভেদ' না জন্মাইয়া তাহাদের কুত্রাধিকারগত অপেক্ষাকৃত সত্যতত্ত্বে আবর্ত্তন করিবার জন্য শ্রীগৌরসুন্দর যত্নবান্ হইয়াছিলেন। আবার তথায় কর্ম্মকাণ্ডের অকর্ম্মণ্যতা, মায়াসঙ্গের প্রতিষ্ঠ ও চরমপ্রয়োজনত্ব প্রদর্শন করিয়া ধন, বিদ্যা, কুল ও শ্রী সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া আত্মেন্দ্রিয়তর্পণ ও শ্রৌতপন্থার আদর ও মর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্য নিজ-লীলাভিনয় করিয়াছিলেন। যখন জীব যাবতীয় অভিমান পরিত্যাগ করেন, জড় পাণ্ডিত্যপ্রতিষ্ঠা যখন 'কুক্কুটের ভাত' দুর্গন্ধ ও ঘৃণ্য বোধ হয়, তখনই তিনি শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয়ের যোগ্য হন। শ্রীমন্মহাপ্রভুকে শ্রীঈশ্বরপুরীর শিষ্য বলিলে ইতিহাসের কথা হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে তত্ত্ববিরোধ হইয়া পড়ে। শ্রীচৈতন্যের পাঠ্যাবস্থার নিত্যসিদ্ধ অচ্যুতানন্দ এই কথা জগজ্জীবকে জানাইয়া

যেন—"চৌদ্দভুবনের গুরু চৈতন্য গোসাঞি।
তাঁর গুরু অন্য—এই কোন শাস্ত্রে নাই।"
—চৈঃ চঃ আদি ১২।১৬

শ্রীগৌরসুন্দর অদ্বিতীয় নন্দনন্দন। ঈশ্বরপুরী কৃষ্ণের সেবক, তিনি বহু ভাগ্যফলে গুরুরূপে শ্রীগৌরসুন্দরের সেবা লাভ করিয়াছিলেন। যদি ভগবানের গুরু হইলেই আপেক্ষিক ক্রম হিসাবে বড় হইতে পারা যায় তাহা হইলে নন্দ, যশোদা কৃষ্ণ হইতে বড় হইতেন, নন্দ হইতে পর্জন্য গোপ আরও একটু বড় হইতেন।

আজ এখানে আসিয়া এইরূপ তত্ত্ববিরোধী ব্যাপার দেখিয়া বড়ই ব্যথিত হইলাম। বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত অবগত আছেন বা বৈষ্ণবতা একটু আছে—এমন একজনও কি আধুনিক সময়ে এইস্থানে আসেন নাই? শ্রীচৈতন্যমঠে অপরাধযুক্ত বিচার হইতেই এইরূপ তত্ত্ববিরোধী কার্য্যের প্রচার হয়। হায়! হায়!! পাঁচছয়ের শিক্ষা আমাদিগকে যে উপদেশ দিয়াছেন, তাহা পর্য্যন্ত আমাদের গ্রহণ করিবার যোগ্যতা হয় নাই। শ্রীঈশ্বরপুরীপাদ ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেবের অনুগত দাস। শ্রীল রূপগোস্বামীপ্রভু স্বনিষ্ঠার আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন—
"শচীসুনুং নদীশ্বরসুতপতিং গুরুবরং দ্বিজপ্রেষ্ঠং স্মর। শচীনন্দন শ্রীগৌরহরি—সাক্ষাৎ নন্দনন্দন, গুরুদেব শ্রীভগবানের অত্যন্ত অনুগত দাস। অতএব শ্রীপাদপুরী গোস্বামী একজন চৈতন্যদাস—গুরুরূপে চৈতন্য-সেবক।

শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী অধিককাল লোকচক্ষুতে প্রকটিত ছিলেন না। সুতরাং তাঁহার বৃদ্ধাবস্থার শ্রীমূর্ত্তি হইতে পারে না।

দ্বিতীয়তঃ শ্রীপাদপুরী গোস্বামী বাল্যলীলাস্থলে একজন একবস্তিসন্ন্যাসী। শ্রীঈশ্বরপুরী হইতে শ্রীগৌরসুন্দরের যাকাটোলাস্থিত পুরীপাদের সন্ন্যাসগ্রহণের পরবর্ত্তী সময়ের কথা, অতএব শ্রীঈশ্বরপুরীর গৃহস্থবেশে মূর্ত্তিচারের পাষাণের শ্রীমূর্ত্তি ও শ্রীনবদ্বীপে গৌরসুন্দরের দীক্ষা প্রার্থনা এইরূপ ভাবের শ্রীমূর্ত্তি (?) তত্ত্বগত বিচার ছাড়িয়া ঐতিহাসিক বিচার করিয়া পরিবেশনা করিলেও পারিপাট্যের পরিচয় পাওয়া যায় না। বৈষ্ণবাপরাধ মূলে মায়াবাদ-ও কর্ম্মবাদ স্পৃহা প্রবল হইলেই জীব এই সকল তত্ত্ব-বিরোধী কার্য্য করিয়া থাকেন। খড়দহে শ্রীরামকৃষ্ণ ষষ্ঠীবাসের সময় শ্রীশ্যামসুন্দরের সমসিংহাসনে শিবমূর্ত্তি-সুজলীতে স্থাপন ঐরূপ বৈষ্ণববিরোধী বিচারমূলেই উদিত হইয়াছে।

শ্রীগৌরসুন্দরের আদেশ ও আচরণ হইতে আমরা দেখিতে পাই—

'নিরপেক্ষ না হৈলে ধর্ম্মরক্ষণ না হয়। মায়াবাদ, কর্ম্মবাদ, নির্ব্বিশেষজ্ঞানবাদ, চিদ্বিলাসবদ্ধত্ববাদ, প্রাকৃত সহজিয়াবাদ প্রভৃতি ভগবদ্ বিরোধী মতের অপেক্ষাযুক্ত হওয়াতেই বর্ত্তমানে শুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্ম আচ্ছাদিত হইয়া পড়িয়াছিল।

১৮৯৬ সালে যখন শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর জিয়াগঞ্জে বৈষ্ণব বেষধারী ব্যক্তিগণের নিকট শ্রীচৈতন্যদেব সম্বন্ধে কিছু তথ্য সংগ্রহে মনোযোগী হইয়াছিলেন, তখন কেহ কেহ গৌর ও নিত্যানন্দকে পরস্পর বিরোধের ভাষা, কেহ বা তাঁহাদের সম্বন্ধে কত অদ্ভুত তত্ত্ব বলিতে কুণ্ঠা প্রকাশ করেন নাই।

শ্রীনন্দনন্দন দ্বাপরযুগে নবনাগরেন্দ্র লীলায় অভিনয় করিয়াছিলেন। শ্রীগৌরসুন্দর এই যুগে বিপ্রলম্ভ লীলায় অভিনয় করিয়াছেন—শ্রীকৃষ্ণ গুরুলীলার অভিনয় করেন নাই, গুরু পরম্পরায় গণ্য করেন না। কিন্তু সর্ব্বাশ্রয়াশ্রয় শ্রীকৃষ্ণের লীলা ব্যভিচার নহে, উহা মাত্র প্রাকৃত ও ক্ষুদ্র নায়ক নায়িকার রস নহে। শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র জগতের নায়ক, সমস্ত আশ্রয়গণের পরমবিষয়, একমাত্র অধিতীয় ভোক্তা। শ্রীগৌরসুন্দরের শিক্ষা শুদ্ধ বৈষ্ণবাচার্য্যের আনুগত্য জগতে প্রচারিত হইলে ভারতবর্ষে যাবনীয় মায়াবাদের গৌরব খর্ব্ব হইয়া যাইবে।

তাবদ্ভ্রমকথা বিমুক্তিপদবী তাবন্ন তিক্তীভবেৎ
তাবচ্ছাপি বিশৃঙ্খলত্বমতনৌলোক্যবেদস্থিতিঃ।
তাবজ্জাত্রিদিবং দিবঃ কলকলো নানাবধিত্বন্ন
শ্রীচৈতন্যপদারবিন্দবিমুখা যাবন্নমুগ্নোচরঃ॥

ইহলোকে এই সকল কথা প্রচারিত হইলে যদি ভক্তের অধিবাসিগণের ঐ সকল কথা জীবনে কোনও দিন যোগ্যতা হয়, তবে তাঁহারা আশ্চার্য্যান্বিত হইয়া যাইবেন।

বঙ্গদেশের ঘরে ঘরে শ্রীমহাপ্রভুর নির্মলাভক্তি ও প্রীতির কথা প্রচারিত হইলে বাংলার তথাকথিত ধার্মিক লোক আজ সমাজের লৌহনিগড় হইতে ছুটি পাইবেন।

শ্রীগৌরসুন্দর বলিয়াছেন—

"কিবা মন্ত্র দিলা গোসাঞি কিবা তার বল।
জপিতে জপিতে মন্ত্র করিল পাগল॥
হাসায় নাচায় মোরে করায় ক্রন্দন।
এত শুনি গুরু মোরে বলিলা বচন॥
কৃষ্ণনাম মহামন্ত্রের এই ত' স্বভাব।
যেই জপে তার কৃষ্ণে উপজয়ে ভাব॥
কৃষ্ণবিষয়ক প্রেমা পরম পুরুষার্থ।
যার আগে তৃণ তুল্য চারি পুরুষার্থ॥
পঞ্চম পুরুষার্থ প্রেমানন্দামৃতসিন্ধু।
ব্রহ্মাদি আনন্দ যার নহে এক বিন্দু॥"

—চৈঃ চঃ আদি ৭ম।

কুমারহট্টের গৌরবের কথা একদিন ভারতবর্ষের সর্বত্র প্রচারিত হইত। আমরা শ্রীল পরমহংস ঠাকুরের নিকট এইরূপ বহুবিধ উপদেশবাক্য শ্রবণ করিয়া কৃতার্থ হইলাম। কুমারহট্টে বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির বাস। অনেকেই শ্রীল পরমহংস ঠাকুরের আগমনের কথা শুনিয়া সভায় যোগদান করিয়াছিলেন।

ব্রহ্মচারীর আলাপ।

সে দিন নবদ্বীপ সহরে মহাসমারোহ। মন্দিরের চূড়ায় চূড়ায় নানা রঙের পতাকা সকল বসন্তের মন্দ মধুর মলয়াঘাতে পৎপৎ পটাৎ সুর তুলিয়াছে—প্রতি দেবালয় হইতে মৃদঙ্গধ্বনি উত্থিত হইয়া দিগ্‌বিদিগ মুখরিত করিয়া যাত্রিগণের হৃদয়ে "বসন্ত গান" শ্রবণের এক অভিনব লালসা উদ্দীপিত করিতেছে। বুধিষ্ঠাকুর দৈনন্দিন কার্য্য সমাপনান্তে পশ্চিম গগনের অন্তরালে যাপাইয়া পড়িলে বিহগকুল ভগবানের মহিমা কীর্তন করিতে করিতে বাসাপানে ধাবিত হইল। আর সেই সঙ্গে সঙ্গে দলে দলে নরনারী কদাল-বৃদ্ধ-যুবতী হাসিতে হাসিতে, একে অন্যের অঙ্গে চলিয়া পড়িতে পড়িতে 'নিমাই, সন্ন্যাস' শুনিবার জন্য পিপীলিকা বলের ন্যায় চলিয়াছে। উচ্চ শিক্ষিত একটী যুবকযুবতী তাঁহার বৃদ্ধা জননী সহ চলিয়াছেন,—

পথে দেখা হ'য়ে পড়ল আমার সঙ্গে। হাঁ মশায়! আপনাদের কথাগুলি যেন, একটু extreme (বাড়াবাড়ি) বলে মনে হ'ল। কোথায় বুড়ো মা'কে নিয়ে এলাম এই দূর নবদ্বীপধামে 'হরিনাম' শোনবার জন্য তা বলছেন যে জড়চক্ষে ধাম দর্শন হয় না, জড়েন্দ্রিয় দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের নাম রূপ লীলা কীর্তন দর্শন বা ধারণা করা যায় না ঐ যে কি বলেন "অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেৎ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।" কেবল তাই নয়, অবৈষ্ণবের মুখ থেকে হরিনাম শুনলেও নাকি বিপদ হতে হয়। আর আপনাদের শাস্ত্রানুসারে এও বুঝতে পাচ্ছি যে এখানে শুদ্ধ বৈষ্ণব পাওয়াও দুষ্কর। এখানে ত বেশ বোঝা যাচ্ছে যে প্রতি মন্দিরই professional (ব্যবসাদারি)। তা হ'লে ত——

ও কথা শুনবেন না। শুনবেন না। ওরা সব বৈষ্ণববিদ্বেষী, শাস্ত্রে ও সব কথা নেই, যে কোন ভাবে 'হরি' উচ্চারণ কর্ত্তে পারেই হ'লো—বলিতে বলিতে এক তিলক নাকে, গলায় মালা, লম্বা শিখা সম্বলিত কৌপীনধারী প্রৌঢ় আসিয়া কথা বাধা দিয়া হাঁপাইতে লাগিলেন। তাঁহার ভাবভঙ্গি ও অবস্থা দেখিয়া অতি কষ্টে হাস্যসম্বরণ করিয়া ধীর ভাবে বলিলাম—কেন মশায়, বৈষ্ণববিদ্বেষীটা কোন জায়গায় হলো? আপনি ত বৈষ্ণব (?) আপনার নিশ্চয়ই জানা আছে—

অসাধু সঙ্গে তাই কৃষ্ণ নাম নাহি হয়।
নামাক্ষর বাহিরায় বটে, তবু নাম বস্তু নয়॥
বস্তু নামাভাস হয় সদাই নাম অপরাধ।
এ সব জানিবে ভাই, কৃষ্ণ ভক্তির বাধ॥

প্রৌঢ়—কেন, শাস্ত্রই ত বলে—

এক কৃষ্ণনামে পাপীর যত পাপক্ষয়।
তাহা করে, সেই পাপী করিতে নারয়॥

আমি—হাঁ।, আমার এও সত্য—

কোটী জন্ম করে যদি শ্রবণ কীর্ত্তন।
তথাপি না পায় কৃষ্ণপদে প্রেমধন।

যুবক—আপনাদের ত কথা কাটাকাটি হচ্ছে, এখন বলা ক'রে বলে দিন যে এই "নাম-অপরাধ" "নামাভাস" ইত্যাদির অর্থ কি এবং কি উপায়ে 'নাম' করে হয়।

আমি—নাম-অপরাধ দশবিধ শাস্ত্রে কয়।

সেই অপরাধে তোর বড় হয় ভয়।

তাই শাস্ত্র বলেন—

সতাং নিন্দা নাম্নঃ পরমমপরাধং বিতনুতে।
যতঃ খ্যাতিং যাতং কথমুসহতে তদ্বিগর্হাং।

সাধুনিন্দা বড় অপরাধ। শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশ স্কন্ধে উদ্ধবকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সাধুর লক্ষণ সম্বন্ধে যে বলিয়াছেন, তদনুসারে কনিষ্ঠ, মধ্যম ও উত্তম অধিকারী সাধু বিচার করিতে হইবে, সাধুকে অসাধু ব'লে যেমন নাম অপরাধ, অসাধুকে সাধু বলাও তদনুরূপ। তাই প্রকৃত সাধুকে বুঝিবার নিমিত্ত শাস্ত্র বলেন—

যে বলিবে আমি দীন কৃষ্ণৈকশরণ।
কৃষ্ণনাম বাঁধ মুখে সাধু সেই জন।
তৃণ হইতে দীন বলি আপনাকে জানে।
সহিষ্ণু তরুর প্রায় আপনাকে মানে॥
হেন সাধুমুখে যবে শুনি এক নাম।
বৈষ্ণব বলিয়া তারে করিব প্রণাম।
এ হেন বৈষ্ণব নিন্দা যেই জন করে।
নরকে পড়িবে সেই জন্ম জন্মান্তরে॥

যুবক—আচ্ছা, ঐ যে তিন প্রকারের সাধুর কথা বল্লেন, ওঁদের পরিচয় কি?

উত্তর—যে ব্যক্তি—

শাস্ত্র-সেবাহীন অর্থে, লৌকিক প্রদ্ধায়।
প্রাকৃত বৈষ্ণব [illegible] প্রায়॥

আর যাঁহার—

কৃষ্ণে প্রেম, কৃষ্ণভক্তে মৈত্রী আচরণ।
বালিশেতে কৃপা আর দ্বেষী উপেক্ষণ॥

করিলে মধ্যম তত্ত্ব শুদ্ধভক্ত হন।
কৃষ্ণনামে অধিকার করেন অর্জ্জন॥

আর—

সর্ব্বত্র যাঁহার হয় কৃষ্ণ দরশন।
কৃষ্ণে সকলের স্থিতি কৃষ্ণ প্রাণধন॥
বৈষ্ণবাবৈষ্ণব ভেদ নাহি থাকে যাঁর।
বৈষ্ণব উত্তম তিনি কৃষ্ণনাম সার॥

যুবক—যদি কখনও এমন সাধুচরণে অপরাধ করে' ফেলে, তা হ'লে কি করা?

উত্তর—প্রমাদে হতপি ঘটে সাধুনিন্দাদি।
তবে অনুতাপে ধরি সে সাধুচরণ॥
কাঁদিয়া বলিব প্রভো ক্ষমি' অপরাধ।
এ দুষ্টনিস্তারে কর বৈষ্ণবপ্রসাদ॥

তারপর, দেবান্তরে স্বাতন্ত্র্য জ্ঞান করিলে দ্বিতীয় অপরাধ হয়, যথা—

শিবস্য শ্রীবিষ্ণোর্য ইহ গুণনামাদিসকলং।
ধিয়া ভিন্নং পশ্যেৎ স খলু হরিনামাহিতকরঃ॥

বিষ্ণু একটী ঈশ্বর, শিবাদি দেবতা একটী একটী ঈশ্বর, এরূপ জানলে অনেক ঈশ্বর মানায় অপরাধ হ'য়ে পড়ে। সুতরাং সেই সেই দেবতাকে বিষ্ণুর গুণাবতার বা অধিকৃত দাস ব'লে জানলে বা বিষ্ণুনির্ম্মাল্য দ্বারা পূজা করলে অপরাধ হয় না। অন্য কোন দেবতা বিষ্ণুশক্তি হইতে পৃথক্ শক্তিসিদ্ধ নন। বিষ্ণুতত্ত্বে ভেদজ্ঞানই দোষ। শিবাদি দেবতা বিষ্ণু হইতে স্বতন্ত্র জানলে ভেদজ্ঞান উদয় হয়। তাই কৃষ্ণভক্ত অন্যদেব ও অন্য শাস্ত্র নিন্দা করেন না। ভেদজ্ঞানে অন্যদেব ও শাস্ত্রনিন্দা পরিত্যাগ করলে শুদ্ধ কৃষ্ণভক্তের কৃপা হয়।

গুর্ব্বজ্ঞা তৃতীয় অপরাধ শ্রীগুরুদেবের পরিচয় হচ্ছে—

কিবা বিপ্র, কিবা শূদ্র কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়॥

যেন—

গুরুতে অবজ্ঞা যার তার অপরাধী।
সেই অপরাধে তার ভক্তিবাধ॥

এই প্রকার শ্রীগুরুতে নামাদি জীববুদ্ধি করলে অপরাধ হয়, তিনি হচ্ছেন শ্রীগৌরসুন্দরের নিত্যতম জন যদিও লীলাগত পার্থক্য আছে, তথাপি তিনি হচ্ছেন অভিন্ন নিত্যানন্দ।

তবে যদি এরূপ ঘটনা কভু হয়।

অসৎসঙ্গে গুরুর দোষারোপ হয় কভু॥

তখন তাঁহাকে গুরু আখ্যা দিলেও অপরাধ হয়। কিন্তু দেখুন আমরা অনেক সময়ই আত্মপ্রবঞ্চনা ক'রে থাকি। কি রকম জানেন? ঐ যে এক সময়ে এক দরিদ্র যুবক বিয়েছিল তার নূতন বনী খশুরবাড়ী। শীতকালের দিন পিঠে পায়েসটা অবশ্য পাওয়া যাবে জেনে লোকটী প্রথমে রাত্রিবাসি কিছুই গ্রহণ করলে না। মনে ভাবছে যে শেষ বেলাটা বেশ পেটভরে পিঠে খাবে, কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ খশুরবাড়ী সেই দিন ওসব কিছুই হয়নি। কি ক'রে বেচারা। শুদ্ধ উদরেই বাড়ী ফিরলো। মা জিজ্ঞেস করেন—কি বাপ! খশুরবাড়ী কি রকম খেয়েছ? খুব খেয়েছি মা, কত রকমের মিষ্টি যার নামও কখনো শুনিনি। পেট ঢাঁই আছে রাতে আর খাব না"—বলে, বোকা রামচন্দ্র চোখলজ্জায় জননীকে দুঃখের কাহিনী না বলেই বিছানায় গিয়া শুয়ে পড়্‌ল, তারপর সারা রাত এপাশ আর ওপাশ॥ আমাদেরও কিন্তু অনেক সময় তাই হয়। শ্রীগুরুদেবের নিকট যাই আমরা দিব্যচক্ষু ও দিব্যজ্ঞানের জন্য, হরিভক্তির জন্য, কারণ তাঁর নিকট এই সব গুলিই পাওয়া যাওয়ার কথা, অথচ গুরুকরণ করেও যখন দেখি যে আমরা "যে তিমিরে সেই তিমিরে।" তবু লোকলজ্জাভয়ে স্বীয় মুর্খ নষ্ট গুরুদেবের গায়ের দিয়ে বেড়াই। বলুন ত! এইটে কি আমাদের রামচন্দ্রের মত আত্মপ্রবঞ্চনা নয়? খশুরবাড়ী গেলে পিঠে পায়েস পাওয়া যায়, কিন্তু তা না পেয়েও যদি বলে বেড়াই খুব খেয়েছি। তবে কি ছটফট ক'রে রাত কাটাতে হয় না?—শ্রীগুরুদেবের নিকট হ'তে অধোক্ষজজ্ঞান লাভ করা যায়, কিন্তু যে গুরু (?) সেইটে না দিতে পারে তবুও যদি বলে যে "আমার গুরুদেব খুব উন্নত!" তা হ'লে অধিকে কি রাজীবের মত বলা হবে না? আচ্ছা, রাত অনেক হ'লো। আমার যদি কৃষ্ণচন্দ্রের ইচ্ছায় কখনো দেখা হয় তখন এ সব বিষয় বেশ আলোচনা কর্ব্বো।

যুবক—আপনার কথাগুলি কিন্তু বড় ভাল লাগছে। শ্রীমায়াপুর যাওয়ার খুব ইচ্ছা থাকল। এখন বুঝতে পাচ্ছি যে আপনাদের প্রচারই ঠিক। গোঁসাইদের কথা আর শুনবো না, 'নিমাই সন্ন্যাস' শুনতেও যাব না।

প্রৌঢ়—(ঈষৎহাস্যে) বাছা! তোমার কথাগুলো একেবারে ফেলে দেওয়ার নয়। তবে কিনা অতটা কি আর আমরা পেরে উঠি। তুমি ছেলে মানুষ, আশীর্ব্বাদ করি মঙ্গল হোক্।

আমি—আচ্ছা, নমস্কার।

যুবক—নমস্কার। দয়া রাখবেন।

শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ।

শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর, ১লা মাঘ, ১৩৩১

বিদুষাংবৈষ্ণবেশস্থানপূর্ব্বিকেয়ং,

আগামী ১৬ই ফাল্গুন ২৮শে ফেব্রুয়ারী শনিবার হইতে নয় দিবস কাল নবদ্বীপের নয়টী দ্বীপে শ্রীধাম-পরিক্রমা হইবে। কৃপা করিয়া পরিক্রমায় যোগদান করিলে পরমানন্দের বিষয় হয়। স্বয়ং যোগদান করিবার সুযোগ না হইলে এই ভক্তির অনুষ্ঠানে ভক্তি ও অর্থাদির দ্বারা সহায়তা করিলেও তাদৃশ ভক্তগণের ন্যূনাধিক সাধন-ফললাভ ঘটে। যাত্রা-বাহক পরিক্রমার বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

শ্রীপ্রমথনাথ মুখোপাধ্যায় (বিদ্যাবাচস্পতি), শ্রীঅতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (ভক্তিরত্নাঙ্গ) শ্রীত্রিপুরা বিশারদ (এম্ এ, বি,-এল্), শ্রীরামগোপাল বিদ্যাভূষণ (এম্ এ), শ্রীকুঞ্জ বিহারী বিদ্যাভূষণ—শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার সম্পাদকগণ।

(১) অন্তর্দ্বীপ (শ্রীচৈতন্য মঠ, শ্রীগৌর-জন্মস্থিটা, শ্রীবাস ও শ্রীবৃষের অঙ্গনদ্বয়, চাঁদ কাজীর সমাধি ও শ্রীঅদ্বৈত ভবন)—১৬ই ফাল্গুন ২৮শে ফেব্রুয়ারী শনিবার।

(২) সীমন্তদ্বীপ (শিমুলিয়া, সরডাঙ্গা, শোনডাঙ্গা, বেলাডিহ, বেলপুকুর) ১৭ই ফাল্গুন, ১লা মার্চ্চ রবিবার।

(৩) গোদ্রুমদ্বীপ (পাদিপাছা, মহেশগঞ্জ, সুবর্ণবিহার, স্বরূপগঞ্জ, হরিহরক্ষেত্র, দেপাড়া)—১৮ই ফাল্গুন, ২রা মার্চ্চ, সোমবার।

(৪) মধ্যদ্বীপ (মাজিদা, ছাটডাঙ্গা, আনন্দবাস, রামন-পুকুর)—১৯শে ফাল্গুন, ৩রা মার্চ্চ, মঙ্গলবার।

(৫) কোলদ্বীপ (সহর নবদ্বীপ, গঙ্গাবালীর চর, তেঘরির কোল, কোল আমোদ, কোলের গঞ্জ, কোলের ঘাট)—২০শে ফাল্গুন, ৪র্থা মার্চ্চ বুধবার।

(৬) ঋতুদ্বীপ (রাহুতপুর, চম্পাহট্ট বা চাঁপাহাটীতে শ্রীগৌরগদাধরের (শ্রীমন্দির)—২১শে ফাল্গুন, ৫ই মার্চ্চ, বৃহস্পতিবার।

(৭) জহ্নুদ্বীপ (বিদ্যানগর, আমগাছি)—২২শে ফাল্গুন, ৬ই মার্চ্চ, শুক্রবার।

(৮) মোদ্রুমদ্বীপ (দামগাছি, অর্কটীলা বা একডালা, মায়াপুর)—২৩শে ফাল্গুন, ৭ই মার্চ্চ, শনিবার।

(৯) রুদ্রদ্বীপ (রুদ্রপাড়া, শঙ্করপুর, ইন্দ্রাকপুর, গঙ্গের-ডাঙ্গা) ২৪শে ফাল্গুন ৮ই মার্চ্চ, রবিবার।

২৫শে ফাল্গুন ৯ই মার্চ্চ, সোমবার হইতে দিবসত্রয় **শ্রীমায়াপুর যোগপীঠে শ্রীশ্রীগৌর-জন্মোৎসব।**

শ্রীশ্রীমায়াদেবীপায় নমঃ।

শ্রীমায়াপুর শ্রীমন্দির।

১লা ফাল্গুন, ৪৩৮ শ্রীচৈতন্যাব্দ।

যথাবিধিবিহিতসম্মানপুরঃসরনিবেদনমিদং—

আগামী ২৫শে ফাল্গুন ৯ই মার্চ্চ সোমবার হইতে দিবসত্রয় শ্রীধাম নবদ্বীপ মায়াপুরে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের জন্মোৎসব উপলক্ষে ভক্তসম্মেলন, নামকীর্ত্তন, মনোহরসাহী কীর্ত্তন, লীলাগ্রন্থপাঠ, ভোগরাগ, ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব, অতিথিসেবা, রাত্রিমহোৎসব প্রভৃতিও হইবে। বুধবার ২৭শে ফাল্গুন অপরাহ্ণে ৩টার সময় শ্রীধাম-প্রচারিণী সভার সাধারণ অধিবেশন হইবে। ঐ সময় শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের প্রিয়কার্য্যানুষ্ঠাতৃগণের সমাচরিত সৎকার্য্য স্বীকার ও সম্মান প্রদত্ত হইবে। মহাশয়ের সপরিকরে উপস্থিতি প্রার্থনীয়। শুভাগমন হইলে অত্রস্থ সমাগত ভক্তবৃন্দ মহাশয়ের সঙ্গসুখে পরমানন্দিত হইবেন। বলা বাহুল্য যে, মহাশয়ের ন্যায় মহোদয়দিগের অর্থসাহায্য ব্যতীত এরূপ বৃহৎ শুভকার্য্য সুসম্পন্ন হওয়া দুঃসাধ্য। ১৬ই ফাল্গুন হইতে ২৪শে ফাল্গুন পর্য্যন্ত নয়দিন নয়টী দ্বীপে পরিক্রমা হইবে।

(১) ১৬ই ফাল্গুন অন্তর্দ্বীপ (২) ১৭ই সীমন্তদ্বীপ (৩) ১৮ই গোদ্রুমদ্বীপ (৪) ১৯ই মধ্যদ্বীপ (৫) ২০শে ফাল্গুন কোলদ্বীপ (৬) ২১শে ঋতুদ্বীপ (৭) ২২শে জহ্নুদ্বীপ (৮) ২৩শে মোদ্রুমদ্বীপ ২৪শে ফাল্গুন—রুদ্রদ্বীপ।

সজ্জনাকাঙ্ক্ষী—

সম্পাদক—শ্রীনবরঙ্গ পালচৌধুরী ভক্তিভূষণ, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী ভক্তিভূষণ (এম্ এ, বি, এল্)

শ্রীরাধাবল্লভ চৌধুরী ভক্তিভূষণ (রায়বাহাদুর) সম্পাদক।

☞ উৎসব উপলক্ষে সমস্ত প্রণামী ইত্যাদি পরমহংস স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী, শ্রীমায়াপুর শ্রীমন্দির, রামন-পুকুর পোঃ আঃ, জিলা নদীয়া—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে এবং উহার যথারীতি হিসাব 'গৌড়ীয়' পত্রে প্রদর্শিত হইবে।

বন্ধুর কৃত্য।

(প্রেরিত)

আমরা তিনটী বন্ধুতে অনেকদিন একত্রে কাল-কাটাইয়াছিলাম আমাদের তিনজনের মধ্যে পরস্পরের এরূপ প্রীতি অভিব্যক্ত ছিল যে, অপর সুহৃদ্বর্গ আমাদের নাম রাখিয়াছিলেন ত্রয়ী, ত্রিপদী, ত্রিমূর্ত্তি ইত্যাদি। আর যাঁহারা আমাদের ভাল চোখে দেখিতে পারিতেন না, তাঁরা নাম দিয়াছিলেন ত্রাহস্পর্শ, ত্রিকূট, ত্রিকাল; ফলতঃ আসলে আমাদের বন্ধুত্ব একটা দ্রষ্টব্য বা অনুকরণীয় ছিল।

আমাদের এই ত্রিবন্ধুর মধ্যে শিবনি বিদ্যা, বুদ্ধি ও সাধনায় জ্যেষ্ঠ ছিলেন তাঁর জীবিতকালের মধ্যেও তাঁকে আমরা একপ্রকার হারাইয়াছিলাম।

বহুদিনের ছুটীর অবসরে দুই বন্ধু প্রাতঃকাল হইতেই অক্ষক্রীড়ায় রত আছি। এমন সময় ডাক হরকরা টেলিগ্রামের চিঠী দিল। পড়িয়া দেখি, আমাদের সেই তৃতীয় বন্ধু পাগলা দাদার তার; পুরী সমুদ্র তীরের 'আর্ত্ত-বন্ধু কুটীর' হ'তে তিনি আমাদের দুই বন্ধুকে শেষ দেখা করবার জন্য ডেকেছেন।

* * * * *

অর্দ্ধরাত্রি অতীত প্রায় আমরা দুই বন্ধুতে উঁহার চিন্তাকুল হৃদয়ে বন্ধুর কুটীরে উপনীত হইলাম। সামান্য আঘাতেই দ্বার খুলিয়া গেল। একটা মোটা পরদা ঠেলিয়া আমরা ভিতরে ঢুকিয়া পড়িলাম; প্রদীপের উজ্জ্বল আলোকে মুখের একপার্শ্বে কমলাসীনপরায়ণ বন্ধুবরকে শায়িত দেখিলাম; তাঁহার দিকে চাহিতেই তিনিও আমাদের দিকে চাহিয়া তাঁহারই আহূত আগন্তুকদ্বয়কে চিনিতে পারিয়া তিনিই প্রথমে বলিলেন "এস ভাই সত্য, অমর তোমাদের দুই জনের প্রতীক্ষায় এখনও আমি জাগিয়া আছি।"

দাদাকে এইরূপ অবস্থায় দেখিয়া যুগপৎ দুর্বিষহের প্রবলবাত্যায় আমাদের হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠিল।

আমরা বলিলাম "দাদা! এবে একেবারে মহাপ্রস্থান, এর আগেও ত সংবাদ দিতে পারতেন। আমরা কি আপনার এতই পর, যুগ্ম অর্দ্ধাঙ্গে আপনার বোধ হয় সেই পাঁচবছরের আগেকার সেহেরা এখনও চলেছে। আরও অনেক কথা বলিতে যাইতেছিলাম দাদা ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন "থামো, ভাই, আমার বিদায়কালে প্রাণের কথা, শুভ মনের সংবাদ তোমাদিগকে দিয়া যাই। বন্ধুর নিকটই সম্পূর্ণ স্বচ্ছ করা উচিত।" এই বলিয়া তিনি আবার থামিয়া গেলেন। আমরা কত কি ভাবিতে লাগিলাম। এ আবার কি? তর্কযুদ্ধে দাদা চিরকুমার। নৈত্রিক বিষয় আপনি ত সব তাঁহার খাতায় তুলে দিয়েছেন। তবে কি দৈবযোগে বা যোগবলে দাদা আমাদের নিবিড় অরণ্যে, পর্ব্বত প্রান্তরে অথবা সুদূর গিরিগুহায় কোন ঐশ্বর্য্য ভাণ্ডারের সন্ধান পেয়েছেন! বঙ্কিম বাবুর দেবী চৌধুরাণীর সৌভাগ্য এবং অমরাণ্ডি আবিষ্কারকদিগের পাতাল রাজ্যের স্বপ্ন কল্পিতের জন্য আমাদের হৃদয় আকুল করিল। পরক্ষণেই কিন্তু দাদার চিরপরিচিত চরিত্র ও বর্ত্তমান অবস্থায় বেদনাময় প্রতি লক্ষ্য সহসা মনে হইল দারুণ ক্লেশ ভোগ করায় তাঁহার মস্তিষ্কের বিকৃতি ঘটিয়াছে। বর্ত্তমান প্রসঙ্গ চাপা দিবার জন্য বলিলাম "দাদা, যেদিন আমরা যখন বহু লোক তোমার সম্বর্দ্ধনা করিবার জন্য দাঁড়াইয়াছিলাম:—"

"এ কথার আর প্রয়োজন কি? এখন যে কথা শুনে তোমরা সত্যসত্যই আমাকে ধন্য করিতে পারিবে তাই বলি শুন।" এই কথাগুলি তিনি এমন একটা গভীর মনঃশক্তির প্রভাব দিয়া, এমন একটা আনন্দ উদ্বেগের মাধুর্য্য মাখাইয়া বলিলেন, যে তাহাতে আমাদের বাচালতা মুহূর্ত্তের মধ্যে নিস্তব্ধ হইয়া গেল। এই সময় আমাদের নিজেদেরও তিনি বক্ষোদেশ হইতে কথঞ্চিৎ অপসৃত করিলেন। তাঁহার গলার তুলসী মালিকা, নয়নে অস্তাচলস্থ সেহখানি গলিত শুভ্রপত্রের ন্যায় দেখিয়া তিনি যে সম্পূর্ণ অবিকৃতচিত্ত ও সুস্থ, তাহা আর আমাদের অবিদিত রহিল না।

রাত্রি কাল ও নৈশীথ রাত্রির গভীরতার শুরে আমরা অতঃপর তাঁহার কথা শুনিতে লাগিলাম। "দেখ সত্যেন। তোমরা বাল্যকাল হইতেই আমাকে অধ্যেয়ন-গ্রস্ত, ব্যাধিগ্রস্ত ইত্যাদি বলিতে, সত্যই আমি বাল্যকাল হইতে জগতে কখনও কোন ভোগ সুখে শান্তি পাই নাই। একটা আকুল অতৃপ্ত বাসনা বুকে লয়ে কত অনুষ্ঠান, আবেষ্টান ও প্রাতষ্ঠান ক্ষেত্রের দ্বারে দ্বারে ঘুরেছি, কোথাও শান্তিদেবীর অচঞ্চলা কৃপা লাভ করিতে পারি নাই।

তোমরা জান শাস্ত্রচর্চ্চা, শিক্ষাদান ও বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা আমার জীবনের একটা শ্রেষ্ঠ ব্রত ছিল। তাতেও যখন আমি সোয়াস্তি লাভ করিতে না পারিলাম, তখন হরি-কীর্ত্তন ও বৈষ্ণব সঙ্গে পরমা শান্তি লাভ করিবার আশায় বৈষ্ণবসঙ্গ খুঁজিতে আরম্ভ করিলাম। বৈষ্ণবগ্রন্থ শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত পাঠ করিয়া আমার ভরসা হইল এই পথের পথিকসঙ্গলাভই জীবনের চরম ও পরম শ্রেয়োলাভের

একমাত্র পন্থা। কিন্তু হৈ, এর ফলে যাহাদের দর্শন পাইলাম, তাহাও ত আমারই ন্যায় মায়ার দাস। সত্য পথ কৃষ্ণগর্ভ-বৈষ্ণবনী-আবর্তে তাহারা হারায়। অধিকন্তু কেহ কেহ অভিমান ও অহমিকার পর্বতাগ্রে বসিয়াছেন। কত ভাগবতাচার্য্য, ভূধরস্থ-উপাধিধারী, শ্রীপাদ, প্রভুপাদোদ্ধির পাদাবেষণ করিলাম, সব পণ্ডশ্রম হইল। আসলে তাঁহাদের আদৌ পদ নাস্তি, ভুল চরণযুগল তাঁহারা কমলার করযুগলের বা কুবের-ভাণ্ডারীগণের মস্তকে অর্পণ করিয়াছেন।

দীনতোষণ, দীনবৎসল ও দীনদয়াল বন্ধুগণকে তাঁরা অত্যন্ত ভালবাসেন আমার ন্যায় নগণ্য দীনহীন অকিঞ্চন তাঁহাদের কৃপাকটাক্ষলাভে বঞ্চিত হইল।

অনার কাষ্ঠেশ্বর্যপরায়ণ সঙ্গমোহগ্রস্ত গ্রন্থীদিগের সঙ্গও আমার অসহ্য হইল।

সখিভেকী, সহজিয়া ও বাউল তারা ডাকিয়া বলিলেন শোন, শোন, আমরাই তোমায় শান্তি দিব। সব বৈষ্ণব তত্ত্বের সার দুইমত আমাদেরই মধ্যে আছে। হা দিক, প্রাকৃত আউলে ইন্দ্রিয়চেতনে আত্মবিক্রয় করিয়া যাহারা মৃত্যুমুখলে কবলিত তাহাও আমার সত্য শান্তির কেনা বেচা করিতে ইচ্ছা করে। একদিন শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করিতে করিতে মনে করিলাম হায়! হায়! প্রভুর প্রত্যক্ষ আবির্ভাবকালে কেননা আমাদের জন্মগ্রহণ ঘটিল। কিন্তু আমার কুসময়-অভিমান ব্যাধিসঙ্কুল জীবন বৃথা; যদি বৈষ্ণবরাজ শ্রীরূপসনাতনাদি মহাজনগণের দাসানুদাস হইয়া আমি হরিসেবার যোগ্যতা লাভ করিতে পারিতাম, তাহা হইলে আমার জীবন ধন্য ও পূর্ণ হইত; কোথায় প্রাণের প্রেমকল্পতরু অগতিগতি শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর! কোথায় প্রেমবারিধী অবধূতাচার্য্য শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু। আর কোথায় সেই চন্দ্রসূর্য্যকর অগণন ভক্তাচার্য্যগণ! জানিনা অগাধসিন্ধুর কোন মহাতলে এত অগণন মণিমুক্তিকা হারাইল। জানিনা শ্রীগৌরসুন্দর আমাদিগকে কোন অপরাধে শ্রীচরণরেণু হইতে বঞ্চিত করিলেন।

নিশ্চয় করিলাম এই বুঝি ঠিক, এই ক্ষুদ্রমণ্ডপের এই আসুর ভাবময় বিশ্বে, এই হিংসাদ্বেষবিজড়িত দুরুহ ব্যাধিগ্রস্ত নিখিলব্যাপী রণোন্মাদের দিনে প্রভু আমার, দয়াল ঠাকুর আমার সম্পর্কে লীলাসম্বরণ করা অপেক্ষা করিতেছেন। তবে কি আমার বিশ্রাম! কৈ আমার অন্তরের শান্তি প্রেম পিপাসু অন্তর দেবতা ত' আমায় শান্ত হইতে দেন নাই। তবে কি নির্ব্বাণ মুক্তিপথই অনুসন্ধেয়? একজন জ্ঞানিষ্ঠ মুক্ত (?) পুরুষের চরণ আশ্রয় করিয়া বহুদিন এইরূপ বিতর্কে কাল কাটাইলাম। হা ইহাই ঠিক যদি প্রেমসমুদ্রের, যদি অমৃতত্বের একগণ্ডূষ জলও আমি পান করিতে অক্ষম হইলাম তখন মৃত্যুই আমার শ্রেয়ঃ, শবরী, বিদুর, বিভীষণাদি নিত্যসিদ্ধ ভক্তগণের পদধূলির যোগ্যতা এই নগণ্য মানবে ছিল না তাই তাঁহাদের মত একনিষ্ঠ প্রেমপ্রতীক্ষায় আমি বঞ্চিত হইলাম। ক্রমে আমার ধারণা জন্মিল, ভক্তি দুর্ব্বলা নারীজনলভ্যা বস্তু; জ্ঞাননিষ্ঠাই পুরুষের জ্ঞানলাভের একমাত্র উপায়। ভক্তিফলে যে হর্ষ অশ্রু রোমাঞ্চাদি সাত্ত্বিক বিকারসমূহ ভাব সকল উদিত হয় তাহাও বোধ হয় একপ্রকার মানসিক ব্যাধি বিশেষ। এইরূপ বিচারের ফলে ভক্তিদেবী ধীরে ধীরে আমার হৃদয়ক্ষেত্র হইতে অপসৃত হইলেন। আমি একটি বিজ্ঞানবাদী বা অজ্ঞানবাদী শুষ্ককাষ্ঠ পুত্তলিকায় পরিণত হইলাম। শুদ্ধ ভাগবতপ্রেম প্রাপ্ত না হইলে জীবের যে গতি হয়, আমারও তাহাই হইল। ভগবৎ পাদারবিন্দবিমুখ হওয়ায় অবিদ্যা বুদ্ধিতে মোহিত হইয়া এত যে প্রয়াসলভ্য জ্ঞানমার্গ তাহা হইতে আমি বায়ু-বিতাড়িত ছিন্নাভ্রজালের ন্যায় পতিত হইলাম। স্বর্গচ্যুত ত্রিশঙ্কুর ন্যায় আমি গগন মধ্যে নব সপ্তর্ষিচক্রের প্রচারিত শক্তিতোড়ার, শিক্ষা-বিস্তার ও স্বদেশী প্রচার প্রভৃতি ভীষণ ঘূর্ণনমূলক আবর্তচক্রে পতিত হইলাম। হৃদয়ে শান্তি নাই। প্রাণে আনন্দ নাই। জীবনে সুখহারা, কক্ষচ্যুত উল্কাপিণ্ডের ন্যায় মর্ম্মতাপে পুড়িতে লাগিলাম। ওঃ সে কি ভীষণ তাপ। সেই বুঝি সূক্ষ্ম জগতের যম-যন্ত্রণা। পারহীন বিষাদ সাগর!

সমুদ্রে সূর্য্যাস্ত দেখিতেছিলাম। চারিদিক প্রায় নিস্তব্ধ; জলে স্থলে ও নভোমণ্ডলে আবীরের খেলা; হৃদয়-খানিও আমার ধীরে ধীরে ঐ রঙে রঞ্জিত হইতেছিল।

মহাপ্রভুর সেই মহাপ্রেম লীলার কথা মনে পড়িল। এই সেই স্থান। কতদূর,—কতদূরের সেই প্রাণ বিমোহন ছবিখানি হৃদয়ে অঙ্কিত করিবার চেষ্টা করিতেছি, এমন সময় ঐ ঐ দিকের কুটীর হইতে একটি সঙ্গীত ধ্বনি উত্থিত হইল। আমি অন্য মনে থাকিলেও গানের মর্ম্মার্থে আমাকে স্পর্শ করিয়া যাইতেছিল। গায়ক পূর্ণ আবেগে গাহিতেছিলেন—

'নিজ কর্ম্ম-দোষফলে, পড়ি ভবার্ণব জলে,
হাবুডুবু খাই কত কাল।
সাঁতারি সাঁতারি যাই, সিন্ধু অন্ত নাহি পাই,
ভব সিন্ধু অনন্ত বিশাল।
নিদয় হইনু সবে, ডাকিনু কাতর রবে,
কেহ মোর করহ উদ্ধার।
সেই কালে আইলে তুমি, তোমা জানি কূলে তুমি,
আশা বীজ হইল আমার॥

মনে মনে ভাবিলাম তাইত এ যে আমার মনের কথা সঙ্গীতাকারে বা আকাশবাণী রূপে আমার সম্মুখে ফুটিয়া উঠিল। গায়ক আবার গান ধরিলেন—

'হরি, হরি! বড় শেল মরমে রহিল।
পাইয়া দুর্ল্লভ তনু, শ্রীগুরু বৈষ্ণব বিনু,
জনম মোর বিফল হইল॥
ব্রজেন্দ্রনন্দন হরি, নবদ্বীপে অবতরি,
জগৎ ভরিয়া প্রেম দিল।
মুঞি সে পামর মতি, বিশেষে কঠিন অতি,
তেঁই মোরে করুণা নহিল॥
স্বরূপ সনাতন রূপ, রঘুনাথ ভট্টযুগ,
তাহাতে না হইল মোর মতি।
দিবা চিন্তামণি ধাম, বৃন্দাবন হেন স্থান,
সেই ধামে না কৈনু বসতি॥
বিষয়ে বিষয়ে মতি, নহিল বৈষ্ণবে রতি,
নিরন্তর খেদ উঠে মনে।
এ অধম দাস কহে, জীবার উচিত নহে,
শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-সেবা বিনে॥

নিস্তব্ধ কুঞ্জে গায়কের ভক্তিমিশ্রিত সঙ্গীত ধ্বনি শ্রবণে আমার হৃদয় মন দ্রবীভূত হইল। গায়ককে দেখিবার বাসনা জন্মিল।

দেখিলাম গায়ক একজন মালাতিলকাদি ধারী বৈষ্ণব, পূর্ব্বসংস্কার বশতঃ বৈষ্ণব বাবাজীদিগের প্রতি আমার আদৌ আস্থা না থাকিলেও তাঁহার সহিত অল্প আলাপ-মাত্রই তাহার উজ্জ্বল ভক্তিভাব, আনন্দ প্রফুল্ল আনন ও হরিকথা কহিবার অপূর্ব্ব প্রয়াস দর্শনে আমার চিত্ত স্বতঃই তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইল।

তাঁহার সহিত বিশেষ ভাবে পরিচিত হইবার জন্য তথায় উপবিষ্ট হইলাম এবং নিজ মনোভাব ও অবস্থা সংক্ষেপে তাঁহার গোচরীভূত করিয়া কি উপায়ে পরা শান্তি লাভ করিতে পারা যায় তাহা বিশেষরূপে জানিবার জন্য অনুরোধ করিলাম।

তিনি সত্যধর্ম্ম, জীবের কর্ত্তব্য এবং প্রেমের ঠাকুর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপ্রচারিত শুদ্ধা অহৈতুকী প্রেমভক্তি ধর্ম্ম সম্বন্ধে এমন মধুর হৃদয়োন্মাদী তত্ত্বকথা শুনাইলেন যে আমার এই মৃতপ্রায় দেহরূপ বসন্তসমাগমে নবপল্লবিত বৃক্ষশাখার ন্যায় উজ্জীবিত হইল।

তাঁর সেই অমিয় বাণী, সেই শ্রবণেন্দ্রিয়রসায়ন হরি-কথামৃত সে ভাবে প্রকাশ করা আমার ন্যায় ক্ষুদ্রদেহি, ক্ষুদ্রের পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব। তবে তাঁর যে সমস্ত প্রাণ-তোষণী বাণী এখনও আমার শ্রবণে সুধাস্রোতবর্ষণ-কারী সঙ্গীতের ন্যায় ধ্বনিত হইতেছে তাহাই কিছু কিছু বলি,—

তিনি বলিলেন 'ভাই! আজ পর্য্যন্ত আপনি যিনি যা কিছু শ্রবণ, অধ্যয়ন ও আলোচনা করিয়াছ তাহা সমস্তই অপরা বিদ্যার কুহকমাত্র। বিজ্ঞানদর্শনাদি গ্রন্থ এবং নানাবিধ নীতিগ্রন্থ আলোচনাকালে কখনও শুদ্ধ ভাবে হরিকীর্ত্তন হয় নাই। এই সমস্ত বিদ্যা, বিদ্যাভ্রমে অবিদ্যারূপে, সৎকথাভ্রমে অসৎ কথারূপে, চন্দনতরুভ্রমে ভীষণ বিষধরীর ন্যায় হৃদয়-ক্ষেত্রকে একেবারে শুষ্ক উষর-ক্ষেত্রে পরিণত করিয়া শ্রীহরিচরণনিঃসারিণী

কলিহতবিনাশিনী ভক্তি দেবীর উজ্জীবনকারিণী শক্তির আবশ্যক হইয়াছে। তাই শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন—

মুহুঃ প্রযন্তাহ্যমনীষ সংকথা
ন বর্ণয়তে হরিণাবমোক্ষকঃ।
তদেবসত্যং তদুহৈবমঙ্গলং,
তদেবপুণ্যং ভগবদ্গুণোদয়ং॥

শ্রীহরির গুণ কীর্ত্তন, শ্রীহরির যশঃ কীর্ত্তন, শ্রীহরির নাম কীর্ত্তন হইলে, বিশেষতঃ ভক্তজন সঙ্গে হরিনাম কীর্ত্তনে নিমেষার্দ্ধ মধ্যেই জগতের প্রবল দুঃখ শোকার্ণব স্তব্ধে সম্বর্দ্ধিত হইয়া তৎপরিবর্ত্তে নিত্যোৎসবময়ী নব নব আনন্দ তরঙ্গ-বাহিনী ভক্তিমন্দাকিনী প্রবাহিতা হন। ভক্তিদেবীর কৃপাভিন্ন জগৎ শূন্য অন্ধকারময়, বিষাদময়। বেদ পরম ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মসূত্র, ভারতপুরাণাদি মহাগ্রন্থ প্রণেতা মহর্ষি বেদব্যাসও এক সময় আপনাকে নিতান্ত খিন্ন অনুভব করিয়াছিলেন। তাদৃশ অবসন্নচিত্তে একান্ত অশান্ত চিত্তে সরস্বতীতটে উপবেশনপূর্ব্বক আপনার এতাদৃশ আত্মগ্লানির কারণ নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইলে পর নারদ মহারাজ তথায় আগমন করেন। ব্যাসদেব কর্ত্তৃক তাঁহার এতাদৃশ খিন্নতার অপ্রসন্নতার কারণ জিজ্ঞাসা হইলে নারদ মহারাজ বলিয়াছিলেন।

ব্যাসঋষে ব্রহ্মর্ষি, আপনি সকল বেদ স্বরূপ মহাভারত সংহিতা ও ব্রহ্মসূত্রাদি প্রণয়ন করিয়াছেন সত্য, কিন্তু ইহা দ্বারা উত্তমশ্লোক ভগবান শ্রীকৃষ্ণের যশোরাশি সম্যকরূপে কীর্ত্তিত হয় নাই। তাই আপনার চিত্ত এরূপ বিষাদক্লিষ্ট অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে।

এ সবভক্তিপথং অবেক্ষ্যৈষো ভগবান্ পরিত্রাণ প্রদর্শিত করিষ্যতি।
তথাহিনঃ তীর্থযশাংসি মানসা ন ধত্ত হংসাবিরতান্যধীশ্বরাঃ॥

(ভাঃ ১।৪।১০)

শ্রীহরির জগৎপবিত্রকারী অপূর্ব্ব মধুরলীলাকথা-বিবর্জ্জিত অপর যে সমস্ত রসালঙ্কারাদি বিশিষ্ট পদবাক্যাদি-যুক্ত গ্রন্থ তাহা সাধু ভক্তগণ কাকতুল্য উচ্ছিষ্ট-ভোজীর যজ্ঞের স্তূপ অথবা জলীগণের অতিদুঃজ্ঞানে পরিত্যাগ করেন। যেমন মানস-সরোবরে নিত্যবসনীল হংসগণ উচ্ছিষ্টপঙ্কে গমন করে না, সেইরূপ ভগবৎপাদারবিন্দভজনানন্দী ভক্তগণ দুষ্কৃতদুঃখাদি-সমন্বিত কাব্যগ্রন্থাদি কখনও গ্রাহ্য করেন না। ভক্তগণ সাধুসঙ্গে কেবল কলি-মলহারিণী সর্ব্বানন্দদায়িনী হরিসংকীর্ত্তন করিয়া থাকেন। আপনিও ধরিত্রীর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলাকথা বর্ণন করে নিমগ্ন হইয়া চিত্তের পরম প্রসাদ লাভ করুন। এই ভাবে সেই বীণাপাণী মহাপুরুষের সহিত পঞ্চদশ দিবস হরিকথামৃত পান করিয়া আমি পরম চরিতার্থতা লাভ করিয়াছি। কিন্তু তাই আমার প্রাণের গভীর খেদ এই রহিল যে, হায়। আমি কেন এতাবধি এইরূপ হরিকথা রসামৃতে বঞ্চিত হইয়া এত দীর্ঘ দিবস বৃথায় কাটাইলাম। বীণাপাণী মহাপুরুষ শ্রীমন্ মহাপ্রভুর রসমূল উপদেশ হইতে আমাকে বলিয়াছিলেন।

যদাব্রজেঃ ভ্রমঃ কশ্চিদগলদ্ বৈকুণ্ঠনায়কঃ,
কদাচিৎ সংপতন্ তত্রগমান সাক্রচিন্তিঃ।
তদাকৃষ্টাবৃত্ত্যা ত্যজতি শনকৈর্মায়িকদশাং,
স্বরূপং বিভ্রাণো বিলসতি তদোগঃ স কুরুতে॥

সংসারে উচ্চাবচ্চ যোনিসমূহ ভ্রমণ করিতে করিতে যদি কোন সৌভাগ্যবান জীবের হরিজনসেবিত বৈকুণ্ঠের দর্শন হয়, তখন সেই মায়াবদ্ধজীব বৈকুণ্ঠানুগমনে রুচি-বিশিষ্ট হয়। অনন্তর কৃষ্ণনামাদির আবৃত্তিক্রমে তাঁহার মায়িক দশা অল্পে অল্পে তিরোহিত হইলে ক্রমশঃ স্বরূপাবস্থা লাভ করতঃ বিবিধ কৃষ্ণ-সেবানন্দরস ভোগ করিতে থাকেন।

চৈতন্যনিত্য ভগবজ্জ্ঞান, ভগবদ্ভক্তি কিছু পূর্ণভাবে উদিত হন না। অতএব অভিন্নব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যের নিজজনের আনুগত্য স্বীকারপূর্ব্বক বৈধীভক্তি সাধনে অগ্রসর হইয়া প্রেমভক্তি লাভই জীবের চরম ও পরম শ্রেয়। সুখময়ী ভক্তিদেবীর কৃপাভিন্ন মানবের অন্য আপন বৃথা। কৃষ্ণবিমুখ জীব মায়াপিশাচীকবলিত হয়;

কৃষ্ণবহির্মুখ হঞা ভোগবাঞ্ছা করে।
নিকটস্থ মায়া তারে জাপটিয়া ধরে॥
পিশাচী পাইলে যেন মতিচ্ছন্ন হয়।
মায়াগ্রস্ত জীবের হয় সে ভাব উদয়॥

আমি নিত্য কৃষ্ণদাস এই কথা ভুলে।
মায়ার নফর হঞা চিরদিন বুলে॥

ঠাকুর ভক্তিবিনোদপ্রভুর প্রতি কথা আমার হৃদয়ে সত্য ও আনন্দরূপে প্রতিভাত হইয়া আমাকে আকুল করিয়াছে। তবীয় কৃপায় কৃষ্ণসেবা কৃষ্ণপ্রীতি ভিন্ন জগতের যাবতীয় ঐশ্বর্য্য ও কামাকাঙ্ক্ষিগণের বিলাসব্যসনের উপকরণের স্থান তুচ্ছ বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছি।

আরও জানিয়াছি অচিরেই শ্রীমন্ মহাপ্রভুর নিজ পার্ষদগণ ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তাঁহারা শ্রীল ঠাকুর প্রদর্শিত মহাপ্রভুর জন্মলীলাদি স্থানে এখন কি সমস্ত বিশ্বে হরিনাম প্রচার করিতেছেন ও করিবেন। তাই শ্রীবৃন্দাবন ঠাকুর শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর শ্রীমুখের প্রতিজ্ঞা বাণী লিখিয়াছেন—

পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম।
সর্ব্বত্র প্রচার হইবেক মোর নাম॥

তাই। হরিনাম, হরিভক্তি ও হরিপ্রেমই সত্য এই আমার তোমাদিগকে মের ওজন।

এই বলিতে বলিতে প্রবাহিত ধারায় তাঁহার নয়নাগ্র বহিতে লাগিল আমাদিগের দাদাকে জিজ্ঞাসা করিবার জন্য তৎকালে মনে আর কোন প্রশ্নের উদয় হইল না।

তিনি বলিলেন "গাও ভাই গাও—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ,
শ্রীঅদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসাদি গৌরভক্ত বৃন্দ।

আমরা আত্মহারা হইয়া তাঁহার সঙ্গে গান ধরিলাম। তিনি পুনরায় গাহিলেন—

যে আনিল প্রেমধন করুণা প্রচুর।
হেন প্রভু কোথা গেলা আচার্য্য ঠাকুর॥
কাঁহা মোর স্বরূপ রূপ কাঁহা সনাতন।
কাঁহা দাস রঘুনাথ পতিতপাবন॥
কাঁহা মোর ভট্টযুগ কাঁহা কবিরাজ।
এককালে কোথা গেলা গোরা নটরাজ॥
পাষাণে কুটিব মাথা অনলে পশিব।
গৌরাঙ্গ গুণের নিধি কোথা গেলে পাব॥

এই শেষ চরণটি বার বার অত্যন্ত করুণ ও প্রবল ভক্তি বিজড়িত স্বরে গাহিতে গাহিতে থামিয়া গেলেন। চক্ষুর তারকায় স্থির, মন বৈকুণ্ঠের স্বপ্নে বিভোর, অপূর্ব্ব শ্রীতিস্নেহমাখিত স্বরে বলিলেন "হরিপদ-চিহ্নবিভূষিত বাহ্যজ্ঞানবিহারকারী ওগো বৈকুণ্ঠ বিহারীর দূত! এস এস। আমায় হরিকথামৃত শোনাও, দেওনা, দেওনা, প্রভুর চরণে আমায় প্রাণের নিবেদন—এই পর্য্যন্ত বলিয়াই আবার নীরব হইলেন। মুখমণ্ডল আনন্দপ্রভায় উদ্ভাসিত হইল। এদিকে অরুণোদয় হওয়ায় লোহিতাভায় ছটা তাঁহার অঙ্গে যেন আভীর রঞ্জিত করিতেছিল। আমরা বুঝিলাম বন্ধুবর, নিত্যধাম-বাসী ভক্তবৃন্দের, প্রণত প্রকটলীলা পরিত্যাগ করিয়া চিন্ময় ধামের নিত্যলীলায় প্রবেশ লাভ করিয়াছেন।

প্রেরিত পত্র।

একদিন কার্য্যোপলক্ষে আমাকে কাটোয়া হইতে শ্রীধাম নবদ্বীপ যাইতে হইয়াছিল। আমি অনেকবার আদি নবদ্বীপ গিয়াছি। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমি, চিন্ময় নবদ্বীপ ধাম আমার কখনও দর্শন হয় নাই। কারণ আমি শ্রীধাম-অধিকারী নই। শ্রীধাম আমার ন্যায় ভোগলালসাপ্রিয় জড়েন্দ্রিয়সেবীর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু নয়। তবে একদিনের কথা উল্লেখ না করিয়া আমি শান্তি লাভ করিতে পারিতেছি না। একবার যায় শ্রীধাম নবদ্বীপ দর্শনে আমার প্রাণে বিপুল শান্তির উচ্ছলিত স্রোতঃ প্রবাহিত হইয়াছিল। সেদিন এই দুর্ভাগ্যের কি সৌভাগ্য জানিনা, তাহার উপর কোনও শ্রীগৌরাঙ্গের নিজজনের অযাচিত করুণধারা বর্ষিত হইয়াছিল, নবদ্বীপের ধূলি মাখিয়া সত্য সত্যই সেদিন আমার নয়নে আনন্দাশ্রু ঝরিয়াছিল, নবদ্বীপের ধূলি মাখিয়া সত্য সত্যই সেদিন আমার পাপমলিন অন্তঃকরণে কি যেন একটা অভিনব ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছিল। সেই ভাগীরথী সেই শ্রীবাসাঙ্গন, যাহারা আমার

প্রাণের ঠাকুর শ্রীমহাপ্রভুর চরণধূলিস্পর্শে চিরধন্য, আমার প্রাণে কিসে আনন্দ ধারা ছুটাইয়া দিল। যাঁহার কৃপায় আমার এ দুর্দিন হইয়াছিল তিনি শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিশ্বাস্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজ। জানিনা আমি কি সুকৃতি ফলে তাঁহার সুশীতল চরণস্পর্শ লাভ করিব, কবে তাঁহার শ্রীমুখের উপদেশামৃত পান করিব। কবে তাঁহার করালকলিকলুষকণাপিহুনা শান্তদর্শন সৌম্য মূর্ত্তি নয়নগোচর করিয়া ধন্য হইব।

কাটোয়া ষ্টেশনে একখানি ট্রেনের তৃতীয় শ্রেণীর একখানি কামরায় উঠিয়া এক কোণ জুড়িয়া বসিলাম। আমার সম্মুখে একজন বৈষ্ণব বেশধারী লোক বসিল। তাহার পরিধানে গৈরিক বহির্বাস, অঙ্গে দীর্ঘ গাত্রাবরণ (আলখাল্লা) কণ্ঠে তুলসীমালা, বাহুতে তুলসীবন্দ, মস্তকে হরেকৃষ্ণ নামাঙ্কিত নামাবলির পাগড়ি বাঁধা, ললাটে দীর্ঘ তিলক বাম কক্ষে একটী ঝুলি লম্বমান। সেটী স্থূলগর্ভ। বোধ হইল সেটী তাহার ভাণ্ডার। দক্ষিণ হস্তে একটী নারিকেল মালার কমণ্ডলু। উহার উপরে মুখটী ও তলদেশটী তাম্রাবাঁধান ও তাহাতে একটী পিত্তলের শলাকা সংযুক্ত। তাহাকে কি বলিব স্থির করিতে অক্ষম হইয়া 'ঐ ব্যক্তি' এই নামেই অভিহিত করিব।

ঐ ব্যক্তি আমার সম্মুখে বসিয়া নিজের ঝুলি হইতে একটী 'বিড়ি' বাহির করিল ও দেয়াশলাই জ্বালাইয়া তাহার ধূমপান কার্য্য শেষ করিল। অবশেষে একটু যা অবশিষ্ট থাকিল সে টুকু তাহার 'আলখাল্লার' পকেটে রাখিয়া দিল। আমি সংসারী, কিন্তু এ সংগ্রহের অর্থ বুঝিতে পারিলাম না। জিজ্ঞাসা করিতেও ইচ্ছা হইল না। আপন মনে কত কি ভাবিতেছি। হঠাৎ সেই ব্যক্তি তাহার ভাণ্ডার হইতে একটু গঞ্জিকা বাহির করিল, ক্ষুদ্র এক টুকরা কাঠের উপর রাখিয়া কাটিল ও একটী ক্ষুদ্র কলিকা সাজিল। তারপর সেই বিড়ির অবশিষ্ট অংশগুলি (আরও অনেক ছিল) বাহির করিয়া পাকাইয়া আগুন ধরাইল ও মনের সুখে অবহিত চিত্তে ধূমপানে রত হইল। আমারও সংগ্রহের অর্থ বোধ হইল। এ সইলে কি বৈ-রা-গী (বহুরাগী)? এই দৃশ্য দেখিতে নবদ্বীপ আসিয়া পড়িলাম। সৌভাগ্যক্রমে আর তার সঙ্গ সুখ লাভ করিতে হইল না।

এখন বৈষ্ণবগণের আমার জিজ্ঞাস্য এই যে এই শ্রেণীর লোকের জন্য উদ্ধারের কি উপায় নাই? বৈষ্ণবের বেশ, মুখে হরেকৃষ্ণনাম আর এই আচার। আপনারা পতিত পাবন পরম দয়াময় এই শ্রেণীর লোকের উদ্ধারের কি উপায় করিতে পারিবেন না। ইহারাই নাকি আপনার গৃহদ্বারী ভিক্ষা করিয়া জীবনযাপন করে। আমার দিবা আমাকে আর বলিব না সেবাদাসী—। আমার পাপ হয় হোক নরক হয় হোক, হে গৃহস্থ ভ্রাতৃগণ! আমি করজোড়ে আপনাদিগের নিকট প্রার্থনা করিতেছি, আপনারা এই শ্রেণীর লোকের অন্ন যোগাইবেন না। এ পাপের প্রশ্রয় দিবেন না। আপনারা কি জানেন না যে ইহারা আমার মহাপ্রভুর দোহাই দিয়া নিজের উদর পূর্ণ করিতেছে ও গৈরিক বসন পরিধান করিয়া ও ছি ছি লিখিতে ঘৃণাবোধ হয়, পাপের উদর হয় যোষিৎ সম্ভোগ করে আমার বিবেচনায় ইহাদিগকে নির্য্যাতন করাই ইহাদের উদ্ধারের উপায়। আজকাল অধিকাংশ গৃহস্থই অতিথি বিমুখ করিত নাই বলিয়া ইহাদের ভিক্ষা দিয়া থাকেন, কিন্তু জানিনা এরূপ অতিথি বিমুখ করিলে কোন পাপ হয় কি না।

হে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজ আপনারা বিজ্ঞ আমি মহা মূর্খ যদি এ রকম অতিথিকে বিমুখ করিলে পাপ হয়, তবে গৌড়ীয়ের দ্বারে আমাকে দয়া করিয়া জানাইবেন।

বৈষ্ণব দাসানুদাস রাধামনোহর দাস ভিক্ষু। (হেডমাষ্টার, কাটোয়া হাই)

[এ রকম লোক অতিথিই নহে, তেল ভিক্ষাব্যবসায়ী। যথার্থপরমার্থনিরত নিষ্কিঞ্চন ব্যতীত ভিক্ষু হইবার কাহারও অধিকার নাই। এরূপ ব্যবসায়ী ব্যক্তির নিকটে শাস্ত্রবিহিত কোনও প্রত্যবায় হয় না। গৌঃ সঃ]

(আচার্য্য প্রকট তিথিতে পঠিত)

ওঁ বিষ্ণুপাদ চিদ্বিলাস

পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য মহামতি।
অষ্টোত্তরশত শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যোক্তির আচার্য্য গোস্বামী।
গুরু রূপে অবতীর্ণ বঙ্গ গৌড়ভূমি॥
শ্রীগুরুগৌরাঙ্গজন অধম তারণ।
পতিত জনের শীরে ধর শ্রীচরণ॥
দয়াময় দয়া করি দিয়া শাস্ত্র যুক্তি।
ভজন করিয়া দিলে সন্দেহের উক্তি॥
মুক্ত আছি তবু ভোগে ইন্দ্রিয় সেবনে।
সদা তবে উদাসীন সুকৃতি বিহনে॥
অকরুণায় অবতার করুণ নিদান।
স্নেহ নমঃ শ্রীচরণে দেহ দাসে স্থান॥
অসৎ সঙ্গেতে বাস বিষয়ে বাসনা।
ধন ধান্য যশ লাভে সতত কামনা॥
অহংমায়া পাশে বদ্ধ আদি অনুক্ষণ।
দাসের দাসত্ব দিয়া ঘুচাও বন্ধন॥
প্রভুক্তকরুণাকর গুরু নিত্যানন্দ।
সেবা শক্তি মাগয়ে দাস বঙ্কিমচন্দ্র॥

শ্রীমায়াপুর।

(১)

ওই ষোলক্রোশী অষ্টদল
শতদল রূপ,
তায় আটদলে আটদ্বীপ
বৃন্দার স্বরূপ,
তায় কর্ণিকার-ধাম
ধরে অন্তর্দ্বীপ নাম
সেথা নবদ্বীপ মায়াপুর
তীর্থ অপরূপ।

(২)

সেথা গোপনের ব্রজ-ভূমি
গোরার শ্রীপাট,
সেথা নিতাইয়ের প্রেমেরদে
সিরীষিত ঘাট,
তথা জাহ্নবী জল
সদা পুলকে চঞ্চল
ঘাটরূপ অপরূপ
স্বরূপেরি ঘাট।

(৩)

সেথা সুমধুর শুদ্ধপুর
প্রেম গোপিকার
সেথা রাসরসে রোলরাস
নাহি হ্রাস তায়।
নাম-অধিকারী সব
সদা করে উৎসব,
ছুটে গোলোকের পুলকের
সুধারা সুধায়।

(৪)

সেথা ভকতেরা মাতোয়ারা
নাম গান গায়,
সবে গোরামুখশশী পানে
ফিরে ফিরে চায়,
নাচে সবে তালে তাল
বাজে খোল করতাল
সেথা বেলাকূল দেবকূল
হাসিমুখে ধায়।

(৫)

সেথা লক্ষধানে হেম প্রেম
বিরাজে সদাই,
সেথা শুদ্ধনাম ছাড়া কভু
শুনিবারে নাই,

দেখা যেতে সব ভুল
দেখা সকলি অতুল
তথা অসুরের যাইবার
শকতি ত নাই।
কৃপাপ্রার্থী
শ্রীযতীন্দ্রনাথ সাহস্ত (কবিশেখর)
সাং পুটসুরী। (বর্দ্ধমান)

প্রচার-প্রসঙ্গ।

ওঁ চিঠিলাস পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য অষ্টোত্তরশত শ্রীমৎ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অপ্রকটদিনে ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাসিপ্রবর শ্রীমৎ স্বামী তীর্থমহারাজ, ভারতী মহারাজ, পর্ব্বত মহারাজ, পুরীমহারাজ ও অরণ্যমহারাজ প্রমুখ অসংখ্য ভক্ত শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমার যাত্রিগণ লইয়া সম্প্রতি তাঁহাদিগকে তড়াআঁটিপুর শ্রীল পরমেশ্বরী দাস ঠাকুরের পাট, খানাকুল কৃষ্ণনগরে শ্রীল অভিরাম ঠাকুরের পাট, পরে মেদিনীপুর হইয়া বহুবৎসরাপী গোপীবল্লভপুরে শ্রীল হরিকীর্ত্তন ঠাকুরের পাট প্রদর্শন করাইয়া শ্রীগৌড়ীয় মঠে গত সপ্তাহের শুক্রবার প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন। গত শনিবার প্রাতে সকলে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ ঠাকুরের প্রকটভূমি একচাকা গ্রাম (বীরভূম জেলা) ও অন্যান্য গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের পরম আদরের তীর্থসমূহ দর্শন জন্য যাত্রা করিয়াছেন।

ইতো মধ্যে শ্রীযুক্ত অবিদ্যাহরণ প্রভু কোলা, গেউখালি প্রভৃতি মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন স্থানে শ্রীহরিকথা প্রচার, শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমার এবং শ্রীনবদ্বীপ পরিক্রমার আবশ্যকতা বুঝাইতেছেন। আশা করি তদঞ্চলবাসী অনেকেই এবার শ্রীধাম পরিক্রমায় যোগদান করিবেন।

আচার্য্য প্রকট মহোৎসব।

গত সপ্তাহের শুক্রবার শ্রীগৌড়ীয় মঠে ব্যাস পূজা ও তদুপলক্ষে মহোৎসব ব্যাপার সম্পাদিত হইয়াছে। বহুস্থান হইতে ও চিঠিলাস শ্রীশ্রীপ্রভুপাদের আশ্রিত দাসগণ সমবেত হইয়াছিলেন। সায়াহ্নকাল হইতে রাত্রি ১০ ঘটিকা কাল পর্য্যন্ত একটী বৃহতী সভার অনুষ্ঠান হইয়াছিল। তাহাতে শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ ও শ্রীল গুরুপাদপদ্ম বিদ্যাবিনোদের বক্তৃতা যথার্থই মর্ম্মস্পর্শী হইয়াছিল। শ্রীল ভারতী মহারাজ ও শ্রীল নলদুলাল ব্রহ্মচারীও তাঁহাদের স্বভাব-সুলভ বক্তৃতা দ্বারা লোকের চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছিল। সর্ব্বশেষে শ্রীশ্রীপ্রভুপাদের অভিভাষণান্তরে প্রত্যাবর্ত্তন সকলেরই হৃদয় দ্রব করিয়াছিল। তদনুগ ভক্তমণ্ডলীর সৌভাগ্যে আনন্দ-প্রকাশ, ভজন উন্নতির সোপানে অন্য উন্নত জনকে উৎসাহ প্রদানে ও অনুন্নতজনকে আহ্বান এবং ভক্তি মার্গত্যাগী ভাগ্যহীনের জন্য খেদ সকলের চিত্ত অনুদ্ভুত করিয়াছিলেন। বাক্যের বাগ্‌বিলাস, বক্তার স্বার্থপ্রকাশ, এমন কি তাঁহার স্বভাবসুলভ বিপশ্চিদ্ভাবকের দার্শনিক বিচারমূলে বৈষ্ণবাচারোল্লঙ্ঘনের বিকাশ তাঁহার সে দিনের অলোকসামান্য উপদেশাবলীর মধ্যে স্থান পায় নাই। কিন্তু তাঁহার প্রশান্ত দর্শন, বৈষ্ণবোচিত গাম্ভীর্য্য, সর্ব্ব-সম্বন্ধে স্বীয় পবিত্র হৃদয়ের ভাবোদ্ঘাটন, সকলের প্রতি সমান করুণার ধারা প্রত্যেকের হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। সে দিন প্রত্যেকেই নিজকে ধন্য জ্ঞান করিয়াছিলেন। তিনি কি গুরুদক্ষিণা চাহিয়াছেন, শুনুন। তিনি চাহিয়াছেন, আমরা সকলে তাঁহার আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া তাঁহার অনুগমনে হরিসেবাকার্য্যে ব্রতী হই, সর্ব্বস্ব দ্বারা ধন, মন, প্রাণ, দেহ, গৃহ, সুত, কলত্রকে অসুর সেবায় না রাখিয়া কৃষ্ণসেবায় নিয়োজিত করি। তাহাতে তিনি যে হরিসেবা নিত্যকাল করিতেছেন, তাহার না কি সৌকর্য্য সাধিত হইতেছে। আহা কি মধুময় ভাব। কিন্তু ক্ষোভের বিষয় কি বলব? তাঁহার এই কাতর আহ্বানে, এই উদার ভিক্ষায় কুলীকে আমার প্রায় ভোগাদ্ধ ব্যক্তি সকর্ণকুহরে প্রবেশাধিকার দিতেছে না। হায় দুর্ভাগ্য, এ দুর্দ্দিন আমাদের কবে দূর হইবে?

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গো জয়তঃ।

গৌড়ীয়

তৃতীয় খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ২৫শে ফাল্গুন শনিবার ১৩০১, ৭ই মার্চ্চ ১৯২৫ | ২১শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ।

আজ শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমার অষ্টম দিবস। কাল শেষ দিন। পরম নবদ্বীপের অন্তর্দ্বীপ শ্রীমায়াপুর যোগপীঠ শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর জন্মস্থিটার শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের ত্রিদিন-মহা-মহোৎসব অধিবাস। আনন্দের আর সীমা নাই। যখন দেশে পাষণ্ডোপাসনার পূর্ণ উদ্যমে ভক্তিতত্ত্বের কথা একরূপ সম্পূর্ণভাবে চাপা পড়িয়াছিল, যখন তথাকথিত পণ্ডিতগণ শাস্ত্রের মর্ম্মার্থের দিকে লক্ষ্য না করিয়া কেবল ঘটাকাশ পটাকাশ লইয়াই ব্যস্ত, যখন কণাদ ও অক্ষপাদের তর্কবাদের আশ্রয়ে স্বয় পাণ্ডিত্য বিস্তার করিয়া স্বয় প্রতিষ্ঠাকেই বিশ্বস্ত করাই তর্কাচার্য্যগণ জীবনের ব্রত করিয়া তুলিয়াছেন, যখন ভক্তিধর্ম্ম তুকল ও অর্ব্বাচীনের মানসিক বিকার বলিয়া উপেক্ষা করিয়া পাণ্ডিত্যাভিমানিগণ দুরন্ত আত্মম্ভরিতায় স্ফীতবক্ষ হইয়াছেন, যখন মুষ্টিপরিমিত ভক্তসমাজকে লাঞ্ছনা, নির্য্যাতন ও নানা অত্যাচারের ভয়ে গোপনে ভক্তিধর্ম্মের যাজন করিতে হইত, যখন শ্রীহরিনাম গ্রহণ করিলে লোকের উপেক্ষায় হাসি হাসিবার দুর্ভাগ্য হইয়াছিল, যখন উচ্চস্বরে হরিনাম গ্রহণ করিলে লোকের উপেক্ষনক কার্য্য হইয়া পড়িত, এমন সময় শ্রীশ্রীভগবান্ হরি অধিরূঢ় দুর্ভাগ্যজীবগণের মঙ্গলের জন্য তাঁহার নিত্য অপ্রাকৃত শ্রীনবদ্বীপধামের নিত্য ঔদার্য্যলীলা প্রকটে প্রকট করাইয়াছিলেন—সে আজ চারিশত আটত্রিশসংবৎসরের কথা। পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার পার্ষদগণ প্রকটে আবির্ভূত হইয়াছেন, হইতেছেন। শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের সহিত শ্রীল অদ্বৈতপ্রভু, জীবের ঘোর দুর্দ্দিবদর্শনে দেখিয়া অত্যন্ত কাতর হইয়া শ্রীহরিসকাশে নিবদ্ধ নিবেদন করিতেছেন ও কালপ্রতীক্ষা করিতেছেন, এমন সময়ে শুক্লাম্বরের চারিদিকে হরিনামের ধ্বনি ছড়াইয়া প্রভু অবতীর্ণ হইলেন। তাহাতে বৈচিত্র্যই বা কি? যাঁহার যোগমায়ার সকলেই মোহিত, যাঁহার গুণমায়ায় হরিবিমুখগণ বদ্ধ, তাঁহার আবির্ভাবসময়ে লোকে কিছুকাল হরিবৈমুখ্যত্যাগ করিয়া শ্রীহরিনামে মত্ত হইয়াছিল। সে দিন চন্দ্রগ্রহণের উপলক্ষ্য করিয়া চারিদিকে হরিবোল উত্থিত গগনভেদ করিয়াছিল। ভক্তগণ বলেন সকল দেবগণ তৎকালে কলিতে আসিয়া গ্রহণের ছলে হরিকোলাহল ভেরীর দণ্ডিত করিয়াছিলেন যে, সকলেই

পরস্পর বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসিলেন যে এতলোক হরিনামে মত্ত হইয়া কোথা হইতে আসিল? সকালে শ্রীবাসাঙ্গন নবদ্বীপের ঘাটে ঘাটে লোকে লোকারণ্য। এত অপরিচিত লোক কোথা হইতে আসিয়া হরিকীর্ত্তন করিতেছে এই ভাবিয়া সকলেই নিরাক। তখন যাহার হরিনামে বিদ্বেষ ছিল, তাহা এত লোকের মুখে হরিকীর্ত্তনের স্রোতে ভাসিয়া গেল, সকলে হরিনাম করিতে লাগিল। হরিনামে এমন মাতোয়ারা আর কখনও তাহা হয় নাই, আরও ত' গ্রহণ হইয়াছে, কৈ হরিনামে এত উন্মত্ত পূর্ব্বে ত' কেহ কখনও হয় নাই। সকলেই বিস্মিত, কারণ কেহই নির্ণয় করিতে সমর্থ হন নাই। কেবল শ্রীঅদ্বৈত ও ঠাকুর হরিদাস পরস্পর হাসাহাসি করিয়াছিলেন, আর শ্রীবাসাদি ভক্তগণও আভাস পাইয়াছিলেন, যাঁহারা পার্ষদ তাঁহারাই কেবল ইহার মর্ম্ম বুঝিয়াছিলেন, আর সকলেই বিস্মিত।

পার্ষদ ভক্তগণের আনন্দের আর সীমা রহিল না। তাঁহারা বুঝিয়াছেন যে তাঁহাদের যথা সর্ব্বস্ব শ্রীভগবান্ শ্রীহরি আজ তাঁহাদের কৃপন ধামাইতে আসিয়াছেন, জীবের দুঃখ এইবার দূর হইবে। আর পার্ষদগণ কি বলে, তাঁহারা জীবের জন্য এতদূর ব্যস্ত কেন? কেন?—বৈষ্ণব যে দয়ালু, পরদুঃখকাতর যদি হইতে হয়, তাহা হইলে বৈষ্ণবদাস হওয়া চাই, নচেৎ নির্ম্মল দয়ার আদর্শ আর কোথাও নাই।

অবশ্য এই কথাটী বুঝিতে আমার ন্যায় ভক্তিবর্জ্জিত ভোগোন্মত্ত বদ্ধ জীবের বিশেষ বিলম্ব। সাধুগুরুবৈষ্ণবের কৃপাতে যে টুকু বদ্ধতা তিরোহিত হয় সেই পরিমাণে এই উক্তির যাথার্থ্য আমরা উপলব্ধি করিতে পারি। তবে সাধুমুখে যাহা শ্রুত হইয়াছে, তাহা কীর্ত্তিত হওয়া আবশ্যক।

বৈষ্ণব আমাদের কি উপকার করেন? ইহা বুঝিতে হইলে আমাদের কি দুঃখ দেখা প্রয়োজন। কেন না দুঃখ দূরীকরণই দয়ার উদ্দেশ্য। এই দুঃখ বুঝিতে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি বা সঙ্ঘ স্ব স্ব চিত্তবৃত্তির অনুরূপ ভিন্ন ভিন্ন ধারণা লইয়া বসিয়া আছেন। ভোগপ্রপন্নজন ব্যক্তি বা চার্ব্বাকাদির অনুগগণ মনে করেন যে ভোগের অভাবই দুঃখ, তাহা নিরাকরণ করিতে হইলে ভোগের উপকরণ সংগ্রহ আবশ্যক। যাহার ভোগের অভাব আছে। তাহার সেই অভাব পূরণ করাই দয়ার মুখ্য উদ্দেশ্য বলিয়া তাঁহারা স্বীকার করেন। কিন্তু অন্যান্য দার্শনিক বা তাঁহাদের মতাবলম্বিগণ এই মতকে সমীচীন না বলিয়া কেহ বৌদ্ধগণের অনুসরণে আত্ম বিনাশে অর্থাৎ উপলব্ধি-রাহিত্যরূপ নির্ব্বাণলাভে ব্যস্ত হইয়া তাহাই সকলকে বুঝাইতে লাগিলেন, কেহ প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেক লইয়া অস্থির হইলেন, কেহ বা চিত্তবৃত্তি নিরোধ জন্য নানা প্রক্রিয়ায় আবশ্যকতাও উপলব্ধি করেন, কর্ম্মের অনুগত পাশ্চাত্যগণ কিয়ৎ পরিমাণে পূর্ব্বমীমাংসাকারের ন্যায় কর্ম্মবাদের বহুমান করেন, আর মায়াবাদী ব্যক্তিমাত্রেই জড়সঙ্গত্যাগের প্রয়াস পান। ইহারা স্ব স্ব মত প্রচার করিয়া আপনাদিগকে দয়ালু মনে করিয়া ভ্রান্ত হ'ন।

কিন্তু ইঁহারা যথার্থ দুঃখের মূল কি ও প্রকৃত দয়া কাহাকে বলে এ বিষয়ে সমীচীন সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন বলিয়া বেদান্তসূত্রকর্ত্তা শ্রীমদ্ ব্যাসদেব স্বীকার করেন না। তাঁহার দাসগণ জানিয়াছেন যে জীব স্বরূপতঃ ভগবৎ সেবক। সেই স্বরূপ-ভ্রান্তি বশতঃই আমাদের এই বদ্ধতা ও তজ্জনিত সমূহ দুঃখ। সেই ভ্রান্তি তিরোহিত হইয়া যখন আমাদের স্বরূপোদ্বোধন করিবে তখনই আমাদের সকল অভাব দূরীভূত হইবে। যিনি এই স্বরূপোদ্বোধন কার্য্যে আমাদিগকে প্রণোদিত ও তৎকল্পে সাহায্য করেন তদপেক্ষা আত্মীয় বন্ধু আমাদের কে হইতে পারে? তাঁহার দয়ার সহিত আপাতিক যত দয়ার ধারণা আমরা করিতে পারি, তাহা কত ক্ষুদ্র ও অকিঞ্চিৎকর। সুতরাং শুদ্ধ বৈষ্ণব হইতে অধিক দয়ালু কাহার হইবার সম্ভাবনা আছে? বৈষ্ণবই প্রকৃত পরম দয়ালু।

শ্রীভগবান্ দয়াসুধ নিরোমণি, তাঁহার প্রিয় ভক্তগণ তাঁহার সেই দয়াগুণের অধিকারী। তাই দয়াল ভক্তগণ এত জীবদুঃখে কাতর ক্রন্দন করিতেন। অন্তরে প্রভুর আগমন বার্ত্তা জানিতে পারিয়া ঐ দিবস তাঁহাদের আনন্দের আর সীমা রহিল না, শ্রীঅদ্বৈতাদি পার্ষদবৃন্দ সে দিন মহামহোৎসব করিতে লাগিলেন।

শ্রীশচীমাতার প্রাঙ্গনে, সেই শ্রীমায়াপুর যোগপীঠে, সে দিন অনন্ত কোটী লোক যাতায়াত করিতেছে। একে চতুর্দ্দিকে প্রভুর জন্মে শঙ্খ, ঘণ্টা, বাঁশি বাজিয়া প্রভুর আগমন বার্ত্তা ঘোষণাপূর্ব্বক উৎসবের রোল তুলিয়া দিয়াছে, তাহাতে এত অগণন অদৃষ্টপূর্ব্ব লোক-কোলাহল শ্রীজগন্নাথ মিশ্র ভবনে, এমন পুত্র জন্মোৎসব কেহ কখনও দেখে নাই।

শ্রীজগন্নাথ মিশ্র যত পারিতেছেন আহার্য্য, অর্থ যাচক-দিগকে দিতেছেন, তাঁহার ভাণ্ডার সর্ব্বদা পরিপূর্ণ। এত দ্রব্য কোথা হইতে যে আসিতেছে তাহা তাঁহার বুঝিবার আর অবসর মিলিতেছে না, তাঁহার আর বিরাম নাই। কত অপরিচিত লোক, তাহার সংখ্যা নাই, কত উপহার উপঢৌকন যে আসিতেছেন, তাহার ইয়ত্তা কে করিবে?

নগরবাসী সকলে দেখিয়াত' অবাক্! দরিদ্র ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণের ঘরে এত দ্রব্যসম্ভারও সংগৃহীত হইয়াছে, বিদেশ হইতে তাঁহার এত আত্মীয় স্বজনও আসিয়া নিরন্তর ভাণ্ডার পূর্ণ করিতেছে, এত গায়ক বাদক নর্ত্তকও উপস্থিত থাকিয়া শ্রীবাসের মিশ্র-পুত্রের জন্মোৎসব অধিরত ঘোষণা করিতেছে। এত আড়ম্বর দেখিয়া দু একজন মৎসরতাবিশিষ্ট লোকের যে ক্লেশ হয় নাই তাহা বলিতে পারি না। সকল লোকের অবসরও বিদূরিত হইবার সম্ভাবনা, কিন্তু মৎসর ব্যক্তির কখনও মঙ্গলের সম্ভাবনা নাই। তাহারা ভক্তিসম্বন্ধনে যোগ্য নহে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রাকট্যের দ্বিতীয় শ্লোকে এইকথা অতি গম্ভীর নির্ঘোষে ধ্বনিত হইয়াছে। এই শ্রেণীর লোক মিশ্রপুরন্দরের অগাধ ঐশ্বর্য্যের প্রমাণ দেখিয়া ঈর্ষাবশতঃ যাহাকে দেখিতেছে, তাহাকেই বলিতেছে, পুত্র কি আর কাহারও হয় না, এত ছটোপাটী কাহার গৃহে হয়? তোমরা কেন মিশ্রের পুত্রজন্ম লইয়া এত ব্যস্ত হইয়াছে?" কে কার কথা শুনে, অনেকেই ত' তাহাতে কর্ণপাত করিতেছে না, কেহ বা বলিতেছে, "ভাই, আজ হৃদয়ে যেন আনন্দসিন্ধু উথলিয়া উঠিতেছে, নিজের পুত্রজন্মের সময় ত' এতদূর হয় নাই, কিন্তু মিশ্রের পুত্রজন্মে হৃদয়ে আনন্দ আর ধরিতেছে না', সকলেই আনন্দে বিভোর, কেবল তোমার মুখেই দেখিতেছি নিরানন্দের রেখা।"

শচীমাতার প্রাঙ্গনে এত কুলবধূ ও নবীনেরা মাতা সমবেত হইয়া ঠেলাঠেলি আরম্ভ করিয়াছেন যে, দেখিলে মনে হয় নবদ্বীপের কাহারও ঘরে আর স্ত্রীলোক নাই, সকলেই এখানে। কত দেবী মূর্ত্তি যে আজ সূতের সমক্ষে সমবেত তাহার ইয়ত্তা নাই, তাঁহারা যেন অন্য স্থানকেও বিস্মৃত করিয়া ফেলিয়াছেন। ইহার পূর্ব্বে নবদ্বীপে তাঁহাদের কেহ দেখে নাই।

এই আনন্দ উৎসবের আরক দিন আগে মঙ্গলবার। সেই নবদ্বীপ মায়াপুর যোগপীঠ অন্যান্যতার বহু ভক্ত আসিয়া এখন হইতেই সমবেত হইতেছেন। কাল পরিক্রমা অন্তে ভক্তগণ প্রত্যাগমন করিলে তখন তাঁহাদের সংখ্যা করা দেবেরও শক্তি থাকিবে না। গৌড়বাসীর এমন দিন আর হইবে না।

সেই কাঞ্চনী পূর্ণিমা রজনী, সেই শ্রীজগন্নাথ মিশ্র ভবন, সেই শ্রীশচীমাতার প্রাঙ্গন, প্রাঙ্গনে সেই নিম্ববৃক্ষ, নিম্ববৃক্ষতলে সেই সূতিকাগৃহ, সেই সূতিকাগৃহে শচীমাতা সদ্যোজাত নিমাই ক্রোড়ে লইয়া আছেন—তাই, এই দিনে এই দৃশ্য দেখিবে না ত', জনম পাইয়াছ কেন? এমন দিনে এমন স্থানে যদি না রহিবে ত' খল হওয়া ত' ভাল ছিল। সেই স্থানে সেই হুলুধ্বনি কোলাহল ও সেই গৌরকলেবরটীর গৌরকলনীলাকথা যদি না শুনাই

তোমার ভাগ্য হয়, তাহা হইলে স্বয়ং কর্ত্তে নীলাম্বর চালিয়া দিও। ঐ মস্তক যদি সেই আদি স্থান যোগপীঠে শ্রীশ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়া পাদমূলে অবনত না করিতে পারিলে, বৃথা উহার ভার বহিয়া ঘুরিবার আবশ্যকতা কি? ঐ বক্ষে যদি গৌরজন্মস্থলীতে শুদ্ধ-গৌরভক্তপাদরজ না ধরিলে ত' বক্ষের সার্থকতা কি? ঐ রসনা দিয়া যদি গৌরটিটার গৌরজন্মোৎসবের প্রসাদ শুদ্ধভক্ত আহারান্তে মহামহাপ্রসাদ হইলে গ্রহণ করিতে না পারিলে, আর সেই স্থানে ভক্তগণের অনুবর্ত্তনে যদি গৌরজন্মলীলা না কীর্ত্তন করিলে, তাহা হইলে ঐ জিহ্বা ছেদন করাই সঙ্গত। নচেৎ তোমার ঐ নয়ন দ্বারা নানা ভোগের বস্তু দর্শন করিবে, ঐ কর্ণদ্বারা জড়রসের গান শুনিয়া ভোগপ্রবৃত্তি উত্তেজিত করিবে, ঐ চরণে নানা অগম্য স্থানে গিয়া কুকার্য্যরত হইবে, ঐ মস্তক ভোগীর চরণে লুটাইয়া নানা ভাবে ধরার সাধি খাইবে, ঐ বক্ষে কামিনীর চরণাদি ধরিয়া অধঃপাতে যাইবে, রসনার লাম্পট্য তৃপ্তি করিতে গিয়া নানা পাপে প্রমত্ত হইবে। তাই বলি, চল, গৌরজন্মস্থলীতে গমনপূর্ব্বক ভক্তদিগের পদধূলিতে গড়াগড়ি দিয়া আমাদের হৃদয় সজ্জা করি, তাহার সহিত আমাদের হৃদয়ের সমস্ত মলা পরিষ্কার হইয়া যাইবে, আমরা নির্ম্মলচিত্তে শ্রীগৌরপাদপদ্ম ধারণ করিয়া ধন্য হইব।

ভাই আজ কয়দিন কি ঘরে বসিয়া থাকিতে আছে? না, ভোগ বুদ্ধিতে হোলি খেলায় প্রমত্ত হইতে হয়? ভাই, তুমি কি শুন নাই যে গৌর কৃষ্ণ অভেদ? কেবল লীলাগত পার্থক্য শ্রীকৃষ্ণের রোলযাত্রা দেখিবার যোগ্যতা কার হইয়াছে, ভাই? সাধুর নিকট জিজ্ঞাসা করিলে শুনিতে পাইবে, যাঁহাদের হৃদয়ে আজো ভোগবুদ্ধি নাই, শ্রীকৃষ্ণসেবায় যাঁহারা বিভোর, যাঁহারা আপনাদিগকে শ্রীকৃষ্ণ লীলার উপকরণ বলিয়া বুঝিতে সমর্থ হইয়াছেন, অর্থাৎ যাঁহাদের হৃদয়ে ব্রজ পরিকরের ভাব পূর্ণভাবে প্রকাশ পাইয়াছে, তাঁহারাই শ্রীকৃষ্ণলীলার আলোচনার অধিকারী, অন্যে নহে। তাই, গৌর লীলা কি তাহা যদি বুঝিবে, গৌরজনপাদাশ্রয় কর। গৌরের নির্জ্জন বা প্রেত আর কেহ তাঁহার শ্রীকৃষ্ণ লীলার মর্ম্ম জানেন না। তাই, তোমার আমার ন্যায় জীবের একমাত্র গৌরভক্তের কৃপা আর গৌর কোলাহল ছাড়া অন্য গতি নাই। শ্রীগৌরসুন্দরের প্রিয় দাসের অনুগত হইয়া কৃষ্ণ-ভজন করিলে তবে আমাদের মঙ্গল।

শ্রীশ্রীগৌরজন্মমহামহোৎসব উপলক্ষে একসপ্তাহ মুদ্রাযন্ত্র বন্ধ থাকিবে এবং আগামী সপ্তাহের গৌড়ীয়ও প্রকাশিত হইবে না। গৌড়ীয়ের এই বার্ষিক রীতি পাঠকগণ স্মরণ রাখিবেন।

"বৈরাগী"

আজ কালকার ধারণা যে "বৈরাগী" বলিতেই ঐ সেবাদাসী সঙ্গে লওয়া ভেকধারী বাবাজী অথবা ঐরূপ বাবাজীর ও সেবাদাসীর সন্তান বা তাহার বংশীয় কেহ —এই মনে হয়। আমাদের দুর্ভাগ্য যে এই শ্রেণীর লোকেরা নিজেদের 'বৈরাগী' পরিচয়ে পরিচিত হইতে যাওয়ায় 'বৈরাগী'নাম শুনিলে আমরা মুখ ফিরাই। কিন্তু "বৈরাগী" বা "বাবাজী" অতি উচ্চ অর্থের কথা।

প্রকৃতি-প্রত্যয় গত অর্থ দেখিতে গেলে, আমরা বুঝি যে "বিরাগ" শব্দ হইতেই 'বৈরাগী' শব্দের উৎপত্তি, তাহা হইলে ঐ শব্দের প্রকৃত অর্থ এই যে যাঁহারা বিরাগবিশিষ্ট তাঁহারাই প্রকৃত বৈরাগী। যদি বৈরাগ্য বলিলে এই অর্থ আমাদের মনে প্রতিভাত হইত তাহা হইলে আমাদের নাসিকাকুঞ্চনের অবসর থাকিত না। কিছুকাল যাবৎ ঐ ঘৃণিত শ্রেণীর লোক যাহারা শাস্ত্রীয় বা সামাজিক সকল শৃঙ্খলাতেই বিরাগবিশিষ্ট ও উচ্ছৃঙ্খল ভোগে বহুরাগবিশিষ্ট, তাহাদিগকে 'বহুরাগী' নাম না লইয়া 'বৈরাগী' নামে পরিচিত দেখিয়া আমাদের 'বৈরাগী' শব্দের প্রতিই বিরাগ আসিয়াছে।

তাহা হইলে বৈরাগী বলিতে কি বিষয়ে বিরাগযুক্ত বুঝায় তাহা আমাদের আলোচ্য বিষয়।

শ্রীমদ্ভাগবতে ভক্তির ক্রমোন্নতির সম্বন্ধে বলিতেছেন—

"ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তি-
রন্যত্র চৈষ ত্রিক এককালঃ।"

যে পরিমাণে ভগবদ্-জ্ঞানলাভ হইবে, সেই পরিমাণে হৃদয়ে ভক্তির উন্মেষ হইবে ও সেই সঙ্গে সঙ্গে তাহার লক্ষণস্বরূপ 'অন্যত্র' অর্থাৎ ভগবৎপ্রীতি ভিন্ন ইতর বিষয়ে বিরক্তি বা বিরাগের উৎপত্তি হয়। এই কৃষ্ণেতর বিষয়ে বিরক্তি কাহার হইতে পারে তাহাই আলোচ্য। যিনি যে পরিমাণে কৃষ্ণোন্মুখ, তিনি সেই পরিমাণে তদ্বিতর বিষয়ে বিরাগযুক্ত। যেখানে যে পরিমাণে আলোক আছে, সেখানে সেই পরিমাণ অন্ধকারের বিকাশ—ইহা স্বতঃসিদ্ধ কথা। সুতরাং যথার্থ বৈরাগী হইতে হইলে কৃষ্ণোন্মুখ হইতে হইবে। কৃষ্ণোন্মুখ বলিতে কৃষ্ণসেবাতৎপর জানিতে হইবে। যিনি কৃষ্ণসেবাই একমাত্র জীবনের ব্রত করিয়াছেন তিনিই ভোগবাসনা পরিত্যাগ করিয়া, ইতরবিষয়ে নিস্পৃহ হইতে পারিয়াছেন।

'বৈরাগী' কোনও আশ্রমবিশেষ বা বেষকে লক্ষ্য করে কিনা তার বিচার অনেকস্থলে আসিয়া পড়ে। আমরা দেখিলাম কৃষ্ণোন্মুখ হইলে তবে বৈরাগী হওয়া যায়, নচেৎ নহে, কেবলমাত্র বেষ হইলেই বৈরাগী হওয়া যায় না। বেষোপজীবিগণ কেবলমাত্র বেষের দোহাই দিয়া বৈরাগীগিরি করাতেই বৈরাগীনামের অপব্যবহার হইয়া লোকের নিকট অশ্রদ্ধাস্পদ হইয়াছে। তাহা হইলে দেখা গেল যে বেষ অনেকস্থলে বৈরাগ্যের বাহ্যদ্যোতক হইলেও ইহা সর্ব্বসময়ে বৈরাগ্যের অভ্রান্তলক্ষণ নহে। বেষ আশ্রমচিহ্ন ভিন্ন আর কিছুই নহে, বৈরাগী বা বাবাজীর বেষ যে কৌপীন-বহির্ব্বাস, তাহা সন্ন্যাস আশ্রমের চিহ্ন। বৈরাগী আশ্রমভুক্ত, নহেন তিনি আশ্রমাতীত পুরুষ, কেননা তাঁহার কৃষ্ণোপলব্ধিই প্রবল, আশ্রমাদি ব্যবস্থা কেবল কৃষ্ণবহির্ম্মুখের শাসন জন্য। তিনি স্বতঃই কৃষ্ণোন্মুখ, তাঁহার সে শাসনবিধির অধীন থাকিবার আবশ্যকতা নাই। তিনি যে কোনও আশ্রমচিহ্ন ধারণ করিয়াও তাহার কেহ ন'ন, তিনি আশ্রমাতীত পরমহংস। তিনি গৃহে থাকিলেও তিনি গৃহী নহেন, তিনি গৃহত্যাগী হইয়া বেড়াইলেও তিনি সন্ন্যাসী নহেন, তিনি বনে থাকিয়া হরিভজন করিলেও তিনি বনস্থ নহেন, তিনি পরমহংস গুরুর সান্নিধ্যে থাকিয়া ভজন-নিরত হইলেও তিনি ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমান্তর্গত নহেন। তিনি যে অবস্থায়ই থাকুন তাঁহার ব্রহ্মচর্য্যের অভাব নাই, তাঁহাতে গৃহস্থোচিত সংযমের অপতুলতা দৃষ্ট হয় না, তিনি বনচারীর ন্যায় মুনিবর্য্য হইতে ভ্রষ্ট নহেন এবং সন্ন্যাসীর ন্যায় তাঁহার প্রাপঞ্চিক বস্তুতে ভোগবুদ্ধি বাহিত্যেরও অভাব নাই। পার্থক্য হইতেছে এই সকল লক্ষণাবলী তাঁহার সহজ, এ গুলির লাভের জন্য তাঁহাকে অতন্দ্রগুলি নিয়মের সমষ্টি পালনে ব্যস্ত হইতে হয় না, নিয়মগুলি আপনা হইতেই পালিত হয়। সুতরাং বৈরাগী কোনও আশ্রম-বিশেষের ব্যক্তি নহেন। তাঁহার নিয়মাগ্রহ বোধ নাই। নিয়মে আগ্রহও নাই, নিয়মের অগ্রহ বা ব্যভিচারে উচ্ছৃঙ্খলতাও নাই। তিনি পরমহংস। "বলিজানা-শ্রমাংস্ত্যক্ত্বা চরেদবিধিগোচরঃ" এই তাঁহার লক্ষণ।

পরমহংস বৈরাগী গৃহেও থাকিতে পারেন। তা' বলিয়া আমরা সব ঘরে ঘরে পরমহংসের বা বৈরাগীর দল বাঁধিতে পারি না। "ন মৌক্তিকং গজে গজে।" কোনও পরমহংস মুক্তপুরুষ গৃহে ছিলেন বলিয়া আমিও গৃহে থাকিয়া পরমহংস বা এই গৃহব্রতধর্ম্মেই আঁটা আঁটি করিয়া লাগিতে পারিলেই পরমহংস এরূপ ধারণা আমাদের দুর্ব্বুদ্ধি, শুধু তাই নয় দুর্ভাগ্য। গৃহে থেকে ধর্ম্মটী যদ্দিন স্থূল, তাহা হইতে নিবৃত্তি না হইলে, অনাসক্তি না হইলে ভাগবতধর্ম্মের যাজন হয় না। তাই গীতায় শ্রীভগবান্ স্বয়ং বলিয়াছেন "সর্ব্ব ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।" চলিত কথায় বলিতে গেলে, তাই বলে—গ্যায় থাকিবে ত' কূল ছাড়।

বৈরাগ্যের মূল হইতেছে অনাসক্তি। যে সকল বস্তুতে ভগবদ্বিস্মৃতির বৃদ্ধি থাকে সে গুলিতে আমাদের ভোগবুদ্ধি প্রবল। ভোগবুদ্ধি আমাদের বদ্ধতা, সেই ভোগবুদ্ধিরাহিত্য হইলেই আমাদের আসক্তি গেল, আমরা অনাসক্ত বা মুক্ত হইলাম। এই ভোগবুদ্ধি ত্যাগের মূলে কৃষ্ণজ্ঞান হওয়া আবশ্যক। নচেৎ কৃত্রিম ভাবে ভোগ-বুদ্ধি যায় না। বহু কষ্টে ভোগবুদ্ধি দূর করিতে করিতে

আমাদের আমাদের পক্ষে হয়। সুতরাং জগতের সকল বস্তুতেই যদি উপনিষদের "ঈশাবাস্য" উপদেশ অনুযায়ী ভগবৎ-সম্বন্ধ দর্শন করিবার যোগ্যতা লাভ করিতে পারি, তবেই আমরা যথার্থ বৈরাগী হইতে পারিব, যুক্তবৈরাগ্য আচরণ করিতে পারিব। তাই গোস্বামিরাজ বলিয়াছেন,

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তবৈরাগ্যমুচ্যতে॥

তবে বঙ্গদেশের যাহাকে দেখা যায় সন্ন্যাস বৈরাগীবেশ আছেন। যেমন ছুঁচখালনের কেষ্টা রাজা মহান্ত মহারাজ বাহাদুর বৈরাগী বংশোদ্ভব। এখানে বৈরাগী অর্থে বোধ হয় যে পরমহংস বৈষ্ণব (বৈরাগী) গৃহে থাকিয়া হরিসেবা নিরত ছিলেন, যেমন এদেশে শ্রীবাসপণ্ডিত, শ্রীজগদীশ পণ্ডিত প্রভৃতি,—তাঁহাদেরই সন্তানবর্গ। তবে এখানেও বৈরাগীশব্দের ব্যবহার না হইলেই ভাল হইত, কেননা তৎতদ্বংশে সকলেই কিছু সর্ব্বতোভাবে কৃষ্ণোন্মুখ ও ইতর বিষয়ে সম্পূর্ণ বিরাগযুক্ত নহেন।

বৈরাগী গৃহেও থাকিতে পারেন, তা' বলিয়া তাঁহার বংশ বৈরাগী বংশ হইতে পারেন না। শোক সন্ততি চালাইবার প্রবৃত্তি আমাদের মধ্যে অত্যন্ত প্রবল; তাই বৈরাগী বংশ বলিয়া বংশ স্থাপিত হইয়াছে। অবশ্য বঙ্গদেশে বৈরাগী বংশ বলিতে গেলে দুষিত বংশকেই সাধারণতঃ লক্ষ্য করে। যে সব ভেকধারী বাবাজী সেবা দাসী সঙ্গে লইয়া বংশ বিস্তার করিতেছে বা ছাড়িয়া ভেক লইয়া পুনরায় সংসারে আসিয়া সন্তানাদি রাখিয়া গিয়াছে—এই সব বংশ দূষিত। ইহাদের আদর বঙ্গদেশে হয় নাই, বোধ হয় কোথাও হওয়া উচিত নহে। ভাগবত শাস্ত্রে এরূপ বাবাজী বৈরাগীকে 'বাজারী,' টীকায় 'ছদ্মিত (ভণ্ড) ভোজী' আখ্যা দেওয়া হইয়াছে, তাহা কিছু গৌরবের কথা নহে।

তামাক।

যাহঃ কল্পতরুতলাশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্যা এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ॥

বৈষ্ণবের দেহ শুদ্ধ। ইহা অতি পবিত্র ও ভগবানের সুখের আসন। এই চিদ্‌পুত, আমার শ্রীনামকীর্ত্তনরতস্থ সর্ব্বাবয় পাপদোষবিমুক্ত। বৈষ্ণব দেহই শ্রীহরি মন্দির। বৈষ্ণব সেই শ্রীমন্দির সর্ব্বদা সুসজ্জিত রাখিতে যত্ন করেন, সকল প্রকার আধিভৌতিক হইতে রক্ষা করিবার জন্য সচেষ্ট থাকেন; এবং যাহাতে কোনও প্রকারে এই মন্দির মধ্যে পাপময়ীন সংসারের বায়ু প্রবেশ করিতে না পারে তাহার জন্য সতর্ক থাকেন। তাই তিনি তাঁহার অন্তরিত কাম, ক্রোধাদি কণ্টকনিচয়কে যত্নতে অতি যত্নপূর্ব্বক উত্তোলনপূর্ব্বক দূরে নিক্ষেপ করেন, নচেৎ তাঁহার প্রভুর শ্রীতবপু বিদ্ধ হইবে, যে সংসার সর্ব্বদা হরিবিমুখ, নিত্যানন্দপরায়ণ, কামিনীকাঞ্চন 'তু' সম্পত্তি রক্ষণশীল সেই সংসারের পাপবায়ু-স্বরূপ প্রাণ কথা কখনও শ্রুতিপথে আনয়ন করেন না, পাছে তাঁহার হৃদয়ের ধন, জীবনে মরণে গতি প্রভুর বাস অসম্ভব হইবে। তাই তিনি তাঁহার মন্দির তিলকমুদ্রাদি ও শ্রীমালিকাদি দ্বারা ভূষিত করেন। আর যাঁহারা বৈষ্ণব কৃপাপ্রার্থী তাঁহাদের কি করা কর্ত্তব্য? বৈষ্ণবের অনুমোদিত ও আদিষ্ট সকল প্রকার উপদেশ পালনই সর্ব্বদা কর্ত্তব্য। কিন্তু বড়ই দুঃখের সহিত আমাকে একটা কথা আজ বলিতে হইতেছে। অনেকেই বৈষ্ণবের বেশ ধারণ করেন, বৈষ্ণবাচার অনুসরণ করেন বলেন, মহাপ্রসাদ ভিন্ন নাকি কোনও দ্রব্য পরিগ্রহ করেন না। কিন্তু তাঁহারা ধূম পান করেন। বৈষ্ণব আমার গুরু। আমি অপরাধী, আপনারা নিজ কৃপাগুণে আমাকে ক্ষমা করিবেন। আমি আপনাদের দ্বারে প্রণতশীর্ষোত্তরাসে উপস্থিত। যাঁহারা ধূমপান করেন অথচ বৈষ্ণব কৃপা প্রার্থনা করেন—তাঁহাদিগের নিকট আমার জিজ্ঞাস্য এই আপনারা কি কখনও হরিমন্দিরে তামাক খাইতে পারেন? যদি না পারেন আপনার শরীর রূপ শ্রীহরিমন্দিরে কেমন

করিয়া সেই ঘৃণ্য প্রথান করিতেছেন। যেখানে সকলে মিলিয়া হরিকীর্ত্তন করেন আর ভগবানের উক্তি বলেন,—

"নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ।
মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ॥"

সেই হরিবাসরে কেমন করিয়া ধূমপান করেন? হয়ত বলিবেন একটু দূরে গিয়া ধূমপান করিয়া আসি। এক টান না খেলে যে কীর্ত্তনে আটা বসে না। তবে দেখুন তামাকটা হরিবাসরেই খাওয়া উচিত কি না? একটা কতদূর অন্যায় ও শ্রীনামের শ্রীচরণে কতখানি অপরাধ তাহা আপনারা নিজেরাই অবধারণ করুন।

আর এক কথা, যখন বাবাজী গাঁজিকিং কলির স্থান নির্দ্দেশ করেন 'পান' বলিয়া একটী শ্লোকই রচিলেন, তখন সেই সাধক বৈষ্ণবের করণীয় কি না তাহা আপনারাই বিবেচ্য। পান বলিলে কি কেবলমাত্র মশলাই বুঝিতে হইবে? না যে কোনও প্রকার মাদক দ্রব্য বুঝিতে হইবে? নিশ্চয়ই সবই! তামাক প্রভৃতি ইহার মধ্যে। অতএব তামাককে কলির স্থান। এবং হরিবাসর ভগবানের স্থান। তাহা হইলেই দেখুন যেখানে হরিকীর্ত্তন ও তামাক সেবন উভয়ই হয়, সে স্থান ভগবানের আসন না কলির আবাস স্থান। আমাকে ক্ষমা করিবেন। আমি উহাকে কলির আবাস স্থানই বলিব, কলিহত জীবের কলুষনাশন শ্রীনাম সেখানে হয় না। যা যে মুখে এই আসব পানকার্য্য হইয়া থাকে সেই মুখ হইতে কখনও শুদ্ধভাবে শ্রীনাম উচ্চারিত হইতে পারে না। সে নাম নহে—"নামাক্ষর বটে কিন্তু নাম নাহি হয়।" আমার করজোড়ে নিবেদন যাঁহারা বৈষ্ণব পথ অনুসরণ করেন, তাঁহারা এই তামাকটী ত্যাগ করুন। আপনারা অন্যান্য যাবতীয় বৈষ্ণব আচার পালন করিলেও মাত্র এই দোষে একাবলু গোমূত্রে এক কলসী দুগ্ধ নষ্ট হইবার ন্যায় সমস্তই নষ্ট হইবে।

আমি কোনও আখড়াধারী লোককে (বাবাজি বা বৈরাগী বলিতে পারিলাম না) পরিহাসচ্ছলে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম—"আচ্ছা তোমরা গাঁজা খাও কেন।" তাহাতে সে উত্তর দিয়াছিল—'হরিনামে মনঃ সংযোগ করিবার নিমিত্ত।' এই মনঃসংযোগের জন্য গাঁজা খাওয়ার কথা অনেক যোগী সন্ন্যাসীর নিকটও শুনিতে পাওয়া যায়। কর্ম্মমার্গীয় যোগী সন্ন্যাসীদের সম্বন্ধে আমার কিছু বলিবার নাই। কিন্তু যাঁহারা গাঁজা খাইয়া হরিনামে মন বসান যায় বলেন তাঁহাদিগের বিশেষতঃ এই আখড়াধারীদিগের সম্বন্ধে আমি এই কথা বলি যদি বাস্তবিকই কথাটা সত্য হইতে তবে সেটা তো মায়াবাদকরা নয় তোমার গাঁজার। হায়! হায়! কি পরিতাপ! কোটী কোটী চন্দ্র সুশীতল হরিকলনামধুপানে মত্ত হইতে গাঁজার আশ্রয় গ্রহণ! কি ব্যাপার! কি ভীষণ অপরাধ! মধুসূদন, তোমার পদ্ম কাহাদের জন্য প্রস্ফুটিত? ত্যজিয়া অমল ধবলিত পাদ-বালিস সুশোভিত সুফোমল শয্যাসনী, অনায়াসলব্ধ ভিক্ষার পাকপূত ও সাত্ত্বিক, বিনাবেতনপ্রাপ্ত দাসীকরকমল-পরিমর্দ্দিত পদযুগল, সুরভী সেবাবাসী করণ্ডস্থ সঞ্চিত গঞ্জিকা ধূমপানোদ্যত, অর্দ্ধনিমীলিতনয়ন ঘুলু আখড়া-ধারী একাগ্রচিত্তে কাহার সেবা করে জানি না। নিশ্চয়ই ভগবচ্চরণ নয়। অবশেষে আমার বক্তব্য এই যে হে ভ্রাতৃগণ কেহ যেন এমন আদর্শ গ্রহণ করিবেন না। আমি করজোড়ে আপনাদের কৃপা ভিক্ষা করিয়া প্রার্থনা করিতেছি আপনারা যাঁহারা বৈষ্ণব পথ অনুসরণ করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা এই তামাক ত্যাগ করুন।

অনেকেই হয়ত বলিবেন ইহা অভ্যাস হইয়া দাঁড়াইয়াছে, এখন আর ছাড়িবার উপায় নাই। এখন ত্যাগ করিতে গেলে অনেক ব্যাধি আক্রমণ করিবে। তাঁহাদের নিকট আমার এই ভিক্ষা যে অভ্যাস তাঁহারাই যেমন করিয়াছেন, অভ্যাস-ত্যাগ-অভ্যাস একটু যত্ন করিলেই তাঁহারাই পারিবেন। শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর শ্রীচরণকমলপান যদি বাঞ্ছিত হয় তবে এই ছাইভস্ম ত্যাগ করা কখনই কঠিন হইবে না।

পরে ইহার সম্বন্ধে ও তাম্বূল সম্বন্ধে কিছু বলিবার আকাঙ্ক্ষা রহিল।

বৈষ্ণবদাসানুদাস—
শ্রীরাধামনোহর দাস (কাটোয়া হাইস্কুল)

আচার্য্যানুগমনে

(গৌরমণ্ডল-পরিক্রমা ডায়েরী)

ষষ্ঠ দিবস।

২১শে মাঘ, ৩রা ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার।

বলড়া শ্রীপাট হইতে প্রাতে ৯ঘটিকার সময় রওনা হইয়া সংকীর্ত্তন করিতে করিতে আমরা বনপথ দিয়া প্রায় দুই মাইল পথ পরব্রজে চলিয়া ১০ ঘটিকার সময় পালপাড়া শ্রীমহেশ পণ্ডিতের শ্রীপাটে আসিয়া পৌঁছিলাম। শ্রীমহেশ পণ্ডিত নিত্যানন্দের গণ; ব্রজলীলায় কালগোপালের অন্তরঙ্গ। শ্রীগৌরগণোদ্দেশের নির্দ্দেশে শ্রীমহেশ পণ্ডিত ব্রজের মহাবাহু সখা। পূর্ব্বে জিরেটের পূর্ব্বপারে বনীপুর বা মসিপুর নামক স্থানে মহেশ পণ্ডিতের বাস ছিল। কিন্তু বনীপুর গঙ্গাগর্ভগত হওয়াতে সেখান হইতে সুখসাগরের নিকটবর্ত্তী বেলেডাঙ্গায় শ্রীমহেশ পণ্ডিতের প্রতিষ্ঠিত শ্রীবিগ্রহ কিছুকাল ছিলেন, পরে গঙ্গার ভাঙ্গনে বেলেডাঙ্গাও তদ্রূপ হইলে পালপাড়ার জমিদার নবকুমার চট্টোপাধ্যায় সেই শ্রীবিগ্রহ স্বনামীস্থল সেবায়েৎ বাবাজীকে বলিয়া পালপাড়ায় আনয়ন করেন ও তথায় মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দেন। পালপাড়া পাচনৌর পরগণার অন্তর্গত। পরলোকগত নবকুমার চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র শ্রীরজনীকান্ত চট্টোপাধ্যায় পাচনৌর বা পাজনৌর বা পাজিনগর পরগণাকে নাগরদেশ বলে। পাচনগর পরগণায় বেলেডাঙ্গা, বেহিগ্রাম, সুখসাগর, চাঙ্গুড়ে, মনসাপোতা, পালপাড়া প্রভৃতি চৌদ্দটী মৌজা পাচনগরে থাকায় উহাকে কেহ কেহ নাগরদেশ বলেন। কাহারও কাহারও মতে এই মহেশ পণ্ডিত বলড়া শ্রীপাটের শ্রীজগদীশ পণ্ডিতের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। তাঁহারা বলেন যে, শ্রীজগদীশ, হিরণ্য ও মহেশ পণ্ডিত (কালগোপালের অন্তরঙ্গ) তিনভ্রাতা ছিলেন। জগদীশ জ্যেষ্ঠ, হিরণ্য মধ্যম ও মহেশ কনিষ্ঠ। এই মহেশ পণ্ডিতই শ্রীজগদীশের ভ্রাতা কিনা এ বিষয়ে প্রামাণিক গ্রন্থে উল্লেখ না থাকাতে ইহার সত্যতা সন্দেহার্হ। শ্রীচৈতন্য ভাগবতের অন্ত্য খণ্ডে ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে শ্রীনিত্যানন্দগণের মধ্যে একস্থানে শ্রীমহেশ পণ্ডিতের বিষয় উল্লেখ আছে।

মহেশ পণ্ডিত অতি পরম মহান্ত।
পরমানন্দ উপাধ্যায় বৈষ্ণব একান্ত॥

শ্রীমহেশ পণ্ডিত শ্রীনিত্যানন্দের সহিত পাণিহাটী মহোৎসবে উপস্থিত ছিলেন ও উৎসবের পর নিত্যানন্দ প্রভুর সঙ্গে সপ্তগ্রামে গিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে মহেশ পণ্ডিতের গুণ বর্ণনে কবিরাজ গোস্বামী প্রভু লিখিয়াছেন—

মহেশ পণ্ডিত ব্রজের উদার গোপাল।
চক্কাবাদ্যে নৃত্য করে প্রেমে মাতোয়াল॥

চৈঃ চঃ আদি ১১।৬২

ভক্তিরত্নাকর ৮ম তরঙ্গে দেখা যায় যে শ্রীনরোত্তম ঠাকুর যখন খড়দহে আগমন করিয়াছিলেন, তখন শ্রীমহেশ পণ্ডিত সেইস্থানে উপস্থিত ছিলেন—

"মহেশ পণ্ডিত আদি অতিশয় স্নেহে।
নরোত্তমে বিদায় করিয়া স্থির নহে॥"

শ্রীমহেশ পণ্ডিতের কোনও বংশাবলী বর্ত্তমান নাই। হরেকৃষ্ণ দাসের গুরু রামকৃষ্ণ দাস তৎপূর্ব্বে সেবায়েৎ ছিল। রামকৃষ্ণ দোসাই পালপাড়ায় বিগ্রহ আনয়ন করেন। হরেকৃষ্ণ দাসের পর রামকৃষ্ণ দাস, রামকৃষ্ণ দাসের পর গোবিন্দ দাস, তৎপরে শ্রীসনাতন দাস বর্ত্তমান সেবা চালাইতেছেন।

ইহারা সংযোগী বৈষ্ণব। সনাতন দাস কাটোয়ার উদ্ধব দাস বাবাজীর (যিনি উখলীর বড় প্রভুর আখড়াতে বাস করেন) নিকট হইতে ভেক গ্রহণ করেন।

মহেশ পণ্ডিতের শ্রীপাটের শ্রীমন্দিরটী দামান্য গৃহাকারে বর্ত্তমান। মন্দির এখন জীর্ণ, সংস্কার আবশ্যক। শ্রীমন্দিরে দারুময়ী গৌরনিত্যানন্দ শ্রীমূর্ত্তি, রাধাগোবিন্দ ও শালগ্রাম বিরাজিত। এখন ভিক্ষা দ্বারাই সেবা নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। স্থানীয় শ্রীকালীকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী বার্ষিক ২৫৲ টাকা করিয়া দেন। এই স্থানে মন্দির সম্মুখে বৃক্ষমূলে উপবেশন করিয়া শ্রীপরমহংস ঠাকুর আমাদিগের নিকট অনেক

হরিকথা কীর্ত্তন করিলেন। ঠাকুরের আদেশে শ্রীমদ্ বাসুদেব প্রভু রাধাকৃষ্ণ বল্ বল্ বলরে সবাই—এই গান করিলেন ও তৎপরে 'নিতাই গুণমণি আমার নিতাই গুণমণি" এই গানটী কীর্ত্তন করা হইল।

পালপাড়ার নিকটে আধ মাইলের মধ্যেই 'প্রহ্লাদহ্রদ' বলিয়া একটী দীর্ঘিকা নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। দীর্ঘিকাটী বহু দিনের, এখন পানায় সম্পূর্ণ ঢাকা। প্রবাদ, এই স্থানে সমবায়ুর প্রহ্লাদকে হরণ করিয়া আনিয়া রাখিয়াছিলেন। শ্রীপাটের সন্নিকটেই একটী প্রাচীন শিবমন্দির, মন্দিরে শিবলিঙ্গ নাই। শিবলিঙ্গটী খুব বৃহৎ ছিল বলিয়া কিতরে চলিয়া গিয়াছেন, এইরূপ কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। মন্দিরটী সুবৃহৎ ও মাটীর টালির উপর কারুকার্য্য খোদিত। মন্দিরের চূড়ায় হরিহর চক্র শোভা পাইতেছে।

আমরা শ্রীপাটে সংকীর্ত্তন মহোৎসব ও মহাপ্রসাদ সম্মান করিয়া বেলা ২ ঘটিকার সময় চাঁদুড়ে রওনা হইলাম।

পালপাড়া হইতে ভাগীরথী তীরস্থ চাঁদুড়ে গ্রাম এক মাইল পথ। কাহারও কাহারও মতে এইটী দ্বাপর গোপালের অন্যতম ব্রজের স্তোক-কৃষ্ণ সখা শ্রীপুরুষোত্তম ঠাকুরের শ্রীপাট। সদাশিব কবিরাজের পুত্র শ্রীপুরুষোত্তম নাগর। পূর্ব্বে সুখসাগরে শ্রীপুরুষোত্তম ঠাকুরের পাট ছিল। প্রথমে বেলেডাঙ্গা গ্রাম ধ্বংস হইলে, সুখসাগরে শ্রীপুরুষোত্তম ঠাকুরের শ্রীবিগ্রহ সকল আনীত হন। পরে তাহাও গঙ্গাগর্ভস্থ হইলে ঐ স্থানে শ্রীজাহ্নবা মাতার যে গাদি ছিল, সেই গাদির শ্রীবিগ্রহগণের সহিত পুরুষোত্তম ঠাকুরেরও শ্রীবিগ্রহ সাহেবডাঙ্গা—বেড়ি গ্রামে আনীত হন। বেড়িগ্রামও ধ্বংস হইলে জাহ্নবামাতার গাদির শ্রীবিগ্রহসমূহের সহিত শ্রীপুরুষোত্তম ঠাকুরের শ্রীবিগ্রহ পঞ্চাশ বৎসর যাবৎ চাঁদুড় গ্রামে বিরাজ করিতেছেন। শ্রীমন্দিরটী একটী খড়ের গৃহ ও মৃন্ময় প্রাচীরযুক্ত। মন্দিরমধ্যে শ্রীজগন্নাথ বলরাম, সুভদ্রা, নিতাই গৌর দুই দুইটী বিগ্রহ, গোপীনাথ, জাহ্নবামাতা, রাধাগোপাল, রাধাগোবিন্দ পাঁচটীযুগল, রেবতী বলরাম, ও শালগ্রাম বিরাজিত। ইহার মধ্যে কয়টী শ্রীমূর্ত্তি পুরুষোত্তম ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত শ্রীবিগ্রহ আর বাকী শ্রীমূর্ত্তি জাহ্নবাদেবীর গাদির কেহ কেহ এইরূপ বলিয়া থাকেন। পুরাতন সুখসাগর গঙ্গাগর্ভস্থ হইয়া এক্ষণে পুনরায় গঙ্গার নূতন চড়ায় নূতন সুখসাগর গ্রাম স্থাপিত হইয়াছে। সেই সুখসাগর এই চাঁদুড়ে গ্রাম হইতে ৩।৪ মাইল দূরে, কালীগঞ্জের দক্ষিণে।

শ্রীপাটের বর্ত্তমান সেবায়েত শ্রীসীতানাথ দাস নামক জনৈক সংযোগী বৈষ্ণব। এই চাঁদুড়ে গ্রাম নদীয়া জেলায় অন্তর্গত ও চাকদহ থানার এলাকাধীন, ডাকঘর শিমুরালী। শিয়ালদহ হইতে শিমুরালি ষ্টেশন ৩৬ মাইল, ভাড়া ৸৵১০। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর কন্যা গঙ্গামাতার জিয়াটের শ্রীমাধবানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সহিত বিবাহ হয়। মাধবানন্দ শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। বিবাহকালে গঙ্গামাতাকে যৌতুকস্বরূপ পাঞ্চিনগর চৌদ্দ মৌজা দান করা হয়। পরে গঙ্গামাতার বংশধর জিয়াট বলাগড়ের গোস্বামিগণের পুত্র পুরুষের মধ্যে কেহ চৌদ্দ মৌজার সুখসাগর বেলেডাঙ্গাতে জাহ্নবামাতার নামে গাদি ও বিগ্রহ স্থাপন করেন। বেলেডাঙ্গা গঙ্গাগর্ভগত হইলে তথা হইতে সুখসাগরে এবং সুখসাগর পুনরায় গঙ্গাগর্ভস্থ হইলে সাহেবডাঙ্গা বেড়িগ্রামে এবং তাহাও নষ্ট হইলে তথা হইতে চাঁদুড়ে গ্রামে শ্রীপাট চলিয়া আসিয়াছেন। ইহা বসু-জাহ্নবার পাট নামেও খ্যাত। চাঁদুড়ে শ্রীপাটের নিম্নলিখিত সেবায়েত মহান্তগণের নাম পাওয়া যায়—গোপালদাস মহান্ত, রামকৃষ্ণ, বিহারী দাস, রামদাস, গোপাল দাস ও বর্ত্তমান বৃদ্ধ সেবায়েত সীতানাথ দাস।

সেবার কোনও ভাল বন্দোবস্ত নাই। শুনা গেল এখন কেবল মাত্র ভিক্ষা দ্বারাই সেবা নির্ব্বাহ হয়। শ্রীবিগ্রহ সমূহ অঙ্গরাগ বিহীন হইয়া আছেন। শ্রীপাট সেবায় অন্য কিছু প্রণালী প্রদান করিয়া আমরা কীর্ত্তন করিতে করিতে বনপথে শিমুরালি ষ্টেশনে আসিলাম। শ্রীপাট হইতে ষ্টেশন এক মাইল পথ হইবে। এখান হইতে শ্রীমদ্ভক্তি প্রদীপ তীর্থ মহারাজ ও আচার্য্য শ্রীপরমানন্দ ব্রহ্মচারী বিদ্যারত্ন মহাশয় কুলিয়া নবদ্বীপে হরিকথা প্রচার

করিবার জন্য আমাদিগের পূর্ব্বেই গৌরাঙ্গী কৃষ্ণনগরে ট্রেণ থামিল।

আমরা ট্রেণার্ত ৪-৫১ মিনিটের ট্রেণে কলিকাতাভিমুখে চলিলাম। রাত্রি ৮৷৷০ ঘটিকার সময় শ্রীগৌড়ীয় মঠে আসিয়া কীর্ত্তনমহোৎসব হইল।

তত্ত্বজ্ঞান

পরতত্ত্ব।

ব্রহ্ম আত্মা ভগবান, তত্ত্ব বস্তু আখ্যান,
পরতত্ত্ব শ্রীনন্দনন্দন।
কৃষ্ণে স্বয়ং ভগবত্তা, সর্ব্ব-অংশী সর্ব্বসত্তা,
শক্তিমান আনন্দ চিঘন ॥ ১ ॥
ভজ মন গোবিন্দ চরণ।
বিধিশিব সুরেশ্বর- প্রণমিত নিরন্তর,
ঝলমল নখর-কিরণ ॥ ২ ॥
কৃষ্ণের ভগবত্তা হৈতে, অন্যের ভগবত্তা তা'তে,
বিজ্ঞ কহে স্বয়ং ভগবান।
মহাদীপ হৈতে যথা, দীপ প্রজ্বলিত, তথা
কৃষ্ণ হৈতে স্বরূপের গণ ॥ ৩ ॥
সব চিদানন্দ দেহ, এক পরতত্ত্ব তেঁহ,
বিলসয়ে অনন্ত স্বরূপে।
স্বয়ং তদেকাত্ম আর, শক্ত্যাবেশ অবতার,
বিরাজিত মূল তিন রূপে ॥ ৪ ॥
অনন্তাপেক্ষি স্বরূপ, স্বতঃসিদ্ধ যেই রূপ,
স্বয়ংরূপ তাহার আখ্যান।
স্বয়ংরূপ, স্বয়ং প্রকাশ, দ্বিবিধ রূপে বিলাস,
স্বয়ংরূপ ব্রজেন্দ্র নন্দন ॥ ৫ ॥
স্বয়ংরূপ দ্বিধামূর্ত্তি, প্রাভব বৈভবাকৃতি,
প্রাভব প্রকাশ হৈল যাঁসে।
সেই বপু আকৃতিতে, বর্ণ অস্ত্র বিভেদেতে,

একরূপ বহু স্থলে, একদা প্রকট হৈলে,
প্রকাশ বলিয়া নাম হয় ॥
যাঁর যে প্রকাশ রূপ, সর্ব্বথায় তৎস্বরূপ,
অবিচিন্ত্য শক্তে প্রকাশয় ॥ ৭ ॥
যেঁহ প্রভু বলরাম, সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্বধাম,
তেঁহ কৃষ্ণের বৈভব প্রকাশ।
নন্দ গোপ অভিধান, পূর্ব্বেতে ক্ষত্রিয় জ্ঞান,
তবে কহে প্রাভব বিলাস ॥ ৮ ॥
স্বয়ংরূপ যহ যাহা, অভেদে প্রকাশ তাহা,
ভাব বেশ আকৃতি বিভেদ।
তদেকাত্ম রূপকহে, বিলাস আর, স্বাংশতাহে,
পুনর্ব্বার দুইরূপ ভেদ ॥ ৯ ॥
স্বয়ংরূপ অন্যাকারে, বিলসে বিলাসে তারে
শক্তো সম ভিন্ন অভিমান।
গোবিন্দ বিলাসমূর্ত্তি, চতুর্ভুজাদি আকৃতি,
পরব্যোম নাথ নারায়ণ ॥ ১০ ॥
দ্বিভুজ দ্বারকাপতি, বৈভব প্রকাশ মূর্ত্তি,
চতুর্ভুজে প্রাভব বিলাস।
তাহা হৈতে ন্যূন শক্তি, প্রকাশিলে স্বাংশখ্যাতি,
শ্রীবৈকুণ্ঠ ধামে করে বাস ॥ ১১ ॥
সঙ্কর্ষণাদিক আর, মৎস্যাদিক অবতার,
স্বাংশরূপে ভাসে পরমেশ।
জ্ঞানশক্তিকলাধানে, কোন ভাগ্যবান জনে,
প্রকাশিলে কহয়ে আবেশ ॥ ১২ ॥
এই তিনরূপে প্রভু, অপূর্ব্বের ন্যায় কভু,
প্রকটি করে অবতার।
পুরুষলীলা গুণ আর, মন্বন্তর যুগাবতার,
শক্ত্যাবেশ ষড়বিধ প্রকার ॥ ১৩ ॥
ত্রিবিধ পুরুষাবতার সঙ্কর্ষণ প্রদ্যুম্ন আর,
অনিরুদ্ধ, তিনে পরমাত্মা।
প্রকৃতি অন্তর্য্যামী, ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গামী,
ব্যষ্টিজীবগত পালয়িতা ॥ ১৪ ॥
জগৎ প্রবিষ্ট বিষ্ণু, জগৎপাতা সর্ব্বজিষ্ণু,
পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের অংশ।

কারণ গর্ভোদশায়ী, ক্ষীরোদক, তিনে যাঁরী,
রাধাকান্ত সর্ব্ব অবতংস ॥ ১৫ ॥
সচ্চিৎ আনন্দাকার, শ্রীমূর্ত্তি সৌন্দর্য্যসার,
কলমল আলয় ছটায়।
চিদ্ঘন ঐশ্বর্য্যপূর্ণ, শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গজ্যোতি,
জ্ঞানিগণ ব্রহ্মভাবে কয় ॥ ১৬ ॥
কৃষ্ণ সর্ব্বেশ্বরেশ্বর শিবব্রহ্মা অনুচর,
বিপ্রসত্ত্বে গৌণ অবতার।
অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড মাঝে, যুগে যুগে দেবরাজে,
কৃষ্ণদত্ত প্রাপ্ত অধিকার ॥ ১৭ ॥
সর্ব্ব অবতারগণ, অংশকলায় গণন,
কৃষ্ণচন্দ্র পরতত্ত্ব সীমা।
যার যেন উপাসন, তেন করে দরশন,
ধ্যানভেদে ঈশ্বর মহিমা ॥ ১৮ ॥
অখণ্ড অদ্বৈততত্ত্ব যাঁহা অংশ কলা উক্ত,
তাঁহা জানি শক্তির প্রকাশ।
যুগযুগে একমূর্ত্তি, একযুগে বহুমূর্ত্তি,
বহুরূপ যাদে নাহিকাশ ॥ ১৯ ॥
অঘটন পটীয়সী যোগমায়া কৃষ্ণদাসী,
অচিন্ত্য শক্তে সমাধান।
স্বরূপেতে স্বয়ংশক্তি, কৃষ্ণে পূর্ণ অভিব্যক্তি,
সুখময় কৃষ্ণের ভজন ॥ ২০ ॥
অগ্নিপুঞ্জদীপশিখা, দোঁহে সম ধর্ম্ম লেখা,
দাহ গুণ উভয়ে সমান।
শীতাদির আর্ত্তিকরে, অগ্নিপুঞ্জ সুখকরে,
তৈছে কৃষ্ণ—জগতে বিধিমান ॥ ২১ ॥
অন্বয় পরম তত্ত্ব, ঐশ্বর্য্যমাধুর্য্যগত,
রুচিভেদে বিবিধ দর্শন।
মাধুর্য্যাপর জীবগণ, কৃষ্ণ করে দরশন,
ঐশ্বর্য্যে সুখয়ে নারায়ণ ॥ ২২ ॥
কৃষ্ণানন্তগুণখনি, চৌষট্টি প্রধান গণি,
নারায়ণ ষষ্টি গুণধর।
কৃষ্ণরস পারাবার, দুই অষ্ট রসাধার,
নারায়ণে স্ফূর্ত্তি নিরন্তর ॥ ২৩ ॥
মাধুর্য্য-রস-পূরতত্ত্ব, আস্বাদ বিবিধ নিত্য,
ঔদার্য্য মাধুর্য্য ভাব ভেদে।
শ্রীগৌর সুন্দর রূপ, ঔদার্য্য ভাব স্বরূপ,
"মহান্ প্রভুর্বৈ" ইতি কয়ে বেদে ॥ ২৪ ॥
ব্রজেন্দ্রনন্দনাভিন্ন, মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য,
নিত্যানন্দ বৈভব প্রকাশে।
স্বয়ং ভগবান তত্ত্ব, অবতার শক্তি তত্ত্ব,
সকাশ এই ছয় রূপে বিলাসে ॥ ২৫ ॥
নায়কের শিরোমণি, সর্ব্বগুণগণখনি,
শ্রীকৃষ্ণ বিষয় ভগবান।
ভক্তির গৌরহরি, জগদ্গুরু রূপ ধরি,
বিপ্রলম্ভাশ্রয়ে পূরে কাম ॥ ২৬ ॥
শুদ্ধ গৌর অনুগতো, কৃষ্ণ ভজে শাস্ত্র মতে,
সে জন মধুর রসে ভাসে।
তা ছাড়ি দার্শনিক জনা, স্বীয় মতে ভজে নানা,
আদর না করে হরিদাসে ॥ ২৭ ॥

বৈষ্ণবদাসানুদাস—
শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বৈদ্যবরিয়া।

প্রেরিত পত্র

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ।

বিপুলসম্মানপুরঃসরনিবেদন—

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম দর্শন করিবার জন্য কিছুদিন পূর্ব্বে সপরিবারে গিয়াছিলাম। ষ্টেশনে অবতরণ করিয়া তথাকার অসংস্কৃত ধূলিপরিপূর্ণ রাস্তার উপর যাইবার সময় পবিত্র রজঃস্পর্শে গাত্র ধূসরিত হওয়ায় হৃদয় আনন্দে আপ্লুত হইতেছিল। যে নদীয়ার কুলি কুলি পতিতপাবন শ্রীগৌর-সুন্দর বিনামূল্যে আচণ্ডালে হরিনাম বিতরণ করিয়াছিলেন, যে নদীয়ার পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ, লতা

প্রকৃতিও হরিমুখে হরিনাম শ্রবণ করিয়া কৃতকৃতার্থ হইয়াছিলেন, যে নদীয়ার বিদ্যার গৌরব একদিন সমস্ত পৃথিবীতে গৌরব বিস্তার করিয়াছিল সেই নদীয়ার ক্ষেত্র-স্থল বৈষ্ণবদর্শনে অপ্রাকৃত শ্রীনবদ্বীপধাম জড়ীয়নয়নে দর্শন করিতে গিয়াও জীবনে এক নূতন স্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল। মনে করিলাম শ্রীভগবানের অহৈতুকী কৃপায় আমরা তাঁহার ধামে পৌঁছিয়াছি যথায় সেই দীনদয়াল প্রভু কলিগ্রাসপীড়িত জীবের দুঃখ দূর করিবার জন্য প্রেমকে প্রকটিত হইয়া অযাচিতভাবে জীবকে পরম-পুরুষার্থ নাম প্রেম শিক্ষা দিয়াছিলেন।

সঙ্গে একজন বন্ধু, দুইজন স্ত্রীলোক ও তিনটী ছেলে মেয়ে সহ এক বাবাজীর বাড়ীতে একটী কুঠরী ভাড়া করিয়া থাকিলাম। বাবাজী বলিতে কেহ যেন পরমহংস ঠাকুর মনে না করেন কারণ তাহা হইলে পরমহংস বাবাজী পদের অমর্য্যাদা দেওয়ায় আমাকে নরকে যাইতে হইবে। এ গৃহস্থেষী বাবাজী—সোণার পাথরবাটী। কাছা খোলাও আছে, গলায় মালাও আছে, কপালে এবং অন্যান্যস্থলে প্রচুর তিলকও আছে—বাহিরের প্রকৃত বাবাজীর সেবা ঠিকই আছে এবং হুকা ও মোটাদুই স্ত্রীলোক আছে যাঁহারা নাকি তাঁহাদের সহায়তা করে। সেই অপ্রাকৃত ধামের নিকটে অন্ত আমাদের পথ প্রদর্শক এই বাবাজী। ভাবিলাম ইনি বুঝি কত পুণ্যই করিয়াছেন কত জন্মের সুকৃতিবলে তিনি এইরূপভাবে বুঝি ধামে বাস করিবার সুযোগলাভ করিয়াছেন। তাঁহারই নির্দ্দেশানুযায়ী তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আমরা ঠাকুর দর্শন করিতে বহির্গত হইলাম। মহাজন কথা শুনিয়াছি—

"অদ্যাপিও সেই লীলা করে গৌররায়
কোন কোন ভাগ্যবান দেখিবারে পায়।"

জানি আমরা, সে ভাগ্য আমাদের হইবার নহে; আমাদের জড়ীয়নয়নে সে চিৎবস্তু গোচরীভূত হইতে পারে না, কিন্তু তবুও শ্রীভগবানের আবির্ভাবস্থান ও বিগ্রহদর্শন পিপাসায় মন ছটপট করিতে লাগিল। শ্রীমন্নিত্যানন্দ বিগ্রহ দর্শনের পরই দুই তিনটী লোক আসিয়া আমাদের কাছে ভেটের প্রার্থী হইলেন এবং পরিচয়ে আমাদের ব্রাহ্মণ জানিয়া স্ত্রীলোকদের জন্য তিনআনা করিয়া দাবী করিলেন। অনেক তর্ক বিতর্কের পর অনাদৃত আমরা পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়া দেখে দিলাম। শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাড়ীতে পাঁচআনা করিয়া, শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর বাড়ীতে তিন আনা করিয়া লাগিল। সোণার গৌরাঙ্গ সতর পয়সা, বাকী ঠাকুরবাড়ীর কোথাও তিনআনা কোথাও দুইআনা। যাত্রার যাইবার সময় দুইধারে অনেকে ঠাকুরবাড়ী খুলিয়া বসিয়া আছেন; আমাদের তাঁহারা ডাকিতে লাগিলেন "এধারে আসুন এধারে আসুন—এখানে খুব সুন্দর দর্শন—ভেটও খুব কম—মাত্র দুইআনা—তবে আপনাদের জন্য না হয় দুইপয়সা করিয়া দিতেছি—এখানে দর্শন না করিলে নবদ্বীপ আসা বৃথা হইয়া যাইবে—এতটাকা খরচ করিয়া আসিয়াছেন দুয় পয়সার জন্য সমস্ত ফল পণ্ড করিবেন না।" ইত্যাদি কত রকম দোকানদারী বাক্যে আমরা প্রলোভিত হইতে লাগিলাম। সোণার নবগৌরাঙ্গদর্শনে পয়সা লাগিল না। হরিভক্তিপ্রচারিণী-সভার মনে করিলাম কিছু হরিকথা লাভ হইবে। কিন্তু সেখানেও দোকানদারী। প্রসাদের কথা জিজ্ঞাসা করাতে জানিলাম পাঁচসিকা দিলে এক একজনের মত প্রসাদ মিলে।

শ্রীভগবান বিশ্ববাসীরই প্রভু। তাঁহার বিগ্রহদর্শনে সকলেরই সমান অধিকার। তিনি গোস্বামিবংশ্যগণের কিছু একার বস্তু নহেন। তবে কেন তাঁহারা স্বেচ্ছাপ্রদত্ত দান গ্রহণের পরিবর্ত্তে এরূপভাবে ভেটের দাবী করেন জিজ্ঞাসা করাতে বলিলেন যে এই অর্থ দ্বারা প্রভুর সেবা হয়। সেবার জন্য আর কোন সম্পত্তি বা আয় নাই। এ পয়সা ব্যতীত বরং নিজের বাড়ী হইতে দিয়া তাঁহারা সেবার কার্য্য সম্পাদন করেন। কিন্তু তাঁহারা এ অর্থের কিছু হিসাব রাখেন না। তাঁহারা সবাই গোস্বামীবংশসম্ভূত, অতএব তাঁহাদের কথায় বিশ্বাস স্থাপন না করিলে মহাপাপ হইবে এবং অনন্ত নরক হইবে। শাস্ত্রানভিজ্ঞ আমরা এরূপ বাক্য উদারতা বা হীনতা বুঝিতে পারিলাম না। এরূপভাবে আদায় করিয়া তাঁহার কিয়দংশ মহাপ্রভুর সেবার নামে ব্যয়িত করিয়া বাকী অধিকাংশ নিজের ও স্ত্রীপুত্রাদি আত্মীয় স্বজনের উদরের

ও বিলাসিতায় ব্যয় করা কতটুকু পারমার্থিক তাহা বুঝিবার জন্য অবশ্য বেশী শাস্ত্রজ্ঞান বা বিচারবুদ্ধি আবশ্যক করে না, তবুও শাস্ত্রের বিচার যদি তাঁহাদের অনুকূলই হয় সেইজন্য পণ্ডিতগণকে বিচার করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছি।

আমি ত মোটা বুদ্ধিতে বুঝি লোকে দোকান রাখে লাভের জন্য। দোকানের establishment খরচ বাদে যাহা nett লাভ হয় তাহা দোকানদার নিজের অভিলাষানুযায়ী ব্যয় করেন, সে টাকার হিসাব থাকুক বা না থাকুক, কেহ তাহার অনুসন্ধান করিতে যায় না। কিন্তু এ মহাপ্রভুর অর্থ সর্ব্বসাধারণের দেখিবার বিষয়। মহাপ্রভুর কিছু দোকানের সামগ্রী নন, প্রদর্শনীয় বস্তু নন যে দেখাইয়া পয়সা উপার্জ্জন করিতে হইবে। শ্রীধাম নবদ্বীপে এতগুলি ঠাকুরবাড়ী যেন ততগুলি দোকান বা প্রদর্শনী কুটীর। ব্রাহ্মণদের কেন পয়সা লাগেনা জানি না তবে ব্রাহ্মণদের পয়সা দিতে হইলে এ দোকানদারী ব্যাপার বোধ হয় বেশীদিন চলিত না এবং প্রদর্শনীতে কেহ ঠকিতে যাইত না, কারণ সোয়ামী উপাধিধারী ব্রাহ্মণগণই ইহার মূল।

হায়! পয়সার জন্য মানুষ কি না করিতে পারে! যে অভিন্ন ব্রজেন্দ্রনন্দন গৌরসুন্দর কিশোরীর বেশে জীবের দ্বারে দ্বারে গিয়া "এই লও এই লও" বলিয়া হরিনাম বিতরণ করিয়া গিলেন সেই অযাচিত প্রেমদাতার সেবা সুষ্ঠুরূপে সম্পাদন বিষয়ে কি কাহারও হৃদয় স্পন্দিত হইতেছে না? জীব মাত্রই বৈষ্ণব। শ্রীমহাপ্রভুর সেবা সকলেরই লক্ষ্যের বিষয় হওয়া উচিত। এবং পবিত্র নামে অর্পিত তাঁহার অর্থ হইতে কাহারও কু-অভিপ্রায় চরিতার্থ হইতেছে কিনা সংবাদ লইতে সকলেরই সমান অধিকার থাকা কর্ত্তব্য। তাঁহাদের মুখে শুনিলাম অনেকেই এইরূপ আলোচনা করিয়া অকৃতকার্য্য হইয়াছেন, কিন্তু এমন কি কেহই নাই যিনি এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন? কত দেশ-হিতৈষী জন হিতৈষীর নাম শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু জড়ীয় দেশের সেবা ও জড়ীয় লোক-সেবা অপেক্ষা এরূপ বৈষ্ণব ক্ষেত্রে বিষ্ণুবিগ্রহের বৈষ্ণবোচিত সেবায় সুষ্ঠুতা সম্পাদনের শ্রেষ্ঠতা কতদূর তাহা কি কোনও কর্ম্মবীরের মস্তিষ্কে প্রবেশ করে না?

আমরা প্রসিদ্ধ চরণদাস বাবাজীর প্রতিষ্ঠিত সমাজবাড়ী দর্শন করিলাম। স্থানটী খুব সুন্দর এবং দুর্শনেও ভেটা নাই। কতকগুলি ছাত্র সেখানে পড়েন।

জয় নিতাই গৌর রাধে শ্যাম।
জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম॥

এই নাম সেখানে সর্ব্বদা কীর্ত্তন হয়। কেহ কেহ স্ত্রীলোকের নাম পড়িয়া আছেন। আমরা অবশ্য অত কিছু বুঝিতে পারিলাম না। যাঁহারা বৈষ্ণব তত্ত্বে পারঙ্গত তাঁহারাই ইহার মর্ম্ম বুঝেন। আর এক স্থানে বহু স্ত্রীলোক একত্রিত হইয়া খোল করতালীতে তারকব্রহ্মনাম উচ্চঃস্বরে কীর্ত্তন করিতেছেন। তাঁহারা নাকি গৌরাঙ্গ নাগরীর দল। এইরূপ প্রাতে তিন ঘণ্টা ও সন্ধ্যায় তিন ঘণ্টা কীর্ত্তন করিয়া আহারাদি পাওয়াতে তাঁহারা শ্রীধামে বাস করিবার সুযোগ পাইয়াছেন। প্রত্যেক দিন ছয় ঘণ্টা হিসাবে জীবনের এক চতুর্থাংশ সময় নাম কীর্ত্তন করা বড় সহজ ব্যাপার নহে; কিন্তু ইহা কি অপরাধ বর্জ্জিত নাম? শুনিয়াছি—

শতজন্ম করে যদি নাম সংকীর্ত্তন।
তথাপি না পায় কৃষ্ণ পদে প্রেমধন॥

এই বচন সেইরূপ নামকে লক্ষ্য করিতেছে কিনা বিচার করা কর্ত্তব্য।

এইরূপ নানাস্থান দর্শন করিলাম এবং কোথাও কোন বৈষ্ণব মহাপুরুষের স্থান আছে কিনা অনুসন্ধান করিতে থাকিলে কাহারও কাহারও মুখে আমরা গঙ্গার চড়াতে কোন বৈষ্ণব পরমহংস বাবাজীর এবং মায়াপুরে মহাপ্রভুর জন্মস্থানে অবস্থিত বৈষ্ণবের কথা শ্রবণ করিলাম। এই দুই দিকেই আমাদের মন আকর্ষিত হইল। কিন্তু গঙ্গার পরপারে মায়াপুর দর্শনের আশা পরিত্যাগ করিয়া আমরা বাবাজী মহাশয়ের মুখে হরিনাম শুনিতে গেলাম। নবদ্বীপে গিয়া ক্ষণকালও এই নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণব সঙ্গ লাভ করিয়া বাস্তবিকই আমরা কৃতার্থ বিবেচনা করিলাম এবং অল্পক্ষণ মাত্র তাঁহার সহিত সম্ভাষণে বিশেষ আনন্দ বোধ

করিলাম। তিনি আমাদের জিজ্ঞাসা করিলেন,—"নবদ্বীপ দর্শন হইল" আমরা বলিলাম "আজ্ঞে হাঁ"। তিনি বলিলেন, "যাও এবার দেশে খুব পরিচয় দাও গে যে শ্রীধাম নবদ্বীপ দর্শন করে এসেছি। নবদ্বীপে কত জিনিষ পাওয়া যায়. অলিতে গলিতে বৈষ্ণব, বাবাজী ও বৈরাগী, ঘরে ঘরে ঠাকুর লইয়া ব্যবসা। আমার গৌর নিতাই কিন্তু কাহারও নিকট ভেট লইতে চায় না। আমি প্রত্যেক দিন দুপুরের পর চটো ভিক্ষা করে এনে দেবে দিলে তবে খাওয়া হয়।" ইত্যাদি আরও বলিলেন, "শ্রীনবদ্বীপ অমায়িকতাময়। ইহারা জনককাহিনী প্রতিষ্ঠা-লিপ্সারী তাঁহারা শ্রীভগবানের বিমল পাদপদ্ম হইতে অনেক দূরে।

যাঁহা কাম তাঁহা নাহি রাম যাঁহা রাম তাঁহা নাহি কাম।
দুনো এক নাহি মিলে রবি রজনী এক ঠাম্॥

আলো অন্ধকার, রবিদেবা ও কামনা একস্থানে অবস্থান করিতে পারে না ইত্যাদি বহু উপদেশ পূর্ণ বাক্যে আমরা মোহিত হইয়া রহিলাম। তিনিও আমাদের মায়াপুর যাইবার জন্য আবেশ করিলেন। আমরা যাইতে অসম্মতির ভাব প্রদর্শন করিলে আমাদের যাওয়াতে প্রবৃত্ত করাইবার অভিপ্রায়ে নানারূপ উৎসাহবাণী বলিতে লাগিলেন। শেষে আমরা শ্রীমায়াপুর গৌর জন্মস্থিটা দর্শনে সেলাম এবং নির্ব্বিঘ্নে তথা হইতে ফিরিয়া আসিলাম। আহা হা। আমরা বড়ই ভুল করিয়াছিলাম যে, প্রথম হইতেই সেখানে গিয়া না উঠিয়াছিলাম। ভেট দিবার সেখানে কোনও প্রথা নাই। আমরা সেখানে প্রসাদ পাইলাম এবং যেরূপভাবে তত্রত্য শুদ্ধ বৈষ্ণবগণকর্ত্তৃক আদৃত হইলাম তাহা জীবনে ভুলিবার নহে। তাঁহাদের ব্যবহার এবং সরলতা, আমায়িকতা, দয়া প্রভৃতি সমস্ত সদ্গুণ আমাদিগকে মুগ্ধ করিল। তাঁহাদের বুদ্ধি মায়িক আবরণে আবরিত বলিয়া বোধ হয় না এবং সর্ব্বদাই হরিসেবোন্মুখী। কোন জাগতিক কার্য্যে তাঁহাদের মন ধাবিত হয় না। আপন আপন পরিবর্ত্তনশীল স্বাধীন ইচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহারা কোন কার্য্য করেন না। গুরুপাদপদ্মে ভগবদিচ্ছার অনুবর্ত্তী হইয়া তাঁহারা সর্ব্বদাই ভগবানের সেবায় নিযুক্ত। তাঁহাদের বিচার অকাট্য, কারণ তাঁহারা বিশ্বে নিজের মনুষ্যোচিত মনবুদ্ধি প্রয়োগ না করিয়া তটস্থ অবস্থায় কথা বলেন। তাঁহাদের মত সাধুসঙ্গ মনুষ্যজীবনে দুর্লভ। আমরা অল্পকের জন্য তাঁহাদের সহিত আলাপের সুযোগ পাইয়া ধন্য হইয়াছিলাম।

মায়াপুর স্থানটীর মাহাত্ম্য তাঁহাদের মুখে কিঞ্চিৎ শ্রবণ করিলাম। স্থানের গুণেই আমাদের মন পবিত্রীকৃত হইতে লাগিল এবং ভক্তিভাব আপনা-আপনিই জাগিয়া উঠিতে লাগিল। তাই সমস্ত শ্রীনবদ্বীপবাসীগণকে আমি অনুরোধ করি শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে গিয়া যেন তাঁহারা গৌরজন্মস্থিটা ভক্তিময়-ক্ষেত্র অন্তর্দ্বীপ যোগপীঠ শ্রীমায়াপুর দর্শনে অবহেলা না করেন। যথায় শ্রীশ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণবরাজসভায় বৈষ্ণবাগ্রগণ্যগণ জগজ্জীবকে জাতিধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত শুদ্ধ ভক্তিধর্ম্ম শিক্ষা দিবার জন্য শ্রীচৈতন্যমঠ নামে কেন্দ্রমঠ স্থাপন করিয়াছেন। তাঁহাদের শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা ও শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমার বিপুল আয়োজন দেখিয়া স্তম্ভিত হইলাম।

বিনীত সেবক
শ্রীসতীশচন্দ্র সেবাশর্ম্মা
বাঁকুড়া

মেলা।

সংসারের কাজ রেখে দিয়ে
চলনারে ভাই এই বেলা।
যেই স্থানে আজ নরনারী
সবাই মিলে করছে মেলা॥ ১॥
(সে যে) গোয়াচাঁদের জনমভূমি
যথায় গৌর করছে লীলা,
মায়াপুরের যোগপীঠে সে
শুদ্ধভক্তের মধুর মেলা॥ ২॥

(গোরার) জনমতিথি আসছে বোলে,
সেদিন শ্যামের হোলিখেলা।
উৎসবে সব মাতামাতি,
চউদিকেই আনন্দ মেলা ॥ ৩ ॥
উড়ছে ধ্বজা বাজে সানাই,
গাইছে গান উঠিছে-গলা।
হরিনামের রোল উঠেছে,
ঢাকি মৃদঙ্গ বাজছে মেলা ॥ ৪ ॥
বাবি যদি ভাই মায়াপুরে,
ওঠরে ভাই খেয়ার ভেলা,
সোক্রম আর কূলিয়া ঘাটে
লোকারণ্য, আঁখি বেরি মেলা ॥ ৫ ॥
এখনও যে রয়েছ ঘোরে,
কাজ আসল কাজে হেলা।
ভাসিছে ভেলা দাওনা ঠেলা,
অমনি নিধি যায় না মেলা ॥ ৬ ॥
(সেথা) হরিনামের ঘাট বোলেছে,
শ্রদ্ধামূলে কেন এই হেলা।
শেষ হোলে মানবজনম
আর কি পাবি এমন মেলা ॥ ৭ ॥
(মায়া) পুরের ধূলি মাখলে গায়ে
পাবি ভবসিন্ধু বেলা।
(ধ্রুব) সংসার-সিন্ধু গোষ্পদ-বিন্দু,
দেখলে মায়াপুরের খেলা ॥ ৮ ॥

মেলা ১। গমন; ২। সঙ্গীপথ; ৩। উৎসব; ৪। বহু; ৫। খোলা; ৬। পাওয়া, ৭। সুযোগ; ৮। মেলা।

আক্ষেপ পত্র

শ্রীশ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া (?) জয়তঃ।

শ্রীধাম নবদ্বীপ।

তারিখ, ১৮ই মাঘ, গৌরাব্দ ৪৩৮।

পরমপ্রীতিভাজনেষু—

প্রিয়তম কুঞ্জবাবু!

তোমাদের স্নেহ ও প্রীতি-পূর্ণ ভাবে আমি সর্ব্বদাই মুগ্ধ থাকি। তোমরা আমাকে যদো মধ্যে স্মরণ কর ইহা আমার পরম সৌভাগ্য! তোমার পূজ্যপাদ শ্রীগুরুদেবের কৃপা আমি জীবনে ভুলিব না। তাঁহার দ্বারা শ্রীপ্রভু বহু কার্য্য করাইতেছেন ও করাইবেন। তন্মধ্যে শ্রীশ্রীগৌড়-মণ্ডল পরিক্রমা সর্ব্বপ্রধান এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এমনটি আর পূর্ব্বে কখন হয় নাই। **কলিহত জীবের ভাগ্যে এমন শুভসংযোগ ও সুবিধা পূর্ব্বে কখনও সংঘটিত হয় নাই। আমি দুর্ভাগ্য, জীবাধম, আমার ভাগ্যে এমন শুভযোগ ঘটিয়াও ঘটিল না।** আজ মাসাধিক আমি ঘরে শয্যাগত, এখনও শরীর দুর্ব্বল, বাড়ীর বাহির হইতে পারি না।

তোমাদের মঙ্গলাভ শ্রীধামে আসিলে ঘটিবে, এরূপ আশা করি। আমার অনুগত ভক্তবর শ্রীযুক্ত রজনীমোহন মজুমদার শ্রীশ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমায় যাইতেছেন। ইতিপূর্ব্বে ইনি তোমাকে পত্রও লিখিয়াছিলেন। ইনিই আমার প্রতিনিধি স্বরূপে যাইতেছেন। ইনি একজন নিষ্ঠাবান গৌরভক্ত। সর্ব্ববিষয়ে ইহার সমাধান করিলে সুখী হইব। সকলকে আমার যথাযোগ্য প্রণাম, নমস্কার, প্রেমালিঙ্গন জানাইবে। শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুর বিশুদ্ধ ধর্ম্ম প্রচারে তোমরা বিশিষ্ট যত্নবান হইয়াছ। শ্রীপ্রভু তোমাদের সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল করুন এই আমার প্রার্থনা।

শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর শুভ জন্মতিথি মাঘী শ্রীপঞ্চমী। ইহার প্রমাণ আমি কোথাও খুঁজিয়া পাই নাই। তুমি অবশ্য জান, আমাকে জানাইলে সুখী হইব।

দীন হরিদাস গোস্বামী।

সমালোচনা

৮ই ফাল্গুনের এডুকেশন গেজেটে অমলীয় ছাত্র শ্রীমান্ জ্ঞানদাস গোস্বামীর "পরলোক রহস্যে"র ভূমিকা দেখিয়া আনন্দিত হইলাম। তবে শ্রীমান্ যদি শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর পথ অবলম্বনপূর্ব্বক সেই কথার আলোচনা করিতেন, তাহা হইলে পরমানন্দের বিষয় হইত। শ্রীমান্ প্রতিষ্ঠাপ্রিয়

বলিয়া নিষ্কিঞ্চনের পথ গ্রহণ করিতে স্বীকার করেন নাই। শ্রীমান্ "আমি কে" বিচার করিতে গিয়া কঠের ও গীতার সজ্জনবিদিত আত্মার লক্ষণ উদ্ধার করিয়াছেন, তান্ত্রিকবাক্যাদি ব্যবহার করিয়াছেন, সাংখ্যের ও কেবলাদ্বৈতবাদগ্রন্থের অধ্যয়ন প্রমাণ করিয়াছেন, তাহা হইতে দেহতত্ত্ব সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা দেখাইয়াছেন এবং নচিকেতোপাখ্যান পঠন করিয়াছেন। গবেষণা প্রদর্শন করিবার জন্য শ্রীমানের যে প্রয়াস, তাহা সাহিত্যিকের পক্ষে আদরণীয় সন্দেহ নাই।

শ্রীমান্ কিন্তু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিষয় একবার তুলিয়াও উল্লেখ করেন নাই। শ্রীমানের পিতৃব্য সম্প্রতি কিছিন্দিক একসপ্তাহ হইল স্বধামপ্রাপ্ত হীরালাল গোস্বামী মহাশয় আমাদের পরম আত্মীয় ছিলেন, তিনি শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর ও তদীয় ভক্তবৃন্দের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। শ্রীমান্ সে আদর্শ গ্রহণ করিতে পারেন নাই দেখিয়া আমরা অত্যন্ত দুঃখিত, সাধারণাশক্তিমানী লোকেদের দলে ঢুকিয়া তাঁহাদের বাহ্য চাকচিক্যে মোহিত হইয়া শ্রীমান্ তাঁহাদিগের ন্যায় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থরাজকে মুদ্রিকাকালির গ্রন্থ মনে করা বোধ হয় গৌরবের কথা মনে করেন। শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর পথে শ্রীমানের বড় বিরাগ বুঝা যায়।

"আমি কে" এই গ্রন্থে শ্রীমন্ মহাপ্রভু তদীয় নিত্যপার্ষদ শ্রীল সনাতন গোস্বামিপ্রভুদ্বারায় করাইয়া তাঁহার সুমীমাংসা করিয়া দিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুতে সাক্ষাৎ ভগবদ্বুদ্ধি থাকিলে শ্রীমানের আর ছুটাছুটি করিয়া নানা মতবাদগ্রন্থের কবলে পড়িতে হইত না। মীমাংসাকথা প্রথমেই তাঁহার লেখায় দেখা যাইত। তবে তুলনা মূলে বিচার করিয়া শ্রীশ্রীভগবদ্মুখনিঃসৃত সেই সুষ্ঠু মীমাংসার যাথার্থ্য ভগবদ্বিশ্বাসহীন লোকের নিকট প্রমাণ করিতে আমরা শ্রীমান্‌কে নিষেধ করি না। কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মের মূলতত্ত্ব, সম্বন্ধজ্ঞানের ভিত্তি, "আমি কে" মীমাংসায় শ্রীমানের আস্থা নাই দেখিয়া আমরা স্তম্ভিত। শ্রীমানের মঙ্গলপ্রার্থী আমরা প্রার্থনা করি শ্রীমানের সুমতি হউক, শ্রীমান্ নিষ্কিঞ্চন ভগবদ্ভক্তের আশ্রয় লাভ করিয়া শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের প্রচারিত অমলধর্ম্মের কথা আলোচনা ও আচরণ দ্বারা প্রচার করুন। আমাদের আনন্দের সীমা থাকিবে না।

শ্রীমায়াপুর যোগপীঠে
শ্রীশ্রীগৌর-জন্মোৎসব।

শ্রীশ্রীযাদাধীশায় নমঃ।

শ্রীমায়াপুর শ্রীমন্দির।

১লা মাঘ, ৪৩৮ শ্রীচৈতন্যাব্দ।

যথাবিহিতসম্মানপুরঃসরনিবেদনমিদং—

আগামী ২৪শে ফাল্গুন ৯ই মার্চ্চ সোমবার হইতে দিবসত্রয় শ্রীধাম নবদ্বীপ মায়াপুরে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের জন্মোৎসব উপলক্ষে ভক্তসম্মেলন, নামকীর্ত্তন, মনোহরসাহী কীর্ত্তন, লীলাগ্রন্থপাঠ, ভোগরাগ, ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব, অতিথিসেবা, রাত্রোৎসবোৎসব প্রতিদিন হইবে। বুধবার ২৭শে ফাল্গুন অপরাহ্ণ ৩।০ টার সময় শ্রীধাম-প্রচারিণী সভার সাধারণ অধিবেশন হইবে। ঐ সময় শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের প্রিয়কার্য্যানুষ্ঠাতৃগণের সমুচিত সৎকার্য্য স্বীকার ও সম্মান প্রদত্ত হইবে। মহাশয়ের সপরিকরে উপস্থিতি প্রার্থনীয়। শুভাগমন হইলে অত্রস্থ সমাগত ভক্তবৃন্দ মহাশয়ের সঙ্গসুখে পরমানন্দিত হইবেন। বলা বাহুল্য যে, মহাশয়ের ন্যায় অন্যান্যদিগের অর্থসাহায্য ব্যতীত এরূপ বৃহৎ শুভকার্য্য সুসম্পন্নে সম্পন্ন হওয়া দুঃসাধ্য। ১৩ই ফাল্গুন হইতে ২৪শে ফাল্গুন পর্য্যন্ত নয়দিন নয়টী দ্বীপে পরিক্রমা হইবে।

সজ্জনকিঙ্কর—

সম্পাদক—শ্রীনবকুমার পালচৌধুরী ভক্তিভূষণ, শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী ভক্তিভূষণ (এম্ এ, বি, এল্)

শ্রীরাধাবল্লভ চৌধুরী ভক্তিভূষণ (রায়বাহাদুর) সম্পাদক।

☞উৎসব উপলক্ষে সমস্ত প্রণামী ইত্যাদি পরমহংস স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী, শ্রীমায়াপুর শ্রীমন্দির, যাদুনপুকুর পোঃ আঃ, জিলা নদীয়া—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে এবং উহার স্বীকারোক্তি হিসাব 'গৌড়ীয়' পত্রে প্রদর্শিত হইবে।

*

শ্রীচৈতন্যসারস্বত মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের নিত্য আশ্রিতজন কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠ হইতে প্রকাশিত।

গৌড়ীয়

শ্রীচৈতন্যদেবের বাণী প্রচার করাই এই পত্রিকার মুখ্য উদ্দেশ্য।
শ্রীব্যাস-পূজার দিন শ্রীগুরু-পাদপদ্মে এই পত্রিকা অর্পণ করা হইল।
শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-কৃপাকাঙ্ক্ষী শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর।

তৃতীয় খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ৭ই চৈত্র শনিবার ১৩৩১, ২১শে মার্চ্চ ১৯২৫ | ৩০শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ।

গৌড়ীয় পাঠকগণ অবগত আছেন যে, আজ প্রায় দেড়মাসের অধিককাল যাবৎ শ্রীশ্রীবিষ্ণুবৈষ্ণবরাজসভার পাত্ররাজপ্রবর ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তরশত শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতীঠাকুরের আনুগত্যে ভারতের বিভিন্ন স্থানের বহু ভক্তবৃন্দ গৌড়মণ্ডলের পুণ্যক্ষেত্রসমূহ পরিক্রমা করিয়া গত ১৭ই ফাল্গুন হইতে শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা করিতেছিলেন।

যাহারা শাস্ত্রীয় কথায় কম খবর রাখেন তাহাদের অনেকেই কিছুকাল পূর্ব্বে "নবদ্বীপ" বলিতে কোনও একটী স্থান বা সহরকেই মনে করিতেন, কেহ কেহ বা 'নবদ্বীপ'কে নূতন দ্বীপ অর্থ করিয়া বর্ত্তমান কুলিয়ার চড়ার উপর নূতন সহর নবদ্বীপকেই 'নবদ্বীপ' বলিয়া জানিতেন।

কিন্তু যাঁহারা শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতমহাকাব্য, শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকা, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীল-প্রবোধানন্দ সরস্বতী ত্রিদণ্ডিপাদের শ্রীনবদ্বীপশতক, শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তীঠাকুরের 'ভক্তিরত্নাকর' ও শ্রীধামপরিক্রমা, শ্রীজগদানন্দের প্রেমবিবর্ত্ত প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থসমূহ অধ্যয়ন করিয়াছেন এবং শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরের শ্রীধামমাহাত্ম্য, ভাবতরঙ্গ, নবদ্বীপশতক প্রভৃতি গ্রন্থ আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই অবগত আছেন যে, বর্ত্তমান সহর-নবদ্বীপ—নবদ্বীপের নয়টী দ্বীপের অন্তর্গত একটী দ্বীপ বিশেষ—উহার নাম 'কোলদ্বীপ' বা 'কুলিয়া'।

বর্ত্তমান সহর নবদ্বীপই যে কুলিয়া বা কোলদ্বীপ—ঐ বিষয়ের ও যথেষ্ট প্রমাণ বর্ত্তমান রহিয়াছে। এখনও কুলিয়ার তেঘরির কোল, কোলআমার, কোলের গঞ্জ, কোলেরবহর, কোলের কেরিঘাট, গদখালিরকোল, কালিমপুর কোল অথবা কালিদহার (কুলিয়াবেনগর) প্রভৃতি স্থানের কথা ও সন্ধান পাই। বলা বাহুল্য,

কুলিয়াই যে সাধুভাষায় 'কোলদ্বীপ' ইহা ভক্তিরত্নাকরে সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত হইয়াছে।

"নদের গঙ্গা মধ্যে নদীয়া কুলিয়ায়" শ্রীচৈতন্যভাগবতোক্ত (অন্ত্য ১৩ অঃ ৩৮০ সং) এই বাক্য হইতে স্পষ্টই জানা যায় যে, কুলিয়ার অপর পারে শ্রীধামমায়াপুর নবদ্বীপই শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের প্রকট-ভূমি।

শ্রীল নরহরিচক্রবর্ত্তীঠাকুর ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে শ্রীশ্রীধাম নবদ্বীপে সকলে নবধা ভক্তি প্রকাশমানা। শ্রীমদ্ভাগবতের প্রহ্লাদের উক্তি হইতেও জানা যায়,—শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন—এই নয় প্রকার ভক্তি শ্রীকৃষ্ণে বাসিত হইলে প্রেম ফল প্রসব করিয়া থাকে। আরও জানা যায় যে, উক্ত নবধা ভক্তির মধ্যে 'আত্মনিবেদনম্' বা 'আত্মসমর্পণই অন্যান্য অষ্টবিধ ভক্তির প্রাণস্বরূপ, যেহেতু আত্মসমর্পণ বা শরণাগতি ব্যতীত, শ্রবণ কীর্ত্তনাদি সকলই নিষ্ফল।

শ্রীমায়াপুর সেই আত্মনিবেদনের স্থান। শ্রীঅন্তর্দ্বীপকে অষ্টদলপদ্মের কর্ণিকাস্বরূপ বলা হইয়াছে। অন্যান্য অষ্টবিধ ভক্তি সেই অপ্রাকৃত প্রস্ফুটিত পদ্মের আটটী পাপড়ি। কর্ণিকা পদ্মমধ্যস্থ বীজকোষ পাপড়িসমূহকে একত্রে সংযুক্ত করিয়া রাখে এবং কর্ণিকার হইতে চতুর্দ্দিকে ও পাপড়িসমূহে সৌগন্ধ পরিব্যাপ্ত হয়।

শ্রীমায়াপুরধাম, অন্তর্দ্বীপ বা আত্মনিবেদনাখ্য দ্বীপই ভক্তিপদ্মের বীজকোষ সেই মূলদেশ হইতেই চতুর্দ্দিকে সেবা-সৌরভ বিকীর্ণ হইয়াছে। সেইজন্য ভক্তগণ প্রতি বর্ষে আত্মনিবেদনের স্থান হইতে কৃপা যাচ্ঞা করিয়া নবদ্বীপের অন্যান্য দ্বীপসমূহ পরিক্রমা করিয়া থাকেন এবং শ্রীগৌরজন্মোৎসবের পূর্ব্বদিবস পুনরায় শ্রীধামমায়াপুরে আসিয়া অধিবাসকীর্ত্তন ও তৎপর দিবসত্রয় অসংখ্য ভক্তমণ্ডলীর সহিত সংকীর্ত্তনানন্দ, মহোৎসবানন্দ, শ্রীগ্রন্থপাঠ, ইষ্টগোষ্ঠি, বক্তৃতা আলোচনা শুদ্ধ গৌরাঙ্গের সেবা ও সাধুমুখবিগলিত শুদ্ধ হরিকথা শ্রবণে নির্ম্মল ভজনানন্দ লাভ করিয়া শ্রীগৌরচন্দ্রের আবির্ভাবোৎসবের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন।

অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এবারও তাঁহারা অন্তর্দ্বীপ, সীমন্তদ্বীপ, গোদ্রুমদ্বীপ, মধ্যদ্বীপ পরিক্রমা করিয়া ২০শে ফাল্গুন বুধবার দিবস কোলদ্বীপ (সহর নবদ্বীপে) বহু ভক্তবৃন্দসহ উপস্থিত হন। গজপৃষ্ঠে শ্রীরাধাগোবিন্দ, তৎপরে ওঁবিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতীঠাকুর, পতাকা হস্তে ভারতের বিভিন্ন স্থানের বহু পুরুষ ও সম্ভ্রান্ত মহিলাবর্গ। সুদূর মান্দ্রাজ প্রদেশাগত ব্রাহ্মণ, মযূরভঞ্জ ও উড়িষ্যার বহু শাসন ব্রাহ্মণ, সুদূর আসাম হইতে আগত বিশিষ্ট ও শিক্ষিত ভদ্রমণ্ডলী, উত্তরপশ্চিমপ্রদেশ ও বঙ্গের বহু সম্ভ্রান্ত, উচ্চশিক্ষিত ভদ্রব্যক্তি ও ভদ্র মহিলা সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এবারও অপরাহ্ণে নবদ্বীপ সহরের প্রৌঢ়ামাতলায় কীর্ত্তন ও বক্তৃতার আয়োজন হইয়াছিল। তবে এবার পরিক্রমায় যাত্রিগণ কিছু ক্লান্ত হওয়াতে উক্ত স্থানে উপস্থিত হইতে কিছু বিলম্ব ঘটিয়াছিল। যখন তাঁহারা পোড়া মা তলায় উপস্থিত তখন দিনমণি অস্তাচলে ডুবিয়া গিয়াছেন প্রকৃতি সুন্দরী নীলাম্বর পরিধান করিতেছেন এমন সময় কিশোরগঞ্জের প্রসিদ্ধ কীর্ত্তন গায়ক ইংরাজী শিক্ষক শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহোদয় পোড়ামাতলায় উপস্থিত হইয়া ভাবাবেশে নৃত্য করিতে করিতে কীর্ত্তন ধরিলেন—

জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈত শ্রীগদাধর শ্রীবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দ॥

স্ত্রী পুরুষ বালক বৃদ্ধ সবলেই সুমধুর কীর্ত্তন ধ্বনিতে আকৃষ্ট হইয়া একমনে কীর্ত্তন শ্রবণ করিতে-

ছিলেন এমন সময় কতকগুলি স্থানীয় দুর্বৃত্ত ব্যক্তির প্ররোচনায় কতকগুলি বালক যাত্রিগণের উপর বিশেষতঃ সম্ভ্রান্ত মহিলাগণের উপর ধূলি, কাঁকর, গোবর নিক্ষেপ করিতে লাগিল এবং বিকট চিৎকার করিয়া কীর্ত্তনে বাধা উৎপাদনের চেষ্টা করিল।

যাত্রিদের মধ্যে কেহ কেহ বালকদিগকে নিষেধ করিলে উহারা দূরে সরিয়া আরও প্রবল বেগে কুলিয়ার আস্তাবল ধূলিরাশি নিক্ষেপ করিতে থাকিল। দুই চারিটী বালককে ধরিয়া ফেলিলে উক্ত বালকগণ ভয়ে বলিয়া ফেলিল যে তাহারা তাহাদের পরামর্শদাতা অভিভাবক-গণের প্ররোচনায় এরূপ কার্য্য করিতেছে।

কিছুক্ষণ পরে কয়েকটী লোক যেন গায়ে পড়িয়া (কথাবার্ত্তায় মেকড়ে বাঘের ছাগল ছানার প্রতি ব্যবহার ন্যায়) যাত্রিদের সহিত ঝগড়া করিতে উদ্যত হইলেন। তাহাদের মধ্যে এক ব্যক্তি নিশান হাতে উপবিষ্ট ছিলেন ও একমনে কীর্ত্তন শ্রবণ করিতেছিলেন। পাঁচু গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় (পরে পরিচয় পাওয়া গিয়াছে) নামক এক ব্যক্তি প্রায় ৮।১০ হাত দূরে ছিলেন, তিনি সকলকে বলিয়া আসিয়া অথবা উক্ত ব্যক্তির হাতের নিশান ধরিয়া বলিলেন মহাশয় সাবধান হইয়া নিশান ধরুন। আপনার নিশান দ্বারা আমার গায়ে আঘাত লাগিয়াছে। যাত্রিগণ বুঝিতে পারিলেন ইহারা কোন রকমে ছল করিয়া যাত্রিদের ঝগড়া বাধাইবার উপক্রম করিতেছে।

যাত্রিদের মধ্য হইতে একজন অতি বিনীত বাক্যে বলিলেন—"মহাশয়! আমরা শুনিয়াছি নবদ্বীপধাম—পরম পবিত্র তীর্থ স্থান, আপনারা ধামবাসী বিশেষতঃ আমরা দূরদেশ হইতে আপনাদের এখানে অতিথি হইয়া আসিয়াছি আপনাদের আমাদের উপর বিশেষতঃ আপনাদেরই ভ্রাতা ভগ্নিগণের উপর কি এরূপ অসদ্ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। এই কথা বলিয়া মাত্রই স্থানীয় সজ্জন-পুরের শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্য্য, রাখাল নিবাসী, পাঁচুগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও ধর্ম্ম গোস্বামীর পুত্র কালিদাস প্রভৃতি কয়েকটী লোক ধলিয়া উঠিল তোমাদের উপর ধূলি নিক্ষেপই কর্ত্তব্য। এই কথা বলা সত্ত্বেও তখন কীর্ত্তন হইতে থাকিল। কিন্তু যে সব লোক কখনও নির্ম্মৎসর সাধুগণের শুদ্ধ হরিকীর্ত্তন শ্রবণ করিতে পারে না। উহাকে কখনও সাধুজনবাঞ্ছিত মরীচিমালীর নির্ম্মল কিরণ সহ্য করিতে পারে না তাই ঐ সকল বিদ্বেষী ব্যক্তিগণ হরিকীর্ত্তন বন্ধ করিবার জন্য মাতৃগণের উপর বিশেষভাবে ধূলি ও গোবর নিক্ষেপ করিতে লাগিল এবং কতকগুলি দুর্বৃত্ত পাষণ্ড প্রকৃতির লোক বলিতে লাগিল যদি ধূলিতেও ইহারা পলায়নপর না হয়, তাহা হইলে উহাদিগের বাড়ি নিবাইয়া দিয়া অত্যাচার করিতে হইবে। কি পাষণ্ডতা! কলির দুর্দ্দণ্ড প্রতাপ বশে তীর্থস্থানও কি এই প্রকার নরপিশাচগণের তাণ্ডব-নৃত্যের রঙ্গভূমিতে পরিণত হইল। ইহারাই নাকি নিজদিগকে গোস্বামী, আচার্য্য, ধর্ম্মের দণ্ডমুণ্ডবিধাতা ব্রাহ্মণ প্রভৃতি কত কি বলিয়া বড়াই করে, ইহা কি গোস্বামী আচার্য্য বা ব্রাহ্মণের লক্ষণ? ইহা ত গোদাস দুর্য্যোধন ও অম্বরীষের তুল্য ব্যবহার। প্রায় চারি শত বৎসর পূর্ব্বে ব্যাসাবতার শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর যে কথা তাঁহার শ্রীচৈতন্য ভাগবতে উল্লেখ করিয়াছিলেন বরাহ পুরাণে যে কথা বৈষ্ণবাগ্রগণ্যা শম্ভু পার্ব্বতী দেবীকে বলিয়া ছিলেন আজ বর্ণে বর্ণে সেই কথার সত্যতা প্রমাণ করিবার জন্য কুলিয়ায় সে দৃশ্য অভিনীত হইল।

রাক্ষসাঃ কলিমাশ্রিত্য জায়ন্তে ব্রাহ্মণেষু হি।
উৎপন্না ব্রাহ্মণকুলে বাধন্তে শ্রোত্রিয়ান্ কুশান্॥
কলিযুগে রাক্ষস সকল বিপ্রঘরে।
জন্মিবেক সুজনের হিংসা করিবারে॥

শ্রীমদ্ভাগবতে ৭।১।১৩৫ শ্লোকে বৈষ্ণব চূড়ামণি শ্রীনারদ গোস্বামী প্রভু যে বিভাব প্রদর্শন করিয়াছেন, শ্রীধরস্বামি-পাদ তাঁহার ভাবার্থদীপিকায় যে কথা ব্যাখ্যা করিয়াছেন তদনুসারে

ঐ সকল 'গোস্বামী', 'আচার্য্য' ও 'ব্রাহ্মণ' নামধারী ব্যক্তিগণ কোন্ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হইতে চান তাহা সুধী পাঠকগণই বিচার করুন।

পাঠকমণ্ডলী পর দিবসের ঘটনা শ্রবণ করিয়া আরও শিহরিয়া উঠিবেন। পাঠক পাঠিকাগণ! ইহা উপন্যাসের ভূমিকা নহে, কবির কল্পনা নহে—ইহা সত্য ঘটনা শত শত ব্যক্তি শুধু বঙ্গের নয় (আমাদের বাঙ্গালী সঙ্কে বড়ই লজ্জাকর ও পরিতাপের বিষয়) সুদূর মাদ্রাজ, উড়িষ্যা, আসাম, সাওতালপরগনা, উত্তর পশ্চিম ভারতের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ঐ লোমহর্ষণ কাণ্ড স্বচক্ষে দর্শন করিয়া 'সেই নবদ্বীপ আর এই নবদ্বীপ' বলিয়া পরিতাপ ও দুঃখ করিয়া গিয়াছেন। কেহ বা বলিয়াছেন আবার "শ্রীনিত্যানন্দের প্রতি জগাই মাধাইর দুর্ব্বৃত্ততা হইতেও সহস্রগুণে অধিক পাষণ্ডতার অভিনয় অভিনীত হইল, কেহ বা বলিলেন—তুলসীদাস মহারাজের কথা বর্ণে বর্ণে প্রত্যক্ষ করিলাম—

সাচ্চা কহে ত মারে লাঠা ঝুটা জগৎ ভুলাই।
গোধন গলি গলি ফিরে সুরা বৈঠল্ বিকাই॥
চোরকে ছোড়ে সাধুকে বাঁধে, পথিকো লাগাওয়ে ফাঁসি।
ধন্য কলিযুগ তেরে তামাসা দুঃখ লাগে আউর হাঁসি॥

২০শে ফাল্গুন বুধবার সায়াহ্নে মাতৃ জাতিও সমাগত শ্রীদেশাগত দয়ালু ভক্তমণ্ডলী ও ভক্তমণ্ডলীর প্রতি এরূপ পৈশাচিক পশুচিত ব্যবহারের মাত্রা ক্রমশই গুরুতর হইতেছে লক্ষ্য করিয়া যাত্রিগণ নীরবে পোড়ামাতলা পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইলেন। কতিপয় পাষণ্ড তাহাদিগকে আক্রমণ করিবার জন্য পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনুসরণ করিলেও কেহ বা 'যখন তোমরা বৈকুণ্ঠের বেশ লইয়াছ তখন আমাদের লাথি ঝাঁটা খাইতে হবা'—কেহ বা কাপুরুষের মত পলাইয়া যাইতেছে' ইত্যাদি দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ করিতে থাকিলেও যাত্রিগণ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ও শ্রীল ঠাকুর হরিদাসের কথা স্মরণ করিয়া নির্ব্বাক্ হইয়া স্বস্থ আশ্রয়ে চলিয়া আসিলেন।

পর দিবস অর্থাৎ ২১ শে ফাল্গুন যাত্রিগণের অন্তরীপ (চাঁপাহাটী) পরিক্রমার নির্দ্দিষ্ট তারিখ ছিল। তদনুসারে তাহারা অন্যান্য দিবসের ন্যায় সংকীর্ত্তন করিতে করিতে গজপৃষ্ঠে শ্রীরাধাগোবিন্দ শ্রীবিগ্রহ সঙ্গে চাঁপাহাটী যাইবার পথে পোড়ামাতলায় কিছুকাল প্রত্যেক দ্বীপের ন্যায় কোলদ্বীপে আবশ্যকীয় কৃত্য যথা শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলাসম্বন্ধীয় গ্রন্থপাঠ, বক্তৃতা, কীর্ত্তন প্রভৃতি যাহা পূর্ব্ব দিন দুর্ব্বৃত্তগণের দ্বারা বিঘ্নোৎপাদিত হওয়াতে অসম্পূর্ণ ছিল সেই সকল আবশ্যকীয় কৃত্য সমাপন করিবার জন্য আগত হইলেন।

পরিক্রমাকারী ভক্তমণ্ডলীর সংখ্যা প্রায় ছয় শত হইবেন, কিন্তু শীঘ্রই চম্পাহট্টে গমন করিয়া সেখানে কীর্ত্তন মহোৎসবাদি করিতে হইবে বলিয়া তাহাদের অনেকেই চাঁপাহাটীতে চলিয়া গিয়াছেন, সঙ্গে দুই এক শত মাত্র ব্যক্তি ছিলেন। পূর্ব্বদিনের ব্যবহার স্মরণ করিয়া যাত্রি-মাতৃগণকেও তৎসঙ্গে চাঁপাহাটীতে পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছিল।

শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ কোলদ্বীপের ইতিহাস এবং এই স্থানে যে শ্রীবিষ্ণু বরাহমূর্ত্তি ধারণ করিয়া হিরণ্যাক্ষ অসুর বধ করিয়াছিলেন সেই পৌরাণিক আখ্যায়িকা সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করিলেন এবং আরও বলিলেন যে হিরণ্য বা অর্থলোভে ঠাকুর দেখাইয়া ভাগবত পড়িয়া, মরিয়া, কীর্ত্তন করিয়া অর্থ গ্রহণ করিয়া ও তদ্দ্বারা নিজের ঐন্দ্রিয়তর্পণ করা অত্যন্ত অপরাধের কার্য্য। উহা ধর্ম্মের নামে ব্যবসায় শ্রীগৌর নিত্যানন্দের অভিপ্রেত নহে।

এই কথা শুনিয়া কতিপয় স্বার্থান্ধ ব্যক্তি যেন পূর্ব্বের হিরণ্যাক্ষের ন্যায় শ্রীভগবানকে অবমাননা করিতে উদ্যত হইল। যে গজপৃষ্ঠে শ্রীরাধাগোবিন্দ বিগ্রহ ছিলেন—সেই গজের শুণ্ডদেশে পদাঘাত ও মুষ্ট্যাঘাত করিল। শ্রীবিগ্রহের প্রতি এইরূপ অবমাননা সন্দর্শন করিয়া কতিপয় ভক্ত

ঐ সকল বিষ্ণুর অবমাননকারী ব্যক্তিগণকে বাধা দিতে উদ্যত হইলে উহারা নিকটস্থ দোকানসমূহ হইতে লাঠি ও বাঁশ আনিয়া হরিকথা কীর্ত্তনকারী ও যাত্রিগণের উপর আক্রমণ করিতে লাগিল।

যাত্রিগণ নিরস্ত্র। কাহারও হাতে নিশান, কাহারও হস্তে খোল ও করতালি কাহারও হাতে শ্রীমদ্ভাগবতগ্রন্থরাজ এবং অন্যান্য সকলের হস্তই হরিনামের শ্রীমালিকায় বদ্ধ। তাঁহারা কোনও রকমেই আত্মরক্ষা করিতে না পারিয়া অবশেষে শেষ উপায় অবলম্বন করিলেন—নিখিল জীবের একমাত্র আরাধ্য সর্ব্বকারণকারণ শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের শ্রীমূর্ত্তি ও সেবাবৈভব দর্শনে যদি পাষণ্ডগণের চিত্ত দ্রবীভূত হইয়া অধর্ম্ম ও বৃথা নরহত্যা শ্রীধামভূমি কলুষিত না করে, এই জন্য হস্তিপৃষ্ঠোপবিষ্টিত শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের চামর ব্যজন করিতে করিতে সেই দুর্ব্বৃত্তগণের নিকট উপস্থিত হইলেন। ভক্তগণ মনে করিলেন, যখন সম্মুখে শ্রীরাধাগোবিন্দ তখন তাঁহাদের সম্মুখে নবদ্বীপবাসী রক্তপাতাদি বৈষ্ণববিদ্বেষরূপ কোন ভীষণ কার্য্য করিতে নিশ্চয়ই দ্বিধা বোধ করিবে।

কিন্তু দেখা গেল সৌর গোস্বামি নামক একব্যক্তি মোটরে আসিয়া ইষ্টক ছুড়িবার হুকুম দিল। নবদ্বীপ সহরবাসী দুর্ব্বৃত্ত ব্যক্তিগণ দূরে গিয়া তাঁহার সঙ্কেত শত শত ইষ্টক নিক্ষেপ করিতে থাকিল—সম্মুখের দোতালার ছাদ হইতে যে স্থানে শ্রীবিগ্রহ ছিল সেই গজপৃষ্ঠে বাড়ীর স্ত্রীলোকগণের দ্বারা বহু ইষ্টক খণ্ড বৃষ্টি করিতে থাকিল। হায়! ইহা হইতে আর বাংলাদেশে লজ্জাকর, নৃশংস, অপরাধময়, ভীষণ পাপকার্য্য কি হইতে পারে। যে বাংলা দেশের লোক স্বার্থান্ধ হইয়া ধর্ম্মের ব্যবসায়ে ক্ষতি হইবে ভাবিয়া ভাবী আশাভরসার স্থল পুত্র পৌত্রগণকে এমন কি কুললালনাগণকে পর্য্যন্ত এরূপ অসৎকার্য্যে নিয়োগ করিয়া থাকে। গৌরপার্ষদগণ পুত্র কন্যা সহধর্ম্মিণীকে বিষ্ণুবৈষ্ণবের সেবা শিক্ষা দিতেন, অদ্বৈতপ্রভু পুত্রগণ শুদ্ধ হরিভক্তি আশ্রয় করেন নাই বলিয়া পুত্রগণকে 'কুলাঙ্গার' বলিয়া ত্যাগ করিয়াছিলেন আর বর্ত্তমান আচার্য্যাভিমানি ব্যক্তিগণের কি ব্যবস্থায়। ইহারা কোন্ শ্রেণীর জীব বিশ্বের সুধীসমাজ বিচার করিবেন।

এইরূপ অনবরত ইষ্টক বৃষ্টির ফলে বহু যাত্রির গাত্রে, মস্তকে, পায়ে আঘাত লাগিল। পাশব প্রকৃতির লোক সকল ভাগবতকে সহ্য করিতে ছিল না—তাই আজ বৈষ্ণবের রুধিরস্নানোৎসব হইয়া রক্তে ধরাপৃষ্ঠ রঞ্জিত করিল। দুর্ব্বৃত্তগণ শ্রীবিগ্রহের উপর ও ইষ্টক বর্ষণ করিতে দ্বিধা বোধ করিতেছে না দেখিয়া হস্তী ঊর্দ্ধশ্বাসে পলাইল, অনেকেই প্রাণের ভয়ে যে যে প্রকারে পারিলেন যে কোনও স্থানে আশ্রয়ের অনুসন্ধান করিতে থাকিলেন। পাষণ্ডগণ গৃহে গৃহে গমন করিয়া রুদ্ধ কপাটে পদাঘাত করিতে থাকিল এবং গৃহকর্ত্তাকে কপাট খুলিয়া দিবার জন্য ভয় প্রদর্শন করিতে লাগিল। পুলিসের লোক সঙ্গে থাকিয়া এ সকল দেখিতেছিল মাত্র—কিন্তু জানি না তাহাদের উদাসীনতা কেন? পরে অনেকের মুখে শুনিতে পাইলাম অত্যাচারকারি এই স্থানীয় গোস্বামিগণের (?) সহিত ঐ পুলিসের কোন কোন লোক একত্র বৈঠক, রং তামাসা ও বিলাসে প্রমত্ত থাকে। স্থানীয় পুলিসের কোন লোক দুর্ব্বৃত্তগণের হাতের পুতুল মনে করিয়াই কি উহারা নিরুদ্বেগে পুত্র পৌত্র স্ত্রী পরিবার লইয়া এরূপ লোমহর্ষণ কার্য্যে সাহসী হইয়াছিল।

রাস্তায় ঘোড়ার গাড়ী আসিতেছে দেখিয়া যাত্রিদের কেহ কেহ গাড়ীতে চড়িয়া শীঘ্র শীঘ্র স্থানত্যাগের উপক্রম করিলেন। গাড়োয়ান স্বীকৃত হল না। উঁকি মারিয়া যাত্রিগণ দেখিলেন ঘোড়ার গাড়ীর ভিতর বড় বড় ইষ্টক খণ্ড বোঝাই রহিয়াছে। স্পষ্টই বুঝা গেল, দুর্ব্বৃত্তগণ পূর্ব্ব হইতেই ঐরূপ নৃশংস ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে—পূর্ব্ব হইতেই ছাদের উপর,—রাস্তার পার্শ্বে, ঘোড়ার গাড়ীর ভিতরে ইষ্টক সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছে।

শুধু তাই নয় কতিপয় দুনিয়াদার প্রবাসী বিশিষ্ট ব্যক্তির মুখে পরে শুনিতে পাইলাম যে মহাপ্রভুর বাড়ীর গোস্বামিগণ সর্ব্বসাধারণকে কৌশলে ক্ষেপাইয়া তুলিবার জন্য পরিক্রমার যাত্রিগণের নিকটে কতকগুলি অমূলক কথা পূর্ব্ব হইতে সংগ্রহ করিয়া মিথ্যা রচনা করিয়া সর্ব্বত্র রটনা করিয়াছে। উহারা বলিয়াছে যে যাত্রিগণ গোড়াদাকে মান্য করে না, কণ্ঠশূন্যহীন ব্রাহ্মণেতরকে ব্রাহ্মণ বলে,—ইত্যাদি।

হায়! যাহারা বৈষ্ণবাপরাধে বিষ্ণুর প্রতি অপরাধে মত্ত হইয়াছে সেই সকল অদৈব কুল শাস্ত্রসিদ্ধান্তে প্রবেশ করিতে পারে না! যে সকল অসূয়া রহিত শাস্ত্রপ্রকৃতি সাধুগণ মনোধর্ম্ম ছেদন করিয়া বাস্তব সত্যের প্রচার করেন—তাঁহাদিগকেই ইন্দ্রিয় তর্পণের ইচ্ছুক বিরুদ্ধকারী মনে করিয়া সেই সকল অদৈবকুল চিরকালই নানাপ্রকার উৎপীড়ন করিয়া থাকে ইহা শাস্ত্রীয় সত্য ঐতিহাসিক সত্য।

প্রৌঢ়াদাদাকে ভক্তগণ কখনও অমান্য করেন না। তবে অদৈবকুল প্রৌঢ়মায়াকে অবজ্ঞা করিয়া 'শালগ্রাম দিয়া বাদাড় ভাঙ্গিয়া খাইবার যে প্রণালী গ্রহণ করেন তাহা চিরকালই শাস্ত্র ও সাধুগণ গর্হণ করিয়া থাকেন। সাধুগণ কখন ব্রাহ্মণব্রুবকে ব্রাহ্মণ বলেন না—প্রকৃত ব্রাহ্মণের অবমাননা করেন না—যাঁহারা বৈষ্ণবে জাতি বুদ্ধি করিয়া পদ্মপুরাণের বাসেবাক্যানুসারে নরক পথের পথিক হন উহাদিগকে নরক পাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য ও কোমলশ্রদ্ধ বালিশজনের মঙ্গলের জন্য শ্রীমদ্ভাগবতের—

যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভিব্যঞ্জকম্।
যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তত্তেনৈব বিনির্দ্দিশেৎ॥

মনুসংহিতায়—

যোহনধীত্য দ্বিজো বেদমন্যত্র কুরুতে শ্রমম্।
স জীবন্নেব শূদ্রত্বমাশু গচ্ছতি সান্বয়ঃ॥"

পদ্মপুরাণের—

ন শূদ্রা ভগবদ্ভক্তাস্তেঽপি ভাগবতোত্তমাঃ।
সর্ব্ববর্ণেষু তে শূদ্রা যে ন ভক্তা জনার্দ্দনে॥"

ইত্যাদি সর্ব্বশাস্ত্রবচনদ্বারা শাস্ত্রীয় বাক্য শ্রীগৌরসুন্দরের আদেশে কীর্ত্তন করিয়া থাকেন।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রৌঢ়মায়া সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন পাঠকগণ বিচার করুন—

"প্রৌঢ়মায়া গৌরদাসী অধিষ্ঠাত্রী দেবী।
সর্ব্বযুগে এই স্থানে থাকে গৌর সেবি'॥
অতি কদর্য্যের যার বৈষ্ণবেতে দ্বেষ।
তারে মায়া অন্ধ করি', দেয় নানা ক্লেশ॥
সর্ব্বনাশ সর্ব্বকর্ম্ম ক্ষুধা হয় ক্ষয়।
প্রৌঢ়মায়া বিদ্যারূপে করে কর্ম্ম লয়॥
কিন্তু যদি শ্রীবৈষ্ণবে অপরাধ থাকে।
তবে দূর করে তারে কর্ম্মের বিপাকে॥
বিদ্যা পড়ি নদীয়ায় সে সব দুর্জ্জন।
কভু নাহি পায় কৃষ্ণপদে প্রেমধন॥
বিদ্যায় অবিদ্যা লাভ করে সেই সব।
নাহি দেখে শ্রীগৌরাঙ্গ-নদীয়া বৈভব॥
অতএব বিদ্যা নহে অমঙ্গলময়।
বিদ্যায় অবিদ্যা ছাড়া অমঙ্গল হয়॥
ভক্তির অধীন সব ভক্তিদাস করে।
কর্ম্মদোষে দুইজনে বিপথায় ধরে॥
ভক্তিমহাদেবী দেখা আর সব দাস।
সকলে করয় ভক্তিদেবীর প্রকাশ॥
নবদ্বীপে নববিধ ভক্তি অধিষ্ঠান।
ভক্তিরে সেবয় সদা কর্ম্ম আর জ্ঞান॥
বহির্ম্মুখ জনে শাস্ত্র দেয় দুইমতি।
শিষ্টজনে সেই শাস্ত্র দেয় কৃষ্ণরতি॥"

শ্রীধামমায়াপুর ১৪০-১৪১ পৃঃ

কোনও বহির্ম্মুখ ব্যক্তি যদি এই সকল সত্যসিদ্ধান্ত শ্রবণ করিয়া সাধুগণের প্রতি "কলসীর কানা" ইষ্টকখণ্ড, বা লাঠি নিক্ষেপ করে তবে জানিতে হইবে ঐ সকল ব্যক্তিরই কপাল খারাপ কারণ—

"তৃণস্বভাব—অন্যদোষ ক্ষমা করে।
কৃষ্ণস্বভাব—ভক্তদুঃখ সহিতে না পারে॥"

কিন্তু একদিকে দুর্বৃত্ত পাষণ্ডগণের এইরূপ পশুচিত ব্যবহার অপরদিকে শ্রীল পরমহংস ঠাকুরের অদৃষ্টপূর্ব্ব ও অশ্রুতপূর্ব্ব ক্ষমাগুণ সত্যসত্যই আমাদিগকে মুগ্ধ করিয়াছে। ইতিহাসে শুনিয়াছি শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু জগাই ও মাধাইর হাতে কলসীর কানার আহত হইবার অভিনয় করিয়া তাহাদের মঙ্গল চিন্তা করিয়াছিলেন, শ্রীল ঠাকুর হরিদাস পাষণ্ডগণের দ্বারা বাইশ বাজারে প্রহৃত হইয়াও বলিয়াছিলেন—

"খণ্ড খণ্ড হয় যদি যায় মোর প্রাণ।
তথাপি বদনে না ছাড়িব হরিনাম॥"

শ্রীল বাসুদেব ঠাকুর সর্ব্ব জীবের জন্য মহাপ্রভুর নিকট বলিয়াছেন—

"সকলের পাপ লঞা করি নরকভোগ।
সকল জীবের প্রভু ঘুচাও ভব-রোগ॥

আচার্য্য রামানুজ, মহামুনি, সত্যধর্ম্ম প্রচারের জন্য কতবারই না জীবন সঙ্কটাপন্ন করিয়াছিলেন কিন্তু ঐতিহ্য-পড়া কথা আজ সত্য সত্য প্রত্যক্ষ করিলাম।

আজ পরদুঃখদুঃখী পরের মঙ্গলের জন্য সত্যের জন্য বাস্তবসত্য প্রচারের জন্য জগাই মাধাই হইতেও পাষণ্ড প্রকৃতি শত শত ব্যক্তির নিকট হইতে অম্লানবদনে শুধু একা নয় তাঁহার প্রাণপ্রতিম অন্তরঙ্গ ভক্তগণের সহিত তাঁহার পুত্রপ্রতিম শিষ্যবর্গের সহিত পরমাত্মীয় প্রতিম সত্যকথায় কর্ণনিয়োগকারী ভারতের শত শত ভক্তমণ্ডলীর সহিত, পঞ্চ বর্ষীয় বালক হইতে অশীতি বর্ষ বয়স্ক বৃদ্ধগণের সহিত কেবল "কলসীর কাণা" নয় বড় বড় অভ্র ইষ্টক খণ্ডের অবিরাম বৃষ্টিপাত সহ্য করিয়া আমাদের শ্রীল পরমহংস ঠাকুর শ্রীনিত্যানন্দ হইতেও কি এক অধিকতর পরদুঃখ কাতরতার চরম আদর্শ প্রত্যক্ষ করাইলেন? শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু, হরিদাস ঠাকুর, বাসুদেব ঠাকুর। আজ কি এই পরম কারুণিক গৌরজনে তোমরা একত্রে যুগপৎ সমাবিষ্ট হইয়া জগতে আচার্য্যের সর্ব্বোচ্চ আদর্শ শিক্ষাদানপূর্ব্বক শ্রীগৌরসুন্দরের প্রেমধর্ম্ম প্রচার করিতেছ। বুঝিলাম আজ শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীমুখবাণী সত্য সত্যই ফলপ্রসূ হইলেন—

"পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম।
সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম॥"

সেই শুভদিন আসিয়াছে—প্রেমবন্যা আসিয়াছে অচিরেই নির্দ্দয়ের ভাগবতধর্ম্মের বাণী আত্মধর্ম্মের বাণী বিশ্বের সর্ব্বত্র ঘোষিত হইবে।

ওঁ হরিঃ। শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ। হরিঃ ওঁ॥

উক্ত ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়া কয়েকজন তৃতীয় ব্যক্তি ও নবদ্বীপবাসী সভ্যগণের ব্যক্তিগণ সাময়িক পত্রাদি তাঁহাদের যে সকল অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, পাঠকগণের অবগতির জন্য তাহা স্থানান্তরে উদ্ধৃত হইল।

আচার্য্যানুগমনে

গৌড়মণ্ডল-পরিক্রমা ডায়েরী

সপ্তম দিবস

২২শে মাঘ, ৪ঠা ফেব্রুয়ারী, বুধবার শ্রীএকাদশী।

শ্রীগৌড়ীয় মঠে হরিদাসের উপলক্ষে কীর্ত্তনোৎসব করিয়া অগ্রণী শ্রীল পরমহংস ঠাকুরের আনুগত্যে ভক্তগণ হাওড়া হেদোকলঘাট ষ্টেশন হইতে (হাওড়া আমতা লাইট্ রেলওয়ে) চাঁপাডাঙ্গা লাইনে অপরাহ্ণ ৪।০ ঘটিকায় সময় আটপুর ষ্টেশনে আসিয়া পৌঁছিলেন।

আটপুরে শ্রীল পরমেশ্বরী ঠাকুরের শ্রীপাট। নিত্যানন্দৈকপ্রাণ পরমেশ্বরী ঠাকুর দ্বাদশ গোপালের অন্যতম ব্রজলীলায় অর্জ্জুন সখা। গৌঃ গঃ ১৩২

"নারায়ণীসখা প্রাগ্যো দাসঃ শ্রীপরমেশ্বরঃ।"

পরমেশ্বরী দাস ঠাকুরকে কেহ কেহ পরমেশ্বর দাস ঠাকুরও বলিয়া থাকেন। যথা শ্রীবৈষ্ণব বন্দনায়—

পরমেশ্বর দাস ঠাকুর বন্দিব সাবধানে।
যুগলে মিলান নাম দা-কীর্ত্তন-স্থানে॥

শ্রীচৈতন্যভাগবত অন্ত্যখণ্ড ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে শ্রীল পরমেশ্বরী দাস ঠাকুরের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। শ্রীভক্তিরত্নাকর

অয়োদশ তরঙ্গে শ্রীপরমেশ্বরী ঠাকুরের কথা আছে।

শ্রীপরমেশ্বরী ঠাকুর শ্রীজাহ্নবা মাতার আদেশে এই স্থানে শ্রীরাধাগোপীনাথসেবা স্থাপন করেন।

শ্রীপাটের অনেক সেবায়েৎ গোস্বামী ষ্টেশন হইতে শ্রীল পরমহংস ঠাকুরকে অভ্যর্থনা করিয়া শ্রীপাটে লইয়া গেলেন। শ্রীমন্দিরের সম্মুখেই বহুলছায়াপূর্ণ একসঙ্গে দুইটী বকুল বৃক্ষ ও পৃথক্ একটী বকুল বৃক্ষ ও তদুভয়ের মধ্যপ্রদেশে শ্রীপরমেশ্বরী ঠাকুরের সমাধি ও তদুপরি তুলসীমঞ্চ সুশোভিত। যে বকুল বৃক্ষদ্বয় শ্রীল পরমেশ্বরী ঠাকুরের সময় ছিল তাহারই শাখা হইতে বর্ত্তমানের বৃক্ষদ্বয় উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া প্রবাদ। শ্রীল পরমেশ্বরী ঠাকুরের সময় একটী বৃক্ষে ফুল ও অপর বৃক্ষে ফল হইতে এইরূপ কিংবদন্তী প্রচলিত আছে।

শ্রীল পরমেশ্বরী ঠাকুর বৈদ্যকুলোদ্ভূত। শ্রীপরমেশ্বরী ঠাকুরের ভ্রাতৃবংশীয়গণ শ্রীপাটের বর্ত্তমান সেবায়েৎ। ইহাদের কিছুদিন পূর্ব্বেও অনেক শৌক্র ব্রাহ্মণ শিষ্য ছিল। কালপ্রভাবে ইহারা সদাচারভ্রষ্ট ও হরিভজন পরিত্যাগ করিয়া সাংসারিক লোক হইয়া বৈদ্যগণের ব্যবসায় অবলম্বন করাতে ব্রাহ্মণবংশীয় সকলেই ধীরে ধীরে ইহাদিগের শিষ্যত্ব পরিত্যাগ করিয়াছেন। ইঁহাদের উপাধি 'অধিকারী'। বর্ত্তমানে শ্রীরাধিকাপ্রসন্ন অধিকারী মহাশয় ও নটবর অধিকারী মহাশয়ের বিধবা ও সন্তানহীন পাণ্ডুয়া শ্রীপাটের সেবায়েৎ। শ্রীরাধিকাপ্রসন্ন অধিকারী মহাশয় এখন কবিরাজী ব্যবসায় করিতেছেন। শ্রীরাধিকাপ্রসন্নের পিতামহের জ্যেষ্ঠভ্রাতা পরলোকগত গোরাচাঁদ অধিকারী মহাশয় এই বংশে পণ্ডিত হইয়াছিলেন বলিয়া ইহারা বলিয়া থাকেন।

পূর্ব্বে ইহারা সেবাধিকার পাইয়াছিলেন বলিয়া ইহাদের জাতিবর্ণের 'গুপ্ত' উপাধি থাকিলেও ইহারা 'অধিকারী' উপাধিতে ভূষিত। কিন্তু ইহারা হরিভজনে অনেকটা ঔদাসীন্য প্রদর্শন করাতে ও তজ্জন্যই হরিভজনকারী বিষ্ণু-মন্ত্র-দীক্ষিত ব্যক্তি যে বৈষ্ণবসাহিত্য পারমার্থিক ব্রাহ্মণ—দীক্ষিতের এই হরিজনকিঙ্করোচিত অভিমান অক্ষুণ্ণ রাখিতে অসমর্থ হওয়াতে ও অধৈর্য্য বিষ্ণু বিরোধী স্মার্ত্ত সমাজের সহিত আদানপ্রদানাদি কার্য্য করাতে যদুনন্দনীয় স্মার্তকুল কর্ত্তৃক আক্রান্ত ও প্রপীড়িত হইতেছেন, কাজে কাজেই বর্ত্তমানে ইহারা নিজদিগকে সাধারণ 'বৈদ্য' অভিমান করিয়া আর দীক্ষিতের পক্ষে সংস্কার যে 'যাগ' অর্থাৎ স্বয়ং শ্রীনামগ্রহণ ও শ্রীবিগ্রহ অর্চ্চন ও সন্তান জোগপ্রদান—তাহা আর ইঁহারা সমাজের ভয়ে করিতে পারিতেছেন না, অধিকন্তু কেবল ব্রাহ্মণের দ্বারা ঠাকুর পূজা করাইয়া সেবাপরাধের প্রশ্রয় দিতেছেন। বর্ত্তমানে আট ঘর সেবায়েৎ আছেন, আট ঘর মিলিত হইয়া দুই ঘর হইয়াছেন। পূর্ব্বে সেবার অতি প্রচুর অর্থের ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু সমস্ত অর্থই ইঁহারা হারাইয়াছেন, সামান্য দেবোত্তর দ্বারা অতি কষ্টের সহিত সেবা চলিতেছে বলিয়া ইহারা বলিলেন।

শ্রীমন্দিরে একই সিংহাসনে শ্রীবলদেব ও শ্রীরাধাগোপীনাথ শ্রীবিগ্রহ অবস্থান করিতেছেন দেখা গেল। শ্রীরাধাগোপীনাথই শ্রীপরমেশ্বরী ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত শ্রীমূর্ত্তি বলিয়া ভক্তিরত্নাকরাদি গ্রন্থে ব্যক্ত হইয়াছে। সম্ভবতঃ বলদেব বিগ্রহ পরে প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। সমসিংহাসনে শ্রীবলদেব ও শ্রীমতীসহ শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহের অবস্থান তত্ত্ববিরোধপূর্ণ ব্যাপার। শ্রীকৃষ্ণ বলদেব এক সিংহাসনে থাকিতে পারেন কিন্তু যখন শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতীর সহিত শোভিত থাকেন তখন তথায় শ্রীবলদেবের অবস্থান হইতে পারে না। বর্ত্তমান সময়ে ষড়দহের গোস্বামীরা অন্যতম ইঁহাদের দীক্ষাগুরু।

বৈশাখী পূর্ণিমায় শ্রীপরমেশ্বরী ঠাকুরের তিরোভাব-মহোৎসব হয়।

আটপুরে পরলোকগত কৃষ্ণরাম মিস্ত্রির ২০০ শত বৎসর পূর্ব্বের কারুকার্য্যখচিত সুবৃহৎ শ্রীমন্দির দর্শন করিলাম শ্রীমন্দিরে রাধাগোবিন্দ শ্রীবিগ্রহ—রাজরাজেশ্বর ও গোপাল। মন্দির দ্বারের বহির্দ্দেশে দ্বারপালরূপে অনেকগুলি শিবলিঙ্গ ভিন্ন ভিন্ন মন্দিরে বিরাজ করিতেছেন। কৃষ্ণরাম বাবু শাক্তকুলে উদ্ভূত হইলেও শুনা যায়, পর জীবনে বৈষ্ণব ধর্ম্মে মতিবিশিষ্ট হইয়াছিলেন।

ভক্তগণ এই সকল স্থান দর্শন করিয়া ৮ ঘটিকার সময় আটপুর ষ্টেশনে ফিরিয়া আসিলেন। ষ্টেশনে কিছু কাল হরিকথা আলোচনা ও বক্তৃতা হইল। রাত্র ৯টায়

ট্রেণে আটপুর হইতে ১০টার মধ্যে চাঁপাডাঙ্গা আসিলাম।

অষ্টম দিবস।

২৩শে মাঘ বৃহস্পতিবারে উষাকালে চাঁপাডাঙ্গা হইতে প্রায় দশ মাইল দক্ষিণপশ্চিম কোণে পদব্রজে কীর্ত্তন করিতে করিতে ভক্তগণ শ্রীরামপুর ও বেলানার হাটের পাশ দিয়া বেলা প্রায় ১২টার সময় খানাকুল কৃষ্ণনগর শ্রীঅভিরাম ঠাকুরের শ্রীপাটে পৌঁছিলেন। শুনা গেল, বর্ষাকালে পথ জলময় হয়, এই জন্য সেই সময়ে বি, এন, আর ভাগড়া হইতে কোলাঘাট তথা হইতে ষ্টীমারে বাণীচক (ভাড়া ১৷৷০); বাণীচক হইতে ৭৷৷ মাইল উত্তরে খানাকুল। বঙ্গদেশে কয়েকটি কৃষ্ণনগর আছে। শ্রীঅভিরাম ঠাকুরের শ্রীপাট যে কৃষ্ণনগরে অবস্থিত তাহা খানাকুলের সন্নিকটে অবস্থিত বলিয়া উহা 'খানাকুল কৃষ্ণনগর' নামে অভিহিত হইয়া থাকে। খানাকুল কৃষ্ণনগর দামোদর নদের শাখা কাণা নদীর উপকূলে বিরাজিত।

লাট কৃষ্ণনগর বলিলে—কৃষ্ণনগর, রাধানগর, গোপীনাথপুর, রঘুনাথপুর, রঙ্গপুর, কামদেবপুর, গুপ্তানন্দপুর, কাহরা, ধাত্রেশ্বরী, চক অনন্ত ও দাপথ এই কয়েকখানি গ্রামকে বুঝাইয়া থাকে। রাধানগরে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রবর্ত্তক রাজা রামমোহন রায়ের বাড়ী। গতবৎসর এই স্থানে শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভায় কয়েকজন প্রচারক হরিকথা প্রচার করিয়াছিলেন। পার্শ্ববর্ত্তীগ্রামে গোপালনগরে 'জানদা সুন্দরী ইনষ্টিটিউসন' নামে একটী হাইস্কুল আছে।

শ্রীল ঠাকুর অভিরাম নিত্যানন্দৈকপ্রাণ দ্বাদশগোপালের অন্যতম ব্রজের শ্রীদাম সখা। শ্রীগৌরগণোদ্দেশে—

"পুরা শ্রীদামনামাসীদভিরামোঽধুনা মহান্।
যদ্রিংশতা জনৈরেব বাহ্যং কাষ্ঠমুবাহ যঃ॥"

শ্রীভক্তিরত্নাকরগ্রন্থে (৪র্থ তরঙ্গ) শ্রীঅভিরাম ঠাকুরের কথা লিখিত আছে। শ্রীঅভিরাম ঠাকুর পাষণ্ডদলনকারী নিত্যানন্দের আদেশ আচার্য্য ও ভক্তিধর্ম্মপ্রচারক ছিলেন।

"অভিরাম গোস্বামীর প্রতাপ প্রচণ্ড।
যারে দেখি কাঁপে সদা দুর্জ্জয় পাষণ্ড।
নিত্যানন্দ আবেশে উন্মত্ত নিরন্তর।
জগতে বিদিত যাঁর কৃপা মনোহর॥"

শ্রীমন্দিরের বাহিরে দ্বারের নিকট একটী বকুল বৃক্ষ। এই স্থানটী 'সিদ্ধবকুলকুঞ্জ' নামে অভিহিত। শুনা যায়, এই স্থানে সর্ব্বপ্রথমে শ্রীঅভিরাম ঠাকুর আসিয়া উপবেশন করেন। শ্রীগৌরনিত্যানন্দও এই স্থানে উপবেশন করিতেন। শ্রীঅভিরাম ঠাকুরের সময়ের বকুল বৃক্ষ অনেকটা হইলে উক্ত প্রাচীন বৃক্ষের মূল হইতে বর্ত্তমান বৃক্ষটী উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া কিংবদন্তী প্রচলিত আছে।

১৩২২ সালে উদিতপুরে শ্রীযুক্তা সুখময়ী দাসী এই বৃক্ষটীকে একটী উচ্চ বেদীতে বান্ধাইয়া দিয়াছেন ও বৃক্ষতলে একটী ক্ষুদ্র কুটীরাকারে মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন।

শ্রীমন্দিরাভ্যন্তরে শ্রীবলদেব, শ্রীমদনমোহন (একত্র) একখানি সওয়া হাত উচ্চ ও প্রায় এক হাত প্রশস্ত কষ্টিপাথরে পঞ্চতত্ত্বলীলা, কদম্ববৃক্ষ, যমুনা ও দেহুরবৎসসহ শ্রীগোপীনাথবিগ্রহ এক সঙ্গে খোদিত রহিয়াছেন—এইরূপ অর্চ্চাবিগ্রহ বিরাজ করিতেছেন। শ্রীঅভিরাম-ঠাকুরের নৃত্যাবেশে একটী শ্রীমূর্ত্তি ও শ্রীহরিনামরত দুইজন মূর্ত্তি সিংহাসনে বিরাজ করিতেছেন। ইহা ব্যতীত শ্রীশালগ্রাম ও শ্রীগোপালমূর্ত্তি আছেন। শ্রীল অভিরাম ঠাকুর পুষ্করণী খননকালে উক্ত শ্রীগোপীনাথবিগ্রহ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বলিয়া কিংবদন্তী প্রচলিত। তদবধি উক্ত সম্পুটের পুষ্করণীটী "অভিরামকুণ্ডনামে" নামে বিদিত হইতেছে। বর্ত্তমানে যে মন্দিরে শ্রীবিগ্রহ বিরাজ করিতেছেন তাহারই দক্ষিণে একটী পুরাতন নবরত্ন মন্দির। মন্দিরের উচ্চ-দেশে একটী প্রস্তরফলকে ১১৮১ সালে ঐ মন্দিরটী নির্ম্মাণ হইয়াছে বলিয়া খোদিত রহিয়াছে। মন্দির নির্ম্মাতার কোনও নামোল্লেখ নাই। লোকপরম্পরায় শুনা গেল যে, পার্শ্বস্থ গ্রামের পরলোকগত নবকৃষ্ণ সিংহ গণ্ডো নামক একজন মহাত্মা ঐ মন্দির প্রস্তুত করাইয়া দিয়াছিলেন। এই স্থানেই নাকি পূর্ব্বে শ্রীবিগ্রহ বিরাজ করিতেন ও মন্দির নির্ম্মাণের পূর্ব্বে ঘরের ঘরে এই স্থানেই শ্রীবিগ্রহ সেবিত হইতেন। বর্ত্তমান শ্রীমন্দিরের

...করে খোদিত রহিয়াছে—

"শ্রীশ্রীগোপীনাথ জীউ সন ১২১১ সাল মাঘ মাহা ... তৈয়ারী। সন ১৩০৮ সালে সেবায়েত মাহা বৈশাখ।"

... শ্রীমন্দিরের সম্মুখে একটী বিস্তৃত পাকা মাটি ... পাইলেন। নূতন শ্রীমন্দিরের সম্মুখে সুন্দর নাটমন্দির। ... পুর জেলার বীরবরণ ১২৬৩ সালে এই নাটমন্দির ... করিয়া দিয়াছিলেন, উহা ভগ্ন হইলে ১৩২০ সালে ... উহারা সংস্কার করিয়া দেন। সেবায়েতগণ বলি... , শ্রীল অভিরাম ঠাকুরের সময় হইতে এখানে ... ভোগের ব্যবস্থা প্রচলিত রহিয়াছে, এমন কি ... পর্যন্ত ভোগ হইয়া থাকে। আর একটী প্রথা ... ঠাকুরকে শয়ন দিবার সময় শ্রীমন্দিরের দরজা ... থাকে ও সর্ব্বসমক্ষে শয়ন দেওয়া হয়। প্রাতঃকালে ... দরজা খোলা হয় না।

বর্ত্তমানে ৩৭ ঘর সেবায়েত আছেন। শুনা গেল, ... লোকের নিকটে শ্রীঅভিরাম ঠাকুরের প্রদত্ত ... চাবুক" আছেন। আরও শুনা গেল, উক্ত ... ৩৭টী চাবীদ্বারা উক্ত সিন্দুক আবদ্ধ ... শুনা গেল, উহা করি দিয়া ভড়ান ও মহোৎ... সময় সকল সেবায়িতগণের একসঙ্গে অভিমত হইলে ... দিয়া করা হয়। "শ্রীজয়মঙ্গল চাবুকের" কথা শ্রীভক্তি... গ্রন্থে লিখিত আছে যে ঐ চাবুক দিয়া শ্রীঅভিরাম ... তাঁহাকে আঘাত করিতেন, তাঁহারই কৃষ্ণপ্রেমের ... হইত। একদা শ্রীনিবাস শ্রীঅভিরাম-ভবনে আগমন ... ঠাকুর অভিরাম তিনবার শ্রীনিবাসের গাত্রে চাবুক স্পর্শ করাইলেন। তখন অভিরামপত্নী মালিনী ... চাবি দিয়া ঠাকুরের হাত ধরিয়া বলিলেন—ঠাকুর! ... করুন, শ্রীনিবাস বালক, তোমার শ্রীজয়মঙ্গল চাবুকের ... অধীর হইয়া পড়িবে"।

একদিন অভিরাম সখ্যরসাবেশে বাঁশী বাজাইতে ইচ্ছা ... কোথাও বাঁশী দেখিতে না পাইয়া সন্তাবিক ... যে কাষ্ঠখণ্ডকে উত্তোলন করিতে পারে না, ... উঠাইয়া বাঁশীর মত করিয়া ধরিলেন। শ্রীঅভিরাম ... সম্বন্ধে এইরূপ অনেক কথা ভক্তিরত্নাকর, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থে পাওয়া যায়।

চৈত্র কৃষ্ণানবমী তিথিতে মহোৎসব উপলক্ষে এইস্থানে বহু লোকের সমাগম হইয়া থাকে।

রাত্রে শ্রীনাটমন্দিরে স্থানীয় স্কুলের পণ্ডিত ও গোস্বামিগণ সমবেত সভায় গৌড়ীয় সম্পাদক বাগ্মিবর শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ অধিকারী মহাশয় শ্রীল পরমহংস ঠাকুরের আদেশে 'কলিযুগ আসন্ন ও হরিনাম আসন্ন কোথায়?'—এই বিষয়ে ১ ঘণ্টা কাল বক্তৃতা করিলে শ্রীল পরমহংস ঠাকুর হরি-কথা কীর্ত্তন করিলেন। স্থানীয় স্কুলের হেড্ পণ্ডিত শ্রীল পরমহংস ঠাকুরের মুখে শ্রীমদ্ভাগবতের—(৭।১১।৩৫)

"যত্র যত্রমলং শ্লোকঃ পুংসাং বর্ণাভিধানযুক্।
যদ্যন্ত্রাপি ভবেত্ত তত্রেবন নিগদ্যতে॥"

এই শ্লোকের শ্রীধরস্বামিপাদের ব্যাখ্যা ও বাজসনেয় কাত্যায়ন গৃহ্যসূত্রোক্ত সংস্কারযুক্ত দীক্ষাবিধানের কথা ও একায়নগৃহ্যসূত্রোক্ত পরমহংস বৈষ্ণবগণের কথা প্রবণ করিয়া গুণ ও কর্ম্মানুসারে বর্ণবিধানের প্রাচীন প্রণালী ও তদভাবে বর্ত্তমান সমাজের অবনতির কথা স্বীকার করিলেন। পরমহংস ঠাকুরের কথায় বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া পণ্ডিত মহাশয় দণ্ডবৎপ্রণাম করিয়া ঠাকুরের নিকট কৃপা যাচ্ঞা করিলেন।

অষ্টম দিবস।

২৪শে মাঘ শুক্রবার উষাকালে কৃষ্ণনগর খানাকুল হইতে রওনা হইয়া বেলা ১১।০ টার সময় পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত অমিতাহরণ দাসাধিকারী মহাশয়ের গৃহে শ্রীল পরমহংস ঠাকুর ভক্তগণ সহ আসিয়া কীর্ত্তনমহোৎসব মহাসন করিলেন ও অপরাহ্ণে স্থানীয় ব্যক্তিগণের নিকট শ্রীমদ্ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু, শ্রীমদ্ভক্তিবিজয় ধ্রুব ও শ্রীমদ্ভক্তিবিবেকভারতী মহারাজ বক্তৃতা দ্বারা হরিকথা কীর্ত্তন করিলেন।

শ্রীশ্রীগৌরজন্ম উপলক্ষে।

শ্রীমজ্জগন্নাথসুতং বন্দে শ্রীগৌরসুন্দরম্।
শ্রীমদ্বেদব্যসুতং বন্দে শ্রীশ্যামসুন্দরম্॥

শ্রীগৌরসুন্দরবিষয়ঃ করুণাময়স্য।
জয়োৎসবো জয়তি ফাল্গুনপূর্ণিমায়াম্॥
শ্রীশ্যামসুন্দরবিষয়ঃ করুণাময়স্য।
দোলোৎসবো জয়তি ফাল্গুন পূর্ণিমায়াম্॥
ফাল্গুনপূর্ণিমা তিথি সন্ধ্যার সময়।
নবদ্বীপে গৌরচন্দ্র হইল উদয়॥
সে সময় রাহুগ্রস্ত শশীরে দেখিয়া।
গঙ্গাস্নান করে সবে 'শ্রীহরি' বলিয়া॥
ভক্তগণ মহানন্দে চৌদিকে বেড়িয়া।
হরি হরি বলি নাচে আনন্দিত হইয়া॥
কলির জীবের পাপ তাপ নাশিবারে।
গৌরচন্দ্র আবির্ভূত নদিয়া নগরে॥
শুন শুন ভক্তগণ আনন্দ হইয়া।
হরি হরি বল সবে বদন ভরিয়া॥
শ্রীগৌর দাসের দাস এ বৈকুণ্ঠ বলে।
কৃপা করি গৌরচন্দ্র রাখ পদতলে॥
রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্॥
আনন্দ হইয়া শুন শুন ভক্তগণ॥
ফাল্গুন পূর্ণিমা দিন পরম শোভন।
দোলখেলা খেলে রাধামদনমোহন॥
সুরঙ্গমাঝে দোলায় বসিল দুইজন।
চতুষ্পার্শে সেবন করয়ে সখীগণ॥
চন্দন চুয়াতে সবে কাণ্ড ভিজাইয়া।
দুহুঁঅঙ্গে সখীগণ দিতেছে ভরিয়া॥
রাধাঅঙ্গে কৃষ্ণ পুনঃ পুন কাণ্ড দিল।
শ্রীরাধিকা কৃষ্ণঅঙ্গে কাণ্ড বরষিল॥
যুগল সহিত ললিতাদি সখীগণ।
গৌরাঙ্গের খেলা দেখি আনন্দিত মন॥
সুবল বলয়ে সখা জিতিল আমায়।
দেখ ললিতে সখি হারিল তোমায়॥
ললিতা বলয়ে—কৃষ্ণ হারিল হারিল।
মোদের শ্রীরাধা সখী জিতিল জিতিল॥
সে সময় শচিসুত মিলিল আসিয়া।
রাধাকৃষ্ণ-তনু পায় আনন্দ হইয়া॥
বিমানে চড়িয়া যত দেব দেবীগণ।
রাধাকৃষ্ণ লীলা দেখি আনন্দিত মন॥
পুষ্পবৃষ্টি করে সবে গৌরার উপরে।
দুহুঙ্কার গান করে গন্ধর্ব্ব অন্তরে॥
আহা মরি কি আনন্দ হইল বৃন্দাবনে।
রাধাশ্যাম দোল খেলা এ বৈকুণ্ঠ ভবনে॥
শুন শুন সর্ব্বজনে যুগল-মিলন।
যাহার শ্রবণে জীব লভে প্রেমধন॥
মহাভাবস্বরূপা শ্রীরাধাঠাকুরাণী।
সে মহাভাবের ঘন শ্রীগোবিন্দ খনি॥
উভয়ের কান্তি-নীল সুপীত বরণ।
পরিধেয় হয় নীল সুপীত বসন॥
বিভেদের ভয়ে গৌরে গৌরার বরণ।
পরিধান করে নীল সুপীত বসন॥
উভয়ের কর্ণমূলে মকর কুণ্ডল।
তাহে গণ্ডস্থলে শোভার করে ঝলমল॥
গৌরাঙ্গের গলে শোভে মুক্তামালাজাল।
তাতে শোভা করে গৌরার হৃদয় বিশাল॥
উভয়ের শ্রীচরণে সোনার নূপুর।
রুনুঝুনু শব্দ করে অতি সুমধুর॥
কৃষ্ণ কটি দেশে শোভে কিঙ্কিনির সাজ।
চন্দ্রহার শোভা করে কটিতে রাধার॥
শ্রীকৃষ্ণের মুখখানি পরম উজ্জ্বল।
চন্দনের চন্দ্রভালে শোভে সুনির্মল॥
রাধার বদনে শোভা করে পূর্ণ ইন্দু।
তাহে রবি সম হয় সিন্দুরের বিন্দু॥
অভক্তের অগম্য সে স্থান বৃন্দাবন।
তাহে শোভা করে রাধামদনমোহন॥
মধুর শ্রীবৃন্দাবনে যে আনন্দ-সিন্ধু।
ব্রহ্মানন্দ তাঁর আগে নহে একবিন্দু॥
জয় রাধামাধব যুগল কিশোর।
জীবনে মরণে সদা দুই গতি মোর॥
যুগল দাসের দাস এ বৈকুণ্ঠ বলে।
কৃপাকরি রাধাশ্যাম রাখ পদতলে।

কেহ কেহ ভক্তগণ আনেক হইয়া।
হরি হরি বলি সবে নাচেন তথিয়া॥

শ্রীবৈষ্ণবদাস গুপ্ত, দোলা।

নবদ্বীপে পৈশাচিক কাণ্ড

(২৪শে ফাল্গুনের আনন্দবাজার পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত)

সংকীর্ত্তনদলের উপর অত্যাচার

নবদ্বীপ হইতে শ্রীযুত নাগেন্দ্রকুমার ঘোষ লিখিতেছেন :—

"গত ৯ই মার্চ্চ ৮-৩০ টার সময় নবদ্বীপে পোড়ামা-তলায় অতি ভীষণ অত্যন্ত লজ্জাকর ব্যাপার সংঘটিত হইয়া গিয়াছে। আমি নিজে নবদ্বীপবাসী, স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া এই লোমহর্ষণ ঘটনা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া হৃদয়ে দারুণ আঘাত পাইয়া গৃহে ফিরিয়াছি।

শুনিয়াছি, প্রায় ৪০০ বৎসর পূর্ব্বে অবতার শ্রীনিত্যানন্দের ললাটে ভগবান্ নবদ্বীপের কোতোয়াল জগাই ও মাধাই নামক দুই ভ্রাতৃবয় "কলসীর কাণা" নিক্ষেপ করিয়া রক্তপাত করিয়াছিল, আজও সেই লীলার পুনরভিনয় বর্ণন করিলাম। সকাল প্রায় ৮টার সময় শ্রীধাম মায়াপুর হইতে শ্রীনবদ্বীপপরিক্রমাকারী ভক্তবৃন্দ প্রতি বর্ষের ন্যায় এবারও কোলদ্বীপপরিক্রমা করিতে আসিয়াছিলেন। পোড়ামা-তলায় এবারও অন্য বর্ষের ন্যায় তাঁহাদের কীর্ত্তন, গান ও বক্তৃতা হইয়াছিল। তাঁহারা অন্তরীপ চলিয়া আসিতেছিলেন, এমন সময় পশ্চাদ্দিক হইতে কতিপয় ভক্তদ্বেষ প্রণোদিত নবদ্বীপবাসী বহু লোক পশ্চাৎ পশ্চাৎ চীৎকার করিতে করিতে বড় বড় ইষ্টকখণ্ড ও লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিয়া নিরস্ত্রবান ব্যক্তিগণের মস্তকে ও দেহে আঘাত করিতে আরম্ভ করিল। আঘাতে আঘাতে কাহারও মস্তক ফাটিয়া এবং প্রাণের ভয়ে যাত্রিগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া উদ্ধশ্বাসে পলায়ন করিতে লাগিল। পুলিসের সন্ধ্যা বেলাতেও পোড়ামা-তলায় তাঁহাদের কীর্ত্তনগান হইয়াছিল। সঙ্গে সঙ্গের বহু শিক্ষিত ব্যক্তি ও কতকগুলি উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু নিতান্ত ঘৃণা ও লজ্জার কথা এই যে, উক্ত দুষ্কৃতগণ নেহাত গায়ে পড়িয়া, নিরস্ত্র অবস্থায় মহিলাগণের প্রতি ঘৃণা ও গোপন নিক্ষেপ করিতে লাগিল। বহু মিনতি সত্ত্বেও দুষ্কৃতগণ নিবস্ত না হওয়ায় পরিক্রমাকারিগণ স্বীয় মাতৃগণের ইজ্জৎ নষ্টের ভয়ে কীর্ত্তন বন্ধ করিয়া চলিয়া যান। পুলিসের লোক উপস্থিত থাকিয়া দুইদিনের ঘটনাই দেখিয়াছিল, কিন্তু শান্তিরক্ষার পরিবর্ত্তে নীরব থাকিতে দেখিলাম—ইহা কি ওজাদের ভয়ে?

দুষ্কৃতগণের পরিচালকরূপে মহাপ্রভুর বাড়ীর গোস্বামিগণ এবং অন্যান্য কতকগুলি অসৎ প্রকৃতির লোকও ছিল। ইহাদের এই ক্রোধের কারণ—পরিক্রমার উদ্যোগকারিগণ বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে, ঠাকুর মহাশয়ের জন্ম ভেট-প্রথা—ধর্ম্মের নামে ব্যবসায়। আচার্য্যের আসনে বসিয়া ধর্ম্মের নামে ব্যভিচার কখনও চৈতন্যদেবের আচরিত ও প্রচারিত ধর্ম্মের অনুমোদিত নহে। উপস্থিত একটু নিরপেক্ষ স্বভাব ব্যক্তিমাত্রেই তাঁহাদের ঐ কথার যাথার্থ্য উপলব্ধি করিয়া মনে মনে আনন্দিত হইয়াছিলেন; কিন্তু একটু পরেই যে রক্তপাত ঘটিল, তাহা দেখিয়া সকলে শিহরিয়া উঠিলাম। মনে হইল, নবদ্বীপ সহরের এই ব্যভিচার-স্রোত কি আর থামিবে না, আর যে কেহ ইহার প্রতীকার করিতে আসিবে, তাহাদের প্রতি কি অবাধে অত্যাচার চলিবে, সরল, ধর্ম্মভীরু ব্যক্তিগণের আর নবদ্বীপসহরে বাস করা কঠিন হইয়া উঠিল। কিছুদিন পূর্ব্বেও একটী ভদ্র মহিলার প্রতি অত্যাচার হইয়াছিল,—উহা সংবাদপত্রে উল্লিখিত হইয়াছে।

(২৮ শে ফাল্গুন বৃহস্পতিবারের সঞ্জীবনী হইতে উদ্ধৃত)

নবদ্বীপে বৈষ্ণবের উপরে অত্যাচার

বিগত ১৬ই মাঘ তারিখে কলিকাতা ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোডস্থ "শ্রীগৌড়ীয় মঠ" হইতে আচার্য্যপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী

গোস্বামী ঠাকুরের আনুগত্যে মঠের সেবকবৃন্দ বাঙ্গলা, বিহার, উড়িষ্যা, মাদ্রাজ প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানের যাত্রীসহ "শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা"য় বহির্গত হন। তত্তগণ কীর্ত্তন-মুখে চব্বিশপরগণা, মেদিনীপুর, বীরভূম, যশোহর, হুগলী মুর্শিদাবাদ, রাজসাহী, নদীয়া প্রভৃতি জেলার বহুতীর্থে পরিভ্রমণপূর্ব্বক ১৬ই ফাল্গুন হইতে "শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা" আরম্ভ করেন। এই ধামপরিক্রমাতে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে প্রায় আড়াই শত ভক্তসজ্জন ও তিনশত সম্ভ্রান্ত মহিলা যোগদান করেন। অন্তর্দ্বীপ, সীমন্তদ্বীপ, গোদ্রুমদ্বীপ, মধ্যদ্বীপ পরিক্রমা করিয়া যাত্রী-গণ ২৩শে ফাল্গুন বুধবার ৮ই মার্চ্চ পূর্ব্বাহ্নে কোলদ্বীপ বা কুলিয়ায় (বর্ত্তমান সহর নবদ্বীপ) গমন করেন। সমস্বরে বিভিন্নপথে কীর্ত্তনকারিগণ সংকীর্ত্তন করিয়া "ভজনাশ্রমে" বিশ্রামার্থে গমন করেন। সায়াহ্নে পুনরায় শ্রীপুরুষ সমস্ত যাত্রী গৌড়ীয়মঠের সেবকগণের সহিত কীর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে গ্রোড়ানামাতলায় (গোড়ামাতলায়) গমন করেন। সেখানে কিশোরগঞ্জের প্রসিদ্ধ কীর্ত্তন-গায়ক "প্রার্থনা" কীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিলে যাত্রীগণ ভূমিতে উপবেশন করেন। দেখিতে দেখিতে সহরবাসী কতিপয় যুবক, বালক ও প্রৌঢ় আসিয়া জুটিল। ক্রমে তাহারা একস্থানে জনতা করিয়া বিকট চীৎকার, অশ্রাব্য ভাষা উচ্চারণ ও ধূলি নিক্ষেপ করিয়া কীর্ত্তনে বিঘ্ন জন্মাইতে লাগিল. এবং শ্রী যাত্রিগণের উপর ধূলি, গোবর ইত্যাদি প্রচুর পরিমাণ নিক্ষেপ করিয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিবার উদ্যোগ করিল। নবদ্বীপবাসিগণের এই প্রকার আচরণে বিপদের আশঙ্কা করিয়া পরিক্রমা-কারিগণ চলিয়া যাইতে চেষ্টা করেন; কিন্তু তখনও তাহারা আক্রমণ করে। এই ভাবে যাত্রিগণ তাড়াতাড়ি স্থান ত্যাগ করেন।

নিশার অন্ধকারে দুর্ব্বৃত্তগণ যাত্রিগণের বিশেষতঃ নারীগণের প্রতি এই প্রকার অমানুষিক-ব্যবহার করিয়া ক্ষান্ত হইল না। পরদিবস প্রাতঃকালে যখন পরিক্রমা-কারিগণ কীর্ত্তনমুখে গোড়ামাতলা হইয়া অন্তর্দ্বীপ (চম্পক-হট্ট গ্রামে) গমন করিবার উদ্যোগ করেন, তখন পার্শ্ব-স্থিত ছাদ হইতে শিলাবৃষ্টির ন্যায় ইষ্টকবৃষ্টি আরম্ভ হইল এবং শত শত আক্রমণকারী লাঠি হস্তে যাত্রিগণকে আক্রমণ করিল। ফলে বহু যাত্রীর মাথা কাটিয়া ও হস্তপদাদি ভাঙ্গিয়া গেল এবং অনেক পলায়ন করিয়া ও পার্শ্ববর্ত্তী গৃহ বা গলির ভিতর প্রবেশ করিয়া আত্ম-রক্ষা করিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু দুষ্কৃতেরা গৃহে গৃহে যাইয়া তাঁহাদিগকে আক্রমণের চেষ্টা করে।

আমি পথে কোনরূপে আত্মরক্ষা করিয়াছি। অন্ত-রীপ হইয়া যখন মধ্যাহ্নকালে একত্রে অনেকে চাপাহাটিতে "শ্রীগোবর্দ্ধনাবাস-মন্দিরে" মিলিত হইলাম তখন সকল কথা জানিতে পারিলাম। দেখিলাম, কাহারও মাথা কাটিয়াছে কাহারও হাড় কাহারও দাঁত ভাঙ্গিয়াছে। পায়রাডাঙ্গা ষ্টেশনমাষ্টারের পুত্র সংজ্ঞাহীন হইয়া নবদ্বীপে ডাক্তার খানায় আছে ইত্যাদি বহু সংবাদ পাইলাম। যথাকালে এই সকল কথা লিপিবদ্ধ করিব।

আমার এই বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত এই ভীষণ অত্যাচার দর্শন করি নাই। হিংস্র বন্য পশুরাও এতাদৃশ নৃশংস ও বীভৎস আচরণ হইতে পারে কিনা জানি না। নব-দ্বীপের এক সম্প্রদায়ের লোকেরা সাধারণ যাত্রিগণের প্রতি কিরূপ প্রতারণামূলক নিষ্ঠুর আচরণ এবং যাত্রি-গণের প্রতি অমানুষিক অত্যাচার করে তাহা দূর হইতে শুনিয়াছিলাম; কিন্তু উপরোক্ত অত্যাচার কল্পনারও অতীত। আরও পরিতাপের কথা, আক্রমণকারিগণ কীর্ত্তনের খোল ও নিশানাদিও ভাঙ্গিয়াছে। গৌড়ীয় মঠের রক্ষক শ্রীপাদ-কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ মহাশয়কে আক্রমণ করিয়া প্রায় ছয়শত টাকা গায়ের গরম কাপড় ইত্যাদি লইয়া গিয়াছে।

শ্রীসতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
সেবেস্তাদার, ডিষ্ট্রীক্ট জজকোর্ট খুলনা।

[এই পত্রখানি ২রা চৈত্রের বসুমতীতেও প্রকাশিত হইয়াছে দেখা গেল।]

শ্রীধামে নির্য্যাণ।

গত ২৪শে ফাল্গুন, রবিবার দিবস মেদিনীপুর জেলায় ঝাড়গ্রাম ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র সাহাড়ী মহোদয় শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীচৈতন্য মঠে নিত্যলীলায় প্রবেশ করিয়াছেন। তিনি আমাদের একজন আদর্শ গুরুগৌরাঙ্গ সেবক সতীর্থ ভ্রাতা। শুদ্ধ বৈষ্ণব জগতে তাঁহার শ্রীগুরু প্রদত্ত নাম—শ্রীমান ভাগবতজনানন্দ ব্রহ্মচারী।

জন্ম, ঐশ্বর্য্য, শ্রুত ও শ্রী যে চারিটী সত্ত্ব সাধারণ জীবে স্বতন্ত্র থাকিয়া অভ্রান্তিমান প্রবল করিয়া তুলে ও ব্যক্তিজনের প্রতিকূলাচরণ করিয়া থাকে সেই চতুর্বিধ ঐশ্বর্য্য আমাদের শ্রীভাগবতজনানন্দ প্রভুতে পূর্ণমাত্রায় বিরাজিত থাকিলেও তিনি উহাদিগকে শুদ্ধ ভক্তিজনে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তিনি মেদিনীপুরবাসীর নিকট একজন মহাপ্রেমভিক্ষুক বলিয়া পরিচিত ছিলেন। তাঁহার অপ্রকটে শুধু মেদিনীপুর নহে—আজ "রত্নশূন্য হইল মেদিনী।" তিনি একজন আজন্ম ব্রহ্মচারী ও বাল্যকাল হইতে দেহ ও মনের ছিদ্রের জন্য প্রাণপাত করিয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু যখন তিনি কোন নিষ্কিঞ্চন শুদ্ধ গৌরজনের সাক্ষাৎকার পাইলেন এবং তাঁহার কৃপায় জানিতে পারিলেন যে, শুদ্ধভক্তিবর্ত্ম যাজনই দুর্লভমনুষ্য জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সার্থকতা ও শুদ্ধভক্তিবর্ত্ম প্রচারই জীবে দয়ার চরম্ আদর্শ তখন তিনি তাঁহার কায়মনোবাক্য তদীয় শ্রীগুরুদেব শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের পাদপদ্মে সমর্পণ করিলেন। তাঁহার আত্মসমর্পণ সর্ব্বান্তঃকরণে ও নিষ্কপটে গুরুগৌরাঙ্গ-সেবা জীবদুঃখকাতরতা, কৃপাবপি সুনীচতা, সহিষ্ণুতা, শুদ্ধভক্তি প্রচারে উৎসাহ প্রভৃতি অনন্যা সদ্গুণাবলী ভাবী ভাগবত-ধর্ম্মপথের পথিকগণের উজ্জ্বল দ্রুবতারা হইয়া নিত্যকাল বিরাজিত থাকিবেন।

গত ৩০শে ফাল্গুন শনিবার আর একজন শুদ্ধভক্ত ও ব্রহ্মচারী কৃষ্ণনগরে অপ্রকট হইয়াছেন। তাঁহার নাম শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী।

সতীর্থ ভ্রাতার নির্য্যাণে

হায় হায় কোথা গেল ভক্তজনানন্দ
ভাগবত যাঁর প্রভু প্রাণপ্রিয়তম
গুরুগৌরসুখদের অন্তরঙ্গ জন।
একটিবা যবনিকা ক্ষণেকের তরে
প্রতিপদ চাঁদ যেন, স্বীয় ইচ্ছা মতে—
পুনঃ হৈলে অপ্রকট। প্রকটাপ্রকট
লীলা নিত্যকাল তব। স্মরিয়া তোমারে
প্রভু খেদ উঠে মনে, হৃদয় দহিয়া যায়
তোমার বিরহে। আর কিহে হবে
কভু নয়ন গোচর? স্মরিয়া তোমায়
দিব্য সুন্দর মূরতি, অপ্রাকৃত গুণ-
গাঁথোগণ মন সদা হয় উচাটন;
আর কিহে হবে কভু নয়নগোচর?
গঙ্গাসরস্বতী আর যমুনা যেমন
সেইরূপ মিলেছিল তোমার হৃদয়ে
ভক্তি, প্রেম, সদ্গুণাদি; তাই তব নাম
লোকে 'ত্রিপাঠি' আখ্যান। শুদ্ধ গৌরপ্রিয়বাণী
ত্রিমূর্ত্তি হৃদয়ে করে নিত্য অবস্থান।
'ত্রয়ী'নাম সার্থক তোমার! ত্রয়ী অর্থে
বেদ যাহে জানি ভগবান! মূর্ত্তিমান
ত্রয়ী তুমি? কর্ম্ম 'জ্ঞান', ভক্তি,—তিন——
তোমার স্বরূপ প্রকাশিয়া দেখায়েছ
প্রত্যক্ষ, জগতে।
ভক্তিরূপ প্রেমরূপ তোমার স্বরূপ
ত্রিনয়ন ত্রিবরণ জ্যেষ্ঠ সর্ব্বগুণে।
আপন ক্রীড়ায় তুমি মত্ত নিশিদিন
অজ্ঞজন কি বুঝিবে কিবা সেই ক্রীড়া
আভিজাত্যে জগতের ছিলে তুমি শ্রেষ্ঠ
সবাকায়—ধনে, জ্ঞানে, বুদ্ধে, মানে, বিদ্যা
বুদ্ধি জ্ঞানে সীমাধান; সর্ব্ব সুখরাশি
সেবিত' হে তব পদ যুক্তাঞ্জলি হ'য়ে।

বাল্যকাল হৈতে তুমি বলোন্মাদপ্রায়
আকুল অকূল বাহ্য কৃষ্ণের মাঝারে !
অভিনয় করিয়াছ জীবশিক্ষা লাগি'
অসৎ সঙ্গেতে হয় জীবের পতন ;
অনন্তর লভি' কয়ে নরকে গমন।
কৃষ্ণেরে ভুলিয়া জীব ভোক্তা যবে হয়
তৎক্ষণাৎ পাত হয় কৃষ্ণাগত মায়ে
তাহাতে জীবের বদ্ধ নিশ্চিত হইয়া
কর্ম্ম বলি খ্যাত হয় ব্রহ্মাণ্ড মাঝারে
তার অভিনয় তুমি করিয়াছ প্রভু।
নিষ্কাম কর্ম্মেতে জীব লাভ করে জ্ঞান
বুভুক্ষা মুমুক্ষা দুই পিশাচী সমান
করে যাহে নিত্য অবস্থান। কৃষ্ণদাস—
জীব, তার কৃষ্ণপাতে সুখ ; শান্তি কভু
পায় কি সে মায়ার বাসরে ? আরও তুমি
শিখায়েছ অজ্ঞজনগণে—কলেবর
কাল বশে হয় সমাগত তবে তুমি—
মাঝে উঠে বিরহবেদন—"হায় ! কৃষ্ণ
কেন তোমা গেলাম ভুলিয়া, বৃথাকরি
যাও যদেশন নিত্যকাল সেবিব হে
তোমার চরণ"—এই বলি ঘন থাকে
বিষাদ সাগরে। মূর্চ্ছার বশে কোন
কৃষ্ণ প্রিয়জন, কৃষ্ণের বারতা আনি
জানায় তাহারে "তাতে কৃষ্ণ ভজে কয়ে
গুরুর সেবন। মায়াজাল ছুটে পায়
কৃষ্ণের চরণ।" আচরিয়া প্রচারিয়া
শিখায়েছ জগৎ জীবের সুসার্থক
করি' এই বাণী। তোমার তুলনা প্রভু
তুমি সে কেবল।
অন্তর্যামি ! জানাইছ অন্তরের কথা
নিত্যানন্দ অবতীর্ণ ধরার মাঝারে
স্বীয় পারিষদগণ সনে—হরিনাম
করিছে প্রচার। হরিনাম, হরিভক্তি,
হরিপ্রেম বিলাইছে স্বীয় গুণগণ।
কৃষ্ণনাম অমৃতের বুদবুদ একোর ?
পান করি কৃষ্ণরস পর্যাপ্ত ভরিয়া
স্বীয় কাজে সারি গেলে, আসন আঁধারে।
হে বৈকুণ্ঠদূত ! কি বাক্যে বলিয়া আমি
শুনাইয়া গেলে তব প্রিয়জন পাশে
সেই জানে মন কথা তব সেই জন
আত্ত প্রিয়তম ; অন্যে কেহ নাহি জানে
তোমার মরম। হে মহান্ ! মিটে নাই
আশা আপনার সঙ্গে আত্ত বহু দিনে।
দুর্ভাগ্য বিধাতা অতি নিষ্ঠুর হইয়া
ছাড়াইল তব সঙ্গ চিরদিন তরে।
অন্তর পুড়িয়া যায় তোমারে স্মরিয়া
মনে হয় কাঁদি উচ্চৈঃস্বরে, তব নাম
ধরি ; ধ্যান করি তোমার মূরতি, গান
করি তব গুণ গাথা নিশি দিন ধরি।
শান্তি যদি পাই চিতে—বিষণ্ণ পুড়িয়া
যায় অন্তরমাঝারে। হে প্রিয় ! কি বলি
তোমিব মনে নাহি পাই ভাষা এ মম জগতে।

কীর্ত্তন

('দুর্লভ মানব জন্ম লভিয়া সংসারে' সুর)

যে শিখাল গুরুভক্তি মূরতি আনন্দ।
কোথা গেল সেই প্রভু ভক্তজনানন্দ ॥ ১ ॥
গুরুভক্তি প্রচারেতে যাঁহার প্রয়াস।
হেন প্রভু কোথা গেল ভক্তিবিনোদাস ॥ ২ ॥
মনেতে সোয়াস্তি নাই কোথা কারে যাব।
তোমা হেন গুণনিধি কোথা গেলে পাব ॥ ৩ ॥
দুর্ভাগ্য বিধাতা মোর হইয়া নিঠুর।
তোমা হেন প্রিয়জনে রাখিল সুদূর ॥ ৪ ॥
অন্তর পুড়িয়া যায় তোমা' না হেরিয়া।
তোমার বিরহে কেন না মরিয়া ॥ ৫ ॥
তোমার করুণা লাভে আমার প্রয়াস।
নিত্য তব সঙ্গ মাগে দাসেরদাস ॥ ৬ ॥

দণ্ড-মহোৎসব।

যিনি কৃপাবশে গৃহাসক্তকুল হইতে বহীপূর্ব্বক রঘুনাথ দাসকে উদ্ধার করিয়া স্বরূপের নিকট অর্পণ করতঃ তাঁহাকে অনন্যভক্ত করিয়াছিলেন, সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-চরণে আমি প্রণত হই। অদ্য শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুর অত্যুজ্জ্বল আদর্শ চরিত্র বিষয়ে অনাসক্তিও শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গৈকনিষ্ঠতা গৌড়ীয়ের সুধী পাঠক পাঠিকা-গণকে যৎকিঞ্চিৎ উপহার প্রদানোপায় উপস্থিত হইলাম।

পতিত পাবনাবতার শ্রীশ্রীগৌর সুন্দরের অন্তরঙ্গ পার্ষদ ষড় গোস্বামীর অন্যতম শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভু মহা-ঐশ্বর্য্যশালীর পুত্র ছিলেন। তাঁহার পিতৃব্য হিরণ্য দাস ও পিতা গোবর্দ্ধন দাস উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী ছিলেন, তাঁহাদের বার্ষিক আয় ১২ লক্ষ মুদ্রা ছিল। পিতা ও পিতৃব্যের অতি আদরের পুত্র রঘুনাথ, কিন্তু পিতা মাতার দুর্ভাগ্য ক্রমে পুত্রটি তাঁহাদের মনের মত হইল না। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে বালকটির বিষয়ে অনাসক্তিরূপ বাতুলতা দৃষ্ট হইতে লাগিল। শ্রীল রঘুনাথ দাস শ্রীমন্মহা-প্রভুর চরণাশ্রয় করিবার জন্য ব্যস্ত পাইতেছেন। শ্রীমন্মহা-প্রভুর শ্রীবৃন্দাবন যাওয়ার ছলে যে সময়ে শান্তিপুর যান তখন শ্রীল রঘুনাথ দাস নীরব প্রার্থনা শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের চরণে নিবেদন করিলে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর কৃপা পূর্ব্বক তাঁহাকে যুক্ত বৈরাগ্য করিবার উপদেশ দিলেন। হিরণ্য-দাস ও গোবর্দ্ধনদাস সপ্তগ্রাম মুলুকের কর আদায়ের কার্য্য বন্দোবস্ত করিয়া লওয়ায়, তথাকার পূর্ব্ব ভোগ দখলী সত্ত্ব সমস্তই নষ্ট হইল। সে জন্য মুসলমান চৌধুরী মর্ম্মান্তিক ক্রুদ্ধ হইয়া রামকেলীস্থ হইতে হিরণ্যদাসকে ধরিবার জন্য উজীর আনাইল। এই সংবাদ পাইয়া মাত্র হিরণ্যদাস পলায়ন করিলেন কিন্তু দুর্দ্দান্ত ভোগ চৌধুরী হিরণ্যদাসকে না পাইয়া রঘুনাথকে বন্ধন করিয়া প্রতিদিন নানাবিধ ভর্ৎসনা করিতে লাগিল; বহু যাতনা দিয়া বলিলেন,—তোমার পিতা ও জেঠাকে শীঘ্র আন, নতুবা তোমাকে প্রাণে বধ করিব। যবনানুচরগণ কখনও কখনও প্রহার করিতে এরূপ তর্জ্জন গর্জ্জন করে, কিন্তু শ্রীল রঘুনাথ সপ্তগ্রামে সপ্তাধিকুলোদ্ভব ধনীর পুত্র ও পণ্ডিত ছিলেন, এজন্য ভোগ চৌধুরী আর প্রকাশ্যে সাহস পায় না এবং রঘুনাথকে দেখিলেই সমস্ত ক্রোধ নির্ব্বাপিত হইয়া যাওয়ায় প্রহারের ইচ্ছাও আর থাকে না। শ্রীল রঘুনাথ ভোগহস্ত হইতে উদ্ধা-রের উপায় চিন্তা করিয়া সেই চৌধুরীকে বিনয় পূর্ব্বক বলিলেন —আমার পিতা ও পিতৃব্য তোমার ভ্রাতৃতুল্য—ভাই ভাই পরস্পর সদ্ভাবই তোমরা কলহ কর; কখনও কলহ, কখনও প্রীতি—ইহার স্থিরতা নাই; কল্যই তোমাদের তিন ভ্রাতার মিত্রতা ও মিলন হইবে; আমি বালক—পিতা পিতৃ-ব্যের যেমন স্নেহের ভাজন তোমারই তদ্রূপ; আমি তোমারই পাল্য বালক। তুমি সর্ব্বশাস্ত্রাভিজ্ঞ জিন্দাপীর তুল্য মহাত্মা ও পাল্য বালককে পালক হইয়া এত কষ্ট দিতে অন্তরে বেদনা পাও না?" শ্রীল রঘুনাথের এই সদৈন্য যুক্তি-বচন শ্রবণে ভোগহৃদয় আর্দ্র হইয়া গেল,—কান্দিতে কান্দিতে চৌধুরী বলিতেছে—বাছা, আজ হইতে তুমি আমার পুত্র স্থানাধিকার করিলে; অদ্যই তোমার বন্ধন মুক্ত করিয়া দিলাম। তোমার পিতা জেঠার দুই অন্ন; আটলক্ষ টাকা নিজে গ্রহণ করে—আমি অংশীদার আমাকে প্রাপ্য দেয় না। তুমি সত্বরে যাইয়া তোমার পিতা জেঠাকে আনিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করাইয়া যাহাতে ভাল হয় তাহার ব্যবস্থা কর—তোমার প্রতি এ বিষয়ে সমস্ত ভার দিলাম। শ্রীল রঘুনাথের চেষ্টায় ভোগ চৌধুরী সহিত পিতা পিতৃব্যের ঐক্যতা হইল, চৌধুরীও শান্ত হইল। এই সকল করিতে বৎসর গত হইল; দ্বিতীয় বৎসরে তিনি গৃহ হইতে পলাইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীচরণাশ্রয়ে যাইতে সচেষ্ট হইলেন। পিতা পিতৃব্য তাঁহাকে সর্ব্বদা বহু প্রহরী বেষ্টিত রাখিতেছেন; রাত্রিতে একাকী পলাইয়া যাইলে পিতা ধরিয়া আনেন। শ্রীল রঘুনাথের জননী গোবর্দ্ধন দাসকে বলেন—দুর্ভাগ্য বশতঃ পুত্র রঘুনাথ উন্মাদগ্রস্ত হইয়াছে, অতএব উহাকে বাঁধিয়া রাখার ব্যবস্থা করুন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ।

শ্রীচৈতন্য-গৌড়ীয় মঠ হইতে শ্রীভক্তিবিনোদ আসন দাস কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

গৌড়ীয়

শ্রীচৈতন্য-গৌড়ীয় মঠ হইতে শ্রীভক্তিবিনোদ আসন দাস কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

তৃতীয় খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১৮ই চৈত্র শনিবার ১৩৩১, ২৮শে মার্চ্চ ১৯২৫ | ৩১শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ।

বেদান্তবক্তা শ্রীমদ্ভাগবত তাৎপর্য্যে বলেন যাঁহার ভগবানে অহৈতুকী ও অপ্রতিহতা সেবা প্রবৃত্তি আছে তাঁহাতেই সকল সদ্গুণ নিত্যকাল বিরাজমান। নশ্বর ইন্দ্রিয়-তর্পণোন্মত্ত হরিসেবা-বিমুখ জীবে কোন সদ্গুণ থাকিতে পারে না। হরি ব্যতীত অপর বস্তুর উপলব্ধি জীবের সদ্বুদ্ধি ঘুচাইয়া দিয়া ভাগ্যহীন জীবকে ইন্দ্রিয়পরায়ণ করিয়া তুলে।

ভক্ত ও ভগবান্ সকল সদ্গুণের আকর। ভগবান্ ভক্তে কৃপাবিশিষ্ট, ভক্ত ভগবানে সেবাপর। এই নিত্য ধর্ম্মে শৈথিল্য দেখা গেলেই সেখানে ত্রিতাপজনিত ক্লেশ ভগবদ্বিমুখকে নিপীড়িত করে। ভক্ত ও ভগবানে শ্রদ্ধাবিশিষ্ট জনগণ প্রেমধর্ম্মে অবস্থিত। সেখানে ভক্ত ও ভগবানে প্রীতির অভাব সেখানেই কামনাফলে নশ্বর ইন্দ্রিয় ভোগ।

ভক্তগণ মানব জাতির বড়ই লোভনীয় সম্পত্তি। প্রেমিক ভক্তের সৌভাগ্যের সহ আর কাহারও তুলনা হয় না। এজন্য ভক্তের ভগবৎপ্রীতিই সর্ব্বাপেক্ষা সঙ্গত চরম কল্যাণ। চরম কল্যাণের স্বরূপজ্ঞানাভাবেই জীবের ইন্দ্রিয়তর্পণ স্পৃহা। ভগবৎসেবার উদ্দেশে জীবের নিজের ইন্দ্রিয়ের নিত্য পরিচালনার নামই ভক্তি বা হরিসেবা। তাহার বিপরীত ইন্দ্রিয়প্রীতিসাধনের উদ্দেশ্যে বিষয়-ভোগ জীবকে নরক পথে লইয়া গিয়া ক্লেশ দেয়।

সেদিন কুলিয়া নবদ্বীপমণ্ডলে যে শুদ্ধভক্ত তীর্থযাত্রিগণের প্রতি ভীষণ অত্যাচার সংঘটিত হয় তাহার কারণ জানিবার জন্য অনেকের কৌতূহল হইতে পারে। তৎপূর্ব্বে কাহারা আক্রমণ করিল, কাহাদের আক্রমণ করিল এবং তাহাদের আক্রমণের কারণ নির্দ্দেশ ব্যতীত প্রকৃত ঘটনাটী বুঝা যাইবে না। আমরা অনুসন্ধানে যাহা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি তাহা পাঠকবর্গের জন্য সংক্ষেপে জানাইতেছি। প্রেমের অভাব হইতে যে সকল উৎপাত হয় তাহাই সংক্ষেপে

প্রেমের নামে যে উচ্ছৃঙ্খলতা তাহা কলি বা বিবাদ। তদ্দ্বারা কাহারও প্রেমে লাভ ঘটে না।

আক্রান্ত ব্যক্তিগণ প্রেমধর্ম্মের প্রচারক। যাহাতে প্রেমধর্ম্মের স্বরূপ উপলব্ধিক্রমে বিশ্বমধ্যে সংসারক্লিষ্ট জীবগণের প্রকৃত প্রস্তাবে শান্তি লাভ হয় ও জগতে প্রেমধর্ম্ম স্থাপিত হয় তদুদ্দেশে তাঁহারা যে সকল অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন তাহা বিপ্লববাদী সমাজ বিরোধী ব্যক্তিগণের স্বার্থে বাধাজনক বলিয়া আক্রমণকারিগণ বিবেচনা করেন। তজ্জন্য প্রেমবিরোধী ইন্দ্রিয়তর্পণপরায়ণ জনগণ তাঁহাদের নিজ ইন্দ্রিয়তর্পণোদ্দেশে সমাজের নানাপ্রকারে ক্ষতির চেষ্টা করিয়া থাকেন। কুলিয়া নবদ্বীপের আক্রমণকারিগণ বর্ত্তমান প্রেমধর্ম্ম প্রচারে আপনাদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত মনে করিয়াছেন। জগতে শান্তি স্থাপিত হইলে বস্তুতন্ত্রতা-ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা হয় জানিয়া নিজ নিজ স্বার্থরক্ষণ মানসে তাঁহাদের এই অভিযান।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে এতদেশ থাকিতে কুলিয়া নবদ্বীপসহরের কতিপয় চরিসেবা বিরোধী ব্যক্তির প্রেমধর্ম্ম প্রচারে বাধা দিবার কারণ কি? সাধুগণ বলেন প্রেম ও কাম দেখিতে একই রকম হইলেও তাহারা পরস্পর প্রতিযোগি জ্ঞেতাবাপন্ন। ধর্ম্মিজের নিজস্ব বা আত্ম ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত। প্রতিযোগিজের আত্মধর্ম্মের প্রতিযোগী বা অনাত্মধর্ম্ম নামে সংজ্ঞিত। সাধুগণ বলেন প্রেমই জীবের চরম কল্যাণ, প্রতিযোগিগণ বলেন কামকে জীবের নিত্য চরম কল্যাণ বলিয়া প্রতিষ্ঠিত না করায় প্রেমধর্ম্মিগণের অনুদারতা বা সঙ্কীর্ণতা আসিয়াছে। সুতরাং প্রেমবিরোধী কামকে তাঁহারা প্রেমের সহিত অভিন্ন বলিয়া দৃঢ়ভাবে স্থাপন করিবেন। শ্রীগৌরসুন্দর ও তাঁহার নিজ জনগণ সকলেই প্রেম ও কামের সমন্বয় করেন না সুতরাং প্রেম-বিরোধী সম্প্রদায় উদারতার ছলনায় সমন্বয়বাদের আবরণে নশ্বর ইন্দ্রিয়তর্পণকে অধোক্ষজ সেবা বলিয়া চালাইবেন।

জগতে এই প্রেম বিরোধী চেষ্টা সত্য ত্রেতা দ্বাপর ও কলিযুগ চতুষ্টয়ের ইতিহাসে সুদৃঢ়ভাবে অঙ্কিত আছে। এখন কুলিয়া নবদ্বীপসহরে পরিক্রমা উপলক্ষে উভয় পক্ষের লোক সমবেত হওয়ায় জন্যই আক্রমণকারি ও আক্রান্ত ভেদে বিষয়টী ফুটিয়া উঠিয়াছে। আক্রান্তগণ প্রেমের অনুসন্ধিৎসু আক্রমণকারিগণে তাঁহাদের সহিত নিত্যসম প্রেমসূত্রে গ্রথিত না হওয়ার দরুন্ মতভেদ উপস্থিত হইয়াছে। আক্রমণ-কারিগণ বলেন আমরা সত্যের নিকট, সত্য মানব সমাজের নিকট শাস্ত্রীয় বিচার অবলম্বন করিয়া সত্যে উপনীত হইতে পারিব না। আমরা ছল বিচার রচিত হইয়া যে কোন প্রকারে পারি প্রেমধর্ম্ম প্রচারের বাধা দিব, শাস্ত্রের অমর্য্যাদা করিব, কামাদি রিপুগণের আবাহন করিব। কামরাও আমাদের সমশীলব্যক্তিগণের সহায়তা লাভ করিয়া জগতে শান্তি আনয়ন করিতে দিব না।

আক্রমণকারিগণ বলেন আমরা যখন সত্য ন্যায় ও সৌজন্যের সাহায্যে প্রেম প্রচারক প্রতিপক্ষকে সংহার করিতে অসমর্থ তখন আমাদের অসত্য অন্যায় ও অসৌজন্য ব্যতীত আর গত্যন্তর নাই। আমাদের কল্পিপ্রেমাপরোধী কাম সংরক্ষণের আর যখন অন্য উপায় নাই তখন অশান্তির আবাহন ব্যতীত আমরা শাস্ত্রীয় বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইব না। আমরাও তখন হরিকীর্ত্তনকারির বেশে হরিকথা কীর্ত্তন পথের অন্তরায় হইব। আক্রমণকারীগণ বলেন আমাদের একমাত্র স্বার্থ ইন্দ্রিয়তর্পণ আমরা ত্যাগী নহি সুতরাং ধর্ম্মের আবরণে কনককামিনী ও প্রতিষ্ঠাশা সংগ্রহকে ধর্ম্ম বলিতেছিলাম তাহাই যখন প্রেমধর্ম্মের বিরুদ্ধ বলিয়া প্রচারিত হইল তখন আক্রান্তগণকেই আমাদের যে কোন প্রকারে লোকচক্ষে আক্রমণকারি বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে হইবে। কিন্তু আক্রান্তব্যক্তিগণের বিরুদ্ধে বলিবার তো আমাদের কিছুই নাই। সুতরাং কল্পিত দোষারোপ ব্যতীত আমাদের গত্যন্তর নাই! প্রকাশ্যভাবে আমরা নীতিবিরোধি কর্ম্মের আবাহন করিতে পারি না। সেজন্য আক্রান্তব্যক্তিগণের সম্বন্ধে আমরা স্বকপোলকল্পিত

কতকগুলি অসত্য কথা অনভিজ্ঞসমাজে প্রচার করিয়া অশিক্ষিত অনভিজ্ঞ জনসাধারণের সাহায্য গ্রহণ করি।

কুলিয়া নবদ্বীপ সহরে ধর্ম্মের আবরণে জীবিকা নির্ব্বাহের নামে যে কয়েকপ্রকার ব্যবসায় চলিতেছে সেই ব্যবসা ধর্ম্মরাজ্যে কতদূর ন্যায়সঙ্গত তাহার আলোচনা-কারি জানিয়া আক্রান্তব্যক্তিগণকে আক্রমণকারিগণ তাঁহাদেরই সমশ্রেণীস্থ বলিয়া অনভিজ্ঞ জনসাধারণের নিকট সহানুভূতি পাইতে প্রয়াসী। তাঁহাদেরই ন্যায় বিষাদ বিসংবাদ প্রিয় পক্ষবিশেষে পরিণত করিতে সচেষ্ট করিয়া নাম-প্রচারে বিঘ্ন উপস্থাপিত করিয়াছিলেন। জীবিকা নির্ব্বাহের উদ্দেশে শ্রীবিগ্রহের ব্যবসা শাস্ত্রসঙ্গত নহে।* উহা অর্চ্চনীয় শ্রীমূর্ত্তিতে শিলাজ্ঞানে বা অপরাধের অন্তর্গত এই শাস্ত্র বাক্যের প্রচারে বিগ্রহ ব্যবসায়িদের আর্থিক ক্ষতি হইয়াছে। সেই বিগ্রহ দর্শন বাণিজ্যে ধর্ম্ম-জীবনের অন্তরায় এবং ভগবদুদ্দেশে প্রদত্ত অর্থ অন্য-কার্য্যে ব্যয়িত হইলে তাহা ধর্ম্মের সাধন নহে বলায় কুলিয়ার বিপ্রবব্যবসিগণ নিরীহ ভক্তগণের সংহারার্থে ইষ্টক লোষ্ট্রাদি হস্ত হওয়া তাঁহাদের কতদূর ন্যায়সঙ্গত কার্য্য তাহা তাঁহারা অনুত্তেজিত অবস্থায় বিমলে ধ্যান করিবেন।

আক্রমণকারিগণ সেদিন যখন দেখিলেন শুদ্ধভক্ত যাত্রিগণ কেহই তাঁহাদের বাণিজ্যে সহায়তা করিল না তখন তাঁহাদের উপর ইষ্টক যষ্টি নিদারুণরূপ অত্যাচার ব্যতীত আর গত্যন্তর নাই জানিয়া সাধারণ যাত্রিগণের প্রাণে কীর্ত্তনকারিগণের উপর অত্যাচার আরম্ভ করিলেন। স্থানীয় শান্তিরক্ষক পুলিশ কর্ম্মচারী অথবা নবদ্বীপবাসী গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ যদি একটু শান্তিস্থাপনের আবশ্যকতা বুঝাইয়া দিতেন বা দেওয়াইতেন তাহা হইলে বিপ্রবব্যবসি-গণ নিরীহ যাত্রিগণের প্রতি এই প্রকার অসৌজন্য প্রদর্শনের অবকাশ পাইত না—আমাদের সুদৃঢ় বিশ্বাস। আক্রমণকারিগণ পূর্ব্ব হইতে বন্দোবস্ত করিয়া এতগুলি লোষ্ট্র ইষ্টক ও যষ্টি সংগ্রহ করিয়াছিল নয়নারী সাধারণ অশিক্ষিত নিম্নশ্রেণীর অধিবাসীবর্গকে সত্তোষ প্রতিপক্ষে অভিযানের ষড়যন্ত্র করিয়াছিল এবং শুদ্ধভক্তগণের ও যাত্রিগণের প্রতি অযথা দোষারোপ করিয়া বিতৃষ্ণা উৎপন্ন করাইয়াছিলেন একথা সহর নবদ্বীপের সম্ভ্রান্ত অধিবাসি-বর্গ যাহারা বিগ্রহবাণিজ্যে সংশ্লিষ্ট নহেন তাঁহারা বোধ হয় পূর্ব্ব হইতে এ সকল কথা জানিতেন। তাঁহারা তৎকালে ইহার প্রতিকারার্থে অশিক্ষিত ব্যক্তিগণকে নিবৃত্ত করিতে পারিতেন। এখনও তাঁহারা তাহা পারেন। আমরা সহর নবদ্বীপবাসি বিদ্বদ্বর্গ ও ধর্ম্মপ্রাণ সাধুজন জনগণের নিকট জানাইতেছি যে, আক্রমণকারিগণের নৈতিকচরিত্রের উন্নতির জন্য তাঁহারা যেন একটু যত্ন করেন।

কুলিয়া নবদ্বীপসহরের স্বার্থান্ধ মৎসর ব্যক্তিগণের নির্ম্মৎসর ও শুদ্ধ ভাগবতধর্ম্মপ্রচারকগণ ও শ্রীনবদ্বীপ-ধামপরিক্রমাকারী নিরীহ যাত্রিগণের প্রতি অমানুষিক দুর্ব্বহারের কথা লোকমুখে ও সংবাদপত্রাদি দ্বারা প্রচারিত হওয়াতে শ্রীগৌড়ীয় মঠে বিভিন্ন স্থান হইতে প্রত্যহই বহু টেলিগ্রাম, পত্র ও টেলিফোনাদি আসিতেছে।

আসাম গোয়ালপাড়া হইতে গভর্ণমেণ্ট হাইস্কুলের এসিষ্ট্যাণ্ট হেড্‌মাষ্টার লিখিতেছেন।—

বৈকুণ্ঠধামে অসংখ্য ভক্তসমভি পূর্ব্বিকেয়ম্‌—

• • গৌসাই জগদ্গৌর প্রভু আসিয়াছেন। তাঁহাদের মুখে সমস্ত বিবরণ শুনিতে পাইলাম। দুঃখ হইতেছে যে আমি ও তোমাদের মধ্যে একজন হইতে পারিলাম না। শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর ঐশ্বর্য্যের কথা শুনিয়া আনন্দে হৃদয় নাচিয়া উঠিতেছে। পাষণ্ডগণের ব্যবহার তাহাদের দুষ্কৃতির পরিচায়ক নিশ্চয় সন্দেহ নাই। এইরূপ লীলা শ্রীকৃষ্ণ প্রকাশ করিয়াছিলেন যখন তিনি অবতারের তত্ত্ব ব্রহ্মার দ্বারায় বলাইয়া নিয়াছিলেন। ধর্ম্মপ্রচার উদ্দেশে এইরূপ লীলা প্রদর্শিত হইয়া থাকে। পাষণ্ডগণ পরে বুঝিতে পারিয়া যা হউক্‌গে বলিয়া

অনুষ্ঠান করে। কুলীয়াবীপে আগত নাগিল, জানিনা কবে ইহা নিষ্পাদিত হইবে। হায়, বিষয় বিষা গোপী দুর্ভাগ্য! ভোগমুখে সুগম অর্থোপার্জনের পথে বড় বাধা পাইয়াছে বোধ হয়।

শ্রীনিত্যানন্দ।

সেবাড়া

ঝিকরগাছা, ১৭ ৩২৪

পরম পূজনীয়

অসংখ্য দুঃখরাশি পূর্ণিতদেহে, দুরাশা বলতঃ শরীর অসুস্থ বিধায় এবার শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা ও শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মোৎসবে যোগদান করিয়া আপনাদের ন্যায় পরম ভাগবতের পবিত্র সঙ্গ লাভে ও সঙ্গসুখ লাভে বঞ্চিত আছি। কুলিয়া নবদ্বীপের পাষণ্ডদের বিচ্ছেদ যন্ত্রণায় প্রথম কিছো যে কি পর্যন্ত মর্মাহত হইয়াছি এবং হরিভক্তের প্রতি এরূপ প্রকার ব্যবহার কতদূর মর্মস্পর্শি যন্ত্রনাদায়ক তাহা কেবল একমাত্র ভজন অনুকূল ব্যক্তি ব্যতিত আর কে বুঝিবেন জানি না। আবার সেই নবদ্বীপে পাষণ্ড দলন, সেই খোল ডঙ্কা, সেই কলুটীর কীর্ত্তন শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর হুঙ্কারে, সেই হরিদাস ঠাকুর মহাশয়কে হরিনাম গ্রহণের জন্য বাইশ বাজারে প্রহার পুনরায় যুক্তি পণ্ডিত পাষণ্ড নিত্যানন্দ পণ্ডিত মহাশয়ের জন্য অবতীর্ণ হইয়াছেন। ধিক্ ভোগাক্ত জীব, ধিক্ আমাদের জীবন।

সেবক, আপনাদের শ্রীচরণের দাসানুদাস

শ্রীগৌরাঙ্গ দাস অধিকারী

পরম শ্রদ্ধাস্পদ—

শ্রীযুক্ত ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য

শ্রীমৎ সিদ্ধান্ত সরস্বতী মহারাজ

শ্রদ্ধাস্পদেষু,—

শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমার সময় দুর্ঘটনার কথা জানিতে পারিয়া দুঃখিত হইলাম। আপনাদের অপর মঙ্গল সংবাদ জানিতে পারিলে সুখী হইব। শ্রীধাম রামকেলী পরিক্রমার সমসাময়িক প্রবন্ধ যাহা "মালদহসমাচার,, ও "মালদহ হিতৈষীতে" প্রকাশিত হইয়াছে তাহার বিবরণ আপনাদের গোচরার্থ পাঠাইলাম। যাহাতে বিজ্ঞাপন থাকেনা এমন স্থানে প্রকাশ করিবেন।

বিনীত নিবেদক

শ্রীকৃষ্ণদাসী গোস্বামী সম্পাদক

মালদহ হিতৈষী, ৮ই ফাল্গুন ১৩০১ সাল

স্বাগত

স্বাগত গৌড়ীয় বৈষ্ণবমণ্ডলী মালদহ আজ তোমাদিগকে সাদর সম্ভাষণ জ্ঞাপন করত তোমাদের অভ্যর্থনা করিতেছে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবমণ্ডলী আজ গৌড়ে আসিয়াছেন। আপনার জন আপনার কাছেই আসিয়াছেন কিন্তু গৌড়ের আজ সেদিন নাই। কপালদোষে আজ গৌড়ীয় তীর্থরাজ সমূহ হইতে বহু পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছে।

মহাপ্রভুর পাদস্পর্শে পবিত্রীকৃত রামকেলী আজ জঙ্গলাকীর্ণ। উপসাগর আজ কর্দ্দমে পূর্ণ হইয়া কেবলমাত্র সে দিনের স্মৃতি জাগাইয়া রেখে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবমণ্ডলী দেখিবে যাও রামকেলীর দুর্দ্দশা। দেখিয়া যাও মালদহবাসী বহুদিন হইতে অতি সমাদরের সহিত রামকেলী স্মৃতি চিহ্নগুলিকে অঙ্কে ধারণ করিয়া রহিয়াছে। কিন্তু সামর্থ না থাকায় এযাবৎ তাহার কোনই উন্নতি সাধন করিতে পারে নাই।

এক্ষণে মালদহে রামকেলী সংস্কার সমিতি এই তীর্থ সংস্কারের জন্য গৌড়ীয় ভক্তবৃন্দ ও জনগণের নিকট আবেদন জ্ঞাপন করিয়াছে।

ভক্ত ও ভগবানের কৃপা না হইলে তীর্থ সংস্কার হইতে পারে না। সেই জন্য তীর্থসংস্কার কার্য্যে মালদহবাসী আজ গৌড়ীয় ভক্তমণ্ডলীর পরম প্রার্থনা করিতেছে। আশা করা যায় মালদহবাসীর এই আশা ও আকাঙ্খা গৌড়ীয় ভক্তমণ্ডলীর কৃপায় সার্থক হইবে।

সন ১৩৩১ সাল, ২০শে ফাল্গুন, বুধবার তারিখে

মালদহ সমাচার

গৌড় মণ্ডল পরিক্রমা
শ্রীরামকেলী ধাম

গৌড়ীয় মঠের শ্রীযুক্ত পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ প্রায় ৩০০ জন ভক্ত লইয়া গত ৬ই ফাল্গুন বুধবার শ্রীরামকেলী তীর্থ দর্শন করিবার জন্য মালদহে উপস্থিত হইয়াছিলেন। শ্রীরামকেলী সংস্কার সমিতি বিশেষ যত্ন ও পরিশ্রম সহকারে তাঁহাদিগকে মালদহ ষ্টেশনে অভ্যর্থনা করেন এবং তাঁহাদের বাসস্থান ধর্ম্মশালায় নির্দ্দেশ করিয়া দেন। সমিতি উক্ত ভক্তগণের আহারাদির সুবন্দোবস্ত করেন এবং শ্রীরামকেলি যাইবার জন্য ঘোড়গাড়ী, হাতী ও গোগাড়ীর বন্দোবস্ত করিয়া দেন। প্রথম দিন ভক্তগণ প্রসাদ পাইয়া শ্রীহরিনাম সংকীর্ত্তনের এক বিরাট মিছিল বাহির করিয়া সহরটী পরিক্রমা করেন। রাত্র প্রায় ৮টার সময় ভক্তবৃন্দ "শুষ্কতরুচরণয়োস্তব অঙ্কুরণ" গানটী কীর্ত্তন করেন। তৎপরে দুইজন ভক্ত শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন গোস্বামী ও তাঁহাদের উপদেশ সম্বন্ধে অনেক তত্ত্বকথা আলোচনা করেন। তৎপর পরমহংস শ্রীযুক্ত সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন ও শ্রীজীব গোস্বামীর দার্শনিক তত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করেন। তাঁহাদের সম্প্রদায় শ্রীরূপানুগ।—শ্রীমন্ মহাপ্রভুর পবিত্র উদার ধর্ম্মের প্রকৃত ধারা অতি গভীর দার্শনিক তত্ত্বের উপর এই দুই মহাপুরুষ ও তৎপর তাঁহাদের ভ্রাতুষ্পুত্র প্রতিষ্ঠিত করিয়া শুধু বৈষ্ণব জগতে নহে পরন্তু এই বিশ্বের দার্শনিক জগতে অতুল কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মতে শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন গোস্বামীর পদাশ্রয় না করিলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ধর্ম্ম অনুভব করা যায় না এবং মহাপ্রভু শ্রীরাধাকৃষ্ণ যুগলের চরণ পাওয়া যায় না এবং শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন গোস্বামীকে মহাপ্রভুর সহিত অর্থাৎ ভক্ত ভগবানে অভেদ জ্ঞান করিয়া শ্রদ্ধা পূর্ব্বক বৈষ্ণব ধর্ম্ম আচরণ না করিলে প্রকৃত পক্ষে কোন গৌড়ীয় বৈষ্ণবই গৌড়ীয় সম্প্রদায়ভুক্ত বলিয়া অভিমান করিতে পারেন না। শ্রীমন্মহাপ্রভু শক্তি সঞ্চার করিয়া যে দুই বীর সেনানায়ককে ধর্ম্মরাজ্য জয় করিতে পাঠাইয়া ছিলেন সেই দুই বীর শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতনের লীলাভূমি শ্রীরামকেলী কেবল বাঙ্গালার গৌরবের বস্তু নহে—কেবল ভারতের গৌরবের বস্তু নহে—পরন্তু উহা বিশ্বের মহা আদরের বস্তু। মহাত্মা বুদ্ধ যে তত্ত্বের মীমাংসা করিতে পারেন নাই, মহাত্মা শঙ্কর যে তত্ত্বের মীমাংসা করিতে অপারগ হইয়াছিলেন সেই গভীর বৈষ্ণব দর্শনের তত্ত্ব শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভক্তি সঞ্চারে শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন গোস্বামী ও তাঁহাদের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীজীব গোস্বামী জগতে প্রচার করিয়া এক বিরাট ও অতুল কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। ভারত বিখ্যাত "ছয় গোসাঞী যাঁর তিন গোসাঞীর লীলাভূমি এই রামকেলী তীর্থ সকলেরই পরম আদরে, ভক্তির এবং শ্রদ্ধার বস্তু।" শ্রীরামকেলী সংস্কার সমিতি এমন পবিত্র তীর্থস্থান সংস্কারে যে মনোযোগী হইয়াছেন তাহার জন্য তাঁহারা বড়ই আনন্দিত ও কৃতজ্ঞ। যাহাতে এই তীর্থ সংস্কার যথাযথ ভাবে দেহ ও অর্থাদির সাহায্যে সংস্কার করা হয় এবং উক্ত মূল পুরুষদ্বয়ের আচার ও কীর্ত্তি নিজ জীবনে প্রতিফলিত করিয়া প্রকৃত প্রস্তাবে তীর্থ সংস্কার করা হয় সেই জন্য তাঁহারা সকলকে অনুরোধ করেন। শ্রীযুক্ত অনরেন্দ্র কৃষ্ণ ভাদুড়ী উকীল মহাশয় মালদহবাসীর পক্ষ হইতে তাঁহাদের আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করেন। পরদিবস তাঁহারা প্রাতে শ্রীরামকেলী দর্শন করিতে যান। শ্রীরাম কেলীধাম হইতে আসিয়া রাত্রিতে আবার উক্ত সরস্বতী মহাশয় অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত ধর্ম্মালোচনা করেন। তৎপর দিবস কয়েকজন ভক্ত শ্রীরামকেলী সংস্কার সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণপদী গোস্বামী মহাশয়ের সহিত ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট গমন করেন। শ্রীরামকেলী যে বিশ্বের আদরের বস্তু এবং এই তীর্থ সংস্কার হইলে যে বিশ্বের প্রভূত উপকার করা হইবে তাহা বিশেষরূপে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব সাহায্যকে বুঝাইয়া দেন। শ্রীযুক্ত ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব ইঁহাদের সহিত আলাপ করিয়া বেশ আনন্দিত হইয়াছেন।

৮ই ফাল্গুন শুক্রবার সন্ধ্যায় ট্রেণে তাঁহারা বহরমপুর সৈদাবাদ অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। তাঁহাদের আগমনে সহরে বেশ একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল।

আশা করা যায় তাঁহারাও শ্রীধামকেলী সংস্কার বিষয়ে তাঁহাদের সাপ্তাহিক পত্র "গৌড়ীয়" পত্রে এবং স্বয়ং বিভিন্ন স্থানে গমন কালে এই ধামকেলী সংস্কার সমিতির বিষয় প্রচার করিবেন।

শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরাঙ্গ।

(ফাল্গুন ১৩৩১ সালের)

আমরা দেখিয়া পরম সুখী হইলাম এ বৎসর ১৬ই মাঘ কলিকাতা উল্টাডিঙ্গি গৌড়ীয় মঠাধিকারী বৈষ্ণব সাধুপ্রবর শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর শুভ প্রকট অন্তর্ধানের "শ্রীশ্রীপঞ্চমী তিথি" সমগ্র গৌড়মণ্ডল পরিক্রমায় শুভদিন স্থির করিয়াছেন। গৌড়ীয় মঠ হইতে শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-প্রকটবাদরে কীর্ত্তনমুখে গৌরভক্তগণ সমগ্র শ্রীশ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা এবং প্রাচীন শ্রীপাট দর্শনে বহির্গত হইবেন। এমন শুভ সংযোগে এবং শুভদিনে এরূপ বিস্তৃতভাবে এরূপ ধর্ম্মানুষ্ঠানের শুভ সুযোগ ইতঃ পূর্ব্বে প্রদত্ত হয় নাই। গৌড়ীয় মঠাধিকারী গৌরপ্রেমপ্রাণ বৈষ্ণব সাধুবৃন্দের উদ্যোগে এই মহৎকার্য্য সংসাধিত হইতেছে। এই শুভ সুযোগ যাঁহারা দিতেছেন, তাঁহাদের নিকট গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজেই চিরদিন চিরঋণী থাকিবেন। বৈষ্ণব-জননী শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর শুভ প্রকট অন্তর্ধানের প্রকৃত স্মৃতিচিহ্ন ইঁহারাই রাখিলেন।

অভিনন্দন

'গৌড়মণ্ডল-পরিক্রমা' হইতে প্রত্যাবৃত্ত ভক্তগণের প্রতি

ধন্য শিরে পদ!

ওগো, তোমরা এলে কি ফিরে?
কেন চলিছ ধীরে?
বুঝি, মরুতারে আছে তারভূত!
হাঁ গো, বিলাইলে কত শুনি,
মুক্তা, মাণিক, চুনী;
পে'লে কি রতন মণি লক্ষাধুত?
আছি, কাঙাল আমি যে বড়,
পথে পড়িয়া গড়,
গে'ছে ব'য়ে মহা ঝড় মোর শিরে।
আমি, দেখানে তাকিয়া বঁধু
গৌর-চরণ-বিধু,
বেঁচে আছি শুধু তাসি আঁখিনীরে।
আমার, বাসনা ছিল যে মনে
ভক্ত-চরণ-ধনে
সেবিব, সমনে হ'বে ক্লান্ত যবে।
আর, বহিব মাথায় তুলি
চিকা তাজন গুলি,
পা'ব পদধূলি, চলি যা'বে সবে।
কিন্তু, কপালে আমার ছাই,
বাঞ্ছা পুরিল নাই;
আছি প'ড়ে এক ঠাঁই উর্দ্ধমুখে।
আহা, তোমরা গো ভাগ্যবান্,
'গৌড়-মণ্ডল' নাম
স্মরি' চিন্তামণিধাম এলে সুখে।
দেখি, আনিলে যে রত্নভার,
সিন্ধু মথিয়া সার,
যোগ্য আমি নহি তা'র—দুরাসদ!
আমি, যুড়িয়া সুফল কর
ভূমে করিয়া গড়,
যাচি জনে জনে ধর শিরে পদ!!

কবি কৃষ্ণামৃত
শ্রীচণ্ডীচরণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীরূপপুর।

উত্তর প্রার্থীর পত্র

ওঁ সুপ্রীত সহচরি প্রবিশাখানন্দস্য নিবেদনমিদং

আপনাদের শ্রীগুরুপাদপদ্ম ধর্ম্মপ্রচারের মহতী চেষ্টা দেখিয়া তৎপ্রতি আমার চিত্ত আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। আমাকে শ্রীগুরুপাদপদ্ম ভজনের ছাত্রের কুকুর বলিয়া একটু কৃপা আশীর্ব্বাদ করিবেন যেন শ্রীগুরু পাদপদ্মে দৃঢ় মতি হয়।

"শ্রীগুরুর অনুসার করে যেই জনে।
কোটী দণ্ডবৎ হই তাঁহার চরণে।"
"নির্দ্দীত সাধ্যঃ কৃষ্ণস্তি বিজ্ঞঃ পরমাদরেণ
শ্রীগুরুঃ পাদাশ্রয়োভিষেকঃ ব্রতঞ্চ তন্মন সাধনানি।"

শ্রীহট্টদেশ শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর পিতৃভূমি সুতরাং অতি পবিত্র স্থান। শ্রীশ্রীনন্দরাজের আবাসভূমি নন্দগ্রাম যেমন শ্রীকৃষ্ণ প্রিয়স্থান; মিশ্র পুরন্দরের আবাস ঢাকা দক্ষিণ গ্রামও শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর তেমনি প্রিয়স্থান। নন্দব্রজে পুণ্যাল কুকুর তীর্য্যাদি যোনি গ্রহণ যেমন পরম ভাগ্যের পরিচায়ক; শ্রীহট্টে প্রভুর পিতৃভূমির সন্নিকটে, বিশেষতঃ বহুব্যকুলে, জন্মগ্রহণ করা যে কতই সৌভাগ্যের বিষয় তাহা বলা যায় না; কিন্তু এমন সৌভাগ্য লাভ করিয়া যাহার শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের নির্ম্মল প্রেমে চিত্ত অভিষিক্ত হয় না তাহার মত দুর্ভাগ্য জগতে আর কে আছে! বিদ্যা বুদ্ধি ও সাধন ভজনহীন বামন পণ্ডুর গিরি লঙ্ঘনবৎ হৃদয়ের প্রবল উচ্ছ্বাস যে যদি শ্রীগুরুর বিশুদ্ধ ধর্ম্ম জগতে বহুল প্রচার হয় তাহা হইলে যেন রক্তসদৃশপ্রাণে অমৃত বর্ষণে শীতলতা লাভ হয়; কিন্তু নিজের সর্ব্বপ্রকার অসামর্থতা হেতু আশালতা হৃদয়ে রাখিয়া জীবনের শেষ দিবসের প্রতীক্ষা করিতেছিলাম, ইতোমধ্যে আপনাদের প্রচারিত "ব্রাহ্মণ কে" নামক গ্রন্থখানি বুঝি অগতির গতি ভগবানের কৃপায় হঠাৎ অযাচিতভাবে অনেক বন্ধুদ্বারা আমার হাতে পৌঁছাইয়া দেন, আমিও উহা অতি আগ্রহের সহিত পাঠ করিয়া চাতকের বারিলাভের মত আনন্দলাভ করতঃ নিজে দুই একজন বন্ধুকে প্রচার উদ্দেশ্যে পড়িতে দেই, তাঁহারাও ইহাতে পরম প্রীতিলাভ পূর্ব্বক "আচার ও আচার্য্য" প্রভৃতি নামক গ্রন্থাদি আনয়নের অনুরোধ ও সাহায্য করায় তাহা আনয়নক্রমে বন্ধুবর্গের মধ্যে প্রচারার্থ প্রদান করি, আশাতঃ আপনাদের গৌড়ীয় পত্রের গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইয়া নিজকে পরম সৌভাগ্যবান মনে করিতেছি যেন তেন প্রকারেন বৈষ্ণব চূড়ামণিদের কিঞ্চিৎ কৃপা সম্পর্কে থাকাও মঙ্গল।

প্রার্থনা উচ্ছ্বাস নিয়া আপনাদের প্রকাশিত গ্রন্থের দ্বারা বিশুদ্ধ শ্রীগুরুর ধর্ম্মের মর্ম্ম প্রচার করিতে গিয়া একটী ভীষণ সমালোচনারূপ তূণাবর্ত্তের হাতে পড়িয়া গিয়াছি; এখন আপনাদের সুসিদ্ধান্তরূপ অস্ত্রের সাহায্য ব্যতিরেকে অন্য উপায় নাই। যেমন কৃষ্ণ কলঙ্কিনী রাধিকার কলঙ্ক কৃষ্ণের দ্বারাই এবং কৃষ্ণের ও মোহ রাধিকার অনীত বারি দ্বারা দূর হইয়াছিল অন্যের দ্বারা হয় নাই।

সমালোচনার বিষয়টী আমার নিজ হৃদয়ে ও উদয় হইয়াছিল কিন্তু বর্ত্তমানে অন্যান্য সকলের সমালোচনান্তে আপনাদিগকে জিজ্ঞাসার বিষয় হইয়া পড়িয়াছে কেন না বিশিষ্ট কোন উত্তর দিয়া উঠিতে পারি না। কথাটী এই—

"আপনি আচরি ধর্ম্ম জীবেরে শিখায়
আপনি না কৈলে ধর্ম্ম শিখান না যায়।
এইত সিদ্ধান্ত গীতা ভাগবতে গায়।"

গীতা ও ভাগবতের মর্য্যাদা রক্ষার্থে স্বয়ং ভগবান ও তদনুগত অন্তরঙ্গ ভক্তগণ ও তদ্বৎ মর্য্যাদা রক্ষা করতঃ বিশুদ্ধ প্রেমধর্ম্মপ্রবর্ত্তন ও আস্বাদন করিয়া গিয়াছেন এবং আপনারাও স্থানে স্থানে উল্লেখ করিয়াছেন "গোরার আচার গোরার প্রচার" ইত্যাদি; সুতরাং শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু বা তদ্ভক্ত চূড়ামণি শ্রীরূপ সনাতন প্রভুপাদগণও গৈরিক পরিধান করেন নাই বরং পাণ্ডত জগদানন্দ এবং সনাতন প্রভুরও স্বয়ং মহাপ্রভু এবং ব্রহ্মানন্দ ভারতীর চর্ম্মাম্বর ঘুচাইয়া কৌপীন বহির্ব্বাস প্রদান ইত্যাদি দৃষ্টান্তগুলি গৈরিক ধারণের প্রতিকূলেই দেখা যাইতেছে। আপনাদের পূর্ব্বোক্ত "ব্রাহ্মণ কে" গ্রন্থের দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় সত্তর পংক্তি "শ্রীমন্মহাপ্রভু" এরূপ আচরণহীন হইতে তৃতীয় পৃষ্ঠায়

ছয় পুস্তিকা অন্তর্ভুক্ত করে তাহাদের মধ্যে প্রবেশ করে পরাস্ত করা ও প্রতি আশ্রমের দুষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। অতঃপর পুরুক আশ্রমের গৌরিক ধারণের তাৎপর্যটা কি তাহার প্রকৃত ইঙ্গিত উপদেশরূপ উত্তর দিয়া আমার সংশয়টী ছেদন করিয়া দিবেন।

শ্রীপাদ ভক্তিপ্রবীণ তীর্থ সন্ন্যাসী ও কবিরত্ন ভট্ট কেশিক প্রভৃতি মহোদয়গণ যখন কিশোরগঞ্জে ধর্মপ্রচার করিতেছিলেন সৌভাগ্যবশতঃ শ্রীগুরুদেবের কৃপায় তখন আমি তথায় উপস্থিত থাকার সুবিধা ঘটিয়াছিল। কোন বিশিষ্ট বৈষ্ণবাচার্য অধিকারী পাদকে লক্ষ্য করিয়া শ্রীপাদ কবিরত্ন ভট্ট কেশিক মহাশয় বলিয়াছিলেন যে "আমরা বর্ণাশ্রমী, সন্ন্যাস আশ্রমযুক্ত এখন ও পরমহংস বৈষ্ণব হইতে যোগ্য হই নাই বলিয়া শ্রীগুরুদেব আমাদিগকে পরমহংস সেবিত বেশ না দিয়া এই আশ্রমীর গৈরিকবেশ দিয়াছেন সেখানে থাকিয়া স্বকর্ণে যাহা শুনিয়াছি তাহার উল্লেখ করিলাম, ইহা তাঁহার বৈষ্ণবানোচিত দৈন্যোক্তি কি গৌরিক ধারণের ইহাই প্রকৃত সিদ্ধান্ত তাহা তখন আমি জিজ্ঞাসা করি নাই, বা করিবার আবশ্যকতা তেমনভাবে মনে জাগে নাই। ঐ উক্তি যদি প্রকৃতই সিদ্ধান্ত মূলক হয় তবে তৎসঙ্গে নিম্নোক্ত নিবেদনটীর ও যথাযথ সুমীমাংসা করিয়া দিবেন। সন্ন্যাস আশ্রম কি গৃহস্থাশ্রম কোন আশ্রমেই ত শ্রীমন্মহাপ্রভু বিশুদ্ধ প্রেমের ভজন প্রচার নিজেও করেন নাই বা শ্রীপাদ দ্বারা করান নাই অর্থাৎ দুঃখস্বাদি প্রবর্তন করিয়াছেন; শেষ সন্ন্যাস অবলম্বন ও তৃতীয় দিবসে তাহা ত্যাগ করত নীলাচলে গিয়া ইষ্টত উজ্জ্বল রসের আস্বাদন ও জীবে অর্পণ করিবার ব্যবস্থা শ্রীরূপানুগে প্রবর্তন করিয়াছিলেন। মোটত দেখা যায় এই প্রেম কোন আশ্রমের সাহায্যই যুক্ত হইতে পারে না সর্বতোভাবে স্বতন্ত্র। স্বয়ং সন্ন্যাস গ্রহণের ৩।৪ দিন পরেই শ্রীমন্মহাপ্রভু যাঁহে তৎপরত্ব কৌপীন বহির্বাস পরিধান করতঃ সন্ন্যাস কালীন গৃহীতবাস পরিত্যাগ করেন এবং "কি কাজ সন্ন্যাসে মোর প্রেম প্রয়োজন যেমনে সন্ন্যাস হৈল হয় হইল মন" ইত্যাদি বাক্য নিজ শ্রীমুখে বলিয়াছেন। "বৈরাগ্য-বিদ্যা-নিজভক্তি-যোগ-শিক্ষার্থমেকঃ" ইত্যাদি শ্লোকে মহাপ্রভুর প্রচারিত নিজ ভক্তি যোগ বৈরাগ্য সন্ন্যাস আশ্রমাদির সঙ্গে সম্পর্ক স্বভক্তির অযোগ বলিয়াই যেন বুঝা যায়। শ্রীরূপ-সনাতনকেও গৃহত্যাগের পর প্রভু যখন কৃপাশক্তি সঞ্চার পূর্বক আচার প্রচারে ব্রতী করেন তখন বৈধিকাদি কোনও বেশ দেওয়া হয় না বরং শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে

প্রভু কহে কৌপীন বহির্বাস সনাতন॥
চন্দ্রশেখরের প্রভু করে বোলাইয়া।
এই বেশ তুমি কর যাহ ইহা লইয়া॥
তপ্ত করাইয়া তারে গঙ্গা স্নান করাইল।
শেখর আনিয়া তারে নূতন বস্ত্র দিল॥
সেই বস্ত্র সনাতন না কৈল অঙ্গীকার।
শুনিয়া প্রভুর মনে আনন্দ অপার॥
• • • •
মোরে বস্ত্র দিতে যদি হয় তোমার মন।
নিজ পরিধান এক দেহ পুরাতন॥
তবে মিষ্ট পুরাতন একখণ্ড দিল।
তিহো দুই বহির্বাস কৌপীন করিল॥

আবার হরিদাস ঠাকুর সনাতন প্রভুকে বলিতেছেন যথা—

"যে করাতে চাহেন ঈশ্বর সেই সিদ্ধ হয়।
তোমার সৌভাগ্য এই কহিল নিশ্চয়॥
ভক্তি সিদ্ধান্ত শাস্ত্র আচার নির্ণয়।
তোমা দ্বারা করাইবেন বুঝিল আশয়॥"

সুতরাং ভক্তিসিদ্ধান্তশাস্ত্র আচার ও প্রচার নির্ণয় শ্রীমন্মহাপ্রভুর আজ্ঞা ও শক্তিতে প্রভুপাদ সনাতন গোস্বামী দ্বারা যেরূপ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন তাহা অবশ্যই অনুসৃত জনের পালনীয়। এবং তদবধি গৌড়ীয় সম্প্রদায়ে সাদা কৌপীন বহির্বাস ধারণ করার পদ্ধতি অদ্যাবধি চলিয়া আসিতেছে। মহাজনপথের অনুসরণ যদি পন্থা তবে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ বহু মন্যান্য বিশেষতঃ রূপানুগত ভক্তমূহের প্রাণেরই ধন এবং সর্বতোভাবে সংরক্ষণীয়; প্রচারকার্যে কোনও অঙ্গের অভাব দৃষ্ট হইলে সর্বসাধারণের দৃষ্টি অবশ্যই আকর্ষণ করে "সন্ন্যাসীর

অন্য ছিদ্র সর্ব্বলোকে গায়" এবং নামরূপের বৈষ্ণব-নিন্দার পথটী পরিষ্কার করিয়া দেয়। অতএব নিবেদি এসমস্ত বিষয়ের যথাযথ সিদ্ধান্ত প্রচারদ্বারে দিয়া বৈষ্ণব-নিন্দা অপরাধ হইতে আমাকে ও তৎসম্পর্কে অন্যান্য ভক্তবৃন্দকে রক্ষা করিতে কৃপান্বিত হইবেন।

শ্রীশ্রীবৈষ্ণবচরণরেণু আকাঙ্ক্ষিত দাসানুদাস দাস
ধর্ম্মহারী দাস। শ্রীহট্ট ধর্ম্মসুহৃৎ
বিদ্যারাজার ৩৭৷ চৈত্র ৩১ গাং
(উত্তর ক্রমশঃ প্রকাশ্য গৌঃ সঃ)

(প্রেরিত পত্র)

শ্রীনামকীর্ত্তন

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনিত্যানন্দৌ সহোদিতৌ।
গৌড়োদয়ে পুষ্পবন্তৌ চিত্রৌ শন্দৌ তমোনুদৌ॥

একদিন আমার সহিত কোনও অপরিচিত ভদ্র লোকের বৈষ্ণবতা সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা হওয়ায় তিনি আমাকে উত্তর দেন "I can tally with you in every respect but one—namely the outburst of your feeling in "Sankirtan" in accompaniment with high sounding music That's rather against religion. Because it is an object of calm and serene inward enjoyment" এ কথার উত্তর দিবার সময় সেদিন আমার হয় নাই। যদি তিনি দয়া করিয়া এইটী পাঠ করেন এই আশায় এই প্রবন্ধটী মুদ্রিত করিতেছি। শ্রীনামের দোষ শ্রবণে প্রতীকার ক্ষমতায় না করিলে প্রত্যবায় হয় তাই কিছু বলিতেছি—

প্রথমতঃ কৃষ্ণদাস বৈষ্ণবের নিজের enjoyment (সম্ভোগ) বলিয়া কোনও কিছু নাই। তাঁহার যা কিছু কার্য্য সমস্তই কৃষ্ণপ্রীতি বা হরিতোষণের নিমিত্ত। তিনি যাহা কিছু করেন তাহাই নবধিধ ভক্তাঙ্গের কোন না কোন একটী সাধন। তাঁহার আহার নিজের ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তি নহে—মহাপ্রসাদ সম্মান, তাঁহার ভিক্ষা উপার্জ্জন নহে—দ্বারে দ্বারে অযাচিত ভাবে শ্রীনাম বিতরণ, তাঁহার কীর্ত্তন প্রতিষ্ঠালাভ নহে—শ্রীহরিকীর্ত্তন। ইহাতে সম্ভোগ বলিয়া কিছু নাই।

দ্বিতীয়তঃ—মনে মনে শ্রীনাম জপ করিলে শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত—

শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্॥

এই নবধিধ ভক্তাঙ্গের তৃতীয় অঙ্গ 'স্মরণ' সাধন হয়। আর অনুচ্চস্বরে নামগ্রহণ করিলে স্মরণ ও কীর্ত্তন বিবিধ অঙ্গের সাধন হয়। কিন্তু উচ্চৈঃস্বরে শ্রীনামকীর্ত্তন করিলে এক কালে স্মরণ, কীর্ত্তন ও শ্রবণ এই ত্রিবিধ কার্য্যই হইয়া থাকে। এই জন্যই কলিপাবন হরিদাস ঠাকুর তিন লক্ষ হরিনামের এক লক্ষ উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করিতেন।

তৃতীয়তঃ—'তোমার তুমিতে আসি হয় হইল যার।
জন্মসার্থক করি কর পাদ উপকার॥"

উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন দ্বারা এই আদেশও পালন করা হইয়া থাকে; কারণ জীবের দুষ্কৃতি অর্জ্জনের পথে সাহায্য করার ন্যায় আর শ্রেষ্ঠ সংযোগকার কি হইতে পারে। নিজে উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করিলে অপরকে শ্রবণ করান হয় ও তজ্জনিত শ্রোতার সুকৃতি অর্জ্জনের পথে সুবিধা হয়। এবং এই শ্রীনামের এমনি মোহন আকর্ষণ আছে যে, একবার ইহা শ্রুতিপথগত হইলে শ্রোতার মন সহজে ফিরাইতে সমর্থ হন। ইহার প্রমাণ শ্রীহরিদাস ঠাকুরের নাম শ্রবণে যবনচক্র যবন-শ্রেণির বেক্তার অবস্থান্তর।

——— হইল পরম মহান্তী।
যত বড় বৈষ্ণব তাঁরে দেখিবারে যান্তী॥

চতুর্থতঃ—মনুষ্যাদির কথা দূরে থাকুক্ ইতর জীব ও বৃক্ষলতাদিরও উচ্চৈঃস্বরে শ্রীনামকীর্ত্তনে উপকার হইয়া থাকে একথা শ্রীমদ্ভাগবত ভক্তবাক্য দ্বারা প্রকাশ করাইয়াছেন। বৃক্ষলতাদিরও চেতনাশক্তি আছে। মনুসংহিতা ইহার অনেক প্রমাণ দিয়েছেন—

তুমসা বহুকলে বেষ্টিতাঃ কর্ম্মহেতুনা।
অন্তঃসংজ্ঞা ভবান্তাতে সুখদুঃখসমন্বিতাঃ॥"

নানা কাণ্ডাদিতে ইহারা বৃক্ষদেহে প্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু ইহাদের মধ্যে চেতনাশক্তি বর্ত্তমান আছে। শাস্ত্রোক্ত যমলার্জ্জুন উদ্ধার প্রভৃতি হইতেও ইহা পরিস্ফুট। আমার বিজ্ঞানাচার্য্য জগদীশ বসুও এই বাক্য সমর্থন করিয়াছেন। এই শ্রীনাম শ্রবণে বৃক্ষাদির সুকৃতি অর্জ্জন হইয়া থাকে। কারণ এমন কি, পাষাণ প্রভৃতিরও প্রাণ আছে। ইহার সম্প্রতি দৃষ্টান্ত 'পাষাণ উদ্ধার'। শ্রীরামচন্দ্রের পাদস্পর্শে পাষাণরূপিণী অহল্যার উদ্ধার সাধন ঘটিয়াছিল। অতএব এই উচ্চকীর্ত্তনে জীবজন্তুপশুপক্ষিবৃক্ষলতা পাষাণাদি সকলেরই উপকার হইয়া থাকে।

পঞ্চমতঃ—কলিকালে কোন যজ্ঞাদির ব্যবস্থা নাই। কেবল মাত্র এক প্রকার যজ্ঞ আছে তাহার নাম 'নামযজ্ঞ'। সেই জন্যই 'সঙ্কীর্ত্তন যজ্ঞে তারে সেই ভাবে ধন্য।'

সত্যাদি যুগত্রয়ে যজ্ঞব্রতাদিতে যে ফল লাভ করা যায় এই কলিকালে একমাত্র সঙ্কীর্ত্তন দ্বারা তাহা লাভ করা যাইতে পারে। 'কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ।' এবং সঙ্কীর্ত্তনে আমাদের প্রাণের প্রাণ, জীবনে মরণে গতি, একমাত্র আশ্রয় নিত্যানন্দপ্রভু বিহার করেন। যদি তাঁহার কৃপাকণা লাভ করা কাহারও ঈপ্সিত হয় তাহা হইলে উচ্চৈঃস্বরে নামকীর্ত্তন করা একান্ত কর্ত্তব্য।

অতএব এস ভাই সব! এই কলিযুগের সার ধর্ম্ম যে 'শ্রীনামকীর্ত্তন' আজ সকলে একত্র আমরা এই নাম যজ্ঞে' যোগদান করি। নিত্যানন্দের শ্রীচরণকৃপায় আমাদের সকলেরই মনে নিমল নিত্যানন্দের উদয় হইবে, জগতের কুটীনাটী নিঃশেষ শ্রবণে গজরাজের পলায়নের ন্যায় দূরে পলায়ন করিবে ও অবশেষে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপা লাভ করিয়া কত ভাগ্যফলে প্রাপ্ত এই মানবজন্ম সার্থক করিতে সক্ষম হইব।

বৈষ্ণবদাসানুদাস
শ্রীরাধামনোহর দাস।
হেডমাষ্টার কাটোয়া হাইস্কুল

শ্রীনামকীর্ত্তনই কলিজীবের একমাত্র সাধ্য ও সাধন—ইহাই সর্ব্বশাস্ত্রসিদ্ধান্ত শ্রীমদ্ভাগবত ও কলিযুগপাবনাবতার শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা। অন্যান্য যাবতীয় ভক্তাঙ্গ কীর্ত্তনেরই অধীন। নববিধ ভক্তির মধ্যে নামসংকীর্ত্তনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তবে শাস্ত্রকারগণ 'নাম', নামাপরাধ ও নামাভাসের বিচার করিয়াছেন। শব্দমুখাদ দশবিধ নামাপরাধের বিচার দেখাইয়াছেন। জ্ঞানাঘাতে বাহ্যবৃক্ষ ছেদ করিবার ন্যায় নামাপরাধকে আমরা অনেক সময় 'নাম' গণিয়া ভ্রম করি। শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত গোস্বামী বলিয়াছেন—

অসাধু সঙ্গে তাই কৃষ্ণ নাম নাহি হয়।
'নামাক্ষর' বাহিরয় বটে 'নাম' তবু নয়॥
কভু নামাভাস হয় সদা "নামাপরাধ"।
এ সব জানিহ ভাই "কৃষ্ণভক্তির বাধ"॥

সেবোন্মুখ জিহ্বাতেই শ্রীনাম উদিত হন। প্রাগুক্তদের নামকীর্ত্তন 'নাম' নহে—ব্যবসায়ী দলের নামকীর্ত্তন (?) 'নাম' নহে—নামাপরাধ মাত্র।

কিন্তু মায়াবাদিগণ যে প্রকারে নামকে অনিত্য মনে করিয়া অপরকে নামগ্রহণ হইতে বিরত করিয়া থাকে সাধুগণ তদ্রূপ নামকে অনিত্য বলেন না। শ্রীল রূপপাদ বলেন—

অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ॥

শ্রীকৃষ্ণের নামরূপাদি প্রাকৃত ইন্দ্রিয় দ্বারা গ্রহণ করা যায় না। একমাত্র যাহার চিত্ত শ্রীহরিতে শরণাগত হইয়াছে, সেই প্রকার হরিসেবোন্মুখ ব্যক্তির জিহ্বাদিতেই শ্রীনাম-স্বরূপাদি স্বয়ংই স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হন।

সুতরাং মুক্তকুলের উপাস্য বস্তু শ্রীনাম সদ্গুরু চরণাশ্রয়ে হরিগুরুবৈষ্ণবসেবোন্মুখ হইয়া সাধুসঙ্গে গ্রহণ করিলেই জীবের শুভোদয় হইবে নতুবা চৈঃ চঃ—

"কোটি জন্ম করে যদি নামসংকীর্ত্তন।
তথাপি না পায় কৃষ্ণপদে প্রেমধন॥"

সাধুসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ নামই কলিজীবের একমাত্র সাধ্য ও সাধন।

(গৌঃ সঃ)

মহাশয়,

গত কল্য আমাদের একটী সভার অধিবেশন, সেই অধিবেশনসময়ে একখণ্ড বস্ত্রোপরি শ্রীশ্রীগৌরনিতাই এর প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত ছিল এবং উহাতে এই সমস্ত কথা লিখা ছিল—"ভাগবতধর্ম্ম-প্রচারিণী সভা ও হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে—এই অষ্টাদশাক্ষর মহামন্ত্র লিখিত হয়। ঐ প্রতিমূর্ত্তিসহ লিখিত। দর্শনে কোন ব্যক্তি বলিলেন, "সাইন বোর্ড" সরাইয়া দেও। এখানকার কার্য্য শেষ হইলে আবার এখানে আনা হইবে। ঐ মহামূল্য জিনিষের ঐ সাইনবোর্ড নাম অভিহিত হইতে পারে কি? অথবা অন্য কোন নামকরণ হইতে পারে, যাহা হউক অনুগ্রহপূর্ব্বক জানাইলে চির কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ থাকিব।

শ্রীকেশবকৃষ্ণ দাস অধিকারী।
পোঃ চয়না, মেদিনীপুর, ১০।৩।২৫।

[শ্রীমদ্ভাগবত (১১।২৭।১২) শ্রীভগবান্ শ্রীউদ্ধবকে বলিয়াছেন—

শৈলী দারুময়ী লৌহী লেপ্যা লেখ্যা চ সৈকতী।
মনোময়ী মণিময়ী প্রতিমাষ্টবিধা স্মৃতা॥

শিলাময়ী, কাষ্ঠময়ী, ধাতুময়ী, মৃত্তিকাদিময়ী, চিত্রপটাদিলিখিতা, বালুকাময়ী, মণিময়ী ও মনোময়ী—আমার প্রতিমূর্ত্তি এই আট প্রকারের হইয়া থাকে।

অজ্ঞজনোদ্ধ নাস্তিক ও মায়াবাদিগণই চিত্রপটাদিলিখিতা শ্রীভগবন্মূর্ত্তিকে ও শ্রীভগবানের অপ্রাকৃতবিগ্রহ শ্রীনামকে "সাইনবোর্ড" মাটী, পাথর, খড় বলিয়া ধারণা করিয়া অনন্তকাল হরিবিমুখতারূপ অপরাধপঙ্কে নিমগ্ন হন। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন, শ্রীঅর্চ্চাবিগ্রহ সাক্ষাৎ শক্তিমত্তত্ত্ব উহা শক্তিপরিণত তত্ত্ব নহে; সন্ধিৎশক্তির দ্বারা উহা সেবোন্মুখ জীবের নিকট উক্ত অষ্টবিধ অপ্রাকৃত চিন্ময় বিচিত্রতায় প্রকাশিত হইতে পারেন।

"অয়ং জ্ঞানতত্ত্ব ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন।"

শ্রীভগবান্ পরিপূর্ণ সচ্চিদ্‌বিগ্রহ—নির্ব্বিশেষবাদী তাঁহাকে 'চিন্মাত্র' বলিয়া ধারণা করিয়া তাঁহার নিত্য সচ্চিদানন্দবিগ্রহকে অনিত্য বা নাস্তিকগণ পরিপূর্ণজ্ঞানময় বাস্তব বস্তুকে বিকৃত অক্ষজজ্ঞানে পরিমাপ করিতে যাইয়া 'শ্রীঅর্চ্চাকে' 'সাইনবোর্ড' কাঠ পাথর ইত্যাদি বলিয়া বঞ্চিত হয়। অক্ষজজ্ঞানের জ্ঞেয়, ভোগ্য বা পরিমেয় বস্তু নশ্বর মায়িক বস্তু। শ্রীঅর্চ্চা সচ্চিদানন্দময় বস্তু—তাহা পূর্ণজ্ঞানৈশ্বর্য্যবিশিষ্ট বস্তু, সেবোন্মুখ অপুটেন্দ্রিয় জীবে যদি তিনি তাঁহার পরিপূর্ণজ্ঞানেন্দ্রিয়তার হইতে তাঁহাকে জানিবার জন্য কিঞ্চিৎ জ্ঞানলব বিতরণ করেন অর্থাৎ কিঞ্চিৎ জ্ঞানচক্ষুযোগ্যতা প্রদান করেন, তবেই সেবোন্মুখ জীব অপ্রাকৃত-জ্ঞানোদ্ভাসিত হইয়া ভগবানের শ্রীঅর্চ্চায় সচ্চিদানন্দময়ত্ব উপলব্ধি করিয়া ধন্য হইতে পারেন। শ্রীল রূপপাদ বলেন—

"অতঃ স্বয়ংপ্রকাশস্যাস্য স্বেচ্ছাপ্রকাশতা।
সোঽক্ষজাক্ষো ভবেৎ নেত্রে ন নেত্র বিষয়স্ত্বতঃ॥

ভগবান্ স্বীয় ইচ্ছায় প্রকাশমানা স্বয়ংপ্রকাশশক্তি দ্বারা নয়নে প্রকাশিত হন, কিন্তু নেত্রের বিষয় বলিয়া নেত্রে প্রকাশিত হন না। পদ্মপুরাণও বলেন—

সচ্চিদানন্দরূপত্বাৎ তস্য কৃষ্ণোঽধোক্ষজোঽপ্যসৌ।
নিজশক্তেঃ প্রভাবেন স্বং ভক্তান্ দর্শয়েৎ প্রভুঃ॥
ন এষ বিগ্রহো ব্যাপী পরিচ্ছিন্নঃ স এব হি।
একস্যৈবৈকদা চাস্য বিরুদ্ধং বিদ্যতে চ

শ্রীকৃষ্ণ সচ্চিদানন্দবিগ্রহ, সুতরাং অধোক্ষজ হইয়াও স্বীয় চিচ্ছক্তিপ্রভাবে সেবোন্মুখ ভক্তজনের নিকট আপনাকে প্রকাশ করিয়া থাকেন। ভগবানের ব্যাপক বিগ্রহই অপ্রাকৃত পরিচ্ছিন্নরূপে শ্রীবিগ্রহ। অর্থাৎ এই পরিচ্ছিন্নতা মায়িক পরিচ্ছিন্নতা নহে—ইহাই শ্রীভগবানের নিত্য-চিন্ময়স্বরূপ। অতএব একই কৃষ্ণের এককালে বিরুদ্ধতা—সর্ব্বব্যাপকত্ব ও পরিচ্ছিন্নত্ব বিরাজ করিতেছে। শ্রীমন্মহাপ্রভুও প্রকাশানন্দকে বলিয়াছিলেন—

চিদানন্দ দেহ তাঁর স্বরূপ পরিবার।
তাঁরে কহে প্রাকৃত সত্ত্বের বিকার॥

চৈঃ চঃ আদি ৭ম

শ্রীগৌরাঙ্গমহাপ্রভু সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে বলিয়াছিলেন,

ঈশ্বরের শ্রীবিগ্রহ সচ্চিদানন্দাকার
সে বিগ্রহে কহ সত্ত্বগুণের বিকার ?
শ্রীবিগ্রহ যে না মানে সেই ত' পাষণ্ডী।
অস্পৃশ্য অদৃশ্য সেই হয় যমদণ্ডী ॥

চৈঃ চঃ মধ্য ৬ষ্ঠ।

সুতরাং লেখা 'অর্চ্চাতে' 'লাইনবোর্ড' বলা অপরাধের পরিচায়ক। যদি অজ্ঞতা নিবন্ধন কেহ এরূপ বলিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি যদি সাধুসঙ্গে প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তি লইয়া উক্ত বিষয়ের সিদ্ধান্ত জানিতে উৎসুক হন, তবে কালে তাহারও মঙ্গল ঘটিবে। গৌঃ সঃ]

মাপকাঠি

মহজিনা ভাই ওজনের নাড়ি
শুদ্ধ তুমি ধরি।
এস দেখি ভাই ভক্তি তোমার
শাস্ত্রে ওজন করি।
মাপ-কাঠিতে মাপ্‌লে পরে
ওজন যাবে জানা।
'অসাধুতে' মিল্‌লে পরে
কেও করবে না মানা॥
ওজনীর তর্জ্জা তুমি
পড়্‌ছ মনে মন্।
ঠিক্ ক'রে ভাই কও দেখি ভাই
রয়েছে কি মন॥
আছুক বড় প্রেমিক আমি
ইহিতে জানাও।
আমের ঘরে চোর হয়েছে
দেখ্‌তে কিনা পাও॥
আছে তোমার অভাব যেমি
কষ্টা অনুভাব।
বিরক্তাদি মানশূন্যতা
সাধুর স্বভাব।
তিনটিতে তত্ত্বজ্ঞানে
পরেশানুভব।
অন্তরেতে বিষয়ভি সে
যদি ভক্তিলাভ।
কিন্তু ভাই মাপ ক'রো না
শুন্লে দাম্ভিক কথা।
পূর্ণ তোমার মায়াশক্তি
দিচ্ছে বুকে ব্যথা।
চিত্র তোমার পিছিল বড়
বয়্‌ছে তাতে খাঁখি।
ভক্তাভাসে ভাবাভাস
লাভ করেছ দেখি॥

২)

মনের মতন ভক্তি তোমার
মনে মনে গড়।
সত্য যদি প্রেম পেতে চাও
সাধুর পায়ে পড়॥
সাধুর সঙ্গে তরলে ভবি
করলে সাধুর সঙ্গ।
অপরাধ তার দূর হ'য়ে, পায়
প্রেমের তরঙ্গ॥
তখন তুমি জান্‌তে পারবে
আমি কৃষ্ণদাস।
সরল মনে করবে তখন
কৃষ্ণসেবার আশ॥
অটিৎ ধারা যেমন ছাড়া
মন বুদ্ধি তাই তাহে।
মনের ওজন তাই সাধু জন
শুদ্ধ নাড়ি কহে॥
সহজ আর বিরক্তাদি
অমিতা মনোধর্ম্ম।

পাল্‌টে দিয়ে আজকার মতলব
কাল কর্‌বে সে কর্ম্ম ॥
মনে মনে আজ লাগ্‌ছে ভাল
শুন্‌তে হরির কথা ।
কাল্ যখন মন খারাপ হবে
বাজ্‌বে বুকে ব্যথা ॥

(৩)

আত্মার জীবের নিত্য ধর্ম্ম
ভাব—কৃষ্ণের প্রেম ।
কৃষ্টিনাটি নাইকো তাহে
রক্ত যেমন হেম ॥
বৈকুণ্ঠ কত বুকের মাঝে
রয়েছে তমপুর ।
মনে মনে বুক ফুলাচ্ছ
প্রেমিক আমি শূর ॥
রাগের পথে চল্‌ছি আমি
অনুরাগী বেশ ।
রাগ হলে যে বিরাগ আস্‌বে
জান্‌বে সারাদেশ ॥
তাই বলি তাই বিনয় ক'রে
নতে লয়ে যাস ।
অসৎ বুদ্ধি ছেড়ে দিয়ে
নতে কর আশ ॥
তোমায় মেটে বুদ্ধির মাপ কাঠিতে
ভক্ত চেনা দায় ।
(তুমি) রক্ত মাংসের বিচার যেন
ক'র না কভু হায় ॥

(৪)

ভক্তি, ভক্ত আর ভগবান্
গুরু—এই চার ।
চিদানন্দে গড়া শুধু
রক্তমাংসের পার ॥
ব্রাহ্মণ ক্ষত্র বৈশ্য শূদ্র
আত্মের বিচার নাই ।
শুদ্ধ ভক্তি কর্‌লে তাঁরে
মাথায় দিব ঠাঁই ॥
ভক্তি, ভক্ত আর ভগবান্
রক্তমাংসেরাড়ে ।
বিচার যারা কর্ত্তে যায়, তারা
অপরাধে পড়ে ॥
তুলসী কহে চামার যে হয়
চামড়ায় বিচার করে ।
চিদানন্দ দেহে ভক্ত
কৃষ্ণ তখন ধরে ॥
তাই বলি তাই সাধুসঙ্গে
সরল কর মন ।
রক্তমাংসের বিচার ছাড়্‌লে
পাবে প্রেমধন ॥
মর্‌তে যখন হইবে পড়ে
রক্তমাংস হাড় ।
শুকুনির মত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি
কোথায় সে তাগাড় ॥
ভাগবত কহে গোখর-বুদ্ধি
তার সে এমন ধারা ।
প্রেম সে পায় সরল মনে
হরি ভজে যারা ॥

শুদ্ধবৈষ্ণবদাসানুদাস
কবিভূষণ শ্রীদেবেন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মা দেবঘরিয়া ।

আচার্য্যানুগমনে

গৌড়মণ্ডল-পরিক্রমা ডায়েরী

২৪শে মাঘ, ৭ই ফেব্রুয়ারী; শনিবার

দশম দিবস

শুক্লযুগ্ম বেলা ৮॥ দণ্ড কীর্ত্তনমহোৎসব সমাপন করিয়া ঠাকুরবাড়ীতে সংবাদ হইতে ১॥ মাইল দক্ষিণে 'বলয়' নামক স্থানে আসিলেন এবং তথা হইতে নৌকারোহণে বাঁশচক্

হাওড়া-খাট-ষ্টেশনে আসিয়া বেলা ২॥ টার ট্রেণে উঠিয়া ৪-৪৫ মিনিটে কোলাঘাট পৌঁছিলেন (৫ শিউড় হইতে ভাড়া ৫১৫)। কোলাঘাট হইতে সন্ধ্যা ৬-৪৫ মিনিটের গাড়ীতে মাত্র ৮টার সময় খড়্গপুর, খড়্গপুরে গাড়ী বদলাইয়া ৫ষ্ট ষ্টেশন পরে মেদিনীপুর ষ্টেশনে যাইতে ৯টার সময় পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত শচীকান্ত ঘোষ, বি, এ, ইনকাম্‌ট্যাক্স অফিসার মহাশয়ের বাসায় ভক্তগণ আগমন করিলেন। রাত্রে শ্রীপরমহংস ঠাকুর সমবেত ভক্তমণ্ডলীকে হরিকথা উপদেশ করিলেন।

একাদশ দিবস

২৬শে মাঘ রবিবার শ্রীশ্রীবিষ্ণুবৈষ্ণবরাজসভায় শুদ্ধভক্ত-মণ্ডলী মেদিনীপুর সহরের দ্বারে দ্বারে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শুদ্ধ ভক্তিকথা প্রচার করিলেন। অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় শ্রীযুক্ত শচীকান্ত ঘোষ মহাশয়ের ভবনে একটী মহতী সভার অধিবেশন হইল। স্থানীয় বহু শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ও উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী, জমিদার এবং সাধারণ ভদ্রলোক সেই সভায় যোগদান করেন। শ্রীপরমহংস ঠাকুর আদেশে শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ 'বৈষ্ণবধর্ম্ম' সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন, তৎপরে শ্রীল পরমহংস ঠাকুর প্রায় ১ঘণ্টা কাল সমবেত শ্রোতৃবৃন্দকে আবেগময়ী ভাষায় তাঁহার উপলব্ধির কথা, শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রচারিত বাস্তব সত্য ধর্ম্ম ও বর্ত্তমানে তাঁহার দোহাই দিয়া যে সকল ব্যভিচার, নাস্তিকতা এবং ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তে ভোগবুদ্ধির নামে জগতে যে সকল পৈশাচিক তাণ্ডব নৃত্য হইতেছে তাহা সকলের চক্ষে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিলেন। শ্রীপাদ বাসুদেব প্রভুর সুমধুর কীর্ত্তনের পর সভা ভঙ্গ হইল।

দ্বাদশ দিবস

২৭শে মাঘ সোমবার প্রাতঃকালে মেদিনীপুর সহরে পুনরায় হরিকথার প্রচার ও স্থানীয় অধিবাসিগণের আগ্রহাতিশয্যে "বেলি হল" নামক সাধারণ পাঠগৃহে শ্রীল পরমহংস ঠাকুরের বক্তৃতা হইল। শ্রীল ঠাকুর মহাশয় সকলের নিকট যুক্তি ও শাস্ত্রের প্রমাণ সহ দেখাইয়া দেন যে, বর্ত্তমান জগতে ধর্ম্ম বা সেবাসেবা প্রভৃতি নামে যে সকল কার্য্য জগতের লোকের নিকট বড়ই আদরের ও ধর্ম্মকার্য্য বলিয়া চলিতেছে সেই সকল ভগবদ্বিমুখ কর্ম্ম, জ্ঞান যোগাদি চেষ্টা নাস্তিক সম্প্রদায়ের (emperic activity) অন্তর্গত ভোগময়ী চেষ্টা মাত্র। উহাতে ভগবানের সেবার গন্ধ মাত্র নাই—কৃষ্ণে ও কৃষ্ণভক্তে ভোগবুদ্ধি মাত্র বিরাজিত। 'সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়' প্রভৃতি নাম দিয়া তথাকথিত সেবাবুদ্ধিরহিত নাস্তিক সম্প্রদায় মনোধর্ম্ম সৃষ্টি করিয়া নিজেরা বঞ্চিত ও অপরকে বঞ্চিত করিতেছেন। জগতের সমস্ত লোকও যদি উহাকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করে তথাপি উহা বাস্তব সত্য হইতে বহুদূরে অবস্থিত। অজ্ঞজনাদৃত চেষ্টা কখনও পরধর্ম্ম বা সনাতন ধর্ম্ম নহে। অধোক্ষজে অহৈতুকী ও অপ্রতিহতা নির্ম্মলা সেবাই—জীবমাত্রের পরধর্ম্ম ও একমাত্র সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম। সেই সেবাতে কর্ম্মজ্ঞানাদি কৈতব নাই। মূঢ় অজ্ঞজনাদি সম্প্রদায় নির্ম্মলা ভক্তি বা আত্মার স্বাভাবিক ধর্ম্মের মধুরিমা উপলব্ধি না করিয়া কৈতব-যুক্ত কর্ম্মজ্ঞানাদিকে ভক্তির সমান মনে করে, কখনও বা ভক্তিকে দুর্ব্বলা মনে করিয়া গুড়ের সহিত চুণগোলা মিশাইবার চেষ্টার ন্যায় মনোধর্ম্মের হস্তে পড়িয়া মনে করেন যে, ভক্তির সহিত কর্ম্ম জ্ঞানাদি কৈতবযুক্ত বস্তুর সংমিশ্রণ না হইলে ভক্তি কার্য্যকরী হন না। তাঁহারা জানেন তাহাদের কল্পিত মনোধর্ম্ম সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম আর আত্মধর্ম্ম বা জীবের একমাত্র স্বরূপধর্ম্ম সম্প্রদায়িকের সংকীর্ণ ধর্ম্ম। এইরূপ বুদ্ধি বিষ্ণুমায়া-বিমোহিত ব্যক্তির দুর্ভাগ্যপরাকাষ্ঠার পরিচয় ব্যতীত আর কিছু নহে। এই সকল ব্যক্তি কখনও চিদ্বিলাস রাজ্যের কথা বুঝিতে পারিবেন না বা বিষ্ণু ও বৈষ্ণবের মাহাত্ম্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন না। শাস্ত্র বলেন—

"আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরম্।
তস্মাৎ পরতরং দেবী তদীয়ানাং সমর্চ্চনং।"

বিষ্ণু-আরাধনা অপেক্ষা বৈষ্ণবের আরাধনা শ্রেষ্ঠ। কৃষ্ণ-আরাধনা অপেক্ষা বৃষভানুনন্দিনীর আরাধনা শ্রেষ্ঠ, রুক্মিণী, সত্যভামা, চিত্রকেতু আরাধনা শ্রেষ্ঠ, শ্রীদাম, সুদাম, দাম বসুদামের আরাধনা শ্রেষ্ঠ, নন্দযশোদার আরাধনা শ্রেষ্ঠ, গোকেন্দ্রনিবাসের আরাধনা শ্রেষ্ঠ।

এইরূপে শ্রীল পরমহংস ঠাকুর সমবেত জনমণ্ডলীর নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করিলে কয়েকজন অতি প্রাচীন

অতিশয় উচ্চ পদস্থ ব্যক্তি সর্ব্বসমক্ষে নিজ নিজ কর্ত্তব্যোপযোগি সাধনে বৃথা সময়ক্ষেপণের কথা জানাইয়া আক্ষেপ প্রকাশ করিলেন। শ্রীপাদ অনন্ত বাসুদেব বিদ্যাভূষণ বি, এ, মহোদয় মধুরেণ সমাপয়েৎ এই ন্যায়ানুসারে মধুর উচ্চ কীর্ত্তনের রোলে সকলের প্রাণে বিমলানন্দের লহরী প্রবাহিত করিলেন।

ত্রয়োদশ দিবস

২৮শে মাঘ মঙ্গলবার ভোর ৫টার সময় মেদিনীপুর হইতে খড়্গপুর, খড়্গপুরে ট্রেন বদলাইয়া সবডিভা ষ্টেশনে বেলা ৭টার সময় এবং তথা হইতে এক মাইলের মধ্যে মাণিকপাড়া নামক স্থানে ভক্তগণ আসিয়া পৌঁছিলেন। শ্রীল পরমহংস ঠাকুর কয়েকজন ভক্তসহ মেদিনীপুর হইতে মটোর লরিতে মাণিকপাড়া আসিয়া পৌঁছিলে সকলেই মটোর লরিতে বেলা ৪টার সময় রওনা হইয়া সন্ধ্যা ৬টার সময় বেলেপাড়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মাণিক-পাড়া হইতে বেলেপাড়া ১৮ মাইল পথ। বেলেপাড়া পরলোকগত কৃষ্ণচন্দ্র গ্রহরাজ (শাসন ব্রাহ্মণ) মহাশয়ের সুবৃহৎ বাগানে ভক্তগণ রাত্রে কীর্ত্তনমহোৎসব করিলেন। শ্রীল পরমহংস ঠাকুরের নাম শ্রবণ করিয়া নিকটস্থ গ্রাম হইতে কতিপয় ভদ্রলোক, স্কুলমাষ্টার প্রভৃতি আগমন করিলে, শ্রীল ঠাকুর তাঁহাদের নিকট হরিকথা বলিলেন।

প্রচার-প্রসঙ্গ।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিস্বরূপ পুরী মহারাজ নিরসাচটী নামক স্থানে বর্ষপ্রাণ শ্রীযুক্ত যাদবচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের ভবনে ৬ই চৈত্র তারিখে শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ পাঠ ও হরিকথা আলোচনা করিয়াছেন। পাঠান্তে ভক্তবৃন্দ শ্রীনাম কীর্ত্তন করেন। গ্রামস্থ বহু সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। শ্রীযুক্ত যাদব বাবুর শুদ্ধ ভক্তিপ্রচারে উৎসাহ ও যত্ন বিশেষ প্রশংসনীয়।

শ্রীপাদ পুরী মহারাজ তৎপর দিবস রাত্রে শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী চন্দ্র মহাশয়ের বাটীতে শ্রীগ্রন্থ পাঠ করেন। শ্রীযুক্ত কুঞ্জ বাবুর আন্তরিক সরলতা, সাধুতা ও সত্যকথা প্রচারে যত্ন অনেকেরই অনুকরণীয়।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রদীপতীর্থ মহারাজ ও শ্রীমদ্ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু মেদিনীপুরের বিভিন্ন স্থানে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শুদ্ধভক্তি কথা প্রচার করিতেছেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস পর্ব্বত মহারাজ ঢাকা বালিয়াটী গ্রামে হরিকথা ও প্রত্যহ শুদ্ধনাম কীর্ত্তন করিতেছেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ চব্বিশ-পরগণার ডায়মণ্ডহারবার মহকুমার অন্তর্গত শুকদেবপুরে কতিপয় ভক্তসহ হরিকথা প্রচারার্থ শুভবিজয় করিয়াছেন।

গত ২রা চৈত্র শ্রীমদ্ভাগবতী মহারাজ কলিকাতা হাট-খোলা হরিসভার বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে আহূত হইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত শুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত নন্দদুলু ব্রহ্মচারী মহোদয় "মনুষ্য জীবনের দুর্লভতা ও সদ্গুরুর আবশ্যকতা" সম্বন্ধে কীর্ত্তন করেন। স্থানীয় হরিসভার সভ্যমণ্ডলীর আগ্রহাতিশয্যে ৩রা চৈত্র দিবস ও শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক প্রভু "শ্রীনাম মাহাত্ম্য" ও শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ অধিকারী শ্রীনাম সম্বন্ধে সাধারণের বিকৃত ধারণার বিষয় শ্রীমদ্ভাগবত, পদ্মপুরাণ, ভক্তিসন্দর্ভ, রসামৃত সিন্ধু ও যাবতীয় বৈষ্ণবগ্রন্থের প্রমাণ, এবং নিম্নিঞ্চন শ্রীনামপরায়ণ সাধুগণের উপলব্ধির কথার দ্বারা বিশেষরূপে বুঝাইয়া বক্তৃতা করেন।

দণ্ড-মহোৎসব

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

গোবর্দ্ধনদাস পত্নীকে বলিলেন—

"ইন্দ্রসম ঐশ্বর্য্য, স্ত্রী অপ্সরা সম।
এ সব বান্ধিতে নারিলেক যার মন॥
দড়ির বন্ধনে তারে রাখিবে কেমতে।
জন্মলাভ পিতা নাবে শ্রাদ্ধ খণ্ডাইতে॥
চৈতন্য চন্দ্রের কৃপা হইয়াছে ইহারে।
চৈতন্যপ্রভুর বান্ধব কে রাখিতে পারে॥

প্রভু-বিরহার্তি শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর দর্শনোদ্দেশে শ্রীল রঘুনাথ পানিহাটী গ্রামে উপস্থিত হইলেন। তৎক্ষণাৎ সেইস্থ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কোটিসূর্য্যসম প্রভা-দর্শনে বিস্মিতচিত্তে শ্রীল রঘুনাথ বহুদূরে ভূমিষ্ঠ দণ্ডবৎ করিলেন। সেবক প্রভুকে শ্রীল রঘুনাথের আগমন-বার্ত্তা জ্ঞাপন করিলে—

"শুনি প্রভু বলে তোরা দিলি দরশন।
আর আর আজি তোর করিব পূরণ॥
প্রভু বোলায় তিঁহ নিকট না করে গমন।
আকর্ষিয়া তার মাথে ধরিল চরণ॥
কৌতুকী নিত্যানন্দ সহজে করুণ।
রঘুনাথে কহে কিছু হইয়া সদয়॥
নিকটে না আইস তোরা ভাগ দূরে দূরে।
আজি লাগি পাইয়াছি দণ্ডিব তোহারে॥
দধি চিড়া ভক্ষণ করায় মোর গণে।
শুনিয়া আনন্দ হৈল রঘুনাথের মনে॥

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কৃপাদেশ শিরে গ্রহণপূর্ব্বক শ্রীল রঘুনাথ মহানন্দে চিড়া-দধি মহোৎসবের আয়োজন আরম্ভ করিয়া চিড়া, দধি, দুগ্ধ, সন্দেশ, চিনি কলা ইত্যাদি নানা দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে সংগ্রহের জন্য গ্রামে গ্রামে লোক প্রেরণ করিলেন। চতুর্দ্দিক হইতে ভারে ভারে দধি, ক্ষীর, দুগ্ধ, সন্দেশ, চিড়া, ঘৃত, চিনি, কলা, শত শত মৃৎপাত্র আসিয়া মহোৎসব-ভাণ্ডার পরিপূর্ণ করিল। পানিহাটীর মহোৎসব-বার্ত্তা চতুর্দ্দিকে ঘোষিত হওয়ায় অসংখ্য ব্রাহ্মণ সজ্জন পানিহাটী গ্রামে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কোটি-চন্দ্র সুশীতল চরণ-ছায়ায় সমবেত হইয়া 'আনন্দে' হরি! হরি! বোল ধ্বনিতে দিঙ্মণ্ডল কম্পিত করিতে লাগিলেন। এদিকে ষোলজা নামক শত শত মৃৎপাত্রবিশেষ ও সুবৃহৎ মৃৎকুণ্ডিকাতে নিত্যগণ চিড়া তপ্ত দুগ্ধে ভিজাইলেন। ভক্তগণ প্রভুর অজ্ঞ তপ্তদুগ্ধভিজান চিড়া অর্দ্ধেকাংশ দধি চিনি কলা দিয়া মাখিলেন, অর্দ্ধেক ঘনাবৃত দুগ্ধ চাঁপা কলা ঘৃত চিনি কর্পূরাদি সহ মাখিলেন। স্বগণ সহিত শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু মণ্ডলী রচনা করিয়া উপবেশন করিলেন।

"রাঘবদাস সুকৃতিমন্ত দাস গদাধর।
মুরারি কমলাকর মহাশিব পুরন্দর॥
ধনঞ্জয় জগদীশ পরমেশ্বর দাস।
মহেশ গৌরীদাস হোড় কৃষ্ণদাস॥
উদ্ধারণ আদি যত আর নিজ জন।
উপরে বসিলা সব কে করে গণন॥"

ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণকে মান্য করিয়া পিণ্ডার উপরে বসাইয়া প্রভু সভোককে দুইটি মৃৎকুণ্ডিকায়—একটিতে দুগ্ধ চিড়া, অন্যটিতে দধি চিড়া দিলেন। তিনটি পৃথক্ পৃথক্ মণ্ডলীতে কুড়জন লোক প্রসাদ পরিবেশন করিতে লাগিলেন। বেলা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অগণিত লোক মহোৎসবে যোগদান করিতে লাগিল। ব্রাহ্মণগণ স্থানাভাবে কেহ কেহ গঙ্গাতীরে বসিয়া প্রসাদ সেবন করিতে লাগিলেন। ক্রমে গঙ্গাতীরেও লোক সংঘট্টহেতু স্থানাভাব হওয়ায় 'জলে নামি দধি চিড়া করয়ে ভক্ষণ। এমত সময়ে রাঘব পণ্ডিত বিস্মিত হইয়া হাসিতে হাসিতে শুভাগমন করিয়া নানা প্রকার নিমকড়ি প্রসাদ (অর্থাৎ যাহা নকড়ি নহে) আনিয়া ভক্তগণসহ প্রভুকে দিলেন। তৎপর—

"প্রভু কহে তোমা লাগি ভোগ লাগাইল।
তুমি ইহাঁ উৎসব কর ঘরে প্রসাদ রহিল॥
প্রভু কহে এ দ্রব্য দিনে করিবে ভোজন।
রাত্রে তোমার ঘরে প্রসাদ করিব ভক্ষণ॥
গোপজাতি আমি বহু গোপগণ সঙ্গে।
আমি সুখ পাই এই পুলিন-ভোজন-রঙ্গে॥
রাঘবে বসায়ে দুই কুণ্ডি দেওয়াইল।
রাঘব বিবিধ চিড়া তাহাতে ভিজাইল॥
সকল লোকের চিড়া পূর্ণ ঘরে হৈল।
ধ্যানে জানে প্রভু মহাপ্রভুরে আনিল॥
মহাপ্রভু আইলা দেখি নিতাই উঠিলা।
তাঁরে লঞা সবার চিড়া দেখিতে লাগিলা॥
সকল কুণ্ডী হোলনার চিড়া একেক গ্রাসে।
মহাপ্রভুর মুখে দেন করি পরিহাসে॥

(ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ।

গৌড়ীয়

তৃতীয় বর্ষ | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার ৩রা বৈশাখ ১৩৩২, ১৬ই এপ্রিল ১৯২৫ | ১৪শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ।

গত ৫ই এপ্রিল তারিখের অমৃতবাজার পত্রিকার স্তম্ভে প্রকাশ যে, গত ১৪ই চৈত্র কতিপয় জনমণ্ডলীর সম্মুখে অমৃতাত' গুরুর যোগ্যতা সম্বন্ধে একটী আলোচনা সভার অধিবেশন হইয়াছিল। ঐ সভার উদ্যোগী শ্রীযুক্ত সদ্গতচাঁদ মহাশয়ী নামক জনৈক ব্যক্তি উক্ত সভায় অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, বর্ত্তমানে তথাকথিত গোস্বামী নামধারী গৃহী কৌলিক গুরুগণ কোনও মতেই অমৃতাত গুরুরূপে গৃহীত হইতে পারেন না। তাঁহার মতে বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বী সন্ন্যাসীই গুরু হইবার যোগ্য।

কলিকাতা সেণ্ট্রাল কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক শ্রীযুক্ত কমলাকান্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয় উক্ত প্রতিবাদকারির প্রতিবাদ করিয়া বলেন যে, বর্ত্তমান কালে বহু সন্ন্যাসীর উদ্ভব হওয়াতে কে প্রকৃত গুরু হইবেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ বর্ত্তমান। অতএব এতাদৃশস্থলে কৌলিক গুরু-বর্গকে অমৃতাত গুরুরূপে বরণ করা যাইতে পারে। এই রূপ মীমাংসার পর সভা ভঙ্গ হয়। এই পক্ষদ্বয়ের বিচার-মীমাংসার যোগ্য সম্প্রতিই গুরুপদে বরণীয় হয়া যাইতে পারে।

আমাদের মনে হয়, বস্তুবিচারে কোনও হঠাৎ সিদ্ধান্ত বা সম্প্রদায় কোনও মতামত প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে শাস্ত্র ও পূর্ব্ব পূর্ব্ব শ্রেষ্ঠ সাধুজনগণের আচরণকে সম্যক্ বিচার করি কোনও মীমাংসায় উপনীত হওয়া যায় তবে উহাই যাবাই জীবের স্থায়ী কল্যাণ সম্ভবপর।

বিদ্যমান পক্ষদ্বয় কোনও শুদ্ধ সনাতন বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অনুগত নহেন। কলিযুগে যে, ব্রহ্ম, রুদ্র ও সনক এই চারিটী সনাতন বৈষ্ণব সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন এবং যুগধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মহা মূর্তির অবতরণ অবশ্যম্ভাবী শ্রীগৌর ও নিত্যানন্দ শ্রীঅদ্বৈত যে নিত্যশুদ্ধ সনাতন বৈষ্ণবধর্ম্ম জগতে প্রচার করিয়াছেন, সেই শুদ্ধ বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের অনুগত ব্যক্তিগণের অধস্তনরূপে পরিচয়

বিবাহ যোগ্যতা উহাতে উল্লেখই থাকেন না। তবে হয় প্রতিবাদকারীর সম্বন্ধে বাউল সম্প্রদায়ের একজন ব্যক্তি। বাউল সম্প্রদায় শুদ্ধবৈষ্ণবসম্প্রদায়ের অন্তর্গত নহে বা শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তদানুগ বৈষ্ণবগণের স্বীকৃত শুদ্ধ সম্প্রদায় নহে। শাস্ত্রমতে উহা বিদ্বোপাসনাত্মক বা অপসম্প্রদায় মধ্যে গণ্য। প্রসিদ্ধ ছোটাবাবা দাস বাবাজী মহাশয় বলেন—

আউল, বাউল, কর্ত্তাভজা, নেড়া, দরবেশ, সাঁই।
সহজিয়া, সখীভেকী, স্মার্ত্ত, জাতগোসাঁই।
অতিবাড়ী, চূড়াধারী, গৌরাঙ্গনাগরী।
ছোটা কহে, এরা সবে সঙ্গ নাহি করি॥

এই ছোটা মধ্যে বাউল সম্প্রদায়কে অসৎ সম্প্রদায় জানে উহাদের সঙ্গত্যাগ করিবার জন্য শুদ্ধবৈষ্ণবকে আদেশ করিয়াছেন।

যদি বাউলগণ প্রকৃতিভজননিষ্ঠ হন তাহা হইলে তাঁহারা "সহজিয়া" উপাধি বলপূর্ব্বক ধারণ করিলেও সহজিয়ার আচরণ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। যে শ্রীমন্মহাপ্রভু লোকশিক্ষার জন্য ছোট হরিদাসকে শাসন করিবার ছলে বলিয়াছেন—

"বৈরাগী হঞা করে প্রকৃতি সম্ভাষণ।
দেখিতে না পারোঁ আমি তাহার বদন॥
ভক্তাব ইন্দ্রিয় করে বিষয় গ্রহণ।
পাক প্রকৃতি করে দুনেরদি মন॥
কৃষ্ণ ভীরু সব ফল্কট বৈরাগ্য করিয়া।
ইন্দ্রিয় চরাঞা বুলে প্রকৃতি সম্ভাষিয়া॥

যে মহাপ্রভুর শাসন দেখিয়া ও শুনিয়া 'স্বপ্নেও ছাড়িল সবে শ্রীসম্ভাষণে', এমন কি ছোট হরিদাস যখন ত্রিবেণীতে প্রবেশ করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন তখনও যে শ্রীমন্মহাপ্রভু উহা শুনিয়া বলিয়াছিলেন 'প্রকৃতি দর্শন কৈলে এই প্রায়শ্চিত্ত', সেই মহাপ্রভুর দাস সুজনগণের অনুগত কোনও জন "সন্ন্যাসী" বা "বৈরাগী" নাম ধারণ করিয়া স্বপ্নেও প্রকৃতির ভোক্তা সাজিতে পারেন না।

ছোট বাউল সম্প্রদায়ের "প্রকৃতি-সাধন" প্রকৃতি কথাগুলি শুদ্ধবৈষ্ণবসিদ্ধান্তের বিরোধিনী ও ব্যভিচারদোষদুষ্ট; বাউলগণ শুদ্ধভক্তির সম্পূর্ণ বিরোধী—শ্রীমন্মহাপ্রভু ও রূপানুগ সিদ্ধান্তের ঘোর শত্রুবিদ্বেষকারী। পুরুষাভিমানী হইয়া প্রকৃতির ভোক্তা অভিমান বা প্রাকৃত ভোক্তৃ-নিবেদনযুক্ত ব্যক্তির কপট 'প্রকৃতি-অভিমান' কখনও রূপানুগের হয় নহে। যাহারা শ্রীগৌরসুন্দরের শিক্ষা ও আচরণ কিঞ্চিন্মাত্রও অনুগমন করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন, তাঁহারাই এই সিদ্ধান্ত অবগত আছেন।

কিছুদিন পূর্ব্বে শ্রীমদ্ভক্তি প্রজ্ঞানতীর্থ মহারাজ ও শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু মহোদয়দ্বয় যখন মেদিনীপুরে হরিকথা প্রচার করিতেছিলেন তখন কোন প্রকৃতি-ভজননিষ্ঠ উপসম্প্রদায়ের কোন মহাশয় উক্ত সহরে তাঁহার স্বীয় মত প্রচারার্থ গিয়াছিলেন। স্থানীয় বুদ্ধিমান্ ও শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রই শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার উক্ত শুদ্ধভক্তিপ্রচারক দ্বয়ের মুখে শাস্ত্রযুক্তিমূলে প্রকৃতিভজনশীল সম্প্রদায়ের মনঃকল্পিত ব্যভিচারযুক্ত ভজনের কথা শুনিয়া তাহার অনাদর পূর্ব্বক শ্রীগৌরসুন্দরের নির্ম্মল শুদ্ধভক্তি-কথায় আকৃষ্ট হইয়াছিলেন।

সুতরাং গৃহিভক্তগণকে অবথা আক্রমণ করার পরিবর্ত্তে সত্য সত্য যিনি কায়মনোবাক্যে বেগ রুদ্ধ করিতে সমর্থ হইয়াছেন—এইরূপ **ত্রিদণ্ডি-বৈষ্ণবের সন্ন্যাসীর** মুখ হইতে সত্যকথা বাহির হইলেই শোভা পাইতে পারে।

আবার অন্যদিকে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত কমলাকান্ত চট্টোপাধ্যায় মহোদয় যে সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়াছেন, তদ্বিষয়েও শাস্ত্র ও সাধুজনের বিচারের দিক্ হইতে যথেষ্ট আপত্তি আছে। অধ্যাপক মহাশয় "সন্ন্যাসী" নামধারী ব্যক্তির সংখ্যাধিক্য দেখিয়া শুকনিপুরে গেঁদো পড়িবেন

আপত্তা করিয়াছেন; অথোগ্য গুরুত্বেই গুরুপদে বরণ করিবার পক্ষপাতী হইয়াছেন। কিন্তু কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীগৌরসুন্দর নিজমুখেই তদ্বিষয়ে সংসিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—

"কিবা বিপ্র, কিবা সন্ন্যাসী শূদ্র কেনে নয়।
যেই 'কৃষ্ণ-তত্ত্ববেত্তা' সেই গুরু হয়॥"

অর্থাৎ "কৃষ্ণ-তত্ত্ববিৎ"—ইহাই গুরুর স্বরূপ-লক্ষণ। বিপ্রত্ব, সন্ন্যাসিত্ব, শূদ্রাভিমানত্ব প্রভৃতি গুরুর মুখ্যলক্ষণ নহে। "কৃষ্ণ-তত্ত্ববিৎ" সদ্গুরু কোনও বর্ণ বা আশ্রমের অন্তর্গত নহেন। তিনি পরমহংস বৈষ্ণব—কিন্তু তিনি পরমহংস ভাগবতোত্তম হইয়াও কোনও বর্ণ বা আশ্রমের অন্তর্গত বলিয়া অভিনয় করিতে পারেন। মূর্খ ব্যক্তি তাঁহার বৈষ্ণবতা বুঝিতে না পারিলেই তাঁহাকে সন্ন্যাসী, ব্রাহ্মণ বা শূদ্র প্রভৃতি মনে করিয়া ভ্রান্ত হয়।

শ্রীহরিভক্তিবিলাসে উত্তমরূপে যোগ্যপুরুষ থাকিতে, হীনবর্ণের ব্যক্তির নিকট কৃষ্ণমন্ত্র লওয়া উচিত নয়—এরূপ যে কথা আছে, তাহা লোকাপেক্ষী বর্ণাভিমানী ব্যক্তিগণের জন্য অর্থাৎ অবৈষ্ণব সমাজে যাঁহারা প্রচলিত মেয়েলী প্রথাগত কিঞ্চিৎ সংস্কারের উদ্দেশ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের পক্ষে। পরন্তু যাঁহারা বৈধী ও রাগানুগাভক্তির তাৎপর্য্য জানিয়া বিশুদ্ধ কৃষ্ণভক্তি পাইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা যে বর্ণে বা যে আশ্রমে পাওয়া যায় তাঁহাকেই গুরু বলিয়া বরণ করেন।"

শ্রীহরিভক্তিবিলাসোদ্ধৃত পদ্মপুরাণোক্ত বচন হইতে জানা যায়—

ষট্কর্মনিপুণো বিপ্রো মন্ত্রতন্ত্রবিশারদঃ।
অবৈষ্ণবো গুরুর্ন স্যাদ্বৈষ্ণবঃ শ্বপচো গুরুঃ॥
মহাকুলপ্রসূতোঽপি সর্ব্বযজ্ঞেষু দীক্ষিতঃ।
সহস্রশাখাধ্যায়ী চ ন গুরুঃ স্যাদবৈষ্ণবঃ॥
বিপ্রাদ্দ্বিষড়্গুণযুক্তাচ্চ গুরুঃ শূদ্রমুনির্যতঃ।
শূদ্রাদ্ধি গুরবস্তেষাং ত্রয়াণাং তপসংনিধিম্॥

ইত্যাদি শাস্ত্রে যে গুরুকে সন্ন্যাসী, "বিপ্র" বা 'শূদ্র' ইত্যাদি পরিচয় দেওয়া হইয়াছে উহা শ্রীগুরুদেবের প্রকৃত পরিচয় নহে; প্রাকৃত জড়লোকদৃষ্টিতে বুঝাইবার জন্যই ঐ সকল শব্দের অবতারণা। বস্তুতঃ শ্রীগুরুদেব কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ—পরমহংসশিরোমণি।

শ্রীমদ্ভাগবতের ঐরূপ গুরুলক্ষণ-নিরূপক বাক্য কেবল শ্রবণ-গুরুত্বের সম্বন্ধেই উক্তি—এরূপ কাহারও বিচার পূর্ব্ব পূর্ব্ব আচার্য্যগণের আচরণ দ্বারা নিরাকৃত হইয়াছে। দেখা যায়, লোকশিক্ষক শ্রীগৌরসুন্দর কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ বৈষ্ণব সন্ন্যাসী শ্রীঈশ্বরপুরীর নিকট, আচার্য্য শ্রীঅদ্বৈত প্রভু শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী নামক বৈষ্ণব সন্ন্যাসীর নিকট, জগদ্গুরু শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীলক্ষ্মীপতি তীর্থ বৈষ্ণবকুল-সন্ন্যাসী বা মহান্তকে শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী সন্ন্যাসীর নিকট দীক্ষালাভের অভিনয় করিয়াছিলেন। আবার শ্রীরসিকানন্দ প্রভু গৃহস্থ লীলাভিনয়কারী কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর নিকট পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষালাভ করিয়াছিলেন। শ্রীবলরাম ভট্টাচার্য্য ও শ্রীজগন্নাথদাস ব্রজবাসীপ্রমুখ অনেক গৌড় ব্রাহ্মণকুলোদ্ভূত আচার্য্যগুরু আদর্শের বৃহত্তীর লীলাভিনয়কারী কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ পরমহংসচূড়ামণি ব্রাহ্মণেতরকুল-মুকুটায়িত শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের নিকট পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষায় দীক্ষিত হন।

সুতরাং বাহিরের সন্ন্যাসিত্ব, গৃহস্থত্ব, বিপ্রত্ব বা শূদ্রত্ব গুরুপদের উপযোগী বা অনুপযোগী লক্ষণ নহে। গুরুদেব "কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ"—ইহাই গুরুর যোগ্যতা-নির্ণয়ে মুখ্য লক্ষণ। কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ ব্রাহ্মণ বিপ্র, শূদ্র, সন্ন্যাসী বা গৃহস্থ নহেন। তিনি শ্রীভগবানের প্রকাশ-তত্ত্ব। বেদ ও শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্রও গুরুর লক্ষণ নির্ণয়ে বলিয়াছেন—

তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ
সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্।
"তস্মাৎ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্।
শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্॥

শ্রীগুরুদেব পূর্ণ ব্রহ্ম ও পরব্রহ্মে নিষ্ঠাই—ইহাই সদ্গুরুর লক্ষণ।

লৌকিক বা লৌকিক অনুপযুক্ত গুরুগ্রহণের সাময়িক মোহেই সদ্য কোনও আচার্য্য ও সুধী ব্যক্তি ধীরভাবে করেন নাই। ভক্তিসন্দর্ভে শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভু লিখিয়াছেন—"পরমার্থগুরুত্বাশ্রয়ো ব্যবহারিকগুরুত্বাদেরপি ত্যাগেনাপি কর্ত্তব্যঃ।" অর্থাৎ ব্যবহারিক, লৌকিক, লৌকিক অযোগ্য গুরু পরিত্যাগ করিয়া পারমার্থিক সদ্গুরুর চরণ আশ্রয় করিবে। তবে যদি লৌকিক গুরুর বংশে কোনও প্রকৃত কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ আবির্ভূত হন তবে তাঁহাকে তাঁহার কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ গুণ দেখিয়া গুরুরূপে বরণ করা যাইতে পারে। সেই খানে তাঁহার 'কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ' গুণটীই গুরুর যোগ্যতা দান করিবেন, বংশ বা অন্য কোনও বিচারের প্রাবল্য নাই। সুতরাং শাস্ত্র ও মহাজনগণের সিদ্ধান্ত ও আচরণকে সম্যক্ করিয়া বিচার করিলে উপরিউক্ত বিদ্যমান সন্দেহের উত্তরের সিদ্ধান্তই ভ্রান্ত বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। উভয়েই অন্ধের বিচারকে প্রবল করিয়া নিজ নিজ মনগড়া একদেশ বিচার অবলম্বনপূর্ব্বক সিদ্ধান্ত-স্থাপনে সচেষ্ট হইয়াছেন। অন্তরে বাহিরে লোক-দেখান ভিলকমালাধারী, সন্ন্যাসী বৈরাগী বা গুরু কেহই গুরুপদ বাচ্য নহে। একমাত্র কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ, শাস্ত্রসিদ্ধান্তনিপুণ, নিষ্কিঞ্চন, মহাভাগবত যে কুলে, বংশে, বা আশ্রমে অবস্থিতির অভিনয় করুন না কেন, তিনিই সকলের গুরু হইবার যোগ্য—শাস্ত্র এই কথাই তারস্বরে কীর্ত্তন করিয়াছেন।

শ্রীপুরুষোত্তম-উৎসব।

পুরুষোত্তম ক্ষেত্র আমাদের সকলেরই আরাধ্য ও পরম পূজ্য স্থান। **অন্যাভিলাষী** এই স্থানে তত্ত্বজ্ঞান পুনরুদ্ধার করিবার জন্য আগমন করেন, সাগরকূলে বিলাস-ভবন নির্ম্মাণ করিয়া প্রবীণগণ বায়ু উপভোগ করেন, কখনও বা কবি, দার্শনিক, চিত্রকর ও গায়কগণ স্ব স্ব মনোধর্ম্মের তৃপ্তিসাধন করিয়া থাকেন। **কর্ম্মী** কপর্দ্দক আহরণ করিবার জন্য পুরুষোত্তমে অভিযান করেন। বারাণসী কাঞ্চীপুর, গয়া, নারায়ণক্ষেত্র, ভাস্করক্ষেত্র, গয়াক্ষেত্র ও পুরুষোত্তমক্ষেত্র—এই সাতটী স্থান কলিযুগের নিকট 'সিদ্ধক্ষেত্র' বলিয়া পরিচিত। এই সাতটী 'সিদ্ধক্ষেত্রে' দান ও পূজাদি করিলে ইহলোকে ও পরলোকের বহু কামনা সিদ্ধ হয়। শ্রীপুরুষোত্তম উক্ত সপ্ত 'সিদ্ধক্ষেত্রের' অন্যতম। সুতরাং শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্র কলিযুগেরও পরম আদরের স্থান। পুরুষোত্তম ক্ষেত্র **জ্ঞানীর** ও পরম আদরের বস্তু। জ্ঞানিগুরু শঙ্করাচার্য্য তাঁহার চারিটী প্রধান শিষ্য দ্বারা ভারতের চারিটী স্থানে যে চারিটী প্রধান মঠ স্থাপন করেন পুরুষোত্তমে 'গোবর্দ্ধন' বা 'গোবর্দ্ধন মঠ' উহাদের অন্যতম।

আবরণে অজ্ঞাভিলাষপূর্ণ কর্ম্মজ্ঞানাদির আবরণে অনাবৃত **শুদ্ধভগবদ্ভক্তিপরায়ণের** নিকট শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্র নিত্য সেবনীয় তত্ত্বপরিবেশ বা প্রপঞ্চে প্রকাশিত শ্রীভগবানের লীলাক্ষেত্র।

কপিল সংহিতা বলেন—

"সর্ব্বেষাং চৈব ক্ষেত্রাণাং রাজা শ্রীপুরুষোত্তমঃ।
সর্ব্বেষামেব দেবানাং রাজা শ্রীপুরুষোত্তমঃ॥"

শ্রীকৃষ্ণ যে প্রকার নিখিল দেবতার একচ্ছত্র সম্রাট্ বলিয়া তাঁহার নাম **শ্রীপুরুষোত্তম**, তদ্রূপ তাঁহারই ঐশ্বর্য্য-লীলাক্ষেত্র শ্রীক্ষেত্র সর্ব্বতীর্থের রাজা বলিয়া সেই স্থানের নাম **শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্র**। সমস্ত ক্ষেত্র বা তীর্থস্থানের মধ্যে এই ক্ষেত্র "শ্রী" বা নিত্যসিদ্ধ অপ্রাকৃত শোভাযুক্ত বলিয়া এই স্থানকে লক্ষ্মীক্ষেত্র বা "শ্রীক্ষেত্র" বলে—

উৎকল প্রদেশ পঞ্চগৌড়দেশের অন্যতম। শ্রীপদ্মপুরাণ ভবিষ্যদ্বাণী বলিয়াছেন—

"শ্রীব্রহ্মরুদ্রসনকা বৈষ্ণবাঃ ক্ষিতি-পাবনাঃ।
চত্বারস্তে কলৌ ভাব্যা হ্যুৎকলে পুরুষোত্তমাৎ॥"

শ্রীসম্প্রদায়প্রবর্ত্তক শ্রীরামানুজাচার্য্য, ব্রহ্মসম্প্রদায়প্রবর্ত্তক শ্রীমধ্বমুনি, রুদ্রসম্প্রদায়প্রবর্ত্তক শ্রীবিষ্ণুস্বামী ও চতুঃসন-সম্প্রদায়প্রবর্ত্তক শ্রীনিম্বাদিত্য—এই চারিজন সাম্প্রদায়িক

বৈষ্ণবাচার্য্যের সকলেই কলিকালে শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্র হইতে সনাতন বৈষ্ণবধর্ম্মের স্রোত প্রবাহিত করিবেন।

শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্র সমগ্রদেশীয় গৌড়ীয়গণেরও পরম পূজ্য স্থান। কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের প্রকট লীলার প্রায় অর্দ্ধেক অভিনয় এই পুরুষোত্তমক্ষেত্রেই সম্পন্ন হইয়াছে। এই পুরুষোত্তম ক্ষেত্র হইতে শ্রীগৌরসুন্দর স্বয়ং দক্ষিণদেশের গ্রামে গ্রামে শুদ্ধভক্তি প্রচার করিয়াছেন, যাহা রামানন্দের মুখে বক্তৃরূপে অবস্থিত হইয়া জগতে বর্ণাশ্রমধর্ম্মে অবস্থানপূর্ব্বক কৃষ্ণোন্মুখ হইতে চরম সাধ্যসার পর্য্যন্ত নির্ণয় করিয়াছেন। এই পুরুষোত্তমেই মায়াবাদ-গৌড়ীয়ের ঈশ্বর শ্রীসনাতনদামোদর প্রভুর সহিত শ্রীগৌরসুন্দরের মিলন হয়। এই পুরুষোত্তম ক্ষেত্রেই মায়াভাবদুষ্টি-দুর্ব্বলিত শ্রীগৌরচন্দ্র প্রাকৃত সম্বোহরসোন্মত্ত জীবকে সর্ব্বক্ষণ কায়মনোবাক্যে স্বতন্ত্র কৃষ্ণের অন্বেষণরূপ হরিভজন শিক্ষা দিবার জন্য বিপ্রলম্ভলীলার অভিনয় করেন, অন্যাভিলাষ, কর্ম্মজ্ঞানাদি আবর্জ্জনা পরিত্যক্ত হইয়া হৃদয় ভক্তি-নির্ম্মল না হইলে তাহা কখনও কৃষ্ণের বিশ্রামস্থল হইতে পারে না—ইহা শিক্ষা দিবার জন্য সপার্ষদে ভক্তিতাৎপর্য্যার্জ্জন লীলায় সম্পাদন করেন। এই পুরুষোত্তম ক্ষেত্রেই শ্রীগৌরসুন্দর সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের অকৈতবানোঘ মায়াবাদ-কুতর্ক নিরাস করিয়া তাঁহার হৃদয় ভক্তিরসে প্লাবিত করেন। এই পুরুষোত্তম ক্ষেত্রেই প্রতিবৎসর গৌরপার্ষদগণের একত্র আনন্দ-সম্মেলন হইত। এই পুরুষোত্তমেই শ্রীগৌরসুন্দর রথাগ্রে নৃত্য, সমকালে অষ্টসাত্ত্বিকবিকার প্রকাশ, প্রেমবিলাস-বিবর্ত্তাদি, প্রতাপরুদ্রের দৃষ্টান্তে দ্বারা জগতে শিক্ষাপ্রদান, ঠাকুর হরিদাসের তিরোভাসময় দেহ লইয়া নৃত্য ও তাঁহার নির্য্যাণ-মহোৎসব সম্পাদন করিয়া জগতে বিষ্ণুভক্তের সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা শিক্ষাপ্রদানরূপ অনন্ত লীলা প্রকাশ করিয়াছেন। আবার প্রকৃতির সৌন্দর্য্য ভোগাভিলাষী—অর্থাৎ কৃষ্ণে ও কৃষ্ণে ভোগবুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তির ভোগময় কুদর্শন নিরসন করিবার জন্য ও অন্বয়জ্ঞানদেবক মহাভাগবতের মহাভাবাবস্থা দেখাইবার জন্য সমুদ্রকে তটীরবন্ত কালিন্দীজ্ঞানে কৃষ্ণান্বেষণের জন্য তাহাতে কম্প প্রদান ও চটক পর্ব্বতকে গোবর্দ্ধন-জ্ঞানে প্রকৃতি লীলায় অভিনয় করিয়াছেন। এই পুরুষোত্তমক্ষেত্রেই শ্রীস্বরূপ দামোদর "শ্রীজগন্নাথের কণ্ঠে" গৌরবাণীমৃত ঢালিয়া দিয়াছিলেন বলিয়া আজ সমগ্রজগৎ চৈতন্যচরিতামৃত পান করিয়া ধন্য হইতেছেন। এই পুরুষোত্তম ক্ষেত্রই প্রেমের পণ্ডিতের আবির্ভাবস্থান ও নামাচার্য্য ঠাকুর হরিদাসের নামপ্রচারের স্থান।

এই উৎকল প্রদেশে মহানদীর দক্ষিণ ও নীলাদ্রির উত্তরস্থল নীলাচল পর্য্যন্ত দশ যোজনের মধ্যে স্থানে স্থানে শ্রেষ্ঠতম তীর্থসমূহ বিরাজিত। হেমন্তায় শ্রীরাধাবেন্দুপুরীর তনুবল্লভ "ক্ষীরচোরা" গোপীনাথ, শ্রীসাক্ষীগোপাল, শ্রীকমলেশ্বর, শ্রীআলালনাথ প্রভৃতি পরমপবিত্র ক্ষেত্রসমূহ ভগবান্ ও ভক্তগণের বিহরণ ও লীলায় পুণ্যস্মৃতি বহন করিয়া জীবকুলকে সেবাধর্ম্ম শিক্ষা দিবার জন্য শোভা পাইতেছে। আমার শ্রীগুরুপ্রেমার-মাচার্য্য শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রের ন্যায় এরূপ আর কোথাই বা প্রচারিত করিয়াছে? বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি, মহাপ্রসাদে তাড়তাল বুদ্ধি যে নরকের হেতু, শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্র আজও সেই শাস্ত্রীয় বাণী সগর্ব্বে ও উচ্চকণ্ঠে প্রচার করিয়া শাস্ত্রমর্য্যাদার নিদর্শন রক্ষা করিতেছেন।

শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্র সম্ভোগবাদী প্রাকৃত সহজিয়াকুলের লীলাভূমি নহে—ইহা স্বতন্ত্র কৃষ্ণের স্বেচ্ছাবিলাস ক্ষেত্র—অপ্রাকৃত বিপ্রলম্ভরসোন্মত্ত কৃষ্ণান্বেষণকারীর ভজন স্থান। —ইহাই পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে পুরুষোত্তম শ্রীগৌরসুন্দরের আচারের দ্বারা প্রচার। তাঁহার পরবর্ত্তী সময়ে এই আদর্শ জীবকুল বিস্মৃত হইলে এই উৎকল দেশে শ্রীপ্রাণানন্দ প্রভু ও তাঁহার পরম প্রিয়-ভাজন শ্রীরসিকানন্দ মুরারী শ্রীগৌরসুন্দরপ্রচারিত শুদ্ধা ভক্তি পুনরায় প্রচার করিয়াছিলেন। তাহার কিছুকাল পরে এই উৎকলদেশেই সর্ব্বপ্রথম গৌড়ীয় বেদাচার্য্য ও বৈষ্ণব-সার্ব্বভৌম ব্রাহ্মণ শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুকে জন্মভূমিরূপে অঙ্কে ধারণ করিয়াছিলেন।

কিন্তু শ্রৌতপন্থায় অনাদর-হেতু আচার্য্যগণের সেই সকল শিক্ষা ও আদর্শ অকস্মাৎ জ্ঞানে বুদ্ধিতে যাইয়া জীব যখন অপর বিকৃত ধারণার বশীভূত হইতে থাকিল, তখন শ্রীগৌরসুন্দরের ইচ্ছায় ঐ বিকৃতপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী

১৮৩৮ শকাব্দাতে মাঘী কৃষ্ণাপঞ্চমীতিথিতে এই পুরুষোত্তম ক্ষেত্রেই শ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরের অতি নাতিদূরে স্থানে আবির্ভূত হইলেন। বর্ত্তমান শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূলপুরুষ শ্রীসচ্চিদানন্দ ঠাকুরও এই পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে অনেক কাল অবস্থানপূর্ব্বক হরিকথা প্রচার করিয়াছিলেন। নিম্নভূমে তাঁহারই ভজন-কুটীরে আজ চারি বৎসর হইল শ্রীপুরুষোত্তম মঠ প্রকটিত হইয়াছেন। শ্রৌতপন্থানুসরণে শুদ্ধহরিকথা প্রচার দ্বারা সংসার নিত্য কল্যাণ লাভ করাই এই মঠের উদ্দেশ্য। শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর নিত্য সেবা ব্যতীত এই মঠে অন্য কোনও অভিলাষের স্থান নাই। গৌড়ীয়গণ পৌরমণ্ডল ও পুরুষোত্তমকে অতিশয় ভালবাসেন। প্রতিবৎসর শ্রীযাত্রারম্ভ হইতে আরম্ভ হইয়া শ্রীবিজয়যাত্রা পর্য্যন্ত শ্রীপুরুষোত্তম মঠে একমাস ব্যাপী কীর্ত্তন-উৎসব, হরিকথালোচনা, শাস্ত্রপ্রবচন ও ব্যাখ্যা, শ্রীজগন্নাথদেবের-দর্শন, শ্রীমহাপ্রসাদ-সম্মান প্রভৃতি সকলই অনুষ্ঠিত হয়। এতদুপলক্ষে ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে বহু শুদ্ধভক্ত ও ধর্ম্মপ্রাণ বালবৃদ্ধনরনারীগণ আগমন করিয়া থাকেন। শ্রীমঠ হইতে ইহাদের থাকিবার স্থান ও মহাপ্রসাদের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তের সেবা ব্যতীত মানবের বা জীবমাত্রের অন্য কোনও উজ্জীবনোপায় হইতে পারে না। সুতরাং শ্রীমঠের সেবকগণ সর্ব্বতোভাবে এই সেবায় নিযুক্ত হইয়া তাঁহার অন্যান্য ভ্রাতৃবৃন্দকে এই সেবায় যথাসাধ্য যোগদান করিবার জন্য সবিনয়ে আহ্বান করিতেছেন; এই ভগবদ্ভক্তির প্রচারকার্য্যে ও ভক্তগণের সেবায় যিনি যে প্রকারে পারেন আনুকূল্য প্রদান করিয়া নিত্য ভক্তিমূলী সুকৃতি সঞ্চয় করুন —ইহাই প্রার্থনা।

আমার বান্ধব কে?

তৃণগুল্মলতাদি প্রকৃতির লীলাবৈচিত্র্য দর্শনে নয়নের তৃপ্তিবিধানের জন্য যে প্রদক্ষিণ করেন।

একটি সুন্দরাকার দেহ অপর শ্রীমূর্ত্তির চতুর্দ্দিকে প্রদক্ষিণ করে সর্ব্বেন্দ্রিয়ের চরিতার্থতার জন্য। বিষয়ী বিষয়ের দর্শনকে প্রদক্ষিণ করে, ত্যক্তিকা রক্তপুরুষের অন্তরালের চতুষ্পার্শ্বে উড়িয়া বেড়ায় তাহা আস্বাদনের জন্য। কনক যখন যামিনীনাথের প্রদক্ষিণকার্য্যে অনিশ নিযুক্ত। এই ভাবে ভোগময়ী চেষ্টা ও বাসনা লইয়া বদ্ধজীব বিষয়ান্ধ হইয়া মায়ার দাসত্বে নিরত। এইভাবে বিশ্ব প্রদক্ষিণকারী এক মানব অপর মানবের বিশ্ব প্রদক্ষিণ ব্যাপার দর্শনে ব্যস্ত। কেহ ভ্রমেও ভাবিবার বা বুঝিবার অবকাশ পান না যে সকলেই বিষয়ান্ধ হইয়া কর্ত্তৃত্বাভিমানে কার্য্যতঃ বিষয়ের দাসত্বে ব্রতী হইয়া পড়িয়াছেন। বিষয়কে ভোগ করিতে যাইয়া মানব বিষয়ের তাড়নায় অস্থির, ভয়ে ভীত, প্রাপ্তির লালসায় নিত্য অতৃপ্তকাম, কিঞ্চিৎ প্রাপ্তিবোধে অধিকতর প্রাপ্তির জন্য নিয়ত ব্যগ্র! কে তাহায় এই ভ্রম প্রদর্শন করিবে? কে তাহার চক্ষের ঠুলি খুলিয়া তাহার দুর্গতির কথা বুঝাইয়া দিবে?

এ বিশ্ব প্রদক্ষিণ কার্য্যের ফলে বদ্ধজীব ত্রিবিধ তাপে নিয়ত অনুতপ্ত। "আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয় তারে করি যায়ে।" পুত্রশোকাতুরা জননী স্বামিহীনা কন্যার তপ্ত হৃদয়ে সান্ত্বনাবারির সন্ধানে তাহার দিকে চাহিয়া ক্রন্দন করেন। ধনী অপহৃত ধনের বার্ত্তা তস্করের নিকট জ্ঞাপন করিয়া শান্তি প্রাপ্তির প্রয়াসী! দর্পভরে ভীত জন বস্তাদ্ভুতিকাপীড়িত বাতুলের দ্বারে ভয়নিবৃত্তির জন্য সমাগত! এই ভাবে ত্রিতাপীয় সন্তপ্ত তাপ দূরীকরণের যে বিষাদজনক অভিনয় এই সংসার রঙ্গমঞ্চে অনাদিকাল হইতে চলিতেছে, কে তাহার বিষয় চিন্তা করেন? যাহারা ভোগী, তাহাদিগকে আর কি বলিব? কিন্তু যাঁহারা জীবেদয়া কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন বলিয়া অভিমান করেন, যাঁহারা দুঃখের দুর্দ্দশা নিবারণে ব্যস্ত বা ভূমির স্বাধীনতা লাভের জন্য বিবিধ চেষ্টা-পরায়ণ, তাঁহারা কি এই অভিনয়ের রহস্য প্রবেশ করিয়াছেন? তাঁহারা কি বাস্তবিকই জীবের দুঃখে দুঃখী ও পরদুঃখে কাতর? ভোগী বা কর্ম্মী নহেন, অথচ সংসারের তাপসহনে অপটু ও অসমর্থ এমন একজাতীয় মানব দেখিতে পাওয়া যায় তাঁহাদের চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্ যাহাতে রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস ও স্পর্শের

বিষয়ের সঙ্গ না করে, এই ভয়ে ভীত হইয়া চক্ষু মুদ্রিত, কর্ণ ও নাসিকারন্ধ্র রুদ্ধ, জিহ্বা তালুবিবরে প্রবিষ্ট এবং ত্বক্ তন্মাদি আচ্ছাদিত করিয়া নির্জ্জন কক্ষে বা নিভৃত অরণ্যে গিরিগুহায় অবস্থান করিয়া পারিস্থুখের মরীচিকায় ভ্রান্ত। ইঁহারা লোভ, কপটতা, আত্মপর বঞ্চনাকে দূর বা সেবা ভ্রমে অনন্তকালের জন্য বৃক্ষত্ব বা প্রস্তরত্ব লাভের জন্য লালায়িত।

ভোগী, কর্ম্মী, অজ্ঞাভিলাষী, মুক্তিকামী ইত্যাদি পরিচয়ে পরিচিত ও নিয়ত অনিত্য ভোগময় চেষ্টাবিহজনগণের যে প্রয়াস, দয়া বা পরোপকার নামে ব্যস্ত জনগণের ভ্রমময়ী চেষ্টার আহুতি প্রদান করিতেছে, তাহা বুঝিবার অবকাশ আমাকে কে প্রদান করিবে? কে আমার এমন বান্ধব আছেন, যিনি এই জাতীয় দয়াবিহীন আত্মীয় নামধারী অনাত্মীয়গণের নিষ্ঠুরতার কবল হইতে আমাকে রক্ষা করিবেন?

ঐ যে বসন্ত সমাগমে নবপল্লবভূষিত বৃক্ষান্তরাল হইতে অজ্ঞাতপক্ষ পক্ষিশাবক মাতার জন্য ব্যাকুলতা প্রদর্শন করিতেছে, ক্ষুধার্ত্ত বৎসতর তৃণলাভের জন্য জননীর দিকে ধাবিত হইতেছে, প্রোষিতভর্ত্তৃকা কামিনী তাহার কামকন্দর্পক পতির আগমন প্রতীক্ষায় বিষয়বদনে দিনপাত করিতেছে, মাতা সীমন্তিত সন্তানের উত্তপ্ত শয্যাপার্শ্বে বসিয়া নিশি জাগরণ করিতেছেন, স্নেহ, প্রীতি ভক্তি প্রভৃতি নামে যে সকল ভোগময় ব্যাপার চলিতেছে, কে আমাকে তাহার যথার্থ তত্ত্ব বুঝাইয়া দিবে?

ঐ যে বিটপীর শাখায় ক্ষুধার্ত্ত মানব বৃদ্ধিকের পর্ণপালে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে—আমরা হিংস্র ব্যাঘ্রাদি প্রাণহন্তারী নিরীহ পশুকুলের প্রতি লোলুপতা প্রকাশ করিতেছে—কিংবা বুদ্ধি-বল-কৌশলপূর্ব্বক ঐ যে মানব পশুপক্ষি উদ্ভিদগণের প্রতি হিংসা প্রকাশ করিয়া ঐগুলিকে স্বীয় ভক্ষ্য-জ্ঞানে হিংসাবৃত্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেছে—যাহারা বৃক্ষলতাদিতে জীবনীশক্তি সুখদুঃখানুভব শক্তির পূর্ণ পরিচয় পাইয়াও উহাদিগকে হিংসা করিতে বিরত হইতেছেন না—কে আমায় এই সকল হিংসাপরায়ণ শত্রুর পক্ষতাচরণ হইতে উদ্ধার করিবে?

"যাজ্ঞেসু-সজ্জতে দীন যথা যাত
তীর্থ ভ্রমণে"—

বাল্যকালে মাইকেলের কবিতাটি এই কথা পড়িয়াছিলাম। শিক্ষক মহাশয় বুঝাইয়াছিলেন, দরিদ্রব্যক্তি অর্থের অভাবে তীর্থে যাইতে পারে না। সুতরাং যখন ধনী তীর্থে গমন করেন, তাঁহার অনুগত হইয়া অর্থহীন ব্যক্তি বা কৃতার্থ তীর্থে গমন করে। বাল্যকাল অনেক দিন চলিয়া গিয়াছে। যৌবনের বিবিধ বিলাসে গা ঢালিয়া দে মহামূল্য সময়ের ক্ষণিকতা উপলব্ধি করিবারও সুযোগ পাই নাই। যাহা হৌক, আজ প্রৌঢ়ত্বের প্রান্তরে দাঁড়াইয়া দিতেছিলাম এমন, সময়ে কে আমার হাত ধরিয়া টানিলেন, বলিলেন, "ওরে অবোধ, আর কতকাল এইভাবে হাসাগুড়ি দিয়া কাটাইবি? আয়, আমার সঙ্গে চল্। তো'কে তীর্থে লইয়া যাইব। আমি 'যাজ্ঞেসু' নই, আমার অর্থ নাই; আমি দীনদরিদ্র। কিন্তু তবুও তোর মত সমস্ত জীবকে আমি একটু সেবা করিতে চাই। তোর গায় আঁচড় লাগিবে না—তুই একটু হাসাগুড়ি ছাড়িয়া আমার সঙ্গে চল্, যে ঘরে পাইবি—রাজার হালে তীর্থ ভ্রমণ ঘটিবে।"

আমি বিষয়াবিষ্টা গর্ত্তের কৃমি। এক মুহূর্ত্ত বিষ্ঠা ত্যাগ করিলে, আমার অসুস্থতা উপস্থিত হয়। কিন্তু জানি না সেই আহ্বানের কি মোহিনী শক্তি। আমায় তাহা বিষয়াবিষ্ট কীটকে ভুলিয়া আনিলেন। গৌড়ীয় মঠে আসিয়া "শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমায়" স্রোতে ভাসিলাম। হাবড়ার ময়দানে ছোট গাড়ীতে উঠিলাম। প্রথমতঃ গাড়ীগুলির ক্ষুদ্রতা দেখিয়া মনটা কেমন করিয়া উঠিল। সেই বিষ্ঠাগর্ত্তের আরও কতকগুলি কীটের কথা মনে পড়িল। মনে পড়িল, সেই তরীর কলের ক্ষুদ্র গাড়ীটীর কথা। আহা! খুকু আমার কচি হাতে কেমন সুতা টানিয়া ইঞ্জিনটী মেঝেতে চালায়! এইভাবে কিছুক্ষণ মেঝের ইঞ্জিন দর্শন করিতেছিলাম, এমন সময়ে কে ডাকিল "কার্ত্তিক!" আমার চমক ভাঙ্গিল। দেখিলাম সম্মুখে যেন আঁটপুর। বিদ্যাকল্পতরুর বাগানের

অন্তরালে প্রবেশ করিলেন। সঙ্গীয় ব্যক্তিবর্গ আমায় গাড়ীর ভিতর টানিলেন এবং আমার হাত ধরিয়া তুলিয়া লইলেন। কাণে পড়িতেছিল যে, বাজারাস্তায় সঙ্গে সঙ্গে অনায়াসে তীর্থ ভ্রমণ ঘটে, কিন্তু এ কি! ইহারা যে বৈষ্ণবধারী ভিক্ষুবেশধারী অভিজন, এদের কি সামর্থ্য, আমার ন্যায় বিদেশীকে পুতুলের ন্যায় এই মুহূর্তে চালনা করিলেন। নামিয়াই কীর্ত্তনের রোলে বনরাজি কম্পিত হইল। গ্রাম্য গ্রামবাসী বিশ্রামবধূ। অবলীলাক্রমে ভাসু করিয়া কীর্ত্তনের মাধুর্য্য আস্বাদনে ছুটিয়া আসিতে লাগিল। কীর্ত্তনস্রোতে সমস্ত বিশ্ব একাকার দিয়া অপূর্ব্ব আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে শ্রীল পরমেশ্বরী ঠাকুরের প্রপাটে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। সম্মুখে বিশালকায় বহুল বৃক্ষ স্নিগ্ধ ছায়া বিস্তার করিয়া অনন্তশয্যা ধারণ করিয়া ঠাকুরের নিত্য সেবায় প্রস্তুতমান। ঠাকুরের সমাধির উপরে কৃষ্ণপ্রিয়া শ্রীতুলসী। পরমহংস ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামীপ্রভু সমাধি-মন্দির দক্ষিণে রাখিয়া বামক্রম পরিক্রমণ করিলেন। সঙ্গীয় ভক্তগণ কীর্ত্তন-মুখে প্রভুর অনুগমন করিলেন।

অনন্তর শ্রীল পরমেশ্বরী দাস ঠাকুরের শ্রীপাটে গমন করিলাম। সিংহাসনে দক্ষিণে শ্রীবলরাম, তৎপর শ্রীগোবিন্দ, বামে শ্রীরাধাঠাকুরাণী, ভূমিতে এক পার্শ্বে পুস্তকের আসনে উপবিষ্ট এক মনুষ্যদেহ। পরিচয়ে জানা গেল সেই দেহটী——চট্টোপাধ্যায়; সদ্গুরুর কৃপায় সংযুক্ত হয় নাই। বেতনের বশবর্ত্তী হইয়া কলের ন্যায় স্বরূপদাদি শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে চালনা করেন। মন্দিরের বর্ত্তমান সেবাইত——অধিকারী। দেহে 'আমি'বুদ্ধিসম্পন্ন। দেহের পরিচয় দিলেন 'বৈদ্য', বর্ত্তমান ব্যবসায় করিরাজী।

পরমহংসঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনি অধিকারী, —শ্রীভগবানের নিত্যসেবার অধিকারপ্রাপ্ত। নিত্যসেবায় অধিকার নিত্য। তবে আপনি মুখে অধিকারী বলিয়া কার্য্যে অনধিকারীর বৃত্তির পরিচয় দিতেছেন কেন? কত দিন এইভাবে অধিকারচ্যুত হইয়াছেন? কিংবা কত দিন এই অধিকারস্রোত আপনাদিগের নিকট রুদ্ধ! কত দিন এই দিব্য নিত্য স্রোতস্বিনীর স্বচ্ছ সলিলের অবগাহন হইতে বঞ্চিত? অধিকারী-পরিচয়াকাঙ্ক্ষী সেবাইত প্রথমতঃ ঠাকুরের কথার তাৎপর্য্য বুঝিতে অসমর্থ হইলে, পশ্চাৎ হইতে এক মূর্ত্তি অগ্রসরমান হইয়া বলিয়া উঠিলেন "প্রভো! ইনি আমার জ্ঞাতি। আমার নাম——গুপ্ত। আপনি যথার্থই বলিয়াছেন, আমরা বর্ত্তমানে অধিকারচ্যুত। আমাদের সেবাতে অধিকার নাই। জ্ঞাতি-ব্রাহ্মণগণ আমাদিগের জ্ঞাতি-বিচারে আমাদিগকে সেবার অনধিকারী বিবেচনা করেন। সমাজের ভয়ে আমরা ভীত। শ্রীভগবানের সেবাকে আমরা স্বীয় সমাজের অধীন বোধ করি। কিন্তু যে সমাজের ভয়ে আমরা ভীত, সেই সমাজের এমন সাহস বা সামর্থ্য নাই যে, আমাদের ন্যায় অনধিকারীর নিকট অধিকারী উপাধিটী কাড়িয়া লন। দাউকাকের ধার করা মযূর পুচ্ছগুলি টানিয়া ফেলিবার কাহারও সাহস হচ্ছে না, কারণ তাহারা নিজেই ময়ূরপুচ্ছে সাজিয়া আছেন। নিজের স্বাভাবিক পালক চাবাইয়া পর-পালকে দেহে আচ্ছাদন করিয়া বেশ পেখম ধরিয়া নৃত্য করিতেছেন। প্রভো! আপনি ঠিক ধরিয়াছেন। এখন ধরা কেহ ধরে নাই। আপনি পর-পালকে সাজা নহেন। তাই আপনার এই দর্শন—তাই আপনার এই সাহস। প্রভো, কবে আমাদের সেই শুভদিনের উদয় হইবে? কবে আমরা আমাদের স্বরূপের পরিচয় প্রদানে অধিকার লাভ করিব?

তত্ত্ববিজ্ঞান

শক্তি ও শক্তিমান্।

অধিষ্ঠীয় তত্ত্বজ্ঞান, কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্,
শ্রীহরি গোবিন্দাপরনাম।
অন্বয়তত্ত্ব স্বয়ংসিদ্ধ, রূপগুণে অনুপম,
শ্রীধামমুকুন্দ অভিরাম॥ ১॥
শুন গোপীনাথের চরণ।
অশোক অভয়পদ, কর ধন সম্পদ,
নিষ্কপটে লইয়া শরণ॥ ২॥

ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ, সচ্চিদানন্দদেহ, সর্বেশ্বর, সর্ব্ব ইষ্ট,
কারণ কারণ সর্ব্বধাম।
অনাদির আদি তেঁহ, সর্ব্ব রূপ সর্ব্ব শক্তিমান্ ॥ ৩ ॥

সর্ব্বসেব্য সর্ব্বসার, সর্ব্ব অংশ কলা তাঁর,
ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য্যপরিপূর্ণ।
সকল সৌন্দর্য্যসার, মাধুর্য্যের পারাবার,
বিশ্ববিলাসী বিশ্বমোহন ॥ ৪ ॥

চিন্তা মণিসম কৃষ্ণ, সকল সদ্‌গুণপূর্ণ,
সর্ব্বানন্দ সর্ব্বজ্ঞানময়।
কৃষ্ণ সে পরমতত্ত্ব, সব তাঁর বশ্য ভৃত্য,
কৃষ্ণেচ্ছায় সৃষ্টি স্থিতি লয় ॥ ৫ ॥

বিলাসী সচ্চিদানন্দ, মূর্ত্তি সর্ব্বসুখকন্দ,
ঝলমল নয়নাভিরাম।
লাবণ্যামৃতসার, কারুণ্যামৃতাধার,
স্নিগ্ধবর্ণ নবঘনশ্যাম ॥ ৬ ॥

নায়কের শিরোমণি, বিদগ্ধাদি গুণখনি,
পীতবাস গলে বনমালা।
রূপ জিনি কোটী কাম, ত্রিভঙ্গিতে ত্রিধাম,
সৌন্দর্য্যে ভুবন করে আলা ॥ ৭ ॥

সর্ব্বাদ্ভুত চমৎকার, লীলামৃত পারাবার,
অতুল্য প্রেমেতে ভূষিত।
ত্রিজগন্ মানসাকর্ষি, সকল মোহন বাঁশী,
কলকল রবেতে কূজিত ॥ ৮ ॥

ষড়ৈশ্বর্য্য পূর্ণজ্ঞান, লক্ষ্মীকান্ত ভগবান্,
কৃষ্ণের বিলাস নারায়ণ।
সৌন্দর্য্যমাধুর্য্যগুণে, আকর্ষিয়ে তার মনে,
দাসী হৈতে ইচ্ছে লক্ষ্মীগণ ॥ ৯ ॥

অন্য জন কাঁহা নিধি, আপনার রূপ দেখি,
আপনা আপনি মোহে মন।
বশাশ্রয়ে সৌরভ্যে, তাবকাস্তি অভিভবে,
আস্বাদিল মদনমোহন ॥ ১০ ॥

অচিন্ত্যা পরাশক্তি, পরতত্ত্বে নিত্যস্থিতি,
ত্রিপ্রকার জীব চিৎছায়া।
শক্তি হৈতে শক্তিমান, ভিন্ন নহে অবস্থান,
বিবাকৃত "ভয়" যেন "ছায়া" ॥ ১১ ॥

স্বমহিমায় তাঁর স্থিতি, তাঁর ইচ্ছাধীন শক্তি,
তেঁহো সে স্বতন্ত্র ইচ্ছাময়।
পরম পুরুষরাম, নির্ব্বিকার আত্মারাম,
শক্তি স্বীয় বিষয়ে প্রেরয় ॥ ১২ ॥

পূর্ণৈশ্বর্য্য মাধুর্য্য, কৃষ্ণচিদানন্দসূর্য্য,
স্বরূপশক্তি সহ অবস্থিতি।
অনন্যা স্বরূপ যাঁর, কে কহ গণন তাঁর,
চতুষ্পাদ কৃষ্ণের বিভূতি ॥ ১৩ ॥

বিলাসবৈভবাকার, চতুর্ব্যূহ অবতার,
চিচ্চিৎ ব্রহ্মাণ্ডের মাঝে।
স্বাংশকলারূপে হরি, বিলসয়ে অবতরি,
কৃষ্ণ সর্ব্ব স্বরূপের রাজে ॥ ১৪ ॥

ত্রিন পাদ বিভূতি, কৃষ্ণের স্বরূপশক্তি,
ত্রিবিধ রূপে স্ফূর্ত্তি তার।
সদংশে সন্ধিনী নাম, চিদংশে সম্বিজ্ জ্ঞান,
হ্লাদিনী সে আনন্দের সার ॥ ১৫ ॥

সত্ত্ব চিত্ত আনন্দময়, শ্রীকৃষ্ণের মহত্ত্ব,
সচ্চিৎ বৈভব কৃষ্ণধাম।
হ্লাদিনীসঙ্গিনীশ্রেষ্ঠা তার মধ্যে রাধা শ্রেষ্ঠা,
যাহে সুখী সুখময় শ্যাম ॥ ১৬ ॥

চিদানন্দ আখণ্ডল, প্রেম ভক্তিরস তার,
সে মণ্ডলে শ্রীকৃষ্ণ বিলাসে।
ভক্তভাবৈভব গোপী, শ্রীকৃষ্ণের সুখরূপী,
কৃষ্ণে সুখ দেয় নানা রসে ॥ ১৭ ॥

দুই পাদ বিভূতি, তটস্থাখ্য জীবশক্তি,
চিৎসূর্য্যের কিরণ সমান।
বিভিন্নাংশ জীবগণ, তাঁহার অগণন,
চিদানন্দ অণুপরিমাণ ॥ ১৮ ॥

অষ্ট মহাগুণযুক্ত, স্বরূপতঃ মায়ামুক্ত,
কৃষ্ণ প্রভু জীব নিত্যদাস।
অনলের বিস্ফুলিঙ্গ, তৈছে তার স্বীয় লিঙ্গ,
কৃষ্ণসূর্য্য হেতাতেই প্রকাশ ॥ ১৯ ॥

একপাদ বিভূতি বরিয়সী মায়াশক্তি,
সূর্য্যপ্রতিচ্ছবির স্বরূপ।
তাহার বৈভবে বহু, ব্রহ্মাণ্ড সকল তত্ত্ব,
সত্ত্ব-রজ-তম তার রূপ॥ ২০॥
অচিন্ত্য অনন্তশক্তি, কৃষ্ণে নিত্য অবস্থিতি,
তাতে সর্ব্ব হয় সমাধান।
তেঁহ বিশ্ববিলাসী, সর্ব্বজন সুখরাশি,
নিত্যানন্দ তবে আস্বাদন॥ ২১॥
স্বভক্তেরে কৃপা করি, গণ সহ অবতরি,
নিত্যলীলা করেন প্রকট।
হরিদাস কৃপাকণা, পায় ভাগ্যবান্ জনা,
সেবা যদি করে নিষ্কপট॥ ২২॥

বৈষ্ণবদাসানুদাস
কবিভূষণশ্রীদেবেন্দ্র নাথ দেবশর্ম্মা দেবঘরিয়া।

দণ্ডমহোৎসব।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

হাসি মহাপ্রভু আর এক গ্রাস লইয়া।
তার মুখে দিয়া খাওয়ায় হাসিয়া হাসিয়া॥
এইমত নিত্যাই বুলে সকল মণ্ডলে।
দাণ্ডাইয়া রঙ্গ দেখে বৈষ্ণব সকলে॥
কি করিয়া বেড়ায় ইহা কেহ নাহি জানে।
মহাপ্রভুর দর্শন পায় কোন ভাগ্যবানে॥
তবে হাসি নিত্যানন্দ বসিলা আসনে।
পাছে কৃষ্ণী আনোয়া চিড়া রাখিল আগেতে॥
আসন দিয়া মহাপ্রভুকে তাহে বসাইলা।
দুই ভাই মিলে চিড়া খাইতে লাগিলা॥
দেখি নিত্যানন্দ প্রভু আনন্দিত হৈলা।
কত কত আবেশ প্রকাশ করিলা॥
আজ্ঞা দিল হরি বলি করহ ভোজন।
হরি হরি ধ্বনি উঠি ভরিল ভুবন॥
হরি হরি বলি বৈষ্ণব করয়ে ভোজন।
পুলিন-ভোজন সবার হইল স্মরণ॥
নিত্যানন্দ মহাপ্রভু কৃপালু উদার।
রঘুনাথের ভাগ্যে এত কৈল অঙ্গীকার॥

লক্ষলক্ষিরোমণি শ্রীশ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর প্রভাব গভীর কৃপাপাত্রের উপলব্ধি হয়।

শ্রীমদ্বদানাদি ভক্তগণ গোপালাবাবিষ্ট হইয়া সুরধুনী তীরে যেনাতীর স্থানে পুলিন-ভোজন করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু ভাগ্যবান্ ভক্তশিরোমণি শ্রীল রঘুনাথের প্রতি কৃপাপূর্ব্বক চিড়া-মহোৎসবে অলক্ষ্যে যোগদান করিলেন। শ্রীমন্নিত্যানন্দ-কৃপায় এই সকল অলৌকিক ঘটনা সম্পন্ন হইল। এদিকে পানিহাটী গ্রামে মহোৎসব-সংবাদ শ্রবণে সুরধুনী-প্রান্তবাসী পশারীগণ প্রচুর পরিমাণে চিড়া, দধি, সন্দেশ কলা ইত্যাদি লইয়া তথায় বিক্রয় করিতে আসিল।

"যতদ্রব্য লঞা আইসে মূল্য করি লয়।
তারি দ্রব্য মূল্য দিয়া তাহারে খাওয়ায়॥
কৌতুক দেখিতে আইল যত যত জন।
সেই চিড়া দধি কলা করিল ভক্ষণ॥"

ভোজন সমাপ্ত হইলে শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু আচমন করিয়া চারি কুণ্ডীর অবশেষ রঘুনাথকে দিলেন।

অন্য তিন কুণ্ডীর অবশেষ গ্রাস গ্রাস করিয়া সকল ব্রাহ্মণকে দিলেন।

"পুষ্প মালা বিপ্র আনি প্রভু গলে দিল।
চন্দন আনিয়া প্রভুর সর্ব্বাঙ্গে লেপিল॥
সেবকে তাম্বূল লঞা করে সমর্পণ।
হাসিয়া হাসিয়া প্রভু করয়ে চর্ব্বণ॥
মালা চন্দন তাম্বূল শেষ যে আছিল।
শ্রীহস্তে প্রভু সবাকারে বাঁটি দিল॥
আনন্দিত রঘুনাথ প্রভুর শেষ পাঞা।
আপনার গণ সব খাইল বাঁটিয়া॥

এইত করিল নিত্যানন্দের বিদায়।
চিড়া দধি মহোৎসব খ্যাতি নাম যার॥
রঘুনাথ আসি কৈল চরণ বন্দন।
রাঘব পণ্ডিত দ্বারা কৈল নিবেদন॥
অধম পাষণ্ড মুঞি হীন প্রাণাধম।
মোর ইচ্ছা হয় পাও চৈতন্যচরণ॥
বাহন লইয়া চাঁদ ধরিবারে চায়।
অনেক যত্ন কৈনু তাতে কভু সিদ্ধ নয়॥

যতবার আমি গৃহত্যাগ করিয়া পলায়ন করি, মাতাপিতা আমাকে ধরিয়া আনিয়া বাঁধিয়া রাখে। প্রভো! তোমার কৃপা বিনা শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের চরণ পাওয়ার সাধ্য নাই। তোমার অসীম কৃপায় অধম জনেরও মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়। অযোগ্য আমি নিবেদন করিতে ভয় পাই, গোসাঞি! কৃপাপূর্ব্বক আমাকে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরণে স্থান দাও।

"মোর মাথে পদ ধরি করহ প্রসাদ।
নির্ব্বিঘ্নে চৈতন্য পাও কর আশীর্ব্বাদ॥"

প্রভু এই সকৈতব প্রার্থনা শ্রবণে হাস্য করিয়া নিজগণকে বলিতেছেন—

"ইহার বিষয়সুখ উপ্রসুখ সমে।
চৈতন্যকৃপাতে সে নাহি তার মনে।
সবে আশীর্ব্বাদ কর পাও চৈতন্যচরণে॥
কৃষ্ণপাদপদ্মসঙ্গ যেই জন পায়।
ব্রহ্মলোক আদি সুখ তারে নাহি ভায়॥
তবে রঘুনাথে প্রভু নিকটে বোলাইলা।
তার মাথে পদ ধরি করিতে লাগিলা॥
তুমি করাইলে সেই পুনিম ভোজন।
তোমার কৃপা করি মোর কৈল আগমন॥
কৃপা করি কৈল চিড়া দুগ্ধ ভোজন।
নৃত্য দেখি রাত্রে কৈল প্রসাদ ভক্ষণ॥
তোমা উদ্ধারিতে মোর আইলা আপনে।
ছুটিল তোমার যত বিষয়াদি বন্ধনে॥
স্বরূপের স্থানে তোমা করিবে সমর্পণে।
অন্তরঙ্গ ভৃত্য বলি রাখিবে চরণে॥
নিশ্চিন্ত হইয়া যাহ আপন ভবন।
অচিরে নির্ব্বিঘ্নে পাবে চৈতন্যচরণ॥
সব ভক্তস্থানে তারে আশীর্ব্বাদ করাইল।
তা সেবায় চরণ রঘুনাথ বন্দিল॥
প্রভু আজ্ঞা লৈঞা, বৈষ্ণবের আজ্ঞা লৈল।
রাঘব সহিতে নিভৃতে যুক্তি কহিল॥

শ্রীল রঘুনাথ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর ভাণ্ডারীর হস্তে শতমুদ্রা ও শততোলা স্বর্ণ দিয়া নিভৃতে কহিলেন, এখন এ কথা প্রভুকে বলিও না, নিজ গৃহে যাইলে সেই সময় এ বিষয় প্রভুপদে নিবেদন করিও। রাঘব পণ্ডিত কৃপাপূর্ব্বক নিজগৃহে রঘুনাথকে লইয়া ঠাকুর দর্শন করাইয়া প্রসাদী মালা চন্দন দিলেন ও পথের জন্য বহু প্রসাদ সঙ্গে দিলেন।

পুনঃ রঘুনাথ পণ্ডিতকে সবিনয়ে বলিলেন যে, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর ভক্তগণের সেবা করিতে বাসনা করি—

"দশ, পঞ্চাশ, বশ, বার, পঞ্চদশ জন।
মুদ্রা দেহ বিচারিয়া যোগ্য যত হয়॥
সব সেবা করিয়া রাঘব পাশ দিলা।
যার নামে যত রাঘব চিঠি লেখাইলা॥
একশত মুদ্রা আর সোনা তোলা ষাট।
পণ্ডিতের আগে দিয়া করিয়া নিবাট॥
তাঁর পদধূলি লঞা স্বগৃহে আইলা।
নিত্যানন্দকৃপা পাইয়া কৃতার্থ মানিলা॥
সেই হইতে অন্যত্রান্ন না করে গমন।
বাটিয়ে দুর্গাপ্তপে করেন শয়ন॥
তাঁরা জাগি রহে সব রক্ষকগণ।
পলাইতে করে নানা উপায় চিন্তন॥

শ্রীগুরুমালা সেবী॥

ফিরে আয় ঘরে !

স্মৃতির শ্মশানে
কামা-শব-রূপে
মৃত্ত প্রাণে মূঢ় মতি।
যায় অবিরত
শুনকের মত,
খাতাবে অবশ অতি॥
জিহ্বা লেলিহান্
ক্ষুধায় অজ্ঞান,
অন্বেষা ভোজন তবে।
কবিয়া বমন
আবার তখন
করে তাহা সমাদরে॥
আস্বাদনে ক'রে
ছি, ছি, যে কি ল'য়ে
বিভোর সে মোহবশে।
যায় জন্মমৃত্যু
জানে না কি সুধা
কৃষ্ণনাম-তাণ্ডবরসে॥
যে সুধা আনিয়া
আপনি যাচিয়া
বিলাইলা দ্বারে দ্বারে।
গৌরাঙ্গ শ্রীহরি,
ভক্তভাব ধরি,
ভাসি প্রেম-অশ্রু-ধারে॥

(অহো!) কি বন্ধন কাল
ঘোর মায়াজাল
জটিল জঞ্জাল রাশি।
জড়ীব তা'র
এখনো ঘুমায়,
আছে যারে সর্ব্বনাশী॥

(তুই) বারণী মোহিনী
বিষয় কামিনী,
বসিয়া সেই ত বুকে।
মুখ দিয়া, পরে
রক্ত পান করে,
যথেচ্ছ লইয়া সুখে॥
স্মৃত, শ্রুতি, স্মৃতি,—
সবে তা'র প্রতি,
মোহে মতি নানা ছলে।
কুহকে তাহার
দেখে অন্ধকার
শেষে জীব সর্ব্বফলে॥
তাই, সুচতুর
জনে কবি দূর,
গৌড়ীয়-বিধুর বাণী।
জানি বেদ-সার,
নিজ জনে তাঁর
সেবিয়া, বিনাশে গ্লানি॥
বিগত-কল্মষ
তখন সে বশ
করিয়া ইন্দ্রিয়গণে।
সাধুপদবলে
নাশে বৈরীদলে,
পায় সে পরম ধনে॥
সাধি তাই ওরে,
আর মোহ-ঘোরে
থাকিস্ না মূঢ়মতি।
কিসে মুগ্ধ এত ?
কাল-তৃষ্ণা সে ত
চাহিস্ যা' ভোগে অতি,
কা'র অন্বেষণে
মুহ্যমান ভ্রমণে
কুকুরের মত ছুট।

পাইয়া কি ধন
কামনার ধন,
কাহার চরণে লুটে ॥
বলুরে কি চা'স,
তুই কৃষ্ণদাস,
কি অভাব তোর ঘরে।
সুধাধাম পুরে,
তুই 'অাঁস্তাকুড়ে'
মজিস্ কি লাভ তরে ॥
ভুলেছিস্ সব,
আপন বৈভব,
শ্রীনবদ্বীপ সার।
সর্ব্বার্থ সাধন
যে পদচরণ
জাহ্নবীর জন্মধাম ॥
ছি, ছি, ধিক্, ধিক্ !
কি ক'র অধিক ?
সাধিয়ে চরণে ধরি।
আয় নিজ স্থলে,
সাধু-কৃপা-জলে
ধৌত হ'য়ে ত্বরা করি ॥
ওই মুক্তধাম
তব ভজনাগার
অবাধ অজস্র যায়।
আয়) ফিরে আয় ঘরে
সব দূর ক'রে,
গাহি হরেকৃষ্ণনাম ॥

কবিকৃপামৃত—শ্রীচণ্ডীচরণ মুখোপাধ্যায়
শ্রীকৃষ্ণপুর।

সমালোচনা।

শ্রীনবদ্বীপ-দর্শন (দ্বিতীয় খণ্ড) শ্রীগোপীনাথ চৌধুরী সংগৃহীত, প্রথমসংস্করণ, মূল্য তিন আনা। ডবল ক্রাউন ১৬ পেজি আকারের ৪ ফর্ম্মা অর্থাৎ ৬৪ পাতা একখানা পুস্তিকা প্রাপ্ত হইলাম। শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে বাজারে আধুনিক লেখকগণের দুই একটী গ্রন্থ থাকিলেও উক্ত গ্রন্থখানিতে একটু বিশেষত্ব ও মৌলিকত্ব দৃষ্ট হয়। গ্রন্থকার পরের মুখে শুনিয়া বা অপ্রামাণিক যে সে গ্রন্থ হইতে কিছু সংগ্রহ করেন নাই। গ্রন্থে তিনি যেরূপ বর্ণনা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে মনে হইল তিনি স্বয়ং নবদ্বীপের প্রায় সকল স্থানগুলিই স্বচক্ষে পরিদর্শন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার সাধারণ স্থানগুলির তথ্য ও প্রামাণিক গ্রন্থরাজি হইতে উক্ত স্থানসমূহের প্রাচীন ইতিহাস বা কিংবদন্তী সংগ্রহ করিয়াছেন। নবীন গ্রন্থকারের এরূপ সাধু চেষ্টা ও গবেষণা প্রবৃত্তি দেখিয়া আমরা সন্তুষ্ট হইলাম। তবে তিনি স্থানে স্থানে কতকগুলি প্রয়োজনীয় জ্ঞাতব্য বিষয় বাদ দিয়া গিয়াছেন। যেমন তিনি শ্রীগোদ্রুমবীপের মধ্যে শ্রীভক্তিবিনোদঠাকুরের ভজনস্থান স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ ও তাঁহার সমাধির কথা উল্লেখই করেন নাই। শ্রীগোদ্রুমে শ্রীভক্তিবিনোদঠাকুরের সমাধি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শ্রীমোদদ্রুমবীপ বর্ণনেও তিনি 'শ্রীমোদদ্রুম ক্ষেত্রের' কথা উল্লেখ করেন নাই। ইহা ব্যতীত আরও অনেক আবশ্যকীয় কথা বাদ পড়িয়া গিয়াছে। আশা করি গ্রন্থকার মহাশয় দ্বিতীয় সংস্করণে গ্রন্থের কলেবর পরিবর্দ্ধিত ও পরিপুষ্ট করিয়া তাঁহার গ্রন্থে আরও প্রয়োজনীয় তথ্যসমূহের সমাবেশ করিবেন। যাহা হউক আমরা নবীন লেখকের সমৃদ্ধি কামনা করি ও আশা করি তাঁহার লেখনী যেন কোনও ব্যবসায়ী বুদ্ধি দ্বারা প্রণোদিত না হইয়া শুদ্ধ হরিসেবায় নিযুক্ত হয়। আমরা বঙ্গের প্রতি ঘরে ঘরে বাঙ্গালীর ঠাকুর শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থান,

বিজ্ঞেতৃম্, গৌর পার্ষদগণের মিলনভূমি, বিশ্ব, ধন্য, কুলে, গৌরাঙ্গ সমগ্র জগতের মুকুটমণি শ্রীনবদ্বীপধামের বর্ণনা-সম্বলিত "শ্রীনবদ্বীপ-দর্পন" পুস্তকখানা গৃহপঞ্জিকা হইতেও অতি প্রয়োজনীয় আদরের পুস্তকরূপে দেখিতে ইচ্ছা করি।

প্রশ্ন।

পাতঞ্জল দর্শন কহেন—

সতিমূলে তদ্বিপাকো জাত্যায়ুর্ভোগাঃ ॥ ২।১৩ ॥

কর্ম্ম তিন প্রকার—সঞ্চিত, প্রারব্ধ ও ক্রিয়মাণ; প্রারব্ধ কর্ম্ম লইয়া আমরা সংসারে আসি। কেহ যদি কাহাকেও হত্যা করে, তাহা হইলে পূর্ব্ব জন্মের হত ব্যক্তি এ জন্মে হন্তাকে বধ করিবে, কারণ ঘাত হইলে প্রতিঘাত। তাহা ঠিক পর জন্মে, হত ব্যক্তি হন্তাকে বধ না করিতে পারে, কোন জন্মে বধ করিবে তাহা লীলাময়ের ইচ্ছা; কারণ কর্ম্ম অনাদি সুতরাং জন্ম ও অনাদি—

ন কর্ম্মাবিভাগাদিতি চেন্নানাদিত্বাদুপপদ্যতে

চাপ্যুপলভ্যতে চ ॥ বেদান্তদর্শনে ২।১।৩৫

তাহা হইলে হত ব্যক্তি হন্তাকে বধ করিয়া পুনরায় রাজদ্বারে দণ্ডিত হয় কেন?

আশা করি কোন মহোদয় ইহার উত্তর দান করিয়া সন্দেহ দূর করিবেন।

শ্রীবিধুভূষণ শাস্ত্রী, বেদান্তভূষণ, ভক্তিরঞ্জন

কলিকাতা

নিমাই

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

অনেক বেলা হোয়ে গেলো, ছেলে এখনও পাঠশালা থেকে এলো না, বাছা আমার কিছু খেয়ে যায় নি, এত টুহু টুহু কটা সন্দেশ খেয়ে গিয়েছে। বাছার আমার বড্ডো খিদে পেয়েছে। এই বোলে শচীদেবী ভাবছেন আর সংসারের কাজ কোরছেন, এমন সময় নিমাই এসে পোড়লো। নিমাইকে দেখে শচীদেবীর পড় আপদ বেলালো। 'ধন আমার এস' বোলে তাড়াতাড়ি কোলে নিয়ে দুই গালে দুটো চুমো খেয়ে বোল্লেন, মাণিক নাইবে দিইগে চল। বড্ডো খিদে পেয়েছে।

নি। মা, আমি খালা কোরবো। এইবার আমি খালা কোরে আসি।

শ। না ধন, অনেক খালা হোয়ে গিয়েছে নাইবে দিইগে, যারা হোয়ে গিয়েছে। উনি নেয়ে এসে ঠাকুরের ভোগ দেবেন, পেসাদ পেয়ে খালা কোরো এখন।

মায়ের কথা শুনে নিমাই আর কোন কথা কোইল না, চুপ কোরে থাকলো। শচীদেবী নিমাইয়ের হাত ধোয়ে নাওয়াতে নিয়ে গেলে। জগন্নাথ মিশ্রি নেয়ে এসে ঠাকুর পুজো সেরে ভোগ দিয়ে বেরিয়ে এলেন।

শচীদেবী নিমাইকে নাইয়ে দিয়ে ঠাকুরঘর থেকে ভোগ এনে নিমাইকে খেতে দিলেন। নিমাই খেতে খেতে মায়ের কাছে পাঠশালার কথা বোলতে লাগলো। বোল্লে গুরু মশায় বেশ মা! আমাকে কিছু বলে নি। আমার হাত ধোয়ে কাছে টেনে নিয়ে সব সুদি-য়েছে। গুরু মশায় ভাল নয় মা?

শ। হাঁ ধন, গুরুমশায় ভাল। ভালছেলেকে কিছু বলে না।

নি। আমি ভাল ছেলে কেমন নয় মা? আমাকে কিছু বোলবে না।

শ। গুরুমশায় কি বোল্লেন ধন।

নি। আমি সব বোলিচি মা। বাবার কাছে যা শিখেছিলাম সব পোড়ে দিইচি। গুরুমশায় বোল্লে, বেশ ছেলে। আমি পোড়তে পারিনি মা?

শ। সব মোনে ছিল তো ধন?

নি। মা আমার মোনে ছিল। আমি কিছু ভুলি নি। গুরু মশায় বোল্লেন, বেশ ছেলে। আমি ভাল ছেলে, নয় মা?

শ। হাঁ মাণিক, তুমি ভাল ছেলে। যে দাদাদিন

খ্যালা করে না, মন দিয়ে লেখাপড়া করে সেই ভাল ছেলে।

নি। পাঠশালায় অনেক ছেলে আছে, তারাও ভাল ছেলে, না মা?

শ। হাঁ ধন, সবাই ভাল ছেলে।

নি। পাঠশালায় কত বড় বড় ছেলে আছে মা! হাঁ মা! বড় বড় ছেলেরা পড়ে কেন মা?

শ। সব ছেলে মন দিয়ে পড়ে না, গুরুমশায় যা বলেন, মনে কোরে রাখতে পারে না, সেইজন্যে এত বড় হোয়েচে তবু পোড়তে যায়। ওদের বুদ্ধি খুব কম, কিছু বুঝতে পারে না।

নি। আমার বুদ্ধি কম না মা?

শ। না ধন তোমার বুদ্ধি খুব।

এই রকম অনেক কথা হোতে লাগলো। কথা কোতে কোতে মা ও ছেলেতে হোতে নিমাইয়ের খাওয়া হোয়ে গ্যালো। শচীদেবী নিমাইয়ের হাত মুখ বেশ কোরে মুছিয়ে দিলেন। এই বার আমি খ্যালা কোরে আনি, বোলে নিমাই দৌড় মারলে। শচীদেব পেছু পেছু বোলতে বোলতে গেলেন, ধন আমার যেও না, মেজে রোদ্দুর পোড়চে। আমি তোমার খ্যালার সাতিদের ডেকে এনে দিচ্চি, ঘরে বোসে খ্যালা কোরো। নিমাই সে কথা শুনলো না, আরো দূরে গিয়ে পোলো। শচীদেবী তখন চেঁচিয়ে বোলতে লাগলো, নিমে তুই যাস্‌নে, আমার কথা শোন, কিরে আয়। রোদ্দুরে অসুক কোরবে, কিরে আয়। নিমাই কোন কথা শুনলো না, দৌড়িয়ে গিয়ে একটা গলির ভেতোর ঢুকে পোলো, শচীদেবী আর দেকতে পেলো না; বোকতে বোকতে বাড়ী ফিরে এলেন।

জ। এ'লো?

শ। হাঁ ও সে ছেলেই বটে! খ্যালার ঝোঁক উঠলে আর হুঁসে নেই। কার সাধ্য আটকায়!

জ। আমি কি সাদ কোরে বোলি, ওর কিছু হবে না। বার পাঠশালা উপোরে এত মন তার কখন লেখা পড়া হয়?

শ। হবে দেকো। ছেলে মানুষ লেখা পড়া শিকলে কি হয়, ওর কি আর সে বোধ আছে?

জ। তুমিই তো ছেলেটাকে মাটী কোরে ফেলেচো, তবে একটা গুণ দেখলাম বড় আশ্চর্য্য। সকাল বালা হাতে খড়ি দেবার সময় যে অক্ষর কটা লিখিয়ে ছিলাম, সেগুলো নিজে নিজেই সব শিকে ফেল্লে। যেমন কোরে পড়িয়ে ছিলাম তার চেয়েও ভাল কোরে পোড়ে দিলে। আবার পাটশালে গিয়েও তেমনি কোরে সব লিকে পোড়ে শুনিয়ে দিলে। বিষ্ণু পণ্ডিত দেকো একেবারে অবাক্ হোয়ে গেলেন। বোল্লে দুমাসেও কোন ছেলে এরকম শিকতে পারে না। কিন্তু এ রকম খ্যালা কোরলে তো আর এ গুণ থাকবে না, সব তোঁতা হোয়ে যাবে। যা হোক এ কি রকম ছেলে, তা বুঝতে পাল্লাম না।

শ। বাবা তো বোলেচেন মহাপুরুষ, তাই হয় তো হবে।

জ। তা কি জানি। এত খ্যালা কোরলে যে লেখা পড়া হবে, তা তো মনে বলে না।

শ। না, বড় হোক দেকো। বাবার কথা তো মিথ্যে হয় না জানি, তবে—

জ। তবে আর কি, আমার যা ভোগ আছে তা তো ভুগি। তার পর যা হয় হবে।

শচী দেবী আর জগন্নাথ মিশ্র দুজনে অনেকক্ষণ বোসে নিমাইয়ের এই সব কথা বলাবোলী কোরে, জগন্নাথ মিশ্রি পেসাদ পেয়ে এসে বিশ্রাম কোরতে লাগলেন, শচীদেবী পেসাদ পেতে বসিলেন।

খ্যালা পোড়ে গ্যালো, রোদের আর জোর নেই দেকে, বাই খান কতক ভাল পাতা দেকে আনি বোলে, জগন্নাথ মিশ্রি বাড়ী থেকে বেড়িয়ে গেলেন। সন্ধ্যার পর কতক গুলো ভাল পাতা হাতে কোরে এসে, শচী দেবীকে বোল্লেন এই নাও, ভাল পাতা গুলো রেকে দাও, কাল সকালে ওকে পাটশালে যাবে দিও, গুরু মশায় ভালপাতা নিয়ে যেতে বোলেচেন। শচীদেবী ভালপাতাগুলো হাতে কোরে বল্লেন, কাল তো তুমি ওর সঙ্গে যেতে পারবে না, ওকে পাটশালায় রেকে আসবে কে? ছোট ছেলে একা ছেড়ে দিতে ভয় হয়। তা ছাড়া দিনেও তো যেতে পারবে না।

ঞ। হাঁ ও তোমার সেই ছেলেই বটে। এই দোষের মধ্যে ওর কোন কারসা চিনতে বাকী আছে কি? আমার এত বয়েস হোয়েচে, আমি যে জায়গা না চিনি ও সে জায়গা চেনে। সমস্ত লোকের ঘরে ঘরে ঝাড়াবে, মুচ কি তাই? বেড়ান? কারো ছেলে বেকলেই তাকে কাঁদাবে। কোন ছেলের কানের ওপোর ঘুক নিয়ে এমন জোরে ফুঁ-র-র-র চোঁচাবে যে, তার কোন কালা পালা হোয়ে যাবে—তালা হোয়ে যাবে। এমন ছেলে আমি কোথাও দেখিনি। বিশ্বরূপের আমার কোন দোষ নেই—সোণার ছেলে, ঝাড়ায় নেহাত ভাল মানুষ। কারো সঙ্গে কোন ঝগড়া কি কারো কখন চড়া কথাটা পর্য্যন্ত বলে না। সব সময়ই দেখতে পাই, পুঁথি পোড়চে। ঝালা কি রকম তা জানে না। আর এ ছেলে হোয়েচে তারা মারা। এমন সময় নিমাই এসে পোলো। দেখে জগন্নাথ মিশ্রির বড় রাগ হোলো। দুপুরের আগে ঝালা কোথাতে বেরিয়েচে, আর এই রাত্রি হোয়ে গ্যালো তবে বাড়ী এলো। হোয়ে দু'ঘা মারবেন দেখে, বালিক আমার এসো বোলে শচীদেবী তাড়াতাড়ি কোলে কোলে নিয়ে হাত পা ধুইয়ে দিতে নিয়ে গেলেন। দেখে দেখে জগন্নাথ মিশ্রি রাগে গর গর কোরতে লাগলেন, বোল্লেন কেবল সোহাগ দিয়েই ছেলেটার পরকাল ঝরঝরে কোরে ফেল্লে। হাও বা একটু কিছু হতো, এরকম আদর পেলে তা ও আর হবে না। এই সব বোলতে বোলতে আহ্নিক কোরতে চোলে গেলেন।

শচীদেবী নিমাইয়ের সব গা হাত পা বেশ করে মুছে মুচিয়ে খাবার দিলেন। নিমাই খেতে খেতে বোল্লে, কা'ল আমি পাঠশালে যাব না মা? আমার যে তাল পাতা লাগবে তা কৈ?

শ। তাল পাতা তো ঐ এনে দিয়েছেন। একা কার সঙ্গে যাবে ধন, তাই ভাবচি। উনিতো কা'ল তোমার সঙ্গে যেতে পারবেন না, কি কোরে যাবে ধন সেই ভাবনা।

নি। মা আমি একেলাই যাবো, কারো সঙ্গে যাবো না।

(ক্রমশঃ)

আনুগত্য।

(১)

আনুগত্য বা শরণাগতি বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রাণ। ইহার অভাবে, অপ্রাকৃত তত্ত্ব চিন্ময়বিগ্রহ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ-তত্ত্ব, জীবের প্রাকৃত ভোগবুদ্ধি দ্বারা চালিত মনঃ কল্পীত কেমনেও কদাপি প্রাপ্তব্য নহে। তাই শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর এই অচিন্ত্য ভেদাভেদ তত্ত্ব অর্থাৎ পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ তত্ত্বটী কাহাকেও জানিতে আবশ্যক হইলে, প্রথমতঃ জীবের কি করা কর্ত্তব্য সে সম্বন্ধে এই উপদেশ করিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপ্রভু জীবে দয়া করি।
স্বপার্ষদে নীজ ধাম সহ অবতরি।
অত্যন্ত দুর্লভ প্রেম করিবারে দান।
শিখায় শরণাগতি ভকতের প্রাণ।
দৈন্য আত্ম নিবেদন গোপ্তৃত্বে বরণ।
অবশ্য রক্ষিবে কৃষ্ণ বিশ্বাসপালন।
ভক্তি অনুকূল মাত্র কার্য্যের স্বীকার।
ভক্তি প্রতিকূল ভাব বর্জ্জনাঙ্গীকার।
ষড়ঙ্গ শরণাগতি হইবে যাহায়।
তাঁহার প্রার্থনা শুনে শ্রীনন্দকুমার।

প্রথমেই দৈন্য চাই। কেননা কল্পীত অবস্থায় থাকাতে, জীব কখনই শ্রীভগবানের শরণাপন্ন হইতে চাহে না।

ন যৎপ্রপদ্যন্তশ্রীভির্নিষেব্যমাণমন্বহঃ পুমান্
নৈবার্থদোঽন্যদ্যাচ্ঞাভিরাত্মা যৈ স্বাত্মকিঞ্চনপ্রিয়ঃ।

যাঁহারা সর্ব্বস্ব অর্থাৎ সমস্ত কল্পীত অভিমান ত্যাগ করিয়া, সর্ব্বেন্দ্রিয় দ্বারা হৃষীকেশের সেবায় নিযুক্ত আছেন, এমন যে অকিঞ্চন ভক্ত তাঁহার নিকটেই হৃষীকেশ প্রকাশিত হন। নতুবা যাঁহারা অনিত্য দেহ মনের অভিমানে সর্ব্বদাই স্ফীত আছেন, তাঁহার নিকট শ্রীভগবান কদাপি প্রকাশিত হন না।

(ক্রমশঃ)

শ্রীচৈতন্যমঠ ও শ্রীগৌড়ীয় মিশনের
প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট
ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস
শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী
ঠাকুরের কৃপাশীর্ব্বাদপুষ্ট
ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ
কর্ত্তৃক
কলিকাতা বহুবাজার ১নং মাধব গৌড়ীয় মঠ হইতে
প্রচারিত।

গৌড়ীয়

তৃতীয় খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার ১২ই বৈশাখ ১৩৩২, ২৫শে এপ্রিল ১৯২৫ | ১৪শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ।

শ্রীমদ্ভাগবত-প্রচারিত শুদ্ধভজন প্রণালীর যে কিরূপ অপব্যবহার হইয়াছে তাহা, শুদ্ধভক্তগণ সর্ব্বদাই লক্ষ্য করিতেছেন। অপব্যবহার শুদ্ধভক্তির অভাব হইতেই উৎপন্ন হয়। দ্বিতীয়াভিনিবেশ হইতে কৃষ্ণসেবাবৃত্তির অভাব ঘটে।

শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী ত্রিদণ্ডিপাদ বলেন "কালঃ কলির্বলিন ইন্দ্রিয়-বৈরিবর্গঃ শ্রীভক্তিমার্গ ইহ কণ্টক-কোটিরুদ্ধঃ। তাবা ক যামি বিকলঃ কিমহং করোমি চৈতন্যচন্দ্র যদি নাদ্য কৃপাং করোষি।" শ্রীচৈতন্যদেবের প্রকটকাল হইতেই ভক্তির নামে নানা বিধ অভক্তির অনুষ্ঠান আরম্ভ হওয়ায় শ্রীত্রিদণ্ডিপাদের এই অনুতাপ।

অসৎ সঙ্গ দিন দিন বৃদ্ধি পাইয়া শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব-পরিচয়াকাঙ্ক্ষীর মধ্যে দুর্গন্ধ ও পবিত্রতার অভাব সাধন করায় তদ্বিপরীতক্রমে শ্রীচৈতন্যদেবের ইচ্ছা-ক্রমেই "গৌড়ীয়" সাময়িক পত্রের আবির্ভাব। শুদ্ধভক্ত-সম্প্রদায় শ্রীগৌড়-মণ্ডলের সকারিত শক্তির মালিক শ্রীরূপের অনুগতো এই পত্রের পরিচালন করেন। যাঁহাদের মধ্যে এই পত্র পঠিত হয়, তাঁহারা অনেকেই শ্রীরূপানুগ শুদ্ধভক্ত। আবার যাঁহারা বিদ্ধাভক্তিকে শুদ্ধাভক্তি বলিয়া ভ্রম করেন তাঁহারাও কেহ কেহ ইহা পাঠ করিয়া বৈষ্ণব-অপরাধে পতিত হন। প্রতিষ্ঠাশাপন্ন অবৈষ্ণবগণ আপনাদিগকে বৈষ্ণব বলিয়া অভিমান করায় অনভিজ্ঞ অবৈষ্ণবগণ তাঁহাদিগের কাপট্য ও কৃত্রিম বৈষ্ণবকেই বৈষ্ণবতা বলিয়া ভ্রান্তি করেন।

শুদ্ধভক্তের প্রতি কোন রূপানুগের মিত্রতার অভাব থাকিতে পারে না। সেখানে রূপানুগতার নামে কপটতা, তথায় তাদৃশ কাপট্যে আঘাত লাগিলেই নিজমূর্ত্তি প্রকাশ হইয়া পড়ে। টাকা বাজাইয়া লইতে হয়, নতুবা মেকিকে আসল বলিয়া বুঝিতে না পারিলে পরিশেষে অসৎসঙ্গই হইয়া পড়ে। এজন্য শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—হরেঃ কৃষ্ণস্য দুষ্পন্থা সদ্ভিঃ সদ্ভিঃ সেবিতো বুধৈঃ। সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ।

বৈষ্ণবের স্বভাব আচার্য্যানুগতা বা রূপানুগতা। তাহা যে স্বীকার করিয়া লইলেই বৈষ্ণবনিন্দা তর্কের বাধা যায়। শিক্ষকের নিকট শাসিত হইতে গিয়া বালকের শিক্ষকের বিদ্যাপরীক্ষা গ্রহণ শিক্ষালাভের পথে অন্তরায়। "তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।" এই উপদেষ্টৃপদেশের প্রতিপক্ষে দাঁড়াইয়া কণ্টকীস্বভাবে বৈষ্ণব-গুরুর নিকট গমন করেন, তাঁহাদের অসদ্চেষ্টা প্রকারান্তরে বাহির হইয়া পড়ে। পুতনা কৃষ্ণসেবাভিলাষিণী হইয়া স্তন্যদানে ধাত্রী বেশিয়া অসুরের ভ্রান্তি হয় নাই। তিনি একটা কাপট্যের সমুচিত শাস্তি বিধান করায় কণ্টকুল কৃষ্ণের বৈদগ্ধ্যভাব লক্ষ্য করিয়া তাঁহাকে উদ্ধত বলিতে পারে। কিন্তু বিজ্ঞ বৈষ্ণব, সাধারণ মৎসরতাপূর্ণ অবৈষ্ণবের ন্যায় কেবল কপট দৈন্যের অভিনয় করেন না। অবৈষ্ণব বলেন, আমার অবৈষ্ণবতাই প্রাকৃত বৈষ্ণব; সুতরাং তিনি শুদ্ধ বৈষ্ণবে বিদ্বেষ করিয়া থাকেন, আমিও শুদ্ধ বৈষ্ণবে বিদ্বেষ করিয়া গুরুসেবা করিব।

আমার বৈষ্ণববিদ্বেষী গুরুকে যিনি অবৈষ্ণব বলিয়া তাঁহার সঙ্গত্যাগ করিবেন, আমি তাঁহাকেই দণ্ডবিধান করিব। কিন্তু শ্রীরূপানুগ শ্রীপাদ জীব গোস্বামী বলেন, বৈষ্ণববিদ্বেষী ব্যবহারিক গুরু পরিত্যাগ করিয়া পারমার্থিক গুরুর চরণাশ্রয়ই কর্ত্তব্য—ইহাই শিষ্টাচার। 'জনবাদ' ও বৈষ্ণবের নিন্দা কখনই শ্রোতব্য নহে। কর্ণে হস্ত দিয়া অন্যত্র চলিয়া যাওয়া অথবা সামর্থ্য থাকিলে দণ্ডবিধান করা।

বৈষ্ণবে ছিদ্র থাকিতে পারে, এরূপ বিশ্বাস পোষণ যিনি করেন, তাঁহার বৈষ্ণবে শ্রদ্ধা আছে বলা যায় না। বৈষ্ণবে শ্রদ্ধাবিশিষ্ট জনকেই বৈষ্ণবানুগ বলা যায়। যেখানে অবৈষ্ণবের মাটিয়া থাকে মাটিয়া সেখানেই শ্রদ্ধা সেখানেই অপ্রাকৃত বৈষ্ণবে অশ্রদ্ধা আসিতে হইবে। শাস্ত্রবিচারে অসমর্থ হইলেই যে, বৈষ্ণবকে নিন্দা করিতে হইবে এবং তাঁহাকে পণ্ডিত বলিয়া বৈষ্ণববিদ্বেষরূপ মূর্খতাকে বৈষ্ণবতা বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে এরূপ নহে। বর্ত্তমানকালে সহজিয়া নামক উপসম্প্রদায়ের মধ্যে গুরু বৈষ্ণবকে নিজের ন্যায় দুর্বল ও অক্ষম মনে করিয়া পদে পদে বৈষ্ণবাপরাধে পতিত হইবার যোগ্যতা লাভের সম্ভাবনা। এজন্য সরলতার অভাবকে দৈন্য বলা যায় না। বৈষ্ণবকে মিষ্টবাক্যে আক্রমণ করা দৈন্যের আকৃতি নহে। উহা কপটতা নামক অবৈষ্ণব-বৃত্তির পরিচালনমাত্র। প্রাকৃত সহজিয়া সম্প্রদায়ে চিত্তের মাৎসর্য্য বাহিরে প্রদর্শন করিয়া বৈষ্ণব নামে প্রতিষ্ঠিত লাভ করা একটা রোগ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহার ঔষধদাতা শ্রীরূপ গোস্বামী ও শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর। উঁহাদের প্রতি আক্রমণ করাই প্রাকৃত সহজিয়া-গণের আন্তরিক চেষ্টা।

গুরুর মহিমা যাহা শাস্ত্রে বর্ণিত আছে, তাহা অযোগ্য শিষ্যপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তির সহিত সংযোগ করিতে গেলে শাস্ত্রানুশাসনের পরিবর্ত্তে উহা শাস্ত্রবিদ্বেষ বলিয়াই পরিগণিত হয়। সেইজন্য শ্রীমদ্ভাগবত স্রৌতপথকেই আদর করিয়াছেন। তর্কপথের পথিকগণ গুরুবৈষ্ণবের ছিদ্র দেখিতে পান, কিন্তু শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু তদনুগত জনগণের জন্য নিদর্শনস্বরূপ বলেন "ন প্রাকৃতত্বমিহ ভক্তজনস্য পশ্যেৎ।" গীতায় কথিত হইয়াছে "অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্। সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতো হি সঃ॥" তর্কপন্থিগণ বলেন—আমার বৈষ্ণ-বের গুরু যখন আমাকে তর্কপন্থায় শ্রীরূপানুগ বৈষ্ণব গুরুর বিদ্বেষ করিতে শিখাইয়াছেন, তখন আমি কেন না স্রৌতপন্থা ত্যাগ করিয়া তর্কের দ্বারা বৈষ্ণবের ক্রিয়া মুদ্রাতে ছিদ্র প্রদর্শন করাইই? আমি কেন না শ্রীরূপানুগ-গণকে আমার তর্কপন্থীগুরুর বিদ্বেষকারী জানিয়া তাঁহাদিগকে দণ্ডবিধান করিব? যেহেতু শ্রীগৌরসুন্দর মায়াবাদিগণকে, নাস্তিক স্রৌতপথবিরোধি বৌদ্ধগণকে, কর্ম্মজড় নাস্তিকগণকে আদর করেন নাই, তাহাদের মত খণ্ডন করিয়া দিয়াছেন এবং যেহেতু আমি বৈষ্ণব নামে প্রতিষ্ঠা পাইয়া মায়াবাদীকে, নাস্তিককে, সহজিয়াকে গুরুজ্ঞানে আদর করি; সুতরাং শাস্ত্রবিচারাবলম্বনে আমার গুরুত্বের মতখণ্ডনকারী শুদ্ধ ভক্তগণকে আমি কেন না

করিবেন। তাহাদিগের প্রদর্শিত শাস্ত্র ও সিদ্ধান্তকে অযথা পাণ্ডিত্যপূর্ণ বলিয়া কেন না নিন্দা করিব? শাস্ত্রীয় মতের পরিবর্ত্তে কেন না অশাস্ত্রীয় লৌকিক বিশ্বাস চালাইতে দিব?

শুদ্ধভক্ত শ্রীরূপানুগ গৌড়ীয়গণের সুসিদ্ধান্ত-প্রচারকারী "গৌড়ীয়" সাপ্তাহিক পত্র বলেন, শ্রীগৌরসুন্দর স্বীয় চতুর্ব্বিংশ বর্ষান্ত হইতে অষ্টচত্বারিংশৎ বর্ষ পর্য্যন্ত বিবিংস-সন্ন্যাস-লীলা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তিনি বর্ত্তমানকালের গুরুবর্গোচিত পুরাতন কৌপীন গ্রহণের পরিবর্ত্তে শাস্ত্রীয় ও বৈধ কাষায় বস্ত্র-ব্যবহার-লীলা দেখাইয়াছিলেন। যোগপট্টের সারগ্রাহক বৈষ্ণববেশে কাষায়বসনের আবশ্যকতা নাই ইহাই শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত জানাইয়াছিলেন। অযোগ্য কপিধ্বজীয় কাষায়-বসন বা বিদ্বাভক্তের শুভ্র বসন দ্বারা সংসারমোচনের সম্ভাবনা নাই প্রচার করিয়াছিলেন। শ্রীমায়াবাদগণের বিচারে শ্রীগৌরসুন্দর সম্বন্ধে যে ভ্রান্তি হইয়াছিল, তাহা কলাবধি শ্রীগৌরহরি তাহাদিগকে জানাইয়া দিলে শ্রীসুরধুনীতীর্থবাস তাহা নতশিরে স্বীকার করিয়াছিলেন; আর আজ বিদ্বাভক্ত সমাজ যদি সত্য কথার প্রতিবাদী হন তাহা হইলে তাঁহা-দিগের সত্যনিষ্ঠায় আমাদের শ্রদ্ধা আকৃষ্ট হইবে না। প্রাকৃত সহজিয়াগণ শাস্ত্র আলোচনা করেন না; শাস্ত্রের প্রকৃত তথ্য প্রমাণমুখে জানাইলেও তাঁহারা মূর্খতাবলম্বনে কুতর্ক করেন। শ্রীগৌরহরি অবশ্যই তাঁহাদের একদিন শাস্ত্রদর্শনের সৌভাগ্য দিতে পারেন। কপটতা ও ব্যভিচার যবনের যে বৈধ প্রতিকার শাস্ত্রে লিখিত আছে, তাহা আলোচনা করিলে প্রাকৃত সহজিয়া বা বাটিয়াবুদ্ধি সম্প্রদায়-গণ প্রকৃতপ্রস্তাবে শুদ্ধভক্তি আশ্রয় করিতে পারেন। বিদ্বাভক্তিকে শুদ্ধভক্তগণ কোন দিনই শুদ্ধাভক্তি বলিয়া গ্রহণ করিবেন না। কপট (সাত্ত্বিক?) বিকার, কপট দৈন্য ও মূর্খতাকে কোনদিনই শুদ্ধভক্তগণ বৈষ্ণবতার লক্ষণ বলিয়া গ্রহণ করেন না। "সম্বোধয় আপনারে হীন করি মানে।" ইহা ভুলিয়া গিয়া যে ব্যক্তির প্রতিষ্ঠাশা ধর্ম্মের ভীতি উপস্থিত হয়, তাহাকে কখনই শুদ্ধভক্ত বলিয়া গ্রহণে কাহারও রুচি হয় না। তৃণাদপি সুনীচ বড়ই চতুর। তিনি মূর্খ অভক্ত কপটনিষ্ঠ অকৃত্ত-দৃষ্টিপর ব্যক্তির নিকট স্বীয় সৌভাগ্যের কথার পরিবর্ত্তে নিজ কাষায় বসন ও বর্ণাশ্রমের বাজে কথা বলিয়াই আত্মগোপন করেন। আবার বর্ণাশ্রমনিষ্ঠ অভক্ত শাস্ত্রানীতিগণের মঙ্গলের জন্য নাচিয়ে বর্ণাশ্রমনিষ্ঠার ভূষণাদি প্রদর্শন করিয়াও শ্রীরূপানুগ জীর্ণ মলিন বস্ত্রোচিত কৌপীন বহির্বাসই পারমহংস্য-বেশে তাহাও জানেন।

বৈষ্ণবের বৈধ কাষায় বসনাদি স্মার্ত্তচিহ্নের আবশ্যকতা নাই এবং উহার মূল্য অল্পই, একথা বৈষ্ণবের জানিতে বাকী নাই। অবৈষ্ণবের দর্শনে উহার উপযোগিতা আছে। বিষ্ণুসেবাবাঞ্ছিতা অবৈষ্ণবগণ স্বভাবতঃ ইন্দ্রিয়তর্পণ তাহারা বাহেন্দ্রিয় সংযমনকেই সাধন জ্ঞান করে। আবার প্রাকৃত সহজিয়াগণ বাহ্যে সংযতেন্দ্রিয়ের অভিনয় দেখাইয়া বৈষ্ণবের সহজ-পারমহংস্য-ধর্ম্মকে লোকনিকার বিষয় করিয়া তুলে। প্রাকৃত সহজিয়ার অভিনয় করিতে গিয়া একদিন রামচন্দ্রপুরী শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদের উক্তি প্রচারে নিজ উপস্থিত করেন; আবার আর একদিন শ্রীগৌরসুন্দরের প্রণয় সেবনলীলার বারণ নাই ব্যাঘাত করাইয়া নিজের বিষ্ণু বিরোধিতার প্রচার করিয়াছিলেন। অনভিজ্ঞজনগণকে গৌড়ীয় সম্পাদকগণ ধীরচিত্তে এই সকল কথা আলোচনা করিতে বলেন।

গুরু-প্রশস্তি।

শ্রীশ্রীশ্রীপরমহংস মহারাজো বিজয়তে

সৌম্যঃ রূপঃ বিদিতভুবনে শ্রী প্রণে যস্ত লোকে
বৃন্দারণ্যে বিহরতি সদা শ্রী যুগামানিসখ্যৈঃ।
সখ্যে রাধা সকলসুষমা শ্রী মতীসাকরান্তে
বন্দে তস্ত প্রণতশিরসা প কজং পাদযুগ্মম্ ॥

গোপালান্ যঃ সকলসময়ে স্ব ম্যবাক্যৈর্বশন্ত
গোলোকস্ত্রীমাঃ চটুলনয়নো ম স্বখো দুর্নিবারঃ।
গোষ্ঠে গাতীচরণসময়ে হৃৎ স-মোহী মগে সঃ
শ্রীমামানীম্ সহচরগণান্ স্ব ছটে যো রয়ন্ত ॥

চেতশ্চৌরো বিপিনগমনে ক্ষ ক্ষু-বেণুস্বরেণ
সায়ংকালে বিরহবিধুরা চা বভাব-প্রমোদী।
শ্যামাজোঽসৌ হসিতবদনঃ ক্বা জগতে ধন্য শশ্বৎ
লক্ষ্মীলীলাঃ ময়মমুভগো জো যণো সাধু-সেবী॥

সংসারাব্ধের্বিততসলিলে বি ব্বলোঽহং মুরারে!
যাচে যদ্ধাঞ্জলিরিতি সদা জ ব্বদ্ভুঃখার্ত্ত উচ্চৈঃ।
কর্ত্তব্যঃ তদ্বৃজিনমখিলং ব্বা ব্বকৃতং মন্দবুদ্ধ্যা
দাতব্যঃ তে পদকমলজঃ ভে বিভো মে গতিস্ত্বম্॥

শ্রীবিধুভূষণ পাত্রী, বেদান্তভূষণ, ভক্তিরঞ্জন।
কলিকাতা।

দ্রষ্টব্য। মন্দাক্রান্তাবৃত্তের ৪টি কবিতার তৃতীয় যতির প্রথমাক্ষরে শ্রীশ্রীশ্রীপরমহংস মহারাজের বিজয়তে লিখিত আছে। (১) "শ্রী" ত্রিনয়ন, সাংখ্য ব্রহ্ম, শিব, মহেশ্বর এই তিনের সমাবেশ। (২) হংস—ব্রহ্ম।

কুলিয়া নবদ্বীপের দৌরাত্ম্য।

তৃতীয় বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া গৌরাঙ্গ পত্রিকায় বৈষ্ণবনির্য্যাতন প্রবন্ধে যে ভ্রান্তসংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, উহার প্রতিবাদ করিয়া শ্রীগৌড়ীয় মঠের রক্ষক আচার্য্যবর শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ ভাগবতরত্ন ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় নিম্নলিখিত পত্রখানি লিখিয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরাঙ্গপত্রের সম্পাদক মহাশয়
সমীপেষু—

মহাশয়, বিহিতসম্মানপুরঃসর নিবেদনম্

শ্রীধাম নবদ্বীপে বৈষ্ণবনির্য্যাতন-শীর্ষক প্রবন্ধে যে কয়েকটি অলীক কথা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার সংশোধনের জন্য এই পত্রখানি পাঠাইতেছি। কৃপা করিয়া আপনার ভক্তগণের পাঠ্য পত্রিকার স্থান দান করিলে সুখী হইব।

গত ২০শে ফাল্গুন ১৩৩১ সালে শ্রীধাম পরিক্রমায় যাত্রিগণ পোড়ামতলায় শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের শ্রীবিগ্রহ দর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহারা সেদিন কোন বক্তৃতা করেন নাই; সুতরাং বক্তৃতার ফলে সভার মিল উপস্থিত হয়, ইহা সত্য নহে। ভক্তবিদ্বেষের ফলে মৎসরব্যক্তিগণের দ্বারা উৎপাত উপস্থিত হইয়াছিল। উৎপাতকারিগণের বিরুদ্ধে স্থানীয় পুলিশ থানায় ১৪৭ ধারা অনুসারে ডায়েরী করিতে যাওয়া হয়; কিন্তু পুলিস কর্ম্মচারী সেই ডায়েরী করেন নাই। নবদ্বীপের বৈষ্ণববিদ্বেষী অধিবাসিগণ যে ঢিল ও ইষ্টক ছুঁড়িয়া নিরীহ ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবগণের রক্তপাত করিয়াছিলেন, তাহা কোন বচসার ফলে ঘটে নাই। তাহারা পূর্ব্ব হইতেই বিদেশী যাত্রিগণের প্রতি অত্যাচার করিবার দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় দিবস "অর্দ্ধো দ্বিকো দিগাধীঃ" স্মৃতিবাক্যের ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া ক্রোধে অধীর হইয়া কতিপয় ব্যক্তি ইষ্টক ও লাঠি নিক্ষেপ করিয়াছিল। নবদ্বীপ সহরের গুণ্ডাদের ইষ্টক ও লাঠিতে কয়েকটী নবদ্বীপের দুর্বৃত্তই আহত হয়, গৌড়ীয় মঠের কোন ভক্তই তাহাদিগকে প্রহার করেন নাই। মঠের কেহই যখন আঘাত প্রাপ্ত হন নাই, তখন মঠবাসী কেহই মারামারিতে যোগদান করেন নাই। তাহাদের সঙ্গে নিরীহ যাত্রীগণেরই কয়েকজন আহত হইয়াছিলেন। তদবধিজ্ঞায় কয়েকটী যাত্রী ব্রাহ্মণ, যাত্রী ভক্ত ও কয়েকটী দুর্ব্বৃত্ত সহরবাসী আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শ্রীগৌরসুন্দর সকলকেই দুর্ব্বৃত্তগণের হস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছেন, শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ানাথ শ্রীগৌরসুন্দরের গৌড়ীয় মঠের প্রতি ইহাই অলৌকিক কৃপা। কেবল দুর্ব্বৃত্তগণ আমার জামা ছিঁড়িয়া একটী মূল্যবান্ ফাউন্টেন পেন ও কিছু নোট অপহরণ করিয়াছিল। শুনিয়াছি থানায়ও সংবাদ দেওয়া হইয়াছে। দুঃখের বিষয় দুর্ব্বৃত্তগণ কয়েকখানি খোল ভাঙ্গিয়া দিয়াছে ও কয়েকটী নিশান নষ্ট করিয়াছে এবং শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর জনৈক গোস্বামী প্রভুর প্রতি নিতান্ত দুর্ব্বিচার করিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিয়াছিল; কিন্তু তিনিও শ্রীনিত্যানন্দের কৃপায় অনাহত হইয়া গৌড়ীয় মঠে ফিরিয়া আসিয়াছেন। দুর্ব্বৃত্তগণের অনেকেরই পরে পরিচয় পাইয়াছি; তাহারা লজ্জিত হইবেন বলিয়া তাহাদের নাম এখানে লিখিলাম

না। শ্রীবিষ্ণুবৈষ্ণবরাজসভায় পাত্ররাজ মহোদয় স্বয়ং ওপরবিচ্ছাক্রমে একটী নিভৃত স্থলে কিছুক্ষণ বসিয়াছিলেন, তাঁহাকে কেহই আটক করে নাই। দারোগা মহাশয়ের সমভিব্যাহারে তিনি নির্ব্বিঘ্নে থানা হইয়া শ্রীমায়াপুরে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ানাথের চরণে অনাক্রান্ত ভাবে পৌঁছিয়াছিলেন। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ানাথের কৃপায় তাঁহাকে কোন প্রকার অসুবিধায় পড়িতে হয় নাই। অধিকন্তু শ্রীপাচুগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার নিকট স্বীয় অপরাধ ক্ষমাপণ লইয়াছেন। শ্রীনবদ্বীপচন্দ্র উক্ত ঘবনকে ঔদ্ধত্যের পরিবর্ত্তে সংবুদ্ধি দান করিয়াছিলেন। বিদ্রূপব্যবসায়িগণ গৌড়ীয় মঠের ভক্তগণের বিরুদ্ধে গোপনে যে বিষের পোষণ করিতেছিলেন, তাহার ফলেই এই বিভ্রাট ঘটিয়াছে আমরা জানিতে পারিয়াছি। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াপতি তাহাদের সুমতি ও সরল বুদ্ধি প্রদান করুন।

বৈষ্ণবদাসানুদাস, শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ
২৯শে চৈত্র ১৩৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠরক্ষক।

প্রেরিত পত্র।

জলপাইগুড়ি হইতে শ্রীযুক্ত যাদবচরণ গোস্বামী ভেড়ুপণ্ডিত মহাশয় লিখিয়াছেন—

পরম পূজনীয় শ্রীগৌড়ীয়ের সম্পাদক মহোদয়গণ, আমার ভূমিগত শত সহস্র দণ্ডবৎ প্রণামপ্রণতি করিবেন। আপনাদের শ্রীচরণ পাশ হইতে আসিয়াবধি সর্ব্বদা পরমারাধ্য শ্রীশ্রীপ্রভুপাদের শ্রীশ্রীচরণযুগল স্মরণ করিয়াই গৃহাভ্যন্তরে আছি। তাঁহার কৃপায় শ্রীহরিবাসর মধ্যে মধ্যে আনন্দ দান করেন।

কত দিনে আপনাদের দ্বারে কুকুর হইতে পারিব জানি না। আমি অতি অধম দীনাতিদীন পামর নিজ কর্ম্ম-দোষে কুবুদ্ধিপরায়ণ হইলেও আপনাদের কথা ছাড়া অন্য কথাগুলি মোটেই সহ্য হয় না। এই কথাগুলি যেন প্রকৃত সত্য, তাই আনন্দ পাওয়া যায়। ইহাতে বুঝি যে আপনাদের কৃপাকুপ্রহে বহুজন্মের পূর্ণ আবর্জ্জনা ক্রমশঃ দূরীভূত হইয়া সত্য অনুসন্ধানে হৃদয় প্রবৃত্ত হইতে চায়।

শ্রীগৌড়ীয় কয়েক সংখ্যায় ও অন্যান্য সাপ্তাহিক পত্রিকায়, মাসিকপত্রিকায়, শ্রীনবদ্বীপের অমানুষিক অত্যাচারের বিবরণ পড়িয়া আমার পাষাণ হৃদয়ও কাঁদিয়া যাইতে চায় বটে, কিন্তু শুদ্ধ শ্রীবৈষ্ণবগণের দৌরন্ধ্য বুদ্ধি ও প্রচ্ছন্ন সত্য প্রকটকাল আশা করিয়া আনন্দ পাওয়া যাইতেছে।

শ্রীগৌড়ীয় পাঠ করিয়া, এই শুদ্ধ ভক্তি-ধর্ম্ম প্রচারকল্পে গৌড়ীয় শ্রীবৈষ্ণবাচার্য্যগণের অক্লান্ত পরিশ্রমে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর কথা পরম সত্য ধর্ম্মপ্রচারে কার্য্য দেখিয়া অনেক দিন পূর্ব্ব হইতে মনে একটা প্রবল সন্দেহ বাতাস প্রবাহিত হইতেছিল যে, এই দেশব্যাপী হরিবোলধারী পাঠ, কীর্ত্তন, বিগ্রহ ও মঠের ব্যবসায়ীরা কোনদিন আসি সুযোগ পাইলেই একটা মহা অনর্থ ঘটাইয়া দিবে। কুরুরোপীমাত্রই উহাদের দৌরাত্ম্য অবগত আছেন। সেই সন্দেহের স্থান পূর্ব্ব বাঙ্গালা ও শ্রীনবদ্বীপ বলিয়াই মনে হইত। বিশেষতঃ যাঁহারা ধর্ম্ম ও সত্য চান তাহারা মিথ্যাকে সত্যভ্রমে বুঝিলেও যুক্তি পাইলে সংশোধিত হন। শুদ্ধ শ্রীবৈষ্ণবগণ যে, শ্রীমহাপ্রভুর কথা বলেন তাহা চির সত্য। তবে আমরা দুর্দ্দৈব বা দুর্ব্বলতাবশতঃ সম্যক্ গ্রহণ করিতে অক্ষম হইতে পারি; সে অন্য কথা। তাই বলিয়া নিজের অক্ষমতার জন্য শাস্ত্র বা শাস্ত্রবাণী-প্রচারক শুদ্ধ শ্রীবৈষ্ণবগণ কি দোষে দোষী?

শ্রীনবদ্বীপ পরিক্রমাকারী নিরীহ যাত্রীগণ ও শুদ্ধ ভক্তি-ধর্ম্মপ্রচারকগণের উপর যে প্রকারের অমানুষিক অত্যাচার হইয়াছে, তাহাতে আমার মনে একটুকু ও আশ্চর্য্য বোধ হয় না। কারণ আক্রমণকারীরা এত দিন বাহ্য প্রতিহিংসানল প্রজ্বলিত করিয়া স্বীয় স্বীয় ধর্ম্ম আহুতি দিয়া যে গগনস্পর্শী অগ্নিশিখা উত্তোলন করিয়াছিল, সেই হিসাবে শ্রীনিতাইর ইচ্ছায় স্বাভাবিক শক্তি মোটেই ছিল না বলিয়া বোধ হয়। যাহাদের বেশ, ভূষা, তিলক, মালা, বিদ্যা, জ্ঞান, শ্রীমন্দির, নাটমন্দির, ঠাকুর ভোগ (?) প্রসাদ দান (?) কেবল নিজ ভোগ বিলাসের জন্য, অর্থ

উপাস্তরেই নিহিত; তাহাদের অন্যথা কোন কথাই থাকিতে পারে না। তুষ্যথা বলিয়া কোন শব্দ তাহাদের অভিধানে লিখা নাই। উহারাই প্রকৃতপক্ষে সত্যের নিষ্ঠক ও ভক্তপ্রোহী। এই হিসাবে জগাই মাধাই অপেক্ষা কত নরপশুতে দুষ্কর্মশীল তাহা বলাই বাহুল্য।

তমিলনাড় শ্রীনবদ্বীপধামে (কোলদ্বীপ বা কুলিয়াতে) ভেট নিরাবলী সভা ও আন্দোলন চলিতেছে। যে পর্য্যন্ত এই ভেট প্রথা নিবারিত না হয়, সে পর্য্যন্ত কাহারও টিকেট কিনিয়া ঠাকুরবাড়ী প্রবেশ করা উচিত নয়। সত্যের সঙ্গে যদি আমাদের কোন সম্বন্ধ থাকে, এবং এই নিষ্ঠীব হাস্যোদ্দীপকে যদি আমাদের পিতৃ মাতৃ ও ভ্রাতা ভগ্নী স্থানীয় বোধ করিতে হয়, তবে তাঁহাদের দুঃখে দুঃখিত হইয়া সকলে একযোগে সত্য ধর্ম্ম প্রচারক শুদ্ধ শ্রীবৈষ্ণবগণের শ্রীচরণে কৃপা ভিক্ষা করিয়া, অপরাধ ক্ষমা ও সুবুদ্ধি প্রাপ্তি এবং হিংসাপ্রসূত অপরাধ স্মরণ করিয়া অনুতাপ প্রায়শ্চিত্তের অবসর প্রার্থনা করিতে হইবে। নতুবা সকল প্রকার নির্য্যাতন সহ্য করিয়া কপটভাবে "তুলাবলি" "তুরোবলি" হইলে চলিবে কেন? শাস্ত্রবিগর্হিত কর্ম্ম সুকর্ম্ম বা ধর্ম্মের অঙ্গ মহাজনের পন্থা বলিয়া মানিয়া লওয়ায় কি শাস্ত্র ও মহাজনগণের মর্য্যাদা নষ্ট করা হয় না? অতএব এসম্বন্ধে সকলের অবহিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন মনে করি।

গীত

যথা রাগ—তাল একতালা।

পদ্মার দুলাল, জাহ্নবা জীবন,
উদয় হও, হৃদি মাঝারে।
স্বপন আসন, সাজায়ে রেখেছি,
এস, বস, দেখি তোমারে॥
ভক্তবৎসল নামটী তোমার,
ভক্তহারি তুমি রহিবারে নার
অধম পাপিষ্ঠ, তবে নহ কষ্ট,
যদি হা নিতাই বলে ডাকে উচ্চৈঃস্বরে॥
তোমার শীতল চরণ ছায়ায়,
জগতজনের জীবন জুড়ায়,
ও পদ ভজিলে রাধাকৃষ্ণ মিলে,
তাই তাহা ধরিয়াছি দৃঢ় করে।
অহঙ্কার মদে ভুলি ও চরণ,
অসত্যেরে সত্য হয় যে মনে,
ভবপদ সত্য, ভব দাস নিত্য,
এ বিশ্বাসে দৃঢ় করায় আমারে।
না জানি, কেমনে, ইহা হয় মনে,
আসিয়াছ পুনঃ নবীয়া যেমনে,
পাতিয়াছ হাট, বসি সিংহাসনে,
ভকতিপ্রদীপ নয়নে জ্বলায়ে॥
যুগ হাট পাতি শ্রীব্রজপত্তনে,
শাখা নিস্তারিলে বহুবিধ স্থানে,
শ্রীগৌড়ীয় মঠে, ঢাকা নগরীতে,
হাটকার্য্য সদা চলিতেছে জোরে।
সন্ন্যাসীবৈষ্ণবসহ ব্রহ্মচারী,
পথা মাথে করি, করিতেছে ফেরি,
মধুর কীর্ত্তনে, পথ্যউপহারে,
শ্রদ্ধালব্ধ পথ্য জানায় সবারে॥
জানিয়াছি প্রভু যবন লীলায়,
পাপীতাপী কেহ রহিবে না আর,
(কেবল) আমি অতি দুষ্ট, অধম পাপিষ্ঠ,
পড়িয়া রহিব এই ভবঘোরে।
পড়ে থাকি তাহে দুঃখ কিছু নাই,
ও চরণ যেন ভুলিয়া না যাই,
শুদ্ধভক্তপথ, মায়ার সম্পদ,
কিছু নহয় এই ভিক্ষা করে॥

শুদ্ধভক্তচরণসেবাকাঙ্ক্ষী—
শ্রীনটবর মুখোপাধ্যায়, কুষ্টিয়া।

প্রচার প্রসঙ্গ

ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিস্বরূপ পুরী মহারাজ মানভূম জেলায় কতিপয় ব্রহ্মচারী ভক্তসহ শুদ্ধ হরিকথা প্রচার করিতেছেন, ইহা পাঠকগণ পূর্ব্ব হইতেই অবগত আছেন। শ্রীমদ্ পুরী মহারাজ গত ১৩ই, ১৪ই ও ১৬ই চৈত্র শ্রীনিবাসাচার্য্যপ্রভুর শাখাবংশ বর্দ্ধমানা শ্রীযুক্তা যুগল-কিশোরী দেবী মহোদয়ার ভবনে শ্রীগ্রন্থপাঠ, ব্যাখ্যা ও কীর্ত্তন করিয়াছেন। স্থানীয় বহু সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত ভদ্র-লোক সেই পাঠ ও কীর্ত্তন শ্রবণে পরমপ্রীতি লাভ করিয়াছেন। গত ২০শে ও ২২শে চৈত্র নওয়াপাড় রাজবাটীতে শ্রীমদ্ পুরীগোস্বামীর পাঠ ও ব্যাখ্যা হইয়া-ছিল। রাজাসাহেব শ্রীযুক্ত নীলকণ্ঠ নারায়ণ সিংহ শ্রীমদ্ পুরী গোস্বামী মহোদয়কে প্রথমে তাড়াটিয়া পাঠকগণের অভীষ্ট বিবেচনা করিয়া পাঠ শ্রবণ করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার মহত্ত্বক্ষেত্রের কথা জানিয়া রাজাসাহেব শ্রীমদ্ পুরীগোস্বামীর পাঠ ও ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া এতদূর মুগ্ধ হন যে তিনি স্বয়ংই পুনরায় সেই শুদ্ধ হরিকথা শ্রবণ করিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন। শ্রীমদ্ পুরীগোস্বামীর পাঠ শ্রবণ করিয়া তিনি লোকরঞ্জক ব্যবসায়ী পাঠক ও আচার্য্যগণ শুদ্ধ ও নিরপেক্ষ সত্যকথা প্রচারকারী পাঠকের পার্থক্য বুঝিতে পারিয়াছেন। গত ২১ শে চৈত্র স্থানীয় পোষ্ট-মাষ্টার শ্রীযুক্ত কৃষ্ণগোবিন্দ রায় মহাশয়ের বাটীতে পাঠ কীর্ত্তন হয়। ২৪ শে তারিখে যাদবরায় শ্রীযুক্ত নীল-মাধব দে মহাশয়ের ভবনে শ্রীগ্রন্থব্যাখ্যা ও কীর্ত্তন হয়।

শ্রীমদ্ পুরী গোস্বামী গত ২১ শে চৈত্র ৭ ঘটিকা হইতে রাত্র ১১।০ পর্য্যন্ত শ্রীযুক্ত দীননাথ বাবুর ভবনে স্থানীয় বহু ভদ্র ও ভক্তমণ্ডলীর সম্মুখে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত ব্যাখ্যা ও কীর্ত্তন করেন। পর দিবস ৩০শে চৈত্র বেতনিয়ানিবাসী শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের গৃহে ৩টা হইতে সন্ধ্যা ৬।০ টা ও পরে পুনরায় দীননাথ বাবুর বাটীতে ৭।০টা হইতে রাত্র ১২টা পর্য্যন্ত শ্রীগ্রন্থব্যাখ্যা ও কীর্ত্তনাদি হইয়াছিল। শ্রীমদ্ পুরীগোস্বামী এখনও মানভূম জেলার নানাস্থানে প্রচারকার্য্যে আছেন। গত ৩রা বৈশাখ তিনি কুলটী উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে তিন ঘণ্টাব্যাপী শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রচারিত সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন ও পরে কীর্ত্তন হয়। সভায় স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত গৌরীপদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এবং অন্যান্য শিক্ষকবৃন্দ ও বিভিন্ন সার্কল অফিসার প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক যোগদান করেন ও অনেক বহু রাজকর্ম্মচারী উপস্থিত ছিলেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ কয়েক জন ব্রহ্মচারীসহ ঢাকা জিলার বিক্রমপুরাঞ্চলস্থিত বিভিন্ন গ্রামে হরিকথা প্রচার করিতেছেন। আমতলী নিবাসী শ্রীযুক্ত হরিপ্রসন্ন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের ভবনে ২১ শে চৈত্র শুদ্ধা ভক্তিকথা প্রচার করিয়া তৎপর দিবস বকলিয়া গ্রামের শ্রীযুক্ত মনোমোহন নন্দী মহাশয়ের বাড়ী শ্রীচৈতন্য-ভাগবত পাঠ ও কীর্ত্তনাদি করিয়া, সকলের আনন্দ বিধান করেন। ২৮ শে চৈত্র পাইনদিয়া নিবাসী শ্রীযুক্ত হারাণ চন্দ্র রাক্ষত মহাশয়ের বাড়ীতে গ্রামস্থ বহু সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত মণ্ডলীর সমক্ষে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও পরে বক্তৃতা করেন। পাঠকীর্ত্তনশ্রবণে সকলেই প্রীতি লাভ করিয়া যাহাতে এরূপ শুদ্ধ সত্যকথার বহুল প্রচার হয় তজ্জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস পর্ব্বত মহারাজ ঢাকার নিকটে বালিয়াটী গ্রামে ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী ভিন্ন ভিন্ন গ্রামে বক্তৃতা ও আলোচনা দ্বারা শুদ্ধভক্তিকথা প্রচার করিতেছেন। সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিমাত্রই স্বামিজীর কথা উত্তরোত্তর শ্রবণ ও তদনুযায়ী জীবন যাপন করিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ কলিকাতা ও কলিকাতার নিকটস্থ বহু স্থানে হরিকথা প্রচার করিতেছেন। কিছু দিবস পূর্ব্বে তিনি কলিকাতা হাই-কোর্টের ভূতপূর্ব্ব উকিল শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল মহাশয়ের ভবনে শ্রীমদ্ভাগবত কৃতীয় স্কন্ধ পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং শ্রীযুক্ত হীরালাল ঘোষ কৃষ্ণাধিকারী মহাশয়ের আগ্রহাতিশয্যে তাঁহাকে শ্রীমদ্ভাগবত প্রেমভক্তি শ্রবণ করাইয়াছেন। গত ২৭শে

চৈত্র শুক্রবার কোন্নগর হরিসভার সভ্যমণ্ডলীর আহ্বানে উক্ত সভার বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে বহু শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত মণ্ডলীর নিকট তিনি শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহার আদর্শ আচারযুক্ত প্রচারময় জীবনের অমৃত দৃষ্টান্ত ও তাঁহার অপূর্ব্ব ব্যাখ্যানকুশলতায় কোন্নগর-বাসী পরম তৃপ্তি লাভ করিয়া পুনরায় তাঁহার শ্রীমুখ হইতে ভাগবত শ্রবণে বিশেষ ঔৎসুক্য প্রদর্শন করিতেছেন। গৌড়ীয়পত্রের অন্যতম সম্পাদক পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত সুখময়ানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি, এ মহাশয়ও সেই সভায় শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রচারিত শুদ্ধভক্তিসম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করিয়া পঞ্চোপাসনামূলা দেবী ভক্তি, মিশ্রাভক্তি, কপটভক্তি ও ভক্তি-সম্বন্ধে সাধারণ ভুল (Common errors)-গুলি শাস্ত্র-যুক্ত ও আচার্য্যগণের আচরণ হইতে প্রমাণ করিয়া দেন। সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিগণ অনেকেই বুঝিতে পারিতেছেন যে বর্ত্তমানে অধিকাংশ স্থলেই ভক্তির নামে কেবল ঐন্দ্রিয়কতপর, লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠা, মনোধর্ম্ম, ভাবপ্রবণতা, সাময়িক কপট উচ্ছ্বাস প্রভৃতি বিজাতীয় ভক্তি বাজারে চলিতেছে। শুদ্ধভক্তি অতি বিরল। শুদ্ধভক্ত কোটীমধ্যে একজন পাওয়া যাইবে কি না সন্দেহ। শ্রীমদ্ভক্তি-বিবেক ভারতী মহারাজ শ্রীমদ্ গয়াচার্য্যপাদের কন্যোৎসব উপলক্ষে কলিকাতা পৃষ্টিমার্গীয় সঙ্ঘের আগ্রহাতিশয্যে ও আহ্বানে 'ভক্তি' সম্বন্ধে বহু শুদ্ধ ও পণ্ডিতমণ্ডলীর সমক্ষে বক্তৃতা প্রদান করেন। তৎপরে গৌড়ীয়ের অন্যতম সম্পাদক ভক্তিশাস্ত্রী শ্রীযুক্ত হরিদাস বিদ্যারত্ন এম্, এ বি এল, মহোদয়ের সুমধুর কীর্ত্তনশ্রবণে সকলেই পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন।

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী ও শ্রীনিত্যানন্দবংশের পণ্ডিত শ্রীমদ্ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু মেদিনীপুরের বিভিন্ন স্থানে হরিকথা প্রচার করিয়া সম্প্রতি বাঁকুড়া সহরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা প্রচার করিতেছেন। তাঁহারা শ্রীযুক্ত হরিবল্লভের শ্রীপাট মধুসূদন সার্ব্বভৌম গোস্বামী মহোদয়ের শিষ্য পরমভাগবত শ্রীযুক্ত চন্দ্রভূষণ দত্ত মহাশয়ের গৃহে অবস্থান করিতেছেন। স্থানীয় এডওয়ার্ড মেমোরিয়াল্ হলে শ্রীমদ্তীর্থ গোস্বামী মহারাজ বহু সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিতমণ্ডলীর নিকট শুদ্ধভক্তি সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছেন। বক্তৃতান্তে শ্রীযুক্ত সুরেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সুললিত কণ্ঠে শুদ্ধ হরিকীর্ত্তন বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। শ্রীযুক্ত চন্দ্রভূষণ বাবুর সুযোগ্য জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীযুক্ত বিজয়বাবুর শুদ্ধভক্তিপ্রচারে আন্তরিক চেষ্টা ও উৎসাহ বিশেষ প্রশংসার্হ।

গত ৪ঠা বৈশাখ শুক্রবার পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মদনমোহন মালব্য মহোদয় পরমভাগবত শ্রীযুক্ত শিশির কুমার ঘোষ মহোদয়ের কৃতী পুত্র শ্রীযুক্ত শীষুষকান্তি ঘোষ ও ভট্টপল্লী নিবাসী পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহোদয়ের সুযোগ্য পুত্র শ্রীযুক্ত শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ, এম্, এ মহাশয়কে সঙ্গে করিয়া শ্রীগৌড়ীয় মঠে শুভ আগমন করেন। পণ্ডিতজী ইতঃপূর্ব্বে কয়েকজন বয়প্রাপ্ত ব্যক্তির নিকট শ্রীগৌড়ীয় মঠের বহুমুখের ও শুদ্ধ হরিভক্তিপ্রচারে বহুতর চেষ্টার কথা শ্রবণ করিয়াছিলেন। পণ্ডিতজী একজন পরমোৎসাহী পুরুষ। তাঁহার সেই স্বভাবসুলভ উৎসাহই শ্রীগৌড়ীয় মঠ দর্শন ও শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার পাদপদ্মদ্বয় ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের মুখে হরিকথা শ্রবণে প্রণোদিত করে। ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ঠাকুরকে দর্শন করিয়াই পণ্ডিতজী অত্যন্ত হৃদয়ের আবেগের সহিত বলিয়া উঠিলেন—"আজ ধন্য হইলাম। আজ কৃতার্থ হইলাম, আজ সত্য সত্যই আমার ভাগ্যে একজন আদর্শ মহাপুরুষ দর্শন হইল।" পণ্ডিতজীর সহিত শ্রীল পরমহংস ঠাকুর শুদ্ধ-ব্রাহ্মণতা ও পারমার্থিক ব্রাহ্মণতার কথা আলোচনা করেন এবং সহস্রবৎসর পূর্ব্বের প্রাচীন গ্রন্থ শ্রীলক্ষ্মণ সোমযাজীর পরমগুরু শ্রীযামুনাচার্য্য ঋষি প্রণীত 'আগমপ্রামাণ্য' গ্রন্থ হইতে যাজনের ও একায়নশাখী বৈষ্ণবব্রাহ্মণের কথা পাঠ করিয়া শ্রবণ করান ও বহুবিধ বৈদিক প্রমাণ দ্বারা বৈষ্ণবধর্ম্মের সনাতনত্ব ও ভক্তির নিত্যত্ব কীর্ত্তন করেন। পণ্ডিতজী শ্রীলপরমহংস ঠাকুরের মুখে এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া পরম প্রীতি প্রকাশ করিয়া বলেন যে বঙ্গদেশের গ্রামে গ্রামে, দ্বারে দ্বারে এই সকল কথা প্রচারিত হওয়া আবশ্যক। বর্ত্তমান সময়ে দেশে হরিভক্তি প্রচারের দুর্ভিক্ষের ফলে দেশ বিধর্ম্ম ও অপধর্ম্মের স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে সুতরাং এখনই হরিভক্তি প্রচারের উপযুক্ত সময় ইহা উল্লেখ

করিয়া সমাগত সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিবর্গকে উহা পড়িয়া শুনিতে প্রস্তাব করেন।

শ্রীল পরমহংস ঠাকুর পণ্ডিতজীর নিকট শ্রীভক্তি-রসামৃতসিন্ধুগ্রন্থ হইতে শুদ্ধাভক্তির স্বরূপ কীর্ত্তন করিয়া বলেন যে, অন্যাভিলাষযুক্ত, কর্ম্ম বা নির্ব্বিশেষব্রহ্মানুসন্ধানরূপ জ্ঞানাবৃত ভক্তি—শুদ্ধা ও নির্গুণা ভক্তি নহে। তাহার দ্বারা অধোক্ষজ শ্রীভগবান্ প্রীত হন না। নিখিলকুশল সত্যস্বরূপ শ্রীভগবান্ প্রোজ্ঝিত-কৈতব ধর্ম্ম দ্বারা সেবিত হন। শ্রীল পরমহংস ঠাকুর আরও বলেন যে, পঞ্চোপাসনামূলা ভক্তি শুদ্ধভক্তি নহে। পঞ্চোপাসনায় ভক্তির নিতান্ত স্বাকৃত হয় নাই। শ্রীল পরমহংস ঠাকুর পণ্ডিতজীর নিকট আচার্য্য শঙ্কর, রামানুজ, মধ্বমুনি ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর দার্শনিক বিচারের পার্থক্য ও শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রচারিত শুদ্ধভক্তির পরমোৎকর্ষ কীর্ত্তন করেন। পণ্ডিতজী ভাগবতে পরম পণ্ডিত ও ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তি। পাঠকগণের মনে থাকিতে পারে যে, মহাত্মা গান্ধিজী অন্তরীণাবস্থায় যখন শাস্ত্রগ্রন্থ শ্রবণ করিতে প্রবল ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তখন পণ্ডিত মালবাজী তাঁহার নিকট অন্য কোনও গ্রন্থ না পড়িয়া মহাত্মাজীকে শ্রীমদ্ভাগবত হইতেই প্রহ্লাদচরিত্র শ্রবণ করাইয়াছিলেন। আজ আমার শুদ্ধভক্তির শ্রেষ্ঠতম আচার্য্যের সাক্ষাৎ লাভ করিয়া ও তাঁহার মুখে ভাগবতীয় সিদ্ধান্ত শ্রবণ করিয়া মালবাজী শ্রীমদ্ভাগবত হইতে বহু সমর্থনসূচক বাক্য উদ্ধারণ করিতে করিতে শ্রীল পরমহংস ঠাকুরকে বলিতে লাগিলেন—যে, শ্রীল পরমহংস ঠাকুর যে ভাগবতামৃতরসসাগরে অবগাহন করিয়া "তাপী" হইয়াছেন অর্থাৎ গুরু ও আচার্য্যপদে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন, সেই ভাগবতামৃতরসের বিন্দু বিন্দু তিনি তাঁহার আদর্শ-চরিত্র শিষ্যগণকে পান করাইয়া তাঁহাদের দ্বারা বঙ্গের লক্ষ লক্ষ আপামর সাধারণে সেই রস বিতরণ করুন। তিনি আরও বলিলেন, ব্রহ্মণ্যধর্ম্ম, বৈষ্ণব ধর্ম্ম ও বৈষ্ণবধর্ম্মে কোনও ভেদ নাই। প্রকৃত ব্রাহ্মণই বৈষ্ণব হইবার যোগ্য। বৈষ্ণবধর্ম্মই—বৈদিক ধর্ম্ম। তিনি শ্রীল পরমহংস ঠাকুরকে আরও বলিলেন "Please tell me when you will give me thousands of Brahman disciples, tell me when I shall get them from you" আপনি কবে আমাকে সহস্র ব্রহ্মণ উপদেশক দিতে পারিবেন।

পণ্ডিতজী মঠের কার্য্যবিধিবশী, মঠস্থ সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিবৃন্দের আদর্শচরিত্র ও আচার প্রত্যক্ষ করিয়া শ্রীল পরমহংস ঠাকুরকে বলিলেন—I want in no time five thousand disinterested Brahmacharins from you who can preach Bhakti from door to door from sun-rise to sun-set

শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বসু বি, এ, মহোদয় পণ্ডিতজীকে বলিলেন যে, শুদ্ধভক্তিপ্রচারে অনেক বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিতে হয়; এমন কি, স্বার্থপর ব্যক্তি নিজ ইন্দ্রিয়তর্পণে বিঘ্ন হইবে মনে করিয়া শুদ্ধভক্তের উপর পাশবিক অত্যাচার করিতে পশ্চাৎপদ হন না। লোকরঞ্জক, মনোধর্ম্মের তৃপ্তিকর কপট জ্ঞান বা বিচারভক্তির গ্রাহকের ন্যায় শুদ্ধভক্তির গ্রাহক অতি দুর্লভ—'কোটীষ্বপি মহামুনে' কোটী কোটী ব্যক্তির মধ্যে একজন শুদ্ধভক্তি আশ্রয় করেন কিনা সন্দেহ। পণ্ডিতজী তখন বলিলেন—"উৎসাহ! উৎসাহ!! Don't mind, go on, be forward" তখন শ্রীল পরমহংস ঠাকুর শ্রীল রূপপাদের উপদেশামৃতের শ্লোক বলিলেন—

উৎসাহান্নিশ্চয়াদৈর্য্যাৎ তত্তৎকর্ম্মপ্রবর্ত্তনাৎ।
সঙ্গত্যাগাৎ সতোবৃত্তেঃ ষড়ভির্ভক্তিঃ প্রসিধ্যতি॥

পণ্ডিতজী উক্ত শ্লোকটী শুনিয়া বড়ই আনন্দপ্রকাশ করিলেন এবং এই শ্লোকটী কোথায় আছে জানিতে চাহিলেন। পণ্ডিতজীকে একখানা "উপদেশামৃতগ্রন্থ" উপহার দেওয়া হইল:

পণ্ডিতজী শ্রীল পরমহংস ঠাকুরের মুখে হরিকথা শ্রবণ ও শ্রীমঠের মঙ্গলজনক ও কার্য্যপ্রণালী দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, তিনি কলিকাতায় আসিলে পুনরায় শ্রীল পরমহংস ঠাকুরের নিকট আসিয়া হরিকথা শ্রবণ করিবেন। পণ্ডিতজী শ্রীমঠে শ্রীগৌরসুন্দরের নৃত্যাসনস্থ সঙ্কটস্থ শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, শ্রীমূর্ত্তি হাত উত্তোলন করিয়া রহিয়াছেন কেন? শ্রীল পরমহংস

ঠাকুরকে বলিলেন—ইহা শ্রীগৌরসুন্দরের প্রচারের ব্যবস্থা। পণ্ডিতজী বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া শ্রীল পরমহংস ঠাকুর অভিবাদনপূর্ব্বক বিদায়ের অনুমতি চাহিলেন। যাইবার কালে এযুক্ত শ্রীজীব গোস্বামী মহাশয়ও আনন্দ-প্রকাশ করিয়া বলিয়া গেলেন—"আমরাও শীঘ্রই আপনাদের সহিত যোগদান করিব"। শ্রীযুক্ত পীযূষকান্তি ঘোষ মহাশয়ও শ্রীগৌড়ীয় মঠের উদ্দেশ্য শ্রবণ করিয়া বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করিলেন।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মদনমোহন মালব্য মহাশয়ের শ্রীগৌড়ীয় মঠ পরিদর্শনের কথা কলিকাতার সাময়িক পত্রে এইরূপভাবে প্রকাশিত হইয়াছে—অমৃতবাজার পত্রিকা—১৮ই এপ্রিল, ১৯২৪।

Gaudiya Math.

Pandit Malavya's visit—Accompanied by Sj Piyush Kanti Ghose and Pt. Sreejiva Nayatirtha M.A. (Pandit Panchanan Tarkaratna's Son), Pandit Madanmohan Malavya visited the Calcutta Gaudiya Math on friday evening and listened with a great delight and satisfaction to Paramahansa Sreemad Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Maharaj. He exhorted the Sanyasins and Brahmacharins of the Math with his usual enthusiasm to preach those doctrines of Bhakti extensively throughout the length and breadth of the country and raise the status of everyone spiritually through the cult of love propounded by Sree Sree Mahaprabhu He adivsed them to send at least one thousand selfless, pure and erudite devotees for the propagation of the tenets of the cult of devotion and love at every door. He has promised to visit the Math whenever he would come down to Calcutta and help the mission in every way. Piyush Babu was all along sympathetic and Pt. Nayatirtha too expressed his great satisfaction at what he saw and heard that evening.

সুসঙ্গ মহারাজ বাহাদুরের পত্র।

মৈমনসিংহ সুসঙ্গের মহারাজাবাহাদুর শ্রীনিখিলবৈষ্ণবরাজ-সভার জনৈক প্রচারককে যে পত্র লিখিয়াছেন তাহার প্রতিলিপি প্রদত্ত হইল—

DEAR SIR,

I am to thank you very sincerely for the very kind expressions with which you have referred to my humble self

Any body who bears the message from Him need not ever be ashamed of approaching the highest and the biggest on this earth, with his head high and shoulders strong. *Your very mission makes friends, wherever you go. We did very much appreciate your simplicityand faith.*

I can write this much :—Your absolute simplicity and your firm faith in what you have taken to be the truth have touched me.

With sincere good wishes

Very Sincerely Yours

BHUPENDRA CHANDRA SINHA.

আচার্য্যানুগমনে

শ্রীগৌড়মণ্ডল-পরিক্রমার ডায়েরী

চতুর্দ্দশ দিবস

সপার্ষদ পরমহংসঠাকুর ও ভক্তবৃন্দকে শ্রীগোপীবল্লভ-পুরের দেবায়েত পক্ষ হইতে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া গেলেন এবং শ্রীমন্দিরের সম্মুখে বিশ্রাম করিবার স্থান দিলেন। ভক্তগণ শ্রীল পরমহংসঠাকুরকে অগ্রণী করিয়া শ্রীগোপীবল্লভজীউকে দর্শন করিবার জন্য শ্রীমন্দিরের অভিমুখে গমন করিলেন। শ্রীমন্দিরের প্রাঙ্গণে একটী বৃহদ্ দ্বার অতিক্রম করিয়া প্রবেশ করিতে হয়। মন্দিরাভ্যন্তরে ভুবনমোহন শ্রীগোপীবল্লভজীউ শ্রীমতীর সহিত বিরাজ করিতেছেন। শ্রীগোপীবল্লভজীউর অনুপম

শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিয়া শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভুর প্রকাশিত বর্ত্তমানে জয়পুরে অবস্থিত শ্রীগোবিন্দজীউর কথা অনেকেরই স্মৃতিপথে উদিত হইল। শ্রীগোপীবল্লভ জীউ সর্ব্বসমক্ষে বিরাজ করিতেছেন, দুই দিকে আরও তিন যুগল শ্রীরাধাগোবিন্দ মূর্ত্তি ও চারিটী শ্রীনাড়ুগোপালের বিলাসমূর্ত্তি ও শ্রীশালগ্রাম বিরাজমান আছেন। সেবায়েৎগণের মুখে শুনা গেল যে, প্রাচীন মন্দির জীর্ণ হইলে বাড়গ্রাম পানার এলাকাধীন জাবলীপরগণার ভিঙ্গা গ্রামের শ্রীবিশ্বনাথ প্রামাণিক নামক জনৈক ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তি বর্ত্তমান মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দেন।

শ্রীগোপীবল্লভজীউর মন্দিরের পার্শ্বস্থ অন্য মন্দির মধ্যে শ্রীষড়্ভুজ মূর্ত্তি, শ্রীগৌরনিত্যানন্দ, শ্রীরাধাগোবিন্দ ও শ্রীজগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রাদেবী বিরাজমান। এই সকল শ্রীমূর্ত্তি পরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। মন্দিরস্থ শ্রীমূর্ত্তির সেবা-সৌষ্ঠবের প্রতি যে কোনও কারণেই হউক যেন একটু অনাদর হইতেছে দেখা গেল। এই মন্দিরের শ্রীমূর্ত্তিগণের অঙ্গরাগ একান্ত প্রয়োজনীয়। শ্রীমন্দিরের বরাবর একটী উচ্চ প্রদেশে শ্রীল মল্লিকানন্দপ্রভুর সময়ের কূপন-পক্ষ অত্যন্ত জীর্ণাবস্থায় বিরাজমান। শ্রীগোপীবল্লভজীউর ষ্টেটের বার্ষিক আয় ত্রিশহাজার টাকা। প্রত্যহ পনর সের চাউলের ভোগ হয়। মধুরভঙ্গ, নীলগিরি, ময়না প্রভৃতি প্রদেশের রাজন্যবর্গ মল্লিকানন্দ প্রভুর বংশীয়গণের শিষ্য। বাহিরদা শ্রীগোপীবল্লভপুর হইতে ২৪ মাইল দূরে। এই গ্রাম স্বর্ণরেখা নদীর তীরে অবস্থিত। শ্রীমন্দির ও গোস্বামী মহাশয়গণের বাস-স্থান নদী হইতে পাঁচমিনিটের পথ ও হইবে না। বর্ত্তমানে এই গ্রামে তিনহাজার লোকের বাস। শ্রীমল্লিকানন্দ প্রভুর পার্ষদ শিষ্য শ্রীতুলসীদাস অধিকারী ও শ্রীরসময় অধিকারী প্রভুদ্বয়ের বংশীয়গণের এখনও অনেক ঘর এই গ্রামে বাস করিতেছেন। শ্রীতুলসীদাস প্রভু উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থকুলোদ্ভূত ও রসময়প্রভু সদ্‌গোপকুলোদ্ভূত ছিলেন। শ্রীল তুলসীপ্রভুর বংশীয় প্রধান ব্যক্তি—শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ অধিকারী মহাশয় শ্রীল পরমহংসঠাকুরের শ্রীমুখে চরিতকথা শ্রবণ করিলেন। শ্রীগোপীবল্লভপুরে একটী রামানন্দী বৈষ্ণবের আখড়া দেখা গেল। তাহাতে মহাবীরের শ্রীমূর্ত্তি বিরাজিত আছেন, সেবায়েতের নাম—শ্রীরোকট দাস। শ্রীগোপীবল্লভজীউর মন্দিরের বর্ত্তমান মহান্তের নাম শ্রীল নয়নানন্দানন্দ দেব গোস্বামী—বয়স অনুমান চল্লিশ বৎসর। গড়াম পর্য্যন্ত ইঁহাদের শিষ্য আছে ও বহু শাসনব্রাহ্মণ ইঁহাদের শিষ্য ছিল। শুনা গেল, পরলোকগত কৃষ্ণচন্দ্র প্রহরাজের পূর্ব্বপুরুষগণ গোপীবল্লভপুরের গোস্বামিগণের শিষ্য ছিলেন, কিন্তু বর্ত্তমানে তিন পুরুষ যাবৎ তাঁহারা অন্যত্র শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতেছেন।

মহান্ত নিজ হস্তে শ্রীগোপীবল্লভ জীউর সেবা করিয়া থাকেন; তবে তাঁহার অনুপস্থিতিতে সেবা চালাইবার জন্য সেবক ব্রাহ্মণও রাখা হইয়াছে। জ্যৈষ্ঠ মাসের স্নানপূর্ণিমার সময় এই স্থানে বারদিনব্যাপী বাদশটী মহোৎসব হয়।

শ্রীমল্লিকানন্দ প্রভুর অষ্টম অধস্তন শ্রীরামকৃষ্ণানন্দ দেব গোস্বামী মহাশয়ের চতুর্থ সন্তান শ্রীবিশ্বম্ভরানন্দ দেব গোস্বামী মহোদয় এই বংশের একজন খ্যাতনামা পণ্ডিত ছিলেন। শ্রীল পরমহংস ঠাকুরের সহিত তাঁহার বিশেষ সৌহার্দ্দ্য ছিল। বাঙ্গালা ১৩১৮ সালে যখন বালিঘাইতে শৌক্রব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবের তারতম্য সম্বন্ধে প্রবল আন্দোলন ও আলোচনা উপস্থিত হয়, তখন উক্ত বিষয়ের মীমাংসার জন্য সমগ্র বৈষ্ণবমণ্ডলী ও শৌক্রব্রাহ্মণসমাজকে একটী সভায় শাস্ত্রযুক্তিমূলে বিচার দ্বারা সৎসিদ্ধান্তে উপনীত হইবার জন্য আহ্বান করা হয়। শ্রীগোপালচট্টপরিবার বৃন্দাবনের শ্রীযুক্ত মধুসূদন গোস্বামী সার্ব্বভৌম মহোদয় উক্ত সভার সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। সেই সভায় শ্রীযুক্ত বিশ্বম্ভরানন্দ দেব গোস্বামী মহোদয়ও উপস্থিত ছিলেন। মাননীয় সভাপতি ও বৈষ্ণবমণ্ডলীর সকলেই ও বিদুষাং শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী পরমহংস ঠাকুরকে শাস্ত্রযুক্তিমূলে এবিষয়ের প্রকৃত সিদ্ধান্ত নির্ণয় করিবার জন্য প্রার্থনা জ্ঞাপন করিলে শ্রীল পরমহংস ঠাকুর তাঁহার অসাধারণ প্রতিভা ও শাস্ত্রযুক্তিবলে বৈষ্ণবের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করেন। সভাপতি পণ্ডিতপ্রবর শ্রীপাদ মধুসূদন সার্ব্বভৌম গোস্বামী মহোদয় ও বিদুষাং শ্রীল পরমহংস ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের সিদ্ধান্তকে শ্রীরূপদেব গোস্বামীর সিদ্ধান্তের

ছাড়া অন্যান্য বলিয়া সভা মণ্ডলীর নিকট প্রতিপাদন করেন। পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত বিশ্বম্ভরানন্দ দেব গোস্বামী মহোদয়ও সভাপতি সার্বভৌম গোস্বামিপাদের বাক্য বিশেষরূপে সমর্থন করেন। শ্রীযুক্ত বিশ্বম্ভরানন্দ দেব গোস্বামী মহোদয়ের সুযোগ্য পুত্র শ্রীযুক্ত গোপীজনবল্লভানন্দ দেব গোস্বামী মহোদয় শ্রীলপরমহংস ঠাকুরকে দেখিয়া মাত্রই উক্ত ঘটনা স্মরণ করিয়া বলেন যে—আমরা পিতাঠাকুরের মুখে শুনিয়াছি যে, একমাত্র আপনিই বর্ত্তমান যুগে শুদ্ধ বৈষ্ণবের মাহাত্ম্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। সেজন্য গৌড়ীয় শ্রীসম্প্রদায়ী বৈষ্ণবগণ যখন গৌড়েশ্বর পরিবারের ঐশ্বর্য্যিক গৌড়ীয় সেবকগণকে শ্রীগোবিন্দদেবের সেবা হইতে বাহির করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন এবং যেহেতু চারি জন সাম্প্রদায়িক আচার্য্যের তায় গৌড়ীয়বৈষ্ণবের কোনও স্বসম্প্রদায়-স্থাপনের বেলাভূমি নাই, এই বলিয়া গৌড়ীয়গণের "বৈষ্ণব" আখ্যা কাড়িয়া নিতে উদ্যত হইয়াছিলেন এবং যখন ক্ষেত্রমণ্ডল, গৌড়মণ্ডল, মধ্বমণ্ডল কোনও স্থান হইতে বৈষ্ণবগণ গৌড়ীয় বৈষ্ণবের এইরূপ অপমান শাস্ত্রযুক্তি ও বিচারমুখে অসমোর্দ্ধ-পক্ষে কোন উত্তর বিশেষ-ভাবে আসে নাই, তখন শ্রীবৃন্দাবনবাসী বৃদ্ধবৈষ্ণব শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের আচার্য্যে শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু পণ্ডিতগণের সহিত বিচার ও তিনমাসের ভিতর "গৌরেকভত্ত্বম্" বলা করিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণবকে পুনরায় গৌরকসেবায় অধিষ্ঠিত করিয়াছেন। বর্ত্তমান যুগে যখন কপটতা স্বার্থকুল ভগবদ্ভক্ত বৈষ্ণবগণকে জাতিবুদ্ধি করিয়া বৈষ্ণবে পারমার্থিক ব্রাহ্মণতার অভাব কল্পনা করিতেছিল এবং মুখোপাধ্যায় কৈব স্মার্তসমাজাদির ছাড়িয়া আর কেহই ঐ কথার বিরুদ্ধে সংবাদের ও শাস্ত্রযুক্তি লইয়া প্রতিবাদে ও বিচারক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে সমর্থ হন নাই; তখন আমাদের শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আজ্ঞায় ব্যাসপূজা সভায় শাস্ত্রযুক্তিমূলে বৈষ্ণবের শ্রেষ্ঠতা ও পার-মার্থিক ব্রাহ্মণতা প্রতিপাদন করিয়াছেন। আপনার কৃপায় আজ গৌড়বৈষ্ণবগণ রক্ষিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত গোপীজনবল্লভানন্দ দেব গোস্বামী মহোদয় শ্রীল পরমহংস ঠাকুরকে এই কথা বলিয়া তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া সমস্ত ভূইবাগান দেখাইলেন। উক্ত গোস্বামী মহোদয়ের একটী কাচের পেটারা হইতে শ্রীল পরমহংস ঠাকুর ও ভক্ত-গণকে শ্রীবংশিকানন্দ প্রভুর ব্যবহৃত কড়া, চাবর, শ্রীতুলসী-মালিকা, মালিকায় আকারে গ্রথিত চক্রাকার তালপাতায় লেখা শ্রীকৃষ্ণগোবিন্দ, শ্রীমদ্ভাগবত, অর্চ্চনে ব্যবহৃত নানা প্রকার দ্রব্য, আলেখ্য প্রভৃতি দেখাইলেন। শ্রীযুক্ত বিশ্বম্ভরানন্দ দেব গোস্বামী মহোদয় শাস্ত্রচর্চ্চায় পরমোৎ-সাহী পুরুষ ছিলেন। তিনি তাঁহার প্রকটকালে বহু স্থান হইতে বহু হস্তলিখিত প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহ করিয়া-ছিলেন। শ্রীগোপীবল্লভানন্দ দেব শ্রীল পরমহংস ঠাকুরকে শ্রীবিশ্বম্ভরানন্দ গোস্বামী মহোদয়ের গ্রন্থসম্পুট হইতে বহু হস্তলিখিত প্রাচীন পুঁথি দেখাইলেন এবং কতিপয় অপ্র-কাশিত গ্রন্থ শ্রীল পরমহংস ঠাকুরের দ্বারা প্রচার করাই-বার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন।

শ্রীরামকেলী-সংস্কার-সমিতির কার্য্য-বিবরণী

(২য় খণ্ড)

—)০(—

শ্রীরামকেলী সংস্কার-সমিতির একটি প্রচার বিভাগ আছে। উক্ত বিভাগ হইতে সাধারণকে বিনা মূল্যে ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিতে দেওয়া হয়। যাহাতে শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন গোস্বামিদ্বয়ের জীবনচরিত সরল প্রচারিত হয় এবং হিন্দু সাধারণ তাঁহাদের স্বকীয় ধর্ম্মভাবে উদ্বুদ্ধ হয় এবং বৈষ্ণবসাহিত্যের দিকে সাধারণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়, এই জন্য সমিতি দুইখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিতেছেন। উক্ত গ্রন্থের প্রণেতা প্রথম সংস্করণের বিক্রয়লব্ধ অর্থ সমিতিকে দান করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন এবং সমিতি ঐ গ্রন্থ চই খানি শ্রীরামকেলী তীর্থযাত্রিগণকে অল্প মূল্যে এবং কোনবিশেষে কোন কোন ব্যক্তিকে বা কোন কোন সৎ-প্রতিষ্ঠানে বিনামূল্যে দেওয়ার সঙ্কল্প করিয়াছেন।

রামকেলী তীর্থটী ক্রমশঃ বঙ্গদেশের বৈষ্ণবভক্তগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে। গত ১৩৩১ সালের ৬ই ফাল্গুন তারিখে গৌড়ীয় মঠের বহু ভক্তগণ শ্রীরামকেলী দর্শন করিয়া গিয়াছিলেন এবং শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন গোস্বামিদ্বয় সম্বন্ধে অনেক সৎপ্রসঙ্গ আলোচনা করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত মৈমনসিংহ-মহারাজের কানসাটস্থিত মালদহের মহামান্য মালদহের বর্ত্তমান ম্যাজিষ্ট্রেট মহাশয় পেন্ডী সাহেবকে যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রকাশিত হইল যথাঃ—

সরকারী স্বাস্থ্যবিভাগের বা ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের প্রয়োজন মত রামকেলী সংস্কার সমিতি যদি জল সরবরাহের ভার গ্রহণ করেন, তবে মহারাজ বাহাদুর "রূপসাগর" পুষ্করিণীটী সমিতির হস্তে স্থায়ী ভাবে ন্যস্ত করিতে প্রস্তুত আছেন। এতদ্ব্যতীতও মহারাজ বাহাদুরের সর্ত্তানুসারে সমিতিকে রাজপক্ষের একজনকে Ex-officio গ্রহণ করিয়া এক বৎসরের মধ্যে খনন কার্য্য সমাপন করতঃ জল ও তীর পরিষ্কার রাখিয়া মেলার সময় যাত্রিগণের পানীয় জলের সুবন্দোবস্ত করিতে হইবে। সমিতি পুষ্করিণী হইতে জল নিতে কাহাকেও বাধা বা মেলার সময়ে বিক্রি কিনির আয় হইতে অর্থ দাবী করিতে সমর্থ হইবেন না। হিন্দুধর্ম্মবিরোধী কোন কার্য্য পুকুরের জলে বা তদুপার্শ্বে সংঘটিত হইতে বা মেলার মাসাধিক পূর্ব্ব হইতে মৎস্য ধরিতে কেহ না পারে, তজ্জন্য সমিতিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। এই সমস্ত সর্ত্ত পালনে স্বীকৃত হইয়া রামকেলী সমিতি যদি লীজ গ্রহণ করেন, তবে মহারাজ বাহাদুর "রূপসাগর" খনন কার্য্যে ৫০০৲ টাকাও দান করিবেন। সর্ত্তভঙ্গ হইলে পুষ্করিণীর সমস্ত সম্পত্তি রাজবাহাদুরের খাস্ দখলে থাকিবে।

শ্রীরামকেলী সংস্কার সমিতির একটী সাধারণ সভায় উল্লিখিত পত্রের কতিপয় সর্ত্তের সংশোধিত সম্ভার গৃহীত হইয়াছে যে, এক বৎসরের স্থলে 'ছয়' বৎসরের মধ্যে পুষ্করিণী খননকার্য্য সমাপ্ত করিতে সমর্থ হইবেন। সমিতি ইণ্ডিয়া কোম্পানির আইনানুসারে না করিয়া অন্য কোন আইনানুযায়ী রেজীষ্টারী করিতে চাহেন এবং পুকুরের ৫০৲ টাকা হিসাবে কর যে সরোবরের কার্য্যে ব্যয়িত হইবার সর্ত্ত আছে, সমিতি সেই ৫০৲ টাকাস্থলে ১৲ টাকা সন্নিবিষ্ট করিতে চাহেন, ইত্যাদি।

মালদহের বর্ত্তমান ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ পেন্ডীর নিকট উক্ত বিষয় জানান হইয়াছে। সমিতি আশা করেন যে শীঘ্রই রূপসাগরের পাকা বন্দোবস্ত হইবে এবং মৈমনসিংহের মহারাজ বাহাদুর বেশী পরিমাণে অর্থ সাহায্য করিবেন। ইতোমধ্যে প্রায় ৫০০৲ টাকা চাঁদা আদায় করা হইয়াছে। কিছু দিন হইল শ্রীরামকেলী গ্রামে সংস্কার সমিতি একটী ভূমি খরিদ করিয়াছেন। এক্ষণে শ্রীরামকেলীর যেরূপ দুরবস্থা তাহাতে সাধারণের উৎসব করিবার কোন স্থান নাই। আগামী ১৩৩২ সালের জ্যৈষ্ঠ সংক্রান্তিতে অনুষ্ঠেয় শ্রীরামকেলী মহোৎসব যাহাতে সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় এবং শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন গোস্বামীর পূত চরিত যাহাতে প্রচারিত হয়, তাহার জন্য সমিতি এখন হইতেই বিশেষ উদ্যোগ আরম্ভ করিয়াছেন। মালদহের জনৈক ভক্ত শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র সেন কবিরাজ মহাশয় নিজে অর্থ ব্যয় করিয়া তীর্থসংস্কারের বিশেষ সহায়তা করিতেছেন। তিনি শ্রীশ্রীমদনমোহন বিগ্রহের সামনে একটী ছোট নাটমন্দির প্রস্তুত করাইয়াছেন এবং ভোগমন্দির ও ভাণ্ডারগৃহ সংস্কার করা হইয়াছে। এবং কয়েকটী কূপ উদ্ধারে মনোযোগী হইয়াছেন। এই জন্য সংস্কারসমিতি তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়াছেন। ইতোমধ্যে সমিতি সংবাদ পাইয়াছেন, বাঙ্গালার নানা স্থান হইতে শিক্ষিত ও ভক্তগণের শ্রীরামকেলীতে সমাবেশ হইবার সম্ভাবনা আছে। যাহাতে এই পবিত্র মহোৎসব সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়, তাহার জন্য সমিতি সাধারণের নিকট সহানুভূতি প্রার্থনা করিতেছেন।

আনুগত্য।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

"নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়া-সমাবৃতঃ"

গীতায় শ্রীভগবান্ নিজ শ্রীমুখে স্বীকার করিয়াছেন, আমি যোগমায়া দ্বারা আবৃত থাকিয়া সাধারণের নিকট সম্যক্ প্রকাশিত নহি, কিন্তু আমার অনন্যশরণ ভক্তগণের নিকট সর্ব্বদাই আমি প্রকাশিত থাকি।

যে সকল অভক্ত দেহটাকেই 'আমি' বুদ্ধি করিয়া দেহের সম্পর্কে আমার বাড়ী, আমার বাগান, ঐশ্বর্য্য, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, আত্মীয় স্বজনাদি—এ সমস্তই 'আমার'—এই আমি এবং আমার বলিয়া সর্ব্বদাই মত্ততার ন্যায় উন্মত্ত আছে, সে সকল ব্যক্তি সদ্গুরুর আনুগত্য ব্যতীত মহামায়ার গণ্ডী মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া মায়াতীত যে আমি, সেই আমার পরম অব্যয় স্থানের কিপ্রকারে সন্ধান পাইবে?

মায়াবে করিয়া জয় ছাড়ান না যায়।
সাধুগুরুকৃপা বিনা নাহিক উপায়॥

আমরা যখন জননীজঠরে হেটমুণ্ড উর্দ্ধপদে শয়ান থাকিয়া নরকযন্ত্রণা ভোগ করিয়াছিলাম তখন চেতনা পাইয়া, কতই না কাতরস্বরে শ্রীভগবান্‌কে ডাকিয়াছিলাম, হে হরি, দীনবন্ধু অগতির গতি, দয়াময়, এ দারুণ কঠোর জঠরযন্ত্রণা আর যে সহ্য হয় না! এবার এই ভীষণ জননী জঠর হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া তোমার সেবা করিব। তখন সেই দারুণ গর্ভযন্ত্রণা হইতে কোনরূপে নিষ্কৃতি পাইয়া, যখন পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হইলাম, অমনি বিষ্ণুমায়ায় মোহিত হইয়া, 'ওয়ানা ওয়ানা' বলিয়া ক্রন্দন করিয়া উঠিলাম অর্থাৎ শ্রীহরিসেবা করিব না, করিব না বলিয়া চীৎকার করিয়াছি। পৃথিবীতে আমরা একক আসিয়াছি, যাইবার সময় একলাই যাইব। ধন, জন, আত্মীয়, স্বজন যাহাদিগকে আমরা আমার বলিয়া থাকি, তাহারা কেহ মৃত্যুসময়ে সঙ্গী হইবে না, মধ্যে দিন কতক মায়ায় আবদ্ধ হইয়া "আমার আমার" করিতেছি মাত্র।

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে॥

প্রকৃতির সত্ত্বরজস্তমো গুণত্রয় দ্বারা সর্ব্বকর্ম্ম নিষ্পন্ন হয়; কিন্তু অহঙ্কার দ্বারা মুগ্ধ হইয়া জীব কর্ত্তা সাজিয়া বসে। এই দুর্জ্জয় মায়াকে জয় করা অত্যন্ত কঠিন। সাধ্যে জীবের পক্ষে দ্বারা উত্তরণ সম্ভবে না, তাই সাধুগুরুর আনুগত্য-ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিলে, এই অনির্ব্বচনীয় মায়া অজ্ঞাতসারে আসিয়া জীবকে গ্রাস করিয়া ফেলে। জীব হচ্ছে অণু-চৈতন্য, আর শ্রীভগবান্ হচ্ছেন বিভু-চৈতন্য। তাই শ্রীভগবানের বিভিন্নাংশ জীব তটস্থাশক্তি বলিয়া বিখ্যাত। **এই জীবের স্বতন্ত্রতা বলিয়া একটী জিনিষ আছে।** পশু, পক্ষী, অন্যান্য জন্তুর এই স্বতন্ত্রতা শক্তি নাই। অর্থাৎ ইচ্ছা করিলে শ্রীভগবানের সেবা করিতে পারে, অনিচ্ছুক হইলে নাও পারে। জীব যদি এই স্বতন্ত্রতার অসদ্ব্যবহার করে অর্থাৎ ভগবৎসেবা ছাড়িয়া দেয় তাহা হইলে জীব 'স্ব-স্বরূপ' পরিত্যাগ করিয়া 'বিরূপে' মায়ার জগতে ভোক্তা সাজিয়া 'অহং কর্ত্তা' এই অভিমানে ত্রিতাপজ্বালায় অভিভূত হইয়া নানাপ্রকার দুঃখ ভোগ করে। মহামায়ার অনুচর অর্থাৎ কলির চরগণ ধর্ম্মের আবরণে সজ্জিত হইয়া জীবকে নানাপ্রকার প্রলোভনে মুগ্ধ করিয়া থাকে। অধর্ম্মকে ধর্ম্ম এবং ধর্ম্মকে অধর্ম্ম বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করে। এই সমস্ত মায়াবাদীদের করাল মায়াজাল ছিন্ন করিতে হইলে একমাত্র সদ্গুরুর চরণে প্রণতি ভিন্ন অন্য কোন উপায় নাই। মহীরাবণ শ্রীরামলক্ষ্মণ দুই ভ্রাতাকে পাতালে লইয়া ভদ্রকালীর নিকটে বিনাশ সাধন করিবে, এই আশায় নানা ছলনার কখনও দশরথরূপে, কখনও কৌশল্যারূপে শুকরাজ হনুমান্‌কে মুগ্ধ করিতে চেষ্টা পাইয়াছিল। অবশেষে বিভীষণরূপেই ছদ্মবেশে শ্রীরামলক্ষ্মণকে হরণ করিয়া পাতালপুরীতে লইয়া গিয়াছিল। ছলীআদের ছলনার অভাব নাই; কিন্তু পরিণামে দুই মহীরাবণ নিজেই সবংশে বিনাশপ্রাপ্ত হইয়াছিল। ষড়ৈশ্বর্য্যশালী শ্রীভগবানের অনন্ত শক্তি। তন্মধ্যে তিনটী শক্তি প্রধান—যথা, অন্তরঙ্গা-শক্তি, তটস্থা-শক্তি এবং

বহিরঙ্গা-শক্তি। অন্তরঙ্গাশক্তিদ্বারা চিজ্জগৎ অর্থাৎ শ্রীগোলোক বৃন্দাবনাদি নিত্যধামসমূহ প্রকটিত হইয়াছে, বহিরঙ্গাশক্তিদ্বারা মায়িক জগৎ বা এই চতুর্দ্দশ ভুবনাত্মক দেহীধাম নির্ম্মিত হইয়াছে। অন্তরঙ্গা এবং বহিরঙ্গাশক্তি তটস্থা বলিয়া, শ্রীভগবানের সহিত অচিন্ত্য-ভেদাভেদ তত্ত্বে অবস্থিত। শ্রীভগবানের সহিত জীবের চিজ্জাতিতে এক জাতীয়তা অর্থাৎ অভেদ, শ্রীভগবান্ বিভুচৈতন্য আর জীব অণুচৈতন্য—এই প্রভেদ; শ্রীভগবান্ হচ্ছেন জীবের নিত্য প্রভু, আর জীব হচ্ছে শ্রীভগবানের নিত্যদাস, দাসের বৃত্তি প্রভুর নিত্যসেবা। শ্রীভগবান্ নিত্য, জীব নিত্য এবং এই সেবাবৃত্তিটী নিত্য; আর সমস্তই মায়িক অনিত্য। সুতরাং জীব যদি স্বতন্ত্রতাহেতু শ্রীভগবানের সেবা পরিত্যাগ করে, তাহা হইলে জীব অণুচৈতন্য বশতঃ মায়াবশযোগ্য হওয়ায়, সেই নির্ম্মল শুদ্ধ জীবাত্মা মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কাররূপ সূক্ষ্মশরীর এবং ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম—এই পঞ্চ ভূতাত্মক স্থূল শরীর ধারণ করতঃ মায়ার সত্ত্ব, রজ এবং তমোগুণে আবদ্ধ হইয়া চৌরাশিলক্ষ যোনি ভ্রমণ করিতে থাকেন। শ্রীভগবান্‌কে ভুলিয়া তিনি যে সর্ব্বময় কর্ত্তা, একথা বিস্মৃত হইয়া নিজে কর্ত্তা সাজিয়া, 'আমি' 'আমার' জ্ঞানে অহঙ্কৃত হইয়া ধরাকে সরা জ্ঞান করিয়া থাকে। প্রথমতঃ জন্মের অহঙ্কার, দ্বিতীয়তঃ ঐশ্বর্য্যের অহঙ্কার; তৃতীয়তঃ সৌন্দর্য্যের অভিমানে স্ফীত হইয়া চিদানন্দের পরিবর্ত্তে জড়ানন্দ ভোগ করিয়া ত্রিতাপে জ্বলিয়া মরে। যে অনিত্য ধনজনের এত অভিমান, তাহা যে চিরকাল থাকিবে না, তাহা মায়ামুগ্ধ জীব একবারও চিন্তা করে না যে, পরিণামে তাহার এই সৌন্দর্য্যরাশি শ্মশানবহ্নিতে ভস্মীভূত হইয়া মৃত্তিকার সহিত মিশিয়া যাইবে।

শ্রীভগবানের দয়া সর্ব্বত্র সমভাবে অবস্থান করে। ধনীর নানা কারুকার্য্যসমন্বিত সৌধমালায় এবং দীন দরিদ্রের পর্ণকুটীরে সমভাবেই সূর্য্য এবং চন্দ্রের কিরণকণা বর্ষিত হয় না? তবে কি দরিদ্রের প্রতি ভগবানের একরূপ করুণা আর ধনীর প্রতি অন্যরূপ করুণা প্রদর্শন হইয়া থাকে? তাহা নহে। তিনি অপক্ষপাতে সকলের প্রতি সম করুণাময়। আমরা নিজ নিজ বুদ্ধির দোষে তাঁহাকে পক্ষপাতী বলিয়া থাকি, বস্তুতঃ তাহা নহে, তাঁহার কৃপারজ্জুটীকে ধনী কি দরিদ্র, কি পাপী, কি পুণ্যবান্ সকলের জন্যই সম অপক্ষপাতে ধরিয়া আছেন, তবে ভক্ত যিনি, তিনি শ্রীভগবানের কৃপারজ্জুটী গ্রহণ করেন, আর অভক্ত ঐ কৃপারজ্জুটী ধরেন না, এই প্রভেদ। আমরা এই তত্ত্বকূলে পড়িলেও শ্রীভগবান্ গুরুরূপী হইয়া কৃপারজ্জুকে ফেলিয়া দিয়াছেন। জীবের স্বতন্ত্রতা আছে, জীব ইচ্ছা করিলে কৃপারজ্জুটী ধরিতে পারে, আবার নাও ধরিতে পারে। তিনি এই স্বতন্ত্রতায় অনধিকারহাত না করিয়া, সদ্‌গুরুর আনুগত্যধর্ম্ম স্বীকার করেন অর্থাৎ উক্ত কৃপারজ্জুটী ধরেন, তিনিই এই তত্ত্বকূলরূপ বিষয়ভোগ-বিষ্ঠাগর্ত্ত হইতে উত্তীর্ণ হইয়া শ্রীভগবানের নিত্যসেবাবৃত্তি লাভ করিয়া ধন্য হইতে পারেন। ইহাই জীবের বিরূপ হইতে স্ব-স্বরূপে অবস্থিতি। যথা শ্রীল সনাতন শিক্ষায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর উক্তি—

জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।
কৃষ্ণের তটস্থাশক্তি ভেদাভেদ-প্রকাশ॥
কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদিবহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসারাদি দুঃখ॥
তাতে কৃষ্ণ ভজে কিম্বা গুরুর সেবন।
মায়াজাল ছুটে পায় কৃষ্ণের চরণ॥
সাধুসঙ্গে কৃষ্ণভক্তে শ্রদ্ধা যদি হয়।
ভক্তিফল প্রেম হয়, সংসার যায় ক্ষয়॥

—(চৈতন্যচরিতামৃত)

ভ্রান্তমৃগ যেমন তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া, মরুভূমিতে বারি-পানাশায় ধাবিত হয়, মায়া-মরীচিকায় প্রলোভিত হইয়া পরিশেষে বারিপানে হতাশ হইয়া প্রখর সূর্য্যকিরণে ব্যথিত হইয়া ইতস্ততঃ ছুটাছুটী করিয়া শেষে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ জীবকুল এই নশ্বর পাঞ্চভৌতিক দেহে আত্মবুদ্ধি করতঃ মায়ার মোহিনী মূর্ত্তিতে মুগ্ধ হয়। জাগতিক রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দাদি সম্ভোগ করিবার নিমিত্ত মনমৃগ অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া অহং কর্ত্তা অর্থাৎ ভোক্তা সাজিয়া মায়াকে সম্ভোগ করিতে

যাইয়া অবশেষে নিরাশ হইয়া পূর্ব্বোক্ত হরিণীর ন্যায় কালকবলে কবলিত হন।

কুবলয়াশ্রয়লম্পটভৃঙ্গবীনাং পঙ্কক্রিয়ে হতাঃ।

হং কথং ন হন্যাতে হং হেমন্তে পঙ্কক্রিয়ে পক্ষ।

ব্যাধের সুমিষ্টগান বাদ্যধ্বনি শুনিয়া অবোধ মৃগ তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া যেমন ঐ দিকে ধাবিত হয়, অমনি লুব্ধক ব্যাধের জালে আবদ্ধ হইয়া মৃগ প্রাণ ত্যাগ করিয়া থাকে।

হস্তিনীর স্পর্শসুখ কামনায় ধাবিত হইয়া, বন্য হস্তিযূথ সহসা খোঁয়াড়ে প্রবেশ পূর্ব্বক পরিশেষে পরাধীন বা মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

কুদ্র পতঙ্গ অগ্নিশিখা অগ্নির রূপে মোহিত হইয়া ঝম্প প্রদানপূর্ব্বক প্রাণ ত্যাগ করে।

কৃষ্ণ মধুলোভে প্রমত্ত হইয়া, কমলিনীর সুমধুর গন্ধে আকৃষ্ট হইয়া, মধু পান করিবার নিমিত্ত পঙ্কজমধ্যে প্রবিষ্ট হয়, কিন্তু সূর্য্যাস্তসময়ে পদ্মকোরক মুদিত হইলে, অন্ধ ভ্রমর ঐ পুষ্পমধ্যেই প্রাণত্যাগ করিয়া থাকে।

মৎস্যগণের বধে, আকৃষ্ট হইয়া বড়িশসংলগ্ন খাদ্য দ্রব্য যেমন আহার করিতে যায়, অমনি বড়িশবিদ্ধ হইয়া প্রাণ ত্যাগ করে।

এইরূপ এক একটী বিষয় অর্থাৎ শব্দের মোহিনী শক্তিতে মৃগ, স্পর্শসুখাশায় হস্তিগণ, রূপ সম্ভোগের জন্য পতঙ্গ এবং পঙ্কলোভে কৃষ্ণ, আর রসের জন্য মীন, যেমন এক একটী বিষয় সম্ভোগ করিতে যাইয়া যখন মৃত্যুমুখে পতিত হইল, তখন হায়! জীব একত্রে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ, এই ভোগের পঞ্চ বিষয় একত্রালীন সম্ভোগে প্রবৃত্ত হইলে সে কেন হত হইবে না? অবশ্য মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। তৈঃ সঃ—

কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম অতএব শান্ত।
ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিকামী সকলি অশান্ত।

ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ ইত্যাদি ভুক্তি এবং মুক্তি-কামিগণ কেহই মায়া হইতে মুক্ত নয়। সকলেই পূর্ব্বোক্ত মায়ামৃগের ন্যায় রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দাদি ভোগ করিবার আশায়, চৌরাশি লক্ষ যোনি ভ্রমণপূর্ব্বক, কখনও উর্দ্ধলোক, কখন মধ্যলোক কখন নিম্নলোকে গমনাগমনঃ সমসৃত্যুপ্রবাহে পতিত হইয়া, ঘূর্ণাবর্ত্তের ন্যায় ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতেছে। যিনি সদ্গুরুর আশ্রয়তা স্বীকার করিয়াছেন, তিনিই উপরি-উক্ত ধারার ঘূর্ণাপাক হইতে নিস্তার পাইয়া থাকেন।

শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন বিষয়জাতীয় ভগবান্, আর শ্রীগুরুদেব হচ্ছেন আশ্রয়জাতীয় ভগবান্। শ্রীগুরুদেব শ্রীভগবান্ কৃষ্ণতত্ত্বকে সেবা বা ভক্তিদ্বারা প্রকাশিত করেন। আশ্রয় জাতীয় শ্রীগুরুদেব ভিন্ন বিষয়জাতীয় শ্রীভগবান্‌কে আর কেহই প্রকাশ করিতে সমর্থ হন না। তজ্জন্য নিতিয়াংশ জীব শ্রীগুরুজনের আনুগত্য ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া নিজ চেষ্টা-বলে কখনও শ্রীভগবানের সেবা লাভ করিতে পারে না। জীব যখন আশ্রয়জাতীয় ভগবান্ শ্রীগুরুপাদপদ্মে শরণ গ্রহণ করেন, তখন শ্রীগুরুদেবের কৃপায় শ্রীভগবানের সে ধর্ম্ম প্রাপ্ত হন, তাহাতেই জীবের চরম কল্যাণ অর্থাৎ স্ব-স্বরূপপ্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে।

শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম
কদমপুর হাট, ঢাকা

ভ্রম সংশোধন।

"গুরু-প্রণতি" শীর্ষক সংস্কৃত পদ্যে ১ম কবিতার ৪র্থ পঙ্‌ক্তিতে "পঙ্কজং" স্থলে "পঙ্কজঃ" হইবে এবং তৃতীয় কবিতায় ৪র্থ পঙ্‌ক্তিতে "নয়নযুগলৌ" স্থলে "নয়নযুগলে" হইবে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ।

গৌড়ীয়

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ-ঠাকুর-বিরহোৎসব-বাসরে শ্রীগৌড়ীয়-মঠ হইতে শ্রীভক্তিবিনোদ-ঠাকুর-কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ-ঠাকুর-প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌড়ীয়-মঠ হইতে শ্রীভক্তিবিনোদ-ঠাকুর-কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

তৃতীয় খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার ১৯শে বৈশাখ ১৩৩২, ২রা মে ১৯২৫ | ৩৫শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ।

শ্রীগীতা ও বিষ্ণুপুরাণ এই জগতে দুই প্রকার সৃষ্টির কথা বলিয়াছেন—দৈব ও আসুর। বিষ্ণুভক্তই দৈবসৃষ্টির অন্তর্গত; শাস্ত্রমতে তদ্বিতর সকলই আসুর সৃষ্টি। অনেক সময় আমরা অসুরগণ ও বাজারে দৈবসৃষ্টির মধ্যে চলিবার অভিসন্ধি পাইয়া অন্তরে ভয়ানক বিষ্ণুবিদ্বেষী হইয়াও কপটতাপূর্ব্বক মুখে বিষ্ণুভক্ত সাজিয়া থাকেন।

বিষ্ণুভক্তগণ শুদ্ধসত্ত্ববিগ্রহ শ্রীবিষ্ণুর নিত্য শরণাগত সেবক। সুতরাং শ্রীগীতায় ভগবদ্বাক্যানুসারে তাঁহারা অভয়, সত্ত্বশুদ্ধি, জ্ঞানযোগ, দান, দম, হরিসেবা, ব্রহ্মচর্য্য, সরলতা,, শাস্ত্রপাঠ, অহিংসা, সত্য, অক্রোধ, ত্যাগ, শান্তি, ভগবদ্ভক্তের নিন্দাবর্জ্জন, দয়া, অলোলুপতা, হ্রী, অচঞ্চলতা, তেজ, ক্ষমা, ধৃতি, শৌচ, অদ্রোহ, অনভিমানতা—দৈবী সম্পদে বিভূষিত। অধিক কি সমস্ত সুরগণ তাঁহাদের সমস্ত গুণগণসহ ভগবদ্ভক্তে নিত্য বিরাজিত।

শ্রীগীতা আরও বলেন—দম্ভ, দর্প, অভিমান, ক্রোধ, নিষ্ঠুরতা, অবিবেক—অসদ্ব্যসন হইতে জাত এই সকল আসুরীসম্পদ অসুরগণে শোভা পাইয়া থাকে। শ্রীগীত অসুরগণের আরও লক্ষণ বলিয়াছেন। অসুরকুল বলিয়া থাকেন—"আঢ্যোঽভিজনবানস্মি কোঽন্যোঽস্তি সদৃশো ময়া" অর্থাৎ আমি সম্পন্ন, আমি কুলীন, আমার ন্যায় কে আছে? কিন্তু বৈষ্ণব—"তৃণাদপি সুনীচ"। তিনি অভিমানভরে কাহারও মাথায় পা উঠাইয়া দেন না। জগতের সকল জীবকে গুরুবর্গন করেন।

অসুরগণের কোনও সদ্গুণ নাই শুনের মধ্যে তাহারা "আত্মসম্ভাবিত"—আত্মনৈব সম্ভাবিতাঃ স্তব্ধাঃ নীতা নতু শাস্ত্রতঃ সদ্ভিঃ"। নিজকেই নিজে বড় বলিয়া বেড়ায়। শুদ্ধলোককে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিমাত্রই আদর করেন। অসুরগণ নিজে ঠিক না হইয়া—প্রকৃত গুণবান্ না হইয়া নিজের গৌরবের কথা বৃথা গাহিয়া বেড়ায়—অসুরপ্রকৃতি তৎসমজাতীয় কতকগুলি প্রাণী তাহাতে সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া থাকে।

ভগবদ্ভক্ত বিষ্ণুভক্তের সহিত আসুরীসম্পদযুক্ত ব্যক্তির চিরকালই বিবাদ। বিবাদের কারণ যৎসামান্য। অসুরগণ গায়ের জোরে সকলকে উহাদের দাস মত করিতে চায়! তাহা কি কখনও সম্ভব? ভগবদ্ভক্তগণ আত্মদর্শী—সমদর্শী পণ্ডিত। তাঁহাদের প্রেমাকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া সকলে তাঁহাদের সেবকত্ব চরণে শিরো বিলুণ্ঠিত করে।

অম্বরীষ বিষ্ণুভক্ত। তিনি সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণের গুরু। কেননা, —শ্রীগরুড়পুরাণে

ব্রাহ্মণানাং সহস্রেভ্যঃ সত্রযাজী বিশিষ্যতে।
সত্রযাজিসহস্রেভ্যঃ সর্ব্ববেদান্তপারগঃ।
সর্ব্ববেদান্তবিৎকোট্যা বিষ্ণুভক্তো বিশিষ্যতে॥

অর্থাৎ সহস্র সহস্র সদাচারসম্পন্ন ব্রাহ্মণের মধ্যে সত্রযাজী ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ। সহস্র সত্রযাজী ব্রাহ্মণের মধ্যে আবার সর্ব্ববেদান্তবিৎ ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ। কোটী কোটী বেদান্তবিদ্ ব্রাহ্মণের মধ্যে আবার যে কোন কুলস্থ বিষ্ণুভক্তের আসন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। দুর্ব্বাসা ঋষি একাধারে সদাচারী ব্রাহ্মণ ও তপস্বী ছিলেন। কিন্তু তিনি বৈষ্ণবপ্রবর অম্বরীষ মহারাজকে ক্ষত্রিয়জ্ঞানে অসম্মান করিয়াছিলেন। তাই বৈষ্ণবের রক্ষাকারী 'সুদর্শন' চক্র তাঁহার 'দুর্দ্দর্শনকে' খণ্ডিতবিখণ্ডিত করিতে উদ্যত হইল। দুর্ব্বাসা ভাবিলেন—'যখন আমি ব্রাহ্মণ, তখন নিশ্চয়ই ব্রহ্মা আমাকে রক্ষা করিবেন।' ব্রহ্মার নিকট দুর্ব্বাসা প্রত্যাখ্যাত হইলেন, পরে মনে করিলেন—"এ বিপদে শিব তাঁহাকে রক্ষা করিতে পারিবেন।" কিন্তু বৈষ্ণবাগ্রগণ্য শম্ভু বৈষ্ণববিদ্বেষীকে কখনও স্থান প্রদান করিতে পারেন না। ব্রাহ্মণ দুর্ব্বাসা তখন অনন্যোপায় হইয়া বিপদে মধুসূদনের শরণাগত হইলেন। শ্রীভগবান্ বলিলেন—তোমার অম্বরিষের চরণে অপরাধ হইয়াছে, তাঁহার চরণে মস্তক বিলুণ্ঠিত করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা কর, তোমার ব্রাহ্মণাভিমান দূর হইলে বৈষ্ণবের প্রসন্নতা লাভ হইলে আমার প্রসন্নতা পাইবে। আধুনিক যুগে দুর্ব্বাসার ন্যায় তপস্বী ও সদাচারী ব্রাহ্মণ (?) কয়জন আছেন?

শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠে জানা যায় হরিনদি গ্রামে একজন ব্রাহ্মণকুলে ছিলেন। তিনি ঠাকুর হরিদাসকে মুসলমান জ্ঞানে অবজ্ঞা করিয়াছিলেন অর্থাৎ তাঁহার আচরণে দোষারোপ করিয়াছিলেন কিন্তু বৈষ্ণবব্রাহ্মণাগ্রগণ্য শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর তাহা সহ্য করেন নাই। সেই ব্যাপারোপলক্ষে ঠাকুর মহাশয় বরাহপুরাণোক্ত ন্যায়বাক্য উদ্ধার করিয়া বলিয়াছেন—

যাবন্যাঃ কুক্ষিমাশ্রিত্য জাতস্ত্বং ব্রহ্মযোনিষু।
উৎপন্নো ব্রাহ্মণকুলে যাবদ্বৈ শ্রোত্রিয়াদ্ ভবান্॥

কশ্যপঋষি—ব্রাহ্মণ। তাঁহারই বীর্য্যসম্ভূত পুত্র হিরণ্যকশিপু অসুর। সেই অসুরের পুত্র প্রহ্লাদ পরম বৈষ্ণব। কশ্যপতনয় দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু বৈষ্ণব প্রহ্লাদকেও তাহারই মত অসুর স্বভাবযুক্ত না হইতে দেখিয়া প্রহ্লাদের উপর দ্রোহ করিয়া কতই না বৈষ্ণব-বিদ্বেষ ও বিষ্ণু-বিদ্বেষ করিয়াছিল। তাহার ফলে ঐ বিষ্ণু-বিদ্বেষী অসুর বিনষ্ট হইল।

হায়! প্রত্যহ এইরূপ কত কত বৈষ্ণব-বিদ্বেষী অসুরগণ যমালয়ে গমন করিতেছে কিন্তু—

"শেষাঃ স্থিরত্বমিচ্ছন্তি—কিমাশ্চর্য্যমতঃ পরম্।"

কশ্যপতনয় হিরণ্যকশিপুর ন্যায় অসুরকুলই প্রহ্লাদের "মতির্ন কৃষ্ণে পরতঃ স্বতো বা", "ন তে বিদুঃ স্বার্থগতিং হি বিষ্ণুং দুরাশয়া যে বহির্ম্মনোমানিনঃ," "মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ" এই সকল দুঃসঙ্গ ত্যাগ ও কায়মনোবাক্যে বর্জ্জিত করিয়া ত্রিদণ্ড সন্ন্যাস গ্রহণ পূর্ব্বক হরিভজনচেষ্টাপর হিতকথাকে অহিতবাদ মনে করেন ও গৃহব্রত, তদ্বিদ্ নরকপ্রাপক অসদ্বস্তুকে উরুমানে বদ্ধ বহির্ম্মনোমানিগণের ইন্দ্রিয়তর্পণমূলককথাকে হিতবাদ মনে করিয়া সাধুগণের গুণে দোষারোপ করিয়া থাকেন। শ্রীগীতায় ভগবান্ উহাদের জন্য কি ব্যবস্থা করিয়াছেন, পাঠকগণ শ্রবণ করুন—

অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধঞ্চ সংশ্রিতাঃ।
মামাত্মপরদেহেষু প্রদ্বিষন্তোঽভ্যসূয়কাঃ॥

তামহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষ্বধিমন্ নরাধমান্।
ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষেব যোনিষু ॥

অবৈষ্ণবকুলে বৈষ্ণব জন্মগ্রহণ করেন তথাপি হিতবাদী নামক প্রাদাবার্ত্তাবহ বিষ্ণুর পাঠোপযোগী ভগবদ্বিদ্বেষি পত্রে যে শুদ্ধ ভক্তিপ্রচারের বিরুদ্ধমত মেয়েলে হিঁয়ালীর ন্যায় প্রকাশিত হইয়াছে তাহা ঐ পত্রের পাঠকগণের অনেকেরই রুচিপ্রদ হয় নাই। তৎসম্বন্ধে কয়েকখানি পত্র স্থানান্তরে প্রকাশিত হইল। তন্মধ্যে জানা যায় যে একখানি পত্র উক্ত বৈষ্ণবধর্ম্মবিদ্বেষী সম্পাদকের নিকট প্রকাশার্থ প্রেরিত হইয়া তাহার প্রতিলিপি গৌড়ীয়ে প্রকাশের জন্য আমরা পাইয়াছি। প্রাদাবার্ত্তাবহের অপর সহযোগিগণ হিতবাদীর লেখকের ন্যায় কেহই ঐ প্রকার অনভিজ্ঞতার পরিচয় দেন নাই। এক জনের অবিমৃষ্যকারিতার জন্য বার্ত্তাবহ পাঠক ও অনভিজ্ঞ সম্প্রদায় সত্য হইতে বঞ্চিত না হন ইহাই দেখিতে পাওয়ার নাম সুদর্শন। কুলিয়ার অবৈষ্ণব গৌরাঙ্গের সহিত বৈষ্ণববিদ্বেষী বার্ত্তাবহের কি সম্বন্ধ আমরা জানিতে পারিলে পাঠকগণকে জানাইব। গ্রাম্যরসপূর্ণ বিদ্বেষী বার্ত্তাবহের চেষ্টায় জানা যায় যে তিনি সত্য আদরণের উদ্দেশে আপনাকে অনভিজ্ঞ ও মেয়েলি হিঁয়ালীর উকীল সাজিতেছেন। কিন্তু ভগবদ্ভক্তগণ তাঁহাদের ভোগনৈপুণ্যে উদাসীন। গ্রাম্যবার্ত্তাবহ কি কি প্রকারে চিত্ত দৌর্ব্বল্যে বশবর্ত্তী হইয়া কলহ আবাহন করিয়াছিলেন তাহার একটী সংক্ষেপ অসম্পূর্ণ তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল।

১। "অমৃতবাজারে" প্রচারিত সত্য সংবাদ মিথ্যা প্রতিপন্ন করিতে পারিলে তাহাদের সুখ হয়।

২। ভারতীর্থ মহাশয় বৈদিক ত্রিদণ্ড বিধানের প্রতিবাদ করেন এরূপ ঈর্ষামূলে তাহাদের বাসনা।

৩। বৈষ্ণব ত্রিদণ্ডির কার্য্য যাহাতে বিকৃত হিন্দু-বর্ণাশ্রমীর আদরণীয় না হয় তৎপক্ষে ভারতীর্থ মহাশয়ের নিকট তাহাদিগের সাহায্য প্রার্থনা।

৪। ভারতীর্থ মহাশয় গৌড়ীয় মঠের বিশুদ্ধ আচারে কেন না অসন্তুষ্ট হইবেন।

৫। ভারতীর্থ মহাশয় মনুলিখিত ত্রিদণ্ডের কথা উঠাইয়া দিলেই ব্রাহ্মণ ধর্ম্মের মর্য্যাদা বৃদ্ধি পাইবে।

৬। ভারতীর্থ মহাশয় যখন বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ সভার প্রধান কর্ম্মী তখন বৈদিক ত্রিদণ্ড বিধান ও বৈষ্ণব জন্মের কথা শাস্ত্র হইতে কেন উঠাইয়া দেন না তজ্জন্য তাঁহাকে অযথা আক্রমণ।

৭। ভারতীর্থ মহাশয় তর্কতীর্থ মহাশয়ের সুযোগ্য পুত্র সুতরাং ভক্তিবিদ্বেষ কথাই যখন কর্ম্মীবর্গদের একমাত্র অনুষ্ঠান, তখন তিনি বিষ্ণুবিদ্বেষ না করিয়া তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষোচিত শ্রীরাম উপাসনার মূলে কুঠারাঘাত কেন করেন নাই?

৮। গৌড়ীয় মঠের অনুষ্ঠানে সমূহ ভক্তিশাস্ত্রসম্মত ও প্রকৃত বেদানুগ তদ্বিষয়ে অনভিজ্ঞগণের সন্দেহ।

৯। অপাত্রে বৈষ্ণবগোস্বামী বলিয়া বিশ্বাস।

১০। গ্রাম্যবার্ত্তাবহের ভক্তিবিলাসে শ্রদ্ধা ও গৌড়ীয় মঠের তাহাতে অশ্রদ্ধা।

১১। সর্ব্ববর্ণজাত ব্যক্তিগণের পানভোজনাদি সঙ্গ গৌড়ীয় মঠের কর্ত্তব্য নহে।

১২। দীক্ষিত ও অদীক্ষিত উভয়কে সমজ্ঞান করাই অভিজ্ঞ জ্ঞানের শাস্ত্রবিধি। মেয়েলি হিঁয়ালী প্রচলিত করা কর্ত্তব্য।

১৩। গৌড়ীয় মঠের আচার্য্যগণের প্রকৃত সংজ্ঞায় শাস্ত্র সঙ্গত নহে।

১৪। ব্রাহ্মণেতর কুল পরিচয়ে পরিচিত অধস্তনগণের দীক্ষালাভে সম্ভবপর নহে এবং দীক্ষিত হইলে তাহারা অদীক্ষিতের ন্যায় শৌক্রবিচারে সমশ্রেণীস্থ থাকে।

(ক্রমশঃ)

মাননীয়

শ্রীগৌড়ীয় সম্পাদক মহাশয়গণ, সমীপেষু—

মহাশয়, আপনাদের প্রসিদ্ধ পত্রিকায় নিম্নলিখিত প্রতিবাদ পত্রটীর যথাযোগ্য স্থানে ভিক্ষা সুধীপাঠকগণের উপকারে ও আনন্দ বিধান করিতে প্রার্থনা।

"হিতবাদী" নামক একখানি গ্রাম্যবার্ত্তাবহে ঈর্ষাসূচক কতকগুলি অনধিকার চর্চ্চা দেখিতে পাইয়া উক্ত পত্রের প্রতি হারপর নাই বীতশ্রদ্ধ হইলাম। কোনও পত্রের সম্পাদকতায় যোগ্যতা অর্জ্জন করিতে হইলে অন্ততঃ সম্পাদকের শাস্ত্র-জগতের ক, খ, জ্ঞান থাকা উচিত—ইহাই আমার ধারণা ছিল। আপনাদের সকলের সহিত আমার আলাপ নাই। তবে আমি আপনাদের পত্রের অন্যতম সম্পাদক শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে কয়েকবার দর্শন করিয়াছি। তিনি একজন উচ্চকুলোদ্ভূত সম্ভ্রান্ত ও বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ। কেবল তাহাই নহে তিনি একজন নিত্যানন্দ সন্তান—গোস্বামী। শুনিয়াছি তিনি একটী উচ্চ কর্ম্ম করিতেন। যখন তিনি সাধুর উপদেশে জানিতে পারিলেন যে ঘন্টোদরের জন্য অপরের চাকরী করা শূদ্রবৃত্তি এবং হরিভজনই জীবের একমাত্র লক্ষ্যস্থলের জন্য কৃত্য তৎক্ষণাৎ তিনি তাঁহার লোভনীয় চাকুরী, তথা আত্মীয় স্বজনসঙ্গ মলবৎ ত্যাগ করিয়া সজ্জনের চরণে শরণ লইলেন।

গৌড়ীয় পত্রের অন্যান্য সম্পাদকগণের কথাও শুনিয়াছি যে তাঁহারা উচ্চকুলোদ্ভূত ও বহুশাস্ত্রবিৎ হইয়াও নিরভিমানের সহিত জীবনে মরণের একমাত্র কৃত্যজ্ঞানে গৌড়ীয়ের সেবা করিয়া থাকেন। তাঁহারা যেই ঘন্টোদরের তর্পণোদ্দেশে বৃত্তিজীবি ভাড়াটিয়া সম্পাদক নহেন। গ্রাম্য-বার্ত্তাবহের ভাড়াটিয়া সম্পাদকগণের ন্যায় তাঁহারা এমন এক কথা পঞ্চকণেই অধিক অর্থ লাভ হইলে অন্য সাময়িক পত্রের সম্পাদকসূত্রে অন্য অর্থদাতার মনোরঞ্জক অন্যপ্রকার কথা প্রচার করেন না। তাঁহারা কৃতাবৃত্তিসম্পন্ন শূদ্র বা ব্যবসায়ী বণিক নহেন। সুতরাং জগতের শত শত বৃথা চিৎকার আপনাদিগকে সত্য হইতে ভ্রষ্ট করিতে পারিবে না ইহা আমার দৃঢ় বিশ্বাস। হাতী বাজারে চলিলে কুক্কুরগণ চিৎকার করিয়াই থাকে ইহা উহাদের স্বভাব।

মহাশয়, আমি একজন গৃহব্রত ব্যক্তি। কারণ আমি শুকরেই জীবনে মরণে ব্রত করিয়া নরপশুর মত সতত অর্থোপার্জ্জনে ব্যস্ত। গৃহের জন্য স্ত্রীপুত্রের ভরণপোষণের জন্য মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া কখনও অফিসে চাকরী করি, কখনও স্বার্থের জন্য খোসামোদ করি, কখনও অপরের বাড়ী ঠাকুরপূজা (?) করি, ভাগবত পড়িয়া বা বিগ্রহ পূজাচ্ছলে বাবসা করি, কখনও কাগজের সম্পাদকতা করি, কতই না শূদ্রবৃত্তি, বণিকবৃত্তি, অপরের গোলামগিরি করিয়া প্রভুর মনোরঞ্জন রূপ সেবাবৃত্তি করিয়া থাকি। হিতবাদীর সম্পাদকগণ আমার ন্যায় উপরিউক্ত পচা গৃহব্রত নহেন বটে তবে যতদূর জানি তাঁহারাও গৃহস্থাশ্রমী কিন্তু অনভিজ্ঞ মেরেলি শাস্ত্রাধ্যাপক গৃহস্থাশ্রমি ব্যক্তির চতুর্থ আশ্রমস্থ সন্ন্যাসী বা তুর্য্যাশ্রমাতীত পরমহংসগণের সম্বন্ধে কোনও মতামত প্রকাশ করার কি অধিকার আছে? আমি যতদূর শুনিয়াছি তাঁহারা কেহই শুদ্ধবৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত বা শুদ্ধবৈষ্ণবগণের শাস্ত্র শুদ্ধবৈষ্ণব গুরুর নিকট হইতে আলোচনা করেন নাই—এরূপ অবস্থায় শুদ্ধবৈষ্ণবের সম্বন্ধে কিছু বলিতে যাওয়া কি কাজলামি করিতে গিয়া এঁড়ে পাকা দেখাইয়া 'আদার ব্যাপারীর জাহাজের খবর আলোচনা করার ন্যায় বৃথা ধার্ষ্টতা মাত্র নহে?

দ্বিতীয়তঃ উক্ত গ্রাম্যবার্ত্তাবহখানি পড়িয়া দেখিলাম যে উহার সম্পাদকমহাশয় যে সকল কথা লিখিয়াছেন তৎসম্বন্ধে তদনুকূলে তিনি শাস্ত্রপ্রমাণ বা একটীও যুক্তি প্রদর্শন করিতে পারেন নাই; কেবল কতকগুলি লৌকিক মেয়েলী পল্লবগ্রাহিতার বহুজন্মার্জ্জিত দুর্ভেদ্যময় উদ্গার কথা ও মাৎসর্য্যচণ্ডালীর সংসর্গজনিত, বৃথা প্রজল্পের অবতারণা করিয়াছেন।

তৃতীয়তঃ 'হিতবাদী' সম্পাদক দীক্ষিত বৈষ্ণবগণকে অদীক্ষিতের পরিচয়ে, সংসার ত্যাগী সন্ন্যাসী বা পরমহংসকে তাঁহাদের পূর্ব্বাশ্রমের পরিচয়ে পরিচিত করিতে প্রয়াস পাইয়া শাস্ত্রজ্ঞানে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞতারই পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। সম্পাদকগণের যদি ভক্তিশাস্ত্র কিছুমাত্রও আলোচনা থাকিত এবং সন্ন্যাসবিধির কোনও গ্রন্থ দেখা থাকিত তাহা হইলে ঐরূপ মূর্খতাব্যঞ্জক কথা তাহাদের "হিতকথার" মধ্যে স্থান পাইয়া পত্রখানাকে কলঙ্কিত করিত না। অতি বৈশবকালে বালকবালিকা যখন কাপড় পড়িতে শিখে নাই তখন উলঙ্গ থাকে। কিন্তু পরে বালক যখন শিক্ষা পাইয়া একজন হাকিম হয়, বালিকা

যখন যৌবন ও গৌড়াবস্থায় বহু সন্তান সন্ততি লাভ করে তখন যদি উঁহাদের পূর্ব্বাবস্থার কথা স্মরণ করিয়া হাকিমকে উলঙ্গ, বা নিজ আস্তাবলস্থিতকে উলঙ্গিনী বলিয়া লোকসমাজে প্রচার করা হয় তবে লোকে ঐরূপ ব্যক্তিকে হয় পাগলাগারদে প্রেরণ করে নতুবা মানহানির দণ্ডিত করাইয়া থাকে। সন্ন্যাসী বা শুদ্ধবৈষ্ণবমন্ত্রে দীক্ষিত ব্যক্তি পূর্ব্বাশ্রমের পরিচয়ে পরিচিত নহেন—এ কথা শাস্ত্রে যাহাদের বর্ণপরিচয় মাত্র হইয়াছে তাঁহারও জানেন।

ত্রিদণ্ডী সম্পাদক মহাশয় আরও কতকগুলি শাস্ত্রানভিজ্ঞতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। দুঃখিত হইলাম যে সম্পাদক মহাশয়েরা এই মোটা কথাটী পর্য্যন্ত জানেন না যে কেহ কাহাকেও সন্ন্যাস প্রদান করেন না। 'সন্ন্যাস' শব্দের অর্থ সম্যক্‌রূপে অসৎসঙ্গ ত্যাগ বা ত্যাগ। ত্যাগ নিজে নিজেই করিতে হয়, একজনের খাওয়া অপরে খাইয়া ফেলিলে চলে না. তবে কোনও শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি বৈষ্ণবগণ অবৈষ্ণবগণের ন্যায় গুরুকে অনিত্য মনে করেন না। বৈষ্ণবের গুরু নিত্য, নিত্যকাল অনন্ত জীবনে শিষ্যের সাহায্যকারী। অবৈষ্ণবের গুরু মরিয়া যায়, শিষ্য গুরুতে লয় হইয়া যায়; তখন আর গুরু শিষ্য থাকে না। কিন্তু বৈষ্ণবের গুরু মরে না—তিনি নিত্যকাল শিষ্যের সহায়করূপে উপস্থিত থাকেন। যাহারা ধর্ম্মজগতের ইতিহাস আলোচনা করিয়াছেন তাহারাই জেন শ্রীপাদ রামানুজাচার্য্য তাঁহার গুরুদেবের অপ্রকটকালে গুরুদেবকে তৎসমুখে নিত্য বিরাজিতজ্ঞানে তাঁহার নিকট হইতে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই জন্যই পূর্ব্বে বলিয়াছিলাম শাস্ত্রজ্ঞানরহিত ব্যক্তির স্বকপোলকল্পিত মতবা জগতে 'অদ্বিতবাদ' বিস্তার করিয়া জগজ্জাল উপস্থিত করে।

সম্পাদক মহাশয় লিখিয়াছেন যে রামানুজের অনুকরণে গৌড়ীয় মঠে ত্রিদণ্ড সন্ন্যাস গৃহীত হয়। যদি সম্পাদক মহাশয়ের বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ইতিহাস পড়া থাকিত তবে তিনি তাঁহার পরমপ্রাজ্ঞতার পরিচয় বা অপরের মুখে শুনিয়া ব্রাহ্ম মত লিখিবার দুঃসাহস করিতেন না। শ্রীরামানুজের বহুপূর্ব্বেও শ্রুতিসমূহে, স্মৃতিশাস্ত্রসমূহে এবং বিষ্ণুস্বামিসম্প্রদায়ে ত্রিদণ্ড গ্রহণ প্রথা প্রচলিত ছিল। বিষ্ণুস্বামি সম্প্রদায়ের শ্রীধরস্বামী একজন ত্রিদণ্ডী। শ্রীল জীবগোস্বামীপ্রভু তাঁহাকে ভক্তির একমাত্র রক্ষক বলিয়াছেন শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহাকে কত সম্মান দিয়াছেন। গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের ষড়্‌গোস্বামীর অন্যতম শ্রীরসিকভক্তিবিলাস-গ্রন্থ-কর্ত্তা শ্রীপাদ গোপালভট্ট গোস্বামী প্রভুর শিক্ষা ও গুরু শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ একজন ত্রিদণ্ডী স্বামী। শ্রীরূপগোস্বামী উপদেশামৃতে ত্রিদণ্ডি সন্ন্যাসের কথাই বলিয়াছেন। শাস্ত্রের খবর না জানিয়া মত প্রকাশ করা পাগলের প্রলাপ বা মূর্খের প্রজল্প। স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ও একাদশীতত্ত্বে শাস্ত্রোদ্ধার করিয়া প্রচার করিয়াছেন যে

দেবতা-প্রতিমাঃ দৃষ্ট্বা যতিঞ্চৈব ত্রিদণ্ডিনম্।
নমস্কারং ন কুর্ব্বাণো উপবাসেন শুদ্ধ্যতি॥

ত্রিদণ্ডী সম্পাদক মহাশয় লিখিয়াছেন যে শ্রীগৌড়ীয় মঠ ব্রাহ্মণ ও বর্ত্তমান গোস্বামিগণের বিরোধী। তিনি 'ব্রাহ্মণ' ও 'গোস্বামী' কাহাকে বলেন বুঝিতে পারিলাম না। ব্রাহ্মণব্রুবকে কি তিনি ব্রাহ্মণ, গৃহব্রত ঘর পাগলা গোদাগণকে বা পুরি বাউলগণকে তিনি গোস্বামী বলিতে চাহেন? ব্রাহ্মণব্রুবকেও গৌড়ীয় মঠ তাহাদের সামাজিক সম্মান দিয়া থাকেন। আমি একজন ব্রাহ্মণকুলোদ্ভূত ব্যক্তি আমাকে ত' তাঁহারা যথেষ্ট সামাজিক সম্মান দিয়া থাকেন কিন্তু আমি ভগবানে শরণাগত ধর্ম্মপরায়ণ চরিত্রবান না হইয়া যদি গৃহব্রত হই এবং গায়ের জোরে তাঁহাদের নিকট সম্মান আদায় পাইবার চেষ্টা করি তাহা হইলে উহা কি আমার দাম্ভিকতা ও মূর্খতার পরিচয় হইবে না? আমি ত্রিদণ্ডীর লেখকের ন্যায় যদি বানর মোহনবাঁশী দিয়ে বেদ ব্রোক গোপন করিয়া কেরেলি বিদ্যুৎবাণীর বিচার মতে ব্রাহ্মণ অভিমান করিতে যাই তা হলে তাঁহারা কি অত্রির বচন দ্বারা আমাকে শিক্ষা দিবেন না?

ব্রহ্মতত্ত্বং ন জানাতি ব্রহ্মসূত্রেণ গর্ব্বিতঃ।
স চৈব তেন পাপেন বিপ্রঃ পশুরুদাহৃতঃ॥

আমার গুরু থাকিলে এমন কোন্ ব্যক্তি আছে যিনি আমাকে যথোচিত সম্মান না দিবেন? আমিও একজন ব্রাহ্মণকুলোদ্ভূত ব্যক্তি বলিয়া অভিমান করিয়া থাকি

কিন্তু শাস্ত্রোল্লেখে আমি কি শূদ্রকুল ব্রাহ্মণকুল হইতে ও হীন হইয়া পড়ি নাই? বৃহন্নারদীয় বলেন—

"বেদহীনা দ্বিজো যেবমন্ত্রং মুক্তস্তে ভ্রমম্।
স জীবন্নেব শূদ্রত্বমাশু গচ্ছতি সান্বয়ঃ॥"

যে দ্বিজ বেদপাঠ না করিয়া অন্যবিষয়ে শ্রম করেন সে ব্যক্তি তাঁহার জীবিতকালেই অতি সত্বর সবংশে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হন এবং তাঁহার বংশে উপনয়নপ্রাপ্তির স্থান নাই। তিনিই ক্ষত্রিয় কায়স্থ, বৈদ্য ও নবশাখ প্রভৃতি সমাজে স্থান লাভ করেন। আবার বেদপাঠী হইলে তিনি বৃত্ত-ব্রাহ্মণত্ব পুনঃ প্রাপ্ত হন; বেদপাঠ ও তদুদ্দিষ্ট হরিকথার আলোচনা ছাড়িয়া ইতরবিষয়ে নিযুক্ত হইয়াছি—শূদ্রবৃত্তি গ্রহণ করিয়াছি, পাশ্চাত্য পুত্রপৌত্রাদির সহিত শূদ্রত্ব লাভ করিয়াছি, এমতাবস্থায় কিরূপে নিজকে 'ব্রাহ্মণ' বলিয়া জাহির করিতে চাই? বরং নিজের দুর্দশার কথা স্মরণ করিয়া আমার মরমে মরিয়া যাওয়া উচিত এবং যাহাতে আগে নিজের শোধন করিতে পারি তদ্বিষয়ে সর্ব্বাগ্রে মনোনিবেশ করাই কর্ত্তব্য।

সম্মানাদ্ ব্রাহ্মণো নিত্যমুদ্বিজেত বিষাদিব।
অমৃতস্যেব চাকাঙ্ক্ষেদবমানস্য সর্ব্বদা॥
সুখং হ্যবমতঃ শেতে সুখঞ্চ প্রতিবুধ্যতে।
সুখং চরতি লোকেঽস্মিন্নবমন্তা বিনশ্যতি॥

ব্রাহ্মণ ঐহিক সম্মানকে যাবজ্জীবন বিষের ন্যায় জ্ঞান করিবেন এবং অবমাননাকে সর্ব্বদা অমৃততুল্য আকাঙ্ক্ষা করিবেন। অপমান সহ্য করিতে শিখিলে লোকের অন্তরে সুখে নিদ্রা হয়, সুখে জাগরণ হয় ও সুখে বিচরণ করা যায় আর যে ব্যক্তি অন্যায়রূপে অবমাননা করে সে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। সম্পাদক মহাশয় বলিয়াছেন শ্রীগৌড়ীয় মঠ জাতি-গোস্বামিগণের বিরোধী। কোনও সদাচারী ব্রাহ্মণ নীচশূদ্রপ্রতিগ্রাহী জাতিগোস্বামীকে শুদ্ধ ব্রাহ্মণ বলিতে পারেন না। নীচশূদ্র-প্রতিগ্রাহী ব্রাহ্মণগণ বর্ণ ব্রাহ্মণ নামে খ্যাত। সদাচারী হিন্দুগণ তাহাদের অন্নগ্রহণ করেন না। দ্বিতীয় "গোস্বামী" উপাধি কোনও দিন অশুদ্ধ হইতে পারে না। আমরা চিরকালই জানি নাভা গোস্বামী, শুকদেব গোস্বামী, সনাতন গোস্বামী, শ্রীরূপগোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী। ইঁহারা সকলেই ত্যাগী ও নিষ্কিঞ্চন। সত্যকথা প্রকাশ করিলে কি বিরোধ হয়? "কামুকাঃ পঙ্কজ্জি কাহিনীমন্ধা জগৎ" এই ন্যায়াবলম্বনে সম্পাদক মহাশয় কি শুদ্ধ বৈষ্ণবগণের প্রতি বিরোধ করিয়া সর্ব্বত্রই বিরোধ দর্শন করিতেছেন? শাস্ত্রে কি বলিয়াছেন—

বৃত্তিতো দেবতাপূজা ব্রাহ্মণাং প্রতীয়তে।
শ্রৌতক্রিয়াঽনুষ্ঠানং দ্বিজৈঃ সদ্ভির্বর্জ্জনম্।
ইত্যাদিভিরনাচারৈর্ব্রাহ্মণ্যং সুনির্ণয়ম্॥
এষাং যৎপক্ষমাদেশ দেবার্চ্চাবৃত্তিতো ভবেৎ।
তেষামধ্যয়নে যজ্ঞে যাজনে নাস্তি যোগ্যতা॥
আপদ্যপি চ কষ্টায়াং ভীতো বা দুর্গতোপি বা।
পূজয়েদ্বৈষ্ণবৈরেব বৃত্ত্যর্থং দেবদেবং কদাচন।
দেবকোহোপজীবী যঃ স দেবলক উচ্যতে।
বৃত্ত্যর্থং পূজয়েদ্দেবং ত্রীণি বর্ষাণি যো দ্বিজঃ।
স বৈ দেবলকো নাম সর্ব্বকর্ম্মসু গর্হিতঃ॥
বিড্‌বরাহৈক শৃঙ্গং যূপং দেবলকং পশুম্।
তুল্যানো নেক্ষয়েদ্বিপ্রো দৃষ্ট্বা চান্দ্রায়ণং চরেৎ॥
উপব্রাহ্মণাং বর্ণয়ন্তি:—

অবালুকা দেবলকাঃ কল্পদেবলকা গণভোগ দেবলকা ভাগবত বৃত্তিরিতি চতুর্থঃ এতে উপব্রাহ্মণাঃ।

আহ্বয়কা দেবলকা নক্ষত্রগ্রহযাজকাঃ।
এতে ব্রাহ্মণচণ্ডালা মহাপাতকিনঃ স্মৃতাঃ॥

হিতবাদিসম্পাদক মহাশয় আরও কয়েকটী অমূলক ও অলীক কথা লিখিয়া অহিতবাদ প্রচার করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন গৌড়ীয় মঠ শ্রীহরিভক্তিবিলাস ও বর্ত্তমান প্রচলিত স্মার্ত্ত মানেন না। সম্পাদক মহাশয়ের উক্তি দ্বারা বুঝাযায় তিনি হরিভক্তিবিলাস মাত্র করেন। তিনি কি হরিভক্তি বিলাসের পাত উল্টাইয়াও একবার দেখিয়াছেন? তিনি একবার কৃপা করিয়া পঞ্চমবিলাসের প্রারম্ভে কি কথা লেখা আছে দেখিলে বাধিত হইব। শ্রীহরি-ভক্তিবিলাস বাক্যবাক্য উদ্ধার পূর্ব্বক বলিয়াছেন—

অতস্তাঃ শূদ্রকল্পাহি ব্রাহ্মণাঃ কলিসম্ভবাঃ।
তেষামাগমমার্গেণ শুদ্ধির্নৈ শ্রৌতবর্ত্মনা।

কলিযুগে ব্রাহ্মণগণ অশুদ্ধ ও শূদ্রতুল্য তাঁহাদের বৈদিক কর্ম্মানুষ্ঠানে নির্ম্মলতা নাই, পারত্রিক দীক্ষা দিবারই তাঁহাদের শুদ্ধি। শাস্ত্র উহা দ্বারা কলিকালে শৌক্র ব্রাহ্মণের নির্ম্মলতা নাই, বৈষ্ণব ব্রাহ্মণগণেরই শুদ্ধতা প্রতিপাদন করিলেন। সম্পাদক মহাশয় মহাভারত বর্ণপর্ব্ব ১৮০ অধ্যায়ে

জাতিব্রহ্ম মহাপর্ব্ব মনুষ্যত্বে মহামতে।
সঙ্কল্পাৎ সর্ব্বসর্গাণাং গুণশ্রেষ্ঠ্যে চ যে স্থিতঃ।
সর্ব্বে সর্ব্বাপবস্তাশ্চ জনয়ন্তি সদা সুতাঃ।
বাঙ্মৈথুনমথো ওস্য মরণঞ্চ সমং নৃণাম্॥"

এই শ্লোকের সহিত ব্রাহ্মণ শ্রীনীলকণ্ঠের টীকা আলোচনা করিলে আমাদের শৌক্র ব্রাহ্মণতার ভিত্তির দুর্ব্বলতা কতদূর বুঝিতে পারিবেন।

সম্পাদক মহাশয় যে ডালে বসিয়াছেন নিজেই সে ডাল কাটিয়া ফেলিয়াছেন। একদিকে তিনি বলিয়াছেন গৌড়ীয় মঠ হরিভক্তি বিলাস মানেন না আবার পরমুহূর্ত্তেই বলিয়াছেন ইহারা বর্ত্তমানে প্রচলিত শ্রাদ্ধাদি স্বীকার করেন না। ইহা দ্বারা তিনিই সপ্রমাণ করিয়াছেন যে গৌড়ীয় মঠই শ্রীহরিভক্তিবিলাসের প্রকৃত সম্মান করিয়া থাকেন। কেন না, তিনি যদি শ্রীহরিভক্তি বিলাসের নবম বিলাস আলোচনা করিতেন তাহা হইলে এরূপ অসংলগ্ন ছলনার এক জন সম্পাদকের ঈর্ষা কলুষিতহৃদয়ের এরূপ ফল আমরা আশা করিতে পারিতাম না। শ্রীহরিভক্তিবিলাস বর্ত্তমান স্মার্ত্তসমাজ প্রচলিত শ্রাদ্ধকে "রাক্ষস শ্রাদ্ধ" বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন এবং কেহ যদি ভুলক্রমেও মূত্রপুরীষপ্রতিম পিণ্ড প্রদানে রাক্ষস শ্রাদ্ধ করিয়া ফেলেন তাহার প্রতি যথোচিত প্রায়শ্চিত্ত করিয়া অপরাধ ক্ষালন করিতে হয়। শ্রীহরিভক্তিবিলাস বৈষ্ণবশ্রাদ্ধপ্রসঙ্গে প্রহ্লাদ পঞ্চরাত্র বচন উদ্ধার করিয়া বলিয়াছেন—

স্বভাবৈঃ কর্ম্মজড়ান্ বক্ষ্যন্ ত্রিবিধাদিতিঃ।
হরেনৈবেদ্যসম্ভারান্ বৈষ্ণবেভ্যঃ সমর্পয়েৎ॥

যাহারা কর্ম্মজড় স্মার্ত্ত তাহাদিগকে ইন্দ্রিয়ভোগ্য অনিবেদিত বস্তু প্রদান করিয়া কিংবা ঐ সকল অর্থলোলুপ কর্ম্মজড় গণকে কিছু অর্থাদি দ্বারা বঞ্চনা করিয়া বৈষ্ণবদিগকে শ্রীহরির নৈবেদ্য প্রদান করিবেন।

হিতবাদী সম্পাদক আরও বলিয়াছেন যে শ্রীগৌড়ীয় মঠের ভক্তগণ সকলের সহিত পাওয়া যাওয়া করেন। আমি বিশেষরূপে জানি শ্রীগৌড়ীয় মঠের ভক্তগণ বিষ্ঠাতুল্য অনিবেদিত বস্তু বা অবেদ্য ভক্ষ্যাংশ পূয় প্রবণ করিয়া ব্রাহ্মণের অপ্রতিগ্রহ শুদ্ধমুখকে অপবিত্র পয়ঃপ্রণালীতে পরিণত করেন না। তাঁহারা নিত্য শ্রীগুরুপ্রণাম সেবা করিয়া থাকেন। শ্রীহরিভক্তিবিলাস বৃহদ্বিষ্ণুপুরাণ বাক্য উদ্ধার করিয়া নৈবেদ্য সম্বন্ধে কি লিখিয়াছেন সম্পাদক মহাশয় একবার শ্রবণ করুন—

নৈবেদ্যং ভক্ষণীয়স্য অন্নপানাদিকঞ্চ যৎ।
তস্যাভক্ষ্যবিচারশ্চ নাস্তি তত্ত্বক্ষণে দ্বিজাঃ।
ব্রহ্মবিষ্ণ্বর্পিতান্নাদি যথা বিষ্ণুস্তথৈব তৎ।
বিকারং যে প্রকুর্ব্বন্তি তক্ষণে তদ্বিজাতয়ঃ॥
কৃষ্ণায়নিবেদিতান্নাগ্র্যাঃ পুরুষাবিবর্জ্জিতাঃ।
নিরয়ং যান্তি তে বিপ্রা তস্যান্নাহরন্তি যে পুনঃ॥

সুতরাং প্রমাণিত হইল হিতবাদী সম্পাদক মৎসরতাসূচক যে সকল অমূলক কথা লিখিয়াছেন তাহার কোনও ভিত্তি নাই। আশা করি "হিতবাদী" পত্র এরূপ অহিতবাদী লেখকের দ্বারা পরিচালিত না হইয়া শাস্ত্রোক্ত আচারবান্, অশূদ্র প্রতিগ্রাহী, অকৃতক গৌড়ীয় মঠের কোন নিঃস্বার্থ সেবকের হাতে পরিচালনা ভার সমর্পণ করিলে জগতে প্রকৃত হিতবাদ প্রচারিত হইবে।

শ্রীসত্যচরণ চট্টোপাধ্যায়।

শ্রীযুক্ত হিতবাদী সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

মহাশয় ২৪শে এপ্রিলের "হিতবাদী" পত্রে "কিমাশ্চর্য্যমতঃপরম্" শীর্ষক প্রবন্ধে আপনি যে শাস্ত্রবিরুদ্ধ স্বকপোল কল্পিত মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহার সহিত আমাদের মতভেদ হইয়াছে, ঐ প্রবন্ধে কতিপয় অসত্যের ও অনভিজ্ঞতার পরিচয় পাইয়াছি। আপনি বর্ত্তমান সমাজের ব্রাহ্মণতার সহিত শাস্ত্রীয় বৃত্তব্রাহ্মণতার অসামঞ্জস্য করিবার অভিসন্ধিতে ঐ প্রকার ভ্রমে পতিত হইয়া অদ্ভুত মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে ব্রাহ্মণ সমাজের বিশেষ আপত্তি আছে; যেহেতু শাস্ত্রমতে ব্রহ্ম ত্রিবিধ। মনু বলেন—,

মাতুরগ্রেহধিজননং দ্বিতীয়ং মৌঞ্জিবন্ধনে।
তৃতীয়ং যজ্ঞদীক্ষায়াং দ্বিজস্য শ্রুতিচোদনাৎ॥

অর্থাৎ মাতৃকুক্ষিতে জীবের প্রথমে জন্ম হয়, পরে আচার্য্যের নিকট গায়ত্রী গ্রহণে দ্বিতীয় জন্ম এবং বিজগণ বৈদিক জন্ম লাভ করেন। লৌকিক জন্মের প্রস্তাবিত বিধিমত কাত্যায়ন গৃহ্যসূত্রাদি কল্পশাস্ত্রের অনুশাসনক্রমে যে প্রকারভেদে উপনয়নাদি সংস্কার বিহিত আছে তাহা বাজসনেয়াদি শাখার অন্তর্গত। একারণ শাখার পক্ষ-ভেদে কল্পশাস্ত্রে যে বিভিন্ন প্রকার দ্বিজত্ব লাভের বিধি লিপিবদ্ধ আছে তাহার দর্শনাভাবেই অশাস্ত্রীয় মেয়েলী হিন্দুয়ানীর ন্যায় অনভিজ্ঞ সমাজে কেবল লৌকিক বিচার প্রবল। যাঁহারা বেদ ও বেদাঙ্গ কল্পশাস্ত্রাদি আলোচনা করিয়াছেন তাঁহারা বৈদিকশাখাবিশেষের আনুষ্ঠানিক কার্য্যের উপর এরূপ নির্দ্দয়ভাবে কটাক্ষ করিয়া শিষ্টাচারের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন না। সে দিন পণ্ডিতজীর সহিত গৌড়ীয় মঠে ঐ কথারই আলোচনা প্রসঙ্গে "আগমপ্রামাণ্যের" নির্দ্দিষ্ট অংশ তিনি ও ভট্টপল্লীর পণ্ডিত মহাশয় প্রবণ করিয়াছিলেন। ত্রিদণ্ডসন্ন্যাস বিধি শ্রীরামানুজাচার্য্যের বহু পূর্ব্বে বিষ্ণুস্বামী সম্প্রদায়ে প্রচলিত ছিল। বিষ্ণুস্বামী বেদদর্শনকে বৈদিকত্রিদণ্ড সন্ন্যাস বিধি প্রদান করেন। বেদদর্শনের পর সাতশত আচার্য্য উক্ত আচার্য্য বিষ্ণুস্বামীর পীঠে (গদিতে) ত্রিদণ্ডি বৈষ্ণবাচার্য্যরূপে আরোহণ করিয়াছিলেন। পরে রাজবিষ্ণুস্বামী কাঞ্চীতে সেই বৈষ্ণবগণের মধ্যে বৈদিক ত্রিদণ্ড গ্রহণ প্রথা লুপ্ত হইলে পুনঃ সংস্থাপনোদ্দেশে তদ্বৎ বিষয়ের আচার্য্যত্বে ব্রতী হন। বৈষ্ণববিদ্বেষী শৈব ও বৌদ্ধ সম্প্রদায়, বিষ্ণুস্বামী বিবোধাস আচার্য্যের বিরুদ্ধে ও রাজবিষ্ণুস্বামীর সিংহাসনের বিরুদ্ধে কাঞ্চী নগরীতে যে দৌরাত্ম্য উপস্থিত করিয়াছিলেন তাহার বহু বর্ষ পরে আদ্য প্রভু বিষ্ণুস্বামী যে বিষ্ণুস্বামী সম্প্রদায়ের দ্বারায় বৈদিক ত্রিদণ্ডের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহাই ৺পূর্ণপ্রজ মাধ্ব সম্প্রদায়ে অক্ষিরাজ মাধব ভিক্ষু সেই সন্ন্যাস বিধি লক্ষ্মণ বেদিকের পুত্র শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীবরদাচার্য্যকে প্রদান করেন। পরবর্ত্তীকালে তাঁহার অনুগগণ তাঁহাকে বিষ্ণুস্বামি সম্প্রদায়ের আচার্য্যরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। শ্রীরামানুজ সম্প্রদায়ের ত্রিদণ্ড বিধি তিন সহস্র বৎসর পূর্ব্বে সত্য ত্রেতা ও দ্বাপরের ত্রিদণ্ডবিধি বিষ্ণুস্বামি সম্প্রদায়ে বর্ত্তমান ছিল। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রামাণিক ইতিবৃত্ত সমূহ পাঠ করিলে আপনার এ সকল বিষয়ে অভিজ্ঞান লাভ হইবে।

শ্রীগৌড়ীয় সম্প্রদায়ে ত্রিদণ্ডিস্বামী প্রবোধানন্দের শিষ্য বর্ত্তমান শ্রীহরিভক্তি বিলাস লেখক পরমহংস শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামী সেই ত্রিদণ্ডিবিচারের একজন অনুসৃত ব্রহ্মচারী পরিচয়ে খ্যাত। শ্রীরূপগোস্বামীপাদ সেই ত্রিদণ্ড বিধান ব্যতীত কাহাকে ও শ্রীগৌড়ীয় সম্প্রদায়ে প্রবিষ্ট হইবার বিধান দেন নাই। বৈষ্ণবস্মৃতি ও অনভিজ্ঞ উপসম্প্রদায়ের অশাস্ত্রীয় মেয়েলী কথাতে আপনাদের অনুভূতি শাস্ত্রের বিরুদ্ধে গিয়াছে। বঙ্গদেশে হিন্দু সমাজ প্রচলিত শ্রীরঘুনন্দনের বিধি ও ব্যবস্থা হইতে চলিয়াছে। কেননা, স্মার্ত্তশিরোমণি শ্রীরঘুনন্দন শাস্ত্রীয় প্রমাণ উদ্ধার করিয়া বলেন যে, 'ত্রিদণ্ডি বৈষ্ণবগণকে যিনি অভিবাদন করেন না, তাঁহার উপবাস করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়।' সুতরাং বঙ্গীয় সমাজ প্রচলিত শাস্ত্রীয় শাসন অনুসারে এই প্রবন্ধ লেখকের ত্রিদণ্ডিপাদপদ্মের চরণে অপরাধ করায় উপবাস দ্বারা প্রায়শ্চিত্ত করা কর্ত্তব্য। দীক্ষিত বৈষ্ণবকে তাঁহার অদীক্ষিত অবস্থার বিকৃত বর্ণপরিচয়ে আবদ্ধ করিলে প্রায়শ্চিত্তার্হ হইতে হয়।

"দীক্ষাতো জাতিসামান্যাৎ ন ভাতি নরকং ধ্রুবম্।"
"বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধির্যস্য নারকী সঃ।"

প্রভৃতি স্মৃতি বচন লঙ্ঘন করিয়া যাহারা বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণকে ব্রাহ্মণেতর জাতি বুদ্ধি করেন, তাঁহারাই শূদ্রাদি জাতিতে উদ্ভূত ব্যক্তির অবৈদিক সন্ন্যাসের ন্যায় বিপ্র ত্রিদণ্ডিগণেরও সন্ন্যাস অবৈধ বলিয়া অপমান করিয়া থাকেন এইরূপ অশিষ্ট আচরণ কখনই হিতবাদের অন্তর্গত নহে। যামুনাচার্য্য সহস্র বৎসর পূর্ব্বে "স্তোত্ররত্ন" গ্রন্থে তাঁহাদের আদিম পূর্ব্বগুরু পরাঙ্কুশ দাসের সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহা পাঠ করিলে বর্ণবাদের বর্ণপরিচয়ে প্রবেশ লাভ ঘটিবে। যাহাদের বর্ণপরিচয় নাই, এরূপ ব্যক্তিকে সম্পাদক পদে বরণ করিলে জগৎ কখনই হিতকথা আশা

করিতে পারেন না। এ দীনের লিখিত "বর্ণাশ্রমবিজ্ঞান, প্রথম ভাগ" পাঠ করিলে এরূপ অভিনয় আর প্রদর্শন করিতে হইত না।

কিছু দিন পূর্ব্বে আপনার পত্রে এই সকল কথা সম্বন্ধে অভিজ্ঞ সমাজকে জানাইতে গিয়া কতিপয় পত্র প্রকাশের জন্য প্রেরিত হইয়াছিল। তথাপি সেই সকল পত্র আপনাদের কোন অভিসন্ধিমূলে আপনাদের পাঠকগণের অবগতি গোপন করাইবার জন্য প্রকাশ করেন নাই? এই প্রকার গোপন কার্য্য, যিনি জগতে হিতকথা প্রচার করেন বলিয়া প্রকাশ করেন, তাঁহার পক্ষে শোভা পায় না। পরন্তু প্রাচিত্যের ফলে বেদেরী উপকথাকে যাহারা "হিন্দু সমাজ" বলিয়া ধারণা করিয়াছেন তাহাদের বেদের বিভিন্ন শাখা সম্বন্ধে একটু আলোচনা করিলে ভাল হয়। সর্ব্বপ্রথমেই ব্যক্তিগণই মাতৃকুক্ষিতে জন্মগ্রহণ করেন, পরে তাঁহারা যোগ্যতানুসারেই দ্বিজত্ব সংস্কারে অধিকারী হন। দ্বিজসংস্কার ব্যক্তি দীক্ষালাভের যোগ্য ইহাই শ্রৌতপথ। কিন্তু শ্রীহরিভক্তি বিলাস প্রমাণোদ্ধারে বলেন—

অতস্তাঃ সূত্রকল্পা হি ব্রাহ্মণাঃ কলিসম্ভবাঃ।
বেদযোগমমার্গেণ ন শুদ্ধিঃ শ্রৌতবর্ত্ম না॥

অর্থাৎ কলিকালে অধি লুপ্ত হওয়ায় কল্পশাস্ত্রোক্ত বিধিমূহ ও নিরবচ্ছিন্ন সংস্কারের অভাবে শ্রৌতবিধি বিলুপ্ত হইয়াছে। বেদের বিস্তার শাস্ত্র বা বেদকল্প পঞ্চরাত্র-বিধি মতে সংস্কৃত না হইলে কেহই দ্বিজাতির সংস্কার লাভে যোগ্য হন না। এজন্যই শ্রীবিষ্ণুস্বামি সম্প্রদায়ে ও শ্রীরামানুজমতে পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষা বিধানের ব্যবস্থা শাস্ত্র সঙ্গত। শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীসনাতনগোস্বামীকে যে আদেশ করিয়াছিলেন, তাহারই ফলে বর্ত্তমান শ্রীল গোপালভট্ট সঙ্কলিত "শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাস" গ্রন্থে এই সকল বাক্য উদ্ধৃত হইয়াছে। সুতরাং "শ্রীহরিভক্তি-বিলাস" না মানিয়া যাহারা শ্রীসনাতন স্মৃতির অবজ্ঞা করেন তাঁহাদিগকে শ্রীগৌড়ীয় মঠ 'গৌড়ীয়' না সদাচারী বৈষ্ণব বলিয়া স্বীকার করিবার পরিবর্ত্তে উপদাম্প্রদায়িক জ্ঞানে তাহার সঙ্গ বর্জ্জন করেন।

আপনার পত্রে পুনঃ পুনঃ শাস্ত্রবিরুদ্ধ কথা প্রচারিত হওয়ায় শুদ্ধবৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের কেহই আপনার কাগজখানি পড়েন না। তাঁহাদের মুখে আমি শুনিয়াছি যে, এই বৈষ্ণববিদ্বেষী সাময়িক পত্রখানি যিনি স্পর্শ করিবেন, তাঁহার বিষ্ণুভক্তি অচিরেই ধ্বংস হইবে এবং অনেক শুদ্ধ বৈষ্ণবই এই কারণে এই পত্র স্পর্শ করেন না, ইহার প্রমাণ পাইয়াছি। "হিতবাদীর" সত্বাধিকারী মহাশয়ের লোকহিতকল্পে বৈষ্ণব বিদ্বেষী অনভিজ্ঞ সম্পাদকগণকে অবসর দেওয়াই আমি ভাল মনে করি।

যাহারা বৈষ্ণবদিগের নিন্দা করে, তাহাদের সম্বন্ধে স্মৃতিশাস্ত্র বলেন—

নিন্দাং কুর্ব্বন্তি যে মূঢ়া বৈষ্ণবানাং মহাত্মনাম্।
পতন্তি পিতৃভিঃ সার্দ্ধং মহারৌরবসংজ্ঞিতম্॥

বৈষ্ণব বিদ্বেষীর সঙ্গ সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য—ইহাই সাধুসম্প্রদায়ের একমাত্র ধারণা।

পণ্ডিত মদনমোহনমালবা মহোদয় স্বয়ং শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রে পরম পণ্ডিত এবং তিনি শ্রীমদ্ভাগবতকে বিশেষ আদর করেন। তিনি জানেন—

যত্র যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভিব্যঞ্জকম্।
যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তত্তেনৈব বিনির্দ্দিশেৎ॥

মহাভারতেও—"সূত্রোপাগমসম্পন্নো দ্বিজো ভবতি সংস্কৃতঃ।" সুতরাং তাঁহার শ্রীগৌড়ীয় মঠ দর্শনে আনন্দের আর সীমা ছিল না। ভট্টপল্লীনিবাসী বশিষ্ঠ-গোত্রীয় ঠাকুর মহোদয়গণ সকলেই শ্রীরামচন্দ্রের উপাসক তাঁহারা অনেকেই পঞ্চরাত্রী নহেন। এই কারণে তাঁহারাও শ্রীরামানুজীয় সম্প্রদায়ের অন্তর্গত শ্রীরামানন্দিসম্প্রদায়ের শাস্ত্রীয় বিধি বিধান বিগত পাঁচশত বৎসর কাল আলোচনা করিতেছেন। তর্করত্ন মহাশয় বেদশাস্ত্র মহাভারত ও শ্রীমদ্ভাগবতাদি স্মৃতিকথিত শাস্ত্রীয় বৃত্তব্রাহ্মণতার সহিত কখনই বিবাদে প্রবৃত্ত হইবেন না ইহাই আমাদের সুদৃঢ় বিশ্বাস। তাঁহার সুযোগ্য পুত্র শাস্ত্রবিৎ। সুতরাং তিনি ও তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষের ন্যায় গৌড়ীয় বৈষ্ণবকে সর্ব্বতো-ভাবে সম্মান করিয়া থাকেন। প্রয়োজন হইলে আমি তর্করত্ন মহাশয়ের পক্ষে এবং ভট্টপল্লীর ব্রাহ্মণ সমাজের

সঙ্গে শুদ্ধবৈষ্ণবগণের অনুকূলে বিচার আপনার "হিতবাদী" পত্রে প্রকাশ করিতে থাকিব। তবে, আপনাদের কি ঐ সত্যকথা প্রচারে সাহস ফুরাইবে? বর্ত্তমান সময়ে শ্রীগৌড়ীয়মঠই যে কেবল বৈষ্ণ-ব্রাহ্মণের প্রাকট্য বিধান করিতেছেন এমন নহে, পরন্তু বৈষ্ণসম্প্রদায় যে বৈষ্ণ-ব্রাহ্মণের দ্বারা ভারতবর্ষকে একদিন পূর্ণ করিয়াছিলেন আমি শাস্ত্র প্রমাণসমূহ লইয়া এ বিষয়ে "হিতবাদীর" মেধেনী শাস্ত্র প্রচারকগণের নিকটে উপস্থিত হইব।

শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্ব্ব হইতে পঞ্চাব উত্তরদেশে রামানন্দী সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের ব্রাহ্মণতা ও রাঢ়দেশের রামাই বৈষ্ণবগণের বৈষ্ণব্রাহ্মণতা দর্শন করিয়া ও যদি কোন অতিসন্ধির প্রবন্ধলেখক বেদাধ্যয়নের পরিবর্ত্তে বৈষ্ণবিদ্বেষ কার্য্যে এবং "শ্রীহরিভক্তিবিলাস" নিষেধ-কার্য্যে নিযুক্ত হন, তাহা হইলে সমগ্র বেদ ও বেদানুগ শাস্ত্র লঙ্ঘনকরায় অপরাধে সমগ্র ব্রাহ্মণসমাজ "হিতবাদী" পাঠে বিরত হইবেন সন্দেহ নাই।

"শ্রীহরিভক্তিবিলাসকে" যাঁহারা প্রকৃতপ্রস্তাবে মান্য করেন, তাঁহারা সাত্বত স্মৃতিরাজ হরিভক্তিবিলাসের অননু-মোদিত অবৈষ্ণবোচিত অধিকারিবিরোধিত পঞ্চলাদি অমেধ্যসংযুক্ত ব্রাহ্ম কোনদিন স্বীকার করেন নাই বা করেন না। এই বিষয়ে 'শ্রীহরিভক্তিবিলাসের' নবম বিলাস আলোচনা করিলে জানা যায়।

ব্যক্তিবিশেষকে লক্ষ্য করিয়া জগতের নিকট তাঁহার সম্মান খর্ব্ব করিবার প্রয়াসে আমি কোনও গৌরব দেখিতে পাইলাম না। অসম্মানে অসন্তুষ্ট হইয়া মানধর্ম্ম বর্জ্জন, ব্রাহ্মণোচিত নহে। বিষয় ছায়াবলম্বনে বিচার করাটাই সম্পাদকীয় কর্ত্তব্যতার মধ্যে ছিল। আশা করি সেই শিষ্টাচার ভবিষ্যতে উল্লঙ্ঘিত হইবে না। ব্যক্তিবিশেষের উত্তরেই বহু নির্ম্মলচরিত্র, নিষ্কপট, ভগবৎ সর্ব্বস্ব, প্রাচ্য ও প্রতীচ্য বিদ্যায় অভিজ্ঞ, সমাজে প্রচুর সম্মানপ্রাপ্ত ব্যক্তির আচার্য্যপদে বৃত পরমহংস বা বৈষ্ণব। তাঁহাদের পূর্ব্বাশ্রমের কথা আলোচনা করিয়া বৈষ্ণবিদ্বেষ করিলে বৈষ্ণবিদ্বেষিসম্প্রদায় কি লাভবান্ হইবেন বা সাত্বত সম্প্র-দায়ের হৃদয়ে মর্ম্মাঘাত করিয়া আসন্নীয় দণ্ডবিধি আইনের হস্তে দণ্ডার্হ হইবেন? এই কথা ব্যবহার-জীবিগণের সহিত লেখক মহাশয় পরামর্শ করুন। ব্যক্তি বিশেষের বা সম্প্রদায়বিশেষের ধর্ম্মবিশ্বাসে মাৎসর্য্য ও অনভিজ্ঞতামূলে অস্ত্রাঘাত করিলে দণ্ডবিধিদ্বারা বাধা হইতে হয়, তাহা বোধ হয় তাঁহার অজ্ঞাত নয়।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা।

শ্রীনাম প্রকাশ।

(১)

যে দিন গোলোক বৈভব ধন প্রকাশি করুণা প্রভু চৈতন্য,
আনিলা ধরায় করাল-কলির কলুষিত জীবে করিতে ধন্য,
সে দিন নদীয়া নগরী ছাপিয়া ছুটিল প্রেমের প্রবল বন্যা।
ধন্য হইল কলিহত জীব; ধরণী হইল পুণ্যা ধন্যা॥

(২)

পতিতের নাথ দয়াল নিতাই বিলাইতে এই পরম রত্ন,
তাদের গরবে পূরিত হৃদয় ছাড়ি হুঙ্কার করিলা যত্ন;
অযাচিত ভাবে আচণ্ডালে যাচে বিলায় কলির পাষণ ভঞ্জ।
জানিল সভেক শুষ্কত কণ্ঠে জিনিয়া পায়স অমৃত মন্ত্র॥

(৩)

তাদের ভাবেতে পর পর তনু চলিলা নিতাই সিংহ মত্ত,
বলিয়া যাওয়ার শত বন্ধন হয়ে কৃষ্ণপ্রেমে হয়ে উন্মত্ত;
যারে দেখে তারে কোলে ধরি বলে বল ভাই মুখে কৃষ্ণ কৃষ্ণ,
কেনা হ'য়ে তোর থাকবরে আমি বল এতদিন ছিনু বিতৃষ্ণ;

(৪)

নদীয়া নগরে প্রতি ঘরে ঘরে ভ্রমিলা নিতাই পতিত-বন্ধু,
কহিলা গাহরে ঘরে কৃষ্ণ হরে তরি যাও মুখে এ ভবসিন্ধু
আমার পরাণ ভাই যে বলেছে এ নামই তোদের পরম রত্ন।
অনাধনে লভি স্বরগের ধন গাহরে গাহরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ॥

(৫)

আসিল ধাইয়া জগাই মাধাই শুনি হরিগান পরম ক্রুদ্ধ,
নাশিল তুলিয়া কলসীর কাণা ভকতের বল হইল স্তব্ধ,

নব নব ধারে ঝরিল রুধির কপোল বহিয়া নিতাই বক্ষে,
তবু তব বঁধু চুটিল অঙ্গ পতিতের তরে করুণ চক্ষে॥

(৬)

দুবাহু পসারি ধরাল ঠাকুর ধরিলা মাধাইয়ে আপন বক্ষে,
ভুলিব, বদনে বল হরিনাম, প্রেমাশ্রু ঝরিল যুগল চক্ষে,
মুগ্ধ হইল পাষাণ পরাণ লভিয়া নিতাই করুণা বিন্দু।
ঘুচে গেল যাদব তিমির ভাতিল বিমল শ্রীনাম ইন্দু॥

(৭)

কভু বা নগরে ভাগীরথী তীরে ভ্রমিলা নিতাই গৌর সঙ্গে,
খোল করতাল মধুর রসাল যোগে হরিনাম গাহিয়া রঙ্গে;
মাতিল গৌড় (১) হরিগুণগানে নিতাই চরণ করিয়া স্পর্শ,
কণ্ঠে কণ্ঠে ভরে কৃষ্ণ নাম, পরাণে বিপুল বিমল হর্ষ।

(৮)

কঠিন ধরার কণ্টক পথে কোমল চরণে নিতাইমোর,
ভ্রমি মহাসুখে বিতরিলা নাম জীবে জীবে মহানন্দভরে,
নগরে নগরে গ্রামে প্রান্তরে উঠিল কলির সুমহামন্ত্র।
ধন্য নিতাই ধন্য শ্রীনাম হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ।

(১) গৌড়—গৌড় দেশ।

বৈষ্ণবদাসানুদাস

শ্রীরাধামনোহর দাস বি এ,

(শিক্ষক কাটোয়া উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়)

প্রচার প্রসঙ্গ।

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ আমলাগোরার ম্যানেজার সাহেব মিঃ বয়েলের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তথায় দুই দিবস সুদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করিয়া নাস্তিকের হৃদয়ও দ্রব করিয়াছেন। সভায় বহু উপস্থিত পদস্থ ভদ্রমণ্ডলী হরিকথা শ্রবণে এক নব ভাবে নব জীবন লাভ করিয়াছেন বলিয়া এক বাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। বাবুর শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ সান্যাল মহাশয় প্রথমে একটু মতভেদ প্রকাশ করিলেও বক্তৃতা ও কীর্ত্তন প্রবণানন্তর এতদূর মুগ্ধ হইয়াছেন যে তিনি তীর্থস্বামী মহারাজের নিকট বহুক্ষণ শুদ্ধ ভক্তির কথা ধীরভাবে শ্রবণ করেন এবং বর্ত্তমান গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রচার্য্য বিষয় জানিবার জন্য বহু বৈষ্ণব গ্রন্থাদির ক্রয় করিয়া হৃদয়ের আবেগ দেখাইয়াছেন। তৎপর ২৩শে ও ২৪শে ফেব্রুয়ারী দুই দিবস সন্ন্যাসী মহারাজ গড়বেতার কোনও মন্দির প্রাঙ্গণে বক্তৃতা করেন। সভায় মুন্সেফ, উকিল, মোক্তার, শিক্ষক প্রভৃতি বহু শিক্ষিত সমাজ উপস্থিত ছিলেন। তীর্থ স্বামীর বক্তৃতা ও শ্রীযুক্ত দিবাসুরি অধিকারী মহাশয়ের সুললিত কীর্ত্তনশ্রবণে সভায় লোক আনন্দ লাভ করিয়া যাহাতে তথায় আরও কিছুদিন এইরূপ নিরপেক্ষ শুদ্ধ ধর্ম্মের কথা প্রচার হয় তজ্জন্য অনুরোধ করেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি সারঙ্গ অকিঞ্চন মহারাজ কলিকাতার জিলার অন্তর্গত পালড়া গ্রামের হরিসভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ সরকার ও শ্রীযুক্ত ললিত মোহন অধিকারী মহাশয়গণের আগ্রহে উক্ত সভায় ৩রা ও ৪ঠা বৈশাখ "সনাতনধর্ম্ম" সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। ঐ বক্তৃতা শ্রবণে উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলী আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন। ৬ই বৈশাখ তিনি তুলাসাহ গ্রামের স্কুলের শিক্ষক শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ দে মহাশয়ের বাড়ী 'জীবের কর্ত্তব্য' সম্বন্ধে এক হৃদয়গ্রাহিণী বক্তৃতা দিলে ফলে তজ্জনই যে মানব জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য তাহা উপলব্ধি করিয়া যোগেন্দ্র বাবু ও অন্যান্য অনেকে তাঁহাদের জীবন যে এপর্য্যন্ত বৃথা গিয়াছে তজ্জন্য অনুতপ্ত হন। তৎপর দিবস ঐ গ্রামের বিশিষ্টধনী শ্রীযুক্ত মোহিনী মোহন দাস মহাশয়ের বাড়ী শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত পাঠ ও কীর্ত্তন হয়।

অতঃপর ত্রিদণ্ডিস্বামী পালড় গ্রামের নিকটবর্ত্তী বাসুকা নিবাসী শ্রীযুক্ত মধুসূদন মোহন পোদ্দার মহাশয়ের আগ্রহাতিশয্যে তাঁহার বাটীর প্রাঙ্গণে "গুরু-তত্ত্ব" সম্বন্ধে এক সুদীর্ঘ বক্তৃতা দেন। সভায় দুই তিন শত শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন। পর দিবস "বৈষ্ণব আচার" সম্বন্ধে বলা হয়। অবধূত মহারাজের হরিভক্তি দর্শনে এবং জ্ঞানপূর্ণ ওজস্বিনী ভাষার বক্তৃতা শ্রবণে চতুষ্পার্শ্বের গ্রাম

সমূহে এক শুদ্ধভক্তির সাড়া পড়িয়া গিয়াছে।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি বিলাস পর্ব্বত মহারাজ এই বৈশাখ সংখ্যার সমস্ত চাকা জিলার বালিয়াটী গ্রামের নিকটবর্ত্তী "বলিদাপাড় হরিসভায়" শ্রীচৈতন্য ভাগবত পাঠ কীর্ত্তন করেন। গ্রামস্থ লোকগণ শুদ্ধভক্তির কথা বেশ মনোযোগের সহিত শ্রবণ করিয়াছেন। বালিয়াটীর শ্রীবিষ্ণুভক্তি প্রদায়িনী সভার প্রত্যহ সকাল সন্ধ্যায় ভাগবত পাঠ কীর্ত্তন চলিতেছে। পর্ব্বত মহারাজের প্রভাবে ঐ সমস্ত গ্রামবাসীর বহুদিনের কুসংস্কার দূর হইয়া সত্য ধর্ম্মের কথা সকল অধিকার করিতেছে।

২৪।৪।২৫ তারিখে ফরওয়ার্ড পত্রিকায় প্রকাশ—

PANDIT

Malavya on Vaisnavism.

Visit to Gaudiya Math

The Hon'ble Pandit Madan Mohan Malavya paid a visit to the Calcutta Gaudiya Math (1, Ultadingi Junction Road) the other day and heard a very pleasant and sound discourse on real and apparent "Brahmanism" and "Vaisnavism" from His Holiness Paramhansa Sri Srimad Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, the Acharya. The devotees of the Math were simply surprised and extremely happy to find Panditji so well-versed in the Shastras. Panditji, before parting, bowed down to Sri Chaitanya Mahaprabhu, saluted Saraswati Thakur and the devotees of the Math, wished all success to the Math and assured to render all possible service to the propagatory activities of the Math.

৩য়া বৈশাখের 'পথিক' পত্রিকায় প্রকাশ:—

নবদ্বীপে বিষম কাণ্ড।

যত নবদ্বীপ পরিক্রমার সময়ে, গৌড়ীয় মঠের ভক্তবৃন্দ এবং আরও বহু সম্প্রদায় ব্যক্তি কীর্ত্তন করিতে করিতে নবদ্বীপ সহরের মধ্য দিয়া যাইতেছিলেন, এমন সময়ে চতুর্দ্দিক হইতে ইট পাটকেল পড়িতে থাকে, এমন কি যে হস্তীর পৃষ্ঠে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ জিউ ছিলেন তাহার উপরেও আক্রমণ হয়। অনেক বাড়ীর ছাদ হইতে স্ত্রীলোক গণকে ইট ছুড়িতে দেখা গিয়াছিল। ইহা গৌড়ীয় বৈষ্ণব গণের বিরোধী বৈষ্ণব দলের কাজ বলিয়াই অনেকে অনুমান করিতেছেন।

প্রশ্ন।

(দ্বিতীয় সংখ্যা)

পত্রা বিষ্ণুপাদোদ্ভবা, তাহা হইলে পত্রা জল দিয়া বিষ্ণুর পূজা হয় কেন? জল নারায়ণ—

"আপো নারায়ণ ব্রহ্ম———।"

শাম্বপুরাণে

তাহা হইলে কূপোদক বা পুষ্করিণীর জলে বিষ্ণুকে স্নান করান কি প্রশস্ত নহে?

শ্রীবিধুভূষণ শাস্ত্রী, বেদান্তভূষণ, ভক্তিরঞ্জন।

কলিকাতা।

ব্রহ্ম-পরমাত্ম-বিচার

অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব বস্তু কৃষ্ণের স্বরূপ।
ব্রহ্ম আত্মা ভগবান্ তিন তাঁর রূপ॥
জ্ঞানযোগ মার্গে তাঁরে ভজে যেই সব।
ব্রহ্ম আত্মারূপে তাঁরে করে অনুভব॥

বস্তুতত্ত্ব বিচারে ভগবান ব্যতীত দ্বিতীয় কোন বস্তু নাই কিন্তু বস্তু সাক্ষাৎকারী পাত্রদিগের অধিকারভেদে একই বস্তুর বিভিন্ন প্রকাশ মাত্র। যেমন সূর্য্যের কিরণ, সূর্য্যমণ্ডল ও সবিগ্রহ সূর্য্য। পৃথিবীতে অবস্থানকারী ব্যক্তি সূর্য্যকে কিরণময়, তদুপরি অবস্থিত ব্যক্তি সূর্য্যকে মণ্ডলবিশিষ্ট ও সূর্য্যলোকে অবস্থানকারী ব্যক্তি সূর্য্যকে সবিগ্রহ

অর্থাৎ কেবলাদ্বৈতী কেবলে পান, বাস্তবিক স্বরূপে কেবল-ব্রহ্ম, বিগ্রহ একই বস্তু, প্রতীতি ভিন্ন। বাক্যবাক্যের (সবিশেষ ও নির্বিশেষে বর্ত্তমান) বিরোধ যেখানে সামঞ্জস্য লাভ করে সেই অচিন্ত্যশক্তিসম্পন্ন ভগবান্‌ই অন্বয়জ্ঞানের পূর্ণাবির্ভাব—ভক্তিযোগে ভক্তগণ ভগবানের পূর্ণানুভূতি লাভ করেন। নির্বিশেষ ব্রহ্ম ভগবানের অবান্তর বিশেষেরই অন্যতম আবির্ভাব, সুতরাং অসমাক্। জ্ঞানিগণের অসমাক্ জ্ঞানের জ্ঞেয়বস্তু ব্রহ্ম। শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভু তদীয় ভাগবতসন্দর্ভে লিখিয়াছেন—"তথা চৈবং বৈশিষ্ট্যে প্রাপ্তে পূর্ণাবির্ভাবত্বেনাখণ্ডস্বরূপোঽসৌ ভগবান্ ব্রহ্ম তু অ-প্রকটচ্ছবৈশিষ্ট্যাভাসত্বেন তস্যৈবাসমগ্রাবির্ভাবঃ। অর্থাৎ সমস্ত শক্তিবিশিষ্ট হইয়া পূর্ণ আবির্ভাব বশতঃ ভগবান্ অখণ্ড স্বরূপ আর ব্রহ্ম তাদৃশ বৈশিষ্ট্যাভাসত্বের অপ্রকাশহেতু ব্রহ্ম ভগবানের খণ্ড ও অসমাক্ আবির্ভাব মাত্র। ব্রহ্মজ্ঞান পরমাত্মজ্ঞান ও ভগবজ্জ্ঞান ভগবানের সন্ধিনীশক্তির প্রকার-ভেদ হইলেও ভগবজ্জ্ঞানই সন্ধিতের সার। কৃষ্ণে ভগবত্তাজ্ঞান সন্ধিতের সার, ব্রহ্মজ্ঞানাদি সব তার পরিবার অর্থাৎ সন্ধিতের বিভিন্ন প্রকাশমাত্রায় ভগবজ্জ্ঞান শ্রেষ্ঠ হইলেও ব্রহ্মজ্ঞান ও পরমাত্মজ্ঞান তদতিরিক্ত নহেন। অন্বয়জ্ঞানের পূর্ণাবির্ভাব ভগবান্ পূর্ণাপূর্ণবিচারে পরমাত্মজ্ঞান অপূর্ণ এবং ব্রহ্মজ্ঞান সাক্ষাদনন্তবিচারে অস্পৃষ্ট বা তদ্রূপ।

কৃষ্ণময়ে যে আনন্দসিন্ধু আস্বাদন।
ব্রহ্মানন্দ তার কাছে খাতোদক সম॥
ব্রহ্মানন্দ হইতে পূর্ণানন্দ লীলারস।
ব্রহ্মজ্ঞানী আকর্ষিয়া করে আত্মবশ॥
ব্রহ্মানন্দ হইতে পূর্ণানন্দ কৃষ্ণগুণ।
অতএব আকর্ষয়ে আত্মারামের মন॥

চরিতামৃতের এই বাক্যগুলি আলোচনা করিলে ভগবজ্জ্ঞানের শ্রেষ্ঠতা বিষয়ে আর কোন সন্দেহ থাকে না শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী তদীয় চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

তাতে নির্বিশেষ কহি চিচ্ছক্তি না মানি।
'অর্দ্ধ স্বরূপ না মানিলে পূর্ণতার হানি॥

ব্রহ্মোপাসক মায়াবাদী ভগবানের চিচ্ছক্তি প্রকটিত সবিশেষমূর্ত্তির অবহেলা করিয়া নির্বিশেষ ধন। তাঁহাদের বিচার সুষ্ঠু নহে—মূলবস্তু স্বরূপকে অস্বীকার করিয়া তদন্তর্গত ব্রহ্মকে মূলবস্তু বলিয়া ধারণা করিলে অজ্ঞানের পরিচয় দেওয়া হয়। শাস্ত্র ব্রহ্মকে অন্বয়জ্ঞান ভগবানের অঙ্গকান্তি বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন; যথা ব্রহ্মসংহিতায়—

যস্য প্রভা প্রভবতো জগদণ্ডকোটী-
কোটীষশেষবসুধাদিবিভূতিভিন্নং।
তদ্ব্রহ্ম নিষ্কলমনন্তমশেষভূতং
গোবিন্দমাদি পুরুষং তমহং ভজামি॥

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, মায়াগ্রস্থত ব্রহ্মাণ্ডনিচয় গোবিন্দের এক পাদ বিভূতি;—তাহা হইতে ভিন্ন ও শ্রেষ্ঠতর নির্বিশেষ ব্রহ্ম সেই গোবিন্দের ত্রিপাদবিভূতিরূপ চিজ্জগতের বহিঃ প্রকাশস্থিত তেজবিশেষ। মায়াবাদী-গণ সেই অপ্রাকৃত ভগবদঙ্গকান্তিকে অন্ধকার সদৃশ মায়ার সহিত সামঞ্জস্য করিয়া অজ্ঞানের পরিচয় দেন। কেবলা-দ্বৈতবাদীর দ্বৈতবুদ্ধি প্রবল বলিয়া অন্বয়জ্ঞানের আবির্ভাব-স্থলে ভেদবুদ্ধি করিয়া অন্বয়জ্ঞানের বিনাশ করিয়া থাকেন। শ্রীল মধ্বমুনি অন্বয়-শব্দে 'অসমোর্দ্ধ' বলিয়াছেন অর্থাৎ যাহার সমান বা অধিক কিছু নাই। ব্রহ্মবস্তু অন্বয়জ্ঞানের অসমাক্ আবির্ভাব হইলেও দ্বৈতপ্রপঞ্চের অধীন নহেন; তাদৃশ ব্রহ্মকে মায়াঘটিত ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত জ্ঞান মায়ার আবরণা-ত্মিকা ও বিক্ষেপাত্মিকা বৃত্তির পরিচয় ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে? বেদ "ব্রহ্মে বৃহত্ত্বের ও বৃংহণত্বের অধিষ্ঠান আছে" এই বাক্যদ্বারা ব্রহ্মের সহিত তদিতর বস্তুর পার্থক্য স্থাপন করিয়াছেন অর্থাৎ ব্রহ্ম বস্তু বৃহৎ ও তদিতর বস্তু অণু; ব্রহ্ম নির্গুণ, প্রাকৃতের বস্তু মায়ার সত্ত্ব, রজ, তমোগুণের অধীন, ব্রহ্মবস্তু মায়াতীত, মায়ার সহিত তাহার সম্বন্ধ শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত হইয়াছে যথা—

যদ্বেহর্থবৎ যৎ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মনি।
তদ্বিদ্যাদাত্মনো মায়াং যথা ভাসো যথা তমঃ॥

অর্থ বিনা অর্থ-প্রতীতি বুঝাইতে গিয়া শ্রীমদ্ভাগবতে নিম্নলিখিত শ্লোকটীর অবতারণা—"যথেন বিনাঽমুষ্য পুংস আত্মবিপর্য্যয়ঃ। প্রতীয়ত উপদ্রষ্টুঃ স্বশিরশ্ছেদনাদিকম্"

অর্থাৎ মায়াবাদী বলেন ব্রহ্ম ব্যতীত দ্বিতীয় কোন বস্তু নাই—জ্ঞানই তাহার স্বরূপ; তাদৃশ জ্ঞানময় বস্তু মায়াধীন হইয়াও যখন অধিষ্ঠাতৃত্ব হন, তখন জীব-সংজ্ঞা প্রাপ্ত হন। এরূপ বিচার অর্থাৎ মায়াধীশ তত্ত্বকে মায়াবশযোগ্য মনে করা নিজ শিরশ্ছেদের কল্পনার সহিত উপমিত হইতে পারে। যেরূপ আমাদের অভিজ্ঞতায় অন্য ব্যক্তি আমার ন্যায় শিরোবিশিষ্ট তাহার শিরশ্ছেদ হইতে পারে আমারও শিরশ্ছেদের অসম্ভাবনা নাই। আমার শিরশ্ছেদ আমার অনুভূতির বিষয় না হইলেও স্বপ্নে তাহার ধারণা আসিয়া উপস্থিত হয়। স্বপ্নে বাস্তবিক কাহারও শিরশ্ছেদ হয় নাই, হইলে তাহার প্রতীতির সঙ্গে সঙ্গে অভাব ঘটে। যে বস্তু যাহা নয় তাহাকে সেই বস্তু বলিয়া ধারণা করাই অর্থ বিনা অর্থ-প্রতীতি। বাস্তব বস্তুর জ্ঞানে উদাসীন হইয়া বস্তুকে অবস্তু জ্ঞান এবং অবস্তুর সহিত বাস্তব বস্তুর ভ্রমাত্মক জ্ঞান অর্থ বিনা অর্থ-প্রতীতির উদাহরণ। পূজ্যপাদ শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভু তদীয় ক্রমসন্দর্ভ নামক ভাগবত-টীকায় এই ত্রিবিধ তত্ত্বের বিচার অতি সংক্ষেপে প্রদর্শন করিয়াছেন; যথা—তত্র শক্তিবর্গলক্ষণ-তদ্ধর্মাতিরিক্তং কেবলং, জ্ঞানং ব্রহ্মেতি শব্দাতে অন্তর্যামিময়-মায়াশক্তি-প্রচুর-চিচ্ছক্ত্যংশ বিশিষ্টং পরমাত্মেতি পরিপূর্ণসর্বশক্তিবিশিষ্টো ভগবানিতি অর্থাৎ শক্তিবর্গই ব্রহ্মের লক্ষণ, কিন্তু জ্ঞানীগণ তাহাতে শক্তি-সমূহের ধর্ম অনুভব করিতে অসমর্থ হইয়া তদ্ধর্মাতিরিক্ত কেবল জ্ঞানই অনুভব করেন। ঐ জ্ঞানই ব্রহ্ম নামে কথিত। যোগীরা কেবলজ্ঞানের সহিত যে নিত্য অস্তিত্ব উপলব্ধি করেন তাহাই পরমাত্মা। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—

কেচিৎ স্বদেহান্তর্হৃদয়াবকাশে
প্রাদেশমাত্রং পুরুষং বসন্তম্।
চতুর্ভুজং কঞ্জরথাঙ্গশঙ্খ-
গদাধরং ধারণয়া স্মরন্তি।

কোন কোন যোগী পুরুষ স্ব স্ব দেহের অভ্যন্তরস্থ হৃদয়-পদ্মবিবরে বিরাজিত চতুর্ভুজ শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষকে ধারণা দ্বারা স্মরণ করিয়া থাকেন। মায়াশক্তি-পরিবৃত জীবে ব্যাপকরূপে অন্তর্যামিপুরুষ পরমাত্মার অধিষ্ঠান; তাহা ভগবানের একদেশ ঐশ্বর্য মাত্র। ভগবান কেবল মায়াশক্তির অধীশ্বর নহেন, কিন্তু চিচ্ছক্তি, জীবশক্তি ও মায়াশক্তির অধীশ্বর সুতরাং পরমাত্মা ভগবানের আংশিক আবির্ভাব মাত্র।

পরিপূর্ণ সর্বশক্তিমান ভগবান্ ভক্তগণের হৃদয়ের ধন। ভক্তগণের পূর্ণানুভূতিতে ব্রহ্ম বা পরমাত্মানুভূতির অভাব নাই, যেহেতু ব্রহ্ম বা পরমাত্মা ভগবত্তত্ত্বেরই অন্তর্ভুক্ত যথা ভাগবত-সন্দর্ভে—"ব্যক্তিতে ভগবত্তত্ত্বে ব্রহ্ম চ ব্যজ্যতে স্বয়ং" অর্থাৎ ভগবত্তত্ত্ব ব্যক্তি হইলে ব্রহ্মতত্ত্ব স্বতঃই প্রকাশ হইয়া পড়ে, অতএব 'ভক্ত' বলিতে সর্বশ্রেষ্ঠ যোগী ও সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ বুঝিতে হইবে। ব্রহ্মজ্ঞানের উন্নতি ক্রমে পরমাত্মার লাভিধ্য লাভ করতঃ প্রীতির সহিত ভগবদ্ভজন করিলে জীব 'ভক্ত' সংজ্ঞা লাভ করেন। জীব মাত্রেই স্বরূপতঃ বৈষ্ণব, সেবনধর্মের ভ্রান হওয়ায় যোগী এবং সেবা-রহিত হইলে নির্বিশেষ-জ্ঞানপর 'ব্রাহ্মণ', -পরে অবনত হইয়া তাঁহার সগুণ ব্রাহ্মণতা নির্বিশেষ জ্ঞানে আবদ্ধ থাকিলে তাঁহার যোগী বা ভক্ত হইবার সুযোগ কোন দিনই হয় না। অব্যক্তাসক্তচিত্ত ব্যক্তিগণ সচ্চিদানন্দ ভগবানের পরম ভাব জানিতে পারেন না। কেবল জ্ঞান বাদীর নিন্দা বেদেও শ্রবণ করা যায়। শ্রীমদ্ভাগবত-বচন হইতে জানা যায়, পূর্বে মুনিগণ এরূপ আংশিক ও অসম্যগ্ জ্ঞানে আবদ্ধ না থাকিয়া একমাত্র সচ্চিদানন্দ-ময় ভগবানের উপাসনা করিয়াছিলেন; তাঁহাদের অনুসরণে রুচিবিশিষ্ট না হইলে চরম কল্যাণ লাভ হয় না।

'ভগবান্' বলিলে কি বুঝায়? ভগবান্ কে? ব্রহ্ম ও পরমাত্মা তদতিরিক্ত কি না; এরূপ প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইলে আমরা নিম্নলিখিত তত্ত্বসন্দর্ভোধৃত বাক্যটী আলোচনা করিতে বাধ্য হই—

যস্ত ব্রহ্মেতি সংজ্ঞাং কচিদপি নিগমে যাতি চিন্মাত্র-সত্তা-
শ্যংশো হ্যস্যাংশকৈঃ যৈর্বিভবতি সকলৈর্যস্য যায়াঃ পুমাংশ্চ।
একঃ যস্যৈব রূপং বিলসতি পরব্যোম্নি নারায়ণাখ্যঃ
স কৃষ্ণ বিশ্বতাং স্বয়মিহ ভগবান্ প্রেম তৎপাদভাজাম্।

ইহার অর্থ এই যে, যাঁহার চিন্মাত্র সত্তা প্রতিয়

কোন কোন স্থানে 'ব্রহ্ম' নামে অভিহিত হইয়াছেন, যাঁহার অংশ মায়াবিহস্থ পুরুষই নিজ অংশে মৎস্যাদি লীলাবতার এবং ব্রহ্মা বিষ্ণু প্রভৃতি গুণাবতাররূপ বৈভব প্রকাশ করিয়া থাকেন, যাঁহার নারায়ণ নামক রূপ পরব্যোমে বিলাস করিতেছেন, সেই স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ এ জগতে তাঁহার পার্ষদস্বরূপী গুরুগণকে নিজ প্রেম অর্পণ করুন। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যিনি অচিন্ত্যশক্তিক্রমে জীব ও জড় জগৎ সৃষ্টি করিয়া পরমাত্মরূপে তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট আছেন, ব্রহ্মস্বরূপে যিনি সকল চিন্তার অতীত হইয়াও সচ্চিদানন্দস্বরূপে জীবের ভক্তিবৃত্তির গম্য তিনিই স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ—নারায়ণ তাঁহারই বিলাস-মূর্ত্তি।

নিমাই।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

শ। কেমন কোরে চিনে যাবে ধন, কখন তো যাওনি। চিনে যেতে না পেরে, কোন্ গলির ভেতোর গিয়ে আর চিনে আসতে পারবে না। ছোট বালায় একবার হারিয়ে গিয়েছিলে ধন, সে কথা মোনে হলে আমার গা কাঁপে।

নি। আমি চিনি মা, কা'ল বাবা আমাকে চিনিয়ে দিয়েছেন।

শ। তা কি মোনে আছে ধন।

নি। না মা, আমি সব চিনি। কতদিন পাঠশালের কাছ দিয়ে খালো কোরতে গিইচি। মা তুমি ভেবো না, আমি অকেলাই যেতে পারবো। আমার কিন্তু ভয় কোরবে না।

এই রকম কথা হোতে হোতে নিমাইয়ের খাওয়া হোয়ে গ্যালো। শচী দেবী নিমাইয়ের মুখ হাত মুইয়ে দিয়ে বিছানায় শুইয়ে রেখে এলেন। নিমাই ঘুমিয়ে পোলো। সকাল হোয়ে গ্যালো। পা'ক পাকালী সব গাছে বোসে কিচিরমিচির কোরতে লাগলো। ঠাকুর বাড়ীতে কাঁসর ঘণ্টা বাজতে লাগলো। জগন্নাথ মিশ্র ঠাকুরের আরতি কোরতে গেলেন। নিমাইয়ের ঘুম ভেঙ্গে গ্যালো। বিছানা থেকে উঠেই নিমাই বোল্লে—মা আমি পাঠশালে যাই। শচীদেবী তাড়াতাড়ি কোরে নিমাইকে কিছু খাবার খাইয়ে দিলেন। নিমাই খেয়ে পাতাভাড়াটে কাঁধে কোরে নিয়ে পাঠশালে চোলে গ্যালো।

বালা বেশী হয় নি। ৬ একটা কোরে ছেলে পাঠশালে আসছে। পাঠশালে এসে ছেলেরা যদড়া কোরবে বোলে গুরুমশাই আগেই এয়েছেন। ছেলেরা আসতে আর আসন আসন যায়গায় বোসেচে। এমন সময় নিমাইও এসে গোলো। নিমাই নতুন ছেলে, কোথায় বোসবে তা জানে না। গুরু মশায় নিমাইকে দেকে উটে এসে, "নিমাই এসেচো বেশ" বোলে, যে সব ছেলে অল্পদিন হাতে খড়ি দিয়েচে, আজও ক খ শিকিনি, লিকতে পারে না, নিমাইকে তাদেরই কেতোর বোসতে বোল্লেন। নিমাই বোসলে পর তার পাতাভাড়ী থেকে একখানা পাতা টেনে নিয়ে ক হতে ক্ষ পর্য্যন্ত সব অক্ষর কটা লিকে দিলেন আর বোল্লেন, এই গুলো সব দেকে দেকে লেকো, যেটা না পারবে আমাকে বোলো, দেকিয়ে দেবো। নিমাই একবার দেকে দেকে সব অক্ষরগুলো লিকে ফেল্লে। তার পর না দেকেও আরো পাঁচ ছখানা পাতা লিকে গুরুমশায়কে বোল্লে, গুরুমশায় আমি সব লিকেচি, আমায় দেকা হয় নি? এই দেকুন। গুরুমশায় নিমাইয়ের লেকা দেকে অবাক হোয়ে গেলেন ভাবলেন, তাই তো, এ কি ছেলে! কাল হাতে খড়ি দিয়েচে যে! বোল্লেন পোড়তে পার?

নি। না সব পারিনে, কা'ল বাবা যে কটা পোড়িয়ে দিয়েছেন তাই পারি।

তখন পণ্ডিতমশায় সব অক্ষর কটা পোড়ে দিলেন বোল্লেন, এমনি কোরে পোড়তে পারবে তো? পড়ে দেকি তুমি। কেমন? পোড়তে পারবে? পড়তে বোলে নিমাই এমন মধুর স্বরে পোড়তে লাগলো যে সবাই শুনে একেবারে থ হোয়ে গ্যালো। ছেলেরা নিমাইয়ের মুকের দিকে কাল খাড়া কোরে চেয়ে রৈল; পণ্ডিত মশায় অবাক হোয়ে ভাবতে লাগলেন এ কি! কাল হাতে খড়ি দিয়েচে যে, এ ছেলে? না দেবতা? মানুষের

ছেলে তো এমন হয় না? ছেলে পড়াতে পড়াতে বুকো কোরে দেখলাম এমন ছেলে তো কখন দেখিনি!

সকল পাঠশালেই একজন কোরে সর্দার পোড়ো থাকে। ছোট ছোট ছেলেদের লেখান, পড়ান, তাদের বোলে ছাওয়া, দেখিয়ে ছাওয়া এই সর্দার পোড়োই করে। গুরুমশায় সব কোরে উঠতে পারেন না, সর্দার পোড়োর ওপোরে ভার থাকে। হিন্দু পণ্ডিতের পাঠশালাতেও একজন সর্দার পোড়ো আছে, তার নাম গদাধর। গুরুমশায় নিমাইয়ের লেখা পড়া দেখে শুনে গদাধরকে বোল্লেন, আরে ও গদা এদিকে শুনচিস—নতুন ছেলেটাকে দেখেচিস? শুনিচি ভগবান কৃষ্ণচন্দ্র সান্দীপনি মুনির পাঠশালায় পোড়তে গিয়েছিলেন, তা তিনি দেখা-মাত্রই সব শিকে ফেলেছিলেন, এও কি সেই তাই নাকিরে? এও সেই কৃষ্ণের মত কোরলে বেরে।

গ। আজ্ঞে তাই বটে, গুরু মহাশয়, নৈলে কোন ছেলে এক দিনে এক মাত্তর ভেতোর এ রকম শিকতে পারে?

গু। তাই তো রে, কাল হাতে খড়ি দিয়েচে। এরই ভেতোর এই!

গ। ছেলেটী দেখতে শুনতেও বেশ। গুণও তো কম নয়; তা ছাড়া দেখুন না এর চং টাই যেন আর এক রকম—হাত দুখানী হাঁটুতে গিয়ে ঠেকেচে, চোক দুটো এত লম্বা যে কাণে গিয়ে লেগেচে, নাকটীও বেশ ছুঁচোলো, ঠোঁট দুটোও রাঙা টকটকে। এ সব ছেলের মত চংই নয়।

বাসুদেব বোলে একটা ছেলে আছে, সেও লেখা পড়ায় বেশ উত্তোর হোয়েচে। গদাধর পাঠশালা ছেড়ে গেলেই বাসুদেব সর্দার পোড়ো হ'বে, পাঠশালায় সব ছেলেই এই কথা বলে। গুরু মশায়ও তাকে খুব ভাল বাসেন। বাসুদেব ছেলে না না, ও সব কিছু নয়। আগে থেকে ওর বাপের কত লিকচে, হাতে খড়ি দেবার দিন পাইনি বোলে এতদিন ছিল, কাল দিন পেয়ে, হাতে খড়ি দিয়ে পাটশালে দিয়ে গিয়েচে। না হয় তো ওর মা লিকতে পড়তে জানে, ওর মার কাছে শিকেচে।

গ। হাঁ গুরু মশায় তাও হ'তে পারে। নৈলে একদিনে এত শিকতে পারে? ঐ দেখুন, আজ মাস খানেক হোলো হাতে খড়ি দিয়েচে এখনও কিন্তু লিকতে পারে নি। রাম আজ তিন মাস লিকচে, কেবল ক টা লিকতে পারে? সব ছেলেই এই রকম। আমরাও কতদিন লিকে লিকে তবে শিকিচি।

গু। উঁ হুঁ তা নয় বাপু তা আমার মনে বলে না। তা হোলে মিশ্র পুরন্দর মশায় আমাকে বোলতেন যে অমন বাড়ীতে অনেক শিকিয়ে দিইচি তা নয়, কিছু একটা আছে। আচ্ছা দেখি বোলে অ আ ই ঈ বোলে বোলটা অক্ষর লিকে দিয়ে নিমাইকে বোল্লেন—এই কটা দেখ দেখি? নিমাই সে গুলো বেশ কোরে লিকলে, তা এক খানা দু খানা পাতা নয়, চার পাঁচ খানা লিকে গুরু মশায়কে পোড়ে শুনিয়ে দিলে। গুরু মশায় বড় খুসী হোলেন, বাসুদেবকে বোল্লেন—বাসু শুনলি রে, তুই যা বোলচিস তা নয়রে, এ বড় বুদ্ধিমান্ ছেলে। কেমন গদাধর, এ কি রকম ছেলে?

গ। আজ্ঞে হাঁ তাই ঠিক।

গু। না না গুরু মশায়, ওর ওপোরে যা সরস্বতীর বর আছে, নৈলে কি এ রকম পারে?

গু। যাই হোক্ বাপু, এ ধারাল ছেলে বটে। ভগবান্ই হোক্ আর যা সরস্বতীর বরপুত্রই হোক্, ছেলে বটে। বেশ, একে শিকিয়ে সুখ আছে।

সর্দার পোড়োর সঙ্গে নিমাইয়ের সম্বন্ধে অনেক কথা হোয়ে গেলে পর, গুরু মশায় নিমাইকে একখানা পাতা আনতে বোল্লেন। নিমাই পাতাখানা নিয়ে গেলে গুরু মশায় তাতে ক বানান লিকে নিমাইকে পোড়িয়ে দিলেন। আর বোল্লেন—সব অক্ষরের বানানই এই রকম, যাও পোড়ে পোড়ে লেখ গে। কেমন পারবে তো? (ক্রমশঃ)

বিজ্ঞাপন।

শ্রীমঠের জন্য নবদ্বীপে বিশেষ পারদর্শী একজন সংস্কৃতভাষাভিজ্ঞ পণ্ডিতের আবশ্যক। প্রার্থিগণ শ্রীগৌড়ীয় মঠরক্ষকের সহিত (১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন্ রোডে) সাক্ষাৎ করুন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ।

শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের শ্রীচরণাশ্রিত শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

গৌড়ীয়

আলোচনা দ্বারা চরিত্রসংশোধন ও ভক্তিসিদ্ধান্ত প্রচারের জন্য প্রতি বাংলা ইংরাজী মাসের ১ তারিখে প্রকাশিত হয়।

তৃতীয় খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার ২৬শে বৈশাখ ১৩৩২, ৯ই মে ১৯২৫ | ১৭শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ।

নানা মুনি, নানা মত, নানা শাস্ত্র। যেখানে নানা মুনির নানা মত, সেখানে শাস্ত্র বলিয়াছেন—"মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ।" কিন্তু মহাজন সম্বন্ধেও আবার বিভিন্ন মত—শাস্ত্র লইয়াও মতভেদ। Devil can quote Scriptures"—শয়তান স্বার্থ তাহার মত সমর্থনের জন্য শাস্ত্র হইতে অনুকূল বাক্য উদ্ধার করিতে পারে। শয়তানেরও মহাজন আছে, মতবাদ আছে। এমন এ সমস্যা সমাধান করেন কে?

এ সমস্যা সমাধান করিতে গিয়া কেহ 'সবই ঠিক—মুণ্ডি মিছরি একদর' এই ন্যায়াবলম্বনে সমন্বয়বাদের নামে উচ্ছৃঙ্খল-উদার-মতপ্রচারক। কেহ আবার সদসদ্-বিচারে অক্ষম হইয়া 'সবই নেতিক' হুতুরাং কিছুই মানিব না, এইরূপ বিচারে নৈগমিনাস্তিক।

পরমকারুণিক শ্রীভগবান্ জীবের অধিকারানুসারে সাক্ষাৎ ও ব্যতিরেকভাবে কৃপা করেন। তিনি কিঞ্চিদূন জীবকে নিজতত্ত্ব জানাইবার জন্য নিছিঞ্চন সাধু সাধন শাস্ত্র ও ভগবিদ্ গুরুরূপে জগতে প্রকাশিত হন। আবার পাষণ্ডকুলের বিনাশসহ তদ্দ্বেষোপজীবী কপট সাধু, বিমোহন শাস্ত্র ও নাস্তিক গুরুব্রুবগণের দ্বারা মহামায়ার কপটকৃপা বিস্তার করাইয়া থাকেন। শ্রীমদ্ভাগবতই নিষ্কপট-কৃপা-বিতরণকারী সাধন শাস্ত্র,—সকলশাস্ত্রশিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত ধর্মই সনাতন বা নিত্য সত্য ধর্ম, শ্রীমদ্ভাগবতের মহাজনই নিত্যসেব্য মহাজন।

আমরা ১৯শে বৈশাখ তারিখের বঙ্গবাসী পত্রে 'ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত' শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করিলাম। লেখক মহাশয় বলিয়াছেন যে, পূর্ব্বকালে ব্রাহ্মণগণের একার ভেদ ছিল না, তখন সকলেই স্বাধ্যায়-সম্পন্ন ও স্বধর্মোপযুক্ত ছিলেন, কিন্তু কালপ্রভাবে ভেদ-বিভিন্নতা ঘটিয়াছে। একথা সম্পূর্ণ ঠিক। কিন্তু পূর্ব্বকালে যে কেবল শৌক্র ব্রাহ্মণ-প্রথাই প্রচলিত ছিল তাহা নহে—বৈধব্রাহ্মণগণও

বিশেষরূপে প্রচলিত ছিল। শ্রুতি, পঞ্চমবেদ মহাভারত ও সর্ব্বশাস্ত্রনিঃস্যন্দিনি শ্রীমদ্ভাগবতপাঠে ইহাই স্পষ্টরূপে বুঝা যায়। যেমন শ্রীমদ্ভাগবত শান্তিপর্ব্ব মোক্ষধর্ম্ম ১৮৮ অধ্যায়ে তুণ্ড ভরদ্বাজ ঋষিকে বলিতেছেন—

"ন বিশেষোঽস্তি বর্ণানাং সর্ব্বং ব্রাহ্মমিদং জগৎ।
ব্রহ্মণা পূর্ব্বসৃষ্টং হি কর্ম্মভির্ব্বর্ণতাং গতম্॥"

ব্রহ্মা কর্ত্তৃক পূর্ব্বে সৃষ্ট সমগ্র জগৎই ব্রাহ্মণময় ছিল। পরে কর্ম্মদ্বারা ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ সংজ্ঞা লাভ করিয়াছে। পুনরায় ভৃগুপর্ব্ব ১৮০ অধ্যায়ে মুনিগণ বলেন—

"যেষাং তু ব্রাহ্মণে সর্পে ব্রাহ্মণ্যং ন প্রদৃশ্যতে।
যেষাং তত্রাপি সর্পে তং শূদ্রমিতি নির্দ্দিশেৎ॥"

যে সর্প, যাহার ব্রাহ্মণ স্বভাব দেখা যাইবে, তিনিই ব্রাহ্মণ বলিয়া কথিত। ব্রাহ্মণ স্বভাব না থাকিলে তাহাকে অবশ্য শূদ্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিবে। পুনরায় অনুশাসন পর্ব্বের ১৩৩ অঃ উমামহেশ্বর সংবাদে—

ন যোনির্নাপি সংস্কারো ন শ্রুতং ন চ সন্ততিঃ।
কারণানি দ্বিজত্বস্য বৃত্তমেব তু কারণম্॥
সর্ব্বোঽয়ং ব্রাহ্মণো লোকে বৃত্তেন তু বিধীয়তে।
বৃত্তে স্থিতস্তু শূদ্রোঽপি ব্রাহ্মণত্বং নিয়চ্ছতি॥"

অর্থাৎ জন্ম, সংস্কার বেদাধ্যয়ন বা সন্ততি দ্বিজত্বের কারণ নহে, **বৃত্তই একমাত্র কারণ**। বৃত্তি বা স্বভাবক্রমেই পৃথিবীতে ব্রাহ্মণবিধান হইয়া থাকে; শূদ্রও ব্রাহ্মণবৃত্তিতে অবস্থিত হইলে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে সনাতনধর্ম্মবিদ্ দ্বাদশ বৈষ্ণবমহাজনের অন্যতম শ্রীনারদ ঋষিও বলেন—

"যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভিব্যঞ্জকম্।
যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তত্তেনৈব বিনির্দ্দিশেৎ॥"

বৈষ্ণবব্রাহ্মণ শ্রীধরস্বামিপাদও উক্ত শ্লোকের টীকায় "সমাধিভিরেব ব্রাহ্মণাদিব্যবহারো মুখ্যঃ। ন জাতিমাত্রাদিত্যাহ। যদ্ যদি অন্যত্র বর্ণান্তরেঽপি দৃশ্যেত তত্তদ্বর্ণতঃ তেনৈব লক্ষণনিমিত্তেনৈব বর্ণেন বিনির্দ্দিশেৎ ন তু জাতিনিমিত্তেনেত্যর্থঃ," ছান্দোগ্য শ্রুতির সত্যকাম ও জাবালের উপাখ্যান সত্যকামে সত্যবাদিতা ও নিষ্কপটতারূপ ব্রাহ্মণস্বভাব দর্শনে হারিদ্রুমত গৌতমকর্ত্তৃক অজ্ঞাতকুল সত্যকামকে ব্রাহ্মণ বলিয়া নির্দ্দেশ, ছান্দোগ্য বাসুদেবাদ্বয় সামসংহিতাবাক্য—

"আজ্ঞবং ব্রাহ্মণে সাক্ষাৎ শূদ্রোঽনার্জ্জবলক্ষণঃ
গৌতমাস্তিতি বিজ্ঞায় সত্যকামমুপানয়ৎ॥"

ইত্যাদি শ্রুতি-স্মৃতি পুরাণাদির অসংখ্য প্রমাণ হইতে জানা যায় যে পূর্ব্বকালে "বৃত্তব্রাহ্মণতা" বিশেষরূপে প্রচলিত ছিল।

বিধির কুলোদ্ভূত, স্বভাবানুসারে নিরূপিত ঐ সকল বৃত্ত-ব্রাহ্মণগণের সন্তানগণই বর্ত্তমানকালে কোন মতে শৌক্র ব্রাহ্মণরূপে পরিচিত হইয়াছেন। বাষ্পযান-যাত্রী আরোহিগণ যেমন সমধোগ্যতাসম্পন্ন অপর আরোহিগণকে সাধারণের আরোহণ-যোগ্য কক্ষে প্রবেশাধিকার দিতে আপত্তি করে, কখনও বা reserved, 'স্থানাভাব' প্রভৃতি বলিয়া বঞ্চনা করিতেও সঙ্কোচিত হন না আবার যদি দুই একটী ব্যক্তি জোর করিয়া কোনও রকমে তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে পারেন তাহারাও পূর্ব্ব পূর্ব্ব আরোহিগণের ন্যায় নূতন প্রবেশেচ্ছু ব্যক্তিগণকে বাধা দিতে উদ্যত হয় তদ্রূপ বর্ত্তমান শৌক্র-ব্রাহ্মণকুল-গণও ব্রাহ্মণতাকে শৌক্রপন্থায় আবদ্ধ রাখিতে উদ্যত হইয়া তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণের বিচার ভুলিয়া গিয়া বৃত্ত-ব্রাহ্মণগণকে অন্যায় ও অশাস্ত্রীয়রূপে ব্রাহ্মণতা হইতে অবৈধভাবে বঞ্চিত করিতে অনধিকারমূলক বৃথা চেষ্টা করেন মাত্র। সুতরাং লেখক মহোদয় ব্রাহ্মণগণের বিভাগ দেখাইতে গিয়া যদি উঁহাদিগকে শাস্ত্রানুসারে বৃত্ত, শৌক্র, একায়নশাখী ও বাজসনেয়াদিশাখী প্রভৃতি আখ্যা প্রদান করিতেন তাহা হইলে মনে হয় তাঁহার ব্রাহ্মণবিভাগ প্রণালী সম্পূর্ণ ও শাস্ত্রমতানুযায়ী হইত।

লেখক মহোদয় আধুনিক একদেশী বিচারকগণের মত স্ব স্ব প্রতিষ্ঠা স্থাপনের জন্য অনেক দৌর্ব্বল্য ও কপটাচার গোপন করিয়া যান নাই তিনি অনেকটা নিষ্কপট, এইটী তাঁহার লেখনীর মধ্যে একটী বিশেষ গুণ দৃষ্ট হইল। তিনি লিখিয়াছেন, পূর্ব্বের ব্রাহ্মণগণ স্বধর্ম-

নিষ্ঠ, বেদে অনুরক্ত ও ত্যাগব্রতে দীক্ষিত ছিলেন। এই জন্যই তাঁহারা সমাজের শীর্ষস্থানীয় হইয়াছিলেন। তাঁহারা সমাজের মঙ্গলের জন্য নীয় দারিদ্র্যকে পর্য্যন্ত উপেক্ষা করিয়া **ভিক্ষাভুক্ত** ভিক্ষা মাত্র সম্বল লইয়া মুখের গ্রাস ছাত্রের মুখে তুলিয়া দিতেন'। নিরপেক্ষ ব্যক্তি মাত্রই এই কথা নতশিরে স্বীকার করিবেন। তবে এখন কেবল সেই অতীত গৌরবের স্মৃতি লইয়া বসিয়া থাকিলে ত' আর ব্রাহ্মণতা বজায় থাকিবে না। কারণ মনু বলেন, যে দ্বিজ বেদ পাঠ না করিয়া অন্য বিষয়ে শ্রম করেন তিনি তাঁহার জীবদ্দশাই অতি সত্বর বংশপরম্পরা ক্রমে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হন। মনুর বিধানানুসারে দেখা যায় যে আধুনিক অধিকাংশ দ্বিজই বাহারা বেদাধ্যয়ন পরিত্যাগ করিয়া অন্যান্য ইতর কার্য্যে ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন তাঁহারা তৎক্ষণাৎ শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং তাঁহাদের বংশধরগণ সকলেই শূদ্র। আবার ঐ সকল শূদ্র ব্যক্তির সহিত যে সকল সদাচারব্রাহ্মণাভিমানি ব্যক্তিগণ সম্পর্ক রাখিয়াছেন তাহারাও 'সংসর্গজা দোষগুণা ভবন্তি' এই ন্যায়ানুসারে সংসর্গজ দোষে দুষ্ট হইয়া 'শূদ্রকল্প' হইয়া পড়িয়াছেন। সুতরাং শ্রীরূপগোস্বামিবিলাসলিখিত যামল বাক্যেই সত্যতা প্রমাণিত হইতেছে এবং শৌক্রপন্থায় প্রস্তাবিত ব্রাহ্মণতার ভিত্তি শিথিল ও সংশয়াপন্ন হওয়াতে শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্রোক্ত বৃত্তব্রাহ্মণতার দ্বারাই ভাবী সমাজের মঙ্গলের আশা নিরপেক্ষ সত্যানুসন্ধিৎসু মঙ্গলকামি-সামাজিকগণ উপলব্ধি করিতেছেন। কেবল তাহাই নহে, সত্যপ্রিয় লেখক মহোদয়ের বিচারানুসারে ও শাস্ত্রীয় বিধিমতে বৃত্তক অধ্যাপক ও বৃত্তক অধ্যাপিত ব্রাহ্মণব্রুবগণও পতিত। কারণ তাঁহাদের ত্যাগ নাই 'কি খাইব, কোথায় যাইব, অধ্যাপনা করিয়া টাকা না নিলে সংসার চলিবে কি করিয়া, ভগবদ্ভক্তিরতন্ত্র ভাগবত লইয়া বসিলে বৃত্তি না করিলে যজ্ঞোপবীত পূর্ণ হইবে কি প্রকারে অথবা দেবসেবার ছল করিয়া বিষয়, স্ত্রীপুত্রের বিলাসসম্ভার, বাড়ী ঘর অর্থের সমাবেশ প্রতিষ্ঠা কিরূপে হইবে" ইত্যাদি শোকাচ্ছন্ন শূদ্রকল্প, বণিক্‌কল্প ব্যক্তিগণের ব্রাহ্মণতা বা পাণ্ডিত্য কোথায়? শাস্ত্র ত' তাঁর স্বরে "দেবকোপোপজীবী" দেবলক, 'ভাগবতবৃত্তি' "ব্রাহ্মণব্রুবগণকে "সর্ব্বকর্ম্মসুগর্হিতঃ" "দুষ্টা চাণ্ডালতাং ব্রজেৎ" প্রভৃতি বাক্যদ্বারা উহাদিগকে ব্রাহ্মণ হইতে খারিজ ও বিগর্হণ করিলেন। এখন দারিদ্র্যকে উপেক্ষা করিয়া অপরের মুখে গ্রাস তুলিয়া দেওয়া দূরে থাকুক, ব্রাহ্মণের বিশুদ্ধ ভিক্ষাবৃত্তি দূরে থাকুক বহির্ম্মুখ স্ত্রীপুত্রের মনোরঞ্জন, স্বীয় কামলিপ্সা চরিতার্থ করিবার জন্য ব্রাহ্মণব্রুবগণ ভাগবতব্যবসায়, বিগ্রহ-ব্যবসায় প্রভৃতি করিয়া সমাজের বক্ষে কি বিভৎস তাণ্ডব নৃত্যই না করিতেছেন। বর্ত্তমান যুগে শ্রীগৌড়ীয় মঠ সর্ব্বতোভাবে হরিসেবনতৎপর হইয়া কিরূপে ব্রাহ্মণ বিশুদ্ধ ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা জীবন যাপন করিবেন এই শাস্ত্রীয় আদর্শ আচার করিয়া প্রচার করিতেছেন। সুতরাং শ্রীমদ্ভাগবত, মহাভারত ও ছান্দোগ্যাদি শ্রুতিকথিত হরি-ভজনপর দৈব ও নৃত ব্রাহ্মণসমাজ তাঁহারাই মহাজন-পথে গঠন, সংবর্দ্ধন ও পরিশোধন করিতেছেন।

সত্যপ্রিয় লেখক মহোদয় আরও কয়েকটী ভাল কথা লিখিয়াছেন—'পণ্ডা' অর্থাৎ বেদোক্তলা বুদ্ধিবিশিষ্ট ব্রাহ্মণ—ব্রাহ্মণ পণ্ডিত।' সুতরাং শুদ্ধ বৈষ্ণবই প্রকৃত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত। বেদের প্রতিপাদ্য যে ভগবদ্গুণসমূহ তাঁহাতেই বৈষ্ণবের বুদ্ধি সতত নিযুক্ত, বৈষ্ণবই বেদের সারগ্রাহী। অন্য যাহারা বেদের ভারবাহী, শ্রীভাগবত বলেন, তাহাদের বুদ্ধি ত্রয়ীর মধুপুষ্পিত বাক্যে বিজড়িত তাহারা মহাকর্ম্মী-জ্ঞানে বদ্ধ। শ্রীমদ্ভাগবতের বাচ্যিক বিদ্বগণ বক্তৃনিপুণ হইলেও তাহারা পণ্ডিত নহেন কারণ তাঁহাদের বুদ্ধি কর্ম্মজড়তায় আচ্ছন্ন।

লেখক মহোদয় আরও বলিয়াছেন—'তখনকার শিক্ষা ছিল গুরুমুখী।' বৃত্তব্রাহ্মণগণ চিরকালই শ্রৌতপন্থায় ও গুরুসেবায় প্রকৃত আদর করিয়া থাকেন। বৃত্তব্রাহ্মণগণ শুদ্ধ ব্রহ্মচর্য্য অর্থাৎ যাহাতে ভগবদ্গুণসেবার কথা নাই এরূপ ব্রহ্মচর্য্যকে বহু মানন করেন না কিন্তু তাঁহারা শুদ্ধপ্রেমোদ্বোধকব্রহ্মচর্য্যপরায়ণ। লেখক মহোদয় আরও লিখিয়াছেন এখন "একমাত্র ব্রাহ্মণ পণ্ডিত

সমাবেশ হইলেও অনায় সংসারানলেই কাটিয়া যায়" কিন্তু ভক্তব্রাহ্মণগণ বা বৈষ্ণবগণ যেখানে মিলিত হন বা পরস্পরের যখন সাক্ষাৎ হয় তখন হরিনামচিন্তা ব্যতীত অন্যের সমাজ, নীতি, জড়কাব্য, জড়দার্শনিকতা, প্রভৃতি কাকতীর্থ-তুল্য কোনও কথা প্রসঙ্গ তাঁহাদের মধ্যে হয় না। শ্রীগৌড়ীয় মঠের বাদশ বৎসরের এক একটী ব্রহ্মচারি-ব্রাহ্মণে এই সকল কথার সাক্ষ্য ও তাঁহাদের দৈনিক জীবনের আচরণ হইতে এই কথার সত্যতা প্রমাণিত হইবে।

লেখক মহোদয় আরও লিখিয়াছেন যে আচারনিষ্ঠ অধ্যাপক গুরুর বংশে উপযুক্ত ব্যক্তির অভাবে লোকে "সন্ন্যাসি গুরু" "বাবু গুরু" করিতে বাধ্য হইতেছেন। সন্ন্যাসী গুরুর নিকট গৃহীর মন্ত্র গ্রহণ কখনই কর্ত্তব্য নহে।" বহুত মাংসাদি অমেধ্যভোজী পান তামাক চুরট চা বিস্কিট প্রভৃতি বিলাসদ্রব্যে আসক্ত ও তাস পাশা প্রভৃতি দ্যূতক্রীড়ায় রত, অবৈধ স্ত্রীপ্রসক্ত বা স্ত্রৈণ বিলাসি-বাবু-গুরু" কথা সর্ব্বগুণান্বিত ব্রাহ্মণের কখনই কর্ত্তব্য নহে এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। আবার কর্ম্ম ও জ্ঞান সন্ন্যাসি-বিধি কলিকালে শাস্ত্রমতে অনধিকৃত বলিয়া কর্ম্মী ও জ্ঞানিসন্ন্যাসী গুরুক্রবগণের নিকট হইতেও দীক্ষা গ্রহণ সর্ব্বপ্রকৃতি বিষ্ণুপাসক ব্রাহ্মণগণের উচিত নহে কিন্তু ভক্তগণের সন্ন্যাসে কোনও কালেই বাধা নাই সুতরাং ভক্ত ত্রিদণ্ডিসন্ন্যাসিগণই সর্ব্বদাই ও আশ্রয়ীয় গুরু হইবার যোগ্য। শ্রীঅদ্বৈতআচার্য্য ও জগদ্গুরু শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ব্রাহ্মণকুলে প্রকটলীলাভিনয় ও গৃহস্থ লীলাভিনয় করিয়াও নারায়ণপুরী ও লক্ষ্মীপতি তীর্থ বৈষ্ণব-সন্ন্যাসি-গণের নিকট হইতে দীক্ষাগ্রহণ লীলা জীবশিক্ষার্থ দেখাইয়া গিয়াছেন। ত্রিদণ্ডিসন্ন্যাসী বিষ্ণুস্বামী ও রামানুজাচার্য্যের সম্প্রদায়ভুক্ত বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ গৃহস্থ শিষ্য ছিলেন। কর্ম্ম-মার্গীশাস্ত্রে যে গৃহস্থ বৈষ্ণব গুরুর নিকট গৃহমেধিগণের গৃহব্রত যজ্ঞ হইতে মুক্তির কারণে দীক্ষা লইবার আদেশ দেখিতে পাওয়া যায় উহা ধর্ম্মার্থকামলাভের উদ্দেশ করিয়াই লিখিত। কিন্তু পারমার্থিক ব্যক্তিগণের জন্য বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ সদ্গুরুর অনুসন্ধান করিবার জন্যই আদেশ প্রদান করিয়া-ছেন। দ্বিতীয়তঃ বংশগত গুরুপ্রথা অশিক্ষিত মেষেণী-প্রথা মাত্র। যেমন ডাক্তিরের সকল ছেলে সকল সময়েই ডাক্তিরি করে না তদ্রূপ বংশগত লৌকিক ও লৌকিক গুরুত্বেও যোগ্যতার ব্যভিচার দৃষ্ট হয়।

লেখক মহোদয়ের মতে অবৈষ্ণববিশ্বাসপুষ্ট লৌক ব্রাহ্মণেতর জাতি মাত্রই আজন্ম অশুদ্ধ সুতরাং তাহারা গুরুর কার্য্যে অনধিকারী। লেখক মহাশয়ের উক্ত মত কর্ম্মজড় ব্যক্তিগণের পক্ষে প্রযুক্য সন্দেহ নাই। কিন্তু উহা ভক্তের পক্ষে নহে কারণ বৈষ্ণবগণ কোনও বিশেষ জাতিকুল ব্যক্তিগণের নিকট আবির্ভূত হইলেও তাঁহারা সেই জাতির অন্তর্গত নহেন। লেখক মহোদয় যদি শ্রীমদ্ভাগবতের বিদুরের প্রতি যুধিষ্ঠিরের বাক্য (ভা ১।১৩।৮) তদ্বিধি ভাগবতাগ্রণীবৃন্দাঃ স্বয়ং প্রভো, (৭।৯।৯) বিপ্রাদ্দ্বিষড়গুণযুতাদরবিন্দনাভ তৃতীয় স্কন্ধের বিরামধের শ্রবণানুকীর্ত্তনাৎ যাদোঽপি সদ্যঃ সবনায় কল্পতে' ৭ম স্কন্ধের "কিরাত হূনান্ধ পুলিন্দ পুক্কশা" গীতার স্ত্রিয়ঃ বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্" প্রভৃতি শ্লোক আলোচনা করেন তবে জানিতে পারিবেন ভগবদ্ভক্ত যে কোনও কুলে উদ্ভূত হউন না কেন তিনি জগদ্গুরু। "বৈষ্ণবে জাতি বুদ্ধির্যস্য নারকী সঃ।" শ্রীহরিভক্তিবিলাসো-দ্ধৃত বামন বাক্যানুসারে—"অতঃ সূত্রকল্পাদি ব্রাহ্মণাঃ কলিসম্ভবাঃ" কলিসম্ভব ব্রাহ্মণক্রবগণ অশুদ্ধ ও শূদ্র-তুল্য সুতরাং তাহারা আজন্ম অশুদ্ধ। ভগবদ্ভক্তির আশ্রয় গতীত কাহারও পরিশুদ্ধি নাই। এই জন্যই শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন—

"কিবা বিপ্র কিবা ন্যাসী শূদ্র কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়॥"

"স্বধর্ম্মনিষ্ঠ রাজা" শ্রীযুক্ত শশিশেখরেশ্বর রায় মহাশয়ের উক্তি বিশেষ প্রশংসার্হ। "স্বধর্ম্ম নিষ্ঠ রাজা" বিশেষণটী দেখিয়া কেহ কেহ আমাদের নিকট জিজ্ঞাসা

করিয়াছেন, উক্ত রাজা মহেশের কি সূর্য্য বা চন্দ্রবংশীয় কোনও মানবৌত্ত ক্ষত্রিয় রাজা ?

প্রাদ্যবার্ত্তাবিহ হিতবাদী নামক পত্র 'বিষ্ণুঘরাসত্তা ও ব্রাহ্মণ মহাসম্মিলন'—শীর্ষক প্রবন্ধে শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীরূপসনাতন ও ঠাকুর হরিদাসের সম্বন্ধে যে সকল কথা আদার ব্যাপারী হইয়া জাহাজের খবর বাহির করার ন্যায় বৃথা দার্ষ্টিকতা করিয়া আলোচনা করিয়াছেন তাহা তাহার ন্যায় গ্রাম্যকথাপ্রচারকের পক্ষে না করিলেই অনধিকার চর্চ্চা হইত না। গ্রাম্যকথা, অনৈসর্গিক কথা বা নীতিকথা হইতে উক্ত ভগবদবতারী ও ভগবদ্ভক্তগণ বহু দূরে। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন যে, যখন প্রতিভাবান অদ্ভুত মেধাশালী বৈজ্ঞানিকাদি ঋষিগণ পর্য্যন্ত ভগবদ্ভক্তের চরিত্র বুঝিতে পারেন নাই তখন ক্ষুদ্রবুদ্ধি বদ্ধজীব কি করিয়া ভগবানের দুরবগাহ চরিত্র ও আচরণ বুঝিতে পারিবেন ? শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীপ্রভু বলিয়াছেন—"অভক্ত উষ্ট্রের ইথে না হয় প্রবেশ।" উলূকগণের সূর্য্য কিরণ দর্শনযোগ্যতা বিধাতাকর্ত্তৃকই প্রতিহত। সুতরাং উহারা কি করিয়া সূর্য্যকিরণের বিষয় বর্ণন করিতে সমর্থ হইতে পারে ?

ত্রিবিধ-চক্ষু।

শ্রীশালগ্রাম দেখিয়া কেহ সামান্য শিলাখণ্ড, কেহ প্রস্তর-নির্ম্মিত নারায়ণ এবং কেহ বা ভগবানের শ্রীঅর্চ্চামূর্ত্তি কহে। এই ত্রিবিধ উক্তির মধ্যে প্রথমটী কেবল প্রাকৃত-জ্ঞানোত্থ, দ্বিতীয়টী মিশ্রপ্রাকৃতাপ্রাকৃত-জ্ঞানোত্থ এবং তৃতীয়টী শুদ্ধ অপ্রাকৃতজ্ঞানোত্থ। যাহারা কেবল প্রাকৃত-জ্ঞানসম্পন্ন তাহারা নাস্তিক, যাহারা মিশ্রপ্রাকৃত ও অপ্রাকৃত জ্ঞানসম্পন্ন তাহারা আস্তিক-ক্রব এবং যাঁহারা শুদ্ধ অপ্রাকৃতজ্ঞানসম্পন্ন তাঁহারা যথার্থ আস্তিক। কেবল প্রাকৃত অথবা মিশ্র-প্রাকৃতাপ্রাকৃত-জ্ঞানশালিব্যক্তিগণ ভোগাসক্ত ও সদা ইন্দ্রিয়দ্বারে স্ব সুখান্বেষণে রত এবং শুদ্ধ অপ্রাকৃত জ্ঞানশালী ব্যক্তিসকল স্ব-সুখসাধনে উদাসীন ও সেবাদ্বারে ভগবৎ-প্রীতিসাধনে সদা প্রমত্ত। ভগবৎ-সেবোন্মুখ ব্যক্তিসমূহকে শুদ্ধভক্ত এবং স্বার্থপর ভোগাসক্ত মানবগণের মধ্যে নাস্তিকদিগকে—পাষণ্ড ও আস্তিক-ক্রবগণকে 'মিশ্রভক্ত' কহে।'

প্রাকৃতগণের যে যন্ত্রের সাহায্যে কোন বস্তুর সাক্ষাৎ-কার লাভ হয় তাহার নাম চক্ষু। চক্ষু ত্রিবিধ, যথা জড়নেত্র বা বহির্চক্ষু, চিদাভাসযুক্ত বুদ্ধি-তত্ত্ব বা অন্তশ্চক্ষু ও চিন্নেত্র বা আত্মচক্ষু। স্থূল জড়দেহে অবস্থিত বহির্চক্ষুদ্বারা বাহ্যাকাশ-স্থিত স্থূল অনিত্য জড়পদার্থ দৃষ্ট হয়, সূক্ষ্ম বা লিঙ্গদেহে অবস্থিত অন্তশ্চক্ষুদ্বারা হৃদাকাশস্থিত সূক্ষ্ম নশ্বর জড়-পদার্থসমূহ গোচরীভূত হয় এবং জীবের বিশুদ্ধ আত্মস্বরূপের সহ অভিন্নরূপে অবস্থিত যে জ্ঞানশক্তি বা আত্মচক্ষু তদ্দ্বারা পরাকাশস্থিত শ্রীভগবানের দিব্যমূর্ত্তি ও তাঁহার পরিকরবৈভবাদি লক্ষিত হয়। অনিত্য বাহ্য জড়পদার্থদ্বারে সুখান্বেষণে তৎপর নাস্তিক বা পাষণ্ডগণ একমাত্র বহির্চক্ষুর উপর নির্ভরশীল এবং অতএব কেবলমাত্র বাহ্যাকাশ-স্থিত জড়পদার্থসমূহ তাহাদিগের নয়নপথে সদা পতিত হয়। নিজসুখ হানির আশঙ্কায় কিম্বা অনিত্যপদার্থ লাভের আশায় যে সমুদয় ভোগাসক্ত মানব কিয়ৎপরিমাণে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করে ও সকামভাবে তাঁহার উপাসনায় নিযুক্ত হয়, তাহারা অন্তর ও বাহ্য উভয়বিধ চক্ষুর উপর নির্ভর করে ও সূক্ষ্ম জড়তত্ত্বে শুদ্ধ ও পূর্ণ চিৎস্বরূপ ঈশতত্ত্বের আরোপ করিয়া থাকে। শুদ্ধ ভক্তগণ বাহ্য ভোগসুখে উদাসীন ও সর্ব্বদা ভগবৎসেবাপরায়ণ এবং সেবানিষ্ঠ জীবাত্মার শুদ্ধস্বরূপগত-ধর্ম্মবিচারে তাঁহারা সর্ব্বসময় আত্মচক্ষুর উপর নির্ভর করেন ও সর্ব্বত্র পরিকর-বৈভবসহ সেবাতত্ত্ব ভগবানের দিব্যচিন্ময় শ্রীমূর্ত্তিকে দেখিয়া থাকেন। ভোগবুদ্ধির বশীভূত হইয়া অনিত্যদেহদ্বয়ে অবস্থিত বাহ্য ও অন্তশ্চক্ষুদ্বয়ের পরিচালন না করায় বাহ্য ও হৃদাকাশস্থিত কোন স্থূল বা সূক্ষ্ম জড়রূপ তাঁহাদিগের দর্শনের বিষয় হয় না—যথা শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে,—

"স্থাবর জঙ্গম দেখে, না দেখে তার মূর্তি।
যে যে নেত্র পড়ে, তার ইষ্টদেবের স্ফূর্তি।"

শাস্ত্র হইতে অবগত হওয়া যায় যে শ্রীভগবানই একমাত্র ভোক্তা বা সেবাতত্ত্ব ও জীবসমূহ তাঁহার নিত্য সেবক বা ভোগ্যবিষয়। সুতরাং যখন কোন জীব নিজ স্বরূপজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হন তখন তিনি যে সর্ব্বত্র সেবাতত্ত্ব ভগবানের দিব্য শ্রীমূর্ত্তির দর্শন ও সেবা করিতে পারিবেন ইহাতে আর বিস্ময়ের বিষয় কি? সেবানিষ্ঠা উদয় হওয়ার পূর্ব্বে মানবগণ স্থূল ও সূক্ষ্মদেহে আত্মবোধ করে এবং সেই ভ্রান্তিবশতঃ অন্বয় ও বহিশ্চক্ষুর দ্বারা বাহ্য স্থূল ও সূক্ষ্ম জড়পদার্থসমূহ দর্শন করিয়া থাকে। প্রাকৃত নিরূপাধিভাবে এই শ্রেণীর দ্রষ্টার হৃদয়ে দৃষ্ট জড়পদার্থসমূহকে ভোগকরিবার প্রবৃত্তি সঞ্জাত হয় ও সেই প্রবৃত্তিবশতঃ দ্রষ্টা আপনাকে ভোক্তা বলিয়া বুঝে। শ্রীভগবানই যে একমাত্র ভোক্তা তাহা বিস্মৃত হইয়া যে সমুদয় বহির্মুখ জীব আপনাদিগকে ভোক্তার আসনে বসাইয়া থাকে তাহারাই আবার তত্ত্বজ্ঞানোদয়ে অর্থাৎ আত্মচক্ষু উন্মীলিত হইলে আপনাদিগকে ভোগ্য বা সেবক ও ভগবানকে ভোক্তা বা সেব্যবস্তু বলিয়া বুঝিতে সমর্থ হন ও পূর্ব্বকৃত দুষ্টতার কথা কদাপি স্মৃতিপথে উদয় হইলে সঙ্গে সঙ্গে গঙ্গাস্নান করিবার জন্য উদ্যত হন ও অপরাধ ক্ষালনের জন্য সকাতরে ভগবানের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া থাকেন।

ভগবানের অস্তিত্বে বিশ্বাসহীন নাস্তিকগণের হৃদয়ে বলবতী ভোগবাসনা বর্ত্তমান থাকায় জগতের পদার্থই তাহাদিগের নিকট ভোগ্যবস্তুরূপে প্রতিভাত হয়। ক্ষণকালের জন্যও তাহারা কোন পদার্থমাত্রে ভগবদ্ভাব আস্বাদন করিতে সক্ষম হয় না। যেহেতু সম্পূর্ণরূপে ভগবদ্ভাব আস্বাদনে অসমর্থ, তন্নিমিত্ত পণ্ডিতগণ ইহাদিগকে 'পাষণ্ড' নামে অভিহিত করেন। যে সমুদয় মনুষ্য ভোগসুখবৃদ্ধির আশায় বা কোনরূপ সুখহানির আশঙ্কায় কথঞ্চিদ্ভাবে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করে, তাহারা প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরের দ্বারা নিজ সেবা করাইতে চাহে ও সেই কারণে সদা-সেবাভাবযুক্ত পরমেশ্বরের পরিচিতি প্রাপ্ত হয় না। সেবাবস্তুর সন্ধানকালে সেবা করাই সেবকের কৃত্য ও সেবার বিনিময়ে প্রতিসেবা গ্রহণ করিতে চাহিলে প্রতিদান দিবার সময় সেব্য-বস্তুকে যে সেবক সাজাইবার ব্যবস্থা করা হয় তাহা এই শ্রেণীর ভোগিপাল বা সকামোপাসকগণ বুঝিয়া ও বুঝিতে চাহে না। সর্ব্বত্র ভগদ্দর্শনাভাবহেতু তাহারা সময়ে সময়ে কোন কোন জড় পদার্থে ঈশ্বরবুদ্ধি স্থাপন করে ও যখন নিজ সামর্থ্যে ভোগ্যবিষয় লাভে অপারগ হয় তখন কল্পিত ঈশ্বরকে ভৃত্যবৎ খাটাইয়া স্বীয় ভোগবাসনা চরিতার্থ করিবার জন্য উদ্যত হয়। ইহারাই শালগ্রামে শিলাবুদ্ধি স্থাপন করে ও নিজ মনোভাব পূর্ত্তির জন্য তাঁহার দ্বারা বাদাম পর্য্যন্ত ভাঙ্গিতে কুণ্ঠিত হয় না।

শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে যথা—

"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।"
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥"

অর্থাৎ যাহারা শ্রীভগবানের সাক্ষাৎকার লাভ করেন তাঁহারা ভগবানের স্বরূপ, নিজস্বরূপ ও কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সম্বন্ধে সংশয়-রহিত (বা সম্যক্-জ্ঞানযুক্ত) হন, অনিত্য ভোগবাসনামুক্ত হইয়া থাকেন এবং ভগবৎ-সেবা ব্যতীত অন্য প্রকার ভোগপর কার্য্যে ব্রতী হন না। সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে ভগবৎ-সাক্ষাৎকার-জনক সেবা-বুদ্ধি যাহাদিগের উদয় হয় নাই, তাহারা ভগবানের যথার্থ স্বরূপ, নিজ শুদ্ধ আত্মস্বরূপ এবং কর্ত্তব্যতা সম্বন্ধে সুষ্ঠু জ্ঞান লাভ করিবার অযোগ্য। এই অযোগ্যতাবশতঃ তাহারা নিজ আত্মার আবরণ-রূপ জড়-দেহদ্বয়ে আত্মবোধ, জড়-জগতে ঈশ্বর বোধ, অকর্ত্তব্যে কর্ত্তব্য বোধ, সর্ব্বত্র ভগদ্দর্শনের পরিবর্ত্তে নানাবিধ জড়াকার দর্শন ইত্যাদি বহুপ্রকারে বিপরীত কার্য্য করিয়া থাকে। নিষ্কিঞ্চন সেবা-নিষ্ঠ-ভক্তগণ ব্যতীত তাহাদিগের অনাদি-কালপুষ্ট কুসংস্কার অপনোদিত হইবার নহে।

"বহুশাখা হ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োঽব্যবসায়িনাম্।
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন॥"

শ্রীগীতার এই উক্তি হইতে বুঝিতে পারা যায় যে ভক্তদিগের বুদ্ধি একমাত্র ভগবন্নিষ্ঠ ও তৌষী বা অভক্ত-

গণের বুদ্ধি বহু নশ্বরপদার্থ-নিষ্ঠ। যেহেতু ভক্তগণ আত্ম-চক্ষুর দ্বারা সর্ব্বত্র বিরাজিত ভগবদ্মূর্ত্তি নিত্যকাল দর্শন করেন এবং বহিঃ ও অন্তশ্চক্ষুগম্য বাহ্য ও ছদাকাশস্থ জড় পদার্থনিচয় আত্ম-চক্ষুর দর্শনের বিষয় নহে, তন্নিমিত্ত তাহাদিগের বুদ্ধি যে একনিষ্ঠাযুক্ত হইবে ইহা সহজ-বোধগম্য। স্বরূপভ্রান্ত দেহাভিমানী অজ্ঞ জীবগণের আত্ম-চক্ষু মুদ্রিত থাকে এবং বহিঃ ও অন্তশ্চক্ষু উন্মীলিত থাকায় তাহারা অন্ত ও বাহ্যাকাশস্থ জড় পদার্থ ছাড়া অপ্রাকৃত বা বৈকুণ্ঠ বস্তু দর্শন করিতে সক্ষম নহে। বাহ্য পদার্থসমূহ নানাবিধ খণ্ডাকারে প্রতিভাত হয় বলিয়া অজ্ঞ-জীবকুলের বুদ্ধি বহুধা বিভক্ত হইয়া থাকে ও নানাপ্রকার নিষ্ঠার আবাহন করে। বহুনিষ্ঠ অজ্ঞ জীবকুল একনিষ্ঠ ভক্তগণের দেশ ও কালশক্তির নিয়ন্তা বা অধীশ্বর শ্রীভগবানের সর্ব্বত্র বিরাজিত দিব্য শ্রীমূর্ত্তির জ্ঞান লাভ করিতে পারে না এবং অপ্রাকৃত দেশ ও কাল শক্তির দ্বারা পরিচালনযোগ্য কোন কোন ক্ষুদ্র জড় পদার্থে ঈশ্বরত্বের আরোপ করিয়া থাকে। দেশ ও কালশক্তির দ্বারা পরিচালনযোগ্য পদার্থগুলি যে ভগবানের মায়াশক্তির পরিণতি ও ভগবান নহে, তাহা তাহারা বুঝিতে পারে না এবং সেই জন্য নামাক্ষর মুখণ্ডে মিথ্যা বৃন্দাবন বুদ্ধি ও কাষ্ঠ পাষাণাদিতে কপট ঈশ্বরবুদ্ধি স্থাপনে পশ্চাৎপদ হয় না। শ্রীভগবান অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন—

"অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জ্জুন।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ॥"

এই শ্লোক হইতে আমরা জানিতে পারি যে, দৃশ্যমান বিশ্ব ভগবানের এক দেশে অবস্থিত। তাহা হইলে ভগদ্মূর্ত্তিকে পৃথিবীর অন্তর্গত কোন এক সংকীর্ণ স্থানে যাহারা দেখিবার প্রয়াস করে অথবা বর্ত্তমান আছেন বিবেচনা করে, তাহারা যে ভগবদ্মহিমা কিছুই অবগত নহে ইহা বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে—

"নহ্যতঃ ভগবতীহ লক্ষণ্য কৃৎস্না-
ম্নায়ময়ান্নি নতো নতনীত ধীয়ঃ।"

সমগ্র বিশ্ব যে ভগবানের উদরাভ্যন্তরে অবস্থিত তাহা এই শ্লোক হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে। অতএব যাহারা অসীম ভগবানকে বিশ্বের আধার না জানিয়া ওঁহাকে বিশ্বান্তর্গত সসীমতত্ত্ব বলিয়া বুঝে, তাহারা যে নিতান্ত ভ্রান্ত ও ভগবানের মহিমা খর্ব্বকরণ হেতু তাঁহার চরণে অপরাধী হয় কোন্ বুদ্ধিমান ব্যক্তি স্বীকার না করিবে? অজ্ঞব্যক্তিসমূহকে প্রবুদ্ধ করিবার জন্য ঈশোপনিষদে উক্ত হইয়াছে, যথা—

"ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনং॥"

অর্থাৎ এই বিশ্বকে সর্ব্বপ্রথমে ভগবানের দ্বারা ব্যাপ্ত বিবেচনা করিবে এবং পরে জাগতিক পদার্থ-সমূহকে ভগবানের ভোগ্য, অন্যের ভোগ্য নহে, মনে করিবে ও শরীরযাত্রানির্ব্বাহের জন্য প্রসাদবুদ্ধিতে আবশ্যক মত বস্তু গ্রহণ করিবে। যাহারা এইরূপ ভাবে আচরণ করিতে আরম্ভ করে, তাহারা অচিরে সেবা-নিষ্ঠা লাভ করিয়া থাকে ও আত্মচক্ষু উন্মিলীত হওয়ায় সর্ব্বত্র দিব্য শ্রীভগবদ্মূর্ত্তি দর্শন করিতে সমর্থ হয়।

জাগতিক পদার্থের নশ্বরতা ও ত্রিতাপ জনকত্ব দর্শনে যে সমুদয় ভোগবুদ্ধিসম্পন্ন মানব ভোগত্যাগে বদ্ধ পরিকর হয় ও নির্ব্বাণ বা নির্ভেদ ব্রহ্মানুসন্ধানপর শূন্য বা মোহধ্বংসাদিকে শ্রেয়স্করজ্ঞানে অবলম্বন করে, তাঁহারা ত্যাগী নামে খ্যাত এবং তাহারা অন্তর্বাহ্যচক্ষুর্গম্য বাহ্য অন্তঃ ও হৃদাকাশস্থ স্থূল-সূক্ষ্মজড়পদার্থসমূহকে নিরলক্ষ্যে পুষ্পের ন্যায় অন্বয়ভাবে স্থান না দিয়া ব্যতিরেকভাবে স্থান দেয়। যেহেতু তাহারা পরাকাশস্থিত ভগদ্মূর্ত্তিকে লক্ষ্যের বিষয় বলিয়া স্বীকার করেন না, তন্নিমিত্ত তাহা-দিগের আত্ম চক্ষু নীমিলিত আছে ও তাহাদিগকে আত্ম তত্ত্বজ্ঞের পরিবর্ত্তে দেহাভিমানী বলিয়া অবগত হওয়াই যুক্তিসঙ্গত। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন "আরুহ্য কৃচ্ছ্রেন পরং পদং ততঃ পতন্ত্যধঃ" অর্থাৎ কর্ত্তাভিগণ ভগবানের অনাদর করতঃ নিজবলে বলীয়ান হইয়া কঠোর সাধনে নিযুক্ত হয় এবং সাধন বলে কিয়দ্দূর আরোহণ করিয়া পুনঃ অধঃ পতিত হয়। (অর্থাৎ ভোগবুদ্ধি সম্পন্ন হইয়া থাকে)

অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া সাধারণের অবগতির জন্য ভগবান বলিয়াছিলেন,—

"দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।"
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥"

অর্থাৎ শুদ্ধভক্তসঙ্গ প্রভাবে যে সকল ব্যক্তি ভগবান ও নিজের তাত্ত্বিকস্বরূপ ও কর্ত্তব্যতা সম্বন্ধে সুষ্ঠু জ্ঞান লাভকরতঃ সর্ব্বতোভাবে ভগবানের শরণাপন্ন হন, তাঁহারা অচিরে মায়াশক্তির প্রভাবরূপ ভোগ বা ত্যাগ বুদ্ধির কবল হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারেন—অন্যে নহে। "হায় বড়া" মানবগণ আচরিত অসৎপন্থায় বৈরাগ্য ও তত্ত্বজ্ঞান লাভ করা যায় না। যে সুগম পন্থায় জ্ঞান ও বৈরাগ্য লাভ করা যায় তাহা ব্যক্ত করিবার জন্য আচার্য্যবর শ্রীমৎ ব্যাসদেব বিরচিত বেদান্ত-সূত্রের অকৃত্রিম ভাষারূপ শ্রীমদ্ভাগবত নামক মহাপুরাণে লিখিয়াছেন যথা,—

"বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রযোজিতঃ।"
"জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যং জ্ঞানঞ্চ যদহৈতুকম্॥"

অর্থাৎ শ্রবণকীর্ত্তনাদিরূপা ভক্ত্যঙ্গ যাজন করিতে থাকিলে অচিরে ও অনায়াসে (পৃথক চেষ্টার অভাবে) বৈরাগ্য ও তত্ত্বজ্ঞান স্বতঃ আবির্ভূত হয়। ব্রহ্ম ব্রহ্ম-সংহিতায় বলিয়াছেন—

"ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্॥"

অর্থাৎ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই পরমেশ্বর ও সকলের নিয়ন্তা এবং প্রত্যেক ভক্ত ইহা স্বীকার করে। দুর্ভাগ্যবশতঃ অন্য অভক্তগণ পরমেশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার না করিলেও তাঁহার শাসনরজ্জুকে তাহারা কোন প্রকারেই অতিক্রম করিতে পারে না। পুনঃপুনঃ জন্ম ও মরণ, আধিব্যাধির আক্রমণ, ধনজনের বিনাশ, আশানুসারে সুখের অপ্রাপ্তি ইত্যাদি বহুপ্রকার দুর্ঘটনাসমূহ সতর্কতা সত্ত্বেও উপস্থিত হয়। কি উদ্দেশে ও কাহার কর্ত্তৃত্বে উক্ত দুর্ঘটনারাজি প্রেরিত হয় তত্ত্বরহস্য উদ্ঘাটন করিবার অভিপ্রায়ে সুষ্ঠুভাবে চিন্তা করিলে তাহারাই বুঝিতে পারে যে দুঃখরাজির সংশোধন করিবার জন্য ভগবদ্ভক্তি-মায়াদেবীকর্ত্তৃকই তৎসমুদয় সাধিত হয় এবং সেই মায়ার অধীনতা পরিত্যাগ করা তাহাদিগের সাধ্য নহে। সুষ্ঠুভাবে বিচারে অপটু বদ্ধজীবসমূহের নিকট এই রহস্য কথাটি উদ্ঘাটিত হইবার নহে। যাঁহারা উক্ত তত্ত্বে ভেদ করিয়াছেন তাঁহারা ভক্তিপথের পথিক এবং জানেন যে কি ভক্ত কি অভক্ত সকল জীবই ভগবচ্ছক্তির অধীন (অর্থাৎ ভক্তগণ ভগবানের নিত্যানন্দপ্রদায়িনী যোগমায়ানাম্নী চিচ্ছক্তির অধীন এবং অভক্তগণ উক্ত ত্রিতাপদায়িনী মায়াশক্তির অধীন)। যাহার নিকট ভগবানের বিভুত্ব যে পরিমাণে পরিস্ফুট আকারে ধারণ করে, তিনি তন্মাত্রায় তাঁহাকে করুণার আধার ও সুহৃদ্ বলিয়া বুঝিতে পারেন। আবার ভগবানকে যিনি যত অধিক করুণাময় ও সুহৃদ বলিয়া অবগত হন তিনি তত অধিক তাঁহার সেবা করিতে চাহেন। সেবা বৃদ্ধি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সেবানন্দরসেরও অধিক মধুরতা উপলব্ধি হয়। এই সেবানন্দকে প্রেমানন্দও কহে। ইহা নিত্যকাল স্থায়ী ও প্রতিক্ষণে নব নব ভাবে সাধকের আস্বাদনযোগ্য হয়। মনুষ্যজীবনে ইহার অপেক্ষা আরও উৎকৃষ্ট প্রাপ্য বিষয় কিছুই নাই। যাঁহাদিগের ভাগ্যে ইহা লাভ হইয়াছে, তাঁহাদিগকে মহাভাগবত বলে। মহাভাগবতগণের আত্মচক্ষু উন্মীলিত এবং তাঁহারা ইচ্ছা করিলে অনায়াসে অন্য বদ্ধজীবের সুপ্ত আত্মচক্ষুকে জাগাইয়া দিতে পারেন। যাহারা তাঁহাদিগের সঙ্গ না করিবেন তাহারা অন্তর ও বাহ্য চক্ষুদ্বয়ের দ্বারা নিষ্পন্ন জড়-দর্শনের হাত হইতে কোন রকমেই পরিত্রাণ পাইবেন না।

মহাভাগবতগণ শ্রীঅর্চ্চাবিগ্রহ সম্বন্ধে কএকটী উপদেশ দিয়া থাকেন, যথা—

১। ভগবান যুগপৎ ব্যাপকবিভু ও সাকার-রূপে অবস্থান করেন।

২। ভগবানের সাকাররূপ বহু, তন্মধ্যে কৃষ্ণ-রূপই মুখ্য।

৩। জীব-উদ্ধারের জন্য ভগবান লোক-লোচনের গম্য নানাবিধ শ্রীঅর্চ্চাবিগ্রহরূপে প্রকট থাকেন।

৪। শ্রীভগবানের শ্রীঅর্চ্চাবিগ্রহসমূহ স্বয়ংপ্রকাশ বস্তু। মানবগণ কর্ত্তৃক কল্পিত বা গঠিত নহে, কাষ্ঠপাষাণাদি দ্রব্যময় নহে, বায়ু বা দূরাকাশের কোন এক অনির্দ্দেশ্য ও কুত্রস্থানে অবস্থিত নহে, কালকোভা নহে, অচেতন জড়-

পদার্থরূপে বদ্ধজীবের নিকট প্রতিভাত হইলেও পূর্ণ চিৎবস্তু ব্যতীত ইহার পদার্থ নহে এবং দেহদেহীভেদ রহিত, বদ্ধজীবের স্থূলদেহ নশ্বর ও আত্মা নিত্যবস্তু বিধায় উহাদের ভেদভাব বর্ত্তমান ; কিন্তু ভগবান ও তাঁহার শ্রীঅর্চ্চাবিগ্রহ উভয়ই নিত্য ও একই পদার্থ বিধায় তাঁহাদিগের মধ্যে দেহ-দেহী-ভেদ দর্শন-যোগ্য নহে। যাহারা মহাভাগবতগণের এই উপদেশ সমূহ অগ্রাহ্য করে তাহাদিগকে ঘোরান্তে নিরয়াভিমুখে গমন করিতে হইবে। তাহারা ইহা স্বীকার না করিলেও, "ন হি বস্তুশক্তিঃ বুদ্ধি-শক্তিমপেক্ষতে" এই যুক্তি অনুসারে তাহাদিগের অর্দ্ধাচীনোচিত আপাত মধুময় সিদ্ধান্ত তাহাদিগকে বিপদ হইতে রক্ষা করিতে পারিবে না। ইতি—

শ্রীঅটলবিহারী দাসাধিকারী, বানবাদ।

৩০।৪।২৪

প্রচার-প্রসঙ্গ।

পরমহংস ঠাকুর ও ব্রাহ্মধর্ম্ম

কিছু দিবস পূর্ব্বে কলিকাতা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উপদেশক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সরকার এম, এ মহাশয় শ্রীচৈতন্যদেব ও তৎপরবর্ত্তী আচার্য্যগণের বিষয় অবগত হইবার অভিপ্রায়ে শ্রীল পরমহংস ঠাকুরের নিকট আগমন করেন ও কয়েক দিবস শ্রীল ঠাকুরের মুখে অনেক কথা শ্রবণ করেন। উক্ত উপদেশক মহোদয়ের ধারণা এই যে শ্রীচৈতন্যদেব জাতিভেদের পক্ষপাতী ছিলেন না। শ্রীল পরমহংস ঠাকুর এই কথার প্রতিবাদ করিয়া বলেন যে, শ্রীচৈতন্যদেব সাধারণলোকের ধারণায় জাতিভেদ মানা বা না মানা ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ রহিয়া অভক্ত কর্ম্মজড় সমাজে যাহাতে উচ্ছৃঙ্খলতা উপস্থিত না হয় এবং অজ্ঞান কর্ম্মসঙ্গিগণের বুদ্ধিভেদ জন্মিলে পাছে জগতে আরও অধিকতর উৎপাত উপস্থিত হয় তজ্জন্য তিনি বহিঃ অভক্তকুলকে বিমোহিত করিয়া তাহাদের দৃষ্টিতে বাহ্যে লোকব্যবহার স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু ভক্তগণে তিনি কোনদিন জাতিবুদ্ধি করেন নাই। তিনি অভক্ত ব্রাহ্মণক্রবের অন্ন গ্রহণ করেন নাই ; তিনি বৈষ্ণবব্রাহ্মণ, লক্ষ হরিনাম-গ্রহণকারী ব্রাহ্মণ, এমন কি অস্পৃশ্যতোষে সানোড়িয়ার হস্তে পর্য্যন্ত তাঁহাদের হরিভক্তিদর্শনে উহাঁদিগকে তোলাতে ব্রাহ্মণ বিচারে তাঁহাদের হস্তে অন্ন গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা তিনি দামোদরস্বামীর নিকট হইতে মহাপ্রসাদ কাড়িয়া লইয়া খাইয়াছেন ; তাঁহার অতিবর্ণাশ্রম অনুষ্ঠিত নিত্যানন্দ দ্বারা তিনি যে কোনও কুলক্রম ভক্তগণের পাচিত অন্ন গ্রহণ করাইয়া বৈষ্ণবে ও মহাপ্রসাদে জাতিবুদ্ধি বা তাত ভাত বুদ্ধি করা অত্যন্ত অপরাধের কথা এই উপদেশই জগৎকে শিক্ষা দিয়াছেন। বর্ত্তমান অবৈধ কর্ম্মজড় স্মার্ত্ত-সমাজে প্রচলিত জাতিভেদপ্রথা এবং ব্রাহ্মণসমাজপ্রচলিত উচ্ছৃঙ্খলতা উভয়ই মৎসরতাযুক্ত। কর্ম্মজড়স্মার্ত্তগণ ও তথা-কথিত ব্রাহ্মণ উভয়েই পরস্পর মৎসরতা ও প্রতিহিংসামূলে একে অন্যের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করেন। কিন্তু বৈষ্ণবগণ নির্ম্মৎসর বলিয়া তাঁহাদের যাবতীয় কার্য্য কৃষ্ণ-সেবানুকূলরূপ পূর্ব্বোক্ত পরস্পর বিদ্বেষীসমাজের ন্যায় স্বস্ব ভোগপর নহে। বৈষ্ণবের বিচারে যে কার্য্যে কৃষ্ণসেবাগন্ধ নাই সে কার্য্য লৌকিক বিচারে পরম শ্রাদ্ধ্য হইলেও অত্যন্ত ঘৃণ্য। শ্রীমন্মহাপ্রভু বৈষ্ণবিকুলকে বর্ণাশ্রমে অবস্থিত হইয়া হরিভজনের আদেশ করিয়াছেন। বর্ত্তমানে ধর্ম্ম বিকৃত সমাজের অধীন হইয়া পড়িয়াছে। শ্রীমহাপ্রভুর উপদেশ—সমাজ চিরকালই বিশুদ্ধ ভক্তিধর্ম্মের অধীন থাকিবে তবেই হরিসেবানুকূল বলিয়া সমাজের মূল্য নতুবা উহা অবৈধ বা আসুর-সমাজ।

শ্রীল পরমহংস ঠাকুর আরও বলিলেন যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শুদ্ধ মতাবলম্বী বৈষ্ণবগণ কখনও স্বতন্ত্র ঈশ্বর জ্ঞানে বহু দেবতার উপাসনা করেন না বা কাষ্ঠের পুতুল, মাটীর পুতুলপূজা করেন না—তাঁহারা পৌত্তলিক নহেন। এই কথা শ্রবণ করিয়া উক্ত সরকার মহোদয় অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইয়া বলিলেন 'মহাশয়, তবে যে আমাদের গ্রামে 'বৈষ্ণবগণকে' (?) নানাদেবদেবীর পূজা করিতে আমরা দেখিতে পাই। শ্রীলপরমহংস ঠাকুর বলিলেন ঐ সকল ব্যক্তি বৈষ্ণবনামধারী হইলেও বিশুদ্ধ শ্রীচৈতন্য

চন্দ্রাতপস্থ বৈষ্ণব নহে, যাঁহাদের হৃদয়ে মহাবদান্য শ্রীচৈতন্যদেবের পরমোদার অন্তরঙ্গের রহস্য ও শ্রীরূপানুগজনের শ্রেষ্ঠত্ব ও পরম মাধুর্য্যের একটু আভাসালোক স্পর্শ করিয়াছে তাঁহারা কখনও শ্রীগুরুদেবের নিত্য উপাসনা ব্যতীত সকাম নানাদেবদেবি হইয়া কৈতবযুক্ত ধর্ম্মার্থকামমোক্ষের প্রার্থী হইতে পারেন না। বৈষ্ণবকৃপাই যাহাদের অদৃষ্ট থাকায় সেইরূপ দুষ্কৃত ব্যক্তিগণ এই কথার তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন না। বৈষ্ণবের শ্রীবিগ্রহ অর্চ্চন ও অবৈষ্ণবের পুতুলপূজা এক নহে। বৈষ্ণবের শ্রীবিগ্রহ অনিত্য বা জড় বস্তু নহে। ভগবানকে নিরাকার আখ্যা প্রদান করিলে তাহার নিত্য সচ্চিদানন্দরূপ ও তাহার অচিন্ত্য শক্তিত্বের অর্থাৎ সর্ব্বশক্তিমত্তার অভাব কল্পিত হয়। ভগবানের জড়ীয় রূপ নাই বটে কিন্তু তিনি নিরাকার নন। অত্যাল্পিক শক্তিগণ ভগবৎ স্বরূপ জ্ঞান লাভে অসমর্থ হইয়া ভক্তগণ সেবিত অবিচিন্ত্য চিদ্বিলাস-প্রকটিত শ্রীবিগ্রহ-সেবাকে পৌত্তলিকতা বলিয়া নিন্দা করেন। পাশ্চাত্যদেশীয়গণের অসম্পূর্ণ ধর্ম্ম ও খ্রীষ্টিয়ানধর্ম্মের অক্ষজ বিচার ও তদ্ভাবের অনুগত ব্রাহ্ম ধর্ম্ম অক্ষজ জ্ঞানোন্মত্ত হইয়া শ্রীবিগ্রহের অপ্রাকৃত সেবাপ্রথার নিন্দা করিয়া থাকেন। অবশ্য যাহারা মনে করেন ব্রহ্ম নিরাকার ও নির্ব্বিশেষ, তাঁহার স্বরূপ বা বিগ্রহ নাই কিন্তু সেই নিরাকার তত্ত্ব উপলব্ধির উদ্দেশে কিছু সময়ের জন্য কল্পিত ও অনিত্য ও আকৃতি সৃষ্টি করিয়া তাহার উপাসনা করা কর্ত্তব্য এইরূপ বুদ্ধিবিশিষ্টব্যক্তিগণ পৌত্তলিক। ভক্তের নিকট শ্রীবিগ্রহ নিত্য চিন্ময় স্বরূপবিগ্রহের অর্চ্চাবতার। শ্রীবিগ্রহ নিত্যচিন্ময় ভগবৎ স্বরূপের সাক্ষাৎ নিদর্শন তাহা অন্য বস্তু নহে। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন (চৈঃ চঃ মধ্য ৭)—

ঈশ্বরের শ্রীবিগ্রহ সচ্চিদানন্দাকার।
শ্রীবিগ্রহ যে না মানে সেই ত' পাষণ্ডী।
স্পর্শিতে অযুক্ত সেই হয় দণ্ডযোগী॥

শ্রীল পরমহংস ঠাকুর আরও বলিলেন যে তথাকথিত কর্ম্মজড় স্মার্ত্তসমাজ ও তদ্বিরোধী ইংরেজী চালচলন অনুকরণকারী সমাজ উভয়েই গৃহব্রতধর্ম্ম ও যোষিৎ সেবায় পক্ষপাতী। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন, গৃহব্রত ও যোষিৎসঙ্গী বা যোষিৎসঙ্গীর সঙ্গিগণের কৃষ্ণে মতি হইতে পারে না। ইহারা যদি নিজ নিজ মনোধর্ম্মের কথা পরিত্যাগ করিয়া নিরিক্ষন হরিজনের উপদেশ গ্রহণ করেন এবং তাঁহার চরণে আত্মনিবেদন করেন তবেই ইহাদের মঙ্গল হইতে পারে।

শ্রীল পরমহংস ঠাকুর ও বৌদ্ধধর্ম্ম

গত সপ্তাহে কলিকাতা মহাবোধি সমিতির প্রধান ধর্ম্মপাল তাঁহার দুইজন উচ্চশিক্ষিত সিংহল দেশীয় ও নেপাল দেশীয় শিষ্যকে শ্রীল পরমহংস ঠাকুরের নিকট বুদ্ধগয়া মন্দির সম্বন্ধে কিছু পরামর্শ জ্ঞাপন করিবার জন্য শ্রীগৌড়ীয় মঠে পাঠাইয়া ছিলেন। ১৮৯১ সালে যখন উক্ত ধর্ম্মপাল কলিকাতায় আগমন করেন তখন শ্রীল পরমহংস ঠাকুরের সহিত তিনি কয়েকবার সাক্ষাৎ করেন এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা শ্রবণ করিয়াছিলেন।

পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসার শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র নাথ সমাদ্দার বি, এ মহাশয়ও বুদ্ধগয়া মন্দিরের বর্ত্তমান হিন্দু মহান্তের পক্ষ হইতে শ্রীল পরমহংস ঠাকুরের নিকট অনেকগুলি কাগজ পত্র পাঠাইয়াছেন এবং যাহাতে হিন্দুগণের নিকট হইতে বিষ্ণুর অবতার বুদ্ধদেবের তপস্যা ও সিদ্ধির স্থানটী হস্তান্তরিত না হয় তজ্জন্য শ্রীল পরমহংস ঠাকুরের অভিপ্রায় অবগত হইতে ইচ্ছা করেন।

উক্ত সমাদ্দার মহাশয় বলেন যে, হিন্দুগণের হস্ত হইতে যদি বুদ্ধমন্দির বিচ্ছিন্ন করা হয় তাহা হইলে কাশীধামে হিন্দুগণের বিশ্বনাথের মন্দিরের নিকট যে মুসলমানের মসজীদ্ পরবর্ত্তীকালে নির্ম্মিত হইয়াছে উক্ত স্থানটীও হিন্দুগণ দাবী করিতে পারেন। তিনি আরও বলেন যে বুদ্ধগয়ার ন্যায় আরও তিনটী স্থান বুদ্ধদেবের লীলাস্থলী বলিয়া পবিত্র ও প্রসিদ্ধ রহিয়াছে—যেমন কপিলাবাস্তু, সারনাথ ও কুশীনগর। কিন্তু ঐ সকল স্থান বৌদ্ধগণের অধীন নহে, বৌদ্ধেরা ঐ সকল স্থানে যাইলে তাহাদের উপাস্যদেবের আরাধনা করিতে পারেন—এইমাত্র। ঐ সকল স্থানের প্রতি দৃষ্টি না পড়িয়া বৌদ্ধগণের কেবল বুদ্ধগয়ার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিল কেন?

এদিকে আবার মহাবোধি সমিতির পক্ষ হইতে বৌদ্ধগণ

বলেন যে তাঁহাদের উপাস্যদেব বুদ্ধদেবের মন্দিরে হিন্দু-ধর্মাবলম্বি শৈবগণের ন্যায় বলি ও অনেক আচারের দ্বারা বুদ্ধমূর্ত্তির পূজা করাইয়া থাকেন। বুদ্ধদেবের ললাটে অঙ্গার পূর্ব্বক তিলক দিয়াছেন ইহাতে বৌদ্ধগণের যথেষ্ট আপত্তি আছে।

এই সকল কথা লইয়া উপস্থিত হইলে শ্রীঠাকুর বৌদ্ধগণকে বলিলেন যে শ্রীবুদ্ধদেব বিষ্ণুর * অবতার। আমাদের শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ বলেন—(ভা ১।৩।২৪)

ততঃ কলৌ সংপ্রবৃত্তে সংমোহায় সুরদ্বিষাম্।
বুদ্ধো নাম্নাঞ্জনসুতঃ কীকটেষু ভবিষ্যতি॥

একবিংশাবতারে কলিযুগ সমাগত হইলে দেববিদ্বেষী তামসিক লোকসমূহের সম্মোহনের জন্য বিষ্ণু 'বুদ্ধ' এই নামে অঞ্জনসুতরূপে কীকট প্রদেশে অবতীর্ণ হইবেন। সুতরাং বুদ্ধদেব বিষ্ণুর অবতার ও বৈষ্ণবের মান্য কিন্তু তিনি অসুর-মোহনের জন্য যে মত প্রচার করিলেন তাহা বৈষ্ণবগণ গ্রহণ করিবেন না। যেমন শ্রীমন্মহাপ্রভু শঙ্করাচার্য্য সম্বন্ধে বলিয়াছেন—(চৈঃ চঃ মধ্য ৬)

আচার্য্যের দোষ নাহি ঈশ্বর আজ্ঞা হৈল।
অতএব কল্পনা করি নাস্তিক শাস্ত্র কৈল॥',

শঙ্করকে মহাপ্রভু 'আচার্য্য' বলিয়া স্বীকার করিলেন কিন্তু আচার্য্যের নাস্তিক মত অসুর-বিমোহনের জন্য নৈমিত্তিক প্রয়োজনপর। সুতরাং নিত্যধর্ম্মযাজী বৈষ্ণবের গ্রহণীয় নহে। বৈষ্ণবগণ বুদ্ধ-শ্রীমূর্ত্তি বা শঙ্করের প্রতি-মূর্ত্তি দর্শন করিলে প্রথমোক্ত শ্রীমূর্ত্তিকে বিষ্ণু ও শেষোক্ত প্রতিমূর্ত্তিকে বৈষ্ণবজ্ঞানে প্রণামাদি করিবেন কিন্তু তাঁহাদের অসুর বিমোহনপর বৌদ্ধবাদ বা মায়াবাদ গ্রহণ করিবেন না। শ্রীগীতগোবিন্দ লেখক শ্রীজয়দেব গোস্বামী বৈষ্ণব ছিলেন তিনি স্পষ্ট লিখিয়াছেন—

'নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাতম্,
সদয়হৃদয়দর্শিতপশুঘাতম্।
কেশব ধৃতবুদ্ধশরীর জয় জগদীশ হরে॥'

সুতরাং বৈষ্ণবগণ যে চক্ষে বুদ্ধদেবকে দর্শন ও শ্রদ্ধা করেন তাহা হইতে বৌদ্ধগণের দর্শন পৃথক্। বৈষ্ণবগণ আস্তিক। তাঁহারাই প্রকৃত পক্ষে কায়মনোবাক্যে অহিংসা যাজন করেন। বৌদ্ধগণ মুখে 'অহিংসা পরম ধর্ম্ম' বলিয়াও ভাগবতীয় "নিবৃত্ততর্ষৈরুপগীয়মানাৎ" এই দশম-স্কন্ধের শ্লোকানুসারে পশুঘাতী বা আত্মঘাতী। এমন কি তাঁহাদের প্রাথমিক সদাচার পর্য্যন্ত নাই উহারা কেহ কেহ মৃত প্রাণীর মাংসভোজনাদি কার্য্যে ব্যস্ত। সুতরাং বিষ্ণুর অবতার বুদ্ধদেবের শ্রীমূর্ত্তি বৈষ্ণবের দ্বারা পূজিত হইলেই তাঁহার যথার্থ পূজা হয়।

শ্রীলপরমহংস ঠাকুর বলিলেন যে বুদ্ধদেবের মন্দির সদাচারী হিন্দুর হস্তেই থাকা যুক্তিযুক্ত তবে সেই স্থানে যাহাতে ছাগবলি প্রভৃতি না হয় এবং যাহাতে সাত্ত্বিক বিষ্ণুভক্ত ব্রাহ্মণের দ্বারা শ্রীবুদ্ধদেবের অর্চ্চাবিগ্রহের পূজা হয় তৎসম্বন্ধে হিন্দুপক্ষ হইতে যত্ন করা কর্ত্তব্য। তৎপরে শ্রীলপরমহংস ঠাকুর বৌদ্ধছাত্রগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে তাহারা বুদ্ধদেবের শ্রীমূর্ত্তিকে বুদ্ধদেবের স্বতন্ত্রসত্তা (personality) হইতে পৃথক্ মনে করেন অথবা এক ভাবেন? তাঁহারা বলিলেন যে বুদ্ধদেবের মূর্ত্তিকে তাঁহারা বুদ্ধদেবের স্মৃতিচিহ্ন emblem মাত্র মনে করেন। শ্রীলপরমহংস ঠাকুর উত্তরে বলিলেন যে বৈষ্ণবগণ শ্রীমূর্ত্তিকে মূর্ত্তবিগ্রহের বাস্তব স্বতন্ত্রসত্তা হইতে সর্ব্বতোভাবে অভিন্ন জ্ঞান করেন। তৎপরে শ্রীপরমহংস ঠাকুর উক্ত ছাত্রদ্বয়ের নিকট বৌদ্ধদর্শন, শঙ্করদর্শন ও বৈষ্ণবদর্শন সম্বন্ধে অনেকক্ষণ আলোচনা করেন এবং অচিন্মাত্রবাদ, চিন্মাত্রবাদ, চিদ্বিলাস প্রাকট্যের পরস্পর পার্থক্য বুঝাইয়া দেন। বৌদ্ধমতে অচিন্মাত্রবাদ ও শঙ্কর মতবাদ চিন্মাত্রবাদ—প্রাকৃত চিন্মাত্রোক্ত হইতে পরিপুষ্ট—উহা আত্মেন্দ্রিয়বাদীর অক্ষজজ্ঞানোত্থ চেষ্টা। শ্রীমন্মহাপ্রভু উভয়মতকেই নাস্তিক-মত বলিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন। প্রথমোক্ত মতটী বেদবিরোধী নাস্তিকবাদ; দ্বিতীয় মতটী মুখে বেদ স্বীকার করিলেও প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধবাদ। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—(চৈঃ চঃ মধ্য ৬।১৬৮)

"বেদ না মানিয়া বৌদ্ধ হয়ত নাস্তিক।
বেদাশ্রয়ী নাস্তিক-বাদ বৌদ্ধকে অধিক॥

সুতরাং অচিন্মাত্রবাদ যেমন নাস্তিক্যময় চিন্মাত্রবাদও প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধবাদ। দাক্ষিণাত্য ভ্রমণকালে শ্রীচৈতন্যদেবের

সহিত অনেক মহাপণ্ডিত বৌদ্ধাচার্য্যের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। আমাদের শ্রীমন্মহাপ্রভু উক্ত বৌদ্ধাচার্য্যের নাস্তিকবাদপূর্ণ পাণ্ডিত্যকে শাস্ত্রযুক্তি দ্বারা খণ্ডিত করিয়া দেন।

যদ্যপি অসম্ভাব্য বৌদ্ধ অযুক্ত দেখিতে।
তথাপি খণ্ডিল প্রভু গর্ব্ব খণ্ডাইতে॥"
বৌদ্ধাচার্য্য নব গ্রন্থ সব উঠাইল।
দৃঢ়যুক্তি তর্কে প্রভু খণ্ড খণ্ড কৈল॥
সার্ব্বভৌম পণ্ডিত সবাই পাইল সন্তোষ।
লোকে হাস্য করে বৌদ্ধ পাইল লজ্জা রোষ॥"

চৈঃ চঃ মধ্য ৯ম

বৌদ্ধগণ কুমন্ত্রণা করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট অনেক অযুক্ত প্রশ্ন করিলে উহা কিরূপে একটী মহাকায় পক্ষী দ্বারা ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হইয়া বৌদ্ধাচার্য্যের মাথায় পতিত হইয়াছিল এবং শ্রীগৌরসুন্দর কি প্রকারে বৌদ্ধগণকে ও বৌদ্ধাচার্য্যকে কৃষ্ণনাম গ্রহণ করাইয়াছিলেন, শ্রীল পরমহংসঠাকুর তাহা গ্রন্থ পাঠ করিয়া বুঝাইয়া দেন এবং উহাদের নিকট শ্রীগৌরসুন্দর প্রচারিত চিকিৎসাবাদের কথা বলেন।

অতিমর্ত্যেন্দ্রনন্দন শ্রীগৌরসুন্দরের মুখে বৌদ্ধাচার্য্য ও তাহার শিষ্যগণ কৃষ্ণনাম শ্রবণ করিয়া সুকৃতি লাভ করিয়াছিলেন আবার শ্রীগৌরসুন্দরের একজন প্রধান পার্ষদের নিকট এবার কৃষ্ণনাম বা কৃষ্ণনাম হইতেও পরম উদারদীর্ঘদংষ্ট্রি নাম কৃষ্ণনামের ন্যায় অপরাধেরও পর্য্যন্ত বিচার নাই সেই গৌর নিত্যানন্দের নাম এই বৌদ্ধাচার্য্য ধর্ম্মপাল পঞ্চত্রিংশৎ বর্ষ পূর্ব্বে আমাদের পরমহংস ঠাকুরের নিকট একবার শ্রবণ করিয়াছিলেন এবং আজ আমার তাঁহার শিষ্যগণকেও অজ্ঞাতভাবে শ্রবণ করিবার অবসর প্রদান করিলেন।

গত ১৯শে বৈশাখ শনিবার দিবস চব্বিশপরগণা জেলার অন্তর্গত বদিরহাট নগরে স্থানীয় অধিবাসিগণের কতিপয় ব্যক্তির আগ্রহাতিশয্যে সেই স্থানে অনেক ভগবদ্ভক্তসহ শ্রীল পরমহংস ঠাকুর শুভাগমন করেন। উক্ত দিবস অপরাহ্ণে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেকভারতী মহারাজ শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত ধর্ম্ম ও তাহার বর্ত্তমান বিকৃত অবস্থা সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন, এবং পণ্ডিত শ্রীসুরেশানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি. এ মহাশয় উক্ত পরিব্রাজক ত্রিদণ্ডি স্বামীর পরিচয় প্রদান মুখে ত্রিদণ্ডসন্ন্যাস বিধি, কাষায়বেষ, মায়াবাদীর বক্তব্য, ভক্তসন্ন্যাস এবং কর্ম্ম ও জ্ঞান সন্ন্যাসের পার্থক্য এই শাস্ত্র যুক্তি ও ঐতিহ্যের উদাহরণ দ্বারা সকলকে বুঝাইয়া দেন। তৎপরে শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন ব্রহ্মচারী মহোদয় সম্বন্ধজ্ঞানসম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। পণ্ডিত শ্রীজগন্নাথ বাসুদেব বিদ্যাভূষণ বি, এ, মহোদয়ের সুললিত কীর্ত্তনান্তে সভা ভঙ্গ হয়।

তৎপর দিবস প্রাতে শ্রীগৌড়ীয় মঠ রক্ষক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ ভাগবতরত্নের আগ্রহে ও স্থানীয় ভক্তমহোদয়গণের প্রার্থনায় শ্রীলপরমহংস ঠাকুর শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রচারিত ধর্ম্ম সম্বন্ধে সারগর্ভ ও হৃদয়গ্রাহিণী বক্তৃতা প্রদান করেন। উক্ত বক্তৃতার মর্ম্ম আগামী সপ্তাহের শ্রীপত্রে প্রকাশিত হইবে।

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীমদ্ভক্তি প্রদীপতীর্থ গোস্বামী মহারাজ গড়বেতার প্রচারকার্য্য শেষ করিয়া এখন বিষ্ণুপুর পৌঁছিয়াছেন। গড়বেতার শ্রীযুক্ত বিপিন বিহারী হেল্, শ্রীযুক্ত দীননাথ হেল্ ও শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ দে মহাশয়দ্বয়ের হরিসেবা বৃত্তি সকলেরই অনুকরণীয়। রামকৃষ্ণ বাবু সন্ন্যাসী মহারাজের সহিত বিষ্ণুপুরে ও সেবাকার্য্যের সহায়তা করিতেছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু ই হাদিগের মঙ্গল বিধান করুন ইহাই আমাদের প্রার্থনা। তীর্থ স্বামী ২৮শে এপ্রেল বিষ্ণুপুর বকুলতলা বাজারের মন্দিরপ্রাঙ্গণে এক বক্তৃতা দিয়াছেন। এই বিষ্ণুপুরেই মহাবদান্য শ্রীল শ্রীনিবাসাচার্য্যপ্রভু কৃপা করিয়া দস্যুবৃত্তিপরায়ণ রাজা বীরহাম্বীরকে উদ্ধার করিয়াছিলেন এবং তাঁহার বৈষ্ণব সেবনপ্রবৃত্তি উন্মেষিত করিয়া চৈতন্যদাস নাম প্রদান করিয়াছিলেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞানাশ্রম মহারাজ ঢাকা কমলাপুর গ্রামে হরিকথা প্রচার করিতেছেন।

গত ২২শে বৈশাখ মঙ্গলবার অপরাহ্ণে কলিকাতা হাইকোর্টের খ্যাতনামা উকিল শ্রীযুক্ত অমৃত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম্, এ, বি, এল, মহাশয়ের আগ্রহে পরিব্রাজকাচার্য্য

ত্রিদণ্ডস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী গোস্বামী মহারাজ কলিকাতা বঙ্গবাসী কলেজে কতিপয় উচ্চশিক্ষিত শ্রোতৃমণ্ডলীর সমক্ষে সনাতন ধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। স্বামিজীর বক্তৃতার আদিতে ও অন্তে পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্ত বাসুদেব বিদ্যাভূষণ, বি, এ, মহোদয় তাঁহার কণ্ঠনিঃসৃত সুমধুর সঙ্গীতধ্বনিতে শ্রোতৃমণ্ডলীকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। শ্রোতৃমণ্ডলীর পক্ষ হইতে স্বামিজীকে ধন্যবাদ প্রদান করা হয়।

দৈন্য

শ্রীভাগবতে দেখিতে পাই শ্রীকৃষ্ণ সান্দীপনি মুনির নিকট বেদাদি অধ্যয়ন করিতে গিয়াছিলেন। তাঁহার আদেশে শ্রীকৃষ্ণ এক দিবস কাষ্ঠ আনয়নজন্য বনে গমন করিয়াছিলেন। তথায় ঝড়বৃষ্টিতে আসিতে না পারিয়া রাত্রি হওয়ায় পর্ব্বতগুহায় অতিকষ্টে রাত্রিযাপন করিয়াছিলেন—

বায়ুঃ কৃষ্ণং তত্র মহানিলাসৃক্
নিহন্যমানো মুহুরম্বুসংপ্লবে।
বিশোঽবিদন্তোঽথ পদম্পদং বনে
গৃহীতহস্তাঃ পরিবব্রিমাতুরাঃ॥ ১০।৮০।৩৮

যখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে গুরুর বা শিক্ষাগুরুর আদেশ পালন করিয়া অত কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছিল তখন অন্যান্য লোকে যে দীক্ষাগুরুর আদেশ পালন করিবেন আশ্চর্য্য কি? সংসারে গুরু তিন প্রকার—

"পিতাযোতা আচার্য্যশ্চেতি।" রঘুনন্দন স্মৃতিঃ

সুতরাং দীক্ষাগুরুর আদেশ পালন করা কর্ত্তব্য। কিন্তু গৌড়ীয় মঠের ত্রিদণ্ডী, ব্রহ্মচারী মহাশয়গণের গুরুদেব শ্রীপরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তরশত শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের কার্য্য বড় আশ্চর্য্যজনক! মহাপ্রভুর শিক্ষা "তৃণাদপি সুনীচেন" তাঁহার এত অভ্যাস যে, তিনি কোন শিষ্যকে কোন কার্য্য—সামান্য কার্য্য করিতেও আদেশ করেন না। যদি কখনও তৃষ্ণা লাগে, তাহা হইলে তিনি জল দিতে আদেশ না করিয়া পানীয় পাত্রের দিকে চাহিয়া থাকেন। যদি কখনও বৈকালে সুধার অনুভব হইয়াছে, চলিয়া যাইতেছেন ও কহিতেছেন "চলিতে বড় কষ্ট হইতেছে" তথাপি কহেন না "খাবার দাও"। তাহা হইলে যে আজ্ঞা করা হইবে, তিনি শ্রেষ্ঠ জ্ঞান না হইলে ত' তিনি অনুজ্ঞা করিবেন না। শ্রেষ্ঠ জ্ঞান হইলেই মনে অহঙ্কারের আশ্রয় হইবে, তাহার সকলই আশ্চর্য্য। বৃদ্ধ হইলাম এরূপ কোথাও দেখি নাই, সত্য কি মিথ্যা ঈর্ষাত্যাগ করিয়া দেখিতে পারেন।

এই এক গুরু। আর সাধারণ গুরু শিষ্যের বাটীতে গিয়া ষোড়শোপচারে সাদিব ভোজন করিয়া, দক্ষিণা লইয়া প্রত্যাগমন করেন।

"বামুন বাদল যান। দক্ষিণা পেলেই যান"।

তাঁহার মূর্ত্তি দেখিলে কেহ মনে করিতে পারেন না যে তিনি কিছু জানেন; কিন্তু আমি অনেক পণ্ডিত দেখিয়াছি এরূপ পণ্ডিত বিরল। শ্রীমদ্ভাগবতের সপ্তদশখানি টীকা আমার আছে কিন্তু তাঁহার ব্যাখ্যা নূতন। একদিন তাঁহার—

সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসংবিদো ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।

শ্রীভাগবতে ৩।২৫।২৫

এই শ্লোকটির সমুদায় শ্লোকও নহে উপরের দুই চরণেই দুই ঘণ্টা সময় গেল। তিনি করিলেন—

সাধুর প্রকৃষ্টসঙ্গলাভবশতঃ ভগবানের গুণানুবাদ বিশিষ্টরূপে জ্ঞাত হওয়া যায়। সেই জ্ঞানের ফলে শ্রোতার হৃৎকর্ণ রসায়ন হইয়া যায়। পরে ভক্তিরসামৃতসিন্ধু হইতে "রস" কি ও তাহার লক্ষণ কি সমুদায় বর্ণন করিলেন। পরে কহিলেন—সেই কথা হৃদয় ও কর্ণের রসায়নস্বরূপ হইয়া থাকে। তাহার ফলে, রস ব্যতিত অন্য বস্তুর প্রবেশলাভ ঘটে না; এই রস যখন কর্ণপথে হৃদয় পর্য্যন্ত গমন করে, তখন সেই পথে আর অপর প্রবাহ চলিতে পারে না, এবং সেই ভগবদ্রসের এরূপ মাধুর্য্য যে উহা নিত্য নবনবায়মান হইতে থাকে এবং অতৃপ্তির সাগরে [illegible] হয়। ইত্যাদি

আমার হৃদয় উর্ব্বরক্ষেত্র, ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুর সে কর্ণ ও হৃদয় সুশীতলকারি ব্যাখ্যাবস. সে ক্ষেত্রে পড়িয়া শুখাইয়া গিয়াছে; যদি প্রতিধ্বনি হইতাম তাহা হইলে তাঁহার বাক্যগুলি লিখিতে পারিতাম। যাহা হউক উপরিউক্ত যত টুকু ব্যাখ্যা লিখিলাম সেরূপ ব্যাখ্যা কোন্ টীকাকার করিয়াছেন? পদ্যাবের ভাব জানিতে হইলে সমুদায় টিপিতে হয় না। একটা টিপেলেই বক্রীর ভাব বুঝিতে পারা যায় না কি? ইহার কারণ আর কিছু নহে কেবল দিবারাত্র ভগবানের নামগ্রহণ। শ্রীযুক্ত ভক্তিবিনোদ ঠাকুর যখনকার প্রকট ছিলেন তখন ইহাকে দেখিয়াছি যে কাছে বসিয়া থাকিতেন কিন্তু সর্ব্বদা জিহ্বা-স্পন্দন হইত; কে জানে যে সে স্পন্দন রাত্রেও হইত কিনা? যদি রাত্রে না হইবে তাহা হইলে সেই নামের বল যাওয়ায় এরূপ ব্যাখ্যা হইবে কেন? ব্যাখ্যা ইহার নিজের নহে—ভগবান বলাইয়া দেন। তখন আমি "সজ্জন তোষণী" ও "নিবেদনের" গ্রাহক ছিলাম—মধ্যে মধ্যে কলিকাতায় আসিতাম তখন তাঁহার জিহ্বার স্পন্দন দেখিয়াছি এরূপ দিবারাত্র নাম গ্রহণ আর একটি মহাত্মার দেখিয়াছি। বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত বালনী নামক গ্রামে কালনার সুপ্রসিদ্ধ শ্রীভগবান দাস বাবাজীর শিষ্য জগদ্বন্ধু ভক্ত গোস্বামিপ্রভুপাদেরও দেখিয়াছি। তিনি এ জীবাধমকে বড় স্নেহ করিতেন আমার নিকট জাতিবিচার করিতেন না; রাত্রে তাঁহার নিকট শয়ন করাইতেন "পায়ে পা লাগিবে" [illegible] ও ছাড়িতেন না। তাঁহার গৃহে সমস্ত রাত্রি প্রদীপ জ্বলিত; যখন জাগরিত হইতাম তখনই দেখিতাম যে বক্ষের উপর হস্তদ্বিত মালার নামব্রহ্ম জপ করিতেন! তাহা হইলে তিনি কখন নিদ্রা যাইতেন বুঝিতে পারিতাম না। তাঁহার ব্যাখ্যাও শ্রীভাগবতের সমুদায় টীকার অতীত! তাঁহার জীবনী (কেবল ভক্তির পরাকাষ্ঠার) "হিন্দুপত্রিকা" ও "বৈষ্ণব-সঙ্গিনীতে" বাহির করিয়াছি। নাম গোস্বামী মহারাজের জিহ্বায় দিবাভাগে স্ফুরিত হইতে দেখিয়াছি সুতরাং অনুমানে কহিলাম যে রাত্রেও তাঁহার জিহ্বায় নাম স্ফুরিত হইত; কারণ তখন তাঁহার সঙ্গ এ ভাগো থাকে নাই; আরও তখন তাঁহার বয়স অধিক থাকে নাই, তখন গ্রাহ্য করি নাই ও মনেও করি নাই যে সেই নামের বলে ইঁহার এতদূর ক্ষমতা হইবে ও মহাপ্রভু ইঁহার দ্বারা এত কার্য্য করাইবেন! লোকে, অনেক লোকেই করে, আমিও করি আমার এ ক্ষমতা হইল না কেন? ক্ষমতা দূরের কথা! ইহাঁর ব্যাখ্যা ধারণা করিতে পারি না। এ কর্ণে প্রবেশ করিয়া অন্য কর্ণ দিয়া চলিয়া যান। কর্ণে শব্দ, শব্দে আকাশ, সুতরাং সে ব্যাখ্যা আকাশে মিলিত হইয়া যান। আর যে হৃদয় মলিন, পাপেপূর্ণ সে হৃদয়ে ঐ ব্যাখ্যাজ্যোতি থাকিবে কেন? সে ব্যাখ্যা তখনই পলায়ন করেন—

"তমসস্তপদং তু দি শোকঘনে
প্রতিঘাতনিবারিতকস্য গুরোঃ।"

রঘুবংশে ৮ সর্গে

এখানে "শোক" স্থলে "পাপ" পাঠ হইবে।

পূজ্যপাদ ভক্তিবিজয় মহাশয় কহেন যে, তিনি ছয় বৎসর তাঁহার নিকট আছেন কিন্তু সিদ্ধান্ত সরস্বতী মহাশয় এক কথা বা ব্যাখ্যা দুইবার কহেন বা করেন না।

তাই বলি গোস্বামী প্রভুগণ! ঈর্ষা পরিত্যাগ করিয়া হৃদয় নির্ম্মল করিয়া তাঁহার সঙ্গলাভ করিয়া তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া দেখুন যে যাহা কহিলাম তাহা সত্য কি না? শিশুপালের হৃদয় ত্যাগ করুন্।

গুণায়তে দোষাঃ সুজনবদনে দুর্জ্জনমুখে
গুণাদোষারম্ভে কিমিতি পরমং বিস্ময়পদম্।
যথা জীমূতোহয়ং নবপয়সলৈর্যারি মধুরং
ফণী পীত্বা ক্ষীরং বমতি গরলং দুঃসহতরম্।

এই শ্লোকের তৃতীয় চরণের ভাবই যেন গ্রহণ করেন, শেষচরণের ভাব যেন গ্রহণ না করেন। (যদি সিদ্ধান্ত সরস্বতী মহারাজের কোন দোষ দেখেন বা আপনার চক্ষে দোষ বলিয়া অনুমান করেন)। "মক্ষিকা ব্রণমিচ্ছন্তি" যেন না হয়, মিষ্টান্নই আস্বাদন করুন্।

হে ভারতবাসী! আইস, এ সুযোগ ছাড়িও না; একবার গৌড়ীয় মঠে আসিয়া ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সহিত বাক্যালাপ করিয়া জীবন ধন্য কর। তিনিও ডাকেন নাই; তোমার মঙ্গলের জন্য করিতেছি

দেখুন এক ত্রিদণ্ড লইয়া তিনি কি কার্য্য করিতেছেন। এ সুযোগ ছাড়িলে বিধিবঞ্চিত তিনি কি বলিব? আমি গোস্বামি-মহারাজের শিষ্য নহি যে তাঁহার গুণ প্রকাশ করিতেছি, তবে সৌভাগ্যোদয়বশতঃ কিছুদিনের জন্য গৌড়ীয় মঠের বৈষ্ণবসাধুগণের প্রসাদভোজী কুকুর।

শ্রীবিধুভূষণ শাস্ত্রী ১৪।৫ জেলেটোলা ষ্ট্রীট্,
(শ্রীননীলাল বসুর আশ্রয়) কলিকাতা।

আচার্য্যানুগমনে

শ্রীগৌড়মণ্ডল-পরিক্রমার ডায়েরী

চতুর্দ্দশ দিবস

শ্রীল পরমহংসঠাকুর শ্রীগোপীবল্লভপুরে উপস্থিত হইয়া ভক্তগণের সমীপে হরিকথা কীর্ত্তন করিলেন, তাহারই কিয়দংশের মর্ম্ম নিম্নে লিপিবদ্ধ হইল। শ্রীলঠাকুর বলিলেন—'শ্রীধাম বৃন্দাবনের সপ্ত সুপ্রসিদ্ধ সেবার মধ্যে গোবিন্দ, গোপীনাথ ও মদনমোহনের পরই চতুর্থ বিখ্যাত সেবা শ্রীশ্যামসুন্দর জিউর। গৌড়ীয় বেদান্তাচার্য্য শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ তাঁহার প্রকটকালের শেষ অবস্থায় শ্রীধাম বৃন্দাবনে শ্রীশ্যামসুন্দরের সেবায় জীবন অতিবাহিত করেন। শ্রীপাদ বলদেববিদ্যাভূষণ শ্রীগোপীবল্লভপুরের গোস্বামি-বংশের চতুর্থ অধস্তন। অর্থাৎ শ্রীরসিকানন্দপ্রভুর পুত্র ও শিষ্য শ্রীরাধানন্দদেব, শ্রীরাধানন্দের পুত্র ও শিষ্য শ্রীনয়নানন্দদেব, শ্রীনয়নানন্দের নিকট হইতে শ্রীরাধা-দামোদর দাস নামক জনৈক কান্যকুব্জীয় বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণ দীক্ষা গ্রহণ করেন। এই শ্রীরাধাদামোদরই শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণের পারম্পর্য্যিক দীক্ষা গুরু। একচল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে যখন আমি শ্রীপাদ বলদেবের উপনিষদ্ ভাষ্যসমূহ প্রকাশ করিতে উদ্যত হইয়া শ্রীবিশ্বম্ভরানন্দ দেব-গোস্বামী মহাশয়কে উক্ত ভাষ্যসমূহ সংগ্রহ করিয়া দিবার জন্য লিখিয়াছিলাম তখন তিনি শ্রীশ্যামসুন্দরের মন্দিরে লিখিয়া জানিলেন যে ঐ সকল উপনিষদ্ভাষ্য দীর্ঘ হওয়াতে মুদ্রণযোগ্য প্রস্তুত হইয়াছে। ঈশোপনিষদ্-ভাষ্য ব্যতীত বেদান্তাচার্য্যের আর অন্য ভাষ্য বর্ত্তমানে দৃষ্ট হয় না। শ্রীমদ্বিশ্বনাথঠাকুর একটী টীকা রচনা করিয়া বলদেবভাষ্যসহ ঈশোপনিষদ্ প্রকাশ করিয়াছিলেন। শ্রীল নরোত্তমঠাকুর মহাশয়ের চতুর্থ অধস্তনরূপে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর ঠাকুর গৌড়ীয়াচার্য্যরূপে উদিত হইয়া যেমন গৌড়ীয়ের বৈষ্ণব ধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছেন তদ্রূপ সপ্তপ্রথম গৌড়ীয় বেদান্তাচার্য্য শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুও শ্যামানন্দপ্রভুর চতুর্থ অধস্তনরূপে আবির্ভূত হইয়া গৌড়ীয় সম্প্রদায় রক্ষা করিয়াছেন। শ্রীল শ্রীনিবাসাচার্য্য, শ্রীল শ্যামানন্দ ও শ্রীল নরোত্তমঠাকুর—এই আচার্য্যত্রয় স্বয়ংশিক্ষিত জনসাধারণের নিকট হরি-ভক্তির চরমকথাগুলি সঙ্গীতের ভিতর দিয়া প্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহাদের বাসস্থানের নামানুসারে এক একটী সুর প্রচলিত হইয়া একটী বিশিষ্ট আখ্যা লাভ হইয়াছে। যেমন শ্রীশ্যামানন্দসম্প্রদায়ের গুরু শ্রীহৃদয়চৈতন্যের বাসস্থান পরগণা রেণেটী হইতে রাণীহাটী সুর, শ্রীনিবাসাচার্য্য-সম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত সুরের নাম—'মনোহরসাহী' এবং শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের সম্প্রদায় প্রবর্ত্তিতসুর গড়েরহাটী নামে প্রসিদ্ধ।

শ্রীল রসিকানন্দপ্রভুকে অনিরুদ্ধের অবতার বলা হইয়াছে অর্থাৎ তিনি বিষ্ণুতত্ত্ব। নাভাজীর হিন্দি ভক্ত-মালে শ্রীশ্যামানন্দ ও শ্রীরসিকানন্দপ্রভুর চরিত্র বর্ণিত আছে।

কেন এমন ভুল?

১ কিসের গরব কর তোমরা
বল তো বামুন!
করে গজ্ গজ্ যাদের পেটে
শিরাজ্ যমুন্।
পে'লে পাঁটা তোমার গা'টা
কাঁটা দিয়ে না ওঠে।

স্বর্গ হ'তে ও, যদি তার
খানা কোথাও জোটে।
বেদের বেড়া ডিঙিয়ে কেন
কয়ো কি না বল্।
সোডা ওয়াটার্ ব'লে খাও
মুচুলুমানের জল॥
চা বিস্কুট্ ড্রিঙ্ক্ লেম্ড
সুরুয়া টিফিন্।
পাশে ব'সেই পেয়ালা ঘরে
সাহেব উদ্দিন্॥
বড় মিষ্টা যার শেষ্টা,
সময় দে'খে মক্ষ।
মাঝে মাঝে তা'রো মুখে
পাই যদিয়া গন্ধ॥
বল্লে কিছু, বলে—এটা
প্রলাপী 'কায়স্থ'।
শুদ্ধি করা 'মায়ের প্রসাদ',
নাই কো বারণ॥
নয়ন এ'লে শিয়রে ব'সে
কেশে ধ'রে টানে।
মন্ বলে না শুধু একবার
'হরে কৃষ্ণ' নামে॥
টানে টানে ছুঁকোর ধোঁওয়া
ওঠে আকাশ ছেয়ে।
পাঁচে মিলে পর চর্চ্চা
নিজের মাথা খে'য়ে॥
স'য়ো জন্মো করে যদি কেউ,
ধরে কোপা কুণী।
শক্ত কে'লে সেখান্ ছেলে
খায় ভোতড়্ ভুণী॥
কা'রো যজমান্ আহার প্রমাণ,
বণ্টা নে'ড়ে খায়।
দুঃ বল্তে চুঃ ব'লে
চা'ল্ কলা পানে চায়॥

আদ্লী মুখে দেদার্ ঠোকে
বড় সাহেবের কাছে।
কলম হাতে কোন ছাতা'তে
খাড়া দাঁড়িয়ে আছে॥
বল্বো কত, লক্ষ শত
আছে কি না পথে।
পথ্ খুলেচে সবাই সুগম
নব্য নীতি মতে॥
"চণ্ডালো'পি দ্বিজশ্রেষ্ঠো
হরিভক্তিপরায়ণঃ।
হরিভক্তিবিহীনশ্চ দ্বিজোঽপি
শ্বপচাধমঃ॥"
শাস্ত্র ভুলে, অস্ত্র তুলে
রাখো বজায় মান?
পারবে না কো প্রতি-অস্ত্র
উঠ্‌বে খরশান!!
পে'তে পরম অভয় পদ
বাসনা যদি বড়।
হরিভক্তের কাছে গিয়ে
ভাগবত পড়॥
শক্ত ক'রে ধর ভক্ত
সাধুর চরণ দুটি।
পতিতপাবন প্রভুর শরণ
লও ভুতলে লুটি॥
ছে'ড়ে দিয়ে ডালপালা সব,
আঁকড়ে ধরে মূল।
মাধার যদি হ'য়ে সবার,
কেন এমন ভুল?

কবিকঙ্কাবৃত
শ্রীচণ্ডীচরণ মুখোপাধ্যায়
শ্রীরুদ্রপুর

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ।

গৌড়ীয়

শ্রীচৈতন্যদেবের বাণী প্রচারিণী পত্রিকা।

শ্রীচৈতন্যমঠ ও শ্রীগৌড়ীয়মঠ সমূহের প্রতিষ্ঠাতা ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য অষ্টোত্তরশত শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর কর্ত্তৃক স্থাপিত।

শ্রীচৈতন্যদেবের বাণী প্রচারই এই পত্রিকার মুখ্য উদ্দেশ্য।

শ্রীচৈতন্যদেবের বাণী প্রচারই এই পত্রিকার মুখ্য উদ্দেশ্য।

শ্রীগৌড়ীয়মঠ ও শ্রীগৌড়ীয়মঠ সমূহের প্রতিষ্ঠাতা ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য অষ্টোত্তরশত শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর কর্ত্তৃক স্থাপিত।

তৃতীয় বর্ষ | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার ২রা জ্যৈষ্ঠ ১৩৩২, ১৬ই মে ১৯২৫ | ৩৮শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ।

ভট্টপল্লীর শ্রীযুক্ত শ্রীজীবন্যায়তীর্থ মহাশয়ের একখানি পত্র ভাগবতবিদ্বেষী বহুবাজী গ্রন্থাবারাবাহে প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে জানা যায় যে, ন্যায়তীর্থ মহাশয় আর্য্যসমাজীদিগের বিচারানুকূলে জাতিনির্ব্বিশেষে উপনয়ন-প্রদান কার্য্যের সম্পূর্ণ বিরোধী। শ্রীগৌড়ীয় মঠও তাঁহারই ন্যায় জাতিনির্ব্বিশেষে উপনয়ন প্রদান কার্য্যের অনুমোদন করেন না এবং জাতিনির্ব্বিশেষে তাদৃশ উপনয়নেরও তাঁহার অপেক্ষাও বিরোধী। এমন কি অশাস্ত্রীয় বলিয়া প্রচলিত শৌক্রবংশীয় অযোগ্য অধস্তন সন্তানগণেরও উপনয়ন সংস্কারের বিরোধী। যেসে ভ্রম রহিত গৃহীতসংস্কার দ্বিজ-ব্রুবগণের কার্য্যও অশাস্ত্রীয় ইহাই প্রচার করিয়া থাকেন।

ন্যায়তীর্থমহাশয়ের শিষ্টাচারে গৌড়ীয় মঠের কেহই তাঁহাকে এখনও শাস্ত্রবিদ্বেষী বলিয়া জানেন না তবে বয়সের অল্পতা ও অভিজ্ঞতার অল্পতানিবন্ধন তাঁহার ক্রমশঃ শাস্ত্রে অভিজ্ঞতা হইবে বলিয়া বিশ্বাস করেন। বর্ত্তমান ভাগবতবিদ্বেষিসমাজের প্রতিগৃহেই "শৌক্র-ব্রাহ্মণ-কার্য্যালয়" প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় গৌড়ীয় মঠকে তিনি 'বৈষ্ণবব্রাহ্মণ কার্য্যালয়' নামে অভিহিত করিয়া বৈষ্ণব-নিন্দকের উৎসাহ কেন বর্দ্ধন করেন আমরা তাহা বুঝিলাম না।

শ্রীগৌড়ীয়মঠ শাস্ত্র গোপন করিতে গিয়া মেহেরী হিঁয়ানীর পক্ষে মত সমর্থন করিয়া বৃত্তক, দেবল, ব্রাহ্মণব্রুব প্রভৃতি সূত্রধারীকে ব্রাহ্মণ বলিয়া নির্দ্দেশপূর্ব্বক শাস্ত্রীয় ব্রাহ্মণতার অবমাননা করেন না। তাঁহারা শাস্ত্র বিচার প্রবল করিবার জন্যই শৌক্রবংশে জাতব্যক্তির ব্যক্তিগত গুণকর্ম্মের বিচারক্রমে শাস্ত্রীয় বর্ণবিচার করিয়া থাকেন। অনভিজ্ঞ মেহেরী হিঁয়ানীর প্রচারকগণ তাহাতে আশ্চর্য্যান্বিত হন।

"ত্রিধাতুকফুলপ" অর্থাৎ জীবশরীর যদি ব্রাহ্মণ হইত তাহা হইলে শাস্ত্র "স এষ গোপয়ঃ" বলিয়া তাদৃশ নিরাপরাধ ব্যক্তির হত্যা বিধান করিতেন না। ভগবান্ ব্রাহ্মণকে ব্রহ্মজ্ঞ

হইবার যোগ্যতা দিয়াছেন নিরীশ্বর অজ্ঞগণ অচিৎপিণ্ডকে ব্রাহ্মণ বলিয়া যেরূপ ভ্রান্ত হন হিন্দুশাস্ত্র ও সভ্য তাহা সমর্থন করেন না। তজ্জন্যই কলপাস্ত সভ্যপ্রসূত বিপ্র-শিশুকে উপনয়ন সংস্কার দিবার প্রতিপক্ষে অষ্টবর্ষে ব্রাহ্মণের প্রস্তাবিত উপনয়নকাল নির্দ্দেশ করেন। গুণকর্ম্ম-বিভাগক্রমেই বর্ণের বিভাগ। তদ্বিপরীতে বর্ণবিচারকে অবৈদিক ও লৌকিক জানিতে হইবে।

ভগবান্ চারিবর্ণ গুণকর্ম্মবিভাগক্রমে সৃষ্টি করিয়াছেন। ধূর্ত্তগণ সেই বিভাগের অপব্যবহার করিয়া সঙ্কীর্ণ সংস্কার-যুক্ত অচিৎ জড়পিণ্ডকে তথাকথিত অধস্তনমাত্রকেই তদ্বত্ত জ্ঞান করিয়াছেন, ইহা সমীচীন নহে। এই অনভিজ্ঞতা সম্বন্ধে মহাভারত শান্তে নাহুষ-যুধিষ্ঠির-সংবাদ পাঠ করিলেই মেয়েলি হিঁয়ানীর বিচারটা একটু পরি-বর্ত্তিত হইতে পারে। চেতন অচিৎপিণ্ডে অবস্থিত এবং সেই অচিৎপিণ্ডই চেতনের জনক এরূপ বিচার অবৈদিক। মোটামুটি এই নাস্তিক অনভিজ্ঞ সম্প্রদায় অল্পকথায় বুঝিতে পারেন যে পিতৃশরীর চিদ্বস্তু বর্জ্জিত হইলে তাহার শরীরের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার আবশ্যক হয়। সুতরাং অচিৎপিণ্ডের অস্তিত্বকালে চিৎসম্বন্ধের অভাব দেখিয়া চিৎ ও জড়ের পার্থক্য সহজেই অনুমেয়।

ব্রহ্মবস্তু অচিৎ নহে, বিনাশী নহে, এবং ক্লেশপূর্ণ নহে। তদ্বিষয় জ্ঞানাভাবই অব্রহ্মজন্যতা। ব্রহ্মের সন্তান সকলেই। "সর্ব্বে ব্রহ্মজাঃ ব্রাহ্মণাঃ" এই ভারতোক্তি যে ভারতবাসীর মর্ম্মে প্রবিষ্ট হয় নাই তাঁহারাই অনভিজ্ঞ। ব্রহ্মবিষয়ে অভিজ্ঞানের জন্যই বেদাধ্যয়ন। বেদাধ্যয়ন জন্যই উপনয়ন। কিন্তু শাস্ত্রের অপব্যবহার ও অনভিজ্ঞতা ভারতীয় মেয়েলি হিঁয়ানীকে শাস্ত্র হইতে কতদূরে বিক্ষিপ্ত করিতেছে তাহা ভারতবাসীর প্রত্যেকেরই ভাল করিয়া আলোচনা করা উচিত। যেকালে বেদাদি শাস্ত্রকে ঈর্ষার স্বরূপে অনভিজ্ঞ সমাজ প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন এবং অনভিজ্ঞ সাধারণিকগণ বেদশাস্ত্রকে মৎসরতার স্বরূপে প্রতিপন্ন করিবার উদ্যম দেখাইয়াছিলেন সেইকালেই বেদ-বিরোধ সম্প্রদায় তাদৃশ বিকৃতাচারিগণের নিকট হইতে অবসর গ্রহণ করেন। নিরীশ্বর সমাজে মৎসরতাধর্ম্ম প্রবল। সেশ্বর সমাজ নিরীশ্বর সমাজের অনভিজ্ঞতার আদর না করিয়া চিরদিনই পৃথক্ আছেন। আজও গৌড়ীয়ই মেয়েলি হিঁয়ানীর পক্ষপাতী নহেন।

বিষয় বিচারে অনভিজ্ঞতার ছলনায় হিতবাদী ব্যক্তিগত ঈর্ষামূলে যে সকল প্রবন্ধ লেখেন তাহা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইবার সম্পূর্ণ অযোগ্য ও আপত্তিজনক। ব্যক্তিগত বিদ্বেষ, জাতিগত বিদ্বেষ তাহার বর্ণে বর্ণে ফুটিয়া উঠিয়াছে। ঐ বিদ্বেষের বিষময় ফল উদ্গীরণ করিতে তাঁহাকে শিষ্টসমাজ কখনই উৎসাহ দিবেন না। তথাপি তিনি নিজের অনভিজ্ঞতার মূলে কুঠারাঘাত সাধনে ব্যস্ত। তিনি জানিতে পারেন না যে ঈর্ষামূলে মতের অসম্মান করিলে তাদৃশ অশিষ্টাচার তাঁহাকে যে নিন্দিত সজ্জার অভিনয় করাইতেছে ইহা বুঝিয়া সত্যানুসন্ধিৎসু পাঠকগণ তাহা আলোচনা করিয়া এরূপ সাধুতাবিদ্বেষীর প্রায় বার্ত্তা পাঠে বিরত থাকেন।

গত ৮ই মে তারিখের অমৃতবাজার পত্রিকায় "Sree Chaitanya's religion in danger" শীর্ষক যে প্রবন্ধটী প্রকাশিত হইয়াছিল গৌড়ীয় পাঠকগণের অবগতির জন্য নিম্নে তাহারই বঙ্গানুবাদ ও তৎসহ আমাদের মন্তব্য প্রকাশিত হইল।

শ্রীচৈতন্যদেবের শুদ্ধভক্তি ধর্ম্ম বিপন্ন।

(অমৃতবাজারের প্রকাশিত প্রবন্ধের অনুবাদ)

নবদ্বীপ হইতে নিজস্ব সংবাদদাতা লিখিয়াছেন,—

সমস্তভূমির মধ্যে শ্রীধাম নবদ্বীপ বৈষ্ণব-ধর্ম্মচর্চ্চার কেন্দ্রস্থল। সহস্র সহস্র ব্যক্তি কি বৈষ্ণব কি অবৈষ্ণব প্রতিবৎসর নূতন দিব্যশক্তিতে উদ্ভাসিত হইবার জন্য এই জ্ঞান-বিদ্যা-পবিত্রতাপ্রদায়িনী পুণ্যভূমিতে আগমন করেন। কিন্তু অতীব আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, আজ ঐ বৈষ্ণব-সমাজেরই বক্ষে দাঁড়াইয়া এক ধর্ম্ম বিপ্লব ঘট

ভাগবতধর্ম্ম করিতে প্রয়াস পাইতেছে। এই নবা সম্প্রদায়ের সভ্যগণের প্রচার্য্য বিষয় এই যে, শ্রীচৈতন্যদেব প্রকৃত সন্ন্যাসী ছিলেন না বরং স্বীয় সন্ন্যাসগ্রহণরূপ কৃতকার্য্যের জন্য পশ্চাতে অনুতপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহারা বলেন, নীলাচলে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের বিপ্রলম্ভ রসাত্মক উদ্ভ্রান্ত আর্ত্তি ও অধিরূঢ় ভাবে উন্মাদ-বিলাপ শ্রীরাধা ও গোপী-বৃন্দের পরিপূর্ণ-প্রেমসম্ভোগ-প্রিয় শ্রীকৃষ্ণের বিরহে স্থলী শ্রীবৃন্দাবনের পরিবর্ত্তে নাকি কেবল গৃহে পরিত্যক্তা স্বকীয়া শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর জন্য। এই আশ্চর্য্য মতবাদটী শুধু যুক্তিতর্কাদ্বারা অনুমানমূলে স্থাপিত। তথাপিও এই সম্প্রদায়টী অশিক্ষিত ও কুসংস্কারগ্রস্ত বর্ত্তমান বৈষ্ণব-নামধারী জনসমাজের নিকট হইতে উত্তরোত্তর শক্তি সঞ্চয় করিতেছে। শ্রীধামের বৈষ্ণব ও এই নূতন মতের মধ্যে অব্যক্ত সমর্থনোদ্যত: বর্ত্তমান আছে। ভগবৎসেবা-লাভেচ্ছুর চরম সাধ্য বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণ-ভজনের কোনও মূল্য আছে একথা তাঁহারা উত্তরেই স্বীকার করিতে নারাজ। অধিকন্তু তাঁহারা বলেন যে, যেহেতু শ্রীগৌরাঙ্গই শ্রীকৃষ্ণ সুতরাং বিষয়বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের সম্ভোগময় প্রেমলীলাসমূহ সমস্তই শ্রীচৈতন্যদেবে প্রতিফলিত হইবে! এইরূপ কুসিদ্ধান্ত-পূর্ণ মতবাদ নিশ্চয়ই শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষার মূল তাৎপর্য্যকে বিপর্য্যস্ত করিতে প্রস্তুত। শ্রীচৈতন্যলীলায় ব্রজললনাগণের ন্যায় নবদ্বীপললনার সহিত রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত শ্রীগৌর-সুন্দরের কোনও সম্ভোগময় লীলার স্থান থাকিতে পারে না। শ্রীচৈতন্যদেবের নিষ্কলঙ্ক পূত চরিত্র ধর্ম্মজীবনযাত্রীর চরিত্রগঠনের লক্ষ্যস্বরূপ। গৌরাঙ্গদেবের পূত চরিত্র ও ও মহত্ত্বের আদর্শ কেবল যে কোনও সম্প্রদায় বিশেষের 'একচেটিয়া' এমন নহে, পরন্তু সমগ্র হিন্দু সমাজের প্রত্যেকসম্প্রদায়ই তাঁহার মহান্ আদর্শকে বহুমানন করিয়া থাকেন। কিন্তু চৈতন্যলীলার নবাতাৎপর্য্যবাদিগণ যদি এই পবিত্রতা নষ্ট করিবার জন্য যত্নবান হন, তবে সমাজ নিশ্চয়ই চটিয়া উঠিয়া ইহার প্রতিকূলে দাঁড়াইবে। বস্তুতঃ এই নবা সমবেত সম্প্রদায়টী ধর্ম্মের নামে অশ্লীল কথা প্রচার করিতেছেন। তথাকথিত ভক্তমহোদয়গণকর্ত্তৃক অনুমোদিত এই নূতন মত যাহাতে অচিরেই বিলুপ্ত হয় তজ্জন্য সর্ব্বসাধারণের মিলিত শক্তিতে-চেষ্টা করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

আমরা শুনিলাম যে ইতোমধ্যেই এই লোক-অহিত-কর বৈষ্ণববিরোধী ধর্ম্মমতের কার্য্যকলাপের প্রতিবাদ-কল্পে আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে এবং হিন্দু সমাজের কতিপয় প্রধান নেতা এই সকল অপরাধী ব্যক্তিদিগকে দণ্ডবিধি আইনে দণ্ডিত করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। কিন্তু আমাদের মনে হয় যে, শুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্মের ভিত্তি ধ্বংস-প্রয়াসী উক্ত নব্য মতটী যাহাতে বঙ্গদেশের প্রত্যেক বিদ্যালয়ের জনসাধারণের পক্ষ হইতে প্রতিবাদ করিয়া বিতাড়িত করিবার চেষ্টা করা হয় তজ্জন্যই সর্ব্বসাধারণের যত্ন করা উচিত।

(সম্পাদকীয় অনুবন্ধ)

অমৃতবাজার পত্রিকায় নবদ্বীপস্থ লেখকের সহিত আমরাও সমস্বরে ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী-পাদের চৈতন্যচন্দ্রামৃতের তারায় বলি যে, কাল কলি, ইন্দ্রিয় প্রায় বিষয়লোলুপ। সুতরাং উহারা হৃষীকেশতোষণ বিমুখ। আবার শ্রীভক্তিমার্গ সহজিয়া মনোধর্ম্মযুক্ত কপটকারী দ্বারা কলুষ। এ বিপদে শ্রীচৈতন্যচন্দ্র ও তৎ-পাদপদ্মমকরন্দলেহী নিষ্কিঞ্চন ভক্তজনসমাজ সাধুগণের কৃপা ব্যতীত "নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।"

শ্রীধাম নবদ্বীপভূমি বিদ্যা, জ্ঞান ও পবিত্রতাত্ত্বের খনি হইলেও অপরাধান্ধের লোকলোচনের নিকট তাহার অপ্রাকৃত স্বরূপ প্রকাশিত হয় না। আবার যেখানে আমাদের দেহ, মন ও প্রাণ শোষণকারী ধাম ক্ষেত্র তন্মধ্যেই ভাগবতীদের আপাদাগুলি প্রাদুর্ভূত। ইহা ভগবানেরই অতিরেক্তে যে ভাষা ও বাক্যের একত্র সমাবেশ থাকিলেও খাদ্য চিনিয়া লইতে হইবে। খাটি সোণা ও মেকি দেখিতে এক হইলেও প্রকৃত স্বর্ণেরই আদর করিতে হইবে।

শ্রীভগবান্ ও নিত্যসিদ্ধ ভগবদ্ভক্তগণ লোকসংগ্রহার্থে

যে কোন বিশেষ কর্ম বা আশ্রমের নিন্দা বাদন করেন, তাহা হইতে তাঁহাদের ব্যক্তিগত আবশ্যকতা না থাকিলেও তাদের নিকট তত্তৎলীলাভিনয়ের সার্থকতা আছে। অজ্ঞজ জ্ঞানপ্রধান ইন্দ্রিয়তর্পণেচ্ছু ব্যক্তিগণ শ্রীচৈতন্যদেব ও ভগবদ্ভক্তের ঐরূপ লীলার উদ্দেশ্য বুঝিতে না পারিয়া নিজ নিজ ভোগপর ইন্দ্রিয়দ্বারা তাহা মাপিতে গিয়া বঞ্চিত হন। কেবল তাহাই নহে, ঐ সকল লীলার কদর্থ করিয়া ভগবান ও ভগবদ্ভক্তকে স্ব স্ব ইন্দ্রিয়ভোগপরের আহুতি-স্বরূপে পরিণত করিতে সাহসী হন। "কপট সন্ন্যাসী" শ্রীগৌরসুন্দর ইন্দ্রিয়প্রমত্ত মনোধর্মিবাক্তির জন্য "নাগর" সাজেন নাই। শ্রীচৈতন্যভাগবত, আদিখণ্ড পঞ্চদশ অধ্যায় এই কথা প্রমাণ করিবে।

"সবে স্ত্রী মাত্র না দেখেন দৃষ্টিকোণে।
"স্ত্রী" হেন নাম প্রভু এই অবতারে।
শ্রবণেও না করিলা বিদিত সংসারে।
অতএব যত মহামহিম সকলে।
গৌরাঙ্গ-নাগর হেন স্তব নাহি বলে।
যদ্যপি সকল স্তব সম্ভবে ঈশানে।
তথাপিও স্বভাব সে গায় ভক্তগণে॥"

শ্রীগৌরসুন্দর গুরুপরিত্যক্তা পত্নীর বিরহে নীলাচলে উন্মাদপ্রলাপ ও দৈন্য-আর্তি-মিশ্রিত বিলাপাদি করিতেন এইরূপ মনগড়া কথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি প্রামাণিক গ্রন্থ স্বীকার করেন না। চৈঃ চঃ, মধ্য, ২য়।

"কাহাঁ যাও কাহাঁ পাও ব্রজেন্দ্রনন্দন।
কাহাঁ মোর প্রাণনাথ মুরলীবদন॥
কাহারে কহিব কেবা জানে মোর দুঃখ।
ব্রজেন্দ্র-নন্দন বিনা ফাটে মোর বুক॥
এই মত বিলাপ করে বিহ্বল অন্তর।
রায়ের নাটক শ্লোক পড়ে নিরন্তর॥

* * * * * *

কাহাঁ কাহাঁ বৃন্দাবন, কাহাঁ গোপেন্দ্রনন্দন,
কাহাঁ সেই বংশীবদন।
কাহাঁ সে ত্রিভঙ্গঠাম, কাহা সেই বেণুগান,
কাহাঁ সেই যমুনাপুলিন॥
কাহাঁ সেই রাসবিলাস, কাহাঁ নৃত্যগীত হাস,
কাহাঁ প্রভু মদনমোহন।
কোমার দর্শন বিনে, অহক্ষ এ যামিনী দিনে,
এই কাল না যায় কাটন॥
তুমি অনাথের বন্ধু, অপার করুণাসিন্ধু,
কৃপা করি দেহ দরশন॥

* * * *

প্রভুর হইল দিব্যোন্মাদ, ভক্তগণের অবসাদ,
তাদাত্মবেশে করে সংবোধন।
হে দেব! হে দয়িত! ভুবনৈকবন্ধো!
হে কৃষ্ণ! হে চপল কারুণৈকসিন্ধো!!
হে নাথ! হে রমণ! হে নয়নাভিরাম!
হা হা! কদানু ভবিতাসি পদং দৃশোর্মে॥

চৈঃ চঃ মধ্য, ২য়,

* * * *

রাধিকার ভাবে প্রভু গদ গদ চিত্তন।
সেই ভাবে আপনাকে রাধা হয় জ্ঞান॥
দিব্যোন্মাদে ঐছন হয় কি ইহা বিস্ময়।
অধিরূঢ় ভাবে দিব্যোন্মাদ প্রলাপ হয়॥

চৈঃ চঃ অন্ত্য, ১৪শ,

* * * *

এই মত মহাপ্রভু বৈসয়ে নীলাচলে,
রজনী দিবসে কৃষ্ণবিরহে বিহ্বলে॥

চৈঃ চঃ অন্ত্য, ২০শ।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের ঐকান্তিক ভক্তাগ্রগণ্য শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর ঐ সকল বাণী হইতে স্পষ্টই প্রমাণিত হইতেছে যে শাক্তের মতবাদী (বস্তুতোভোগবাদী) ব্যক্তিগণ তত্তদ্বিতোষণপর ভজনপ্রণালীকে প্রাকৃত করিয়া শ্রীগৌরসুন্দরের বিপ্রলম্ভাত্মক লীলা এবং শ্রীকৃষ্ণ-ভজন-প্রধানরূপ ঔদার্যময় লীলাকে বিপর্যস্ত করিয়া কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতীচ্ছার পরিবর্তে স্বীয় জড়াভিমানে আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছামূলে "রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত" গৌর-সুন্দরকে "নাগর" সাজাইয়া আপনাদিগকে অবৈধভাবে

"নবীনা নাগরী" কল্পনা করিয়া শ্রীগৌরসুন্দরের উপরই কৃষ্ণ-ভক্তি হইতে বিচ্যুত হইতেছেন। শ্রীরূপানুগ বৈষ্ণবমাত্রই এই কথার প্রতিবাদ করিবেন। তাই আজ "গৌড়ীয়" শুদ্ধ-গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের পক্ষ হইতে ঐরূপ মতবাদের সমালোচনা করিতেছেন। ইতঃপূর্ব্বেও গৌড়ীয় পত্রে ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রবর্ত্তিত "সজ্জনতোষণী" পত্রে শাস্ত্রযুক্তিমূলে এই সকল কথার প্রতিবাদ হইয়াছে।

শ্রীগৌড়ীয় সংরক্ষক আচার্য্যবিবর্য শ্রীযুক্ত মুরলীবিহারী বিদ্যাভূষণ ভাগবতরত্ন মহাশয় "শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া গৌরাঙ্গ" পত্রের সম্পাদক মহোদয়ের নিকট উক্তপত্রের ৩য় বর্ষের ২য় সংখ্যায় প্রকাশিত "শ্রীধাম নবদ্বীপে বৈষ্ণব-নির্য্যাতন" শীর্ষক প্রবন্ধের প্রতিবাদস্বরূপ যে পত্রখানি প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহা "শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া গৌরাঙ্গ" পত্রিকার ৩য় সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে।

দেবত্ব ?

'দেবত্বে মহত্ব কোথা ?
দেব-গণ-পতি
সহিতে না পারে কাযে
সামান্য উন্নতি !
অসুরে বঞ্চিয়া তা'রা
সুধা ভবে পান ;
ভাজিতে যোগীর যোগ
অপ্সরা পাঠান্।
কতনা যজ্ঞের অশ্ব
করেন হরণ ;
অবলা বালায়ে কভু
করে নির্য্যাতন।
ছল-গাথা বিচিত্র সে
বলিব কি আর,
কত ধন যাগ যেবে
তাদেরো অপার।
তুলা তার সাধুশ্রেষ্ঠ
ভাগবত সনে ?
জিতী-যাগ-দ্বেষ যিনি
অখিল ভুবনে।
আচণ্ডালে প্রেম যা'র ;
কহি সম-জ্ঞান
যেন সুধা সমধিক
সবে কৃষ্ণদান।
সকল সাধন বিঘ্ন
করিয়া মোচন,
যেন সাধু পথে যিনি
সুযোগ সদন।
কৃষ্ণপ্রেম সুধাভাণ্ড
পাইয়া আপনি,
বিতান সবায় সুধা ;
তরিয় অবনী,
কৃষ্ণনাম ধ্বনি যাঁর
শ্রীমুখনিসৃত,
নামে মোহনিদ্রা জীবে
স্ব-ভাব বিচ্যুত !
বিলাইয়ে সেই সুধা
যিনি দ্বারে দ্বারে,
আনন্দের অধিকারী
করেন সবারে !
তুলনা তাঁহার সনে
জগতে কাহার ?
অখিল ভুবনে তিনি
বন্দিত সবার !!
'দেবত্ব' সামান্য কথা ;
মহত্ব বৈষ্ণবে
অগাধ বারিধি সে যে
অমিত বৈভবে।

পাকেন তাঁহার নাম
নিজে ভগবান ;
'বদীয়' বলিয়া দেন
সকোপরি স্থান ॥
—কবি কৃষ্ণামৃত

শ্রীসত্যেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
শ্রীকল্পতরু, বর্দ্ধমান।

মদ।

"মদ" অর্থে প্রমত্ততা বা আসক্তি ষড়রিপুর অন্যতম। ইহা তমোগুণ সম্ভূত। জীব বিষয় বুদ্ধিতে প্রাকৃত বস্তুতে আমিত্ব বুদ্ধি করিয়া তাহাতে প্রমত্ত হইলে উহা "মদ" নামে অভিহিত হয়। বিষয়াসক্তি-বুদ্ধির দ্রষ্টা বিশেষকেও "মদ" কহে। অদ্বৈতবাভিমানিগণ ইহাদ্বারা মায়ার উপাসনা করিয়া গাঢ়ভাবে বিষয়ে প্রমত্ত হন্। অন্বয়জ্ঞানে ত্রিগুণ সাম্যাবস্থা লাভ করিয়াছে বলিয়া "বস্তু" ও "অবস্তু" ভেদে প্রকৃত "মদ" জ্ঞানমুক্তি: জ্ঞানবন্ধশ্চ" এই তত্ত্বসূত্রদ্বারে বন্ধন ও মুক্তির কারণ হইয়া থাকে। বস্তু অর্থাৎ ভগবান্ নিত্যাস্তিত্বময়; অবস্তু অর্থাৎ যত কালাবচ্ছিন্ন প্রতীতি সর্ব্বদা পরিবর্ত্তনশীল। মানবগণ ধন, জন, রূপ, বল, (শারীরিক, মানসিক আর্থিক) যৌবন ইত্যাদি মায়িক ত্রৈগুণজাত পদার্থে অহং ও মমত্ব বুদ্ধি করিয়া সত্য বস্তু হইতে দূরে অবস্থান করেন। তাই গুণময় জগতে তমঃ রজঃ গুণাপেক্ষা সত্ত্বগুণের আদর এবং ব্রাহ্মণবর্ণ সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তিনি ব্রহ্মার মুখ হইতে জাত বলিয়া সর্ব্বদা তমঃ ও রজঃগুণ বিরোহিত বিশুদ্ধ সত্ত্বের উপাসক। আর সত্ত্বই জীবের স্বরূপ উদ্বোধক। অজ্ঞানে প্রমত্ত হইয়া ব্রাহ্মণ বিচার পরিহার করিয়া গুণময় জগতেই ত্রিগুণের সাম্য-ভাব কল্পনা করিতে গেলে যে অনর্থের উৎপত্তি হয় তাহারই ফল স্বরূপে বৈষ্ণবের নামে এত দৌরাত্ম্য। যদি সত্য সত্য ব্রাহ্মণভাব আদর থাকিত—গুণানুসারে বর্ণ বিধান প্রথা না হইত তাহা হইলে ভারতের এত দুর্দ্দশা হইত বলিয়া মনে হয় না। জাতিমদে প্রমত্ত হইয়া মূর্খ অভিজাতন্ত্রের ব্যক্তিসকল নিজ অস্থি চর্ম্মাদিকে ব্রাহ্মণ বলিয়া যে পরিচয় দেন, উহা সত্য সত্য ব্রাহ্মণতা নহে। উহারা ব্রাহ্মণ ক্রব। আর কতিপয় প্রাকৃত সহজিয়া কেবল অনুরাগ পথের পথিক বলিয়া বৈষ্ণবী দীক্ষার সাবিত্র সংস্কার ও আশ্রমান্তরে ত্রিদণ্ডাদি গ্রহণ ক্রমপ্রথার ছিদ্রান্বেষণ করেন। ক্রম পরিত্যাগে অনেক স্থলে আমার সাহিত্যিক প্রেম উদ্দীপনের বিঘ্নকারক হয় না জানা হেতু তাহাদিগকে প্রাকৃত সহজিয়া বলে। তাহারা রাগ ও বিধির অপূর্ব্ব সমাবেশ জানে না তাই আপনাদিগকে ভক্তপ্রবর রসিকভক্ত মনে করিয়া শ্রীগৌর-সেবা ছাড়িয়া দেয় ও নবদ্বীপ বৃন্দাবনে ভেদ বুদ্ধি করে। কখনও বা প্রাকৃতরসমদে মত্ত হইয়া শ্রীগৌরকে নাগরভাবে উপাসনা করিতে গিয়া মাধুর্য্যরসমূলে বিনষ্ট করে।

অদ্বৈতবাভিমানী জগতে ন্যূনাধিক সকলেই "মদ" দ্বারা অভিভূত হইয়া সংসারে ব্রাহ্মণাদি আর ভগবানের ব্যতিরেক কৃপা সংসারের অখিল ক্লেশ রাশি তাহাদিগকে সত্য বস্তু ধারণা করাইতে বদ্ধপরিকর। কিন্তু দৈবী মায়ার কি প্রভাব ভগবানে আত্মসত্যাভাবে পুনঃ২ হস্ত পাইয়াও জীব তাহা ভুলিয়া গিয়া পুনরায় সংসার-গর্ত্তে পতিত হইতেছে।

আবার আসক্তিকেই সর্ব্ব দুঃখের আকর জানিয়া কতিপয় জ্ঞানের প্রয়াস। সেবাবুদ্ধি রহিত হওয়ায় তাঁহাদের জ্ঞান পরস্পর বিবদমান আর সেই বিবাদের অবসান করিতে গিয়া সমস্ত মিথ্যা বলিয়া দূরে নিক্ষেপ। এদের ব্যবস্থা ফোড়ার চিকিৎসা গলায় ছুরি, তাহা হইলে সমস্তই নির্ব্বাণ।

ভগবান নিষ্কাম সেবাবুদ্ধি প্রণোদিত জীবহৃদয়ে যে তত্ত্ব স্ফূর্ত্তি করান উহা ঐরূপ আত্মবিনাশের পরামর্শ নহে। বৃত্তি ও বিষয়ের ভিতর যে ব্যবধান তাহাই নিরোধ করিবার উপদেশ করেন। আসক্তিকে ছেদন করিতে হইবে না, আসক্তির বিষয় থেকে তাহাই অনুসন্ধান করিতে হইবে। বিষয় অভাবে বৃত্তি প্রতিহত হইয়া

দিয়া আসা স্বাভাবিক ধর্ম্ম। অন্ধকার গৃহে হস্ত প্রসারণ করিয়া জিনিষ পাওয়া গেল না বলিয়া দ্রব্য নাই বলিলে সত্যের প্রতিষ্ঠা হয় না। বস্তুর নাম, রূপ, গুণ, লীলা তর্কালোকে নিয়তই তর্কের নিকট প্রত্যক্ষ হইতেছে। উহা জ্ঞানীর বৃথা অনুমানের অপেক্ষা করে না। সাধনপ্রভাবেই সত্য সত্য সম্বন্ধজ্ঞান আবির্ভূত হয় তাহাই অস্তিত্বের লক্ষণাত্মক ভক্তি। সেই ভক্তিই জীবের নিয়তিগত পরমপ্রয়োজনীয় বস্তু। সৌভাগ্যবান জীব তাঁহাকেই আদর করেন। জ্ঞানিগণ "নয়", পরিত্যাগ করিতে গিয়া জ্ঞানমদে প্রমত্ত, তজ্জন্য তাঁহারা সত্য বস্তু ধারণা করিতে অসমর্থ। অখিল জীবের বন্ধু শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রিয়পার্ষদ শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় শ্রৌতপন্থাবলম্বনে কি কীর্ত্তন করিলেন দেখুন।

* * * "হর, কৃষ্ণগুণগানে,
নিযুক্ত করিব যথাতথা।
আনন্দ করি হৃদয়, রিপু করি পরাজয়,
অনায়াসে গোবিন্দ ভজিব॥

জীব মায়ার ত্রিগুণে বিমুগ্ধ হইয়া কৃষ্ণের অপ্রাকৃত গুণগান হইতে বিরত তাই আসক্তি তাহার বন্ধনের হেতু হইয়াছে। একমাত্র কৃষ্ণকীর্ত্তনের দ্বারাই তাহা নিরস্ত হয়। আরও বিশেষ কথা এই যে যোগ জ্ঞান পথাবলম্বনে আনন্দের ধ্বংস দ্বারা রিপু সকলকে পরাভূত করিবার যে পন্থা আছে উহা ক্লেশজনক। ভক্ত তাদৃশ পন্থার পথিক নহেন তাঁহারা আনন্দের সম্বর্দ্ধন দ্বারা রিপু সকলকে নিযুক্ত বা পরাজয় করিয়া অনায়াসে নিখিলকাল শ্রীগোবিন্দের ভজন করেন। ইহাই আমাদের সাহজিক ধর্ম্ম।

ভক্তিবিদ্বেষী সহজনিপুণ হৃদয় বিপ্রতিষ্ঠকে উত্তেজিত করিয়া কিরূপ ভাবে বহির্ম্মুখ বিষয়রসে প্রমত্ত করায় তাহারএকটী প্রকৃষ্টচিত্র হিতবাদী ও শ্রীজীব ন্যায়তীর্থের পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে।

শ্রীবসন্তবিহারী অধিকারী।

শ্রীল পরমহংস ঠাকুরের বলিয়হাটে বক্তৃতার মর্ম্ম—

"নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনামে গৌরত্বিষে নমঃ॥"
বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ॥"

কোনও কথা বলিবার পূর্ব্বে যিনি কথা বলিবেন তাঁহার পরিচয়ের আবশ্যক। ইতঃপূর্ব্বে আমার পূর্ব্ববর্ত্তী বক্তৃমহোদয়ের পরিচয় অপর একজন দিলেন। আমার পরিচয় আমি নিজেই দেই। আমাদের গুরুদেব শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীপ্রভু বলিয়াছেন—(আদি ৪র্থ)

"জগাই মাধাই হৈতে মুঞি সে পাপিষ্ঠ।
পুরীষের কীট হৈতে মুঞি সে লাম্পট॥
মোর নাম শুনে যেই তার পুণ্য ক্ষয়।
মোর নাম লয় যেই তার পাপ হয়॥
এমন নির্ঘৃণ মোরে কেবা কৃপা করে।
এক নিত্যানন্দ বিনু জগৎ ভিতরে॥"

আমার পরিচয় এই শ্রীগুরুদেবের কথা হইতে আর উৎকৃষ্ট ভাষায় আমি দিতে পারি না। আমি আমার সেই প্রভুর দাস্যাভিলাষী একজন জীব। কিন্তু এরূপ পরিচয়ে পরিচিত লোক হইতে কি কেহ কোনও কথা শুনিতে ইচ্ছা করেন? অযোগ্য ও অধম ব্যক্তির সদ্ভাবে ও অযোগ্যতা ও অধমতাই লাভ হয়।

আমরা ক্ষুদ্র মনুষ্য বিভিন্ন চক্ষুঃপরিহিত চক্ষু ও বিচার দ্বারা শ্রীচৈতন্যদেবকে দর্শন করিতে প্রবৃত্ত হই। কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেবের বাস্তবস্বরূপ আমরা দেখি না। বহু প্রকার অযোগ্যতা সত্ত্বেও আমাদের একটী বড় আশার স্থল আছে। যে পুরুষ "পুরীষের কীট হৈতে মুঞি সে লাম্পট" বলিয়াও জীবনে মরণে চৈতন্যচিন্তা, চৈতন্যজ্ঞান, চৈতন্যধ্যান ব্যতীত মুহূর্ত্তের জন্যও ইতরকার্য্যে ব্যস্ত নহেন, চৈতন্যকথামৃত ব্যতীত যিনি অপরকে অন্য কিছুই পান করান না সেই মহাত্মার সেব্য বস্তু না জানি কত বড়, কত মধুর, কত উদার। এরূপ লোকবিশিষ্ট ব্যক্তি কবিরাজ

গোস্বামী ও তাঁহার সেবা বস্তুকে দেখিবার ইচ্ছা করেন।

আমরা বৈষ্ণবের দাস বলিয়া পরিচয় দিতে গিয়া আমাদের যে অহঙ্কারের উদয় হয় তাহা হইতেও পরিত্রাণ পাওয়া আবশ্যক। কোনও বৈষ্ণবপ্রবর গাহিয়াছেন—

"আমি ত' বৈষ্ণব, এ বুদ্ধি হইলে,
অমানী না হ'ব আমি।
প্রতিষ্ঠাশা আসি', হৃদয় দূষিবে,
হইব নিরয়-গামী।"

যাঁহাদের হৃদয়ে—'আমি বৈষ্ণব'—এই বিচার আছে তাঁহারা বৈষ্ণব নহেন। তাঁহাদের শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর পাদপদ্মোত্তা দর্শন করিবার সৌভাগ্য হয় না।

কেহ যদি মনে করেন, গুরুদেব যখন বলিয়াছেন—"আমি অত্যন্ত অধম, আমি নীচজাতি, অধম চণ্ডাল বুদ্ধি" তখন তাঁহার সত্যবাক্যে নিশ্চয়ই বিশ্বাস স্থাপনপূর্ব্বক আমিও তাঁহাকে "অধমচণ্ডাল," "নীচজাতি" প্রভৃতি বলিব বা মনে করিব। এইরূপ অকপটবিচার অন্বিতত্ব অনেকেরই হৃদয় অধিকার করাতে উহারা বৈষ্ণব ও গুরুবর্গের স্বরূপদর্শনে প্রতিহত হইয়া মহাবৈষবের পথে চলিয়াছে।

শ্রুতি বলেন—

"যস্য দেবে পরাভক্তির্যথাদেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥"

যিনি শ্রীভগবান্ ও গুরুদেবে অচলা শ্রদ্ধাবিশিষ্ট তাঁহারই হৃদয়ে পরমার্থবিষয়ক সত্য বাক্য প্রকাশিত হয়। গুরুদেব শ্রদ্ধাযুক্ত ব্যক্তিকে অর্থ প্রদান করেন, শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তিকে বঞ্চনা করেন। কারণ তত্তৎ অধিকারী ব্যক্তির সেই সেই বিষয়ে যোগ্যতা আছে। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন যে, অধোক্ষজসেবা ব্যতীত জীবের আর মঙ্গলের কোনও পথ নাই। "পরমসেব্য বস্তুর সেবা আমার গুরুদেব ব্যতীত আর কেহই করিতে পারেন না"—এই উপলব্ধির অভাব যেখানে সেখানেই মানবজ্ঞান অন্য-প্রকারের। যাঁহারা অন্য কথায় প্রমত্ত আছেন, তাঁহাদের মঙ্গলের সম্ভাবনা কোথায়? শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—

"ন বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মঃ যতোভক্তিরধোক্ষজে।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥"

শ্রীভগবান্—অধোক্ষজ বস্তু। তাঁহার সেবা ব্যতীত জীবের আর শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম নাই যা হইতে পারে না। "অধোক্ষজ-বস্তুতন্ত্র সেবা" কথাটীতেই গোলমাল বাধিতেছে। প্রকৃত গুরুর নিকট প্রকৃতপক্ষে গমন না করিয়া "আমরা গুরুর নিকট দীক্ষা লাভ করিয়াছি"—এই কপট অভিমান হইতেই যাবতীয় অনর্থ উপস্থিত হইয়াছে। শ্রীগুরুদেবের নিকট দীক্ষা—দিব্যজ্ঞান লাভ করিবার পর ইতর বিষয়ে অভিনিবেশ কি প্রকারে থাকিতে পারে? আত্মম্ভরিতাকিঙ্করগণই সত্য সত্য গুরুর নিকট না গিয়া অর্থাৎ দিব্যজ্ঞান লাভ বা সম্বন্ধজ্ঞানযুক্ত না হইয়াই "গুরুর নিকট দীক্ষা লাভ করিয়াছি" এইরূপ নিরর্থক বাক্য বলিয়া থাকে। আমরা গুরুদেবকে "গুরু" জ্ঞান না করিয়া কার্য্যতঃ আমাদের শিষ্য বা শাসনযোগ্য বস্তুতে পরিণত করি। নিজ ভোগ্য বা অকপটজ্ঞানগম্য মনে করিয়া বৈষ্ণবাপরাধে পতিত হই। 'অক্ষ' পদে 'ইন্দ্রিয়' বুঝায়; অক্ষজ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়জ। পঞ্চ ইন্দ্রিয় ও মনের কার্য্য এই ছয় প্রকার কার্য্য যখন ভগবানের সেবা ব্যতীত অন্য কার্য্যে নিযুক্ত হয় তখনই আমাদের গুরুভক্তি আবৃত হয়। ভোগোন্মুখ ইন্দ্রিয়-বৃত্তি দ্বারা অধোক্ষজ ভগবান্ সেবিত হন না, তাহার দ্বারা ইন্দ্রিয়-তর্পণ হইতে পারে। যেমন বালক ক্রীড়াতে প্রমত্ত থাকিলে কর্ত্তব্যবিমূঢ় হয় তদ্রূপ ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান আমাদিগকে অসত্য পথে ধাবিত করে। "আমরা দীক্ষা লাভ করিয়াছি" মনে করিয়া ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য ব্যস্ত হই। মাদকদ্রব্যাসক্তি, মৎস্যমাংস, ধূমপান, স্ত্রী, সুনা, প্রতিষ্ঠা ও অর্থসংগ্রহের স্পৃহা আমাদিগের নাকে দড়ি দিয়া চতুর্দ্দিকে ঘুরাইতে থাকে। কোনও ভক্ত বলিয়াছেন—

কামাদীনাং কতি ন কতিধা পালিতা দুর্নিদেশা-
স্তেষাং জাতা ময়ি ন করুণা ন ত্রপা নোপশান্তিঃ।
উৎসৃজ্যৈতানথ যদুপতে সাম্প্রতং লব্ধবুদ্ধি-
স্বামায়াতঃ শরণমভয়ং মাং নিযুঙ্ক্ষ্বাত্মদাস্যে॥

বহুবিধকে প্রভু সাজাইয়া এ হেন কার্য্য নাই যাহা আমরা করি নাই। কিন্তু এত সুদীর্ঘকাল উহাদের অকপট সেবা করিয়াও আমি মনিবের মন পাইলাম না

আমার লজ্জাও হয় না! এতদিন কার্য্যের পরেও ইহারা আমাকে অবসর পর্য্যন্ত দিতেছেন না! হে বৃহস্পতে আমার আজ বুদ্ধির উদয় হইয়াছে। আমি আর বিষ্ণুপদকে প্রভু করিয়া তাঁহাদের সেবা করিব না। হে কৃষ্ণচন্দ্র, আমাকে সেবকরূপে গ্রহণ কর। ভগবানের সেবাভিনয়ে আজ জগতের যে সেবা করিয়াছিলাম, তাহা করিব না।

জীব যখন নিষ্কপটে শ্রীভগবানে এইরূপ আত্মনিবেদন জ্ঞাপন করেন তখন শ্রীভগবান্ মহান্তগুরুরূপে আবির্ভূত হন। মহান্তগুরুর নিকট দিব্যজ্ঞান লাভ না করিলে কেহ অধোক্ষজ সেবাধিকার প্রাপ্ত হইতে পারেন না। আবার অধোক্ষজ সেবা ব্যতীত আত্মপ্রসাদ লাভ অসম্ভব। অক্ষজ বস্তুর সেবায় মনেন্দ্রিয়ের তর্পণ হয় আত্মপ্রসাদ লাভ হয় না।

উৎকৃষ্ট ভাগবত সর্ব্বভূতে ভগবদ্ভাব দর্শন করেন কিন্তু ভূতদর্শন করেন না।

স্থাবর জঙ্গম দেখে না দেখে তার মূর্ত্তি।
সর্ব্বত্র স্ফুরয়ে তাঁর ইষ্টদেব মূর্ত্তি।

শ্রীবিষ্ণু সুদর্শনচক্রের অনুগ্রহে যাঁহারা বাস করেন সুদর্শন তাঁহাদিগকে আক্রান্ত করিতে পারে না। বৈষ্ণবের দাস না হইয়া অবৈষ্ণবকে গুরুরূপে গ্রহণ করিলে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা হৃষীকেশের সেবা হইবার পরিবর্ত্তে হৃষীকের সেবা হয়, ভক্তি প্রতিহতা হন।

শ্রীব্যাসদেব যখন বহু পুরাণ ও মহাভারতাদি শাস্ত্র রচনা করিয়াছেন তখন একদিন ব্যাসের অবসন্নতা দেখিয়া শ্রীনারদ উহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন; ব্যাসদেব বলিলেন—আমি কৃষ্ণকথা আলোচনা করিয়াছি তবুও কেন হৃদয়ের প্রসন্নতা লাভ হইল না! সেই প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত আছে—

"ভক্তিযোগেন মনসি সম্যক্ প্রণিহিতেঽমলে।
অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণং মায়াঞ্চ তদপাশ্রয়াম্।
যয়া সম্মোহিতো জীব আত্মানং ত্রিগুণাত্মকম্।
পরোঽপি মনুতেঽনর্থং তৎ কৃতঞ্চাভিপদ্যতে।
অনর্থোপশমং সাক্ষাদ্ভক্তিযোগমধোক্ষজে।
লোকস্যাজানতো বিদ্বাংশ্চক্রে সাত্বত সংহিতাম্।

২

ভজনশীল প্রাপ্ত সেবা ব্যক্তির শোক, ভয়, মোহ নাই। যখন "অহং মম" বুদ্ধি দ্বারা নামাপরাধ করিবার মত্ততা এবং হরিনাম (?) যেমন তেমন করিয়া লইলেই হইল—এইরূপ ইন্দ্রিয়তর্পণমূলক বিচার উপস্থিত হয় তখনই শোক, ভয়, মোহ দ্বারা জীব আক্রান্ত হইয়া থাকে। অপরাধযুক্ত নামের ফল নিরয় লাভ। শ্রীগুরুর নিকট হইতে যাঁহারা (?) দিব্যজ্ঞান লাভ করেন নাই তাঁহারা নামাপরাধকে নাম বলিয়া ভ্রম করেন।* সেবাকে 'পত্র' এই নামটী ও সেবাকের পত্রের পত্রত্বের মধ্যে মাত্রিক ব্যবধান আছে কিন্তু ভগবান্ এরূপ ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানগম্য মাত্রিক বস্তু নহেন। যাঁহারা শ্রীনামের দ্বারা ওলাউঠা নিবারণ প্রভৃতি সাংসারিক মঙ্গলাদি করাইয়া নিতে চাহেন তাঁহারা নামাপরাধী। তাঁহাদের মুখে শ্রীনাম উচ্চারিত হয় না। কোনও সময় নামাভাস পর্য্যন্ত হইতে পারে। শাস্ত্রে দশবিধ নামাপরাধের উল্লেখ আছে। নামাপরাধী যে ফল ভোগ করেন তাহা আত্মা কখনও গ্রহণ করেন না উহা দ্বারা দেহ ও মনের তর্পণ হয়। সেই জন্যই শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন—"ঘ্রায়া সুপ্রণীতাং।" সুতরাং নামাপরাধ ভগবন্নাম নহে। শুদ্ধ নামাশ্রয়ী ব্যক্তির প্রাকৃতাভিনিবেশ বা ঝাড়া নাই। "লোকস্যাজানতঃ"—ভাগবতপ্রতিপাদ্য নিবৃত্তকুহকসত্যের কথা মানবজাতি জানে না। মূর্খলোকের মূর্খতা অপনোদন করিবার জন্যই ভাগবতের কীর্ত্তন ও সুপঠন হয়।* শুদ্ধ-ভাগবতমুখে গ্রন্থ ভাগবত কীর্ত্তিত হইলে সৎসঙ্গপ্রভাবে জীবের যাবতীয় দুঃখ ও মনোধর্ম্ম বিদূরিত হয়। ভগবদ্বিষয়ক জগতে নানাশাস্ত্র প্রচারিত আছে। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্র প্রচারের প্রয়োজন এই যে মানবজাতি প্রতারকাদি ইন্দ্রিয়জ্ঞানে চালিত হইয়া যে অন্ধবিশ্বাসে পড়িয়াছেন তাহা শ্রীমদ্ভাগবতের নিষ্কপট কৃপায় দূরীভূত হয়। শ্রীমদ্ভাগবত বিচারপর হইয়া সুষ্ঠুভাবে পাঠ করিতে করিতে কৃষ্ণানুশীলন-স্পৃহা বর্দ্ধিত হয়। কিন্তু আমরা যদি পুনরায় অর্থাদি প্রাপ্তি বা প্রতিষ্ঠাশাদি লাভরূপ অজ্ঞাতিলাষ আনিয়া কৃষ্ণপাদপদ্মকে আবরণ করি তাহা হইলে আমাদের সুবিধা হয় না। নামাপরাধফলমাত্র আমাদের লাভ হয়।

কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ, হঠযোগ, রাজযোগ প্রভৃতি অভক্তিযোগ। উহা অপ্রতিহতা অহৈতুকী দুরুহ সেবা নহে। 'চব্বিশঘণ্টার ভিতরে চব্বিশঘণ্টা কৃষ্ণেন্দ্রিয় তর্পণ ব্যতীত জীবের আর অন্য কর্ত্তব্য হইতে পারেনা' যখন জীবের এইরূপ উপলব্ধি হয় তখনই তিনি ব্যাসদেবের ন্যায় জ্যোতির্ভাষিতে শ্রীমদ্ভাগবত পূর্ণপুরুষকে বর্ণন করিতে পারেন। পূর্ণপুরুষ কৃষ্ণে যাঁহার পূর্ণ বিশ্বাস তিনি স্বতন্ত্রভাবে অন্য দেব দেবীর পূজা করেন না। তাঁহারা "যথা তরোর্মূলনিষেচনেন তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজোপশাখাঃ"—এই ভাগবতীয় বাক্যটী জানেন। অপূর্ণ বস্তুর পূজায় যারা অন্য অপূর্ণ বস্তুর ঈর্ষা উপস্থিত হয়। কিন্তু কৃষ্ণে পরমপরিপূর্ণতা বিরাজিত। শ্রীনরসিংহ প্রহ্লাদাদি অথবা প্রকাশবিগ্রহ বলদেব হইতে প্রকটিত সকলেই কৃষ্ণচন্দ্রে অবস্থিত। মায়াও কৃষ্ণে অবস্থিত। তবে অসুরমোহনার্থ শাক্যসিংহ ভগবানও প্রকৃতিতে অবস্থিত বলিয়া যে নাস্তিক্যবাদ প্রচার করিয়াছিলেন বা ঈশ্বরকৃষ্ণের সাংখ্যকারিকালিখিত "প্রকৃতিলয়" প্রভৃতি কথা কুদার্শনিকের মতবাদ। মায়া পূর্ণপুরুষের হানি করিতে পারে না কিন্তু মায়া বলিতে পূর্ণপুরুষকে লক্ষ্য করে না। পূর্ণ পুরুষ কখনও জীবকে সম্মোহন করেন না। মায়া তাহার বিক্ষেপাত্মিকা ও আবরণীয়া বৃত্তিদ্বয়দ্বারা জীবকে আচ্ছন্ন করেন। পূর্ণপুরুষ সর্ব্বদা প্রসাদপ্রদানার্থ প্রস্তুত কিন্তু মায়া পূর্ণপুরুষের নিষ্কপট প্রসাদগ্রহণে অনিচ্ছুক; মায়া তাঁহাদিগকে অভিভূত করিতেছেন।

(ক্রমশঃ)

মেয়েলী হিঁদুয়ানী।

পূর্ব্ববঙ্গে কমলাপুর নামক গ্রামে ত্রিদণ্ডিস্বামী আচার্য্য পাদ শ্রীভক্তিবিজ্ঞানআশ্রম মহারাজের নিকট শ্রীকমলাকান্তচন্দ্র নামক জনৈক বালক ধর্ম্ম ও সমাজ বিষয়ক কয়েকটী প্রশ্ন মীমাংসার জন্য উপনীত হন। তাঁহাদের কথোপকথন পাঠকের প্রয়োজনে লাগিবে মনে করিয়া লিপিবদ্ধ করিলাম।

কমলাকান্ত। আমি গত ২রশে এপ্রিলের হিতবাদী পড়িয়াছি। তাহাতে আমার অনেকগুলি সংশয় উপস্থিত হওয়ায় আপনার নিকট সদুত্তর প্রার্থনা করিতেছি।

আশ্রমাচার্য্য। আমি ঐ শ্রেণীর গ্রাম্যবার্ত্তার কাগজ পড়ি না। ঐ শ্রেণীর কাগজ পড়িয়া সময় নষ্ট করা সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম নহে। গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যের উপদেশ এই "গ্রাম্যবার্ত্তা না করিবে, গ্রাম্যবার্ত্তা না শুনিবে ভাল না পরিবে আর ভাল না খাইবে।" সুতরাং ঐ সকল কাগজের লিখিত প্রবন্ধ ছেলে পিলেরাই পড়ে। আমাদের গালগল্প শুনিবার ও তাহাদের সঙ্গে বকামি করিবার সময় অল্প। উহাতে এমন কি কথা আছে যে তাহার আলোচনা করা আমার আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে এবং আমার নিকট তোমার জানিবার কি বিষয় আছে?

কমল। আমি ঐ কাগজের বৃথা বাজে কথা নিয়ে আপনার কালক্ষেপ করাইব না। এবারকার কাগজে সমাজ ও ধর্ম্ম বিষয়ে একটা মত প্রকাশিত হয়েছে ব'লেই আমি সেই কথা ওটাচ্ছি।

আশ্রম মহারাজ। সমাজ যদি ভগবদ্ভজনের অনুকূল হয় তাহা হইলেই সামাজিক কথার প্রসঙ্গে প্রবিষ্ট হইব নতুবা বিষয়জাতির সমাজ, মর্কটকুলের সমাজ, বেদবিরোধী নাস্তিকগণের সমাজ বা বিষ্ণুবিরোধী ভোগিগণের সমাজ বিধি আলোচনা করিয়া আমার বা তোমার কি কাম? ব্যভিচারীর ধর্ম্ম, কপটের ধর্ম্ম, বিবর্ত্তবাদির ধর্ম্ম, নাস্তিকের ধর্ম্ম, অহঙ্কারীর ধর্ম্ম ও নানাপ্রকার ইন্দ্রিয়তর্পণরত জনের ধর্ম্ম লইয়া আলোচনা করা ত্রিদণ্ড গ্রহণের পর আমাদের শোভা পায় না।

কমল। আমাদের হিন্দুর ঘরে স্ত্রীগণ ধর্ম্মের আদর্শ এবং আপনারাও সমাজের আদর্শ, হিন্দুসমাজের গুরু ও আচার্য্য সুতরাং আপনারা সমাজের হিতকর সকল কথা যাহা সাধারণকে বুঝাইয়া বলিবেন শ্রদ্ধাবান্ জগৎ তাহাই নতশিরে গ্রহণ করিবে। আপনারা আদর্শ মহাপুরুষ,

আপনারা যদি হিন্দুসমাজের শীর্ষদেশে অবস্থিত হইয়া সেই সমাজের সর্ব্বতোভাবে মঙ্গল কামনা না করিবেন তাহা হইলে সাধারণ লোক না বুঝিয়া সংসারে কষ্ট পাইবে।

আ। মেয়েলি শাস্ত্রোক্ত এবং বেদশাস্ত্রে পরস্পরভেদ আছে। আজকাল সাধারণ অশিক্ষিত হিন্দুসমাজী জনসাধারণ অনেকটা মেয়েলি হিঁদুয়ানি চালাইবার জন্যই ব্যস্ত। শাস্ত্রকথা শুনার চেয়ে তাহা মেয়েদের মুখেই সকল কথা শুনে বিশ্বাস করে। গুরুর মুখে শুনতে হলে নিজের যোগ্যতার দরকার হয় সেজন্য সাধারণ লোক মেয়েদের বাধ্য হওয়ায় তাহারা মেয়েলি শাস্ত্রোক্তকেই শ্রেষ্ঠি ভাউন্সিল এপিলের ন্যায় শেষ মীমাংসা মনে করে।

তব। পিতা গুরু হইলেও তিনি জননীর বাধ্য। সুতরাং জননীই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও মহাগুরু। আবার ভার্য্যার স্নেহবাধ্য জগৎ, মাতৃবাক্য হইতেও ভার্য্যা অধিক আদরের বস্তু। কলাপী ধার্ম্মিক কোরৎ বলেন জননী ভার্য্যা ছহিতৃভেদে নারীর সেবক সম্প্রদায়ই পুরুষ। প্রকৃতি সেবাই জীবের একমাত্র কৃত্য। আপনারা মেয়েলি শাস্ত্রোক্তকে আদর না করিয়া যে সকল নতুন্ কথা বলবেন্ তাতে আজকালকার কেহই লক্ষ্য হবেন্ না। গুরু বাজেলোক ; তাঁহার আমাদের সমাজের শিক্ষা দাবার সময় কম। তিনি কেবল নিজের সুবিধাটা খুঁজে বেড়ান। মা, বোন্ বউ ইহারা আপনার জন। তারা সর্ব্বদাই এত করে সমাজ রক্ষা করছে বলে তো আপনারা শাস্ত্র ধর্ম্ম গুরু প্রভৃতি বাজে কথা বলতে পাচ্ছেন্।

আ। গুরু বেদশাস্ত্রে পণ্ডিত ও কৃত সত্য আত্মাপরম্পরা অবগত থাকিয়া সেইরূপ সত্যে অবস্থিত। মেয়েরা অনেক সময় নিজের বুদ্ধি চালাই বলিয়া তাহারা গুরুবাক্য ভাল করিয়া পালন করিতে পারে না। নিজের বিবেচনায় তাহারা অনেকটা নিজনিজ মনগড়া কথা পরস্পর আলোচনা করিয়া গুরুর উপর প্রভুত্ব করিতে যায়। বিশেষতঃ মৈত্রেয়ী গার্গীতুল্য স্ত্রীগণ সাধারণগৃহে বিরল। তাহারা বেদাধ্যয়ন করে না সুতরাং নিজ স্বল্প প্রার্থনায় ভগবান্‌কে ভুলিয়া থাকে।

ত। আমাদের দেশের মেয়েরা যেরূপ ধর্ম্মপরায়ণা সেরূপ পুরুষেরা নহে। মেয়েরা শাস্ত্র অধিক মানে সুতরাং মেয়েদের কাছেই হিন্দুয়ানী পাওয়া যায়। পুরুষগণের অপেক্ষা মেয়েদের ধর্ম্ম যাজন করার সুবিধা আছে। মেয়েরা অনেক সময়েই পুরুষগণের বিধাতা হয়। তাহারাই পুরুষদিগকে ধর্ম্মপথে লইয়া যায়। তাহাদের নিকট হইতেই হিন্দুয়ানী শিখিয়া আজকালকার সমাজ প্রতিনিধি সাময়িক পত্রগুলির সম্পাদক পুনরায় হিন্দুয়ানী বজায় রাখিবার চেষ্টা করিতেছেন।

আ। ঈশ্বর সৃষ্টিকৌশলে পুরুষের অধীন করিয়া স্ত্রীজাতির সৃষ্টি করিয়াছেন। তাহারা পুরুষ অপেক্ষা দুর্ব্বল। কেবল শারীরিক বিচারে দুর্ব্বল এরূপ নহে মানসিক বিচারেও তাহারা পুরুষকে অতিক্রম করিতে পারিয়াছে এরূপ ঐতিহ্য নাই। যদি বল এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড প্রকৃতি হইতে সৃষ্ট সুতরাং নারীজাতিই সকলের মূল। মাতৃস্থানীয়ার ক্রোড়ে পালিত হইয়া তাহাদের নিকট হইতে শিক্ষালাভ করিয়া পারলৌকিক ধর্ম্ম জগতেও শক্তিপূজায় কত আদর। কপিলের সাংখ্যদর্শনে যে প্রকৃতির কথা দেখা যায় তাহাতেও প্রকৃতি হইতেই জগৎ সৃষ্টি কথিত হইয়াছে। বেদব্রহ্ম প্রকৃতি হইতেই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তাহা হইলেও বেদান্তে শক্তিমত্তর বা সবিশেষ ব্রহ্মবস্তুই জগতের মূলকারণরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ব্রহ্মের নিঃশক্তিকত্ব বিচারে ইহজগতে প্রকৃতিপ্রাধান্য স্থাপিত হওয়ায় সেই অধিষ্ঠীর বলে অন্তরালেই প্রকৃতি অবস্থিত। তাহার স্বতন্ত্র অধিষ্ঠান স্বীকৃত হয় নাই। সাময়িক পত্রের সম্পাদকগণ যে বলে প্রকৃতি ভজনপরায়ণ সেখানেই নানাবিপত্তি উপস্থিত হইয়াছে। সেই খানেই নিরপেক্ষ সাধুগণের সহিত মতভেদ হইয়াছে।

ত। হিতবাদীতে যে ব্রিদণ্ড সন্ন্যাসের বিরুদ্ধে কথাগুলি বাহির হইয়াছে তাহা কি বাস্তবিক হিন্দুশাস্ত্র সম্মত নহে?

আ। হিতবাদীতে কি কথা বাহির হইয়াছে তাহা আমাকে না বলিলে আমি কিরূপে সে কথার জবাব দিব।

ত। হিতবাদী বলেন ব্রিদণ্ডবিধানের প্রতিবাদ হওয়া আবশ্যক। ব্রিদণ্ডবিধান হিন্দুশাস্ত্র সম্মত নহে। গৌড়ীয়

মঠ বেহেলী হিন্দুস্থানীর বিরোধে মায়াবাদের অনুসরণে বৈষ্ণবাচার্য্যের মধ্যে অজ্ঞানপূর্ব্বক ত্রিদণ্ড গ্রহণ প্রথার সংস্কার নূতন করিয়া প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। তাহাতে গৃহব্রতগণের পক্ষে উহার প্রতিবাদ করা কর্ত্তব্য। এতদ্ব্যতীত বর্ণবিচার সম্বন্ধে হিন্দুস্থানীর সহ গৌড়ীয় মঠের মিল হয় নাই। আরোও নানা কথার অবতারণা হইয়াছে। মালবাজীর ও ভট্টপল্লীর জনৈক পণ্ডিতের গৌড়ীয় মঠে অধিষ্ঠান লক্ষ্য করিয়া আরোও কতকগুলি অভিনব প্রকাশ করিয়াছেন। আমি আপনার নিকট হইতে শাস্ত্রীয় প্রমাণাদি ও যুক্তিমূলে ঐ সকল কথার সদুত্তর প্রার্থনা করি। বৈষ্ণবগণের সহিত হিন্দুগণের পার্থক্য ও সাম্যবিষয়ে আমার অনেক প্রশ্ন আছে। প্রচলিত অনুষ্ঠান ও শাস্ত্রীয় সামাজিক বিধি কি বর্ত্তমানে যথারীতি পালিত হইতেছে। গৌড়ীয় মঠের অনুষ্ঠানাদির শাস্ত্রসঙ্গতি আমি ভাল করিয়া বুঝিতে বাসনা করি।

(ক্রমশঃ)

প্রচার-প্রসঙ্গ।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ চব্বিশ পরগণান্তর্গত পুঁড়ো গ্রামে স্বধামগত প্রসিদ্ধ বৈদান্তিক শ্রীযুক্ত কালীবর বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের ভবনে শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রচারিত শুদ্ধভক্তি-তত্ত্ব-কথা প্রচারার্থ গমন করিয়াছেন। গত ২৮শে বৈশাখ উক্ত গ্রামে শ্রীযুক্ত যতেন্দ্র নাথ কুলপীর গৃহে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও কীর্ত্তন হইয়াছিল। বহু শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন। স্বামিজী এখন যশোহর সহরে প্রচার করিতেছেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ পুরী মহারাজ গত ১২ই, ২৮শে ও ২৯শে বৈশাখ বালিয়াড়ি পরমহংসগত শ্রীযুক্ত মণিলাল দত্ত মহোদয়ের ভবনে বক্তৃতা, শ্রীগ্রন্থপাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পুরী মহারাজের মুখে শুদ্ধ হরিকথা শ্রবণ করিয়া মণিবাবু বৈষ্ণব সদাচার গ্রহণ করিয়াছেন। শুদ্ধভক্তগণের মুখে হরিকথা শ্রবণে ও হরিসেবা কার্য্যে তাঁহার উৎসাহ ও যত্নের শ্রোতানুগ ব্যক্তিগণের আদর্শ অনুকরণীয়।

শ্রীপাদ পুরী মহারাজ গত ১৬ই ও ১৭ই বৈশাখ কুমারডুবি Birds' Evening Club এ সন্ধ্যায় মণ্ডলীর সম্মুখে "শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত ধর্ম্ম" সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন ও তৎপরে কীর্ত্তন হয়। সভ্যানুসন্ধিৎসুমাত্রই বক্তৃতা ও কীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন। কুমারডুবির পরমভাগবত শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার ঘোষ মহোদয়ের গৃহে পুরী মহারাজের পাঠ ও কীর্ত্তন হয়। অক্ষয় বাবুর ভক্তিভক্তিপ্রচারে উৎসাহ বিশেষ প্রশংসার্হ। ইতঃপূর্ব্বে শ্রীপাদ পুরী মহারাজ বর্দ্ধমান কুলটীতে পরমভাগবত শ্রীযুক্ত তারাপদ চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত চন্দ্রবদন পাল ইঞ্জিনিয়ার মহোদয়ের ভবনে শ্রীগ্রন্থ পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়া গৃহস্থগণ ও সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলীর হৃদয়ে শুদ্ধ ভক্তিভক্তির স্রোত সঞ্চারিত করেন। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন ভক্তিকথার শ্রোতা ও বক্তা উভয়েই ধন্য—ধন্যাতিধন্য।

ভগবান্ ই একমাত্র ভজনীয় বস্তু।

"ভজন শব্দের অর্থ সেবা। সেবা বলিলে সেব্য, সেবক ও সেবা এই তিনটীকে বুঝিতে হইবে। ভজন করিতে হইলে উক্ত ত্রিবিধ বাস্তব-বস্তু-তত্ত্বের ভজন প্রয়োজন নতুবা সেবা সুষ্ঠুরূপে হইতে পারে না। অতএব প্রথমে আমরা উক্ত ত্রিবিধ তত্ত্বের বিচার করিব।

নানা মুনির নানা প্রকার মতবাদে চিত্ত চঞ্চল হইলে তত্ত্ববস্তুসম্বন্ধে 'অস্তি' 'নাস্তি'রূপ সন্দেহ উপস্থিত হয়। ভগবদ্বিশ্বাস কেবল ভারতবর্ষে হিন্দুগণের মধ্যে আছে এরূপ নহে কিন্তু জীবমাত্রেরই ঈশ্বর বিশ্বাস স্বতঃসিদ্ধ। সকল দেশে সকল জীবে সত্তামাত্রে ঈশ্বর-বিশ্বাস লক্ষিত হয়—জীবাত্মার স্বতঃসিদ্ধ ঈশ্বরবিশ্বাসকে অন্ধবিশ্বাস বা ভ্রম বিশ্বাস বলা যায় না। যেহেতু ভ্রম সর্ব্বত্র একরূপ হয় না। শ্রীমদ্ভাগবতের নিম্ন লিখিত পদটী এতৎপ্রসঙ্গে আলোচ্য।

ভগবান্ সর্ব্বভূতেষু লক্ষিতঃ স্বাত্মনা হরিঃ।
দৃশ্যৈর্বুদ্ধ্যাদিভির্দ্রষ্টা লক্ষণৈরনুমাপকৈঃ॥

অর্থাৎ সর্ব্বসাক্ষী ভগবান শ্রীহরি দৃশ্য অনুমাপক বুদ্ধ্যাদি লক্ষণ দ্বারা অন্তর্যামিরূপে সর্ব্বভূতে অনুভূত হইয়া থাকেন। শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভু এই শ্লোকের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অজ্ঞেয় কিরূপে সেই ভগবানে আস্তিক্য বুদ্ধি হইতে পারে? তদুত্তরে বলিতেছেন। নিরভিস্নাবলম্বনে প্রথমে দৃশ্য জড়বুদ্ধ্যাদি দ্বারা দ্রষ্টা জীবই লক্ষিত হন। দৃশ্য জড় বুদ্ধ্যাদির দর্শন স্বপ্রকাশ দ্রষ্টা ভিন্ন সম্ভবপর নহে অতএব লক্ষণ বলিতে স্বপ্রকাশ দ্রষ্টা নির্দ্দেশক বুঝিতে হইবে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে কর্ত্তা ভিন্ন কার্য্য হয় না। বল্লা দ্বারা ছেদন কার্য্য হইয়া থাকে কিন্তু বল্লা ছেদনের কর্ত্তা নহে তদ্রূপ হস্তপদাদি কর্ম্মেন্দ্রিয় চক্ষুকর্ণাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় অথবা মনোবুদ্ধ্যাদি অন্তরেন্দ্রিয় ইহারা কেহই কর্ত্তা নহেন কিন্তু কর্ত্তার কার্য্যকরণোপযোগী যন্ত্রবিশেষ। ঐ গুলি সচরাচর কখন অধিকরণ কারকে ব্যবহৃত হইয়া থাকে কোনটাই কর্ত্তৃবাচ্যে ব্যবহৃত হয় না। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যেমন, আমরা সচরাচর বলিয়া থাকি 'আমি মনে মনে স্থির করিয়াছিলাম; আমি হস্ত দ্বারা প্রহার করিয়াছি, এই বাক্যগুলিতে মন বা হস্ত কর্ত্তৃবাচ্যে ব্যবহৃত হয় নাই যেহেতু তাহারা কখনকর্ত্তা নহেন। কর্ত্তা 'আমি' তাহা হইতে ভিন্ন। অতএব জড় মনোবুদ্ধ্যাদির দ্বারা তাহা হইতে ভিন্ন কর্ত্তা জীবাত্মাই লক্ষিত হইতেছেন। এইরূপ জীবাত্মা দ্বারা পরমাত্মাও লক্ষিত হইতেছেন। জীবাত্মা 'আমিই' যদি কর্ত্তা হইল তবে পরমাত্মার কর্ত্তৃত্ব কোথায় এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ উত্থাপিত হইলে তদুত্তরে বলা যাইতে পারে যে ঈশ্বর হেতুকর্ত্তা, জীব প্রযোজ্য কর্ত্তা। কর্ম্মার্থকরণ কারণান্তে কর্ম্মের ফল যোজনা তদ্দ্বারা জীবের অন্যান্য কর্ম্মে যোগ্যতা বা অযোগ্যতা এই সকলই ঈশ্বর কর্ত্তৃক অতএব জীবের কর্ম্মস্বতন্ত্রতা থাকিলেও বহু প্রকারে ঈশ্বরাধীন। এই আত্মাত্মধারী পুরুষ পরমাত্মাকে শাস্ত্রে ভগবানের অংশ বলিয়াছেন অতএব অংশ দ্বারা অংশী ভগবানও লক্ষিত হইতেছেন। এই ভগবানের স্বরূপবিচারে শাস্ত্র বলিয়াছেন।

সচ্চিৎ আনন্দময় কৃষ্ণের স্বরূপ।
অতএব স্বরূপ শক্তি হয় তিন রূপ॥
হ্লাদিনী সন্ধিনী সম্বিৎত্বয়্যেকা সর্ব্বসংস্থিতৌ।
হ্লাদতাপকরী মিশ্রা ত্বয়ি নো গুণবর্জ্জিতে॥

অর্থাৎ ভগবানের একটী অচিন্ত্য শক্তি আছে হ্লাদিনী অর্থাৎ আনন্দদায়িনী সন্ধিনী অর্থাৎ সত্তাবিধায়িনী এবং সম্বিৎ অর্থাৎ জ্ঞানপ্রদায়িনী—এই তিনটী ঐ শক্তির প্রভাব। ভগবানে তাহাই পরিপূর্ণরূপে বিরাজিত। ভগবৎস্বরূপে মায়ার ব্যবধান না থাকায় দুঃখ, দুঃখ বা মিশ্রভাবের অধিষ্ঠান নাই। জীব ভগবানের অংশ অণু সচ্চিদানন্দময় বলিয়া মায়াবশযোগ্য হন, তখন তাঁহার আনন্দময় স্বরূপটী বিকৃত হইয়া সুখ দুঃখরূপে পরিণত হয়। জীবের স্ব স্বরূপোপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভগবৎস্বরূপের ও উপলব্ধি হইয়া থাকে এতৎপ্রসঙ্গে ভাগবতের নিম্নলিখিত পদ্য দুইটী আলোচ্য।—

যস্যাবয়বসংস্থানৈঃ কল্পিতো লোকবিস্তরঃ।
তদ্বৈ ভগবতো রূপং বিশুদ্ধং সত্ত্বমূর্জ্জিতম্॥
অতঃপরং যদব্যক্তমব্যূঢ় গুণবৃংহিতম্।
অদৃষ্টাশ্রুতবস্তুত্বাৎ স জীবো যৎ পুনর্ভবঃ॥

(সচ্চিদানন্দময় ভগবৎস্বরূপে মায়ার উৎপত্তিহীন যত্নঃ ও বিনাশ ধর্ম্মরূপ তমোগুণ নাই সুতরাং বিশুদ্ধ) মায়াবদ্ধ জীব স্বরূপবিস্মৃতিক্রমে স্থূলদেহে আত্মবুদ্ধি বিশিষ্ট হন তৎকালে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহত্তম ভগবানের ধারণা করিতে গিয়া স্ব স্থূল দেহের সমষ্টি বিরাট রূপের কল্পনা করেন। পাতালাদি অবয় লোকসমূহ বিরাটের হস্ত পদাদির কল্পনা। বিরাটরূপ ভগবানের বাস্তব অঙ্গ নহে। আবার যাঁহারা সূক্ষ্মদেহে আত্মবুদ্ধি করেন তাঁহারা যে নিরাকার নির্ব্বিশেষরূপের কল্পনা করেন তাহাও স্ব সূক্ষ্মদেহের সমষ্টির কল্পনা মাত্র। সুতরাং ভগবানের বাস্তব রূপ নহে। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন যথা—

স বৈ স্বদৃগ্রূপমমুষ্য সর্ব্ব আত্মা যথা স্বপ্ননিরীক্ষিতৈকঃ।
তং সত্যমানন্দ নিধিং ভজেত
নান্যত্র সজ্জেদ যত আত্মপাতঃ।

ইহার অর্থ এই যে, যখনকালে যেরূপ পাত্র ভিত্ত দৈন্যাদি জনসমূহের অনুভবকারী ভাব নিজ মুখে এবং উপলক্ষিত রাজাদি ভোগসমূহ উপলব্ধি করেন তখন সেই যোগী সর্ব্বদৃষ্টিস্বরূপিণী পূর্ণ, পূর্ণ বহুরূপে যেরূপের নমস্কার প্রভৃতি ভোগৈশ্বর্য্যাদিকল অনুভব করেন। সুতরাং সেই দত্তা আমকলিধি বিদ্যাভূষণকে ভজন করিবে অত্ত বৃদ্ধি করিয়া তুল বিলাটের অত্ত ধারণার আসক্ত হইবে না যেহেতু তাহাতে সংসার প্রবৃত্তি ঘটিবে। শ্রীমদ্ভাগবত বচন হইতে আরও জানা যায় যে পূর্ব্বে এইরূপ স্থূল ও সূক্ষ্ম স্বরূপে আসক্ত [illegible] থাকিয়া একমাত্র সচ্চিদানন্দময় ভগবানের উপাসনা করিতেছিলেন তাঁহাদের অনুগমনে কটিবিশিষ্ট না হইলে আমাদের গত্যন্তর নাই।

আচার্য্যানুগমনে

শ্রীগৌড়মণ্ডল-পরিক্রমার ডায়েরী

পঞ্চদশ দিবস।

এইরূপে কিছু কাল হরিকথা কীর্ত্তিত হইলে শ্রীগোপীজনবল্লভানন্দ দেব গোস্বামী শ্রীল পরমহংস ঠাকুরের মুখে কিছু উপদেশ শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করিলেন। শ্রীল ঠাকুর শ্রীযুক্ত বিশ্বম্ভরানন্দ দেব গোস্বামী মহাশয়ের পাণ্ডিত্য, দৈন্যাভাস, অদম্য উৎসাহ ও হরিভজনে স্পৃহা প্রভৃতির কথা কীর্ত্তন করিলেন এবং যাহাতে বংশের মর্য্যাদা ও পিতার গৌরব স্বয়ং আচরণ দ্বারা রক্ষিত হয় তদ্বিষয়ে যত্ন করিতে উপদেশ দিলেন। শ্রীলপরমহংস ঠাকুর আরও বলিলেন যে, শ্রীবিশ্বম্ভরানন্দ দেব গোস্বামী মহোদয় বৈষ্ণ সাহিত্য ব্রাহ্মণতার একজন প্রধান অনুমোদনকারী ছিলেন। শ্রীরসিকানন্দ প্রভু, শ্রীশ্যাম সুন্দর বিদ্যাভূষণ প্রভু স্ব স্ব অন্তরের নিকট হইতে বৈষ্ণ সাহিত্য সংস্কার লাভ করিয়া গৌড়ীয় আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন।"

এখনও শ্রীগোপীবল্লভপুরের গোস্বামিগণের মধ্যে বৈষ্ণসাহিত্য-সংস্কার-গ্রহণ-প্রথা আংশিকভাবে প্রচলিত থাকিয়া অতীত স্মৃতির পরিচয় দিতেছে। শুনা গেল, দীক্ষা কালে প্রত্যেককেই বৈষ্ণসাবিত্রী-সংস্কার উপবীত বা ব্রহ্মসূত্র গ্রহণ করিতে হয় কিন্তু বৈষ্ণব ধর্ম ও আশ্রমের অধীন নহেন এবং বেদের একায়ন শাখার বচনানুসারে বৈষ্ণবগণের ব্রাহ্মণতা নিত্যসিদ্ধ—এই বিচারে কিছুকাল পরে তাহারা (গোপীবল্লভপুরের গোস্বামিগণ) সূত্র পরিত্যাগ করেন। মনে হয় নিষ্কিঞ্চনবিরোধী স্মার্ত্ত সমাজের নিষ্পেষণে ও স্ব স্ব আচারহীনতায় আচার্য্যগণের আদর্শ হক্ করিতে অসামর্থ্যপ্রযুক্তও ঐরূপ আংশিকভাবে উপবীত-গ্রহণপ্রথা বর্ত্তমান গোপীবল্লভপুরের গোস্বামিগণের মধ্যে প্রচলিত থাকিয়া বিপুল সৌধের ভগ্নাবশেষের নিদর্শনরূপে প্রকটিত রহিয়াছে।

শ্রীগোপীজন বল্লভানন্দ দেব গোস্বামী শ্রীলপরমহংস ঠাকুরকে কয়েকদিন গোপীবল্লভপুরে অবস্থান করিয়া হরিকথা কীর্ত্তন করিবার জন্য পুনঃপুনঃ অনুরোধ করিলেন। শ্রীপরিক্রমার বহুস্থান দর্শন করিবার অবশিষ্ট আছে বলিয়া শ্রীলপরমহংস ঠাকুর উক্ত অনুরোধ রক্ষা করিতে পারেন নাই। বিদায় হইবার কালে গোস্বামী মহোদয়ের হৃদয়ের আর্দ্রতায় লক্ষিত হইল, তিনি শ্রীলপরমহংস ঠাকুরকে বৈষ্ণোচিত যথারীতি অভিবাদন করিলেন এবং পূজারী দ্বারা শ্রীগোপীবল্লভদেবের প্রসাদী মালা ও শিরোভূষণ ও বহুবিধ চর্ব্ব্য, চুষ্য মিষ্টান্ন প্রসাদ আনিয়া শ্রীলপরমহংস ঠাকুরের হস্তে অন্তোপহারস্বরূপে প্রদান করিলেন। শ্রীল পরমহংসঠাকুর প্রসাদী বস্তুসমূহ স্বীকার করিলেন। ভক্তগণ জয়ধ্বনি করিতে করিতে অগ্রসর হইলেন।

সেই দিবসই রাত্রে ৭।০ ঘটিকার সময় পুনরায় বেলেপাড়া শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র প্রামাণিক মহাশয়ের বাসভবনে ভক্তগণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাত্রে স্থানীয় ভক্তমণ্ডলীর আগ্রহে সেই স্থানে একটী সভার অধিবেশন হইয়াছিল। শ্রীমদ্ভক্তিবিবেকভারতী মহারাজ ও শ্রীযুক্ত ভক্তিবিনয় মহোদয় 'কৃষ্ণতত্ত্ব' সম্বন্ধে বক্তৃতা করিলেন। স্থানীয় টোলের প্রবীণ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পুরুষোত্তম বিদ্যানিধি বৈষ্ণবমুখকে সাদরে সম্বর্দ্ধনা করিলেন। স্থানীয় জমিদারের ম্যানেজার, হরিসভাসভ্যবৃন্দ, এম, ই স্কুলের পণ্ডিত ও কতিপয় ব্যক্তি সেই সভায় যোগদান

করিয়াছিলেন। সকলেই আনন্দ লাভ করেন।

৩০শে মাঘ বৃহস্পতিবার দিবস উষাকালে ভক্তগণ বেলেপাড়া হইতে মাদিকপাড়া হইয়া ৪ মাইল দূরে চুপ্‌কা গ্রামে শ্রীরূপসনাতন দাস অধিকারী মহাশয়ের ভবনে উপস্থিত হন। অপরাহ্ণে উক্ত ভক্তমহোদয়ের দেবালয়-প্রাঙ্গণে একটী সভার অধিবেশন হয়। গৌড়ীয় পত্রের অন্যতম সম্পাদক নিত্যানন্দবাসর পণ্ডিত শ্রীপাদ অতুলকৃষ্ণ ভক্তিসাবন্ত গোস্বামী প্রভু ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি বিবেক ভারতী মহারাজ "মানবজীবনের কর্ত্তব্য ও গুরুতত্ত্ব" সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন তৎপরে উচ্চকীর্ত্তন ও নৃত্য হয়। সেই দিবসই রাত্র ৯ ঘটিকার সময় চুপকা হইতে সাত মাইল দূরে নবদ্বিয়া ষ্টেশনে আসিয়া রাত্র ১০ ঘটিকার ট্রেণে ১লা জানুয়ারী ভোর ৭ ঘটিকার সময় ভক্তগণ হাওড়া ষ্টেশনে পৌঁছেন এবং তথা হইতে শ্রীশ্রীপরম-হংসঠাকুরের একশতাধিক জন্মোৎসব-উপলক্ষে ব্যাসপূজায় যোগদান করিবার জন্য শ্রীগৌড়ীয়মঠে প্রত্যাগমন করেন।

ষোড়শ দিবস

আজ ব্যাসপূজার দিন। ভক্তগণের হৃদয়ে আনন্দ লহরী বহিতেছে। আজ যেন সকলই মধুর। স্থাবর, জঙ্গম যেন কি এক দিব্যভাবে বিভাবিত। সকলেই যেন আজ মহাপুরুষের পাদপদ্মে কথা দিবার জন্য ডালি সাজাইতেছেন। ভক্তাভিমানের হৃদয়ের আনন্দ যেন উছলিয়া পড়িতেছে। সকলেরই মহোল্লসন। তাহার মধ্যে একজনের হৃদয়ের প্রেম-উৎস যেন সকলকে অতিক্রম করিয়া দিয়া নবনবভাবে চতুর্দ্দিকে লুটাইয়া পড়িতেছে। সকলেই যেন তাঁহার অযাচিত কৃপা বড়ই মধুরবোধে হৃদয়ে ও মস্তকে ধারণ করিতেছেন। এই মহাত্মার প্রতিকার্য্য, প্রতিপদবিক্ষেপ, প্রতি বাস্তবতার মস্তরায় ভিতরে যেন তাঁহার হৃদয়ের কি এক গভীরতম শ্রদ্ধা ও প্রেমের চিহ্ন ফুটিয়া উঠিতেছে। এই মহাত্মাই বা কে? ইনি সেই ভক্তপ্রাণ গৌড়ীয়মঠরক্ষক ভাগবতরত্ন শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ মহোদয়। তাঁহার আদেশমত ব্রহ্মচারী ও ভক্তগণ ব্যাসপূজার দ্রব্যসম্ভার আহরণ করিতেছেন। আজ সায়াহ্নে ব্যাসপূজা। দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা সমাগত হইল। নব বসন্তের গন্ধবহ প্রচুর পরিমাণে ফুলরেণু বহন করিয়া লইয়া আসিতেছে—ভগবান্ ও ভক্তের সেবা করিবে। শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সন্ধ্যা আরাত্রিকের সময় উপস্থিত। কাসর ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। চৌদিক সংকীর্ত্তনের রোলে প্রতিধ্বনিত হইতে থাকিল। আরাত্রিক সমাপনান্তে জয়ধ্বনি দিয়া ভক্তগণ শ্রীগৌড়ীয় মঠের ভাসনঘরে উপবিষ্ট হইলেন। শ্রীল পরমহংস ঠাকুর আজ ভক্তগণকে বিশেষ কৃপা করিবার জন্য আসন ঘরে আগমনপূর্ব্বক আসন পরিগ্রহ করিলেন। পুনরায় কীর্ত্তনের রোল উঠিল। পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ মহোদয় গান ধরিলেন—

"গুরুগুরু, চরণ রেণু
ভজন অনুকূল।
গুরুর সেবা পরম সিদ্ধি
প্রেম-ভক্তিকার মূল॥ (ক্রমশঃ)।

শ্রীশ্রীগৌর-গৌরীদাসৌ জয়তঃ।

শ্রীঅম্বিকা—শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রভুপাদ শ্রীসচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর।

তাং ১৯ বৈশাখ, শ্রীগৌঃ ৪০৯

বৈষ্ণবোচিত সম্ভাষণম্,—

• • • • আপনারা শ্রীশ্রীগৌরভূমি প্রদক্ষিণ করিয়া ও শ্রীশ্রীবৈষ্ণব গ্রন্থাদি সকাশের দ্বারা বঙ্গের যে পরিশোধন করিতেছেন তাহাতে সকলেরই যথাসাধ্য যোগদান অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি।

আশা করি সকলেই ভজনানন্দে আছেন ইতি। ভবদীয়—

শ্রীচুনিলাল গোস্বামী।

রাগ-রহস্য।

আকাশ বা অবকাশ ভূমিকা তিনটী, যথা বাহ্যাকাশ, হার্দ্দাকাশ, ও পরাকাশ। স্থূল-জগৎ বাহ্যাকাশে, সূক্ষ্ম বা মনোময় জগৎ হার্দ্দাকাশে ও বৈকুণ্ঠ বা চিজ্জগৎ পরাকাশে অবস্থিত। এই আকাশ ও জগৎত্রয়ের স্রষ্টা শ্রীভগবান। হ্লাদিনী বা পরমানন্দকারিণী শক্তি একমাত্র তাঁহাতেই

নিত্য অবস্থান করেন এবং তিনি সেই শক্তির দ্বারা বদ্ধ-জীবগণের উদ্ধার সাধন করে আনন্দের প্রলোভন দেখাইবার জন্য হার্দাকাশে অন্তর্যামী-পুরুষ বা সৃষ্টি-বিষ্ণু ও বাহ্যাকাশে বিরাট্‌পুরুষ বা সমষ্টি বিষ্ণুরূপে এবং ভোগবুদ্ধিযুক্ত মুক্ত জীবসমূহকে বিবিধ সেবানন্দ সুখ নিত্যকাল আস্বাদন করাইবার জন্য বৈকুণ্ঠে ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যের আলয়স্বরূপ নারায়ণ ও শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তিতে যুগপৎ বিরাজমান থাকেন। আনন্দ শক্তিযুক্ত শ্রীভগবান যদি এই আকাশত্রয়ে বর্ত্তমান না থাকিতেন তাহা হইলে আনন্দ বা প্রীতিলাভের সম্ভাবনা থাকিত এবং প্রীতির আশা না থাকায় কেহ কদাপি কোন প্রকার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইত না যথা শ্রুতি,—

"কো হ্যেবান্যাৎ কঃপ্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশে আনন্দো ন স্যাৎ।"

সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে, প্রীতি বা আনন্দের বশীভূত হইয়া জীবগণ নিজ নিজ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। মুনিগণ এই প্রীতিকে চিত্ত ও বিষয়ের বন্ধন-সূত্র কহেন। প্রীতিরূপ বন্ধন-সূত্র বিষয়ের যে অংশকে অবলম্বন করিয়া থাকে তাহার নাম রক্ততা ধর্ম্ম এবং চিত্তের যে অংশকে অবলম্বন করিয়া থাকে তাহার নাম রাগ।

বিষয়ের নাম, রূপ, গুণ ও ক্রিয়া-গত যে সৌন্দর্য্য বা চমৎকারিতা তাহাকে রক্ততা ধর্ম্ম কহে। বিচারের পূর্ব্বে বিষয়ের সৌন্দর্য্য দেখিবামাত্রই চিত্ত যে প্রবৃত্তিক্রমে সেই পদার্থের প্রতি ধাবিত হয় তাহাই রাগ শব্দ বাচ্য। ইংরেজি তাহার রাগকে Free spontaneous attachment বলে। রাগ-কার্য্যে বিচারের প্রয়োজনীয়তা না থাকায় পণ্ডিতগণ উহাকে সিদ্ধ-বৃত্তি-স্বরূপ বলিয়া জানেন। সিদ্ধ-বৃত্তি-স্বরূপ রাগ স্বাভাবিক রুচির দ্বারা উত্তেজিত হয়।

রাগ যে বস্তুর প্রতি ধাবিত হয় তাহাকে তাহার ইষ্ট-বিষয় কহে। নিত্য ও অনিত্য-ভেদে রাগের ইষ্ট-বিষয় দ্বিবিধ। নিত্য-ইষ্ট-বিষয়ের প্রতি রাগ যখন ধাবিত হয় তখন তাহাকে বৈকুণ্ঠ-রাগ এবং অনিত্য-ইষ্ট-বিষয়ের প্রতি যখন ধাবিত হয় তখন তাহাকে জড়রাগ আখ্যা দেওয়া হয়। বৈকুণ্ঠ রাগ কালে পরমাদ্ভুত ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যের নিত্য-আলয়-স্বরূপ শ্রীভগবানই একমাত্র ইষ্ট-বিষয় বলিয়া স্বীকৃত হন। আপাতমনোহর ও পরিণামে দুঃখপ্রদ অনিত্য পদার্থসমূহই জড়-রাগের ইষ্ট-বিষয়। জীবের চিত্তস্থ রাগ একই তত্ত্ব বিধায় বৈকুণ্ঠ-রাগ ও জড়-রাগে-বিষয়ের ভিন্নতা আছে, রাগে ভিন্নতা নাই।

"জীব নিত্য কৃষ্ণদাস" "কেহ মানে কেহ না মানে, সব তাঁর দাস" ইত্যাদি প্রকার শাস্ত্রীয় উক্তি হইতে জানিতে পারা যায় যে জীবমাত্রই ভগবদ্দাস। যে সমস্ত জীব নিজ তাত্ত্বিকস্বরূপজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত তাহাদিগের রাগ পূর্ণভাবে নিত্য ইষ্টবিষয়রূপ শ্রীভগবানের প্রতি স্বাভাবিক রুচিবশতঃ সদাকাল অবাধে প্রবাহিত হয়। যে কাল পর্য্যন্ত অজ্ঞানান্ধ জীবকুল নিজ তাত্ত্বিকস্বরূপের পরিচয় লাভ করিতে সমর্থ হয় না, ততকাল বদ্ধতে সর্পজ্ঞানের ন্যায় তাহারা জড়দেহে আত্মবোধ করিতে ও অহংমমাভিমান-বশতঃ অন্যান্য জড়পদার্থের (অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ার্থের) প্রতি রাগযুক্ত হইতে বাধ্য হয়।

উচ্চ ভূমিকা হইতে জলরাশি যেমন উচ্চতর ভূমিকাভিমুখে যাইতে অসমর্থ হইয়া স্বতঃই নিম্নপ্রদেশের প্রতি খরতরবেগে প্রবাহিত হয়, ঈশবিমুখতাহেতু অজ্ঞজীবের চিত্তস্থ রাগও সেইরূপ নিত্য বিমলানন্দপূর্ণ অত্যুন্নত বৈকুণ্ঠ-রাজ্যাভিমুখে অগ্রসর হইতে না পারিয়া ত্রিতাপপূর্ণ বৈকুণ্ঠাধোভাগোস্থিত হেয় জড়জগতের আপাতমনোরম নশ্বর পদার্থসমূহের প্রতি প্রচণ্ডবেগে ধাবিত হইয়া থাকে। প্রবলবেগে জড়পদার্থাভিমুখে ধাবমান রাগ অজ্ঞজীবকে ইন্দ্রিয়দ্বারে নানাপ্রকার ক্ষণস্থায়ী সুখ সম্ভোগ করায় এবং ভাবী ঐন্দ্রিয়িক সুখের চাবি আশা করিয়া অথবা তাহার বৃদ্ধির জন্য কোন কোন ভগবদ্বিমুখ জীবের নিকট সকামভাবে ঈশ্বরোপাসনার জাল বিস্তার করিয়া থাকে। সকাম উপাসনার দ্বারা সাধকের নিজ সুখ-সাধনের চেষ্টা করা হয় মাত্র। সুতরাং তাহা জড়-রাগেরই বিলাস এবং জড়রাগকে খর্ব্ব না করিয়া অগ্নিতে ঘৃতাহুতির ন্যায় বরং উহার পুষ্টি সাধন করে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ।

গৌড়ীয়

শ্রীচৈতন্যদেবের বাণী প্রচারার্থে।

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে শ্রীভক্তিবিনোদ গোস্বামী মহারাজ কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

তৃতীয় খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার ৯ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৩২, ২৩শে মে ১৯২৫ | ৩য় সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ।

বর্ত্তমান সময়ে ধর্ম্ম-সমন্বয়, বর্ণ-সমন্বয় প্রভৃতি লইয়া দেশময় একটা আন্দোলনের স্রোত চলিয়াছে। ঐ আন্দোলনের মূলে ভগবৎপ্রীতি কতদূর আছে বা না আছে জানা না থাকিলেও উহার মূলে যে দেহ ও মনোভিত্তিক-প্রীতি-ইচ্ছা প্রবলরূপে বিরাজিত—ইহাই সুধীগণ বুঝিতে পারেন। কারণ 'ভগবৎপ্রীতির সর্ব্ব প্রথম সোপান—"শ্রদ্ধা"—"আদৌ শ্রদ্ধা"। 'শ্রদ্ধা' শব্দে—'ঐহিকাদি বাধাই সর্ব্বকর্ম্ম কৃত হয়'—এইরূপ সুদৃঢ় বিশ্বাস।

শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তির একটী বিশেষ লক্ষণ এই যে, তিনি—'ভগবান্‌ই আমার রক্ষাকর্ত্তা'—এই কথাটী অন্তরের সহিত মনোমুখে এক করিয়া বিশ্বাস করেন। সুতরাং 'আগে খাওয়া, দাওয়া,' উদরান্নের সংস্থান, পরে ভগবদ্ভজন—এইরূপ কথা আস্তিকের মুখে কখনও স্বপ্নেও শোভা পায় না। প্রকৃত নিষ্ঠাবান্ আস্তিকের আর একটী লক্ষণ এই যে, তিনি নীচপ্রকৃতি বাধাদাতার মত ভগবদ্ভজনের ছলে ভগবানের নিকট হইতে নিজের সুখপ্রদ কিছুই বাঞ্ছা করেন না। সুতরাং দেহ ও মনের তৃপ্তিসাধনকারী তথাকথিত কপটতালক্ষণযুক্ত ধর্ম্মের সহিত শুদ্ধ-চরিত্রোদয় লক্ষণযুক্ত ধর্ম্মের সমন্বয় হইতে পারে না। ভোগময় কাল্পনিক ধারণায় এরূপ সমন্বয়ের চিন্তা বড় মনোরম বোধ হইলেও ইহা ভণ্ডে, কলহ যেখানে পদার্থে একাকার হইতে পারে না।

প্রাকৃত ভোগময়ী অনুভূতিতে সর্ব্বদাই বিষমদর্শন বিরাজিত। সুতরাং সেই অনুভূতি থাকা কালে সমদর্শন কিরূপে সম্ভব? শ্রীগীতা বলেন, পণ্ডিতগণ সমদর্শী। সমদর্শীর লক্ষণ এই যে, তিনি 'বিদ্যাবিনয়সম্পন্ন ব্রাহ্মণ ও কুক্কুর-ভোজী চণ্ডালে, বৃহৎকায় হস্তী ও ক্ষুদ্রকায় কুক্কুরে বা পবিত্র গাভীতে ও ঘৃণা কুক্কুরে ভেদ দর্শন করেন না।' এ কথার সার্থকতা কোথায়?

সমদর্শীর অপর নাম তত্ত্বদর্শী বা আত্মদর্শী। তত্ত্ববস্তু বা আত্মার লক্ষণ, যিনি তত্ত্বদর্শী তাঁহার প্রাকৃত অনি-

নিবেশ নাই। তিনি ভোগময়ী বুদ্ধি দ্বারা জীবের স্থূলদেহ ও সূক্ষ্মদেহ দর্শন করেন না। তিনি জীবের স্বরূপ দর্শন করেন। দিব্যনেত্রে তাঁহার চাদ্‌ড়া, রক্তমাংস বা জড় মনোবৃত্তির দর্শন নাই। তিনি প্রত্যেক জীবে নিত্যসেবক পূজ্য জীবাত্মা ও তদন্তর্যামিসূত্রে নিত্যসেব্য পরমাত্মাকে দর্শন করিয়া থাকেন।

আত্মদর্শনে অপ্রাকৃত স্বরূপবিচারে ব্রাহ্মণ চণ্ডাল নাই, ছোট বড় নাই, সকলেই স্বরূপতঃ ব্রাহ্মণ। কিন্তু অনাত্মদর্শনে প্রাকৃত জগতে ছোট বড় আছে, চিরকালই থাকিবে। জীবের কারাগারস্বরূপ এই ত্রিতাপপূর্ণ জগৎ হইতে ত্রিতাপকে দূরীভূত করিবার চেষ্টার স্থায় প্রাকৃত ভোগময়ী ধারণা রাখিয়া বর্ণবিধি উন্মূলন করাও তদ্রূপই বৃথা চেষ্টা মাত্র।

হরিতোষণমূলা বাহ্য ব্যতীত বর্ণাশ্রমবিধি পালনচেষ্টা যেরূপ আনুষঙ্গিক ভোগময়ী চেষ্টা মাত্র, তদ্রূপ হরিতোষণে অধিষ্ঠিত না হইয়া 'সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ'—এই শ্লোকের অন্বয়ব্যতিরেকমুখে উহার বস্তুতে অভিনিবিষ্ট হইবার জন্য পারমহংস্যধর্ম্মের কপটাভিনয় বা বৈষ্ণবর্ণাশ্রম বর্ণোন্মূলন কেবল উৎপাত মাত্র।

শুদ্ধবিষ্ণু আরাধনা দ্বারা পাপযোনিসম্ভূত জাতিগণের পরিশুদ্ধি। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—

কিরাতহূণান্ধ্রপুলিন্দপুক্কশা আভীরশুম্ভা যবনাঃ খসাদয়ঃ।
যেঽন্যে চ পাপা যদপাশ্রয়াশ্রয়াঃ শুধ্যন্তি তস্মৈ প্রভবিষ্ণবে নমঃ॥

কিন্তু যাহারা উচ্চবর্ণক্রবগণের সহিত সমাসন, সমান সম্মান, লাভ, পূজা প্রতিষ্ঠারূপ প্রাকৃত ভোগময়ী কামনার পরিতৃপ্তিকেই মুখ্য উদ্দেশ্য করিয়া গৌণভাবে—'অন্তঃশাক্তাঃ বহিঃশৈবাঃ সভায়াং বৈষ্ণবা মতাঃ' এই ন্যায়াবলম্বন করেন, তাহারা বিষ্ণু বা শুদ্ধবৈষ্ণব পদাশ্রয় করেন নাই, সুতরাং তাহাদের পরিশুদ্ধি হয় নাই।

শুদ্ধবৈষ্ণবগণই নিত্যকাল সর্ব্বোচ্চাসনে অধিষ্ঠিত। তাঁহারাই পারমার্থিক ব্রাহ্মণ। বৈষ্ণবতা অর্থাৎ বিষ্ণুর নিত্য উপাসনা প্রবৃত্তি ব্যতীত ব্রাহ্মণ্য—ব্রাহ্মণতা নহে, উহা ব্রাহ্মণক্রবের অব্রহ্মজ্ঞতাবিবর্দ্ধন বৃথা আস্ফালন মাত্র। বৈষ্ণবগণ জগতে দুই প্রকারে অধিষ্ঠিত—এক প্রকার একায়ন-শাখী, অন্য প্রকার বাজসনেয়াদিশাখী।

একায়নশাখিগণ—পরমহংস। তাঁহারা সন্ধ্যাধানাদি দশসংস্কারগ্রহণের কোনও আবশ্যকতা বোধ করেন না। সুতরাং বাহ্যিকভাবে তাঁহাদিগের উপনয়নাদি চিহ্ন না থাকিলেও তাঁহারা বাজসনেয়াদিশাখী ব্রাহ্মণের গুরু। শাস্ত্র ও আচার্য্যগণ বলেন যে, মূর্খতাবিবর্দ্ধন তাঁহাদিগকে 'অব্রাহ্মণ' মনে করা পরম অপরাধ। সনাতন গোস্বামী ও ঠাকুর নরোত্তম প্রভৃতি একায়নশাখী পরমহংস বৈষ্ণব।

বাজসনেয়াদিশাখী স্বগৃহ্যকথিত বিধানানুসারে দশবিধ সংস্কার গ্রহণ করিয়া হরিভজন করেন।

"স্বয়ং ব্রহ্মর্ষি নিক্ষিপ্তান্ আত্মনোঽভি যথাক্রমঃ।
বিনীতানথ পুত্রাদীন্ সংস্কৃত্য প্রতিবোধয়েৎ॥"
"যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভিব্যঞ্জকম্।
যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তত্তেনৈব বিনির্দ্দিশেৎ॥"

ইত্যাদি পঞ্চরাত্র ও পঞ্চরাত্র ভিন্ন ভাগবতবাক্যে অবশ্য পালনীয় নিদেশানুযায়ী বৈষ্ণব সদ্‌গুরুর নিকট উপনীত হইয়া উপনয়নাদি সংস্কার লাভ করিয়া "যাজন" অর্থাৎ শ্রীশালগ্রামার্চ্চনাদির অধিকার প্রাপ্ত হন। শ্রীরসিকানন্দ মুরারি, শ্রীশ্যাম বলদেববিদ্যাভূষণ, মদন ঠাকুর, কৃষ্ণদাস ঘোষ, ঠাকুর অভিরাম, নবনী ঘোষ প্রভৃতি বাজসনেয়াদি-শাখাবলম্বী বৈষ্ণব। শুক্ল যজুর্ব্বেদীয় বাজসনেয়াদি শব্দে সামবেদীয় কৌথুমী শাখা ঋগ্বেদীয় শৌনকাদির শাখা প্রভৃতি অন্তর্ভাব্য।

যাঁহারা ঐকান্তিকভাবে হরিভজন বা হরিভজনময় জীবনযাপন করিবেন, তাঁহারাই ঐরূপ পারমার্থিক ব্রাহ্মণতা লাভের অধিকারী। কিন্তু যাহাদের হরিভজন কেবল কথার কথা মাত্র, গৌণ-ব্যাপার অজ্ঞাত জাগতিক প্রবৃত্তিকেই যাহারা প্রমত্ত তাহারা যদি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র,

অন্যান্য ইত্যাদি বিচার পরিত্যাগ করিয়া সব একাকার হইয়া যাইতে ইচ্ছা করেন, উহার দ্বারা জগতের মঙ্গল না হইয়া উৎপাতই বৃদ্ধি পাইবে। তবে তাহাদের সঙ্গল্প মনে রাখা কর্ত্তব্য—

"চারি বর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে।
স্বকর্ম্ম করিতে সেই রৌরবে পড়িয়ে মজে॥"

ব্রাহ্মণাদিক্রমবর্ণ হইতে অন্ত্যজক্রম পর্য্যন্ত যদি প্রকৃত বৈষ্ণবের নিকট পঞ্চরাত্র ভাগবতাদি বর্ণিত হরিকথা শ্রবণে কর্ণ নিয়োগ করেন তবে তাহাদেরও ক্রমে অন্তঃ শূদ্রকল্প-স্বভাব এবং পাপযোনিজ দোষ বিদূরিত ও পরিশুদ্ধি লাভ করিয়া সর্ব্বশ্রেষ্ঠাধিকার পারমার্থিক ব্রাহ্মণতা এবং পরিশেষে পরমহংস স্বভাব লাভ হইতে পারে। সুতরাং সকলেরই হরিভজনের জন্য অবিলম্বে যত্নবান্ হওয়া কর্ত্তব্য।

অন্ত্যজক্রম যদিও বাহিরের সংস্কারাদি বিচারে উদাসীন তাহা হইলেও তাঁহার ব্রহ্মণ্য সন্তানের নিমন্ত্রণ প্রস্তাবিত উপনয়নাদি সংস্কারে অধিকার। "কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা বসুন্ধরা চ বলতিস্ক ধন্যা। নৃত্যন্তি স্বর্গে পিতরশ্চ তেষাং যেষাং কুলে বৈষ্ণবনামধেয়ঃ।" শ্লোক বিচার করিলে ব্রাহ্মণের পূর্ব্ব অসংস্কৃত মাতাপিতৃবর্গ পাপরহিত জানিতে হইবে। এবমেবঃ শব্দং যাতি যৌজগর্ভসমুদ্ভবম্, এই যাজ্ঞবল্ক্য-বচনে সংস্কারের অপেক্ষাতা তাঁহাতে দেখা যায় না। পাপ হইতেই অব্রাহ্মণকুলে জীবের জন্ম হয় এবং কুলোচিত ব্রহ্মজন্মতা লাভের অসম্ভাবনা। কিন্তু পিতা বৈষ্ণব-পরিচয় উল্লেখিত হইলে সত্ত্বগুণবিশিষ্ট ব্রাহ্মণতার অনন্তাবহেতু শৌক্র শরীরধারীর পাপপ্রশমনকারী সংস্কার লাভে যোগ্যতা হয়।

সেবাই-শোভা।

সেবাই শোভা—সেবাই রূপ। এ শোভা এ রূপ প্রাকৃত নহে। প্রাকৃতরূপে হেয়তা ও অবয়তা রহিয়াছে। প্রাকৃত-রূপ মানুষকে পশু হইতেও নিকৃষ্ট করিয়া তুলে। প্রাকৃত শোভায় মত্ত হইয়া জীব পতঙ্গের ন্যায় প্রদীপ্ত হুতাশনে ক্ষণিক ভোগের জন্য অবশেষে প্রাণ পর্য্যন্ত আহুতি দেয়। সেবকের রূপ-মাধুরীর জগতের কোনও বস্তুর সঙ্গে তুলনা হয় না। যিনি অপ্রাকৃত সেবা লাভ করিয়াছেন তিনিই সেবকের রূপ-শোভা দর্শন করিতে পারেন। প্রাকৃত নয়নে অপ্রাকৃত রূপ শোভা দেখিবার যোগ্যতা নাই। প্রাকৃতরূপে কামের দৃষ্টি গন্ধ বর্ত্তমান। অপ্রাকৃত সেবাই যেমন রূপ, তদ্রূপ উহারই হেয় প্রতিফলন স্বরূপ প্রাকৃতরূপ বা কাম। অপ্রাকৃতরূপে কলঙ্কতা নাই। অপ্রাকৃতরূপ বা সেবা সেবককে প্রাকৃতরূপ বা কামের ন্যায় কখনও ছলনা করে না। এই জন্যই ভাগবত গাহিয়াছেন,—'ত্যক্তাপাহুরতপসঃ সেবা-বৈকুণ্ঠবর্ত্মসু'—

"ন বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মঃ যতোভক্তিরধোক্ষজে।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥"

অপ্রাকৃত সেবা অহৈতুকী, অপ্রতিহতা, তাহা আত্মার স্বাভাবিকী বৃত্তি। সুরধুনী যেমন সাগরসঙ্গমের জন্য স্বাভাবিক ভাবেই ছুটিতে থাকে, কাহারও আদেশ বাধা প্রযোজিত বা বাধা পাইয়া প্রতিহত হয় না, তদ্রূপ সেবকও সেবার প্রতি তাঁহার নিত্য স্বাভাবিক আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া অনন্য পিপাসা লইয়া সেবা করিতে ছুটেন। এ সেবা ক্ষণিকের তরে নহে—এ সেবায় কখনও যবনিকা পড়ে নাই।

সেবকের প্রতি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ প্রতি চলন চালন প্রতি কার্য্য প্রতি চিন্তা সেবার সুখবিধানের জন্য। সেবক আত্মসুখদুঃখের বিচার করেন না। কৃষ্ণসুখ-হেতু তাঁহার সব ব্যবহার।

অপ্রাকৃতে সেবার উদাহরণ জগতে নাই, বিদ্যাসাগরের মাতৃসেবা, কাসাবিয়াঙ্কার পিতৃসেবা, সাবিত্রীর পতিসেবা, এমন কি লক্ষ্মী দেবীর নারায়ণ সেবার সহিত অপ্রাকৃত শুদ্ধ মাধুর্য্যময় সেবার তুলনা হয় না।

"সেবাই-শোভা বা রূপ"—বলি কেন? একমাত্র অপ্রাকৃত সেবকই এই কথার মর্ম্ম বুঝিবেন। সেবকের রূপ কৃষ্ণের ভোগ্য। স্বরাট্‌পুরুষ কৃষ্ণই একমাত্র বিষয়। আর সকলেই তাঁহার আশ্রয় ও ভোগ্যতত্ত্ব। ভোগ্য ভোক্তার অধীন। আশ্রয় বিষয়ের চির আশ্রিত। সুতরাং সেবকের রূপ-সম্পদ শ্রীকৃষ্ণেরই ভোগ্য। সেবক যখন

তাঁহার সম্বন্ধ দিয়া অপ্রাকৃত নবীন মদনের সেবা করেন, তখন তাঁহার সেবাকে শোভা বা রূপ না বলিয়া আর কি বলিব? সেবকের রূপের কাছে অমরাবতীর দেবতাগণের রূপ অতি তুচ্ছ। কারণ, সে রূপে ভোগের কামের পুতিগন্ধ বিরাজিত।

শ্রীনারায়ণ-সেবিকা কমলার একনাম 'শ্রী' বা 'শোভা'। আমার ব্রজজনানুগের রূপ অপ্রাকৃত রূপখনি মদনমোহনেরই ভোগ্য। গোপীদের যে রূপ তাহা গোপীনাথেরই সেবার জন্য।

এ দেহ দর্শনে স্পর্শে কৃষ্ণ সন্তোষণ।
এই লাগি করে অঙ্গের মার্জন ভূষণ॥
* * *
গোপীগণে করেন যবে কৃষ্ণ দরশন।
সুখবাঞ্ছা নাহি সুখ হয় কোটিগুণ॥
গোপিকা দর্শনে কৃষ্ণের যে আনন্দ হয়।
তাহা হইতে কোটিগুণ গোপী আস্বাদয়॥
তাঁ সবার নাহি নিজ সুখ অনুরোধ।
তথাপি বাড়য়ে সুখ পড়িল বিরোধ॥
এ বিরোধের একমাত্র দেখি সমাধান।
গোপিকার সুখে কৃষ্ণসুখ পর্য্যবসান॥
গোপিকা দর্শনে কৃষ্ণের বাড়ে প্রফুল্লতা।
সে মাধুর্য্য বাড়ে যার নাহিক সমতা॥
আমার দর্শনে,কৃষ্ণ পাইল এত সুখ।
এই সুখে গোপীর প্রফুল্ল অঙ্গ মুখ॥
গোপী শোভা দেখি কৃষ্ণের শোভা বাড়ে তত।
কৃষ্ণশোভা দেখি গোপীর শোভা বাড়ে তত॥
এইমত পরস্পর পড়ে হুড়াহুড়ি।
পরস্পর পড়ে কেহ বুঝ নাহি বুড়ি॥
কিন্তু কৃষ্ণের সুখ হয় গোপীরূপ গুণে:
তাঁর সুখে সুখবৃদ্ধি হয়ে গোপীগণে॥
অতএব সেই সুখ কৃষ্ণ-সুখ পোষে।
এই হেতু গোপীপ্রেমে নাহি কাম দোষে॥

চৈঃ চঃ আদি ৪র্থ

অতএব সেবকের সেব শুদ্ধ যে কেবল তাঁহারই রূপলাবণ্যের তাহা নহে। উহা দ্বারা সেব্যেরও রূপ-মাধুর্য্যের পুষ্টি, তুষ্টি হইয়া থাকে।

"গোপীপ্রেমে করে কৃষ্ণ মাধুর্য্যের পুষ্টি।
মাধুর্য্য বাড়ায় প্রেম হঞা মহা তুষ্টি॥"

চৈঃ চঃ আদি ৪র্থ

শ্রীরূপ উজ্জ্বলনীলমণিতে যে রূপের সংজ্ঞা দিয়াছেন তাহা এই—

অঙ্গান্তভূষিতাঙ্গেন কেনচিদ্ভূষণেন যা।
যেন ভূষিতবস্ত্যাতি তদ্রূপমিতি কথ্যতে॥

উঃ নীঃ উদ্দীপনলক্ষণম্ ১৪শ।

অভূষিত থাকিলেও যদ্দ্বারা অঙ্গসকলকে ভূষিতের ন্যায় শোভিমান্ দেখায় তাহাই রূপ। অঙ্গ সকল সুন্দররূপে ভূষিত হইলেই রূপ হয়। শ্রীরূপ-পাদ বিদগ্ধমাধবে যে রূপের উদাহরণ দিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায় যে, একদিন রাধানাথ বৃষভানুনন্দিনীকে বলিতেছেন, 'হে প্রিয়তমে, তুমি যে ললাটদেশে কস্তুরী দ্বারা তিলক রচনা করিয়াছ তাহা তোমার ললাটস্থ চূর্ণ কুন্তল দ্বারা সৌন্দর্য্য অর্থাৎ পণ্ডিতগণ যেমন গ্রন্থের কোন স্থানে অশুদ্ধ লিপি থাকিলে তাহাকে বলয়াকৃতি রেখাদ্বারা বেষ্টন করেন তদ্রূপ ব্যঞ্জিত হইল।

তোমার কর্ণার্পিত কুবলয় নয়নযুগলের দ্বারা, তোমার গলদেশ-লম্বিত হারের মনোহারিত্ব, তোমার হাস্যচন্দ্রিকায় তরঙ্গ দ্বারা পিষ্ট-পোষিত হইল।

ফলকথা এই যে সেবাই—রূপ। সেই সেবাবৃত্তি বা রূপ আত্মার স্বাভাবিক বৃত্তি। উহা বাহির হইতে যায় করিয়া বা যোগাড় করিয়া লইতে হয় না। যে কৃষ্ণ অখিল সৌন্দর্য্যের খনি—পরম রসের নিদান, তিনিও সেবকের রূপে অর্থাৎ সেবায়, প্রেমে মুগ্ধ। তাই শ্রীমতী রাধিকার রূপে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ পর্য্যন্ত আবদ্ধ। তাই রাধিকার অপর নাম—

"গোবিন্দানন্দিনী রাধা গোবিন্দমোহিনী।
গোবিন্দসর্ব্বস্ব সর্ব্বকান্তা-শিরোমণি॥
দেবী কহি দ্যোতমানা পরমাসুন্দরী।
কিবা কৃষ্ণপূজা ক্রীড়ার বসতি নগরী॥

কৃষ্ণময়ী কৃষ্ণ যা'র ভিতরে বাহিরে।
যাহা যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে॥
কিবা প্রেম রসময় কৃষ্ণের স্বরূপ।
তা'র শক্তি তা'র সঙ্গ হয় একরূপ॥
কৃষ্ণবাঞ্ছা পূর্ত্তিরূপ করে আরাধনে।
অতএব রাধিকা নাম পুরাণে বাখানে॥

• • •

সর্ব্ব সৌন্দর্য্য কান্তি সৈলয়ে যাঁহাতে।
সর্ব্বলক্ষ্মীগণের শোভা হয় যাঁহা হৈতে॥
জগৎ মোহন কৃষ্ণ তাঁহার মোহিনী।
অতএব সমস্তের পরা ঠাকুরাণী॥

চৈঃ চঃ আদি ৪র্থ।

তাই শ্রীমতী রাধিকার প্রতি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, প্রতি বেশবিন্যাস, প্রতি হাবভাব কৃষ্ণ সেবাময়। তাঁহার অঙ্গের ভূষণ, বসন সকলই কৃষ্ণ সেবার উপকরণ। তাঁহার কায়ব্যূহ, তাঁহার বিভিন্ন সখী সকলই কৃষ্ণ সেবায় নব নব ভাব চমৎকারিতা পরিপাটী, পরিপুষ্টি, মাধুর্য্য, সৌন্দর্য্য বাড়াইবার জন্য। এক কথায় সখিগণ বিগ্রহ, অধিষ্ঠাত্রী ভোক্তা ব্রজেন্দ্রনন্দনের স্বেচ্ছাময় নিরঙ্কুশ আনন্দই শ্রীমতীর রূপ ও তাঁহার রূপবিস্তার।

"প্রেমের স্বরূপ দেহ প্রেমের ভাবিত।
কৃষ্ণের প্রেয়সী শ্রেষ্ঠ জগতে বিদিত॥

• • •

সেই মহাভাব হয় চিন্তামণিসার।
কৃষ্ণবাঞ্ছা পূর্ণ করে এই কার্য্য তার॥
মহাভাব-চিন্তামণি রাধার স্বরূপ।
ললিতাদি সখী তাঁর কায়ব্যূহরূপ॥
রাধা প্রতি কৃষ্ণস্নেহ সুগন্ধি উদ্বর্ত্তন।
তাতে সুগন্ধি দেহ উজ্জ্বল বরণ॥
কারুণ্যামৃত ধারায় স্নান প্রথম।
তারুণ্যামৃত ধারায় স্নান মধ্যম॥
লাবণ্যামৃত ধারায় তদুপরি স্নান।
নিজ লজ্জা শ্যাম-পট্ট সাটী পরিধান॥
কৃষ্ণ অনুরাগো দ্বিতীয় অরুণ বসন।
প্রণয়মান কঞ্চুলিকায় বক্ষ আচ্ছাদন॥
সৌন্দর্য্য-কুঙ্কুম, সখী প্রণয় চন্দন।
স্মিতকান্তি কর্পূর, তিন অঙ্গে বিলেপন॥
কৃষ্ণের উজ্জ্বলরস মৃগমদ ভর।
সেই মৃগমদে চিত্রিত কলেবর॥
প্রচ্ছন্ন-মান বাম্য ধৈর্য্যলী-বিলাস।
ধীরাধীরাত্মক গুণ অঙ্গে পটবাস॥
রাগ-তাম্বূলরাগে অধর উজ্জ্বল।
প্রেমকৌটিল্য নেত্রযুগলে কজ্জল॥
সখীপ্রণয় হীরক ভাব কর্ণাদি ভূষায়।
এই সব ভাব ভূষণ সব অঙ্গে ভরি॥
কিলকিঞ্চিতাদি ভাব বিংশতি ভূষিত।
গুণশ্রেণী পুষ্পমালা সর্ব্বাঙ্গে পূরিত॥
সৌভাগ্য তিলক চারু ললাটে উজ্জ্বল।
প্রেমবৈচিত্ত্য রত্ন, হৃদয় তরল॥
মধ্যবয়স সখী স্কন্ধে করন্যাস।
কৃষ্ণলীলা মনোবৃত্তি সখী আশপাশ॥
নিশ্চাল সৌহৃদালয়ে গর্ব্ব পর্য্যঙ্ক।
তাতে বসি আছে সদা চিন্তে কৃষ্ণ সঙ্গ॥
কৃষ্ণনাম গুণ যশ অবতংস কাণে।
কৃষ্ণনাম গুণ যশ প্রবাহ বচনে॥
কৃষ্ণকে করায় সোমরস মধুপান;
নিরন্তর পূর্ণ করে কৃষ্ণের সর্ব্বকাম॥
কৃষ্ণের বিশুদ্ধ প্রেম রত্নের আকর।
অনুপম গুণ-গণ পূর্ণ কলেবর॥

• • •

যাঁহার সৌভাগ্য গুণ বাঞ্ছে সত্যভামা।
যাঁর ঠাঞি কলাবিলাস শিখে ব্রজরামা॥
যাঁর সৌন্দর্য্যাদি গুণ বাঞ্ছে লক্ষ্মী পার্ব্বতী।
যাঁর পতিব্রতা ধর্ম্ম বাঞ্ছে অরুন্ধতী॥
যাঁর সদ্‌গুণ গণনের কৃষ্ণ না পায় পার।
তাঁর গুণ গণিবে কেমনে জীব ছার॥

চৈঃ চঃ মধ্য ৮ম।

সেবকের সবই শোভাময়। যমুনাতট, কালিন্দী, কেলিকদম্ব, গোধন, বেত্র, বেণু, বিষাণ—ইহারা এত সুন্দর কেন? সেবাই ইহাদের সৌন্দর্য্যের কারণ। ইহারা অজ্ঞাতসারে সেবক হইলেও সেবাই ইহাদিগকে শোভিত করিয়াছে। ইহারা শাস্তরসের সেবক। আবার চন্দ্রক পত্রক, চিত্রক, বকুল—ইহাদের শোভা এত অপরূপ কেন? আবার বলি সেবাই ইহার কারণ। ইহারা দাস্যরসের সেবক। শ্রীদাম, সুদাম, দাম, বসুদাম প্রভৃতির সখ্যরসের সেবা-মাধুরী বৈকুণ্ঠের ঐশ্বর্য্যকেও তুচ্ছ করিয়াছে কেন? শুধু বিশ্রম্ভসেবাই ইহার কারণ। নন্দ যশোমতির এত স্নেহ শোভা কোথা হইতে আসিল? সেবাই একমাত্র ইহার কারণ। গোপীগণের কথা আর কি বলিব! সে কথা বলিবার ভাষা নাই। উদ্ধব পর্য্যন্ত যাঁহাদের শোভা পরাকাষ্ঠা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া বলেন—

"আসামহো চরণরেণু-জুষামহং স্যাং
বৃন্দাবনে কিমপি গুল্মলতৌষধীনাং।
যা দুস্ত্যজং স্বজনমার্য্য-পথঞ্চ হিত্বা
ভেজুর্মুকুন্দপদবীং শ্রুতিভির্বিমৃগ্যাম্॥

ভঃ নীঃ কৃষ্ণবল্লভা প্রকরণ। ১৮।

আমি শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী গোপললনাগণের চরণ-রেণু-সেবী বৃন্দাবনের গুল্মলতা প্রভৃতি ঔষধী মধ্যেও যেন কোন একটী হইতে পারি। অহো! গোপরামাগণের কথা আর কি বলিব! ইহারা দুস্ত্যজ স্বজন এমন কি আর্য্য-ধর্ম্ম জলাঞ্জলি দিয়া শ্রুতিবিমৃগ্যা মুকুন্দপদবীর সেবায় মজিয়াছেন।

সেবকের এত শোভায় এত রূপের বিষয় কে? একমাত্র অপ্রাকৃত মদনমোহন। মধুমতী বাসন্তী যৌবনী, বদন, বিকচ,—সেবার এত উপকরণ, সেবকের নিকট ইহারাও যদি সেব্যেরই সেবা না হইল তবে সব জলল অনল-সদৃশ।

"মম মরণমেব মরমতিবিতথ কেতনা।
কিমিহ বিতরামি বিরচানলবচেতনা॥
যামহহ বিধুরয়তি মধুর মধু যামিনী।
কাপি হরিমনুভবতি কৃত সুকৃত কামিনী॥
অহহ কলয়ামি বলয়াদি বলয়াদি মণিভূষণম্।
হরি হরিতর মনল মনলেন বহু দূষণম্॥
কুসুম-সুকুমার-তনুমতনুশরলীলয়া।
বলতি হৃদি বলি ন মামতিবিষমশীলয়া॥"

শ্রীগীতগোবিন্দ দশমসর্গ।

অধিকারী ব্যক্তি লীলাগুহ্যের কথামৃত আস্বাদন করিয়াও এই কথার তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিবেন। অনধিকারী ব্যক্তির এসব কথায় অধিকার নাই। অনর্থ থাকিতে, দ্বিতীয় অভিনিবেশ থাকিতে জীব কখনও সেবার শোভা উপলব্ধি করিতে পারেন না। অনর্থ-যুক্ত জীব প্রাকৃত-জ্ঞানে অপরাধমলিন-চিত্তে সেবার কথা, রূপের কথা বুঝিতে যাইয়া প্রাকৃত সহজিয়া হইয়া পড়েন—অপ্রাকৃত সহজরূপ মাধুরী বুঝিতে পারেন না। তাই বলি সাবধান!!

সেবাই যে রূপ, সেবাই যে শোভা তাহা দেখাইবার জন্য শ্রীগৌরসুন্দর বৃষভানুনন্দিনীর ভাবকান্তি লইয়া মূর্ত্তিমান্ সেবাবিগ্রহরূপে লোক-লোচনের সম্মুখে আসিয়া ছিলেন। কিন্তু হায়, প্রাকৃতভোগোন্মুখী চিত্তের দ্বারা তাঁহাকে বুঝিতে যাইয়া কেহ কেহ তাঁহার অনর্পিতচর উন্নত-উজ্জ্বল-রসময়-বিগ্রহের রূপ মহাবদান্যতা গ্রহণ করিতে পারিলেন না; তাঁহাকেই "নাগর" সাজাইয়া কৃষ্ণের সেবার পরিবর্ত্তে কৃষ্ণে ভোগবুদ্ধি করিয়া বসিলেন। কেহ বা প্রাকৃত সহজিয়া হইয়া অপ্রাকৃত সেবা মাধুরী হইতে বঞ্চিত হইলেন। তাই বলি, শ্রীরূপের পাদপদ্ম আশ্রয় ভিন্ন কাহারও সেবায় অধিকার নাই। শ্রীরূপই সেবা দানের একমাত্র অধিকারী। অনর্পিতচর প্রেমপ্রদাতা শ্রীগৌর-সুন্দরের অভীষ্টের প্রচারক শ্রীরূপ ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে যে সেবারূপ অপ্রাকৃত স্পর্শমণিসমূহ নিহিত করিয়া রাখিয়াছেন, শ্রীরূপের অনুগত না হইলে তাহা কিরূপে মিলিবে? শ্রীরূপ ব্যতীত উজ্জ্বলনীলমণির প্রভা আর কে-ই বা দেখাইবেন? শ্রীরূপ গোবিন্দসেবায় আচার্য্য। আবার রূপপ্রিয় মহাজন শ্রীজীবপাদের চরণাশ্রয় ব্যতীত শ্রীরূপের গোবিন্দ-সেবার অপ্রাকৃতত্ব ক্ষুদ্র জীব বুঝিতে পারেন না। প্রাকৃত সহজিয়াকুল নিজদিগকে শ্রীরূপানুগ

অভিমান করিয়া শ্রীজীবের বিচার ও তত্ত্বের প্রতি শৈথিল্য প্রদর্শন করাতে শ্রীজীবের চরণে যে অপরাধ করিয়াছেন সেই অপরাধযুক্ত চিত্ত লইয়া শ্রীরূপের সেবার কথা বলা যায় না।

'কবে আমাদের সেই শুভদিনের উদয় হইবে, যে দিন আমরা নিষ্কপটে শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের ভাষায় বলিতে পারিব—

শ্রীরূপ মঞ্জরী পদ, সেই মোর সম্পদ,
সেই মোর ভজন পূজন।
সেই মোর প্রাণধন, সেই মোর আভরণ,
সেই মোর জীবনের জীবন॥
সেই মোর রসনিধি, সেই মোর বাঞ্ছা সিদ্ধি,
সেই মোর বেদের ধরম।
সেই ব্রত সেই তপ, সেই মোর মন্ত্র জপ,
সেই মোর ধরম করম॥
অনুকূল হবে যিনি, সে পদে হইবে সিদ্ধি,
নিরখিব এ দুই নয়নে।
সে রূপ মাধুরী রাশি, প্রাণ কুবলয় শশী,
প্রফুল্লিত হবে নিশিদিনে॥
তুয়া অদর্শন অহি, গরলে জারল দেহি,
চিরদিন তাপিত জীবন।
হাহা প্রভু কর দয়া, দেহ মোরে পদছায়া,
এ অধম লইল শরণ॥

• • • •

শুনিয়াছি সাধুমুখে বলে সর্ব্বজন।
শ্রীরূপকৃপায় মিলে যুগলচরণ॥
হাহা প্রভু সনাতন গৌরপরিবার।
নবে যিনি বাঞ্ছা পূর্ণ করহ আমার॥
শ্রীরূপের কৃপা যেন আমা প্রতি হয়।
সে পথ আশ্রয় যা'র সেই মহাশয়॥
শ্রীরূপিতদাস কবে সঙ্গে লঞা যাবে।
শ্রীরূপের পাদপদ্মে মোরে সমর্পিবে॥

হেন কি হইবে মোর নয়নযুগলে।
অনুগত এ অধমে করিবে শাসনে॥

———

বিচার কা'র কর?

বিচার কা'র কর? ও গা, তুমি বিচার কা'র কর? তোমার কতটুকু বুদ্ধি, কতটুকু জ্ঞান? কতটুকুর সংবাদ তুমি রাখ? কতটুকু মাপের, কি মাপকাটি লইয়া, তুমি কোন্ অসীমকে মাপিয়া, তোমার মনের মত করিয়া লইতে চাহ? তা' কি কখন হয়। যেটা তোমার মনের মত, সেটা তোমার বুদ্ধির মাপসই, সেইটাই কি সম্পূর্ণ? তুমি তাহাকে সম্পূর্ণ মনে করিয়া, সন্তুষ্ট থাকিতে পার; তুমি তাহাকেই যথেষ্ট ভাবিয়া, বক্ষে ধরিয়া, স্বর্গের স্বপ্ন দেখ, তাহাকে হারাইলেই সর্ব্বনাশ হইল মনে করিয়া হাহাকার কর; কিন্তু, তা' বলিয়া তাহাই কি সকলের আকাঙ্ক্ষিত, সকলের মনের মত সম্পূর্ণ বস্তু? তুমি বা আমি, গৃহমেধী বা 'নিয়মধর্ম্ম' পূর্ণে বদ্ধকক্ষ; আমাদের মন পূর্ণেই পড়িয়া আছে; ধর্ম-কর্ম কিছু করিতে হইলে তাহাকে ধরিয়াই আমরা করিতে পারি; সেইরূপ পাত্রই ভালবাসি, শ্রেষ্ঠ ভাবি। তাই, তাহা হইতে স্বতন্ত্র কিছু দেখিলেই, সেটা আমাদের মনের মত নহে বলিয়া, আমরা শিহরিয়া উঠি; তাহা লইয়া মনোদুঃখে মস্ত বিচার আরম্ভ করি! ভাবি না,—কে আমি, কতটুকু বুদ্ধি আমার, কি লইয়া বিচার করিতেছি। হরি! হরি! হরি! ধন্য বিশ্বমায়া!

অযুক্ত ব্যক্তি পিতা মাতা স্ত্রী পুত্রকে কাঁদাইয়া গৃহত্যাগ করিলেন; কতকজন করিতে কতকজনের শরণ লইলেন! সংবাদ শুনিয়া, কিম্বা, সাক্ষাতে কাহাকেও এইরূপ আচরণ করিতে দেখিয়া, মোর মায়াবশতায় তুমি, মাথায় ধিক্ দিয়া বেদাইয়াই, আপনাদের প্রকৃতি পরিজন-সঙ্গ-সুখটাই মনে আনিয়া, অমনি "এ'টা বড় অন্যায়!" বলিয়া ফেলিলে। বড় দয়ালুতা বা পরদুঃখ-কাতরতা দেখাইয়া বলিলে,—"আহা, দেখ দেখি, কি

অন্যায়! যুবতী রমণীকে তা'র এমন কচি সবেদে কাঁদিয়ে, কি কর্‌লে সে লোকটা? এই কি ধর্ম্ম? যে শাস্ত্রে এ ধর্ম্মের উপদেশ আছে' সেটা কি শাস্ত্র না অস্ত্র?" মনে আসিল, বলিয়া ফেলিলে; কিন্তু, একবার ভাবিলে কি, তাহাকে কি বলিতেছ? কি দিয়া কাহার বিচার করিতেছ? একটা কথা মনে পড়িল; গল্প নহে, সত্য কথা। তথিয়ায় একটি সাধু ছিলেন। একদিন কয়েকটি সাধু তাঁহাকে দেখিতে আসিলেন; তাঁহারা সাধুর জন্য কয়েকটি উপাদেয় মিষ্টান্ন আনিয়াছিলেন। সে গুলি দেখিয়াই সমবেত জনমণ্ডলীর অনেকেরই লোলুপ লক্‌ লক্‌ করিতেছিল। সাধুকে দান করিয়া সে গুলি দেওয়া হইল। আমরা মনে করিলাম সাধু বড় খুসী হইয়া তাহা এখনি ভোজন করিবেন। কিন্তু, তা' কোথায়? ও মা,—সাধু সেগুলি লইয়া হাসিতে হাসিতে, একটি একটি করিয়া, চিলের মত ছুঁড়িয়া, সম্মুখের জলাশয়ে ফেলিতে লাগিলেন! শেষ রহিল একটি; বোধ হইল, এ'টি নিশ্চয়ই তিনি রসনা দেবীকে উপহার দিবেন। কিন্তু, ক্ষণ পরেই দেখিলাম,—অদূরে একটি কাঙাল বালক, যে হাঁ করিয়া সেই মিষ্টান্ন গুলিতে লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিল, তাহাকেই ডাকিয়া তিনি সেটি দিলেন। সে প্রাপ্তিমাত্রই মহানন্দে তাহাতে কামড় লাগাইল!

এইবার বল ত, হায় অন্যায়ের বিচারক তুমি,—সাধু সেই উপাদেয় মিষ্টান্নগুলির প্রতি বড় অন্যায় ব্যবহার করিলেন, নয়? আর ঐ মিষ্টান্ন রসলোলুপ বালকটী ঐ শেষ মিষ্টান্নটির বড় ন্যায়সঙ্গত সদ্‌গতি সাধন করিলেন, না? ঐ বালক, এবং অন্যান্য কেহ কেহও বোধ হয় তোমার মত তখন মনে করিতেছিলেন—সাধুটা কি অদ্ভুত! এমন জিনিষগুলো জলে দিল! আরে ছ্যা! এই অপচয় করাটা কি ভাল হ'লো?

বিচারক, ভাই,—দেখেছ কি তুমি—
পর্ব্বতপ্রাকার ভাঙ্গি মত্ত তরঙ্গিণী,
যায় সাগরের পানে যবে উন্মাদিনী;
ব্যাকুল অথবা প্রাণী দারুণ তৃষ্ণায়,
প্রান্তর হইতে যবে জলাশয়ে যায়?
থাকে কি তখন লক্ষ্য কোন দিকে তা'র?
ভাঙ্গে কূল, মরে পড়ে কত কীট ছার!
দোষ দিবে তা'র তুমি? কেবা শক্তিমান,
প্রাণের সে আকর্ষণ কে করিবে আন!

মহাভক্তিমতী, মহাবৈরাগ্যবতী শ্রীকয়মেতি বাইএর কথা শুনিয়াছ? দাক্ষিণাত্যের খড়েলা নামক গ্রামের পরমবৈষ্ণব রাজপুরোহিত পরমভাগ্যবান্‌। তাঁহার পরম-সুন্দরী বিদুষী কন্যা কয়মেতি। রূপযৌবনে পূর্ণিমার শশীর মত মনোহর। স্বামীও হইয়াছিল সর্ব্বাঙ্গসুন্দর। কিন্তু, হইলে কি হইবে? শৈশব হইতেই কয়মেতি কৃষ্ণে মনঃপ্রাণ সঁপিয়াছেন। কৃষ্ণচিন্তাতেই বিভোর হইয়া আছেন। তাঁহার আর কোনও দিকেই লক্ষ্য নাই। নবীন যুবক স্বামী, তাঁহার পদ্মিনীসম নবীনা পত্নীর নবপ্রস্ফুটিত যৌবনকমলের মকরন্দলোভে লালায়িত; আর যোগমগ্না যুবতী তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব শ্রীকৃষ্ণে সঁপিয়া দিয়া, এক বিন্দু সেই পাদপদ্মমধুর জন্য একান্ত পিপাসিতা। যুবকের ধ্যেয়, যুবকের প্রেয়ঃ সেই যুবতীর রূপ; যুবতীর ধ্যেয় যুবতীর প্রেয়ঃ সেই সর্ব্বার্থসম্পন্নয়; শ্রীপাদপদ্ম। সুতরাং সে স্বামীর সহবাসে, সেই সংসারে, সেই কৃষ্ণমতি সতী, সেই কৃষ্ণপাগলিনী যুবতী কয়মেতি আর কেমনে থাকিবে? দারুণ পিপাসা; প্রয়োজন,—স্নিগ্ধবারি; কিন্তু, হায় এ যে কাষয়বি-কর-তপ্ত কঠোর মরুভূমি। সুতরাং কয়মেতি আর তথায় এক পল থাকিতে পারিলেন না। প্রাণ-প্রিয়তম কৃষ্ণের জন্য প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল; তিনি ঘোর রজনীতে, কন্যার অট্টালিকা হইতে লাফাইয়া পড়িয়া পলায়ন করিলেন। হা কৃষ্ণ! হা কৃষ্ণ! বলিয়া উর্দ্ধশ্বাসে শ্রীবৃন্দাবন অভিমুখে ছুটিলেন। (ক্রমশঃ)

কবি কৃষ্ণামৃত।

লক্ষ্মী ও তুলসী।

লক্ষ্মী ব'সে লক্ষ্মী ব'সে
বলে—তুলসি!

জগতের সকল আধার যত
আমি তুলসী।
আদর ক'রে আপন ব'লে
বক্ষে রাখেন তাই।
তোমায় দেখে কিন্তু, আমার
হিংসে বড় তাই।
যা'র তরে যোগ করে যোগী
কল্প-কোটি কাল।
শৌচ ভুলে যার শৌচ করে
শিব জটা জাল।
পে'য়ে অন্ত অন্তকে যার
সদা-লীন নাগ।
পিতে তারে প্রেত আত্মার
দৈত্য মহাভাগ।
পে'য়ে বসেছ সকল দিয়ে
তুমি সে চরণ দু'টি।
কমলবুকে শ্রমরা মত
মজেছ মধু লুটি।
পোড়া কপাল। বক্ষে উঠি,
কি সুখ পাই আমি?
পা'য়ে পড়ি তুলসি, ভাই,
সাধ মোর থামী।
তোমার পাশে একটু খানি
দাও গো মোরে ঠাঁই।
জগৎ জুড়ায় যে চরণে
সেই খানে লুটাই।
তুলসী বলে—"লক্ষ্মী ভাই,
ছঃখ কেন কর?
তোমার ভাগ্যি ভে'বে দেখলে
আমা হ'তেও বড়।
ভক্ত পদ রজে তুমি
নিত্য কর স্নান।
তোমার পাশেই তৃণপদ
আমলাধান।
আপনা হ'তেও ভক্তকে যান
যে'ছেন যোদের নাথ।
শোচে ভক্তপদ সেই
নিত্য তোমার সাথ।
তোমার আবার অভাব কি ভাই?
ভক্ত-পদ-রজে!
ধ'রে তুলিও প্রভুর পদ
প্রলয়সিন্ধুজলে।
লক্ষ্মী আমি, তখন যেন
যাই না ভে'সে, দে'খো।
দাসীর দাসী আমি মোরে
এই চরণে রে'খো।"
কহে 'কৃষ্ণামৃত' জাগো,
কৃষ্ণায় কাটে বৃদ্ধ।
যে গো, সদামৃত ওই
মোরে একটুক্।

কবি কৃষ্ণামৃত।

শ্রীপুরুষোত্তম মঠের

উৎসবের আয়ব্যয় তালিকা।

আয়ের তালিকা

১৩৩১ সাল চৈতন্যাব্দ ৪৩৮।

সংগৃহীত (ক তালিকা)	১১০০৲
" খ তালিকা	৮২৯৲
সুদ বা	৮৭৲/২৪
প্রণামী	৪৭৫/১৫
গতবৎসরের তহবিল	১২/২৪
	২০৭৮৲/০

ব্যয়ের তালিকা।

দৈনন্দিন দেবাদি	৫৬৵
মহাপ্রসাদাদি	৫৮৬/১৫
পার্ব্বণাদি	৪৬৯৵
গৃহ শুল্ক, টাক্স ও মেরামতাদি	৩২০৬/১০
বিবিধ	১১৮৵৫
ডাকমহুল	১০১/১০
মোট খরচ	২০৬৯৵০
বন্ধুক তহবিল	১০৬/০
	২০৭৬৬/০

শ্রীগিরিজানাথ দেবশর্ম্মা মুখোপাধ্যায়।
শ্রীমতুলচন্দ্র দেবশর্ম্মা বন্দ্যোপাধ্যায়।
শ্রীহরিপদ বিদ্যারত্ন।
শ্রীবৃন্দবিহারী বিদ্যাভূষণ।
শ্রীরাধাগোপাল বিদ্যাভূষণ।
শ্রীবিশ্ব বৈষ্ণব রাজ সভার সম্পাদকগণ।

সংগৃহীত (ক তালিকা)।

শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ	৩৯৭/১০
কাশি, বালিঘাই বেলঘর প্রভৃতিস্থান মেদিনীপুর।	
শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ	৩৪৫৵
বালেশ্বর, রাজপুর প্রভৃতি স্থান	
শ্রীপাদ হরিপদ ভট্টাচার্য্য	
কটক প্রভৃতি স্থান	
শ্রীযুক্ত ভবানীচরণ পাহাড়ী চিরলিয়া	৮০৵
শ্রীপাদ হরিদাস ব্রহ্মচারী	৬৮৵/১০
বালেশ্বর ও তদ্ভক	
শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ	২৫৵
শ্রীযুক্ত অন্নদাকৃত দাসাধিকারী ভক্তিসাগর	২৫৵
	১১০৩/০

সংগৃহীত (খ তালিকা)।

৫০৵ হিঃ ৪ জন ২০০৵ টাকা

শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র রায় ভক্তিরত্ন, ভক্তিমধুকর মদন মোহন দাসাধিকারীর মাতা, রাধানাথ দাসাধিকারী, শ্রীমতী রাধারাণী দেবী।

৩০৵ হিঃ ২ জন ৬০৵

মহান্ত মহারাজ এযার মঠ, শ্রীযুক্ত অতীন্দ্রিয় দাসাধিকারী ভক্তিতমাকর।

২৫৵ হিঃ ২ জন ৫০৵

পুটিয়ার রাণী মহোদয়া হেমন্তকুমারী দেবী, শ্রীযুক্ত পঞ্চানন ৮ত্ত।

রাধাবল্লভ দাসাধিকারীর মাতা ১৯৵

১৫৵ হিঃ ৪ জন ৬০৵

মহান্ত মহারাজ বাঘবদাস মঠ, ডাঃ শিবপ্রসাদ চাটার্জ্জীর মাতা, শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর দাসাধিকারী, সূর্য্যকুমার সরকার।

বিজয়কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় ১২৵

১০৵ হিঃ ১৫ জন ১৫০৵

শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পদ্মমুখী দাসী জমিদার, মহান্ত মহারাজ দক্ষিণপার্শ্ব মঠ, ঐ উত্তর পার্শ্ব মঠ অধিষ্ঠাতৃবৃন্দ দাসাধিকারীর স্ত্রী, সরোজবাসিনী দেবী, কুসুমকুমারী দেবী, মথুরা সুন্দরী দেবী, কাদম্বিনীসুন্দরী দেবী হাজ, নেড়ি চাটার্জ্জী, অধোক্ষজ দাসাধিকারী, সৌদামিনী ঘোষ, His Highness the Maharaja of Ranpur, কাদিনী সুন্দরী দেবী, পুটিয়ার রাণী-মহোদয়ার কাছারী বাবু।

৬৵ হিঃ ৩ জন ১৮৵

শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র নাথ দাস, রামলভাস অধিকারী, শ্যামাসুন্দরী দাসী।

৫৵ টাকা হিসাবে ২৩ জন ১১৫৵

রাজা বাহাদুর জগন্নাথ জেমামনী পুরী, প্রবোধচন্দ্র মিত্র, শুকপ্রসাদ দত্ত, মহান্ত মহারাজ বড় উড়িয়া মঠ, হরিমোহন লাহা, আলোক বাবুর মাতা, বিনোদবিহারী দাসাধিকারী, সুরবালা দেবী, রাধানাথ দাসাধিকারীর ভগ্নি, ননীর মাতা, গোপালচন্দ্র মাঝি, উপেন্দ্রবালা রাণী, হরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী, ঘটিরাজ দাসাধিকারী, উমাপদ মিশ্র, কুসুমকান্ত ভৌমিক, রাণী মহোদয়া উত্তরপাড়া, রাধারাণী দেবী, ত্রৈলোকানাথ

রায়, সতীশচন্দ্র বসু অধিকারের স্ত্রী, কৃষ্ণদয়িনী দাসী, গোবিন্দমোহিনী দাসী, যোগেন্দ্রলাল চৌধুরী।

৪৲ টাকা হিসাবে ৩জন ১২৲

শ্রীযুত অম্বিকাপ্রসাদ বসু, গোবিন্দ দাসী, প্রমোদিনী দাসী

৩৲ টাকা হিসাবে ৬জন ১৮৲

সৌদামিনী দেবী, কৃষ্ণদাস অধিকারী, কৃপেন্দ্রনারায়ণ রায়, জগন্নাথপ্রসাদ মিত্র, পেস্কার রঙ্গপুরকোর্ট, হরেকৃষ্ণ মহান্তি, যাদিনী দাসী।

২৲ টাকা হিসাবে ৩০ জন ৬০৲

ক্ষেত্রমোহন মহান্তি, মহন্তমহারাজ লক্ষ্মীভদ্র মঠ সিংহদ্বার, গিরিজাপ্রসন্ন বসুমল্লিক, মহান্ত মহারাজ ত্রিবেণী মঠ, নলিনীনাথ ভট্টাচার্য্য, মহান্ত মহারাজ পাঙ্গাবী মঠ, মহাজন নীলাম্বি সাউ, ভোলাময়ী দেবী, রায় সাহেব রাধাগ্রাম মহান্তি, গোপীচন্দ্র মল্লিক, যদুনাথপ্রসাদ মাড়োয়ারী, সুরেন্দ্রনাথ দাস, করুণাকর ব্রহ্মচারী, গোপীনাথ সাউ, ঝিনু গোয়ালিনী, যতনের পিসিমা, ব্রজগোপাল ভট্টোপাধ্যায়, রায় বাহাদুর রাজকিশোর দাস, অঘোরকামিনী দেবী, মহন্ত মহারাজ বামভী মঠ। কুসুমিনী দেবী, কানাইলাল সিংহ, নটবর গোস্বামী, দীনবন্ধু মহান্তি, ভাগবতচন্দ্র, মাণিকলাল পাল, অম্বিকাপ্রসাদ দে, রামপদ বায়, বিশু দেবী, গজেন্দ্রনাথ দে, দামোদর রায়।

১৲ টাকা হিসাবে ৫৮জন ৫৮৲

সুরেনকুমার সুর, বিনয়কুমার সাঙ্গাল, যোগেন্দ্রনাথ নন্দী, বিধুভূষণ পাল্লী, কৃষ্ণমোহন পট্টনায়ক, ইন্দুভূষণ দাস, যোগেন্দ্রচন্দ্র মিত্র, সতীশচন্দ্র গুহ ঠাকুরতার মাতা, সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ, সতীশচন্দ্র পাল চৌধুরী, উপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মহান্ত মহারাজ রাধাদয়িত মঠ, মিঃ দয়ানিধি দাস, ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট পুরী, লক্ষ্মীনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র সরকার, কালীনাথ চক্রবর্ত্তী, প্রকাশচন্দ্র তর্কবত্ন, শৈলেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী, মহান্ত মহারাজ কলিঙ্গিলক মঠ, ইন্দুভূষণ গঙ্গোপাধ্যায়, কালীনাথ মিত্র, লোকনাথ মিত্র, মিনু মিত্র, তারাপদ রায়, রাধারাণী দেবী, মহান্ত মহারাজ কৌশল্যাগোপাল মঠ, তীর্থনাথ সাহা, দ্বিজপদ সাহা, নরেশচন্দ্র নাগ চৌধুরী, সতীশচন্দ্র লাহিড়ী, স্বর্ণময়ী দাসী, অম্বিকাচরণ দাসাধিকারী, বিনোদবিহারী ঘোষের মাতা, নগেন্দ্রনাথ কাশী, যদুনাথ ঘোষের স্ত্রী, গোষ্ঠগোপের স্ত্রী, কুসুমকুমারী দেবী, নিত্যকুল মঠ, সমাধি মঠ, অক্ষয়কুমার চক্রবর্ত্তী, প্রফুল্লকুমার মুখোপাধ্যায়, শ্যামসুন্দরী দাসী, পাণ্ডব ঘোষ, কৃষ্ণদাস অধিকারী, গিরিজা শঙ্কর ভট্টাচার্য্য, মোহিনী দেবী, সৌদামিনী দেবী, যদুনাথ ঘোষের স্ত্রী, গোষ্ঠগোপের স্ত্রী, পরাই গোয়ালা, নিখিল কুমার বসু, গুপ্ত এণ্ড কোম্পানী, জ্ঞানেন্দ্রনাথ বসু, গঙ্গাপ্রসাদ ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার পুরী, কুসুমকুমার রায়, অতুলচন্দ্র মিত্র, রবিমোহন দে।

প্রশ্নোত্তর স্তম্ভ।

পরম ভক্তিভাজন, "মহাভাগবত"

শ্রীশ্রীপাদ গৌড়ীয়সম্পাদকমহোদয়ভক্তিভাজনেষু—

শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবপাদপদ্মে অসংখ্য দণ্ডবৎ প্রণামপূর্ব্বক নিবেদন এই—অনেক দিন হইতে আমরা শুনিয়া আসিতেছি যে, পূর্ব্ববঙ্গের কেতমারী বৈষ্ণব বৈষ্ণবী ও কপড়ের ব্যবসায়ী কতক পাঠকগণের গুরু ফরিদপুর জেলাস্তর্গত মনোহর-বাজার পোঃ আঃ অধীন কাঁপাডোবা গ্রাম নিবাসী কতক স্বনামধন্য কৃষ্ণকান্ত নিয়োগী মহাশয়ের বাটীতে তদীয় বার্ষিক নিত্য মহোৎসবে, যথেষ্ট ভোজন হইয়া থাকে, এজন্য নিয়োগী মহাশয়ের শিষ্যানুশিষ্যগণ উহাকে "দীনমহোৎসব" নামে অভিহিত করিয়াছেন। আমরা শ্রীধাম নবদ্বীপস্থ শ্রীশ্রীমায়াপুর এবং শ্রীধাম বৃন্দাবনবাসী শুদ্ধবৈষ্ণবগণের নিকট শুনিয়া আসিতেছি যে, মহোৎসবে সমাগত ভক্তবৃন্দকে শ্রীবিষ্ণুনৈবেদ্য অর্থাৎ শ্রীশ্রীভগবৎপ্রসাদই প্রদত্ত হইয়া থাকে। যেহেতু অন্যের দ্রব্যের দ্বারা শ্রীবিষ্ণুনৈবেদ্য হইতে পারে না, এজন্য বিশেষ কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া কোলাদেওয়া গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত রজনী নাথ দাস ও শ্রীযুক্ত গোলোকনাথ দাস মহাশয়দ্বয় গত ১৩৪৩৩১ তারিখে উক্ত দীনমহোৎসব দর্শন করিবার জন্য উল্লিখিত নিয়োগী মহাশয়ের ভবনে গিয়াছিলেন। মহোৎসবে

বহুসংখ্যক নর-নারীর সমাগম হইয়াছিল। তন্মধ্যে স্ত্রী-লোকের একমাত্র জাতি ব্রাহ্মণগণের উপরই মহোৎসবে সমাগত সকল শ্রেণীর হিন্দুগণের পরিবেশনের ভার ছিল। ঐ সমাগত ব্যক্তিবৃন্দের ভোজনান্তে সকলেরই উচ্ছিষ্ট পাত্রের নিকট প্রচুর পরিমাণে মাছের কাঁটা এবং প্রত্যেকের হাতে "শ্রীশ্রীকাঁশাড়োগোপের কন্যাপ্রকরণের দিবসী মহোৎসবে "উপহার" নামক এক এক খানি ছাপান বিল দেখিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য যে এই মহোৎসবে অন্যান্য দ্রব্য ভোজন করিয়া কিন্তু বেশ নিবাপদে অসমর্থ ব্যক্তিগণের মনে বড়ই আনন্দ হইয়াছে, এজন্য আমরা অত্র পত্রের সহিত কাঁশাড়োগ মহোৎসবে বিতরিত এক খণ্ড "উপহার" পাঠাইলাম। কৃপাপূর্ব্বক আপনার গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের মুখপত্র বিশ্ববিখ্যাত শ্রীগৌড়ীয়পত্রিকায় এ দীনের ক্ষুদ্র পত্রখানি ও উপহারের লিখিত প্রশ্নোত্তরগুলির শাস্ত্রীয় প্রমাণাদির সহিত বিস্তৃত মীমাংসা প্রকাশ করিয়া অনুগৃহীত করিবেন। এতদিন আপনারা শ্রীশ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা ও শ্রীশ্রীবসুধাপ্রভুর জন্ম মহোৎসবে ব্যস্ত ছিলেন বলিয়া এই ক্ষুদ্র পত্রখানি ও উপহার খানি পাঠাইতে পারি নাই। কৃপাপূর্ব্বক যত শীঘ্র পারেন শ্রী পত্রে উহার বিস্তৃত সমালোচনা প্রকাশ করিবেন। শ্রীশ্রীচরণে নিবেদন মিতি। ২৭।১১৩২।

বিনীত নিবেদক—শ্রীরাসবিহারী দাস।

গ্রাম কোদালধোরা পোঃ বাকাল বরিশাল।

কাঁশাড়োগের দিবসী মহোৎসবে

উপহার।

প্রঃ—আচ্ছা, মাছ দিয়ে কি মহোৎসব হয়?

উঃ—সাংকীর্ত্তনিক সুকৃতির মানবেরা মহোৎসবে মাছ দিয়ে ভোগ দেওয়া চলে না বটে, কিন্তু সুস্থ সুকৃতিসম্পন্ন অন্যান্য সাধকবর্গের মহোৎসবে মাছের একান্তই প্রয়োজন। যাদের নিয়ে তাঁর মহোৎসব, তাদের যথেচ্ছ আহার বিহারের যোগাড় করিয়া দিয়া কৃতার্থ হওয়া। আমার মতে বাঙ্গালীর মহোৎসবে মাছ চাই।

প্রঃ—মাছ খাওয়া কি ভাল?

উঃ—যে খাবে তার পক্ষে শাস্ত্রের ব্যবস্থা, যথালাভ-মশ্নীয়াৎ অর্থাৎ যারা জুটবে তারাই খাইবে। ইহাই ত্রিগুণাতীত শুদ্ধ ভজনের পক্ষে সমীচীন আহার ব্যবস্থা; সাত্ত্বিক আহারও ইহাই।

প্রঃ—কিন্তু আহারানুরূপ বিহার থাকা চাই। সুতরাং মাছ নিষেধ করা কি উচিত নয়?

উঃ—উচিত নয় কে বলিল? কোন কোন শাস্ত্র অন্ত পবিত্রতা রক্ষণ তাহাতে মানসিক চাঞ্চল্য ঘটায়। কিন্তু বহুসংখ্য বাঙ্গালীর পক্ষে সে শ্রেণীর শাস্ত্র নহে। সেই নিমিত্ত ও পাশ্চাত্যের আহার বিহারের দিকে তাকাও, তারপর বল তোমার এই যে বিহার বিষয়ে ব্যতিক্রম, ইহা মহৎ প্রয়োজনেই ঘটিতেছে মনে করিয়া, মহৎ ত্যাগ করা সঙ্গত? না, ব্যতিক্রম দুই চারি জন শরীর পক্ষে মহৎ অন্য প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যভাবে তাহা নিত্য গ্রহণ করা উচিত? তার পর, যে স্বাস্থ্য রক্ষার্থে মৎস্য ব্যবহার করিবে, সে ইষ্ট দেবতাকে নিবেদন অবশ্যই করিবে। অনিবেদ্য ন ভোক্তব্যং মৎস্যং মাংসাদিকঞ্চ যৎ। মৎস্য মাংসাদি যাহাই হউক নিবেদন না করিয়া খাইবে না। অন্যথা তদ্ভক্ষণে তদ্ভক্ষ্য ভক্ষণের প্রায়শ্চিত্ত।

যে যে প্রকারে যে যাহাকে ভক্ষণ করে সে সেই ভাবেই সে বস্তু নিবেদন করিবে।

প্রঃ—বৈষ্ণব সাধকের পক্ষে মৎস্যাহার নিষিদ্ধ।

উঃ—বটে? তাই বুঝি ভাগবত বলেন,

সদ্য শুদ্ধ্যেদপি মুক্তাত্মা নাশ্নন্তি বলিমিষ্বৎ?

অর্থাৎ মুক্তাত্মা ব্যক্তি সদ্য শুদ্ধি পাইয়াও অমিষ বৎ; মলিন খাদ্যের ব্যবহারে মলিনত্ব প্রাপ্ত হয়না।

প্রঃ—নিরামিষ ব্যবস্থাও তো শাস্ত্রে আছে।

উঃ—হাঁ; কিন্তু সে সব স্থলে দেশের মীমাংসা,

আমিষং বিষয়াঃ তদভিলাষরাহিত্যং নিরামিষং।

অর্থাৎ আমিষ শব্দের অর্থ বিষয় সকল; তাহাতে অভিলাষ না থাকার নাম নিরামিষ।

ইত্যাদি সংহিতায় মৎস্যাদির তক্ষণ ব্যবস্থা দেখিলে, মৎস্য বর্জ্জন অপেক্ষা নিত্য বর্জ্জনই নিরামিষ ব্যবস্থার অধিকতর সমীচীন মীমাংসা মনে হয়।

প্রঃ—মহাপ্রভু যা কৃষ্ণ তো খাইতেন না।

উঃ—"অন্তা চরাচর-গ্রহণাৎ" যিনি চরাচর গ্রহণ করেন, তিনিই সত্তা থাকুক। তিনি না খান কি? পুরাণাদির পরিস্ফুট প্রমাণ চাও তো অন্য সময় এসো। এখন, এ মহোৎসবে

নির্ধনো নিরহঙ্কারঃ স্বভাবেন সুখংচর।

নিজের কিছু না রাখিয়া, আমি ছাড়িয়া নিজ নিজ ভাবে সুখে বিচরণ কর।

উত্তর

মূর্খলোকের মনগড়া মত বা চার্ব্বাকপ্রতিম ভোগপ্রবণ ব্যক্তিগণের পৈশাচিক প্রলাপ লইয়া আলোচনা করিতে শ্রীরূপানুগ-ধর্ম্মপ্রচারক 'গৌড়ীয়' অত্যন্ত ঘৃণা বোধ করেন। কারণ 'শ্রীগৌড়ীয়' শ্রীল রূপপাদের বাণী অবগত আছেন—

যদবধি মম চেতঃ কৃষ্ণপাদারবিন্দে
নবনবরসধাম্নুদ্যতং রন্তুমাসীৎ।
তদবধি বত নারীসঙ্গমে স্মর্যমাণে
ভবতি মুখ বিকারঃ সুষ্ঠুনিষ্ঠীবনঞ্চ।

ভঃ রঃ সিঃ ৮ঃ ৫৪।৩৭

যাঁহাদের চিত্ত কৃষ্ণপাদপদ্মের নবনব রসপানে মত্ত তাঁহাদের ইন্দ্রিয়তর্পণের প্রতি থুৎকার উপস্থিত হয়। তাই ভক্তরাজ প্রহ্লাদ বলিয়াছেন—

"ঔপস্থ্য জৈহ্ব্যং বহুমন্যমানঃ
কথং বিরজ্যেত দুরন্ত-মোহঃ।

যাহারা উপস্থ ও জিহ্বার বেগকে দমন করিতে অসমর্থ হইয়া উহাদিগকে বহুমাননা করিতেছেন তাহারা কি প্রকারে দুরন্ত-মোহের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবেন।

আমরা আপনার প্রেরিত কাগজখানির শাস্ত্রযুক্তিমূলে সমালোচনার জন্য বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের বহু বহু লোক কর্ত্তৃক পুনঃ পুনঃ অনুরুদ্ধ হইয়াও ঐ সকল কথা নিতান্ত বালভাষিত ও মূর্খোচিত জ্ঞানে উহার সমালোচনা হইতে বিরত রহিয়াছিলাম। কিন্তু পাশ্চাত্যশিক্ষিত মূর্খ লোকের কথায় দ্বারা অনেক কোমলশ্রদ্ধ বালিশ জনের চিত্তবৃত্তি অসৎ পথে ধাবিত হইতে পারে মনে করিয়া আপনার অনুরোধ রক্ষা করিতে বাধ্য হইলাম। আমরা আমাদের মনগড়া কথা বলিয়া মূর্খতাকে প্রশ্রয় দিতে চাহি না। আপনারা বোধ হয় অনেকেই এই প্রলাপটি শুনিয়া থাকিবেন,—"পাগলে কি না বলে। ছাগলে না খায় কি?" সুতরাং ভোগী ব্যক্তিগণের প্রলাপবাক্য হইতে দূরে থাকিয়া আমরা শাস্ত্রের কয়েকটি কথা বলিতে চাই। আমরা জানি সনাতনধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিমাত্রেই শ্রীগীতা ও শ্রীমদ্ভাগবতের প্রমাণ শিরোধার্য্য করেন। শ্রীগীতায় ভগবান্ বলেন—

যাতযামং গতরসং পূতিপর্য্যুষিতঞ্চ যৎ।
উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়ম্।

এই ভগবদ্ বাক্যের দ্বারা স্পষ্টই প্রমাণিত হইতেছে যে মদ্য মৎস্যাদি অমেধ্য তামসলোকের প্রিয়। কিন্তু যাঁহারা সাত্ত্বিক প্রকৃতি ব্রাহ্মণ বা শুদ্ধসত্ত্ব প্রকৃতি বৈষ্ণব তাঁহাদের মুখে ভগবান শ্রীহরির নাম সর্ব্বদা উচ্চারণমানে। সুতরাং যে জিহ্বায় সর্ব্বদা নামরূপী শ্রীহরি বিরাজমান আছেন সেই স্থানকে পৈশাচিক প্রকৃতি তামসিক ব্যক্তি ব্যতীত অপর কেহই অমেধ্যময় পঃঃ-প্রণালীতে পরিণত করিতে পারেন না।

ভোগিব্যক্তির "যথেচ্ছ আহার বিহারের যোগাড় করিয়া দিয়া কৃতার্থ হওয়া" মহোৎসব নহে। উহা উদর ও উপস্থলম্পট ব্যক্তিগণের পিশাচোচিত ইন্দ্রিয়তর্পণ। "যথেচ্ছ আহার বিহারের যোগাড় করিয়া দিয়া কৃতার্থ হওয়াই" যদি প্রকৃতপক্ষে জীবের "কর্ত্তব্য" হয়, তাহা হইলে ঐ সকল ব্যক্তিদের মতে বাসকীয় শাস নয় কোন প্রয়োজন থাকে না এবং ঐ সকল ব্যক্তিদের স্ত্রী, পুত্র, গৃহ, ধন প্রভৃতি, লম্পট, তস্কর, দস্যু প্রভৃতির হস্ত হইতে রক্ষা করাও কোন আবশ্যক বলিয়া বিবেচিত হয় না।

পত্রখানার সর্ব্বোপরি শ্রীশ্রীচিন্তামণি জগদ্ধি' কথাটা

দেখিয়া একটু বুদ্ধিমান ব্যক্তিমাত্রেরই ঐ সকল ব্যক্তির প্রকৃতি বুঝিতে বাকী থাকে না। মহাদেব তাহাকেই লক্ষ্য করিয়া "নীলকণ্ঠ" নাম ধারণ করিতে বলিয়াছিলেন বলিয়া কি প্রাকৃত জীবের আর কেহ উহার অনুকরণ করিতে পারিয়াছেন? 'চিন্তামণি' বিল্বমঙ্গলের শুভ বুদ্ধির উদয় করাইয়াছিলেন। তাই বিল্বমঙ্গল চিন্তামণিকে শিক্ষা-গুরুপদে বরণ করিলেন। কই, চিন্তামণি ত' শিক্ষণ-ভট্টের (বিল্বমঙ্গলের পূর্ব্বাশ্রমের নাম) কাছে—আমার নিকাহের প্রস্তুত দিলেন না? যদি তিনি দিতেন তাহা হইলে আজ বিল্বমঙ্গল কই 'বিল্বমঙ্গল' হইতেন না। আর চিন্তামণিও 'বিল্বমঙ্গলের' গুরুপদে অভিষিক্ত হইতে পারিতেন না।

"যাহা ছুটিবে তাহাই খাইবে"—যদি এই বিচার হয় তবে ত' আমাদের মৃৎভক্ষণাদি অপেক্ষা সজ্জন বনজাত শাকপত্র মূলাদি ত' সহজপ্রাপ্য।

অপর ব্রহ্মা যে সিংহ ও পারাবতের তুলনামূলক উদাহরণ দিয়া থাকেন তাহা পশুর সম্বন্ধে প্রযোজ্য। সিংহ ও পারাবত উভয়ই ইতর জীব। যাহার কৃষ্ণভজন নাই সে ব্যক্তি সিংহের মত পাশবিক বলশালী বা পারিমিত —মৈথুনই হউক অথবা পারাবতের ন্যায় ক্ষুদ্র বলশালী সতত মৈথুনপ্রিয়ই হউক—একই কথা। উভয় সম্পর্কে পশুরাজ সিংহ বাহিরের দিকে কিয়ৎপরিমাণে প্রকৃতির নিয়মগত বিধান অনুযায়ী উপভোগাদি পরিত্যাগ করিলেও বহির্বিষয়ে অষ্টাঙ্গ মৈথুনের কোন না কোন একটী সতত করিয়া থাকে। শ্রীল রূপগোস্বামীপ্রভু উপদেশামৃতের প্রথম শ্লোকে বলিয়াছেন যে যাঁহারা ভগবদ্ভক্ত তাঁহারা গোস্বামী। তাঁহাদের বাক্যবেগ, মনোবেগ, ক্রোধবেগ, জিহ্বাবেগ, উদর ও উপস্থবেগসিনা আয়াসেই জিত হইয়াছে।

ভগবদ্ভক্তগণ জানেন, শুদ্ধ হরিতোষণই নিত্য কৃষ্ণদাস জীবের স্বার্থ। যাহাদের হরিভজন নাই তাহারা পশু-রাজের ন্যায় হিংস্র পশু থাকিয়া 'চামড়ার থলীর' মার্জ্জন ভূষণ বা খাদ্য যতই রক্ষা করুক না কেন উহার দ্বারা তাহারা অধঃপতিত্বে গমন করিবে।

"স্বয়ংনিঃ পরমাংসেন যো বর্দ্ধয়িতুমিচ্ছতি।
ন তস্য ভবোঽস্ত্যন্যাত্পুণ্যাত্।। মনু ৫।৫২

যে ব্যক্তি পরশরীরের মাংসের দ্বারা নিজ শরীরের মাংসকে বর্দ্ধন করিতে ইচ্ছা করে—তাহা হইতে পাপকারী আর কেহ নাই।

যজ্ঞে মাংস দ্বারা পূর্ত্তিনী, পঙ্কুনি, শৃগাল, কুক্কুর প্রভৃতি ইতর জন্তুর অন্তর্ভুক্ত হয়। ঐরূপ পশুচিত্ত পৈশাচিক মহোৎসবের দ্বারা "জীবের পরিপাটিসেবার" কথা কোন সজ্ঞান বলেন না।

"যেষ্বেনবধিদোহসন্তঃ তন্ত্রাঃ দদতিমানিনঃ।
পশূন্ ক্রতুষ্বি বিপ্রর্ষিঃ প্রেত্য খাদন্তি তে চ তান্।।"
বিসস্তঃ পশবস্তেষু আত্মানং হরিমীশ্বরম্।
মৃতকে সাধুবক্তেষিন্ বধঞ্চেহঃ পতন্ত্যধঃ।।

—ভাঃ ১১।৫।১৪-১৫

মাংস ভক্ষয়িতামুত্র যস্য মাংসমিহাম্যহম্।
এতন্মাংসস্য মাংসত্বং প্রবদন্তি মনীষিণঃ।। মনু ৫।৫৫

অর্থাৎ যেসকল ব্যক্তি বেদের নিবৃত্তিরূপ উচ্চিষ্ট বিষয়ের তাৎপর্য্য জানে না অথচ যাহারা মূর্খতাহেতু অবিনীত, 'কামরঃ সাধু' এই প্রকার অভিমান বিশিষ্ট ও পাপিষ্ঠ তাহারা নিঃশঙ্ক হইয়া পশুহত্যা করে এবং পশুরা পরলোকে ঐ সকল ঘাতকদিগকেই ভক্ষণ করিয়া থাকে। যাহারা পুত্রাদির সহিত এই দেহে বদ্ধ-স্নেহ হইয়া পর শরীরস্থ জীবগণের প্রতি দ্বেষযুক্ত হয় তাহারা পরমাত্মা ঈশ্বর হরির প্রতি দ্বেষাচরণ করে এবং অধঃপতিত হয়। ইহলোকে আমি যাহার মাংস ভক্ষণ করিতেছি পরকালে আমাকে সে ভক্ষণ করিবে। পণ্ডিতেরা মাংস শব্দের এইরূপ নিরুক্তি করিয়া থাকেন। "মাং" অর্থাৎ আমাকে, "সঃ" অর্থাৎ সে (ভোক্তা করিবে)। সুতরাং যজ্ঞে মাংস দ্বারা যে পৈশাচিক মহোৎসব হয় তাহার দ্বারা মনুষ্যের সেবা (?) করার পরিবর্ত্তে ঐ মহোৎসবে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণকে যজ্ঞে ছাগ, কচ্ছপ, কবুতর, হংস প্রভৃতি ইতরজন্তুর ভবিষ্যৎ মহোৎসবের খাদ্যরূপে যোগাড় করিয়া রাখা হয়।

আর্য্য শব্দের অর্থ যদি 'বিষয়' ও তাহাতে অভিনাষ

না থাকায় নাম 'নিরাধিষ' হয়, তাহা হইলে স্বপ-ঘর্ষাদি পঞ্চবিধ প্রারব্ধকারী যথেচ্ছ [illegible] নিষাদের পক্ষপাতী কিম্বা, উদয় ও উদয় সম্পাদনকে কি নিরাধিষ-শী সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত করা যাইতে পারে?

ষড়্‌গোস্বামী গোস্বামী গৌড়ীয় মহাপ্রভু ও কৃষ্ণের কথা নৈতিক সদাচারী ব্যক্তিগণ এমন কি প্রথিত-নামা লোকশিক্ষকগণ পর্য্যন্ত বুঝিতে পারেন না। আর যাঁহারা অতি সামান্য প্রাপঞ্চিক সদাচার পর্য্যন্ত স্বীকার করেন না, এইরূপ উদয়, উদয়ের দাসগণ কি করিয়া মহাপ্রভুর কথা, কৃষ্ণের কথা বুঝিতে পারিবেন?

শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তাঁহার অনুগত কিছবগণ 'যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ' প্রভৃতি চার্ব্বাক মতবাদিগণকে নিতান্ত অশাস্ত্রজ্ঞ, অস্পৃশ্য অসৎসঙ্গ জ্ঞানে পরিত্যাগ করিতে আদেশ করিয়াছেন, এমন কি যদি দৈবাৎ ঐ সকল-ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ হয় তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ সচেল গঙ্গাস্নানের ব্যবস্থা শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

রাগ-রহস্য।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

যাঁহারা জড়-রাগকে খর্ব্ব করিতে ইচ্ছুক তাঁহাদিগের উচিত, যত্নপূর্ব্বক কাল-সর্প-জ্ঞানে সকাম উপাসনার ভাবকে হৃদয় হইতে অপসারিত করা। যেমন দেবমন্দিরে প্রবেশ করিতে হইলে অগ্রেই দেহের অপবিত্রতা-কালনের বিধি প্রচলিত আছে, সেইরূপ জড়-রাগকে বৈকুণ্ঠাভিমুখী করিতে হইলে সকাম উপাসনার ভাবকে বিসর্জ্জন দিতে এবং কর্ত্তব্যবুদ্ধি প্রণোদিত হইয়া নিষ্কামভাবে (অর্থাৎ কৃতজ্ঞতা সহকারে) সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বরের উপাসনায় প্রবৃত্ত হইতে হইবে। কর্ত্তব্যবুদ্ধি হইতে বিষের আদর ও অবিধির পরিত্যাগ—এই দুইটি বিচার উদিত হয়। পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাজনগণ পরমেশ্বরের ভজন করিবার জন্য যে সকল পদ্ধতি বিচার দ্বারা সংস্থাপন করিয়া শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহাদেরই নাম বিধি। কর্ত্তব্য-বুদ্ধিই সাধন হইতে শাস্ত্রের শাসন ও বিধির আদর হইয়া উঠে। বিধিপূর্ব্বক সাধন করিতে করিতে অনর্থ-রাশি পরিত্যক্ত হয় ও অনর্থোপশমে 'রাগ' নির্ব্বিচারে ও অবাধে বৈকুণ্ঠাভিমুখে নিরন্তর ধাবিত হইতে থাকে। যাবৎ না বৈকুণ্ঠরাগের উদয় হয়, তাবৎকাল পর্য্যন্ত বৈধমার্গ আচরণীয়।

জড়-রাগের আবির্ভাবকালে যেমন প্রপঞ্চাতীত বা বৈকুণ্ঠবিষয়ে রাগ থাকে না, বৈকুণ্ঠরাগোদয়ে তদ্রূপ প্রপঞ্চ বিষয়ে রাগ থাকে না। বৈকুণ্ঠরাগকালে প্রপঞ্চ বিষয়ে রাগোত্তর্পি দেহ-দেহাবশেষ উদ্দেশ্যটী পর্য্যন্ত সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্ত্তিত হয়। জড়-রাগ-কালে ইন্দ্রিয় দ্বারে বাহ্য সুখ সম্ভোগের জন্য দেহ রক্ষার আবশ্যকতা থাকে; কিন্তু বৈকুণ্ঠ বস্তুর প্রতি রাগোদয়ে কেবল ভগবৎ-প্রীতিসাধনের জন্য দেহযাত্রা নির্ব্বাহ করিবার প্রয়োজনীয়তা থাকে ও আবশ্যক মত প্রপঞ্চস্বীকার ঘটে। এই হীরক জড় বিষয় সকল বৈকুণ্ঠরাগকালে বৈকুণ্ঠভাবাপন্ন হয় ও সমস্ত রাগই অপ্রাকৃত হইয়া পড়ে। জড়রাগের অভাবে জড়-পদার্থের প্রতি শ্রদ্ধা অবশ্যই খর্ব্বতর ও অনাসক্তভাবে প্রপঞ্চস্বীকার বিষয়ের প্রতি একপ্রকার অশ্রদ্ধা স্বভাবতঃ লক্ষিত হয়। সুতরাং ভক্তদিগের ব্যবহারে জড়-রাগের অবস্থান লেশমাত্র সম্ভবপর নহে। যেমন অজ্ঞতানিবন্ধন মূঢ় ব্যক্তিগণ শুক্তিকে চূণ বা খড়িগোলা মনে করিলেও সিদ্ধ ব্যক্তিগণ তাহাকে ভূষাতিরিক্ত পদার্থ মনে করেন না, সেইরূপ ভক্তদিগের আবশ্যক মত প্রপঞ্চ স্বীকারকে ভক্তগণ জড়-কার্য্য মনে করিলেও ভক্তসমাজ তাহাকে অপ্রাকৃত বা বৈকুণ্ঠরাগের বিলাস বলিয়া জানেন।

জ্ঞান সম্বন্ধজ্ঞানপূর্ব্বিকা। যদি কোন ব্যক্তিকে দেখিবা মাত্র সম্বন্ধজ্ঞান আসিয়া না উঠে, তাহা হইলে দ্রষ্টার চিত্তে রাগ সেই অপরিচিত ব্যক্তির প্রতি ধাবিত হয় না। কিয়ৎক্ষণ পরে কথোপকথন হইতে যদি সেই ব্যক্তির সহ কোনরূপ সম্বন্ধজ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া যায়, তবে রাগ কাল বিলম্ব না করিয়া আসিয়া উঠে ও দ্রষ্টাকে তাহার সেবায় নিযুক্ত করে। অতএব সিদ্ধান্তিত হইতেছে, যে যেখানে রাগ সুপ্ত থাকে সেখানে সম্বন্ধজ্ঞানের অভাব এবং সেখানে

রাগ জাগ্রত ও ক্রিয়াশীল সেখানে সম্বন্ধজ্ঞানের সঞ্চার। রাগের প্রাথমিক পরিচয়ের নাম শ্রদ্ধা। সেই শ্রদ্ধা ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া রুচি, আসক্তি, প্রেম, ভাব ও মহাভাবরূপে পরিণত হয়। অনিত্য জাগতিক সম্বন্ধ জ্ঞানকে অবলম্বন করা হেতু ও স্বার্থপরতা রূপ হেয় ভাব সংযুক্ত থাকায়, জড়রাগ কুণ্ঠাদোষ-যুক্ত সম্বন্ধ প্রেমের আস্বাদ পর্য্যন্ত বাধা করিতে সমর্থ। শাস্ত্রে এই জড় প্রেমকে 'কাম' নামে অভিহিত করা হইয়াছে। বিমল ভগবৎপ্রীতি উদ্দেশক বৈকুণ্ঠরাগ অপ্রাকৃত বা নিত্যসম্বন্ধ-নিষ্ঠ সম্বন্ধযুক্ত এবং তজ্জন্য তাহা নিত্যকাল স্থায়ী, হেয়তাবাধশূন্য প্রাপ্ত হইবার যোগ্য। প্রকৃত-পক্ষে এই বৈকুণ্ঠ প্রেমই প্রেমপদ বাচ্য।

কি সত্য কি অসত্য সকল শ্রেণীর মানব সমাজে ভগবানের অস্তিত্ব কিংবা পরিমাণে স্বীকৃত হইয়া থাকে। নাস্তিক সকলে ভগবানের অস্তিত্ব স্বীকার হেতু কেহ স্বার্থহানির ভয়ে, কেহ লাভের আশায়, কেহ প্রতিষ্ঠার জন্য, কেহ কর্ত্তব্যবুদ্ধি প্রণোদিত হইয়া এবং কেহ ভগবৎ-প্রীতির জন্য রাগপূর্ব্বক ঈশ্বরোপাসনায় প্রবৃত্ত। যাহারা ভয়ে বা নানারূপ আশাযুক্ত হইয়া ভজনে নিযুক্ত, তাহারা সকাম উপাসক—পূর্ব্বোক্ত জড়রাগের বশীভূত। যে সকল ব্যক্তি জড়রাগকে নিষিদ্ধ করিবার জন্য কর্ত্তব্যবুদ্ধি সহকারে সাধনরত তাহারা জড়-রাগ ও বৈকুণ্ঠরাগের মধ্যবর্ত্তী স্থানে বা উট-দেশে অবস্থিত ও নিষ্কামোপাসক। যে সমস্ত মানব ভগবানের প্রীতি সাধনের জন্য নিজ সুখনিরপেক্ষ, তাহারা বৈকুণ্ঠরাগযুক্ত ও নির্গুণোপাসক। দধিতে দুগ্ধের মিষ্টতা বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বেও অম্লগুণযুক্ত হওয়ায় দুগ্ধগত মিষ্টতা যেমন স্পষ্টভাবে আস্বাদনযোগ্য হয় না, বৈকুণ্ঠরাগের প্রকারভেদরূপ জড়রাগের সত্তায় তদ্রূপ বৈকুণ্ঠরাগনিষ্ঠ ভগবজ্জ্ঞান, সর্ষপে তৈলের ন্যায়, অপ্রকাশভাবে বর্ত্তমান থাকে। সর্ষপকে পেষণ করিলে যেমন তাহা হইতে তৈল নির্গত হয়, সংসারাবর্ত্তের ঘূর্ণনে শিষ্ট ও ক্লিষ্ট জড়-রাগগ্রস্ত অজ্ঞ জীবসমূহও তদ্বৎ নিজ নিজ সাম্বন্ধের অজ্ঞতা ও ঈশ্বরের কর্ত্তৃত্বাভাবত্ব অতি অল্প পরিমাণে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয়। পরতত্ত্বের কৃপাদাক্ষিণ্যে যখন শিষ্ট হয়, তখনই উপাসনায় তাঁর তত্ত্বই বিস্তার লাভ করেন। পরে যখন তাঁহারা সংসারে আরও অধিক শিষ্ট হইতে থাকেন ও ঘনরাগের নাশ অবলোকন করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হন, তখন জাগতিক পদার্থের হেয়তা ও নশ্বরতা তাঁহাদিগের দৃষ্টিপথে পতিত হয় ও নিত্যবস্তুর অনুসন্ধান করিতে করিতে তাঁহারা ভগবদ্বস্তুর কথঞ্চিৎ সন্ধান পাইয়া থাকেন। এই কালে তাঁহারা নিষ্কামোপাসনামূলক বৈধ বা সাধক জীবন লাভ করেন। অতঃপর সাধকাবস্থা অতিক্রমপূর্ব্বক বৈকুণ্ঠরাগ উদিত হইলে ভগবানের অজ, কায়িরূপ ব্রহ্ম বা জড়ভাবপরিশূন্য চিন্মাত্রতত্ত্ব, ঐশ্বর্য্যপর পরেশ নারায়ণস্বরূপ এবং শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তি পর পর ভাবে রাগের দৃঢ়ত্ব ক্রমে তাঁহাদিগের দর্শনের বিষয় হয়। "কৃষ্ণে ভগবত্তা-জ্ঞান সর্ব্বত্রের সার" এই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতোক্তি হইতে জানা যাইতেছে যে জ্ঞান শক্তির সর্ব্বোচ্চবিকাশ কৃষ্ণিকায় শ্রীকৃষ্ণে রতি উৎপন্ন হয়। রাগের তারতম্যানুসারে সেই শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তিই আবার দাস্য, সখ্য, বৎসল ও মধুর রসের পাত্রস্বরূপে অনুভূত হইয়া থাকেন। মধুর রসই সর্ব্বাপেক্ষা লোভনীয় বস্তু। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিবার ভয় লজ্জা ও ভয় সঙ্কোচাভাবে পরিত্যক্ত। শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী এই রসের প্রধানা নেত্রিকা। তাঁহার আনুগত্য হইয়া ও তাঁহারই আনুগত্যে শ্রীকৃষ্ণের সেবা না করিলে মধুর রসের কিঞ্চিন্মাত্রও আস্বাদন করা যায় না। সুতরাং নিষ্পন্ন হইতেছে যে, রাগ ধীরে ধীরে নিষ্ঠা-হের স্বরূপ পরিত্যাগ করিয়া বৈকুণ্ঠ রাগরূপে প্রকটিত হয়। বালুকা হইতে যেমন তৈল নির্গত হয় না, তদ্রূপ রাগের সত্তায় যদি ভগবজ্জ্ঞান নিহিত না থাকিত তাহা হইলে কেহ কখনই কোনমতেও তাহার উপলব্ধি করিতে পারিত না। অতএব সিদ্ধান্তিত হইতেছে যে ভগবজ্জ্ঞান স্ফুট বা অস্ফুটভাবে প্রত্যেক জীবের হৃদয়ে বর্ত্তমান থাকে ও জড়রাগযুক্ত অজ্ঞ ব্যক্তি-সকল সহসা তাহা উপলব্ধি করিতে পারে না। স্বার্থ-পরতার দুর্গন্ধ যেমন যেমন হৃদয়ে হইতে অপসারিত হয়, ভগবজ্জ্ঞানও সেই পরিমাণে স্বয়ং প্রকাশাবস্থা লাভ করে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গো জয়তঃ।

শ্রীচৈতন্য-গৌড়ীয় মঠ হইতে শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের স্বরচিত ও সঙ্কলিত গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হইয়াছে।

শ্রীগৌড়ীয় মঠের সমস্ত নিয়মাবলী পত্র ব্যবহার করিলে জানিতে পারিবেন।

গৌড়ীয়

তৃতীয় বর্ষ | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার ১৬ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৩২, ৩০শে মে ১৯২৫ | ৪০শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ।

বেদান্তের অকৃত্রিম ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবতের বিচারপ্রণালী জগতের যাবতীয় দার্শনিকগণের চিন্তাস্রোত ও কল্পনাপাটব-দোষযুক্ত দর্শনকে অতিক্রম করিয়া এক পরম রমণীয় চমৎকারেই দিব্যজ্ঞানের আলোক জগতে বিতরণ করিতে বসিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতের বিচারে শুদ্ধচিত্তোদিতপর জন ব্যতীত সকলেই—মৎসর। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন, যাঁহারা ধর্ম, অর্থ, কাম এমনকি মোক্ষের জন্যও ব্যস্ত তাঁহারা পর্য্যন্ত কৈতবযুক্ত—মৎসর। একমাত্র হরিসেবা-তৎপর সাধুগণই—নিষ্মৎসর।

মৎসর ব্যক্তিগণ অপরের অভ্যুদয় সহ্য করিতে পারেন না। জগতে দুই শ্রেণীর মৎসর ব্যক্তি দেখিতে পাওয়া যায়। এক শ্রেণীর আচরণ নিতান্ত নির্ব্বোধ ইন্দ্রিয় পরায়ণ পশু বা নিষ্ঠুর অসুর রাক্ষসাদির তুল্য। এই শ্রেণীর ব্যক্তিগণ মনে করেন—'আমিই একমাত্র জগতের কর্ত্তা ভোক্তা, বিধাতা আর সকলেই আমার অধীন, আমারই আজ্ঞাবাহক, আমারই করুণা কটাক্ষের পাত্র।' যেমনই কোনও ব্যক্তি একটু বড় হইয়াছেন, অমনি তিনি তাঁহার সব চেষ্টা লইয়া উহাকে দমন করিতে অগ্রসর। রাবণাদি অসুরকুল এই শ্রেণীর। পশ্বাদি ইতর জন্তুতেও এইরূপ বৃত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। ভাগবতগণ জানেন তাঁহাদের মৎসর হওয়া উচিত নহে।

যাঁহারা ঘোষ দেশের ইতিহাস আলোচনা করিয়াছেন তাঁহারা অবগত আছেন যে প্রাচীনকালে রোমদেশে পেট্রিসিয়ন্স্ এবং প্লিবিয়ান্স্ নামে দুইটী বিভিন্ন শ্রেণীর জাতি ছিলেন। পেট্রিসিয়নগণ মনে করিতেন আমরাই সমাজের উচ্চাসনে, উচ্চপদমর্য্যাদায় থাকিয়া যাবতীয় শ্রেষ্ঠ অধিকার ও সুযোগ সুবিধা ভোগ করিব আর প্লেবিয়ানগণ (যেহেতু উহারা ঈশ্বর কর্ত্তৃকই নির্দ্দিষ্ট হইয়া ঐ জাতিতে উদ্ভূত হইয়াছে) চিরকালই নিম্নাসনে ও নিম্নাধিকারে থাকিয়া আমাদের শ্রেষ্ঠাধিকারের ইন্ধন যোগাইবে। এক কালে আমেরিকাতেও কীতদাস প্রথা ঐরূপ মৎসরবৃত্তি

লইয়াই মনুষ্য সমাজে প্রচলিত ছিল। ভাগবতগণ এরূপ প্রভুদাসের ঔদ্ধত্য ভাবের আদর করিয়া মাৎসর্য্যের প্রশ্রয় দেন না।

জগতের দ্বিতীয় শ্রেণীর মৎসর ব্যক্তিগণ প্রথম শ্রেণী হইতে কতকটা উদার। তাঁহারা বলেন, যে আমরা বিধাতা কর্ত্তৃকই শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিচারিত হইয়াছি সুতরাং আমরাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তবে আমরা কৃপাপূর্ব্বক নীচ ব্যক্তিগণকে আমাদের ভোগের সহায়ের জন্য কতকটা অধিকার প্রদান করিয়া জগতের নিকট হইতে প্রতিষ্ঠা সংগ্রহ করিব। জগৎ আমাদের উদারতার বার্ত্তা ঘোষণা করিবে। নীচ ব্যক্তিগণকেও চালাকি দ্বারা 'আমাদের সমান করিয়া লইলাম' মুখে বলিয়া প্রকৃত পক্ষে আমাদেরই অধীন করিয়া লইব।

মোটের উপর জগতে এই দুই শ্রেণীর মৎসর ব্যক্তি দেখিতে পাওয়া যায়—এক শ্রেণী এক চুলও "নীচ" ব্যক্তিগণকে সুবিধা বা কোনও প্রকার অধিকার প্রদান করিতে প্রস্তুত নহেন ইহাদিগকে গোঁড়া বা রক্ষণশীল বলা যাইতে পারে। অপর শ্রেণী কৃপা করিয়া "নীচ" ব্যক্তিগণকে কিয়ৎপরিমাণে অধিকার প্রদান করিতে স্বীকৃত ইহাদিগকে "উদার" বা Liberal আখ্যায় ভূষিত করা যাইতে পারে।

কিন্তু সূক্ষ্ম বিচার করিয়া দেখিলে উভয় শ্রেণীই—মৎসর উভয়েই স্ব স্ব ভোগপ্রধান। যেখানে "নীচের" (?) সহিত "উচ্চের" (?) বা উদারের (?) সহিত প্রাপ্তউচ্চাধিকারের (?) পরস্পর ভোগসম্বোবস্তের বাধা হয় সেখানেই "নীচের" গায়ে "উচ্চের "উত্তম মধ্যম" রূপ কৃপা বর্ষিত হয়, উদারের উদারতার বন্যা মুহূর্ত্তের মধ্যে শুকাইয়া সেখানে তপ্ত মরুভূমিতে পরিণত হয়।

শ্রীগীতা ঐরূপ উভয়শ্রেণীর বিচারের প্রতিকূলে এরূপপ্রকার বিচার দেখাইয়াছেন।

তাহা এই—(৫।৮)

"বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ" ॥

অর্থাৎ জগতের দর্শন—বিষম দর্শন উহা কুপণ্ডিত মৎসর ব্যক্তির দর্শন—উহা দেহাত্মবোধ লইয়া এক দেহের অপর দেহ দর্শন। "দেহাত্মবুদ্ধি"—ইহাই মূর্খের লক্ষণ। যাঁহারা আত্মদর্শী তাঁহারাই পণ্ডিত। তাঁহাদের বিষম দর্শন নাই। তাঁহারা সমদৃষ্টিসম্পন্ন, তাই তাঁহারা বিদ্যা-বিনয়াদিগুণভূষিত ব্রাহ্মণ ও কুকুর ভোজী চণ্ডালে, পবিত্র গাভীতে ও অপবিত্র কুকুরে, বৃহৎকায় হস্তীতে ও ক্ষুদ্র পিপীলিকায় ভেদ দর্শন করেন না। কারণ উহাদের বাহিরের খোসায় ভেদ থাকিলেও উহাদের আত্মার ঐ প্রকার ভেদ নাই। সকল জীবাত্মাই পরমাত্মা শ্রীভগবানের নিত্য দাস।

অতএব শ্রীগীতা যে উদারতার দৃষ্টান্ত প্রচার করিয়াছেন তাহা হইতে বুঝা যায়—সমদর্শী বা আত্মদর্শী ব্যক্তিই—পণ্ডিত। শ্রীগীতার মতে অনাত্মদর্শনই—সঙ্কীর্ণতা বা মূর্খতা। প্রত্যেক জীবের দেহাত্মবুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া আত্মদর্শী হওয়া কর্ত্তব্য। আত্মদর্শী হইলে জীব স্থূল ও লিঙ্গ এই অনাত্ম দেহ দ্বারা ভ্রান্ত হইয়া নীচ ও উচ্চ দর্শন হইতে নিস্তার পাইবেন। তখন তিনি বিদ্যাবিনয়সম্পন্ন ব্রাহ্মণ ও চণ্ডালে কুকুরে ও গাভীতে সমদর্শী হইয়া উদার হইবেন।

কিন্তু পরম উদারবিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দর ও শ্রীমদ্ভাগবত যে অধোক্ষজ দর্শনের কথা বলিয়াছেন তাহার মত উদারতার দৃষ্টান্ত আর কোথাও প্রচারিত হয় না। শ্রীগীতা কুকুর ভোজী চণ্ডালকে বিদ্যাবিনয়সম্পন্ন ব্রাহ্মণের সহিত সমান জ্ঞান করিতে বলিয়াছেন, কুকুরকে গাভীর সহিত তুল্য জ্ঞান করিবার উপদেশ দিয়াছেন, কিন্তু শ্রীগৌরসুন্দর এমন পরমোদার যে তিনি——

"কাকেরে গরুড় ক'রে ঐছে দয়াময়। তিনি শুধু নীচকুলোদ্ভূতকে উত্তমের সহিত ব্রাহ্মণের সহিত আসন দিয়া ক্ষান্ত হন নাই পরন্তু নীচকুলোদ্ভূত উত্তমকে উত্তমের পূজার্হ, "চণ্ডালকুলোদ্ভূতজনকে "ব্রাহ্মণ হইতে বরিষ্ঠ করিয়াছেন।

"সন্ন্যাসী পণ্ডিতগণের করিতে গর্ব্বনাশ।

নীচ শূদ্র দ্বারা করে ধর্ম্মের প্রকাশ।
ভক্তি তত্ত্ব প্রেম করে রাধে কৃষ্ণ বক্তা।
আপনি প্রদ্যুম্নমিশ্র সহ হয় শ্রোতা।
হরিদাস দ্বারা নামমাহাত্ম্য প্রকাশ।
সনাতন দ্বারা ভক্তিসিদ্ধান্ত বিলাস।
শ্রীরূপ দ্বারা ব্রজের রস প্রেমলীলা।
কে কহিতে পারে গম্ভীর চৈতন্যের খেলা॥

———চৈঃ চঃ অন্ত্য ৪র্থ

লোকশিক্ষক জগদ্গুরু শ্রীগৌরসুন্দর স্বয়ং আচরণ-পূর্ব্বক জীবকুলকে 'মানদ' ধর্ম্ম শিক্ষা দিয়াছেন। শ্রীভাগবতেও এই শিক্ষা। শ্রীমদ্ভাগবতের প্রারম্ভেই দেখিতে পাওয়া যায় ব্রহ্মণ্য তেজে প্রদীপ্ত, বেদবেত্তা, আচারবান্ শৌনকাদি ব্রাহ্মণঋষিগণ সূতকে গুরুর আসন প্রদান করিয়া তাঁহার নিকট হইতে নিগমকল্পতরুর ফল স্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবতরসামৃত পান করিতে বসিয়াছেন। আবার শ্রীভাগবতের কিয়দ্দূরে গিয়া দেখিতে পাওয়া যায়—মহারাজ যুধিষ্ঠির বিদুরকে সম্বর্দ্ধনাপূর্ব্বক বলিতেছেন—

"ভবদ্বিধা ভাগবতাস্তীর্থীভূতাঃ স্বয়ং প্রভো।
তীর্থীকুর্ব্বন্তি তীর্থানি স্বান্তস্থেন গদাভৃতা॥"

———

শ্রীগৌরসুন্দরও শ্রীসনাতন গোস্বামীপ্রভুকে বলিয়াছিলেন—

প্রভু কহে, তোমা স্পর্শি আত্মপবিত্রিতে।
ভক্তি বলে পার তুমি ব্রহ্মাণ্ড শোধিতে॥

শ্রীমদ্ভাগবত আরও বলিয়াছেন—(ভাঃ ৭।৯।৯)

বিপ্রাদ্দ্বিষড়্গুণযুতাদরবিন্দনাভ-
পাদারবিন্দবিমুখাৎ শ্বপচং বরিষ্ঠম্।
মন্যে তদর্পিতমনোবচনেহিতার্থ-
প্রাণং পুণাতি স কুলং ন তু ভূরিমানঃ॥

শ্রীভাগবতে স্বয়ং ভগবান্ ভক্তের মান কিরূপ বাড়াইয়াছেন—(১১।১৯।২১)

"মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা"

আমার ভক্তের পূজা আমা হৈতে বড়।
সেই প্রভু বেদে ভাগবতে কৈলা দৃঢ়॥

শ্রীভগবান আরও বলিয়াছেন (১১।২৯।১৬)—

প্রণমেদ্দণ্ডবদ্ভূমাবাশ্বচাণ্ডাল-গোখরম্।
ব্রাহ্মণাদি কুক্কুর চণ্ডাল অন্ত করি।
দণ্ডবৎ করিবেক বহু মান্য ধরি॥
এই সে বৈষ্ণবধর্ম্ম—সবারে প্রণতি।
সেই ধর্ম্মজ্ঞানী যার হইতে নাহি ক্ষতি॥"

গৌরনিত্যানন্দের অনুগত জনগণের, বিচারও শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের অনুরূপ, ভক্ত ভাগবত বৈষ্ণবগণের চরিত্রও গ্রন্থ-ভাগবতের ন্যায়।

———

গুরুক্রব।

আজকাল "শ্রীগুরুসত্তা বড়ই গুরুতর"। কারণ গুরুর অভাব নাই, পথে, ঘাটে, হাটে, বাটে সর্ব্বস্থানেই গুরুর আবির্ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাঁরা কোন শ্রেণীর ব্যক্তি তাহা বিচার করিবার বিশেষ আবশ্যক। ইহাদের মায়ার কুহকে পড়িয়া "সদা নিরস্ত কুহক সত্যের পরম জ্যোতি" দেখিতে না পাইয়া, অনেকেই নরকযন্ত্রণাসদৃশ অন্ধকারময়-সংসারকূপে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছেন। আর এই অনিত্য-বাসস্থলী সংসার রঙ্গভূমিকে চিরস্থায়ী জ্ঞান করতঃ, বহির্ম্মুখী মায়ার মোহিনী মূর্ত্তিতে আত্মবিস্মৃত হইয়া, শ্রীভগবানকে ভুলিয়া, অভয়সে মত্ত হইয়া, প্রজ্বলিত বহ্নিতে পতঙ্গের ন্যায়, কামদাগ্নে বল্পপ্রদান করিতেছেন। এইরূপ গুরুবেশধারী অনেকেই, শিষ্যকে ভবসমুদ্র হইতে উদ্ধার করিবার জন্য কাণ্ডারীরূপে বর্ত্তমান আছেন। কিন্তু এক অন্ধ যেমন আর এক অন্ধকে পথ দেখাইতে পারেন না, দেখাইলে উভয়েরই যেমন যুগপৎ কূপে পড়িয়া প্রাণ পরিত্যাগের সম্ভাবনা আছে, সেইরূপ সদ্গুরুর পরিবর্ত্তে যিনি "গুরুক্রবের" আশ্রয় লইয়াছেন, তিনিই এই দুস্তর ভবসাগর হইতে উত্তীর্ণ হইবার পরিবর্ত্তে, সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত হইয়া, অকালেই কালের করালকবলে নিপতিত হইবেন। সদ্গুরু জগতে দুর্লভ হইতেও সুদুর্লভ, কেন

না আছুনা মহাশয়ি কখন, পথে, ঘাটে, হাটে, বাটে পড়িয়া থাকে না এবং কিছু সহজেও মিলে না। কপালী না হইলে যেমন কেহ জহর, হীরা, মণি, মুক্তা, চুণী, পান্না ইত্যাদি সহজে চিনিতে পারে না, অজ্ঞ লোক না চিনিয়া, না বুঝিয়া, বাহিরের ঔজ্জ্বল্য দেখিয়া যেমন লাভ অহরের পরিবর্ত্তে ফুটা কাচ কিনিয়া প্রতারিত হন, সেইরূপ লোকেও না বুঝিয়া, সদ্‌গুরুর লক্ষণাদি না জানিয়া, অসদ্‌গুরুতে আত্মসমর্পণ করিয়া, মায়াজালে দৃঢ়রূপে আবদ্ধ হইয়া পরিণামে নিষ্ফল আক্ষেপে বঞ্চিত হন, ইহা নিতান্ত মর্ম্মান্তিক কথা, সন্দেহ নাই। যিনি আমার ইহকাল, পরকাল, সকলকালের একমাত্র রক্ষক, জীবনে, মরণে, সম্পদে বিপদে একমাত্র বন্ধু হইবেন, তাঁহাকে বিশেষ করিয়া, না জানিয়া না বুঝিয়া, আত্ম-সমর্পণ করা সাধারণের কার্য্য নহে। দুগ্ধ জিনিসটী অতি উপাদেয় সন্দেহ নাই, ইহা পান করিলে শরীর হৃষ্ট পুষ্ট এবং জীবন ধারণ করা যায়। কিন্তু দুগ্ধের পরিবর্ত্তে যদি, দেখিতে একপ্রকার হইলেও চাবড়িগোলা পান করা যায়, তবে উক্তপ্রকার উপকারের পরিবর্ত্তে বিষের অনিষ্টই ঘটিয়া থাকে।

তদ্বিজ্ঞানার্থং সদ্‌গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ।

সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠং। আচার্য্যবান্ পুরুষোবেদ।

সেই ব্রহ্মবিদ্যা অর্থাৎ শ্রেয়োলাভবিদ্যা লাভের জন্য শ্রেষ্ঠ আচার্য্য সদ্‌গুরুর নিকট সমিৎপাণি হইয়া গমন কর। কারণ তাহা জানিতে হইলে, প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন সেবা দ্বারা, অর্থাৎ যাবতীয় অভিমান পরিত্যাগপূর্ব্বক সদ্‌গুরুর চরণে প্রপন্ন না হইলে ব্রহ্মবিদ্যা কেহই লাভ করিতে সমর্থ হন না। ইহাকে, বুদ্ধিবাদ, বিদ্যাবাদ, পাণ্ডিত্যের দ্বারা সেবা কিম্বা বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন এবং বহু-দর্শিতা দ্বারা লাভ করা যায় না। এই শ্রেষ্ঠবিদ্যা লাভে বহু অন্তরায় থাকিলেও একমাত্র সদ্‌গুরুর আনুগত্যে অর্থাৎ আত্মসমর্পণ দ্বারা অনায়াসে লাভ করা যায়।

শুকদেব ভগবান্, মহাশয় রাজাকে উপদেশ করিয়াছিলেন। অতএব যে ব্যক্তি না জেনেও নিজপদার্থ গৃহাদিকে। অজ্ঞানতা বৈশ অনাত্মিপুত্রৈষণিনা বহুৎ পাদরজোভিষেকম্।

অর্থাৎ হে মহাশয়! মস্তকের পদরজকে অতিরিক্ত না হইলে, অর্থাৎ গুরুর নিকটে নিজের সমস্ত জড়ীয় অহঙ্কার এবং বুদ্ধি বিসর্জ্জন দিয়া তাঁহাকে গুরুরূপে বরণ করিয়া তাঁহার নিকট হইতে দীক্ষা শিক্ষাদি গ্রহণ না করিলে, প্রকৃত তপস্যা, অর্থাৎ বানপ্রস্থ ধর্ম্ম অবলম্বন দ্বারা, বেদপাঠ বা ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা, গৃহধর্ম্মপালন দ্বারা, এবং জল অগ্নি বা সূর্য্যপূজা দ্বারা, সংসারে যন্ত্রণা হরণ বা মঙ্গল লাভ হয় না। মোটের উপর কথা এই যে, সদ্‌গুরুর চরণাশ্রয় গ্রহণ না করিয়া জীবের মনগড়া সাধন দ্বারা পরম মঙ্গললাভের আশা বাতুলতা মাত্র।

সদ্‌গুরুর চরণাশ্রয় গ্রহণ না করিয়া, এ পর্য্যন্ত কেহই শ্রীভগবানের সেবা পান নাই। কেহ কখন পাইবেন না। ইহা মহাসত্য কথা। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে সদ্‌গুরু কাহাকে বলে? এবং গুরুতত্ত্বই বা কি? ইহার পার্থক্য বিশেষভাবে আলোচনা না করিলে পরিণামে অনেকেরই বিশেষ লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয়।

যিনি আচারবান্ এবং শাস্ত্রবিৎ, বেদশাস্ত্রে বিশেষ পারঙ্গত আছেন, বেদ এবং সর্ব্ববিধ শাস্ত্রের মূলে তাৎপর্য্য সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজন আদি বিশেষভাবে অবগত আছেন এবং শুধু জানেন এরূপ নহে, স্বয়ং সর্ব্বেন্দ্রিয় দ্বারা তদনুযায়ী কার্য্যকরতঃ জগৎকে, শাস্ত্রের যথার্থ, শিক্ষা দিতেছেন, তিনিই সদ্‌গুরু অর্থাৎ জগদ্‌গুরু।

আপনি আচরি ধর্ম্ম জীবেরে শিখায়।
আপনি না কৈলে ধর্ম্ম শিখান না যায়॥

(শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত)

দীক্ষাগুরু একই আর দুই নাই। শিক্ষাগুরু অনেক হইতে পারেন। দীক্ষা ও শিক্ষাগুরু উভয়েই গুরু। তত্ত্বতে ভেদ নাই।

সাধুগুরু শাস্ত্র বাক্য এতিনে করিয়া ঐক্য আর না করিও মনে আশা "শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরমহাশয়, আমাদিগকে সদ্‌গুরু চিনিয়া লইবার জন্য এই শিক্ষা প্রদান করিয়া গিয়াছেন। আমরা ইহজগতে সামান্য একটী টাকা না যাচাইয়া, অর্থাৎ আসল দেখা তাহা না বুঝিয়া লইনা, তখন পরমার্থ যাহা সর্ব্বাপেক্ষাজীবনের পক্ষে গুরুতর বিষয় তাহা বিশেষভাবে

পরীক্ষা না করিয়া, গ্রহণ করিলে পরিণামে অনুতাপ ভোগ করিতে হয়।

গুরু-কিন্তু (লঘু) (হালকা) নয়, তিনি গুরু বা মহৎ বস্তু। হালকা যিনি তিনি গুরু হইবার উপযুক্ত নন। আজকাল শিক্ষিত অভিমানী ব্যক্তি অনেকের মুখে শুনাযায়, সদ্‌গুরু চিনিব কি প্রকারে? তাহার লক্ষণ কি? তাহার উত্তর এই বেদে অর্থাৎ শাস্ত্রসমূহে যাহা লিখিত আছে, সাধুজনী সদ্‌গুরু নিকপটে তাহার ব্যাখ্যা করেন এবং স্বয়ং তদনুযায়ী আচরণ করিয়া, জগতে শিক্ষা প্রদান করেন। যে স্থলে দেখা যায়, শাস্ত্রে যাহা লিখিত আছে, গুরু তাহার ব্যবসা রক্ষার জন্য কপটতাপ্রসূত মিছা যুক্তি, ভুক্তি, মুক্তি অন্তাভিলাষ ইত্যাদি ছল বর্ম ব্যাখ্যা করিয়া, নিজেই তদনুযায়ী আচরণ করেন না সেস্থলে গুরুর চাতুরী আছে বুঝিতে হইবে। যেমন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির বিশুদ্ধ স্বর্ণের প্রয়োজন হইলে, কষ্টিপাথরে ঘর্ষণপূর্ব্বক আসল কি নকল, সোণা কি পিতল চিনিয়া লইতে পারে ও তদনুরূপ প্রভাবে সদ্‌গুরুর চরণাশ্রয় শাস্ত্রে যে সকল শিষ্য আচরণ করিবার কথা লিখিত আছে, যে গুরু তাহা পালন না করিয়া শুধু মুখে শুকপাখীর ন্যায় অথবা অচেতন গ্রামোফনের ন্যায় অর্থ ও প্রতিষ্ঠা লাভের আশায় মাত্র কৃষ্ণ বুলি বলিয়া লোক ভুলাইয়া থাকেন, যিনি শাস্ত্রবাক্যের তাৎপর্য্য অবগত নহেন কিন্তু অর্থ ও প্রতিষ্ঠাশায় জন্য শাস্ত্রবাদী তিনি গুরুদ্রুব। তদ্রূপ যিনি নিকপটে শুদ্ধ হৃদিস্তজনের জন্য ব্যাকুল হইয়া ভগবান্‌কে ডাকেন ভগবান্ ও সেই সত্যযুক্ত প্রীতিপূর্ব্বক শুদ্ধচেতা ব্যক্তির হৃদয়ে বুদ্ধিযোগ প্রদান করেন। সেই শুভ বুদ্ধিযোগপ্রভাবে তিনি মহাগুরুকে সচ্চাস্ত্রের লক্ষণের সহিত এক দেখিতে পাইয়া তাঁহার চরণে আত্মসমর্পণ করেন। আর যিনি উক্ত রূপ বঞ্চনা করেন না যিনি স্বয়ং আচরণপূর্ব্বক শিষ্যগণকে শাস্ত্রানুযায়ী সৎপথ দেখাইয়া দেন তিনিই জগতে (আদর্শ সদ্‌গুরু): সদ্‌গুরু হচ্ছেন আসল পদার্থ আর গুরুদ্রুব নকল বস্তু। ইহাই পরীক্ষা। কোন বস্তু ক্রয়কালীন বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া না কিনিলে, যেমন পরিশেষে অনুতাপ ভোগ অনিবার্য্য সেইরূপ পরীক্ষা না করিয়া, যিনি, ইহকাল এবং পরকালের একমাত্র গতি মুক্তির জীবনের আকাঙ্ক্ষনীয় বস্তু, জীবন মৃত্যুর একমাত্র আশ্রয়স্থলী সেই সদ্‌গুরুর পরিবর্ত্তে গুরুদ্রুবে আত্মসমর্পণ করিবেন পরিণামে তিনি উচ্চগতি শ্রীহরিসেবা লাভ করিবার পরিবর্ত্তে অধোগতি অর্থাৎ নরকপথের যাত্রী হইবেন তাহাতে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। যাঁহার হৃদয়গ্রন্থি শৃঙ্খলাবদ্ধ, অর্থাৎ যিনি নিজেই মহামায়ার সত্ত্বরজস্তমঃ এই ত্রিবিধ শৃঙ্খল এবং অষ্টপাশে বদ্ধ আছেন। তিনি কি প্রকারে শৃঙ্খলাবদ্ধ অন্য ব্যক্তির বন্ধন মোচন করিতে সমর্থ হইবেন? তাহা কেবল "খ" পুষ্পের ন্যায় বৃথা কল্পনা মাত্র।

গুরোরপ্যবলিপ্তস্য কার্য্যাকার্য্যমজানতঃ।
উৎপথপ্রতিপন্নস্য ত্যাগো বিধীয়তে॥

যাহার গুরুত্ব নাই, যিনি লঘু, যিনি শাস্ত্রের মর্ম্ম গ্রহণে অসমর্থ, কোনটী কার্য্য, কোনটী অকার্য্য, এ জ্ঞান যাহার নাই, যে গুরু ছলনা পূর্ব্বক শিষ্যের শিষ্য হরণে সুপটু, এমন যে "গুরুদ্রুব" তাহাকে ত্যাগ করাই বিধেয়। ইহাই শাস্ত্রের তাৎপর্য্য।

আজকাল অনেকেই গুরুবরণে চীৎকার করিয়া বলিয়া থাকেন, কৌলিক গুরু, যাহারা বংশ পরম্পরায় অর্থাৎ পিতা, পিতামহদিগকে ক্রমান্বয়ে, কর্ণমন্ত্র (?) প্রদান দ্বারা দুর্গত করিয়াছেন ও করিতেছেন এমন যে কুলগুরু তাহাকে কি প্রকারে ত্যাগ (?) করা যায় (?) আমরা শাস্ত্রীয় বিচার করি না তাই ঐ প্রকার প্রলাপ উক্তি করিয়া থাকি। যাহার রোগ হইয়াছে তাহার আত্মীয় ব্যক্তি যেমন হাতুড়ে গুরু চিকিৎসকের দ্বারা চিকিৎসা না করাইয়া রোগ নিবারণের জন্য সুবৈদ্যের সন্ধান করেন সেই প্রকার যাহারা ভবরোগী আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক, আধিদৈবিক এই ত্রিতাপ রূপ রোগের জ্বালায় সর্ব্বদাই উত্তপ্ত তিনি হাতুড়ে গুরুদ্রুবদ্বারা এই দারুণ ভব-রোগের চিকিৎসা না করাইয়া যদি সদ্‌গুরুরূপ সুবৈদ্যের অন্বেষণ করিতেন, তাহা হইলে এই উৎকট ব্যাধি অতি অল্প সময়ের মধ্যেই নিরাময় হইত। বাস্তবিক সদ্‌গুরু ত্যাগ করিলে নিরয়গামী

হইতে, এর তাহার সন্দেহ নাই। কেন না শ্রীভগবান স্বয়ং শ্রীমুখে বলিয়াছেন।

আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ।
ন মর্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ॥

শ্রীভগবান নিজেই আচার্য্যরূপে বর্ত্তমান আছেন তাঁহাকে মর্ত্যবুদ্ধি করিতে নাই। শ্রীগুরুদেবে সর্ব্ব দেবের অধিষ্ঠান আছে জানিতে হইবে। তবে গুরুত্যাগকে পরিত্যাগ করিতে দোষ নাই, একথা শাস্ত্র স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন।

শ্রীভগবান কৃষ্ণচন্দ্র নিরঙ্কুশ ঈশ্বরতত্ত্বের আর শ্রীগুরুদেব আশ্রয় জাতীয় অর্থাৎ সেবক ভগবান, অনেক গুরুক্রব অজ্ঞ শিষ্যগণকে উহা না বুঝাইয়া নিজেই স্বয়ং বিষয় জাতীয় শ্রীকৃষ্ণরূপে শিষ্যের নিকট প্রকটিত হইয়া, নিজ অতৃপ্ত ভোগলালসা চরিতার্থ করিবার জন্য আত্ম গোপন করতঃ, ধর্ম্মের নামে ব্যভিচার আনয়ন করিয়া অপ্রাকৃত সহজিয়া বাসাদি লীলার অনুকরণ করিয়া থাকে! ইহারা লোকদিগকে ধর্ম্মের দোহাই দিয়া নিরীহ লোককে প্রতারিত করিয়া থাকে। কলির কি ভীষণ অত্যাচার!!

ইহাদের লোমহর্ষণ কাহিনী শ্রবণ করিলেও সজ্জন-হৃদয় পরীর কণ্টকিত হয়। জড়ীয় কামরসে প্রমত্ত ব্যক্তিগণের ঐ সকল ব্যবহার কলিকালোচিত। অপ্রাকৃত বস্তু নহে কদু প্রাকৃত গোচর। শ্রীরাধা গোবিন্দ লীলা অপ্রাকৃত, সুতরাং শুদ্ধভক্ত বৈষ্ণবের আনুগত্য ভিন্ন যিনি এই প্রকার কপটতা আশ্রয় পূর্ব্বক গুরু সাজিয়া লোক বঞ্চনা করেন তিনিই গুরুক্রব। তাই শাস্ত্র বলিয়াছেন—

অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেণ নিরয়ং ব্রজেৎ।
পুনশ্চ বিধিনা সম্যগ্ গ্রাহয়েদ্ বৈষ্ণবাদ্ গুরোঃ॥ পাদ্মে

অবৈষ্ণবের নিকট হইতে মন্ত্র গ্রহণ করিলে নরকগামী হইতে হয়। পুনশ্চ বিধি সহকারে সদ্গুরুর নিকট বৈষ্ণবী দীক্ষা গ্রহণ করিবে।

"অবৈষ্ণব-মুখোদ্গীর্ণং পূতং হরিকথামৃতং।
শ্রবণং নৈব কর্ত্তব্যং সর্পোচ্ছিষ্টং যথা পয়ঃ॥

অবৈষ্ণবের নিকট হইতে অর্থাৎ গুরুক্রবের নিকট হরিকথা শুনিতে নাই। দুগ্ধ যদিও উত্তম বটে কিন্তু সর্পের উচ্ছিষ্ট দুগ্ধ অনিষ্টসাধক সন্দেহ নাই।

আজকাল ব্যবসাদারী গুরুক্রবের সংখ্যাই অধিক। যিনি ছলে বলে, বাহ্যিক বেশে, কোঁটা তিলক মালায় সুশোভিত হইয়া শিষ্যের মনোরঞ্জন পূর্ব্বক অধিবি সহকারে শিষ্যের অর্থ গ্রহণ করিয়া, বিষয় সম্পত্তি অর্জ্জন করিয়া ভোগ বিলাসের সুবিধা করিয়া লইতে পারেন, তিনিই সাংসারিকবুদ্ধি হিসাবে সুচতুর বলিয়া পরিচিত হন।

কিন্তু এ অনিত্য ধন সম্পদ কিছু চিরদিনের নয়, এ সমস্তই নশ্বর। শ্রীভগবান নিত্য, তাঁহার সেবা নিত্য এবং সেবক নিত্য বস্তু।

তোমার কনক, ভোগের জনক,
কনকের যারে সেবহ মাধব।
—কামিনীর কাম, নহে তব ধাম,
তাহার মালিক কেবল মাধব॥

যে গুরু শিষ্যের যথাসর্ব্বস্ব শ্রীহরির সেবাকার্য্যে নিয়োগ না করিয়া স্বীয় অপদার্থটা জড়ীয় বিলাসভোগে ব্যয়িত করেন তিনিই গুরুক্রব বলিয়া পরিচিত হন।

যে গুরু শিষ্যকে সত্য সত্য নিষ্কপটে শ্রীভগবানের সেবাধিকার প্রদান করিতে অসমর্থ হইয়া শিষ্যের কর্ণমূলে কাঁকনের প্রদানপূর্ব্বক বর্ষে বর্ষে শিষ্যগৃহে গমনপূর্ব্বক শালটা, টাকাটা, গৃহিণীর জন্য কাপড়টা, ছেলের অন্ন-প্রাশনের খরচটা, মেয়ের বিবাহের ব্যয়ভারটা শিষ্যের মাথায় হাত বুলাইয়া, অভিশাপের ভয় দেখাইয়া নানা ছলেবলে আদায় করিয়া গৃহিণীর মনোরঞ্জন কুটুম্ব পরি-পোষণ প্রভৃতি করিয়া থাকেন সেই সকল গৃহব্রতগণই "গুরুক্রব"। সদ্গুরু এবং গুরুক্রবের আর একটী প্রভেদ এই যে সদ্গুরু সম্বন্ধজ্ঞানযুক্ত অচ্যুতগোত্রীয় নিত্যধামের পরিচয় প্রদান করেন, আর গুরুক্রব সম্বন্ধজ্ঞানের অভাবে, চ্যুতগোত্রীয়, অনিত্য (নশ্বর) জড়জগতের পরিচয় প্রদান করিয়া থাকে। "গুরুক্রব" ধন, জন, ঐশ্বর্য্য, রূপ, পাণ্ডিত্যাদি অনিত্য অভিমানে সর্ব্বদা স্ফীত।

আমি গত ১৩৩২ সালের বৈশাখ মাসের প্রথম সপ্তাহে • পুরে শ্রীযুক্ত • ডাক্তার মহাশয়ের বাটীতে

শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ করিতে যাই। দেখি গুরুনামধারী এক ব্যক্তি সর্ব্বাঙ্গে শ্রীহরিনামের ছাপ, বড় বড় তুলসী মালায় সুশোভিত, অভিমান মঞ্চে আরোহণ করিয়া গুরুর মধ্যেই বিরাজমান আছেন। প্রথম দৃষ্টিপাতেই বুঝিতে পারিলাম ইনি কোন শ্রেণীর গুরু। বোধ হয় বংশ-মর্য্যাদায় অভিমানেই স্ফীত হইয়া নিত্যঃ উত্তোলন করিয়া আছেন। ফলবান বৃক্ষ এবং গুণবান জনই অবনত হন, শুষ্ক কাষ্ঠ এবং মূর্খ বরং ভগ্ন হইবে, তথাপি কাহার নিকট অবনত হয় না। আমি উক্ত গুরুদেবধারী ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলাম আপনার নাম কি? তিনি সগর্ব্বে অতি আনন্দের সহিত পরিচয় প্রদান করিলেন—আমার নাম···অমুক "বেদগর্ভ ভট্টাচার্য্য" ইত্যাদি। আমি তাহাকে কহিলাম, দেখিতেছি, আপনি বাহিরে তিলকমালায় সুশোভিত হইয়া, বৈষ্ণব এবং গুরুর বেশ ধারণ করিয়াছেন, নিত্য জগতের নিত্য অভিমান—বৈষ্ণবাভিমান কোন আসুরভাবের পরিচয় প্রদান না করিয়া (অসুরগণের) অনিত্য দেহমনের কেন পরিচয় দিলেন? বংশ মর্য্যাদার অভিমানে স্ফীত হইয়া অচ্যুতগোত্রের পরিচয় না দিয়া, চ্যুতগোত্রের পরিচয় দিলেন কেন? এত দুই দিনের পরিচয়। যাহা আগামীকাল ধ্বংস হইয়া যাইবে। আর আপনি ব্রাহ্মণ হইয়া শিষ্যকে কেন শূদ্র রাখিয়াছেন। তাহার পাচিত অন্ন এবং জল আপনারা স্পর্শ করেন কি? এ কিরূপ গুরুশিষ্য সম্বন্ধ বুঝিতে পারিলাম না। আপনারা বৈষ্ণব বলিয়া জগতে পরিচয় প্রদান করেন, সত্য কথা প্রকাশ না করিয়া বাহিরে ধর্ম্মের মুখোস পরিধানপূর্ব্বক অন্তরের কপটতা, দুর্ব্বলতা সব ঢাকিয়া রাখেন। পাছে কেহ এই সব গুপ্তরহস্য উদ্ঘাটন করিয়া স্বরূপ প্রকাশ করিয়া দেয়। যে সমাজের ভয়ে দুর্ব্বলতার পরিচয় দিতেছেন সেই সমাজ বড়, না ধর্ম্ম বড়। ধর্ম্মের অধীন সমাজ, কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে যদি সমাজের অধীন ধর্ম্মকে রাখিতে হয় তবে এইরূপ বিভ্রাটই ঘটিয়া থাকে। তখন মনে হয় আমি ব্রাহ্মণ হইয়া কিরূপে শূদ্র শিষ্যের পাচিত অন্ন গ্রহণ করিব, ইহাকেই বলে গুরুত্যাগ। একটু বিশদভাবে এই শাস্ত্র বলেন—

যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাংস্যং রসবিধানতঃ।
তথাদীক্ষাবিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাং॥

যেমন কাংস্য রস দ্বারা (লৌহ, তাম্র, পিত্তলাদি সমস্তই) কাঞ্চনে পরিণত হয়, সেইরূপ দীক্ষা প্রভাবে, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, শূদ্র, বৈশ্য, চণ্ডাল সমস্তই স্ব স্ব উপাধি পরিত্যাগ-পূর্ব্বক শ্রদ্ধাদি ষোলোর ন্যায় (অপূর্ণ) বৈষ্ণবী দীক্ষা প্রভাবে প্রকৃত অধিনংস্কারিত দ্বিজত্ব প্রাপ্ত হয়।

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র সব কোই করত বিচার।
তুলসী কহে হরি না ভজত তো চারি চামার॥
হরি ভজত সব মিলকো এক হো, যায়।
অইসাতু সে সবণ' লাগাওয়ে এক মূলসে বিকায়॥

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, তুলসীদাস কহিতেছেন, যিনি যে বর্ণাশ্রমেই থাকেন না কেন অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাস, এই চারি আশ্রমী কিম্বা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ইহারা যদি হরি ভজন না করেন তবে চামার তুল্য চণ্ডকায়ের ন্যায়ও করেন, কেননা "যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে" অর্থাৎ যাহার আত্মবুদ্ধি কুণপে, বাত, পিত্ত, কফ সংযুক্ত এই শরীরে, রক্ত, পূঁয, মল শ্লেষ্মার, ভাণ্ডস্বরূপ দেহটাকে যে 'আমি' বলেন, এবং ইহার সম্পর্কান্বিত, পুত্র, কন্যা, জ্ঞাতিক প্রভৃতিকে আমার বলেন তাহারা চামের পরিচয় প্রদান করেন। নিত্য জগতের বস্তু হরিসেবা পরিত্যাগপূর্ব্বক অনিত্য জগতের সাময়িক অভিমানে উন্মত্ত হইয়া, যাহারা আত্মম্ভরিতা প্রকাশ করেন, ভক্ত জগতে তাহাদের মূল্য অতি সামান্য।

চণ্ডালোপি দ্বিজ-শ্রেষ্ঠো হরিভক্তি-পরায়ণঃ।
হরিভক্তিবিহীনশ্চ দ্বিজোপি শ্বপচাধমঃ॥

যিনি শ্রীহরিভক্তিপরায়ণ, তিনি চণ্ডাল হইলেও শ্রেষ্ঠ, আর উচ্চ ব্রাহ্মণকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াও যিনি শ্রীহরি ভজন করেন না তিনি চণ্ডাল হইতেও নিকৃষ্ট।

কিবা বিপ্র কিবা ন্যাসী শূদ্র কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণতত্ত্ব-বেত্তা সেই গুরু হয়॥

——চৈতন্য চরিতামৃত।

ইহাতে বুঝা যাইতেছে যিনি সর্ব্বক্ষণ হরিসেবা পরায়ণ যাহার হরি সেবা ভিন্ন অন্য কোন কৃত্য নাই, তিনিই

শ্রেষ্ঠ তিনিই গুরুপদবাচ্য।

যিনি হরিসেবা করেন তিনিই শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ। যিনি ব্রহ্মকে জানেন তিনিই ব্রহ্মবিৎ এবং ব্রাহ্মণ। সেই ব্রহ্ম যাহার অঙ্গজ্যোতিঃ এমন শ্রীহরিকে যিনি জানেন এবং সেবা করেন তিনি ব্রাহ্মণেরও শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব। সুতরাং অব্রাহ্মণ কেহই বৈষ্ণব হইতে পারেন না। বৈষ্ণব ব্রাহ্মণের গুরু। একথা শুনিয়া কলুষকর্দ্দমবুদ্ধিযুক্ত ব্যক্তিগণ শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইতে পারেন যিনি শাস্ত্রজ্ঞ বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধিবিশিষ্টশক্তিত তিনি এই বাক্যের সার্থকতা বুঝিতে পারিবেন। বৈষ্ণবী দীক্ষাপ্রভাবে সকলেই পারমার্থিক ব্রাহ্মণতা লাভ করেন।

প্রভু কহে বৈষ্ণব দেহ প্রাকৃত কভু নয়।
অপ্রাকৃত দেহ ভক্তের চিদানন্দময়॥
দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ।
সেই কালে কৃষ্ণ তারে করে আত্মসম॥
সেইদেহ করে তার চিদানন্দময়।
অপ্রাকৃত দেহে তাঁর চরণ ভজয়॥

যখন দীক্ষাকালে ভক্ত শ্রীগুরুদেবকে আত্ম সমর্পণ করেন তখন শ্রীগুরুদেব শিষ্যকে আত্মতুল্য করেন, অর্থাৎ চিন্ময়তত্ত্ব করিয়া গুরুদেব শিষ্যকে শ্রীভগবানের সেবায় নিযুক্ত করেন। এমতাবস্থায় যে গুরুদ্রুব শিষ্য কর্ত্তৃক শ্রীভগবানের উদ্দেশে পাচিত অন্নাদি আমাদের জন্য গ্রহণ না করিয়া তাহার অবশিষ্ট বস্তু গ্রহণ করেন সে ব্যক্তি পতিত হইয়া যায়। কারণ শ্রীগুরুদেব পতিত পাবন তিনি শিষ্যকে পতিত ভাবিয়া সোনার পাথরের বাটীর ন্যায় কখন পতিতপাবন নাম ধারণ করিতে পারেন না। শিষ্যের পাচিত অন্ন বা তাহার হাতের জলস্পর্শ করিলে গুরুর জাতি যায়, এরূপ জাতির অন্তর্গত বহু গুরুদ্রুবের সহিত গুরু শিষ্য সম্বন্ধই স্থাপিত হয় নাই। সুতরাং এমত অবস্থায়, ত্যাগও গ্রহণ উভয়েই সমান সুতরাং যিনি গৃহীতই হন নাই সেইরূপ বস্তুকে ত্যাগরূপ একটা অমূলক বিতীষিকায়' আমাদের ভীত হইবার কোন কারণ নাই। আর সদ্গুরু জগৎগুরু "তাহাকে কেহই ত্যাগ করিতে সমর্থ নয়। এই গুরু শিষ্য সংবাদ অতি আশ্চর্য্য। "সর্ব্বং গুরবে দদ্যাৎ" অর্থাৎ সর্ব্বস্ব শ্রীগুরুপাদপদ্মে সমর্পণ করিবে। তবে শুভদিনের উদয় হইবে যে দিন সদ্গুরুর পাদপদ্মে সর্ব্বস্ব সমর্পণ পূর্ব্বক শ্রীগুরুগৌরাঙ্গদেবের শ্রীআজ্ঞাটীকে ঘরে ঘরে প্রচার করিতে পারিব।

বৈষ্ণব দাসানুদাস শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম।
কমলাপুর ঢাকা শ্রীগোপালজী মঠ।

বসিরহাটে ঠাকুরের বক্তৃতা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

নিত্য কৃষ্ণদাস বৈষ্ণবের কৃষ্ণসেবা ব্যতীত অন্য কোনও চেষ্টা নাই। কৃষ্ণবিস্মৃতি হইতেই জীবের দেহাত্মাভিমান উদিত হয়। জীব তখন 'আমি নিত্য কৃষ্ণদাস' এই কথা ভুলিয়া গিয়া স্থূল ও লিঙ্গদেহে আমিত্বের আরোপ করিয়া মায়ার দাস্য করিতে বাধ্য হয়। স্বরূপতঃ বৈষ্ণব হইলেও নিজকে অবৈষ্ণব-বুদ্ধি করিবার যোগ্যতা তাহাতে আছে।

হৃদয়ের সুপ্ত নিত্যভাবকে উন্মুখ ইন্দ্রিয়দ্বারা সাধন করিয়া নিত্যভাবে পরিস্ফুটিত করিতে হয়। জাতরতি ব্যক্তি পাঁচ প্রকার রতিবিশিষ্ট হইয়া স্বাধিকী রতি দ্বারা বিষয়বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণসেবা করিয়া থাকেন। ধর্ম, অর্থ, কামাদি-লাভের জন্য যে ঈশ্বরারাধনার অভিনয়, তাহা কৃষ্ণসেবা নহে। অর্থকামী ব্যক্তি গণেশের সেবা, ধর্মকামী ব্যক্তি সূর্য্যের উপাসনা, কামকামী ব্যক্তি শক্তির উপাসনা এবং মোক্ষকামী ব্যক্তি শিবোপাসনা করিয়া থাকেন। দেবগণকে খাজাঞ্চি করিয়া নিয়া তাঁহাদের দ্বারা সেবা করিয়া নিবার চেষ্টা হইতেই পঞ্চোপাসনার উৎপত্তি। কিন্তু কৃষ্ণসেবা তাদৃশ নহে। কৃষ্ণসেবা অপ্রাকৃত কামদেবের সেবা—শুদ্ধচেতনের অমিতার দ্বারা ভগবানের পাদপদ্মের নিত্যা অহৈতুকী অপ্রতিহতা সেবা। শ্রীকৃষ্ণসেবা অপ্রাকৃত দেহের কার্য্য।

দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ।
সেইকালে কৃষ্ণ তারে করে আত্মসম॥
সেই দেহ করে তার চিদানন্দময়॥
অপ্রাকৃত দেহে কৃষ্ণের চরণ ভজয়।

আরোপের দ্বারা বা অবস্থিচিন্তিত কাল্পনিক মনোময় দেহ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণসেবার কথা গোস্বামিপাদগণ বলেন নাই। আমরা যে আর্ত্ত চাওয়ার আছি, তাহাতে লোককে ঠকান যায় না বলিয়া অচিন্ত্যভেদাভেদ বিচারে

মনে মনে নিজ দেহ করিয়া ভাবন।
নিশিদিন চিন্তে রাধাকৃষ্ণের চরণ॥

প্রভৃতি বাক্য বলা হইয়াছে। ইহা জগতের স্থূল ও লিঙ্গ দেহের দ্বারা অপ্রাকৃতবস্তুর সেবা হয় না। যখন আমাদের অপ্রাকৃত দেহ দ্বারা অপ্রাকৃত বস্তুর সেবা হইতে থাকে, তখনই বাহ্য দেহে তাহার লক্ষণ-ক্রিয়া দেখিতে পাওয়া যায়।

"অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ॥

এই কথা যখন শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভুকে বলিয়াছেন, তখন শ্রীরূপের পশ্চাতে দাঁড়াইয়া আমাদের দুর্ভাগ্যের পরাকাষ্ঠা আমরা বেশ উপলব্ধি করিতে পারিতেছি।

সম্বন্ধ জ্ঞান বিশিষ্ট অপ্রাকৃত দেহের দ্বারা যখন আমরা শ্রীকৃষ্ণ সেবা করিবার জন্য লুব্ধ হই, তখন আমাদের বাহিরের দেহের দ্বারার পূজা না করিয়া সদা বৈকুণ্ঠ নামগ্রহণে উৎকণ্ঠিত হব। তখন

কৈবল্যং নরকায়তে ত্রিদশপূরাকাশপুষ্পায়তে
দুর্দান্তেন্দ্রিয়কালসর্পপটলী প্রোৎখাতদংষ্ট্রায়তে।
বিশ্বং পূর্ণসুখায়তে বিধিমহেন্দ্রাদিশ্চ কীটায়তে
যৎকারুণ্যকটাক্ষবৈভবতাং শ্রীগৌরমেব স্তুমঃ॥

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত,

তখন——

বনলতাস্তরব আত্মনি বিষ্ণুং ব্যঞ্জয়ন্ত্য ইব পুষ্পফলাঢ্যাঃ।
প্রণতভারবিটপা মধুধারা প্রেমহৃষ্টতনবো ববৃষুঃ স্ম॥

ভাঃ ১০।৩৫।৫

অর্থাৎ পুষ্পফলাঢ্য বনলতা, বিটপী সকল এবং ভারাবনত কৃষ্ণপ্রেমোৎফুল্লতনু বনস্পতিরাজি, আত্মস্থ শ্রীকৃষ্ণকে প্রকট করিয়া মধুধারা বর্ষণ করিয়াছিল।

"স্থাবর জঙ্গম দেখে না দেখে তার মূর্ত্তি।
সর্ব্বত্র স্ফুরয় তাঁর ইষ্টদেব মূর্ত্তি॥

এইরূপ মহাভাগবত মনে করেন—সকলেই বিষ্ণু-উপাসনার মত কেবল আমিই বিষ্ণুবিমুখ, আমি প্রাণপ্রভুর সেবা করিতে পারিলাম না। যেমন শ্রীগৌরসুন্দর বলিয়াছিলেন—

"এ প্রেমসম্বোহস্তি যদপি মে হরৌ
দুরাদৃতে সৌভাগ্যভরং প্রকাশিতুম্।
বংশী বিলাস্যাননলোকনং বিনা
বিভর্ত্তি যৎ প্রাণপতঙ্গকান্ বৃথা॥

দুঃখে আমার লেশমাত্রও প্রেম গন্ধ নাই। তবে যে আমি ক্রন্দন করি তাহা কেবল নিজের সৌভাগ্যাতিশয় প্রকাশ করিবার জন্য। বংশীবদন শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রানন দর্শন বিনা আমার প্রাণপতঙ্গধারণ বৃথা।

"প্রেমের স্বভাব এই প্রেমের সম্বন্ধ।
সেইমানে কৃষ্ণে মোর নাহি ভক্তি গন্ধ॥

শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন শ্রীমন্মহাপ্রভুকে আড়াইল গ্রামে লইয়া যাইতেছিলেন শ্রীবল্লভ ভট্টের বিচার প্রণালী দেখিয়া মহাপ্রভু তাঁর সম্বরণ করিলেন।

"ভট্টের সঙ্কোচে প্রভু সম্বরণ কৈল।
"দেশ পাত্র দেখি মহাপ্রভু ধৈর্য্য কৈল॥

আবার একদিন রায় রামানন্দের সহিত মিলনে মহাপ্রভুর প্রেমোল্লাস হইলে বৈদিক ব্রাহ্মণগণের বিচার প্রণালী দেখিয়া মহাপ্রভু তাঁর সম্বরণ করিয়াছিলেন। "বিজাতীয় লোক দেখি প্রভু কৈল সম্বরণ॥"

আপন ভজন কথা না কহিব যথা তথা—ইহাই আচার্য্য-গণের আদেশ ও উপদেশ।

অত্যন্ত গূঢ়কথা বাইকাসুর রসগান যদি আমাদের মত লম্পট ব্যক্তি হাটে বাজারে যা'র তা'র কাছে গান করেন বা বর্ণন করেন তবে কি উহার দ্বারা অপরাধ উপস্থিত হয় না? বাহ্যজগতের প্রতীতি প্রবল থাকিতে আমরা যে ভজন করিতেছি বলিয়া অভিমান করি, তাহা নিরর্থক। আমার কি লেশমাত্রও ভগবানের জন্য অনুরাগ হইয়াছে? একবার নিকপটে অন্তর্যামীকে জিজ্ঞাসা করিতে হয়। ইহা দ্বারা বলা হইতেছে না যে ভজনের ক্রিয়া ছাড়িয়া দিতে হইবে। বলা হইতেছে যে অধিকারানু

বাণী ক্রমপন্থানুসারে অগ্রসর হইতে হইবে—

"আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া।
ততোঽনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাৎ ততো নিষ্ঠারুচিস্ততঃ॥
অথাসক্তিস্ততো ভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি।
সাধকানামিয়ং প্রেম্নঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ॥"

সদ্‌গুরুর শ্রীচরণাশ্রয় ব্যতীত আমাদের ভজনক্রিয়া বা অনর্থনিবৃত্তির সম্ভাবনা নাই। অনর্থনিবৃত্তি না হইলে শ্রীগুরুসেবায় নৈষ্ঠিকী ও রুচি প্রভৃতি উপস্থিত হইতে পারে না। যে দিন আমরা সেবক-বিগ্রহ শ্রীগুরুদেবকে চৈতন্যদেবের সহিত অভিন্ন উপলব্ধি করিতে পারিব সেই দিনই শ্রীগৌরসুন্দরের সেবা লাভ হইবে। সেই দিন আমরা রাধাগোবিন্দের নিত্যসেবা আমাদের বিভিন্ন আত্মবৃত্তিতে করিতে থাকিব। ব্রহ্মানুসন্ধান পর্য্যন্ত আমাদের নিকট অকিঞ্চিৎকর ও অপ্রয়োজনীয় বোধ হইবে। মহান্ গুরুদেবকে যখন সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দেবের পার্ষদ বলিয়া উপলব্ধি হয় তখনই শ্রীরাধাগোবিন্দের লীলা কথা আমাদের হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হয়। তখন শ্রীবৃষভানু নন্দিনীর চন্দ্রকান্তা দ্বারা উদ্ভাসিত, শ্রীমতীর উদ্ঘূর্ণা প্রভৃত্যাদি চেষ্টা সমূহিত শ্রীগৌরসুন্দরের স্মরণ দর্শন আমাদের ভাগ্যে ঘটে। প্রেমদাতা শ্রীগৌরসুন্দরের পরিকর মধ্যে গণিত হইলে জীবের আর প্রেমদান লীলা ব্যতীত অন্য কোনও কার্য্য থাকে না। তখন শ্রীগৌরসুন্দরের বাণী—

"পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম।
সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম॥

এই বাণী স্মরণ করিয়া ও শ্রীগৌরচন্দ্রের নিত্যানন্দ ও হরিদাসের প্রতি যে আজ্ঞা—সেই আজ্ঞাবাহক 'গিরনের' কার্য্য করিতে থাকিব। সকল জীবের দ্বারে দ্বারে গিয়া বলিব—

ভজ কৃষ্ণ, কহ কৃষ্ণ, লহ কৃষ্ণ নাম।
কৃষ্ণ পিতা, কৃষ্ণ মাতা, কৃষ্ণ—ধন প্রাণ॥
হস্তে নিধায় তৃণকং পয়োনিপত্য
কৃত্বা চ কাকুশতমেতদহং ব্রবীমি।
হে সাধবঃ সকলমেব বিহায় দূরাৎ
চৈতন্য-চন্দ্রচরণে কুরুতানুরাগম্॥

আচার্য্যানুগমনে

শ্রীগৌড়মণ্ডল-পরিক্রমার তাৎপর্য্য

(পূর্ব্ব প্রকাশের পর)

ষোড়শ দিবস।

কীর্ত্তনসমাপ্তির পর শ্রীপাদভারতী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজ, শ্রীপাদ সুজনানন্দ বিদ্যাবিনোদ, শ্রীপাদ নন্দসূনু ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ ভক্তিবিজয় প্রভৃতি বক্তৃ-মহোদয়গণ আচার্য্যপ্রাকট্য সম্বন্ধে হৃদয়ের আবেগ, আর্ত্তি ও ভক্তি-উচ্ছ্বাসপূর্ণ বিজ্ঞপ্তিসমূহ কীর্ত্তন করিলেন। পরে একটী কবিতা পঠিত হইল।

ভক্তগণের বলা শেষ হইলে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল পরমহংস ঠাকুর সমবেত ভক্তমণ্ডলীকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন—

"আমার গুরুবর্গ আমার সম্বন্ধে যে সকল কথা বলিলেন সে সকল কথার সহিত আমার সংস্রব অতি অল্পই। তবে একটি কথা অতিসত্য যে তাঁহারা কৃপা পূর্ব্বক আমাকে কুকৃত্য প্রবৃত্তি হইতে উদ্ধার করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন। সে জন্য আমি তাঁহাদের নিকট ঋণী। আমার বড়ই আশাবন্ধ আছে যে আমি গৌরসুন্দরের নাম অনুক্ষণ কীর্ত্তন করিতে পারিব। আমার বহুদিনের সঞ্চিত আশা ও বাসনা এই যে যেন আমি শুদ্ধ ভগবদ্ভক্ত সঙ্গে চব্বিশ ঘণ্টা কৃষ্ণ সেবা ও কার্ষ্ণ্য সেবায় নিযুক্ত থাকিতে পারি এবং তাঁহাদের কৃপাবৃষ্টিতে যেন আমার অন্যকাল যাপিত হয়। এরূপ বহুদিনের আশা আজ পরিপূর্ণ হইতেছে দেখিয়া আমার আনন্দের আর সীমা নাই। তজ্জন্য আমি শ্রীগৌরসুন্দর ও গৌরকল্পতরুর চরণে কোটি কোটি প্রণাম করিতেছি। গুরুবর্গের নিকট আমার প্রার্থনা যেন তাঁহারা আমাকে নিজগুণে ক্ষমা করেন। তাঁহারা সর্ব্বক্ষণ আমাকে হরিকথা শ্রবণ করাইয়া এবং তাঁহাদের আদর্শ চরিত্র আমার নয়নপটে

প্রতিফলিত করিয়া আমার চৈতন্যকে শোধিত করিতেছেন। তাঁহাদের শ্রীগৌরসুন্দর ও শ্রীগুরু পাদপদ্মে যে ভক্তি তাহার অনন্তাংশের খণ্ডাংশও যেন আমি লাভ করিয়া ধন্য হইতে পারি। আমি বিপদে পতিত। তাঁহারা সর্ব্বক্ষণ আমাকে রক্ষা করিতেছেন।

শ্রীগৌরসুন্দরের অমৃতময়ী গাথা ইঁহার সহিত আমার গৌণ ভাবে সম্বন্ধ আছে, আমার গুরুবর্গ তাহা জগতের অনেকের কাছে প্রচার করিয়া আমার অভিলষিত বাহ্য পূর্ণ করিতেছেন। শ্রীগৌরসুন্দরের চরণানুগত্য ব্যতীত অন্য শোভনীয়, আদরণীয় ও প্রার্থনীয় বিষয় আমার আর কিছু নাই। আমি নিতান্ত দুর্বল, কিন্তু গৌরসুন্দর বড়ই কৃপাময় যে আমাকে সর্ব্বক্ষণ হরিকথা শ্রবণের অধিকার দিয়াছেন। আমার যে সকল গুরুবর্গ আমাকে সর্ব্বক্ষণ হরিকথা শ্রবণ করিবার সুযোগ প্রদান করিয়াছেন তাঁহাদের স্মৃতি লইয়াই যেন আমি প্রপঞ্চ হইতে বিদায় গ্রহণ করিতে পারি। ইঁহাদের পবিত্র চরিত্রের নির্ম্মলতা আলোচনা করিলে আমার জন্ম জন্ম এই ত্রিতাপক্লিষ্ট সংসারে আসাই কর্ত্তব্য বলিয়া মনে হয়। কারণ এই স্থানে এইরূপ মহৎ চরিত্রের ভগবদ্ভক্তগণ অবস্থান করেন। একস্থানে এতগুলি আদর্শচরিত্র ভগবদ্দাসগণের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইবে আমি ইহা পূর্ব্বে ভাবি নাই। আমি মনে করিয়াছিলাম—যখন আমি শ্রীগুরুপাদপদ্ম অন্বেষণ করিতেছিলাম—যে শ্রীগৌরসুন্দরের প্রকটকালের ন্যায় বুঝি আর অত আদর্শ চরিত্র গৌরভক্ত একস্থানে হইবেন না। কিন্তু এখন দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইতেছি। আজ গৌরভক্তগণের চরণে কোটি কোটি প্রণামপূর্ব্বক এখানেই আমার বক্তব্য শেষ করিতেছি।

যাহাকৃপাতরুস্তমহং কৃপাসিন্ধুন্তমাশ্রয়ে।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমোনমঃ॥

শ্রীল পরমহংস ঠাকুর এইরূপ বলিয়া ক্ষান্ত হইলে পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্ত বাসুদেব বিদ্যাভূষণ মহোদয় কীর্ত্তন করিলেন—

"এমন দুর্ম্মতি সংসার ভিতরে
পড়িয়া আছিনু আমি।
তব নিজজন কোন মহাজনে
পাঠাইয়া দিলে তুমি॥ ইত্যাদি

কীর্ত্তনান্তে নানাবিধ বিচিত্রতা পূর্ণ মহাপ্রসাদ সমবেত ভক্তমণ্ডলীকে বিতরণ করা হইল। ভক্তগণ জয়ধ্বনি করিতে করিতে মহাপ্রসাদ সম্মান করিলেন।

সপ্তদশ দিবস।

২রা ফাল্গুন বেলা ১০॥টায় গাড়ীতে হাওড়া ষ্টেসন হইতে ই, আই, আর লুপ লাইনে মহারাজপুর হইয়া নিত্যানন্দ প্রভুর প্রকটস্থলী একচক্রা গ্রাম সন্দর্শন করিবার জন্য শ্রীল পরমহংস ঠাকুরের সহিত পরিক্রমাকারী ভক্তগণ ষ্টেসনে উপস্থিত হইলেন। অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকার সময় মহারাজপুর ষ্টেসনে আসিয়া গ্রামের মধ্যে ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে পণ্ডিত শিক্ষক মণ্ডলী ও ছাত্রগণের সম্মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত শুদ্ধভক্তিধর্ম্মের কথা বক্তৃতা, কীর্ত্তন ও ইষ্টগোষ্ঠী দ্বারা আলোচিত হয়। রাত্রে সেই গ্রামেই অবস্থান করিয়া পরদিবস ভোরে ভক্তগণ কীর্ত্তন করিতে করিতে জগদ্গুরু নিত্যানন্দপ্রভুর প্রকট স্থানাভিমুখে গমন করেন।

প্রেরিত পত্র।

বুদ্ধগয়া

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত "গৌড়ীয়" সম্পাদক মহাশয়
শ্রদ্ধাস্পদেষু—

"গৌড়ীয়" পত্রের তৃতীয় খণ্ডের, ৩১ সংখ্যায় **শ্রীল পরমহংস ঠাকুর ও বৌদ্ধধর্ম্ম** সম্বন্ধীয় বক্তব্যে আমার যৎকিঞ্চিৎ নিবেদন আছে। নিম্নে উহা বিবৃত করিলাম।

(১) আমি যে সকল কাগজ পত্র পাঠাইয়াছিলাম তাহা মোহন্ত মহারাজ বা অন্য কাহারও পক্ষ হইতে পাঠাই নাই। আমি উহা ব্যক্তিগত ভাবেই পাঠাইয়া পরমহংসের শ্রীপাদ ভক্তি সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহোদয়ের ব্যক্তিগত মত প্রার্থনা করিয়াছিলাম।

(২) তথা কথিত বৌদ্ধগণ বুদ্ধগয়ার মন্দিরে যে ছাগবলির অভিযোগ বা কাহারের দ্বারা পূজার কথা বলিয়াছেন, ইহা আমি সম্পূর্ণ অসত্য বলিয়া মনে করি। আমি ১২।১৩ বৎসর বুদ্ধগয়ায় যাতায়াত করিতেছি, কদাপি মন্দিরমধ্যে বা মন্দির প্রাঙ্গণেও ছাগ বলি দেখি নাই।

পরন্তু, বৌদ্ধগণ অহিংসা মতের প্রচারক হইলেও অন্য মাংস ভুক্ষে থাকুক, অনবরত গোমাতা বধ ও ভক্ষণ করেন, ইহার প্রমাণাভাব নাই। অন্য স্থানের কথা দূরে থাকুক, বৌদ্ধগয়ায় তীর্থপর্য্যটনে যাইয়া বৌদ্ধতীর্থ যাত্রী গোহত্যা ও গোমাংস ভক্ষণ করেন ইহাও দেখিয়াছি। সুতরাং এরূপক্ষেত্রে তাঁহারা কিরূপ অহিংসামন্ত্রের প্রচারক বৌদ্ধ বুদ্ধের শিষ্য বলিয়া নিজেদের গৌরব রক্ষা করিতেছেন, তাহা আমি বুঝিতে অসমর্থ।

অধিকন্তু, একথা কি অসত্য যে সিংহলস্থ বৌদ্ধগণ তথায় আমাদের হিন্দুভ্রাতৃগণের মন্দির সমূহ বল পূর্ব্বক অধিকার করিয়া রহিয়াছেন? বুদ্ধগয়ার মন্দির কোন কোন সময়ে বৌদ্ধদিগের হস্তে ছিল, ইহাতেই যদি তাঁহারা উহা আমাদিগের হস্ত হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার দাবী করিতে পারেন, তবে সিংহলস্থ বৌদ্ধগণের অপরাধ কি?

বুদ্ধ আমাদিগের অন্যতম অবতার—বৈদ্যনাথে শিবের মন্দির সংলগ্নই বুদ্ধের মন্দির তথায় যথারীতি হিন্দুগণ পূজা করিয়া থাকেন।

আজ বুদ্ধগয়ার মন্দির বৌদ্ধদিগকে প্রত্যর্পণ করিলে, কাল পুরীধামের জগন্নাথ মন্দির ও তাঁহারা দাবী করিবেন, হিন্দু যেন একথা বিস্মৃত না হন।

বিশেষতঃ, রাজনীতি ও ধর্ম্ম স্বতন্ত্র থাকাই বাঞ্ছনীয়। এই সকল কারণেই ব্যক্তিগত ভাবে অবশ্য হিন্দুসমাজের অন্যতম সভ্যরূপে আমি অভিমত আকাঙ্ক্ষা করিয়া পত্র দিয়াছিলাম। নিবেদন ইতি

ভবদীয়

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার

স্বর্ণগ্রাম, কালীনগর পোঃ যশোহর

৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩২।

শ্রীশ্রীহরিঃ শরণম্।

সম্পাদন-সভা। পুঁড়া, ২৪ পরগণা।

তারিখ ৫ জ্যৈষ্ঠ। ১৩৩২

নমস্কারানুনয়পূর্ব্বক সাদরসম্ভাষণম্—

গত ২৭ শে বৈশাখ আমাদের সভায় বক্তৃতার ভার্গা শেষ হইলে, এতদঞ্চলের শ্রোতৃমণ্ডলী মুগ্ধ হইয়া অনেক ব্যক্তি তাঁহাদের বাড়ীতে শ্রীভাগবতীমহাবাজকে লইয়া গিয়া শুদ্ধ চরিতকথা শ্রবণে আগ্রহ প্রকাশ করেন। তন্মধ্যে আমাদের সভার জনৈক ভক্ত শ্রীআশুতোষ বুলশীর আগ্রহাতিশয্যে তৎপর দিবসরাত্র তাঁহাদের বাড়ীতে শ্রীমদ্ভাগবতগ্রন্থ পাঠ ও ব্যাখ্যানের গৃহস্থের পক্ষে প্রকৃত পারমার্থিক জীবন যাপনের উপায় নির্দ্ধারণ ও উক্ত পারমার্থিক জীবন যে, সেই এক্ষকৃষ্ণে বাধ্য থাকিয়া মূলা বাড়াইতে যাইয়া সকলেই মুগ্ধ হইয়া যাইতেছেন, তাহা খুব সরল ভাষায় অকাট্য যুক্তিতর্কের আশ্রয়ে বুঝাইয়া দিয়া অনেকের প্রাণকে স্পর্শ করিয়া গিয়াছেন বলিয়া মনে হইতেছে। বক্তৃতার সারাংশ গ্রহণ করিয়া আগামী সপ্তাহের গৌড়ীয়ে বিশদভাবে আলোচনা করিলে অনুগৃহীত হইতে পারি। সভার "ইতিবৃত্ত" যাহা আমি পাঠ করিয়াছিলাম তাহার কিয়দংশ পাঠাইলাম।

প্রণত—শ্রীহরিপদ ভট্টাচার্য্য

বরণীয় সভাপতি মহাশয়, সমাহূত সুধীমণ্ডলী,

আজ যে সভার ইতিবৃত্ত আপনাদের সমক্ষে বিবৃত করিবার অভিলাষ করিতেছি, তাহা আজ পূর্ণ দ্বাদশবর্ষ অতিক্রম করিয়া ত্রয়োদশবর্ষে পদার্পণ করিতেছে এবং তাহারই জন্মবাসর পূজাই এই দ্বাদশ বার্ষিক উৎসব। এই পূর্ণ দ্বাদশবর্ষকাল যে একটী মহৎ উদ্দেশ্য লইয়া আমরা এই স্থানে আপনাদের ন্যায় মহানুভবগণের চরণ-ধূলি পাইবার সৌভাগ্যলাভে সমর্থ হইয়াছি, প্রথমতঃ এই সৌভাগ্যবিধাতার শ্রীচরণোদ্দেশে অনন্যা ভক্তি প্রণিপাত করিতেছি:—তারপর আমাদের প্রতি আপনাদের এই অনুগ্রহরাশির প্রতিদানে আপনার ও আমাদের কৃতজ্ঞতা-পূর্ণ আন্তরিক অভিবাদন গ্রহণ করুন।

সুবিস্তীর্ণ মহাদেশের মধ্যে এই একটী নগণ্য অনুল্লেখ্য পল্লীগ্রামের ও অনন্তকালের অকিঞ্চিৎকর মুহূর্ত্তবৎ এই মানবসমাজের ক্রীড়ার আবার ইতিহাস বা তৎপ্রকাশন, এই ছুই-ই যেন বাতুলের একটী নিরর্থক প্রচেষ্টা বলিয়া আপনাদের প্রতীয়মান হইতেছে, কিন্তু তাহা নহে। এই ক্ষুদ্রকে উপেক্ষা করিলে বৃহতের সত্তা রক্ষা অসম্ভব হইয়া পড়ে। এই বিশাল পৃথ্বীটী অণু পরমাণুর সমবায়ে সৃষ্ট। কণা? বারির সমষ্টিই বারিধি। (মহোদধি) ক্ষুদ্র বীজই বিশাল বৃক্ষের প্রথম আশ্রয়। মাষ্টীই সমষ্টির আদি। কাজেই সমস্ত বৃহত্বের ভিত্তিস্বরূপ এই ক্ষুদ্রের কখনই উপেক্ষার নহে। বরং একমাত্র অবলম্বন। তারপর ইতিহাসের আবশ্যকতা—অনাদিকালের সাক্ষী-স্বরূপ এই জগৎ, একমাত্র ইতিহাসকেই অবলম্বন করিয়া স্বীয় অস্তিত্ব রক্ষা করিতেছেন। আমাদের জ্ঞানের প্রারম্ভ হইতে বাক্‌স্ফূর্ত্তির সঙ্গে সঙ্গে মুখে মুখে উপকথা রূপ ইতিহাস শিক্ষার আরম্ভ হয়। ক্রমে বাংলার ইতিহাস, ভারত, ইউরোপ আদি দেশ-মহাদেশের ইতিহাস, বিভিন্ন মানব জাতির ইতিহাস ইত্যাদি আমাদের অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় হইয়া পড়ে। কিন্তু তখন বা কখনও এই ইতিহাস শিক্ষার পরিসমাপ্তি হয় না।

স্কুলের শিক্ষার কালে মনে করিতাম, Historyতে M. A. পরীক্ষা আবার কিরূপ! কলেজের বাজখাঁ কাল, বা ঐ সকলের অঙ্গ নির্ণয় সম্বন্ধে কি শিক্ষা লাভ তখনও বাকী থাকে। শেষে জ্ঞানপ্রাপ্তির সঙ্গে ঐরূপ ভ্রমের অপনোদন হওয়ায় জানি, তৎকালে ইতিহাসের শুষ্ক লেহন মাত্র ব্যাপার চলিতেছিল, অথবা ইতিহাস সমুদ্রের উপরেই ভাসমান থাকা গিয়াছিল। কালের মাধুর্য্যরস ভিতরেই। রুদ্ধ, রসগর্ভের গর্ব্বেই, বাহ্যিক জগতের বাদ দিলেও আধ্যাত্মিক পথাবলম্বীদেরও দর্শন বিজ্ঞান পুরাণাদি শাস্ত্র ও ঐতিহাসিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া জীব জগতের অশেষ কল্যাণ সাধন করিতেছে।

আদ্যমানকাল সঞ্চিত ঘটনারাশি পর্য্যায়ক্রমে সংরক্ষিত হইলে তাহাও ইতিহাস পদবাচ্য। জীব জগতের প্রত্যেক জীব, তৎতৎ বহু জন্মার্জ্জিত যে সংস্কার রাশি সঙ্গে বহন করিয়া আসে, আমার মনে হয়, উহাও তাহাদের প্রত্যেকের ব্যষ্টিগত ইতিহাস এবং তাহারই বিকাশ স্বরূপ তাহাদের এই বর্ত্তমান জন্মলাভ।

নয়ন শোভন শ্যামবপু, প্রভাত সূর্য্যালোকে উদ্ভাসিত নানা বর্ণে রঞ্জিত বিচিত্র বনান্ত সকল চিত্রকলায় আবদ্ধ হইলে এবং কর্ণের তৃপ্তিদায়ক সুন্দর সকল, ফনোগ্রাফ্ প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের সাহায্যে ধৃত হইলে, তাহা যেমন সুরক্ষিত হইয়া ভবিষ্যৎ জগতের কৌতূহল চরিতার্থ সাধন করে তদ্রূপ আমাদের এই ক্ষুদ্রস্মৃতিটী জগতের বা তদন্তর্গত আমাদের এই ক্ষুদ্র স্থানের ও ভবিষ্যতে কিছুনা কিছু উপকার সাধন করিবে, এবং বর্ত্তমানে উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলীর কথঞ্চিৎ কৌতূহল চরিতার্থ করিবে। এ বিশ্বাস আমার সুদৃঢ় আছে।

গত বৎসর শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার প্রচারক গৌড়ীয় মঠের পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি প্রদীপ-তীর্থ গোস্বামী মহারাজ ভক্তগণসহ এই সভার সভা-পতিত্ব গ্রহণ করতঃ তাঁহার পূতচরণরেণুপ্রদানে ও তাঁহাদের শ্রীমুখনিঃসৃত ধর্ম্মোপদেশদানে দেশবাসীকে কৃতকৃতার্থ করিয়াছেন। বলিতে কি, আমাদের ন্যায় হীন ও ভগবদ্‌বিমুখ ব্যক্তিগণের ঈদৃশ সাধুসঙ্গলাভ এই সমিতির আশ্রয় অবলম্বনের ফলস্বরূপ। তদ্ভিন্ন আমাদের এই সাধু অনুষ্ঠানের পুষ্টিকল্পে ক্রমশঃ বিভিন্ন প্রকারে দেশবাসী এবং বিভিন্ন স্থানের মহানুভবগণ নানা প্রকারে সাহায্য ও সহানুভূতি প্রদান করিয়াছেন।

কিন্তু এতক্ষণ যত কিছু পরিচয় প্রদান করিলাম, তাহা এই সদনুষ্ঠানের সৌষ্ঠবকল্পে গৌরব কীর্ত্তন হইল মাত্র। ইতঃপূর্ব্বে এই সকল সাহায্য ও সহানুভূতি লাভ সেই মুখ্য মনে করিয়া মহাগৌরব অনুভব করিতাম। কিন্তু এখন মনে হয়—ঐ সকল, এক সাধুর এক পরমার্থ সাধনার উপাখ্যানের তুল্য ভিন্ন বিশেষ কিছু নহে। উপাখ্যানটী এই এক সাধু সাধনার প্রথমাবস্থার তৎকল স্বরূপ কিছু কিছু বিভূতিলাভ করিলে, মহা গৌরবা-ন্বিত হইয়া একদিন গুরুসমীপে উপস্থিত হইয়া তাঁহার সিদ্ধিলাভের পরিচয় প্রদানে বলিয়া ছিলেন—ওরো!

"আমি পরমের দয়া পাত্র হইতে সমর্থ হইয়াছি।" শুক তাঁহার এবম্প্রকারে অবসন্নতের স্বরূপাত দেখিয়া বলিয়া ছিলেন বৎস! সাধনার এক পয়সার সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছ সন্দেহ নাই। অর্থাৎ অন্ত সাধারণের খেয়াতে যাহা যে পরমা যায় করিতে হয়, তাহাই মাত্র তুমি উপার্জ্জন করিয়াছ। শুনিয়া নিজের প্রকৃত জ্ঞানের অভাবে লজ্জায় ঐ সকল বিভূতিকে তুচ্ছ করিয়া ছিলেন।

তাই আমার মনে হয় এই সমিতির আশ্রয়ে সাধু-সঙ্গের দ্বারা আমাদের ইহার প্রকৃত মুখ্যফল অনুসন্ধান করিতে হইবে। সাধনার প্রারম্ভে স্বভাবসিদ্ধভাবে আসক্তি, বিভূতি বা ঐশ্বর্য্য লাভে ভুলিয়া মুখ্যফলে বঞ্চিত হইলে, সকলই ব্যর্থ হইয়া যাইবে। এই ফল পাইতে হইলে, অনন্যশরণ হইয়া সাধুর শরণাপন্ন আবশ্যক। শুধু হাসপাতাল অন্নসত্রে জীবের আত্যন্তিক দুঃখের নিবৃত্তি হইবার নহে। তাহা হইলে হিন্দুর ধর্ম্ম শাস্ত্র তাহারই উপদেশ প্রদান করিয়াই নিরস্ত হইতেন। ইহা বহির্মুখ মনুষ্যের প্রকৃত দয়া বৃত্তি স্ফুরণের প্রথম সোপান মাত্র। সেই এক সনাতন মানবের চরম শরণ্য এবং তৎপ্রাপ্তই (হরিতোষণই) মানবের জন্ম সার্থকতা সম্পাদন করিতে সমর্থ। একমাত্র বৃক্ষমূলে জল সিঞ্চিত হইলে যেমন বৃক্ষের প্রতি পল্লবের সতেজতা রক্ষা করিবার পৃথক্ প্রয়াস পাইতে হয় না ও তদ্রূপ সেই এক শ্রীহরির সেবা করিলে সকল কর্ত্তব্য কৃত হয়। তাই সেই এক উদ্দেশ্য সাধন মানসে সদালাপ সভার বার্ষিক উৎসবে সমাগত ধর্ম্মপ্রাণ মহানুভবগণকে সাদরে সেই সাধুসঙ্গ লাভের জন্য আহ্বান করিতেছি।

রাগ-রহস্য।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

শ্রীভগবান্ই একমাত্র নিত্যানন্দময় তত্ত্ব এবং যাহারা রাগকে ভগবদ্মুখী করিতে সমর্থ, কেবল তাহাদিগেরই নিত্যকাল আনন্দে রত থাকা সম্ভবপর। জড়সম্বন্ধযুক্ত নিত্যকাল সত্তা রক্ষণে অসমর্থ ও অহেতু তাহারা নিত্যকাল থাকিয়া যাইবে না।

হে পাঠকবর্গ! একটু স্থিরচিত্তে আপনারা নিজ নিজ হৃদয়মন্দিরে প্রবেশ করিয়া দেখুন—অমর হইয়া থাকিবার ও অক্ষয় আনন্দ উপভোগ করিবার যে ইচ্ছা, তাহা কোথা হইতে আসিতেছে এবং কেমন করিয়া তাহার আগমন সম্ভবপর। চিন্তাশীল হইলেই বুঝিবেন যে উহারা আপনাদিগের শুদ্ধস্বরূপের বৈকুণ্ঠরাগেরই অহৈতুক স্বভাবের বিলাস। যদি বৈকুণ্ঠরাগেরই বিলাস বলিয়া বুঝেন, তাহা হইলে সাধুবাক্য ও শাস্ত্রানুসারে সেই বৈকুণ্ঠরাগোচিত কার্য্যে নিযুক্ত হউন্। সেই বৈকুণ্ঠরাগ জড়-রাগাকারে বিভিন্ন স্তরের ভিতর দিয়া, স্বরূপ প্রকট করিবার জন্য বর্ত্তমানকালে আপনাদিগকে সদালোচনা করিবার জন্য যে যোগ্যতা প্রদান করিয়াছেন, তজ্জন্য আপনারা তাহার নিকট ঋণী। সেই বৈকুণ্ঠরাগের স্বভাবে যে স্বাভাবিক রুচি আছে, তাহার আনুগত্য করিলে অচিরে আপনাদিগের অমঙ্গলরাশি নষ্ট হইয়া যাইবে। জীবন অনিত্য; অতএব বৃথা কাল হরণ করা অনুচিত। "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত, প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।" ইতি—

শ্রীঅষ্টাঙ্গিক দাসাধিকারী

প্রচার-প্রসঙ্গ।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিদিবেক ভারতী মহারাজ ২৪ পরগণার পুঁড়োগ্রামে 'সদালাপসভা'র পক্ষ হইতে আহূত হইয়া গত ২৭শে বৈশাখ তারিখে ঐ সভার বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভার পক্ষ হইতে সম্পাদক শ্রীযুক্ত হরিপদ ভট্টাচার্য্য মহাশয় সভার ইতিহাস বর্ণনা করিয়া উপসংহারে জীবের নৈমিত্তিক ও নিত্যধর্ম্মের পরিচয়ে বলেন যে, ক্ষুধার্ত্তকে অন্নদান, আতুরকে ঔষধপ্রদান ইত্যাদি তাৎকালিক দয়ার অনুষ্ঠান হইলেও ভগবদ্বিস্মৃতিহারা জীবকে হরিস্মৃতি দানই দয়ার প্রকৃষ্ট পরিচয়।

অতঃপর কবিরাজ শ্রীযুক্ত রাধানন্দ স্মৃতিরত্ন ও বরিশাল হাইকোর্টের উকীল শ্রীযুক্ত নীরদচন্দ্র রায় মহাশয়দ্বয় বক্তৃতায় বলেন যে প্রথমে দেশবাসীর অন্নসংস্থান, পীড়িতের চিকিৎসার ব্যবস্থা, হিন্দুমাত্রেই একতাসূত্রে আবদ্ধ হওয়ার কথা সর্ব্ব প্রথমে আবশ্যকীয় বিষয়। ইহার পর সময় থাকিলে 'সদালাপ' তখন সভাপতি মহাশয় শ্রোতৃবৃন্দকে সম্বোধন করিয়া বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন। তিনি বহু শাস্ত্রযুক্তিদ্বারা দেখাইলেন যে, বদ্ধজীবের এই কারাগারে ত্রিতাপভোগ অনিবার্য্য। শরীর ব্যাধির আধার, বিশেষতঃ চিকিৎসককুলও ব্যাধিদ্বারা সততই আক্রান্ত তখন সকলেই বিচার করিয়া দেখুন রোগীর রোগ নিবারণের আশায় দৌড় কত। অতএব রোগনিবারণের তাৎকালিক চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে সদালাপ চিকিৎসালয়ে সাধুচিকিৎসকের দ্বারা চিররোগিদিগের নিকট রোগ সমূলে উৎপাটনের জন্য সদালাপ (সৎ অনুভবের আলাপ অথবা সত্যঃ ভক্তবিদের আলাপ) একান্ত আবশ্যক।

দেশে অন্নসংগ্রহের চেষ্টা একান্ত আবশ্যক। কেননা জীবন ধারণ করিতেই হইবে। কিন্তু মনে রাখিবেন দেবতাগণের শুভাশুভ দৃষ্টির উপর শস্যের মঙ্গলামঙ্গল নির্ভর করিতেছে। এই জন্যই অগ্রহায়ণে নবশস্যপ্রাপ্তিতে 'নবান্নের' ব্যবস্থা। কিন্তু নাস্তিক সম্প্রদায় নিত্য নূতন অন্ন সর্ব্বদেববন্দ্য শ্রীহরিকে না দিয়া বৎসরে একদিন তাহাদিগের কল্পিত ঈশ্বরকে নিবেদন করিয়া অন্নপ্রাশন অর্থাৎ অন্নেষ্য গ্রহণ করেন। তাহারা গীতার বাক্য ভুলিয়া যায়—যাহা আহার করিবে হে অর্জ্জুন, আমাকে নিবেদন করিবে। অতএব ভগবানকে বাদ দিয়া অন্ন সংস্থানের চেষ্টা না করিয়া শ্রীভগবান ও ভক্তগণের অন্ন শস্যের চাষ করিলে শ্রীনারদ পঞ্চরাত্রমতে শ্রীহরিসেবাই হয়।

যে পর্য্যন্ত আমরা নিজকে আর্য্যপুরুষ, ব্রাহ্মণ, সুশূদ্র ও ধনী মানিব সেকালে আমাদিগের চিন্তায় অনার্য্য স্ত্রী, অব্রাহ্মণ, কুৎসিত ও নির্ধন থাকলা কি থাকে না? অতএব দেখুন এভাবে এক আর্য্যদিগের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের কথা এক সংসারে ও মিলন অসম্ভব। সে সংসারে ভ্রাতার ভ্রাতায় মিল নাই, পিতা পুত্রে, স্ত্রীতে, মিল নাই সেখানে বহুজনের ভাতৃত্ব একত্রে মিলন কিরূপে সম্ভব কিন্তু শাস্ত্রবিচারে দেখুন যে আমরা যদি আমাদিগকে চিনিতে পারি—আমি ব্রাহ্মণ নই, ক্ষত্রিয়াদি বর্ণী নই না ব্রহ্মচারী গৃহস্থাদি আশ্রমী নই কিন্তু সর্ব্বেশ্বরেশ্বর শ্রীকৃষ্ণনিত্যদাসানুদাস তখন অপর জীবকে ঐ দৃষ্টিতে দেখিতে পারিব, ভেদবুদ্ধি চলিয়া যাইবে আমরা বাস্তবিকই পরস্পরের হিংসা ছাড়িয়া শুধু কয়েকটী হিন্দু নয় সর্ব্ব প্রাণীর সহিত একত্রে মিলিত হইব।

এইরূপ অনেক বিচারের পর সন্ন্যাসী মহারাজের সুমধুর কীর্ত্তনানন্দে সভা ভঙ্গ হইল। তখন সভার পক্ষ হইতে ধন্যবাদ দিবার সময় বলেন যে আজ আমরা যে উপদেশ পাইলাম ইহার সকলকে ধন্যবাদ দেওয়া শুধু মৌখিক সুখ্যাতি নহে—বক্তার আদেশ নিজ নিজ জীবনে প্রতিফলিত করা। সভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত হরিপদ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের উদ্যোগ, সদ্ভদয়তা ও সভা সঞ্চালন বিশেষ প্রশংসার্হ।

তৎপর শ্রীমদ্ভাগবত মহারাজ ষোড়শের ১৯৩০শে বৈশাখ শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ করেন। ৩০শে তারিখে স্থানীয় বাজারের সভায় ব্রহ্মচারী সচ্চিদানন্দ, সাধুসঙ্গ প্রসঙ্গে যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা করেন।

৩১শে বৈশাখ প্রাতে সন্ন্যাসী মহারাজ সেটেলমেণ্টের কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত কুমুদচন্দ্র গোস্বামী প্রমুখ ভক্তবৃন্দকে লইয়া নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের আবির্ভাব ক্ষেত্রে নগর কীর্ত্তন করেন। শুদ্ধ শ্রীনামকীর্ত্তনকারী শ্রীনাথ দিব্যস্থরি অধিকারী মহোদয় তাঁহার শ্রীগুরুপ্রদত্ত ক্ষমতায় সুমধুর কীর্ত্তনে সকলকে আকৃষ্ট করেন।

১লা জ্যৈষ্ঠ স্থানীয় শ্রীহরিসভায় স্বামিজীর শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও দিব্যস্থরি প্রভুর সুমধুর কীর্ত্তন শ্রবণে সকলেই মুগ্ধ হইয়াছেন।

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপতীর্থ গোস্বামী মহারাজ নদীয়া জিলার অন্তর্গত আনন্দনগরস্থ পুরে গ্রামে হরিকথা প্রচার করিয়া গ্রামবাসীর আনন্দ বিধান করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত গোকুল বাবু প্রচারকার্য্যে যথেষ্ট সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন।

আমলাসদহপুর হইতে শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপতীর্থ মহারাজ যশোহরের কতিপয় ভক্তের গৃহে পাঠ কীর্ত্তন করিবার পর গত ১৮ই মে তারিখে "মহিলানী ইনষ্টিটিউসনে" বহু উচ্চ শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত মণ্ডলীর সমক্ষে সনাতন ধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। পর দিবস "বার লাইব্রেরীতে" বহুক্ষণ ধরিকথা আলোচনা হয়। যশোহর হইতে স্বামিজী খুলনা সহরে প্রচারার্থ গমন করেন। তথায় ধর্ম্মসভাতে শুদ্ধভক্তিসম্বন্ধে বক্তৃতা ও নগরকীর্ত্তন দ্বারা অনেক সভ্যানুসন্ধিৎসুর হৃদয়ের সন্দেহ অপনোদন করিয়াছেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ পুরুষোত্তমপথে মেদিনীপুরের কাঁথিগ্রামে শুদ্ধ হরিকথা প্রচার করিয়াছেন। নিম্নস্থ সংবাদদাতা উক্ত গ্রামবাসী আমাদ বুদ্ধবণিতার শুদ্ধ ভক্তিনিষ্ঠা দর্শন করিয়া জানাইয়াছেন, "এখনকার সকলেই দেখিলাম শুদ্ধভক্তির আচরণে অত্যন্ত হইতেছেন, শুদ্ধ মহাজনানুমোদিত হরিকীর্ত্তন ব্যতীত গ্রামবাসী অন্য কোন 'বাজে' কীর্ত্তন করেন না। বহুব্যক্তি মৎস্যমাংস পরিত্যাগ করিয়া সাত্ত্বিক খাদ্য গ্রহণ করিতেছেন। আশাকরা যায় ভগবৎকৃপায় ইঁহাদের শীঘ্রই নিষ্ঠা মহা প্রসাদে রুচি হইবে। কোন ব্যবসায়ী গুরু বা বেষোপজীবী ব্যক্তি এ গ্রামের ভিতর আসিতে সাহস পায় না। শ্রীগৌরসুন্দর ক্রমশঃ ইঁহাদিগকে শুদ্ধভক্তিধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত হইবার জন্য সুমতি প্রদান করুন।

১২ই জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার ১৩৩২ "নীহার"

পত্র হইতে উদ্ধৃত।

বক্তৃতা—নবদ্বীপ শ্রীচৈতন্য মঠের সুপ্রসিদ্ধ ভক্তসন্ন্যাসী উদারচেতা ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীযুক্ত ভক্তিবিবেক ভারতী মহাশয় দুইজন সাধক ভক্ত সহিত পুরুষোত্তম মঠে গমন কালে আমাদের কাঁথিতে আসিয়া গত বুধ ও বৃহস্পতিবার "জীবে দয়া" ও "সদালাপ" সম্বন্ধে জ্ঞানগর্ভ উদার বক্তৃতার দ্বারা শ্রোতৃমণ্ডলীকে এক নব ভাবে উদ্বুদ্ধ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, যে সচ্চিদানন্দ উদার ধর্ম্মে যবন হরিদাসও মহাপ্রভুর ভক্ত সাধক হইয়াছিলেন, হায়! সেই মহান্ সার্ব্বজনীন ধর্ম্মকে বর্ত্তমান কতকগুলি বা ব্যক্তিচার, ভণ্ডামী ও বেষাদাসী আদির কলুষ সংস্পর্শে আবিল করিয়া ফেলা হইতেছে! সেই পবিত্র ধর্ম্মকে এই আবিলতা মুক্ত করাই তাঁহাদের প্রথম ব্রত। তদুদ্দেশ্যে তিনি শ্রীমদ্ভাগবত, গীতা ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে মহান্ উদার শাস্ত্রীয় উক্তির অবতারণা করিয়া সকলকে ভণ্ডামী, গোঁড়ামী, কপটাচার ও অসার ভেদাভেদ ত্যাগ করিয়া প্রকৃত ধর্ম্মজীবন গঠনে উপদেশ দেন এবং তাঁহাদের উক্ত মহান্ উদ্দেশ্য সাধনের আনুকূল্য করিতে আহ্বান করেন।

আলোচনা প্রসঙ্গে বক্তা মহাশয় আমাদের গড় চিকলিয়া নিবাসী জমিদার ভক্ত সাধক ও ত্যাগী যুবক দেশকর্ম্মী ভবানীচরণ পাহাড়ীর অসাধারণ ত্যাগ, ভগবন্নিষ্ঠা, ধর্ম্মপ্রাণতা ও কর্ম্মকুশলতার ভূয়সী প্রশংসা করিয়া অন্তরালে এই পুণ্যশ্লোক কুসুমটী ফুটাইয়া পড়ার জন্য তাঁহাদিগের মঠের প্রভুপাদ পরমহংসাচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর মহাশয় ভগবৎসান্নিধ্যে যে আকুল প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন তাহা 'ভক্তিপ্রদীপকণ্ঠে প্রেমাশ্রুপ্লুত—লোচনে ব্যক্ত করিয়া সকলের হৃদয় আর্দ্র করিয়াছিলেন। ইহারা ভবানীচরণের আবাসভূমি চাঁকলিয়া গ্রামে গমন করিয়া তথায় ভবানী বাবুর অসম্পূর্ণ গৌড়ীয় মঠের শাখা সভামন্দির নির্ম্মাণ কার্য্য সম্পূর্ণ করিবার উৎসাহ প্রদানপূর্ব্বক সেই পথে পুরুষোত্তম যাত্রা করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ।

৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩২। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী,

বিপুল সম্মানপুরঃসর নিবেদন—

আগামী ২৩শে জ্যৈষ্ঠ, ৬ই জুন, গৌরাব্দ ৪৩৯, শনিবার শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা-দিবস হইতে ১৫ই আষাঢ়, ৩০শে জুন, মঙ্গলবার পর্য্যন্ত শ্রীপুরুষোত্তম মঠে বার্ষিক মহোৎসব হইবে। ১ই আষাঢ়, ২১শে জুন, নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের একাদশ বার্ষিক বিরহ-মহোৎসব হইবে। এতদুপলক্ষে শ্রীমঠে প্রত্যহ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, শ্রীহরিকীর্ত্তন ও ইষ্টগোষ্ঠী হইবে। মহোদয় কৃপাপূর্ব্বক সপরিকরে এই ভক্ত্যনুষ্ঠানে যোগদান করিলে পরমানন্দিত হইব। ইতি

শ্রীহরিজনকিঙ্কর—ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী,

শ্রীঅতুলচন্দ্র দেবশর্ম্মা বন্দ্যোপাধ্যায় (ভক্তিসারঙ্গ)।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ।

গৌড়ীয়

শ্রীচৈতন্য-লেখ্য যথা অনুকূল।
বিশ্ব গাহিবে তাহে ভুল॥

শ্রীমূর্ত্তিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং নৈব কথ্যতে
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।

তৃতীয় বর্ষ | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার ২৩শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৩২, ৬ই জুন ১৯২৫ | ৪১শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ।

কলিতে অধর্ম্ম প্রায়। শ্রুত প্রভৃতি শাস্ত্রে দেহ বা স্থূল শরীরের পারিভাষিক সংজ্ঞা 'অন্নময় কোষ'। কলিদুষণাবতারী শ্রীগোবিন্দস্বরূপও বলিয়াছেন "দেহে আত্মবুদ্ধি হয় বিবর্ত্তের স্থান।" কলিজীবের দেহাত্মবুদ্ধি প্রবল, দেহাত্মবুদ্ধির বিবর্ত্তে পড়িয়া জীব সত্যকথা ধারণা করিতে পারে না। 'অসত্যেরে সত্য করি মানে'।

দেহাত্মবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিগণের স্বভাব শ্রীগীতা ষোড়শ অধ্যায়ে শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন। উঁহারা বলেন—

"আঢ্যোঽভিজনবানস্মি কোঽন্যোঽস্তি সদৃশো ময়া"।

আমরা সম্পন্ন, আমরা কুলীন, আমাদের সমান আর কে আছে? আমরা সকলের উপর প্রভুত্ব করিব। দেহাভিমানী অজ্ঞ-জ্ঞানবলে বলী ব্যক্তিগণ এতদূর অন্ধবুদ্ধিবিশিষ্ট যে, স্বয়ং ভগবান্‌ও তাহাদের পরিচারকের কার্য্য করিয়াছিলেন, পাদ প্রক্ষালন করাইয়া দিয়াছিলেন, তাহাদের 'লাথি' (?) সাদরে বক্ষে ধারণ করিয়াছিলেন; নিত্যা ভক্তিবৃত্তি ছাড়িয়া নরকের পথে চলিতে চলিতে এই সকল কথা লোকসমাজে বলিয়া হৃদয়ে বড় গৌরব অনুভব করে। তাহাদের ধারণায় ভগবান্ যখন তাহাদের ভৃত্য (?) হইয়াছিলেন, তখন যাবতীয় জীবও নিশ্চয়ই তাহাদের মত সেই অসুরবিমোহিনী মূঢ়তায় পতিত হইয়া তাহাদের ভৃত্য হইবে। কিন্তু তাহাদের "যেই জন কৃষ্ণ ভজে সে বড় চতুর" এই কথা বুঝিবার শক্তির অভাব।

এইরূপ দুর্বুদ্ধি কলিকালোচিত। বদ্ধজীবের দেহের অভিমান প্রবল, মুক্তপ্রায় ও মুক্তজীবের আত্মাভিমান প্রবল। বদ্ধজীব মানবধর্ম্ম-বর্জ্জিত হইয়া বলিয়া থাকেন, 'আমিই সকলের প্রভু', মুক্তজীব অমানী হইয়া বলেন 'আমি সকলেরই—ভক্ত দাসানুদাস।' শ্রীউদ্ধবগীতায় উক্ত হইয়াছে,

"ন যস্য জন্মকর্ম্মভ্যাং ন বর্ণাশ্রমজাতিভিঃ।
সজ্জতেঽস্মিন্নহংভাবো দেহে বৈ স হরেঃ প্রিয়ঃ॥

যিনি নিজ ব্রাহ্মণাদি উচ্চকুলের জন্মগৌরব, দান প্রতিগ্রহাদি কর্ম্মগৌরব, বর্ণ, আশ্রম ও জাতিগৌরব প্রভৃতি দ্বারা চরণরজ কোষের আধিক্যে বাহাদুরী করেন না, তিনি হরির প্রিয়।"

অতএব দেখা গেল, বদ্ধজীবের অনিত্যাভিমান প্রবল, মুক্তজীবের নিত্যস্বরূপাভিমান প্রবল। জীবের স্বরূপ বর্ণনে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীসনাতন প্রভুকে বলিয়াছিলেন—

"জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস॥"

সুতরাং ভগবদ্ভক্তগণ বা মুক্তজীবগণ 'কৃষ্ণ' আমাদের সেবা করিয়াছেন, এইরূপ অপরাধজনক বাক্য স্বপ্নেও মুখে উচ্চারণ না করিয়া "কৃষ্ণের দাসানুদাস" অভিমান করিয়া কৃতার্থ বোধ করেন।

শ্রীকৃষ্ণ মায়কীতনু-বিচারে অপরাধকারী অথবা ভক্ত জানিয়া ভৃগুর পদচিহ্ন বক্ষে ধারণ করিয়াছিলেন, ইহার দ্বারা ব্রাহ্মণমাত্রের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন না হইয়া ব্রহ্মণ্যদেব শ্রীকৃষ্ণেরই ভক্তের ঔদাসীন্য বা ভক্তবাৎসল্য প্রচারিত হইয়াছে। কারণ ঋষিগণ, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের মধ্যে কাহার শ্রেষ্ঠত্ব আছে জানিবার জন্য, ভৃগুকে প্রথমতঃ ব্রহ্মার নিকট প্রেরণ করেন। ব্রহ্মার নিকট উপনীত হইয়া তাঁহাকে আত্মীয়জ্ঞানে ভৃগু কোন সম্মান দেখান নাই বলিয়া ব্রহ্মা ভৃগুর প্রতি ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিয়াছিলেন। পরে ভৃগু মহাদেবের নিকট উপস্থিত হইলেন; কিন্তু তাঁহাকেও পূর্ব্ববৎ প্রণামাদি না করায় মহাদেব অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া ভৃগুকে বিনাশ করিতে উদ্যত হন।

কিন্তু যখন ভৃগু শ্রীবিষ্ণুর নিকট উপস্থিত হইলেন, তখন বিষ্ণু নিদ্রিত ছিলেন। ভৃগু আত্মীয়জ্ঞানে ঐশ্বর্য্য-শিথিল প্রেমের বশে বিষ্ণুর বক্ষে পদাঘাত সহ বামপদ প্রসারণ করিলেন। কিন্তু বিষ্ণু, ব্রহ্মা ইত্যাদি দেবতার ন্যায় হঠাৎ বা তমো গুণের অধীশ্বর মাত্র না হইয়া স্বয়ং নির্গুণ ও সমগ্র ত্রিগুণাধীশ্বর বলিয়া মায়কীতনু ভক্তজ্ঞানে ভৃগুর প্রতি ক্রুদ্ধ বা তাঁহার বিনাশ সাধনে উদ্যত হইলেন না। বরং পরম কারুণিক ভক্ত-সর্ব্ববিগ্রহ শ্রীবিষ্ণু তাঁহার দাসের অপরাধ গ্রহণ না করিয়া তাঁহাকে বাৎসল্যভরে অনুগ্রহমোহনের উদ্দেশেই জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্রহ্মন্, আমার কঠিন বক্ষে পদক্ষেপ করিয়া আপনার পদে আঘাত লাগে নাই ত?" পিতা সন্তানের এইরূপ অত্যাচার সহ্য করিয়া থাকেন। মাতা ধরিত্রী প্রভৃতি অন্যান্য জীবের কষ্ট না পদাঘাত সহ্য করিয়া জীবগণকে নিরন্তর তাঁহার সুকোমল অঙ্কে স্থান দিয়া রক্ষা করিতেছেন। ইহাতে জীবের পক্ষে কিছু "বাহাদুরী" নাই জননী বাহিরীরই বাৎসল্য ও মহত্বের পরিচয়। তদ্রূপ ভৃগুর ব্যবহারে তাঁহাকে নরকে না পাঠাইয়া শ্রীভগবান্ বিষ্ণু ভক্তবাৎসল্য ও অভক্তের অজ্ঞতাজ্ঞানে বিনাশ-লাভ অবশ্যম্ভাবী এবং নিজজনে আত্মীয়তা দেখাইয়া তাঁহার মহত্ব জগতে প্রচার করিলেন।

অযোধ জীব—অপরাধী জীব আমরা, শ্রীবিষ্ণুর বক্ষে আসুরী মূঢ়তাবশতঃ কতই না শেল বিদ্ধ করিতে প্রয়াস পাইতেছি। কিন্তু অদোষদর্শী শ্রীভগবান্ তথাপি আমাদিগকে আকর্ষণ করিয়া ক্রোড়ে স্থান দিবার চেষ্টা করিতেছেন। ইহার দ্বারা ভগবান্ আরও দেখাইলেন যে, শ্রীবিষ্ণুই সর্ব্বদেবশ্রেষ্ঠ এবং তিনিই ব্রাহ্মণগণের একমাত্র আরাধ্য এবং নিজ ধন। কিন্তু তাঁহার ভক্তকে অসম্মান করিলে তাদৃশ হিরণ্যকশিপুকে সমুচিত দণ্ডবিধান করিয়া নির্ব্বিশেষ মুক্তিদ্বারা সংহার করেন।

বৈষ্ণবগণের চরিত্র শ্রীবিষ্ণুরই অনুরূপ। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু, ঠাকুর হরিদাস, ইঁহারা জননীর কাণার আঘাত সহ করিয়া, যাহাতে প্রহারকারিগণের মঙ্গল চিন্তা করিয়াছেন। তাই চরিতামৃতকার লিখিয়াছেন—

'কৃষ্ণের সকল গুণ বৈষ্ণবে সঞ্চারে।'

আর অভক্ত গর্ব্বিতজনগণ অনিত্য-দেহাভিমানে মত্ত হইয়া শ্রীবিষ্ণুর উচ্ছিষ্ট শিক্ষা গ্রহণ না করিয়া ভগবান্ পর্য্যন্ত বিপ্রভক্তের পদ হৃদয়ে ধারণ করিয়াছিলেন—অর্থাৎ অভক্তগণ মনে করেন যে, তাঁহারা এমন বাহাদুর যে ভগবানের বক্ষে 'লাথি' (?) মারিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

এমন কি ভগবান্‌কে দিয়া তাহাদের 'পদ ধৌত' (?) করাইয়া লইয়াছিলেন, ইহাই ভগবদ্বৈমুখ্যের জাজ্বল্য দৃষ্টান্ত। এইরূপ বৃথা গর্ব্বে মত্ত হইয়া অবশ্য নরকের পথ পরিষ্কার হইতেছে।

আজকালের কলিহত ব্রাহ্মণগণ কি কৃতঘ্ন যদুবংশের কিয়দংশও লাভ করিয়াছেন? কই, কিছুই ত' দেখা যায় না। কৃত, ক্ষত্রিয়রাজ বীতহব্যকে ব্রাহ্মণত্ব প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু কলিহত ব্রাহ্মণ নিজের 'বড়াই' করিয়াই সময় পান না। সুতরাং তাঁহাদের আর মানবধর্ম্ম যাজনের অবসর কোথায়?

শ্রীভগবান্ সর্ব্বাপেক্ষা ভক্তের মানই সর্ব্বত্র বাড়াইয়াছেন। তিনি পদের হত বাহিরে মূর্খতাকে ব্রাহ্মণত্বে স্থাপন করিয়া অথবা যথাযথার্থে দুষ্ট করিয়া ভক্তকেই পরমাত্মীয় জ্ঞানে ভক্তহৃদয়ে নিত্যকাল অবস্থান করিয়া থাকেন। তাঁহার শ্রীমুখের উক্তি এই—

"সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ত্বহম্।
মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি॥"

ভগবান্ ভক্তপক্ষপাতী "অহং ভক্তপরাধীনঃ" ইহা ভগবানের শ্রীমুখবাক্য।

ভগবান্ স্বীয় নিজত্বকে আবরণ করিয়া কৃতঘ্নদলাদ্রিত হইয়াছিলেন; কিন্তু দুর্ব্বাসার ন্যায় শাস্ত্রবিৎ তপস্বী, যোগবলে বলীয়ান্ ব্রাহ্মণ যখন তাঁহার একান্ত ভক্ত অম্বরীষ মহারাজের চরণে অপরাধ করিলেন, তখন ভগবান্ তাহা সহ্য করেন নাই। দুর্ব্বাসাকে ধ্বংস করিবার জন্য ভক্ত রক্ষাকারী সুদর্শন প্রেরিত হইল। দুর্ব্বাসা নিজকে 'ব্রাহ্মণ' মনে করিয়া সর্ব্বপ্রথমেই ব্রহ্মার শরণাগত হইলেন। ব্রহ্মা স্বীয় অসমর্থতা জানাইলেন। দুর্ব্বাসা তৎপরে বৈষ্ণবাগ্রগণ্য মহাদেবের নিকট উপস্থিত হইলেন। মহাদেবও বৈষ্ণব দ্বিষেষীকে স্থান দিতে পারিলেন না। তখন দুর্ব্বাসা অনন্যোপায় হইয়া শ্রীভগবান বিষ্ণুর শরণ গ্রহণ করিলেন। কিন্তু "বৈষ্ণব-পরাধীন" বিষ্ণু ভক্তরূপে অপরাধী ব্রাহ্মণাভিমানীকে ক্ষত্রিয়ব্রুব ভক্ত অম্বরীষের পাদমূলে প্রেরণ করিয়া তাঁহার অপরাধ ক্ষালনের পন্থা প্রদান করিলেন। দুর্ব্বাসা ভগবদাদিষ্ট হইয়া—

"অম্বরীষমুপাবৃত্য তৎপাদৌ দুঃবিতোঽগ্রহীৎ।"

শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব্বে নবদ্বীপের অবস্থা বর্ণন করিয়া গ্রাসাবতার শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বলিয়াছেন—

"ধর্ম্ম কর্ম্ম লোক সবে এই মাত্র জানে।
মঙ্গলচণ্ডীর গীতে করে জাগরণে॥
• •
যেবা ভট্টাচার্য্য চক্রবর্ত্তিমিশ্র সব।
তাহারাও না জানে সব গ্রন্থ অনুভব॥
শাস্ত্র পড়াইয়া সবে এই কর্ম্ম করে।
শ্রোতার সহিত যমপাশে ডুবি ম'রে॥
• • •
নিরবধি 'বিদ্যাকুল' করেন ব্যাখ্যান।"

সেদিনকার মেদিনীপুর অন্তর্গত নারমা গ্রামে অথবা সেখানেই বা বলি কেন কলিযুগে সর্ব্বত্রই এইরূপ চিত্র দেখা যাইতেছে।

"এইমত বিষ্ণুমায়া মোহিত সংসার।
দেখি ভক্তগণ দুঃখ ভাবেন অপার॥
কেমনে এই জীব সব পাইবে উদ্ধার।
বিষয় সুখেতে সব মজিল সংসার॥"

শ্রীচৈতন্য ভাগবত।

তাই আজ শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভায় শুদ্ধভগবদ্ভক্তাচার্য্যগণ জীবের দুঃখে দুঃখিত হইয়া শ্রীগৌর নিত্যানন্দের অনুগমনে সত্য কথা প্রচারে ব্রতী হইয়াছেন।

"সত্যমেব বিজয়তে নানৃতম্।"

বিগত এই জ্যৈষ্ঠ কৃষ্ণাদশীতে গ্রাসাবতার শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন দাসের আবির্ভাব মহোৎসব, শ্রীপাট মেদিনীপুর প্রতিমাসের ন্যায় অতি সমারোহে সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। বিগত ৩রা জ্যৈষ্ঠ শ্রীবৈষ্ণব নামকীর্ত্তন মহোৎসব ও

মহাপ্রসাদ বিতরণ প্রভৃতি কার্য্যানুষ্ঠান শ্রীশ্রীনিতাই চাঁদের কৃপায় অতি সুশৃঙ্খলায় সুসম্পাদিত হইয়াছিল।

শ্রীগৌরাঙ্গ ভজ।

তোর 'যাও' 'যাও' বুলি গেল না ;
কি হে মন আশা
প্রাণের পিপাসা,
বোঝে তাও ভাল এল না।

আদি চিত্তকারী তোর,
বিকারের ঘোর
বিনাশ করিতে কত,
করি আয়োজন,
ভেষজ পরম
দিই, সুবৈদ্যের বিধিমত।

তুই তেঁতো ব'লে তারে
ফেলি বারেবারে,
ছুটিস্ কি বল পানে ?
কি তাহাতে সুখ ?
বিকৃত যে মুখ
করিস্ তাহার ফলে !

এক হ'তে অন্ত
সুখ-আশে অন্ধ,
ধাস্ মোহিনী ঘরে,
পিয়া নানা রস
বিষয়ার অবশ,
মজিস্ তাহারি তরে।

তোর বাড়ে ব্যাধি তায়,
জ্বলিস্ ব্যথায়,
ঘুচাতে মিটেনা কভু ;
থাকে সেই সব,
'দেহি' 'দেহি' রব ;
ব্রজ ত যায় না তবু !

হায়রে, কতদিন আর
এই অত্যাচার
স'বে কয় দেহে তোর ?
ফুরায় যে দিন,
ক্রমে শক্তি হীন ;
কর যে জীবন ভোর !

কেন দুঃখ পা'স ;
দিব যে যা' চা'স ;
ছাড়া'স্ না আর বাধি।
আছে সুভেষজ
শ্রীগৌরাঙ্গ ভজ,
চরণে ধরিয়া সাধি !

কবিকঙ্কণ—
শ্রীচণ্ডিচরণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীকৃষ্ণপুর।

বিচার কা'র কর ?

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)।

হতাশ প্রেমিক পরশুরাম-জামাতা জগৎ অন্ধকার দেখিলেন। তিনি নবীনা বধূকে গৃহে লইয়া যাইবার জন্য শ্বশুরালয়ে আসিয়াছিলেন। কিন্তু হায়, এ কি সর্ব্বনাশ ! তাঁহার কত আশার ধন সহসা কোথায় অদৃশ্য হইল। রাজপুরোহিত পরশুরাম পরম বৈষ্ণব ; তিনিই স্বয়ং তাঁহার স্নেহের কন্যাকে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করাইয়াছিলেন ! তিনি কন্যার মনের অবস্থা, তাহার সুতীব্র বৈরাগ্য প্রত্যক্ষও করিয়াছিলেন। কন্যা ঘোর রজনীতে একাকিনী গৃহত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিয়াছে,—সংবাদ পাইবা মাত্র, তিনি বুঝিলেন ;—মহা ভাবময়ী বৈভবাদি ত্যাগ করিয়া মহা-সাগরে ঝাঁপিয়া পড়িয়াছে ! তাহার সে উদ্দাম গতি আর রোধ করিবে কে ? তথাপি তিনি স্নেহেরবশে, বিশেষতঃ জামাতার নির্ব্বন্ধে, রাজার সাহায্যে বহুলোক-জন লইয়া কন্যার অন্বেষণে ছুটিলেন।

প্রভাত হইয়াছে ; সূর্য্যকিরণে চারিদিক উদ্ভাসিত ; এমন সময় করমেতি একটি সুদূর-বিস্তৃত প্রান্তর মধ্যে পতিতা হইয়া, মহাভয়ে এক এক বার পশ্চাৎ চাহিয়া—"হা কৃষ্ণ !—হা কৃষ্ণ !—হা নাথ !—রক্ষা কর—রক্ষা কর।" এইরূপ আর্ত্তনাদ করিতে করিতে ছুটিয়াছেন। ভাবিতেছেন,—"এখনি হয়ত কেহ আসিয়া পড়িবে। এই প্রান্তরে ত আর লুকাইবার স্থান নাই ?—এইবার নিশ্চয়ই কেহ আমাকে দেখিতে পাইবে ; —দেখিলেই ধরিয়া ফেলিবে। আর, সেই সুতীব্র ভোগ-লালসার অনন্ত তাড়নে, ইন্দ্রিয়-গণে আমাকে নিক্ষেপ করিবে। হা কৃষ্ণ,—হা কৃষ্ণ—আমি যে তোমার, আমি যে তোমারই সেবায় আমার এই দেহ মনঃ প্রাণ—সমস্ত উৎসর্গ করিয়াছি। এ দেহে আমাকে আমার কি সেই অতি হেয় ইন্দ্রিয় সুখেচ্ছার আহুতি যোগাইতে হইবে ? রক্ষা কর,—রক্ষা কর নাথ,—রক্ষা কর।"

করমেতি ছুটিয়াছেন। তাঁহার কুসুম কোমল পা' দু'খানি কঠোর ভূমিতে কত বিক্ষত ও রক্তাক্ত হইয়া অলক্তক শোভা ধারণ করিয়াছে। বেশবাস সর্ব্বাঙ্গ ভিজিয়া গিয়াছে। কেশ বেশ আলু থালু হইয়াছে। প্রতি পদে পদ স্খলিত হইতেছে। তথাপি তিনি ছুটিয়াছেন। ঊর্দ্ধমুখে রুদ্ধশ্বাসে হা কৃষ্ণ,—হা কৃষ্ণ, বলিয়া বায়ুবেগে অগ্রসর হইয়াছেন। এমন সময় সহসা পশ্চাতে ঘোর কোলাহল উত্থিত হইল। মহাভয়ে শিহরিয়া উঠিয়া দূর হইতে তিনি দেখিলেন,—দ্রুতবেগে বহুলোক সেইদিকে আসিতেছে। বুঝিতে আর বিলম্ব হইল না, নিশ্চয়ই ইহারা রাজার লোক ; তাঁহারই অন্বেষণে বাহির হইয়াছে। আর বুঝি রক্ষা নাই। কৃষ্ণ পাগলিনী করমেতি সাশ্রু-নয়নে ব্যাকুলপ্রাণে তাঁহার প্রাণকৃষ্ণকে ডাকিতে লাগিলেন। চকিত নয়নে চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন, কোথাও একটু আত্মগোপনের আশ্রয়স্থল আছে কি না। অমনি তিনি সম্মুখেই দেখিতে পাইলেন,—সেই প্রান্তর মধ্যে একটি উষ্ট্রের গলিত শবদেহ পড়িয়া রহিয়াছে। তাহার উদর জীব জন্তুর দ্বারা ভক্ষিত হইয়া গহ্বরের মত হইয়াছে। উপরে কঙ্কাল ও চর্ম্ম আচ্ছাদনের মত আছে। উত্তম হইয়াছে !—বেশ গুহাটি রচিত হইয়াছে ! আ মরি-কৃষ্ণ হে, এত করিয়া তুমি তোমার আত্মজনকে রক্ষা কর। এমন কৌশলে সকল বাধা দয়াইয়া তাহার পথ মুক্ত করিয়া দাও ! হরি, হরি, হরি,—

রাজা করমেতির ঘোর নৈরাশ্যে মুদিয়া আশার আলোক জ্বলিয়া উঠিল। তিনি পরম আগ্রহে সেই দুর্গন্ধময় গলিত শবের উদর গহ্বরেই আশ্রয় লইলেন। আর তথায় তন্ময় হইয়া বসিয়া মহাযোগে যুক্তকরে কৃষ্ণনাম-পরায়ণ করিতে লাগিলেন। শবের গলিতাবশেষ, অসংখ্য কৃমিকীটে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ ভরিয়া গেল। কোনও দিকেই লক্ষ্য নাই ! লক্ষ্যই বা করিবে কে ? তাঁহার সকল ইন্দ্রিয়ই যে অন্তরে কেন্দ্রীভূত হইয়া সেই সর্ব্বভূতাত্মার শ্রীপদে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

রাজার লোকজন অনেক অনুসন্ধান করিয়াও কোথাও সেই ব্রাহ্মণ-কন্যাকে না পাইয়া, প্রত্যাবর্ত্তন করিল। করমেতিও সুযোগ বুঝিয়া বাহির হইয়া, এবার বিগুণ উৎসাহে, পরম আনন্দে কৃষ্ণনাম করিতে করিতে, আবার সেই শ্রীবৃন্দাবন অভিমুখে ধাবিতা হইলেন।

তিনি অতিকষ্টে সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া, যথা সময় তাঁহার গন্তব্যে উপস্থিত হইলেন। পরশুরাম-আরাধ্য ধারুণ নৈরাশ্যে দুঃসহ দুঃখে দগ্ধ হইয়া গৃহে ফিরিলেন। পিতাও তাঁহার একমাত্র সন্তানের বিরহে কাতর হইলেও কৃষ্ণকৃপায় অল্পকালেই স্বস্থ হইলেন। এই কৃষ্ণপ্রাণা করমেতিকে, এবার কি বলিবে তুমি, তাই বিচারক ? তাঁহার এই নিষ্ঠুর অনুষ্ঠানের একবার বিচার কর ! তোমার অন্ধ অভিজ্ঞতা, কৈতব-বুদ্ধির, বাহ্যিক বিচারের তুলা-দাঁড়ি লইয়া একবার তাঁহার এই কর্ম্মের ন্যায় অন্যায় পরিমাপ কর। কর তাহা, ক্ষতি নাই ; কিন্তু মিনতি করি, একটি বার স্থিরচিত্তে ভাবিয়া দেখিও,—কোথায় তুমি, কি লইয়া আছ, আর কাহার বিচার করিতেছ।

এমন ঘটনায়, মানুষ মাত্রিক বুদ্ধি মূঢ়জীবের চিত্তের একটা অস্বস্তি, একটা আঘাত আসে কেন, বল দেখি ? সত্য বল ; ভাবের ঘরে চুরি করিও না ; তাহাতে ক্ষতি তোমারই হইবে ! সাধুর সেই মলনা-লোচন নিষ্ঠার ভলি

জলে বিসর্জ্জন ; আর বালকটির কত আয়াসে সেই কয়-গত পোয়াটির মধু-রস আস্বাদন ; সে দুটি চুলিও না যেন। সেই সময়ের জনমণ্ডলীর তৎকালীন মনোভাবটিও অনুধাবন করিতে বিস্মৃত হইও না। তাহা হইলেই যোগ বলা পড়িবে। এই প্রশ্নের উত্তরও মিলিবে।

বলি তারা,—জানি ত' সবই। তবের বাগানে তালমন্দ কোনও ফলটাই ত' চাকিতে বাকী নাই। আমাদের দাঁত ভাঙ্গিলে, আমরা বেটা ফোকলা মুখে প্যাকুলে, একটু চুষেটুষেও তা'র কিঞ্চিৎও আস্বাদন করিতে আর হই না ; চক্ষুঃ কর্ণাদি দ্বার সকলের কোনও একটি সহজ পথ রুদ্ধ হইলে, নাসা বন্ধ হইলে মুখে নিশ্বাস লওয়ার মত, যে দুঃখধ্বনি সংস্পর্শজ বিষয় সুখকে আমরা অন্তরায়-পথেও অন্তরে প্রবেশ দিয়া প্রসাদ ভোগ করি ; দমস্ত দ্বার রুদ্ধ হইলেও, মনকে যাহার ভাবনা ভুলাইতে পারি না ; সংসারে সেই সর্ব্বজিৎ বিষয়টা কত দৃঢ়রূপে বাঁধিয়াছে আমাদিগকে, একটু ভাব দেখি! ভাব ভেবি, কি দুর্জ্জয় বল তাহার! এত বলে যে আমাদের উপর একছত্র আধিপত্য বিস্তার করিয়া, কত জন্মে বদ্ধমূল হইয়া, আমাদিগকে এমন সহস্রবন্ধনে বাঁধিয়াছে ; কেবল বহির্দুখেই ঘুরাইয়া রাখিয়াছে ; কত প্রবল শত্রু সে আমাদের! কত জন্ম সাধনায় তাহার প্রতিকূল শক্তি লব্ধ করিয়া, আমরা আবার তাহার অধীনতা পাশ হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইতে পারিব? সংসারে লক্ষ লক্ষ মনুষ্যের মাঝে কয়জন তাহা পারে? কিন্তু, যাঁহারা তাহা পারিয়াছেন, কত শক্তি, কত মহত্ব তাঁহাদের? তাঁ'দের পাদুকার মলবৎ নিম্ন হইবার ও যোগ্যতা কি আমাদের আছে?

অহো,—কত ভাগ্যবান্ তাঁহারা, কি শুভক্ষণ তাঁহাদের, যাঁহারা সেই দুর্জ্জয় বিষয়তৃষ্ণা, সেই দুস্ত্যজা ক্ষিতি-সুত স্বজনার্থ-দারা পরিহার করিয়া, নিষ্কামে কৃষ্ণ-সেবার জন্য প্রবল অনুরাগ লইয়া, কাম-কৃমি-ময় গৃহান্ধকূপ হইতে চিরতরে বহির্গত হইয়াছেন। কোথায় তাঁহারা, আর কোথায় আমরা? কাহার বিচার কে করিবে? তোমার কথাই তুমি বলিতে পার। তোমার অধিকার যে পর্য্যন্ত, তুমি তাহারই সংবাদ রাখ ; কিন্তু, তাহার অতীত, তাহা হইতে দূরে—বহুদূরে, তোমার অগোচরে, তোমার চিন্তারও বাহিরে, কি বস্তু কোথায় যে নিহিত আছে, তাহার তথা তুমি পাইবে কেমনে? কোন মহাসুতের অপ্রাকৃত মধুরস অন্তরে অবিরত আস্বাদন করিয়া, জিহ্বা কলিয়ার আশায়, সেই সাধু দেবভোগ্য ভোজ্যকেও, বা ভুবন স্পৃহিত বিভবকেও, মুৎপিণ্ডের মত অতি অবহেলায় অগাধ জলে নিক্ষেপ করিতে পারেন, করেন, তাহা সেই উদর-সর্ব্বস্ব মিষ্টান্ন-ধন-লোলুপ-তৎপর বালক কি বুঝিবে? আর ঐ সাধুকর-স্পৃষ্ট পরিত্যক্ত মিষ্টান্নের সলিল গর্ভেই যে কি গতি হইল, কিম্বা সেই ইন্দ্রিয়পর বালক উদরেই বা তাহার (ঐ অমৃতত মিষ্টান্নের) স্বজাতির কি বিশেষ উচ্চপদ-প্রাপ্তির সম্ভাবনা রহিল, তাহারই বা অন্ত কে পাইবে? অক্ষজ জ্ঞান তাহার কত দূরের সংবাদ দিতে পারে? আরও একটা ভাবিবার কথা:—জড় দেহের যে ভোগ্য বস্তু, বা প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের যে আস্বাদ্য বিষয়, তাহা ঐ জড় দেহে—ঐ প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ে যথেষ্ট আস্বাদিত হইলেই কি চরিতার্থ হয়? চরম গতি লাভ করে? কিম্বা, ঐরূপ বিষয়ের যথেষ্ট আস্বাদনেই কি ঐ দেহ, ঐ ইন্দ্রিয় সকল ও পূর্ণ পরিতৃপ্তি লাভ করে? তা,ত কখনও করে না। শাস্ত্রেও আছে,

"ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে ॥

(শ্রীভাঃ ৯। ১৯। ১৪)।

তবে আর এরূপ ভোগ্য ও ভোক্তার মিলনেই বা কি মঙ্গল হইবে? তাহাতে ত ভোক্তার ভোগ লালসা, ইন্দ্রিয় সুখ তৃষ্ণা, বাড়িয়াই চলিবে, এবং লক্ষ লক্ষ জন্মেও তাহা নিবৃত্তি প্রাপ্ত হইবে না ; "বায়ু গন্ধানিবাশয়াৎ" দেহ হইতে দেহান্তরে অনুবর্ত্তন করিবে।

যথেষ্ট ও যথেচ্ছ কামভোগে? অপরিতৃপ্ত মহারাজ যযাতির সেই শেষ সময়ের অমূল্য বিবেক-বাক্যটী অতঃপর একবার স্মরণ কর। আহা, মহাভাগ্যে চৈতন্যোদয় হইলে, অজস্র অশ্রুতে অভিষিক্ত হইয়া, কত দুঃখে তিনি এই পরম সত্য বাক্যটি উচ্চারণ করিয়াছিলেন ;—

"যা চেষ্টা রাজা দুর্গস্থিতিজীব্যাতো যা ন জীর্য্যতি।
তাং কৃষ্ণাং দুঃখনিবহাং শশ্বৎকামো ক্রতং ত্যজেৎ ॥

দুর্গতি মানব বিষয় যে সব
কখনো ত্যজিতে নারে।
করিলেও ভোগ, যা'তে মায়া যোগ
কখনো, বয়স্ বাড়ে ॥
চাহে যেবা হিত শ্রেয়ঃ সুনিশ্চিত,
ত্যজিবে সে ত্বরা করি।
সেই প্রাণ-নাশা বিষয়ে পিপাসা
বিষময় মহা-অরি॥

মহারাজের কত দিনে এই চৈতন্য উদয় হইল। সুপ্ত সিংহ জাগিয়া উঠিল। কাম স্বপ্ন আর কি সেখানে স্থির থাকিতে পারে? সে সুদূরে পলায়ন করিল! মহারাজও অমনি মুক্তবন্ধন বন্যগজ-প্রাণির মত প্রবলবেগে ছুটিলেন। মলবৎ সমস্ত সুবৈভবরাজ্য পরিত্যাগ করিয়া, গভীর অরণ্যে গিয়া—বাসুদেবের ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন। (ক্রমশঃ)।

কবি কৃষ্ণামৃত।

প্রচারের ভাষেন্সী।

গত ১১ই চৈত্র সোমবার মেদিনীপুরের অন্তর্গত মায়ধা-গ্রামনিবাসী জমীদার ও নায়ধা সংস্কৃত পরিষদের সম্পাদক শ্রীযুক্ত রাধাকান্ত রায় মহাশয় সহকারী সম্পাদক মহাশয় এবং রায় মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ সহোদর মহাশয়গণের আগ্রহাতিশয্যে মেদিনীপুর বিষ্ণুধর্ম্মমণ্ডলীর অন্তর্গত নায়ধা সংস্কৃত পরিষদের দ্বিতীয় বার্ষিক সাধারণ সভায় শুদ্ধবৈষ্ণবধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করিবার জন্য বর্ত্তমান যুগের শুদ্ধবৈষ্ণবধর্ম্মের একমাত্র ভক্তিধরকেন্দ্র মায়াপুর শ্রীচৈতন্য-মঠের শাখা শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণকে আহ্বান করা হয়। শ্রীগৌড়ীয় মঠরক্ষক আচার্য্যাত্রিক মহোদয়ের ইচ্ছানুসারে শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবদ্বীপ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ সুরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ও শ্রীযুক্ত ধরিপদ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি কয়েকজন প্রচারক নবগ্রামে উপস্থিত হন।

প্রথম দিবস অপরাহ্ণে শ্রীগৌড়ীয়মঠের বক্তৃমহোদয়গণের বক্তৃতার সময় ধার্য্য করা হয়। বক্তৃতার পূর্ব্বে বক্তৃমহোদয়গণ যে নির্দ্দিষ্ট বাসস্থানে অবস্থান করিতেছিলেন সেই স্থানে কতিপয় ভদ্রমণ্ডলী অভ্যর্থনা করিতে উপস্থিত হইয়া বক্তৃমহোদয়গণের নিকট বলেন যে, তাঁহারা যেন বক্তৃতাকালে খদ্দরপরিহিত হইয়া বক্তৃতা প্রদান করেন। তদুত্তরে গৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণ উক্ত খদ্দরানুরাগী মহোদয়গণকে বলেন যে, তাঁহারা শুদ্ধভক্তিসেবানুরাগী অপরাধ-গণের পাদপদ্মসেবাভিলাষী ভিক্ষুক। বিষ্ণুর প্রতি যাহে যাহে প্রতি জীবের নিকট শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তির কথা প্রচারই তাঁহাদের জীবনের একমাত্র ব্রত। সদাশয় গৃহস্থগণ তাঁহাদিগকে যে কোন বস্ত্র ভিক্ষাস্বরূপে প্রদান করেন, তাঁহারা হরিকার্য্যের জন্য সভাসমাজে বিচরণার্থ ভক্তির অনুকূল বসন দ্বারাই লজ্জা নিবারণ করিয়া থাকেন। কোন ভক্তিমান ব্যক্তি যদি তাঁহাদিগকে খদ্দর প্রদান করেন, তাঁহারা ভক্তির প্রচারোদ্দেশে ভগবৎপ্রসাদীরূপ সেই বস্ত্র পরিধান করিতে অনিচ্ছুক নহেন। তবে তাঁহাদের কৃষ্ণনিষ্ঠা ব্যতীত ব্যক্তিগত ইন্দ্রিয়তোষণ বা প্রতিষ্ঠালাভের জন্য ভক্তের 'খদ্দরনিষ্ঠা' বা 'অখদ্দরনিষ্ঠা' এই উভয়ের কোনটীই নাই। দ্বিতীয়তঃ তাঁহাদের বিচারে বিশ্বের সর্ব্বস্থানই বিষ্ণুবৈষ্ণবের শ্রীভগবানের স্থান। সুতরাং 'এইটি স্বদেশ, অপরটি বিদেশ' এইরূপ সঙ্কীর্ণ ধারণা তাঁহারা পোষণ করেন না। নাস্তিকগণের আবাসস্থল বিদেশ, চতুর্দ্দশভুবন বা পৃথিবীর যে কোন স্থান ভক্তগণের দেশ হইলেই তাঁহারা উহাকে 'স্বদেশ' বলিয়া জানেন।

তদুত্তরে ঐ সকল খদ্দরানুরাগী ও স্বদেশানুরাগী (?) ব্যক্তিগণের মধ্য হইতে কতিপয় ব্যক্তি বলিয়া উঠেন যে তবে কেন গৌড়ীয় মঠের প্রচারকগণ বৎসরমাসাদিগণের হস্তে জলাদি গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হইয়াছেন? প্রত্যুত্তরে গৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণ বলেন যে, তাঁহারা বিষ্ণুভক্তের দাসানুদাস। বিষ্ণুভক্তির অনুকূলগ্রহণ ও প্রতিকূলত্যাগই তাঁহাদের পক্ষে বিধি ও নিষেধরূপ আচরণ। হরিতোষণই তাঁহাদের সর্ব্ববিধ বিচারের কেন্দ্র। নাস্তিকতা-

মূলে কোন বিচার তাঁহারা গ্রহণ করেন না সুতরাং যাহা শ্রীবিষ্ণুতে অর্পিত হইতে পারে না এইরূপ অন্যের বা ঐরূপ অন্যাভিলাষী ব্যক্তিগণের স্পৃষ্টবাদ সর্ব্বেশ্বর শ্রীবিষ্ণুতে নিবেদনযোগ্য নহে মনে করিয়া তাঁহারা গ্রহণ করিতে পারেন না। যাঁহাদের ভগবানে প্রীতিরূপা সূক্ষ্মবিচারণা আছে তাঁহারাই বুঝিতে পারিবেন যে এইরূপ নিষ্ঠার মূলে শ্রীহরিভোষণই বর্ত্তমান।

দ্বিতীয়তঃ তাঁহারা বিষ্ণুভক্তগণের চরণাশ্রয়ক্রমে কোনও জাগতিক ব্যক্তির নিকৃষ্ট চিত্তবৃত্তিমূলক অভিরুচি বা অপরিণামদর্শী স্বার্থপরতার অনুসারে না চলিয়া বিষ্ণুভক্তগণের ন্যায় স্বতন্ত্র। সুতরাং কথক, পুস্তক-পাঠক, ব্যবসায়ী বক্তা বা কীর্ত্তন গায়ক হইতে এইটিই তাঁহাদের বৈশিষ্ট্য, যেহেতু তাদৃশ নিকৃষ্ট সম্বন্ধের কৃত্রিমতা ভক্তির কোন সন্ধান রাখেন না।

তৎপরে সকলের আগ্রহে শ্রীগৌড়ীয়মঠের ভক্তগণ উচ্চৈঃস্বরে নগর সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে সভামণ্ডপে ফিরিয়া উপনীত হইলেন। সভাতে বহু বহু ভারতীর্থ, কাব্যতীর্থ, তর্কতীর্থ, ব্যাকরণতীর্থ ও কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিদাস শাস্ত্রী এম্ এ মহাশয়, প্রবীণ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র সাম্যব্যায়ী মহাশয় শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ পালচৌধুরী জমীদার কোতোয়ালী, শ্রীযুক্ত রজিনাথ বসু, কো-অপারেটিভ ইন্সপেক্টর ও শ্রীযুক্ত জীবনগোবিন্দ মাইতি ডানটারী ইন্সপেক্টর, মেদিনীপুর, প্রভৃতি বহু বহু পণ্ডিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন। পণ্ডিত শ্রীঅবিনাশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় সভাপতি নির্ব্বাচনের প্রস্তাব উপস্থিত করিলে গৌড়ীয় মঠের প্রচারকগণের পক্ষ হইতে সর্ব্বপ্রথমে জিজ্ঞাসা করা হয় যে এই শুদ্ধবৈষ্ণবধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনাসভার সভাপতিপদে আরূঢ় হইবার যোগ্যতা কোন্ শুদ্ধ বৈষ্ণব-সদাচারী মহাশয় ধারণ করেন—তাঁহার নাম সর্ব্বপ্রথমে জ্ঞাতব্য। তদুত্তরে সভার পক্ষ হইতে সাম্যব্যায়ী মহাশয়কে সভাপতিপদে বরণ করিবার জন্য কেহ কেহ অনুরোধ করেন। প্রত্যুত্তরে গৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণ বলেন যে সাম্যব্যায়ী মহাশয় ব্যাকরণাদি অপরাবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী হইলেও তত দূর পরাবিদ্যাকুশল, শ্রৌত্রীয় ও ব্রহ্মনিষ্ঠ এবং শুদ্ধবৈষ্ণবসিদ্ধান্তনিপুণ তদ্বিষয়ে অনেকের সন্দেহ থাকিতে পারে। সুতরাং এমতাবস্থায় "মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ" এই মহাজনোক্তি অনুসারে এই বৈষ্ণব-ধর্ম্ম আলোচনাসভায় তত্ত্ববস্তুবিগ্রহস্বরূপ শ্রীপ্রহ্লাদপরত্ত ও মূর্ত্তিমান ভাগবতস্বরূপ ভাগবতের আচার্য্য ও প্রচারক ভক্তভাব অঙ্গীকারকারী ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরই সভাপতি পদ অলঙ্কৃত করুন।

এইরূপ কথা হইবার পর সভার পক্ষ হইতে কার্য্যনির্ব্বাহ সমিতির সহকারী সভাপতি পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অবিনাশ চন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় প্রস্তাব করেন যে শ্রীযুক্ত বিদ্যাবিনোদ মহোদয় আজ আমাদিগকে কিছু হরিকথা কীর্ত্তন করিয়া আনন্দ বিধান করিবেন। সুতরাং সকলে স্থিরচিত্তে তাঁহার মুখে হরিকথা শ্রবণ করুন। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হরিহর শাস্ত্রী মহোদয় সভার পক্ষ হইতে সর্ব্বান্তঃকরণে উক্ত প্রস্তাব অনুমোদন করেন। শ্রীপাদ পরাবিদ্যাবিনোদ মহোদয়ের বক্তৃতার পূর্ব্বে বাগ্মীপ্রবর পণ্ডিত শ্রীপাদ নন্দসুহৃৎ ব্রহ্মচারী মহোদয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের সার্ব্বজনীনতা ও ভক্তির শ্রেষ্ঠতার বিষয় কীর্ত্তন করিয়া বক্তৃমানে গুরুক্রম ও প্রচারকক্রমগণের দ্বারা বিশুদ্ধ বৈষ্ণব ধর্ম্মের কিরূপ অপলাপ হইতেছে তাহা দৃষ্টান্ত ও যুক্তি দ্বারা দেখাইয়া সভাস্থ-সন্নিহিত ব্যক্তিমাত্রেরই চিত্ত শুদ্ধভক্তির প্রতি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। তৎপরে শ্রীপাদ পরাবিদ্যাবিনোদ মহোদয় বৈষ্ণব দর্শন সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া বক্তৃমান অক্ষজবাদিগণের "আগে খাওয়া দাওয়া, পরে ধর্ম্ম; আগে দেশোদ্ধার, পরে ধর্ম্মযাজন, নদী শুষ্ক হইলে পরে পার হইব" এইরূপ ইন্দ্রিয়তর্পণোত্থ ভ্রান্তমূলক বিচারের মূলদেশে কুঠারাঘাত ও অধোক্ষজ ভাগবতের বিচার এবং পূর্ব্ববর্ত্তী আচার্য্য ও ধর্ম্ম প্রবর্ত্তকগণের আচরণরূপ সত্যধারা স্থির করেন।

বক্তৃমহোদয়গণের মুখে এইরূপ সংসারণ ও তেজস্বিতাপূর্ণ নবসত্যকথা শ্রবণ করিয়া স্বাধপর ব্যক্তি ব্যতীত সকলেই বিশেষ মুগ্ধ হইয়া নিজদিগকে কৃতার্থ মনে করিয়াছিলেন। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় সভার পক্ষ হইতে বক্তৃমহোদয়দ্বয়কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া বলেন

যে আজ গৌড়ীয় মঠের প্রচারকবৃন্দ আমাদিগকে হরিকথা শ্রবণ করাইয়া সাতিশয় আনন্দ প্রদান করিলেন তজ্জন্য আমরা তাঁহাদের নিকট আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।' অতঃপর গৌড়ীয় মঠের প্রসিদ্ধ সঙ্কীর্ত্তন গায়ক শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহোদয় সুললিত কণ্ঠে "মধুরেণ সমাপয়েৎ" এই ন্যায়ানুসারে "নিতাই চৈতন্য ব'লে নাচ্‌রে আমার মন"—এই সঙ্কীর্ত্তনটি কীর্ত্তন ও উদ্দণ্ড নৃত্য করিয়া সভার কার্য্য সেইদিনকার জন্য সম্পন্ন করিলেন। ভক্তগণ জয় পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য অষ্টোত্তর-শত শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ কি জয় পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করিতে করিতে বাসস্থানাভিমুখে প্রত্যাগমন করিলেন।

দ্বিতীয় দিবস প্রাতঃকালে শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচারকগণ তাঁহাদের নির্দ্দিষ্ট বাসস্থানে বসিয়া ইষ্টগোষ্ঠী করিতেছিলেন এমন সময় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত লোকনাথ সামাধ্যায়ী মহাশয় কতিপয় নায়রা গ্রামবাসী ও সভায় আহূত ব্যক্তির অগ্রণীরূপে সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচারকগণ সামাধ্যায়ী মহাশয়কে অভ্যর্থনা করিয়া আসন প্রদান করিলে তিনি শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচারকগণকে যথোচিত বৈষ্ণবসম্মান প্রদর্শনপূর্ব্বক আসনে উপবিষ্ট হইলেন। শ্রীযুক্ত বিদ্যাবিনোদ মহাশয় তাঁহাদের কুটীরে সামাধ্যায়ী মহাশয়ের শুভাগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সামাধ্যায়ী মহাশয় বলিতে লাগিলেন যে "আমি গতকল্য রাত্রিতে আপনাদের বক্তৃতার সকল অংশই মনোযোগের সহিত শ্রবণ করিয়াছি এবং আমিও ইহাই অনুমোদন করি যে বর্ত্তমানযুগে লোকসকল "ইহকাল সর্ব্বস্ব" হইয়া পড়িয়াছেন। তবে এই "ইহকাল সর্ব্বস্বতার" কারণ পাশ্চাত্যশিক্ষারই কুফল বলিয়া মনে হয়। আমি যখন আহমেদাবাদে গিয়াছিলাম তখন সেখানে একজন ইংরাজের সহিত আমার সাক্ষাৎকার হয়। তিনি আমাকে বলিলেন, 'আপনার ন্যায় পণ্ডিত ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি কিরূপে কংগ্রেসে যোগদান করিতে পারেন তাহা আমরা ভাবিয়া স্থির করিতে পারি না। কারণ এই কংগ্রেসের উদ্দেশ্য যদি হিন্দু ও অহিন্দুর একতার দ্বারা বৈদেশিক অসহযোগ করাই উদ্দেশ্য হয় তাহা হইলে দেখা যায় এতদ্দেশবাসি-গণের একতা কখনই সম্ভব হইতে পারে না। কারণ অহিন্দু-গণ গোমাতার সম্মান করেন না আপনাদের হিন্দুর কত কত দেবমন্দিরের ধ্বংসকারী। এইরূপ অবস্থায় আপনারা কি করিয়া অহিন্দুগণের সহিত একতা স্থাপন করিতে চান? ইহার দ্বারা কি আপনাদের ধর্ম্ম নষ্ট হইবে না?' সামাধ্যায়ী মহাশয় গৌড়ীয় মঠের প্রচারকগণের নিকট বলিলেন যে "আমি তদুত্তরে বলিয়াছিলাম যে অহিন্দুগণ আমাদিগের দেবালয় ভঙ্গ করিয়াছেন বটে কিন্তু অর্থ ব্যয় করিলে ঐ সকল দেবালয়ের পুনঃসংস্কার হইতে পারে। কিন্তু বৈদেশিক বিচার যে আমাদের হৃদয়ের অন্তঃস্থল ভগ্ন করিতেছে তাহা আর পুনঃসংস্কারযোগ্য নহে ইত্যাদি। এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া সামাধ্যায়ী মহাশয় বলিলেন যে, যাঁহাদের ভগবানের প্রতি প্রকৃত বিশ্বাস নাই বা যাঁহারা শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তের চরণ আশ্রয় করেন নাই তাহাদেরই ঐ সকল জাগতিক সুবিধা অসুবিধা বিচার হৃদয়ে উদিত হইয়া তাঁহাদের চিরাভ্যস্ত নাস্তিকতাকে আরও পরিপুষ্ট করিয়া তুলে। ভগবদ্ভক্তি—অহৈতুকী ও অপ্রতিহতা। বাহ্যিক কোন বাধা বিঘ্ন দ্বারা ভগবদ্ভক্তের ভক্তির গতি প্রতিহত হয় না। প্রহ্লাদ মহারাজ তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। বরং সম্প্রতি বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টের সাহায্যে অন্যান্যদিগের ধর্ম্ম-যাজনের অধিক সুবিধা না হউক, বিঘ্ন হয় নাই। কারণ তাঁহারা কাহারও ব্যক্তিগত বা সম্প্রদায়গত ধর্ম্মের উপর হস্তক্ষেপ করেন নাই। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর সময়ে দেখা যায় যে যবনরাজগণ কীর্ত্তনে বাধা প্রদান করিত, খোল ভাঙ্গিয়া দিত, লোকের প্রাণের ভয়ে তীর্থে গমনাগমন করিতে পারিতেন না; কত মন্দিরের চূড়া বিধ্বস্ত হইয়াছিল, কত শত মন্দির ভূমিসাৎ হইয়াছিল, দাক্ষিণাত্যের ভূপর্য্যটন মন্দিরসমূহ দেখিলে জানা যায় যে সেবকগণ শ্রীবিগ্রহের উপর অত্যাচারের (?) ভয়ে শ্রীবিগ্রহকে কত নিভৃত স্থানে লুকাইয়া রাখিয়া নিজ নিজ ইষ্টদেবের পূজা করিতেন। তাৎকালিক ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে ভগবদ্ভক্তগণকে নির্য্যাতন করিবার জন্য মত্ত হস্তী বারবনিতা প্রভৃতি লোলুপ হইত। ঠাকুর হরিদাসের প্রতি 'বাইশবাজারে' প্রহারের

কথা কে না অবগত আছেন? এমন কি কুলললনাগণের সাধিত্রতা ধর্ম রক্ষা করা পর্যন্ত অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু এতাদৃশ শত শত অত্যাচার, শত শত বাধা বিঘ্ন ভগবদ্ভক্তগণের অপ্রতিহত ভক্তিস্রোতের গতি রুদ্ধ করিতে পারে নাই।

পণ্ডিত সামাধ্যায়ী মহাশয় বলিলেন যে সকলেই ত' ঐ প্রকার উচ্চ অধিকারী নহেন। অধিকার বিচার সনাতন ধর্মশাস্ত্রের একটি বিশেষত্ব। তদুত্তরে বিদ্যাবিনোদ মহাশয় বলিলেন যে অনিষ্ঠা কতকাংশে অধিকার বিচার আবশ্যক বটে। কিন্তু নিষ্ঠা ভক্তিতে উহা প্রযোজ্য নহে "ভক্তৌ নৃমাত্রস্যাধিকারিতা"—ভক্তিতে মনুষ্য মাত্রেরই অধিকার, শাস্ত্রে "ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্মসঙ্গিনাং —কর্মসঙ্গী অর্থাৎ যাহারা কর্মের তাৎপর্য যে তত্ত্বজ্ঞান সাধক জ্ঞান তদ্বিষয়ে অজ্ঞ লোকদিগের বুদ্ধিভেদ জন্মাইবে না। তাহা হইলে তাহারা "ইতো নষ্টস্ততো ভ্রষ্টঃ" হইবে। অর্থাৎ ভক্তিতে আরূঢ় হইতে পারিবেই না, এমন কি সাধারণ নৈতিক ধর্ম হইতেও বিচ্যুত হইয়া পড়িবে। কিন্তু যাঁহারা ভক্তি উপদেশ করেন তাঁহাদের পক্ষে এই আদেশ নহে। যেহেতু ভক্তিসম্বন্ধে অন্তঃকরণ শুদ্ধি পর্যন্ত অপেক্ষা নাই। শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন (ভাঃ ভাগা৪৬)—

ন মেঽভক্তশ্চতুর্বেদী মদ্ভক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ।
তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথা হ্যহম্॥
শুদ্ধাঃ নিষেবেরন্ বিপ্রান্ ন ধনাঢ্যান্ ন কর্মঠান্।
ন ত্বন্তি যেষ্বিমে শাস্ত্রং নাম্বরীষাস্তথা বয়ম্॥

অর্থাৎ বিপ্রকেই যাহারা পূজ্যার্থ বস্তু বলিয়া দর্শন করে তাহারা নিজের মঙ্গল বিষয়ে অজ্ঞ। তাহারা কৃপণ অর্থাৎ শোকের পাত্র—শূদ্র। অতএব যে বিজ্ঞানী তাহাদিগকে তাহাদের অভিলষিত বিষয়ই প্রদান করিয়া থাকেন তিনিও ঐরূপ কৃপণব্যক্তিগণের ন্যায় শোচ্য। বিষয়লোলুপের বিষয়প্রাপ্তির প্রবল ইচ্ছা সম্পাদন করিয়া দেওয়া মহানুভাবিক কর্তব্য নহে। যিনি বিজ্ঞ, স্বয়ং পরম মঙ্গল অবগত আছেন তিনি কখনও অজ্ঞকে কর্মের উপদেশ দিতে পারেন না। যোদ্ধী অভিলাষ করিলেও নটেন্দ্র কি তাহাকে কখনও অপথা প্রদান করিয়া থাকেন? সুতরাং ভক্তির কথাই জগজ্জীবের নিকট সর্বদা ও সর্বাবস্থায় কীর্তন করিতে হইবে। তবে ভক্তির কনিষ্ঠ অধিকারীকে একদিনেই উত্তম অধিকারের কথা বলিতে হইবে না তাহা হইলে ক্রমপন্থা উল্লঙ্ঘিত হইয়া জগজ্জাল উপস্থিত হইবে। এই জন্যই আমাদের পূর্বাচার্য শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন—

"আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া।
ততোঽনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাত্ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ॥
অথাসক্তিস্ততো ভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি।
সাধকানামিয়ং প্রেম্নঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ॥"

বিদ্যাবিনোদ মহাশয় বলিলেন যে শুনিতে পাইলাম এই গ্রামের একজন কায়স্থকুলজাত ব্যক্তি নিজহস্তে শ্রীবিগ্রহের অর্চন করিতেছেন। ঐ ব্যক্তির পূর্বপুরুষগণ সকলেই বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত হইয়া নিজ হস্তে পঞ্চ অর্চাদির দ্বারা শ্রীনারায়ণ ও শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবা করিতেন। কলুষিত আর্যগণের নিষ্পেষণে ঐ বংশের কেহ কেহ নিজ হস্তে শ্রীবিগ্রহের অর্চন পরিত্যাগ করিয়া 'ভাড়াটিয়া' কেবল ব্রাহ্মণের দ্বারা শ্রীবিগ্রহের অর্চন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কিন্তু উক্ত ব্যক্তি নিজ পূর্ব পুরুষগণের আচরণ স্মরণ করিয়া নিজহস্তে শ্রীবিগ্রহের সেবা করিতে উদ্যত হইলে গ্রামস্থ কতিপয় বিষ্ণুবিরোধী অনভিজ্ঞ আর্য উক্ত ব্যক্তির স্পর্শে তাহাদের কুবিচার মত জড়বস্তুবিশেষ শ্রীবিগ্রহ অপবিত্র হইয়া পড়িয়াছে জ্ঞানে প্রাকৃত পঞ্চদ্রব্য দ্বারা অপ্রাকৃত সচ্চিদানন্দ পরম পবিত্র অপ্রাকৃত শ্রীবিগ্রহের পরিশুদ্ধি করাইয়াছেন! অপ্রাকৃত বস্তু কিরূপে স্পর্শদোষে দুষ্ট হইতে পারেন তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। তদুত্তরে পণ্ডিত সামাধ্যায়ী মহোদয় বলিলেন যে, যেরূপ পবিত্র গঙ্গোদক নর্দমায় পতিত হইলে তাহা অশুদ্ধ (?) হইয়া পড়ে, তদ্রূপ বৈষ্ণবনামধারী শূদ্রের স্পর্শে শ্রীবিগ্রহ দুষ্ট হন।

বিদ্যাবিনোদ মহাশয় এইরূপ অদ্ভুত যুক্তি শ্রবণ করিয়া আশ্চর্যান্বিত হইয়া বলিলেন যে—

"গঙ্গাম্ভসাং ন খলু বুদ্বুদকেনপঙ্কৈ-
র্দুর্গন্ধবদ্ভবতি নীরধর্মৈঃ॥" শ্রীরূপ গোস্বামী

বৃদবুদ, ফেন, পদ্ম প্রভৃতির দ্বারা নীরবর্ণপ্রাপ্ত গঙ্গোদক ব্রহ্মদ্রবত্ব অর্থাৎ অপ্রাকৃতত্ব কখনও পরিত্যাগ করেন না।

সামাধ্যায়ী মহাশয় বলিলেন, ব্রহ্ম দ্রবত্ব পদের দ্বারাই ত' ব্রহ্মের বিকারত্ব প্রতিপন্ন হইল।

বিদ্যাবিনোদ মহাশয় বলিলেন, ব্রহ্মের বিকার ইহা ত' অবৈদিক কথা। নির্বিকার স্বরূপ ব্রহ্ম বিকারগ্রস্ত হইলে ব্রহ্মের ব্রহ্মত্ব কোথায়? মায়াবাদগ্রস্ত ব্যক্তিগণের এইরূপ যুক্তি বেদব্যাস ব্রহ্মসূত্রে খণ্ডন করিয়াছেন। বেদান্তের অকৃত্রিম ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,—

"ব্রহ্মণোঽবৃদ্ধিঃ যদিদং স এব গোধরঃ।"

আমরা দেখিতে পাই নীলাচলে পদ্মবিদগ্ধের যে সমস্ত প্রসাদান্ন বিকৃত হইত না, পদ্মবিদগ্ধ সেই সমস্ত পর্য্যুষিত অন্ন ফেলিয়া দিতেন। পরমহংস বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীলরঘুনাথ দাস গোস্বামী অপবিত্র স্থান হইতে ঐ সকল অন্ন কুড়াইয়া সেই অন্ন ভোজন করিতেন এবং মহাপ্রভু—'খাসাপত্র খাও সবে আমারে না দাও কেনে' বলিয়া সেই অন্ন পরমহংস দাস গোস্বামীর হাত হইতে কাড়িয়া খাইতেন। আরও দেখিতে পাই, ভুঁইমালি কুলোদ্ভূত বৈষ্ণবগোস্বামী কড়ুঠাকুর আমের আঁঠি চুষিয়া বাহিরের উচ্ছিষ্ট গর্ত্তে ফেলিয়া দিয়াছিলেন শ্রীদাস গোস্বামীর পূর্ব্বাশ্রমের জাতি খুড়া বৈষ্ণবোচ্ছিষ্টপ্রার্থী শ্রীল কালিদাস সেই উচ্ছিষ্ট গর্ত্ত হইতে মহাবদান্যপ্রসাদ বৈষ্ণবোচ্ছিষ্ট আঁঠি পরম পবিত্র অপ্রাকৃত বস্তু জ্ঞানে গ্রহণ করিয়াছিলেন—

শ্রীভক্তিবিলাসে শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামীপ্রভু বৃহদ্বিষ্ণুপুরাণের বাক্য উল্লেখ করিয়া দেখাইয়াছেন,

"নৈবেদ্যং জগদীশস্য অন্নপানাদিকঞ্চ যৎ।
তস্যাভক্ষ্যবিচারশ্চ নাস্তি তদ্ভক্ষণে দ্বিজাঃ।
ব্রহ্মদৃষ্টির্বিকারং চ যথা বিষ্ণুস্তথৈব তৎ।
বিকারং যে প্রকুর্ব্বন্তি ভক্ষণে তদ্বিজাতয়ঃ।
কুষ্ঠব্যাধিসমাযুক্তাঃ পুরুষাদবিনির্দ্দিতাঃ।
নিরয়ং যান্তি তে বিপ্রা তস্মাদ্ভক্ষ্যং ন তৎ পুনঃ॥"

সুতরাং মহাপ্রসাদ, শ্রীবিগ্রহ প্রভৃতি কখনই স্পর্শদোষে দুষ্ট হন না। অপরাধী ব্যক্তিগণ কদর্য্যভোগবুদ্ধিক্রমে বিষ্ণুর চরণোদকে জলদাসানুবুদ্ধি, মহাপ্রসাদে 'তাত ছাল-বুদ্ধি, শালগ্রামে শিলাবুদ্ধি, বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি প্রভৃতি করিয়া অনন্ত নরকের পথ পরিষ্কার করেন। সাত্বত-শাস্ত্র কখনও এরূপ অসিদ্ধান্তপর বাক্য স্বীকার করেন না।

এই কথার পর সামাধ্যায়ী মহাশয় বলিলেন যে, একদা তিনি অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের নিকট বলিয়াছিলেন যে, শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর নিকট হইতে যখন মহাপ্রভু অন্ন কাড়িয়া খাইয়াছিলেন তখন মহাপ্রভু কি প্রকারে (অজ্ঞজ্ঞানবিকৃষ্টিত?) বর্ণাশ্রমধর্ম্মের বাধ্য করিয়াছেন বুঝা যায় না। তদুত্তরে শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় বলিয়াছিলেন যে মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া শ্রীমদ্ রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুর স্পৃষ্ট অন্ন গ্রহণ করিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই।

বিদ্যাবিনোদ মহাশয় এইরূপ ভগবদ্ভক্তগণে অপরাধজনক কথা শ্রবণ করিয়া হৃদয়ে মর্ম্মান্তিক আহত হইলেন এবং গোস্বামি-তনয়-ভ্রুবগণ পর্য্যন্ত কর্ণজড়ত্বার্ত্তপদলেহী হইয়া কিরূপ অসৎসিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন তাহা স্মরণ করিতে করিতে এবং বর্ত্তমান জগৎ যে কতদূর বিষ্ণু ও বৈষ্ণবনিন্দোন্মুখ অপরাধ পঙ্কে নিমজ্জিত হইয়াছে তাহা ভাবিয়া শুদ্ধ গৌড়ীয় বৈষ্ণবজগতের একমাত্র সংরক্ষক ও নিরপেক্ষ জগদ্গুরু বর্ত্তমান যুগের একমাত্র শুদ্ধ বৈষ্ণবাচার্য্য ঠাকুরের চরণানুধ্যান পূর্ব্বক ঐ সকল বৈষ্ণব-নিন্দাশ্রবণরূপ অপরাধ হইতে নিজকে নিষ্মুক্ত করিয়া সামাধ্যায়ী মহাশয়ের বাক্যের উত্তরে বলিলেন, তবে কি মহাপ্রসাদ-গোবিন্দ ঐ জড়ভোগময়দর্শনে দুষ্ট শ্রীবিগ্রহেই আবদ্ধ? শ্রীভক্তিবিলাস নবম বিলাসের বৃহদ্বিষ্ণু পুরাণের বাক্য বিচার করিলেও ত এইরূপ কোন সিদ্ধান্ত পাওয়া যায় না। শ্রীভক্তি-বিলাস বলেন যে, যে কোন স্থানে, যে কোন ও কুলোদ্ভূত সদ্গুরুর নিকট বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত সদাচারী সাত্বতবিপ্রের পক্ক অন্ন ভগবন্নিবেদিত হইলে মহাপ্রসাদ হয়, সেই মহাপ্রসাদে যে সকল দ্বিজাতিক্রব শৌক্রবিচারময় জাতিবুদ্ধি করেন তাঁহারা অনন্ত নরকে গমন করিয়া থাকেন। দ্বিতীয়তঃ শ্রীজগন্নাথ দেব জগতের নাথ। তিনি কেবল পুরী গদাধর নাথ নহেন। জগতের সর্ব্বত্রই তাঁহার নিত্য

অবস্থিতি। সুতরাং যে কোন স্থানে তাঁহাতে প্রপন্নজনোচিত সম্বন্ধজ্ঞানবিশিষ্ট বৈষ্ণবব্রাহ্মণ নিবেদিত বস্তু মহাপ্রসাদ বলিয়া গৃহীত হইতে পারে। যদি কেহ বলেন যে শ্রীক্ষেত্রের মাহাত্ম্য শাস্ত্র বিহিত সুতরাং সেই সূত্রেই সেই স্থানের প্রসাদমহত্ত্ব। আমাদের জিজ্ঞাস্য অচল-তীর্থ-মাহাত্ম্য হইতে কি সচলতীর্থপাদ ভগবদ্ভক্তগণের মাহাত্ম্য কম? শ্রীক্ষেত্রের মাহাত্ম্য অপেক্ষা কি শ্রীল গোস্বামীর নবদ্বীপক্ষেত্র বসনকারী চিন্ময়বস্তুর অপ্রাকৃত বোধের প্রভাব কম? তার কলিকাতে, ঠাকুর হরিদাসে, শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরে জাতিবুদ্ধি! ইহাপেক্ষা আর অধিকতর অপরাধ বা ভগবদ্বৈমুখ্য কি হইতে পারে? শ্রীমদ্ভাগবতে দেখিতে পাই মহারাজ যুধিষ্ঠির শ্রীব্যাসদেবকে দাসীতনয় বিদুর মহারাজকে অভ্যর্থনা করিয়া বলিয়াছিলেন,—

"ভবদ্বিধা ভাগবতাস্তীর্থভূতাঃ স্বয়ং প্রভো।
তীর্থীকুর্ব্বন্তি তীর্থানি স্বান্তস্থেন গদাভৃতা॥"

অর্থাৎ হে বিদুর মহারাজ, আপনার ন্যায় ভাগবতসকল স্বয়ং তীর্থস্বরূপ। শ্রীভগবান নিত্য কাল তাঁহাদিগের হৃদয়ে বিশ্রাম করেন। তাঁহারা কলুষিত ব্যক্তিগণের পাপমলিন তীর্থ সকলকে পুনরায় মহাতীর্থ করিয়া থাকেন। সুতরাং একতত্ত্বা বিচারদুষ্ট অচলতীর্থমাহাত্ম্য অপেক্ষাও দোতরফা চিন্ময়তত্ত্বনিবদ্ধ সচলতীর্থস্বরূপ ভাগবতগণের মাহাত্ম্য আরও অনেক অধিক। যাহারা সেই ভাগবতগণের মাহাত্ম্য অস্বীকার করিয়া 'ভৌমে ইজ্যধী এই গোখর ব্যক্তিগণের ন্যায়বলম্বনে কেবল স্থানের অন্তর্ভুক্ত মহাপ্রসাদের মাহাত্ম্য নতুবা "ব্রহ্মসংবিকাশ" বিষ্ণু হইতে অভিন্ন অপ্রাকৃত শ্রীমহাপ্রসাদের স্বতন্ত্র অপ্রাকৃতত্ব, নিত্যিকাবত্ব নাই বলিয়া থাকেন তাঁহারা কখনও প্রকৃতভাগবত বা ভক্ত ভাগবতের সন্মুখে উপনীত হন নাই। তাহারা অত্যন্ত কৃপার পাত্র।

তৎপরে সাম্প্রদায়ী মহাশয়ের সহিত শ্রীপাদ বিদ্যা-বিনোদ মহোদয়ের সকাম দেবতাপূজা, নামবলে পাপপ্রবৃত্তি, ভগবদ্ধামে প্রাকৃতবুদ্ধি প্রভৃতি বহুবিষয় আলোচনা করিলেন। সাম্প্রদায়ী মহাশয়ও বলিলেন যে সকাম উপাসকগণের উপেক্ষ্য ভগবানকে একজন "সমর্থশক্তিমান ঠাকুর" রূপে প্রাপ্ত হওয়া। বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ও এই কথায় অনুমোদন করিয়া শুদ্ধ নিষ্কাম ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব কীর্ত্তন করিলেন। কিন্তু সাম্প্রদায়ী মহাশয় বলিলেন যে (চরিত্রিমুখ কর্ম্মিগণ) সকলেই একদিন সেইরূপ ভক্তিতে আরূঢ় হইতে পারেন না। সুতরাং আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, আর্থার্থী হইয়াও ভগবদ্ভক্তি যাজন করা মন্দ নহে। তদুত্তরে বিদ্যাবিনোদ মহাশয় বলিলেন যে, যদি ঐ সকল আর্ত্ত বা অর্থার্থী, আর্ত্ত-পক্ষেজ্ঞাদি এবং অর্থার্থী-ক্রমাদির ন্যায় একমাত্র ভগবৎপ্রসত্তি স্বীকারে করেন এবং যদি ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতির ফলে নারদাদির ন্যায় মহাভাগবতের সঙ্গ দৈবাৎ লাভ হইয়া পড়ে, তবেই উহাদের মঙ্গলোদয়ের সম্ভাবনা। নতুবা যদি ঐসকল ব্যক্তির আসুরভাবাশ্রিত মায়াবাদ অপহৃত জ্ঞান, কপটভক্ত ব্যক্তি বা মায়াবাদী প্রভৃতি অসৎ ব্যক্তিগণের সঙ্গ লাভ হয়, তাহা হইলে তাহারা জড়ভোগবাসনায় প্রমত্ত থাকাকালে কখনই একমাত্র ভগবানের শরণাগত হইতে পারে না। পরন্তু তাহাদের মতি ভগবানের "দৈবী, গুণময়ী ও দুরত্যয়া মায়াতে অভীভূত হইয়া পড়ে। সাধুসঙ্গে কৃষ্ণভজনশীল ব্যক্তির অজ্ঞাতসারে যদি কোনও কামবাসনা উদিত হয় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অচিরেই সেই ভক্তের জড়ভোগময় কামবাসনাকে নষ্টীভূত করিয়া দেন। সেই ব্যক্তি সাধুসঙ্গের প্রভাবে কামের অকল্পতা উপলব্ধি করিয়া নিষ্কামভাবে ভগবানের শরণ গ্রহণ করে। কিন্তু সকাম দেবযাজিগণের পক্ষে তাহা হয় না। যথা:—

কাঙ্ক্ষন্তঃ কর্ম্মণাং সিদ্ধিং যজন্ত ইহ দেবতাঃ।
ক্ষিপ্রং হি মানুষে লোকে সিদ্ধির্ভবতি কর্ম্মজা॥
যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চ্চিতুমিচ্ছতি।
তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্॥
স তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তস্তস্যারাধনমীহতে।
লভতে চ ততঃ কামান্ ময়ৈব বিহিতান্ হিতান্॥
অন্তবত্তু ফলং তেষাং তদ্ভবত্যল্পমেধসাম্।
দেবান্ দেবযজো যান্তি মদ্ভক্তা যান্তি মামপি॥

গীতা ৭। ২০—২৩।

এতএব দেবযাজিগণ কর্ম্মফলে উচ্চাবচ যোনিতে ভ্রমণ করিয়া স্বর্গনরকলোকে কাঁদিতে থাকে। তাহাদের আরাধনার ফল নশ্বর অর্থাৎ অনিত্য। কিন্তু—

অন্তকালী যদি করে কৃষ্ণের স্মরণ।
না মাগিলে কৃষ্ণ তারে দেন স্বচরণ॥
কৃষ্ণ কহে আমা ভজে মাগে বিষয়সুখ।
অমৃত ছাড়ি বিষ মাগে এই বড় মূর্খ॥
আমি বিজ্ঞ এই মূর্খে বিষয় কেনে দিব।
স্বচরণামৃত দিয়া বিষয় ভুলাইব॥
• • •
কাম লাগি কৃষ্ণ ভজে পায় কৃষ্ণরসে।
কাম ছাড়ি দাস হৈতে হয় অভিলাষে॥

চৈঃ চঃ মধ্য ২২শ।

তৎপরে পরাবিদ্যাবিনোদ মহাশয় সারাধাকী মহাশয়ের নিকট নামাপরাধ, নামাভাস ও শ্রীনামের পার্থক্য কীর্ত্তন করিলেন। শ্রীনামের সহিত নামীরাধের পার্থক্য শ্রবণ করিয়া সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। এইরূপ কথা তাঁহারা কেহই শাস্ত্রপাঠে বা পূর্ব্বে শ্রবণ করেন নাই বলিয়া মনে হইল। তাঁহাদের ধারণা যে প্রাকৃত জিহ্বায় শব্দ উচ্চারণ করিলেই বুঝি তাহা 'নাম' হয়। পরন্তু পরাবিদ্যাবিনোদ মহোদয় সারাধাকী মহাশয়ের নামসম্বন্ধে ধারণা খণ্ডন করিয়া শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভুর বাক্য উদ্ধার পূর্ব্বক বলিলেন—

"অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ॥"

শ্রীনাম প্রাকৃত ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য নহে। সেবোন্মুখ ব্যক্তির জিহ্বাতে স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হন। অসৎসঙ্গীর মুখে কখনও শ্রীনাম উচ্চারিত হয় না। কর্ম্মী, জ্ঞানী, অন্যাভিলাষী প্রভৃতি ইহারা শাস্ত্রমতে অসৎ অর্থাৎ অনিত্য বিষয়ে আসক্ত। শ্রীকবিরাজ গোস্বামী বলেন ইহাদের মুখে

'নামাক্ষর বাহিরায় শুদ্ধ নাম নহে'।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলেন, কোটীজন্মও যদি অসৎসঙ্গে শ্রবণ কীর্ত্তন হয় তথাপি তাহার দ্বারা কৃষ্ণপদে প্রেমলাভ হয় না।

"কোটি জন্মে করে যদি শ্রবণ কীর্ত্তন।
তথাপি না পায় কৃষ্ণপদে প্রেমধন॥"

এইরূপ বহুকথা হইবার পর সারাধাকী মহাশয় অনুপস্থিত বৈষ্ণব সজ্জনগণ প্রদর্শন পূর্ব্বক সেই স্থান হইতে তাঁহার অনুচর বর্গ সহ বিদায় গ্রহণ করিলেন।

অপরাহ্ণে নাবদ্বীপধামনিবাসী সজ্জনবৃন্দ এবং সভায় বহু সংখ্যক শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচারকগণের সমভিব্যাহারে আগমন-পূর্ব্বক হরিসংকীর্ত্তনদ্বারা নামহট্ট সংকীর্ত্তন পরিষদের দ্বিতীয় বার্ষিক সাধারণ সভার মঙ্গলাচরণ করিবার জন্য অনুরোধ করিলে গৌড়ীয়মঠের অন্যতম কীর্ত্তনপ্রচারক শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহোদয় উচ্চ নগর কীর্ত্তন করিতে করিতে সভামণ্ডপে আগমন করিলেন। ভক্তগণ উচ্চৈঃস্বরে জয়ধ্বনি করিয়া উপবিষ্ট হইলেন। কীর্ত্তনান্তে সভার সভাপতি নির্ব্বাচিত হইল। মেদিনীপুর জেলার প্রাচীন জমীদার রায় চৌধুরী রাজেন্দ্রনাথ সংসদী-বাহাদুর মহাশয় সভাপতির পদে বৃত হইলেন। যথা-ক্রমে সভার কার্য্য আরম্ভ হইলে নামহট্ট সংকীর্ত্তন পরিষদের সহকারী সম্পাদক ও অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত কিশোরী মোহন অধিকারী সাহিত্য-ভূষণ মহাশয় একটী অভিভাষণ পাঠ করিলেন। সেই অভিভাষণে তিনি সভায় আগত ব্যক্তিবৃন্দকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়া গৌড়ীয় মঠের প্রচারকগণের নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনপূর্ব্বক বলেন যে, "বাংলার বিশুদ্ধ বৈষ্ণব ধর্ম্মের একমাত্র মুখ পত্রিকা ও প্রচারক "গৌড়ীয়" পত্রিকার তেজস্বী সম্পাদক (শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের অনুগ) পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি, এ, কলিকাতা গৌড়ীয় মঠের নিত্য সেবক নিষ্কিঞ্চন ভক্তপ্রবর সুপণ্ডিত ওজস্বিকুল শ্রীপাদ নন্দসুত ব্রহ্মচারী ও শ্রীপাদ সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারিপ্রমুখ মহাত্মাগণ যাঁহারা ভগবদ্ভক্তির সম্যক্ অনুগত হইয়া 'জীবেদয়া' করিবার জন্য মোহান্ধ মায়াময় সংসারকূপে নিপতিত কাঞ্চনত নরনারীগণের উদ্ধার সাধনকল্পে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন এবং আমাদের প্রতি কৃপাকটাক্ষপাত করিয়া আমাদিগের অন্তরের মাজিক রাশি অপগত করিতে উদ্যত হইয়াছেন তাঁহাদের চরণে কোটী কোটী প্রণতি জ্ঞাপন করিতেছি।" সভায় বহু মান্য পণ্ডিত উপস্থিত ছিলেন। এতদ্ব্যতীত বহু বহু শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সেই সভায় শোভা বর্দ্ধন করিয়া

ছিলেন। গৌড়ীয় মঠের প্রচারকগণও সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন। পণ্ডিতগণের মধ্যে কেহ কেহ বাবুর প্রশংসাসূচক শ্লোক, কেহ বা বাবুর মধ্যমাগ্র পুত্রের প্রতি শুভাশীর্ব্বাদ এবং বাবুর স্বর্গগত ভ্রাতার উদ্দেশ্যে বহু সংস্কৃত শ্লোক ও কবিতা রচনা করিয়া আনিয়াছিলেন। সভামধ্যে বাবুর মধ্যমাগ্র পুত্রটিকে আনয়ন করিয়া ব্রাহ্মণগণকে যান দূর্ব্বাদি দ্বারা আশীর্ব্বাদ করিতে বলায় একে একে সকলেই উঠিয়া ঐ সন্তানকে "দীর্ঘায়ুস্তুত" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচারক গণকে আশীর্ব্বাদ করিতে অনুরোধ করিলে তাঁহারা স্মার্ত্ত ব্রাহ্মণগণের ন্যায় তদ্রূপ প্রহসন না করিয়া "শ্রীকৃষ্ণে মতিরস্তু" বলিয়া স্বতঃই শ্রীকৃষ্ণ—নিত্যদাস একটি নবাগত জীবের নিত্য মঙ্গল কামনা করিলেন। পরে সভার অন্যান্য কার্য্য হইবার পর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিদাস শাস্ত্রী মহাশয় ও তৎপরে সারাধাগ্রী মহাশয় সংস্কৃত অধ্যয়নের আবশ্যকতা, শ্রৌত ব্রাহ্মণের মহিমা ও সমদর্শনাভাব বৈষম্য মহিমা বর্ণন করিতে লাগিলেন। শাস্ত্রী মহাশয় একথা প্রসঙ্গে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বাসুদেবামৃত-সংবাদ হইতে এই শ্লোকটি লিখিয়া আনিয়াছিলেন—

"প্রভু কহে পড় শ্লোক সাধ্যের নির্ণয়।
যার হৈতে স্বধর্ম্মাচরণে বিষ্ণুভক্তি হয়॥

বিষ্ণুপুরাণে—

বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পরঃ পুমান্।
বিষ্ণুরাধ্যতে পন্থা নান্যত্তত্তোষকারণম্॥"

এই শ্লোকটী পাঠ করিয়া বলিলেন যে শ্রীমন্ মহাপ্রভু বর্ণাশ্রমধর্ম্ম স্বীকার করিয়াছেন। তিনি আরও বলিলেন যে, তুলসীদাস প্রভৃতি বৈষ্ণবগণও বর্ণাশ্রমধর্ম্ম পালন করিয়াছেন। সুতরাং সর্ব্বপ্রথমেই ব্রাহ্মণের সম্মান সকলেরই করা উচিত।

ইহার পর সারাধাগ্রী মহাশয় ব্রাহ্মণগণের মহত্ত্ব ও তাঁহাদের বর্ত্তমান অধঃপতিত অবস্থা প্রভৃতি কীর্ত্তন করিয়া বলিলেন যৌক্তিকাবলম্বনেই একমাত্র ব্রাহ্মণতা সিদ্ধ হয়, তদ্ব্যতীত ব্রাহ্মণতা সিদ্ধ হওয়া অসম্ভব। কারণ চতুর্দ্দিকে যখন শৌক্রব্রাহ্মণসন্তানের নামকরণ হয় তখন তাহাতে আরোপিত শর্ম্মা অথবা বর্ম্মা, গুপ্ত দাস কি উপাধিতে অভিহিত করা যাইবে অথবা মানুষের স্বভাব যখন সততই পরিবর্ত্তনশীল তখন একদিনের জিতরে এক জন ব্যক্তি কখনও সাত্ত্বিক স্বভাব লাভ করিয়া ব্রাহ্মণ, কখনও রাজস স্বভাব প্রাপ্ত হইয়া ক্ষত্রিয়, কখনও বা তামস স্বভাব লাভ করিয়া শূদ্র, কখনও বা অন্যান্য সংস্কার সংস্কৃত হইতে থাকিলে তিনি কোন্ বিশেষ-বর্ণের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইবেন? সুতরাং উপনয়নের পরে চতুষ্পাঠ হইতে ভূতাদেশাই পর্য্যন্ত কার্য্যনির্ব্বাহে করিলেও ব্রাহ্মণনির্দ্দেশের সার্থকতা হয়। সারাধাগ্রী মহাশয় এই-রূপ মনঃকল্পিত যুক্তি প্রদর্শন করিয়া দীর্ঘকালব্যাপী বক্তৃতা হইতে ক্ষান্ত হইলেন। তখন রাত্রি অধিক হইয়াছে, এদিকে উদ্যোক্তা ও সভাপতির মস্তীতলে কৃপাবর্ষণ করিবার জন্য উদ্গ্রীব হইয়া নানাভাবে ইঙ্গিত করিতেছেন। সভাপতি মহোদয় সভার কার্য্যবিবরণী হইতে বিদ্যাবিনোদ মহোদয়কে কিছুক্ষণ বিদ্যার্থী ছাত্রদিগকে উপদেশ দানের করিবার কথা জানাইয়া তাঁহাকে কিছু হরিকথা কীর্ত্তন করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। তবে সময় খুব অল্প। অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যে বলা শেষ করিতে হইবে। পণ্ডিত হরিদাস শাস্ত্রী মহাশয় ও কতিপয় স্মার্ত্তপণ্ডিত, বিদ্যাবিনোদ মহোদয় দুইকথা বলিতে উঠিলেন শুনিয়াই পাছে তাঁহাদের অজ্ঞতাজ্ঞাপক শাস্ত্রবিরুদ্ধ বাক্যগুলির প্রতিবাদ হয় এই জন্যই তাঁহারা সভা ত্যাগ করিতে উদ্যত হইলেন এবং কেহ কেহ বলিয়া উঠিলেন, এত কথার পর আর কোন কথার আবশ্যকতা নাই। কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সহকারী সভাপতি পণ্ডিত অবিনাশ চন্দ্র বিদ্যারত্ন ও সমবেত বহু শ্রোতৃমণ্ডলী একবাক্যে বলিয়া উঠিলেন সভা-পতির আজ্ঞা ব্যতীত সভা ভঙ্গ করা ও আসন পরিত্যাগ করা সভ্যতাবিরুদ্ধ। বিশেষতঃ পূর্ব্ববর্ত্তী বক্তৃগণের ন্যায় গৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণেরও বক্তৃতার একটি সময় অন্তকার সভার কার্য্যতালিকায় অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। সুতরাং গৌড়ীয়মঠের প্রচারকের মুখে কথা শ্রবণ করিতে আপনারা সকলেই বাধ্য। শ্রীযুক্ত হরিদাস শাস্ত্রীপ্রমুখ যে

অনেকজন পণ্ডিত উঠিয়া গিয়াছিলেন পুনরায় তাঁহারা বসিয়া পড়িয়া আসন পরিগ্রহ করিলেন। গৌড়ীয়মঠের সভাপতিগণের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ মহাশয় সভায় দাঁড়াইয়া শ্রীগুরুবন্দনাপূর্বক বলিতে লাগিলেন—

আমাদের অনেক কথা বলিবার ছিল, কিন্তু দেখিতেছি সভায় অভিনব ব্যক্তির ধৈর্যচ্যুতি হইয়া পড়িয়াছে। যাহা হউক আমি ছাত্রগণের নিকট কিছু হরিকথা আলোচনা করিব। আমার পূর্বে কর্ণধার, ধর্মবীর পক্ষ মহোদয়গণ অনেক কথাই বলিয়াছেন। তবে আমি সেই শ্রেণীর কোন লোক নহি। আমি অত্যন্ত দীনহীন ব্যক্তি। আমার হৃদয়ের একমাত্র বল যে আমি নিষ্কিঞ্চন ভগবদ্ভক্তগণের একজন অতি নগণ্য আজ্ঞানুবর্তক ভৃত্যাভাস। সর্ববাঞ্ছাশিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবতই আমার প্রধান অবলম্বন। কারণ আমি গ্রন্থভাগবত ও ভক্ত ভাগবতগণের নিকট প্রবণকরিয়াছি যে, যে পর্য্যন্ত না জীব ভাগবদ্ভক্তির মাধুর্য্যে উন্মাদিত হয়, সে পর্য্যন্তই তাহার দেহও মনোধর্ম্মের নানা প্রকার বাক্, বিতণ্ডা ও কোলাহলে মত্ত থাকে। সুতরাং বিদ্যার্থিগণের নিকট প্রহ্লাদ মহারাজের উপদেশের কিয়দংশ আলোচনা করিব। একদা ভবিষ্যকর্মিষ্ঠ তদীয় সুকোমলমতি পুত্র প্রহ্লাদকে ক্রোড়ে স্থাপন করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "বৎস! তোমার নিকট কোন্‌টী সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ অধ্যয়ন বলিয়া মনে হয়"? তদুত্তরে বালক প্রহ্লাদ পিতাকে যে উত্তর দিয়াছিলেন, তাহা এই—

শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্॥
ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা।
ক্রিয়েত ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্॥

অর্থাৎ যে ব্যক্তি বিষ্ণুতে শরণাগত হইয়া নবলক্ষণা ভক্তি যাজন করেন, আমার মতে তিনি উত্তম অধ্যয়ন করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। শ্রীমদ্ভাগবতের অন্যত্রও দেখিতে পাওয়া যায় যে বিদুর মহারাজ বলিতেছেন—

শ্রুতস্য পুংসাং সুচিরশ্রমস্য নন্বঞ্জসা সূরিভিরীড়িতোঽর্থঃ।
তত্তদ্গুণানুশ্রবণং মুকুন্দপাদারবিন্দং হৃদয়েষু যেষাম্॥

অর্থাৎ সারগ্রাহিপণ্ডিতগণ বলেন যে, যাঁহাদের হৃদয়ে মুকুন্দের পাদারবিন্দ বর্ত্তমান সেই সকল কৃষ্ণৈকশরণ ভক্তগণের গুণানুবাদ শ্রবণই পুরুষের বহু পরিশ্রমার্জ্জিত অধ্যয়নের একমাত্র ফল। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন যে, মানস সরোবরের কোমল-কমলবনবিহারাভ্যস্ত রাজহংসসমূহ যেমন কাক-ক্রীড়াস্থল বিচিত্র অন্নাদিপূর্ণগর্ত্তে কখনও উল্লসিত হয় না, তদ্রূপ ভক্তগণও শুষ্কবিচারাড়ম্বর পূর্ণ হইলেও হরিকথা রসহীন বাক্য বা গ্রন্থকে শুষ্কবোধে পরিত্যাগ করেন। প্রহ্লাদ মহারাজ সমবয়স্ক বালকগণকে আহ্বান করিয়া বলিয়াছেন—

"কৌমার আচরেৎ প্রাজ্ঞো ধর্ম্মান্ ভাগবতানিহ।
দুর্ল্লভং মানুষং জন্ম তদপ্যধ্রুবমর্থদম্॥
সুখমৈন্দ্রিয়কং দৈত্যা দেহযোগেন দেহিনাম্।
সর্ব্বত্র লভ্যতে দৈবাদ্ যথা দুঃখমযত্নতঃ॥"

সুকুমার অনুভবশালকগণের অধিকার বিচার না করিয়া তিনি ভাগবতধর্ম্মেরই উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। কারণ ভাগবতধর্ম্মে জীবমাত্রেরই অধিকার। প্রহ্লাদ মহারাজ ত' বালকগণকে তাঁহার গৃহমেধী অধ্যাপকগণের দৃষ্টান্তানুসারে "জড়" বিদ্যার উপদেশ দেন নাই। বরং প্রহ্লাদ মহারাজের উপদেশ পাঠ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় তিনি ঐরূপ অসার বিদ্যাকে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর বোধে পরিত্যাগ করিতে অসুরবালকগণকে—

"ততো বিদূরাৎ পরিহৃত্য দৈত্যা-দৈতেয়ু সঙ্গং বিষয়াত্মকেষু।
উপেতনারায়ণমাদি-দেবং সমুক্তদক্ষৈর্বিবিতোঽপবর্গঃ॥"

ইত্যাদি বাক্য বলিয়া বিষয়ী, গৃহব্রত গুরুবর্গের সঙ্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক আদিদেব নারায়ণে শরণাগত হইবার আদেশ প্রদান করিয়াছেন। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর চরিত্রেও আমরা দেখিতে পাই যে, তিনি যখন বালকগণের অধ্যাপনা করিতেন তখন বালকগণকে প্রতি পদের ন্যায় দিয়া শ্রীহরিকথাই শিক্ষা দিতেন।

"পড়ুয়া সকলে বলে "ধাতু" সংজ্ঞা কায়।
প্রভু বলে শ্রীকৃষ্ণের শক্তি নাম যা'র॥
কৃষ্ণ মাতা কৃষ্ণ পিতা কৃষ্ণ প্রাণধন।
ইবলে ধরিয়া বলি কৃষ্ণে দেহ মন॥

মহাপণ্ডিত দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতকে বলিয়াছিলেন—

"সেই সে বিদ্যার ফল জানিহ নিশ্চয়।
শ্রীকৃষ্ণচরণে যদি চিত্ত বিক্রি হয়।"

সুতরাং অধ্যয়নের ফল যদি শ্রীকৃষ্ণভক্তি ও ভগবদ্ভক্তে শ্রদ্ধা উৎপন্ন না করায় তাহা হইলে ঐরূপ বিদ্যায় কোন মূল্য নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয় বিদ্যার্থিদিগকে বৃথাগর্ব্বান্বিত ও মিথ্যাশ্রয় করিবার উদ্দেশে এইরূপ কোন উপদেশ বা সদাচার শিক্ষার কোন উপদেশ দেওয়া হয় না। শ্রীমন্মহাপ্রভু বিদ্যার্থিদিগকে কিরূপ সদাচার শিক্ষা দিয়াছিলেন। বিদ্যার্থিগণ যদি কোন দিন তুলসীতে তিলকাদি না করিয়া উপস্থিত হইতেন, তিনি তাহাদিগকে বলিতেন

"তিলক না থাকে যদি বিপ্রের কপালে।
সে কপাল শ্মশান সদৃশ বেদে বলে।"

বন্ধুমহোদয়গণ "বর্ণাশ্রম" "বর্ণাশ্রম" বলিয়া কতই না কথা বলিয়াছেন কিন্তু ব্রাহ্মণ বর্ণের পরিচয় বলিয়াই সবে ক্ষান্ত হইয়াছেন। আশ্রম ধর্ম্মের কথা বিশেষতঃ সকল আশ্রমের প্রথম সোপান এবং মূল ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের কথা ত' এতগুলি সুকুমার বিদ্যার্থী বালকগণের নিকট কেহই কীর্ত্তন করেন নাই। আশ্রমধর্ম্ম ব্যতীত বর্ণধর্ম্ম একাকী থাকিতে পারে না। উহাদের পরস্পরে অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। ব্রহ্মচর্য্য ব্যতীত গার্হস্থ্যজীবন, গৃহব্রত বা গৃহমেধিগণের তাণ্ডব নৃত্যের উচ্ছৃঙ্খলতা মাত্র। শ্রীমদ্ভাগবত পুনঃ পুনঃ ঐরূপ গৃহব্রত ধর্ম্মকে গর্হণ করিয়াছেন। প্রহ্লাদ মহারাজও ঐরূপ গৃহব্রত ধর্ম্মের দ্বারা কখনও শ্রীকৃষ্ণে রতি হইতে পারে না বলিয়া পিতার নিকট কীর্ত্তন করিয়াছেন। "মতির্ন কৃষ্ণে" প্রভৃতি শ্লোক আলোচ্য। আর একটী কথা ব্রহ্মচর্য্য কথাটি বলিতে আজকাল অনেকেই শুষ্কব্রহ্মচর্য্য বা বীর্য্যধারণকেই লক্ষ্য করিয়া থাকেন। কিন্তু ঐরূপ শুষ্ক ব্রহ্মচর্য্যের কোন মূল্য নাই। অসুরেরাও তপস্যা ও শুষ্ক ব্রহ্মচর্য্যাদি করিয়া থাকে। হরিভজন ব্যতীত ব্রহ্মচর্য্য কখনই সিদ্ধ হইতে পারে না। শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন—

"য এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্মপ্রভবমীশ্বরম্।
ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ॥"
"চারিবর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে।
স্বকর্ম্ম করিতে সে রৌরবে পড়ি মজে॥"

শাস্ত্রী মহোদয় বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে, শ্রীমন্মহাপ্রভু বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম স্বীকার করিয়াছেন, আমরা শাস্ত্রীমহাশয়ের অপেক্ষাও আরও দৃঢ়তরভাবে এই কথা স্বীকার করি। আজ কাল যে সকল ব্যক্তি অবৈধ উপায়ে বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরমহংস বেষের অবমাননা করিতেছেন, যাহারা কেবল বাহ্য দিয়া কেবল জড়ভোগময় চর্ম্ম ভোগের পৌষণ রক্ষা করিবার জন্য 'বর্ণাশ্রম' 'বর্ণাশ্রম', বলিয়া বৃথা চীৎকার করিতেছেন তাঁহাদের দ্বারা জগতের মহৎ অজ্ঞান উপস্থিত হইয়াছে। আমরা সেই সকল ব্যক্তির সঙ্গ অসৎসঙ্গজ্ঞানে সর্ব্বদা পরিত্যাগ করিয়া থাকি। কিন্তু মহাপ্রভু কোন বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম স্বীকার করিয়াছেন? তিনি অবৈধ বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের কখনও পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি বলিয়াছেন—

"যৌক্তসর্গৌলোকেঽস্মিন্ দ্বৈত কান্ত্রয় এবচ।
বিষ্ণুভক্তঃ স্মৃতো দ্বৈত আসুরস্তদ্বিপর্য্যয়ঃ॥
শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতোদ্ধৃত হারীত বচন।

শ্রীমন্ মহাপ্রভু একমাত্র বৈষ্ণব ব্রাহ্মণকে "ভোজ্যান্ন ব্রাহ্মণ" জ্ঞানে তাঁহার গৃহে ভিক্ষা স্বীকার করিয়াছেন। শ্রীচরিতামৃত (মধ্য ১৭শ পঃ) পাঠে অবগত হওয়া যায় যে তিনি অন্ত্যকুলোদ্ভব সানোড়িয়াকেও বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণ বলিয়া গ্রহণ করিয়া তাঁহার গৃহে ভিক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু "লক্ষেশ্বর" অর্থাৎ যিনি প্রতিদিন লক্ষনাম গ্রহণ করেন তাঁহার গৃহব্যতীত অন্য ব্রাহ্মণ-গৃহে ভিক্ষা করেন নাই।

* * *

প্রতিদিন লক্ষনাম যে গ্রহণ করে।
সে জনের নাম আমি বলি লক্ষেশ্বর।
তথা ভিক্ষা আমার আমি না যাই অন্যঘর॥

শ্রীচৈতন্যভাগবত অন্ত্য খণ্ড নম।

(ক্রমশঃ)

গৌড়ীয়

শ্রীচৈতন্যসারস্বত মঠ হইতে শ্রীভক্তিসুন্দর গোস্বামী মহারাজ কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

শ্রীচৈতন্যমঠ ও শ্রীগৌড়ীয় মঠসমূহের আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ কর্ত্তৃক আশীর্ব্বাদিত।

শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া।

৩য় খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার ৩০শে জ্যৈষ্ঠ ১০৩২, ১৫ই জুন ১৯২৫ | ৪র্থ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ।

আবার বাজিল—মধুর-মায়ুর-করতাল-ধ্বনি শুদ্ধভক্তগণের সেবোন্মুখ জিহ্বায় বর্ষ ফুটিলাপ্ত নামের সেবা করিবার জন্য আবার মাতিয়া উঠিল। ভক্তসমাজ আবার গৌরসঙ্কীর্ত্তনে নিত্যানন্দপ্রিয় শ্রীগৌরসুন্দরের সেবা করিবার জন্য মাতিয়া উঠিলেন।

আবার দক্ষিণ দেশের, উৎকল প্রদেশের প্রতি ঘরে ঘরে, প্রতি দ্বারে দ্বারে শুদ্ধভক্তগণ নিষ্কিঞ্চন অবস্থানপরের ভিক্ষুর বেশে, ত্রিদণ্ডী প্রবোধানন্দের ভাবায় গৌরকথাগাথা প্রচার করিতে লাগিলেন।

আবার নিগমকল্পতরুর গলিতফল ভাগবতামৃত রস, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-রস বিনামূল্যে অধমকে বিলাইয়া উভয় বাসনাশূন্য জীবকুলকে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিল।

আবার বেণ্ডাচিবাসী "দক্ষিণ পবনে"র সহিত ক্রীড়া করিতে করিতে শ্রীপুরুষোত্তম মঠের নিকটবর্ত্তিস্থানী লোকনোচনের নিকট প্রকটিত হইল। আবার গৌরবিরহক্ষেত্র নীলাচলের কূলে গৌর অঙ্গীনতাদের মঙ্গল-আবাহিক ঘোষণা করিয়া কাঁসর শঙ্খ ঘণ্টা মৃদঙ্গ করতাল বাজিয়া উঠিল। আবার জগৎপ্লাবিনী উদ্বোধন-সঙ্গীত মহামহোৎসবের মঙ্গলাচরণের সূচনা করিল।

আবার শ্রীজগন্নাথ দেবের স্নানযাত্রা, অবসরকালে গৌরসুন্দরের দয়নীয় প্রিয় আলালনাথে, টোটা গোপীনাথে, নিম্বকুল প্রভৃতি গৌরপরাজিত ভূমির অনুব্রজ্যা করিতে করিতে ভক্তগণ গাহিতে লাগিলেন—

"গৌর আমার, যে সব স্থানে,
করল ভ্রমণ রঙ্গে।
সে সব স্থান, হেরিব আমি,
প্রণয়ভকত সঙ্গে॥"

আবার চুক্তিবদ্ধ সিঙ্কিকাদন সহিতাশ, কুটিনাটি, দীনহীন-সেবোন্মুখতা অপেক্ষা অযাচিত ভক্তির [illegible]

করিয়া শ্রীজগন্নাথ দেবের যোগাসনস্থিতরূপে দর্শন করিবার জন্য তরুণদল ভক্তিভাবার্জন-সেবায় ব্রতী হইলেন।

শ্রীগৌরসুন্দরের অনুগমনে

আমার কথাগ্রে নৃত্য, সেই ত' "নবদ্বীপনাথে পাইনু"—এই বিপ্রলম্ভ মিশ্র-গীতির 'ধুয়া' গান করিতে করিতে শ্রীবাসাঙ্গন-নীলাচল হইতে রাধাগোপীনাথ-সুন্দরাচলে ভক্তিসুন্দরকে লইয়া যাইবার জন্য তরুণগণ নাচিতে লাগিলেন।

যে বিরহী তরুণগুলি ঐ তরুণ শ্রীপুরুষোত্তম মঠের নিষ্কিঞ্চন গৌর-প্রেমিকজনগণ এই মহোৎসবে যোগদান করিবার জন্য আমাদিগকে আহ্বান করিয়াছেন। গত ২১শে জ্যৈষ্ঠ স্নানযাত্রা দিবস হইতে উৎসব আরম্ভ হইয়াছে। "উল্টোরথ" পর্য্যন্ত উৎসব চলিবে। আসুন, ভোগপ্রবণ অথবা ত্যাগোন্মত্ত আমরা, আমাদিগের সেই সেই নৈমিত্তিক ধর্ম্ম কিছু কালের জন্য পরিত্যাগ করিয়া শ্রীধাম-সেবা, শ্রীনাম-সেবা, শ্রীভক্তভাগবত-সেবা ও শ্রীগ্রন্থ-ভাগবত সেবায় আমাদের চরিত্র অর্চ্চ অর্পিতা মানবজন্মের সার্থকতা করি।

"নেহ যৎকর্ম্ম ধর্ম্মায় ন বিরাগায় কল্পতে।
ন তীর্থপাদসেবায়ৈ জীবন্নপি মৃতো হি সঃ॥"

আমরা শ্রীরামকেলীগৌর-সংস্কার-সমিতি উৎসবের তালিকা পাইয়া প্রীত হইলাম। সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদাস গোস্বামী এম, এ, বি, এল মহাশয় পরম উৎসাহী পুরুষ। তাঁহার সাধুচেষ্টা দেখিয়া আমরা বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি। আগামী ৩১শে জ্যৈষ্ঠ শ্রীরামকেলী-উৎসব অনুষ্ঠিত হইবে।

বান্ধব সমাচারের ক্রোড়পত্রে রামকেলী-উৎসবের যে তালিকা দেওয়া হইয়াছে তাহা হইতে জানা গেল যে, উৎসব বাসরে রামকেলিতে কীর্ত্তন, গ্রন্থপাঠ ও শ্রীরূপ-সনাতনের লীলাবিষয়ে গোস্বামীদ্বয়ের পূত চরিত্রের লীলাবলী "উৎকৃষ্ট শিল্পী" সাহায্যে প্রকটিত করা হইবে।

শ্রীগৌরসুন্দরের নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ শ্রীরূপসনাতন প্রভৃতির গৌড়ীয়-শুদ্ধবৈষ্ণব-ধর্ম্মের দুইজন নিষ্কপট-প্রচারক। সনাতন প্রভু জগতে সর্ব্বজনকে শিক্ষা দিয়াছেন আর রূপপ্রভু অভিধেয়—শুদ্ধভক্তিরসটুকি প্রচার করিয়াছেন। শ্রীরূপ পাদের ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থের উপক্রমে যে শুদ্ধভক্তির কথা লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহা শ্রীরূপের ভাষায় এই—

"অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥"

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর ভাষায় তাহার অনুবাদ এই—

অন্যবাঞ্ছা অন্যপূজা ছাড়ি জ্ঞান কর্ম্ম।
আনুকূল্যে সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন॥
এই শুদ্ধভক্তি—ইহা হৈতে প্রেম হয়।
পঞ্চরাত্রে ভাগবতে এই লক্ষণ কয়॥
মুক্তি মুক্তি আদি বাঞ্ছা যদি মনে হয়।
সাধন করিলে প্রেম উৎপন্ন না হয়॥

—চৈঃ চঃ মধ্য ১৯শ।

সুতরাং এমত অবস্থায় শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বা শ্রীগীতা প্রভৃতি শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাবলী পাঠের ব্যবস্থা করিলেই ভাল হইত। সত্যপন্থী প্রকৃত গ্রন্থ মুক্তিমুক্ত সিদ্ধিকামী ব্যক্তিগণের পাঠ্য হইলেও এবং তাহাতে প্রাকৃত ভক্তির মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত থাকিলেও "প্রোজ্ঝিতকৈতব" ভাগবতগ্রন্থের ন্যায় তাহাতে সাক্ষাৎ ভাবে শুদ্ধ অপ্রাকৃত ভক্তির কোন কথা নাই। শ্রীসনাতনের চরিত্র পাঠেও জানা যায় যে তিনি—

"ছাড়াইলা পণ্ডিত বিষয়ের সঙ্গ।
ভাগবত বিচার করে সভাতে বসিয়া॥"

চৈঃ চঃ মধ্য ১৯শ।

অতএব শ্রীমন্মহাপ্রভুর ও তদনুগ শ্রীরূপসনাতনের পরম প্রিয় গ্রন্থ শ্রীমদ্ভাগবত ও তাঁহাদের লীলাপরিপূরিত ভাগবতানুগ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ অন্ততঃ নিষ্কিঞ্চন শুদ্ধভক্তের মুখে পঠিত হইলেই শ্রীরূপ সনাতনের আসন রক্ষিত হইত বলিয়া মনে হয়।

নিত্যসিদ্ধ শ্রীগৌর-পরিকর শ্রীরূপসনাতনভট্টযুগের চরিত্র " উৎকৃষ্ট নিন্দা সাহায্যে " পঞ্চবিংশতি পৃষ্ঠের যাবৎ যাবৎ প্রকটিত কথা হইতে বলিয়া বিজ্ঞাপিত হইয়াছে, তন্মধ্যে তৃতীয়, চতুর্থ, ষষ্ঠ, দশমের শেষাংশ, পঞ্চদশ, ষোড়শ, একবিংশ এবং দ্বাবিংশ 'স্তম্ভ' বিশেষ আপত্তিজনক। উল্লিখিত তৃতীয়াত্মক ঘটনাবলী শ্রীরূপসনাতনের চরিত্রে কোনও প্রামাণিক শুদ্ধ বৈষ্ণব প্রকারে দ্বারা চিত্রিত হয় নাই। মনঃকল্পিত বা কিম্বদন্তীমূলক ঘটনাসমূহ কাব্যোপন্যাসের নায়কগণের চরিত্রে প্রতিফলিত হইয়া লোকরঞ্জক হইলেও নিত্যসিদ্ধ রূপসনাতনের নিষ্কলঙ্ক " শুদ্ধ চরিত্রের " সোজা বঙ্গে না করিয়া বরং উচ্ছিষ্টতর্পণাদি নাস্তিকতা ও গুরুপাদপদ্মে অপরাধে প্রেরণ করিয়া থাকে। এইজন্যই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত অন্ত্য পঞ্চপরিচ্ছেদের বহু স্থানের বিশেষ নাটকপ্রবণে শ্রীস্বরূপদামোদরের ক্রোধের চিত্র অঙ্কিত করিয়া রূপানুগ শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু আমাদিগকে লিখা দিয়াছেন—

"আরে মূর্খ আপনার কৈলি সর্বনাশ।
তুই ত, ঈশ্বরে তোর নাহিক বিশ্বাস॥
পূর্ণানন্দ চিৎস্বরূপ জগন্নাথ রায়।
তাঁরে কৈলি জড় নশ্বর প্রাকৃত কায়॥
পূর্ণ ষড়ৈশ্বর্য চৈতন্য স্বয়ং ভগবান্।
তাঁরে কৈলি ক্ষুদ্র জীব পুলিন সমান॥
তুই ঠাক্রি অপরাধে পাইবি দুর্গতি।
অতএব তোর এই নাহি অব্যাহতি॥
আর এক করিয়াছে পরম প্রমাদ।
দেহ-দেহি-ভেদ ঈশ্বরে কৈলে অপরাধ॥
ঈশ্বরের নাহি কভু দেহদেহি-ভেদ।
স্বরূপ দেহ চিদানন্দ নাহিক বিভেদ॥
• • •
যাহ, ভাগবত পড়, বৈষ্ণবের স্থানে।
এথাস্ত আগ্রহ কর চৈতন্যচরণে॥
চৈতন্যের ভক্তগণের নিত্য কর সঙ্গ।
তবে ত জানিবে সিদ্ধান্ত-সমুদ্র-তরঙ্গ॥
তবে পাষণ্ডিয়া তোমার হইবে সকল।
কৃষ্ণের স্বরূপ-লীলা বর্ণিবে নির্মল॥"
• • •
" কৃষ্ণলীলা গৌরলীলা যে করে বর্ণন।
গৌরপাদপদ্ম যাঁর হয় প্রাণধন॥
গ্রাম্যকবির কবিত্ব শুনিতে হয় দুঃখ।
নিজ আত্মীয় বাক্য শুনিতে হয় সুখ॥
বল, বলবাদ যার নাহি এ বিচার।
ভক্তিসিদ্ধান্ত-সিন্ধু নাহি পায় পার॥"

'কবির ও কবিরিপুর আলাপ-প্রবণে রূপের বৈরাগ্য,' 'তথা পালং চুরাকথা,' 'যবনীর দর্শিত রূপের কথোপকথন,' 'সনাতনের মদনমোহনকে আজ্ঞা ভক্তি নিবেদন,' "জীব গোস্বামীর প্রতি রূপের ক্রোধ," 'জীবের দেহত্যাগের সঙ্কল্প,' প্রভৃতি গুরুপাদপদ্মে অপরাধজনক কথা মনোধর্মি-সন্দিহানবাদীর প্রকৃতি সমাজে বা ইহাদের অপ্রামাণিক গ্রন্থে প্রচলিত থাকিলেও কোনও শুদ্ধ বৈষ্ণব কোনদিন তাহা স্বীকার করেন না। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় শ্রীচৈতন্যচরিত মহাকাব্য প্রভৃতি প্রামাণিক গ্রন্থে ঐ সকল সিদ্ধান্তবিরোধী কথার নাম গন্ধও নাই।

গত ২৩শে জ্যৈষ্ঠ শনিবার তারিখের কোন একটি সাপ্তাহিক পত্রে গৌরনাগরীবাদের বিরুদ্ধে " বৈষ্ণব ধর্মের নামে বাহিরায় " শীর্ষক প্রবন্ধে যে কয়েকটি কথা প্রকাশিত হইয়াছে তাহার কিয়দংশ গৌড়ীয় পাঠকগণের অবগতির জন্য নিম্নে উদ্ধৃত হইল। আমরা শ্রীপরে গৌরনাগরী বাদের অপসিদ্ধান্তসম্বন্ধে যথাযথ আলোচনা করিয়াছি; এবং গৌরনাগরী বাদানুবাদ যে রূপানুগ শুদ্ধভক্তগণের কখনই অনুমোদিত নহে তাহাও পাঠকগণকে শাস্ত্রযুক্তিমূলে দেখাইয়াছি। গৌরনাগরীবাদে গৌরেন্দ্রিয়তর্পণ নাই, আছে কেবল আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছা-কাম। উহা জোগবাদ বা শাক্তেয়বাদ নামে অভিহিত হইতে পারে।

"ধর্মের নামে ভণ্ডামীতে বাঙ্গালাদেশ ভরিয়া উঠিয়াছে। কাম লাম্পট্যের উপর বৈষ্ণবের অপ্রাকৃত রসতত্ত্বের অপব্যাখ্যা অন্ধের বিশ্বাসের সহিলনমূলক অন্ধতত্ত্বের আবরণ নিক্ষেপ

করিয়া এক শ্রেণীর ব্যক্তি সরল বিশ্বাসী সাধারণ নরনারীকে প্রবঞ্চিত করিয়া শিশ্নোদরের সেবায় বাঙ্গালাদেশকে, বাঙ্গালীর ধর্ম্মকে প্রায় নরকে পরিণত করিয়াছে। দুর্ব্বল পরাধীন জাতির স্খলিতচরিত্রের নানা দৌর্ব্বল্য সমাজের অঙ্গে দূষিত ক্ষতের ন্যায় অতি বিকৃত ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

এক শ্রেণীর লোক ছাপার হরফে দাঁড়ির নামে অত্যন্ত ঘৃণিত কুক্রিয়ার কাহিনী লোকোত্তর-চরিত্র মহাপুরুষগণের জীবনীতে আরোপ করিতেছে। তাহাদের বিরুদ্ধে দশ-মাত্রও বাঙ্গালী কলম ধরিতে কি লেখনী ধরিতে পারে, তাহা তাঁহাদের পরবর্ত্তীর নিমিত্ত কামনা নরহরি ও শ্রীখণ্ডের একদল অত্যন্ত আধুনিক বৈষ্ণব নামে আত্মপরিচয়-প্রদানকারী লোকের দ্বারা লিখিত ও প্রচারিত পুঁথি ও মাসিক পত্রিকার প্রতি সর্ব্বসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। পুঁথি ও মাসিকপত্রিকা ছাড়া খুঁজিলে ইহাদের মধ্যে আরও অনেক জিনিষ মিলিতে পারে; কিন্তু তৎসম্পর্কে অন্য আমরা নীরব থাকিয়া, কেবল শ্রীখণ্ড হইতে প্রকাশিত "রসরাজ গৌরাঙ্গসংবাদ" নামক একখানা অতি জঘন্য অশ্লীলতাপূর্ণ পুঁথির কথাই বলিব। এই পুঁথির বক্তব্য এই—শ্রীগৌরাঙ্গ কেন বাল্যকাল হইতেই অত্যন্ত লম্পট ছিলেন। তিনি নবীনা কুলবালিনী-গণের সহিত "চুম্বন আলিঙ্গন রঙ্গে সতত রত" থাকিতেন। কিন্তু তাহাতেও তাঁহার তৃপ্তি হইত না; এমন কি তিনি সন্ন্যাস জীবন ধরিয়া নরনারী-নির্ব্বিশেষে, যাহাকে পাইয়াছেন তাহাকে লইয়াই কামসম্ভোগ করিয়াছেন। বৈষ্ণবের ভিন্নপূজা, শ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্ষদ গোস্বামীবৃন্দ শ্রীচৈতন্যের কামকলা তৃপ্ত করিয়া কালক্ষেপ করিতেন। ইহাই এই পুস্তকের প্রতিপাদ্য বিষয় এবং "বিশেষ সম্ভোগ" বাদ সম্বিস্তার করি করিয়া তাহাই যে মহাপ্রভুর প্রচারিত বৈষ্ণবধর্ম্ম ইহাই শিক্ষাশিক্ষার্থীর মধ্যে প্রচার করিতেছে।

• • • •

এক্ষণে সাধারণভাবে সমগ্র বাঙ্গালী জাতির নিকট বিশেষভাবে বৈষ্ণব সমাজের নিকট আমাদের বলিবার কথা এই যে বাঙ্গালীর ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গের অপূর্ব্ব প্রেমলীলা, যাহা শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী ও শ্রীল বৃন্দাবন দাস শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত ও শ্রীচৈতন্য ভাগবতে বর্ণন করিয়াছেন তাহার মধ্যে এই অতি উৎকট দুর্নীতির ছড়ান জনক আবর্জ্জনা নিক্ষেপের কি প্রতিকার তাঁহারা করিতে চাহেন?

• • • •

ধর্ম্মের নামে, ধর্ম্মসাধনার নামে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের নামে অশ্লীলতা প্রচার অপরাধ এবং পাপজনক কি নয়? হয়ত অনেকে চাহিয়া দেখিতেছেন না যে শ্রীচৈতন্য সম্বন্ধে "কপট সন্ন্যাসী" "রসের কামুক" ইত্যাদি বলিয়া প্রচার করার ফলে বৈষ্ণবসমাজের একটা বড় অংশের কি পরিধান উচ্ছৃঙ্খল ও ব্যভিচারিত হইয়া উঠিবার কামনা আছে। নবনাগরীনিকেতনে পরস্পরের সহিত অকুণ্ঠিত হয়ত যদি ধর্ম্মসাধনা এবং মহাপ্রভুর অপ্রাকৃত প্রেমলীলাস্বাদন বলিয়া সমাজে প্রশ্রয় পায়, তাহা হইলে তাহার পরিণাম যে কি ভয়ানক হইয়া দাঁড়াইবে, তাহা ভাবিতেও আমরা শিহরিয়া উঠিতেছি। এই পাপ-ব্যাপার এই বিপুল অসুর উত্তেজনা-প্রসূত ব্যাধির অঙ্কুরেই মূলোচ্ছেদ করার দায়িত্ব বাঙ্গালী মাত্রেরই গ্রহণ করা উচিত।

যদি বাঙ্গালী জাতি এত কাপুরুষ হইয়া থাকে যে ধর্ম্মের নামে এই ভণ্ডামি দলদলিত করিতে সে সমর্থ হইবে না পারে, তাহা হইলে আদালতের আশ্রয় লইয়াও এই সব কুৎসিত পুস্তকের লেখক ও পত্রিকা-পরিচালকগণের সমুচিত দণ্ড বিধান করা উচিত।"

———

শ্রীপুরুষোত্তম উৎসবে আবাহন।

অহো, কোন্ স্মৃতি সদা-দীপ্যমান।
ঘটিয়া বসন্ত-বাসর সমান।
ভাগ্যবত-জন-মনঃকুঞ্জবনে।
ভক্তি-ভাব-প্রেম শুভ্র-লতা-ফুলে॥
করে মুকুলিত মধুর-সোহাগ।
শুভক্ষণে আজি, স্মরণ মাত্রায়॥

এ-যে সেই দিন,—হয় কি স্মরণ।
গৌড়ভূমি হ'তে হ'য়ে ভক্তগণ॥
সুখের-বাহিনী স্রোতস্বতী সম।
ছুটিত আহ্লাদে শ্রীপুরুষোত্তম॥
কিবেন আহ্লাদ, এই বেগবতে।
হা গৌরাঙ্গ! বলি ডাকি তাঁর সনে॥
তা'র সুখে সবে পাগল হইয়া।
বৎসরান্তে তথা যাইত ছুটিয়া॥

প্রাণেরও প্রাণ শ্রীগুরুতম ধন।
সর্ব্বস্ব তাঁদের জীবন-মরণ॥
শ্রীগৌরসুন্দর সন্ন্যাস করিয়া।
আছেন যে তথা, ক্ষেত্র উজলিয়া॥
স্বাধ জনম—ওই তপে রবি।
বিরাজে একত্র গোলোকেশ ছবি॥
পরিকরি নিজ-পুর-পরিজন।
যদি দিবে কত পূজা-আয়োজন॥
তাই আজি মনে উথারি চলিবে।
ছুটিত উধাও অবাধ গমনে॥

সমাগত দেব সেই দিন আজ
এস এস ভাই, রাখি সব কাজ॥
চল চল সেই মহাক্ষেত্রে সবে।
মিলি গিয়া গৌর-স্মৃতি-মহোৎসবে॥

অপ্রাকৃত কিবা মহিমা মণ্ডিত।
মহাক্ষেত্র এই শ্রীক্ষেত্র প্রথিত॥
উজ্জীবিত পরম পরাণে প্রভুর।
রসালয় পুত মিলিত কর্পূর॥

মরি, মরি, অহো, হয় যে স্মরণ।
কত কথা আজ সুধা প্রস্রবণ॥
করিলেন লীলা কত এই ধামে।
শ্রীগৌরসুন্দর মাতি কৃষ্ণনামে॥

সার্ব্বভৌম মহা-বেদান্ত-পণ্ডিত।
মায়াবাদ-মোহ-জালে বিজড়িত॥
লভিল, নিঃশেষ মোহ-অপগমে।
পতিত পাবন প্রভুর চরণে॥
শ্রীমুখ-বচনে হ'লে জ্ঞানোদয়।
কৃষ্ণনাম প্রেমে মজিল হৃদয়॥
যে চরিতামৃত অমৃত নির্ঝরি।
ছুটায় ভুবনে আজি নিরন্তর॥
গৌরগুণামৃত সেই অমুপম।
যমুনাপ-কণ্ঠে করিলা স্থাপন॥
এই স্থলে শ্রী-স্বরূপ দামোদর।
এই স্থলে গান করে রায়েশ্বর॥

এই স্থলে নামাচার্য্য হরিদাস।
নামের মহিমা করিলা প্রকাশ॥
এই স্থলে তিনি জীবের কারণ।
করিলেন সঙ্গে লীলা-সম্বরণ॥
নাচিলেন প্রভু আপনি যাঁহায়।
ল'য়ে স্কন্ধে চিদানন্দ দেহ তায়॥

এই স্থলে গজপতি মহারাজ।
করিয়া কৃষ্ণের হীন-সেবা-কাজ॥
কৃষ্ণের অভিন্নতনু প্রভু সনে।
লভিলা প্রসাদ, দুর্লভ জগতে॥

এই স্থলে শ্যামানন্দ গুণমণি।
রসিক-আনন্দ গৌর প্রেমে ধনী॥
গড়ের কৃষ্ণের আদর্শ মহান্!
বিস্মৃতি-সলিলে ছোঁয় মজমান॥
আগাইয়ে তাহা তুলেন আবার।
মহাদের দয়া বেদ-সমুদ্ধারী॥

ধরিলেন অঙ্গে এই পুণ্যধাম।
বৃন্দ বলদেবে, হ'য়ে অধিষ্ঠান॥
'শ্রীগোবিন্দভাষ্যে' যাঁর সমুজ্জ্বল।
বেদান্তের মহাপথ সুনির্ম্মল॥

বর্ত্তমান গুরুভক্তি সুপ্রচারে।
মূল হেতু যিনি জগত মাঝারে॥

মহাত্মা সে—ভক্তিবিনোদ ঠাকুর।
এই কলে তাঁরি প্রতিষ্ঠিত পুর।
শুদ্ধ ভক্তিকথা প্রচার-আশয়।
মুক্তি-স্পৃহা তাঁর নিকটে উদয়।
'পুরুষ-উত্তম ধাম' নামে খ্যাত।
নিত্যস্থলে যারা করিছে বিরাজ।
সর্ব্বোপরি আজ,—অহো ভাগ্যোদয়!
সেই মহাধামে সর্ব্বগুণাশ্রয়!!
কি কহা হৈতব, এই পুণ্যধামে।
চলেন প্রকট পুণ্যময় ধামে।
যান-গ্রহ-সত্ত্ব-পশু সকাশায়।
যাহে কৃষ্ণ-পক্ষ-চিহ্নের তথায়।
মহালয়ে কোন্ শুভক্ষণে আছি।
আবির্ভূত শ্রীনিবাস সরস্বতী।
শুদ্ধ-ভক্তি-চক্র-নিভাস্যে পরম।
অপ্রাকৃত বাণীরূপ অনুপম।
রেখে বিভূষিত ভাগবত পথ।
নব-উদ্ভাসিত উপদেশ শত।
শ্রীগৌরসুন্দর ভজন পরম।
পাঠাইলা পুনঃ নিজপ্রিয়জন।
নাশিতে পরম পথের অর্গল।
সুবিচারে যাই করি বৈভবল।
এই মূল তার মূল কেন্দ্র আমি।
রহিয়া ইহার গাহে সেবাবাণী।
পুণ্যভূমি হেন শ্রীপুরুষোত্তম।
পুণ্যোৎসবে তথ এস ভক্তগণ।
সেবা-যজ্ঞে যোগ দিয়া সহজন।
কর সেবোন্মুখী সুকৃতি সঞ্চয়।
কোটি-কণ্ঠ-কৃষ্ণ-নামে উল্লসিত।
মহাসিন্ধু পুনঃ হো'ক উথলিত।
হো'ক প্রবাহিত সে-প্রেম-প্লাবন।
ধরাগ্রে আবার, মোহিয়া ভুবন।
তুমি মুখে মুখে শ্রীগৌরাঙ্গ-বাণী।
দূর হো'ক শত ক্ষুদ্র-চিত্ত-গ্লানি।
করে 'কৃষ্ণামৃত' ধারি যোড় হাতে।
কৃতাঞ্জলি তাঁরে ল'য়ে যেও সাথে।
চরণ-আশ্রিতে দোষ করি দূর।
'দিও সাধুসেবা সদানন্দ পুর।

বিচার কা'র কর?

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

'ত্যাগ' বাহিরের বস্তু নহে; অন্তরের। 'নিবৃত্তি' বাহিরের বস্তু নহে; অন্তরের। 'বৈরাগ্য বাহিরের নহে; অন্তরের। পরিগ্রহ ও ত্যাগ; প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি; বিষয় ও অনুরাগ; পরস্পর বিপরীত ধর্ম্মান্বিত। ইহাদের কোন দুইটিই কোন ক্ষেত্রে এক সময় এক বিষয়ে একত্র থাকিতে পারে না।

যে ক্ষেত্রে যতক্ষণ আমি আমার' অভিনিবেশ থাকে সে ক্ষেত্রে ততক্ষণ পরিগ্রহেরই পূর্ণ আধিপত্য রহিয়াছে বুঝিতে হইবে। তখন তথায় 'ত্যাগের তিল মাত্র প্রবেশ পথ নাই। তথায় 'ত্যাগের কোনও অভিনয় প্রত্যক্ষ হইলেও, তাহা ঐ পরিগ্রহেরই ছদ্মাভিনয় মাত্র, ইহা নিশ্চয় বুঝিতে হইবে। একব্যক্তি আমি 'ত্যাগী' ইহার বিজ্ঞাপন দিতে, বলিতেছেন, "ভগবানের কি কৃপা, —দেখ, আমার বলিতে আমার আর কিছুই নাই। আমার এই কাপড়খানি দিয়াছে আমার বড় ছেলে, আমাটি দিয়াছে—জুতাটি, ব্যাগটি, আমার ছোট ছেলে—ইত্যাদি; আমার বলিতে আমার কিছুই নাই।" ইহাতে পরিগ্রহ পূর্ণরূপে মূর্ত্তিমান্ হইয়া বর্ত্তমান।

অন্তর হইতে বিষয় অন্তর না হইলে, বাহিরে বলপ্রয়োগে বা সহস্র কৌশলেও কেহ তাহা ত্যাগ করাইতে পারে না। আর এই যে বিষয় 'ত্যাগ,' ইহা আপনি হয় না। উৎকৃষ্ট বস্তুর প্রকৃত আস্বাদ না পাইলে নিকৃষ্ট বস্তুকে কেহ নিকৃষ্ট বোধ করিতে, বা ত্যাগ করিতে পারে না। তাই শ্রীমুখবাক্যে উক্ত হইয়াছে;—

"বিষয়া বিনিবর্ত্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ।
রসবর্জ্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে ॥"
(শ্রীগীতা ২।৫৯)।

এই বাক্যে শ্রীশ্রীনিত্যধর্ম্ম'-গ্রন্থে মহাভাগবত শ্রীল শ্রীযুক্ত ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলিয়াছেন,—"জীবের নিরাহার আদির দ্বারা বিষয়নিবৃত্তির যে বিধান দেখা যায় তাহা অত্যন্ত মূঢ়লোক সম্বন্ধীয় বিধান। ... বিষয়প্রিয় পুরুষেরা পরমতত্ত্বের সৌন্দর্য্য দর্শন পূর্ব্বক তাহাতে আকৃষ্ট হইয়া সাধারণ জড়ীয় বিষয়রাগ ত্যাগ করেন। ... জীবের পরমাত্ম-রাগ ব্যতীত নিত্য মঙ্গল লাভ হয় না। উৎকৃষ্ট বিষয় প্রাপ্ত হইলেই রাগ স্বভাবতঃ নিকৃষ্ট বিষয়কে পরিত্যাগ করে।"

উৎকৃষ্ট বস্তুর স্বরূপাস্বাদ পাইলে, নিকৃষ্ট বস্তু হইতে বিরত হওয়াই জীব প্রকৃতির স্বাভাবিক গতি। সতি-লেমনসের পানিস্ত্র-আস্বাদ পাইলে, মনীনা বালা আর কি মাটির পেলাবুলা লইয়া থাকে? কিম্বা, বিমল মিশ্রীর মধুরাস্বাদ পাইলে, আর তাহা সুলভ হইলে, কেহ কি আর গোবে গুড়ে মুখ দিতে যায়? কখনই না। তবে একটা কথা আছে, কথাটি বড় গুরুতর:—আমরা অনেক সময় দেখি, নাদুস নাদিকা-প্রকৃতিজনসমূহ কখনও উৎকৃষ্ট, বস্তুতে থাকিয়াও আবার অপকৃষ্ট বস্তুতে সুখান্বেষণ করে। কেন তাহা করে? বলি শুন। দীর্ঘকাল রোগ ভোগ করিয়া, রোগীর রসনার বিকৃত অবস্থা ঘটে। তাহাতে কখনও বস্তুর কোনও স্বাদই মিলে না; আবার কখনও যাহার যে স্বাদ নহে তাহাতে তাহার সেই স্বাদই উপলব্ধি হয়; মিশ্রীও তিক্ত বোধ হয়। এইরূপ রোগীই রোগের বশে উৎকৃষ্ট বস্তুর স্বরূপাস্বাদ না পাইয়া, আবার অপকৃষ্ট বস্তুতে ধাবিত হয়। যেমন মাছিটা মধুতরা প্রসূন পত্র পরিত্যাগ করিয়াও, পচা ঘায়ের মুখে গিয়া বসে! হায়! হায়! হায়! সর্ব্বনাশ দিয়রিয়া উঠিতেছে। মৃত্যুকাল উপস্থিত হইতেছে। মায়াব্যাধি আমাদের কি সর্ব্বনাশ করিয়াছে! কিম্বা অমৃত-ভরিত অমৃত হইতে বিমুখ হইয়া, আমরা কি সর্ব্বনাশকর কালকূটে একান্ত আসক্ত হইয়া মরিতেছি!" আবার শুধু তাই নহে,—কি লজ্জাকর, কি ঘৃণিত আমাদের,—আমরা ঐ অমৃত-বাঞ্ছিত অমৃতে আসক্ত মহাভাগ মহাত্মাদিগকেও এই প্রাণান্তক কালকূটের আকর্ষণ করিতে, তাহাতেই শ্রেয়স্কর বলিয়া বিজ্ঞাপন দিয়া প্রচার করিতে, কত বাক্যজাল বিস্তার করিতেছি। যুক্তি-তর্ক, প্রমাণ-প্রয়োগ লইয়া তাঁহাদের প্রতিকূলেও যুৎসার বশবর্ত্তী হইয়া, বাতুলের অগ্রে নৃত্য-আস্ফালনের মত হাস্যাস্পদ প্রয়াসে কত প্রলাপ দিতেছি। ধিক্,—শত ধিক্ আমাদের এই প্রমত্ত প্রয়াসকে।

কি শাস্ত্রযুক্তি দেখাইলে তুমি তাই বিচারক? বহুবর্ষে কতকগুলি বুলি বাহির করিয়া তাহার মত ত্যাগ করিবে তুমি তাঁহাদের বড় আদরের সেই বৈরাগ্য-বিহঙ্গটিকে বধ করিতে? তাহা হে, একি তবে আমাদের মায়ারাজ্যের "দেখনহোরা" শ্মশান-বৈরাগ্য, যে তুমি তোমার বিচক্ষণ বন্ধুকে ঐরূপ ঠাট্টাটা তালী চালাইয়াই তাহাকে বুলবুলী, টুনটুনী, বা ঘুঘুর মত পুষ্ট করিয়া পোষ মানাইবে? তোমার এ প্রয়াস বৃথা। এখানে তে যাব ও বন্ধুক বার্থ। স্থির হও, ভায়া,—গুলিং যাও এখন।

শাস্ত্রে সকল কথাই আছে। আপন অধিকারে রক্ষা করিতে একদিকে যেমন অবিশ্বাস যুক্তি ও উক্তি আছে; অন্যদিকে তেমনি, বিশ্বাস আপনাধিকার রক্ষা করিতে সর্ব্ববিধ সদাযোজন সম্পূর্ণ লক্ষিত রাখিয়াছেন। স্বেচ্ছাচারী উচ্ছৃঙ্খল, ও অশুচিব্রত জনসমূহকে বিধিসাধন বিধি-বলে নিয়ন্ত্রিত করিয়া, রক্ষিত করিয়া, পরম-মঙ্গল পথে প্রবেশ দিবার জন্য, শাস্ত্রে একদিকে যেমন পিতৃভক্তি, মাতৃভক্তি, পতিভক্তি ও পত্নী-প্রেম প্রভৃতির পক্ষে শাসন থাকা, এবং তাহার পরিপোষক উদাহরণ সকলও লক্ষ্যীভূত হয়; সেই শাস্ত্রেই অন্যদিকে তেমনি পরমার্থ-তত্ত্বের পরম সৌন্দর্য্য-সন্দর্শনে তাহাতেই সম্পূর্ণ আকৃষ্ট, পরমাত্ম-রাগ-মার্গ-প্রবিষ্ট মহাত্মাদের ঐ সকল সাধারণ বিধি নিষেধ, শাসনবাক্য অতিক্রম করিয়া, অনন্যযোগে আত্ম-লক্ষ্য-অভিগমনের বিধান এবং উদাহরণও শত শত প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে।

তুমি বলিবে "বিষয়ী প্রীতিমাত্রে প্রীতিমাত্রে সর্ব্বদেবতাঃ।" গতানুগতিক জনের এই শাস্ত্রবাক্য ও সর্ব্বথা পালনীয় বটে। কিন্তু, তাহাতেও উদ্ধব, মহাভাগবত শ্রীকৃষ্ণদেবের

আবহার একবার দেখ, দেখি। পুত্রস্নেহে বশবর্ত্তী হইয়া, আহা, তেমন পুত্রকে চিরদিনের মত ত্যাগ করিবার সময় পিতা ব্যাসদেব কাতর কণ্ঠে বলিতেছেন,—"তো তো পুত্র যাইতাং তাবদ্ধ, ধাবচ্চঃ শীঘ্রমাপি গম্যতে।" "যে যে পুত্র, তুমি সংসার ত্যাগ করিয়া দ্রুতবেগে যাইতেছ, যাও; আমি তাহাতে বাধা দিতেছি না; তবে বৎস, একটু দাঁড়াও তুমি, আমি তোমাকে একবার নয়ন ভরিয়া দেখিয়া নয়ন চরিতার্থ করি।" কিন্তু কে তাঁহার কথা শুনিবে? শুনিবার অবকাশই বা কৈ? আত্মভাবে বিভোর শ্রীশুকদেবের কর্ণে তেমন পিতার সেই করুণতম শেষ কথাটীও প্রবেশ করিল না। তিনি ভগবৎপাদপদ্মে একান্ত আকৃষ্ট হইয়া, অতি নিশ্চলভাবে বেদব্যাসের মত পিতাকেও পরিত্যাগ করিয়া, তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করিলেন। "ততঃ সম্পরিতাজ্য জগাম বদরিস্তরম্।"

(শ্রীমহাঃ ভাঃ শান্তি ৩৩১।৩৫)

(ক্রমশঃ)

শ্রীচণ্ডীচরণ মুখোপাধ্যায়।

প্রচারের ডায়েরী

(পূর্ব্ব প্রকাশের পর)

এই গেল মহাপ্রভুর আচরণ। অতঃ চৈতন্য প্রভুর আচরণ কৃপাপূর্ব্বক শ্রবণ করুন। পতিতপাবন শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু উদ্ধারণ ঠাকুরের পাচিত অন্ন নৈবেদ্যরূপে গ্রহণ করিতে কোন দ্বিধা বোধ করেন নাই। শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর পিতৃশ্রাদ্ধদিবস উপস্থিত হইলে অদ্বৈতপ্রভু "মহা মহা সিদ্ধ" এবং "কুলীন সমাজ" থাকিতেও ঠাকুর হরিদাসকেই একমাত্র "শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ" জ্ঞানে শ্রাদ্ধপাত্র অর্পণ করিতে উদ্যত হইয়া বলিলেন—

"সেই আচরিব যেই শাস্ত্রমত হয়।
তুমি খাইলে হয় কোটী ব্রাহ্মণ ভোজন।
এত বলি শ্রাদ্ধপাত্র করাইল ভোজন॥"

শ্রীচৈঃ চ অন্ত্য ৩য়।

শাস্ত্রী মহোদয় বলিয়াছেন যে, তুলসীদাস প্রভৃতি বৈষ্ণবগণ ও বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু তুলসীদাসজীর জীবনচরিত ও দোহাবলী পাঠে জ্ঞাত হওয়া যায় যে তিনি বৈষ্ণব বর্ণাশ্রমের পক্ষপাতী ছিলেন এবং কখনও বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি করেন নাই। তাঁহার একটী দোহাতে দেখা যায়—

"ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র সবকোই করত বিচার।
তুলসী কহে হরি না ভজে ত চারো চামার॥
হরি ভজে ত চারো জাত্ মিলকর্ একহো যায়।
অই ধাতুসে সরল সাগাওরে এক মূলসে বিকায়॥"

সর্ব্বসাধারণ শ্রেণী মোহা, কীর্ত্তা, বা তাহার ভক্তভাবের মূল পরিচয় বিলুপ্ত হইয়া স্বতন্ত্র জাত হয়। শ্রীহরিভক্তিবিলাসও শাস্ত্রবচন উদ্ধার করিয়া বলিয়াছেন—

"যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাংস্যং রসবিধানতঃ।
তথা দীক্ষাবিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাম্॥"

শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে ভগবদ্ভক্তসংহিতাবাক্যেও দেখা যায়—

স্বয়ং ব্রহ্মণি নিষ্কিঞ্চান্ আচারেষু হি যত্নতঃ।
নিযোজয়ন্ধ পুত্রাদীন্ সংস্কৃতা প্রাক্তবোধনে॥

সুতরাং আচার্য্যগণ সকলেই দ্বিজকুলসম্ভূত বৃত্ত বৈষ্ণব বর্ণাশ্রমের কথা বলিয়াছেন এবং কেহই বৈষ্ণবে জাতি বুদ্ধি করেন নাই। একান্তনিষ্ঠাবান্ পরমহংসবৈষ্ণবগণকে পাছে মূর্খ লোকে 'শূদ্র' বলিয়া মনে করে এই জন্য শাস্ত্রকারগণ বহু শাসনবাক্য লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

অর্চ্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধীর্গুরুষু নরমতির্বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি-
র্বিষ্ণোর্বা বৈষ্ণবানাং কলিমলমথনে পাদতীর্থেঽম্বুবুদ্ধিঃ।
শ্রীবিষ্ণোর্নাম্নি মন্ত্রে সকলকলুষহে শব্দসামান্যবুদ্ধি-
র্বিষ্ণৌ সর্ব্বেশ্বরেশে তদিতরসমধীর্যস্য বা নারকী সঃ॥

—পদ্মপুরাণ।

"দৃষ্ট্বা তু ভগবদ্ভক্তান্ প্রণামং ন করোতি যঃ।
বিনষ্টসর্ব্বধর্ম্মশ্চ স যাতি নরকং ধ্রুবম্॥"

—শাস্ত্রবচন।

ব্যাসাবতার শ্রীল বৃন্দাবনদাসঠাকুর বৈষ্ণবের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া বলিয়াছেন—

যে তে কুলে বৈষ্ণবের জন্ম কেনে নহে।
তথাপিও সর্ব্বোত্তম সর্ব্বশাস্ত্রে কহে॥

যে পাপিষ্ঠ বৈষ্ণবের জাতিবুদ্ধি করে।
জন্ম জন্ম অধম যোনিতে তুবি মরে।

চৈঃ ভাঃ মধ্য ১০ম।

ব্রাহ্মণ প্রাকৃতজগতে ত্রিবর্ণের গুরু। কিন্তু যে কোন কুলোদ্ভূত অপ্রাকৃত শুদ্ধবৈষ্ণব সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। যথা গরুড়পুরাণে—

ব্রাহ্মণানাং সহস্রেভ্যঃ সত্রযাজী বিশিষ্যতে।
সত্রযাজিসহস্রেভ্যঃ সর্ব্ববেদান্তপারগঃ॥
সর্ব্ববেদান্তবিৎকোট্যা বিষ্ণুভক্তো বিশিষ্যতে।"

বৈষ্ণব কোনও জাতি বা বর্ণের অন্তর্গত নহেন। তাঁহার দেহ পাপাত্মা বা পুণ্যবান ব্যক্তিগণের দেহের ন্যায় প্রাকৃত নহে। তাঁহারা পাপ-পুণ্য-বিনির্মুক্ত হইয়া নিরন্তর অর্থাৎ সদ্গুরুর নিকট দীক্ষাপ্রভাবে অপ্রাকৃতত্ব লাভ করিয়াছেন। এইজন্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুকে বলিয়াছেন—

প্রভু কহে বৈষ্ণবদেহ প্রাকৃত কভু নয়।
অপ্রাকৃত-দেহ ভক্তের চিদানন্দময়॥
দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ।
সেইকালে কৃষ্ণ তারে করে আত্মসম॥
সেই দেহ করে তার চিদানন্দময়।
অপ্রাকৃত দেহে তাঁর চরণ ভজয়॥

যাঁহারা শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভু, শ্রীল হরিদাস ঠাকুর, বড় ঠাকুর, ঠাকুর নরোত্তম, উদ্ধারণ ঠাকুর, শ্যামানন্দ প্রভু, রসিকানন্দ প্রভু প্রভৃতি পরমহংস বৈষ্ণবগণে জাতিবুদ্ধি করেন তাহারা পাষাণ্ডসমাজে কোন্ শ্রেণীর লোক তাহা সুধীসমাজ বিচার করুন। কিন্তু দুঃখের বিষয় যাঁহাদের মতি ত্রয়ীর মধুপুষ্পিত বাক্যে জড়ীকৃত হইয়া দৈবী মায়া দ্বারা বিমোহিত হইয়াছে, তাঁহারা প্রাকৃত লোকসমাজে মহাজন বা মহদ্ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত থাকিলেও ভগবদ্ভক্তের মাহাত্ম্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন না। এই কথাই শ্রীমদ্ভাগবতে যমরাজ তাঁহার দূতগণের নিকট কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু আত্মপরিচয়ে বলিয়াছেন—

নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো
নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতির্নো বনস্থো যতির্বা।
কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিলপরমানন্দপূর্ণামৃতাব্ধে-
র্গোপীভর্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ॥

শ্রীবৈষ্ণবসম্প্রদায়ী আলোয়ারগণ ভগবদ্ভক্তগণের দাস বলিয়া পরিচয় দিতে গৌরব অনুভব করিয়াছেন। শ্রীআলবন্দারু ঋষি ব্রাহ্মণকুলোদ্ভূত হইয়াও শূদ্রকুলোদ্ভূত শঠকোপ হইতে যে সম্মান দেখাইয়াছেন তাহাই বৈষ্ণবোচিত।

আমাদের প্রাচীন ইতিহাস, ছান্দোগ্যাদি শ্রুতি, মহাভারত, হরিবংশ, অষ্টাদশপুরাণ প্রভৃতি বৃহদ্ব্রাহ্মণগ্রন্থ সাক্ষ্য প্রদান করিবে। আমরা উপসংহারে পরমহংসীকৃতবাসে কৃতাঞ্জলি হইয়া আমাদের গুরুবর্গের ভাষায় বলিতেছি—

কর্ম্মাবলম্বকা কেচিৎ কেচিজ্ জ্ঞানাবলম্বকাঃ।
বয়ন্তু হরিদাসানাং পাদত্রাণাবলম্বকাঃ॥

—•—

দক্ষ ও শিব।

দক্ষ—(ব্রহ্ম)প্রজাপতি-নন্দন; শিব তত্ত্বজ্ঞান-বৈরাগ্যের প্রতিমূর্ত্তি, সতত অধোক্ষজ বাসুদেবে রতিবিশিষ্ট।

"সত্ত্বে চ তস্মিন্ ভগবান্ বাসুদেবো
হ্যধোক্ষজো মে মনসা বিধীয়তে॥"

—ভাঃ ৪।৩।২৩

"দক্ষ"শব্দের অর্থ নিপুণ, সমর্থ বা পটু অর্থাৎ দক্ষ প্রজাসৃষ্টি কার্য্যে বিশেষ কুশল। প্রজাপতি-ব্রহ্মার আনন্দ বর্দ্ধন করেন বলিয়া তাঁহার নাম প্রজাপতি নন্দন।

'শিব' শব্দে মঙ্গল বুঝায়। অর্থাৎ বৈষ্ণব—মঙ্গলস্বরূপ, পরম মঙ্গলের খনি। ভগবান্ কপিলদেব একটী শ্লোকেই ভগবান্ বিষ্ণুর ও শিবের স্বরূপ বর্ণনা করিয়া বলিয়াছেন—

"যচ্চোচনিঃসৃত-গাঙ্গিরসরোদকেন
তীর্থেন মূর্দ্ধ্যুপচরিতেন শিবঃ শিবোঽভূৎ।
ধাত্রুন্নমঃ শমলশৈলনিসৃষ্টবজ্রং
ধ্যায়েদ্ভিবং ভগবতস্তুলসাবিবিক্তম্॥

—ভাঃ ৩।২৮।১১

যে ভগবান্ বিষ্ণুর চরণ-প্রক্ষালন-জল হইতে বিনিঃসৃতা সরিদ্বরা গঙ্গা সংসার-তাপনাশক পবিত্র সলিল বহুকোপরি ধারণ করিয়া শিবত্ব শিব হইয়াছেন, যে ব্যক্তি সেই ভগবান্ বিষ্ণুর চরণ ধ্যান করেন, তাঁহার যাবতীয় মনোবাঞ্ছিত বস্তু নিঃসিদ্ধ হয়। সুতরাং শিব—বৈষ্ণব-শিরোমণি।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য বাবিংশ পরিচ্ছেদে বৈষ্ণবের ষড়্বিংশগুণের তালিকায় যে 'দক্ষ' পদের উল্লেখ হইয়াছে সেই দক্ষতা প্রাকৃত ব্যাপারের দক্ষতা নহে। বৈষ্ণবের নিকট ইন্দ্রিয়তর্পণে দক্ষতা ঘৃণ্যকার্যের বস্তু। বৈষ্ণব শুদ্ধ-ভক্তি প্রচারে ও শুদ্ধভক্তি-সংরক্ষণ-কার্য্যে দক্ষ। বৈষ্ণব জগতে শুদ্ধভক্তি-যাজা প্রচারিত ও তাহা পরিপুষ্ট করিতে বিশেষ দক্ষ। বৈষ্ণব—অচ্যুতগোত্রীয় সুতরাং শ্রৌত-পাঞ্চরাত্রিকী জগতে হরিসেবকের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে দক্ষ।

দক্ষের সহিত শিবের মতভেদ চিরকালের; কারণ একজন প্রবৃত্তি-পথের পরিচালক ও পরিপোষ্টা আর একজন নিবৃত্তি পথের উপদেষ্টা বা গুরু। প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি, প্রেয় ও শ্রেয়ঃ, ভোগ ও শুদ্ধবিবাগ—ইহাদের সহিত কখনও সামঞ্জস্য হইতে পারে না।

দক্ষ—সৃষ্টিকুশল বা তৎপক্ষপাতী গৃহব্রতগণের আদর্শ আর বৈষ্ণবাগ্রগণ্য শম্ভু, শুদ্ধবৈষ্ণবপ্রবর, বৈষ্ণবসন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ—এই চারি প্রকার কৃষ্ণভজনপরায়ণ আশ্রমীর ও আশ্রমাতীত কৃষ্ণে সতত সেবা-কুশল আত্মারাম পুরুষগণকুলের আদর্শের বস্তু। দৈবীমায়া-বিমূঢ় অভক্ত-সম্প্রদায় শম্ভুর বৈষ্ণবতা উপলব্ধি করিতে না পারিয়া তাঁহাকে শুষ্কজ্ঞান ও কষ্টসাধ্যের গুরু বলিয়া ভ্রান্ত হয়। পরন্তু তিনি সর্বপ্রাচীন বৈষ্ণবাচার্য্য বিষ্ণু-স্বামীর মূল আদি গুরু। তাঁহার অনুগত সম্প্রদায় শুদ্ধ ও কেবলা-দ্বৈত বৈষ্ণব ও অবৈষ্ণব-শৈব-সম্প্রদায়।

শ্রীমদ্ভাগবত চতুর্থ-স্কন্ধের প্রারম্ভে দক্ষ ও শিবের আখ্যায়িকা দৃষ্ট হয়। শ্রীমদ্ভাগবত পাঠে জানা যায় যে, প্রজাসৃষ্টিনিপুণ দক্ষের বহির্মুখ বংশাবলী দ্বারা এই ত্রিলোক ব্যাপ্ত হইয়াছে। দক্ষের সতীনাম্নী কন্যাকে সংসার হর বৈষ্ণবাগ্রগণ্য হর মহাদেবীরূপে বীকার করিয়া-ছিলেন। 'আত্মসম্ভাবিত' দক্ষ বৈষ্ণবাগ্রগণ্য-শিবকে তাঁহার জামাতা সুতরাং কনিষ্ঠ মনে করিয়া বৈষ্ণবে প্রাকৃত বুদ্ধি করত: বিশ্বস্রষ্টাদিগের যজ্ঞস্থলে শম্ভুর নিকট হইতে কোন প্রকার অভিবাদনাদি প্রাপ্ত না হওয়ায় ক্রুদ্ধ হইয়া বৈষ্ণব-নিন্দা (শিব-নিন্দা) করিয়াছিলেন। শিবের অনুচরগণের অধিপতি নন্দী সেই সকল বৈষ্ণব-নিন্দক দক্ষ ও বৈষ্ণবনিন্দায় অনুমোদনকারী দক্ষের ন্যায় নশ্বর বিজগণকে যে অভিশাপ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা আজও দক্ষশ্রেণীর ব্যক্তিগণে অপরূপে প্রতিফলিত হইয়াছে। বুদ্ধিমান পাঠকগণ জগতে প্রতিফলিত চিত্র ভাগবতের চিত্রের সহিত মিলাইয়া দেখিতে পারেন।

য এতন্মর্ত্যমুদ্দিশ্য ভগবত্যঘপ্রতিক্রিয়ে।
ব্রহ্মদণ্ডং ন্যধুস্তুষ্টিকরতো বিমুখো ভবেৎ॥
গৃহেষু কূটধর্ম্মেষু সক্তো গ্রাম্যসুখেচ্ছয়া।
কর্ম্মতন্ত্রং বিতন্বানো নাতিমুহ্যেদনাপদি॥
বৃদ্ধ্যা পরাভিধ্যায়িন্যা বিষ্টভ্যাত্মগতিং পতঃ।
স্ত্রীকামঃ সোঽস্তুতিভয়াৎ দক্ষো বস্তুমুবোঽহিরাৎ॥
বিদ্যাবুদ্ধিবিনিয়োগঃ কর্ম্মমাত্মবিনাশনম্।
সংসরন্তিহ যে চামুমস্তু শর্ব্বাস্মানিনম্॥
শিবঃ প্রতাপ্যঃ পুরুষো মধুগন্ধেন কুৎসিতঃ।
মধ্বাচোন্মিষতোন্মাদঃ সমুহ্যত্ত ধিষণঃ॥
সর্ব্বভক্ষা দ্বিজা বৃত্ত্যৈ ধৃতবিদ্যা ভপোব্রতাঃ।
বিত্তদেহেন্দ্রিয়ারামা যাচকা বিচরন্ত্বহ॥

(ভাঃ ৪।২।২১-২৬)

যে ভেদদর্শী মূঢ় এই নশ্বর দেহকে শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া অধোক্ষজ ভগবানের দ্বেষ করে, সে পরমার্থ হইতে বিমুখ হউক্। তাহার বুদ্ধি বেদোক্ত অর্থবাদদ্বারা নষ্ট হউক্ এবং সে গ্রাম্যসুখের জন্য শাঠ্যাদিবহুল গৃহব্রতধর্ম্মে আসক্ত হইয়া কর্ম্মজালে বিস্তার করুক্। ঐ সকল দক্ষ-শ্রেণীয়াদির বুদ্ধি দেহাদিকেই 'আত্মা' বলিয়া বোধ করুক্ এবং আত্মগতি বিস্মৃত হইয়া পশুতুল্য স্ত্রীকামী হউক্, এবং ছাগের ন্যায় মুখ বিশিষ্ট হউক্। এই দক্ষশ্রেণীয় লোকগণ কর্ম্মময়ী অবিদ্যাকে তত্ত্ববিদ্যা বলিয়া মনে করে। অতএব বস্তুতঃ তাহারা ছাগই বটে। ছাগল যে প্রকার

অত্যন্ত কামী, উপস্থালাম্পট্য ব্যতীত আর কিছুই জানে না, তখন দক্ষ ও দক্ষশ্রেণীয় ব্যক্তিগণও গৃহব্রত ধর্ম্মে ইন্দ্রিয়তর্পণ ব্যতীত আর কিছুই অনুসৃত নহে। যে সকল দ্বিজ বৈষ্ণবদ্বেষী যজ্ঞের অনুবর্ত্তী, তাহারাও এই সংসারে পুনঃ পুনঃ জন্মমরণমালায় ঘুরিতে থাকুন, আর বেদোক্ত অর্থবাদরূপ পুষ্পের অনুগতে ঐ সকল দ্বিজগণের মতি মুগ্ধ হওয়াতে তাঁহারা বিমূঢ়চিত্তে এই সংসারে মোহিত থাকুন। ঐ সকল দ্বিজ সর্ব্বতন্ত্র, অর্থাৎ সর্ব্বাঙ্গীন বিচারপূর্ণ হউন, বেদাদিশোষণের জন্য দিক্ষা, তপস্যা এবং ব্রতের অনুষ্ঠান করুন, কিন্তু, দেহ ও ইন্দ্রিয় সম্ভোগেই অত্যন্ত অনুরাগী হউন এবং যাচক-বেশে এই ভূমণ্ডলে বেশে বেশে ভ্রমণ করুন।

বৈষ্ণবরাজ শম্ভুর চরণে অপরাধ করিয়া দক্ষ ও দক্ষ-শ্রেণীয় ব্যক্তিগণ এইরূপ অভিশাপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই অভিশপ্ত জনমণ্ডলীর বুদ্ধি কর্ম্মবিমূঢ়। এই সকল বৈদীমায়াবিমূঢ় অভিশপ্ত পুরুষগণের নিকট নিবৃত্তিমার্গের কথা বলিলে উহারা তাহাদের প্রবৃত্তিমন্ত্রপোষক অনুরূপ-বিমোহনকারী শাস্ত্র হইতে বহু বচন উদ্ধার করিতেও ত্রুটী করেন না। এমন কি উহারা পূর্ণমাত্রায় অজ্ঞ (বৈষ্ণব) শিবদ্বেষী অর্থাৎ তাঁহার শুদ্ধ জ্ঞান-বৈরাগ্যাদি আদর্শের অত্যন্ত বিদ্বেষী হইয়াও অনুরূপবিমোহনকারী শিববাক্য উদ্ধার করিয়া বলিয়া থাকেন—

"মাতৃঃ পিতৃন্ শিশূন্ দারান্ স্বজনান্ বান্ধবানপি।
যঃ প্রহরতি হিংস্রৈতান্ ন মহাপাতকী ভবেৎ॥

যাহাদের শুদ্ধবুদ্ধির জ্ঞান প্রবল তাহারা বিষ্ণুসেবা বিদ্বেষ করিয়া ভোগময়ী প্রতীতিক্রমে মাতা-পিতাকে বিষ্ণু-পাল্যজ্ঞান রহিত হইয়া তাহাদের ইন্দ্রিয় সেবায় ব্যস্ত থাকে। এই সকল কর্ম্মজড় লোকের শুদ্ধভক্ত-চরণে ভাবী অপরাধের আশঙ্কা করিয়াই বৈষ্ণব-প্রবর শ্রীনারদ গোস্বামী মহারাজ শ্রীব্যাসদেবকে বলিয়াছিলেন—ভাঃ ১।৫।১৫

"ত্বুক্তখিলং ধর্ম্মকৃতেঽনুশাসতঃ স্বভাবরক্তস্য মহান্ ব্যতিক্রমঃ।
যদ্বাক্যতো ধর্ম্ম ইতীতরঃ স্থিতো ন মন্যতে তস্য নিবারণং জনঃ।

অর্থাৎ হে ব্যাসদেব! স্বভাবতঃ নিন্দ্য কাম্যকর্ম্মাদিতে অনুরাগী ব্যক্তিগণের ধর্ম্মের জন্য আপনি যে নিন্দ্য কাম্য কর্ম্মা-দির বিধি দিয়াছেন তাহাতে আপনার মহা অন্যায় হইয়াছে, কেননা আপনার বাক্যে উহাই মুখ্য ধর্ম্ম, এই স্থির করিয়া প্রাকৃত লোক অন্য কোন তত্ত্বজ্ঞ কর্ত্তৃক তাহা নিবৃত্তির বাক্য পাইলেও তাহা নিজে মানে না বা বুঝে না।

"আজ্ঞায়ৈব গুণান্ দোষান্ ময়াদিষ্টানপি স্বকান্।
ধর্ম্মান্ সন্ত্যজ্য যঃ সর্ব্বান্ মাং ভজেৎ স তু সত্তমঃ॥

এই আদেশ বুঝিয়া উঠিতে পারে না। হায়! যাহারা কর্ম্মজড়বুদ্ধি তাহারা কখনও ভক্তি ও ভক্তের মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিতে পারেন না। উহারা মনে করেন ইন্দ্রিয়-তোষণপর উচ্ছৃঙ্খল ব্যভিচারী ব্যক্তিগণের ন্যায় ভক্তগণও বুঝি পাপপুণ্যের অধীন। ব্যভিচারীর নিকট পাপপুণ্যের কথার আদর, কিন্তু অব্যভিচারিণী—ভক্তি আশ্রয়কারী ভক্তগণ বহু পূর্ব্বেই পাপপুণ্য বিদৌত হইয়া নিরঞ্জনত্ব লাভ করিয়াছেন। তাঁহারা জগতের কোনও গুণে বদ্ধ নহেন। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—(ভাঃ ১১।৫।৪৭)

"দেবর্ষিভূতাপ্তনৃণাং পিতৃণাং ন কিঙ্করো নায়মৃণী চ রাজন্।
সর্ব্বাত্মনা যঃ শরণং শরণ্যং গতো মুকুন্দং পরিহৃত্য কর্ত্তম্।"

"কাম ত্যাগি কৃষ্ণভজে শাস্ত্র আজ্ঞা মানি।
দেবঋষি,পিত্রাদিকের কভু নহে ঋণী॥"

—চৈঃ চঃ মধ্য ২২শ।

দক্ষ-শিষ্য গৃহমেধিব্যক্তিগণ বৈষ্ণবসন্ন্যাসের পরম বিরোধী ইহা তাহাদের স্বভাবোচিতই বটে—ইংরেজী ভাষায় একটী কথা আছে "Red rag to the Bull" অর্থাৎ ষাঁড়ের লাল কাপড় দেখিলেই ক্ষেপিয়া উঠে—গৃহব্রত দক্ষ অনুগত-জনগণও তদ্রূপ বিষ্ণুজনপরায়ণ ব্যক্তিগণের আশ্রমোচিত কাষায় বস্ত্রের উপর আক্রমণ করিয়া থাকে। এমন কি ঐ দেশের মহাত্মগণের মুখে প্রায়ই শোনা যায়—"সকলেই যদি সন্ন্যাসী হয়, তবে সৃষ্টি রক্ষা হইবে কি প্রকারে?" অর্থাৎ সর্ব্বশক্তিমান্ সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বরের সৃষ্টিকার্য্যের ভার যেন তাহাদেরই বড় মাথাব্যথা হইয়া পড়িয়াছে। তাহারা ঈশ্বরের সেবার জন্য আদৌ ব্যস্ত নহেন, যেখানে নিজ ইন্দ্রিয়তর্পণ সেই কাণ্ডটী ঈশ্বরের অনুমোদিত বলিয়া জাহির করিয়া স্ব স্ব ইন্দ্রিয়তর্পণে ব্যস্ত হন মাত্র। দক্ষানুগত গৃহব্রত ব্যক্তিগণের দুর্দ্দশা শ্রীমদ্ভাগবতে কপিলদেব দেবহূতির

নিকট বর্ণন করিয়াছেন। কুটুম্বভরণের দ্বারা যে কি প্রকার অধোগতি হয় এবং স্ত্রী ও স্ত্রীসঙ্গী ব্যক্তিগণের সঙ্গদ্বারা জীবের যে কি দুরন্ত মোহ উৎপন্ন হয়, তাহা তৃতীয় স্কন্ধ ত্রিংশ একত্রিংশ ও দ্বাত্রিংশ অধ্যায় পাঠে সুধী-ব্যক্তিগণ অবগত হইতে পারিবেন। কপিলদেব গৃহমেধীর ধর্ম, প্রাকৃত দেবতা ও পিতৃগণের আরাধনাতৎপর-হরি-বিমুখ কামমূঢ় ব্যক্তিগণের কার্য্যকলাপকে বিশেষরূপে গর্হণ করিয়াছেন।

আজ কাল অনেক গৃহব্রত সহজিয়া সম্প্রদায় শ্রীমন্মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দপ্রভুর নামে তাঁহাদের ইন্দ্রিয়তর্পণের অনুকূল গল্প রচনা করিয়া ভগবচ্চরণে অপরাধ করিতেছেন। তাঁহাদের মতে মহাপ্রভু নিত্যানন্দপ্রভুকে "গৃহস্থ হইয়া বংশ রক্ষা করিতে" আদেশ প্রদান করেন। এরূপ মূঢ়জনোচিত অসিদ্ধান্তপর অপরাধজনক বাক্য কোনও প্রামাণিক গ্রন্থে নাই বা থাকিতে পারে না। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, মহাপ্রভু অবধূত নিত্যানন্দকে হরিভক্তি প্রচারের জন্য গৌড়দেশে পাঠাইয়াছিলেন। নিত্যানন্দপ্রভু সাক্ষাৎ বলদেব-তত্ত্ব। তিনি শ্রীকৃষ্ণেরই ন্যায় বিভুতত্ত্ব; তাঁহারও শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় রাসাদি লীলা আছে। তিনি দুইপত্নী কেন সমস্ত জীবের ও লক্ষ্মীগণের ভোক্তা। তাঁহার সঙ্গে প্রাকৃত জীবের তুলনা হইতে পারে না। তাঁহার ভগবৎস্বরূপের বিষয়রাতীয় আদর্শ ভোগ্য জীবের গ্রহণীয় নহে। এই কথা শ্রীচৈতন্যভাগবতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর উক্তিতে উল্লিখিত আছে।

"যদিবা যবনী যদি নিত্যানন্দ ধরে।
তথাপি ব্রহ্মার বন্দ্য করিল তোমারে॥
গৃহীত্বাপি যবনীপাণিং বিহরেদ্ গৌড়িকালয়ম্।
তথাপি ব্রহ্মণো বন্দ্যং নিত্যানন্দপদাম্বুজম্॥
অধিকারী হই করে তাহার আচার।
দুঃখ পায় সেই জন পায় জন্ম তার॥
কল্প দিনে অন্তে যদি করে বিধিপান।
সর্ব্বশাস্ত্র মরে সর্ব্ব পুরাণ সপ্রমাণ॥

—চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৬ষ্ঠ।

আশ্রমী সন্ন্যাসী যদি সন্ন্যাসাশ্রমে অবস্থান করিতে করিতে সন্ন্যাসাশ্রমধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক গৃহস্থের ধর্ম্ম গ্রহণ করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে "যাতাশী" বলে। কিন্তু অবধূত বা পরমহংস বর্ণাশ্রমের অতীত। সুতরাং সাধারণ জীব পরমহংসের আচরণের অনুগমন করিলে অকূলের কালকূট ভক্ষণের প্রয়াসের মত অবশ্যম্ভাবী মৃত্যু প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

বর্ত্তমানকালে আর একপ্রকার গৃহব্রত ত্রৈণ সম্প্রদায় মহাপ্রভুর সন্ন্যাসলীলা প্রকৃত নহে প্রভৃতি বলিয়া মহাপ্রভুকে 'নদীয়ানাগর' সাজাইবার প্রয়াস করিতেছেন। ইহাদের মতে মহাপ্রভু নদীয়ারমণীগণে অত্যন্ত আসক্ত ছিলেন। ইঁহারা নানাবিধ কুসিদ্ধান্তপর অশাস্ত্রীয় বাক্যে মহাপ্রভুর নামে কলঙ্ক ও অবৈষ্ণব শাক্তের বাদ প্রচার করিতেছেন।

"অশ্বমেধং গবালম্ভং সন্ন্যাসং পলপৈতৃকম্।
দেবরেণ সুতোৎপত্তিং কলৌ পঞ্চ বিবর্জয়েৎ॥"

এই স্মৃতিধৃত পুরাণবাক্যদ্বারা কলিযুগে অকৃত্স্ন-কর্ম্ম-সন্ন্যাস ও অকৃত্স্ন-জ্ঞান-সন্ন্যাস নিষিদ্ধ হইয়াছে। অধোক্ষজ বৈষ্ণব-সন্ন্যাসের কোন কালাকাল বিচার নাই। "যদহরেব বিরজেৎ তদহরেব প্রব্রজেত" এই জাবালশ্রুতি বাক্যদ্বারা সর্ব্বত্র ও সর্ব্বদাই হরিসেবার উদ্দেশ্যে সন্ন্যাস বিহিত। ত্রিদণ্ড সন্ন্যাস অর্থাৎ কায়মনোবাক্য সম্যক্‌রূপে ভগবৎসেবায় নিযুক্ত হওয়া ব্যতীত জীবের চরম কল্যাণ লাভ অসম্ভব। কলিযুগে একমাত্র ত্রিদণ্ডসন্ন্যাসই বিধি। আচার্য্য বিষ্ণুস্বামী সেই ত্রিদণ্ডিসন্ন্যাসী, ভাগবতের অবন্তী ভিক্ষু ত্রিদণ্ডিসন্ন্যাসী আচার্য্য রামানুজ সেই ত্রিদণ্ডি সন্ন্যাসী, ভাস্করাচার্য্য এবং নিম্বার্কের নিয়মানন্দ ত্রিদণ্ডিস্বামী—ভাগবতের আচার্য্য শ্রীধর স্বামিপাদ একজন বিষ্ণুস্বামিমতানুসারী নৃসিংহোপাসক ত্রিদণ্ডী স্বামী, মাধ্বগৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ে শ্রীসম্প্রদায়ের শাখার বল্লভাচার্য্য—বিষ্ণুস্বামি-মতানুসারী মাধ্ব—ত্রিদণ্ডী সন্ন্যাসী, রাধারসসুধা-নিধি ও চৈতন্যচন্দ্রামৃতের লেখক শ্রীমান্ গৌড়ীয়াচার্য্য শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামীপ্রভুর গুরুদেব শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী পাদ ত্রিদণ্ডী সন্ন্যাসী। বৈষ্ণবাচার্য্যগণ কেহ বা বাহিরের বেশ স্বীকার করিয়া ত্রিদণ্ড গ্রহণ করিয়াছেন, কেহ বা

কায়মনোবাক্যে নিত্য হরিসেবাপরায়ণ থাকিয়া অপজীবকে নিরস্ত গ্রহণ করিবার আদেশ দিয়াছেন।

শিবানুচরদ্বারা অভিশপ্ত দক্ষসম্প্রদায় যেমন বেদের কর্ম্মবাদে বিমূঢ় হইয়া গৃহব্রত হইয়া পড়িয়াছেন তদ্রূপ তন্ত্রের অনুবর্ত্তী—অর্থাৎ শিবকে যাহারা স্বতন্ত্র ভগবদ্-জ্ঞানে আরাধনা করেন, তাহারাও ভৃগুর প্রতিশাপে অভিশপ্ত হইয়া শাস্ত্রের প্রতিকূলাচরণকারী ও "পাষণ্ডী" হইয়াছেন।

"ভবব্রতধরা যে চ যে চ তান্ সমনুব্রতাঃ।
পাষণ্ডিনস্তে ভবন্তু সচ্ছাস্ত্রপরিপন্থিনঃ॥"

—ভাঃ ৪।২।২৮

—যাহারা মহাদেবের ব্রত ধারণ করিবে অথবা যাহারা তাহাদের অনুগামী হইবে, তাহারা সৎশাস্ত্রের পরিপন্থী অতএব "পাষণ্ডী" সংজ্ঞা প্রাপ্ত হউক্।

"যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদিদৈবতৈঃ।
সমত্বেনৈব বীক্ষেত স পাষণ্ডী ভবেদ্ধ্রুবম্॥

যিনি নারায়ণদেবকে ব্রহ্মরুদ্রাদি দেবতার সহিত সমপর্য্যায়ে দর্শন করেন অর্থাৎ ব্রহ্মশিবাদি দেবতাকে স্বতন্ত্র ভগবত্তত্ত্বে বিবেচনা করেন তাহারা নিশ্চয়ই পাষণ্ডী। সুতরাং শুদ্ধগণই, বৈষ্ণবগণই, যথার্থ শিবের সম্মান জানেন। বিষ্ণুস্বামী বৈদিক-দশনামিগণ ও শিবস্বামী শঙ্করাদি দশনামিগণ উভয়েই শিবানুগত। প্রথমোক্ত সম্প্রদায়—শ্রৌতপন্থী ও শেষোক্ত তর্কপন্থী সম্প্রদায় মুখে শ্রৌতপন্থার গলাবাজী করেন।

শ্রীশ্রীগোবিন্দ-পঞ্চকম্

(১)

সত্য-জ্ঞান-সুখস্বরূপ-সমলঃ প্রেমাকরঃ পাবনঃ
ভক্তানামভিবাঞ্ছিতঃ প্রণমিনাং সাহায্যকৃৎ সত্তমঃ।
বৈকুণ্ঠালয়-সংস্থিতঃ পরতর-ব্রহ্মাব্যয়ঃ সুন্দরঃ
বন্দে তং সততং গুরৌক-নিলয়ং গোবিন্দমানন্দনম্॥

(২)

ভোগা-ভোগ-মহাবিমোহ-তমসাচ্ছন্নেক্ষণৈ-র্দুর্গমং
ভক্তালোক-সহায়কৈক সুখতো লভ্যং ধনংকাঙ্ক্ষিতম্।
দায়াৎসায়তরং পরঞ্চ বরদং হৃত্পদ্মিরে সুন্দরং
বন্দে তং সততং গুরৌক-নিলয়ং গোবিন্দমানন্দনম্॥

(৩)

মন্দারা-দ্রব-মালৈঃ প্রতিদিনমহৈর্নন্দনে বন্দ্যমানং
বৃন্দারণ্যে বদেণো নিপিনজ-কুসুমৈর্ভূষিতং গোপবালৈঃ।
সাধ্যান্তং তরুবৃন্দে গুপতি জনতাত্রাণরতং সদৈবং
গোবিন্দং তরু বন্দে সকল-গুণনিধিং সুন্দরং নন্দবালম্॥

(৪)

শিষ্টানাং পরিপালনাচ্চ জগতাং দুষ্টাক্ষনাং নিগ্রহাৎ
ধর্ম্মার্থং পরিরক্ষিতুং ক্ষিতিতলে তীর্ণং কৃপাসাগরম্।
নানা-রূপ-ফলেবরং সুবরদং নিত্যেশ্বরং সুন্দরং
বন্দে তং সততং গুরৌক-নিলয়ং গোবিন্দমানন্দনম্॥

(৫)

দুর্ব্বারে ভব-সাগরে পরতরে ঘোরে নরৈর্দুস্তরে
কামগ্রাহ-সমাকুলে সুবিচলে পাপৌঘিতিঃ সঙ্কুলে।
ধারা-জাল-সুবন্ধনে নিপতিতঃ পারাশয়া সুন্দরং
বন্দে তং সততং গুরৌক-নিলয়ং গোবিন্দমানন্দনম্॥

শ্রীশচীন্দ্রচন্দ্র কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ।
২২এ, ভীম ঘোষের লেন, কলিকাতা।

প্রচার-প্রসঙ্গ।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পর্ব্বত মহারাজ কিছুকাল পূর্ব্বে ঢাকা জেলার অন্তর্গত বালিয়াটী গ্রামে হরিকথা প্রচার উপলক্ষে স্থানীয় হরিভক্তিপ্রদায়িনী সভার আচার্য্যাসনে অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি সেই স্থান হইতে গত ১১ই জ্যৈষ্ঠ আবতা গ্রামে শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র সাহা উকীল মহাশয়ের ইচ্ছায় "সনাতনধর্ম্ম"-সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতে গমন করেন। তথাকার শ্রোতৃমণ্ডলী তাঁহার পারমার্থিক বিচার শ্রবণে প্রীতিলাভ করিয়াছেন।

অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্বই ভগবদ্বিগ্রহ ও নামাদি বৈষ্ণবের মহিমা অবগত নহেন। সম্প্রতি বালিগঞ্জ রামকৃষ্ণ-সেবাশ্রমের একটী কর্ম্মি-সন্ন্যাসী ও কর্ম্মি ব্রহ্মচারী তাঁহাদের ভোগ নিপুণ স্বভাবানুসারে শুষ্কজ্ঞান-প্রচারিণী সভায় ভক্তিপ্রতিকূল ভুল করিবার জন্যই উপস্থিত হন। সাধারণতঃ লোকের সঙ্গে প্রমাণ হে, উক্ত নিত্যাভক্তির বিরোধী কর্ম্মি-হাসপাতালের একজন ভগবদ্বিগ্রহ ব্যক্তি তাঁহার স্বভাবোচিত শিষ্টাচারবিরুদ্ধ ব্যবহারাদি করিতে পর্য্যন্ত উদ্যত হন। তদ্রূপ একজন কর্ম্মি-মায়াবাদী (?) ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং ভগবত্তা ও সর্ব্বাদিত্ব সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতাদি সাত্বত-শাস্ত্রগ্রন্থের প্রমাণাবলীকে নিজ তর্কপন্থায় অবৈধিক যুক্তির দ্বারা খণ্ডন পর্য্যন্ত প্রদর্শন করিয়াছিলেন! এই কথা শুনিয়া শুষ্কভক্তপ্রবর আশ্চর্য্যান্বিত হইবার কোনও কারণ নাই। যেহেতু কলিযুগ-পাবনাবতারী জগদ্গুরু শ্রীগৌরসুন্দরই স্বয়ংরূপে এই সকল ব্যক্তির চরিত্র উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন—

"বেদ না মানিয়া বৌদ্ধ হয় ত' নাস্তিক।
বেদাশ্রয়া নাস্তিক-বাদ বৌদ্ধকে অধিক॥"

(চৈঃ চঃ মধ্য ৬ষ্ঠ)

অর্থাৎ বৌদ্ধগণ বেদবিধি না মানায় বৈদিক আচার্য্যগণ তাঁহাদিগকে নাস্তিক বলিয়া স্থির করিয়াছেন। আর যাঁহারা বেদকে মুখে আশ্রয় করিয়াও বেদের একমাত্র প্রতিপাদ্য বিষয় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বাদিত্ব ও নিত্য-সচ্চিদানন্দত্ব অস্বীকার করেন, অথবা চিচ্ছক্তিসম্বন্ধের নামে "মুক্তি মিশ্রিকে একত্রে চালাইবার" ন্যায় স্বরূপ ভগবান ও আধিকারিক দেবতাদিগকে সমপর্য্যায়ে ন্যস্ত করিতে চান তাঁহারাও শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাক্যানুসারে 'নাস্তিক' মধ্যেই গণ্য। সেই 'নাস্তিকতা' বৌদ্ধদের অপেক্ষাও অধিক নিন্দনীয়। কেন-না, স্পষ্ট শত্রু অপেক্ষা মিত্ররূপে সমাগত প্রচ্ছন্ন শত্রু অতিশয় ভয়ঙ্কর। যুগে যুগেই এইরূপ অসুরমোহন কার্য্য উদ্ভাবনের চেষ্টায় নিযুক্ত হইতেছে। অসত্তাত্ত কর্ম্মজড়াদি ভক্তি-বিরোধী অপসম্প্রদায়ে নির্ব্বিশেষই চরম লক্ষ্য হওয়ায় তাঁহাদের নিকট ঘোড়া, গাধা, ছাগল, কাষ্ঠ, পাষাণ বা তাঁহাদের মনগড়া ভগবান্ একই শ্রেণীয়। কারণ উক্ত বস্তুগণের মধ্যে যে কোন একটীতেই চিত্ত স্থির হইলে সেই চিত্তকে নির্ব্বিশেষরূপে পরিণত করা যাইতে পারে।

শুষ্কভক্তগণের "পরম বাস্তব সত্তা" সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ শ্রীভগবান সেই শ্রেণীর নহেন। সুতরাং ভগবানের সহিত ইন্দ্রিয়তর্পণপর ভোগ্য বা ত্যাজ্য অনিত্য বস্তুর সম্বন্ধ হইতে পারে না। পরাভক্তির সকলই কর্ম্ম নিন্দা দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীচৈতন্য "জ্ঞান কর্ম্মাদিপথকে" অত্যন্ত দয়ার পাত্র বলিয়া গণনা করিয়াছেন। যে মুক্তির জন্য ভুক্তিমুক্তিস্পৃহিকাদিগণ এত "অপাস্ত" শুষ্কভক্তের নিকট তাহা নরক বা পিশাচীর ন্যায় ত্যাজ্য বস্তু। শ্রীমদ্ভাগবত ভাগবতের শ্লোকে বৈষ্ণবরাজ শিব পরম বৈষ্ণবী দুর্গাদেবীকে বলিয়াছেন।—

"নারায়ণপরাঃ সর্ব্বে ন কুতশ্চন বিভ্যতি।
স্বর্গাপবর্গনরকেষ্বপি তুল্যার্থদর্শিনঃ॥"

অর্থাৎ নারায়ণপর ভক্তগণ কিছুতেই ভীত হন না! কারণ স্বর্গ মোক্ষ ও নরকে তাঁহারা কোনই ভেদ দেখিতে পান না। শ্রীমন্মহাপ্রভু ভক্তবাদিগণকে উপদেশ দিয়াছিলেন—

"কর্ম্মনিন্দা কর্ম্মত্যাগ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
কর্ম্ম হৈতে প্রেমভক্তি সুখে করু নয়॥
• • • •
মুক্তি, কর্ম্ম—দুই বস্তু ত্যজে ভক্তগণ।
• • •
প্রভু কহে কর্ম্মী জ্ঞানী দুই ভক্তিহীন।

—চৈঃ চঃ মধ্য ২য়।

বালোচিত ক্রীড়াপর কর্ম্মী ও জ্ঞানী সম্প্রদায় আত্মার কোন সংবাদ না রাখায় আত্মার নিত্যা বৃত্তি ভক্তি তাঁহাদের দুর্ব্বোধ্যা। শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু শ্রীভক্তিরসামৃত সিন্ধুতে বলিয়াছেন—

"ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে।
তাবদ্ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ॥"

যে কাল পর্য্যন্ত জীবের হৃদয়ে ভুক্তিমুক্তি স্পৃহার লেশমাত্র অবস্থান করে সে কাল পর্য্যন্ত ভক্তিসুখের

অনুভূতির অনুভব। অতএব যাহারা অসাম্প্রদায়িক সম্প্রদায় বলিয়া চলিয়া জীবমাত্রের স্বরূপ ধর্ম্মের কথা সাম্প্রদায়িক কথা বা 'গোড়ামী' বলিয়া কল্পনা করিলে বাস্তব সত্যের তাহাতে কিছু আসে যায় না। বেদান্তের অকৃত্রিম ভাষ্য সর্ব্বশাস্ত্রশিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবতকে শ্রীমন্মহাপ্রভু একমাত্র 'অমল প্রমাণ' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। যাহারা মিশ্র বুদ্ধিযোগে শ্রীমদ্ভাগবতকে একমাত্র 'বিমল প্রমাণ' বলিতে কুণ্ঠিত বা তাহাকে সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা-দোষদুষ্ট-গ্রন্থবিশেষ মাত্র বলিতে পরাণী তাহাদিগের জন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়া গিয়াছেন—

"চারিবেদ—দধি, ভাগবত—নবনীত।
মথিলেন শুকে, খাইলেন পরীক্ষিত॥
এই মোর মন আর গন্ধ-ভাগবতে।
যার ভেদ আছে তার নাশ ভালমতে॥"

• • • •

ভাগবত যে না মানে সে যবন সম।
তার শাস্ত্র আগে জন্মে জন্মে প্রভু যম॥

ভাগবত-বিদ্বেষী অন্যান্য কুকিকুকিসিদ্ধিকাদি ব্যক্তিগণের দুর্ভাগ্য স্মরণ করিয়া শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতিপাদ যাহা কীর্ত্তন করিয়াছেন তাহা বলিয়াই আজ আমরা ক্ষান্ত হইলাম—

"ক্রিয়াসক্তান্ বিদ্ধিদ্বিকটতপসো ধিক্ চ তমিনঃ
দিগন্ত ব্রহ্মাহং সকলপরিভূয়ান্ জড়মতীন্।
কিমেতান্ শোচামো বিষয়রস-মত্তান্নবপশূ-
ন্ ন কেষাঞ্চিল্লেশোপ্যজড় ধিষিতো গৌরমধুনঃ॥

প্রাকৃত ক্রিয়া প্রমত্ত কর্ম্মিগণকে ধিক্। উৎকট তপস্যাকারী ব্যক্তিদিগকে ধিক্। বহু কৃচ্ছ্র সাধ্য অশ্বযানাদি দ্বারা ইন্দ্রিয়সংযমনকারী ব্যক্তিগণকেও ধিক্। 'অহং ব্রহ্মাস্মি' প্রভৃতি বাক্যোচ্চারণকারী আপাতপ্রফুল্লবদন-বিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে ধিক্। এই সকল বিষয়রসে প্রমত্ত নরপশুগণের জন্য শোক করিয়া আর কি করিব? কেন না, ইহারা কেহই অপ্রাকৃত প্রেম মকরন্দবিন্দুর লেশও পান করিতে সমর্থ হইল না।

অথচ যাহা শাস্ত্রসারভূত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্য তর্কপ্রধানদেশে বৃথা শ্রমকারী অনাদৃতাদিগণের দ্বারাযুক্ত বিচার বিধ্বস্তিত করিয়া কেবল সত্যের আধারা বৃত্তিতে যা পাদার তাহাদের মাটিয়া বুদ্ধি অপাকৃত বস্তুর কোন সন্ধান পায় নাই। আশ্রম মহারাজ তাৎকালিক অভক্তগণের দলিত সন্ধানস পথ ছাড়িয়া দিয়া উদারতা দেখাইয়াছেন। তাহাতে উষরক্ষেত্রে ফলোদয় ঘটে না।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ ও শ্রীমদ্ ভক্তিসারঙ্গগোস্বামী প্রভু মেদিনীপুরের অন্তর্গত ঘাটালে হরিকথা প্রচার করিতেছেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাসপর্ব্বত মহারাজ বালেশ্বরে হরিকথা কীর্ত্তন প্রভৃতি দ্বারা শুদ্ধভক্তি প্রচার করিতেছেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিস্বরূপপুরী মহারাজ মযূরভঞ্জে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত ভক্তিপথের কথা প্রচার করিয়া বৈষ্ণবরাজ-পরিবারের ও রাজকর্ম্মচারিগণের আনন্দ বিধান করিয়াছেন। পরমভাগবত রায় সাহেব, রাউত রায় সাহেব ও লাল সাহেবের শুদ্ধভক্তিপ্রচারে উৎসাহ বিশেষ প্রশংসার্হ।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি বিবেকভারতী মহারাজ শ্রীপুরুষোত্তম মঠে নিত্য শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও কীর্ত্তন করিতেছেন। বিভিন্ন স্থানের বহু ভক্ত উৎসবে যোগদান করিতেছেন। সাধুসঙ্গপ্রিয় ভারতী মহারাজের মানব ব্যবহার ও অকৃত্রিম গুরুসৌরাজ সেবা ও আদর্শ জীবন দর্শন ও তাঁহার মুখে হরিকথা শ্রবণ করিয়া বহু ব্যক্তির জীবনের গতি পরিবর্ত্তিত হইতেছে।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ মেদিনীপুরের অন্তর্গত কেশিয়াড়ী গ্রামে বহু সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত ব্যক্তির নিকট হরিকথা প্রচার করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবিহারী কবিরাজ মহাশয়ের শুদ্ধভক্তিপ্রচারে উৎসাহ ও আগ্রহ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

মঠের দ্বারে মায়ার অশ্রু।

পলায়েছে পাশমুক্ত মৃগ সুকুমার,
মুখের গরাস আহা ; পেয়েছে আশ্রয়
সন্ধানন্দময় স্নিগ্ধ শান্ত তপোবনে ;
বিস্মিত হরি জন চরণ ছাড়ায় ;
চাহে ঊর্দ্ধমুখে হায়, দুখিত পরাণ,
এক বিন্দু সুধা পানে করিবারে তুষ্ট ;
ব্যথিতে সে তীক্ষ্ণশরে ব্যর্থ-বিষ-ব্যথা
বিষাদী ব্যাধের কায় কাননবিহারী।
হরি ! হরি !—ওকি হেরি, এমন সময় ?
পাশ-হস্ত সেই ব্যাধ বাঁধিয়া যে তা'রে,
আনন্দে আলতে বসি লোলুপ নয়নে
ছিল চাহি তার পানে ; কত আশা ল'য়ে
ছিল গো তাসিতে সুখ, কল্পনা-স্বপনে,
ছুটিয়া সে প্রাণপণে, হতাশ ব্যথায়
এসেছে তথায় ! রুদ্ধ ক্রোধাগ্নি হৃদয়ে
জ্বলিয়া উঠিতে বলে না পাইয়া পথ,
তীব্র কাতরোক্তি ঘন-ঘুম-জালরূপে
হয়েছে নির্গত তা'র বদনবিবরে ;
নয়নযুগলে আর, নিষ্ক্রিয়গর্ভ হ'তে
উষ্ণ বারিস্রব সম, তপ্ত অশ্রুধারা
বহিতেছে ; অভিমন্যু যুদ্ধে বীর্য্যবান
হতাশ উচ্ছ্বাস যথা শ্রীত নাসাপথে
নিরাশ-ব্যথাহে বহুপবনের মত !
"আমার সে !"—"আমার সে !" কহে সে কাঁদিয়া,
মমতা-মদির-মত্ত, আত্মহারা ঘোরে,—
'বোঝিয়া তোমরা কেন রেখেছ তাহারে ?
ছে'ড়ে দাও,—ছে'ড়ে দাও,—প্রাণ যায় মোর,
কে তোমরা ? কি নিষ্ঠুর ধর্ম্ম তোমাদের,"
হা কৃষ্ণ, হা কৃষ্ণ, অহো, কি ছল মায়ায়,
চমৎকার, কে যা কা'র ? কোন্ অধিকারে
কে চাহে কাহারে হায়, কোন্ প্রয়োজন
করিতে সাধন নিজ ? নৈবেদ্য প্রভুর,
আসুর স্বভাবে তৃপ্তা চাহে অনায়াসে
নিঃশেষে করিতে যায় যেন্দ্রিয়-তর্পণে
চৌর্য্য আচরণে হেয় ? অন্যায় আত্মায়
অমৃতের অধিকারী, কে বৈরী বিষয়
বাঁধিয়া এমন মিথ্যা-মমতায় পাশে,
আবাসে নিরয়-বহ্নি বিষ দিতে চাহে ?
সে কি পিতা ? ভ্রাতা ? মাতা ? বন্ধু হিতকারী ?
হে অখিল জগতের স্বামি, সুহৃদ পরম,
জীবন জীবন ধন, সর্ব্বস্ব জীবের,
একি বিড়ম্বনা তব সাধনের পথে,
বাঁচাও শরণাগতে এ সঙ্কটে হরি, দাও
পথ মুক্ত করি পিপাসিত জনে,
তোমার চরণে নাথ, নিত্য মধুপুর,
যাতে তৃষাতুর যারে, দেখিতে না পায়ি
অনাবিলপথে তব মায়া-অশ্রুবারি,
(গৌরজন মঠে যারা প্রণতিধারী !)'

কবি কৃষ্ণামৃত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ।

গৌড়ীয়

শ্রীচৈতন্য-সেবায় নিত্য নিযুক্ত।

বিশ্ব বাণিজ্য হাসের কথা।

তৃতীয় খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার ২রা আষাঢ় ১৩৩২, ২০শে জুন ১৯২৫ | ৪৩শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ।

আগামী কল্য দুইটী গৌরপ্রণবিজনের তিরোভাব-বাসর। একজন গৌরসুন্দরের নিজ শক্তি শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামিপ্রভু। আর একজন শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের অত্যন্ত নিজ-জন—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর।

শ্রীভগবান্ জগতে জীবকুলকে কর্ম্মজড়বাদ, মায়াবাদ প্রভৃতি নাস্তিক্যবাদের হাত হইতে রক্ষা করিয়া শুদ্ধভক্তি-ধারা সংরক্ষণের জন্য যুগে যুগে তাঁহার নিজ-জনকে প্রেরণ করিয়া থাকেন।

অভিন্ন ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীগৌরসুন্দর এই ভক্তিধারা সংরক্ষিত করিবার জন্য তাঁহার ভক্তজনের শক্তি-সঞ্চার করিয়া তাঁহাদের দ্বারা বিভিন্নভাবে শুদ্ধভক্তি প্রচার করেন। তাই দেখিতে পাওয়া যায় তিনি শ্রীরূপপাদকে শুদ্ধভক্তির আচার্য্যরূপে, শ্রীসনাতনকে সম্বন্ধ-জ্ঞান ও বৈষ্ণব স্মৃতির আচার্য্যরূপে, শ্রীল দাসগোস্বামীকে রাগানুগভক্তির আচার্য্যরূপে, শ্রীরূপানুগ শ্রীজীবকে বৈধ ও রাগানুগ উভয় ভক্তির আচার্য্যরূপে, শ্রীরঘুনাথভট্ট গোস্বামীকে ভাগবত-ব্যাখ্যার আচার্য্যরূপে শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামীকে বৈষ্ণব দর্শন ও স্মৃত্যাচার্য্যরূপে, শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু ও ঠাকুর হরিদাসকে শ্রীনামহট্টপ্রচারের আচার্য্যরূপে জগতে আনয়ন করিয়াছিলেন। তদ্রূপ শ্রী গৌরসুন্দর বর্ত্তমানযুগেও ঠাকুর ভক্তিবিনোদকে নানাপ্রকারে শুদ্ধভক্তির একাধারে আচার ও প্রচারের আচার্য্যরূপে জগতে প্রেরণ করিয়াছিলেন।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ যে সময়ে ও যে যুগে বঙ্গদেশে ভাস্করালোক দর্শন করেন, সেই কালেও সেই যুগে তথা-কথিত ধর্ম্ম-প্রচারকগণের অসদ্ভাব ছিল না। পথে, ঘাটে, মাঠে, ধর্ম্ম-প্রচারকগণ নিজ নিজ ধর্ম্মের বিপণি খুলিয়া বসিয়াছিলেন। আর সেই সকল মনোহারী বিপণির গ্রাহকের সংখ্যা ও কিছু কম ছিল না।

কিন্তু পরমহংস শ্রীল জগন্নাথদাস, পরমহংস শ্রীপাদ গৌরকিশোর দাস প্রমুখ জগদ্গুরু নিষ্কিঞ্চন শুদ্ধভজনা-

নিষ্ঠাবৈকল্যে ঐ সকল তিথাকথিত পণ্ডিতগণের কাচ-প্রসূত মনোহারী দোকানে জীবের স্বরূপধর্ম্মের কোনও কথা বা হরিতোষণমূলা চেষ্টার লেশমাত্রও নাই দেখিতে পাইয়া অন্তরে দুঃখ অনুভব করিতেছিলেন।

বর্ত্তমানকালে শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর, শ্রীমন্ মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব্বে বঙ্গদেশের যে "বিষ্ণুমায়ামোহিত" চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, ঠাকুর ভক্তিবিনোদের আবির্ভাবের পূর্ব্বে কলিকালের পরমায়ু বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যেন বঙ্গদেশের—বঙ্গদেশের কেন, সমগ্র ভারতের অবস্থা তাহা হইতেও অধিকতর নাস্তিকতায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল।

"বিষ্ণু মায়া মোহিত সংসারের" জীব অন্যের বিমোহনকারী শাস্ত্র ও মতপ্রচারকারী প্রচারকগণের বহু মানন করিতেছিল। মনোধর্ম্মকেই ধর্ম্ম বলিয়া ভ্রান্ত হইতেছিল এমন সময় ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীগৌরসুন্দরের ইচ্ছায় জগতে উদিত হইয়া ঘোষণা করিলেন—"শুদ্ধভক্তি ধর্ম্মই জীবের নিত্যধর্ম্ম, স্বরূপধর্ম্ম বা বৈষ্ণবধর্ম্ম। অন্যান্য যত কিছু ধর্ম্ম সব-ই নৈমিত্তিক, অসম্পূর্ণ, হেয় ও অস্থায়ী। সেই নিত্যধর্ম্ম বা স্বরূপধর্ম্মের নামান্তরই বৈষ্ণব ধর্ম্ম"।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ যে সময়ে ধর্ম্মপ্রচারে ব্রতী হইয়াছিলেন তখন তিনি মনোধর্ম্মিসমাজে তাঁহার সত্যধর্ম্মের কথা উপলব্ধি বা সত্যধর্ম্ম প্রচারে সহায়তাকল্পে লোক খুব কমই পাইয়াছিলেন।

কিন্তু তিনি তাঁহার ভগবৎপ্রেরণানুপ্রাণিত অদম্য উৎসাহে ইহজগতে প্রকটকালের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত সর্ব্বক্ষণ সর্ব্বতোভাবে কেবলমাত্র জীবের দুঃখে কাতর হইয়া শ্রীভগবদ্ভক্তি প্রচার করিয়াছিলেন।

তিনি বহু গ্রন্থপ্রণয়ন, সাময়িক পত্রিকাপ্রকাশ, বহু প্রাচীন গ্রন্থপ্রকাশ, শ্রীমন্ মহাপ্রভুর প্রকটস্থলী-উদ্ধার গ্রামে গ্রামে হরিকথাপ্রচার এবং সকলকেই শুদ্ধভক্তি প্রচারে ব্রতী হইতে অনুরোধ প্রভৃতি বহুবিধ উপায়ে জগতে শুদ্ধভক্তিকথা প্রচার করিয়া ছিলেন।

আজ তাঁহারই ভজন ও প্রচারের ক্ষেত্র শ্রীপুরুষোত্তম ও শ্রীগোদ্রুমে শুদ্ধভক্তগণ তাঁহার পবিত্রতম নিত্যস্থিতি উদ্ঘাটন করিবার জন্য বিপুল কীর্ত্তন-মহোৎসবের আয়োজন করিয়াছেন। শ্রীগোদ্রুমে তাঁহার সমাধিমন্দির বিরাজিত থাকিয়া আজও সেই মহাপুরুষের স্মৃতি জাগাইয়া রাখিয়াছে।

আগামী কল্য ভক্তগণের আর একটি বিশেষ স্মরণীয় ব্যাপারের দিন। কাল ভক্তগণ শ্রীগুণ্ডিচামার্জ্জন-সেবায় নিযুক্ত হইবেন অর্থাৎ বাহিরের নন্দিরের ন্যায় হৃন্মন্দিরের ভুক্তিমুক্তিসিদ্ধিকামনাদি যাবতীয় আবর্জ্জনারাশিও বিদূরিত করিবার শিক্ষা প্রদান করিয়া শান্ত-শীতল-আসনে শ্রীজগন্নাথসুন্দরকে বসাইবেন।

বর্ত্তমান সপ্তাহটী ভক্ত ও ভগবানের পবিত্র স্মৃতি-বিমণ্ডিত। আগামী মঙ্গলবার শ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা এবং শ্রীজগন্মোদরঙ্গরূপের অপ্রকটদিন। ভক্তগণের বড়ই আনন্দের দিন। ভক্তগণ কীর্ত্তন ও নৃত্য করিতে করিতে শ্রীজগন্নাথসুন্দরকে নীলাচল হইতে সুন্দরাচলে লইয়া যাইবেন।

আগামী শুক্রবার ষড়্গোস্বামীর অন্যতম শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামীর তিরোভাব-বাসর। ভক্তগণ শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের পুনর্যাত্রা ও শয়নৈকাদশী পর্য্যন্ত শ্রীপুরুষোত্তম মঠের উৎসব-সেবায় নিযুক্ত থাকিবেন। তৎপরে চাতুর্ম্মাস্য ব্রত আরম্ভ হইবে।

শিক্ষিত সমাজ বলিতে আজকাল প্রবল নাস্তিক সমাজকেই উদ্দেশ করা হয়। আভিজাত্যসম্পন্ন সমাজ বলিতেও নাস্তিকসমাজকেই অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। অকৃত্রিম-জ্ঞানই জীবের এই ভ্রান্তি আনয়ন করিয়াছে। ভগবদনভিজ্ঞ হরি-বিমুখজনগণ বাস্তবিক নিত্য শিক্ষালাভে বঞ্চিত। তাঁহারাই বাস্তবিক আভিজাত্যকে নাস্তিকতায়

প্রতিষ্ঠিত করিতে যায়। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে সেবোন্মুখী শিক্ষার অভাব এবং তাদৃশ শিক্ষিতের মর্য্যাদা প্রকৃত দর্শনে পরিলক্ষিত না হওয়ায় আভিজাত্যবিচার নাস্তিকেও পর্য্যবসিত হইয়াছে।

শিক্ষার অভাবে জীবের মধ্যে হিংসা, মূর্খতা ও ভ্রান্তিই জীবকে হরিসেববিমুখ করাইয়া ইন্দ্রিয়সেবায় তৎপর করাইয়াছে। সমাজের প্রকৃত হিতৈষীর অভাবেই নিরীশ্বর সম্যক্ শিক্ষা ও আভিজাত্যে কলঙ্ক আনিয়াছে, যাহাতে সেবাধর্ম্মের প্রচার প্রসারিত হয় তৎপক্ষে নাস্তিকগণ সাহায্য করিবেন না। সুতরাং ভগবদ্ধর্ম্মপরায়ণ জনগণের ঐ বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। শ্রীচৈতন্যচন্দ্র জীবের মঙ্গলের জন্য অহিংসা, শুদ্ধসেবোন্মুখী প্রবৃত্তি আবাহন করিতে গিয়া যাহা প্রচার করিয়াছেন তাহারও সাময়িক তাড়নায় অপব্যবহার হইতে বসিয়াছে। যিনি জগতের শিক্ষক ও মালিকস্তাহার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক।

শ্রীক্ষেত্রের অধিবাসিগণ কেহ কেহ ওষধীন ব্যবহার করিয়া থাকেন। তবে শ্রীজগন্নাথমন্দিরে কোন অমেধ্য নৈবেদ্যরূপে প্রবিষ্ট হইতে পারে না। ক্ষেত্রবাসী বঙ্গদেশীয় বাবুগণ কেহ কেহ পক্ক মীন শ্রীক্ষেত্রে বসিয়া ব্যবহার করেন। বোধ করি শ্রীহরিবাসর দিবসে তাঁহাদের বাড়ীর বিধবা মহিলাগণ উপবাস বাসরে শ্রীজগন্নাথদেবের প্রসাদে ভোজন নির্ব্বাহ করেন।

সংবাদদাতার পত্রে প্রকাশ বঙ্গদেশীয় কোন বিশিষ্টভক্ত সম্প্রতি স্বীয় জন্মতিথিতে বন্ধুসৎকারোদ্দেশে শ্রীহরিবাসরদিবসে শ্রীজগন্নাথক্ষেত্রে মীনমহোৎসবের দ্বারা তিথির উদ্‌যাপন করিয়াছেন। কথাটা যদি সত্য হয় তাহা হইলে আমরা ইহাতে সন্তুষ্ট হইতে পারি নাই। ভক্ত না হইলে আমাদের কিছু বক্তব্য ছিল না। শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে শ্রীএকাদশী দিবস না হইলেও আমাদের কিছু বলিবার ছিল না। যাহারা মীনমহোৎসবে যোগদান করিতে সর্ব্বদা অভ্যস্ত তাহাদের সম্পর্কেও উক্তিমান্ বলিয়া যাহারা অভিমান, তাঁহাদের একাদশীবাসরে স্বীয় জন্মতিথিতে প্রাণীহিংসা করিয়া অপরের পরিতুষ্টি ও তদ্দ্বারা স্বীয় প্রতিষ্ঠালাভে যত্ন করা শোভনীয় নহে।

একাদশ বার্ষিক বিরহ-উৎসবে

[১]

জয় জয় শুদ্ধভক্তি-সদানন্দ-পুর,
গৌর-নিজ-জন ভক্তিবিনোদ ঠাকুর!
পদে কোটি প্রণিপাত
কর কৃপা দৃষ্টিপাত,
তোমার মহিমা-গাথা গাহিব মধুর,
পতিত সজ্জন যাক এ ভব পঙ্কুর!
পূর্ণ কর তুমি আশ,
হও হৃদে সুপ্রকাশ
কহ আপনার কথা আপনি দয়াল
দাও এক বিন্দু, সুধা-সিন্ধুর বিশাল!

[২]

কি শুদ্ধিনে তাহাতেও,
কি দুর্দ্দিনে কাল,—
ধর্ম্মের শিরসে বসি,
তক্ষকে উত্তাল,
নাস্তিকতা অহাবের
বন্যায় পবন
মজ্জমান আর্য্যভূমি,
হায় রসাতল!—
বেদ-বৈষ্ণবের মত,
তুমি যথা-ভাগবত,
প্রোজ্জ্বিত-কৈতব-ধর্ম্ম
করিতে প্রচার
আসিলে ভারতভূমে,—
কি ভাগ্য আমার!

যেদগুহ্য যে আনন্দ
অমৃত পরম,
তিন যুগে অনর্পিত
ছিল অনুপম,
আপনি আসিয়া যাহা
জগতের পতি,
বিলাইল আচণ্ডালে
এ-যুগে সম্প্রতি ;
কৃষ্ণভক্তি কৃষ্ণপ্রেম
সেই সারাৎসার,
ঢাকিল যখন মায়া
কুহকে আঁধার ;
আত্মবিস্মৃত সব
তুমি কাল-কালব,
উঠিয়া আবার যবে
মৈত্রেয় মতন,
সবলে লইল কাড়ি
স্বর্গের আসন ;
কি দৈবী সম্পদ শক্তি
লইয়া অক্ষয়
ধরণীরি হরিয়াছে
লইলে উদয় !

[৩]

দুর্জ্জনের অত্যাচারে,
দুরন্তের অনাচারে,
কুবাসনা কলুষভাবে ঘরে;
প্রেমভক্তি অদৈতব,
হ'য়ে অতি দীনপ্রায়
ছিল পড়ি' একান্তে নীরবে ;
অমানুষ অপ্রমেয়
প্রভাব অপরাজেয়,
প্রকট করিয়া সেই কালে,
লইলে উদয় তুমি
উজলিয়া পুণ্যভূমি,
সূর্য্য সম নাশি' তমোজালে।
কুবাখ্যা-কুযুক্তি-চয়
কুতর্ক-কুচক্র-ময়
মহামেঘ করিয়া সংহার,
সুসিদ্ধান্ত প্রভাকর
প্রকাশিলে মনোহর ;
নবপ্রাণ পাইল সংসার !
অমূল্য মাণিক্য সম
সাধু শাস্ত্র গ্রন্থগণ,
অজ্ঞতা-তিমির-গর্ভ হ'তে
তুমিই উদ্ধার করি,
রাখিলে ভাণ্ডার ভরি',
হারানিধি মিলালে জগতে।
সাহিত্য-ভাণ্ডারে কত
দিলে ভক্তি-গ্রন্থ শত,
ওজস্বিনী কবি উদ্ঘাটিত ;
শ্রীগৌর-জন্ম-স্থান
পরম-আনন্দ-ধাম,
আবিষ্কার করিলে নিশ্চিত।

[৪]

অপার মহিমা তব,
কেমনে কহিব সব ?
আজি শুভ অলক্ষটউৎসবে তোমায় ;
কি ভাব-আবেশে চাও,
অবশ অচল কায়,
লুটায় কেবল তব পদে বারবার !
কহিবার শক্তি নাই,
কেমনে কি গুণ গাই ?
গুণের সাগর তুমি অতুল অপার !
চাহ নিত্যধাম হ'তে,
তব পদচিহ্ন পথে,
পালি নিত্য যোগ্য কৃত্য আদেশ তোমার !

এস এস ভক্তগণ,
কর কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন ;
দাও হরিধ্বনি ঘন গগন প্লাবিয়া ;
ভক্তিবিস্মোদনের আত্মা,
গাহ মহানন্দময়,
শত কণ্ঠে দাও জয় ভুবন ভরিয়া !
কহে 'কৃষ্ণামৃত' হীন,—
কোটি জন্মে তাঁর ঋণ
শোধিতে না পারিবে গো, শোধিবার নয় ;
কি ধন করিলা দান
জগতে সে মহাপ্রাণ!
গাও তাঁরে, ভজ তাঁরে হবে সর্ব্বজয় !!

বৈষ্ণব কি অব্রাহ্মণ ?

লক্ষেশ্বর কি সহস্র মুদ্রার মালিক ?—এইরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা যেরূপ অজ্ঞতাসূচক "বৈষ্ণব কি অব্রাহ্মণ" এই প্রশ্ন উত্থাপন করাও তদ্রূপই অনভিজ্ঞতার পরিচায়ক। প্রারব্ধ পাপ বা দুষ্কৃতি হইতেই জীব নীচ যোনিতে জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে। আবার প্রারব্ধ পুণ্যের ফলে ব্রাহ্মণাদি পুণ্যময় জন্ম প্রাপ্ত হয়। পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মসঞ্চিত আরব্ধ দুষ্কৃতিফলে নীচ জন্ম, আবার পূর্ব্বজন্মের আরব্ধ পুণ্যফলে উচ্চ জন্মলাভ। আবার বর্ত্তমান জন্মে যিনি যেরূপ কর্ম্ম করিবেন পর জন্মে সেই কর্ম্মফলানুসারে উচ্চাবচ যোনি লাভের অধিকারী হইবেন। কর্ম্মরাজ্যের লোক এই পাপ-পুণ্যের অধীন হইয়া কভু স্বর্গে, কভু নরকে, কভু ব্রাহ্মণ কভু চণ্ডাল, কভু রাজা, কভু প্রজা, এইরূপ উচ্চাবচ অবস্থা ভোগ করিয়া থাকে। এই সকল কথা অভক্ত জীবনের কথা। ভক্ত জীবনে এইরূপ পাপ-পুণ্যময় অধিকারের কথা নাই।

ভগবদ্ভক্ত ইহজন্মেই পরাগতি লাভ করিতে পারেন যথা—

মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্।

পুণ্যকর্ম্মের দ্বারা পাপের বীজ নষ্ট হয় না। কিছুকালের জন্য প্রশমিত থাকে মাত্র। পুণ্যক্ষয়ে আবার পাপের বীজ অঙ্কুরিত হইয়া উঠে। হস্তীকে স্নান করাইয়া দিলে যেমন যতক্ষণ সে জলে থাকে ততক্ষণই তাহার শরীর পরিষ্কৃত অবস্থায় দৃষ্ট হয়। কিন্তু নদী হইতে উঠিয়াই হাতী আবার শুণ্ডদ্বারা সমস্ত গাত্রে ধূলি নিক্ষেপ করিতে থাকে। পুণ্য ও কর্ম্মের অবস্থাও তদ্রূপ। যাহারা পুণ্য কর্ম্মের ফলে ব্রাহ্মণ জন্ম লাভ করিয়াছেন তাহারা যে চিরকালই পুণ্যাত্মা থাকিয়া ব্রাহ্মণই থাকিবেন তাহা শাস্ত্র, সদ্যুক্তি ও প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা কোন প্রকারেই সিদ্ধ হয় না। যেমন পুণ্যকর্ম্মের ফলে জীব উচ্চ যোনি লাভ করেন আবার পাপ কর্ম্মের ফলে এই জন্মেই নীচ ও শূদ্র হইয়া যাইতে পারেন। মনু স্মৃতিতে লিখিয়াছেন—

"যোনবীত্য দ্বিজো বেদমন্যত্র কুরুতে শ্রমম্।
সজীবন্নেব শূদ্রত্বমাশু গচ্ছতি সান্বয়ঃ।"

পুণ্যবান্ ব্যক্তির রুচিবশতঃ বেদশাস্ত্র অধ্যয়নের অধিকার ; পাপাত্মা ব্যক্তির রুচিক্রমেও উহাতে অধিকার নাই। পূর্ব্বকৃত পুণ্যফলে ব্রাহ্মণাদি দ্বিজাতিগণের বেদাদিতে অধিকার আর পূর্ব্বকৃত পাপ ফল হেতু শোককারী শূদ্রগণের উহাতে অনধিকার। কিন্তু যাঁহারা পুণ্য জন্ম লাভ করিয়া আবার পাপযোনিসুলভ শোকে অভিভূত হন এবং সেই জন্য বেদাদি অধ্যয়ন পরিত্যাগ করিয়া আহার নিদ্রা ভয় ইন্দ্রিয়তর্পণ প্রভৃতি ইতর বিষয়ের চেষ্টায় মনোনিবেশ করেন তাহারা ইহ জন্মেই অতি শীঘ্র অধস্তন-গণের সহিত শূদ্রত্ব লাভ করিয়া থাকে।

কিন্তু ভগবদ্ভক্তির ফল নিত্য। ভগবন্নামশ্রবণ, শ্রবণানন্তর কীর্ত্তন, স্মরণ, স্মরণাদি দ্বারা প্রজ্বলিত অগ্নি যেমন কাষ্ঠরাশিকে মুহূর্ত্ত মধ্যে ভস্মসাৎ করিয়া ফেলে তদ্রূপ প্রারব্ধ ও অপ্রারব্ধ পাপসমূহ ইহজন্মেই সদ্য চিরতরে বিনষ্ট হইয়া যায়। আগমাপায়ী পুণ্যকর্ম্মানুষ্ঠান বা প্রায়শ্চিত্তাদির দ্বারা সাময়িক পাপ প্রশমনের ন্যায় কিছু কাল পরে পাপ বীজ পুনরায় অঙ্কুরিত হয় না। তাই শ্রীমদ্ভাগবতে কপিলদেব দেবহূতিকে বলিয়াছেন—

"যন্নামধেয় শ্রবণানুকীর্ত্তনাদ্
যৎ প্রহ্বণাদ্ যৎ স্মরণাদপি ক্বচিৎ।

যাজোঽপি সদ্যঃ সবনায় কল্পতে
কুতঃ পুনস্তে ভগবন্নু দর্শনাৎ ।"

অর্থাৎ হে ভগবন্! কুক্কুরভোজী অন্ত্যজ কুলোৎপন্ন ব্যক্তি যদিও আপনার নাম শ্রবণানন্তর তাহাকে কীর্ত্তন, আপনাকে নমস্কার এবং আপনার স্মরণ করেন তবে তিনিও তৎক্ষণাৎ সোমযাগ কর্ত্তা ব্রাহ্মণের ন্যায় পূজ্য হন। আর যাঁহারা আপনার দর্শনলাভ করেন তাঁহাদের কথা আর কি বলিব! অথবা সোমযাগকারী ব্রাহ্মণ হইতেও যে কোন কুলোৎপন্ন নামোচ্চারণকারী পুরুষ অধিক শ্রেষ্ঠ। অহো নামগ্রহণকারী পুরুষের শ্রেষ্ঠতার কথা আর কি বলিব! তাঁহার চরিত্র অত্যন্ত আশ্চর্য্যজনক। যাঁহারা জিহ্বার মাত্র এক প্রান্তেও ভগবানের নাম একটিবারের জন্য অসম্পূর্ণভাবেও উচ্চারিত হয় তিনি শ্বপচ গৃহে আবির্ভূত হইলেও এই নামোচ্চারণের জন্যই সর্ব্ব-পূজ্যতম। কেননা তিনি পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মেই কর্ম্মময় ব্রাহ্মণ জীবন লাভ করিয়া ব্রাহ্মণাধিকারের আবশ্যক তপস্যা, যজ্ঞ, তীর্থ, স্নান, বেদাধ্যয়ন সদাচারাদি সম্পন্ন করিয়াছেন। বর্ত্তমান-যুগে দৈবতঃ ও কর্ম্মময় ব্রাহ্মণ জীবন অপেক্ষা নাম-প্রচারী বৈষ্ণবের মাহাত্ম্য কোটী কোটী গুণে শ্রেষ্ঠ প্রতি-পাদন করিবার জন্য অসুরবিমোহনার্থ নামপ্রচারী নীচকুলে উদিত হইয়াছেন।

অহো বত শ্বপচোঽতো গরীয়ান্
যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে নাম তুভ্যম্ ।
তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্য্যা
ব্রহ্মানূচুর্নাম গৃণন্তি যে তে ॥

শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভু "যজ্ঞানধের শ্লোকের "দুর্গমসঙ্গমনী" টীকায় কৈমুতিক ন্যায় উল্লেখ করিয়া ভক্তিপ্রভাবে বৈষ্ণবের দুর্জ্জাতিত্বাভাব বা ব্রাহ্মণত্ব নিত্যসিদ্ধ ইহাই প্রতিপাদন করিয়াছেন। "তস্মাদ্ভক্তিঃ পুনাতি মন্নিষ্ঠা শ্বপাকানপি সদ্ভবাদিতি হু কৈমুত্যার্থনৈব প্রোক্তমিত্যায়াতি। অর্থাৎ অসম্যক্ ব্রহ্ম ও আংশিক পরমাত্মপ্রতীতি অসম্যক্ জ্ঞানত্ব সম্যক্ ভগবৎপ্রতীতিরই অন্তর্গত। সুতরাং ভগবদ্ভক্তের পুণ্যময় কর্ম্মব্রাহ্মণতা ত' অতি সামান্য কথা, পারমার্থিক ব্রাহ্মণতা বা ব্রহ্মজ্ঞতাও ভগবদ্ভক্তের চরিত্রে অন্তর্ভুক্ত। দুর্গমসঙ্গমনীতে "শিষ্টাচারাভাবাৎ সাবিত্র্যাঃ জন্ম নাস্তীতি জন্মান্তরাপেক্ষা বর্ত্ততে" অর্থাৎ "শিষ্টাচারাভাব হেতু অদীক্ষিত নামশ্রবণকারীর সাবিত্র্য জন্ম নাই। জন্মান্তরের অপেক্ষা করে" এইরূপ কথা যাহা নিষিদ্ধ হইয়াছে সেই জন্ম লৌকিক জন্ম নামগ্রহণের প্রতিবন্ধক নহে। 'জন্ম' বলিতে শ্রীমদ্ভাগবত এবং মন্বাদি শাস্ত্র ত্রিবিধ জন্মের উল্লেখ করিয়াছেন—লৌকিক, সাবিত্র্য ও দৈক্ষ্য। যে কাল পর্য্যন্ত সাবিত্র্য সংস্কার না হয়, তদবধি দ্বিজত্ব হয় না। দীক্ষা-সংস্কার গৃহীত হইবার পর সাবিত্র্য জন্মের ব্যাঘাত নাই। উহা শিষ্টাচারের অভাব নহে। তবে 'শিষ্টাচারাভাব' বলিয়া যে উক্তি দেখা যায় উহা অদীক্ষিত, নামশ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণ-কারীর পক্ষে, দীক্ষিতের পক্ষে নহে। ভগবানের নাম শ্রবণ কীর্ত্তন-স্মরণ প্রভাবে সদ্যই শৌক্র ব্রাহ্মণের ন্যায় সবন যজ্ঞে অধিকার প্রাপ্ত হয়। কিন্তু বৈদিক সংস্কার গ্রহণ না করিলে সাবিত্র্য জন্ম হয় না। অদীক্ষিত ব্যক্তির সাবিত্র্য জন্মের কথা শিষ্টাচার বিরুদ্ধ সত্য। কিন্তু পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষার পরবর্ত্তী কালে অর্থাৎ আগম সম্পন্ন হইবার পরে সংস্কার গ্রহণের প্রথা মহাভারতের যুগ হইতে চলিয়া আসিয়াছে।

"শূদ্রোঽপ্যাগমসম্পন্নো দ্বিজো ভবতি সংস্কৃতঃ।"
মহাভারত।

যদি দীক্ষিত ব্যক্তির পারমার্থিক ব্রাহ্মণত্ব ও সাবিত্র্য জন্ম সিদ্ধই না হইবে তাহা হইলে শ্রীনারদ পঞ্চরাত্রে ভরদ্বাজ সংহিতা বাক্য এরূপ কেন?

"স্বয়ং ব্রহ্মণি নিক্ষিপ্তান্ জ্ঞাতানেব হি মন্ত্রতঃ।
বিনীতানথ পুত্রাদীন্ সংস্কৃত্য প্রতিবোধয়েৎ ॥"

অর্থাৎ শ্রীগুরুদেবের প্রদত্ত মন্ত্রপ্রভাবে জ্ঞাত বিনীত পুত্রাদিগকে (শিষ্যদিগকে) গুরুদেব সংস্কার প্রদান করিয়া, স্বয়ং উহাদিগকে ব্রহ্মচর্য্যে স্থাপনপূর্ব্বক সম্বন্ধজ্ঞানোপদেশ প্রদান করিবেন।

শ্রীহরিভক্তিবিলাসধৃত—

"তথা দীক্ষা-বিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাম্।"

এবং এই শ্লোকের শ্রীল সনাতন গোস্বামীর টীকায় "দ্বিজত্ব" শব্দে "বিপ্রত্ব" এবং শ্রীমদ্ভাগবতে সপ্তম স্কন্ধে

মহারাজ যুধিষ্ঠিরের নিকট বর্ণাশ্রমধর্ম্মকথন প্রসঙ্গে বৈষ্ণবরাজ শ্রীনারদ গোস্বামীর—

"যস্যস্যাপি দৃশ্যেত তত্তেনৈব বিনির্দ্দিশেৎ"

এবং এই শ্লোকের ভাবার্থদীপিকায় শ্রীধরস্বামিপাদের "যদ্ যদি অন্যত্র বর্ণান্তরেঽপি দৃশ্যেত তদ্বর্ণান্তরম্ তেনৈব গুণনিমিত্তেনৈব বর্ণেন বিনির্দ্দিশেৎ, ন তু জাতিনিমিত্তেন ইত্যর্থঃ" প্রভৃতি বাক্য এবং "যস্যলক্ষণং" শ্লোকেই শ্রীধরস্বামিপাদের টীকায় "জন্মান্তরে তৈস্তৈর্যো যোগ্যো ধর্ম্মঃ কৃতস্তস্যেতি" অর্থাৎ ইহ জন্মে নামগ্রহণকারী ব্যক্তি পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মেই শৌক্র ব্রাহ্মণজন্মের অধিকারোচিত সর্ব্ববিধ তপস্যা, যজ্ঞ তীর্থস্নান এবং সদাচার সম্পন্ন করিয়া ফেলিয়াছেন—এই সকল কথার সার্থকতা কিরূপে সম্পাদিত হইতে পারে? যদি নামশ্রবণকারী নিম্নকুলোদ্ভূত ব্যক্তির সাবিত্র্য জন্মের জন্য জন্মান্তরের অপেক্ষা করিতে হয়, তাহা হইলে "যস্যলক্ষণং" শ্লোকের কোনই সার্থকতা থাকে না। নামভজনপরায়ণ বৈষ্ণব কি সামান্য কর্ম্ম ব্রাহ্মণতার জন্য পরজন্মের অপেক্ষা করিবেন? অথবা পূর্ব্ব বেদাধ্যায়ী সদাচারী ব্রাহ্মণতা হইতে পদোন্নতি লাভ করিয়া বর্ত্তমান জন্মে নামগ্রহণকারী বৈষ্ণব হইয়াছেন। যিনি পূর্ব্বজন্মেই বেদ লাভ করিয়াছেন তিনি কি আবার উপনয়নাধিকারের জন্য পরবর্ত্তী শৌক্র জন্মের অপেক্ষা করিবেন? তবে বর্ত্তমান জন্মে যে নামগ্রহণকারীকে সাবিত্র্য উপনয়ন দেওয়া হয় তাহা রাজসন্নেবীগণের শিষ্টাচার ও একায়নশাখী পরমহংস বৈষ্ণবের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বোধন এবং মূর্খলোকগণকে বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধিরূপ ভীষণ অপরাধের হাত হইতে উদ্ধারকরণার্থই জানিতে হইবে। শ্রীজীবপাদের কৈমুত্তিক ন্যায় অনুসারে বিচার করিলেও একথা কিছুতেই সিদ্ধ হয় না। শ্রীধরস্বামিপাদ নামগ্রহণকারীর পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মেই ব্রাহ্মণাধিকার যোগ্য যে সকল তপস্যাদি সম্পন্ন হইয়া যাওয়ার কথা উল্লেখ করিয়াছেন তাহাই বা কি প্রকারে সিদ্ধ হয়? বহু জন্ম ব্রাহ্মণ হইয়া কোনও বিশেষ কুল বা বিশেষ দেশকে পবিত্র করিবার জন্য বৈষ্ণব তৎকুলে বা দেশে আবির্ভূত হইয়াছেন। আবার কি বৈষ্ণবের অধোগতি হইবে? অর্থাৎ বৈষ্ণবতা হইতে অধঃপতিত হইয়া প্রাকৃত ব্রাহ্মণতা লাভ হইবে? যে নামের প্রভাবে কুক্কুরভোজী চণ্ডালও ব্রাহ্মণ যোগ্য হয় সেই নাম আরও অধিকতর ভাবে গ্রহণ করিতে করিতে কি বৈষ্ণবের কেবলমাত্র উপনয়ন সংস্কারের জন্য জন্ম পরিগ্রহ করিতে হইবে? এইরূপ অদ্ভুত মনঃকল্পিত সিদ্ধান্ত কখনই শ্রীজীবপাদের সিদ্ধান্ত হইতে পারে না। শ্রীজীব তোষণকারক শ্রীধর স্বামিপাদ, স্বতঃসিদ্ধ শ্রীগোপালভট্ট, গুরুদেব শ্রীসনাতন, মহাভারত, নারদ পঞ্চরাত্র প্রভৃতি আচার্য্য ও শাস্ত্রের আচার ও শিক্ষার বিরোধী কথা কখনই বলিতে পারেন না। "সাবিত্র্যং জন্ম নাপ্নোতি" শব্দের দ্বারা "অদীক্ষিতস্য বামস্য দীক্ষাং বিনা সাবিত্র্যং জন্ম নাপ্নোতি" ইহাই বুঝিতে হইবে। 'জন্মান্তরাপেক্ষা বর্ত্ততে' এই শব্দের দ্বারা "অদীক্ষিতস্য অবৈষ্ণবস্য বামস্য জন্মান্তরাপেক্ষা বর্ত্ততে ইহা বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ অদীক্ষিত নামগ্রহণকারী ব্যক্তির সাবিত্র্য সংস্কার গ্রহণ শিষ্টাচারবিরুদ্ধ। কিন্তু বৈষ্ণবজন্মের দ্বারা দ্বিজত্ব অর্থাৎ বিপ্রত্ব লাভ হইলেও, "তত্তেনৈব বিনির্দ্দিশেৎ ন তু জাতিনিমিত্তেন ইত্যর্থঃ সংস্কৃত্য প্রতিবোধয়েৎ" এই শিষ্টাচারানুমোদিত শাস্ত্রোপদেশানুসারে দীক্ষিত ব্যক্তির সাবিত্র্যজন্মের অপেক্ষা করিতেছে। অর্থাৎ যেমন শৌক্র ব্রাহ্মণজন্মে দুর্জ্জাতিত্বের অভাব থাকিলেও সাবিত্র্য সংস্কার ব্যতীত তাঁহার যজ্ঞাদি কর্ম্মে অধিকার নাই তদ্রূপ অদীক্ষিত নামগ্রহণকারীর সঙ্গে সঙ্গেই পবিত্রতা লাভ হইলেও পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষাবিধি পালনপূর্ব্বক বৈষ্ণবজন্ম লাভের পরও বিধিমত সাবিত্র্য সংস্কার গ্রহণ না করা পর্য্যন্ত অর্চ্চনাদি কার্য্যে তাঁহার অধিকার নাই।

একায়নশাখী পরমহংস-বৈষ্ণবগণ অনেক সময় বর্ণাশ্রমের দ্বিজ কর্ণবেধ চৌড়াদি উপনয়ন সংস্কার গ্রহণ করেন না বলিয়া মূর্খলোকে তাঁহাদিগকে শূদ্র মনে করিয়া বৈষ্ণবাপরাধে পতিত হয়। শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু ও হরিদাস ঠাকুর দৈন্যবশতঃ নিজদিগকে "নীচ" বলিয়াছেন বা শ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরে প্রবেশ করেন নাই। ইহা তাঁহাদের অসুরমোহনলীলা। দৈবী-মায়া বিমোহিত অপরাধিকুল এতই ভ্রান্ত যে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের হরিদাসঠাকুরকে কোটী-ব্রাহ্মণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠজ্ঞানে শ্রাদ্ধপাত্র প্রদান ও শ্রীগৌরসুন্দরের উভয়ের প্রতি সম্মানের আদর্শ একবার ও দেখিয়াও

দেখেন না। এইজন্যই মহারাজ তাঁহার দূতগণকে বলিয়াছিলেন যে দৈবীমায়া-বিমূঢ় কর্ম্মজড়ব্যক্তিগণ কিছুতেই বৈষ্ণবের মহত্ত্বা বুঝিতে পারিবেন না। উলূকের সূর্য্যকিরণ দর্শন-যোগ্যতা বিধাতা কর্ত্তৃকই সহিহত। বৈষ্ণব—ব্রাহ্মণের গুরু। ব্রহ্ম ওষধরূপাদকই বৈষ্ণবস্তব।

বিচার কা'র কর ?

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

ব'স!—ব'স!—তাই, এত চট কেন? সত্য কথায় কি রাগ করে? বিশেষ তোমার মত বিজ্ঞ লোকের কি এমন সাজে। ব'স!—ব'স! বন্দুকটা একবার ঘাড় থেকে নামাও; বড় ভয় করে আমার। আজ একটা গল্প বলি শোন; ঠিক্ গল্প এটা নয়; সত্য ঘটনা।

এক জাত্ বৈরাগীর একঘর ছেলে, মেয়ে, নাতী, নাত্নী,—বর্ষার কেঁচো কেঁচাইএর মত চারদিকে কিল্ বিল্ করছে। বৈরাগীর বয়স ঘা'টের এক পলও কম হ'বে না; বরং বেশি হওয়াই সম্ভব। তাঁর বৈরাগিনী হঠাৎ মারা গেলেন। অশৌচ যেতে না যেতেই বৈরাগীও ঘা ক'রে আর একটি বিবাহ ক'রে ফেল্লেন। দু' বেলা ভাল মন্দরকম সেবা করতে লাগ্লেন। বেশ দুধারও বেশ একটু চেক্নাই বে'কে উঠ্লো। বছর না ঘুরতেই নবীনা বধূকে ঘরে আন্লেন। ঘরে বধূ ও পুত্রবধূদের মধ্যে কে কোন্‌টি—চেনা ভার হ'য়ে উঠ্লো। একদিন আমি সেখানে গিয়ে পড়েছি। দেখি, বাইরে একখানি ঘরে বৈরাগী ব'সে মালা জপ করছেন; আর তাঁর নবীনা বধূটি ধীরে ধীরে এ'সে তাঁর দীর্ঘ শিখাদলকে এক পাটি ছোট চটি জুতা দিয়ে বন্ধন করছেন। আমাকে কেহ দেখ্তে পান্ নেই; আমি মজা দে'খে একটু স'রে দাঁড়িয়েছি।

বৈরাগী বল্ছেন,—"আরে অ—নতুন বৌ,—ও—কর কি?—কর কি? ওখানে আমার ওটা বাঁধ্ছো কি? এস—এস,—ব'স না আমার কাছে একটু!"

বধূ কিন্তু, কোনও কথায় কাণ না দিয়া তাঁহার আরব্ধ কর্ম্ম শেষ করিয়া প্রস্থান করিলেন। আমিও প্রবেশ করিলাম। বৈরাগীর তৎকালীন অবস্থা দেখিয়া আমি অতি কষ্টে হাস্য সম্বরণ করিয়া, বসিলাম। তিনি একটু মৌখিক আদর দেখাইয়া আমাকে বসাইলেন। শিখায় কি ঝুলিতেছে, তাহা ভুলিয়া গিয়াছেন। আমি তাঁহাকে 'দাদা' বলিতাম। আমি তখন বলিলাম,—"ও-দাদা,—তোমার শিখায় বাঁধা ওটা আবার কি? এ রকম নূতন ভজনপদ্ধতি আবার কোন্ দেশ থে'কে আমদানি হ'লো গো?—সর্ব্বনাশ!" তিনি চম্‌কিয়া উঠিয়া তাড়াতাড়ি সেটা খুল্‌তে চেষ্টা কর্‌লেন, কিন্তু, পার্‌লেন না। আমি উঠে আবার সেটা অনেক কষ্টে খুলে দিই।

তিনি বড় বিরক্তির ভাবে বল্‌লেন,—"দেখ দেখি ভাই,—ছোট নাত্‌নীটার কাণ্ড! মুখ পুড়ী ক'রে গেছে কি? আরে রাম! রাম!—রাধে কৃষ্ণ!—রাধে কৃষ্ণ!"

আমি আর থাকিতে পারিলাম না। বলিলাম,—"ও দাদা, অমন নবমুকুলিতা পল্লবতার মত ঐ ঝাড়্ ঝোম্‌টা দেওয়া নবীনা বধূটি বুঝি তোমার ছোট নাত্‌নী? তা' বেশ,—নাত্‌নীটি ভাল!"

বৃদ্ধ তখন অপ্রস্তুত হইয়া কত কি বলিলেন। এমন সময় সহসা দেখি তাঁর কাছার কাপড়ের ভিতর কি মিঁউ মিঁউ শব্দ করছে! ওমা, চে'য়ে দেখি না একটা বিড়াল ছানা! বুঝিলাম,—এটাও সেই "নাত্‌নী"রই কাণ্ড! এই সকল দেখিয়া শুনিয়া আমি একটু বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে এমন বয়সে এত ছেলে পুলে নাতি পুতীর মাঝে ও আবার একটা বিয়ে করার জন্য বিশেষ ভাবে দু' চারিটি কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। শেষে আক্ষেপ করিয়া বলিলাম,—যে,—"এর ভিতর কি আর আমাদের হরি ভজন হয় দাদা? আগুণের মাঝে কি আর বরফ্ টৈরী হয়?"

বৃদ্ধ তাদিসেন তবু ছাড়্‌বেন না। তিনি তৎক্ষণাৎ উত্তর করিলেন,—"কেন?—কেন?—জনক রাজা ক'রেই ছিলেন কি? সংসারে থে'কে কি আর হরি ভজনা হয় না দাদা?—খুব হয়!"

আমি আর কথা কহিলাম না; প্রস্থান করিলাম। শুনলে তারা, কেমন জনক রাজার উপাখ্যানখানা! আজ তোমাকে এই জনক রাজার কথাটাই একটু শোনাইব। আমরা "সংসারে কি আর হরি ভজন হয় না"—এই কথাটার উপসংহারে প্রায়ই অমনি জনক রাজার নামটি করি, ও করিতে শুনি। কিন্তু, তাঁহার নিগূঢ় সংবাদ রাখেন কয় জন? জনক রাজার স্থান যে কত উর্দ্ধে; আর তাঁহার সংসার-ধর্ম্ম যে কি বস্তু ছিল;—তাহারই বা তথ্য অবগত আছেন কয় জন গৃহব্রত? আমরা আজ সেই কথাই একটু করিব।

পুত্রের প্রতি ব্যাসের উপদেশে—(মহাভাঃ শান্তি ৩২১।৭১-৭২।।

"নিবন্ধনী রজ্জুরেষা যা গ্রামে বসতো রতিঃ।
দ্বিতীয়তাং সুকৃতো যান্তি নৈনাং ছিন্দন্তি পুরুতঃ॥
কিং তে ধনেন কিং বন্ধুভিস্তে কিং
তে পুত্রৈ পুরুষ যো ন বিদ্যসি।
আত্মানমন্বিচ্ছ গুহাং প্রবিষ্টং
পিতামহাস্তে ক্ব গতাশ্চ সর্ব্বে॥"

অর্থাৎ,—"হে পুত্র, পত্নীপুত্রাদি সহ সংসারে বাস করিবার যে লালসা, তাহাই মানুষের বন্ধনরজ্জুস্বরূপ। তাহাতে পুরুত জনেরাই আবদ্ধ হইয়া আত্মবিস্মৃত হয়। কিন্তু, সুকৃত জনেরা ঐ বন্ধন ছেদন করিয়া পরমার্থপথেই ধাবিত হন। তাঁহারা ধনজনাদি অনিত্য বিষয়ে মুগ্ধ হন না। সংসারের সমস্ত সুখই কালনাশ্য জানিয়া, বহির্মুখী ইন্দ্রিয়গণকে অন্তর্মুখী করিয়া পরম নিত্য বস্তুর অন্বেষণেই রত হন।"—এই সকল বিবেক-বাক্য শ্রবণ এবং তাঁহারই নিকট জ্যোতি অধ্যয়ন করিয়া, পুত্র শুকদেব আশৈশব শ্রীহরি ভজনেই সর্ব্বান্তঃকরণে নিমগ্ন হইলেন। তদ্ভিন্ন কোন বিষয়েই তাঁহার তিলমাত্র রতি রহিল না। পিতা পুত্রকে এইরূপে সুশিক্ষিত সুব্রত দেখিয়া, তাঁহাকে তাহাতে আরও দৃঢ়তর করিবার জন্য শেষে বলিলেন,—"বৎস, কেবল গ্রন্থাদি আলোচনায় বিষয়ে সুনিশ্চয় মতি লাভ হয় না। সাধু সঙ্গ একান্ত আবশ্যক। তুমি আমার সুযোগ্য শিষ্য মিথিলাপতি পরমভাগবত মহারাজ জনকের নিকট গমন কর" ইহাতেই বেশ বোধ হয়, মহারাজ জনক কতদূরের কত বড় অধিকারী। তাঁহার নিকট স্বয়ং দেবর্ষিগণ তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা যোগ্যতম পুত্র শুকদেবকে পাঠাইতেছেন সাধুসঙ্গের জন্য।

শুকদেব আসিতেছেন, অবগত হইয়া এখানে জনকরাজ তাঁহাকে পরীক্ষা করিবার জন্য নানাবিধ যোগজাল রচনা করিয়া রাখিলেন। পঞ্চাশৎ পরমসুন্দরী গীতবিলাসিনী সর্ব্ববিধ বিলাসসামগ্রী সহ শ্রীশুকদেবের শুশ্রূষার জন্য প্রস্তুত রহিল। তিনি যথাসময়ে রাজপুরে উপস্থিত হইবামাত্র, পরম সমাদরের সহিত ঐ সকল কাম-কলাকুশলা কামিনী নানারূপে তাঁহার সেবা করিতে আরম্ভ করিল। শ্রীশুকদেব সেই সকল ভোগবিলাসের মধ্যে, বিলাসিনীরূপে পরিবৃত হইয়া অবিচলচিত্তে আত্মধ্যানে অবস্থান করিতে লাগিলেন। কেহ কোনও প্রকারে তাঁহার অন্তরে অত্যল্প উদ্বেগ বা চাঞ্চল্য আনয়ন করিতে পারিল না। সমস্ত অবগত হইয়া, প্রভাতে পাত্র মিত্র সহ স্বয়ং মহারাজ মস্তকে অর্ঘ্য বহন করিয়া সেই আত্মধ্যানরত, সর্ব্বযোগযুক্ত শুকপুত্রের পাদমূলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি তাঁহাকে পরম যত্নে যথাবিধি পূজা করিয়া অভ্যন্তর বাটীতে লইয়া গেলেন। বুঝিলেন—শ্রীশুকদেব কি বস্তু!

অতঃপর নির্জ্জন কক্ষে তাঁহাদের উভয়ের কথা আরম্ভ হইল। মহারাজকে শুকদেব আপন কর্ত্তব্য কি, জিজ্ঞাসা করিলে, মহারাজ প্রথম তাঁহার অন্তর জানিবার জন্য বেদবেদান্তানুমোদিত বর্ণাশ্রমধর্ম্ম উপদেশ দিলেন। বলিলেন,—"ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য প্রথম ব্রহ্মচর্য্য,—গুরুগৃহে উপনয়নের পর বেদ অধ্যয়ন। তারপর গুরুকে দক্ষিণা দিয়া তাঁহার নিকট বিদায় লইয়া গৃহে গমন। তথায় ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা দেবঋণ আর দারপরিগ্রহ ও পুত্র উৎপাদন দ্বারা পিতৃঋণ পরিশোধ করা। পরে বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসধর্ম্ম-পালন। ইহাই ব্রাহ্মণ জীবনের অনুষ্ঠেয় ধর্ম্ম। ইহা হইতেই শ্রেয়ো লাভ হয়।"

এই স্থূল কথায়, এই সাধারণ হিতোপদেশে, সাধুসঙ্গের আশৈশব শুশ্রূষায় অবস্থিত, উচ্চ অধিকারী শ্রীশুকদেব সন্তোষ লাভ করিতে পারিলেন না। তিনি অতি বিনীত ভাবে কহিলেন;—"মহারাজ,—যে সনাতন সত্য জ্ঞান লাভের জন্য ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের পর বেদানুগত গৃহধর্ম্মাদি পালন কর্ত্তব্য

তাহা যদি প্রথমেই অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমেই কাহারও লাভ হয়, তবে তাহাকেও কি ঐ গৃহধর্ম্মাদি আশ্রম করিতে হয়?"

নিখিলতত্ত্ববিৎ মহারাজ জনক এইরূপে গুরুপুত্রের অধিকার প্রত্যক্ষ করিয়া, গূঢ় তত্ত্ব ব্যক্ত করিলেন। বলিলেন,—

"অনুজ্ঞয়ায় লোকানামনুজ্ঞেয়ো বর্ণপাম্।
পূর্ব্বৈরাচরিতো ধর্ম্মস্তাকুষাশ্রম। সতঃ॥
অনেন ক্রমযোগেন বহ্বাশ্রিষু কর্ম্মপাম্।
হিত্বা শুভাশুভং কর্ম্ম মোক্ষো নাসেহ লভ্যতে।
তাশ্বিষ্টৈঃ কর্ম্মভিশ্চায়ং বহুসংসারযোনিষু।
আসাদয়তি শুদ্ধাত্মা মোক্ষং বৈ প্রথমাশ্রমে।
তমাসাদ্য তু মুক্তশ্চ দুষ্টার্থশ্চ বিপশ্চিতঃ।
দ্বিতীয়াশ্রমেষু কোহনর্থো ভবেৎ পরমতীপ্সিতঃ॥
রাজসাংস্তামসাংশ্চৈব নিত্যং দোষান্ বিবর্জ্জয়েৎ।
সাত্ত্বিকং মার্গমাস্থায় পশ্যেদাত্মানমাত্মনা॥"

(মহাভাঃ শান্তি ৩২৬।২৪-২৮)।

অর্থাৎ,—"পূর্ব্বকালে লোক সকল এবং কর্ম্ম সকলকে রক্ষা করিবার জন্যই ব্রহ্মচর্য্যাদি চারিটী আশ্রম বর্ণ স্থাপিত হইয়াছে। মনুষ্যগণ সেই বিবিধরূপে বিবিধ আশ্রমে কর্ম্ম করিতে করিতে বহু জন্মে কর্ম্মমুক্ত হইয়া, আত্মিক শুভাশুভ কর্ম্ম ত্যাগ করিতে ও মোক্ষমুক্তির পথ লাভ করিতে পারে। কিন্তু বহুজন্ম-সাধনায় যে ব্যক্তি প্রথম আশ্রমেই এইরূপ অকলুষ অবস্থা লাভ করিয়া, এই মোক্ষমুক্তিপথ প্রাপ্ত হন, তাঁহাকে আর কোনও আশ্রমধর্ম্ম আশ্রয় করিতে হয় না। তিনি একমাত্র ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে থাকিয়াই সংসিদ্ধি প্রাপ্ত হন। সকল বিষয় বেদধর্ম্ম পরিহার করিয়া, শুদ্ধমনে, পরমাত্মতত্ত্বে সংযুক্ত হওয়াই সজ্জনের অবশ্য কর্ত্তব্য।"

পরে পুনশ্চ ইঙ্গিতে বলিলেন;—

"অহং ত্বানুপশ্যামি যে চান্যে মনীষিণঃ।
আস্থিতঃ পরমং মার্গমকলুষঃ তমাশ্রয়॥"

অর্থাৎ,—"গুরুন্,—বুঝিতেছি আমি, জানি আমি, আপনি মহাজনবিহিত যে অনাময় অকলুষ পথ আশ্রয় করিয়াছেন। ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য ইহা হইতে আর কি?

পরমানন্দে শ্রীগুরুদেব প্রস্থান করিলেন।

সকল সাধু শাস্ত্রেই এই কথা পুনঃ পুনঃ উক্ত হইয়াছে। শ্রীগৌরসুন্দর স্বীয় প্রাণপ্রিয়তম রায় রামানন্দের মুখে বলাইয়াছেন;—যথা,—শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে;—

"রায় কহে স্বধর্ম্মাচরণে ভক্তি হয়।"

এই "স্বধর্ম্মাচরণ" কথাটিতেও আমার গূঢ় তাৎপর্য্য আছে। ভগবদ্ভক্তপদাশ্রিত হইয়া, সাধু গুরুর আনুগত্যে থাকিয়া যে স্বধর্ম্মাচরণ; তাহাই সুষ্ঠু স্বধর্ম্মাচরণ, তাহাই বেদবিহিত স্বধর্ম্মাচরণ; তাহা হইতেই জীব কর্ম্মমুক্ত হইয়া বিশুদ্ধা ভগবদ্ভক্তির অধিকারী হইতে পারেন। অন্যথা সর্ব্বনাশ ঘটে। যথা,— (শ্রীশ্রীচৈঃ চঃ মধ্য ২২।২৬)

"চারি বর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে।
স্বকর্ম্ম করিতে সে রৌরবে পড়ি মজে॥"

যহ জন্য এইরূপ বেদবিহিত স্বধর্ম্ম পালন করিলে, তবে জীব পাপপুণ্য এবং কর্ম্মমোহমুক্ত হইয়া অনন্যভক্তিযোগে একান্ত দৃঢ়তার সহিত হরিভজনে রত হইতে পারেন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতেও শ্রীভগবান্ স্বয়ং ইহা বলিয়াছেন,—

"যেষাং ত্বন্তগতং পাপং জনানাং পুণ্যকর্ম্মণাম্।
তে দ্বন্দ্বমোহনির্ম্মুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতাঃ॥"

গীতা ৭।২৮।

সুতরাং, যে ফল লাভের জন্যই জীবের এই স্বধর্ম্মানুষ্ঠান বা বিবিধ বর্ণাশ্রমধর্ম্ম পালন, সেই ফল যথায় বা যে ক্ষেত্রে লব্ধ হইয়াছে, তথায় বা সে ক্ষেত্রে আর স্বধর্ম্মানুষ্ঠান বা বর্ণাশ্রমধর্ম্ম পালনের কোনও প্রয়োজন হয় না। তাহাতে প্রবৃত্তিও থাকে না। থাকিবে কেন? যিনি তৃষার্ত্ত, জলাশয় হইতে দূরগত, তিনিই জলের অন্বেষণে জলাশয়ে ধাবিত হন। কিন্তু, যাঁহার তৃষ্ণা দূর হইয়াছে, অমিয়-সাগরে যিনি মগ্ন হইয়া আছেন, তিনি আর জলের তরে জলাশয়ে আশ্রয় লইতে যাইবেন কেন?

যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাদাত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ।
আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে॥

(ক্রমশঃ)

কবিরত্নামৃত, শ্রীরূপপুর।

সংসার-বন্ধন।

সংসারে মানব ভোগবাসনা পূরণ করিবার জন্য প্রকৃত কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইয়া নানাবিধ কায়িক কর্ত্তব্য কর্ম্মে নিযুক্ত রহিয়াছে, বিকর্ম্মে রিরত থাকাহেতু সাধারণের চিত্তরঞ্জনকার্য্যে নিযুক্ত থাকিলে সমাজে ভাললোক বলিয়া পরিচিত হয়, পিতামাতা পুত্র কলত্রাদির ভরণপোষণ, সন্তানাদির শিক্ষা দেওয়া, পুত্র কন্যার বিবাহ দেওয়া, তাহাদের অন্নাদির সংস্থান করা, কুলদেবতাদির পূজা উৎসবাদি করা, অতিথিসৎকার দানব্রতাদির অনুষ্ঠানে এতই বিব্রত যে ইহা ছাড়া মনুষ্যজীবনে আর কিছু করা আছে বলিয়া জানে না কিংবা জানিলেও তাহাদের শুনিবার অবসর নাই বলিয়া কর্ত্তব্যপালনের ছলনায় স্ব স্ব ভোগ-উপকরণ সংগ্রহে ব্যস্ত। ক্ষণিক সুখপ্রদ ইন্দ্রিয়তৌষণ-ব্যাপারে মত্ত থাকিয়া কেবল দুঃখের আবাহন করিতেছে মাত্র, ইহাদের অবস্থা অতীব শোচনীয়। সাধুগণের কৃপার পাত্র এই সকল আশাপাশ মোহগ্রস্ত জীব ত্রিগুণময়ী মায়ার বন্ধনে বদ্ধ হইয়া অনিত্যাসদ্ভূত নশ্বর পদার্থ সংগ্রহ করিয়া সুখভোগে করিবার বাসনায় সংসারে আরও আবদ্ধ হইতেছেন, বন্ধনকে সুখময় জানিয়া মুক্ত হইবার চেষ্টা বা আকাঙ্ক্ষা করে না "অনেকচিত্তবিভ্রান্তাঃ মোহজালসমাবৃতাঃ। প্রসক্তাঃ কামভোগেষু পতন্তি নরকেঽশুচৌ", অনেকচিত্তবিভ্রান্ত বিষয় কামভোগে প্রসক্ত পুরুষেরা মোহজাল দ্বারা আবৃত হইয়া অশুচি অবস্থায় নরকে পতিত হয়।

মানব যখন দেহে আত্মবুদ্ধি করিয়া দেহ ও মনের সুখ লাভের আশায় বিবাহবন্ধনে বদ্ধ হয়, সন্তানাদি লাভ করে এই সকল আমার আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব, এই স্থান আমার জন্মস্থান, এই দেশ আমার স্বদেশ ইহার স্বাধীনতা রক্ষা করিব, শ্রীবৃদ্ধি করিব স্বদেশবাসিগণের উপকার করিব, সুখী করিব, যশস্বী হইব, এমন কীর্ত্তি রাখিয়া যাইব যে মরিলেও আমার নাম অক্ষুণ্ণ থাকিবে, সংসারাসক্ত জীব এই প্রকার নানাবিধ চিন্তায় জীবন অতিবাহিত করিয়া কষ্টে অর্থ উপার্জ্জন ও রক্ষা করে এবং অর্থাদির অভাব ও নষ্টের আশঙ্কায় ভীত হয়, জরা ব্যাধি ও মৃত্যু ভয়ে চিন্তিত থাকে—

"ধনং লজ্জা ভয়ং নিদ্রা জুগুপ্সা চেতি পঞ্চমী।
জাতিকুলং শীলং চৈব সপ্তৈতা পাশাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥

জাতি, কুলশীল, ভয়, লজ্জা, ঘৃণা প্রভৃতি এই পাশে বদ্ধ হইয়া জাতি-কুলকে আরও সমুন্নত করিব এই অভিমান প্রবল করিয়া মানবকের উপরে দাঁড়াইয়া গর্জ্জ প্রকাশ করিতে থাকে। অভাব দূর করিয়া এই সংসারে বাস করিব, এইরূপে কোথকার-কীটের ন্যায় আরও কর্ম্মবন্ধনে বদ্ধ হইয়া জন্মজন্মান্তরব্যাপী ভোগ করিতে থাকে।

বদ্ধজীব মনে করে 'এটা আমার সংসার, আমরা এই ত্রিগুণময়ী মায়ার দাস, আমি মনুষ্য পশু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, এমন কি আমি আমার পূর্ব্ব সৎকর্ম্মের ফলে ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। আমি কুলীন, পণ্ডিত, ধনী, অন্য জাতি আমা অপেক্ষা নীচ আর এক জন অভিমান করে 'আমি নীচবর্ণ, নির্ধনী বা পুণ্যবান্ সুখী দুঃখী, বালক বৃদ্ধ'। এইরূপ অভিমান ঐ প্রকার ব্যক্তি করিয়া দেশের জাতির বিদ্যার শিল্পের উন্নতি করা কর্ত্তব্য বিবেচনা করে। কেহ কেহ ইহকাল ও পরকালের সুখবিধায়ক দেব দেবীর উপাসনা করা কর্ত্তব্য মনে করে। কর্ম্মফলভোগী হইয়া কভু স্বর্গে, কভু নরকে, কভু মর্ত্ত্যে, কভু দাস, কভু প্রভু হইয়া সংসারে বিচরণ করিতে থাকে—ইহাই জীবের সংসার-বন্ধন।

মিথ্যা সুখে দেখি সব লোকের আদর।
বৈষ্ণবগণ দুঃখ ভাবেন অন্তর॥
কৃষ্ণ বলি সর্ব্বগণ করেন ক্রন্দন।
এ সব জীবেরে কৃপা কর নারায়ণ॥
কেন দেহ পাইনু করে নাহি ভৈল মতি।
কত কাল গিয়া আর ভুঞ্জিব দুর্গতি॥
যে নর শরীর পাই যেবে কাম্য করে।
তারা ব্যর্থ যায় মিথ্যা সুখের বিহারে॥

পরদুঃখমোচনকারী সর্ব্বজীবের সুহৃদ্ সাধুগণ কৃপাপরবশ হইয়া জীবের দ্বারে দ্বারে যাইয়া ত্রিতাপে তাপিত

বদ্ধজীবকে বন্ধনমুক্ত করিয়া শান্তির শীতল ছায়া পাইবার উপায়স্বরূপ প্রকৃত কর্ত্তব্য কর্ম্ম বুঝাইবার চেষ্টা করেন, এবং অমানী মানদ হইয়া অহঙ্কারী দুর্ভাগা জীবকে বলেন, জীব সহজ হও। মানুষের গর্ব্ব করিবার কিছুই নাই। কাল বিশাল বদন ব্যাদান করিয়া জীবের দম্ভকে গ্রাস করিতেছে। সব যাইবে। এক ভক্তিই জীবের জীবন-জ্বালা জুড়াইবার উৎকৃষ্ট সম্পত্তি। ভক্তিতে গলিয়া অহঙ্কার প্রকৃতি বড় শীঘ্র জীর্ণ হইয়া যায়। জীব গর্ব্ব পরিহার কর।

তখন ইন্দ্রিয়তর্পণরত শোচ্যজীব ঐ সকল কথায় কর্ণপাত না করিয়া সাধুগণকে অর্থান্বেষী, স্বার্থপর, তাহার কষ্টার্জ্জিত অর্থের অপহরণকারী ও তোমের ব্যাঘাতকারী মনে করিয়া সাধুসঙ্গ হইতে বঞ্চিত হয়। আরও বলেন, সাধুলোক নির্জ্জনে ভজন করিবেন, তাঁহার আবার কৃষ্ণ অর্থের আবশ্যকতা কি? আমি সব বুঝি, আমার কর্ত্তব্য জ্ঞান আছে, আমাকে বুঝাইতে হইবে না বলিয়া সাধুকে উপদেশ প্রদান করিতে গিয়া দুইটা প্রকাশ করে।

কলহন্ত কৃষ্ণ আর কৃষ্ণহন্ত জন।
নম্রতা সে তাহার স্বভাব অনুক্ষণ॥

এই সকল অবিদ্যাগ্রস্ত দুর্ভাগা অচৈতন্য জীবের চৈতন্য সম্পাদন করিবার জন্য করুণাবতার মহাবদান্য শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যদেবের চিন্ময়ী বাণী কীর্ত্তন করিয়া অধোক্ষজী পতিতপাবন সাধুগণ জীবের সুকৃতির উদয় করিয়া থাকেন।

"বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, লহ কৃষ্ণনাম।
কৃষ্ণ—মাতা, কৃষ্ণ—পিতা, কৃষ্ণ—ধনপ্রাণ॥
তোমরা সকলে লহ কৃষ্ণের শরণ।
কৃষ্ণ নামে পূর্ণ হউক সবার বদন॥
নিরবধি শ্রবণে শুনহ কৃষ্ণনাম।
কৃষ্ণ হউক তোমা সবাকার ধনপ্রাণ॥

যেন বদ্ধজীব এই দুস্তর ভবসমুদ্রে উচ্চনীচ নানা যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া হাবুডুবু খাইয়া কোন অজ্ঞাত সুকৃতিবলে দুর্লভ মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়া জন্মার্জ্জিত পুণ্য পুঞ্জবলে পাপক্ষয় হইলে সৌভাগ্য লাভ করিয়া সাধুগুরুর চরণে প্রপন্ন হয়।

যেষাংত্বন্তগতং পাপং জনানাং পুণ্যকর্ম্মণাম্।
তে দ্বন্দ্বমোহনির্ম্মুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতাঃ॥ গীতা

সাধুগুরুর চরণে আশ্রিত হইয়া নিবেদন করে প্রভো!

তোমাতে সে যোগে শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণশক্তি।
তুমি সে দিবারে পার কৃষ্ণপ্রেমভক্তি॥
একেত তোমায় আমি লইনু আশ্রয়।
তাহা কর যেমনে আমার ভাল হয়॥
কি বিধি করিব মুক্তি থাকিব কিমতে।
যে মতে না পড়ো মু এ এ সংসারকূপে॥
সব উপদেশ মোরে কর অবধারণ।
আমি সে তোমার হই জান সর্ব্বক্ষণ॥

তখন ভাগ্যবান্ জীব সর্ব্বান্তঃকরণে শ্রীগুরুচরণে আত্ম-সমর্পণ করিয়া বলেন, প্রভো! আমি নিরাশ্রয়, এই সংসারা-নল হইতে কিরূপে বিশ্রাম লাভ করিব! আমি ইন্দ্রিয়-তোষণব্যাপারে নিযুক্ত থাকিয়া অনেক চেষ্টা করিয়াও কিছুতেই শান্তি লাভ করিতে পারিলাম না, ইন্দ্রিয়গণের বশে এতদিন চলিলাম, তাহারাও আমাকে কৃপা করিল না। দুর্ব্বার ইন্দ্রিয়গণকে দমন করিতে আমি অক্ষম। এখন আমি বুঝিয়াছি যে, নিজ চেষ্টায় এই বিপদ্ হইতে উদ্ধার পাইতে পারিব না, আপনি পতিতউদ্ধার কৃপা করিয়া সেই নিত্যানন্দের সুশীতল চরণছায়ায় স্থান দান করুন। এই বলিয়া ধর্ম্মবিমূঢ়চিত্ত কার্পণ্যদোষে অভিভূত জীব জিজ্ঞাসা করেন—

"যচ্ছ্রেয় স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে
শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নং॥"

তখন সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ গুরুদেব সর্ব্বাঙ্গনাশ্রিতপদ শিষ্যের মনোযোগভঙ্গ ছেদন করিয়া সম্বন্ধজ্ঞানে শিক্ষা দিয়া অভিধেয়-জ্ঞান দান করিয়া কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত করেন।

বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, শুন কৃষ্ণ নাম।
কৃষ্ণ হউক তোমার জীবন ধনপ্রাণ॥

যখন জীব জানিতে পারে যে, এই সংসার—কৃষ্ণবহির্ম্মুখ জীবের কারাগার। এখানে অবিদ্যা জ্বালা সর্ব্বদা বিরাজমান, এখানে শোকদুঃখস্পৃহাপরিচয়ের নিত্য বিদ্যমান, এখানে আবার বাসস্থান নয়। তখন দুঃখ করিয়া সুখভোগের আশায়

থাকিতে হইবে না, 'আমি কৃষ্ণের সন্তান আমি চেতন, অচেতন পদার্থে কেন বদ্ধ থাকিব? আমি বৈকুণ্ঠবাসী অণুচৈতন্য জীব, পূর্ণচৈতন্যবিগ্রহের সেবা করিয়া মুক্ত হইব। প্রেমদাতা নিত্যানন্দের চরণে আশ্রয় লইলে স্বধামে স্বধর্মে থাকিয়া কৃষ্ণসেবা করিয়া পরমানন্দ লাভ করিতে পারি।

"তাবদ্ভবদ্ভয় ইতঃ চিন্তাসোপানপদ্ধতে।
যাবৎ কমলপত্রাক্ষ ন স্মরামি জনার্দ্দনম্॥"

চিন্তাসোপানপদ্ধতে সেই পর্য্যন্ত দুঃখ, যে পর্য্যন্ত যে কমলপত্রাক্ষ জনার্দ্দনকে স্মরণ করিতে না পারি। তখন ভাগ্যবান্ জীব অসৎসঙ্গ ত্যাগ করিয়া ভক্তিপ্রতিকূল কর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক সাধুর বৃত্তিতে থাকিয়া অনর্থনিবৃত্তি হইলে স্বরূপজ্ঞানলাভ করতঃ অনিত্যবন্ধন ছেদন করিয়া মুক্তিলাভে সমর্থ হয় ও অনন্যশরণ হইয়া কৃষ্ণভজন করিতে থাকে। ভক্তগণ কখনও সাযুজ্যমুক্তি বা নির্ব্বাণমোক্ষ বাঞ্ছা করেন না। আত্মসুখান্বেষী অভক্তগণ এই সংসারে বারংবার জন্মগ্রহণ করিয়া দুঃখভোগ করিতে হয় ইহা অপেক্ষা ভোগ ত্যাগ করিয়া বা বাসনার বশ না হইয়া সুখদুঃখের অতীত প্রস্তরবৎ অবস্থা লাভ করা ভাল. যোগ করেন কিংবা যোগ অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মনির্ব্বাণলাভের চেষ্টা করেন। কেহ কেহ নিজ নিজ সুবিধালাভের জন্য ত্রিবর্গসিদ্ধি মোক্ষ পর্য্যন্ত দিনকতক শিবাদি দেবতাচতুষ্টয়ের উপাসনা করেন, সিদ্ধিলাভের পর আর ভজন করিতে প্রস্তুত নহেন। তখন তিনি তাঁহার প্রভুর আসনে বসিতে প্রস্তুত এইরূপ দুর্দ্দৈববশতঃ অজ্ঞ জীব সর্ব্বারাধ্য সর্ব্বাবতারকারণ ব্রহ্মণ্যদেব শ্রীকৃষ্ণভজনে পরাঙ্মুখ হইয়া অধঃপতিত হন।

শুদ্ধভক্ত জানেন যে "আমি কৃষ্ণের নিত্যদাস, মায়াধীশ বিষ্ণুবৈষ্ণবের সেবা করাই আমার স্বধর্ম্ম, আমি এ সংসারের ভোক্তা নই, দিনকয়েকের জন্য জন্ম, ঐশ্বর্য্য প্রভৃতির অভিমান লইয়া কর্ত্তা সাজিবার পরিবর্ত্তে ভগবানের ও ভক্তের সেবা করাই আমার কর্ত্তব্য।" ভক্তগণ সংসারদাবানলে দগ্ধ কৃষ্ণবহির্ম্মুখ জীবগণকে কৃষ্ণভজনে উন্মুখ করিবার জন্য হরিকথাকীর্ত্তনে সর্ব্বদা তৎপর।

সংসারনির্ম্মুক্ত ভক্ত সর্ব্বভূতে দয়াবিশিষ্ট তাঁহার দ্বেষ্য কেহই নাই। কৃষ্ণৈকশরণ মমতাহীন অহঙ্কারশূন্য, অক্রোধ, প্রশান্ত, সত্যসেবকী, কৃষ্ণসেবা ছাড়া আর কিছু সত্য আছে বলিয়া তিনি জানেন না।

হরিজনবিমুখ, অন্যাভিলাষী, বিষয়ভোগী, অভক্তভোগবাসনাবদ্ধ জীবগণ উক্ত মুক্তপুরুষগণকে তাহাদের মত ভোগী, কর্ম্মযোগপর, স্বার্থপর মনে করে এবং বিষ্ণুবৈষ্ণবে অপরাধী হইয়া দুর্গতি লাভ করেন। কিন্তু ভক্তসঙ্গপ্রভাবে সাধুগণ নিজ ইন্দ্রিয়তর্পণোদ্দেশে বা অন্যকে ইন্দ্রিয়তর্পণ হইবার জন্য কিছুমাত্র প্রয়াস প্রদর্শন করেন না।

ইত জগতে সাধুবেশধারী, ইন্দ্রিয়লম্পট বিষয়ভোগপরায়ণ, গুরুক্রব বা বৈষ্ণবসজ্ঞার সজ্জিত অসদাচারীর অভাব নাই, তোষণপ্রস্তুতজনগণ এই সকল বিদ্যাভাবীর বাক্‌চাতুর্য্যে মোহিত হইয়া অসত্যকে সত্য বলিয়া আদর করে শেষে বঞ্চিত ও প্রতারিত হইয়া অধঃপতিত হয়, প্রকৃত ভজনশীল সাধুর চরণাশ্রয় না করিলে সজ্ঞানের উদ্ধার পাইবার কোন আশা নাই, সাধুগুরুচরণাশ্রয়ে কৃষ্ণভজনই জীবের একমাত্র কর্ত্তব্য।

অতএব সর্ব্বভাবে ঈশ্বর-শরণ।
ছাড়িলে সে ভক্তি হয় খণ্ডয়ে বন্ধন॥

হরিজনকিঙ্কর—
শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র দাসাধিকারী; মেদিনীপুর।

"কর্ম্মচক্র"

কিং কর্ম্ম কিমকর্ম্মেতি কবয়োঽপ্যত্র মোহিতাঃ।
তত্তে কর্ম্ম প্রবক্ষ্যামি যজ্ জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ॥

সাধারণ বিচারে ঈশ্বর, জীব আর মায়া তিনটী বস্তু জানা যায়। এই তিনটী সত্যই নিত্য। একটু ভাল ক'রে বিচার করলে আর দুটী তত্ত্ব পাওয়া যায়—কাল আর কর্ম্ম। এ দুটীও নিত্য। ঈশ্বরের অপর নাম ভগবান্; তিনি শক্তিমান্। শক্তি তিন প্রকারের চিৎ, জীব ও মায়া। চিৎ পরা শক্তি, জীব তটস্থাশক্তি, মায়া ছায়া শক্তি। ভগবান্ মায়াধিরাজ। চিৎশক্তি পাইবার্থী, জীব দাস; আর মায়া বাহিরের দাসী। চিৎশক্তি পরিপূর্ণা, জীব চিতের কণা

আর মায়া তাহার ছায়া। জীবের স্বভাব তটস্থ, তার জন্য ভগবান্‌কে ভালবেসে অনন্য হতে (চিৎ রাজ্যে) ও থাকতে পারে, মায়াকে ভালবেসে বহির্ম্মুখতেও (জড়রাজ্যে) থাকতে পারে। অণু সত্তা, অণুজ্ঞান, অণু স্বাতন্ত্র্যবলে চিতের বন্ধেরও উপযুক্ত; মায়ার বন্ধেরও উপযুক্ত। জীব সেইজন্য দু'রকমের, বদ্ধ আর মুক্ত। অনন্ত বহুলের জীবকে মুক্ত বলে। আর মায়ার দোষটা যে সাধে, সে বাইরে বাইরেই থাকে - অন্তরে যাবার অধিকার নেই—এমন যে সাধে তাকেই বদ্ধ বলে। জীবের নিত্যধর্ম হ'ল ভগবানের সেবা, আর আপনা ভুলে তাঁকে ভালবাসা। তাই যারা ভগবান্‌কে ভালবাসে না ও তাঁর সেবা করে না, এমন কি, তাঁকে পর্যন্ত ভুলে যায়, তারা অপরাধী ব'লে গণ্য হয়। মায়াদাসী সেই অপরাধ পেয়ে এই জগৎ-জেলখানায় আনে—তাদিগকে দণ্ড দেবার জন্য। জীবের সঙ্গের আবরণ হোল ঐ বুদ্ধিনাশ কলুষগুলির জন্যে।

আগুন যেমন তাপ দেয়, আলো দেয়, জীবের তেমনি ওই কৃষ্ণসেবা আর তাঁকে ভালবাসাই নিত্যধর্ম। জীবের স্বরূপগত এই নিত্যধর্ম দুটী আগুনের ধর্ম্মের মত নিত্যই আছে। জীবের ত আর সত্তা ঘোচার না, তাই তার ধর্ম্মও ঘোচার না। জীব যেমন দুরকমের, তার অবস্থাবিশেষে কর্ম্মও দুরকমের, নিত্য আর নৈমিত্তিক। নিত্য আগে বোলেছি, নৈমত্তিক ক্রিয়া নিত্যকর্ম্মেরই বিকৃত অবস্থা। আগুন যেমন ঠিক্ ঠিক্ জিনিসে যোগ না হ'লে কোথাও তাপ দেয় না, কোথাও আলোক দেয় না, কোথাও বা পোড়ায় না, রেশমীয়ে আগুন আছে পোড়ায় না ইত্যাদি। তা বোলে মূল-ধর্ম্মটী দোষা যেন বলা যায় না, ঘুমিয়ে থাকার মত থাকে, উপযুক্ত বস্তুর যোগে জোরেই জেগে উঠ্‌বে। যেমন দেশলাই বাক্সর ঘষ্‌লেই জ্বলে উঠে। জীব যখন বদ্ধ হয়, তখন সে নিজের সত্তাকে মায়িক ব'লে মনে করে; ভগবানের সেবা-কর্ম্ম মায়ার সেবায় লাগিয়ে দেয়, আর আপনাকে আপনি ভালবাসে। নিত্যকর্ম্মটী বদ্ধতা নিমিত্তকে পেয়ে নৈমিত্তিক হোয়ে দাঁড়ায়।

মায়ার অর্থে যেমন ভগবানের তিনটী শক্তিকে বুঝালেও প্রধানকেই মুখ্যভাবে বুঝায়, আর আত্মা বুদ্ধি পুরে যেমন ঈশ্বর, জীব, মায়াএই তিনটী বস্তুকে বুঝালেও ঈশ্বরকেই মুখ্যভাবেই বুঝায়, সেই রকম কর্ম্ম বোল্‌তে বদ্ধজীবধর্ম্মগুলি আমাদের বদ্ধদশার কাজকেই মুখ্যভাবে বুঝায়। বদ্ধ মুক্ত দুই দশাতেই থাকে বোলে, কর্ম্মকে অনাদি বলে। জীবের মুক্তদশায় সেবাকর্ম্ম বদ্ধ হোলে কর্ম্মটা বিকৃত হ'য়ে যায়, ও অবস্থা বুঝে অনেক রকম ব্যবস্থা হয়। যথা,—যজ্ঞ, যাগ ইত্যাদি এখানের ভাল কর্ম্ম। চুরি, হত্যা ইত্যাদি খারাপ কর্ম্ম। আবার দেশ, কাল, পাত্র অনুসারে দেশসেবা, দেবসেবা, পিতৃসেবা নানারকম নাম হয়। ভগবানের ভালবাসা-ধর্ম্ম বাইরের দিকে গিয়ে দেবভক্তি, পিতৃভক্তি, দয়া ইত্যাদি নাম ধরে। দেহে আমি মনে করা জীব, আপনাকে ভালবাস্‌তে গিয়ে দেহটা আর তার সম্বন্ধে যা পায় তাকে ভালবাসে। ভগবান্‌কে ভালবাসা জীবের যত গুণ, মায়াকে ভালবাসা তত খারাপ গুণ। মায়াকে বেশী ভালবাসা জীবের যখন স্বভাবের মত হোয়ে দাঁড়ায়, তখন ভগবান্ জীবের দুখ্ দেখে তাঁকে মনে পড়াবার জন্য নানারূপ বেদশাস্ত্র প্রকাশ করেন ও আপনার তত্ত্ব জানাবার চেষ্টা করেন। চরিতামৃতে আছে,—

মায়ামুগ্ধ জীবের নাহি কৃষ্ণ-স্মৃতি-জ্ঞান।
জীবেরে কৃপায় কৈল কৃষ্ণ বেদপুরাণ।

পূর্ব্বকালে ভগবান্ যখন দেখ্‌লেন যে, তাতেও জীব আমাকে মনে করে না, মায়ার সেবাকর্ম্ম বেশ করছে, তখন ঐ মায়িক কর্ম্মটারই একটা বাঁধাবাঁধি ব্যবস্থা ক'রে দেন, যাতে ক্রমোন্নতি হবে। নৈমিত্তিক কর্ম্মটাকে বর্ণ আর আশ্রম ভেদে চার চার আটরকম। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি বর্ণ আর ব্রহ্মচর্য্য গার্হস্থ্য প্রভৃতি আশ্রমভেদ; যার যেমন স্বভাব তার তেমনি বর্ণাশ্রম ভগবান্ নির্দ্দিষ্ট কোরে দিলেন। বর্ণাশ্রমভেদে যে কর্ম্মের বিধি-ব্যবস্থা রইল, তার গৌণ তাৎপর্য্য ক্রমোন্নতি যথা—

"বৃত্ত্যা স্বভাবকৃতয়া বর্ত্তমানঃ স্বকর্ম্মকৃৎ।
ক্রিয়া স্বভাবজং কর্ম্ম শনৈর্নির্গুণতামিয়াৎ।"

আর মুখ্য তাৎপর্য্য রাখ্‌লেন ভগবানের সন্তোষ তাঁর ভগবানের কথায় শ্রদ্ধা, যথা ভাগবত—"যদ্যচ্ছয়া মৎকথাদৌ

নিষিদ্ধমিতোবশম্" ও হরি কথায় মতি না জন্মালে দোষ যায়।—শিবস্যৈবকথায়ন্তু যঃ নোৎপাদয়েৎ মতিং প্রমাণং হি কেবলম্।" বর্ণাশ্রমধর্ম্মই মূল তাৎপর্য্য নয়; যদি কেউ মনে করে তা ভুল; তাতে কেন অধঃপাতই হয়। যথা—

"চাতুর্ব্বর্ণ্যাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে।
স্বকর্ম্ম করিলে সে রৌরবে পড়ি মজে॥

মুখবাহু (ইত্যাদয়ঃ) ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ॥ (ভাঃ)—মূলবিধি কৃষ্ণস্মরণ, আর অবিধি বিস্মরণ। অবিধি বা নিষেধ যে কর্ম্ম তা হতেই দণ্ডের প্রথম আরম্ভ। জগৎ-জেলখানার মত সামান্য জেলখানারও শাস্তিপুরস্কারের ব্যবস্থা আছে। বিধি মানলে ভাল ও নিষিদ্ধকাজ করলে দুঃখ বাড়ে। নিষিদ্ধ কর্ম্মের অনেক রকম দণ্ডের ব্যবস্থা আছে। জীব যে কর্ম্ম করে, তাতে ভাল করুক আর মন্দ করুক ফল ভুগতেই হবে। জেলে যেমন দণ্ড পুরস্কার আগেই পেয়ে থাকে আর কালই পাক্ পাবেই। ভাল কাজ করে স্বর্গাদিলোকে ভদ্রসুখ পায় মন্দ করলে নরকে দুঃখ পায়; চুরাশি লক্ষ প্রকারে জন্ম তার মুরকির্ করে হয়। সকল জন্মের মধ্যে মানুষ জন্মটাই খুব দুর্লভ, যাতে এই জন্মটীতে ভজন করে ভগবান্‌কে পাবার সুযোগ আছে। পশুর মত খাওয়া ঘুমান ইত্যাদিতে যেতে হইলে আবার পশুজন্ম নেতে হবে। এমন দুর্লভ জন্মটাও গেল, এমন সুযোগ হেলায় গেল। নিষিদ্ধ কাজ করলে ভগবান্ যে দণ্ডের ব্যবস্থা, করেছেন তাতে তাঁর দয়ারই পরিচয় পাওয়া যায়। দণ্ড পেলে যদি মানুষের অনুতাপ বা মায়াতে বিরক্তি এসে আমাকে (কৃষ্ণকে) মনে পড়ে গিয়ে ভজন করে তবে আমাকে পাবে। মানুষই এই সুযোগ পায়, পশুরা পায় না ব'লে তাদের দণ্ডেরও ব্যবস্থা নাই।

যদি বলা যায় যে, যে যা কাজ করবে সে তার মত দণ্ড ও পরলোকে পাবেই তবে এখানে দণ্ডের ব্যবস্থা কেন? তাহার উত্তর—

স্বর্গিণঃ পততং বিষ্ণুর্নির্ম্মর্য্যো ন জাতুচিৎ।
সর্ব্বে বিধিনিষেধাঃ স্যুরেতয়োরেব কিঙ্করাঃ॥

বিষ্ণুপুরাণ।

সকলরকম বিধি নিষেধ বিষ্ণুস্মরণের মধ্যে আছে। স্মরণ শুধু বিস্মরণ দোষ। এই মূলদোষ ধ'রে মুখ্য দণ্ড পূর্ব্বে লেখেছি। গৌণ দণ্ডও ঐ পূর্ব্বোক্ত গৌণবিধির মূল হওয়ায় হয়। মনে থাকে যেন, গৌণ বিধির ফল মুখ্যবিধি। জগতের নিষিদ্ধ কাজ করলে জগতের বিশৃঙ্খলা ঘটবে ব'লে এইও দেওয়ার ব্যবস্থা। জীব মায়িক বুদ্ধিতে যা চোখে দেখবে সেইটী সত্যি বলে মেনে নিবে, দৃষ্টের চাক্ষুষ ভাবনা। আজ পর্য্যন্ত তাঁর লিখা প্রবিষ্ট পাপ কর্ম্ম ধর্ম্ম স্বর্গ নরকাদি মানে না। তাই ভগবান্ এই প্রত্যক্ষে দণ্ডের ব্যবস্থা করলেন। মনু সংহিতা আদি সকলের গ্রন্থে তা জানা যায়। যখন জীব গৌণবিধিকেই মুখ্য ব'লে মেনে নেয়, তখন ঐ মূলবিধি জানাবার জন্যে হয় ভগবান্, না হয় নিজের লোক পাঠিয়ে দেন। জগতের ভাল কাজের ফলে যখন চিত্ত শোধিত হয় বা ভগবান্ ভক্তের নিকট কৃপা পায়, তখন উহুঁতে উঠে। এই জন্যই ব'লে সাধারণ নিয়ম। চিত্তশোধন হলেই শ্রদ্ধা জন্মায়, সাধুসঙ্গতি, ভক্তি ও ভগবান্‌কে পায়। না হলে আবার ঘুরতির খেতে থাকে।

জগতে যে প্রায়শ্চিত্তাদি দণ্ডের ব্যবস্থা দেখা যায়, তাহাও ঐ মূল বিধিকে লক্ষ্য ক'রে। এমন কি, ঐ মূল বিধিস্মরণই উত্তম প্রায়শ্চিত্ত বলে গণনা করা যায় যথা—

"তস্মাৎ পাপেষ্বভূতাসো বৈ যত্ন পুনঃ প্রজায়তে।
প্রায়শ্চিত্তন্তু তৎপ্রোক্তং ভবিষ্যত্তত্ত্বং পরম্॥ বিষ্ণুপুরাণ॥

বিষ্ণুস্মরণে নৈমিত্তিক কর্ম্মের দোষ পর্য্যন্ত নষ্ট করে দেয়—

যথাগ্নিঃ সুসমৃদ্ধার্চ্চিঃ করোত্যেধাংসি ভস্মসাৎ।

তথা মদ্বিষয়া ভক্তিরুদ্ধবৈনাংসি কৃৎস্নশঃ॥ ভাঃ ১১ঃ সিঃ

সৎসঙ্গে জীবের নিত্যকর্ম্ম ছেড়ে উঠলেই আর তা নষ্ট হয় না; যেমন বেদালোকের কাঠিটাকে পুড়িয়ে ফেলে তার আগুন, তেমনি নিত্যকর্ম্ম ভক্তি নৈমিত্তিক কর্ম্মের ক্ষেত্রে এই জড় দেহটাকে নষ্ট করে দেয়। কিন্তু কদাচিৎ ঐ ভগবদ্ভক্তি মূলবিধি ছেড়ে দেহে নিত্যকর্ম্মে বাধা জন্মায়, তার দৃষ্টান্ত ভরত রাজা। হরিস্মরণ ছেড়ে হরিণ স্মরণ করেছিলেন, সেই দোষে হরিণযোনিতে জন্ম। কিন্তু নিত্যকর্ম্মের যা করা হয় তা খোয়ায় না; মানুষজন্ম হোলেই সেইখান থেকে আরম্ভ হয়। সেইজন্য গীতায়

ভগবান্ জগতের লক্ষ কোরে অর্জ্জুনকে বোলেছিলেন যে—

অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ।
তস্যাহং সুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ

ভবরোগনাশের অব্যর্থ মূল বিধি, সাধনের মধ্যে সুলভ সাধন ভগবান্‌কেও সুলভে পাওয়া যায়। জীব চিত্তাকর্ষের আরম্ভ যেদিন থেকে তার সেদিন থেকেই নৈমিত্তিক কর্ম্ম-চক্র থেমে যায়। নৈমিত্তিক বিধিনিষেধের অতীত পুরুষ নিরন্তর আপনার নিত্য কর্ম্মে লেগে থাকে। নিত্য পুরুষকে নিত্য কোরে নিত্যানন্দ ভোগ করে। ইতি

বৈষ্ণবদাসানুদাস—

কবিভূষণ শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেনশর্ম্মা।

শ্রীক্ষেত্রে রথযাত্রা।

শ্রীশ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু আমাদিগকে বলিতেছেন—

"প্রত্যক্ষ আসিবে রথযাত্রা দরশনে।"

আগামী ১লা আষাঢ় রবিবার শ্রীক্ষেত্রে শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের রথযাত্রা। গৃহস্থগণ আর কালবিলম্ব করিবেন না। শ্রীমহাপ্রভুর দয়ার আবাহন, করুণার ধারা আর উপেক্ষা করিবেন না।

ঐ শুনুন শ্রীমহাপ্রভু আরও বলিতেছেন—

"প্রত্যক্ষ আসিবে সবে গুণ্ডিচা দেখিবারে।"

ঐ দেখুন, প্রভুর ভক্তগণ গৃহাদক্তি গৃহস্বাচ্ছন্দ্য উপেক্ষা করিয়া—

"সবে মিলি নীলাচলে করিলা গমন।"

আপনাদের নিমিত্ত কতই না সুব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন! অহর্নিশ শ্রীহরিকথায় মুখরিতা সমুদ্রতীরে উচ্চ ভূমিতে সুদৃঢ় অট্টালিকা আপনার বিশ্রামের জন্য নির্ম্মিত। বিচিত্র মহাপ্রসাদে আপনার ভবরোগবিনাশের অপূর্ব্ব চেষ্টা;—ভক্তজনগণসনে অমৃতসমুদ্রে অবগাহন। গৌর-প্রেমিকজনের সঙ্গে শ্রীগৌরাঙ্গগণের ভজনস্থলী দর্শন। অত্যাচারকারী অর্থলোলুপ ব্যবসায়ী জনের সঙ্গে নহে—যাঁহারা যথার্থ দয়া ও প্রীতির তরে নিত্যানন্দিজনের নিত্যানন্দ লুটিবার জন্য ব্যাকুল—যাঁহারা আপনাদের সেবার জন্য লালায়িত—যাঁহারা সেবার বিনিময়ে জাগতিক বস্তু চাহেন না—যাঁহারা দয়ালু—বান্ধব, তাঁহাদিগের সঙ্গে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথাগ্রে কীর্ত্তন ও নৃত্য করিয়া মানবজীবনের সার্থকতা সম্পাদন করুন।

ঐ দেখুন

প্রভুর আজ্ঞায় ভক্তগণ প্রত্যক্ষ আসিয়া।
গুণ্ডিচা দেখিয়া যান প্রভুরে মিলিয়া।

আসুন, শ্রীগৌরপ্রিয়জনগণের সঙ্গে গুণ্ডিচা মার্জ্জন করুন। হৃদয়-উদ্যানের ভোগ, ত্যাগ—কর্ম্ম, জ্ঞান—লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠা-প্রাপ্তিচেষ্টার আবর্জ্জনারাশি বিধৌত করুন। চিত্তদর্পণের স্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্য দেখিতে পাইবেন—তাহাতে আপনার নিত্য স্বীয় মুক্তস্বরূপের দর্শনে পুলকিত হইবেন। বুঝিতে পারিবেন, ভবসংসারের বিষয়সমূহের সংঘর্ষে নিত্যকাল যে দাবানল আপনার হৃদয়ে ধাঁউ ধাঁউ করিয়া জ্বলিতেছে তাহা নির্ব্বাপিত হইবে। ত্রিতাপ জ্বালার অবসান হইবে। শ্রীভগবানের সেবারসে আপ্লুত হইয়া অপূর্ব্ব শীতলতা অনুভব করিবেন। জড়ীয় জলের স্পর্শে জড় চর্ম্মের ক্ষণিক উত্তাপ-বিনাশ নহে। এই শীতলতার নিকট জগতের যাবতীয় তাপ নিরস্ত হয়। বিশ্ববাসী জনগণ! আসুন, এই অমৃতপ্রবাহে অবগাহন করুন। ইহা কবির কল্পনা বা বিরহীর প্রলোভনবাক্য নহে। শ্রীমহাপ্রভু আমাদিগের অনাদিস্বরূপবোধে সত্যসন্ধিৎসুচিত্তে কাতর হইয়া স্বয়ং ভক্তভাব অবলম্বন করিয়া আচরণ দ্বারা এই শুদ্ধ-আস্বাদ-বার্ত্তা প্রচার করিয়াছেন। তাঁহার আচরণে তাঁহার প্রচারে কোন কপটতা নাই—কামগন্ধ নাই—আছে শুধু দয়া, প্রীতি। সুতরাং এই অযাচিত করুণার ধারায় আত্মবিসর্জ্জন দিয়া স্বীয় সৌভাগ্যের পরিচয় প্রদান করুন।

উৎসব-ক্ষেত্র
শ্রীপুরুষোত্তম মঠ
ভক্তিকুটী স্বর্গদ্বার, পুরী।

শ্রীচৈতন্যমঠ ও শ্রীগৌড়ীয়মঠ-সমূহের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর।

গৌড়ীয়

শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস তীর্থ মহারাজ। শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ।

তৃতীয় খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার ১৫ই আষাঢ় ১০৩২, ২৭শে জুন ১৯২৫ | ৪৪শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ।

গত ৭ই আষাঢ় রবিবার শ্রীপুরুষোত্তমে শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অপ্রকট মহামহোৎসব মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীগোক্রমের স্বানন্দসুখদকুঞ্জে শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি মন্দিরেও বহু ভক্ত সম্মিলিত হইয়া কীর্ত্তন মহামহোৎসব সম্পন্ন করিয়াছেন।

শুদ্ধ হরিকীর্ত্তনের দুর্ভিক্ষে জগৎ সন্তপ্ত। এইরূপ কীর্ত্তনের অভাবই যে আমাদের সর্ব্ববিধ অভাব ও ভয়ের মূলীভূত কারণ তাহা আমরা বুঝিতে না পারিয়া নানাবিধ কৃত্রিম উপায়ে আধি মোচনের চেষ্টা করিতেছি। যুগধর্ম—শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তন ইহাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর ও কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীগৌরসুন্দরের বাণী। কনককামিনীপ্রতিষ্ঠাদিসংগ্রহের ইচ্ছায় কীর্ত্তনের আবাহন শুদ্ধ হরিসংকীর্ত্তন নহে। উহা অপরাধ মাত্র, উহা দ্বারা শ্রীচৈতন্যচন্দ্রকথিত সর্ব্ববিধ শুভোদয় হয় না। শুদ্ধ হরিকীর্ত্তন শ্রীভগবান্ হইতে অভিন্ন বস্তু। শুদ্ধ হরিকীর্ত্তনে সর্ব্ব অন্যের ভোগমোক্ষ বাসনাদিমলযুক্ত চিত্তদর্পণ পরিমার্জ্জিত হয়, সংসরণযুক্ত সংসারপ্রবিনিবেশ হইতে জীব সম্পূর্ণরূপে নিষ্কৃতি পান, শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনে অখিল কল্যাণ সমুদিত হয়, হরিকীর্ত্তনপ্রভাবে জীব কৃষ্ণভক্তিবহির্ম্মুখিনী জড়-বিদ্যার অহঙ্কার হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া পরাবিদ্যা অর্থাৎ কৃষ্ণ-সম্বন্ধজ্ঞানের অধিকারী হন। তখন শুদ্ধ-ভক্তিপোষণলব্ধ জীব নবনবায়মান সেবানন্দ সুখ লাভ করেন, প্রতিপদেই পূর্ণামৃত রস আস্বাদিত হইতে থাকে এবং সুশীতল কৃষ্ণপাদপদ্মে আত্মার পরম স্নিগ্ধতা সম্পাদিত হয়।

এই শুদ্ধ হরিকীর্ত্তন সম্পদে গৌরসুন্দর প্রচার করিয়াছেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু হরিদাসঠাকুর গৌড়দেশের প্রতি ঘরে ঘরে এই নামহট্ট প্রচার করিয়াছেন। তৎপরে শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভু, ঠাকুর নরোত্তম, শ্রীশ্যামানন্দ ও রসিকানন্দ প্রভু শুদ্ধ হরিকীর্ত্তনের বন্যায় গৌড়দেশ ও উৎকল প্রদেশ প্লাবিত করিয়াছেন।

কিন্তু জগৎ আবার শুদ্ধহরিকীর্ত্তনাভাবে সন্তপ্ত! চতুর্দ্দিকে কেবল অভক্তিদোষযুক্ত কীর্ত্তনের রোল। শাস্ত্র বলিয়াছেন, যেমন দর্পোচ্ছিষ্ট দুগ্ধপানে মানুষের মৃত্যু হয়

তদ্রূপ অন্যাভিলাষী ব্যক্তির মুখেও হরি কীর্ত্তিত হন না, ঐরূপ অপরাধের কীর্ত্তনশ্রবণে কীর্ত্তনকারী ও শ্রবণকারী উভয়েই অন্ধতামস নরকের পথে ধাবিত হয়।

" তামুতো নরকং ঘোরং ব্রজতশ্চ কালমক্ষয়ম্ "

তবে কি শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী নিষ্ফল হইবে ?

" পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম।
সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম॥ "

এই শ্রীমুখবাণী ত' মিথ্যা হইবার নহে। তাই আজ গৌর-নিজজনের আবির্ভাব। শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর আজ আবার অন্যাভিলাষনিষাঘতপ্ত জগৎ হরিনামামৃতধারায় প্লাবিত করিলেন; শুষ্ক হরিকীর্ত্তনের দুর্দ্দিনের দিনে আবার প্রতি দ্বারে দ্বারে হরিকীর্ত্তন প্রচারিত হইল। এমন একদিন আসিবে যে দিন আমরা এই মহাপুরুষের মহানুভবতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া ধন্য হইব। অন্যাভিলাষ, কর্ম্মজ্ঞানের আবরণ থাকিতে তাঁহার মহত্ত্ব সন্দর্শন করিবার যোগ্যতা আমাদের নাই। তাই আমরা মুক্ত কণ্ঠে তাঁহারই ভাষায় বলিতেছি—

"বৈষ্ণব ঠাকুর, দয়ার সাগর,
এ দাসে করুণা করি।
দিয়া পদছায়া, শোধহ আমারে,
তোমার চরণ ধরি।"

ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গ্রন্থরাজিরও বহুল প্রচার হইতেছে। "শরণাগতির" ষষ্ঠসংস্করণ হইয়াছে। গীতাবলীর পঞ্চম-সংস্করণ এবং তাঁহার বহুগ্রন্থের তৃতীয়-সংস্করণ মুদ্রিত হইয়া বহুজীবের কল্যাণ সাধন করিতেছে। শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপায় তাঁহার প্রতিষ্ঠিত "সজ্জনতোষণী" পত্রিকা কেবল গৌড়দেশে আবদ্ধ না থাকিয়া সমগ্র জগতের সজ্জনবৃন্দকে তোষণ করিবার জন্য নব সাজে সজ্জিত হইয়া শীঘ্রই বহির্গত হইবেন। এতদ্ব্যতীত পাঠকগণ তাঁহার বহু বহু গ্রন্থাবলী ও গৌড়ীয়গণের ও সমগ্র 'বৈষ্ণব জগতের অমূল্য গ্রন্থরাজির ভাণ্ডার ক্রমশঃ উন্মুক্ত দেখিতে পাইবেন।

গত ২৪শে জ্যৈষ্ঠ তারিখের "মেদিনীপুর-হিতৈষী" পত্রে 'নারমাদঃস্থতপারিষদে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারের সম্বন্ধে যাহা লিপিবদ্ধ হইয়াছে তাহা গৌড়ীয়পাঠকগণের জন্য নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

"মেদিনীপুর হিন্দুধর্ম্মমণ্ডলীর প্রধান কেন্দ্র নারমা গ্রামে জমিদার শ্রীযুক্ত দ্বারকা নাথ রায় মহাশয়ের বাটীতে সংস্কৃত পরিষদের বার্ষিক উৎসব মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে।

সোমবার অপরাহ্ণ ৪টা হইতে রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার প্রচারকগণ কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া এক সভার অধিবেশন হয়। "গৌড়ীয়" পত্রিকার সম্পাদক পণ্ডিতবর শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি, এ, ও শ্রীপাদ নন্দসুহৃৎ ব্রহ্মচারী 'বৈষ্ণবধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব ও সনাতনত্ব', 'সদ্‌গুরু', 'শ্রৌত পন্থা' প্রভৃতি বিষয়ে অনূন ৭।৮ শত সকল শ্রেণীর হিন্দু নরনারীর সম্মুখে বক্তৃতা প্রদান করিয়া সুমধুর হরিকথা কীর্ত্তন করেন। প্রসিদ্ধ কীর্ত্তনগায়ক শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের মুখে কীর্ত্তনগানশ্রবণে সকলে মুগ্ধ হইয়াছেন।

মঙ্গলবার অপরাহ্ণ ৪টার সময় সংস্কৃত পরিষদের দ্বিতীয় বার্ষিক সাধারণ সভার অধিবেশন হয়। এই সভায় বহু সংখ্যক উচ্চ শিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত, অধ্যাপক ও ছাত্র সহ অনূন দুই সহস্র নরনারীর সমাগম হইয়াছিল।

"গৌড়ীয়" সম্পাদক পণ্ডিতবর শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি, এ মহাশয় সুগভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ ওজস্বিতা-রসাল ভাষায় 'হরি ভজনই যাবতীয় শিক্ষার চরম উদ্দেশ্য' শাস্ত্রীয় প্রমাণমূলে প্রতিপন্ন করিয়া 'দৈব বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা' ও 'বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি নরকের হেতু' বিষয়ে মাত্র অর্দ্ধ ঘণ্টাকাল বক্তৃতা করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীর হৃদয়ে এক নব ভাবের সঞ্চার করেন।

খুলনা খরবাদিয়িয়া গ্রাম নিবাসী পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র দত্ত মহাশয় আর ইহজগতে নাই। তিনি গত ৩১শে জ্যৈষ্ঠ প্রপঞ্চ পরিত্যাগ করিয়া নিত্যধামে গমন করিয়াছেন। তিনি ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ঠাকুরের দীক্ষিত শিষ্য ছিলেন। শুদ্ধবৈষ্ণবগণের মধ্যে তিনি অনেক

সময়ে বাস করিয়া ছিলেন। তিনি বয়সে প্রাচীন হইলেও শুদ্ধভক্তিবিরুদ্ধ প্রচারে তাঁহার উৎসাহ যুবকের ন্যায় ছিল। তিনি এবার শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মোৎসবের সময় শ্রীনবদ্বীপধামে আগমন করিয়াছিলেন এবং ইতঃপূর্ব্বে কিছুকাল শ্রীগৌড়ীয়মঠে অবস্থান করিয়া নিষ্কপটে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ সেবা করিয়াছিলেন।

———

শাস্ত্রবাক্যের ব্যভিচার।

আজকাল জগতে মনোধর্ম্মীর সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়াতে ঐ সকল ব্যক্তি শাস্ত্রবাক্যগুলির নিজ নিজ মনগড়া অর্থ করিতেছেন। বিশেষতঃ অসাম্প্রদায়িক অথবা সম্প্রদায়-রচনাকারী এবং চিজ্জড় সমন্বয়বাদিগণ পূর্ব্ব পূর্ব্ব সাধুত আচার্য্যগণকে সঙ্কীর্ণ-সাম্প্রদায়িক কল্পনা করিয়া ভক্ত-ভাগবত ও বৈষ্ণবচরণে অপরাধ করাহেতু গ্রন্থের মর্ম্মার্থ তাহাদের নিকট প্রকাশিত হইতেছেন না। তথাকথিত সমন্বয়বাদি-গণের ধারণা যে কোনও বিশেষ টীকা বা ভাষ্য আলোচনা করিলে পাঠক তাহার অজ্ঞাতসারে টীকাকারের সঙ্কীর্ণ-সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্ত ও ধারণাদ্বারা পরিচালিত হইয়া নিজের স্বাধীন চিন্তাস্রোতকে হারাইয়া ফেলেন। এইরূপ ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া আজকালকার মনোধর্ম্মী অথবা সম্প্রদায় নিজ নিজ মনোধর্ম্মের দ্বারা শাস্ত্রার্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে ধাবিত হন এবং সারগ্রাহী আচার্য্যগণের প্রদর্শিত পন্থা ও উপলব্ধির কথা পরিত্যাগ করেন। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় যে তাঁহারা তাঁহাদের অপেক্ষা কোটিগুণে শ্রেষ্ঠ আত্মোপলব্ধিযুক্ত আচার্য্যগণকে সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণ-মতপোষক মনে করিয়া নিজেরা মনোধর্ম্মের উচ্ছৃঙ্খলতায় আবদ্ধ হইয়া আত্মোপলব্ধির পথকে চিরতরে রুদ্ধ এবং জগজ্জনে উপস্থিত করে। আহার্য্যগত সংবন্ধায় ও শ্রৌত-পারম্পর্য্যে মহাজনগণের উপলব্ধির দ্বারা প্রবাহিত হইবার জন্যই সম্প্রদায়। কোনও ব্যক্তিবিশেষ বা সম্প্রদায় বিশেষের সহিত বিরোধ বা তাহাদের মনোধর্ম্মের উচ্ছৃঙ্খলতার প্রশ্রয় দিবার জন্য অনাদিকাল হইতে অর্থাৎ শ্রীনারায়ণ, ব্রহ্মা, নারদাদি সাধুতত্ত্বপ্রচারকগণের মুখ হইতে সম্প্রদায় গঠিত হইয়া আসে নাই। মনোধর্ম্মের হাত হইতে রক্ষা করিয়া জীবগণকে আত্মধর্ম্মের পথে অগ্রসর করিবার উদ্দেশ্যেই সম্প্রদায়ের সৃষ্টি। শ্রীমন্-মহাপ্রভু স্বয়ং পূর্ণস্বরূপ ভগবান্ ও অমীন প্রতিভা ও পাণ্ডিত্যযুক্ত হইয়াও নিজকে কোনও সম্প্রদায়ী গুরু অমীন বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। তিনি শ্রীমদ্ গৌড়-পূর্ণানন্দ ব্রহ্মমাধবকে, আবার ব্রহ্মমাধ ব্যাসদেবকে, ব্যাসদেব ব্রহ্মাকে, ব্রহ্মা শ্রীনারায়ণকে গুরু বলিয়া স্বীকার করিয়া-ছেন এবং সম্প্রদায়ের অনুবর্ত্তী বলিয়া প্রত্যেকেই গৌরব অনুভব করিয়াছেন। যিনি কোনও সম্প্রদায়ী গুরুর অনুবর্ত্তী নহেন তাঁহার কথা কোনও বুদ্ধিমান্ লোকেই বহুমানন করেন না। কিন্তু বর্ত্তমানযুগে যিনি যত নিজের মনোধর্ম্মের বাহাদুরী করিতে পারেন, যিনি যত সম্প্রদা-য়িক আচার্য্যগণের বিরোধী হইতে পারেন, যিনি যত মনগড়া শাস্ত্রের ব্যাখ্যা ও অর্থ করিতে পারেন তিনিই তত উদার, অসাম্প্রদায়িক, সনাতনী, মহা সমন্বয়বাদী প্রভৃতি নামে বহির্ম্মুখ মনোধর্ম্মী জগতের নিকট প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া থাকেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ আমরা মহাবদান্য পরম-নির্ম্মৎসর ভাগবতধর্ম্মের প্রচারক শ্রীমন্মহাপ্রভুর দ্বিতীয় স্বরূপ, স্বরূপ দামোদরের—

"যাহ ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে।

* * *

চৈতন্যের ভক্তগণের নিত্য কর সঙ্গ।

তবে ত' জানিবে সিদ্ধান্ত সমুদ্র তরঙ্গ।"

—এই সকল উপদেশকে গৌড়ামি বলিয়া ভক্ত ও ভাগবতচরণে অপরাধ করিতে বিন্দুমাত্রও দ্বিধা করি না। আবার মুখে বলিয়া বেড়াই, "আমরাও শ্রীগৌরাঙ্গদেবকে মানি।" এ মানার অর্থ কি বুদ্ধিমান বিচারকগণ বিচার করিতে পারেন। সমন্বয়বাদী সকলকেই মানেন বলিয়া মুখে প্রচার করেন এইহেতু তাঁহারা মনোধর্ম্মী সমাজে বড়ই আদরের পাত্র। কিন্তু সূক্ষ্মবিচারহীন ব্যক্তিগণ দেখিতে পান যে তাঁহারা বাস্তবসত্যের কোনটাই মানেন না। কেবল নিজ নিজ মনোধর্ম্ম পূর্ণমাত্রায় চালাইবার জন্য বাহিরে অপরের সহিত কপট দাসত্বের ভাব দেখাইয়া থাকেন। এই সকল

"অন্তঃশাক্তা বহিঃশৈবাঃ সভামাং বৈষ্ণবো মতঃ" ব্যক্তিগণ জগতে মহা অনর্থ উপস্থিত করিতেছে। ইহাদের মতে ভাগবত সাম্প্রদায়িক পুঁথি, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীচৈতন্য-ভাগবত গৌড়ীয়তে পরিপূর্ণ পরাধীনগ্রন্থ ইত্যাদি। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় যে, এই সকল বালোচিত ক্রীড়াপর মনোধর্ম্মিব্যক্তিগণ পরমনির্ম্মৎসর গ্রন্থের মাহাত্ম্য এবং সুসিদ্ধান্তপরাণী অবগত নহেন। অথবা তাঁহারা মৈথী মায়া কর্ত্তৃকই এইরূপ মোহিত হইতেছেন। শ্রীমদ্ভাগবত বা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি যেসকল গ্রন্থ সর্ব্বসিদ্ধান্তপূর্ণ সু-সিদ্ধান্তের কোন কথাই বলিতে ক্ষান্ত নাই। তাঁহারা যে কিছু কথা বলিয়াছেন তৎসঙ্গে সঙ্গেই প্রত্যেকটীর শাস্ত্র প্রমাণ ও পূর্ব্ব বৈদিক আচার্য্যগণের বাক্য উদ্ধার করিয়া-ছেন। শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্লোকেই তাহা গ্রন্থকার কৃষ্ণৈকশরণ শ্রীব্যাসদেব কীর্ত্তন করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীচৈতন্যভাগবতাদিগ্রন্থ বহুবিধ শব্দপ্রমাণ উদ্ধার করিয়া যেরূপ দেখাইয়াছেন। যেরূপ বলিতে মনোধর্ম্মিগণমাত্র যাহা মনে করেন, সাত্বতগণ বা গীতাদি শাস্ত্র তাহার মূল্য অধিক প্রদান করেন না। শ্রীগীতা বলেন—

"ত্রৈগুণ্য বিষয়াবেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন।"

অর্থাৎ বেদের যে সকল স্থলে ধর্ম্ম, অর্থ কাম এই ত্রিবর্গের কথা বা তদ্ব্যতিরেক মোক্ষাদির কথা লিপিবদ্ধ হইয়াছে তাহা আত্যন্তিক আত্মকল্যাণকর নহে কিন্তু স্বরূপাবস্থানরূপ যে মোক্ষ অর্থাৎ ভগবৎসেবামূলক মোক্ষই নিস্ত্রৈগুণ্য অবস্থা। তাহাই সাত্বতগণের স্বীকৃত।

আজকাল মনোধর্ম্মিসমাজ বিভিন্ন শাস্ত্রের কদর্থ করিতে-ছেন তাহার উদাহরণ আমরা ক্রমে ক্রমে প্রকাশ করিব। শ্রীগীতায় (৪।১১)—

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।"

এই শ্লোকার্দ্ধ বাক্যটির বর্ত্তমানকালে কিরূপ কদর্থ হইতেছে তাহা বুদ্ধিমান্ পাঠকগণ একটু আলোচনা করিলেই বুঝিতে পারিবেন।

অনেকেই এই শ্লোকটীর অর্থ নিম্নলিখিত ভাবে করিয়া থাকেন—

যিনি যেভাবেই আমাকে ভজনা করুন্না, তিনি আমাকেই পাইয়া থাকেন। কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, তপস্যা যে উপায়েই ভগবানকে ভজনা করা যায় তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। যেমন কোন স্থানে যাইতে হইলে তাহার বিভিন্ন পথ আছে তদ্রূপ ভগবানের নিকট যাইবারও বিভিন্ন পথ, ভগবানকে কালী, দুর্গা, শিব, গণেশ, রাম, হরি, ব্রহ্ম যে কোন নামেই ডাকা হউক না কেন একই কথা। যেমন এক ব্যক্তির ভিন্ন ভিন্ন নাম থাকে এবং তাহাকে যে কোন নামে ডাকিলে তিনি উত্তর প্রদান করেন, তদ্রূপ ভগবান্ সম্বন্ধেও সেই কথা।"

কিন্তু এই সকল কথা বালোচিত মনোধর্ম্মিব্যক্তিগণের মনোরঞ্জক হইলেও সারগ্রাহিব্যক্তিগণ তাহাকে সুসিদ্ধান্তপূর্ণ বলিয়া অনুভব করিয়া থাকেন। আমরা চলিত কথায় বলিয়া থাকি "যেমন কর্ম্ম তেমন ফল।" ইহার দ্বারা এইরূপ অর্থ হয় না যে যিনি চৌর্য্য কার্য্য করিবেন আর যিনি দান করিবেন তাঁহার রাজদ্বারে একইরূপ ফলপ্রাপ্তি হইবে। একজনের উপযুক্ত শাস্তি আর একজনের উপযুক্ত পুরস্কার লাভ হইবে "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে" শ্লোকেও ভগবান্ তাহাই কীর্ত্তন করিয়াছেন। উভয়েরই ফলপ্রাপ্তি ঘটিলেও উভয়ের ফল এক নহে। যিনি স্বর্গাদি কামী হইয়া আধিকারিক দেবতার উপাসনা করিবেন ভগবদ্বহির্ম্মুখিনী মায়া শক্তি তাহাকে ঐ সকল আধিকারিক দেবতাদ্বারা শ্রদ্ধারূপ ফলপ্রদান করিয়া তাহাকে আত্যন্তিক মঙ্গলরূপ ফল হইতে বঞ্চিত করিবেন এবং জন্মমরণসংসারের কর্ম্মচক্রে কভু স্বর্গে, কভু মর্ত্ত্যে ভ্রমণ করাইবেন। আর যাঁহারা নিত্য ভগবৎসেবাপ্রার্থী হইবেন ভগবান তাঁহাদিগকে তাঁহার নিত্য সেবা প্রদান করিবেন। সুতরাং যিনি যে ভাবে ভজন করুন্ না কেন তিনি ভজনানুরূপ ফল প্রাপ্ত হইবেন সত্য, কিন্তু ইহা বিশেষভাবে লক্ষ্য করা উচিত যে, সকলফল সমান নহে। চুরি করার ফল এবং দান করার ফল উভয়ই ফল বটে, কিন্তু ফললাভকালে উভয়ের বিশেষ তারতম্য বর্ত্তমান। ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ-কামীর ফল ও নিত্য অহৈতুকী কৃষ্ণসেবা প্রার্থীর ফল এক নহে। ধর্ম্ম অর্থের ফল নশ্বর স্বর্গাদি, সাযুজ্য মোক্ষাদির ফল আত্ম-বিনাশাদি, অহৈতুকী হরি সেবার উত্তর ফল নিত্য নবনবায়-

মান হরি-সেবাই লাভ বা ভগবৎপ্রেমা। সুতরাং ধর্মার্থকামী, নির্ব্বিশেষ মুক্তিকামী ও হরিসেবাতৎপর ব্যক্তির ফলে 'আকাশ পাতাল' ভেদ।

কোনও ব্যক্তির যদি 'রাম', 'শ্যাম', যদু' এই তিন নাম থাকে, তাঁহাকে যে কোনও নামে ডাকিলে তিনি উত্তর দিবেন; কিন্তু রাম বাবুর ভৃত্য হরিচরণকে যদি রামবাবু বলিয়া ডাকা যায় তাহা হইলে কোনও প্রভুভক্তভৃত্যই তাহাতে উত্তর প্রদান করিতে পারে না। তবে হরিচরণকে রামবাবুর কোনও বিশেষ লোক জানিয়া যদি তাহার নিকট রামবাবুর কথা জিজ্ঞাসা করা হয় তবে তিনি রামবাবুর কিছু বাহ্যিক সংবাদ বলিয়া দিতে পারেন, আর হরিচরণ যদি রামবাবুর অন্তরঙ্গ ভৃত্য হয়, তবে রামবাবুর সম্বন্ধে অনেক গুহ্য সংবাদও প্রদান করিতে পারেন। জড়জগদধিষ্ঠাত্রী জগজ্জননী মহামায়া বা অন্যান্য আধিকারিক দেবতাগণ শ্রীভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি। তাঁহারা ভগবানের আদেশে জগৎ-সৃষ্টি কার্য্যের বিভিন্ন অংশের পরিচালনা করিতেছেন। জগৎসৃষ্টি কার্য্য ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তির কোনও ব্যাপার নহে। চিদ্ধামে যে সকল কার্য্য হইয়া থাকে তাহাই অন্তরঙ্গা শক্তির কার্য্য, উহা যোগমায়াদ্বারা সাধিত হয়। যোগমায়া ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তিবা চিচ্ছক্তি; যাঁহারা চিদ্ধামে ভগবানের সেবা প্রার্থী হন তাঁহারা যোগমায়ার নিষ্কপট কৃষ্ণ-সেবোন্মুখী কৃপালাভ করিয়া থাকেন। আর যাঁহারা জড়জগতের অভ্যুদয় ধর্ম্ম, অর্থ, কাম প্রভৃতি অভিলাষ বাঞ্ছা করেন বা ভগবৎসেবা বিমুখিনী নির্ব্বিশেষ মুক্তি ইচ্ছা করেন তাঁহারা মহামায়া বা ক্ষুদ্রাদি দেবতার উপাসনা করিয়া থাকেন। তাই দেখিতে পাওয়া যায় ব্রজললনাগণ নন্দগোপকুমারকে পতিত্বে লাভ করিবার জন্য অর্থাৎ চিদ্ধামে তাঁহার নিত্য সেবা লাভের জন্য চিচ্ছক্তি যোগমায়ার আরাধনা করিয়াছিলেন। আর সপ্তশতীতেও দেখিতে পাওয়া যায় যে রাজা সুরথ এবং সমাধিনামক বৈশ্য নিজদিগকে বর্ণাশ্রমান্তর্গত কোন অভাবগ্রস্ত জীব মনে করিয়া জড়াধিষ্ঠাত্রী মহামায়ার আরাধনাতৎপর হইয়াছিলেন। তাই, আমরা সপ্তশতীগ্রন্থে জগদম্বার স্তোত্রের স্তুতি পদে দেখিতে পাই।

"রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি।"

ত্বয়ৈতদ্ধার্য্যতে বিশ্বং ত্বয়ৈতৎসৃজ্যতে জগৎ।
ত্বয়ৈতৎপাল্যতে দেবি ত্বমত্স্যন্তে চ সর্ব্বদা॥
বিদ্যাঃ সমস্তাস্তব দেবি ভেদাঃ
স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু।
ত্বয়ৈকয়া পূরিতমম্বয়ৈতৎ
কা তে স্তুতিঃ স্তব্যপরা পরোক্তিঃ॥
সর্ব্বভূতা যদা দেবী স্বর্গমুক্তিপ্রদায়িনী।
ত্বং স্তুতা স্তুয়সে কিং বা ভবন্তু পরমোক্তয়ঃ॥
সর্ব্বস্য বুদ্ধিরূপেণ জনস্য হৃদি সংস্থিতে।
স্বর্গাপবর্গদে দেবি নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥
কলাকাষ্ঠাদিরূপেণ পরিণামপ্রদায়িনি।
বিশ্বস্যোপরতৌ শক্তে নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥
সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥
সৃষ্টিস্থিতিবিনাশানাং শক্তিভূতে সনাতনি।
গুণাশ্রয়ে গুণময়ে নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥
শরণাগতদীনার্ত্তপরিত্রাণপরায়ণে।
সর্ব্বস্যার্ত্তিহরে দেবি নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥
হংসযুক্তবিমানস্থে ব্রহ্মাণীরূপধারিণি।
কৌশাম্ভঃক্ষরিকে দেবি নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥
ত্রিশূলচন্দ্রাহিধরে মহাবৃষভবাহিনি।
মাহেশ্বরীস্বরূপেণ নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥
ময়ূরকুক্কুটবৃতে মহাশক্তিধরেঽনঘে।
কৌমারীরূপসংস্থানে নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥
শঙ্খচক্রগদাশার্ঙ্গগৃহীতপরমায়ুধে।
প্রসীদ বৈষ্ণবীরূপে নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥
গৃহীতোগ্রমহাচক্রে দংষ্ট্রোদ্ধৃতবসুন্ধরে।
বরাহরূপিণি শিবে নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥
নৃসিংহরূপেণোগ্রেণ হন্তুং দৈত্যান্ কৃতোদ্যমে।
ত্রৈলোক্যত্রাণসহিতে নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥
কিরীটিনি মহাবজ্রে সহস্রনয়নোজ্জ্বলে।
বৃত্রপ্রাণহরে চৈন্দ্রি নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥
শিবদূতীস্বরূপেণ হতদৈত্যমহাবলে।
ঘোররূপে মহারাবে নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥
দংষ্ট্রাকরালবদনে শিরোমালাবিভূষণে।
চামুণ্ডে মুণ্ডমথনে নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥
লক্ষ্মি লজ্জে মহাবিদ্যে শ্রদ্ধে পুষ্টি স্বধে ধ্রুবে।
মহারাত্রি মহাঽবিদ্যে নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥
মেধে সরস্বতি বরে ভূতি বাভ্রবি তামসি।
নিয়তে ত্বং প্রসীদেশে নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥
সর্ব্বস্বরূপে সর্ব্বেশে সর্ব্বশক্তিসমন্বিতে।
ভয়েভ্যস্ত্রাহি নো দেবি দুর্গে দেবি নমোঽস্তু তে॥
এতৎতে বদনং সৌম্যং লোচনত্রয়ভূষিতম্।
পাতু নঃ সর্ব্বভীতিভ্যঃ কাত্যায়নি নমোঽস্তু তে॥
জ্বালাকরালমত্যুগ্রমশেষাসুরসূদনম্।
ত্রিশূলং পাতু নো ভীতের্ভদ্রকালি নমোঽস্তু তে॥
হিনস্তি দৈত্যতেজাংসি স্বনেনাপূর্য্য যা জগৎ।
সা ঘণ্টা পাতু নো দেবি পাপেভ্যোঽনঃসুতানিব॥
অসুরাসৃগ্বসাপঙ্কচর্চ্চিতস্তে করোজ্জ্বলঃ।
শুভায় খড়্গো ভবতু চণ্ডিকে ত্বাং নতা বয়ম্॥
রোগানশেষানপহংসি তুষ্টা
রুষা তু কামান্ সকলানভীষ্টান্।
ত্বামাশ্রিতানাং ন বিপন্নরাণাং
ত্বামাশ্রিতা হ্যশ্রয়তাং প্রয়ান্তি॥
এতত্কৃতং যৎ কদনং ত্বয়াঽদ্য
ধর্ম্মদ্বিষাং দেবি মহাসুরাণাম্।
রূপৈরনেকৈর্ব্বহুধাত্মমূর্ত্তিং
কৃত্বাম্বিকে তত্প্রকরোতি কান্যা॥
বিদ্যাসু শাস্ত্রেষু বিবেকদীপে-
ষাদ্যেষু বাক্যেষু চ কা ত্বদন্যা।
মমত্বগর্ত্তেঽতিমহান্ধকারে
বিভ্রাময়ত্যেতদতীব বিশ্বম্॥
রক্ষাংসি যত্রোগ্রবিষাশ্চ নাগা
যত্রারয়ো দস্যুবলানি যত্র।
দাবানলো যত্র তথাব্ধিমধ্যে
তত্র স্থিতা ত্বং পরিপাসি বিশ্বম্॥
বিশ্বেশ্বরি ত্বং পরিপাসি বিশ্বং
বিশ্বাত্মিকা ধারয়সীতি বিশ্বম্।
বিশ্বেশবন্দ্যা ভবতী ভবন্তি
বিশ্বাশ্রয়া যে ত্বয়ি ভক্তিনম্রাঃ॥
দেবি প্রপন্নার্ত্তিহরে প্রসীদ
প্রসীদ মাতর্জ্জগতোঽখিলস্য।
প্রসীদ বিশ্বেশ্বরি পাহি বিশ্বং
ত্বমীশ্বরী দেবি চরাচরস্য॥
আধারভূতা জগতস্ত্বমেকা
মহীস্বরূপেণ যতঃ স্থিতাসি।
অপাং স্বরূপস্থিতয়া ত্বয়ৈতদ্
আপ্যায়তে কৃত্স্নমলঙ্ঘ্যবীর্য্যে॥
ত্বং বৈষ্ণবী শক্তিরনন্তবীর্য্যা
বিশ্বস্য বীজং পরমাসি মায়া।
সম্মোহিতং দেবি সমস্তমেতত্
ত্বং বৈ প্রসন্না ভুবি মুক্তিহেতুঃ॥
বিদ্যাঃ সমস্তাস্তব দেবি ভেদাঃ
স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু।
ত্বয়ৈকয়া পূরিতমম্বয়ৈতৎ
কা তে স্তুতিঃ স্তব্যপরা পরোক্তিঃ॥
সর্ব্বভূতা যদা দেবী স্বর্গমুক্তিপ্রদায়িনী।
ত্বং স্তুতা স্তুয়সে কিং বা ভবন্তু পরমোক্তয়ঃ॥
সর্ব্বস্য বুদ্ধিরূপেণ জনস্য হৃদি সংস্থিতে।
স্বর্গাপবর্গদে দেবি নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥
কলাকাষ্ঠাদিরূপেণ পরিণামপ্রদায়িনি।
বিশ্বস্যোপরতৌ শক্তে নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥
সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥
সৃষ্টিস্থিতিবিনাশানাং শক্তিভূতে সনাতনি।
গুণাশ্রয়ে গুণময়ে নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥
শরণাগতদীনার্ত্তপরিত্রাণপরায়ণে।
সর্ব্বস্যার্ত্তিহরে দেবি নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥
হংসযুক্তবিমানস্থে ব্রহ্মাণীরূপধারিণি।
কৌশাম্ভঃক্ষরিকে দেবি নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥
ত্রিশূলচন্দ্রাহিধরে মহাবৃষভবাহিনি।
মাহেশ্বরীস্বরূপেণ নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥
ময়ূরকুক্কুটবৃতে মহাশক্তিধরেঽনঘে।
কৌমারীরূপসংস্থানে নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥
শঙ্খচক্রগদাশার্ঙ্গগৃহীতপরমায়ুধে।
প্রসীদ বৈষ্ণবীরূপে নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥
গৃহীতোগ্রমহাচক্রে দংষ্ট্রোদ্ধৃতবসুন্ধরে।
বরাহরূপিণি শিবে নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥
নৃসিংহরূপেণোগ্রেণ হন্তুং দৈত্যান্ কৃতোদ্যমে।
ত্রৈলোক্যত্রাণসহিতে নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥
কিরীটিনি মহাবজ্রে সহস্রনয়নোজ্জ্বলে।
বৃত্রপ্রাণহরে চৈন্দ্রি নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥
শিবদূতীস্বরূপেণ হতদৈত্যমহাবলে।
ঘোররূপে মহারাবে নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥
দংষ্ট্রাকরালবদনে শিরোমালাবিভূষণে।
চামুণ্ডে মুণ্ডমথনে নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥
লক্ষ্মি লজ্জে মহাবিদ্যে শ্রদ্ধে পুষ্টি স্বধে ধ্রুবে।
মহারাত্রি মহাঽবিদ্যে নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥
মেধে সরস্বতি বরে ভূতি বাভ্রবি তামসি।
নিয়তে ত্বং প্রসীদেশে নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥
সর্ব্বস্বরূপে সর্ব্বেশে সর্ব্বশক্তিসমন্বিতে।
ভয়েভ্যস্ত্রাহি নো দেবি দুর্গে দেবি নমোঽস্তু তে॥
এতৎতে বদনং সৌম্যং লোচনত্রয়ভূষিতম্।
পাতু নঃ সর্ব্বভীতিভ্যঃ কাত্যায়নি নমোঽস্তু তে॥
জ্বালাকরালমত্যুগ্রমশেষাসুরসূদনম্।
ত্রিশূলং পাতু নো ভীতের্ভদ্রকালি নমোঽস্তু তে॥
হিনস্তি দৈত্যতেজাংসি স্বনেনাপূর্য্য যা জগৎ।
সা ঘণ্টা পাতু নো দেবি পাপেভ্যোঽনঃসুতানিব॥
অসুরাসৃগ্বসাপঙ্কচর্চ্চিতস্তে করোজ্জ্বলঃ।
শুভায় খড়্গো ভবতু চণ্ডিকে ত্বাং নতা বয়ম্॥
রোগানশেষানপহংসি তুষ্টা
রুষা তু কামান্ সকলানভীষ্টান্।
ত্বামাশ্রিতানাং ন বিপন্নরাণাং
ত্বামাশ্রিতা হ্যশ্রয়তাং প্রয়ান্তি॥
এতত্কৃতং যৎ কদনং ত্বয়াঽদ্য
ধর্ম্মদ্বিষাং দেবি মহাসুরাণাম্।
রূপৈরনেকৈর্ব্বহুধাত্মমূর্ত্তিং
কৃত্বাম্বিকে তত্প্রকরোতি কান্যা॥
বিদ্যাসু শাস্ত্রেষু বিবেকদীপে-
ষাদ্যেষু বাক্যেষু চ কা ত্বদন্যা।
মমত্বগর্ত্তেঽতিমহান্ধকারে
বিভ্রাময়ত্যেতদতীব বিশ্বম্॥
রক্ষাংসি যত্রোগ্রবিষাশ্চ নাগা
যত্রারয়ো দস্যুবলানি যত্র।
দাবানলো যত্র তথাব্ধিমধ্যে
তত্র স্থিতা ত্বং পরিপাসি বিশ্বম্॥
বিশ্বেশ্বরি ত্বং পরিপাসি বিশ্বং
বিশ্বাত্মিকা ধারয়সীতি বিশ্বম্।
বিশ্বেশবন্দ্যা ভবতী ভবন্তি
বিশ্বাশ্রয়া যে ত্বয়ি ভক্তিনম্রাঃ॥
দেবি প্রপন্নার্ত্তিহরে প্রসীদ
প্রসীদ মাতর্জ্জগতোঽখিলস্য।
প্রসীদ বিশ্বেশ্বরি পাহি বিশ্বং
ত্বমীশ্বরী দেবি চরাচরস্য॥
আধারভূতা জগতস্ত্বমেকা
মহীস্বরূপেণ যতঃ স্থিতাসি।
অপাং স্বরূপস্থিতয়া ত্বয়ৈতদ্
আপ্যায়তে কৃত্স্নমলঙ্ঘ্যবীর্য্যে॥
ত্বং বৈষ্ণবী শক্তিরনন্তবীর্য্যা
বিশ্বস্য বীজং পরমাসি মায়া।
সম্মোহিতং দেবি সমস্তমেতত্
ত্বং বৈ প্রসন্না ভুবি মুক্তিহেতুঃ॥

"রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি।"

সুতরাং জড়াধিষ্ঠাত্রী জগদম্বা মহামায়া আর চিদ্ধামাধিষ্ঠাত্রী চিচ্ছক্তি যোগমায়া এক ভগবানেরই শক্তি হইলেও বহিরঙ্গা ও অন্তরঙ্গা ভেদে উভয়ের মধ্যে আকাশপাতাল ভেদ রহিয়াছে। জড়াধিষ্ঠাত্রী জগদম্বা কখনও চিল্লীলার সহায় বলিয়া দিতে পারেন না। আবার যোগমায়া চিচ্ছক্তি কখনও জীবকে কৃষ্ণবিমুখ করিয়া জড়াভিনিবেশ প্রদান করেন না। "দেহি" "দেহি" বলে জড়াভিনিবিষ্ট ব্যক্তিগণই করিয়া থাকেন। ইহাই শাক্তেয়বাদ। গোপীগণ এই শাক্তেয়বাদ বা ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ প্রভৃতি আম্নেষ্টিত প্রীতিবাঞ্ছামূলক কৈতবে নিষ্ক্রীয়ন পরিত্যাগপূর্ব্বক ভগবান্ অচ্যুতের "অতৃষ্ণমানিকা" হইবার জন্যই চিচ্ছক্তি যোগমায়ার আরাধনা করিয়াছিলেন। সুতরাং যেখানে যোগমায়া ও জড়মায়াকে এক করিয়া 'মুক্তি 'মহয়ী' সমান ভবে চালাইবার আয়াসীর ন্যায় "সমন্বয়বাদ" প্রচার করা হয়, সে স্থানে অজ্ঞানতা, মূর্খতা ও ভগবৎস্বরূপোপলব্ধির অভাবই জানিতে হইবে।

দ্বিতীয়তঃ 'ভগবানকে যে কোনও ভাবে বা যে কোনও নামে ডাকিলেই হইল' এইরূপ অজ্ঞতামূলক যে কথা প্রচারিত হইয়াছে একটু চিন্তাশীল হইয়া বিচার করিলেই তাহার কুসিদ্ধান্ত উপলব্ধি হইবে। একজন মানুষের বহুবিধনামান্তর থাকিতে পারে। মানুষের নামের সঙ্গে মানুষের বাস্তবসত্তার ভেদবর্ত্তমান। রামবাবু বলিতে যে বস্তু বুঝায় রামবাবু নামধারী ব্যক্তির বাস্তবত্ব তাহা হইতে ভেদ। ইহ জগতে দেখা যায় "কাণা ছেলের নাম পদ্মলোচন" হইয়া থাকে, কিন্তু ভগবানের সম্বন্ধে সেরূপ নহে। ভগবানের নাম নামীতে কোন ভেদ নাই। ভগবানের কোন

নাহই নিরর্থক বা ভগবানের স্বাতন্ত্র্যতা হইতে ভিন্ন নহে। শ্রীভগবানের নাম বহুবিধ যথা পরমাত্মা, ব্রহ্ম, সৃষ্টিকর্ত্তা, নারায়ণ, কক্সিণীরমণ, গোপীনাথ, কৃষ্ণ প্রভৃতি। যিনি যিনি ভগবানকে 'সৃষ্টিকর্ত্তা' বলিয়া ডাকিবেন তিনি নারায়ণের বলাবাহন করিতে পারিবেন না। কারণ সৃষ্টিকর্ত্তা প্রভৃতি নাম জগতের বহির্মুখ সৃষ্টিজাত অক্ষজজ্ঞানোত্থ জীবের সৃষ্ট নাম। 'সৃষ্টিকর্ত্তা' বলিলে ভগবানের পরিপূর্ণ সত্তা উপলব্ধি হয় না। কারণ সৃষ্টিকার্য্য ভগবানের স্বরূপশক্তির কার্য্য নহে। উহা তাঁহার বহিরঙ্গিনী শক্তির পরিচায়ক। আবার 'ব্রহ্ম' বলিলে ভগবানের ষড়্বিধ ঐশ্বর্য্যের পরিচয় পাওয়া যায় না। কারণ ভগবানের নির্ব্বিশেষভাবই 'ব্রহ্ম' নামে খ্যাত। সুতরাং উহাও ভগবানের সম্যক্ নাম নহে। 'পরমাত্মা' বলিলে ভগবানের সম্পূর্ণ পরিচয় হয় না। কারণ ব্যষ্টিজীবের অন্তরে অন্তর্যামিরূপে ভগবানের আংশিক পরিচয়ই 'পরমাত্মা' বলিয়া খ্যাত। আবার নারায়ণ ভজনকারী ব্যক্তিও কৃষ্ণের মাধুর্য্য উপলব্ধি করিতে পারেন না। কৃষ্ণভক্তও আবার এক কৃষ্ণেতেই নারায়ণের ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্যের দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া সম্পূর্ণ পরম চমৎকারিতার বর্ত্তমান দেখিয়া নারায়ণভজনে স্পৃহা করেন না, গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে কখনও 'কক্সিণীরমণ' বলিয়া সম্বোধন করেন না। 'কক্সিণীরমণ' ও শ্রীকৃষ্ণ আপাতিক অভিধানে প্রতিশব্দ বা সমপর্য্যায়ভুক্ত শব্দ হইলেও একটীর পরিবর্ত্তে আর একটী ব্যবহৃত হইতে পারে না। যদি মূর্খতাবশতঃ কেহ ব্যবহার করেন তাহার দ্বারা রসাভাস হয়। যাঁহারা ভগবৎস্বরূপ উপলব্ধি করিয়াছেন তাঁহারা এরূপ অনভিজ্ঞ সমাজের মত রসাভাস বা সিদ্ধান্তবিরোধ করেন না। আমরা দেখিলাম সেদিন একখানা সংস্কৃত পত্রিকায় গোপীগণের উক্তিতে শ্রীকৃষ্ণকে (?) "কক্সিণীরমণ" বলিয়া সম্বোধন করান হইয়াছে। তখন আমাদের শ্রীস্বরূপদামোদর প্রভু বাক্য স্মরণে উদিত হইল—

"অচিন্ত্য তত্ত্ব বস্তুতে তার এই গতি।"

আজকাল ভগবৎস্বরূপানভিজ্ঞ ছিদ্রান্বেষণপরায়ণ মনোধর্ম্মী প্রচারকের কুসিদ্ধান্ত প্রচারের ফলে জগতে এইরূপ রসাভাস ও সিদ্ধান্তবিরোধ পূর্ণ বাক্যের ছড়াছড়ি হইতেছে। অপর ঐ সকল ব্যক্তি নিজদিগকে 'উদার' বলিয়া পরিচয় দিয়া সংসিদ্ধান্তনিপুণ মহাজনগণের বাক্যকে গোঁড়ামী বলিবার কুসাহস করিতেছে। উচ্ছৃঙ্খলতাপূর্ণ কুসিদ্ধান্তই উদারতা বা মহাসমন্বয়বাদ এবং সংসিদ্ধান্তই বুদ্ধিলোকের দ্বারা গোঁড়ামী বা সঙ্কীর্ণতার নামে অভিহিত হইতেছে।

"শ্রীনাথে জানকীনাথে ভাতেঽঃ পরমাত্মনি।
তথাপি মম সর্ব্বস্বঃ রামঃ কমললোচনঃ॥"

প্রভৃতি বাক্য একনিষ্ঠার পরিচায়ক। উহাতে কোন সিদ্ধান্তবিরোধ নাই। কারণ শ্রীনারায়ণ ও শ্রীকৃষ্ণে রসতঃ ভেদ হইলেও তত্ত্বতঃ কোনও ভেদ নাই। শ্রীরাম বিষ্ণুতত্ত্ব। তিনি বৈষ্ণবতত্ত্ব নহেন। সুতরাং রামভজনকারী একনিষ্ঠভক্তের মুখে এইরূপ কথাই শোভা পায়। আমরা শ্রীযুধিষ্ঠিরের চরিত্রেও এইরূপ একনিষ্ঠার পরিচয় পাই। কিন্তু শিব, দুর্গা প্রভৃতি বৈষ্ণবতত্ত্ব। তাঁহারা বিষ্ণুতত্ত্ব নহেন। যদি কেহ শ্রীমৎ হনুমানের ঐরূপ একনিষ্ঠার উদাহরণ লইয়া শিবদুর্গাদি বৈষ্ণবতত্ত্বের উপর ঐরূপ বাক্যের আরোপ করেন তাহা হইলে সিদ্ধান্তবিরোধ হইবে। তবে যে শাস্ত্রাদিতে শিবাদি দেবতাকে বিষ্ণুর সহিত অভিন্ন বলা হইয়াছে, তাহা বিষ্ণু ও বৈষ্ণবতত্ত্বের পরিচয়ে অভিন্নতা প্রতিপাদক। যেমন আমরা কথায় বলিয়া থাকি এই দুই ব্যক্তি হরিহর-আত্মা অর্থাৎ উভয়ে উভয়ের প্রতি এরূপ আকৃষ্ট যে উভয়কে অভিন্নও বলা যায়। প্রভু ভৃত্যকে খুব স্নেহ করেন। ভৃত্যও প্রভুকে শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন। এইরূপ বিশ্রম্ভভাবযুক্ত প্রভু-ভৃত্যকে পরস্পর অভিন্ন বলিতে কোনও দোষ নাই। এই জন্যই শ্রীল জীবপাদ ভক্তিসন্দর্ভে (২১৬ সংখ্যায়) লিখিয়াছেন—

"গুরুভক্তাঃ শ্রীগুরোঃ শ্রীশিবস্য চ ভগবতা সহ অভেদদৃষ্টিং তৎপ্রিয়তমত্বেনৈব মন্যন্তে।"

অর্থাৎ গুরুভক্তগণ শ্রীগুরু ও শ্রীশিবকে ভগবানের সহিত যে অভিন্নদর্শন করেন, তাহা ভগবানের প্রিয়তম সেবক-ভাবেই।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের—

"যা'র যেই ভাব সেই ভাব সর্ব্বোত্তম।
তটস্থ হৈয়া বিচারিলে আছে তরতম॥"

—এই বাক্যদ্বারা ইহা বুঝিতে হইবে না যে যাহার যে কোন মনোধর্ম বা খেয়াল সেইটিই সর্ব্বোত্তম। উচ্ছৃঙ্খলতা কখনও সর্ব্বোত্তমতা হইতে পারে না। যে প্রসঙ্গে কবিরাজ গোস্বামী এই বাক্যের অবতারণা করিয়াছেন তাহা সিদ্ধভাবপঞ্চকের কথা অর্থাৎ শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর এই পঞ্চবিধ ভাবে এই পঞ্চরসের রসিকগণ সেবা করিয়া থাকেন। অনর্থনিবৃত্তির পর ঐ সকল সিদ্ধভাবের মধ্যে যে কোনটি কাহারও নিত্য সিদ্ধ স্বরূপের স্বভাব অনুসারে উদিত হউক না তাহা সকলই সর্ব্বোত্তম। কারণ সকলের বিষয়ই শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণের প্রাকৃত দেবাদি নাই। আবার উহা অর্থাৎ মধুর হইয়া বিচার করিলে সেই ভাবপঞ্চকের ঘনীভাবনের মধ্যে তারতম্য অনুভূত হইয়া থাকে। যেমন দাস্যরসে শান্তরস ও দাস্যরস উভয়ই সমকালে বর্ত্তমান। অতএব উহা শান্তরস হইতে শ্রেষ্ঠ। আবার সখ্যরসে শান্ত ও দাস্য বর্ত্তমান। সুতরাং উহা শান্ত ও দাস্য হইতে আরও উন্নত। আবার বাৎসল্যরসে শান্ত, দাস্য এবং সখ্য অন্তর্ভুক্ত থাকাতে—তাহাতে উক্ত পূর্ব্ববর্ত্তী ত্রিবিধ রস হইতে অধিকতর চমৎকারিতা বর্ত্তমান। আবার মধুর রসে পূর্ব্ববর্ত্তী চতুর্ব্বিধ রসই বিরাজিত থাকিয়া তাহার চমৎকারিতা ও মাধুর্য্য সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত-নিপুণ মহাজনগণ এইরূপ সখ্যাদিরসের স্বরূপোপলব্ধির সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম তত্ত্বসমূহ বিচার করিয়াছেন; দুর্ভাগ্যবশতঃ বৈষ্ণবীমায়া বিমুগ্ধ অসৎসিদ্ধান্তনিপুণ ব্যক্তিগণ এই সব সিদ্ধান্ত উপলব্ধি করিতে না পারিয়া শুদ্ধবৈষ্ণবসিদ্ধান্তের উপর দোষারোপ করিয়া থাকে। ইহা ঐ সকল বালিশাভিমানী ব্যক্তির দুর্ভাগ্যেরই পরিচয়।

দাও পথ চরণে

(আমার) বাজি হ'লো তোর,
আজো ঘোর ঘোর;
এখনো বিভোর বিবশে!
কবি 'আমার' 'আমার',
পুত্র পরিবার
ভাসি অন্তিমে প্রবাহে!!

আমি, কি যে করি খেলা,
আজো সারা বেলা,
কবি অবহেলা সাধনে।

ওগো, কি যে লিখি ছাই,
যেখানে যা পাই
গাঁথি মালা তাই বপনে॥

আছি এককোটি হ'য়ে,
প্রভু আসি ল'য়ে
নিভৃত নিলয়ে নীরবে।

শুধু, বোঝে বোঝে তুলি
নানাবিধ বুলি,
তার কবি ভুলি সে সবে।

আমার গীতা, ভাগবতে
পুরাণে, ভারতে,
পতঞ্জলিমতে হয় না,
'সেক্‌সপিয়ার' আদি
'লঙ্‌ফেলো' 'মাদী'
সব নিয়ে সাধি উপাসনা॥

আমার পড়ে শেষে টান্
'জোলেখা' 'গোলেস্তান্';
পাণ্ডিত্য প্রমাণ পাণ্ডিত্য,
যেখানায় ভরে
সবে আনি ধ'রে
টানি উৎকর্ষে আদিত্য॥

আমি 'মস্ত এক জন'
গ্রন্থে মহাজন,
কে আছে এমন মহীতে?

আমার প্রবন্ধ বাচালে
প্রেমভক্তি ঢালে
উড়ে মহাকাশে ফরিতে॥

বলি আমি বিশ্ব
বিষয়ে ; অনিল,
সেই আশীর্বাদ আমাকে,
কবি পুনঃ গান।
চৈতন্যের তান
ল'য়ে দিই প্রাণ জগতের॥
সর্ব্ব গুণাকর,
শ্রীগৌর সুন্দর,
তাহাতে অন্যের নহে না।
কি গুণ কাহার
দেবের আসার,
মুখে কথা তার সরে না।
(আমি) সাষ্টাঙ্গে প্রণতি করি,
শ্রীপদে পড়ি,
সে পরম মহি কত যে।
লিখিয়া জানাই,
শতবার তাই
প্রণত বাড়াই আঁখিরে॥
কি পোড়া কপাল,
হা—হা মহাকাল।
কবে এ জঞ্জাল ঘুচিবে।
আসে যে পরম!
শ্রীগৌর চরণ
কবে বল হরঃ মজিবে?
কহে 'কৃষ্ণামৃত'
দেখে শুনে ভীত,
অবশ এ চিত কেমনে,
হ'বে তাঁহে রত?
কাটি প্রহিপত,
ধাও হরি, পথ চরণে।
কবি কৃষ্ণামৃত।

—•—

দু'টী স্রোত।

সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না আসে আর যায়—দুনিয়ার নিয়মই এই।

মাঘের মাঝন শীতে হি-হি- করে যখন আমাদের-দুঃখ-বনিতা, পরক্ষণেই আমার বসন্ত-মাসী স্বীয় প্রাধান্য বিস্তার করিয়া প্রতিষ্ঠিতা হন মলয়াচলের উচ্চ সুখ-সিংহাসনে।

ফাল্গুনী পঞ্চমীর বেলা অবসানে একদিন ঘটনাক্রমে দুই কবি বীরদহগতিতে প্রবাহিতা কীর্ত্তিনাশা-তটে উপস্থিত হন। সূর্য্য-ঠাকুর দিবসের কার্য্য সমাপন করিয়া ক্লান্তকলেবরে বিশ্রামাশায় স্রোতস্বতীর সুশীতল ক্রোড়ে আশ্রয় লইয়াছেন, পশ্চিম গগনে এখনও রক্তিমাভা একেবারে আকাশের গায়ে মিলিয়া যায় নাই, অদূরস্থ বৃক্ষশ্রেণীর সবুজ রঙের পাতাগুলি মলয়াঘাতে একটু একটু নড়িতেছে; দু'একটী পক্ষি মৃদু স্বরজের গা ঘেঁসিয়া উড়িয়া যাইতেছে, মাঝাল বালকগণ প্রায়ই বেণুসহ গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছে, মাঝে মাঝে তারীয়াল সুরে গা ঢালিয়া মাঝিকগণ দাঁড় টানিয়া নৌকা বাহিয়া চলিয়া যাইতেছে—এমনি সময় দু'টী কবি দাঁড়াইয়া আছেন নীরব নিস্পন্দভাবে ঐ নদী তটে।

একজনের উজ্জ্বল গৌর বর্ণ, হাত দু'খানি আজানু লম্বিত, চোখ, দু'টী পলাশফুলের মত, তিলফুলের ন্যায় নাসিকার অগ্রভাগ, আর ওষ্ঠাধর তাঁহার মাজা টুকটুকে। ইহার নাম "প্রত্যক্"—লোকে ডাকে "অনুকূল"। অপর ব্যক্তি দেখিতে খরাকৃতি, শ্যামবর্ণ—অল্পকথায় কুৎসিত। পিতা-মাতা আদর করিয়া ডাকেন "পরাক্" তবে সর্ব্বসাধারণের নিকট তিনি "প্রতিকূল" নামেই পরিচিত।

অনুকূল—(অস্পষ্ট স্বরে স্বগত) ওঃ! এত বড় বিশাল নদী, তবু জোয়ার-ভাটা! (প্রকাশ্যে) আচ্ছা, বলতে পারেন মশায়, এই যে অনাদিকাল পূর্ব্বে অপ্রতিহতা গতিতে এই নদী সাগরাভিমুখে ছুটিয়াছিল, কোন্ প্রতিকূলাঘাতে তাহার স্রোতের গতি পরিবর্ত্তিত হ'ল? আর দেখুন, বহু-মানবকে ভগবদ্ভক্তি দিবার জন্য কতই না সুগম পথ রেখে দিই,

জন্মে তা'দের কি কষ্টকর পাপে লিপ্ত হয় বুঝতে পাচ্ছি না।

প্রতিমুখ—(সভয়ে) কি আজ্ঞা! আঁধারে আমায় চিনতে পারনি বুঝি? কেন, অনেক দিন ত আমরা এক সঙ্গে একই জননীর ক্রোড়ে লালিত পালিত হ'য়েছি! তারপর দাদুভক্ত তুমি এক কাজে ব্রতী, আর আমি হয় প্রকারে মানব হৃদয়ের ভক্তি বিনষ্ট ক'রে থাকি। মানব জন্মে না যে কোন্ অতল গহ্বরে তা'দিগকে ভক্তির পথ থেকে বিচ্যুত ক'রে নিমজ্জিত ক'রে রেখে তাদের জীবন-তরণী কোন্ ভোগময় সাগরের অগাধ জলে—

জন্মে যা যে তা'রা—

অভ্যাসাযঃ প্রয়াসশ্চ জন্মকর্ম্মশুভাশুভৈঃ।
জনয়ন্নস্ত মোহায় হরত্তিভক্তিবিনম্রতা॥

তুমি, আর কি করবে বল? আমার সঙ্গে কি আর পারবে? তোমার যে ভাই, আমায় কিছু চিন্ বিপরীত!

অনু—কি প্রতি, তুমি? তুমি আমার সঙ্গে এত শত্রুতা করছ? তবে এবার কি কর্ব্বে, জান?

প্রতি—খুবই না, শুনি।

অনু—তোমার কঠোরাঘাতে দুর্ব্বল মানব নিরুৎসাহ হ'য়ে পড়ে। তাই এবার তোমায় স্বরূপ প্রকাশ করে দিব, আর খুব উৎসাহ দিয়ে বল্‌বো—

উৎসাহান্নিশ্চয়াদ্ধৈর্য্যাৎ তত্তৎকর্ম্মপ্রবর্ত্তনাৎ।
সঙ্গত্যাগাৎ সতোবৃত্তেঃ ষড়্ভির্ভক্তিঃ প্রসিধ্যতি॥

তদ্বৎভক্তি লাভ করে হ'লে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করা যেমন প্রয়োজন, ভক্তিবর্দ্ধনও তদ্রূপ দরকার। জ্ঞান-কর্ম্মাদির তাড়িত এক অদিন চেষ্টাই উৎসাহ। ঔদাসীন্যে ভক্তি লোপ হয়। তাইই মানব জীবনের একমাত্র উপায় ও উপেয়, সুতরাং ইহাতে দৃঢ়তা চাই। "ভক্তিমার্গ ইহ কৌটীকণ্টকবৎ" হ'লেও অবিচলিত চিত্তে শ্রদ্ধা-বিশ্বাসের সহিত তদনুষ্ঠান করাই বৈধী। মানব হৃদয়ে শ্রীল হরিদাসঠাকুরের ন্যায় বৈধীসহকারে বলতে শিখবে যে

খণ্ড খণ্ড হ'য়ে যদি ছাড়ে দেহপ্রাণ।
তথাপি বদনে না ছাড়িব হরিনাম॥

তখনই সে আমায় আক্রমণে আমার দেওয়া মন ভাবভক্তি অর্জ্জনে সমর্থ হ'বে। মুক্তি মুক্তি গিরি যাহা দূরে পরিহারপূর্ব্বক কৃষ্ণানুশীলন করতঃ জ্ঞানী কর্ম্মী ও অন্যাভিলাষীকে বিস্ময়মূঢ় জ্ঞানে সঙ্গ ত্যাগ করিয়া ভক্ত সঙ্গই বাঞ্ছনীয় কারণ—

সাধু সঙ্গ সাধু সঙ্গ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
লব মাত্র সাধু সঙ্গে সর্ব্ব সিদ্ধি হয়॥
অসৎ সঙ্গ ত্যাগ এই বৈষ্ণব আচার।
স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু কৃষ্ণাভক্ত আর॥

"কৃষ্ণসেবার উৎসাহ, সেবাবিষয়ে নিশ্চয়তা, কৃষ্ণসেবায় অটলতা, কৃষ্ণসেবার উদ্দেশে তত্তদনুষ্ঠান, কৃষ্ণভক্ত বাতীত অন্য সঙ্গ পরিবর্জ্জন, কৃষ্ণভক্তের অনুসরণ এই ছয় প্রকার অনুষ্ঠানে ভক্তি বৃদ্ধি হয়।

প্রতি—আচ্ছা, এখন বল দেখি আমার স্বরূপ সম্বন্ধে কি বল্‌বে?

অনু—যে স্থানে কৃষ্ণকথারসের সম্বিৎ নাই, যেখানে কৃষ্ণভক্ত নাই, যেখানে কৃষ্ণের নামরূপগুণলীলাদি কীর্ত্তিত হয় না, সে স্থানেই তোমার অধিষ্ঠান। তাই তোমার ন্যায় ভক্তি-বিরোধী যে স্থলে অবস্থান করে তথায় অতি দেবতুল্য মানব থাকিলেও সেই স্থান অবিলম্বে ত্যাজ্য। কাল শ্রীমদ্ভাগবতও একথা বলেন, যথা (ভাঃ ৪।১৯।৩৫)—

ন যত্র বৈকুণ্ঠকথাসুধাপগা
ন সাধবো ভাগবতাস্তদাশ্রয়াঃ।
ন যত্র যজ্ঞেশমখামহোৎসবাঃ
সুরেশ লোকোপি ন বৈ স সেব্যতাম্॥

অথবা, (ভা ১০।১।৩৮)

ন হ্যরো সুমতো যোদ্ধান্ বুদ্ধিভ্রংশো রজোগুণঃ।
শ্রীমদাদ্ভভাভিজাত্যাদির্যন্নিমিত্তোঽসদগ্রহঃ॥
যদ্যত্র নঃ পরো যদ্র নির্দ্বৈরংবিহিতাদ্ভিঃ।
মন্যমানৈরিদং হেয়মন্ধবন্মৃত্যুমৃচ্ছতি॥

যে স্থানে ভক্তজনবিরোধী মানব বুদ্ধিভ্রংশকারী রজোগুণের প্রাদুর্ভাব আছে দেখে মনোমধ্যে সঙ্কিত হ'য়ে অবৈধ স্ত্রীসঙ্গে, দ্যূতক্রীড়ায় বা মদ্যপানে রত হয়, সেখানেই তোমার স্বরূপের প্রকাশ, তাই সেই স্থান পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। কিন্তু যে স্থলে ঈশ্বরপরায়ণ ব্যক্তিগণ অনিত্য জড়দেহকে অবশ্য মরণ মনে ক'রে ভোগবুদ্ধির লেশ শূন্য

বয় ক'রে পত্ত জীবনের পরিচয় দেয়, সেই স্থান পরিত্যাগ করবার জন্ত যখন সমাজে চেতনা জাগিয়ে দিব। তখন বুঝবে মজাটা কেমন।

প্রতি—বেশ অনু। বলতে গিয়েও বেশ। ছেলে বয়স থেকেই যে তোমার অমন স্বভাব তা' আমি জানি। কিন্তু একথা ঠিক্ জেনো, অনু, তুমি দুনিয়ার নিকট আমার একেবারে বোকা সাজাতে পারবে না। তুমি যতই কেন বেহিনী কল্পিত ক'রে স্বভাবস্থলভরঙ্গীরনিনাদে বল না কেন যে (তাঃ ১০।২৩।৩৯)

ধিক্ জন্ম নস্ত্রিবৃদ্বেদধিগুক্ত বিমহজ্জতাম্।
ধিক্ কুলং ধিক্ক্রিয়াদাক্ষ্যং বিমুখা যে ত্বধোক্ষজে॥

তোমার ঐ আকুল ক্রন্দন, ব্যাকুল ব্যথা, ভোগবিমূঢ় জীবের কর্ণে প্রবেশ ক'রে তা'দের হৃদয় বিদীর্ণ করবে না। লোক আছে খুব কমই তোমার অন্তর্মুখ বহির্মুখ—বাণী নেবার জন্তে। আমি যতটা জীব-হৃদয়ের প্রতিক্রিয়া তন্ন তন্ন ক'রে দেখেছি, তুমি ততটা কোত্থেকে পাবে বল? আমি যে তা'দের বন্ধু ক'রে নিয়েছি।

অনু—তা' ঠিক্। ঘাত-প্রতিঘাত বিবাদ-বিসম্বাদ, শত্রু-মিত্র চিরদিন সমভাবে চলবে। তবে একসময়ে এক একটীর প্রাবল্য অধিক! এক সময়ে নবজাত শিশুর মুখ-দর্শনে জনক-জননীর হৃদয় দু'খানি সুখে-গর্বে-আশায় ভরপুর হত, আবার পরক্ষণে ধন-জন-সম্পদ, রূপে-গুণে ভূষিত যুবক পুত্রের অকালমৃত্যুতে জননী পাগলিনী-প্রায়, পিতা দিশেহারা। আজ বালক ধূলা-খেলার দিন কাটাচ্ছে, কাল আবার সে-ই সংসারের বোঝা মাথায় চাপিয়ে ক্লান্ত কলেবরে কালের জন্ত হৃৎকম্পকারী মুখ-ব্যাদানের দিকে অগ্রসর হ'য়ে তাহার করালকবলে নিক্ষেপিত হচ্ছে। রোদ-বৃষ্টি, শীত-গ্রীষ্ম, জোয়ার-ভাটা ভক্তাভক্ত এ দু'টী স্রোত চিরদিনই থাকবে। কিন্তু, প্রতি, তুমি এ ও যেন—যখনই তোমার ছটবুদ্ধির প্রাবল্যতায় দুর্ভাগা জীব ভ্রমে পড়ে দুঃখার্ণবে হাবুডুবু খাবে তখন আমিও আমার কার্য্যারম্ভ করবো—বেচারাদের জন্তে আমার প্রাণ যে কাঁদে, প্রতি।

প্রতি—ধন্ত অনু, তুমিই ধন্ত! তোমার এত কোমল হৃদয়! বেশ, (কোমল স্বরে) বেশ, আমরা দু'জনাই কৃষ্ণের দাস। কৃষ্ণই আমাদের প্রাণপতি। সকল জীবকে তা'র কাছে নিয়ে যাওয়া আমার কি অনিচ্ছা? তবে একটা কথা কি যে ষড়ঐশ্বর্য বড় বোকা। তা'রা জানে না যে কৃষ্ণসেবার কি অপার অনির্বচনীয় আনন্দ! তাই তা'রা অহৈতুকী ভক্তি যাজন না ক'রে ধনজন-কামিনী-প্রতিষ্ঠা নিয়েই ব্যস্ত।—আমার যা'ই বল ভাই, তাই এদের নিয়ে একটু খেলা না করে থাকতে পারি না। খুব নাকে খত দিয়ে ঘুরিয়ে মারি।.....থাক্ এবার দেখ্‌ছি তুমি উঠে-প'ড়ে লেগেছ, তুমি যেন বলছ—"সঙ্গং ন কুর্য্যাদসতাং শিশ্নোদর-তৃপাং ক্বচিৎ" তাতে লোক এবার আমায় ক'াকি বুঝে ফেল্‌বে। এবার দেখ্‌ছি ধর্মের নামে আর স্ত্রী-হাত চলবে না। তোমারই জয় হোক্, অনু, তোমারই জয় হোক্। সত্যি—তোমার কথাই সত্যি। হরি-ভক্তিই জীবের একমাত্র উদ্ধার—একমাত্র নিত্যসম্বল।

অনু—যদি বুঝে থাক ভাল, নৈলে তোমার অনাদৃত হতভাগ্য জীব বুঝে না যে—

সর্ব্বেষু স্বস্বতন্ত্রেষু চেতঃস্বপি স্থিতঃ
যথা তথাস্মনমতীষ্টমীশ্বরং।
বেদোপনীতঞ্চ ন পশ্যতেঽন্ধধী
মনোরথানাং প্রবদন্তি বার্ত্তয়া॥

তাই তোমার উপর বড় রাগ হয়। তুমি সব সময়ই লোকদের সত্যি কথা শুনতে বাধা দেও। অমন কর তো, আর তোমার মুখ দেখ্‌ব না।

প্রতি—রাগ করো না ভাই, আমি যে তোমার চির-সাথী চিরদিনই তোমার সঙ্গে সঙ্গে থেকেও স্বীয় স্বভাবটা দু' একবার জীবদের দেখাব—স্বভাব না যায় ম'লে। কিন্তু শেষে কিন্তু আমার তোমারই সহায় হব। রাগ ক'রো না, আমরা স্নেহের ভিখারী আমি।

অনু—তা বেশ। তবে চল দুনিয়ার দ্বারে দ্বারে বলি গে—

বল কৃষ্ণ কহ কৃষ্ণ লহ কৃষ্ণ নাম।
কৃষ্ণ পিতা কৃষ্ণ মাতা কৃষ্ণ ধনপ্রাণ॥

এস, করজোড়ে উচ্চকণ্ঠে গাই—

ন কাময়ে নাথ তবাপরং কৃতি-
ন্ন ত্বত্ত্ব পাদাম্বুজসেবনাদৃতে।
মহত্তমাদ্ভূতবিহারসাদরা-
দবিস্মৃতির্ন্নস্তবদেব যে বরঃ ॥

হে নাথ! ওগো ঠাকুর! তোমার শ্রীচরণকমলসেবা যাতে নেই, তা' আমরা আদৌ যাচ্ঞা করি না। ওগো, তোমার পায়ে পড়ি, আমাদের অন্তর কর্ণ যাও যেন তোমারই মহত্তমগণের মুখবিগলিত উচ্ছ্বসিত হরিনাম-সুধা পান কর্ত্তে পারি—আমরা আর অন্য কোন বর কামনা করি না।

দেখিতে দেখিতে আকাশের শেষ লাল টুক্‌টুকে আভাটুকু মিলিয়ে গেল। সন্ধ্যারাণী ঘোমটা টানিয়া দিল। দিবসের ঘোর কোলাহল আর নাই, নাই আর সংসার-চিন্তায় জর্জ্জরিত যাতনা! নক্ষত্রখচিত নীলাকাশে ছড়িয়ে গেল চাঁদের আলো! কমলিনী মলিনী দিবসান্তরে। আর হাসিয়া উঠিল ধরণী ঐ চাঁদিনী রাতে। পদ্মাবতীর ফিরিয়া গেল স্রোতের টান, কানায় কানায় ভরিয়া গেল জোয়ারের জল। বিজয়ডঙ্কা বাজাইবার জন্য মহাতরঙ্গে প্রত্যূষ গ্রামে প্রবেশ করিলেন—পরাক্ চুপি চুপি তাঁহার পিছু ধরিল!—উভয়ে নদীর তট ছেড়ে প্রবেশ করিল লোকারণ্যের মধ্যে। কীর্ত্তিনাশার দু'টী স্রোত (জলের উপরের ও নিম্নের) যেমন অতিশপ্ত দেশ বিধ্বস্ত করিবার জন্য উত্তাল তরঙ্গ বেগে দুরন্তবার গতিতে প্রবাহিতা হয়, প্রতি অনুর আজ অধর্ম্ম-গ্লানির ঘোর তামিস্রা ধর্ম্মরাজ্য যেন প্লাবিত করিবার জন্য প্রবেশ করিল পৃথিবীর মরমকে! যেন দু'টী স্রোত!

প্রচার-প্রসঙ্গ।

গৌড়ীয় পাঠকগণ শুনিয়া সুখী হইবেন যে, স্বল্প সময়ে বহু ভক্তিগ্রন্থ প্রচারের সুবিধার জন্য 'গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কসে' কয়েকটী ফরমার ছাপা সত্ত্বেও বোম্বেই হইতে একটী উৎকৃষ্ট বৈদ্যুতিক যন্ত্র আনীত হইয়াছে। আগামী সপ্তাহের পত্রে সেই যন্ত্রটী মুদ্রিত হইবে।

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি প্রমোদপুরী মহারাজ এবং শ্রীশ্রীবিষ্ণুবৈষ্ণব-রাজসভা ও গৌড়ীয় সম্পাদক-প্রবর শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী মহোদয় শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রচারিত শুদ্ধভক্তিকথা আবার সেই যাযাবরতন্ত্র কাশীধামে প্রচার করিবার জন্য বৈষ্ণবাগ্রগণ্যাধিষ্ঠানে উপনীত হইয়াছেন। তাঁহারা হরিগুরুবৈষ্ণবসেবাগতহৃদয় পরমভাগবত শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ আঢ্য মহাশয়ের ভবনে অবস্থান করিয়া হরিকথা প্রচার করিতেছেন। ইতঃপূর্ব্বে স্বামিজী মহারাজ ও গোস্বামী মহোদয় পঞ্চকোট রাজ্যে প্রচার করিয়াছেন। পঞ্চকোটের বৈষ্ণব-মহারাজ বাহাদুর তাঁহাদের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রদত্ত অনর্পিতচর প্রেমভক্তির কথা শ্রবণ করিয়া আন্তরিক আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন। মহারাজ বাহাদুর শ্রীসম্প্রদায়ী বৈষ্ণব ও পরমভাগবত। তিনি চতুঃসম্প্রদায়ী বৈষ্ণবাচার্য্যগণের প্রচারিত কথায় বিশেষ শ্রদ্ধাবান্। বর্ত্তমান যুগে যে নূতন নূতন আচার সৃষ্টি হইতেছে ও সমন্বয়ধর্ম্মের নামে যে মনোধর্ম্ম প্রচারিত হইতেছে তাহার তিনি সম্পূর্ণ বিরোধী। মহারাজ বাহাদুর ঐশ্বর্য্যবান হইয়াও অতিশয় অমায়িক নিষ্কপট, সরল, বুদ্ধিমান ও হরিগুরুবৈষ্ণবে শ্রদ্ধাযুক্ত। তিনি যাবতীয় কলিপ্রিয় দম্ভ ও আসুরী ধর্ম্মপ্রচারক গুরুর প্রতি বিষয়ে অনাদরবিশিষ্ট। জনকরাজসদৃশ এইরূপ বৈষ্ণবমহারাজ ত্রিদণ্ডিগোস্বামী তীর্থ মহারাজের মুখে দুই-দিবস শ্রীমদ্ভাগবত ও কীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন। প্রত্যেকদিন পঞ্চকোটের রাজবাটীর একটী বৃহৎ জনমণ্ডলীর সম্মুখে একজন ব্রাহ্মণপণ্ডিত সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। শ্রীগৌরসুন্দরের বাণী সফল হউক—

"পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম।
সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম॥"

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিস্বরূপ পুরী মহারাজ গত ২৭শে জ্যৈষ্ঠ তারিখে বরিশাল শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গমন্দিরের শ্রীবিগ্রহের ও

উৎসবদিবস শ্রীরাধামোহনমন্দিরে শুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহোদয় শুদ্ধ হরিকীর্ত্তন দ্বারা সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলীর আনন্দ বিধান করেন।

শ্রীপাদ পুরীমহারাজ বারিষদা হইতে উদালার প্রচারার্থ গমন করেন। গত ২৮শে বৈশাখ তারিখে তিনি উদালা স্কুলে "সনাতন ধর্ম" সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন ও তৎপরে কীর্ত্তন হয়।

উদালায় প্রচার করিয়া পুরী মহারাজ ২৯শে তারিখ কলিকাতা গমন করেন। কলিকাতার ধনপতি সাহিত্যিকাদি হিতৈষিবন্ধুগণ। পুরী গোস্বামী ঐ সকল হিতৈষিবন্ধুকে হরিনাম প্রবণ করাইতে করাইতে কলিকাতায় উপনীত হন। ৩০শে বৈশাখ রাজবাটীতে বক্তৃতা ও কীর্ত্তন হয়। রায়সাহেব শ্রীযুক্ত পদ্মলোচন বিদ্যাবিনোদ বাহাদুর মহোদয় অন্যান্য আত্মীয়ের সহিত শ্রীপুরী গোস্বামীর মুখে হরিকথা শ্রবণ করেন ও শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রচারিত শুদ্ধ হরিকথাশ্রবণে বিশেষ আকৃষ্ট হন। সভায় প্রায় দুইশত লোক সমবেত হইয়াছিলেন। ৩১শে তারিখে পৌষ-পার্ব্বণ বক্তৃতা ও কীর্ত্তন হইয়াছিল। গত ১লা আষাঢ় পুনরায় রাজবাটীতে শ্রীমৎ পুরী মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন এবং শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র চন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহোদয় তাঁহার সুমধুরকণ্ঠে কীর্ত্তন করিয়া সকলের প্রাণে শুদ্ধ হরিকীর্ত্তন-মাধুর্য্যের লহরী প্রবাহিত করেন। উদালার মোক্তার শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র নাথ ঘোষ মহাশয়ের শুদ্ধভক্তিপ্রচারে উৎসাহ ও সেবা আদর্শ স্থানীয়। শ্রীমৎ পুরী মহারাজ পুরুষোত্তম উৎসবে যোগদান করিয়াছেন।

বরিষাটী ভক্তিভক্তিপ্রদায়িনী সভার হিতৈষিণী শ্রীমতী বিনোদিনী আশ্রম মহারাজ নিত্য পাঠ ও ইংরেজী বক্তৃতা অনেক ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তির হৃদয়ের অন্ধকার বিদূরিত করিতেছেন। সভা হিতৈষিবন্ধুগণের অন্যতম শ্রীযুক্ত হরিদাস সাহা এম্, এ, মহাশয় বক্তৃতা আদি সম্পাদন করিয়া করিয়া পরম প্রীতি লাভ করিয়াছেন। শুদ্ধভক্তিসেবার কার্য্যে আনন্দ প্রকাশও বহু সুকৃতির পরিচায়ক। কারণ সাধারণ জীবের হৃদয় দুর্ব্বাসনাদিতেই হরি হয়, অন্যোপাস্য সেবার মাধুর্য্য ও সৌষ্ঠব সম্বন্ধে কুজ্ঞানের বশেই হইয়া থাকে।

বিরহমহামহোৎসব
(সমাধিকুঞ্জে)

গত ৭ই আষাঢ় রবিবার দিবস নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট শ্রীমদ্ভক্তি বিনোদ ঠাকুরের একাদশ বার্ষিক বিরহমহামহোৎসব তাঁহারই ভজনস্থল শ্রীগোদ্রুমস্থ শ্রীমন্মহাপ্রভুকুঞ্জে তাঁহার সমাধিমন্দিরের প্রাঙ্গণে মহাসমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। পূর্ব্বদিবস রাত্রে পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্ত বাসুদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের দ্বারা অধিবাসকীর্ত্তন সম্পন্ন হয়। ঠাকুরের বার্ষিক বিরহ-উৎসবের দিনে ব্রাহ্ম মুহূর্ত্ত হইতে তিনি কীর্ত্তন করেন।

"জয় জয় জয় জয় ভক্তি বিনোদ।
শুদ্ধ-কীর্ত্তি-প্রচারে যাহার প্রমোদ।
যে আনিল গৌরধন করুণা প্রচুর।
হেন প্রভু কোথা গেলা আচার্য্য ঠাকুর॥"

—এইরূপ বিরহকাতর ভাবে মর্ম্মস্পর্শী কীর্ত্তন করেন ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের 'গীতাবলী' ও 'শরণাগতি' হইতে সুমধুরকণ্ঠে বহু ভজন কীর্ত্তন করিয়া সর্ব্বজীবহৃদয়ে কীর্ত্তনদীপে কীর্ত্তনানন্দবিতরণ করেন। তৎপরে গৌড়ীয়ের অন্যতম সম্পাদক ভক্তিশাস্ত্রী শ্রীযুক্ত হরিপদবিদ্যারত্ন এম্, এ, বি এল, মহোদয় সুললিত কণ্ঠে ভক্তিবিনোদ-গীতাবলী হইতে অনেকগুলি গীতি কীর্ত্তন করেন। শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার প্রবীণ সম্পাদক শ্রীযুক্ত নিবারণ মুখোপাধ্যায় বিদ্যাবাচস্পতিমহাশয় ঠাকুরের অর্চ্চন-সেবা করেন।

সভার অন্যতম সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামগোপাল বিদ্যাভূষণ এম্, এ মহোদয় পরম উৎসাহের সহিত কীর্ত্তনে যোগদান করিয়াছিলেন। সমস্ত দিবসব্যাপী কীর্ত্তন মহোৎসব হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত অম্বিকা প্রসাদ দত্ত এম্, আর, এ, এস্ মহোদয় উৎসবকার্য্য পর্য্যবেক্ষণ ও সমাগত ভক্তমণ্ডলীকে অভ্যর্থনা করেন। শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি, এ, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত অন্ত্যলীলা একাদশ পরিচ্ছেদ হইতে ঠাকুর হরিদাসের নির্য্যাণ ও বিরহোৎসব পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। সন্ধ্যার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অকাতরে সকলকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল।

শ্রীগৌড়ীয় মঠে

ঠাকুর ভক্তিবিনোদের বিরহমহামহোৎসব শ্রীগৌড়ীয় মঠেও, তদনুচরগণ কর্ত্তৃক সুসম্পন্ন হইয়াছে। তদুপলক্ষে

সেবোৎসাহী শ্রীযুত ভগবানন্দ ব্রহ্মচারী মহোদয় ঠাকুরের 'শরণাপত্তি' হইতে কীর্ত্তন করেন। তৎপরে পণ্ডিত শ্রীপাদ হৃষীকেশ অধিকারী বি, এ, মহোদয় ঠাকুরের সম্বন্ধে ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা করেন। পণ্ডিত শ্রীপাদ মদনমোহন ব্রহ্মচারী মহোদয়ও তাঁহার স্বভাবসুলভ বাগ্মিতা ও নিকপট ভক্তি-ময় মধুর ভাষায় "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও বর্ত্তমান যুগ" সম্বন্ধে একটী হৃদয়স্পর্শী বক্তৃতা করেন। তৎপরে মহাপ্রসাদ বিতরণ দ্বারা সেদিনের উৎসব সম্পন্ন হয়।

শ্রীপুরুষোত্তম মঠে।

ঠাকুরের ভজন-স্থান 'ভক্তিকুটী' শ্রীপুরুষোত্তম মঠেও বিরহ-উৎসব মহাসমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। গত ৯ই আষাঢ় হইতে প্রত্যহ শ্রীভক্তিগ্রন্থ পাঠ ও ব্যাখ্যা, কীর্ত্তন, ইষ্টগোষ্ঠী ও নগরকীর্ত্তনাদি হইয়াছে। প্রত্যহ বহু শিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত, ধর্ম্মপিপাসুগণ ত্রিদণ্ডস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজের মুখে হরিকথা শ্রবণ করিয়া নিত্যমঙ্গলপ্রদা সুকৃতি অর্জ্জন করিবার সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন। "এমার মঠে"র মহান্ত মহারাজ শ্রীপুরুষোত্তম মঠে আগমনপূর্ব্বক শ্রীপাদ ভারতীমহারাজের পাঠ ও ব্যাখ্যা শ্রবণ এবং তাঁহাকে নানাবিষয়ে প্রশ্ন করিয়া সুসিদ্ধান্তমূলক সদুত্তর প্রাপ্ত হইয়া বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন। নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিরহ-উৎসবের দিন প্রায় পাঁচশত ভক্ত ও চারিসম্প্রদায়ী বৈষ্ণব শ্রীমঠে সমাগত হইয়াছিলেন। শ্রীপাদ ভারতী মহারাজ প্রায় দুই ঘণ্টাকাল গৌরজন ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অপূর্ব্ব গৌরবাদর্শের কথা বক্তৃতা দ্বারা কীর্ত্তন করেন। তৎপরে শ্রীযুক্ত কল্যাণের ব্রহ্মচারী মহাশয় আবেগময়ী ও ওজস্বিনী ভাষায় বর্ত্তমান যুগে ঠাকুর ভক্তি-বিনোদের শুদ্ধভক্তি-সংরক্ষণে আচার্য্যত্ব-সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ, ভক্তিবিলাস পর্ব্বত ও ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজদ্বয়ও উৎসব নির্ব্বাহের জন্য অক্লান্ত সেবা করিয়াছেন। শুদ্ধ সঙ্গীতাচার্য্য অহৈতুকী গুরুগৌরাঙ্গ-সেবানিষ্ঠ শ্রীযুক্ত সুরেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহোদয় তাঁহার স্বভাবসুলভ মধুরকণ্ঠে ঠাকুরের গীতাবলী হইতে বহু পদ কীর্ত্তন করিয়া 'মধুরেণ সমাপয়েৎ' ন্যায়াবলম্বনে সর্ব্বশেষে শ্রোতৃবৃন্দের পরমানন্দ বৃদ্ধি করেন। মাননীয় শ্রীমন্মহারাজ সার্ মণীন্দ্র চন্দ্র নন্দী মহোদয় শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিরহোৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন এবং অক্ষণ কীর্ত্তন ও বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন।

আচার্য্যানুগমনে

শ্রীগৌড়মণ্ডল-পরিক্রমা-ডায়েরী

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

অষ্টাদশ দিবস

৩রা ফাল্গুন শ্রীল পরমহংসঠাকুরের অনুগমনে ভক্তগণ মায়াপুর হইতে অতি প্রত্যূষে কীর্ত্তন করিতে করিতে বেলা ৮ ঘটিকার সময় একচক্রা গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মায়াপুর হইতে একচক্রা প্রায় ৮ মাইল পূর্ব্ব-দিকে অবস্থিত। একচক্রাগ্রাম উত্তর দক্ষিণে লম্বা চারি-ক্রোশ ব্যাপী। বীরচন্দ্রপুর বা বীরভদ্রপুর একচক্রার সীমানার মধ্যে অবস্থিত। বীরভদ্র প্রভুর নাম হইতে ঐ স্থানের নাম বীরচন্দ্রপুর বা বীরভদ্রপুর হইয়াছে।

পতিতপাবন শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাবভূমির সন্নিকট হইবা মাত্রই ভক্তগণের হৃদয় আনন্দে ভরিয়া উঠিল। ভক্তগণ আনন্দে মাতিয়া উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করিলেন—

"নিতাই পদকমল কোটি-চন্দ্র-সুশীতল,
যে ছায়ায় জগৎ জুড়ায়।
হেন নিতাই বিনে ভাই, রাধাকৃষ্ণ পাইতে নাই,
দৃঢ় করি' ধর নিতাইর পায়॥"
সে সম্বন্ধ নাহি যা'র, বৃথা জন্ম গেল তা'র
সেই পশু বড় দুরাচার।
নিতাই না বলিল মুখে, মজিল সংসার-সুখে
বিদ্যাকুলে কি করিবে তার॥" ইত্যাদি

ভক্তগণ ঠাকুরমহাশয়ের পদ গান করিতে করিতে শ্রীমন্দির-প্রাঙ্গণে গিয়া উপস্থিত হইলেন। শ্রীমন্দিরটী জীর্ণ দলিয়া দুঃখ হইল। স্থানীয় গোস্বামিগণ বলিলেন "গত আষাঢ় মাসে বজ্রপাত হওয়াতে মন্দিরের চূড়া ভগ্ন হইয়া গিয়াছে এবং মন্দিরটীও অনেকটা জীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে।

ইতঃপূর্ব্বে আর কখনও শ্রীমন্দিরের উপর এরূপ দৈব দুর্ব্বিপাক হয় নাই। সেবাপরাধনিবন্ধনও এইরূপ নানা বিঘ্ন সংঘটিত হইয়া থাকে।

শ্রীমন্দির মধ্যে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর প্রতিষ্ঠিত শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহ—নাম শ্রীবঙ্কিম রায়। শ্রীবঙ্কিমরায়ের দক্ষিণে—জাহ্নবা, বামে যমুনাদেবিকা। সেবায়েতগণ বলিয়েন, যে শ্রীবঙ্কিম-রায়ে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু প্রবিষ্ট হইয়াছেন বলিয়া পরবর্ত্তি-কালে তাঁহার দক্ষিণে জাহ্নবামাতা স্থাপিত হইয়াছেন। পরবর্ত্তিকালে শ্রীমন্দিরে আরও অনেক শ্রীবিগ্রহ স্থাপিত হইয়াছেন। শ্রীমন্দিরে অপর এক সিংহাসনে মুরলীধর ও রাধামাধব (শ্রীরাধাকৃষ্ণ) শ্রীবিগ্রহ বিরাজিত এবং অন্য একটী পৃথক্ সিংহাসনে তুলসীমালা জিনার বিগ্রহধারী গৌরির মনোমোহন, কৃষ্ণানন্দচন্দ্র ও নিতাই-গৌর বিগ্রহকে এক বৎসর কাল যাবৎ একত্রকরে আনিয়া সেবা করা হইতেছে। একথায় শ্রীবঙ্কিমরায়ই প্রাচীন ও নিত্যানন্দপ্রভুর প্রতিষ্ঠিত শ্রীবিগ্রহ। প্রবাদ যে, শ্রীমন্দিরের পূর্ব্বদিকে কদম্বখণ্ডীর ঘাটে যমুনার জলে শ্রীবঙ্কিমদেব বিগ্রহ ভাসিতেছিলেন। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু সেই বিগ্রহকে জল হইতে উত্তোলনপূর্ব্বক সেবায় প্রতিষ্ঠিত করেন। বঙ্কিমদেব শ্রীবিগ্রহের পরে 'রায়' উপাধি হইয়াছে। আরও কিংবদন্তী যে বীরচন্দ্রপুর হইতে প্রায় অর্দ্ধ মাইল পশ্চিমে তড়াপুর নামক স্থানে নিম্বতরুর তলে শ্রীমতী এক্কাশিতা ধন। এই জন্যই অনেকে পূর্ব্বে বঙ্কিমরায়ের শ্রীমতীকে "তড়াপুরের ঠাকুরাণী" নামে অভিহিত করিতেন।

শ্রীমন্দিরে অন্য এক সিংহাসনে যোগমায়া অবস্থান করিতেছেন। ইনি বাঁকারায়ের দক্ষিণ পার্শ্বে অবস্থিত।

শ্রীমন্দির ও জগমোহন উচ্চ পাকা ভিটার উপরে অবস্থিত। সম্মুখে নাটমন্দির। ভক্তগণ এই নাটমন্দিরে কীর্ত্তন ও হরিকথা আলোচনা করিলেন।

শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু কোনও মন্দিরাদি নির্ম্মাণ করেন নাই। বীরচন্দ্রপ্রভুর সময়ের মন্দির ১২৯৮ সালে ভগ্ন হইলে শিবানন্দরায়ী নামক জনৈক ব্রহ্মচারী সেই মন্দির সংস্কার করিয়া দেন। প্রত্যহ শ্রীবিগ্রহের ভোগের জন্য সওয়া সের, দশ ছটাক চাউলের বন্দোবস্ত আছে।

সেবায়েত গোস্বামিগণ শ্রীনিত্যানন্দবংশের শ্রীগোপীজন বল্লভানন্দের শাখা বংশ। সেবার জন্য গোস্বামীদের নামে জমিদারী বন্দোবস্ত আছে, তাহা হইতেই সেবা চলে। গোস্বামীরা তিন শরিক, পালাক্রমে সেবা করিয়া থাকেন। শ্রীযুক্ত গোবিন্দবিহারী গোস্বামী জমিদারীর আট আনা আট গণ্ডা, শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্রগোস্বামী প্রভৃতি পাঁচ আনা চৌদ্দগণ্ডা এবং শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় গোস্বামিগণের দৌহিত্র-দৌহিত্র-সন্তান) এক আনা আঠার গণ্ডার অংশীদার।

বীরচন্দ্রপুর ওরফে বীরচন্দ্রপুর বা একচক্রাগ্রামে তিনশত ঘর ব্রাহ্মণ ও সদ্‌গোপাদি জাতির বাস।

বিশ্রামতলা—মন্দির হইতে কিছু দূরে 'বিশ্রাম তলা' নামক স্থান। প্রবাদ, এই স্থানে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু বাল্যকালে সখাগণের সহিত নানাবিধ ব্রজলীলা ও রাস-লীলার অভিনয় করিতেন।

আমলী তলা—নামক স্থানে একটী বিস্তৃত তিন্তিড়ী বৃক্ষ বিরাজিত। বাউল নেড়াদি সম্প্রদায় এই স্থানের সম্বন্ধে নানাবিধ মনগড়া গল্পের সৃষ্টি করিয়াছে। প্রবাদ যে, "শ্বেতগঙ্গা" নামক একটী দীর্ঘিকা বারশত নেড়ার পরি-শ্রমের ফলে সৃষ্টি হইয়াছে। তাহারাই নাকি ঐ দীর্ঘিকা খনন করিয়াছিলেন। "কদম্বখণ্ডীর ঘাটের" বিষয় পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। কিছু দূরে গোস্বামিগণের সমাধিস্তম্ভ। বৌড়েশ্বর হইতে বারকেশ্বর নদ পর্য্যন্ত উত্তরবাহিনী যমুনা।

সূতিকা মন্দির—যমুনা পার হইয়া অর্দ্ধ মাইলের মধ্যে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর সূতিকামন্দির। সূতিকা মন্দিরের বর্ত্তমান প্রাচীন নাটমন্দির অবস্থিত ছিল, এখন তাহা ভগ্ন হইয়া বিস্তৃত বটবৃক্ষের দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া রহিয়াছে। পরবর্ত্তী সময়ে সেই প্রাঙ্গণে একটী মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে—তন্মধ্যে শ্রীগৌরনিত্যানন্দ-শ্রীবিগ্রহ বিরাজিত আছেন। জগমোহনের প্রস্তর ফলকে এইরূপ লিপিবদ্ধ রহিয়াছে—

স্বর্গীয় প্রসন্নকুমার কায়করণ

পিতৃদেবের স্মৃতিরক্ষার্থ এই মন্দির সংস্কার করা হইল।

শ্রীসুরেন্দ্রকুমার কায়করণ বৈশাখ ১৩২৩।

গর্ভবাস—যে স্থানে সূতিকামন্দির অবস্থিত সেই স্থানকে "গর্ভবাস" নামে অভিহিত করা হয়। বর্ত্তমানে শ্রীহরিদাস নামক জনৈক সংযোগী বৈষ্ণব নয় বৎসর যাবৎ তথায় সেবা করিতেছেন। প্রায় ৪৩ বিঘা জমি সেবার জন্য বন্দোবস্ত আছে। তন্মধ্যে ২০ বিঘা নিষ্কর। উহা বিনাজলুয়ের মহারাজের জমি। ১৪ বিঘা জমিতে ১৯ টাকা খাজনা, অপর পাঁচ বিঘার খাজনা ১৲ টাকা।

ঐ স্থানের পূর্ব্ববর্ত্তী সেবায়েতগণের মধ্যে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের নাম ও তাঁহাদের তিরোভাবের-তিথি-দিবস পাওয়া যায়—

শ্রীযুক্ত রাঘব চন্দ্র গোস্বামী (গোবর্দ্ধনবাসী) তিরোভাব-তিথি কৌষ্ঠ শুক্লা ত্রয়োদশী

" জগন্নানন্দ দাস মাঘাষ্টমী

" কৃষ্ণদাস (চিরিয়াকুলের) কৃষ্ণজন্মাষ্টমী

" নিত্যানন্দ দাস ঘোষনযাত্রা

(ইনি ৩০ বৎসর সেবা করেন)

" রামদাস ঠাকুর মহাশয়ের অপ্রকটতিথি

" ব্রজমোহন দাস ফাল্গুনপূর্ণিমা

" কানাই দাস মাঘী শুক্লা ত্রয়োদশী

" গৌরদাস ফাল্গুনী কৃষ্ণা নবমী.

" শিবানন্দ দাস কৃষ্ণা একাদশী

(ইনি ৫০ বৎসর সেবা করেন)

" হরিদাস বর্ত্তমান সেবায়ত

বকুল-তলা—গর্ভবাস বা সূতিকামন্দির হইতে কিছু দূরে বকুলতলা। এই স্থানে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু সখাগণের সহিত "কাল কপোটা" খেলা খেলিতেন। এই বকুল বৃক্ষটী অত্যাশ্চর্য্য। ঐ বৃক্ষের শাখাগুলি ঠিক সর্পের ন্যায় অঙ্গপ্রত্যঙ্গবিশিষ্ট। বুঝি অনন্তদেব শ্রীনিত্যানন্দের ইচ্ছায়ই উহারা এইরূপভাবে প্রকাশিত রহিয়াছে। বৃক্ষটীও খুব প্রাচীন: শুনা যায় এই বৃক্ষের দুইটী ডাল পৃথক্ ছিল। নিত্যানন্দ প্রভু খেলার সময় সখাগণের এক ডাল হইতে অন্য ডালে গমনাগমন করিতে কষ্ট হয় দেখিয়া তিনি শাখায় একত্র করিয়া দেন।

হাটুগাড়া—কিম্বদন্তী যে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু সমস্ত তীর্থ এই স্থানে আসিয়া সমাবেশ করিয়াছিলেন। অদ্যাবধি এই গ্রামবাসিগণ গঙ্গাদি তীর্থে না গিয়া এই তীর্থেই স্নান করিয়া থাকেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু এই স্থানে মহিচিড়া মহোৎসব সম্পন্ন করেন। প্রবাদ, তিনি এই স্থানে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া মহিচিড়া ভোজন করিয়াছিলেন, বলিয়া ঐ স্থানটী গর্ত্ত হইয়া যায়। এই জন্যই এই স্থানটীর নাম "হাটুগাড়া" হইয়াছে। বার মাস এই কুণ্ডে জল থাকে।

পাণ্ডবতলা—প্রবাদ এই স্থানে পাণ্ডবগণ অজ্ঞাত বাস করিয়াছিলেন। এই স্থানে একটী কুদ্র ইষ্টকস্তূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

টোলগৃহ—গর্ভবাসের নিকট হাড়াই পণ্ডিতের টোলগৃহ ছিল।

কার্ত্তিকমাসে গোষ্ঠের সময় এই স্থানে বৃহৎ মেলা হইয়া থাকে। মাঘী শুক্লা ত্রয়োদশী শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর জন্মোৎসবের সময়ও বীরভদ্রপুরে বিরাট মেলা হয়।

শুনা যায় যে, শ্রীগোকুলের মন্দিরের উত্তরাংশে তাণ্ডীবন শিব ছিলেন। হাড়াই পণ্ডিত সেই বৈষ্ণব-রাজ শিবের আরাধনা করিতেন। বর্ত্তমানে সেই শিব লিঙ্গ মূর্ত্ত হইয়াছেন এবং সেই স্থানে শ্রীজগন্নাথবিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছেন।

(ক্রমশঃ)

প্রার্থনা।

অজ্ঞানি যত সকলেন্দ্রিয়বৃত্তিমন্তি
সন্ততি পান্তি কলয়ন্তি চিরং জগন্তি।
আনন্দচিন্ময়সদুজ্জ্বলবিগ্রহস্য
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥

শ্রীগুরুদেবের বুদ্ধি-প্রেরণায় ও সজ্জনসমূহের আনুগত্যে যদি উল্লিখিত শাস্ত্রতাৎপর্য্য আলোচনা করা যায় তবে জ্ঞাত হওয়া যায় যে—শ্রীগোবিন্দদেবই আদিপুরুষ তাঁহার

শ্রীবিগ্রহ সচ্চিদানন্দ, আনন্দময় ও সর্ব্ব সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যের সার। "বিগ্রহস্ত 'অজানি" বলিবার তাৎপর্য্য এই যে—অচিন্ত্যশক্তির সর্ব্ব বিরুদ্ধধর্ম্ম তিনি বিশেষরূপে অঙ্গসমূহে গ্রহণ করিয়াছেন। গ্রহণ বৈশিষ্ট কি? যাঁহার প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গে অপর সমূহ ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি আছে। যথা হস্তদ্বয়ে যিনি দেখেন, শুনেন, গমন করেন, পালন করেন, ভোজনাদি করিতে পারেন। চক্ষু নাসিকাদ্বারা গমন, ভোজন, রমণাদিন, সৃষ্টিস্থিতি করিতে পারেন। পদদ্বয় দ্বারা ও অপরাপর ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া করিতে পারেন। ইহাই কৃষ্ণের পরমচিন্তাশক্তির বৈভব ও ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য।

"ঐশ্বর্য্যযোগাৎ ভগবান্ বিরুদ্ধার্থোঽভিধীয়তে।
তথা সর্ব্বেঽপি দৃশ্যন্তে বৈধর্ম্ম্যাৎ পুরুষোত্তমে॥" বাক্যপদীয়

আরও শ্রবণ করা যায় যে—(শ্বেতাশ্বতর)

"অপাণি-পাদো জবনো গৃহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ।
স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাস্তি বেত্তা তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তম্

তাঁহাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ (স্মৃতেঃ সুখং আনীৎ "অহমেবাসমেবাগ্রে") শ্রীকৃষ্ণ বলা যায়। তাঁহার অব্যভিচারী বেত্তা কেহই নাই। তিনিই বেদ্য বস্তু ও একমাত্র বেত্তা। অন্যের না জানিবার কারণ অচিন্ত্যশক্তিমত্তা। যেহেতু তিনি অপাণি হইয়াও গ্রহণ করেন, অপদ হইয়াও শীঘ্র গমন করেন, অচক্ষু হইয়াও দর্শন করেন এবং অকর্ণ হইলেও শ্রবণ করেন"। এই ব্যতিরেকমুখী শ্রুতিবাক্যে যে অচিন্ত্যশক্তি বিষ্ণু জ্ঞাত হওয়া যাইতেছে তাহা পূর্ব্বোক্ত অন্বয়মুখী স্মৃতিবাক্যে সমন্বয় ব্যক্ত হইতেছে। যদি পরমপুরুষ কৃষ্ণ হস্তদ্বারা গমন, ভোজন দর্শন শ্রবণাদি করিতে পারেন তবে অব্যভিচারিণী শ্রুতি নিশ্চিতরূপে কি করিয়া বলেন যে, ইহাই পুরুষের হস্ত। যেহেতু অন্য ইন্দ্রিয়ের বৃত্তিও দৃষ্ট হইতেছে। চক্ষুকর্ণনাসিকাদির বৃত্তি যদি পদে দৃষ্ট হয় তবে শ্রুতি কি প্রকারে প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতে পারেন যে তবে ইহাই পুরুষের পদ। ইহা দ্বারা তিনি কেবল গমনই করেন।

অসীমবৃত্তিযুক্ত কৃষ্ণবিগ্রহে সসীমবৃত্তি আরোপ হইয়া নির্দ্দোষ শ্রুতিবাক্যে দোষ আনয়ন করিতে পারে। অচিন্ত্য শক্তিবৈভব বর্ণনকালে শ্রুতি প্রায়ই যৌগবৃত্তি অবলম্বন করেন। ইহাই সর্ব্বযোগীস বেদের অন্যতম সিদ্ধান্ত ও ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্যের পরিচায়ক। সেই নিখিল বিরুদ্ধ অচিন্ত্য-অনন্তশক্তি বৈশিষ্ট্য গ্রহণকারী গোবিন্দদেবের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে উপাদেয় অনুপাদেয় অংশ কিছু শ্রবণ করা যায় না যথা— বরাহপুরাণ

"সর্ব্বে নিত্যা শাশ্বতাশ্চ দেহাস্তস্য পরাত্মনঃ।
হানোপাদানরহিতা নৈব প্রকৃতিজাঃ ক্বচিৎ॥
অনূনানতিরিক্তাশ্চৈব তুল্যৈঃ সর্ব্বৈশ্চ সর্ব্বতঃ।
বেদবেদ্যাশ্চিদাঃ চৈব নেশ্বরে বিদ্যতে ক্বচিৎ॥

অতএব দেহদেহীভেদ সর্ব্বাত্মময় পরমেশ্বরের নাই দেহদেহী সর্ব্বশঃ সচ্চিদানন্দ আনন্দোজ্জ্বলবিগ্রহ। বিষ্ণুবিগ্রহের উপাদেয় অংশ যে উত্তমাঙ্গ মস্তক বা অনুপাদেয় অঙ্গ যে পদ এই প্রকার ভেদ লক্ষ্য করা যায় না, যেহেতু তিনি অপ্রাকৃত ও অধোক্ষজ বস্তু। যাহারা ভক্তাভক্ত-জ্ঞানপটু, মনোধর্ম্মী, অক্ষজজ্ঞানবিশিষ্ট ব্যক্তি আমরা,—আমাদের স্বতঃই সন্দেহ হয় তাই ত' গঙ্গাদেবী; বিষ্ণুর অধঃজাত পাদপদ্মজাতা ইহা দ্বারা বিষ্ণুর সেবা কি প্রকারে করিব? কিন্তু বৈকুণ্ঠবস্তু যে মনোধর্ম্মের মাপকাঠিতে পরিমাপ করা যায় না তাহা পর্য্যন্ত ভুলিয়া যাই। শ্রীবিগ্রহের সর্ব্বেন্দ্রিয়ে যখন সর্ব্বেন্দ্রিয়বৃত্তিই নিত্য বর্ত্তমান রহিয়াছে তখন পাদপদ্মজাতা না মনে করিয়া নিম্নোদ্ভবা বা অধোভবা মনে করিলেই হয় (এইরূপ স্বীকার করিও নির্দ্দোষ নয় তত্রাচ) মনঃ সন্তুষ্ট হয় না কারণ সে ত কখনও প্রত্যক্ষ করে নাই, যে পদে কেহ শ্রবণ মনন সৃষ্ট্যাদি কার্য্য করিতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ শ্রবণ করা যায় যে—"পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব" ভগবানের পরাশক্তি বিবিধ বৈভবযুক্ত। " পীঠরূপিণী-বৈভব বৈকুণ্ঠাদি ধাম। বৃন্দাদেবী অপ্রাকৃত কৃষ্ণলতাদিরূপী বৈভব ও চিদ্রূপবৈভবযমুনা গঙ্গা কারণাদিবারি। পরা শক্তির বৈভব বিস্তার কেবল কৃষ্ণসেবায় উদ্দেশ্যেই হইয়াছে "বিষ্ণু পাদোদ্ভবা গঙ্গা" বলিলে সর্ব্বশক্তির আশ্রয় স্বরূপ বিষ্ণুবস্তু হইতে গঙ্গা প্রকটিতা হন জ্ঞাত হওয়া যায়। অতএব পরাশক্তি বৈভব চিদ্রূপময়ী গঙ্গাবারিতে বিষ্ণুসেবা উপযুক্তই হইতেছে।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের নিত্য-সেবাশ্রিত ত্রিদণ্ডিভিক্ষু পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ কর্ত্তৃক সম্পাদিত, সঙ্ঘরক্ষক ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের অপ্রকট-বিরহ-তিরোভাব-তিথি-পূজা বাসর।

শ্রীগৌড়ীয়

শ্রীচৈতন্য-গৌড়ীয়-মঠ, শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ।

৩১শ বর্ষ | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার ২০শে আষাঢ় ১৩৩২, ৪র্থী জুলাই ১৯২৫ | ৪র্থ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ।

গত ১৮ই আষাঢ় শয়ন-একাদশী হইতে চাতুর্ম্মাস্য ব্রত আরম্ভ হইয়াছে। কেহ কেহ আষাঢ়ী পূর্ণিমা হইতে আরম্ভ করিয়া রাসপূর্ণিমা পর্য্যন্ত চাতুর্ম্মাস্য-কাল গণনা করেন। যাঁহারা শয়নৈকাদশী হইতে চাতুর্ম্মাস্য ব্রত আরম্ভ করিবেন কার্ত্তিকী-শুক্লা উত্থান একাদশীতে তাঁহাদের ব্রত সমাপ্ত হইবে। কাহারও মতে আবার শ্রাবণ হইতে কার্ত্তিক পর্য্যন্ত সৌরমাস-চতুষ্টয় চাতুর্ম্মাস্য-ব্রতকাল বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

আপস্তম্বশ্রৌতসূত্রে (২য় প্রঃ ১ম অঃ ১২ খণ্ড) যে "অক্ষয্যং হ বৈ চাতুর্ম্মাস্যযাজিনঃ"—অক্ষয় স্বর্গকামী হইয়া চাতুর্ম্মাস্য ব্রত যাজন করিবে, এইরূপ বাক্য দেখিতে পাওয়া যায় তাহা ভুক্তিকামী কর্ম্মিগণের জন্য। কিন্তু ভগবদ্ভক্তগণ একমাত্র হরিভক্তি বৃদ্ধির জন্যই চাতুর্ম্মাস্য ব্রত ধারণ করিবেন যথা—

"চাতুর্ম্মাস্যেষু কর্ত্তব্যং কৃষ্ণভক্তিবিবৃদ্ধয়ে"

শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসের পঞ্চদশ বিলাসে ৪২ হইতে ৭৩ সংখ্যায় চাতুর্ম্মাস্য ব্রতের সম্বন্ধে আলোচনা আছে। ভক্তবৃন্দ ফলশ্রুতিতে আবদ্ধ না হইয়া শুদ্ধ হরিপ্রীতির জন্য নিত্য শ্রবণ, কীর্ত্তন, শুদ্ধভগবদ্ভক্তগণের সঙ্গ, ইষ্টগোষ্ঠী প্রভৃতি দ্বারা চাতুর্ম্মাস্য ব্রত পালন করিবেন।

চাতুর্ম্মাস্য ব্রতকালের নিয়ম শ্রীহরিভক্তিবিলাসে এইরূপ লিখিত আছে—

"শ্রাবণে বর্জ্জয়েচ্ছাকং দধি ভাদ্রপদে তথা।
দুগ্ধমাশ্বযুজি মাসি কার্ত্তিকে চামিষং ত্যজেৎ।

স্কন্দপুরাণগত হঃ বিঃ ১৫।১১

শ্রীসনাতনগোস্বামীর টীকা—অতএবাগ্নিষ্টোমাদিনিবৃত্তিবদ্ধ-নিরতস্কামিষস্থানে মাষান্ ত্যজেৎ। অর্থাৎ শ্রাবণে শাক, ভাদ্রে দধি, আশ্বিনে দুগ্ধ ও কার্ত্তিকমাসে মাষকলায়, তাম্বূল, রক্তশুক্তিকা, মধুর লোহন প্রভৃতি আমিষ মাংসের ন্যায় বর্জ্জন করিবে। তৎকালে কেশনখাদি ছেদন নিষিদ্ধ; স্ত্রীসঙ্গাদি বিলাস সর্ব্বতোভাবে পরিবর্জ্জনীয়। সর্ব্বদা শুদ্ধ আচারবান্ ভগবদ্ভক্তের মুখে হরিকথা শ্রবণ, কীর্ত্তন,

শুদ্ধচক্তি প্রচার, গুরুসেবা, হরিসেবানুকূল কার্য্য, বৈষ্ণবোচ্ছিষ্ট ধারণ প্রভৃতি ভক্ত্যঙ্গ পালন করা একান্ত কর্ত্তব্য।

লোকশিক্ষক জগদ্গুরু শ্রীগৌরসুন্দর স্বয়ং এই চাতুর্য্যান্ত ব্রত আচরণপূর্ব্বক জগজ্জীবকে শিক্ষা দিয়াছেন। শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরীপ্রমুখ পরমহংসগণ পর্য্যন্ত লোকশিক্ষার্থে চাতুর্য্যান্ত ব্রত পালন করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য চতুর্থ ও নবম পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

জগতে হরিভক্তি ও হরিভক্তের মাহাত্ম্য খুব কম লোকই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন।

মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ॥"

—শ্রীগীতা ৭।৩

যে দিন আমরা গুরুভগবদ্ভক্তের মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিব, তাঁহাদের মহত্ত্ব কীর্ত্তন করিতে শতমুখ হইব, সেইদিন আমরাও ভক্ত হইতে পারিব—সেদিন আর আমাদের জাগতিক প্রভুত্ব থাকিবে না, কর্ম্ম, জ্ঞানাদিকে আর আমরা বহুমানন করিব না।

জগতে কর্ম্মবীর, ধর্ম্মবীর, দেশবীর বা সমাজসুহৃদ্গণের পূজা অজ্ঞজ্ঞানপ্রসূত মনুষ্যকুলের অধিকারোচিত হইলেও ভক্তপূজা সর্ব্বাপেক্ষা বড় জিনিষ ও নিত্য শিবদ। ভগবান্ স্বয়ং বলিয়াছেন—

মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা। —ভাঃ ১১।১৯।২১

"আমার ভক্তের পূজা আমা হৈতে বড়।"

জগতে দুইটী স্রোত প্রবাহিত। একটী অক্ষজ চেষ্টার স্রোত। গতানুগতিক ন্যায়াবলম্বনে জগতের শতকরা নিরানব্বই বা ততোধিক সংখ্যা এই প্রখর স্রোতের বেগের বিরুদ্ধে চলিতে অসমর্থ। তাই গঙ্গালিকা প্রবাহের ন্যায় এক প্রকার সকলেই তাহাতে গা' ঢালিয়া দিতে বাধ্য। আর এক রকম স্রোত—অধোক্ষজ মায়ার স্রোত। সেই স্রোতে গা ঢালিয়া দিলে অর্থাৎ শরণাগত হইলে জীবের আর কোন ভয় থাকে না, ভাবনা থাকে না, শোক, মোহ, পরাভব, লোভ সব দূর হয়। জীব পরম নিত্যানন্দ-নিকেতনে নিত্য সেবানন্দস্বরূপ স্বরূপধর্ম্মে অবস্থিত হয়।

সেই সাধনার মাধুরী জগতের স্বল্প পুণ্যবান্ অজ্ঞ লোক বুঝিতে পারে না। যাঁহারা সেই মাধুর্য্য উপলব্ধি করিবার সৌভাগ্য লাভ করেন, তাঁহাদের অক্ষজ-সুদর্শন অধোক্ষজ-সুদর্শনের দ্বারা প্রতিহত হইয়া যায়।

জননী, জন্মভূমি, দেশনেতা সমাজসুহৃৎ—ইহারা আমাদের এত প্রিয় কেন?—আমাদের নিকট "স্বর্গাদপি গরীয়ান্" আখ্যা লাভ করিয়াছেন কেন? কারণ আছে; শ্রুতি বলেছেন—'প্রেয়ঃ' আমাদের প্রিয় নহে, অপ্রেয়ঃই আমাদের 'প্রেয়ঃ' হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এ মায়ার রাজ্যে আসিয়া আমরা সকলেই 'অভাবকেই' 'স্বভাব' ও 'স্বভাবকেই' 'অভাব' বলিয়া বোধ করিতেছি।

যিনি আমাদের যত বেশী পরিমাণে ভোগের ইন্ধন যোগাইয়া দিতে পারিবেন, যিনি যত আমাদিগকে আমাদের নিত্য স্বভাব হইতে দূরে লইয়া যাইতে পারিবেন তিনিই এই মায়ার জগতে আমাদের তত প্রিয়ভাজন, শ্রদ্ধাভাজন স্নেহভাজন হইবেন। জননীর উদাহরণে ইহা বেশ বুঝা যায়। ইহ জগতে আমাদিগের ভাস্করালোক দেখিবার পূর্ব্ব হইতেই জননী আমাদিগের একজন "বিশ্বস্ত পরিচারিকা" হন বলিয়া আমাদের এত প্রিয়। জননী অকাতরে, অক্লান্তভাবে, সন্তানের মলমূত্র বহন করিতে কুণ্ঠিত হন না। তিনি সন্তানের জন্য নেথর, মুদ্ধফরাসোচিত অতি নীচসেবাপর্য্যন্ত সানন্দে করিয়াছেন। তাই, তিনি আমাদের নিকট "স্বর্গাদপি গরীয়সী"। অর্থাৎ ভোগনিকেতন স্বর্গ হইতেও অধিকতর শ্রেষ্ঠ ভোগপ্রদবস্তু।

ভক্তপূজার মাহাত্ম্য ভগবান্ ও নিষ্কপট ভগবদ্ভক্তগণই জানেন। জগতের লোক তাহাদের ভোগে ইন্ধন প্রদানকারী ব্যক্তিদিগকে যে শ্রদ্ধা বা সম্মান প্রদর্শন করেন, তাহা নিষ্কপট নহে। তাহাতে পূর্ণমাত্রায় জড়স্বার্থ ও

জড়প্রতিষ্ঠার পূতিগন্ধ বর্ত্তমান। জাগতিক লোক জড়ীয় প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত আহুতি দিতে কুণ্ঠিত নহেন। জগতের ইতিহাসে যাঁহারা কর্ম্মবীর বা ধর্ম্মবীর বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন, সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মভাবে তাঁহাদের চরিত্র আলোচনা করিলে এই সত্যতা হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। রাণা প্রতাপসিংহের দেশমাতৃকার সেবার জন্য অপূর্ব্ব-ত্যাগ, শিবাজীর অসাধারণ বীরত্ব, রূপসী রাজপুত-ললনাগণের জহরব্রতে দেহাহুতি জগতের অক্ষজ-দৃষ্টিতে বড়ই নিঃস্বার্থপর কার্য্য বলিয়া বোধ হইতে পারে, কিন্তু বিবজ্জনের সূক্ষ্মদৃষ্টি সেই নিঃস্বার্থাভিনয়ের অন্তরালে প্রতিষ্ঠাশা-চণ্ডালিনীর নৃত্য দেখিতে পান।

ভগবদ্ভক্তগণই একমাত্র নির্ম্মৎসর ও বিশুদ্ধার্থ-পর। তাঁহারা নিষ্কপট, জড়ীয় প্রতিষ্ঠাকে তাঁহারা শূকরী বিষ্ঠার ন্যায় পরিত্যাগপূর্ব্বক বৈকবী প্রতিষ্ঠায় নিষ্ঠাযুক্ত। কিন্তু সেই ভক্তের জন্য জগতের কয়জন লোক ক্রন্দন করিয়া থাকেন? কয়জনই বা ভক্তবিরহকে দুঃখ বলিয়া ভাবনা করেন? শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রশ্নকর্ত্তা হইয়া রায় রামানন্দের মুখে বলাইয়াছিলেন—

"কীর্ত্তিগণ মধ্যে জীবের কোন্ বড় কীর্ত্তি।
কৃষ্ণভক্ত বলিয়া যাঁহার হয় খ্যাতি॥
দুঃখমধ্যে কোন্ দুঃখ হয় গুরুতর।
কৃষ্ণভক্ত বিরহ বিনা দুঃখ না দেখি পর॥
শ্রেয়ো মধ্যে কোন্ শ্রেয়ো জীবের হয় সার।
কৃষ্ণভক্ত সঙ্গ বিনা শ্রেয়ো নাহি আর॥"

চৈঃ চঃ মধ্য ৮ম।

শ্রীগৌরসুন্দর হরিদাস ঠাকুরের নির্য্যাণে ভক্তগণকে কি বলিয়াছিলেন—

"হরিদাস আছিল পৃথিবীর শিরোমণি।
তাঁহা বিনা রত্নশূন্যা হইল মেদিনী॥"

স্বয়ং ভগবানের এই উক্তি কয়জন উপলব্ধি করিতে পারেন জানি না। কিন্তু ইহা বলা যাইতে পারে যে জগতের অক্ষজ সম্প্রদায় এই কথার অর্থ বুঝিতে পারিবেন না।

"বিষ্ণাবনকুলসমে বৈষ্ণব না চিনে।"

শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী পাদ বলিয়াছেন, যে পর্য্যন্ত আমাদের ভগবৎপাদপদ্মসেবী নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণবজনের দর্শন-সৌভাগ্য না ঘটে, সেই কাল পর্য্যন্তই আমাদের জাগতিক লোকমর্য্যাদা, বেদমর্য্যাদা বিশৃঙ্খল ও মৎসরতা যুক্ত বলিয়া বোধ হয় না। সেই পর্য্যন্তই ব্রহ্মবিচার ও মুক্তিকথা শুষ্কির ন্যায় বাহ্যাড়ম্বরপূর্ণ ও তিক্ত বলিয়া বোধ হয় না, সেইকাল পর্য্যন্তই আমরা দেশ ও সমাজ প্রভৃতি নানা-প্রকার বহির্ম্মুখ কার্য্যে লিপ্ত থাকিয়া তৎসম্বন্ধিকথা ও বস্তুকে বহুমানন করিয়া থাকি।

সপার্ষদ শ্রীগৌরসুন্দর কৃপাপূর্ব্বক প্রপঞ্চে আসিয়া জগতকে যে অমূল্য নিধি ও অনর্পিতচর বস্তু দান করিয়াছেন, যে পতিতপাবন নিত্যানন্দপ্রভু ও ঠাকুর হরিদাস জগতের দুঃখে কাতর হইয়া প্রতি দ্বারে দ্বারে কত গাহনা, গঞ্জনা, 'কাজীর কোরা' আহত ও 'বাইশ বাজারে' প্রহৃত হইয়াও সেই মহামূল্যনিধি অযাচককে অবিনিময়ে যাকে তাকে বিলাইতে প্রস্তুত হইয়াছেন, যে বাসুদেব ঠাকুর সমগ্র জীবের পাপ-ভার বহন করিয়া নরক গমন করিতেও কুণ্ঠিত ছিলেন না; তাঁহাদের বিরহে আর কয়জন কাতর? বোধ হয় তাহার সংখ্যা মুষ্টিমেয় হইবে। কারণ ঐ সকল নিষ্কিঞ্চন মহাজনগণ "প্রেয়" প্রচার করেন নাই, "শ্রেয়ঃ" প্রচার করিয়াছিলেন।

বর্ত্তমানযুগে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ জগজ্জীবের দুঃখমোচন-কল্পে যে নিষ্কপট, অহৈতুক-চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন, বর্ত্তমান অক্ষজজ্ঞান-মত্ত সমাজের অনেকে হয়ত, তাহার খবরও রাখেন না বা রাখাও আবশ্যক বোধ করেন না। কারণ তিনি কৃষ্ণবহির্ম্মুখী অক্ষজ-ভোগময়ী চেষ্টার প্রশ্রয় দেন নাই। কিন্তু জগতের নিত্য কল্যাণের জন্য যে সকল অহৈতুক, শুদ্ধ ভগবদ্ভক্ত আগমন করিয়া থাকেন, তাঁহাদের এক একজনের গমনে জগতের যে ক্ষতি হয়, কোটী

কোটী কল্পধীর, কল্পধীরের সঙ্গে তাহার কোনও মতে তুলনা হয় না।

একজন নাস্তিক্যবাদতপ্ত মরুভূমিতুল্য জগতে সর্ব্বাত্ম-গ্রপনবিবাদিনী সুধাসারিৎ প্রবাহিত করেন, আর একজন নির্ব্বাপিত-প্রায় ভোগবহ্নানলে আরও ইন্ধন যোগাড় করিয়া দিয়া ভোগনলের লকলকে জিহ্বা প্রসারিত করিয়া থাকেন। আমরা বন্ধুন ; প্রেয়ঃই আমাদের আদরের বস্তু।

আমরা ভোগী, উচ্ছৃঙ্খল, সতত নিজ স্বার্থ ব্যতীত একপদও অগ্রসর হই না, আমরা হিংসা, দ্বেষ, পরাপেক্ষে সতত রত। কিন্তু দৈববশতঃ এইরূপ স্বভাবযুক্ত আমাদিগেরই ভিতর যদি এমন একজন লোক উদিত হন যিনি আমাদের অপেক্ষা ঐ সকল দোষে অনেক কম দুষ্ট তখনই আমরা তাঁহাকে আমাদের মধ্যে পাইয়া মস্ত এক-জন বলিয়া ধারণা করি। "সমশীলা ভবন্তি বৈ" এই ন্যায়াবলম্বনে তাঁহার বহুমাননা করিয়া থাকি। এরূপ ধারণা কিছু মন্দ নয়। কারণ পাপী হইতে পুণ্যবান্ ভাল। পাপাত্মদিগের নিকট পুণ্যবানের আদর। কিন্তু যাঁহারা আবার পাপ ও পুণ্য উভয়কেই অতি অকিঞ্চিৎকর মনে করেন তাহাদের নিকট পুণ্যবানের আদর নাই। নরকস্থ ব্যক্তির স্বর্গের প্রতি আদর কিন্তু নারায়ণপর পুরুষ স্বর্গ ও নরকে কোনই প্রভেদ দেখেন না। তাই শাস্ত্র শুদ্ধভক্তকেই সর্ব্বোপরি স্থান প্রদান করিয়াছেন।

রঘুনাথের-নিষ্ক্রমণ।

(১)

শেষ যাম রাতি, ক্লান্ত জাগরণে
ঘুমায় প্রহরিগণ ;
নীরব নিশ্চিন্ত পুরবাসিজন
নিদ্রাবশে বিচেতন।

(২)

বসিয়া বাহিরে চঞ্চল-হৃদয়
চণ্ডী-মণ্ডপে একাকী,
কাঁদে রঘুনাথ ঊর্দ্ধমুখে—"নাথ!
আর কত দিবে ফাঁকি?

(৩)

"কত নিদারুণ লৌহ কারাগারে,
সংসার ভিতরে ঘোর,
আর কতদিন রাখিবে এমন
বাঁধি মোরে, মনচোর?

(৪)

"বলিলে যে তুমি 'আসিবে সময়
পাইবে প্রপাণ পথ।'
হ'লো না সুযোগ আজো ত দয়াল,
পূরিল না মনোরথ?

(৫)

"একি দণ্ড মোর! শুরু অপরাধে
অপরাধী আমি কত ;
প্রহরি-বেষ্টিত কারাগৃহে হেন
রাখিলে চোরের মত!

(৬)

"চাহি না আমিত কিছুই-ইহার—
ধন জন পদ মান ;
কেন তবে মোরে রাখি তা'র মাঝে
এ তাপ করিছ দান?

(৭)

"মলিন এ মতি হয়নি এখনও
মলহীন, সুপবিত্র ;
করিবারে যোগ্য চরণে তাই
হৃদিকে দিয়াছি স্থান।

(৮)

"দহ দহ তবে ;— গভীর-সুন্দর,
আশাপথ চাহি তব,

গাহি তব নাম, ল'য়ে তব গান,
নীরবে সকলি স'ব !"

(৯)

ঝর ঝর অশ্রু করিল নয়নে,
বহিল দীরঘ শ্বাস ;
বহিল পবন শ্বাস-বায়ু সেই
প্রভুর চরণ-পাশ।

(১০)

ছুটল অমনি তখনি গমন ;
মুক্ত পলায়ন-পথ ;
করিলা স্মরণ প্রভু, রঘুনাথ
ভকত অনন্ত-ব্রত !

(১১)

হইলা উদয় অমনে সহসা
পুরোহিত দ্বিজবর ;
কহিলা রঘুরে,— "এস রঘুনাথ,
চল ত ব্রাহ্মণ-ঘর ;

(১২)

"ছাড়িয়াছে পূজা ব্রাহ্মণ তোমার ;
আর ত ব্রাহ্মণ নাই ;
রাতি না পোহাতে, করিতে উদ্ধার
আসিলাম আমি তাই।

(১৩)

"সাধ' তারে বাপ, চল ত বারেক"—
কহিতে কহিতে কথা,
চলে পুরোহিত ; হরষিত রঘু
যায় সাথে সাথে তথা।

(১৪)

না জানে যাহারা ; সুপ্ত পুরবাসী ;
বিমুক্ত পিঞ্জর-দ্বার ;
পলাইল পাখী অনন্তে উধাও !
কে রাখিবে আজি আর ?

(১৫)

যাও রঘুনাথ !— কি ভাগ্য তোমার,
কহিবার ভাষা নাই ;
ইন্দ্রপদ সম ঐশ্বর্য্য অতুল
গণিলে অসার ছাই !

(১৬)

সঁপিয়া সর্ব্বস্ব শ্রীগৌর চরণে,
পাগল তাঁহারি তরে,
ছত্রভোগ রাজা ত্যজি অনায়াসে,
তরিলে তাঁহারি বরে !

(১৭)

'হরে কৃষ্ণ হরে'— গাহি উচ্চৈঃস্বরে,
কোন্ মহাপথে আজি,
চলিয়াছ তুমি ! কি আনন্দে তোর
পথের কাঙাল সাজি !

(১৮)

কি দুস্ত্যাজ্য বস্তু বর্জ্জন করিয়া,
লৌলা মূলে অনুপম
করিলে আপন চিত্তহরে অহো,
কি অমূল্য মহাধন !

(১৯)

কোটি কোটি কোটি চরণে তোমার
দণ্ডবৎ নতি করি ;
কোটি জন্মে যদি পাই পথ যেন
তব পদ-চিহ্ন ধরি !

(২০)

চলিলেন প্রভু কৌশলে তখনি,
দ্বিজবরে দিয়া ঘরে ;
না হইতে দূর নিশার আঁধার,
গেল দূর দূরান্তরে !!!

কবি কৃষ্ণামৃত। শ্রীকৃষ্ণপুর।

সর্ব্বদেবৈক্য বাদ

মায়াবাদই সর্ব্বদেবৈক্যবাদের জনক। এই মায়াবাদ আবার অসুরবিমোহনকল্পে ভগবানের ক্রোধ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। মায়াবাদ দেবীধামে অনেকগুলি উপযুক্ত সন্তান উৎপন্ন করিয়াছে। তন্মধ্যে সমন্বয়বাদ বা চিদ্বিলাস-বিরোধবাদ, ত্রিদেবৈক্যবাদ, হরিহরৈক্যবাদ প্রভৃতি বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভকরতঃ বহু মর্ত্য জীবের হৃদয় অধিকার করিয়াছে।

মায়াবাদ যে প্রকার শুদ্ধভক্তির বিরোধী, মায়াবাদ-প্রসূত উপর্য্যুক্ত মতবাদ সকলও তদ্রূপই ভগবত্তত্ত্বোপলব্ধির বিশেষ অন্তরায়। তাই, কলিযুগে যে চারিটী বৈষ্ণবাচার্য্য উদ্ভূত হইয়াছিলেন, তাঁহারা কেহই ঐ সকল নির্ব্বিশেষ মতবাদ স্বীকার করেন নাই। শাশ্বত সম্প্রদায়ের ঐতিহ্য ও আচার্য্যগণের চরিত্র আলোচনা করিলেই ইহার সুষ্ঠু প্রমাণ পাওয়া যাইতে পারে।

বেদ কল্পতরু। কল্পবৃক্ষের নিকট যিনি যাহা অভিলাষ করেন, কল্পতরু তাহাই পূর্ণ করিয়া থাকেন। শরণাগত জীব যখন প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা বৃত্তি লইয়া বেদ-কল্পতরুর সমুখে উপস্থিত হন, তখন তিনিও বেদোদ্দিষ্ট সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজনাত্মিক শুদ্ধাভক্তিরূপ অভিমত অনুরূপ প্রদান করেন। আবার যখন মদমত্ত জ্ঞানোন্মত্ত হইয়া আমরা বেদকল্পতরুর নিকট উপস্থিত হই, তিনিও তখন "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহং" এই প্রতিজ্ঞাবলম্বনে আমাদিগের আকাঙ্ক্ষানুরূপ ফলই প্রদান করিয়া থাকেন। তাই ব্যাসাবতার শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর শ্রীচৈতন্যভাগবতে গাহিয়াছেন—

"চারিবেদ—দধি, ভাগবত নবনীত।
মথিলেন শুকে, খাইলেন পরীক্ষিৎ॥"

সর্ব্বদেবৈক্যবাদিগণের মতে সকল দেবতাই সমান। বিষ্ণুই একা দেবতাবিশেষ হইতে পারেন না। 'ইষ্টাপূর্ত্তব্রত', 'অগ্নি সর্ব্বদেবতা,' 'যাঁহারা অন্যদেবতা ভজনা করেন, তাঁহারা আমারই ভজন করিয়া থাকেন'—এই সকল বাক্য হইতে তাঁহারা বলেন যে, সকল দেবতারই পরতত্ত্বতা থাকিয়া আছে। সুতরাং অন্য দেবতার উপর বিষ্ণুর পারতম্য বলা যায় না।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, মায়াবাদ হইতেই সর্ব্বদেবৈক্য-বাদের সৃষ্টি। মায়াবাদীর মতে ভগবানের নিত্য-সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ-বিগ্রহের নিত্যাবস্থান নাই। তাঁহাদের মতে সর্ব্বশক্তিমান ভগবানের অচিন্ত্য শক্তিত্ব স্বীকৃত হয় নাই। তাঁহারা অক্ষজজ্ঞানজাত বিচার হইতে অবিতর্ক্য, অধোক্ষজ ভগবান সম্বন্ধে অনুমান করিয়া বলেন যে, যখন জগতের নামরূপাদিবিশিষ্ট বস্তু ক্ষেত্রধর্ম্মযুক্ত, তখন ভগবান্ নাম-রূপাদিবিশিষ্ট হইলে তিনিও জড়বস্তুরই ন্যায় সমানধর্ম্মা হইয়া পড়েন। অতএব চিদ্ বৈচিত্র্য বা চিদ্বিলাস চরমতত্ত্ব বলিয়া স্বীকৃত হইতে পারে না। নির্ব্বিশেষ চিন্মাত্রোপলব্ধিই চরমতত্ত্ব। সুতরাং যেখানে চিদ্বৈচিত্র্য স্বীকৃত হয় নাই, সেই মতবাদে সর্ব্বদেবৈক্যবাদ বা সর্ব্বসমন্বয়বাদ অবশ্যম্ভাবী। যে মতবাদে উপাসক, উপাস্য ও উপাসনার নিত্যত্ব নাই, গুরু শিষ্যের নিত্যত্ব নাই, দেবতার নিত্যত্ব নাই, শ্রীবিগ্রহের নিত্যত্ব নাই, সাধনের নিত্যত্ব নাই, যে মতবাদে অক্ষজজ্ঞান-কল্পিত নির্ব্বিশেষই চরম সিদ্ধান্ত, যে মতবাদে "বিভিন্ন রুচির্হি লোকাঃ"—এই মনোধর্ম্ম প্রসূতকারী বাক্যের দোহাই দিয়া দোষচতুষ্টয়াভিভাব্য মনুষ্যের বা ক্ষুদ্র জীবের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিকর রুচির ছাঁচে "ব্রহ্মণঃ রূপকল্পনা" হয়, সেই মায়াবাদোত্থ মতবাদ যে সকলদৈবতৈক্যবাদ, সকলসমন্বয়বাদ প্রভৃতি কুফল প্রসব করিবে তাহাতে আর বিচিত্রতা কি?

সকলদৈবতৈক্যবাদী নিগমকল্পতরুর প্রকৃত ফলসিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে নারাজ। সকলদৈবৈক্যবাদী বা সকলসমন্বয়-বাদী চরমসিদ্ধান্ত গ্রন্থ ব্রহ্মসংহিতার—

"ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদি র্গোবিন্দঃ সর্ব্ব কারণ কারণম্॥"

এই বাক্যকে "গোঁড়ামি" বলিবার ইচ্ছা করিতে প্রস্তুত। তাহারা শ্রীগীতায়—

"অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।"
"নঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।"
"মামেকং শরণং ব্রজ"।

"আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদন্তত আপতন্তি তে।" প্রভৃতি বাক্যের মর্ম্মার্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে দৈবীমায়া কর্ত্তৃক প্রতিহত।

মায়াবাদী, প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তির অভাবে এবং "জীবন্মুক্ত দশা পাইনু করি" মানার ফলে ভগবদ্ভক্তি-বিরহিত।

"তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে।"

এই গীতোক্ত বাক্যানুসারে ভগবানে সততযুক্ততার অভাব হেতু, তাহাদিগের বুদ্ধির শুদ্ধত্ব নাই। তাই তাহারা শাস্ত্ররূপ অরণ্যাদির মধ্যে দিশাহারা হইয়া অবশেষে নাস্তিক্য কুপ্রবৃত্তিবশে মনগড়া সমন্বয়বাদ বা সকলদেবৈক্যবাদ প্রভৃতির ছায়ায় আশ্রয় লইতে অগ্রসর হয়। কিন্তু, ইহা পথহারা পথিকের আরও একটী নূতন দৈবদুর্ব্বিপাক ব্যতীত অন্য কিছুই নহে।

সকলদেবৈক্যবাদিগণ বলিয়া থাকেন, যে শাস্ত্রসকল তাঁহাদেরই মত মূর্খতাবশে নিজ নিজ মত পোষণের জন্য একএকটী শাস্ত্রে একএকটী দেবতার প্রাধান্য বা পরতত্ত্বতা কীর্ত্তন করিয়াছেন, যেমন শৈব পুরাণে শিবকে পরতত্ত্ব, ভাগবতে কৃষ্ণকে পরতত্ত্ব, দেবীপুরাণে দেবীকে পরতত্ত্বরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে। সুতরাং এমতাবস্থায় তাহাদের ইন্দ্রিয়-ভোগমূলে ইহাই অনুমেয় যে সব দেবতাই এক অর্থাৎ একভগবানেরই বিভিন্ন নামান্তর।

এইরূপ মতবাদ ভ্রমসঙ্কুল। কেননা, তাহা হইলে সিদ্ধান্ত-শাস্ত্র বলিয়া কোনও কথা থাকিতে পারে না। ভগবান্ অধিকারী বিশেষের জন্য বিভিন্ন অধিকারোচিত শাস্ত্র রচনা করিয়াছেন। কিন্তু তিনি প্রত্যেক শাস্ত্রেই যে চরম অধিকার বা চরম সিদ্ধান্তের কথা বলিয়াছেন তাহা নহে। বালক যখন পাঠশালায় অধ্যয়ন করে, তখন সে তাহার পাঠশালার গণ্ডীর মধ্যে যে প্রথম শ্রেণি উহাকেই সর্ব্বোচ্চ শ্রেণী বলিয়া ধারণা করে। আবার যখন সেই বালকই নিম্নপ্রাইমারি বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া উচ্চপ্রাইমারি বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করে, তখন তাহার গণ্ডির মধ্যে যেটী সর্ব্ব প্রথম শ্রেণী তাহাকেই সর্ব্বোচ্চ বলিয়া জানে। আবার যখন সেই বালকই উচ্চ ইংরাজীবিদ্যালয়ে পড়েন, তখন তথাকার প্রথম শ্রেণীকেই সর্ব্বোচ্চ শ্রেণী জ্ঞান করেন। আবার প্রবেশিকা পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইয়া সেই বালক যখন কলেজে অধ্যয়ন করেন, তখন সে আরও উচ্চ উচ্চ অধিকারের সন্ধান পায়। কিন্তু ঐ নিম্ন নিম্নপ্রাইমারি বিদ্যালয়ের ছাত্রের নিকট যেটী তাহার গুরুমহাশয়গণ কর্ত্তৃক সর্ব্বোচ্চ শ্রেণী বলিয়া কীর্ত্তিত হয় আর কলেজে অধ্যয়নকারী যুবকের নিকট যেটী সর্ব্বোচ্চ শ্রেণী বলিয়া কীর্ত্তিত হয়, তাহা বিদ্যালয়হিসাবে একজাতীয় বস্তু হইলেও তাহাদের মধ্যে তারতম্য বর্ত্তমান। তামসিক শাস্ত্র, রাজসিক শাস্ত্র, সাত্ত্বতশাস্ত্র এবং পরমহংসাধিকারোচিত নির্গুণ শাস্ত্রোক্তির বিষয়ের মধ্যে তারতম্য রহিয়াছে। তামসিক লোকের নিকট যেটী অত্যুচ্চ তত্ত্ব রাজস প্রকৃতির নিকট যেটী সর্ব্বোত্তম তত্ত্ব সাত্ত্বত ব্যক্তির নিকট সেটী অত্যুচ্চ তত্ত্ব নহে। আবার পরমহংসকুলোপাস্য পরতত্ত্বের সহিত অন্য কোন বস্তুর সাম্য হইতে পারে না। শ্রীমদ্ভাগবতের অপর নাম পরমহংস-সংহিতা। ইহা নারদ, শুক প্রভৃতি পরমহংসকুলের সেব্য বস্তু। সুতরাং ভাগবতের উক্তিই পরতত্ত্ব ও তামসিক পুরাণাদির উক্তি পরতত্ত্ব কখনও এক হইতে পারে না। এই উভয়ের সমন্বয় করিতে গেলে চিন্তুড়-সমন্বয় বা বুড়ি নিহরী এক কথা হইবে।

দুঃখের বিষয়, মায়াবাদোত্থ সর্ব্বদেবৈক্যবাদরূপ সংক্রামক রোগ বর্ত্তমান সময়ে মনোধর্ম্মিসমাজের সর্ব্বাঙ্গকে এরূপ ভীষণভাবে আক্রমণ করিয়াছে যে অনেকে শুদ্ধভক্তজনোচিত পরিচিত হইবার আকাঙ্ক্ষা করিয়াও অজ্ঞতাবশে সকল-দেবৈক্যবাদ স্বীকার করিতে বাধ্য হইতেছেন। আজকাল গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে যাঁহারা নিজনিজকে আচার্য্য সন্তান বলিয়া অভিমান করেন, তাঁহারা পর্য্যন্ত শাস্ত্রসিদ্ধান্ত, ভাগবতসিদ্ধান্ত ভুলিয়া গিয়া মায়াবাদী, কর্ম্মজড়স্মার্ত্ত প্রভৃতির সংস্পর্শে সকলদেবৈক্যবাদ বিদ্যা ভক্তিরূপ ভ্রান্ত ব্যাধির বীজাণু সংগ্রহ করিয়াছেন।

ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর, অভিধেয়াচার্য্য শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভুকে শুদ্ধভক্তির স্বরূপ সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন—

"শুদ্ধভক্তি হৈতে হয় প্রেমের উৎপত্ত।

অতএব শুদ্ধ ভক্তির করিয়ে লক্ষণ।
অন্যাবাঞ্ছা, অন্যপূজা, ছাড়ি' জ্ঞান, কর্ম।
আনুকূল্যে সর্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন।
এই শুদ্ধ ভক্তি ইহা হৈতে প্রেম হয়।
পঞ্চরাত্রে ভাগবতে এই লক্ষণ কয়॥"

—চৈঃ চঃ মধ্য ২২শ।

গৌড়ীয় বেদান্তাচার্য্য শ্রীল জীবগোস্বামীপ্রভু ভক্তিসন্দর্ভে এবং শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণপ্রভু 'সিদ্ধান্তরত্ন' গ্রন্থের তৃতীয় পাদে শুদ্ধভক্তির পরমবিরোধী মায়াবাদপ্রসূত নির্বিশেষবৈক্য বাদকে নিরাশ করিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বর্ত্তমানে বৈষ্ণবপরিচয়াকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিগণ শাস্ত্রালোচনার অভাবে ও কৃষ্ণাভক্তরূপ অসৎসংসর্গে পড়িয়া শুদ্ধবৈষ্ণবাচার হারাইয়া ফেলিয়াছেন। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বৈষ্ণবধর্ম্মে বর্ত্তমানে প্রচলিত বৈষ্ণব ধর্ম্মকে শাস্ত্রানুসারে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া দেখাইয়াছেন :—

"শুদ্ধবৈষ্ণবধর্ম্ম" এবং "বিদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্ম"। "শুদ্ধবৈষ্ণবধর্ম্মের" অন্য নাম নিত্যধর্ম্ম বা শুদ্ধধর্ম্ম। "বিদ্ধবৈষ্ণবধর্ম্ম" দুই প্রকার সদসৎকর্ম্মাদি বিদ্ধ ও সদসদ্ভজনাদি বিদ্ধ। স্মার্ত্তমতে যে সকল বৈষ্ণবধর্ম্মের পদ্ধতি আছে সে সমস্তই সৎকর্ম্মবিদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্ম। অন্যাভিলাষমূলে অসৎকর্ম্মবিদ্ধ বিষ্ণুসেবাকেও বৈষ্ণবধর্ম্ম বাচন বলিয়া অনভিজ্ঞ সমাজ স্থির করেন। জ্ঞানি সম্প্রদায়ের মতে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম পাইবার জন্য সাকার দুর্গা, গণেশ, শক্তি, শিব ও বিষ্ণুকে উপাসনা করা আবশ্যক। জ্ঞান-পূর্ণ হইলে সাকার উপাস্য দূর হয়। সেবে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মতা লাভ হয়। এইমতে অনেক মনুষ্য আকাশকুসুমের ঘ্রাণ লইতে লইতে অবসিত হইয়া শুদ্ধ বৈষ্ণবকে অনাদর করেন। পঞ্চোপাসনার মধ্যে যে বিষ্ণুর উপাসনা আছে, তাহাতে দীক্ষা, পূজাদি সমস্ত বিষ্ণুবিষয়ক, কখন (কোথাও না) রাধাকৃষ্ণবিষয়ক হইলেও তাহা শুদ্ধ-বৈষ্ণব ধর্ম্ম নয়।" (বৈষ্ণবধর্ম্ম ৪র্থ অধ্যায়)।

সুতরাং বর্ত্তমান সময়ে যাঁহারা নির্বিশেষবৈক্যবাদ স্বীকার করেন, তাহারা কখনই শুদ্ধভক্ত, শুদ্ধবৈষ্ণবকিম্বা রূপানুগ বলিয়া পরিচয় দিতে পারেন। আমরা প্রবন্ধান্তরে শ্রীরামানুজাচার্য্য, শ্রীমধ্বাচার্য্য, নিম্বাদিত্য ও শ্রীবিষ্ণুস্বামী এই চারিজন বৈষ্ণবাচার্য্যের মত আলোচনা করিয়া দেখাইব যে ইহারা নির্বিশেষবৈক্যবাদ স্বীকার করেন নাই।

বর্ত্তমান সময়ে সর্ব্বদেবৈক্যবাদীর অনুগত ব্যক্তিগণ বলিয়া থাকেন যে, স্বয়ং শ্রীমন্মহাপ্রভু দক্ষিণ দেশে ভ্রমণকালে শিব, শক্তি প্রভৃতি দেবতার নিকট গমন করিয়া তাঁহাদিগকে সম্মান দেখাইয়াছিলেন। এখনও দেখিতে পাওয়া যায় যে, খড়দহে শ্রীশ্যামসুন্দরের দক্ষিণসিংহাসনে ত্রিপুরাসুন্দরী বিরাজিত রহিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ কালীরূপ ধারণ করিয়াছিলেন; শ্রীরামচন্দ্র মহামায়ার আরাধনা করিয়াছিলেন সুতরাং ইহার দ্বারা নিশ্চয়ই প্রমাণিত হইতেছে যে, বৈষ্ণবধর্ম্মেও সর্ব্বদেবৈক্যবাদ স্বীকৃত হইয়াছে। কেবল কতকগুলি সঙ্কীর্ণচেতা ব্যক্তি গোঁড়ামি করিবার জন্য সর্ব্বদেবৈক্যবাদের নিন্দা করিয়া থাকেন।"

কৃষ্ণাভক্তরূপ অসৎসংসর্গজনিত বিমূঢ়মতি ব্যক্তিগণ এইরূপ কল্পনা করিতে পারেন; কিন্তু প্রকৃতিস্থ হইয়া বিচার করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে লোকশিক্ষক শ্রীমন্মহাপ্রভু শিব, শক্তি প্রভৃতি দেবতাকে কখনও স্বতন্ত্র ভগবান জ্ঞান করেন নাই। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আদি চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদে শ্রীমন্মহাপ্রভুর দেবতাপূজাভিলাষিণী কুমারি-গণের প্রতি—

"কন্যারে কহে আমা পূজ, আমি দিব বর।
গঙ্গা, দুর্গা—দাসী মোর; মহেশ কিঙ্কর॥"

—উক্তি হইতে বুঝা যায় যে তিনি গঙ্গা, দুর্গা, মহেশাদি দেবতাকে বৈষ্ণবতত্ত্ব জ্ঞান করিয়াছেন। যে মহাপ্রভু দক্ষিণদেশ হইতে 'ব্রহ্ম সংহিতা' নামক গ্রন্থ আনয়ন করিয়া বলিয়াছিলেন—

"সিদ্ধান্ত-শাস্ত্র নাহি ব্রহ্ম সংহিতার সম।
গোবিন্দ মহিমাতত্ত্ব পরম কারণ॥"

—চৈঃ চঃ মধ্য ৯ম।

সেই চরম সিদ্ধান্ত গ্রন্থ ব্রহ্মসংহিতার তিনি কখনও অনাদর করিতে পারেন না। এই ব্রহ্মসংহিতায় প্রথম শ্লোকেই শ্রীকৃষ্ণকে "অনাদিরাদি, সর্ব্বকারণকারণ, সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ" বলিয়া বর্ণন করা হইয়াছে, এবং ৪৪শ ও ৪৫শ সংখ্যক শ্লোকে দুর্গাদেবীদিকে আদি

পুরুষ গোবিন্দের অধীনতত্ত্ব বলিয়া সিদ্ধান্তিত হইয়াছে। শ্রীজীব গোস্বামীপ্রভু ভক্তিসন্দর্ভে বলিয়াছেন,

"স্বতন্ত্রোপাসনায়াং তৎপ্রাপ্তিঃ শ্রীগোপনিষদ্ভ্য এব নিষিদ্ধা, যেঽপ্যন্যদেবতাঃ ভক্তা, অয়ং হি সর্ব্বজ্ঞানাং ভোক্তা, যাস্তি দেবব্রতা দেবান্ ইত্যাদি।" অর্থাৎ শিবাদি দেবতাকে ভগবানের অধীনতত্ত্ব অর্থাৎ বৈষ্ণবতত্ত্ব জ্ঞান না করিয়া স্বতন্ত্র ভগবত্তত্ত্ব জ্ঞান করিলে ভগবৎপ্রাপ্তি হয় না। ইহা শ্রীগোপনিষদেও "যেঽপ্যন্যদেবতাঃ ভক্তাঃ" প্রভৃতি শ্লোকে নিষিদ্ধ হইয়াছে।

শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু "সিদ্ধান্তরত্ন" গ্রন্থের তৃতীয় পাদে ২৩শ ও ২৭শ সংখ্যায় বলিয়াছেন,—

"ক্বচিৎ ভগবৎপার্ষদানাং দৈবতান্তরারাধনমপি তদারাধ্যতাব্যাখ্যাপনার্থং লীলারূপমেব ন হি তৎ সিদ্ধান্তকক্ষামারুক্ষতি।

টীকা। নন্দাদিভিরম্বিকাবনে সাম্বিকশিবোঽর্চ্চিতঃ গোপকন্যাভিঃ কাত্যায়নী শ্রীরাধাদিনা তু যবিরিতি তদন্তর্যামী কৃষ্ণ এব তৈস্তাভিশ্চাত্যর্চ্চিত তত্তদভিপ্রেতা স্বীয়ত্বেন তত্তদারাধনং বেত্তি ন তত্র তত্র পারতন্ত্র্যং প্রত্যেতব্যম্।"

অর্থাৎ ভগবৎপার্ষদগণ যেমন নন্দাদি অম্বিকাবনে অম্বিকার সহিত মহেশকে, গোপকন্যাগণ কাত্যায়নীকে, শ্রীরাধা প্রভৃতি সখ্যকে আরাধনা করিয়াছিলেন, সেই সেই স্থলে তদন্তর্যামী কৃষ্ণই তাঁহাদের লক্ষিত ছিল। সেখানে শ্রীকৃষ্ণকেই পরমতত্ত্ব ও অন্যান্য দেবতার শ্রীকৃষ্ণের অধীনতত্ত্বরূপে আরাধ্যতাপ্রচারার্থ বুঝিতে হইবে, উহা পরতত্ত্বাভিলাষী দেবকগণের কৃষ্ণসুখতাৎপর্য্যেই পর্য্যবসিত এবং উহা কৃষ্ণসেবকগণের ঐকান্তিকতারই পরিচায়ক। ইহার দ্বারা অন্যদেবতার পারতন্ত্র্য প্রমাণিত হয় নাই। বরং উহার দ্বারা দেবতান্তরের স্বাধীনত্ব এবং কৃষ্ণনিষ্ঠা প্রচারার্থ্যুপার্ষদগণের লীলা প্রকাশিত হইয়াছে।

শ্রীপাদ বিদ্যাভূষণ প্রভু আরও বলিয়াছেন, "তাৎপর্য্যান্তরং কল্পনীয়ং তচ্চ দর্শিতমেব ইতরথা সমুদ্রস্যাপ্যীশ্বরতাপত্তিঃ। শ্রীরামেণ তৎপূজায়া বিধানাৎ।"

অর্থাৎ তাৎপর্য্যান্তর অঙ্গীকার করিলে শ্রীরামচন্দ্র সমুদ্রের পূজা করিয়াছিলেন বলিয়া সমুদ্রকেও পরমেশ্বর বলিতে হয়।

ভগবান্, ভগবৎপার্ষদ বা আচার্য্যগণ যে দেবতান্তরের প্রতি সম্মান প্রদর্শন বা নমস্কারাদি বিধান করেন, তাহা তত্তদ্দেবতার স্বাধীনত্ব প্রচারের জন্য অর্থাৎ বিষ্ণুই সর্ব্বেশ্বরেশ্বর, অন্যান্য দেবতাবৃন্দ তাঁহার অংশ। সুতরাং অংশীর অংশ বলিয়া স্বাধীনবস্তুজ্ঞানে তাঁহারা প্রণম্য। কিন্তু যে সকল জড়াধিষ্ঠাত্রী দেবতা জীবের বহির্ম্মুখ প্রকৃতি উদ্রেক করাইয়া থাকেন, তাঁহাদের অধিষ্ঠান এই জড় জগতেই বর্ত্তমান এবং তাঁহারা ছায়াশক্তি বলিয়া ব্রহ্মসংহিতাদি সিদ্ধান্ত গ্রন্থে খ্যাত। বৈষ্ণব গোকুলস্থ মধুরাধীশ্বরী কৃষ্ণদাসী চিন্ময়ী দুর্গাই স্বরূপশক্তির অংশ বলিয়া ভগবদ্ভক্তের পূজ্য; কিন্তু সেই চিন্ময়ী কৃষ্ণদাসীর ছায়া রূপিণী দেবীধামের অধিষ্ঠাত্রী মহামায়া দুর্গা "বিলজ্জমানয়া যস্য স্থাতুমীক্ষাপথেঽমুয়া" এই ভাগবতীয় বচনানুসারে জীবগণকে নিত্য বিমোহিত করার দরুণ কৃষ্ণসম্মুখে গমন করিতে বিলজ্জমানা সুতরাং তিনি ভগবদ্ভক্তেরও আদরের পাত্র নহেন। অর্থাৎ বৈষ্ণবীদুর্গাই ভগবদ্ভক্তের আরাধ্য এবং জীববিমোহনকারিণী জড়াধিষ্ঠাত্রী ছায়ারূপিণী দুর্গা ইন্দ্রিয়তর্পণবিধায়িনী বলিয়া জগতের বহির্ম্মুখ জীবের বহুমানিত। ভগবদ্ভক্তগণ তদ্রূপ বৈষ্ণবাগ্রগণ্য শম্ভুকেও স্বীয় বা ভগবৎপ্রিয়তমবস্তুজ্ঞানে আরাধনা করিয়া থাকেন। কিন্তু যে শিব তাঁহার বৈষ্ণবস্বরূপ গোপন করিয়া "যে ত্বথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্" এই ন্যায়ানুসারে বহির্ম্মুখ জীবের কালানুসারে স্বীয় রুদ্রত্ব অর্থাৎ সংহারত্ব-দণ্ড বা নির্ব্বিশেষগতিপ্রদানরূপ বর ও প্রকট করেন, তিনি কখনই ভগবদ্ভক্তগণের আরাধ্য হইতে পারেন না। অর্থাৎ কৃষ্ণসেবারূপ বরদানকারী শিবই ভক্তগণের আরাধ্য। আর কৃষ্ণসেবা হইতে বিচ্যুত করিয়া নির্ব্বিশেষগতিপ্রদানকারী রুদ্র অভক্তগণের পূজনীয়। ভগবৎপার্ষদ বা আচার্য্যগণ এই বৈষ্ণবশিবিরেই সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন। সর্ব্বেশ্বরেশ্বর ভগবান্ যে দেবতান্তরে সম্মান দেখাইয়া থাকেন, তাহা নিজ প্রিয়তত্ত্বের প্রতি বিশ্রম্ভ-সম্ভ্রমদানার্থ এবং তৎপ্রিয়তত্ত্বের স্বাধীনত্ব বা আরাধ্যতা প্রচারের জন্য।

তিনি ঈশ্বরগণেরও পর মহেশ্বর, দেবতাগণের পরমদেবতা, যাঁহা হইতে বড় বা যাঁহার সমান আর কেহই নাই, যিনি সর্ব্বপতিগণেরও পতি, যিনি সর্ব্বজীবাত্মা বলিয়া শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছেন তিনি কখনও দেবতান্তরকে অন্য ভাবে সম্মান প্রদর্শন করেন না। নারায়ণীয়ে অর্জ্জুনের প্রতি শ্রীভগবানের উক্তিতে এই বিষয় পরিস্ফুট আছে—"হে অর্জ্জুন, আমি বিশ্বের আত্মা, আমি যে শিবাদি দেবতার পূজা করি, তাহা আত্মারই পূজা, অন্যদেবতা আমার অংশ। সুতরাং মদীয়। ইহারা আমার ন্যায় স্বতন্ত্র ভগবান্ নহেন, ইহাদিগকে মদীয়স্থানে সম্মান প্রদর্শন করিবার উপদেশ প্রদান করিবার জন্যই লোকশিক্ষক আমি দেবতান্তরের পূজা করিয়া থাকি। কারণ, আমি যাহা করি, লোকসকল তাহার অনুবর্ত্তন করিয়া থাকে। আমি বিশ্বের অন্তর্যামী ভগবৎচিৎশক্তির ন্যায় অধিবিক্ত শিবরূপী আমার অংশকেই পূজা করি। আমা হইতে যখন আর উৎকৃষ্ট কিছু নাই তখন উৎকৃষ্ট-বুদ্ধিতে আমি কাহারও পূজা করি না। ইহারা আমার অংশ, ইহা প্রচার করিবার জন্যই আমি তাঁহাদের আরাধনার অভিনয় দেখাই।

লোকশিক্ষক ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর যে শিবাদি দেবতার প্রতি সম্মানের অভিনয় দেখাইয়াছিলেন তাহা এই ভাবেই। শ্রীচৈতন্যভাগবত অন্ত্যখণ্ডে ২য় অধ্যায় ইহা পরিষ্কাররূপে বর্ণিত আছে—

"শিব-বিরিঞ্চাদি কৃষ্ণ তাহা লুকাইতে।
নূত্য করে গৌরচন্দ্র শিবের অগ্রেতে॥"

সুতরাং শ্রীগৌরসুন্দর সর্ব্বদৈবৈকায়বাদ স্বীকার করেন নাই। তিনি শিবাদিদেবতাকে ভগবৎপ্রিয়তম বলিয়া প্রচার করিয়াছেন, তাহা উক্ত শ্লোকই প্রমাণ করিতেছে।

কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে মায়াবাদী, কর্ম্মজড় স্মার্ত্ত প্রভৃতি কৃষ্ণাভক্ত ব্যক্তিগণের অনৎসংসর্গে পড়িয়া অনেকেই শিক্ষা-গুরুর শুদ্ধশিক্ষা ভুলিয়া ন্যূনাধিক পরিমাণে সর্ব্বদৈবৈকায়বাদ স্বীকার করিতেছেন। এমন কি শ্রীগৌরনিত্যানন্দ-দ্বৈত ও আচার্য্য গোস্বামিপাদের গৌরলীলা প্রকাশনের কিছুকাল পর হইতেই কৃষ্ণাভক্তের দুঃসংসর্গজপ্রভাব এই বঙ্গদেশে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের উপর বিশেষ আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে। আর উত্তর ভারতের ত' কথাই নাই। কারণ সেই স্থান অসুরবিমোহনকারী মায়াবাদপ্রচারক আচার্য্য শঙ্করের প্রচারক্ষেত্র। সুতরাং সেই স্থানে পাষণ্ড-দলনমূলক মায়াবাদ হইতে সমগ্র ভারতে সর্ব্বদৈবৈকায়বাদ প্রসারিত হইয়াছে। তাই দেখিতে পাওয়া যায়, শ্রীবল্লভাচার্য্য, শ্রীমধ্বাচার্য্য, শ্রীবিষ্ণুস্বামী এবং শ্রীনিম্বার্ক প্রভৃতি বৈষ্ণব আচার্য্যগণের প্রকটভূমি দক্ষিণ ভারতে পর্য্যন্ত সর্ব্বদৈবৈকায়বাদরূপ সংক্রামক ব্যাধি স্বল্পবিস্তর প্রবিষ্ট হইয়াছে। গৌড়দেশে যেমন একদিকে অদ্বৈতপ্রভুর প্রপৌত্র (?) রাধারমণগোস্বামী ভট্টাচার্য্য, স্মার্ত্ত-রঘুনন্দনানুগতা স্বীকার করিয়া শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যপ্রভুর আচরণ ও প্রচারের প্রতিকূলে দাঁড়াইয়া তুলপুত্তলিকা পর্য্যন্ত দগ্ধ করিতে সাহসী হইয়াছিলেন, তদ্রূপ শ্রীনীলাচল প্রভুর পুত্রোপম শিষ্যত্রয়ও স্মার্ত্তশাসনের করালকবলে নিগৃহীত হইয়া পাষণ্ডোপাস্য অন্যতম ত্রিপুরাসুন্দরীকে শ্রীগোরসুন্দরের সমসিংহাসনে রাখিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। পরন্তু লোকশিক্ষক শ্রীমন্ নিত্যানন্দ প্রভু কখনও এরূপ অবৈধ কার্য্য করেন নাই।

শ্রীরামচন্দ্রের সম্বন্ধে যে অকাল-বোধন করিয়া দুর্গারাধনার কথা সাধারণ জনসমাজে প্রচলিত আছে, সেরূপ কোনও কথা বাল্মীকিরামায়ণে নাই। উহা পরবর্ত্তী-কালের রচনা ও কথক কীর্ত্তিবাসের দ্বারা জনসমাজে প্রচারিত।

'শ্রীকৃষ্ণ কালী হইয়াছিলেন' অর্থাৎ বহিঃপ্রজ্ঞা-পুষ্ট হরি-প্রতীতি এইরূপ কথা স্বীয় মনোধর্ম্মরক্ত অনুমোদক মনে করিলেও শুদ্ধভক্তগণ ইহার তাৎপর্য্য অন্যরূপে দেখিতে পান। শ্রীকৃষ্ণ অধোক্ষজ বস্তু। তিনি কখনই জড়মায়াতে পরিণত হইতে পারেন না। অপ্রাকৃত বস্তুর অচিন্ত্যত্ব, ব্রহ্মের মায়া স্বীকার প্রভৃতি মায়াবাদীর স্বকপোলকল্পিত কথা। উহা বেদান্ত বিরোধী মতবাদ মাত্র। চিদ্ধামে জড়াধিষ্ঠাত্রী মহামায়ার কোন কার্য্য নাই। মহামায়া বিমুখজনমোহিনীকেই মোহন করিয়া থাকেন। লীলাবৈচিত্র্য ও পরিপুষ্টির জন্য চিদ্ধামে যোগমায়ার দ্বারাই সমস্ত কার্য্য সাধিত হয়। যোগমায়া কৃষ্ণের স্বরূপশক্তি বা চিচ্ছক্তি; মহামায়া সেই স্বরূপশক্তির ছায়া মাত্র;

চিন্তায় তাঁহার কোন ক্রীড়া নাই বা থাকিতে পারে না। কংসাদির ন্যায় ভগবদ্বিমুখজনগণকে মোহন করা জড়াধিষ্ঠাত্রী মায়ার কার্য্য। অথচ চিন্তায় ভগবানের লীলা-বৈচিত্র্য পুষ্টিকল্পে ভগবৎপ্রেরিতগণের পক্ষে স্বপ্নাদিমোহন যোগমায়ার কার্য্য। শ্রীল চক্রবর্ত্তীঠাকুর দশমস্কন্ধের টীকায় লিখিয়াছেন, "দেবকীকন্যাতপেণ যং কংসাদয়ঃ তস্যাস্তয়া এব কার্য্যম্ ন তু যোগমায়ায়াস্তাদৃশ চট্টলোকেষু কৃত্যা অস্তুযোগাদেব। তৈব কংসস্তাদাকাশমুৎসৃজ্য বিদ্যা-বাসিস্তাদিরূপেণ বহুনামনিকেতেষু বহুনামা সন্নহ। তথা ব্রজলীলাবিলিষ্টার্থং ভগবৎপ্রেরণীনাং পতিস্বপ্নাদিমোহনং যোগমায়ায়া এব কার্য্যং ন তু মায়ায়াঃ। তেষাং ভগবদৈমুখ্যাদর্শনাৎ।" সুতরাং অপ্রাকৃত পরম চমৎকার পরকীয়-ভাবের মাধুর্য্য সম্ভোগকল্পে অভিলষিত গোপ মোহনার্থ শ্রীকৃষ্ণের যোগমায়ারূপধারণ বিলাস-প্রকাশ মাত্র। উহা মোহিতবুদ্ধি মায়াবাদিগণের অক্ষজ ধারণার সম্পূর্ণ অতীত। উহা শ্রীকৃষ্ণের জড়াধিষ্ঠাত্রী কৃষ্ণবিমুখিনী, কৃষ্ণের ঈক্ষণপথে আসিতে নিলজ্জমানা মহামায়ার রূপ ধারণ নহে। তিনি স্বীয় চিচ্ছক্তি যোগমায়ারূপ প্রকট করিয়া অপ্রাকৃত শুদ্ধ পারকীয়রসোল্লাসিনী ব্রজললনার পতিস্বপ্নাদি মোহন করিয়াছিলেন মাত্র।

কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, যেমন ভগবানের মোহিনীরূপ ধারণকালে দেবতা ও অসুরগণের বেশ, ভাল, বেসুর, অর্থ, কর্ম ও বুদ্ধি যদিও সমানই ছিল তথাপি উভয়ের ফল ভিন্ন হইয়াছিল। দেবতাগণ ভগবানের পাদপদ্ম আশ্রয় করিয়াছিলেন, তাই তাঁহারা অমৃতরূপ ফল প্রাপ্ত হইলেন, আর ভগবদ্বিমুখ অসুরকুল বঞ্চিত হইল। তদ্রূপ বিদ্যা ভগবৎসেবাবিমুখ জনগণও ভগবানের মায়ায় মোহিত হইয়া মনোধর্ম্মবশে নানা প্রকার স্বকপোল-কল্পিত মত বচনা করে।

অচিন্ত্যশক্তি শ্রীভগবান্ যে কোনও রূপ ধারণ করিতে পারেন। কিন্তু যে কোনও রূপ তাঁহার স্বরূপ নহেন। তিনি সময় সময় কোনও মনুষ্য ভাবে আসিয়া হন, তাহাকেই আবেশাবতার বলে। তিনি অন্তর্য্যামিরূপে সর্ব্বজীবহৃদয়ে পরমাত্মারূপে অবস্থান করেন কিন্তু জড়-মায়াকর্ত্তৃক পরিস্পৃষ্ট হন না এবং যাহা তাঁহার স্বয়ং ভগবত্তার সহিত এক নহে। কাজেই শক্তির কৃষ্ণরূপ ধারণ করিবার সামর্থ্য নাই। কৃষ্ণরূপ স্বয়ংরূপ। উহা নিত্য সচ্চিদানন্দময় স্বরূপবিগ্রহ। সুতরাং যাহারা কৃষ্ণ সাজাইবার ন্যায় যে সকল কৃত্রিমতক সম্প্রদায় "অলি ছেড়ে ধর্ম্ম বাঁশী" প্রভৃতি মনোধর্ম্মপ্রসূত নিরর্থক বাক্য বলিয়া থাকেন তাঁহারা মহামায়াতে মায়াতেই আছেন।

শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—ভাঃ ৪।৩১। ১২

যথা তরোর্মূলনিষেচনেন তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজোপশাখাঃ।
প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং তথৈব সর্ব্বার্হণমচ্যুতেজ্যা।"

শ্রীগীতা—৯।২৩)

"যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্।"

এই শ্লোকে উপযুক্ত ভাগবতীয় শ্লোকেরই সিদ্ধান্ত কীর্ত্তন করিয়াছেন। বৃক্ষ একটী সমগ্র বস্তু। বৃক্ষ বলিলে পত্র, পুষ্প, শাখা, উপশাখা, স্কন্ধ, মূল সকলই একসঙ্গেই বুঝাইয়া থাকে। কেবল শাখাকে বা পত্রকে বৃক্ষ বলিলে সমগ্র বৃক্ষটী উদ্দিষ্ট হয় না। কিন্তু 'এই শাখাটী বৃক্ষের, 'পত্রটী ঐ বৃক্ষের', এরূপ বলিলে বৃক্ষটী এবং শাখাপত্রাদি বৃক্ষাবয়বগত বস্তুকে সুষ্ঠুভাবে উদ্দেশ করিয়া থাকে। যাহারা বৃক্ষের পত্রে বা শাখায় জল দিয়া মনে করেন আমরা ত' বৃক্ষেই জলসেচন করিলাম, তাহারা ভ্রান্ত। তাহাদের কার্য্য অবৈধ। তাই তাহাদের জলসেচনক্রিয়াদ্বারা বৃক্ষ পরিপুষ্ট না হইয়া ক্রমে মরিয়া যায়। আর যাহারা পত্র-পুষ্পশাখাদিকে বৃক্ষের অন্তর্গত বস্তু মনে করিয়া একমাত্র মূলদেশেই জলসেচন করেন, তাঁহাদের কার্য্য বৈধ। উহার দ্বারা পত্র-পুষ্প-শাখা-সহিত সমগ্র বৃক্ষটী সঞ্জীবিত ও ক্রমশঃ পরিপুষ্ট হইতে থাকে। তদ্রূপ গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন যে, যাহারা অন্যান্য দেবতাকে ভজনা করেন, তাঁহারা আমাকেই ভজনা করেন, কারণ আমি ভিন্ন দ্বিতীয় বস্তু নাই। যেমন পত্রে জলসেচনের দ্বারা বৃক্ষেরই জলপ্রাপ্তি ঘটে, কারণ বৃক্ষ হইতে পত্রের স্বতন্ত্র অধিষ্ঠান বা সত্তা নাই। কিন্তু দেবতাতত্ত্ব তদ্রূপ নহেন। দেবতাতত্ত্বজ্ঞগণ "চাবন্তি তে" কর্ম্মবাক্যে গতাগতি করিয়া থাকে। আর

যাঁহারা দেবতাগণকে ভগবানের বিভিন্নাংশ জ্ঞানিয়া একমাত্র মূলাশ্রয় আরাধনা করেন, তাঁহারা স্বয়ং ভগবান্ প্রীত হন এবং "তস্মিন্ তুষ্টে জগত্তুষ্টং" এই ন্যায়ে বৃক্ষমূলে তদন্তর্গত সমস্ত বস্তুই পরিতৃপ্তি লাভ করে। ইহাই শ্রীমদ্ভাগবতাদি সাত্বতশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। সাত্বতশাস্ত্রে কখনও সর্ব্বদেবৈকাধারে স্বীকার করেন না। আমরা সময়ান্তরে সর্ব্বদেবৈকাধারের বিরুদ্ধে আরও শতশত শাস্ত্রীযুক্তি প্রদর্শন করিব। অতএব সর্ব্ব দৈবতৈকাধার নিরস্ত হইল।

গ্রন্থ-সমালোচনা।

শ্রীরাসকেলিসংস্কার-সমিতির সুযোগ্য উৎসাহী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদাস গোস্বামী এম. এ, বি এল, মহোদয়-প্রণীত "শ্রীরাসকেলি ও শ্রীশ্রীরূপসনাতন" নামক একখানা গ্রন্থ প্রাপ্ত হইলাম। লেখক মহোদয় শ্রীরূপ সনাতন সম্বন্ধে যেখানে যাহা পাইয়াছেন তাহাই আহরণ করিয়া স্বীয় প্রাঞ্জলভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি গ্রন্থভূমিকায় যে বৈষ্ণবোচিত নিবেদন জানাইয়াছেন, তাহা তাঁহার ন্যায় কৃতবিদ্য ব্যক্তির চরিত্রের উপযুক্তরূপ।

গ্রন্থখানি ডবলক্রাউন ষোলপেজী আকারে সাড়ে চারি ফর্ম্মা অর্থাৎ ৭২ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত হইয়াছে। গ্রন্থকার, কিংবদন্তী, দাসদাসের গুরুমাল, হারাধন দাসের মীরাবাইয়ের কড়চা প্রভৃতি বিভিন্নতর কতিপয় গ্রন্থ হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন। যদিও তিনি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ হইতে বহুসংখ্যক কথা উদ্ধার করিয়াছেন তথাপি পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থাবলী ও কিংবদন্তী প্রভৃতির প্রাধান্য থাকাতে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের শুদ্ধ-সিদ্ধান্ত রক্ষিত হয় নাই। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার ও শ্রীচৈতন্যভাগবতকারগণের লেখনীর মধ্যে কোনও প্রকার বিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত নাই। তাঁহারা ক্রমপ্রধান্যাদি দোষদুষ্ট বিবৃতি হওয়াতে তাঁহাদের লেখনী কোনও স্থানেই গুরুপাদপদ্মে অপরাধ করিতে প্রস্তুত হয় নাই। কিন্তু বিভিন্নতর দাসদাসের ভক্তমালাদি গ্রন্থ বা বহির্বিৎ কিংবদন্তী প্রাকৃত সহজিয়া ও সাধারণ সমাজে আদর লাভ করিলেও উহা বৈষ্ণব সংসিদ্ধান্ত অতিক্রম করিয়া শ্রীরূপ সনাতনাদি নিত্যসিদ্ধ ভগবৎপার্ষদ আচার্য্যগণের চরণে অপরাধ করিয়াছে। উদাহরণ স্বরূপ আমরা দু' একটী ঘটনা উল্লেখ করিতেছি। হারাধনদাসের মীরাবাইয়ের কড়চাগত 'শ্রীরূপসনাতন প্রতি মীরাবাইয়ের উপদেশ' অপসিদ্ধান্তমূলক। এরূপ কথা কতিপয় প্রাকৃত সহজিয়ার স্বকপোলকল্পনা মাত্র। কোনও প্রামাণিক গ্রন্থে এরূপ ঘটনার উল্লেখ নাই। 'শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুর প্রতি দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতকে পরাস্ত করায় রূপ সনাতনের অভক্তের বিচারে, শ্রীরূপের ক্রোধ এবং পরে 'শ্রীরূপের সনাতনের নিকট ত্রুটী স্বীকার' (?) প্রভৃতি আচার্য্যের প্রতি অমূলকথা বিশেষ আপত্তিজনক। "ফকির ও ফকিরিণীর আলাপ-প্রবন্ধে নিত্যসিদ্ধ ভগবৎপার্ষদ শ্রীরূপের বৈরাগ্যের উদয়", "চুনা পালং চুকা" অর্থাৎ শালুকের শাক, পালং অর্থাৎ পালঙ্গের শাক, চুকা অর্থাৎ চুকার শাক, ফেরিওয়ালার সংকেত বাক্য শ্রবণ করিয়া "আমি পালঙ্গের উপর শুইয়া চুকিয়াছি অর্থাৎ ভুল করিয়াছি" ইত্যাদি ঘটনার দ্বারা নিত্যসিদ্ধ সনাতন গোস্বামী প্রভুর বৈরাগ্যোদয় প্রভৃতি নিতান্ত সিদ্ধান্তবিরোধী কিংবদন্তীগুলি শুদ্ধবৈষ্ণব জগতের দুই-জন মহাদিক্‌পাল শ্রীশ্রীগুরুদেবের চরণে অপরাধই প্রসব করিবে। গ্রন্থখানা আচার্য্য গোস্বামিগণের সিদ্ধান্তানুকূলে লিখিলেই শ্রীরূপ সনাতনের প্রকৃত সেবা করা হইত বলিয়া মনে হয়। যাহা হউক বুদ্ধিমান পাঠকগণ অপ্রামাণিক গ্রন্থ ও কিংবদন্তীমূলক সেবাবিরোধিনী কথাগুলিকে পরিত্যাগ করিয়া শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থের শুদ্ধবৈষ্ণবসিদ্ধান্তের কথাগুলি গ্রহণ করিবেন। আশা করি দ্বিতীয় সংস্করণে গ্রন্থখানি শুদ্ধবৈষ্ণবসিদ্ধান্তে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়া প্রকাশিত হইবেন। আমরা গ্রন্থকারের 'প্রসাদ' নামক গ্রন্থখানির সমালোচনা সময়ান্তরে করিব।

প্রচার-প্রসঙ্গ।

শ্রীপুরুষোত্তম মঠের উৎসব মহাসমারোহে সমাপ্ত হইয়াছে। বধবাত্রার দিবস শ্রীমঠের গুরুভক্তগণসহ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী, শ্রীমদ্ভক্তিস্বরূপ পুরী, শ্রীমদ্ভক্তি-বিলাস পর্ব্বত ও শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজগণ কীর্ত্তন করিতে করিতে যথাসময়ে রথাগ্রে উপস্থিত হইয়া লোকারণ্যের কলরব স্তব্ধ করিয়া উচ্চকণ্ঠে কীর্ত্তন ও নৃত্য আরম্ভ করেন। ভক্তগণের সুমধুর কীর্ত্তনধ্বনি দিগ্‌বিদিগ্‌ প্লাবিত করিয়া যাত্রিগণের হৃদয়ে ভক্তিস্রোত প্রবাহিত করিয়া দিল। শুচিতা-মার্জ্জনস্থলে উপস্থিত হইলে ভারতী মহারাজ ও শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সুমধুর কীর্ত্তনে আকৃষ্ট হইয়া উপস্থিত ব্যক্তিমাত্রেই উক্ত ভক্তগণের কীর্ত্তন শ্রবণ করিতে লাগিলেন।

এবার মঠের মহাত্তমহোদয়ের পুনরায় শ্রীপুরুষোত্তমমঠে আগমন করিয়া আন্তরিক সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন।

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি প্রদীপতীর্থ মহারাজ ও শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গগোস্বামী প্রভু বারাণসীধামের "দশাশ্ব-মেধ ঘাটে" শুদ্ধভক্তির কথা প্রবল উৎসাহে প্রচার করিতেছেন। শুদ্ধগৌরাঙ্গৈকপ্রাণ শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজের প্রচারে মায়াবাদ বিমোহিত কাশীর বহু ব্যক্তির হৃদয় পরিবর্ত্তিত হইতেছে—অনেকেই ভক্তিসদৃশ শুষ্কমুক্তি কথার বহুমান পরিত্যাগ করিয়া শুদ্ধভক্তির মাধুর্য্যানুভব করিতে-ছেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব তাঁহাদের মঙ্গল বিধান করুন্ ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

বর্ত্তমান সপ্তাহের শ্রীপত্র ত্রুটিবহুলতাহেতু মুদ্রিত হইল। শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপায় পাঠকগণ অচিরেই বহু দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থরাজির ভাণ্ডার উন্মুক্ত দর্শন করিয়া আনন্দ লাভ করিবেন।

পূর্ব্বে গোবর্দ্ধন মঠের শ্রীমদ্ভক্তি মধুসূদন তীর্থস্বামী মহা-সোদয়ের পুথী প্রাপ্ত হইয়াছেন।

দীক্ষা দিনে।

(ত্রিবিক্রম ২, গৌরাব্দ ৪৩৯)

আজ দীক্ষা লাভ হইবে। কুঞ্জদাস সকাল সকাল মঠে উপস্থিত হইতে বলে দিয়াছেন। খুব ভোরে একবার খুব জাগিয়া দিয়াছিল, কিন্তু আবার ঘুমাইয়া পড়ি, উঠিতে একটু বিলম্ব হইয়া গেল। মনটাও কেমন অস্বস্তি বোধ হইতেছিল। শ্রীসম্প্রদায়ে দীক্ষিত আমি কিন্তু এ আবার কোথায় চলেছি! শেষে শ্রীবৈষ্ণবধর্ম্মে কি অপরাধী হইতে হইবে?

জটীল সংস্কার এইরূপেই সত্য পথে কাঁটা হইয়া উঠে। কুঞ্জদাসের কথাগুলি মানসপটে ভাসিয়া উঠিল। "সদ্‌গুরুবর্গ পৃথক্ পৃথক্ বস্তু নহেন, সকলেই আশ্রয়তত্ত্বে একেরই নিত্যদাস, তাঁর পরম প্রিয় সেবক-ধর্ম্মী ভক্ত ও সাধু। সদ্‌গুরু কখনও সদ্‌গুরুর পার্থক্য হইতে কাহাকেও বিচ্ছিন্ন করেন না। তবে শিষ্যের মধ্যে রুচি দেখিলে তাহাকে তত্ত্ব ও তত্ত্ব-তত্ত্বে অধিকার ও দীক্ষা দান করেন। কৃষ্ণ এবং নারায়ণ বিভিন্ন নহেন। একই বস্তুর স্বাংশ ও বিলাস ভেদ। ভগবানের ঐশ্বর্য্য হইতে মাধুর্য্যসেবার অধিকার-লাভ শাস্ত্রসম্মত ও তত্ত্বতঃ সত্য। মহাজনেরাও সেই পথ দেখাইয়া গিয়াছেন। শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামী প্রভু জন্ম হইতে শ্রীসম্প্রদায়ভুক্ত বৈষ্ণব, কিন্তু শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর কৃপায় স্বরূপের অভিব্যক্তিক্রমে তিনি কৃষ্ণদীক্ষা-লাভ ও মাধুর্য্য সেবার অধিকারী হইয়াছিলেন। তাঁহার গুরুবর্গও ত্রিদণ্ডি যতিরাজ শ্রীমৎ ব্যাসোদ্দেশ্য পরবর্ত্তী শ্রীরামানুজীয়াচার্য্য-পাদও ঐ পন্থানুবর্ত্তী। এমন কি, একই সম্প্রদায়ের মধ্যে উচ্চ হইতে উচ্চতর রসে অধিকার লাভের আশায় গুরুদেবের বিভিন্নপদাশ্রয়ের উদাহরণ আছে। শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভু প্রথমে নব্যরস সেবী শ্রীজাহ্নবাচৈতন্য গুরুদেবের নিকট হইতে পরে মধুর রসের গুরু শ্রীরূপানুগ শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভুর পদাশ্রয় করেন। মূর্ত্তিমান্ সদ্‌গুরুরূপ শ্রীগুরুদেব অন্য সদ্‌গুরু হইতে পৃথক্ বস্তু নহেন।" মনে মনে কুঞ্জদাসের চরণে প্রণতঃ প্রণত হইলাম। মঠে পৌঁছিয়া দেখি সেই

সহাস্যবদন ভক্তোত্তম-মূর্তি দাদা আমায় দাঁড়াইয়া আছেন। অপূর্ব উৎসাহের অনুপমত্ব দেখিয়া সব জড়তা কাটিয়া গেল। নাথাহেবের ঐশ্বর্যলেশ হইতে মাধুর্যলেশাশ্রিত গুরু কৃষ্ণদীক্ষা লাভ করিলাম।

'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।' ভাগবত।

কিন্তু এই দীক্ষা কি বস্তু! পূর্বজন্ম সন্ধ্যাবেলায় শ্রীগুরুদেবের শ্রীমুখ হইতে ইহার স্বরূপ শুনিয়াছিলাম। "জন্ম হইতে জড়বদ্ধ জীব কৃষ্ণবহির্মুখ চেষ্টায় আবদ্ধ। সে যাহা দেখে, শুনে, তাহাই লইয়া জীবনটা কাটাইয়া দিতে চাহে, এবং তাহার সকল চেষ্টার মূলে ভোগবুদ্ধিকে আশ্রয় করিয়া থাকে। 'আমি খাব', 'আমি পরিব' এইটাই থাকে তার জীবনের সঞ্জীবন মন্ত্র। কিন্তু হায়, জগতের পিছনে এই ছুটাছুটির শেষ কোথায়? আর এই ভোগলিপ্সা কি সত্য সত্যই সুখদায়ক। সচ্চিদানন্দময় অণুচৈতন্য জীবের এই দুঃখদায়ী মায়ার পিছনে কি ছুটা কখনও থামে? এর থেকেই না তার বন্ধ যাবার উদ্ভব! "তুমৈব সুখং নাল্পে সুখমস্তি" অমৃতের সন্তান জীব, এই মায়িক 'অল্প' ও 'অল্প' শব্দের মধ্যে আবদ্ধ হইয়াই না কল্পিসাকে হাবুডুবু খাইতেছে, কি সুকৃতি-বলে এই অবস্থা হইতে সদ্গুরু কৃপায় উদ্ধার লাভ করা যায়, কারণ, এই দীনতা হইতে ছুটি পাওয়ার নামই দীক্ষা অর্থাৎ দিব্যজ্ঞানলাভ—কুমার মধ্যে নিজ শাশ্বতস্বরূপ উপলব্ধি। তখন আর পাপ পুণ্যের টানাটানি থাকে না, জগৎকে ভোগ করিতে গিয়া তার বশে হইবার অবসর থাকে না। ভগবৎসেবাই অনুগামী জীবের স্বরূপবৃত্তি এবং দীক্ষার দ্বারা ভোগের হাত হইতে ছুটি পাইয়া সে সেই শাশ্বতী পদবীতেই স্থাপিত হয়, আর কৃষ্ণসেবাই ভক্তি। ভগবতী ভাষায় ঠাকুর বলিতে লাগিলেন—

নিতাইপদকমল, কোটী-চন্দ্র-সুশীতল,
যে ছায়ায় জগৎ জুড়ায়।
হেন নিতাই বিনে ভাই, রাধাকৃষ্ণ পাইতে নাই,
দৃঢ় করি ধর নিতাইর পায়॥

কিন্তু এই পূর্বতম তত্ত্বে সংযোজন দুইটী সম্ভব—আত্ম নিবেদিত শিষ্য এবং পরমাত্মজ্ঞানদাতা কৃপাময় শ্রীগুরুদেব। তা' ছাড়া সবই ভুয়ো, সবই ভাবের ঘরে চুরি—আত্ম-বঞ্চনা মাত্র।

শ্রীকবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন,

"দীক্ষাকালে শিষ্য করে আত্ম নিবেদন।
সেই কালে কৃষ্ণ তারে করে আত্মসম॥

শুধু শুনিয়া সব শুনিতে ছিলাম, আর মনে হইতেছিল, কে ইনি! জীবের নিত্যমঙ্গলের জন্য এই কারুতি, এই অসীম অতল স্পর্শস্নেহময়, কে এই অহৈতুকী কৃপার অবতার! পুরীধভোজী নরকের কীট আমি কি করিয়া তাঁকে জানিব! জড়ীয় লালসাবিদ্ধচিত্তে তাঁর নিঃস্বার্থ পরোপকারের মর্ম কি বুঝিব! কৃতজ্ঞতায় বুক ভরিয়া গেল, সন্ধ্যা হইয়া আসিল তাম্রবর্ণোক্ত "যদা যন্নিগমেনোক্তং বিধবং সাধ্যা পুমেবঃ" বিধানমতে গুরুপূজাধিকার লাভের জন্য সংকৃত হইয়া যজ্ঞসূত্র লাভ করিলাম।

ঠাকুর উন্মুক্ত ছাদে ভ্রমণ করিতেছেন, প্রণাম করিয়া নিকটে গেলাম। কৃষ্ণদাদাও আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নীচের তলায় সকলেই আমার শ্রীগুরুদেবের নামোল্লেখ করিয়া জয়ধ্বনি করিতেছিলেন। হায়, পতিতের উদ্ধারে এত আনন্দ আর কাহার হইতে পারে! হে কৃপাসিন্ধো বৈষ্ণব! সত্য সত্যই তুমি কিতিপাবন; ভগবানের প্রচ্ছন্ন-বিগ্রহ, নহিলে নীচ পতিতের জন্য তোমার এত আগ্রহ কেন?

অন্ধরাত্র হইয়াছে। ঠাকুর উপবেশন করিলেন। সম্মুখে ও পার্শ্বে ভক্তবৃন্দ উপস্থিত। চাঁদ উঠিয়াছে। একটা তরল জ্যোৎস্না ধারায় সারা জগৎটা প্লাবিত। একপাশে গুটার নিকটে যাইয়া বসিলাম। মনে হইতেছিল রাধানুগ ভজনের কথা কিছু জিজ্ঞাসা করিব কিনা। হঠাৎ শ্রীমুখ হইতে শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতের চিরমধুর শ্লোকটী উচ্চারিত হইতে লাগিল

মধুরং মধুরং বপুরস্য বিভো
মধুরং মধুরং বদনং মধুরম্।
মধুগন্ধি মৃদুস্মিতমেতদহো
মধুরং মধুরং মধুরং মধুরম্।

তারপর শ্রীবাস গোস্বামী প্রভুর বৃষভানুনন্দিনীর চরণে ঐকান্তিক দাস্যমূলক ও রাধাকৃষ্ণের মহিমময় সেই চিরন্তন

শ্লোকাবলি গান করিলেন। শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভুর উপদেশামৃতের অনেক শ্লোকও বলিলেন। শ্রীবিশ্বমঙ্গলের সেই অমৃতময়ী বাণীর ধারা এই জড়াকর্ণে প্রবেশ করিয়াছিল কিনা জানি না, কিন্তু মনে হইতেছিল, কৃষ্ণপ্রেমের মূরতি ঠাকুরের আমার, এই চিন্তবিগলিত পীযূষবাণী ধারায় একদিন সমস্ত জগৎ প্লাবিত হইবে নাকি? একটা অপূর্ব্ব আনন্দ মূর্চ্ছনা প্রাণে খেলিয়া গেল।

দীন—শ্রীসুন্দর দাস অধিকারী (বি, এ)।

বিচার-কা'র কর?

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

অনেক কথা আছে তাহা, স্থির হইয়া শোন;—আমার কথা শুনিতে বলি না;—আমি কে?—শুনিতে বলিতেছি সাধুবাক্য, মহাজন বাক্য,—সাক্ষাৎ কলিত স্বয়ং ভগবানের শ্রীমুখবাক্য। আরো শ্রবণ, পরে কীর্ত্তন।

এখন শ্রীমুখের ঐ প্রাকৃত শ্লোকটি তাহার পূর্ব্বাপর বাক্যের সাবধানে অনুশীলন কর। শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতা, তৃতীয় অধ্যায়ে, শ্রীভগবান্ প্রথমে সংসার-মঙ্গল বেদবিহিত যজ্ঞ ও কর্ম্মের কথা বলিলেন; এইরূপ কর্ম্ম আচরণে যে সুফল এবং অনাচরণে যে কুফল প্রাপ্তি হয়, তাহাও বলিলেন। বলিলেন,—'এইরূপ বেদবিধিমার্গে নিহিত কর্ম্মানুষ্ঠান হইতে জীব ক্রমশঃ কল্মষমুক্ত হয় এবং পরম শ্রেয়ঃ অর্থাৎ শ্রীভগবানে অনন্যযোগ, অব্যভিচারিণী ভক্তি ও রতি লাভ করে। আর, এই অনবহিত বেদবিধির বিপরীত অনুষ্ঠান ও স্বেচ্ছাচার হইতে ইন্দ্রিয়-রাম অভাগা ব্যক্তি সার্থজীবনে কল্মষমূলাপথে বিষম যাতায়াতই করে।'

এই কথা বলিয়াই, পরে বলিতেছেন,—"কিন্তু, যাহার, যে ভাগ্যবান্ জনের কোনও না কোনও সৌভাগ্য সুযোগে শ্রীভগবানে অনন্যা রতি লাভ হইয়াছে; এবং সেই রতি হইতেই তিনি, জগতের অপর সমস্ত হইতেই বিরক্ত হইয়া, একমাত্র ঐ ভগবদ্রতি-রসেই একান্ত পরিতৃপ্ত ও পরিতুষ্ট হইয়া পরমানন্দে মত্ত হইয়াছেন, তাঁহাকে আর ঐ বেদবিধিমার্গে বিচরণ করিতে হয় না। ঐ বিধি-পালন বা অপালন জন্য তাঁহার কোনও ইষ্ট বা অনিষ্ট, পুণ্য বা পাপ জন্মে না। কারণ, তিনি তখন পাপপুণ্যের অতীত হইয়া, ত্রৈগুণ্য বেদবিধির অধিকার অতিক্রম করিয়া, নিষ্ত্রৈগুণ্য নিত্যানন্দরাজ্যে প্রবেশ করিয়াছেন। বেদবিধি তথাকার নহে, সংসারের।"

তবে কেহ কেহ এইরূপ উচ্চ অধিকার লাভ করিয়াও কৃষ্ণপ্রেমের সংসারিজনসমূহের সাধুশিক্ষার জন্য, সংসারীর মত থাকিয়া কৃষ্ণভজনানুকূল কর্ম্ম করেন। তাঁহাদের সংসারে থাকা, সলিল পঙ্কে নিলিপ্ত পদ্মপত্রের মত। শ্রীভগবান্ তাঁহার আত্মজনের প্রতি যখন কর্ম্মোপদেশ দিয়াছেন, তখন এই উক্তানুকূল কর্ম্মেরই উপদেশ দিয়াছেন। দেখিতে ইহা কর্ম্মের ন্যায় হইলেও ইহা প্রকৃতপক্ষে কর্ম্ম নহে, ভক্তি। মহাভাগবতগণ এইরূপ ত্রিভুবনজন কার্য্যে থাকিয়াই সংসিদ্ধ। তাঁহারা, আমাদের ন্যায় বদ্ধজীবের মত কৃষ্ণভজনের নামে প্রাকৃত সংসার বা বিষয়সেবা করেন নাই। সংসার বদ্ধ হইলেও আমরা মুখের সাহারা লইয়া থাকি। ঐ বা অন্য পথে বিষয়-রসই পান করি। ত্যাগ করিতে কখনও পারি না। এ কথা পূর্ব্বেই ব্যক্ত হইয়াছে।

যেখানে এই বিষয়-রস-স্পৃহা, যে স্থলে ইন্দ্রিয়ের এইরূপ কৃষ্ণেতর বিষয়ে রতি, সেই স্থলেই সংসার। তাহাই নরক পথ। আর, যে স্থানে তাহা নাই, যে স্থানে কৃষ্ণরতিরই একচ্ছত্র আধিপত্য, কৃষ্ণ-সম্বন্ধেই সকল সম্বন্ধ সে স্থলে আর সংসার নাই; বাহ্য দৃষ্টিতে তাহা সংসার হইলেও তাহাই তপোবন, তাহাই বৃন্দাবন! আর এইরূপে এই কৃষ্ণের সংসারে যিনি সংসারী, তিনি লোক-চক্ষে সংসারী হইয়াও সন্ন্যাসী, জ্যোতির দেশে যোগী; যথা, শ্রীমুখবাক্যে,—

অনাশ্রিতঃ কর্ম্মফলং কার্য্যং কর্ম্ম করোতি যঃ।
স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নির্ন চাক্রিয়ঃ॥
(শ্রীগীতা ৬।১)

পূর্ব্বকালে পরমভাগবত জনকাদি এবং সেদিনও গৌর-

শত-প্রাণ শ্রীবাসাদি মহাজনদের সংসারে আসিয়া এই অভাবিত সংসার চিত্রটি দর্শন করিয়াছি। তথায়, ইন্দ্রিয় সেবা নহে, কৃষ্ণসেবাই মুখ্য উদ্দেশ্য ; কৃষ্ণসেবায় জন্যই সমস্ত চেষ্টা ; আর, তৎপ্রতিকূল হইলে এমন কোনও গুরুতর বিষয় বা বস্তু নাই যাহা তৎক্ষণাৎ তাঁহাদের বর্জনীয় নহে।

শ্রীবাস-অঙ্গনে গৌরসুন্দর ভক্তগণসহ কীর্ত্তনানন্দে বিভোর ; এমন সময়, শ্রীবাসের ষোলবছরের পুত্রের মৃত্যু হইল। পুত্রের মাতা ও অন্যান্য পরিজন কাঁদিয়া উঠিলেন। ভক্তগণসঙ্গে সংকীর্ত্তনে মত্ত, উদ্দণ্ড নৃত্যে রত শ্রীগৌর-সুন্দরের পার্শ্বেই নৃত্য করিতেছিলেন শ্রীবাস। তিনি সহসা গৃহ মধ্যে কোলাহল শুনিয়া তৎক্ষণাৎ তথায় গমন করিলেন, এবং কোলাহলের কারণ অবগত হইয়া, অতি সহজভাবে একান্ত দৃঢ়তার সহিত যোড়হস্তে শোকবিহ্বল পরিজনবর্গকে কহিলেন ;—

সাবধান !—

"অন্য যেন কেহ ও আমার না শুনয়।
পাছে ঠাকুরের নৃত্য ভঙ্গভঙ্গ হয়।
কলরব শুনি যদি প্রভু বাহ্য পায়।
তবে ত গঙ্গায় প্রবেশিমু সর্ব্বথায়॥"

(শ্রীচৈঃ ভাঃ মধ্য ২৫ অঃ)

অহো, পুত্রের মৃত্যু হইয়াছে, তাহাতেও শ্রীবাসের অন্তরে কোনও বিকারই আনিতে পারিল না! শ্রীবাসের ব্যথা তথায় তিল মাত্রও নাই! তাঁহার ব্যথা, তাঁহার ভাবনা,—এমন সময়, এমন আনন্দের সময়, কৃষ্ণ নাম শুনিয়া পাছে প্রভুর নৃত্য-ভঙ্গভঙ্গ হয়, পাছে সংকীর্ত্তনের ভঙ্গভঙ্গ হয়! হরি! হরি! হরি!—এ ভাবনা আসিল কেন? এখানে তাহাই ত' আসিবে! এখানে কৃষ্ণ-সুখ-সম্পাদন, যা কৃষ্ণ-প্রীতি-সাধনই যে মুখ্য উদ্দেশ্য, প্রধান লক্ষ্য। অন্যত্র, আত্মসুখসাধনই মুখ্য লক্ষ্য। সে সকল ক্ষেত্রে, এরূপ অবস্থায়, ভাবনা আসিবে,—'এ ছেলে গুলোকে কি উপায়ে তৎপর করাইয়া দিয়া, সকলে মিলিয়া একটু প্রাণ ভরিয়া কাঁদি।' কিন্তু, শ্রীবাসের সংসার সেরূপ নহে। তাঁহার কথায় সকলেরই ভ্রম ভাঙ্গিল। তাঁহারাও তখনই নীরব হইয়া, প্রভুর আনন্দ নৃত্য দর্শন করিতে লাগিলেন। শ্রীবাসও নিশ্চিন্ত হইয়া আবার সেই সংকীর্ত্তনে প্রবেশ করিয়া, পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণ আনন্দে আনন্দময় প্রভুর সঙ্গে নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন!

তারপর সার্ব্বভৌমের সংসারের কথা স্মরণ কর। অযোধ্য অন্যের মুখে প্রাণ-প্রভুর নিন্দা শুনিয়া, সার্ব্বভৌম, সেই নিন্দাকারী অন্যের তাঁহার একমাত্র প্রিয় ছহিতা ষাঠীর সদ্যঃবিধবা-অবস্থা হইলেও, তাহাকে নিদারুণ অভিশাপ দিতে লাগিলেন। অন্যের ভয়ে পলাইল। সার্ব্বভৌম অতি কষ্টে ধৈর্য্য ধারণ করিয়া, প্রভুকে ভোজন করাইয়া বিদায় দিলেন। পরে ষাঠীর মাতার সকাশে অত্যন্ত ব্যথিত হৃদয়ে কহিলেন,—

"চৈতন্য সোসাঞির নিন্দা শুনি যাহা হৈতে।
তারে বধ কৈলে, হয় পাপ প্রায়শ্চিত্তে॥
কিম্বা, নিজ প্রাণ যদি করি বিমোচন।
দুই যোগ্য নহে, দুই শাস্ত্রে ব্রাহ্মণ॥
পুনঃ সেই নিন্দকের মুখ না দেখিব।
পতিত্যাগে কৈল, তার নাম না লইব॥
বাহিরে কহ, তারে ছাড়ুক, সে হইল পতিত।
পতিত হইলে ভর্ত্তা ত্যজিতে উচিত॥"

চৈঃ চঃ মধ্য ১৫।

এই বাক্যে, অপর সংসার হইলে, ষাঠীর মাতা বুকফাটা-শব্দে কাঁদাইয়া উঠিতেন ; আর বলিতেন,—"আ মর্, হিন্দুর মুখে আগুন! বলে কি গো? ষাট্ ষাট্, বেটের বাছা অযোধ্য আমার। দুধের মেয়ে ষাঠী আমার! ওমা,—কি অলুক্ষণে কথা গো? এমন কথা মুখে আন্‌তে আছে? ইত্যাদি—ইত্যাদি—ইত্যাদি।" কিন্তু এ ক্ষেত্রে সার্ব্বভৌম পত্নী, ষাঠীর জননী, পতির দুঃখে সম্পূর্ণ সহানুভূতি দেখাইয়া, সমান ব্যথায় ব্যথিত হইয়া, সযোধনে শিরে বুকে করাঘাত করিতে করিতে——

"ষাঠী রাণ্ডি হউক ইহা বলে বারে বারে"

(চৈঃ চঃ মধ্য ১৫।২৫২)

ক্রমশঃ।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ।

গৌড়ীয়

শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ।
শ্রীমদ্ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ।
শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ।
শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ।
শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ।
শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস তীর্থ মহারাজ।
শ্রীমদ্ভক্তিবিকাশ হৃষীকেশ মহারাজ।
শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ।
শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর গোবিন্দ মহারাজ।
শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ।
শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব মহারাজ।
শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজ।
শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ।
শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ।
শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ।
শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ।
শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ।
শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ।

তৃতীয় খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার ২৭শে আষাঢ় ১৩৩২, ১১ই জুলাই ১৯২৫ | ৪র্থ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ।

সাধু, শাস্ত্র ও গুরুবর্গের পদাঙ্কানুসরণই শ্রৌতপন্থী ভগবদ্ভক্তের ধর্ম। ইহার অন্যথাচরণ করিয়া ঐকান্তিক হরিভক্তির ছলনা শাস্ত্রে উৎপাতের কারণ বলিয়াই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। তাই দেখিতে পাওয়া যায়, রসানুগ ভজন নিপুণজনগণও রাগাত্মিকা নিত্য ব্রজপরিকরগণেরই অনুগমন করিয়াছেন। গুর্ব্বানুগতাই—বৈষ্ণব ধর্ম্ম। স্বতন্ত্রতা বা স্বেচ্ছাচারিতাই—শাক্তের ধর্ম্ম।

আমরা পূর্ব্বাচার্য্যগণের চরিত্র আলোচনা করিলে সর্ব্বত্রই এই গুর্ব্বানুগত্যের আদর্শ চিত্র দেখিতে পাই। যেখানে এই আনুগত্য ধর্ম্ম পরিত্যক্ত হইয়াছে সেখানেই শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তির পথ হইতে জীব বিচ্যুত হইয়া পড়িয়াছেন। শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামী প্রভুর শিষ্য পরিচ্ছাকাঙ্ক্ষী হরিবংশ নামে জনৈক গৌড় ব্রাহ্মণ সন্তান একাদশী দিনে তাম্বূল সেবন করিয়াছিলেন বলিয়া গুরু কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছিলেন। উৎকলের রাজাধিরাজ গুরুপাদপদ্ম শ্রীঠাকুর হরিদাস হইতে বিচ্যুত হইয়াছিলেন বলিয়া "অতিবড়ী" (অর্থাৎ এত বাড়িয়া গিয়াছিলেন যে, আচরণ পরিত্যাগ করিতেও কুণ্ঠিত নহেন—ব্যঙ্গার্থে প্রয়োগ) আখ্যা লাভ করিয়াছিলেন।

শ্রীল ঠাকুর মহাশয় নববিধ ভক্তিধর্ম্মের অনুশীলনই জীবের নিত্যধর্ম্ম বলিয়া কীর্ত্তন করতঃ বলিয়াছেন—

সাধুশাস্ত্র গুরুবাক্য চিত্তেতে করিয়া ঐক্য,
সতত ত্যজিব প্রেমবাধে।
কর্ম্মী, জ্ঞানী, ভক্তিহীন, ইহারে করিব ভিন্ন,
নরোত্তম এই তত্ত্ব গাবে॥

• • • •

মহাজনের যেই পথ, তাঁহে হব অনুরত,
পূর্ব্বাপর করিয়া বিচার।

• • • •

অসৎসঙ্গ পরিত্যাগ, তাঁর সনা গীত রাগ,
কর্ম্মী, জ্ঞানী পরিহরি' দূরে।

কেবল ভকত সঙ্গ, প্রেমকথা রসরঙ্গ,
লীলা কথা ব্রজরসপুরে ॥
• • • •
মধ্যে মধ্যে আছে ছষ্ট, দুষ্টকরি হয় কষ্ট,
ওপক্ষে বিগুণ করি' মানে।
গোবিন্দ বিমুখজনে, মূর্খি নহে হেন জনে,
লৌকিক করিয়া সব জানে ॥
• • • •
আপন ভজন কথা, না কহিব যথা তথা,
ইহাতে হইব সাবধানে।

শ্রীমন্ মহাপ্রভু রায় রামানন্দের মুখে মুক্তজীব ও তাঁহার ভজনের কথা স্বয়ং প্রশ্নকর্ত্তা হইয়া বলাইয়াছিলেন—

মুক্ত মধ্যে কোন্ জীব মুক্ত করি মানি
কৃষ্ণ-প্রেম যা'র সেই মুক্ত শিরোমণি ॥
গান মধ্যে কোন্ জীবের নিজধর্ম্ম।
রাধাকৃষ্ণের প্রেমকেলি যেই গীতের মর্ম্ম ॥

কিন্তু রসগান মুক্তজীবের স্বরূপের ভজন হইলেও তাহাতে অধিকার কাহার?—ইহা নিরূপণ করিতে গিয়া রায় রামানন্দের মুখে শ্রীগৌরসুন্দর প্রকাশ করাইয়াছেন—

রাধাকৃষ্ণলীলা এই অতি গূঢ়তর।
দাস্য বাৎসল্যাদি ভাবে না হয় গোচর ॥
সবে এক সখিগণের ইহাঁ অধিকার।
সখী হইতে হয় এই লীলার বিস্তার ॥
সখীর স্বভাব এই অকথ্য কথন।
কৃষ্ণসহ নিজলীলায় নাহি সখীর মন ॥
সহজে গোপীর প্রেম নহে প্রাকৃতকাম।
কামক্রীড়া-সাম্য তার নাহি কাম নাম ॥
নিজেন্দ্রিয়সুখ-হেতু কামের তাৎপর্য্য।
কৃষ্ণসুখ-তাৎপর্য্য গোপীভাববর্য্য ॥

কিন্তু আক্ষেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছাপর আমরা, বৈরিবর্গ ইন্দ্রিয়গ্রামের দ্বারা চালিত হইয়া লোকশিক্ষক জগদ্গুরুর এই শুদ্ধ শিক্ষার কিরূপ ব্যভিচার করিতেছি। আজকাল হাটে বাজারে, অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী, জ্ঞানীর দ্বারে, প্রেত শ্রাদ্ধ বাসরে, "গার্ডেনপার্টিতে," "মীন মহোৎসবে," রঙ্গালয়ে, বেশ্যালয়ে, গৌণ্ডিকালয়ে, গাঁজা, তামাক প্রভৃতি কলিপ্রিয় নেশা বস্তুর সেবা করিতে করিতে, অর্থের বিনিময়ে প্রাকৃত সাহিত্যিক, কবি, বিষয়ী, দীনজী, অন্যাভিলাষী, কৃষ্ণভক্ত জনগণের কামেন্দ্রিয় তর্পণের জন্য, কামিনীর মনোরঞ্জনের জন্য, স্বীয় কলাবিদ্যা পারদর্শিতা প্রদর্শন করিয়া একাধারে সুগায়ক সুবক্তা ও ভক্ত প্রতিষ্ঠা অর্জ্জনের জন্য, "আপন ভজন কথা"—অতি গূঢ় সম্পত্তি, অমূল্য রত্নকে কাচভানে, দুর্লভ মুক্তাকে ঘৃণিত শুক্তির মত আঁস্তাকুড়ে নিক্ষেপ করিতেছি। আর আমার ন্যায় আক্ষেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছাপর ব্যক্তি সেই বহুমূল্য মৌক্তিক মালার মর্য্যাদা বুঝিতে না পারিয়া, অপ্রাকৃত প্রেমরত্নকে কলির ইন্দ্রিয়-সেবা প্রিয় ভোজ্য বা ভোগ্য বসরিকা জ্ঞান করতঃ কৃষ্ণভোগ সামগ্রীতে ভোগ বুদ্ধি করিতেছি, কখনও বিদ্বান জ্ঞানে নিজকে কর্ম্মী, জ্ঞানী অভিমান করিয়া অপ্রাকৃত প্রেমরত্নকে লোষ্ট্র ভাবিয়া দূরে নিক্ষেপ করিতেছি।

হায়! ভগবদিন্দ্রিয় তোষণকারিণী ভক্তিদেবী যেন অবলাপরোঢ়ার ন্যায় সাধারণের ধর্ষণের সামগ্রী! চিচ্ছক্তিস্বরূপিণী রামভার্য্যা সীতাদেবী যেন রাবণকুলের ইন্দ্রিয় তর্পণের বস্তু! ভগবদ্ভক্তগণ জানেন, শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র স্বরাট্পুরুষ, অদ্বিতীয় ভোক্তা ও নিখিল সম্রাট্। তাঁহারা নিখিলসম্রাটের ভৃত্য হইয়া কখনও এইরূপ অনাচার দর্শন বা সহ্য করিতে পারেন না। নাস্তিক অসুরকুল দুর্ব্বুদ্ধিবশে ভগবানের ভোগের বস্তু স্ব স্বভোগে নিযুক্ত করিবার প্রয়াস দেখাইলেও অপ্রাকৃত বস্তু ঐ সকল অসুরকুলের প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য হয় না। রাবণ যে প্রকার মায়া সীতা হরণ করিয়া 'চিচ্ছক্তি স্বরূপিণী রাম ভার্য্যাকে হরণ করিয়াছি কল্পনা করিয়াছিল, তদ্রূপ ঐ সকল প্রাকৃত সাহজিক সম্প্রদায় হাটে বাজারে কনক কামিনী প্রতিষ্ঠা-সংগ্রহের জন্য রসগানের ছড়াছড়ি করিলেও এবং কতকগুলি অর্ব্বাচীন ব্যক্তি প্রাকৃত ভোগেন্দ্রিয়ের দ্বারা রসগান শ্রবণ করিবার যোগ্য অভিমান করিলেও "রাধাকৃষ্ণের প্রেমকেলি মর্ম্মাত্মক গান" তাহাদের ভোগময় ইন্দ্রিয়ের

গ্রাহ্য হয় না। কারণ তাহারা কেহই সেবোন্মুখ নহে। সকলেই ভোগোন্মুখ অর্থাৎ কৃষ্ণবস্তুর দ্বারা নিজ নিজ ইন্দ্রিয় তর্পণ করাইয়া লইতে ব্যস্ত। পক্ষান্তরে ইন্দ্রিয় দ্বারাই হরি সেবা বিমুখ।

প্রাকৃতলোকের যে রসগানাদি শ্রবণে বিপুলাগ্রহ দেখিতে পাওয়া যায় তাহা কেবল কবিত্ব, কাব্য, ও সাহিত্য শোভা উপভোগার্থেই চেষ্টা—ইন্দ্রিয়ের অপব্যবহার জন্য ভক্তি-বিদ্বেষ। কারণ ঐরূপ আগ্রহের মূলে যদি কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা থাকিত তাহা হইলে রসগান শ্রবণ-কীর্ত্তনকারীর জীবনের গতি ভগবৎপাদারবিন্দ-সেবা ব্যতীত মুহূর্ত্তের জন্যও অন্যত্র কোন প্রাকৃত কার্য্যে লিপ্ত হইত না। শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তাঁহার অন্তরঙ্গ পার্ষদবর্গের চরিত্র হইতে আমরা এই শিক্ষাই পাইয়া থাকি। চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি রায়ের নাটকগীতি গীত-গোবিন্দ, গোপী-গীত মহিমাগীতি, ভ্রমরগীতি, প্রভৃতি গ্রন্থে শ্রীরাধাগোবিন্দের অপ্রাকৃত বিপ্রলম্ভগীতি বর্ণিত হইয়াছে। সেই বিপ্রলম্ভের চতুর্বিধ অবস্থা পূর্ব্বরাগ, মান, প্রেমবৈচিত্ত্য ও প্রবাস বর্ণনাত্মক রসগীতিগুলি বিপ্রলব্ধ বিগ্রহ রাধাভাব বিভাবিত শ্রীগৌরসুন্দর অন্তরঙ্গ ভক্ত সঙ্গেই আস্বাদন করিতেন। তিনি ঐ সকল ভজন-পরাকাষ্ঠার চরম কথা অন্তরঙ্গ ভক্ত ব্যতীত হাটে-বাজারে কীর্ত্তন করেন নাই। হাটে-বাজারে কীর্ত্তনের ব্যবস্থা ছিল—নাম সংকীর্ত্তন। ঠাকুর হরিদাস ও নিত্যানন্দপ্রভু সর্ব্ব জীবের দ্বারে দ্বারে হাটে, ঘাটে, পথে অযাচকে নামকীর্ত্তন প্রচার করিয়াছিলেন। যথা

"এইমত মহাপ্রভু বসে নীলাচলে।
রজনীদিবসে কৃষ্ণ-বিরহে বিহ্বলে॥
স্বরূপ রামানন্দ এই দুইজন সনে
রাত্রি দিনে রসগীত শ্লোক আস্বাদনে॥"

চৈঃ চঃ অন্ত্য ২০শ।

শ্রীচৈতন্যভাগবতেও আমরা মহাপ্রভুর আচরণ দেখিতে পাই যে, তিনি অন্তরঙ্গ ভক্তগণসহ দ্বার রুদ্ধ করিয়া রসকীর্ত্তনাদি করিতেন। এমন কি বহির্ম্মুখ লোক সকল এই জন্য তাঁহাদের বিরুদ্ধ চরিত্রে বহু দোষারোপ করিলেও তাহাতে তাঁহারা বিচলিত হইতেন না। যথাঃ—

প্রভুর আজ্ঞায় দৃঢ় লাগিয়াছে দ্বার।
প্রবেশিতে নারে অন্য লোক নদীয়ার॥
যতেক পাষণ্ডী সব না পাইয়া দ্বার।
বাহিরে থাকিয়া মন্দ বলয়ে অপার॥
চৈতন্যের সব দাস মত্ত কৃষ্ণরসে।
বহির্ম্মুখ বাক্য কিছু স্পর্শে না প্রবেশে চৈঃ ভাঃ মধ্য ৮॥

একদিন নিশাকালে মহাপ্রভু ভক্ত ভক্তগণসহ শ্রীবাস গৃহে নর্ত্তন কীর্ত্তন করিতেছিলেন, এমন সময় অলক্ষিত-ভাবে শ্রীবাসের শ্বশ্রূঠাকুরাণী সেই কীর্ত্তন শ্রবণ করিবার জন্য ঘরের কোণে লুকাইয়াছিলেন। কিন্তু স্বভাবতীয়ান্তর রসিকজন ব্যতীত বহির্ম্মুখজনের অবস্থিতিতে অপ্রাকৃত-রীতি সুষ্ঠুরূপে কীর্ত্তিত হইতে পারেন না ইহা প্রচার করিবার জন্য শ্রীগৌরসুন্দর বলিলেন—

"পুনঃ পুনঃ নাচি কিন্তু সুখ নাহি পাই।
কেহ বা কি লুকাইয়া আছে কোনো ঠাঞি॥"

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথায় শ্রীবাস অনুসন্ধান করিতে করিতে ঘরের এক কোণে তাহার কৃষ্ণলীলা শ্রবণে অনধিকারী, কেবলমাত্র প্রাকৃত কৌতূহলযুক্ত শ্বাশুড়ীকে দেখিতে পাইয়া—

"আজ্ঞা দিয়া দুই দণ্ড' করিল বাহির।"

এতৎপ্রসঙ্গে ব্যাসাবতার শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর লিখিয়াছেন—

"চৈতন্যের লীলা কেবা দেখিবারে পারে।
সেই দেখে যা'রে প্রভু দেন অধিকারে॥"

চৈঃ ভাঃ মধ্য ১৬শ।

কিন্তু আমরা আজ আমাদিগের গুরুবর্গের আচরণ ও অধিকার বিচারের কথা ভুলিয়া গিয়াছি এবং রসগানাদি শ্রবণে ও কীর্ত্তনে সকলেই অধিকারী বলিয়া ধার্ষ্টিকতা প্রকাশপূর্ব্বক কৃষ্ণবস্তুতে ভোগবুদ্ধি বিবর্জন অনন্য বস্তুকর

পথে চলিতেছি। আমরা শ্রীমদ্ভাগবতের উপদেশেও বিমুখ হইয়াছি—

"বৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাপি হ্যনীশ্বরঃ।
বিনশ্যত্যাচরন্ মৌঢ্যাদ্ যথাঽরুদ্রোঽব্ধিজং বিষম্॥"
ভাঃ ১০ ৩৩।৩১।

মহাদেব সমুদ্রোদ্ভূত কালকূট পান করিয়া 'নীলকণ্ঠ' আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; কিন্তু যে অজ্ঞ মূঢ়তাবশতঃ মহাদেবের সেই আচরণের অনুবর্ত্তন করিতে প্রয়াসী হয় তাহার মৃত্যু অনিবার্য্য। তদ্রূপ অনর্থযুক্ত রসিকগণ যে সকল রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলাত্মক ভজন করিবার অধিকারী অপর প্রাকৃত ব্যক্তিগণ যদি প্রতিষ্ঠাদি অর্জ্জনের জন্য মূঢ়তাবশতঃ তাহাদের অনুকরণ করে তবে তাহারাও নিশ্চয়ই অনন্ত রৌরবে বিনষ্ট হইবেন সন্দেহ নাই। অতএব সদ্গুরুর অনুজ্ঞায় ক্রমপন্থা ও অধিকারানুযায়ী ভজনই পরম মঙ্গলের হেতু।

সহজিয়ার লেশ।

শ্রীরূপানুগ শুদ্ধভক্তি প্রচার ও সত্যানুসন্ধিৎসু জনগণ কর্ত্তৃক উহা সর্ব্বত্র গৃহীত হইবার ফলে প্রাকৃত সহজিয়া প্রভৃতি বিদ্ধ বৈষ্ণব সমাজের বড়ই অসুবিধা হইয়া পড়িতেছে। সত্যপ্রিয় সমাজের নিকট কাহারও বহুদিনের সাজান ধর্ম্মের মনোহারী পশারীদিকার আদর কমিয়া যাইতেছে, কাহারও কাহারও প্রতিষ্ঠার বা লাঘবও হইয়াছে, কাহারও কামিনী সংগ্রহের কৌশল ধরা পড়িয়াছে!

শ্রীরূপানুগ আচার্য্য শ্রীজীবপাদ প্রাকৃত সহজিয়া ও ব্যভিচারি সম্প্রদায়ের হাত হইতে নির্ম্মল ঔজ্জ্বল্যরস-মাধুরীকে রক্ষা করিবার জন্য অন্তরে নিজে শ্রীরূপের পরম প্রিয় অপ্রাকৃত পারকীয় রসের রসিক হইয়াও স্বকীয়তুল্য বাদ প্রচার করিয়াছিলেন এবং তজ্জন্য প্রাকৃত সহজিয়াকুল তাহাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধি দ্বারা অচিন্ত্য বৈষ্ণব চরিত্র মাপিবার দুঃসাহস ফলে অজ্ঞানপঙ্কে নিমগ্ন হইয়া আচার্য্যবর শ্রীজীবকে শ্রীরূপের ভজন প্রণালী হইতে বিচ্যুত বলিয়া কল্পনা করিয়াছিল। কতকগুলি প্রাকৃত সহজিয়া শ্রীজীবের নামে নানাবিধ গল্প রচনা করিয়া চরিতার্থতঃ তাঁহাকে শ্রীরূপের বিরুদ্ধ ভাবাচরণকারী ধার্ম্মিক প্রকৃতি সাজাইতেও ত্রুটী করে নাই। কাহারও মতে শ্রীরূপ "ভাবের মানুষ" ছিলেন, কিন্তু শ্রীজীব অত্যন্ত বিচার পরায়ণ "তার্কিক" বলিয়া বিবেচিত হইয়াছেন। এই শ্রেণীর ব্যক্তিগণ শ্রীরূপপ্রিয় মহাজন শ্রীজীবের প্রতি এইরূপ অক্ষয় বিচার করিয়া শ্রীরূপের চরণে ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরণেই অপরাধী হইয়াছে এবং বিষ্ণু ও বৈষ্ণবাপরাধফলে কবিরাজ গোস্বামীর ভাষায় বলিতে গেলে

"যদি বৈষ্ণব অপরাধ উঠে হাতি মাতা।
উপাড়ে বা ছিণ্ডে তার শুকি যায় পাতা॥
কিন্তু যদি লতার সঙ্গে উঠে উপশাখা।
মুড়ি মুড়ি যায় তার নাহি লেখা॥
নিষিদ্ধাচার কুটীনাটী জীবহিংসন।
লাভ পূজা প্রতিষ্ঠাদি যত উপশাখাগণ॥
সেকজল পাঞা উপশাখা বাড়ি যায়।
মূল শুখা মূলশাখা বাড়িতে না পায়॥"

—এইরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে তাই এইরূপ প্রকৃতি-সম্পন্ন ব্যক্তিগণ বর্ত্তমান যুগেও আচার্য্যকে চিনিতে পারিতেছে না ও তাঁহার আচরণের মর্ম্ম বুঝিতে পারিতেছে না।

বর্ত্তমান কালে যেমন প্রাকৃত শৌক্র পরিচয় লইয়া কতকগুলি মৎসর অসৎ ব্যক্তি

ব্রহ্মতত্ত্বং ন জানাতি ব্রহ্মসূত্রেণ গর্ব্বিতঃ।
তেনৈব স চ পাপেন বিপ্রঃ পশুরুদাহৃতঃ॥"

এই শাস্ত্রীয়বচনানুসারে স্বয়ংব্রাহ্মণের মানুষ নামে অভিহিত হইবার পর্য্যন্ত অযোগ্য হইয়া পড়িয়াছেন, তদ্রূপ প্রাকৃত সহজিয়া সমাজেরও কতকগুলি ব্যক্তি কেবল বেষমাত্র সার হইয়া পরমহংসদেবের এতদূর অবমাননা করিতেছে যে তাহা ব্যক্ত করিতে গেলে ভাষার শিষ্টাচার রক্ষা করা পর্য্যন্ত অসম্ভব হইয়া পড়ে।

'বর্ণাশ্রমে ঘরিভজন'—'ইহবাহ' কথা সত্য। কিন্তু ক্রমপন্থা উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক বেষে মাত্র পরমহংস বৈষ্ণব সাজিয়া

বেষের অবমাননা করিতেছেন, তাহা অনন্ত নরকের হেতু।

"সকলবস্ত্র বৈষ্ণবের পরিতে না যুয়ায়" শ্রীসনাতনের এই উক্তি হইতে জানা যায় যে বৈষ্ণব পরমহংস কাষায় বসন পরিধান করিলে বৈষ্ণবের উচ্চাসন খর্ব্ব হইবে। পরমহংস বৈষ্ণব কাষায় পরিহিত সন্ন্যাসিব্রাহ্মণের গুরুরূপে অবস্থিত; ইহাই শাস্ত্র সম্মত বৈধ ব্যবহার।

যে গৌর সুন্দর স্বয়ং বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম স্বীকার পূর্ব্বক তাঁহার প্রিয়কৃতা শ্রীরূপ সনাতনাদি পার্ষদগণকে বর্ণাশ্রমাতীত পারমহংস্য বেষের উচ্চস্থান দিয়াছেন, সেই গৌরহরির কাষায় বসন এবং কাষায় বসন মর্য্যাদাকারী শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের অবজ্ঞা করিলেই কি রূপানুগ ধর্ম্ম যাজন হইয়া থাকে?

শ্রীবৈষ্ণবাচার্য্যচতুষ্টয়ের বেষেও কাষায় বস্ত্রই দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহারা কাষায় বস্ত্র পরিধান করিয়া জগতে যে আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহাতে কি তাঁহাদের বৈষ্ণবতা কিছু কম ছিল? কাষায়বসনধৃক্ শ্রীগৌরসুন্দর, কাষায়বসনধারী শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু, গুরুবর শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য, শ্রীরূপ, শ্রীজীবপাদ কি তাঁহাদিগকে বৈষ্ণবাচার্য্য বলিয়া স্বীকার করেন নাই? শ্রীগৌরহরি শ্রীমধবপাদকে পূর্ব্বাচার্য্য বলিয়া স্বীকার পূর্ব্বক নিজকে তৎসম্প্রদায়ের অনুগত বলিয়াই জগতে শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন। শ্রীধর স্বামিপাদ একজন কাষায় বসনধারী, বিষ্ণুস্বামিসম্প্রদায়ের ত্রিদণ্ডী সন্ন্যাসী। শ্রীবল্লভভট্ট শুদ্ধাদ্বৈতসম্প্রদায়ী স্বামিপাদকে মায়াবাদিজ্ঞানে অবজ্ঞার আভাস দেখাইয়াছিলেন বলিয়া শ্রীগৌরহরি, "স্বামী যে না মানে, তা'রে বেশ্যার মধ্যে গণি" প্রভৃতি বলিয়া শ্রীধরস্বামিপাদকে কিরূপ বৈষ্ণবোচিত সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন তাহা শ্রীচরিতামৃত পাঠকের অবিদিত নাই। শ্রীরূপানুগ শ্রীজীবপাদ কাষায়বসনধৃক্ শ্রীধর স্বামিপাদকেই "ভক্তোক রক্ষক" আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। যে নয়জনসন্ন্যাসী প্রেমভক্তি কল্পতরুর মূলপুরুষ সেই শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীপ্রমুখ বৈষ্ণবনবনিধিগণ সকলেই কাষায়পরিহিত, পঞ্চজন সকলেই কাষায়ধারী শ্রীমাধবেন্দ্রের পূর্ব্বগুরুবর্গ ত্রিদণ্ডী শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ কাষায় পরিহিত রামানুজীয়াচার্য্য স্বামী। সম্প্রদায়বৈভবেতিহাসজ্ঞানের অনভিজ্ঞতাফলে এই ত্রিদণ্ডিপাদকে অনেকে ভ্রান্তিবশতঃ প্রকাশানন্দের সহিত এক করেন। ফলতঃ তাহা নহে। আরও দেখিতে পাওয়া যায় বাঙ্গলাদেশিশাখার কায়স্থকুলোদ্ভব গৃহস্থব্রাহ্মণের উপকুর্ব্বাণ ও পরে নৈষ্ঠিক হওয়ায় অর্থাৎ সমাবর্ত্তন না করায় শ্রীগোপালভট্ট, শ্রীজীবপাদ, শ্রীরঘুনাথভট্ট সকলেই কাষায় বসন পরিধান করিতেন। তাঁহারা সকলেই আচার্য্যগোস্বামী।

আবার শ্রীবাস গোস্বামী একজন শাখায় পরমহংস জনোচিত শুক্লবসনধারী। কিন্তু শ্রীবাসগোস্বামী, প্রাকৃত সহজিয়া কুলের ন্যায় বৈষ্ণব পরমহংসবেষের অবমাননাকারী নহেন। আবার কিছুকাল পূর্ব্বে পরমহংস শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজ, শ্রীল গৌরকিশোর দাস পরমহংস বাবাজী মহারাজ ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরমহাশয় একজন শাখীয় গুরুবেশ ধারণ করিয়া জগতে পরমহংস জনোচিত হরিভজনের নিরন্তর চেষ্টা শিক্ষা দিয়াছেন।

কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে অনেকস্থলে পরমহংস বৈষ্ণব সজ্ঞায় সজ্জিত কোন কোন ব্যক্তিতে মূর্খতা, দাম্ভিকতা, প্রাকৃত কৃত্রিম ভাবুকতা প্রভৃতি অনর্থ পূর্ণমাত্রায় বিরাজিত। আবার গৃহব্রত, প্রাকৃত সহজিয়াগণ কর্ম্মজড়স্মার্ত্তাদি সভা, প্রেতশ্রাদ্ধ, প্রসাদে স্পর্শদোষ বিচার, একাদশী দিনে শ্রাদ্ধ, সর্ব্বদেবৈক্যবাদ স্বীকার প্রভৃতি কতই না ঐকান্তিকতার প্রতিপক্ষে ভক্তিপ্রতিকূল কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া রূপানুগের ছদনায় চোকের জলে সকল পবিত্রতা ভাসাইয়া সংসার সুখসাগরে হাবুডুবু খাইতেছে ও অনুবর্ত্তিগণকে খাওয়াইতেছে।

পাঠের অধিকারী।

আমরা কালীঘাট-খুলনানিবাসী শ্রীযুক্ত শিবপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয়ের প্রেরিত একটী প্রবন্ধ প্রাপ্ত হইলাম। সত্যপ্রিয় লেখক মহোদয়ের নাম ও ঠিকানা ভিন্ন সম্প্রতি আমরা তাঁহার আর অন্য কোন পরিচয় অবগত নহি।

শাস্ত্রাদিতে যে অনৈকান্তিক স্মার্ত্ত ও একান্তিক বৈষ্ণবের তুলনা এবং বৈষ্ণবের শ্রেষ্ঠতা লিপিবদ্ধ রহিয়াছে, তাহা বাগ্‌বোধনের জন্য। প্রকৃতপক্ষে একের সহিত অন্যের

তুলনা হয় না। কারণ, একজন ইন্দ্রিয়পর ব্যবহারিক; আর একজন হৃষীকেশসেবাপর পারমার্থিক; একজন প্রাকৃত, আর একজন অপ্রাকৃত; একজন অক্ষজজ্ঞানপ্রসূত আর একজন অধোক্ষজ সেবানিষ্ঠ। শ্রীভাগবত কেবল কর্ম্মজড় স্মার্ত্তগণকে ধিক্কার দিয়াই ক্ষান্ত উদারতা দেখাইয়াছেন।

ধিগ্ জন্মনস্ত্রিবৃদ্বিদ্যাং ধিগ্ ব্রতং ধিগ্ বহুজ্ঞতাম্।
ধিক্কুলং ধিক্ক্রিয়াদাক্ষ্যং বিমুখা যে ত্বধোক্ষজে॥
নূনং ভগবতো মায়া যোগিনামপি মোহিনী।
যদ্বাং গুরবো নৃণাং স্বার্থে মুহ্যন্তে বিদ্যাঃ॥

ভাঃ ১০।২৩।৩৯-৪০॥

বৈষ্ণবের বিপ্রত্ব বা ব্রাহ্মণত্ব প্রতিপাদনের চেষ্টা "পিষ্টপেষণ ন্যায়" সদৃশই জানিতে হইবে। 'ত্রিপুত্র' বলিলে যেমন ত্রিত্বের ব্যাপকতাবশতঃ 'দ্বিপুত্রত্ব' সহজেই বুঝায়, কিন্তু দ্বিপুত্র বলিলে ত্রিপুত্রত্ব বোধ হয় না। তদ্রূপ ত্রিজ বলিয়া বৈষ্ণবেও দ্বিজত্ব ও বিপ্রত্ব অনুপ্রবিষ্ট। কথায় বলে, "চেনা বামুনের পৈতার দরকার নাই"। বৈষ্ণব-পরমহংসগণের ব্রাহ্মণতা স্বয়ংসিদ্ধ। সুতরাং তাঁহাদিগের আর বাহিরে পরমহংসাধিকার হইতে অত্যন্ত নিম্নাধিকার অর্থাৎ বর্ণাশ্রমীর অধিকারোচিত সংস্কারের আবশ্যকতা নাই। তাই দেখিতে পাওয়া যায় যে দাসগোস্বামী প্রভৃতি একায়ন-শাখী পরমহংসবৈষ্ণবগণ বর্ণাশ্রমোচিত সংস্কারাদি গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু মূর্খলোক তাঁহাদিগের স্বতন্ত্র আচরণ বুঝিতে না পারিয়া তাঁহাদিগের চরণে অপরাধ সঞ্চয় করিতেছে।

"চেনা বামুনের পৈতার দরকার নাই" সত্য কিন্তু,—

"বৈষ্ণব চিনিতে নারে দেবের শকতি।"

প্রাকৃত লোকত' দূরের কথা, এমন কি দেবতারা পর্য্যন্ত বৈষ্ণবকে চিনিতে পারেন না। ঠাকুর হরিদাস শ্রীমন্মহাপ্রভুকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন—

"হীন জাতি জন্ম মোর নিন্দ্য কলেবর।
হীন কর্ম্মে রত মুঞি অধম পামর॥
অস্পৃশ্য অদৃশ্য মোরে অঙ্গীকার কৈলে।
রৌরব হইতে মোরে বৈকুণ্ঠে চড়াইলে॥
অনেক নাচাইলে মোরে প্রসাদ করিয়া।
বিপ্রের শ্রাদ্ধপাত্র খাইনু ভ্রষ্ট হইয়া॥"

চৈঃ চঃ অন্ত্য ১১শ।

আমার মত অক্ষজ জ্ঞানোন্মত্ত ব্যক্তি সত্যবাদী হরিদাস ঠাকুরের ন্যায় মহাজনের এই কথা হইতে তাঁহারই স্বমুখবাক্যানুসারে তাহাকে "ভ্রষ্ট", "নীচ," "অস্পৃশ্য," "অদৃশ্য," "নিন্দ্য কলেবর," "হীনকর্ম্মে রত," "অধম," "পামর," "রৌরবগ্রস্ত" মনে করিয়া অনন্ত নরক পথের পথিক হইতে পারে। কিন্তু ইহা কি আমার কূপমণ্ডূকন্যায়পরী বালোচিত মূর্খতার পরিচায়ক নহে? কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভু কি আচরণ দেখাইলেন? অদ্বৈত আচার্য্যই বা কি আচার করিয়া প্রচার করিলেন? শ্রীগৌরসুন্দর হরিদাস ঠাকুরের নির্য্যাণে তাঁহার চিদানন্দ দেহ ক্রোড়ে করিয়া সপার্ষদে নৃত্য করিতে লাগিলেন।

"হরিদাসে সমুদ্র জলে স্নান করাইলা।
প্রভু কহে সমুদ্র এই মহাতীর্থ হৈলা॥
হরিদাসের পাদোদক নিল ভক্তগণ।
হরিদাসের অঙ্গে দিল প্রসাদ চন্দন॥
• • • •
সিংহদ্বারে আসি প্রভু পসারী ঠাঞি।
আঁচল পাতিয়া প্রসাদ মাগিল তথাই॥
হরিদাস ঠাকুরের মহোৎসবের তরে।
প্রসাদ মাগিয়া ভিক্ষা দেহত আমারে॥
• • • •
"সব বৈষ্ণবে প্রভু বসাইলা সারি সারি।
আপনি পরিবেশে প্রভু লইলা জন চারি॥"

চৈঃ চঃ অন্ত্য ১১শ।

কর্ম্মজড় অবৈষ্ণবস্মার্ত্তগণ লোকশিক্ষক জগদ্গুরুর এই আচরণ কল্পনায়ও ধারণা করিতে পারেন কি? কর্ম্মজড়-বুদ্ধি ব্যক্তিগণ বৈষ্ণব চিনিতে না পারায় বৈষ্ণবচরণে অপরাধ-করেন বলিয়াই পরম কৃপালু বৈষ্ণবাচার্য্যগণ বাৎসল্যেরিণাবাবলম্বনে পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষায় দীক্ষিত ব্যক্তিগণের দ্বিজ-বিপ্রত্ব বা ব্রাহ্মণত্ব বিনির্দ্দেশ করিয়া কর্ম্মজড় ব্যক্তিগণের মেটবুদ্ধিজনিত ব্রাহ্মণম্মন্যতা ও বৈষ্ণবাপরাধ দূর

করিবার উদারতা প্রদর্শন করেন।

ভ্রমীর মনুপুষ্পিত বাক্যে বিভ্রান্তমতি দৈবীমায়ার মুগ্ধ কর্ম্মজড়স্মার্ত্তগণ—

"দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ।
সেইকালে কৃষ্ণ তারে করে আত্মসম॥
সেই দেহ করে তার চিদানন্দময়।
অপ্রাকৃত দেহে কৃষ্ণের চরণ ভজয়॥"

শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই কথার অর্থ বুঝিতে পারেন না। কারণ এই কথা বুঝিবার যোগ্যতা তাহাদের নাই। শাস্ত্র বলেন—

"মহাপ্রসাদে গোবিন্দে নামব্রহ্মণি বৈষ্ণবে।
স্বল্পপুণ্যবতাং রাজন্ বিশ্বাসো নৈব জায়তে॥"

অর্থাৎ স্বল্পপুণ্যবান্ বা পাপিষ্ঠ ব্যক্তির শ্রীমহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দের অর্চ্চাবতার, সচ্চিদানন্দস্বরূপ শ্রীনাম ও অধোক্ষজ-সেবারত বৈষ্ণব—এই চারিটি বস্তুতে বিশ্বাস অর্থাৎ অপ্রাকৃত বুদ্ধি হয় না। তাই, পাপিষ্ঠ ব্যক্তিগণ মহাপ্রসাদকে ভোগ্য ভোজ্য জ্ঞান করিয়া উহা স্পর্শদোষে দুষ্ট হয় কল্পনা করে, শ্রীঅর্চ্চাকে কাঠ পাথর মনে করে বা শ্রীঅর্চ্চার দেহ দেহীতে ভেদ আছে জ্ঞান করে, শ্রীনামের চরণে দশবিধ অপরাধ করিয়া থাকে এবং গুরুবৈষ্ণবে অবৈষ্ণবসামান্যজ্ঞানে লৌকিক জাতিবুদ্ধি করে।

শ্রীগীতা ও পদ্মপুরাণের ভাষায় বলিতে গেলে ইহারা "আসুর সৃষ্টির" অন্তর্গত, "আত্মসম্ভাবিত", "মূঢ়।" আর ভগবদ্ভক্তগণ দৈবসৃষ্টির অন্তর্গত নানাধর্ম্মবিশিষ্ট, মুক্ত। শাস্ত্র জগতের যাবতীয় জীবকে এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। সুতরাং শাস্ত্রনির্দ্দেশানুসারে ভগবদ্ভক্ত ব্যতীত অপর সকলেই আসুর সৃষ্টির মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত।

জীব মাত্রেই যখন স্বরূপতঃ ভগবদ্দাস তখন সকলেরই পুনঃ স্বরূপে অবস্থানের যোগ্যতা আছে। কিন্তু স্বরূপ আচ্ছাদিতাবস্থায় বা বিরূপাবস্থায় তাহাকে বৈষ্ণব বলা যাইতে পারে না। বৈষ্ণবত্ব উদিত না হইলে বিপ্রত্ব স্থায়ী হইতে পারে না। শাস্ত্র বলেন—

"শ্বপাকমিব নেক্ষেত লোকে বিপ্রমবৈষ্ণবং।
বৈষ্ণবো বর্ণবাহ্যোঽপি পুনাতি ভুবনত্রয়ং॥
কিমত্র বহুনোক্তেন ব্রাহ্মণা যে হ্যবৈষ্ণবাঃ।
তেষাং সম্ভাষণং স্পর্শং প্রমাদেনাপি বর্জ্জয়েৎ॥"

স্বরূপ যদি হরি ভজন করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার বিপ্রত্ব রক্ষা হইয়াছিল। কিন্তু কল্পান্তরে হিরণ্যকশিপু বিষ্ণু ও বৈষ্ণবে দ্বেষ করাতে তিনি দৈত্যকুল হইতে অসুর নামে পরিচিত হইয়া আসিয়াছেন। আবার অসুরকুলে প্রহ্লাদ কৃষ্ণসেবাকেই একমাত্র কৃত্য মনে করিয়াছিলেন বলিয়া ভক্তরাজ হইয়াছিলেন। হিরণ্যকশিপুর বিচারে যণ্ড, অমর্ক প্রভৃতি কর্ম্ম-জড়স্মার্তকুল 'গুরু' বলিয়া বৃত হইলেও প্রহ্লাদ উহাদিগকে গুরুদ্রোহি জ্ঞানে ত্যাগ করিয়া, "পুনশ্চ বিধিনা সম্যক্ গ্রাহয়েদ্ বৈষ্ণবাদ্গুরোঃ" এই শাস্ত্রীয় আদেশাবলম্বনে ভক্তাগ্রগণ্য শ্রীনারদকেই 'গুরু' বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন। প্রহ্লাদসৌভ্র বলি বৈষ্ণবব্রাহ্মণ কৃষ্ণের পুত্র কণ্ডের শাস্ত্রের বুদ্ধিযুক্ত দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্যকে বহুমান করেন নাই। সুতরাং অবৈষ্ণবকর্ম্মস্মার্ত্ত ও বৈষ্ণব এই দুইটী সত্ত্বগুণের সময় হইতেই বিবিধ সৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত হইয়া চলিয়া আসিয়াছে।

ব্যাসদেব অম্বজযুনিতে দাসীগর্ভজাত হইলেও সমগ্র ব্রাহ্মণকুলের গুরু ও বেদ-ভাগবত-বক্তা। শ্রীগৌড়পূর্ণানন্দ মধ্বাচার্য্যপাদ তাঁহাকেই 'গুরু' বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। শৌনহোত্র-সুত 'সূত' একায়নশাখী পরমহংস বৈষ্ণব। সুতরাং শৌনকাদি ঋষিগণ তাঁহাকে গুরুত্বে বরণ করিয়া তাঁহার শ্রীমুখে শ্রীভাগবত শ্রবণ করিয়াছিলেন। আচার্য্য শ্রীজীব গোস্বামিপাদ শ্রীভক্তিসন্দর্ভে সৌনহোত্রি সূতগোস্বামীকে শৌনকাদি ব্রাহ্মণঋষিবর্গের 'গুরু' বলিয়া আখ্যা দিয়াছেন।

"তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্য্যা ব্রহ্মানূচুর্নাম গৃণন্তি যে তে॥"

এই ভাগবতীয় ন্যায়াবলম্বনে বৈষ্ণবগণ বহু বহু জন্ম কর্ম্মমার্গীয় ব্রাহ্মণাধিকার অতিক্রম করিয়া বর্ত্তমান জন্মে প্রাকৃত বর্ণাশ্রমের অতীত ভূমিকা ভাগবত-বর্ণিত নাম-গ্রহণাধিকার লাভ করিয়াছেন। সুতরাং বৈষ্ণবের শ্রেষ্ঠতা সর্ব্বশাস্ত্রেই গীত হইয়াছে। আমরা সত্যপ্রিয় লেখকমহোদয়ের প্রেরিত প্রবন্ধ নিম্নে প্রকাশ করিলাম। ভাগবতপাঠে শূদ্রের অনধিকার আছে সত্য কিন্তু একায়নশাখী ব্রাহ্মণোত্তম অশূদ্রের শ্রীভাগবত, ব্রহ্মসূত্র ও সমগ্র বেদশাস্ত্রে পাঠাধিকারই আছে। অন্যের নাই।

প্রেরিত প্রবন্ধ

বঙ্গের অধিকাংশ স্মার্ত-ব্রাহ্মণ গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্ম্মের ঘোর বিরোধী। ব্রত নিয়ম, পান ভোজন, আচার ব্যবহার, উপাস্য দেবতা এবং উপাসনা প্রভৃতি বিষয়ে উভয়ের মধ্যে আদৌ মিল নাই। একে মৎস্য-মাংসভোজী; অপরে নিরামিষ-ভোজী। একে বলিবিধান শবালম্ভাদিযুক্ত দেবদেবীর পূজা-পরায়ণ; অপরে জীব-হিংসা-রহিত ও অন্য-দেবতা-পূজা-বর্জ্জিত এবং গৌরকৃষ্ণ উপাসক। একে জাত্যভিমান-বশতঃ অন্যের প্রতি বিদ্বেষ ও অবজ্ঞা-নিরত; অপরে অভিমান-শূন্য হইয়া জাতিনির্ব্বিশেষে সকলকেই বন্ধুভাবে ভালবাসিতে ও সর্ব্বজীবে সম্মান দিতে অভ্যস্ত। ইহা ছাড়া বৈষ্ণবগণ 'ভাগবত' পাঠ করেন; দীক্ষাশিক্ষা দান করেন; কর্ম্মিদের মতে চলেন না ও তাঁহাদের সঙ্গেও মিশেন না; তাঁহাদের যজ্ঞাদি কার্য্যে যোগদান করেন না, আর শূদ্রের মধ্যে অন্যজনও যদি বৈষ্ণব হয়েন, তিনি বৈষ্ণবাচার পালনানুরোধে স্মার্ত-ব্রাহ্মণের অন্নগ্রহণ করেন না, শ্রাদ্ধ বাড়ীতে পদার্পণ করেন না, পৃথক্ মতে একাদশ্যাদি ব্রত করেন, আরও অনেক শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধ বৈষ্ণবগণের পালন করিতে হয়, যাহা উঁহাদের মতবিরোধী। ঐ কারণে বঙ্গের অধিকাংশ ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব-ধর্ম্মের ঘোর বিরোধী। এই বিরোধ থাকিতে দেশের মঙ্গলের সম্ভাবনা কোথায়?

বৈষ্ণব যদি ভাগবত পাঠ করেন—"শূদ্রের মুখে ভাগবত শুনিতে নাই, শুনিলে নরকে প্রত্যবায় ঘটে" ইত্যাদি ধুয়া তুলিয়া, তাহারা নিজেরাও সেস্থানে যান না, এবং অপরকেও যাইতে বাধা দেন; অথচ নিজেরাও উহাতে সম্পূর্ণ বিরত। শ্রীমদ্ভাগবত—ভক্তিশাস্ত্র। উহা কলিহত বদ্ধজীবের পরমোপায়। আর শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে উহা বৈষ্ণবগণের নিত্য পাঠ্য, এবং বৈষ্ণবমাত্রেই উহা পাঠে অধিকারী। এসব শাস্ত্রবাক্য তাঁহারা মানেন না। কাজেই উভয় দলে বিরোধ।

হিন্দুসমাজে ব্রাহ্মণের আধিপত্য চিরদিনই। উহা ভগবৎ প্রসাদ। আর এই আধিপত্যের সদ্ব্যবহার নাই। শ্রীভাগবত পাঠে বাধা দানই ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। ভিত্তি-হীন কুসংস্কার ঢুকাইয়া দিয়া সমাজকে এমন করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছেন যে, হঠাৎ উহার পরিবর্ত্তন করা বা দেশ হইতে একেবারে বিদূরিত করা কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অধুনা গৌড়ীয় মঠের নির্ভীক সেবক-মহাত্মগণের বিপুল চেষ্টায় মানুষের চোক্ ফুটিয়াছে। প্রতিনিয়ত উহার আলোচনা চলিতেছে; তাই একটু সুবাতাস বহিতে দেখা যাইতেছে। কলি-পাবনাবতার অপার করুণানিধি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপায় তাঁহাদের অধিল জীবহিতকর এই মহৎ উদ্যম নিশ্চয়ই সফল হইবে।

শ্রীভাগবতপাঠের অধিকারী নির্ণয়।

শ্রীভাগবত পাঠের অধিকার বৈষ্ণবের আছে কি না; শাস্ত্র-সদাচার অনুসারে তাহা প্রদর্শিত হইতেছে। শাস্ত্র-কারগণ বলিতেছেন:—অবৈষ্ণবৈঃ শূদ্রৈঃ ন কর্ত্তব্যা, যথাবিধি-গৃহীত-বিষ্ণুদীক্ষাকৈস্তু তৈঃ কর্ত্তব্যেতি ব্যবস্থা-পনীয়ং। যতঃ শূদ্রেষ্বন্যজাত্যেষ্বপি যে বৈষ্ণবাস্তে শূদ্রাদয়ো ন বিলোচ্যন্তে। যথা নারদীয়ে,—শ্বপচোঽপি মহীপাল বিষ্ণোর্ভক্তো দ্বিজাধিক ইতি। পাদ্মে চ

ন শূদ্রা ভগবদ্ভক্তাস্তে তু ভাগবতা নরাঃ।
সর্ব্ববর্ণেষু তে শূদ্রা যে ন ভক্তা জনার্দ্দনে॥

অবৈষ্ণব-শূদ্রের সম্বন্ধে শ্রীভাগবত পাঠ নিষিদ্ধ, ও অকর্ত্তব্য হইতে পারে, কিন্তু যথাবিধি বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত জন সম্বন্ধে উহা সম্পূর্ণ কর্ত্তব্য, ইহা শাস্ত্রেরই ব্যবস্থা। যেহেতু, শূদ্রের মধ্যে যাঁহারা অন্যজ জাতি, তাঁহারাও যদি বৈষ্ণব হন, অর্থাৎ যথাবিধি বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত হন তখন তাঁহারা আর শূদ্র নন, তখন তাঁহাদের শূদ্রত্ব ঘুচিয়া যায় তখন তাঁহাদিগকে শূদ্র ভাবিলে নরক হয়। নারদীয় পুরাণ বলি-তেছেন,—চণ্ডালও বিষ্ণুভক্ত হইলে দ্বিজাধিক হন। আরও পদ্মপুরাণে বলিতেছেন:—শূদ্র যখন ভগবদ্ভক্ত হন, তখন তিনি আর শূদ্র নহেন, দীক্ষা-প্রভাবে তখন তিনি —সৎ, মহৎ, ভক্ত, ভাগবত, হরিদাস, কৃষ্ণদাস ইত্যাদি নামে বিখ্যাত হন। 'দীক্ষয়ৈব তাদৃশ নামোৎপত্ত্যা ভগবদ্ভক্তত্বং সিদ্ধমেব।' দীক্ষা-প্রভাবে তাদৃশ নামোৎপত্তি

আর তদ্দ্বারাই ভগবদ্ভক্তত্ব সিদ্ধ। অতএব—"ভগবদ্দীক্ষা প্রভাবেন শূদ্রাদীনামপি বিপ্রসাম্যং সিদ্ধমেব।" যথা—

যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাংস্যং রস-বিধানতঃ।
তথা দীক্ষাবিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাং॥

কাঁসা যেমন রস-বিধানে কাঞ্চনতা প্রাপ্ত হয়, এইরূপ দীক্ষা প্রভাবে নরমাত্রই (বিপ্রত্ব) প্রাপ্ত হয়।

শ্রীমদ্ভাগবতেও ইহার ভূরি প্রমাণ রহিয়াছে। যথা—'যদ্যোঽপি সদ্যঃ সবনায় কল্পতে।' 'বিপ্রাদ্দ্বিষড়্‌গুণযুতাৎ।' "অচ্যুত-গোত্রতঃ" ইত্যাদি বচন পরম্পরায় বিপ্রের সহ বৈষ্ণবানামেকত্বের গণনা। অন্যত্র বৈষ্ণবানাং ব্রাহ্মণৈঃ সহ সাম্যের সিদ্ধান্তি। ইত্যাদি বহু বহু প্রমাণবলে বৈষ্ণবগণের বিপ্রত্ব সিদ্ধ হইয়াছে; তাই তাঁহারা শ্রীমদ্ভাগবত পাঠে অধিকারী। শুধু শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত কেন, সদাচারেও ইহার বিশিষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতেই উহা বর্ণিত।

নৈমিষারণ্যে সূর্য্য-সদৃশ তেজঃসম্পন্ন শৌনকাদি ব্রহ্মর্ষি ও মহর্ষিগণের সভায় যখন শ্রীমদ্ভাগবত পঠিত হন, তখন তাহার পাঠক ছিলেন—রোমহর্ষণ পুত্র বাগ্মিপ্রধান উগ্রশ্রবাসূত। ইনি বিলোম জাতীয় ছিলেন। হস্তপদ থাকা সত্ত্বেও ইনি উক্ত সভায় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠের অধিকারী হইয়াছিলেন। পরে যখন ভগবান্ শ্রীবলদেব তাঁহার পিতাকে বধ করেন, তখন—"ব্রহ্মহত্যা করিলেন" বলিয়া মহর্ষিগণ অভিযোগ করেন তাহাতে ভারতের সমগ্র তীর্থপর্য্যটন করিয়া তিনি নিষ্কৃতি পান।

এদিকে স্বয়ং ভগবান্ কলিযুগপাবনাবতার শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীভাগবত ব্যাখ্যা শ্রবণ করেন করণকুলতিলক রায় রামানন্দের কাছে। আর ব্রাহ্মণকুল প্রদীপ শ্রীপ্রদ্যুম্নমিশ্র যখন মহাপ্রভুর কাছে শ্রীভাগবত শুনিতে যান তখন তাঁহাকেও তিনি রায় রামানন্দের নিকট পাঠান। এসবকথা—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেই বর্ণিত। যথা,—"প্রভু কহে কৃষ্ণ কথা আমি নাহি জানি। সবে রামানন্দ জানে তার মুখে শুনি॥ ভাগ্য তোমার কৃষ্ণকথা শুনিতে হয় মন। রামানন্দ-পাশ যাই করহ শ্রবণ॥ আমিহ রায়ের স্থানে শুনি কৃষ্ণকথা। শুনিতে ইচ্ছা হয় যদি পুনঃ যাব তথা॥ প্রদ্যুম্নমিশ্র রামানন্দ-ভবনে গেলেন। প্রদ্যুম্ন বলিলেন,—তিঁহ করে মোরে কহিলে বিস্ময়ন্তরে। সেই সব কথা তুমি কহিবে আমারে॥ আমার কি কথা, তুমি প্রভু-উপদেষ্টা। ইহার পরের কথা,—"কায়স্থ বিষয়ী সন্ন্যাসীরে উপদেশে।" পরে,—সন্ন্যাসী পণ্ডিতগণের করিতে গর্ব্ব নাশ। নীচ শূদ্র দ্বারা করে ধর্ম্মের প্রকাশ॥ ভক্তিতত্ত্ব প্রেম কহি রায়ে করি বক্তা। আপনি প্রদ্যুম্নমিশ্র সহ হয় শ্রোতা॥ হরিদাস দ্বারা নামমাহাত্ম্য প্রকাশ। সনাতন দ্বারা ভক্তি-সিদ্ধান্ত বিলাস॥ কিবা বিপ্র কিবা ন্যাসী শূদ্র কেনে নয়। যেই কৃষ্ণতত্ত্ব-বেত্তা সেই গুরু হয়॥

"শূদ্রের মুখে ভাগবত শুনিতে নাই"—একথা সত্য হইতে পারে। কিন্তু 'ন শূদ্রা ভগবদ্ভক্তাঃ' ইত্যাদি বহু বহু প্রমাণ বচন ও প্রাচীন আচার প্রদর্শন দ্বারা "দীক্ষা প্রভাবে শূদ্রাদির বিপ্রসাম্য লাভ হয়"—একথা শাস্ত্র দেখাইয়া ঢাক বাজাইয়া বলিলেও কেহ মানা করিতে রাজী নহেন। (অবশ্য মাৎসর্য্যগণের সম্বন্ধেই একথা।) মাৎসর্য্যই কি ইহার কারণ নহে?

আমরা নিজেদের সম্মান, নিজেদের মর্য্যাদা, নিজেদের গৌরব, নিজেরাই ঘুচাইতেছি। দোষ কাহারের? সূর্য্য-সম ঋষিগণ সূতের মুখে ভাগবত শুনিয়া পতিত হইলেন না,—আর আজ কত রকমে কত কুকার্য্য করিয়া নিজ জাতীয় পবনর্য্যাদা থেকে ভ্রষ্ট হইয়া আমরা পিছাইয়া পড়িতেছি, তাহাতে পাতিত্য ঘটিতেছে না। কেবল ভাগবত শুনিবার বেলায় যত পাতিত্য! আজকালকার দিনে কয়জন ব্রাহ্মণ অপরকে শূদ্র বলিবার অধিকারী? আমরা নিজেরাই যে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত, একথা যাহার তাহার কথা নহে, স্বয়ং মনুর বাক্য। যথা মনু সংহিতায়,—

যোঽনধীত্য দ্বিজো বেদমন্যত্র কুরুতে শ্রমম্।
স জীবন্নেব শূদ্রত্বমাশু গচ্ছতি সান্বয়ঃ॥

যে দ্বিজো বেদমনধীত্য অন্যত্র অর্থশাস্ত্রাদৌ শ্রমং—সন্ত্রাতিশয়ং করোতি, স জীবন্নেব পুত্র-পৌত্রাদি সহিতঃ শীঘ্রং শূদ্রত্বং গচ্ছতি। ১৬৮। ২য় অধ্যায়টীকা॥

যে ব্রাহ্মণ বেদাদি শাস্ত্রাধ্যয়ন পরিত্যাগ করিয়া অর্থকরী-বিদ্যাদিতে শ্রমের পরিশ্রম স্বীকার করেন, তিনি

জীবিতকালেই শীঘ্র সর্ব্বপ্রথমে পুত্রত্ব প্রাপ্ত হয়েন। ইহার উপর কি আর কথা আছে? ইহা ছাড়া আরও অসংখ্য প্রমাণ আছে।

ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবের বিরোধ যতদিন বঙ্গে বিদ্যমান থাকিবে, ততদিন হিন্দুসমাজের সর্ব্ব মঙ্গলাশা সুদূর পরাহত। ইহার কি কোন প্রতিকার নাই? যদি কোন মহাত্মা এ বিরোধ ঘুচাইয়া দিতে পারেন, তিনি সর্ব্বত্র মহাধন্যবাদার্হ হইবেন, এ বিরোধ যে দিন মিটিবে, সেই দিন শান্তির প্রবল বন্যা দেশকে প্লাবিত করিবে।

পরিত্রাণ-প্রয়াসী মানবগণের শ্রীমদ্ভাগবত পরমোপায়। তাপদগ্ধ ব্যক্তিগণের শ্রীভাগবত পরমোপায়। মায়ামুগ্ধ মানবগণেরও শ্রীভাগবত জীবনরক্ষার পরমোপায়। এমন বস্তু আজ বিলুপ্তপ্রায়। আজ ব্রাহ্মণগণের দ্বারাই গৌড়ে ভাগবত ধর্ম্ম-প্রচারের পথ রুদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। শতাধিক বৎসরের পূর্ব্বে এমন ভাব দেশে ছিল না। যে সময় হইতে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাব দেশমধ্যে সংক্রামিত হইতে আরম্ভ হয়, ঠিক সেই সময় নিজ নিজ বর্ণ-ধর্ম্ম সকলেই বিস্মৃত হইতে থাকেন। কাজেই শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার ভার বৈষ্ণবগণ বহন রূপে গ্রহণ করেন। ইহা পূর্ব্বাচার অনুকরণ মাত্র এবং শাস্ত্র-বিহিত।

মহারাজাধিরাজ গিরিশ চন্দ্র দেব বাহাদুর যখন নবদ্বীপ মণ্ডলের শাসনকর্ত্তা ছিলেন, ঠিক সেই সময়ে তোতারাম-দাসবাবাজী নবদ্বীপে ভক্তিশাস্ত্র অধ্যাপনা জন্য একটী চতুষ্পাঠী খুলেন। এই নূতন টোলের প্রভাবে নবদ্বীপের অন্যান্য টোলগুলি টলিয়া উঠিল। তোতারাম সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা পণ্ডিত ছিলেন। তাই তিনি অল্পদিনের মধ্যে বহু বিদ্যার্থীর ভক্তিভাজন হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। অন্যান্য অধ্যাপকগণের অধ্যাপনা তখন তোতারাম বাবাজীর অধ্যাপনার নিকট নিষ্প্রভ হইয়া পড়িল। নবদ্বীপের সকল টোলের ছাত্রগণই নিজ নিজ অধ্যাপকদিগকে গোপন করিয়া কৌপীনধারী বাবাজীর নিকট শাস্ত্রের গূঢ় মহিমা অবগত হইতে আসিতে লাগিল। তর্কবিদ্যাবিশারদ বাবাজীর শ্রীভাগবতে অপার পাণ্ডিত্য দেখিয়া, অনশনে থাকিয়াও তাঁহার নিকট ব্যাখ্যা শুনিতে লাগিলেন। অন্তঃপুর বাবাজী মহাশয়কে দুইটী পৃথক্ স্থানে সুধাও দুইটী চতুষ্পাঠী খুলিতে হইল। শাস্ত্র বৈষ্ণবে বিদ্বেষ ভুলিয়া সকলই সদাশয়ে মিলিত হইয়া বৈষ্ণবগুরুর সর্ব্বোৎকৃষ্ট ব্যাখ্যা শুনিয়া প্রীত হইতে লাগিলেন। প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ অধ্যাপকগণের পুত্রগণও ক্রমে তোতারামবাবার ছাত্র হইতে লাগিলেন।

এই অধ্যাপনা-সূত্র লইয়া নবদ্বীপের গর্ব্বিত অধ্যাপক-মণ্ডলী তোতারাম দাসের শত্রু হইয়া দাঁড়াইলেন। তোতারাম দাসের জন্য ছাত্র-পুত্র সবই তাহাদের বেদখল হইয়া যায়, ইহাতে রক্তমাংসের শরীর উত্তেজিত হয় না কি? এই উত্তেজনার বিড়ম্বনায় তাঁহারা অধীর হইয়া উপরিউক্ত নবদ্বীপাধিপতির দরবারে অভিযোগ উত্থাপিত করিলেন। বোধ হয় সকলেই অবগত আছেন, তৎকালে নবদ্বীপ মণ্ডলের শাসনকর্ত্তা নবদ্বীপাধিপতি রাজগণই ছিলেন।

শ্রীনবদ্বীপস্থ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ তোতারাম দাস বাবাজীর বিরুদ্ধে কৃষ্ণনগর রাজদরবারে যে অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছিলেন, তাহার বিবরণ গুলি এই:—

১। তোতারামদাস বাবাজী বৈষ্ণব হইয়া বেদ ভাগবত অধ্যাপনা ও বেদমন্ত্র পাঠ করেন।

২। জাতিরহিত বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ ছাত্রদিগকে পড়ান।

৩। লোকটি অত্যন্ত মূর্খ, কোন শাস্ত্রেই গভীর পাণ্ডিত্য নাই, অথচ কি মোহিনী বিদ্যার প্রভাবে বোকা ছাত্র গুলার কাছে "সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা" বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করেন।

৪। শাস্ত্রোক্ত কোন ধর্ম্মই তাঁহাকে পালন করিতে দেখা যায় না, কেবল খোল করতাল বাজাইয়া হরিনাম করেন ও ছত্রিশজাত এক সঙ্গে বসিয়া একখানা পাথরের (গিরিধারীর) নিকট নিবেদিত অন্নব্যঞ্জনকে প্রসাদ বলিয়া ভোজন করেন, আর চীৎকার ছাড়েন।

৫। এই বাবাজী দ্বারা বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের বিলোপ সাধন হইতেছে। ইহার অনুগতগণ সন্ধ্যাবন্দনাদি করেন না। জগন্মাতা কালীকে প্রণাম করিলে ইহাদের ধর্ম্ম লোপ হয়।

৬। এরূপ ধর্ম্ম-দ্বেষী পাষণ্ড অধিকদিন নবদ্বীপে থাকিলে—দেশের লোক ধর্ম্ম ভ্রষ্ট হইবে।

বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের প্রতিপালক রাজা, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণের এইরূপ অভিযোগ শুনিয়া বাবাজীকে রাজদরবারে আনিবার জন্য পেয়াদা প্রেরণ করিলেন। কৌপীনধারীই হউক আর মূল্যবান পরিচ্ছদধারীই হউক, রাজার অধীন সকলেই। তাই নবদ্বীপাধিপতির প্রবল প্রতাপান্বিত পেয়াদা আসিয়া যখন বাবাজীকে রাজাদেশ জ্ঞাপন করিল, বাবাজী তখনই প্রস্তুত। তখন বেলা দশঘটিকা অতিক্রম করিয়াছে। বাবাজীর গঙ্গাস্নান হইয়াছে মাত্র। পেয়াদা বাবাজীকে আহ্নিক পূজা করিবার সময় টুকুও দিল না, বাবাজীকে লইয়া যাইতে হইল। ছাত্রগণ তাঁহার সঙ্গে যাইতে ইচ্ছা করিলেন; বাবাজী বাধা দিলেন।

বেলা দ্বিপ্রহর অতীত হইলে "বাবাজী-মহারাজ" পেয়াদা বন্ধুর সঙ্গে নবদ্বীপাধিপতির দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন। রাজা তখন মধ্যাহ্নে শয়নে স্যাপৃত। অপরাহ্নে রাজদর্শন হইবে। অগত্যা রাজদ্বারে প্রহরিগণের নিকট তাঁহাকে নজরবন্দী হইয়া থাকিতে হইল। পেয়াদা আহারান্বেষণে গেল। বাবাজীর জন্য কেহই ভাবিল না। স্বার্থপর রাজদ্বারে বাবাজীকে শুষ্কমুখে বসিয়া থাকিতে হইল। হায়! নবদ্বীপাধিপতি গিরীশচন্দ্র! তুমি এই প্রখর রৌদ্রে সুশীতল সুখশয্যায় সমাসীন, কিন্তু তোমার নির্দ্দয় দ্বারে ভগবানের সর্ব্বস্ব ধন অকিঞ্চন বৈষ্ণব আজ তোমারই আহ্বানে আসিয়া তোমারই প্রতীক্ষায় শুষ্কমুখে শুষ্ককণ্ঠে দণ্ডায়মান। তুমি ইহার বিন্দু বিসর্গও অবগত নও। রাজা সর্ব্বজ্ঞ না হইলে সুখ নাই, বড়ই বিপদ। দেখিতে দেখিতে অপরাহ্ণ আসিল। রাজা দরবারে বসিলেন। নবদ্বীপের অধ্যাপকমণ্ডলী বসিবার অনুমতি পাইলেন। তখনই তোতা রামদাস বাবাজীর কথা উঠিল। বাবাজীর ডাক হইল। তাঁহাকে অপরাধীর ন্যায় রাজসভায় আনয়ন করা হইল। শাক্তচূড়ামণির সহিত বৈষ্ণবচূড়ামণির নয়নে নয়নে মিলন হইল। রাজচক্ষু ভেদ করিয়া কৌপীনধারী দীনহীন বৈরাগীর তপঃতেজঃপুঞ্জ কক্ষ অঙ্গে পতিত হইল। নিত্য নব ভোগাভিলাষী মহাবিলাসী নরপতির দৃষ্টি নিস্পৃহ বাসনাশূন্য তৃণাদপি সুনীচ মলিনবেশধারী নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণবের ধূলিধূসর অঙ্গে নিপতিত হইল। রাজেন্দ্রের অন্তঃকরণ পুলকিত হইল। তিনি অনেকক্ষণ বাবাজীকে নিরীক্ষণ করিলেন।

অনেকক্ষণ পরে রাজা মৃদুমধুর ধ্বনিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, বাবাজি! তোমার নাম কি?

বাবাজী উত্তর দিলেন,—রামদাস।

রাজা। বৈষ্ণবেরা 'দাস' বলিয়া আত্মনাম প্রকাশ করে, 'দাস'—শূদ্রের উপাধি; তাই সকলে বৈষ্ণবকে শূদ্র বলিয়া মনে করে। ইহা কি সত্য?

তোতারাম। নরনাথ বৈষ্ণবেরা কোন মানুষের দাস নয়। ইঁহারা গোলোকবিহারী হরির দাস। এদাসশূদ্রের উপাধি দাস নহে।

রাজা। তোমার উপাধি কি?

রাম। মহারাজ! আমি উপাধির অযোগ্য।

রাজা। উপাধি না থাকিলে জাতিনির্ণয় কিরূপে হইবে?

রাম। আমি যে জাতির বহির্ভূত।

রাজা। তাহা হইলে তুমি কি বলিতে চাও, বৈষ্ণবের কোন জাতি নাই?

রাম। আমি বলিতে চাই কি মহারাজ! সর্ব্বশাস্ত্রেই ইহা কীর্ত্তন করেন। ভগবদ্ভক্তের জাতি নাই, ভক্তের ধর্ম্ম নাই, ক্রিয়া নাই।

শাস্ত্রে বলেন,—বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি করিলে নরক হয়। যথা,—

শূদ্রং বা ভগবদ্ভক্তং নিষাদং শ্বপচং তথা।
বীক্ষতে জাতিসামান্যাৎ স যাতি নরকং ধ্রুবং॥

ভগবানকে ভজিবার জন্য যিনি ভক্তিপথ আশ্রয় করিয়াছেন, সিদ্ধিতে ধ্রুবস্থিতি লাভ করিয়াছেন, অতএব যাঁহার পরিচয় 'আমি ভগবদ্দাস'—তাঁহার নিকট ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ চতুর্ব্বর্গ যে অতি তুচ্ছ। শ্রীভগবান্ যাঁহাকে কৃপা করেন, তিনি তাঁহার ভক্ত। ভক্ত ব্রাহ্মণই হউন আর শূদ্রই হউন, তাঁহার নিকট তুল্য জাতি। ভক্ত-ব্রাহ্মণেরও যে ভজন, ভক্ত শূদ্রেরও সেই ভজন। ভক্তি যাজনই উভয়ের তুল্য ব্রত। এ স্থলে জাতুক্ত আচার নিয়ম দাঁড়াইতে পারে না। সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক

কৃষ্ণ-পাদপদ্মে আত্মসমর্পণই ভক্তের পরম ধর্ম্ম। 'বৈষ্ণব' বলিয়া যাঁহারা আত্মপরিচয় প্রদান করেন, কিম্বা 'বৈষ্ণব' বলিয়া পরিচয় দিবার পূর্ণ অধিকার যাঁহারা প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারা কোন জাতি নন, তাঁহারা 'তৃণাদপি' মাত্র। সংসারে তাঁহারা বাস করেন বটে, কিন্তু সংসারের ধর্ম্ম-কর্ম্মের সহিত তাঁহাদের সম্বন্ধ অতি অল্প। 'পরম প্রিয়তম' বলিয়া 'জীবনের সর্ব্বস্ব' বলিয়া, প্রাণের দেবতা' বলিয়া, 'জীবনে মরণে গতি' ভাবিয়া 'পরমারাধ্যতম' বলিয়া, একমাত্র সেব্য বলিয়া,—আর "তুমিই ধর্ম্ম, তুমিই কর্ম্ম, তুমিই স্বর্গ, তুমিই মোক্ষ, তুমিই গতি, তুমিই পতি," বলিয়া,—যাঁহারা একমাত্র ভগবানকেই আশ্রয় করিয়াছেন,—'মামেব শরণং ব্রজ'—এই ভগবদ্বাক্যে পূর্ণ বিশ্বাসী হইয়াছেন, তাঁহাদের নিকট সংসারের জাতি, সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মকর্ম্ম তুচ্ছাদপি তুচ্ছ। ভগবত্তত্ত্ব বিষদরূপে অনুভব করিবার জন্য তাঁহাদের শাস্ত্রাধ্যয়ন, ব্যবসায়ের জন্য নহে। শ্রীকৃষ্ণ-লীলা স্মরণ মনন করিবার জন্য তাঁহাদের শাস্ত্রচর্চ্চা, লোক রঞ্জন বা অর্থার্জ্জন জন্য নয়। যাঁহাদের কোন আকাঙ্ক্ষা নাই, অন্য কোন স্পৃহা নাই, নিষ্কপটে তৃণাদপি সুনীচ হইয়া ভগবদ্ভজন ব্যতীত কোন স্বার্থই নাই,—সাধনের সব তুচ্ছ করিয়া প্রেমকেই পুরুষার্থ বুদ্ধি করিয়াছেন, অথচ সর্ব্বজীবে সমভাব, কৃষ্ণ-সম্বন্ধে বিনাপন, বিষয়ালাপ পরিত্যাগপূর্ব্বক কৃষ্ণকথা শ্রবণ, কর্ণের মধ্যে ভগবদ্ভজন, নাম সংকীর্ত্তন সাধুসঙ্গ ভাগবত সেবন। এমন সর্ব্বত্যাগী স্বার্থত্যাগী দীনহীন কাঙ্গালের আবার জাতি কি?" বলিতে বলিতে বাবাজীর চক্ষে জল আসিল। রাজ-চক্ষুও অশ্রুতে আপ্লুত হইল। সভ্যগণ স্থির ধীর নিস্তব্ধ। সব নীরব। অতঃপর

রাজা। এমন হইলে জাতি-বিচার কে করে? তাঁহাকে জাতীয় গণ্ডীর মধ্যে রাখিতে নাই। তোমার কথাগুলি শুনিয়া বড়ই সন্তুষ্ট হইলাম। বাবাজি! তুমি কেবল রামদাস নও, তুমি তোতারাম দাস।

নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ গিরিশচন্দ্র বাবাজীকে শুধু সম্মান দিয়াই নিরস্ত হইলেন না। তাঁহার মতের অনুমোদন করিয়া, তাঁহাকে কিছু রাজপ্রসাদ গ্রহণ করিবার জন্য অনুমতি করিলেন। তিনি সাদর দান লইতে সম্মত হইলেন না। তথাপি রাজা তাঁহাকে ছাড়িলেন না, কিছু লইতে হইবে। মহারাজের অত্যন্ত আগ্রহে তোতারাম দাস বাবাজী বার্ষিক আটআনা মাত্র খাজানায় নবদ্বীপের বড় আখড়ার ঐ শ্মশানভূমি ভোগদখল পাইলেন। ইচ্ছা করিলে উহা নিষ্কর করিয়া লইতে পারিতেন। কিন্তু ওরূপ কার্য্য বাবাজীর পক্ষে অবৈধ বলিয়া মনে হয় নাই। বাবাজীর সঙ্গে রাজসভার পণ্ডিতমণ্ডলীর সমক্ষে রাজার আরও অনেক শাস্ত্রালাপ হইয়াছিল। বাহুল্যভয়ে এখানে প্রকাশ হইল না।

এক্ষণে আমাদের কথা 'শূদ্রের মুখে শুনিব না'—এই সংক্রামক রোগ দেশে ঢুকাইয়া দেওয়ায় দেশের সর্ব্বনাশ ঘটিতেছে। আচ্ছা, শ্রীভাগবত ব্যাখ্যা ব্রাহ্মণগণই (?) করুন কোন আপত্তি নাই। কিন্তু অবৈষ্ণবের নিকট ভাগবত বৈষ্ণব শুনিবেন না, শাস্ত্রে নিষিদ্ধ। বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ সংখ্যাও দেশে যৎসামান্য। তন্মধ্যে শ্রীভাগবতের পণ্ডিত খুব সামান্য। তন্মধ্যে নিঃস্বার্থভাবে ভাগবত ব্যাখ্যা করেন, এরূপ ব্রাহ্মণ কজন মিলে? এ অবস্থায় শ্রীভাগবত ও তৎপ্রতিপাদ্য ধর্ম্ম লোপ পাইতে বসিয়াছে, নয় কি? এই মহা অমঙ্গল, দেশব্যাপি অমঙ্গল জন্য দায়ী কে? ইহা সুধী পাঠকগণেরই বিবেচ্য। এক্ষণে যদি ইহার প্রতিকারের পথ কেহ আবিষ্কার করিতে পারেন, তাহা হইলে তিনি জীবের পরম হিতসাধন করিয়া ইহপরকালে পরম সুখ ও মঙ্গল লাভ করিবেন। ইহার পর 'দীক্ষাদান' ও অন্যান্য সম্বন্ধে লিখিবার বাসনা থাকিল।

শ্রীনিবপদ বন্দ্যোপাধ্যায়।
কালীগঞ্জ; জেলা খুলনা।

প্রচার-প্রসঙ্গ।

পুরী শ্রীপুরুষোত্তম মঠের উৎসব পর পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিস্বরূপ পুরী মহারাজ কতিপয় ভক্ত সঙ্গে ঝরিপাড়া গ্রামে শুদ্ধভক্তিপ্রচারার্থে গমন করেন। গত শরনৈকাদশী

নিত্যেক্ষাবাস ভক্তগণের গৌরাঙ্গ নামের গৃহে শ্রীচৈতন্য ভাগবত পাঠ করেন। রসজ্ঞতাপূর্ণ গৌরগুণবর্ণন তাঁহার সকাশ সুললিত সুললিতকণ্ঠে শ্রীহরিনামকীর্ত্তনে সমাগত ব্যক্তিগণকে মুগ্ধ করেন। প্রচারকগণের প্রচারফলে গ্রামবাসী অনেক ভক্ত শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসবে যোগদান করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন।

গত রবিবার রাত্রে উক্ত প্রচারকগণ মেদিনীপুর জেলার বাখরাবাদ গ্রামে পরমভাগবত শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমারসাহিকারী মহাশয়ের ভবনে "কৃষ্ণের সংসার" সম্বন্ধে বক্তৃতা ও কীর্ত্তন করেন। অধিকারী মহাশয়ের শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গসেবা প্রশংসার্হ।

ত্রিদণ্ডিস্বামী পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তি প্রমোদতীর্থ মহারাজ ও শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার ও 'গৌড়ীয়' সম্পাদক নিত্যানন্দাবধূত শ্রীপাদ ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহোদয় কাশীধামে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শুদ্ধভক্তিকথা প্রচার করিয়া অযোধ্যা জগন্নাথপুরী সম্বলপুরী প্রভৃতি স্থানে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা প্রচার করিতেছেন। সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিমাত্রেই তাঁহাদের কথায় আদর করিয়া স্ব স্ব মঙ্গলের পথ গ্রহণ করিতেছেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেকভারতী মহারাজ কলিকাতায় শ্রীগৌড়ীয়মঠে অবস্থান করিয়া বহু সমাগত ব্যক্তিকে প্রত্যহ হরিকথা উপদেশ করিতেছেন। সম্প্রতি তিনি জলপাই গুড়িতে হরিকথা প্রচারোদ্দেশে যাত্রা করিয়াছেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ শ্রীপুরুষোত্তম মঠে ও শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস পর্ব্বত মহারাজ কটকে হরিকথা প্রচার করিতেছেন।

ভক্তি-পঞ্চকম্।

যেহবোধা বিবুধা মুধৈব তপতাং বয়ঃ মুধা-সংগ্রহে
সাক্ষাদ্ দুঃখহরং পদং মুরভিদোহেবাবশাদ্ বিন্দতে।
কল্পান্তে পতনং কদাপি নিয়তং যেষাং সুধা-পায়িনাম্
বিষ্ণোর্নাম-সুধাং নিপীয় পরমং মৃত্যুঞ্জয়ং পন্থনঃ॥

(২)

কাশীয়াপতি ভীষণাদ্রিরসুতা ওক্তাঃ প্রিয়া রক্ষিতাঃ
কংসোগ্রাংবমুপাগতো ধরিরিপুর্ব্বৈ স্থিতো দুর্গমে।
প্রাহ্লাদঃ সলিলেহনলে চ পবনে হলাংগতো বৈষ্ণবঃ
নামদ্বিট্ সততং বিপক্ষবিপুর্নৈঃ সুত্রাসবাপ্তঃ॥

(৩)

চিন্তা তে সততং মনঃ প্রভুতয়া বাবোভবে মোহরে
কৃষ্ণাস্যা ন চ শান্তিদং তব সদা সার্থাং স্বভূরাজাকম্।
তংসাবেন্দ্রবপাদুজে নম ন কাসাবে তু সাংসারিকে
কামার্থে বিরতং ভি কামজনকং সেবধ্বমানন্দনম্॥

(৪)

নিত্যাভক্তিবধোক্ষজে চি মনুজান দুঃখার্ণবাত্তারতে
মুক্তির্নাম বিচার তাং ন গণিতা সিদ্ধৈঃ পুরা বৈষ্ণবৈঃ।
মুক্তা-সার কলাবিতং ন চ হলা হয়াং ভবেদ্বন্ধকো
নামাশ্রিত্তে নরঃ ক্ষিতিতলে মুক্তিঃ বিমুক্তাং ভজা॥

(৫)

প্রাপ্তে নবাঃ পরভবে ভূবি বাসুদেবে
চিন্তা কথং বলবতী মনুজেন-সাত্তে।
আস্তো গুণৈর্জনকতঃ পরয়ে পদে চ
প্রাপ্তাবিনশ্বর-তনুর্ন্ন স বিস্তীয়ঃ॥

শ্রীসচীন্দ্রচন্দ্র কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ।
শ্রীমাধবানুধ্যান ভবনালয়।
৬২।৩।১এ বীডনষ্ট্রীট্ কলিকাতা।

বেনামী পত্রের উত্তর

আমরা মেদিনীপুর জেলা হইতে একখানি বেনামী পত্র প্রাপ্ত হইয়াছি। তৎপত্রে অনেক ব্যক্তির সম্বন্ধে "গৌড়ীয়" পত্রে 'পরম ভাগবত' আখ্যা প্রদান করা হইয়াছিল বলিয়া পত্রের লেখক বিশেষ আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন। পত্রে প্রকাশ যে উক্ত ব্যক্তির ব্যক্তিগত নৈতিক চরিত্র নাকি বিশেষ কলুষিত! বেনামী পত্রের লেখক মহোদয় উক্ত ব্যক্তির একজন পরমাত্মীয় বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

এবং তাঁহাকে যে 'পরম ভাগবত' আখ্যা প্রদান করা হইয়াছিল তাহা উঠাইয়া লইয়া তাঁহার চরিত্র সংশোধনের জন্য আমাদিগের নিকট অনুরোধ-পত্র দিয়াছেন।

আমরা কাহারও ব্যক্তিগত চরিত্রের বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানিয়া তাঁহার সম্বন্ধে কিছু লিখিতে প্রবৃত্ত হই নাই। কোন উপযুক্ত ব্যক্তিকে আমরা 'পরম ভাগবত' আখ্যা প্রদান করিতে কৃপণ হই নাই। আমাদের মনে হয় কোন ব্যক্তি বিশেষের চরিত্র তাঁহাদের পরিচিত সাধুজনের দ্বারা সংশোধিত হইলেই ভাল হইত। কারণ তাঁহার ব্যক্তিগত চরিত্র সম্বন্ধে তাঁহারাই বিশেষ অভিজ্ঞ। যদিসত্য সত্যই বেনামী পত্র লেখক মহোদয়ের কথানুসারে উক্ত ব্যক্তির চরিত্র কলুষিত হয় তাহা হইলে পূর্ব্বেই নীতিপুষ্ট সমাজ তাহার প্রতিকার করিতেন। নৈতিক সমাজিকগণই তাদৃশ ব্যক্তিকে আবরণ উন্মুক্ত করিয়া তাঁহার দমন বিধান করিতেন। এজন্য আমাদের এই কথা বিশ্বাসে রুচি হয় না।

বৈষ্ণবগণ জীব মাত্রকেই স্বরূপতঃ বৈষ্ণব বলিয়া দর্শন করেন তাঁহারা জানেন—

"কেহ মানে কেহ না মানে সব তাঁর দাস"

বৈষ্ণবগণের আরও স্বভাব এই যে, তাঁহারা "কাককেও গরুড়" করিয়া থাকেন। কোথায় "কাক" বিষ্ঠাভোজী আর পক্ষীরাজ গরুড় শ্রীবিষ্ণুর পার্শ্বচর বাহন! কিন্তু বৈষ্ণবগণ আমাদের ন্যায় নানা প্রকার কুবার্ত্তা হত বিষয় বিষ্ঠাগর্ত্তে বিচরণশীল "কাক"কেও ভগবৎসেবাসুরক্ত 'গরুড়ের তুল্য সম্মান দিতে প্রস্তুত! ইহা তাঁহাদের স্বভাবোচিত মানবধর্ম্মের অনুরূপই বটে।

অতএব বৈষ্ণবগণ বৈষ্ণবাপরাধী ব্যক্তিকেই অপরাধ্য জ্ঞান করিয়া তাহার প্রতি সাক্ষাৎ ভাবে কৃপা বিতরণে পরাঙ্মুখ হন। কিন্তু বৈষ্ণব-বিদ্বেষী ব্যতীত যত বড় পাষণ্ডই হউক না কেন তাহাকে সম্মান দিয়া সেই ব্যক্তির দুর্ব্বলতা ও ক্ষুদ্রতাস্থলে তাহাকে অবসর প্রদান করেন। অসৎকে 'অসৎ' বলিলে তাহার শোধন সুদূরপরাহত হয় সুতরাং সে যে প্রকৃত অসৎ ইহা ভাবিবার আর অবসর পায় না। কিন্তু অসৎকেই 'সৎ' বলিলে সে লজ্জিত হইয়া নিজের দুর্দ্দশা স্মরণ করে এবং সময়ে সময়ে দেখা যায় যে সেইরূপ আত্মগ্লানি হইতে অনেকের উত্তোলন হইয়া থাকে। তাই শ্রীচৈতন্য ভাগবতে লিপিবদ্ধ আছে—

"মন্দলোক নিন্দা আছয়ে কোন কালে।
পরচর্চ্চকের গতি কভু নাহি ভালে।
• • •
সবারে করিল গৌর সুন্দর উদ্ধার।
বিনা বৈষ্ণব-নিন্দক দুরাচার।

চৈঃ ভাঃ মধ্য ১৩ শ।

আশা করি, যদি সত্য সত্যই নৈতিক চরিত্রে কাহারও কোন কলঙ্ক প্রবেশ করিয়া থাকে, তিনি যেন অবিলম্বেই বৈষ্ণবগণের প্রদত্ত আখ্যার সার্থকতা সম্পাদন করিতে বিন্দুমাত্রও ত্রুটি না করেন। কারণ যাঁহার নৈতিক চরিত্রের বল নাই, তিনি ধর্ম্ম কর্ম্ম ত' দূরের কথা; জগতে একজন মনুষ্য বলিয়াও পরিচয় দেওয়ার উপযুক্ত নহেন। কিন্তু শত দোষে দোষী ব্যক্তিও নিষ্কপটে প্রকৃত সাধুজনের শরণাগত হইলে আর দোষযুক্ত থাকেন না "তাঁর সাক্ষী জগাই আর মাধাই"। জগাই মাধাই শুধু "পরম ভাগবত" নহেন, নিত্যানন্দ কৃপাবলে "মহাভাগবত" হইয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্য ভাগবত মধ্য খণ্ড ত্রয়োদশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

বিচার কা'র কর?

(শেষোক্তি)

এমন সংসার কয়জনের ভাগ্যে ঘটে? যাহার ঘটে, তাঁহার আর অভাব কি হয়? তাই, ভাগবতকুলমণি ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ তাঁহার অমূল্য "জৈবধর্ম্মে" সংসারীদের প্রতি এই অমিয় উপদেশ অমর ভাষায় প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। বলিয়াছেন,—"তোমাদের সংসারকে কৃষ্ণসংসার করিয়া কৃষ্ণসেবা কর। আমার মহাপ্রভু জগৎকে যাহা শিক্ষা দিয়াছেন, জগৎ সেই আজ্ঞানুসারে চলুক। জগতের দুই প্রকার অবস্থিতি। গৃহস্থরূপে অবস্থিতি ও গৃহত্যাগ করিয়া অবস্থিতি। যে পর্য্যন্ত গৃহত্যাগের অধিকার না হয়, সে পর্য্যন্ত মানবগণ গৃহস্থ

হইয়া কৃষ্ণসেবা করিবে। মহাপ্রভু প্রথম চব্বিশ বৎসর যে লীলা করিয়াছেন, তাহাই গৃহস্থ বৈষ্ণবের আদর্শ। শেষ চব্বিশ বৎসর যে লীলা করিয়াছেন, তাহাই গৃহত্যাগী বৈষ্ণবের আদর্শ। গৃহস্থগণ তাঁহার গৃহস্থজীবন লক্ষ্য করিয়া আচার নির্ণয় করেন।

* * * *

এরূপ মনে করিও না যে গৃহস্থাশ্রম অবস্থায় কৃষ্ণপ্রেমের পরাকাষ্ঠা লাভ হইতে পারে না। মহাপ্রভুর অধিকাংশ কৃপাপাত্রই গৃহস্থ। সেই গৃহস্থদিগের চরণ ধূলি গৃহত্যাগী বৈষ্ণবগণও প্রার্থনা করেন।" (২২শ মঃ)

কিন্তু, যখনই এই গৃহ, গৃহ বা গ্রন্থিরূপ হইয়া ভগবদ্ভজনের প্রতিকূল হইয়াছে, মুক্তি পথে মহাবিঘ্ন রূপে বর্ত্তমান হইয়াছে, তখনই ভগবৎ কৃপা-প্রাপ্ত বিষয়-বিরক্ত ভাগবতের ভক্ত, গুরুবলে ঐ গ্রন্থি ভেদ করিয়া, পরম ভাগবত মহাত্মা রঘুনাথের মত, অতুল ঐশ্বর্য্যে জলাঞ্জলি দিয়াও, ভগবৎপাদপদ্ম আশ্রয় করিয়াছেন; সংসার সীমা সম্পূর্ণ অতিক্রম করিয়া কষ্টের বৈরাগ্যে প্রবেশ করিয়াছেন। পরমানন্দ প্রভুও আমার তাহাকে তাঁহার অন্তরঙ্গ পদে আশ্রয় দিয়া কৃতার্থ করিয়াছেন।

তাই বলিতেছি ভায়া, বিচার কর কার? এরূপ অনধিকার ও অপরাধমূলক বিচার বিতণ্ডাপরিহার করিয়া, ঐ সর্ব্বত্যাগী, একান্ত কৃষ্ণানুরাগী ভাগবত মহাত্মদের পরম পাবন পাদপদ্মে কোটি কোটি দণ্ডবৎ প্রণাম কর, আর স্মরণ কর;—

যো দুস্ত্যজান্ ক্ষিতিসুতস্বজনার্থদারান্
প্রার্থ্যাং শ্রিয়ং সুরবরৈঃ সদয়াবলোকান্।
নৈষ্কিঞ্চন্যপতদচিতং মহতাং মধুদ্বিট্
সেবানুরক্তমনসামভবোঽপি ফল্গুঃ॥

কি দুস্ত্যাজ্য মরি, গৃহ পরিহরি
ধন-জন-সুশোভিত,
তুচ্ছ করি আর, রাজশ্রী-সম্ভার
সুরবর-আকাঙ্ক্ষিত:
সাধু নৃপবর, চলিলা সত্বর
সন্ন্যাস-আশ্রম-বাসে
কৃষ্ণ ভজিবারে, কে রোধিবে তাঁরে?
ধন্য নৃপ সে প্রয়াসে।

কৃষ্ণ সেবাসক্ত, নৈষ্ঠিক যে ভক্ত,
কিসে প্রাণ ভরে তাঁর?
কি চাই সম্পদ? ত্যজি মোক্ষপদ,
যান লক্ষ্য পথে সার॥

কবি কৃষ্ণামৃত। শ্রীকৃষ্ণপুর।

উপলব্ধি।

এখনো ভোগের মোহ গেলনা রে মন?
এখনো লোভের সনে কি লেখ এমন?
বিচিত্র বরণ হেরি আবরণে কত,
নীরবরণে তুলি, কিসে হও ব্রত?
ভোগের বাসনা এত, গন্ধ রূপ রস?
কে ভোক্তা ভুবনে, ওরে অবোধ মানস?
বারেক ভাবিয়া ওরে, দেখ কি চঞ্চল,—
তুমি যে সেবক, ধর্ম্ম সেবাই কেবল।
নৈবেদ্য অখিল বিশ্ব তাঁহার চরণে,
তুমি দাস, নহে তব ভোগের কারণে।
প্রভুর ভোগের ডালি লইয়া মাথায়,
মন্দিরে রহিবে তুমি তাঁহার সেবায়।
দাঁড়ায়ে রহিবে দ্বারে হ'য়ে যুক্তপাণি,
ভুক্ত-অবশেষ ভক্ত দিবে তথা আনি।
'ফেলা-নব'সেই মানি শির নোয়াইয়া'
দিবে মুখে মহা মহা প্রসাদ আনিয়া॥
এই ত তোমার ধর্ম্ম; রাখি তাহা দূরে,
লুব্ধ মার্জ্জারের মত পশি অন্তঃপুরে,
ইন্দ্রিয়লালসা নিজ করিতে পূরণ
চাহ উপাদেয় বস্তু করিতে হরণ
ধিক্ রে দুর্ব্বার মন, কি বলিব তোরে?
কৃপা ভক্ত পদাঘাত তোর মত চোরে!!

কবি কৃষ্ণামৃত শ্রীচণ্ডীচরণ।

গঙ্গা।

বৈষ্ণব ভগবদ্ভক্তানবিশিষ্ট মনোধর্ম্মবিবর্জিতগণের অজ্ঞান চক্ষুকে ভগবৎস্বরূপজ্ঞানে উজ্জীবিত করিয়া ভগবদ্ভক্তী করিবার উদ্দেশ্যে শাস্ত্র মুকুন্দদেবের মহিমাবর্ণন করিয়া বলেন যে—

"যৎপাদ পাথঃপ্লুতং অপবিরিক্তোপস্পৃতার্দ্রমূর্দ্ধভিঃ।
সেশং পুনাত্যাত্মভজো মুকুন্দাৎ
কো নাম লোকে ভগবৎপদার্থঃ॥"

সকলের একমাত্র মুক্তিবিধানকর্ত্তা মুকুন্দদেবের "পবনধনিঃসৃত পরমপূত বারি "ত্রিলোকগুরু সংভূতঃ" শিবের উত্তমাঙ্গে ধারণ উপযুক্তই হইয়াছে। যেহেতু ভগবচ্ছক্তিস্বরূপা চিদ্রূপময়ী গঙ্গা শঙ্করেরও মঙ্গলবিধায়িনী ও আনন্দদায়িনী। "যং পাদোদকমাধায় শিবঃ শিরসি নৃত্যতি"।

মুকুন্দপদারবিন্দমকরন্দপানোন্মত্ত ভক্তভ্রমরকুলের যে পাদপদ্ম অনুসন্ধিৎসা দর্শন করা যায় তাহা কখনই অভক্তজনীয় মত উপাদেয় অনুপাদেয় লক্ষ্য করিবার জন্য নহে। প্রেমাঞ্জনরঞ্জিত ভক্তিবিলোচনে শ্রীশ্যামসুন্দরের পদারবিন্দ অচিন্ত্যগুণস্বরূপে বিস্ফূর্ত্তি হয়, তাহা দেশকালাদি দ্বারা পরিচ্ছিন্ন বস্তু নহে। পরন্তু "যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে। গোবিন্দানন্দিনী ও গোবিন্দমোহিনী-গণের প্রেমসেবাতে সেবিকাগণের প্রতি প্রীত হইয়া চরণাম্বু রূপ যে প্রীতির পরাকাষ্ঠা বিস্তার করে তাহা "যস্তে সুজাতং" শ্লোকে অবগত হওয়া যায়। "আপো নারায়ণ ব্রহ্ম" এই বাক্যে কারণাদি বারিকেই লক্ষ্য করা যায়। যেখানে অম্ব জল লক্ষিত সেখানে কারণরূপা মায়াশক্তির কার্য্যরূপা জলকে শক্তি শক্তিমান অভেদ বিবক্ষায় বলা যায়। "ভূমিরাপোঽনলো" ইত্যাদ্যা অপরেয়ম্। অর্থাৎ জল অপরাশক্তির অন্তর্ভুক্ত গিয়া গণ্য হয় "নারাজ্ঞাতানি তত্ত্বানি নারানীতি বিদুর্বুধাঃ"। "নরাভবুত্তা বেদার্থাশ্চতুর্বিংশতি তত্ত্বানি তথা নরাজ্জাতং যজ্জলং তদেব অয়নং নারায়ণেতি।" নর অর্থাৎ পরমাত্মা হইতে উদ্ভূত যে চতুর্বিংশতি তত্ত্ব এবং তাহা হইতে উৎপন্ন যে জল তাহা পরমাত্মার (ক্ষীরোদকশায়ী) অংশের প্রভাবে জলের নাম "নারায়ণ"। কার্য্যরূপে বৃদ্ধি হওয়ায় প্রায়শঃ কোথায় কোথায় ব্রহ্ম বলা যায় "মম যোনির্মহদ্ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহং"। গীতা

এই শ্লোকের টীকায় চক্রবর্ত্তী ঠাকুর বলেন—"মহদ্ব্রহ্ম দেশকালানবচ্ছিন্নত্বাৎ মহৎ সুতরাং কার্য্যরূপেণ বৃদ্ধেরেতো ব্রহ্ম প্রকৃতিবিত্তার্থঃ। শ্রুতাবপি ক্বচিৎ প্রকৃতির্ব্রহ্মেতি নির্দ্দিশ্যতে।" শ্রবণ করা যায় তদেব ভাস্তি মনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি। ত্রৈস্বরমমৃতং পুরস্তাদ্ব্রহ্ম পশ্চাদ্ব্রহ্ম দক্ষিণতশ্চোত্তরেণ অধশ্চোর্দ্ধং প্রসৃতং ব্রহ্মৈবেদং বিশ্বমিদং বরিষ্ঠম্। মুণ্ডক শ্রুতি।

নারায়ণ ও শ্রবণ করা যায় যথা—'কার্য্যকারণভাব-মাত্রাংশে দৃষ্টান্তোঽয়ং যথোক্তং শ্রুতেঃ শিবসি। নিত্যো নারায়ণঃ ব্রহ্মা চ নারায়ণঃ। শিবশ্চ নারায়ণঃ। দিক্ চ নারায়ণোঽশ্চ নারায়ণ উর্দ্ধশ্চ নারায়ণোঽধশ্চাহিশ্চ নারা-য়ণো নারায়ণ এবেদং সর্ব্বম্। শ্রীজীবপাদ।

অন্তরঙ্গা শক্তিস্বরূপা গঙ্গা যমুনা জলের সঙ্গে বহিরঙ্গা শক্তিস্বরূপ সাধারণ জলের তুলনা হয় না। ইহাকেই চিজ্জড় সমন্বয় প্রণালী বলে। বৈকুণ্ঠবস্তুতে ব্রহ্ম অপরাধ জনক।

অর্চ্চে বিষ্ণৌ শিলাধীর্গুরুষু নরমতির্বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি
র্বিষ্ণোর্বা বৈষ্ণবানাং কলিমলমথনে পাদতীর্থেঽম্বুবুদ্ধিঃ।
শ্রীবিষ্ণোর্নাম্নি মন্ত্রে সকলকলুষহারুবুদ্ধিরাস্তাং বা নারকী সঃ॥

অচিদ্বৈভব রূপপুষ্করিণীর জলের দ্বারা যখন অর্চ্চনকারী অর্চ্চন করেন তখন "গঙ্গে চ যমুনে" বলিয়া বিষ্ণুসেবায় উপযুক্ত মনন করিয়া লইবার ব্যবস্থা শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়। অচিদ্বস্তুকে চিদ্বস্তুরূপে মনন না করিলে তদ্ভেদবুদ্ধি বিষ্ণু অর্চ্চনের উপযুক্ত বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। চিজ্জড়-সমন্বয় প্রণালীর অর্চ্চন সুষ্ঠু হয় না, পরন্তু সেবাপরাধই হইয়া থাকে। ইতি

বৈষ্ণবদাসানুদাস
কবিভূষণ—শ্রীসতীশচন্দ্রনাথ সেবাশ্রম (সেবগড়িয়া)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ।

গৌড়ীয়

শ্রীচৈতন্যদেবের বাণী প্রচারার্থে প্রতিষ্ঠিত।

শ্রীচৈতন্যদেব, নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, গদাধর, শ্রীবাস আদি পঞ্চতত্ত্ব ও তাঁহাদের পার্ষদবর্গের জয়।

তৃতীয় বর্ষ | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার ২রা শ্রাবণ ১৩৩২, ১৮ই জুলাই ১৯২৫ | ৪৭শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ।

কৃষ্ণবহির্মুখ জীবের দুইটী অবস্থা। কৃষ্ণবিমুখতা আমাদিগকে হয় ভোগবাদ না হয় ত্যাগবাদ এই দুইটীর যে কোনও একটীতে রুচি উৎপাদন করাইয়া থাকে, সাধারণ বিচারে ভোগ হইতে ত্যাগ ভাল। কিন্তু নিরন্তকুহক বস্তুপ্রচারকারী শ্রীমদ্ভাগবতের অধোক্ষজ বিচারে অচ্যুতভাববর্জ্জিত ত্যাগের কোনও মূল্য নাই; উহা ভোগেরই অন্য প্রকার মাত্র।

'ভোগ' মানবসমাজে বহুবিধ বিচিত্র মূর্ত্তিতে প্রকাশিত। যাহাদের বিষয়প্রতীতির অভাব তাহারা এই চলনাময় ভোগ-বৈচিত্র্যের বাহ্যাচরণে মুগ্ধ হইয়া উহার অন্তর্গত কাপট্য ধরিতে পারেন না।

ধর্ম্মের সজ্জায়, ত্যাগাদুগ্র ভক্তির কপট আবরণে সজ্জিত হইয়া জগতে কত প্রকারে ইন্দ্রিয়তর্পণ ও ভোগের পৈশাচিক নৃত্য হইতেছে তাহা বলিয়া ইয়ত্তা করা যায় না। শুদ্ধসেবোন্মুখ বিজ্ঞজন মর্ম্মে মর্ম্মে প্রতিনিয়ত ইহা প্রত্যক্ষ করিয়া মর্ম্মাহত হইতেছেন।

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামি-প্রভু-প্রমুখ রূপানুগ বৈষ্ণবগণ কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণকেই প্রেম ও আত্মেন্দ্রিয়তর্পণেচ্ছাকেই ভোগ বা কাম নামে অভিহিত করিয়াছেন। কিন্তু বঞ্চনাময়ে কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণের ছলনা করিয়া কিরূপে প্রত্যেক ঘটনায় আত্মেন্দ্রিয় তর্পণ হইতেছে তাহা সুধীমণ্ডলী বিচার করিবেন। কবি শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর আদেশ :—

"শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের কৃপা করহ বিচার।
বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার॥
বিশ্বাস করিয়া চিত্তে না কর অলস।
ইহা হৈতে কৃষ্ণে লাগে সুদৃঢ় মানস॥"

আগামী ১৫ই শ্রাবণ হইতে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের 'ঝুলনযাত্রা' আরম্ভ হইবে। ইহা 'হিন্দোলারোহণ লীলা' বা 'দোলারোহণ লীলা' প্রভৃতি নামেও অভিহিত হইয়া থাকে। শ্রীরাধাগোবিন্দের রাগাত্মিকস্বচরীবৃন্দ শ্রীরাধাগোবিন্দের

সুখোৎপাদনের জন্য মধ্যাহ্নলীলায় বহুবিধপ্রকারের মধ্যে প্রাবৃট্‌কালে এইরূপ একটী সেবা করিয়া থাকেন।

মধুর-রসের নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ গোপীগণ ব্যতীত আর কাহারও এই লীলার অধিকার নাই। অনর্থমুক্ত রাগানুগ উজ্জ্বলরসের উপাসকগণ স্বরূপসিদ্ধ দেহে এই সকল লীলার স্ফূর্তি লাভ করেন। সেই সকল শ্রেষ্ঠ অধিকারিগণের জন্যই 'শ্রীগোবিন্দ-লীলামৃত', পদকর্ত্তাদের রসগীতি প্রভৃতিতে বিস্তারলীলার বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়।

শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র স্বরাট্ পুরুষ ও অদ্বিতীয় ভোক্তা। তিনি একমাত্র বিষয়তত্ত্ব, আর সকলেই তাঁহার আশ্রিত বা সেবক। তিনিই একমাত্র শক্তিমত্তত্ত্ব আর সকলেই তাঁহার শক্তি। সুতরাং সর্ব্বতোভাবে সেই অদ্বিতীয় ভোক্তার সুখবিধানই ভোগ্য, সেবক বা আশ্রিত তত্ত্বের ধর্ম্ম।

কিন্তু কৃষ্ণবিমুখাবস্থায় এই অপ্রাকৃত সত্যে প্রসুপ্ত। কৃষ্ণবিমুখ জীব কৃষ্ণসেবার অভিনয় করিতে গিয়া নিজেই কার্য্যতঃ নশ্বর ভোগের লোভে কৃষ্ণ সাজিবার প্রয়াস করিয়া থাকে। ইহাই 'কৃষ্ণে ভোগবুদ্ধি।' যেমন অনর্থমুক্ত পুরুষের কৃষ্ণে সেবাবুদ্ধি স্বাভাবিক বা সহজ, তদ্রূপ অনর্থযুক্ত পুরুষের কৃষ্ণে ভোগবুদ্ধি সুলভ ও সহজ। কিন্তু কৃষ্ণবস্তু ভোগ্য নহেন ভোক্তা। সুতরাং ভোগীর কৃষ্ণপ্রতীতি কৃষ্ণ নহেন। উহা কৃষ্ণমায়া মাত্র।

এই কৃষ্ণে ভোগবুদ্ধিরূপ সহজ ধর্ম্ম লইয়া কৃষ্ণ-সেবার অভিনয় দেখাইলেও তদ্দ্বারা কৃষ্ণ-সেবার পরিবর্ত্তে প্রাকৃত সাহচর্য্যিক ধর্ম্ম যাজনই হইয়া পড়ে। বর্ত্তমান যুগে এই প্রাকৃত সহজ ধর্ম্ম বা আত্মেন্দ্রিয়তর্পণ অনুরাগের সজ্ঞা পরিগ্রহ করিতে বড়ই বিস্তার লাভ করিয়াছে। ইহা ভোগ-বৈচিত্র্যের অন্যতম বিচিত্রতা মাত্র।

শ্রীরাধা গোবিন্দের ঝুলন যাত্রা (?) অনেক স্থানে প্রতি গৃহে গৃহে অনুষ্ঠিত হইতে দেখা যায়। অধিকাংশস্থলেই এই সকল অনুষ্ঠানের মূলে ইন্দ্রিয়তর্পণ বিরাজিত। কোন ও স্থলেই কৃষ্ণেন্দ্রিয় তর্পণের চেষ্টা নাই—থাকিতেও পারে না। কারণ অনর্থযুক্ত পুরুষ অনর্থমুক্ত বা নিত্যসিদ্ধগণের অপ্রাকৃত আচরণ প্রাকৃত ভোগ্য ইন্দ্রিয়সাহায্যে অনুকরণ করিতে গিয়া বিপরীত বস্তুই গ্রহণ করিয়া থাকে। প্রাকৃত ইন্দ্রিয়দ্বারা অপ্রাকৃত মধুরসেবা সাধিত হইতে পারে না। "অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত গোচর।"

অধিকাংশস্থলেই শ্রীরাধাগোবিন্দের এই সকল "অপ্রাকৃত আদিরসাত্মক" লীলা লইয়া বিবিধরূপে ইন্দ্রিয়তর্পণ চলিতেছে। এমনকি ইহাতে কুৎসিত আমোদ প্রমোদের যথেষ্ট আয়োজন দেখিতে পাওয়া যায়। রাধাগোবিন্দের সম্মুখে বারবনিতার নৃত্য গান, বারবনিতার মুখে "রাই কানুর" রসগান, মাদকদ্রব্যাদি কলিপ্রিয় বস্তু সেবন, হাস্যরস প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। অথচ যাঁহারা মূর্খ সমাজের নিকট হইতে 'আচার্য্য সন্তান', 'ভক্ত' প্রভৃতি পদবী লাভে সমুৎসুক তাঁহারা এ সকল কার্য্যের বিশেষরূপে প্রশ্রয় দিয়া থাকেন। অনেক ব্যবসায়ী কৃতক পাঠক, গায়ক প্রভৃতি এই সময়ে কনক, কামিনী, প্রতিষ্ঠা সংগ্রহের সুযোগ পান।

শুদ্ধভক্তির আচার্য্য ব্যতীত এই সকল ধর্ম্ম-ব্যভিচারের হস্ত হইতে আর কেই বা আমাদিগকে রক্ষা করিয়া থাকেন? এমন পরম বান্ধব, উদার পুরুষ আর কে? যিনি আমাদিগকে নরকগমনের সহজ পথ হইতে রক্ষা করেন? ভারতবাসি, বিশ্ববাসি! তোমরা কি এখনও সুপ্ত! এই সকল ধর্ম্ম-ব্যভিচারের কথা শ্রবণ করিয়া কি তোমাদের প্রসুপ্ত আত্মা মুহূর্ত্তের জন্যও স্পন্দিত হয় না? তোমরা ত' সকলেই কৃষ্ণদাস। কেবল অনাদি সহির্ম্মুখতাবশতঃ তোমাদের শুদ্ধচেতন কিছুকালের জন্য আবৃত অবস্থায় রহিয়াছে। এই আবরণ উন্মোচন করিবার জন্যই আচার্য্যগণ, ভাগবতগণ যুগে যুগে এই ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। 'গুরু' যখন মন্ত্র পড়িয়া 'মৃত' ছাড়াইতে চেষ্টা করেন, তখন শুনা যায় মৃতগুলি

চীৎকার করিতে থাকে। তখন আমাদের ঘাড়েও রক্ত-পরিদর্শকতা রূপ ভূত চাপিয়াছে। তাই, সত্যকথা শুনিয়া আমাদের তোষামোদচিত্ত মুদ্রাতীয়াশয় বন্ধুগণের সহিত সমস্বরে চীৎকারের রোল উঠাইয়া থাকে। আচার্য্য কত উদার, কত মহান্; তিনি কিছুতেই পশ্চাৎপদ হইতেছেন না। আমাদিগকে উদ্ধার করাই যেন তাঁহার একমাত্র ব্রত পড়িয়া গিয়াছে। তাই বলিতেছি ভাই, জাগ; শুদ্ধভক্তিধর্ম্মে, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্মে অনুপ্রাণিত হও। শ্রীগৌরসুন্দর, শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু ঠাকুর হরিদাস এই কথা বলিবার জন্যই জগতে আসিয়াছিলেন। কালের কুটিলা গতিতে লোক তাঁহাদের শুদ্ধশিক্ষা বিপর্য্যস্ত করিয়া ফেলিয়াছে। তাই আবার, আচার্য্য আমাদের উদ্বোধন করিতেছেন।

শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসব আগতপ্রায়। আগামী ১২শে শ্রাবণ হইতে একমাসব্যাপী শ্রীভগবান ও ভক্তের আবির্ভাব মহোৎসব আরম্ভ হইবে। এই একমাস কাল অনুক্ষণ হরিকথা শ্রবণ, কীর্ত্তন, শ্রীগ্রন্থপাঠ ও ব্যাখ্যা, আলোচনা, ইষ্টগোষ্ঠী, বক্তৃতা ও মহোৎসবাদি অনুষ্ঠিত হইবে। বিশ্ববাসী জীবমাত্রই এই উৎসবে যোগদান করিলে বিশেষ লাভবান হইতে পারিবেন। আমরা সকলকেই সাদরে এই উৎসবে আহ্বান করিতেছি।

শ্রীমদ্ভাগবত তৃতীয় স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা শেষ হইয়াছে। চতুর্থস্কন্ধ যন্ত্রস্থ। শ্রীমদ্ভাগবতের বহুবিধ সূচীর সন্নিবেশ করিয়া ভাগবত পাঠকের বিশেষ সুবিধা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এমন কি একমাত্র সূচীখানা পড়িলেই সমগ্র ভাগবতের বিষয় মানসপটে ভাসিতে থাকিবে। প্রতি স্কন্ধের পৃথক্ পৃথক্ মাতৃকাক্রমানুসারে প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় চরণের সূচী, অধ্যায় বিবরণ, বিষয়সূচী মধ্বভাষ্যসূচী, তথ্য, বিবৃতি, কথাসার-সূচী, কোন্ অধ্যায়ে কত সংখ্যক শ্লোক এবং সাবল্যে কতটী শ্লোক আছে তাহার বিবরণ, স্থান, পাত্র প্রভৃতি বহু বহু প্রয়োজনীয় সূচী সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। ভাগবতগ্রাহকগণ ইচ্ছা করিলে স্কন্ধগুলি পৃথক্ পৃথক্ ভাবে বাঁধাইয়া লইতে পারিবেন, তাহারও ব্যবস্থা করা হইয়াছে। যাঁহারা নূতন গ্রাহক হইবেন, তাঁহারা ইচ্ছা করিলে তিন স্কন্ধ একত্র বিলাতী বরণের সুন্দর বাঁধাই ও সোণার জলে গ্রন্থের নাম সমেত সাধারণ ও রাজসংস্করণ এখন করিতে পারিবেন।

সেই এক

ওঙ্কা.

কি কর সাধনা মন্ত্র,
কর কা'র উপাসনা ?
কি তত্ত্ব ?—জানিও মূল
সবে সেই এক জনা।

সত্য, সেই এক মূল ;
কিন্তু, কে সে এক জন ?
কত গোল ওই 'একে'
বাধে চিরদিন ধরি !

কেন গো,—সহজ মতে
হয় এত গোলযোগ ?
এত আর কিছু নয়,—
আমাদের মনোরোগ !

স্থির হ'য়ে ধীর ভাবে
ভাব' দেখি একবার—
কে মূল অন্বয়, কেবা
শাখা উপশাখা আর !

ভদ্রে পাঁচে পঞ্চ জন
বেদাগ্রহে বিভিন্নত,
নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মে শেষ
হয় সে-সবা'র পথ।

বেদ করি ব্রহ্ম জ্যোতিঃ
ভক্তিপথ পাঞ্চ-রস,

ব্রহ্মের ও প্রতিষ্ঠা-পদ
পান পূর্ণ পরাৎপর।
পুরুষ উত্তম সেই
পরা গতি অন্তরতম,
পরম কারণ যিনি
'অক্ষরাদপি চোত্তম'!
কে তিনি? এ, দুই তত্ত্বে,
দেখ এক সেই মূল,
অঙ্গ, অঙ্গকান্তি আর
ভেদাভেদে, নাহি ভুল!
'আদৌ, প্রত্যক্ষ তাই
গীতায় শ্রীমুখ বাণী;
প্রোজ্জ্বল পরম সত্তা,
পরাহত বত গ্লানি।
সৌম্য বপু শ্যামরূপ
দ্বিভুজ মুরলীধর,
পরম কারণ কৃষ্ণ
পূর্ণতম পরাৎপর!
ব্রহ্ম অঙ্গকান্তি তাঁরি
সর্ব্বব্যাপী নির্ব্বিশেষ;
চিদ্‌বিলাস-ময় তিনি,
পরতত্ত্ব পরমেশ।
সেই এক—সেই এক
অসমোর্দ্ধ সারাৎসার,
একাধারে ধরিয়া সবে,
সেই সর্ব্ব মূলাধার!
কহে 'কৃষ্ণামৃত—ভাই,
এ কথা কাটিবে কে?
দেখ ঐই পদে কোটি
শিবব্রহ্মা মজেছে!!

কবি কৃষ্ণামৃত।

বর্ণ পরিচয়।

প্রথম-ভাগ।

স্বরবর্ণ।

অ, আ, ই, ঈ, প্রভৃতি স্বরবর্ণ। এই স্বরবর্ণের সাহায্য ব্যতীত কোন শব্দই উচ্চারিত হইতে পারে না। পরস্পর পরস্পরের ভাব বিনিময় করিতে হইলেই শব্দের প্রয়োগ আবশ্যক, নতুবা স্পষ্টরূপে এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে বুঝিয়া উঠিতে সমর্থ হন না। সংস্কৃত, বাঙ্গালা বা হিন্দি ভাষায় যাহাকে স্বরবর্ণ বলে ইংরেজীতে তাহারই নাম Vowel সুতরাং দেখা গেল যে প্রত্যেক ভাষাতেই স্বরবর্ণ বর্ত্তমান আছে। পক্ষী, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি প্রাণী হইতে মানবের একটী বিশেষত্ব এই যে তাহারা ভাষাদ্বারা স্বীয় ভাব প্রকাশ করিতে সমর্থ, আবার সেই ভাষাভিব্যক্তির মূল কারণ হইল "স্বরবর্ণ"। ভাষাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণের 'স্বরবর্ণ' জ্ঞাত না হওয়া পর্য্যন্ত একপদও অগ্রসর হইবার যোগ্যতা নাই—স্বরবর্ণই ভাষার আদি। "ঘোড়া ডিঙ্গাইয়া ঘাস খাইতে" গেলে বিপাকে পড়িতে হয়। তাই আজ আমরা অগ্র একটী আদি কথার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

দিন যায় দিন আসে। কালের অপ্রতিহতা গতি কেহ রোধ করিতে পারে না। যুগের পর যুগ চলিয়া গিয়াছে, ইতোমধ্যে পরিবর্ত্তনশীল জগতের কতই না পরিবর্ত্তন পরিলক্ষিত হইয়াছে! এই বিশ্বসংসাররঙ্গক্ষেত্রে মাঝে এ পর্য্যন্ত কতই না নব নব ভাবে বিভাবিত হইয়া নানা রঙ্গের সজ্জায় সজ্জিত হইয়া, হেলিয়া দুলিয়া, হাসিয়া কাঁদিয়া, খেলিয়া বেড়াইয়া বহুজীবগণ গড় সাজিয়া কতবারই না আনাগোনা করিয়াছে! পৃথিবীর কোন্ কন্যা শস্য-শ্যামলা, নানা রত্ন-বিভূষিতা, বিহগমণ্ডলী পরিবেষ্টিতা, বিহগকুলের সুমধুর কণ্ঠস্বরে পরিপূরিতা, ঋষিকুল কণ্ঠনিঃসৃত বেদমন্ত্রোচ্চারিত সামবেদধ্বনিতে মুখরিতা ভারত ভূমি একদিন উজ্জ্বল তারকার ন্যায় দীপ্তা ছিল। এই ভারতই এক দিন বেদজ্ঞগণের পাণ্ডিত্যে, আত্মবিদ্-

গণের ভগবদ্ভক্তিতে, সত্ত্বগুণান্বিত ক্ষত্রিয়গণের ভগবদ্ভগবনা ঐশ্বচিন্তা যজন যাজন অধ্যাপন অধ্যয়নাদিতে, ক্ষত্রিয়গণের দেশরক্ষা শান্তি সংস্থাপনাদি-কার্য্যে, বৈশ্যগণের অন্নাদি সংগ্রহণ ব্যতীত সমাজ দেহ দীর্ঘজীবী করিবার মানসে অর্থলক্ষ্মীপূজায় ও শূদ্রগণের দাস্যপ্রবৃত্তিতে গর্ব্বিতা স্ফীতা হইয়া বিশ্বের সমক্ষে উন্নতমস্তকে দণ্ডায়মানা ছিল। এই ভারতেই ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হইলে ধর্ম্ম সংস্থাপন ও দুষ্টগণকে বিনাশ করিবার জন্য স্বয়ং ভগবান কিম্বা তাঁহার প্রিয়তম জন যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়াছেন। এই ধর্ম্ম-ভারতই এক দিন জগতে নেতৃত্ব করিয়াছে। কিন্তু ভারতের সে সুদিন আর নাই! আজ ভারত ভগবদ্বিমুখ, আজ ধর্ম্ম-ভারতের মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, আজ ভারত-সমাজ বিকৃত বর্ণাশ্রম আলিঙ্গন করিয়া ভগবৎ পথ হইতে বহুদূরে সরিয়া পড়িয়াছে। ধর্ম্ম-ভারত আজ নিরাশের অবগুণ্ঠন টানিয়া দিয়া সরমে অবনত মস্তকে চাপা দীর্ঘনিঃশ্বাসে জগৎকে নিজের অস্তিত্ব জানাইতেছে। তাহার কারণ আর কিছুই নহে—সাহিত্যাধ্যয়নের প্রথমেই যেমন স্বরব্যঞ্জন বর্ণের পরিচয় লাভ করিতে হয়, তদ্রূপ ভগবদ্ভক্তি রাজ্যে প্রবেশের পূর্ব্বেই যে স্ব স্ব বর্ণপরিচয় লাভ করা প্রয়োজন ভারতবাসী সেইদিকে উদাসীন থাকিয়া এক লম্ফে বৃক্ষের শিরোদেশে আরোহণের প্রয়াসফলে হস্তপদাদি ভাঙ্গিয়া পতিত হইয়াছে। ভারত সন্তানের আজ সমাজ পুনঃ প্রতিষ্ঠা-কল্পে দৃষ্টতা দেখাইলে কি কোন ফলোদয় হইবে? তাঁহারা যে বর্ণপরিচয়ই জানেন না! তাই "গোড়ায় গলদ" না রাখিয়া প্রথমে স্ব স্ব অবস্থান ও স্বভাববিষয়ে অভিজ্ঞ হওয়াই বুদ্ধিমানের কার্য্যজ্ঞানে আজ এই "বর্ণ-পরিচয়" গ্রন্থ প্রণয়নে আমার এত আড়ম্বর। নতুবা, ভদ্রসমাজে নিজের কি পরিচয় দিব?

বেদাদি শাস্ত্র যাঁহারা আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা অবগত আছেন যে বেদের প্রতিপাদ্য বিষয় সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজনের মধ্যে কৃষ্ণপ্রেমাই মানব জীবনের চরম প্রয়োজন। হরি-স্মরণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন এই নববিধা ভক্তিই মুখ্য অভিধেয়রূপে প্রেমোদয়ে সমর্থা। জ্ঞান কর্ম্ম প্রভৃতি গৌণ উপায় সকল ভক্তিকেই সাধনা করিয়া থাকে। সুতরাং গৌণ বিধি সকল প্রেমার্জ্জনের বর্ণ পরিচয় মাত্র।

জন-নিষ্ঠ, সমাজ-নিষ্ঠ ও পরলোক নিষ্ঠ বিভিন্নভেদে গৌণ বিধি তিন প্রকার। এতদ্মধ্যে বৈজ্ঞানিক বিচারক্রমে পুরাকালে ঋষিগণ সমাজ-নিষ্ঠ বিধিগুলিকে বর্ণ ও আশ্রম বিচারে দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। উহা যে কেবল লৌকিক সমাজের জন্য অভিপ্রেত হইয়াছিল এরূপ নহে। পরন্তু সেখর বর্ণাশ্রমই অভিপ্রেত ছিল।

ধর্ম্মস্যাস্যহিতঃ পূর্ব্বং ধর্ম্মস্যস্যক্তিলক্ষণং।
বর্ণাশ্রমাচারবতাং সর্ব্বেষাং বিপদামপি॥

ভাঃ ১১।১৭।১

সমাজাধীন মানবগণের স্বভাব ও অবস্থান ভেদে বিপ্র-কালের অবস্থা। জন-নিষ্ঠ-বিধি পালন হেতু মানবের যে স্বভাব হয় তদনুযায়ী বর্ণ বিধি বিধান করা হইয়াছে। অনন্ত বৃত্তিসম্পন্ন মানবের অনুশীলনক্রমে যে তাহার শারীরিক ও মানসিক বৃত্তিগুলি একটী স্থায়ীভাব প্রাপ্ত হয়, সেই ভাবকেই সেই ব্যক্তির স্বভাব কহে। শরীরনিষ্ঠ বিধির পালনে শারীরিক বৃত্তি ও মনোনিষ্ঠ বিধি পালনে মানসিক বৃত্তিগুলি পরিস্ফুট হইয়া পুষ্টতা লাভ করে, এবং ইহা হইতে মানবগণ স্বচ্ছন্দে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারেন। তাই মিতপান, মিত ভোজন, মিতনিদ্রা, ব্যায়াম, ইত্যাদি এবং উপলব্ধিশক্তি ধারণাশক্তি কল্পনাশক্তি বিভাবনাশক্তি ও বিচারশক্তি প্রভৃতি সমাক্ পুষ্ট হইলে মানবের একটী স্থায়ী ভাব বা স্বভাব হয়। উচ্চাবচ হিসাবে বা তারতম্যক্রমে এই স্বভাব প্রধানতঃ চারিপ্রকারের যথা ব্রহ্ম স্বভাব ক্ষত্র স্বভাব বৈশ্য স্বভাব ও শূদ্র স্বভাব। এই চারি প্রকারের গুণ-কর্ম্মানুযায়ী ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র চারিটীবর্ণ সৃষ্ট হইয়াছে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলেন।

চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।
তস্য কর্ত্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্ত্তারমব্যয়ম্॥

অর্থাৎ "গুণকর্ম্মবিধানপূর্ব্বক আমিই এই বর্ণচতুষ্টয়ের সৃষ্টিকর্ত্তা। আমিই জগতের একমাত্র অধিষ্ঠাতা কর্ত্তা, অতএব বর্ণধর্ম্মের ও বর্ণসকলের কর্ত্তা আমি বই আর

কেহই নয়। কিন্তু আমাকে বর্ণধর্ম্মের কর্ত্তা বলিয়া ও অকর্ত্তা ও অব্যয় বলিয়া জানিতে হইবে। জীবের অদৃষ্টবশতঃ আমার মায়াশক্তিদ্বারা আমি এই বর্ণধর্ম্ম সৃষ্টি করিয়াছি। বস্তুতঃ চিচ্ছক্তির অধীশ্বর যে আমি, আমার কর্ম্মফল সৃষ্টির দ্বারা বৈষম্য হয় না। জীবের অদৃষ্টই অর্থাৎ স্বাতন্ত্র্যধর্ম্মের অপব্যবহারই ইহার কারণ।"

বর্ণ অর্থে রঙ্, যুক্তায়। রঙের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট বস্তুর বিশিষ্টতা সম্পাদিত হয়। যেমন অরুণোদয়ে প্রাতঃকালের বাল-কিরণরাজি কুয়াশাবৃত ধবলগিরির উপর পতিত হইয়া শুভ্রতা বিস্তারে সিমলাবাসীর নয়নে বরফখণ্ডের শুভ্রতা প্রতিভাত করে, উদ্যানস্থ নানা রঙে রঞ্জিত পুষ্পরাজির মধ্যে যেমন নব বিকশিত জবা সবুজ রঙের অন্তরাল হইতে উঁকি মারিয়া স্বীয় রক্তিমাভা ঘোষণা করিয়া দেয়, পীতবস্ত্র-দর্শনে যেমন ভক্তের হৃদয়ে পীত-বসনধারির স্মৃতিতে নব নবায়মান ভক্তি-ভাব-তরঙ্গ খেলিয়া যায় কিম্বা কৃষ্ণ-বর্ণের পুষ্করদর্শনে যেমন নবঘনীর পরিচয় পাওয়া যায়, এই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র বর্ণচতুষ্টয়ও কি তবে মানব দেহের রঙ্ অনুযায়ী বিনির্দ্দিষ্ট হইয়াছে? তাহা নয়। বজ্রসূচিকোপনিষৎ বলেন—... তর্হি কো ব্রাহ্মণ ইতি চেৎস আত্মজ্ঞানাদি-পর্য্যন্তানাং মনুষ্যাণাং পাঞ্চভৌতিকত্বেন দেহস্যৈকরূপত্বাজ্জরামরণ ধর্ম্মাধর্ম্মাদি সাম্যদর্শনাৎ ব্রাহ্মণঃ শ্বেতবর্ণঃ ক্ষত্রিয়ো রক্তবর্ণো বৈশ্যঃ পীতবর্ণঃ শূদ্রঃ কৃষ্ণবর্ণ ইতি নিয়মাভাবাৎ। অর্থাৎ চণ্ডাল পর্য্যন্ত নরকুলের পাঞ্চভৌতিক দেহের একরূপত্ব হেতু, জরামরণ ধর্ম্মাধর্ম্মের সমানতা দর্শন হেতু, ব্রাহ্মণ শ্বেতবর্ণ, ক্ষত্রিয় রক্তবর্ণ, বৈশ্য পীতবর্ণ, শূদ্র কৃষ্ণবর্ণ এইরূপ নিয়ম না থাকায় দেহের রঙ্ বিচারে বর্ণ নির্ণীত হয় নাই। তাই, জগতে যেমন রঙের সাহায্যে বস্তু চিহ্নিত হয় তদ্রূপ স্বভাব বা গুণের দ্বারা মানবের বর্ণ উপলক্ষিত হইয়া থাকে। স্বভাব বা গুণই তাহাদের রঙ্। যাহার বর্ণ আছে, তাহাকে বর্ণী বলে। বর্ণের অপর নাম স্বভাব বা গুণ। কর্ম্মই গুণ বা স্বভাবের প্রকাশ। পূর্ব্ব কর্ম্মানুযায়ী বৃত্তি লইয়া মানব মাতৃকুক্ষি হইতে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর যে সংসর্গে যে ভাবে লালিত-পালিত হয়, বাল্যকাল হইতে তাহার স্বভাব তদনুযায়ী গঠিত হইয়া উঠে। শূদ্রস্বভাবসম্পন্ন পিতামাতার সন্তান সাধারণতঃ শূদ্র-স্বভাব লাভ করে, ব্রহ্ম-স্বভাব জনক জননীর শুক্র-শোণিতে উদ্ভূত বালকও তদনুরূপ স্বভাব প্রাপ্ত হয়। কিন্তু বর্ত্তমানকালে অধিকাংশ স্থলে লক্ষিত হয় যে ব্রহ্মস্বভাব-পিতামাতার-ঔরসজাত-সন্তান সংসর্গদোষে শূদ্রতা বা অন্যস্বভাব প্রাপ্ত হয়। এই জন্যই বেদাদি শাস্ত্র মানবের গুণ-কর্ম্ম-স্বভাবানুসারে তাহাদের বর্ণ নির্ণয় করিবার জন্য সংস্কার বিধির ব্যবস্থা করিয়াছেন। তাই, শ্রীমদ্ভাগবতে দেবর্ষি নারদ মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছেন—৭।১১।১৪

যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভিব্যঞ্জকং।
যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তত্তেনৈব বিনির্দ্দিশেৎ॥

অর্থাৎ হে ভারত, যে পুরুষের বর্ণাভিব্যঞ্জক যে লক্ষণ বলিলাম যদি অন্য বর্ণে সেই লক্ষণ দেখিতে পাও, তবে সেই ব্যক্তিকেও সেই লক্ষণ নিমিত্ত সেই বর্ণ দ্বারা নির্দ্দেশ করিও। অর্থাৎ শমাদি লক্ষণ দ্বারা ব্রাহ্মণাদি ব্যবহার মুখ্য, জন্মমাত্রনিবন্ধন ব্রাহ্মণাদি ব্যবহার মুখ্য নহে। বস্তুর স্বভাববিশ্লেষণে পূর্ব্ব পরিচয়ের মূল্য অল্পই হইয়া পড়ে।

সুতরাং স্বভাবজগুণের দ্বারাই যদি বর্ণ নিরূপিত হয়, তবে এই বর্ণপরিচয় গ্রহণকারীর পরিচয় লওয়াও প্রয়োজন। যেমন ইহজগতে যিনি ভবিষ্যৎ জীবনে বাঙ্গালা-সাহিত্য-সাগর মন্থন করিবার জন্য হৃদয়-তরী আশা রাখেন, তিনিই সর্ব্বপ্রথমে ম, আ, ক, ষ, প্রভৃতি বর্ণশিক্ষার্থে প্রাণপণ চেষ্টা করিবেন, যাঁহার ইংরেজী ভাষা অধ্যয়ন করিবার ইচ্ছা আছে তিনিই ছোট-বড় এ, বি, সি, ডি ইত্যাদির পরিচয় লইবেন, যিনি ল্যাটিন্ ভাষা আয়ত্ত করিতে চাহেন, তিনিই আল্ফা, বিটা, গামা ইত্যাদি বর্ণপরিচয় গ্রহণাকাঙ্ক্ষী; তদ্রূপ যিনি ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র-বর্ণভুক্ত হইতে চাহেন তিনি এই বর্ণের পরিচয়-গ্রহণেচ্ছু। অথবা যাঁহারা সমাজের হিত-সাধনে দৃঢ়পরিকর, তাঁহারাই প্রাগুক্ত চারিটী বর্ণের পরিচয় গ্রহণানন্তর সামাজিক ক্রিয়াসমূহ ফলবতী করিয়া জগতের মঙ্গল বিধানে ব্যস্ত। আবার যাঁহারা বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা করিবার ইচ্ছা আছে তিনি যেমন ইংরেজী

তাহার বর্ণ পরিচয়ের আবশ্যকতা অনুভব করেন না, সেই প্রকারে একজন গ্রীক কিম্বা রোমবাসী ব্যক্তি ভারতের বর্ণপরিচয় গ্রহণ করিতে আসিবেন না—ভারতের বর্ণবিচার ভারতবাসীই করিবেন। কিন্তু পরিচয়গ্রহণকারী যদি অক্ষজ জ্ঞান-বিশিষ্ট হয় যদি সে কনক কামিনী প্রতিষ্ঠা-লোলুপ হইয়া সংসার মরুক্ষেত্রে বিষয়বিষ্ঠা ভোজন-রত বিচরণশীল পশুবৎ জীবন যাপন করে, তবে গুণকর্ম বিভাগানুযায়ী বর্ণের পরিচয় গ্রহণে অক্ষম হইয়া পড়িবে অথবা ভ্রান্ত জ্ঞানার্জনে সমর্থ হইবে। যে ব্যক্তি স্বভাবানুযায়ী কর্ম করতঃ জীবন নির্ব্বাহ ও পরমার্থ চেষ্টা করিয়া বদ্ধ অক্ষজ জ্ঞানের বন্ধন হইতে কিঞ্চিৎ শিথিলতা লাভে কূপমণ্ডূকের সঙ্কীর্ণ বিচার হইতে প্রশস্ততা লাভ করিয়াছেন, তিনিই এই ভারত প্রদেশে এই স্বভাবচতুষ্টয় হইতে বর্ণ নির্ণয় করিতে বা তাহাদের পরিচয় গ্রহণে সমর্থ হন। অক্ষজ ও অধোক্ষজ জ্ঞানবিচারে মানবের রুচি দুই প্রকার। আত্মজ্ঞানের উৎকর্ষ সাধনে প্রবৃত্ত হইয়া কেহ বা নিজ কর্ম্মবুদ্ধি ত্যাগরূপ বৈরাগ্য সাধনে ব্যবহার-রাজ্যস্থিত কর্ম্মাবলীর সাহায্যে নির্ব্বিশেষ বুদ্ধি লাভ করে আবার কেহ বা ব্যবহার রাজ্যস্থিত কর্ম্মপরিত্যাগ বা অবধাননা না করিয়া বস্তুর সবিশেষত্ব অবগত হইয়া ভক্তি আশ্রয় করেন। এই শেষোক্ত রুচি অবলম্বনে যে সমাজে বর্ণ-বিভাগ-বিধি অবলম্বিত হইয়াছে, সে সমাজের ভিত্তি বিজ্ঞান জনিত এবং সেই সমাজ জগতের নিকট পূজ্য। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিটী বর্ণ স্বভাব জনিত। সৃষ্টির প্রথমে চারি বর্ণ ছিল না—হংস বা ব্রাহ্মণ নামেই সকল মানব পরিচিত-ছিলেন—পূর্ব্বে কোনও বর্ণ-ভেদ ছিল না। মহাভারত শান্তিপর্ব্ব, ১৮৮ অধ্যায়ে—

ন বিশেষোঽস্তি বর্ণানাং সর্ব্বং ব্রাহ্মমিদং জগৎ।

ব্রহ্মণা পূর্ব্বসৃষ্টং হি কর্ম্মভির্ব্বর্ণতাং গতম্" অর্থাৎ ব্রহ্মা কর্ত্তৃক পূর্ব্বসৃষ্ট সমগ্র জগৎই ব্রাহ্মণময়ছিল, জীবের মধ্যে বর্ণগত পার্থক্য ছিল না। পরে কর্ম্মদ্বারা ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ সংজ্ঞা লাভ করিয়াছে।

বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে বর্ণবিধান স্পষ্টভাবে বর্ণিত আছে বৃহদারণ্যকশ্রুতি বলেন যে সৃষ্টির প্রথমে একবর্ণমাত্র ছিল।

ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীদেকমেব তদেকং অর্থাৎ পূর্ব্বে একমাত্র ব্রহ্ম বা ব্রাহ্মণ ছিল। সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা হইলে নারায়ণ সর্ব্বপ্রথমে জল সৃষ্টি করিয়া তাহাতে যে বীজ আধান করেন তাহা একটী কোটিসূর্য্য প্রভাসম্পন্ন স্বর্ণ অণ্ডে পরিণত হয়। এই ডিম্ব বিভাগ হইয়া ব্রহ্মা জন্ম গ্রহ করেন। ক্রমে বিশ্বসংসারের সৃষ্টির জন্য ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহুদ্বয় হইতে ক্ষত্রিয়, উরু হইতে বৈশ্য এবং পাদদেশ হইতে শূদ্র সৃষ্ট হইল। মানব শাস্ত্র প্রথম অধ্যায়ে বলেন—

আসীদিদং তমোভূতমপ্রজ্ঞাতমলক্ষণম্।
ততঃ স্বয়ম্ভূর্ভগবানব্যক্তো ব্যঞ্জয়ন্নিদম্।
মহাভূতাদিবৃত্তৌজাঃ প্রাদুরাসাতমোনুদঃ।
সোঽভিধ্যায় শরীরাৎ স্বাৎ সিসৃক্ষুর্বিবিধাঃ প্রজাঃ।
আপএব সসর্জ্জাদৌ তাসু বীজমবাসৃজৎ।
তদণ্ডমভবদ্ধৈমং সহস্রাংশুসমপ্রভম্।
তস্মিন্ জজ্ঞে স্বয়ং ব্রহ্মা সর্ব্বলোকপিতামহঃ।
লোকানান্তু বিবৃদ্ধ্যর্থং মুখবাহূরুপাদতঃ।
ব্রাহ্মণং ক্ষত্রিয়ং বৈশ্যং শূদ্রঞ্চ নিরবর্ত্তয়ৎ।

ঋগ্বেদ বলেন—

ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীৎ বাহূ রাজন্যকৃতঃ।

উক্ত বচনে তদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রোঽজায়ত অর্থাৎ সৃষ্টিকর্ত্তার মুখব্রাহ্মণ, বাহুদ্বয় রাজন্য, উরু বৈশ্য, পাদদ্বয় হইতে শূদ্র এই বর্ণ চতুষ্টয় উদ্ভূত হইয়াছে। হারীত বলেন—

যজ্ঞসিদ্ধ্যর্থমনঘান্ ব্রাহ্মণান্ মুখতোঽসৃজৎ।

যজ্ঞসিদ্ধির জন্য নিষ্পাপ বিপ্রসমূহ মুখ হইতে সৃষ্ট হইয়াছেন।

বজ্রসূচিকোপনিষৎ বলেন—

ব্রহ্মক্ষত্রিয়-বৈশ্যশূদ্রা ইতি চত্বারো বর্ণাস্তেষাং বর্ণানাং ব্রাহ্মণ এব প্রধান ইতি বেদবচনানুরূপং স্মৃতিভিরপ্যুক্তম্। অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিবর্ণের মধ্যে

ব্রাহ্মণই প্রধান। ইহাই বেদ বচনানুরূপ, স্মৃতিতে তাহাই কথিত হইয়াছে।

শান্তিপর্ব্ব ৩১৮ অধ্যায়

সর্ব্বে বর্ণা ব্রাহ্মণা এতদ্ধারণ্ডে।
ব্রহ্মণাসৃতো ব্রাহ্মণাঃ সম্প্রসৃতাঃ
বাহুভ্যাং বৈ ক্ষত্রিয়াঃ সম্প্রসৃতাঃ
নাভ্যাং বৈশ্যাঃ পাদতশ্চাপি শূদ্রাঃ
সর্ব্বে বর্ণা নানাথা বেদিতব্যাঃ।

ব্রহ্মা হইতে সকলেই উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া সকল বর্ণই ব্রাহ্মণ। ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহুদ্বয় হইতে ক্ষত্রিয়, নাভিতে বৈশ্য ও পাদ হইতে শূদ্র। সকল বর্ণকে অনাথা জানিবে না।

সুতরাং দেখা গেল যে ভগবান্ চারিটী জাতি সৃষ্টি করেন নাই। চারিটী জাতির উপযোগী ধর্ম্ম সৃষ্টি করিয়াছিলেন এবং যে ব্যক্তি তদ্তৎগুণে গুণান্বিত হইবেন, তিনি যে কালেই জন্ম গ্রহণ করুন না কেন, তাঁহাকে সেই সেই বর্ণে নির্দ্দেশ করা হইবে। "অতএব বৈদিক ধর্ম্ম বিধান যে একমূল বর্ণকে আশ্রয় করিয়া জীবের স্বভাব গুণকর্ম্ম অনুসারে হইয়াছিল এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। শ্রীমহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত, ও উপনিষৎসার শ্রীগীতা ও তাহাই বলিয়াছেন; মহাভারত শান্তিপর্ব্ব মোক্ষধর্ম্মে উক্ত হইয়াছে। ব্রহ্মাকর্ত্তৃক পূর্ব্বসৃষ্ট সমগ্র জগৎ ব্রাহ্মণময় ছিল। পরে কর্ম্ম দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন বর্ণসংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতে ১১।৭ অধ্যায়ে দেখা যায় সত্যযুগের 'হংস' নামক মৌলিকবর্ণ হইতেই ত্রেতা যুগে সমাজে সুশৃঙ্খলার জন্য স্বভাব অনুসারে বর্ণ নিরূপিত হইয়াছে, শ্রীগীতাতে ৪র্থ অধ্যায়ে ও গুণকর্ম্ম অনুসারে বর্ণ বিভাগের উল্লেখ দেখা যায়। মনু সংহিতা দশম অধ্যায়ে দেখা যায় যে কোন বর্ণ সংস্কার হইতে ভ্রষ্ট নীচযোনি সম্ভূত ব্যক্তি যদি আপনাকে আর্য্য বলিয়া পরিচয় প্রদান করে তবে তাহার কর্ম্ম ও স্বভাব দ্বারা বর্ণ নিরূপণ করিবে।

ক্রমশঃ।

স্বধর্ম্ম ও পরধর্ম্ম।

সাধারণ সঙ্কীর্ণ অর্থে 'স্বধর্ম্ম' বলিতে বর্ণাশ্রমোচিত ধর্ম্মকেই লক্ষ্য করে। উচ্ছৃঙ্খল বিধর্ম্ম, পরধর্ম্ম, উপধর্ম্ম, ছলধর্ম্ম প্রভৃতি অধর্ম্মের হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য শাস্ত্রকর্ত্তা ঋষিগণ মানবগণের স্বভাব ও অধিকার বিচারপূর্ব্বক বর্ণাশ্রমধর্ম্মের ব্যবস্থা করিয়াছেন। কর্ম্মানুষ্ঠানযোগ্য মানবকুল স্বভাবতঃ চারি প্রকার, এবং তাঁহারা যে অবস্থা অবলম্বনপূর্ব্বক এই জগতে অবস্থান করেন তাহাও চারিপ্রকার। স্বভাব অনুসারেই বর্ণধর্ম্ম এবং অবস্থান অনুসারে আশ্রমধর্ম্ম নিরূপিত হয়। যাহারা এই চারিবিধ স্বভাব ও অবস্থানের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিয়া বিশৃঙ্খল বহির্ম্মুখ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা চালিত এবং তজ্জন্য অকর্ম্ম, বিকর্ম্ম ও পাষণ্ডধর্ম্ম-প্রিয়, তাহারাই অজ্ঞানক ও নিরাশ্রমী। বর্ণাশ্রমাতীত পরমহংসাবস্থা উক্ত চতুর্ব্বিধবর্ণ ও আশ্রমধর্ম্মের অতীত ভূমিকায় অবস্থিত।

সাধারণ জীব যাহাতে উচ্ছৃঙ্খল ধর্ম্মের হস্তে পড়িয়া অজ্ঞানস্বভাব লাভকরতঃ পশুত্বের দিকে চলিয়া না যায়, তজ্জন্যই বর্ণাশ্রমধর্ম্ম বা স্ব-স্ব-স্বভাবোচিত স্বধর্ম্মের ব্যবস্থা। আবার ঐ স্বধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে প্রতিপালিত হইলেও যদি তাহাতে হরিজনের অভাব থাকে, তাহা হইলে তাহার কোন মূল্য নাই। শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্র ইহাই তারস্বরে কীর্ত্তন করিয়াছেন—

চারি বর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে।
স্বকর্ম্ম করিতেও সে রৌরবে পড়ি মজে॥"

সুতরাং শাস্ত্রোক্তি হইতে দেখা যায় যে, কেবল স্ববর্ণানুষ্ঠান মানুষকে রৌরব গমন হইতে রক্ষা করিতে পারে না। ইহা হইতে স্পষ্টই অনুমিত হয় যে, জগতে নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম্ম সুন্দররূপে অনুষ্ঠিত হইবার জন্য বর্ণাশ্রমধর্ম্মের ব্যবস্থা।

এইরূপ কর্ম্মাধিকারীকে লক্ষ্য করিয়াই শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীভগবানের উপদেশ—

"শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ॥"

অর্থাৎ নিষ্কাম ঈশ্বরার্পিত-কর্ম্মযোগ-বিচারে কিঞ্চিৎ দোষবিশিষ্ট ও সম্যক্ অনুষ্ঠানের অযোগ্য হইলেও বদ্ধ জীবের পক্ষে স্বধর্ম্মই ভাল। আর উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত হইলেও অন্যের স্বভাবোচিত ধর্ম্ম ভাল নহে। স্বধর্ম্ম পালন করিতে করিতে যদি মৃত্যুও হয় তাহাও মঙ্গলজনক কেন না, অপর বদ্ধজীবের স্বভাবোচিত ধর্ম্ম, অন্য বদ্ধজীবের স্বভাবের উপযোগী হইতে পারে না। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে যেমন—ব্রাহ্মণাদি বর্ণের ভিক্ষাবৃত্তিতে হিংসার অভাব পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু ক্ষত্রিয়াদির মৃগয়াদি কার্য্য হিংসাবহুল। কোনও ক্ষত্রিয় স্বভাবান্বিত বদ্ধজীব যদি বেগবান ইন্দ্রিয়গ্রামের চেষ্টায় প্রতিকূলে ব্রাহ্মণের ভিক্ষাবৃত্তি অনুকরণ করিতে যায়, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি অলস, বেশোপজীবী ভণ্ডবাস হইয়া পড়িবে। লোক স্বভাবোচিত ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া অপরের স্বভাবোচিত ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে বলিয়াই বর্ত্তমান সমাজে এইরূপ বিশৃঙ্খলতা দৃষ্ট হয়। শূদ্রস্বভাব ব্যক্তি কেবল শৌক্র পরিচয়ে ব্রাহ্মণের বৃত্তি গ্রহণ করাতে লোভী, কুকর্ম্মরত, বেষমাত্রোপজীবী হইয়া লোকবঞ্চনা করিতেছে। আবার শূদ্রস্বভাব ব্যক্তিগণ পরমহংসবৈষ্ণব সাজিতে গিয়া সমাজে নানাবিধ ব্যভিচার ও কলঙ্ক আনয়ন করিয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতে কলির ভবিষ্যাচার বর্ণনপ্রসঙ্গে এইরূপ বেশোপজীবীর বর্ণনা রহিয়াছে।

শ্রীমদ্ভাগবত সপ্তমস্কন্ধে শ্রীনারদ যুধিষ্ঠিরমহারাজ বলিয়াছেন,—

"বিধর্ম্মঃ পরধর্ম্মশ্চ আভাস উপমাচ্ছলঃ।
অধর্ম্মশাখা পঞ্চেমা ধর্ম্মজ্ঞোঽধর্ম্মবত্ত্যজেৎ॥
ধর্ম্মবাধো বিধর্ম্মঃ স্যাৎ পরধর্ম্মোঽন্যচোদিতঃ।
উপধর্ম্মস্তু পাষণ্ডো দম্ভো বা শব্দভিন্নলঃ।
বণিক্পথা কুসীদং পুংশ্চলীত্যাভাসো ছলাদয়ং পৃথক্॥

অর্থাৎ ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তি বিধর্ম্ম, পরধর্ম্ম, ধর্ম্মাভাস, উপধর্ম্ম ও ছলধর্ম্ম এই পাঁচটী অধর্ম্মশাখাকে অধর্ম্মের ন্যায় অর্থাৎ সাক্ষাৎ নিষিদ্ধ বস্তুজ্ঞানে পরিত্যাগ করিবেন। ধর্ম্মবোধে কৃত হইলেও যাহা স্বধর্ম্মের পরিপন্থী হয় তাহার নাম 'বিধর্ম্ম'। অন্যের উপদিষ্ট অপরের অধিকারোচিত ধর্ম্ম পরধর্ম্ম; দম্ভযুক্ত ধর্ম্ম—পাষণ্ডধর্ম্ম। নিজকে ধার্ম্মিক জ্ঞাপন করিবার জন্য ছটা ভণ্ডামি ধারণযুক্ত ধর্ম্ম 'উপধর্ম্ম'। যাহা শব্দমাত্রে কেবল ধর্ম্মশব্দ ধারণ করে তাহার নাম 'ছল ধর্ম্ম'। যেমন, "গোদান কর্ত্তব্য" এই বিধিবাক্য শুনিয়া কেহ যদি মুমূর্ষু অথবা অকর্ম্মণ্য গোদান করেন এবং উহার দ্বারা বিধি পালিত হইল বলিয়া মনে করেন তাহাকে ছলধর্ম্ম বলে। অথবা "দশাবরান্ বিপ্রান্ ভোজয়েৎ" অর্থাৎ দশটী ব্রাহ্মণের ন্যূন ভোজন করাইবে না—এই বহুব্রীহি সমাসের অর্থ পরিত্যাগ করিয়া দশের ন্যূন নয় বা আটজনকে ভোজন করাইবে, কিন্তু একাদশ জনকে ভোজন করাইবে না। তৎপূর্ব্বসমাস করিয়া এইরূপ অর্থ করিয়া থাকেন তাহা হইলে সেইরূপ ব্যক্তির ধর্ম্মযাজনকে 'উপমা' বা 'ছলধর্ম্ম' বলা যায়। নিজ মনের খেয়াল অনুসারে কল্পিত দেবতা-পূজাদি 'ধর্ম্মাভাস'। ইহারা সকলই নিষিদ্ধ অধর্ম্ম বলিয়া শাস্ত্রে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

এই সকল নিষিদ্ধ অধর্ম্মের প্রতিটী বদ্ধজীবের স্বাভাবিক গতি। বদ্ধজীব ধর্ম্মযাজন করিতে গিয়া কোথায় কি প্রকারে দেবতার সঙ্গে ও কপটতা, দোকানদারী প্রকৃতি করিতে পারিবেন, তজ্জন্যই ব্যস্ত। দেবতাপূজায় 'ধপহাত কাপড়ের ব্যবস্থা থাকিলেও কোন প্রকারে একটী কম মূল্যের একখণ্ড ক্ষুদ্র বস্ত্র বা একখানি গামছা দ্বারাই বিধিটী পালন করিতে ব্যস্ত। এইরূপ অধিকারোচিত ব্যক্তি সর্ব্বদাই ইন্দ্রিয়ের দ্বারা চালিত হইয়া নিষিদ্ধ ধর্ম্মযাজনে প্রয়াসী। ঐ সকল ব্যক্তির মঙ্গলের জন্যই স্বধর্ম্মনিষ্ঠার কথা শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃতে লিখিয়াছেন—"অধিকার বিচার না করিয়া অনধিকারগত আচার স্বীকার করিলে জগতের ও নিজের প্রকৃত অনিষ্ট ঘটে। কোন কোন লোক ভ্রমক্রমে, কেহ কেহ বা ধূর্ত্ততা সহকারে উচ্চাধিকার যোগ্য না হইয়াও সেই অধিকারোচিত কার্য্য সকল করিতে থাকেন। তদ্দ্বারা ক্রমশঃ জগদ্ভ্রান্ত হইয়া থাকে। ধর্ম্মের নামে অসদাচার প্রচার করাই অনেক স্থলে সৃষ্টি করা যায়। ভাক্ত সন্ন্যাসিদিগের বর্ণাশ্রমরূপ ধর্ম্মপ্রবর্ত্তন এবং নেড়া, বাউল, কর্ত্তাভজা, দরবেশ,

কুম্ভপটীয়, অতিবড়ী, স্বেচ্ছাচারী ভাক্ত ব্রহ্মবাদিদিগের বর্ণাশ্রমবিরুদ্ধ চেষ্টাসকল অত্যন্ত অহিতকর। এই সমস্ত কার্য্য দ্বারা তাহারা জগতে যে পাপ প্রচলিত করে, তাহা জগন্নাশ-কার্য্য বিশেষ। সহজিয়া, নেড়া, বাউল, কর্ত্তাভজা প্রভৃতির যে অবৈধ স্ত্রীসংসর্গ সর্ব্বদা লক্ষিত হয়, তাহা নিতান্ত ধর্ম্ম বিরুদ্ধ। মহর্ষিগণ বিরচিত বিংশতিধর্ম্মশাস্ত্রে, ইতিহাসে ও পুরাণ সমূহে এই সকল জগন্নাশ-কার্য্য হইতে রক্ষা করিবার জন্য বহুবিধি লিপি-বদ্ধ আছে। ধার্ম্মিক জীবনই এই নশ্বর জগতে একমাত্র উৎকৃষ্ট বস্তু। তাহা লাভ করিবার জন্য সকলেরই যত্ন করা উচিত। ত্রৈবর্গিক ধর্ম্ম অনিত্য কর্ম্মকাণ্ডময়, ক্ষুদ্র ও স্বার্থপর। কৃষ্ণভক্তিস্বরূপ বিশুদ্ধ আপবর্গিক ধর্ম্ম সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও পালনীয়। তাহাতে মোক্ষাভিসন্ধি নিরস্ত হয় এবং ভক্তিই তাহার স্বরূপ।"

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীভগবান্ উদ্ধব মহারাজকে বলিয়াছেন—

"ইতি মাং যঃ স্বধর্ম্মেণ ভজেন্নিত্যমনন্যভাক্।
সর্ব্বভূতেষু মদ্ভাবো মদ্ভক্তিং বিন্দতে দৃঢ়াম্॥"

যিনি একমাত্র আমার প্রতি অনন্যভজনপরায়ণ ও সর্ব্বভূতে অন্তর্যামিরূপে স্থিত আমার প্রতিই আসক্ত হইয়া অর্থাৎ আত্মীয় স্বজনবর্গের বা জীববাচের স্থূল-লিঙ্গাদি দেহে আসক্ত না হইয়া বর্ণাশ্রমোচিত স্বধর্ম্মের দ্বারা নিত্যকাল নিষ্কপটে আমার ভজনা করেন, তিনি আমাতে দৃঢ়া ভক্তি লাভ করিয়া থাকেন।

"ভক্ত্যোদ্ধবানপায়িন্যা সর্ব্বলোকমহেশ্বরম্।
সর্ব্বোৎপত্ত্যপ্যয়ং ব্রহ্মকারণং মোপযাতি সঃ॥
ইতি স্বধর্ম্মনির্ণিক্ত সত্ত্বো নির্জ্জিতষট্পড়িঃ।
জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পন্নো ন চিরাৎ সমুপৈতি মাম্॥
বর্ণাশ্রমবতাং ধর্ম্ম এষ আচারলক্ষণঃ।
স এব মদ্ভক্তিযুতো নিঃশ্রেয়সকরঃ পরঃ॥"

—ভাঃ ১১।১৮।৪৪-৪৭

অর্থাৎ হে উদ্ধব, সেই স্বধর্ম্মনিরত ব্যক্তি অচলা ভক্তি সহকারে সর্ব্বলোকমহেশ্বর এবং নিখিল সৃষ্টিস্থিতি ও প্রলয়ের কারণ, বৈকুণ্ঠনিবাসী পরব্রহ্মস্বরূপ আমাকে প্রাপ্ত হন। এইরূপে স্বধর্ম্মানুষ্ঠানের দ্বারা শুদ্ধ-সত্ত্ব, জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পন্ন ও ইতর বিষয়ে বৈরাগ্যবান্ ব্যক্তি আমার গতি অবগত হইয়া আমার ঐশ্বর্য্য স্বরূপকে প্রাপ্ত হন। অর্থাৎ আমি স্বধর্ম্মনিরত অনন্যভাক্ ভক্তকে সাষ্টিলক্ষণা মুক্তি প্রদান করিয়া থাকি। বর্ণাশ্রমাচার-বিশিষ্ট পুরুষগণের ইহাই আচার-লক্ষণ-ধর্ম্ম। ইহাই আমার ভক্তিযুক্ত হইলে মোক্ষপ্রদ হইয়া থাকে।

কিন্তু ইহাই জীবের চরম প্রয়োজন নহে। উন্নত জীবস্বরূপ আত্মবিনাশরূপ নির্ব্বাণ মুক্তি বা ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে বিভিন্নজনলভ্য সালোক্যাদি মুক্তি স্পৃহা করেন না। ঐশ্বর্য্যশিথিল প্রেমে কৃষ্ণ বশীভূত হন না। এই জন্যই রাজ-ব্রাহ্মণ-সংবাদে "স্বধর্ম্মাচরণে বিষ্ণুভক্তিকে" "এক বাহু" বলা হইয়াছে।

এমন কি বর্ত্তমান সময়ে এইরূপ বিষ্ণুভক্তিময় স্বধর্ম্মাচরণের দৃষ্টান্ত সমাজে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যাঁহারা বিষ্ণুভক্তিযুক্ত বর্ণাশ্রম পালন করেন বলিয়া গলাবাজী করিয়া থাকেন, তাঁহারা প্রায়ই অদৈব সমাজের অধীন। তাঁহাদের বিষ্ণুভক্তি-যাজন কেবল লোক-দেখান কপটতা মাত্র। তাঁহারা কর্ম্মজড় স্মার্ত্তের দাস। শ্রীভাগবতোক্ত বা বিষ্ণুপুরাণোক্ত বিধি স্মার্ত্তের অধীন নহেন।

স্বভাবোচিত ধর্ম্মই 'স্বধর্ম্ম' এবং পরস্বভাব যোগ্য ধর্ম্মই 'পরধর্ম্ম'। সুতরাং স্বভাব সর্ব্বদাই যে; কোনও জাতি-কুল অপেক্ষা করিবে, তাহা নহে। যেমন পরশুরাম ও বিশ্বামিত্রের প্রকৃতিতে জাতিকুলজাত স্বধর্ম্ম যাজনের ব্যভিচার দৃষ্ট হয়। পরশুরাম ভৃগু বংশীয় মহর্ষি জমদগ্নির ঔরসজাত পুত্র। কিন্তু তিনি ব্রাহ্মণকুলজাত হইলেও ক্ষাত্রস্বভাব প্রাপ্ত হইয়া ছিলেন। কিন্তু ক্ষত্রস্বভাবযুক্ত পরশুরামকে ক্ষত্রিয় মধ্যে গণনা না করিয়া অবৈধরূপে ব্রাহ্মণ মধ্যে পরিগণিত করায় স্বভাব বিরুদ্ধধর্ম্মানুসারে পরশুরাম ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় মধ্যে স্বার্থবশতঃ শান্তি ভঙ্গ করিয়াছিলেন। বিশ্বামিত্রেও স্বধর্ম্মযাজনের ব্যভিচার দৃষ্ট হয়। বিশ্বামিত্র কুশবংশীয় কান্যকুব্জাধিপতি ক্ষত্রিয়রাজ গাধির পুত্র। কিন্তু ক্ষত্রিয়কুলজাত হইলেও তিনি ব্রাহ্মণস্বভাব লাভ করিয়াছিলেন; তাই তাঁহার স্বভাবোচিত ধর্ম্মই তাঁহাকে ব্রাহ্মণ যোগ্য তপস্যাদিতে নিযুক্ত

করিয়াছিল। কিন্তু তিনি ভগবচ্চরণ-প্রভাবে ঋষিত্ব লাভ করিলেও অনন্যভাক্ হইয়া হরিভজন করেন নাই বলিয়া পুষ্করতীর্থে সর্বেজ্ঞ দেবকা দর্শনে ভাববিদ্ধ হইয়াছিলেন।

অতএব ঔপাধিক স্বধর্ম্ম ও বিধর্ম্ম পরিবর্ত্তনশীল। জীব স্বরূপতঃ নিত্যকৃষ্ণদাস, সুতরাং অহৈতুকী ভগবদ্ভক্তিই জীবের স্বভাবগত বৃত্তি বা স্বরূপ ধর্ম্ম। উহা কোন কালেই ঔপাধিক পরধর্ম্মের ন্যায় "ভয়াবহ" বা অনিষ্টজনক নহে। উহা জীবমাত্রেরই স্বভাবোচিত ধর্ম্ম বলিয়া একমাত্র যথার্থ "স্বধর্ম্ম" আখ্যায় আখ্যাত হইবার যোগ্য এবং উহা একমাত্র শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বলিয়া পরধর্ম্ম পদবাচ্য হইতেও পারে। এই স্থানে পরশব্দে অপরের স্বভাবোচিত ধর্ম্ম নহে, পরন্তু স্বভাবোচিত শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। পূর্ব্বসঞ্চিত সুকৃতির ফলে নিষ্কিঞ্চন শুদ্ধভগবদ্ভক্তিপরায়ণ সাধুর দর্শনলাভ ও তাঁহার উপদেশ প্রাপ্ত হইলে জীবহৃদয়ে নির্গুণ ভক্তিলাভের স্পৃহা বলবতী হয়। সুতরাং সেই সময় সঙ্কীর্ণ, ক্ষুদ্র, স্বার্থপর ঔপাধিক স্বধর্ম্ম পরিত্যাগে কোনই আপত্তি থাকে না। কারণ ঔপাধিক স্বধর্ম্মই তখন পরধর্ম্ম অর্থাৎ মূলনিধি-সেবাসক অপর বদ্ধজীবের অধিকারোচিত নৈমিত্তিক ধর্ম্ম হইয়া পড়ে। আর জীবের নিত্য স্বভাবোচিত ধর্ম্ম কৃষ্ণভক্তি তখন স্বধর্ম্ম রূপে প্রকাশ পায়। সুতরাং ভগবদ্ভক্তিই জীবমাত্রের স্বধর্ম্ম, তদ্ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত ধর্ম্মই ঔপাধিক পরধর্ম্ম অতএব "ভয়াবহ"। এই জন্যই শ্রীব্যাসদেবকে শ্রীনারদ গোস্বামী বলিয়াছিলেন—

"ত্যক্ত্বা স্বধর্ম্মং চরণাম্বুজং হরে-
র্ভজন্নপক্কোঽথ পতেত্ততো যদি।
যত্র ক্ব বাভদ্রমভূদমুষ্য কিং
কো বার্থ আপ্তোঽভজতাং স্বধর্ম্মতঃ॥"

অর্থাৎ নিত্য-নৈমিত্তিককর্ম্ম অথবা বর্ণাশ্রমধর্ম্মপালন পরিত্যাগ করিয়া হরিপাদপদ্ম ভজন করিতে অসিদ্ধাবস্থায়ও যদি কেহ ভজন হইতে কোন প্রকারে ভ্রষ্ট অথবা মানবলীলা সম্বরণ করেন তথাপিকর্ম্মে অনধিকারহেতু আশঙ্কা করিতে হইবে না। ভাগবৎসেবা যাহা থাকায় তাহার কোন অমঙ্গল হয় না। পরন্তু ভজনহীন ব্যক্তিগণের ভক্তিযুক্ত স্বধর্ম্মপালনের দ্বারা কোন প্রয়োজনই বা সিদ্ধ হয়। তবে যে গীতায় অজ্ঞান কর্ম্মসঙ্গিদিগের বুদ্ধিভেদ জন্মাইবার নিষেধ আছে তাহা ভক্তুপদেষ্টাদিগের জন্য নহে। কারণ ভক্তিতে অন্তঃকরণ শুদ্ধি পর্য্যন্ত অপেক্ষা নাই। শ্রীমদ্ভাগবতেই উক্ত হইয়াছে যে, যোগী কুপথ্য যাহা করিলেও সদ্বৈদ্য কখনও তাহাকে কুপথ্য প্রদান করেন না। একারণ মধ্যেও উক্ত হইয়াছে যে—যাঁহারা কামনা পরিত্যাগপূর্ব্বক একমাত্র ভক্তিলাভের জন্য কৃষ্ণচরণে শরণ গ্রহণ করেন, তাঁহারা দেবগণ, ঋষিগণ, পুরুষগণ, ভূতগণ বা মনুষ্যগণ এই পঞ্চবিধ ঋণের কোন ঋণেই ঋণী নহেন। শ্রীগীতায় অর্জ্জুনকেও শ্রীভগবান এই চরমোপদেশ প্রদান করিয়াছেন।

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥

সুতরাং পূর্ব্বমীমাংসার "চোদনালক্ষণোঽর্থো ধর্ম্মঃ" সূত্রের দ্বারা লক্ষিত ঔপাধিক স্বধর্ম্মই উত্তর-মীমাংসার প্রতিপাদ্য নিত্যধর্ম্ম ভগবদ্ভক্তির নিকট পরধর্ম্ম পদবাচ্য। তাহাই ভয়াবহ। আর ভগবদ্ভক্তিই নিত্যকৃষ্ণদাস জীবের স্বধর্ম্ম উহাই আত্মার সহজ ও সুখাবহ।

বৈশেষিক দর্শন।

মহর্ষি কণাদ এই দর্শন খানির প্রণেতা। ইহার মতে দুঃখের আত্যন্তিকী নিবৃত্তির নাম মুক্তি। দুঃখ একবার নিবৃত্ত হইলে পুনর্ব্বার যদি কখনও দুঃখ না জন্মে, তাহা হইলেই দুঃখের আত্যন্তিকী নিবৃত্তি হয়। এবংবিধ দুঃখ নিবৃত্তিরূপা মুক্তি আত্মসাক্ষাৎকার স্বরূপ তত্ত্বজ্ঞান ব্যতীত জন্মে না। ঐ তত্ত্বজ্ঞানও আবার সহজ নহে। প্রথমতঃ শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাণ হইতে আত্মার স্বরূপ ও গুণাদি শ্রবণ করিতে হইবে। পরে শ্রুত বিষয় সকল যুক্তিসঙ্গত হইতেছে কিনা, এইরূপ সংশয়ের নিরাসার্থ তাহাদের মনন অর্থাৎ অনুমান করিতে হইবে। তদনন্তর অনুমিত বিষয়ের নিদি-

ধ্যাসন অর্থাৎ ধারণা দ্বারা একাগ্রতা সাধন করিতে হইবে। তাদৃশ একাগ্রচিত্তে যে ঈশ্বর সাক্ষাৎকার হয়, তাহাই তত্ত্বজ্ঞান অতএব শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন এই তিনটিই তত্ত্বজ্ঞানের সাধন; উহার সাধনান্তর নাই। যিনি আত্মাকে শ্রবণ করিয়াছেন, তাহারই মননে অধিকার জন্মিয়াছে। আবার যিনি আত্মাকে আত্মেতর বস্তুসকল হইতে ভিন্নরূপে মনন করিয়াছেন, তিনিই নিদিধ্যাসনের অধিকারী হইয়াছেন। এই নিদিধ্যাসনই তত্ত্বজ্ঞানের সাক্ষাৎ সাধন। আত্মাও আত্মেতর পদার্থসকলের জ্ঞান উহার পরম্পরায় কারণ। এই নিমিত্ত এই দর্শনে পদার্থসকল সবিশেষ নিরূপিত হইয়াছে।

এই দর্শনকারের মতে পদার্থ দ্বিবিধ, যথা:—(১) ভাব ও (২) অভাব।

(১) ভাব :—ভাব পদার্থ ছয় প্রকার, যথা:—

(ক) দ্রব্য, (খ) গুণ, (গ) কর্ম্ম, (ঘ) সামান্য, (ঙ) বিশেষ ও (চ) সমবায়।

(ক) দ্রব্য—দ্রব্যপদার্থ নয়প্রকার, যথা—পৃথিবী, জল, তেজঃ, বায়ু, আকাশ, কাল, দিক্, আত্মা ও মন। তন্মধ্যে :—

পৃথিবী—যাহার গন্ধ আছে, সেই দ্রব্যের নাম পৃথিবী, যথা, পুষ্পফলাদি। যাহার গন্ধ নাই, সেই দ্রব্য পৃথিবী নহে যথা, জলাদি। প্রস্তরাদি পার্থিব দ্রব্যেরও গন্ধ আছে, কিন্তু ঐ গন্ধ উৎকট নহে বলিয়া উহার প্রত্যক্ষ হয় না। প্রস্তরাদির গন্ধ অনুমান সিদ্ধ।

জল—যে দ্রব্যের স্নেহগুণ আছে, তাহারই নাম জল। জল ভিন্ন অন্য কোন দ্রব্যের স্নেহগুণ নাই।

তেজঃ—উষ্ণস্পর্শবিশিষ্ট দ্রব্যের নাম তেজঃ।

বায়ু—যেদ্রব্যের স্বাভাবিক অনুষ্ণাশীত স্পর্শগুণ আছে তাহাকেই বায়ু বলে। বায়ুর অনুমানসিদ্ধ রূপবত্তি আছে।

পৃথিবী, জল, তেজঃ ও বায়ু এই চারিটি দ্রব্য নিত্য ও অনিত্য ভেদে দ্বিবিধ। পরমাণুরূপ পৃথিব্যাদি নিত্য এবং তদতিরিক্ত পৃথিব্যাদি অনিত্য। যাহার নিজের অবয়ব নাই কিন্তু যে বস্তু পরম্পরায় সকল বস্তুরই অবয়ব এবং যাহা সমস্ত স্থূলবস্তুর শেষসীমা স্বরূপ, তাহারই নাম পরমাণু। রবিকিরণমধ্যে গবাক্ষবিবরে ভ্রমরেণু নামে যে সূক্ষ্মপদার্থ দৃষ্টিগোচর হয়, তাহার তৃতীয়াংশকে দ্ব্যণুক বলে, আর ঐ দ্ব্যণুকের অর্দ্ধাংশকেই পরমাণু বলে। পৃথিবী প্রভৃতি চারিটি দ্রব্যেরই আকার আছে, তদতিরিক্ত অপর সকল দ্রব্যই নিরাকার ও নিত্য। পূর্ব্বোক্ত দ্রব্যচতুষ্টয়ের চারিটি শরীর স্বীকার করা হয়, যথা—পার্থিব, জলীয়, তৈজস ও বায়বীয় তন্মধ্যে পার্থিবশরীর মনুষ্য পশ্বাদির, জলীয় শরীর বরুণ লোকে প্রসিদ্ধ, তৈজস শরীর আদিত্যলোকে এবং বায়বীয় শরীর পিশাচাদির।

আকাশ—শব্দগুণযুক্ত দ্রব্যের নাম আকাশ। আকাশই বাহ্যেন্দ্রিয় শব্দের অদ্বিতীয় আশ্রয়।

পৃথিবী হইতে আকাশ পর্য্যন্ত পাঁচটি দ্রব্যে গঠিত পাঁচটি ইন্দ্রিয় আছে। ঐ সকল ইন্দ্রিয়দ্বারা এক একটি অসাধারণ গুণাদির উপলব্ধি হইয়া থাকে। পার্থিব ইন্দ্রিয় নাসিকা দ্বারা গন্ধাদির, জলীয় ইন্দ্রিয় রসনা দ্বারা রসাদির, তৈজস ইন্দ্রিয় নেত্র দ্বারা রূপাদির, বায়বীয় ইন্দ্রিয় শ্রোত্র দ্বারা শব্দাদির উপলব্ধি হয়।

কাল—যাহার সাহায্যে জ্যেষ্ঠত্ব ও কনিষ্ঠত্ব প্রভৃতি উপলব্ধি হইয়া থাকে, তাহারই নাম কাল। ঐ কাল এক হইয়াও ক্ষণ, দিন, মাস ও বৎসর প্রভৃতি বিভিন্ন উপাধি অনুসারে বিভিন্ন প্রতীতি উৎপন্ন করে।

দিক্—দূরত্ব নৈকট্য প্রভৃতি জ্ঞানের অসাধারণ কারণই দিক্। দিগও উপাধি ভেদে ভিন্ন।

আত্মা—যাহার চৈতন্য আছে, তাহাকে আত্মা বলা যায়। আত্মা শরীর ও ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা। শরীরাদি হইতে আত্মার পার্থক্যবোধ অনুমানসিদ্ধ। ঐ আত্মা, জীবাত্মা ও পরমাত্মা ভেদে দ্বিবিধ। জীবাত্মা মনুষ্যাদি ভেদে বহুবিধ। পরমাত্মা এক ও পরমেশ্বরাদি শব্দবাচ্য।

মনঃ—যাহা দ্বারা সুখদুঃখাদির অনুভব হয়, শরীরাভ্যন্তরবর্ত্তী সেই দ্রব্যবিশেষের নাম মনঃ। উহাকে অন্তরিন্দ্রিয়ও বলা হয়।

(খ) গুণ—রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথক্ত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব, বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, যত্ন, গুরুত্ব, দ্রবত্ব, স্নেহ, সংস্কার, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম ও

সমবায় এই চতুর্বিংশতি পদার্থের নাম গুণ। তন্মধ্যে—

রূপ—নীলপীতাদি ভেদে বহুবিধ। রূপ দর্শনজ্ঞানের কারণ। কেহ কেহ শুক্ল, নীল, পীত, রক্ত, হরিত, কপিশ, ও চিত্র, এই সাতটি রূপ স্বীকার করেন।

রস—ষড়বিধ, যথা—কটু, কষায়, তিক্ত, অম্ল, লবণ ও মধুর।

গন্ধ—সৌরভ ও অসৌরভ ভেদে দ্বিবিধ।

স্পর্শ—শীত, উষ্ণ ও অনুষ্ণাশীত ভেদে ত্রিবিধ। কাঠিন্য এবং কোমলতাদিও ঐ স্পর্শেরই অবস্থাবিশেষ।

সংখ্যা—একত্ব ও দ্বিত্বাদি ভেদে সংখ্যা নানাবিধ।

পরিমাণ—স্থূল, সূক্ষ্ম, দীর্ঘ ও হ্রস্ব এই চারি প্রকার।

পৃথক্ত্ব—পার্থক্য প্রতীতির কারণই পৃথক্ত্ব।

সংযোগ—বিপ্রকৃষ্ট বস্তুদ্বয়ের মিলনের নাম সংযোগ।

বিভাগ—সন্নিকৃষ্ট বস্তুদ্বয়ের বিয়োগের নাম বিভাগ।

পরত্ব ও অপরত্ব—দৈশিক ও কালিকভেদে পরত্ব ও অপরত্ব উভয়ই দ্বিবিধ হইয়া থাকে।

বুদ্ধি—জ্ঞানেরই নামান্তর বুদ্ধি। বুদ্ধি প্রথমতঃ প্রমা ও অপ্রমা ভেদে দুই প্রকার। যাহার যাহা আছে, তাহাকে তদ্বিশিষ্ট বলিয়া জানার নাম প্রমা অর্থাৎ যথার্থ জ্ঞান। এবং যাহার যাহা নাই, তাহাকে তদ্বিশিষ্ট বলিয়া জানার নাম অপ্রমা অর্থাৎ অযথার্থ জ্ঞান বা ভ্রম জ্ঞান। ভ্রম নানা কারণেই ঘটিয়া থাকে। উহার কোন নিয়ত কারণ নাই। নিশ্চয় ও সংশয় ভেদে ও জ্ঞান দুই প্রকার হইয়া থাকে। অনুভব ও স্মরণ ভেদে ও জ্ঞান দ্বিবিধ হইতে পারে।

সুখ—অভিপ্রেত বিষয়ের নাম সুখ।

দুঃখ—অনভিপ্রেত বিষয়ের নাম দুঃখ।

ইচ্ছা—অভিলাষেরই নামান্তর ইচ্ছা।

দ্বেষ—অনিষ্টসাধক বিষয়ে বিতৃষ্ণির নাম দ্বেষ।

যত্ন—প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি ও জীবনযোনি ভেদে তিন প্রকার। অভিলষিত বিষয়প্রাপ্তির নিমিত্ত যে চেষ্টা, তাহার নাম প্রবৃত্তি। অনভিলষিত বিষয় হইতে দূরে থাকিবার যে চেষ্টা, তাহারই নাম নিবৃত্তি এবং যে যত্ন আছে বলিয়া আমরা জীবিত থাকিতেছি, তাহারই নাম জীবনযোনি যত্ন।

গুরুত্ব—পতনের কারণ গুরুত্ব।

দ্রবত্ব—জলের নাম দ্রবত্ব।

স্নেহ—যে গুণের সদ্ভাবে চূর্ণবস্তু পিণ্ডী কৃত হয় তাহারই নাম স্নেহ।

সংস্কার—সংস্কার ত্রিবিধ, যথা :—বেগ, স্থিতিস্থাপক ও ভাবনা। গতির কারণ বেগ। যে বস্তু থাকাতে আকৃষ্ট বস্তু বিমুক্ত হইয়া স্বস্থানস্থিত হয়, তাহারই নাম স্থিতিস্থাপক সংস্কার এবং যে সংস্কার দ্বারা পূর্বানুভূত বস্তুর স্মরণ হয়, তাহারই নাম ভাবনা।

ধর্ম্ম—শুভাদৃষ্টের নাম ধর্ম্ম।

অধর্ম্ম—অশুভাদৃষ্টের নাম অধর্ম্ম।

শব্দ—ধ্বনি ও বর্ণভেদে দ্বিবিধ। মূলাদি হইতে উৎপন্ন শব্দের নাম ধ্বনি এবং কণ্ঠাদি হইতে সমুৎপন্ন শব্দের নাম বর্ণ।

(গ) **কর্ম্ম**—উৎক্ষেপণ, অবক্ষেপণ, আকুঞ্চন, প্রসারণ ও গমন এই পঞ্চবিধ।

(ঘ) **সামান্য**—জাতি পদার্থের নাম সামান্য। ঐ জাতি পরা ও অপরা ভেদে দ্বিবিধ। যে জাতি অধিক স্থানে থাকে, তাহার নাম পরা জাতি এবং যে জাতি অপেক্ষাকৃত অল্পস্থানে থাকে, তাহাকে অপরা জাতি বলা যায়।

(ঙ) **বিশেষ**—আকাশ ও পরমাণু প্রভৃতি নিত্যদ্রব্যে, যে এক একটি ভেদক পদার্থ আছে, তাহারই নাম বিশেষ পদার্থ। উহা দ্বারাই নিত্য পদার্থসমূহের পরস্পর ভেদ অনুমিত হইয়া থাকে।

(চ) **সমবায়**—অবয়বের সহিত অবয়বীর, গুণের সহিত গুণীর, ক্রিয়ার সহিত ক্রিয়াবিশিষ্টের এবং নিত্যদ্রব্যের সহিত বিশেষ পদার্থের যে নিত্য সম্বন্ধ, তাহারই নাম সমবায়।

(ছ) **অভাব**—অভাব পদার্থ দ্বিবিধ, যথা :—(অ) সংসর্গাভাব ও (আ) অন্যোন্যাভাব। তন্মধ্যে :—

(অ)সংসর্গাভাব—ত্রিবিধ, যথা,—অত্যন্তাভাব, ধ্বংস

ও প্রাগভাব। বস্তুর নিত্য অনস্তিত্বের নাম অত্যন্তাভাব। বিনাশের নাম ধ্বংস এবং বস্তুর উৎপত্তির পূর্ব্বে, সেই বস্তুর যে অভাব থাকে, তাহাকেই প্রাগভাব কহে।

(৯) অন্যোন্যাভাব—এক বস্তু হইতে অন্য বস্তুর যে ভেদ, তাহারই নাম অন্যোন্যাভাব।

জীবাত্মা, পরমাত্মা ও দেহেন্দ্রিয়াদি হইতে পৃথক্ এবং উহা বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, যত্ন, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম ও ভাবনাখ্য সংস্কার, এই নববিধ গুণের আশ্রয়। ষড়্‌বিধ ভাব পদার্থ (দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ ও সমবায়) এবং অভাব পদার্থ, এই সপ্তপদার্থের যথাযথ জ্ঞান এবং আত্মা ও আত্মেতর পদার্থসমূহের পার্থক্যজ্ঞানে জীবাত্মার তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়। তদনন্তর উপাসনা দ্বারা আত্মদ্বয়ের (জীবাত্মার ও পরমাত্মার) সাক্ষাৎকার ঘটে। আত্ম-সাক্ষাৎকার হইলেই উক্ত বুদ্ধি সুখাদি বৈশেষিক গুণ সমূহের বৃত্তির এরূপ ধ্বংস হয় যে, উহাদের পুনরুৎপত্তির সম্ভাবনাও থাকে না। এইরূপ গুণবৃত্তির বিনাশই আত্যন্তিকী দুঃখনিবৃত্তি বা মুক্তি। ইহাই বৈশেষিক দর্শনের মত।

বৈশেষিক মতভেদ।—

বৈশেষিক দর্শনে যে সকল অত্যন্ত ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণযুক্ত পদার্থসমূহ স্বীকৃত হইয়াছে, তাহা শ্রুতিসম্মত নহে এবং যুক্তিসিদ্ধও নহে। বিচার করিলে দ্রব্য ও গুণের পৃথক্ত্ব রক্ষা করিতে পারা যায় না। দ্রব্য হইতে পৃথক্ গুণপদার্থ দ্রব্যে অবস্থান করে, ইহা স্বীকৃত হইলে দ্রব্যের প্রত্যক্ষ অস্বীকার করিতে হয় কিংবা নির্গুণ দ্রব্যের প্রত্যক্ষ স্বীকার করিতে হয়। উভয়ই ক্ষতিজনক।

পুনশ্চ, অনিত্যদ্রব্যে নিত্যা জাতির স্বীকারও উচিত নহে। পরমাণুদ্বয়ই যখন নিত্যত্ব স্থাপন করা যায় না, তখন পরমাণুবৃত্তি নামক বিশেষ পদার্থের যে নিত্যত্ব স্থাপিত হইতে পারে না, তাহা ও স্থির।

আবার সমবায়সম্বন্ধে যে অবয়বের সহিত অবয়বীর, গুণের সহিত গুণীর প্রভৃতি যে নিত্যসম্বন্ধ স্বীকৃত হইয়াছে, তাহাও নিতান্ত অযৌক্তিক। কারণ, অবয়বাদি অনিত্য স্বীকার করিলে তাহাদের সহিত সম্বন্ধ কিরূপে নিত্য হইতে পারে।

এই দর্শনোক্ত পরমাণু কারণবাদও আদৌ যুক্তিসঙ্গত নহে।

এইত গেল পদার্থের বিষয়। তারপর উঁহাদিগের কল্পিত আত্মগুণবৃত্তিধ্বংসস্বরূপ মুক্তি ও প্রকৃত মুক্তি নহে, উহা জড়তাপত্তি মাত্র। কারণ, যাহাতে পৃথক্ সুখাস্বাদ নাই, তাহা মুক্তিই নহে।

শ্রীনিশিকান্ত দেবশর্ম্মা।

প্রচার-প্রসঙ্গ।

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ কতিপয় ব্রহ্মচারী সহ জলপাইগুড়িতে শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রচারিত শুদ্ধ ভক্তি কথা প্রচার করিতেছেন। সম্প্রতি তিনি ধর্ম্মপ্রাণ শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র ঘোষ বি, এল জমীদার মহাশয়ের ভবনে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা এবং গৌরবিহিত শুদ্ধ ভক্তিসঙ্গীত কীর্ত্তন করিয়াছেন। গত ২৬শে আষাঢ় শ্রীপাদ ভারতী মহারাজ পরম ভাগবত শ্রীপাদ কুমুদকান্তভৌমিক মহোদয়ের গৃহে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও কীর্ত্তন করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদানুগ কুমুদবাবু শুদ্ধ ভক্ত্যনুরাগী পুরুষ। তিনি জলপাইগুড়িতে শুদ্ধভক্তি কথা প্রচারের জন্য বিশেষ উৎসাহের সহিত চেষ্টা করিতেছেন। উদার হৃদয়, সত্যোৎসাহী শ্রীযুক্ত হরিহর-প্রসাদ সাহা মহাশয়ের শুদ্ধভক্তি-প্রচারকল্পে প্রচেষ্টাও বিশেষ প্রশংসার্হ। তিনি যুবক হইলেও ইহার চিত্তবৃত্তি সাধু ও সদনুষ্ঠানের প্রতি ধাবিত।

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীমদ্ভক্তিস্বরূপপুরী মহারাজ রংপুরের অন্তর্গত সৈয়দপুরে শুদ্ধ হরিকথা প্রচার করিতেছেন। তিনি স্থানীয় হরিসভায় বক্তৃতা, পাঠ ও কীর্ত্তন করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র ব্রহ্মচারী মহোদয় ও স্বামিজী মহারাজের সহিত হরিকথা প্রচার করিতেছেন।

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস পর্ব্বত

মহারাজ সম্প্রতি কটক ও গণেশ্বরপুরে শ্রীভাগবত মঠ হইয়া শ্রীগৌড়ীয় মঠে প্রত্যাগত হইয়াছেন।

আচার্য্যানুগমনে

শ্রীগৌড়মণ্ডল-পরিক্রমা-ডায়েরী

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

অষ্টাদশ দিবস

৩রা ফাল্গুন রবিবার

ভক্তগণ বীরচন্দ্রপুরে কীর্ত্তন মহোৎসব সমাপনপূর্ব্বক অপরাহ্ণ পাঁচ ঘটিকার সময় পুনরায় পরিক্রমায় বহির্গত হইবার জন্য উদ্যত হইলেন। মন্দিরের প্রধান সেবায়েৎ শ্রীযুক্ত গোপীবিহারী গোস্বামী মহাশয় শ্রীলপরমহংস ঠাকুরকে যথোচিত বৈষ্ণব সম্মান প্রদর্শন করিয়া শ্রীলপরমহংসঠাকুরের মুখে কিছু কাল হরিকথা শ্রবণ করিলেন। তৎপরে ভক্তগণ কীর্ত্তন করিতে করিতে একচক্রা হইতে চারি মাইল দূরে ন্যাড়া গ্রামে ঠাকুর দাস নামক জনৈক ভক্তের আগ্রহাতিশয্যে তাহার গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঠাকুর দাস দরিদ্র হইলেও বৈষ্ণব সেবা ও হরিকথা প্রচারে বিশেষ উৎসাহান্বিত। তিনি গ্রামবাসিগণকে শুদ্ধ হরিকথা শুনাইবার জন্য তাঁহার কুটীরের পার্শ্বে একটী বিস্তৃত স্থানের নিম্ন স্থান নির্দ্দেশ করিলেন। ত্রিদণ্ডি স্বামী শ্রীপাদ ভক্তিস্বরূপ পুরী মহারাজ ও শ্রীপাদ নন্দসুহৃৎ ব্রহ্মচারী মহোদয় প্রায় দুই ঘণ্টা কাল বক্তৃতা ও কীর্ত্তন দ্বারা হরিকথা কীর্ত্তন করেন। শ্রীলপরমহংস ঠাকুর ঠাকুরদাসের কুটীর প্রাঙ্গণে আসনগ্রহণ করিয়া অনেক ক্ষণ হরিকথা বলিলেন। ঠাকুরদাস ভিক্ষা দ্বারা সমাগত বৈষ্ণব অতিথিবর্গের সেবা করিয়া চরমমানব জীবনের পরমপ্রাপ্য ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি সঞ্চয় করিলেন। বৈষ্ণবগণ তাঁহার সৌভাগ্য দর্শন করিয়া শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের পদ কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

দীনেরে অধিক দয়া করে ভগবান্।
কুলীন, পণ্ডিত ধনীর বড় অভিমান॥

সেই রাত্রেই ভক্তগণ ন্যাড়া গ্রাম হইতে নবগ্রামপুর ষ্টেসনে আসিয়া ১০।৫০ ঘটিকার ট্রেণে আরোহণপূর্ব্বক ১৯।০ টার সময় নবগ্রামী জংসন তথা হইতে রাত্র ২৯০ ঘটিকার সময় আজিমগঞ্জে আসিয়া উপনীত হইলেন।

ঊনবিংশ দিবস

৪ঠা ফাল্গুন—সোমবার

উষা কালে ভক্তগণ শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের জয়ধ্বনি করিতে করিতে আজিমগঞ্জ হইতে নৌকাযোগে পূর্ব্বপার জিয়াগঞ্জে উপনীত হইলেন। এই স্থানে জমিদার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নাথ সিংহ এম্ এল্ সি মহাশয়ের আগ্রহে ভক্তগণ উচ্চরোলে নগর কীর্ত্তন করিতে করিতে তাঁহার ভবনে আসিয়া উপনীত হন। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রবাবুর পূর্ব্ব পুরুষ বুধেলখণ্ডের অধিবাসী ছিলেন। তথাকার অধিবাসিগণের মধ্যে বৈষ্ণব ও শাক্ত নামে দুইটী বিভাগ আছে। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র বাবু বৈষ্ণব শাখার অন্তর্গত। সুরেন্দ্র বাবুর গৃহে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের নিত্যসেবার বন্দোবস্ত আছে। শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দদেবের মন্দির-প্রাঙ্গণে উপবিষ্ট হইয়া কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

অপরাহ্ণে ভক্তগণ পাল্কীযোগে শ্রীল নরোত্তমঠাকুর মহাশয়ের শিষ্য শ্রীপাদ গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তিঠাকুরের শ্রীপাট সন্দর্শন করিবার জন্য গমন করিলেন। শ্রীপাদ গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তিঠাকুরের শিষ্য শ্রীকৃষ্ণ চরণ চক্রবর্ত্তী তদ্ভিন্ন শ্রীরাধাচরণ ঠাকুর, রাধাচরণ ঠাকুরের শিষ্যই শ্রীবিষ্ণুনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর।

পূর্ব্বের পাল্কীযোগ নদীগর্ভজাত। শুনা যায় কর্ম্মজড় স্মার্ত্তকুল অপরাধের অজ্ঞতাজনের বশবর্ত্তী হইয়া ঠাকুর মহাশয়ের অপ্রকটকালে শ্রীলগঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তিঠাকুরের নিকট ঠাকুরমহাশয়ের সম্বন্ধে বহু নিন্দা বাদ করিতে উদ্যত হয়। গুরুনিন্দাশ্রবণে ব্যথিত হইয়া শ্রীগঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তিঠাকুর শ্রীগুরুদেবের নিকট হৃদয়ের ব্যথা নিবেদন করেন। শ্রীল ঠাকুরমহাশয় সুস্মোক্ষিতের প্রায় সন্ধিত

চিতা হইতে উত্থিত হইয়া বৈষ্ণবের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে থাকেন। এই ঐশ্বর্য্যপ্রকাশক ঘটনায় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া অনেক গৌড়ব্রাহ্মণ শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের চরণে শরণ গ্রহণ করেন। গাম্ভীলাতেই এই ঘটনা ঘটিয়াছিল। যেমন গোপীবল্লভপুর শ্রীল শ্যামানন্দ ঠাকুরের প্রধান শিষ্য শ্রীরসিকানন্দ প্রভুর প্রধান গাদি তদ্রূপ গাম্ভীলাতে এক দিন ঠাকুর মহাশয়ের প্রিয়শিষ্য শ্রীগঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী-ঠাকুরের প্রধান গাদি ছিল।

উত্তরবাড়ীর সেবায়েতগণ বলেন যে শ্রীগঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তীর 'শ্রীরাধাবল্লভ' নামক শ্রীরাধাগোবিন্দ বিগ্রহের সেবা ছিল। বর্ত্তমানে সেই শ্রীবিগ্রহ কাশীমবাজারে আছেন। কিংবদন্তী যে শ্রীবিগ্রহের পদযুগলে শ্রীল গঙ্গানারায়ণচক্রবর্ত্তী নাম অঙ্কিত আছেন।

শ্রীগঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তিঠাকুরের হরিপ্রিয়া ও বিষ্ণুপ্রিয়া নামে দুইটী কন্যা ছিলেন। চক্রবর্ত্তিঠাকুরের সহধর্ম্মিণীর নাম শ্রীনারায়ণীঠাকুরাণী। হরিপ্রিয়া জ্যেষ্ঠা কন্যা, বিষ্ণুপ্রিয়া কনিষ্ঠা কন্যা ও বিধবা ছিলেন। বিষ্ণুপ্রিয়ার কোন ও সন্তান ছিল না। শ্রীগঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী হরিপ্রিয়া ও বিষ্ণুপ্রিয়াকে দুইটী পৃথক্ বাড়ী দান করিয়া যান। হরিপ্রিয়া যে বাড়ীতে ঠাকুরসেবা করিতেন তাহা উত্তর বাড়ী বা বড় বাড়ী এবং বিষ্ণুপ্রিয়া যে বাড়ীতে বাস করিয়া সেবা করিতেন তাহা দক্ষিণ বা ছোটবাড়ী নামে অভিহিত। শ্রীযুক্তা হরিপ্রিয়া ঠাকুরাণীর স্বামীর নাম শ্রীকৃষ্ণবল্লভ চক্রবর্ত্তী। হরিপ্রিয়া ঠাকুরাণীর গিরিধর, রাধাকৃষ্ণ ও ধরণীধর নামে তিনটী পুত্র ছিলেন। গিরিধর রাধাকৃষ্ণ ও ধরণীধরের সহিত পৃথকান্ন হইয়া ঠাকুরসেবা ও বিভাগ করিয়া লইলেন। গিরিধরের পুত্র রসিকানন্দ চক্রবর্ত্তী, রসিকানন্দের পুত্র নন্দকুমার ও নরসিংহ ও ললিতানাম্নী একটী কন্যা। শ্রীল গঙ্গানারায়ণচক্রবর্ত্তী ঠাকুরের কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর অপ্রকটের পর কিছুকাল বৈষ্ণবব্রাহ্মণ দ্বারা শ্রীগোবিন্দদেবের সেবাপূজা সাধিত হয়, পরে নন্দকুমার চক্রবর্ত্তী ও তাঁহার ভগ্নি ললিতাদেবী সেবা করেন। ললিতাদেবীর যৌতুক তরফপুরের বাসিন্দা শ্রীরাধামোহন গোস্বামীর পুত্র শ্রীরামানন্দ গোস্বামী, রামানন্দের পুত্র শ্রীমধুসূদন, শ্রীমধুসূদন ভাদুড়ী-বংশোদ্ভূত। জগদানন্দকে গোস্বামিরূপে গ্রহণ করেন। ইনিই বর্ত্তমানে ছোট বা দক্ষিণবাড়ীর সেবায়েৎ। ইনি অত্যন্ত প্রাচীন হইয়াছেন, দৃষ্টিশক্তিহীন।

নরসিংহের পুত্র নিমাই, নিমাইর পুত্র ব্রজানন্দ। শ্রীব্রজানন্দের সহিত দক্ষিণবাড়ীর মধুসূদন গোস্বামীর ঠাকুর সেবা ও সম্পত্তি বিভাগ লইয়া আদালতে বহুকাল-ব্যাপী বিবাদ হইয়াছিল। তখন হইতেই বোধ হয় উত্তরবাড়ী ও দক্ষিণবাড়ীর মধ্যে পরস্পর মনোমালিন্য ও অসহযোগিতার সৃষ্টি হইয়াছে। ব্রজানন্দের পুত্র গোকুলানন্দ। গোকুলানন্দের পৌত্র পুত্র—সচ্চিদানন্দ ইনি বর্ত্তমানে জীবিত আছেন। বয়স বেশী নয়। সেবাদি কার্য্যে উদাসীন। গানবাদ্যাদিতেই অনেক সময় অতিবাহিত করিয়া থাকেন।

ভক্তগণ শ্রীগঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তীঠাকুরের শ্রীপাট দর্শন করিয়া পুনরায় শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রবাবুর ঠাকুর মন্দিরে আগমন করিলেন। তথায় বৃহৎ নাটমন্দিরে বহু সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত ভদ্রলোকের সমাগম হইয়াছিল। কীর্ত্তনমুখে বক্তৃতা আরম্ভ হয়। পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ শ্রীগৌরনিত্যানন্দ প্রচারিত "ভক্তভক্তিধর্ম্ম ও বর্ত্তমান সমাজে প্রচলিত বিকৃত ধর্ম্ম" সম্বন্ধে ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা করেন। তৎপর শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যা-বিনোদ বি, এ—"বৈষ্ণব ধর্ম্মের সার্ব্বভৌমিকতা" এবং শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ভক্তিবিজয় মহোদয় "তৃণাদপি শ্লোকের তাৎপর্য্য" সম্বন্ধে বহুল শাস্ত্রীয় সদ্যুক্তি ও সাধারণ ব্যবহারিক জীবনের দৃষ্টান্তাবলীর দ্বারা শাস্ত্রীয় সুমীমাংসা করিয়া যেন।

প্রয়োজনীয়।

শ্রীগৌড়ীয়মঠের ও প্রিন্টিংওয়ার্কের জন্য সংস্কৃতভাষা ও ব্যাকরণশাস্ত্রে পারদর্শী কতিপয় পণ্ডিতের আবশ্যক। ভাষার বেশী অধিকার না থাকিলে প্রার্থনা অনাবশ্যক।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ।

গৌড়ীয়

শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার ৯ই শ্রাবণ ১৩৩২, ২৫শে জুলাই ১৯২৫

সাময়িক প্রসঙ্গ।

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের প্রারম্ভে শ্রীমন্মহাপ্রভুর তত্ত্বসিদ্ধান্ত কীর্ত্তন করিবার জন্য শ্রীচৈতন্য প্রভুকে বন্দনাপূর্ব্বক বলিয়াছেন যে, ভক্তি-সিদ্ধান্তসাগর নানামতবাদরূপ দুর্ব্বারাধিহিংস্রজন্তুপরিপূর্ণ। শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপা ব্যতীত কেহই এই সিদ্ধান্তসাগর উত্তীর্ণ হইতে পারেন না। আবার শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপায় সেবোন্মুখ স্রোতপন্থী বালকের হৃদয়েও শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত প্রকাশিত হন।

যাঁহারা সিদ্ধান্ত-কথা আলোচনাকে 'তত্ত্বকথা' মনে করেন এবং 'তত্ত্বকথায় জ্ঞানের প্রাবল্য হইলে প্রেমভক্তির হ্রাস হয়' বিবেচনা করেন, তাঁহাদের জন্য শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের প্রারম্ভেই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন—

"সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে না কর অলস।
ইহা হৈতে কৃষ্ণে লাগে সুদৃঢ় মানস॥
চৈতন্য-মহিমা জানি এ সব সিদ্ধান্তে।
চিত্ত দৃঢ় হৈলে লাগে মহিমা জ্ঞান হৈতে॥"

স্রোতপন্থার নিষ্কপট আনুগত্য ব্যতীত সিদ্ধান্তনির্ণয়ে সচেষ্ট হইলে পরস্পর গোলযোগপূর্ণ কুসিদ্ধান্ত, অপসিদ্ধান্ত প্রভৃতিই হইয়া থাকে। ব্যাসাবতার শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর শ্রীচৈতন্যভাগবতের প্রারম্ভে এই জন্যই বলিয়াছেন যে, শ্রীনিত্যানন্দ-কৃপানুগতা দ্বারাই সেবোন্মুখ জীব-হৃদয়ে অপ্রাকৃতা শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী অবতীর্ণা হইয়া সেবোন্মুখ জিহ্বায় কীর্ত্তনরূপে স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হন্—

"জিহ্বায় স্ফুরয়ে তাঁর শুদ্ধা সরস্বতী।"

নিত্যানন্দানুগত্যের অভাবে জগতে শুদ্ধভক্তি-সিদ্ধান্ত-বিষয়ে বড়ই গোল বাধিয়াছে। কেহ কেহ নিজের দেহ-গৌরব, তজ্জন্য সামাজিক প্রতিষ্ঠা, জনকতাধিনীসংগ্রহের সুযোগ বৃদ্ধি করিবার জন্য ও অনভিজ্ঞ মূর্খ সমাজে উহা লৌকপারম্পর্য্যে রক্ষা করিবার জন্য নিত্যানন্দের অনুগত বলিয়া বৃথা অভিমানপূর্ব্বক লোকবঞ্চনা, আত্মবঞ্চনা

প্রবৃত্তি করিতেছেন। ইহার দ্বারা নিত্যানন্দানুগত্য হইবার পরিবর্ত্তে সর্ব্বপ্রথমেই শ্রীনিত্যানন্দের চরণে প্রাকৃত-বুদ্ধি করার ফল অর্থাৎ নিত্যানন্দের শুক্র-শোণিত-জাত দেহ ছিল এবং সেই দেহ হইতেই অপরাপর দেহের উৎপত্তি হইয়াছে ও হইতেছে, নিত্যানন্দ-শোণিত (?) তনয়গণের শিরায় শিরায় প্রবাহিত হইয়া বর্ত্তমানকাল পর্য্যন্ত শোণিতের ভিতর দিয়া 'নিত্যানন্দত্ব' (?) চলিয়া আসিয়াছে এইরূপ ভীষণ মর্ম্মান্তিক অপরাধের দুর্ব্বিষহতার ফল এ সকল বাকি শুষ্কতর্কসিদ্ধান্তের কৃপালাভে বঞ্চিত হইয়াছে।

যাহাদের মস্তক কর্ম্মজড় স্মার্ত্তগণের চিন্তা-স্রোতে পরিপুরিত তাহারাই শ্রীভগবত্তত্ত্বে এইরূপ প্রাকৃতবুদ্ধি করিয়া থাকে। দেহ-গৌরব-সর্ব্বস্ব কর্ম্মজড় স্মার্ত্তকুল যেমন নিজ নিজ দেহকে পূর্ব্বপুরুষগণের শুক্রশোণিত-জাত সপ্রমাণিত করিয়া লোকসমাজে প্রতিষ্ঠা অর্জ্জনে বড়ই প্রয়াসী, তদ্রূপ প্রাকৃত-সহজিয়া-সমাজের এক শ্রেণির ব্যক্তির ভিতরেও ঐরূপ চেষ্টা বহুদিবস হইতে বলবতী হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু শ্রীগৌরনিত্যানন্দের নিত্যকিঙ্করগণ বা রূপানুগ কোন শুদ্ধ বৈষ্ণব কিম্বা পূর্ণ বৈষ্ণবচোখচকুরের কাহারও মধ্যে ছাতসোনের পরিচয়াকাঙ্ক্ষা নাই। সকলেই নিজদিগকে অচ্যুতগোত্রীয় স্রোতপন্থাবলম্বী 'শুদ্ধদাস' বলিতে গৌরব অনুভব করিয়াছেন।

এই স্মার্ত্তাদির প্রাকৃত-সহজিয়াকুল নিত্যানন্দাদ্বৈতের চরণে প্রাকৃতবুদ্ধিবশতঃ নিরন্তর অপরাধ করাতে তাহাদের ভোগোন্মুখহৃদয়ে শ্রীগৌরতত্ত্ব প্রকাশিত হন্ না। তাই তাহারা কেহ গৌরমন্ত্র বিরোধী অর্থাৎ শ্রীগৌরবিরোধী, কেহ বা গৌর বাদ দিয়া (!) রাধা-কৃষ্ণভজনের ছলনাকারী!!

প্রাকৃতবুদ্ধিসম্পন্ন আর একশ্রেণির লোক পূর্ব্বাচার্য্যগণের ও শ্রীব্যাসদেবের আনুগত্য পরিহারপূর্ব্বক ভোগপ্রবণচিত্ত দ্বারা অপ্রাকৃত ভগবদ্বস্তু শ্রীগৌরসুন্দরের তত্ত্ব মনের খেয়ালে গ্রহণ করিতে প্রয়াসী হইয়া শ্রীভগবানে ভোগ বুদ্ধি করিয়া থাকে। শ্রীগৌরসুন্দরে ভোগবুদ্ধি হইতেই গৌরনাগরীবাদের কল্পনা বা সৃষ্টি। কারণ ব্যাসাবতার শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর শ্রীচৈতন্যভাগবতে সহজ, সরল ও স্পষ্ট ভাষায় গৌরনাগরীবাদকে সম্পূর্ণরূপেই নিরাস করিয়াছেন—শ্রীচৈঃ ভাঃ আদি ১৪শ,

"স্ত্রীবেশ নাম প্রভু এই অবতারে।
প্রণয়েও না করিলা বিদিত সংসারে॥
অতএব যত মহামহিম সকলে।
গৌরাঙ্গ নাগর হেন স্তব নাহি বলে॥"

শ্রীচৈতন্য-চরণ-কমল-ভৃঙ্গ শ্রীখণ্ডবাসী শ্রীনরহরি ঠাকুর প্রভু কখনও গৌর-নাগরী ছিলেন না। শ্রীগৌরসুন্দরে অপরাধময় ভোগবুদ্ধিবিশিষ্ট কতিপয় প্রাকৃত সিদ্ধান্ত লইয়া কতকগুলি পাঁচালি রচনাপূর্ব্বক উহাতে তাঁহার নাম-ছলপূর্ব্বক সংযোজনা করিয়াছে। তাঁহার রচিত শ্রীভজনামৃত গ্রন্থ পাঠ করিলে সর্ব্বত্রই শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত পাওয়া যায়। তিনি প্রাকৃত সহজিয়া-কুলের নিরর্থপিচ্ছিল চক্ষু ও ভগবানে ভোগবুদ্ধিজনিত কপটি-ভাববিলাসকে বিশেষ ভাবে গর্হণ করিয়াছেন।

প্রাকৃত সহজিয়াদের রাধাকৃষ্ণোপাসনার ছলনা বা 'গৌর নাগরীবাদ' কিম্বা গৌরবাদ ইহার কোনটাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্ত বা গোস্বামিপাদ ও রূপানুগজনের সিদ্ধান্ত নহে। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর চরণ আশ্রয় করিয়া শ্রীগৌরসুন্দরপ্রদত্ত অনর্পিতচর কৃষ্ণভজন-চেষ্টাই গৌরদাস্য।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এই সুসিদ্ধান্ত নিজ জীবনে আচরণ করিয়া জগতে প্রচার করিয়াছেন—

"গৌর কৃষ্ণে কোন ভেদ নাই। যাহারা মনে করেন

গৌরাঙ্গচরণ আশ্রয় করিলে আর কৃষ্ণকে স্মরণ করিতে হইবে না, তাঁহাদের গৌর কৃষ্ণে ভেদজ্ঞান হয়। কৃষ্ণলীলায় ও গৌরলীলায় কোন ভেদ নাই। দুই লীলাই এক। কৃষ্ণলীলার **ভজনের বিষয়ক** প্রতিভাত, গৌরাঙ্গলীলার সেই **ভজনের প্রণালী** প্রতিভাত হইয়াছে। প্রণালী ছাড়িয়া ভজন, ও ভজন ছাড়িয়া কেবল প্রণালী, কখনও সম্পূর্ণ হইতে পারে না। গৌরাঙ্গ-চরিত্র যত পাঠ করা যায় কৃষ্ণলীলায় ততই প্রেম হয়, কৃষ্ণলীলা যত পাঠ করা যায় ততই গৌরলীলা মনে পড়ে। 'কৃষ্ণ' ত্যাগ করিয়া 'গৌর' এবং 'গৌর' ত্যাগ করিয়া 'কৃষ্ণ' কখনই ভাল নহে। গৌরকে পরোপাস্য বলিয়া যখন বিশ্বাস করা যায় তখন শ্রীগৌরাঙ্গের কৃষ্ণ-লীলা সম্পূর্ণরূপে উদিত হয়। 'আমরা গৌর ভজিব আর কৃষ্ণ স্মরণ করিব না' এ'কথা একটী গৌরাঙ্গের মধ্যে পরিগণিত। সেইরূপ 'কৃষ্ণ ভজিব গৌরকে স্মরণ করিব না' ইহা মহা দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে। শ্রীগৌর-লীলা ও শ্রীকৃষ্ণলীলা পরস্পর ওত-প্রোত ভাবে কলি জীবের পরম অমৃতরূপে উদ্ভূত হইয়াছেন। কৃষ্ণশূন্য গৌরোপাসনা একটী নূতন প্রথা। তাহা শ্রীগৌরাঙ্গের অনুমোদিত নহে। শ্রীগৌরাঙ্গের পরিকরগণ গৌরাঙ্গকে 'প্রাণের স্বরূপ' জানিয়া শ্রীকৃষ্ণসংকীর্তন দ্বারা গৌরাঙ্গকে পরিতুষ্ট করিয়াছেন। যাঁহারা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের উপাসনাতত্ত্ব বুঝিতে পারেন তাঁহাদের আর কোন সন্দেহ হয় না। গৌরভজনের দ্বারা পরে গৌরাঙ্গের কৃপায় কৃষ্ণভজন দৃঢ় হয়; ইহাই ক্রম বলিয়া বোধ হয়। স্মার্ত ও তান্ত্রিকগণের কৃষ্ণভজনে সম্বন্ধজ্ঞানের নিতান্ত অভাব। সুতরাং তাহাদের 'ভজনই' ভজন-বিরোধী। শ্রীগৌরাঙ্গ-দেবের উদয় কালের পূর্বে শ্রীমন্মাধবেন্দ্রপুরী প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণ ভজন করিতেন। তাঁহাদের ভজন সম্পূর্ণ-রূপে প্রীতিপ্রদ ছিল। যদিও শ্রীমন্ গৌরাঙ্গ-দেবের বাহ্য প্রকাশ তখনও হয় নাই, তথাপি তাঁহাদের হৃদয়ে প্রভুর ভাবোদয় ছিল।

* * * *

গৌর-নাম-মন্ত্রে গৌরপূজা করিলেও যাহা হয়, কৃষ্ণনাম-মন্ত্রে কৃষ্ণপূজা করিলেও তাহাই হয়। কৃষ্ণ মন্ত্রে গৌরপূজা ও গৌরমন্ত্রে কৃষ্ণ-পূজা—সকলই এক। ইহাতে যে ভেদবুদ্ধি করে, সে নিতান্ত অনভিজ্ঞ ও কলির দাস। শ্রীগৌরাঙ্গের দুইটী প্রকাশ—অর্চনমার্গে একপ্রকার ও ভজনমার্গে অন্য প্রকার। অর্চনমার্গে শ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া পূজিতা হন, ভজনমার্গে শ্রীগৌর গদাধর। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াকে সাধারণতঃ ভক্তগণ "হ্লা" শক্তি বলেন; তত্ত্বতঃ তিনি হ্লাদিনী-সার নববেতা সম্বিৎশক্তি অর্থাৎ ভক্তিস্বরূপিণী—শ্রীগৌরাবতারের শ্রীনাম-প্রচারের সহায়-স্বরূপে উদিতা হইয়াছিলেন। শ্রীনবদ্বীপধাম যেরূপ নববিধা ভক্তির স্বরূপ নবটী দ্বীপ, শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়াও তদ্রূপ নববিধা ভক্তির স্বরূপ।"

সুধী গৌড়ীয় পাঠকগণ, মনোযোগ সহকারে এই কৃপানুগ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া শ্রীগৌরভজন করিলে প্রাকৃত সহজিয়ার শ্রীকৃষ্ণে ভোগবুদ্ধি ও গৌরবাসী ও গৌরনাগরীর শ্রীগৌরে ভোগবুদ্ধিজনিত অপরাধময় কুসিদ্ধান্তসাগর-বিহারী নক্রমকরাদির করালগ্রাস হইতে রক্ষা পাইয়া শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তসাগরে অবগাহনপূর্বক সর্বাত্মস্নপনতা লাভ করিতে পারিবেন।

—:০:—

ওঁ বিষ্ণুপাদ-পরমহংস-পরিব্রাজকাচার্যবর্য্য-অষ্টোত্তরশত-
শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী-গোস্বামি-ঠাকুর-
মহারাজো বিজয়তে।

শ্রীগুর্ব্বষ্টকম্।

(দ্রুতম্ প্রপাতচ্ছন্দঃ)

ত্রয়ী-সিদ্ধ-সৎকর্ম-দূতাগ্য-সঙ্ঘং
সদা সংদমাভ্যাস-বশ্যেন্দ্রিয়ং প্রাক্।
ততঃ শ্রৌতযুক্ত্যা ভবে সংবিরক্তং
ভজে বিষ্ণুপাদ-প্রভুং ঠাকুরং তম্ ॥ ১

মহা-বাক্যতঃ সারমাকৃষ্য ভাবং
ভবচ্ছেদ-বীজং সুখৈকক-ধাম।

স্থিতং নির্ব্বিকল্পং সদা শান্তমূর্ত্তিং
ভজে বিষ্ণুপাদ-প্রভুং ঠাকুরং তম্ ॥

৩

ভবাব্ধৌ নিমগ্নানবিজ্ঞান ভগ্নার্ত্তান্
সমুদ্ধর্ত্তুকামো য আস্তেঽবিলুব্ধে।
নিদাশং কৃপালুং তমাশাবসানং
ভজে বিষ্ণুপাদ-প্রভুং ঠাকুরং তম্ ॥

৪

কলৌ লোক-শিক্ষাবতার-স্বরূপং
সুবৃদ্ধান্বতত্ত্বং হ্যনেকাপ্রচিত্রং।
দমানারিমিত্রং চতুর্ত্তু প্রভাবং
ভজে বিষ্ণুপাদ-প্রভুং ঠাকুরং তম্ ॥

৫

উদেতীক্ষয়া যস্য পূচাস্বভাবো
নৃণাং মানসেঽজ্ঞানরুদ্ধাস্থনাস্থ।
বারংসীদবিদ্যা-প্রভাবো যতস্তং
ভজে বিষ্ণুপাদ-প্রভুং ঠাকুরং তম্ ॥

৬

অবোদ্ধৃত ভোগং সুরেপস্য লোকং
ত্রিবর্গঞ্চ তুচ্ছং সদা মন্যতে যঃ।
শিবস্তং কৃপাঃ গৌরলীলা-সনগ্নং
ভজে বিষ্ণুপাদ-প্রভুং ঠাকুরং তম্ ॥

৭

যথা যাতি সর্পো যথা স্বপ্নবোধো
নয়ো বাতি যদ্বৎ যথা চেন্দ্রজালম্।
তথা স্রাবিভূতং ভবং প্রেক্ষমাণং
ভজে বিষ্ণুপাদ-প্রভুং ঠাকুরং তম্ ॥

৮

জগন্নশ্বরং ভোগ আধেনিদানং
সদৈবং হি নামৈব সত্যং বিচিন্ত্যম্।
ইতীবেহ বিজ্ঞাপয়ন্তং স্বভক্তা
ভজে বিষ্ণুপাদ-প্রভুং ঠাকুরং তম্ ॥

নমঃ পরমহংসায় সর্ব্বানন্দ-মূর্ত্তয়ে।
ভক্তাভীষ্ট-প্রদাত্রে চৈতন্যভক্তিরূপিণে ॥
ইতি স্তবাষ্টকং সম্পূর্ণম্।

শ্রীবিধুভূষণ স্মার্ত্ত, বেদান্তভূষণ, ভক্তিরঞ্জন।
আকুই (বর্দ্ধমান)।

অচিন্ত্য ভেদাভেদ বাদ।

এই অজ্ঞজ্ঞানমূঢ় জগতের লোক ভেদবাদী। দ্বিতীয়াভিনিবেশই এই ভেদবাদের কারণ। যাঁহারা মায়িক অভিনিবেশ হইতে নির্মুক্ত, তাঁহারা বাসুদেবময় জগৎ দর্শন করেন। এই বাসুদেবময় দর্শনই অদ্বয়জ্ঞান। অদ্বয়জ্ঞানেই শুষ্ক বেদান্তের ও সর্ব্ববিধ সুদর্শনের সমন্বয়। এই অদ্বয়জ্ঞান হইতে অপসারিত হইয়া জীব জড়ভেদবাদী বা কেবলাভেদবাদী হইয়া পড়েন। এই জড়ভেদ ও কেবলাভেদ হইতে রক্ষা করিবার জন্য শ্রীভগবান্ একটী সুদৃঢ়, সুরম্য ও সুরক্ষিত, অপ্রাকৃত সৌধ জগতে প্রকাশিত করিয়াছেন। সেই অপ্রাকৃত সৌধের নাম **অচিন্ত্য ভেদাভেদ বাদ**। এই অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদরূপ সৌধটী চারিটী সুদৃঢ় স্তম্ভের উপর স্থাপিত। চারিজন আচার্য্য এই চারিটী স্তম্ভের দিক্‌পাল। আবার এই চারিটী স্তম্ভের মধ্যে দুইটী স্তম্ভ মূলস্তম্ভরূপ। যাঁহারা অচিন্ত্য ভেদাভেদ-তত্ত্বের অন্তঃপ্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়া অদ্বয়জ্ঞান বা চিদ্বিলাসবৈচিত্র্যের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য আস্বাদন করিবার সৌভাগ্যলাভ করিয়াছেন তাঁহারা ঐ দুইটী স্তম্ভের সুদৃঢ়তা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছেন। অচিন্ত্যভেদাভেদতত্ত্ব প্রচারক শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের প্রারম্ভে "বন্দে গুরূনীশভক্তান্" —এই মঙ্গলাচরণ-শ্লোকে যে অচিন্ত্যভেদাভেদতত্ত্ব সূত্রাকারে গ্রথিত করিয়াছেন, সেই কৃপালু আচার্য্যপ্রবর শ্রীল কবিরাজ তাঁহার গ্রন্থমধ্যে বৈষ্ণবাচার্য্যচতুষ্টয়ের অন্যতম আচার্য্য শ্রীরামানুজপাদ ও শ্রীনিম্বার্কপাদের কোনও প্রকার নামোল্লেখ না করিলেও অচিন্ত্যভেদাভেদতত্ত্বের দুইটী মূলস্তম্ভরক্ষক শ্রীগৌড়পূর্ণানন্দ মধ্বাচার্য্য ও বিষ্ণুস্বামি-

সম্প্রদায়ের 'ভক্তেকরক্ষক' শ্রীধরস্বামীর নামোল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারেন নাই।

এই দুইজন আচার্য্য অক্ষজজ্ঞানদুষ্ট জগতের ভেদবাদ ও অভেদবাদ দূর করিতে সমর্থ। শ্রীগৌরসুন্দর এই দুইজন আচার্য্যকে এই জন্যই বহুমানন করিয়া একজনকে গুরুরূপে বরণ, আর একজনকে 'স্বামী' অর্থাৎ আচার্য্য বলিয়া সম্মান করিয়াছে। শ্রীমন্ মধ্বাচার্য্যপাদ জড়ভেদবাদ নিরাসপূর্ব্বক জগতে চিজ্জগতের সেব্য-সেবকসূত্রে শুদ্ধ ভেদবাদ স্থাপনা করিয়াছেন। জড়ভেদবাদে মায়ার পূতিগন্ধ বিরাজিত। তাহাতে বাসুদেবসেবা নাই। এই জড়ভেদবাদ হইতেই অন্যাভিলাষবাদীর কর্ম্মমার্গ সৃষ্ট হইয়াছে। আবার কেবলাদ্বৈত-বাদীর অভেদ বাদও অক্ষজ-জ্ঞান-প্রসূত। তাহাতে জড়ভেদবাদের হেয়তা না থাকিলেও বাসুদেব-সম্বন্ধ নাই। কারণ কেবলাদ্বৈতবাদী স্বগত-সজাতীয়, বিজাতীয়ভেদরহিত ব্রহ্মবিচারে বাসুদেবের নিত্য-সেবা স্বীকার করেন না। কেবলাদ্বৈতবাদী জড় ভেদবাদীর সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলে যে কেবলাভেদবাদ রচনা করিয়াছেন তাহা জড়ভেদবাদেরই অপর দিক্ মাত্র। এই কেবলাদ্বৈতবাদীর অক্ষজ বিচারের হস্ত হইতে ভগবৎসেবা লিপ্সু জনগণের রক্ষার্থ শ্রীবিষ্ণুস্বামিপাদ শুদ্ধাদ্বৈতবাদ-রূপ একটী সুদৃঢ় স্তম্ভ জগতে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। শ্রীধর স্বামিপাদ সেই সুদৃঢ় স্তম্ভের একজন প্রধান রক্ষক বলিয়া শ্রীল জীবপাদ তাঁহাকে 'ভক্তেকরক্ষক' আখ্যা দিয়াছেন।

যাহারা স্থূলদৃষ্টে শ্রীধরস্বামিপাদকে শুদ্ধাদ্বৈতবাদী না জানিয়া কেবলাদ্বৈতবাদী মনে করেন, তাহাদিগকে সংশোধন করিবার জন্য ভগবান্ শ্রীগৌর সুন্দর—

"স্বামী যে না মানে তারে বেশ্যা মধ্যে গণি" প্রভৃতি বাক্য বলিয়াছেন।

যদি কেহ পূর্ব্বপক্ষ করেন শ্রীমন্মহাপ্রভু ত' শ্রীশঙ্করাচার্য্য-পাদকেও "আচার্য্য" বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, তদুত্তরে এই যে ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর শঙ্করপাদের বেদসম্মানরক্ষণ-কার্য্যের জন্য 'আচার্য্য' বলিয়া স্বীকার করিলেও পর-মুহূর্ত্তেই বলিয়াছেন—

"আর যেই শুনে তার হয় সর্ব্বনাশ॥"

* * *

জীবের নিস্তার লাগি সূত্র কৈল ব্যাস।
মায়াবাদী ভাষ্য শুনিলে হয় সর্ব্বনাশ॥

—চৈঃ চঃ আদি ৭ম ও মধ্য ৬ষ্ঠ।

কিন্তু শ্রীবলদেবাচার্য্য মহাশয় শ্রীধরস্বামীকে কেবলাদ্বৈত বাদিভ্রমে শ্রীধরটীকার অসম্মান করিলে জগদ্গুরু শ্রীগৌর-সুন্দর প্রত্যুত্তরে বলিয়াছেন—

শ্রীধরস্বামিপ্রসাদে ভাগবত জানি।
জগদ্গুরু শ্রীধরস্বামী গুরু করি মানি॥
শ্রীধরানুগত কর ভাগবত ব্যাখ্যান।
অভিমান ছাড়ি তবে পাবে কৃষ্ণ-ভগবান্॥

—চৈঃ চঃ অন্ত্য ৭ম

অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ চারিটী স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়া জগতে অন্বয়জ্ঞানের অপূর্ব্ব বার্ত্তা ঘোষণা করিয়াছে। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের শুদ্ধভেদবাদ জড়ভেদবাদ নিরাশ করিয়া জীব-ব্রহ্মে শুদ্ধ-সেব্যসেবকসম্বন্ধ সংস্থাপন করিয়া-ছেন। শুদ্ধ অভেদবাদ বা শুদ্ধাদ্বৈতবাদ কেবলাদ্বৈতবাদীর ভ্রমপূর্ণবিচার নিরাশ করিয়া নিত্যসেব্য ও সেবকের সম-জাতীয়ত্ব প্রদর্শন করিয়া সেব্য ও সেবকের তদীয়ত্ব বা নিত্য শুদ্ধ সম্বন্ধ সংস্থাপন করিয়াছেন। আবার শ্রীরামানুজাচার্য্যের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ মায়াবাদীর 'মায়াময় জগৎ' পরিকল্পনা নিরাস করিয়া বিশ্ব যে নিখিলকল্যাণগুণযুক্ত শক্তিমত্তত্ত্ব শ্রীভগবানের স্থূলদেহ, তাহা শাস্ত্রবিচারমুখে প্রদর্শন করিয়া-ছেন। জগৎ অনিত্য হইলেও মিথ্যা নহে। উহা ভগবানের স্থূলদেহস্বরূপ। শ্রীরামানুজাচার্য্যপাদ 'সেব্য ও সেবকের নিত্য সম্বন্ধ, চিজ্জগতে নিত্য অবস্থান' প্রভৃতি সিদ্ধান্ত শব্দপ্রমাণ হইতে প্রমাণিত করিয়া মায়াবাদীর মায়াময় বিচার নিরস্ত করিয়াছেন।

আবার শ্রীনিম্বাদিত্য দ্বৈতাদ্বৈতবাদ প্রচার করিয়া জড়ভেদবাদী ও কেবলাদ্বৈতবাদীর বিচারের ভ্রম প্রদর্শন পূর্ব্বক সেব্য ও সেবকের মধ্যে সেবকসূত্রে মূলতঃ ভেদ এবং জীবের ও ঈশ্বরের ন্যায় সচ্চিদানন্দস্বরূপতাসূত্রে অভেদত্ব স্বীকারপূর্ব্বক নিত্য চিদ্ভেদ অর্থাৎ সেবার নিত্যতা স্বীকার করিয়াছেন।

এই চারিটী সূত্র তত্ত্বের উপর অচিন্ত্যভেদাভেদবাদের সুরক্ষিত দুর্গ রচিত হইয়াছে। এই দুর্গের নির্ম্মাতা আচার্য্য-রূপধারী স্বয়ং ভগবান্। সুতরাং শাঙ্করভাষ্যপ্রচারিত তত্ত্বে ভ্রমপ্রমাদাদি দোষচতুষ্টয় বা অসম্পূর্ণতা নাই। এই অচিন্ত্যভেদাভেদের দুর্গে প্রবিষ্ট হইলে জীবের শুদ্ধভেদবাদীর ন্যায় দর্শন বা কেবল-অভেদবাদীর অন্ধমাত্ দর্শন থাকে না। তখন বাসুদেবময়-সুদর্শনে জীব নিজস্বরূপ, তদ্বৎস্বরূপ, মায়ার স্বরূপ দেখিতে পান্ এবং অন্বয় জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হইয়া চিদ্বিলাস-বিচিত্রতায় ভগবানের নিত্য নব-নবায়মান সেবা-সৌভাগ্য লাভ করেন। এই অচিন্ত্যভেদাভেদ-বাদই একমাত্র প্রোজ্ঝিতকৈতব নির্ম্মৎসর সাধুগণ-পরি-সূচিত ও পরমহংসকুল-সমাদৃত অন্বিতাবাদ।

এই অচিন্ত্যভেদাভেদবাদই বেদান্তের সুন্দর মীমাংসা। উহার মীমাংসা ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্য শ্রীমদ্ ভাগবতের প্রতিপাদ্য বিষয়। আবার তাহা গৌড়ীয় বেদান্তাচার্য্যের গৌণিক ভাষ্যের দ্বারা জগতে প্রকাশিত হইয়া গোবিন্দসেবা-প্রকটনকারী। এই অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ শ্রীগৌরসুন্দর ও তদীয় প্রিয় মহাজন শ্রীরূপসনাতন প্রভৃতি ও রূপানুগগণ কর্ত্তৃক জগতে প্রচারিত। এই অচিন্ত্যভেদাভেদবাদে বৈদিক আচার্য্যগণের সর্ব্ববিধ মতের সুন্দর সমন্বয়। অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ আচার্য্য শঙ্করকল্পিত বেদপ্রমাণতা স্বীকার করেন কিন্তু অসৎসম্প্রদায়-কল্পে আচার্য্যের স্বকপোল কল্পিত মত বা বেদের একদেশী বিচার গ্রহণ করেন না। অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ প্রাজ্ঞেশিক বাক্যগুলিকে 'মহা-বাক্য' বলিয়া স্বীকার না করিয়া, বেদের আদ্যন্তমধ্যে গীত 'প্রণব' অর্থাৎ অনন্তপ্রসারিত ভগবন্নামকেই 'মহাবাক্য' বলিয়া স্বীকার করেন। অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ শঙ্করের একদেশ বিচারোত্থ পরাশ্রুতির অভেদপক্ষীয় বাক্য মাত্র গ্রহণ করিয়া, পরাশ্রুতির ভেদপক্ষীয় বাক্যের তাৎকালিক সত্যতা মাত্র স্বীকারপূর্ব্বক, শ্রুতিবাক্যের অসম্মান প্রদর্শন করেন না, পরন্তু ভেদ ও অভেদপক্ষীয় বাক্যের যুগপৎ সত্যতা নিরূপণ করিয়া পরাশ্রুতির প্রত্যেক বাক্যের সমানভাবে সম্মান প্রদর্শন করেন। অচিন্ত্যভেদাভেদবাদের 'অচিন্ত্য' কথাটীর দ্বারা আরোহবাদীর অক্ষজজ্ঞানজাত কুদর্শন নিরাসপূর্ব্বক অবরোহবাদীর অধোক্ষজ-জ্ঞান-সম্ভব সুদর্শনের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। অচিন্ত্যভেদাভেদবাদে সেবোর বিভুত্ব ও সেবকের অণুত্ব সপ্রমাণিত করিয়া 'সেবা' বস্তু সেবকের নিত্য পূজ্য অর্থাৎ শক্তিমত্ত্ব ও 'সেবক' সেবোর নিত্যাশ্রিত অর্থাৎ শক্তিতত্ত্ব ইহাই প্রচার করিয়াছেন। অচিন্ত্যভেদাভেদবাদে সেবার মাধুর্য্য পরিস্ফুট। সেবা ও সেবক সমজাতীয় না হইলে আত্মীয়তা বা প্রকৃত সম্বন্ধ সংস্থাপিত হইতে পারে না। আবার সেবা ও সেবক নিত্যান্বিত-বিগ্রহ হইলেও নিজে 'সেবা' পদবী গ্রহণ করেন না অর্থাৎ ভোক্তা সাজেন না ইহাও অচিন্ত্যভেদাভেদ তত্ত্বের নিহিত বিষয়। অচিন্ত্যভেদাভেদ-বাদে ধর্ম্মার্থকাম-মোক্ষাদির তুচ্ছত্ব ও ভগবৎ-প্রেমার পরম প্রয়োজনত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে। অথচ কনকবৎ সহকার ছায়ানুসারে প্রেমাতে কোনও বস্তুরই অভাব নাই, কেবল অন্যান্য বস্তুর হেয়তা ও অবস্তুতা দোষ অপগত হইয়া উন্নতোজ্জ্বলরসের চরম পুষ্টি সাধন করিয়াছে। অতএব অচিন্ত্যভেদাভেদ তত্ত্বই নিত্যকাল জয়যুক্ত হউন্।

রাগ ও দ্বেষ

দুইটী মহাবল দৈত্য দুর্ব্বল মানব হৃদয়কে লইয়া করগত গোলকের মত যথেচ্ছ ক্রীড়া করিতেছে। অনন্ত-হৃদয় তাহাদের সবল করে একান্ত আবদ্ধ ও অবশ হইয়া কত দিকে কেবলই উঠিতেছে, পড়িতেছে; কখন জলে কখন স্থলে, কখন অনলে পতিত হইয়া, ক্ষণে ক্ষণে সহস্র, অবস্থার সহস্র পরিবর্ত্তন,শত উৎক সুখ দুঃখ ভোগ করিতেছে। একবার স্থির হইতে, একটু শান্তি, একটু প্রসাদ অনুভব করিতে পারিতেছে না। ঐ দুর্জ্জয় দৈত্য দুইটি কে জান? শুন, পরিচয় দিতেছি। তাহারা নিরন্তরকুহক পরম সত্যের পথাবরোধকারিণী কুহকিনী মিথ্যাদানবীর গর্ভজাত, মোহের ঔরস পুত্র; নাম—রাগ ও দ্বেষ। ত্রিগুণা মায়া-রাজ্যের বহির্গমন পথে তাহারাই প্রধান প্রহরী। তাহারাই

নিত্যবদ্ধ জীবহৃদয়কে নানারঙ্গে নাচাইয়া, নানা বিষয়ে রতি ও বিরতি দিয়া, কেবলই ঐ মায়াকারাগারে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া বদ্ধ করিয়া রাখিতেছে।

তাহারা, ধনিসন্তানের সদা সতর্ক চাটুকারদের মত, সর্ব্বদা সুছদ্ বেশে হৃদয়ের বা মনের সাথে সাথেই অবস্থান করে। তাহারা দুইজন দুই প্রকার; বিবিধ পন্থায় ভগবদ্ বিমুখ মনঃকে শ্রেয়ঃ পথ হইতে ভুলাইয়া, প্রেয়ঃ বলিয়া প্রেয়পথেই প্রেরণ করে। এই কার্য্যে তাহারা কত বল, কত ছল, কত কৌশল প্রয়োগ করিয়া, রাজাধিরাজী মায়া দেবীর প্রীতি সাধন করিতেছে!

যেটি জীবের যথার্থ সুখের, সম্পূর্ণ শান্তির আকর আলয়; যাঁহার জন্যই জীবের জীবন, যেব, তাঁহাকেই অন্তরালে রাখিয়া, সম্মুখে একটা স্বকল্পিত বিভীষিকা সৃষ্টি করিয়া, ইন্দ্রিয়বশ দুর্ব্বলহৃদয়কে অতি মধুর বাক্যে বলিতেছে ;—

"চে'ওনা ও দিকে মন ;
নহে উহা মধু বন ;
ওই দেখ, কি ভীষণ কাল-সর্প-ময়
ওত কূপ অন্ধতমঃ,
তৃণাবৃত মনোরম,
না করিতে সন্ধান পতিবে প্রণয়॥"

হৃদয় অমনি সে দিক্ হইতে মুখ ফিরাইয়া, শত হস্ত দূরে সরিয়া দাঁড়াইতেছে! সত্য অনুসন্ধানে আর অণুমাত্র অবকাশ বা অভিরুচি হইতেছে না। মিথ্যা মানবীর মহাপ্রভাব পুত্র যেব ঐ দুর্ব্বলহৃদয়কে এত মুগ্ধ এত অন্ধ করিয়া ফেলিতেছে, যে, সে সকল সন্তাপহর পরম রম্য সুধাহ্রদকেই প্রাণান্তক কালকূট বোধে দূরে নিক্ষেপ করিতে একবারও ইতস্ততঃ, একটুও চিন্তা করিতেছে না; একবার চক্ষুঃ মেলিয়াও দেখিতেছে না, বিজ্ঞজনের একটা কথাও গ্রহণ করিয়া বুঝিতেছে না,—তাহাতে স্বার্থ কি আছে! এই যেবের বশবর্ত্তী হইয়াই সে অকূলগত অমূল্য মণিকে অগাধ জলে বিসর্জ্জন দিয়া, কঙ্করচয়ে মণির সন্ধানে পরিশ্রম হইতেছে।

ওদিকে আবার রাগ কি করিতেছে দেখ। সে, জীবের যাহা যথার্থ সর্ব্বনাশকর, যাহা একান্ত শ্রেয়ঃ-প্রতিকূল অর্থ বা বিষয়, তাহাকেই নানাবিধ বেশভূষায় সুন্দররূপে সজ্জিত করিয়া, সেই দিকেই ঐ অবলম্বন-হীন অবশ হৃদয়ের সম্পূর্ণ দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে; আর কর্ণ-রসায়ন সুকণ্ঠে সম্বোধন করিয়া বলিতেছে ;—

"এই পরমার্থ সার,
অনন্ত সুখের দ্বার!
চাহি না কিছুই আর, এস এই পথে;
অগাধ হৃদয়ে খনি,—
হের কত মুক্তা মণি!
এ ধনে যে জন ধনী, ধন্য সে জগতে॥"

মন অমনি উন্মত্তের প্রায়, অনলনুখগামী পতঙ্গের ন্যায়, সেই দিকেই ধাবিত হইতেছে। কোনও চিন্তা করিবার, সাধুবাক্যে—সাধুসঙ্গে ক্ষণতরে সত্য নির্ণয় করিবার, তিল মাত্র সুযোগ বা সময় আর হইতেছে না। ইহাতেই তাহার পদে পদে সর্ব্বনাশও হইতেছে। সে অনুরাগে অন্ধ হইয়া কুসুম-মালা-বোধে কালভুজঙ্গকে বক্ষে ধারণ করিতেছে; ভক্তি বলিয়া দুষ্কৃতিকে, সত্য বলিয়া মিথ্যা মায়াবাদকে, ভক্ত বলিয়া ভণ্ডকে, কর্ম্ম বলিয়া বিকর্ম্মকে, ধর্ম্ম বলিয়া অধর্ম্মকে, অপর এক কথায়—হরি-তোষণ বলিয়া ইন্দ্রিয়-তর্পণকেই আদরে বরণ করিয়া মরণ ডাকিয়া আনিতেছে।

এইরূপে এই দুরতিক্রম্য মায়ারাজ্যে মহাদস্যু রাগ ও দ্বেষ মানবহৃদয়কে কেবল বিপথে লইয়াই বিশ্বে সর্ব্বস্বান্ত করিতেছে। হরি! হরি! হরি!

তাই, এই মায়া-বঞ্চিত জীবকে সাবধান করিবার জন্য, জীবহিত জগন্নাথের এই অমূল্য শ্রীমুখবাণী অনন্ত গগনে প্রতিধ্বনি তুলিয়া অনন্তকাল ধ্বনিত হইতেছে ;—

"রাগদ্বেষবিমুক্তৈস্তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্।
আত্মবশ্যৈর্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি॥
প্রসাদে সর্ব্বদুঃখানাং হানিরস্যোপজায়তে।
প্রসন্নচেতসো হ্যাশু বুদ্ধিঃ পর্য্যবতিষ্ঠতে॥
(শ্রীগীতা ২।৬৪-৬৫)।

বলিতেছেন,—অনন্য ভক্তিযোগে শ্রীহরিকে একান্ত রত বিশুদ্ধমতি ভক্ত, মানসিক রাগ ও দ্বেষে কখনও আত্মহারা

হন না। তিনি উভয়ের হস্ত হইতেই বিমুক্ত হইয়া, আত্মবশ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যথাযোগ্য বিষয় ভোগ করেন; অর্থাৎ তাহাতে কৃষ্ণ-সেবাই করেন। এইরূপে তিনি সতত চিত্ত প্রসাদ উপভোগ করিতে পারেন। চিত্ত-প্রসাদ উপস্থিত হইলে, আর কোনও দুঃখই তথায় আসিতে বা থাকিতে পারে না। আর তখনই বুদ্ধিও সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়ঃ-সাধনে সুস্থির হয়।

মায়িক রাগ-দ্বেষই সতত আমাদের চিত্ত-প্রসাদ নষ্ট করিতেছে; স্তুতি নিন্দা মান অপমান লাভ ক্ষতি প্রভৃতি দ্বন্দ্বে চাকলা ঘটাইয়া হৃদয়কে অবিরত অভীষ্টপথ হইতে বিচলিত করিতেছে। শান্তি লাভ হইতেছে না; সন্তোষ মিলিতেছে না। মায়াময়ী মরীচিকার আকর্ষণ ও মুগের ন্যায় রাত্রি হইতে বঞ্চনা করিয়া, তাহারা উভয়েই যে আমাদের কি সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছে, ঘোর মোহে জ্ঞান হারাইয়া আমরা তাহা দেখিতে পাইতেছি না। মৃত্যুর বোধে সর্ব্বদা তাহাদের পশ্চাতেই ছুটিতেছি। এইরূপ ছুটাছুটি থাকিতে, চিত্ত-প্রসাদও আসিতেছে না, বুদ্ধিও বিষয়-বিলাস-মুক্ত হইয়া স্থির হইতেছে না। সব নষ্ট হইতেছে।

তা'ত হইবারই কথা। যেমন দুর্জ্জয় রোগ; তেমনি মনোজ্ঞ অন্ন, যেমন দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধি, তেমনি অব্যর্থ ঔষধ প্রযুক্ত না হইলে, পরিত্রাণ পাইবে কে; শ্রীমদ্গীতে ব্যক্ত হইয়াছে; —

"দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥"
(শ্রীগীতা ৭। ১৪)।

দৈবী ও গুণময়ী মায়া দুরতিক্রমা হইলেও, জীব মায়াধীশ শ্রীকৃষ্ণ পাদপদ্মে অনন্য ভক্তিযোগে একান্ত শরণ গ্রহণ এবং সর্ব্বতোভাবে তাঁহারই ভজন সাধন হইতে, এই দুশ্ছেদ্য মায়া পাশে মুক্ত হইয়া নিত্যানন্দের অধিকারী হইতে পারে। অন্যথা, কোনও দিন কোনও উপায়ে কেহই এই মায়ার কবল হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে বা নিত্যানন্দের অধিকারী হইতে পারে না। শ্লোকোক্ত "এব" শব্দে ইহাই অবধারিত হইতেছে।

শ্রীমদ্ভাগবতেও ভাগবতোত্তম শ্রীযুত মহাশয়ের মুখে প্রকাশিত হইয়াছে;—(১-১৮-৪২)।

"শুশ্রূষোঃ শ্রদ্দধানস্য বাসুদেব-কথারুচিঃ।
স্যান্মহৎ-সেবয়া বিপ্রাঃ পুণ্যতীর্থনিষেবণাৎ।
সতাং স্যাৎ কৃপয়া কৃষ্ণঃ পুণ্যশ্রবণ কীর্ত্তনঃ।
হৃদ্যন্তঃস্থো হ্যভদ্রাণি বিধুনোতি সুহৃৎ সতাম্॥
নষ্টপ্রায়েষ্বভদ্রেষু নিত্যং ভাগবত-সেবয়া।
ভগবত্যুত্তমঃশ্লোকে ভক্তির্ভবতি নৈষ্ঠিকী॥
তদা রজস্তমোভাবাঃ কাম লোভাদয়শ্চ যে।
চেত এতৈরনাবিদ্ধং স্থিতং সত্ত্বে প্রসীদতি॥
এবং প্রসন্নমনসো ভগবদ্ভক্তি-যোগতঃ।
ভগবত্তত্ত্ববিজ্ঞানং মুক্তসঙ্গস্য জায়তে॥
ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থি শ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি দৃষ্ট এবাত্মনীশ্বরে॥
অতো বৈ কবয়ো নিত্যং ভক্তিং পরময়া মুদা;
বাসুদেবে ভগবতি কুর্ব্বন্ত্যাত্ম-প্রসাদনীম॥"

বলিতেছেন,—হে শৌনকাদি ব্রাহ্মণগণ, শ্রবণ করুন,—কৃষ্ণপরায়ণ মহাত্মদের সেবা ও তাঁহাদের পাদরজঃপূত পুণ্য তীর্থ বা পবিত্র আশ্রমে অবস্থান হইতে, শাস্ত্রবাক্যে শ্রদ্ধাশীল ও সাধুবাক্যে শ্রবণাভিলাষী সুবুদ্ধিজনের কৃষ্ণ-কথামৃতরুচির উদয় হয়। অর্থাৎ, বিষয়রসলালসা বিনষ্ট হইয়া ভগবদ্ ভক্তি-প্রেম-রসে পূর্ণাসক্তি জন্মে। তাহাতে কি হয়? এইরূপ একান্ত আসক্তচিত্তে সাধুসঙ্গে কৃষ্ণ-কথামৃতরস সেবনকারিজনের শ্রবণপথে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং প্রবিষ্ট হইয়া তাহার অন্তরস্থ হন, এবং তাহার হৃদয়ের সমস্ত রাগ-দ্বেষাদি বিকার বিনষ্ট করিয়া, তাহা আপন অবস্থানোপযোগী করিতে থাকেন। এমতে, ঈদৃশ সাধু-সহবাসে সতত ভাগবত-সেবা হইলে, ঐ সাধু-সঙ্গপ্রাপ্ত ভাগবত-সেবারত মুক্তসঙ্গজনের হৃদয় সম্পূর্ণ মল-মুক্ত, সর্ব্বথা সাধুজনোচিত না হইতেই, তথায় অচকলা কৃষ্ণভক্তির অঙ্কুরোদয় হয়। তখন, ঐ ভক্তির শক্তিতেই তথাকার শেষ গ্লানি—রজস্তমোগুণ-জাত বিষয়বুদ্ধি ও কাম-লোভাদি কুভাব মন হইতে একবারে বিদূরিত হইয়াযায়, বিমল চিত্ত কৃষ্ণপাদপদ্মে স্থির হইয়া পরম-প্রসাদ-মধু পান করিতে থাকে। এই প্রকারে

হইয়া পরমপ্রেমামৃতমধু পান করিতে থাকে। এই প্রকারে প্রাপ্ত-বিত্ত প্রসন্নচিত্ত, ঐ অবিচল ভক্তিযোগপ্রভাবেই ত্রিগুণ মায়া বন্ধন মুক্ত,—মায়িক বিষয়ে রাগ দ্বেষ শূন্য হইয়া, হৃদয়াধিষ্ঠিত সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণকে সাক্ষাৎ অনুভব ও অবলোকন করিতে অপ্রাকৃত সামর্থ লাভ করে। আর অমনি, ঐ বিজ্ঞানমূলক সিদ্ধ সাধন জনগণের জন্ম জন্মান্তরের যত কলুষ কষায় ক্লেশ, তাহা হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইয়া, সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ-সেবানন্দে নিমগ্ন হন! এই জন্যই, সাধু-গুরুকৃপায় এই সকল নিগূঢ় তত্ত্ব জ্ঞাত হইয়াই, বিবুধগণ, বিফল বিষয় সেবা, বিষয় বিষ রস যেমন পরিহার করিয়া বিকারময় বিষয়বুদ্ধিজাত রাগদ্বেষের বশে অসুখ কলহ কোলাহল, বিরস বাক্য বিনিময় বর্জ্জন করিয়া, পরস্পর পরমানন্দে প্রবণ কীর্ত্তনাদিক্রমে কৃষ্ণ-সেবাতেই কাল হরণ করেন। এই কৃষ্ণ সেবাই কেবল কলিমল পূর্ণ হৃদয়কে একান্ত কলুষমুক্ত ও নিত্য প্রসাদযুক্ত করিতে পারে।

কিন্তু, হায়, কৈ—কোথায় আমাদের এই কৃষ্ণ-সেবা? কপটাচারে, আত্মবঞ্চনায় ঘারে, কৃষ্ণসেবা বলিয়া যাহা আমরা করি, তাহাতে সর্ব্বতোভাবে বিষয় সেবা বা ইন্দ্রিয় সেবাই হয়! তাহাতে আমরা 'আমি একজন' হইয়া, আপনার প্রতিষ্ঠা ও প্রাপ্তির প্রতিই সহস্রচক্ষুঃ হইয়া সতত লক্ষ্য রাখি। তাহার একটু হানি হইলেই, এক কণ ক্ষতি হইলেই দণ্ডহস্তে লোহিতচক্ষে ক্ষতিকারককে আক্রমণ করি। তাহারও মূলে সেই মায়িক-রাগদ্বেষই আমাদের বিবেক বুদ্ধি লোপ করে; হিতে বিপরীত হয়; সাপ্ মারিতে শিবকে মারি। অপরকে অবধা আক্রমণে নিত্র আনিতে, আপনারই অধঃপাত সাধন করি। মিথ্যার আশ্রয়ে অক্ষয়সত্যকে নষ্ট করিতে গিয়া আপনিই বিনষ্ট হই। অহো, এই অতি ঘোর মায়াজনো এই মহাদস্যু চর্ম্মার রাগ দ্বেষ আমাদের কি সর্ব্বনাশই করিতেছে।

শ্রীকৃষ্ণাবৃত। শ্রীকৃষ্ণপুর॥

মূলে ভুল।

তুমি চাহ না ত মোরে, আছ মোহ-ঘোরে
অপরে সুখের হাসি।
তুমি চাহ তারি বুক পাইবারে সুখ,—
সেসুখ যোগাই আমি॥
আমি হৃদয়ে হৃদয়ে অখিল নিলয়ে,
তোমারি আপন জন।
তুমি চিন না আমারে, চাহ গো তাহারে
যে ঘরে বাহিরে মন॥
ওরে আমারি সে মায়া; রচি' মেঘ ছায়া,
আড়ালে তপন প্রায়।
আমি থাকি নিজ ঠাঁই স্বরূপে সদাই,
যোগাই যে যাহা চায়॥
তারা তাই ল'য়ে ভুলে না জানে কি ভুলে;
যে মূলে মুরলীতানে।
আমি গাহি সদা গান, যে গানে উজান
বহে রাসি ব্রজধামে॥
শুনে সে মুরলী রব, অখিল বিভব
রাখিয়া, আমারি পথে।
সবে আসে গো ছুটিয়া কি রসে মাতিয়া,
মাতাল অমিয় মদে॥
তুমি মায়া-নিবাসীর মোহন বাঁশীর
শুনিয়া মধুর তান।
বিষ— বিষয়-কাননে সুখ আহরণে
পশিয়া হারাও প্রাণ॥
তোমার মূলে সদা ভুল; শ্রেয়ঃ প্রতিকূল
কৈতব-কুহক-বাণী।
সদা সার ভাবি মনে, মর বিষ-বনে,—
না বুঝ' আপন হানি॥

কবি কৃষ্ণাবৃত। (শ্রীকৃষ্ণপুর)।

নিষ্কপট কীর্ত্তনানুরাগী।

জগতে নিষ্কপট কীর্ত্তনানুরাগী বড়ই বিরল। কীর্ত্তন-বিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দর বলেন যে তৃণ হইতেও সুনীচ, তরু-অপেক্ষাও সহিষ্ণু ও অমানী ও মানদ না হইতে পারিলে কীর্ত্তনে অধিকার পাওয়া যায় না। কনক কামিনী

প্রতিষ্ঠাশা তৃণাদপি শ্লোকের পরিপন্থী। কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী, ত্যাগী মিছাভক্তের কীর্ত্তন বিষয়কীর্ত্তন মাত্র। তাহাদের মুখে অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তিত হন্ না। কারণ তাহাদের লোক দেখান তৃণাদপি সুনীচ ভাব কোন কোন স্থলে থাকিলেও তাহা কপটতা মাত্র। জগতে এইরূপ কপট বিষয়-কীর্ত্তনই কৃষ্ণকীর্ত্তন নামে প্রচলিত। এই সকল ব্যক্তি প্রতিষ্ঠাদি-লোভে নিজের ইন্দ্রিয়তোষণের জন্য অপর ভোগিলোকিগণকে কীর্ত্তন শুনাইয়া তাহাদের কৃষ্ণে ভোগবুদ্ধি বৃদ্ধি করিয়া দেয়। উহাতে কখনও কৃষ্ণে সেবাবুদ্ধি উদিত হয় না বা হইতে পারে না। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু এই জন্যই বলিয়াছেন—

"কোটীজন্ম করে যদি শ্রবণ কীর্ত্তন।
তথাপি না পায় কৃষ্ণপদে প্রেমধন॥"

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টকের তৃণাদপি শ্লোকের অব্যবহিত পরবর্ত্তী শ্লোকেই উক্তি দেখিতে পাওয়া যায়—

"ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি॥"

এই শ্লোকের কবিরাজ গোস্বামিপ্রভুর অনুবাদ এই—

ধন জন নাহি মাগোঁ' কবিতাসুন্দরী।
শুদ্ধভক্তি দেহ মোরে কৃষ্ণ কৃপা করি'॥

যাঁহারা ধনলাভের আশায় কীর্ত্তন করেন বা যিনি সুন্দর কবিত্ব মাধুর্য্যাস্বাদনের জন্য শ্রবণ বা কীর্ত্তন করেন, কিম্বা যাঁহারা মোক্ষাদি লাভের জন্য শ্রবণ কীর্ত্তনাদি করিয়া থাকেন, তাঁহাদের কীর্ত্তন দ্বারা ভগবচ্চরণে অহৈতুকীভক্তি উদিত হয় না।

বর্ত্তমান কালে কবিতা সুন্দরী, কামিনী সুন্দরী ও মুদ্রা সুন্দরীর জন্যই লোকের কীর্ত্তনাদিতে উৎসাহ দেখা যায়। অনেক স্থলেই অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী, পঞ্চোপাসক প্রভৃতি কপট ভাবের আচরণ লইয়া নিজদিগকে ভাবুক ও রসিক ভক্ত বলিয়া জাহির করিয়া থাকেন এবং তৎসঙ্গে তাঁহাদের ইন্দ্রিয়তর্পণের সমর্থনকারী সমধীল-ব্যক্তিদিগকেও 'রসিক', কীর্ত্তনভক্ত প্রভৃতি প্রতিষ্ঠাযুক্ত আখ্যা প্রদান করিয়া স্ব স্ব ইন্দ্রিয়তর্পণের সুবিধা করিয়া লন্।

শ্রীমন্ মহাপ্রভুর সহজ সরল শিক্ষা হইতে আমরা বৈষ্ণবের স্বরূপ বুঝিয়া লইতে পারি। কৃষ্ণভক্ত কর্ম্মী জ্ঞানী বা যোগী নহেন। কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম অতএব শান্ত (চৈঃ চঃ মধ্য ১৯শ)। কৃষ্ণভক্তের কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি-বাঞ্ছাব্যতীত অন্য এষণা নাই। কৃষ্ণভক্ত ভোগৈষণা বা ত্যাগৈষণার দ্বারা চালিত নহেন। কৃষ্ণভক্তের ধনৈষণা, সমাজৈষণা, লোকৈষণা নাই। তাই কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম ও শান্ত, অর্থাৎ কৃষ্ণভক্ত শুদ্ধ কৃষ্ণসেবাপর। কৃষ্ণভক্ত জীবন্মুক্ত। তাঁহার লক্ষণ শ্রীভক্তিরসামৃত সিন্ধুতে এইরূপ লিখিত আছে—

ঈহা যস্য হরের্দাস্যে কর্ম্মণা মনসা গিরা।
নিখিলাস্বপ্যবস্থাসু জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে॥

কৃষ্ণভক্তের শুদ্ধ হরিসেবা ব্যতীত মুহূর্ত্তের জন্যও অন্য কোন কার্য্য বা স্পৃহা নাই। কৃষ্ণবিমুখজগৎকে শুদ্ধ হরিকথা কীর্ত্তন দ্বারা কৃষ্ণোন্মুখ করা ব্যতীত তাঁহার অন্য বিষয় কীর্ত্তন নাই। কৃষ্ণানুশীলনস্পৃহা, অন্যাভিলাষ অর্থাৎ কৃষ্ণসেবা ব্যতীত অন্য জাগতিক অভিলাষ, মুক্ত্যাদি উক্ত নিত্য নৈমিত্তিকাদি কর্ম্ম, নির্ব্বিশেষ জ্ঞানস্পৃহা, বৈরাগ্য যোগ সাংখ্যাভ্যাসাদি ভক্তি প্রতিকূল চেষ্টা দ্বারা কৃষ্ণভক্তের কৃষ্ণানুশীলন আবৃত নহে। ইহাই অভিধেয়াচার্য্য শ্রীরূপ গোস্বামিপাদের ভক্তি ও ভক্তের সংজ্ঞা।

কোন কোন অক্ষজজ্ঞানদগ্ধ ব্যক্তির মতে এইরূপ ভক্তির সংজ্ঞা সংকীর্ণতা দ্যোতক বলিয়া মূর্খতা বশতঃ কল্পিত হইলেও নিষ্কিঞ্চনকুহক ভাগবতের মতে ইহাই একমাত্র পরম বদান্যতা বিস্তারকারিণী অহৈতুকী ভক্তির সংজ্ঞা।

সর্ব্বত্রই কার্য্যের দ্বারা কারণের নির্দ্দেশ হইয়া থাকে। কোন্ ব্যক্তি কিরূপ কীর্ত্তন-ভক্ত ছিলেন বা না ছিলেন তাহা আমাদের মত ক্ষুদ্র জীব বিচার করিতে পারেন না। তবে যাঁহারা ভক্তিরসামৃতসাগরে নিষ্কাত ছিলেন সেই সকল আচার্য্যগণ ভক্ত চিনিবার এক একটী কষ্টি পাথর প্রদান করিয়া গিয়াছেন। শ্রীগৌরচরণানুরক্ত গৌরবিহিত কীর্ত্তনানুরাগী আচার্য্যবর শ্রীনরহরি ঠাকুর 'ভক্তনামৃতে' কীর্ত্তনভক্ত ব্যক্তিগণের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরও শ্রীমদ্ভাগবতের

দ্বিতীয় স্কন্ধের 'সারার্থ দর্শিনীতে' কীর্ত্তন-ভক্ত ব্যক্তিগণের লক্ষণ বলিয়াছেন। আমরা 'ভজনামৃত' হইতে ঠাকুর নরহরির কয়েকটী পংক্তি উদ্ধার করিতেছি—

"তথা চ পঞ্চযোগিপৃষ্ঠীয়ন্যায়েন কেচিদ্বেশধারিণঃ কৃষ্ণকীর্ত্তনদর্শনমাত্রং হরিকীর্ত্তনপ্রকটনে নানাসুখবিলাস পঞ্চযোগিপ্রায়-স্বেচ্ছ-বিহারঞ্চ প্রকটয়ন্তঃ সর্ব্বান্ প্রাকৃতজনান্ ভ্রাময়ন্তি। কিন্তু যেনৈব কপটসুখবিলাসবিনোদেন লোকান্ ভ্রাময়ন্তি তেনৈব বিলাসাদিবিশেষেণ তানেব বেশধারিণো গ্রাহয়িষ্যন্তি। নিরন্তরং তেনৈব বিষয়রসেন বিষয়িণামপি বিষয়িনো ভবন্তি। বৈষ্ণবাভিজাত্যে তেষামস্তিকং ন গচ্ছন্তি। কূপ্রাববাসিনাং প্রাকৃতানামেবাগ্রয়ং ভজন্তে। প্রাকৃতজনানামেব সঙ্গং কুর্ব্বন্তি। কদাচিৎ কৃষ্ণগুণ-মহিমা বিনৈবানুরাগেণ পুলক-প্রেমাদিকং বাহ্যরসেন নর্ত্তকানামিব ভাবয়ন্তে। তদপি দিনে দিনে বিলাসং যাস্যন্তি। বৈষ্ণবানাঞ্চ তে গর্হিতা ভবিষ্যন্তি। তস্মাদ্বৈষ্ণব-সম্ভাষণাদিবিধুনানাং যানি সান্তরঙ্গানি বিষ্ণুভক্তি-দূষিতানি। এতেন বাহ্যদূষণ-দূষিতা অপি গতশ্রীকা সংসঙ্গহীনাঃ সর্ব্বৈরেব লক্ষিতব্যা ইতি পরীক্ষা॥ এতেন দ্বে কেবলম্। যে দ্বে চতুরাঃ গভীরতাগবতাস্তে তাবেব শ্রীতিমারভ্য আসম্যক্ ত্যক্তা উপরামং প্রাপ্নোতি। ত উপরমে ধাতুঃ। ত্যক্তা লোকে চ সর্ব্বং বোধয়িষ্যন্তি। তত্রা এব সঙ্গে প্রেমারম্ভঃ স্ফুটমেব। তস্মাদবতারে সংস্কৃতে ইতি চিত্ত-দৌর্ব্বল্যং ত্যক্তুমর্হন্তি। যতঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রঃ শ্রীতি-প্রেমবিগ্রহঃ। যদি শ্রীতি প্রেমা ইহার্পিতস্তর্হি অবতারৈরপ্যস্মাভেব॥"

"পঞ্চযোগীর বেশধারণ করিয়া অনেকে ভগদ্ভক্তনা করেন। পঞ্চযোগীর দৃষ্টান্তেই তাহারা ব্যবহার করিয়া থাকে। তাহারা কপটভাবে কীর্ত্তনধর্ম্ম প্রকটন দ্বারা জাতরুচি পঞ্চযোগিগণের বাহ্যভাব অনুকরণে স্বেচ্ছাচারী হইয়া সুখবিলাসবিহারাদি প্রকাশপূর্ব্বক প্রাকৃত ব্যক্তিদিগের ভ্রম উৎপাদন করে। তাহাতে তাহাদের ফল এই যে যে সকল সুখবিলাস-বিনোদ দ্বারা লোকদিগের ভ্রম উৎপাদন করে সেই সকল বিলাসদ্বারা ঐ সকল বেশধারী ব্যক্তির অধঃপতন হইতে থাকে। কীর্ত্তনাদিতে কপট রোদন মূর্চ্ছাদি ঐ সকল বিলাস। তদ্দ্বারা তাহারা বিষয়িদিগের বিষয় হইয়া পড়ে। বৈষ্ণববেশ ভিক্ষাশ্রমাদি লক্ষণ গ্রহণে তাহাদের বৈষ্ণবাভিজাত্য ভস্মিয়া যায়। তন্নিবন্ধন তাহারা আর শুদ্ধ বৈষ্ণবের নিকট যাইতে পারে না। কূপ্রাববাসী নিতান্ত প্রাকৃতব্যক্তির আশ্রয় গ্রহণ করে। প্রাকৃত জনের সঙ্গ করে। কখনও বা কৃষ্ণগুণমহিমা শূন্য হইয়াও কপট অনুরাগ লক্ষণে নর্ত্তকদিগের ন্যায় পুলক প্রেমাদি বাহ্যরস দ্বারা প্রকাশ করে। দিনে দিনে সেই গুলি তাহাদের বিলাস স্বরূপ হয়। শুদ্ধ বৈষ্ণবদিগের পক্ষে ঐ সকল ব্যক্তি গর্হিত। বৈষ্ণবসম্ভাষণ বিধুনাদিগের যেসকল বিষ্ণুভক্তি-দূষিত অন্তরঙ্গ ক্রিয়া তাহা বাহ্যদূষণ মাত্র, সৎসঙ্গ স্পৃহা-রাহিত্য এবং শ্রীহীনতাই তাহাদের লক্ষণ। এই লক্ষণ দ্বারা কেবল বেশধারীকে পরীক্ষা করিতে হয়। লোকে মনে করেন যে এই সকল লোককে লইয়া বৈষ্ণব-সেবা করা কর্ত্তব্য। কিন্তু তাহা ভ্রম; কেন না ইহারা ব্যতীত বৈষ্ণব আছেন। তাঁহাদের সহিত সঙ্গ ও তাঁহাদের সেবা করিবার যত্ন করিবেন। যাঁহারা চতুর গম্ভীর শুদ্ধভক্ত তাঁহারা তাহাদের কপট প্রীতি হইতে কেবল উপরত হন এরূপ নয়। কিন্তু তাহাদের কপটতা জগতে বিদিত করিয়া শুদ্ধভক্তির স্থাপন করেন। সেই সকল কাপট্যতিরস্কারকারী শুদ্ধভক্তদিগের সহিত সঙ্গ করিয়া প্রেমারম্ভই কর্ত্তব্য ইহা জানিবে। অতএব চৈতন্যাবতার সংস্কৃত হইলে সাধুগণ চিত্ত দৌর্ব্বল্য পরিত্যাগ করিতে বিশেষ যত্ন করিয়া থাকেন। কৃষ্ণ-চৈতন্যচন্দ্র সাক্ষাৎ প্রীতি-প্রেমবিগ্রহ। যদি প্রীতি-প্রেমা কপট পথিকে অর্পিত হয় তবে অবতার স্বরূপ চৈতন্যচন্দ্রে কিরূপে প্রেমা হইবে।"

(শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-পঞ্চকম্)

(১)

কলুষ-ভঙ্গ-পতিত-বন্ধ-ভবন-ত্রস্ত-চারক।
অসুর-কর্ম্ম-দলিত-মর্ম্ম-ভরণি-শর্ম্ম-কারক॥

নিরত-ভক্ত-বিনত-ভক্ত-সুজন-সঙ্ঘ-নায়ক !
বিগত-কাম ! নব-সুধাম-হরিত্ব-নাম-গায়ক ॥

(২)

সুললিতাঙ্গ-ললিত-ভাঙ্গ বিহিত-হাস্য-লাস্যহৃৎ !
নয়ন-রম্য-প্রণয়ি-গম্য-সতত-সৌম্য-বিগ্রহ !
ভজন-মূঢ়কপট-গূঢ়-জনয়দূঢ়-নিগ্রহ
চরণ-পদ্ম-রুচির-সদ্ম-নিগত-ছদ্ম-সুগ্রহ ॥

(৩)

ভুবন লাস্য-মহিম-পাস্যরস ন চার শঙ্করঃ
তব হি বেষ ইহ ন বেদ গুণ-বিভেদমক্ষরঃ।
নিরব-সঙ্গ-তরলিতাঙ্গ-ভব-তরঙ্গ-সঙ্করঃ
কথমবতুতিরমভীতি-চরিত-গীতি-তৎপরঃ ॥

(৪)

ত্বমসি বিভুরখিল ভিভুরচল ধ্রুবুরীশ্বরঃ
ত্বমসি সর্ব্ব-প্রণত-সর্ব্ব-সুত-সুপর্ব্ব-শঙ্করঃ।
ত্বমসি ধর্ম্ম ইহ সুকর্ম্ম-রচিত-নর্ম্ম-মন্দিরঃ
ত্বমসি কৃতা-মনসি নিতা-দৃষ্টিত-সতা-ভাস্করঃ ॥

(৫)

পরম-শান্ত-মধুর-কান্ত-চরণ-প্রান্তনাগতঃ
শরণ-হীন-স্তবদধীন-পতিত-দীনমানতম্।
জনয়-যত্ন-নিহিত-তত্ত্ব-শিবদ-মন্ত্র-বোধিতঃ
কুরু বিতন্ত্রমিতি বরেন্দ্র-সুত-শচীন্দ্র-বাঞ্ছিতম্ ॥

শ্রীশচীন্দ্রচন্দ্র কাব্যব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ
৬২।৪।১।এ বীডন্‌ষ্ট্রীট্।
শ্রীমাধবায়ুর্ব্বেদ ঔষধালয় কলিকাতা।

প্রচার-প্রসঙ্গ।

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী—শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ গত ৩১ শে আষাঢ় জলপাইগুড়ি ব্রাহ্মসমাজগৃহে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শুদ্ধভক্তি ধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছেন ও তৎপর দিবস শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও কীর্ত্তন করিয়াছেন। সহরের সম্ভ্রান্তব্যক্তিমাত্রই শ্রীপাদভারতী মহারাজের বক্তৃতা ও ভাগবতব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া পরম তৃপ্ত ও ভক্তিতে প্রতি আকৃষ্ট হইতেছেন।

জমিদার শ্রীযুক্ত যোগেশ চন্দ্র ঘোষমহাশয়ের এবং শ্রীযুক্ত ধরেশ্বর ভৌমিকমহাশয়ের শুদ্ধভক্তিপ্রচারে আন্তরিক যত্ন ও উৎসাহ বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য ও প্রশংসার্হ।

শ্রীপাদ ভারতী মহারাজ গত ১২ই জুলাই রবিবার অপরাহ্ণে জলপাইগুড়ি আর্য্যনাট্যসমাজগৃহে সনাতন ধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। স্থানীয় বহুশ্রোতা বক্তৃতায় উপস্থিত ছিলেন। সকলেই স্বামিজীর শুদ্ধভক্তি-শাস্ত্রসিদ্ধান্তনিপুণতা ও তাঁহার আদর্শজীবনদর্শনে মুগ্ধ হইয়াছেন। তিনি ভক্তমণ্ডলীর আগ্রহাতিশয্যে বহুস্থানে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছেন। তিনি সম্প্রতি ধর্ম্মপ্রাণ শ্রীযুক্ত আনন্দ চন্দ্র রাউতমহাশয়ের গৃহে ভাগবত পাঠ করিয়াছেন।

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি প্রদীপ তীর্থ মহারাজ ও শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার ও গৌড়ীয়ের সম্পাদক শ্রীপাদ অতুল চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিসাগর মহোদয় যুক্তপ্রদেশের অন্তর্গত উনাও জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত পান্নালাল বাহাদুরের গৃহে হরিকথাকীর্ত্তনাদি করিয়া শ্রোতৃবৃন্দের আনন্দ বিধান করিয়াছেন। তাঁহারা কিছুদিন পূর্ব্বে কাণপুর সহরে বিশেষভাবে হরিকথা আবাহন করিয়াছিলেন।

পারমার্থিক শিক্ষা মন্দির শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। তিনি বর্ত্তমানে উচ্চ মহাবিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতেছেন। শ্রীগৌর-দাস ব্রহ্মচারী শ্রীল জীব গোস্বামী রচিত হরিনামামৃত ব্যাকরণের আদ্য পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছেন। ময়ূরভঞ্জ রাজের কুলপুরোহিতবংশীয় শ্রীবিভূচরণ প্রহর রায় ব্রহ্মচারী আগামী বৎসরে হরিনামামৃত ব্যাকরণের আদ্য পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। শ্রীজ্ঞানানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীপরানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনিত্যপ্রকাশ ব্রহ্মচারী, শ্রীনিত্যকৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারী, প্রভৃতি আরও কতিপয় উপকুর্ব্বাণ ব্রহ্মচারিগণও শ্রীহরি-

নাম্নায়ত ব্যাকরণের অধ্যয়নে রত আছেন। ইঁহারা সকলেই গুরুকুলে বাস পূর্ব্বক নিত্য গুরু গৌরাঙ্গের সেবা, সদাচার, শাস্ত্র শ্রবণ ও শ্রীগুরু বৈষ্ণবের আদর্শজীবন দর্শন করিয়া স্ব স্ব চরিত্র গঠন করিতেছেন। নিত্যকাল গুরু গৌরাঙ্গের সেবাভিলাষ ব্যতীত ইঁহাদিগকে ক্ষণেকের জন্যও কোনও অন্যাভিলাষে উৎসাহিত করা হয় না। ভগবৎ সেবা ব্যতীত প্রতিষ্ঠাদি যে কোনও অভিলাষ অন্যাভিলাষ মধ্যে গণ্য। উহা ভক্তির নিতান্ত প্রতিকূল। ইহাই শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণকার শ্রীজীবপাদ ও তদীয় শ্রীগুরুদেব ভক্তিরসামৃতসিন্ধুগ্রন্থপ্রণেতা শ্রীরূপপাদের উক্তি। পারমার্থিক শিক্ষা মন্দির শ্রীগৌড়ীয় মঠের শিক্ষা-প্রণালীর ইহাই বৈশিষ্ট। এই শিক্ষামন্দিরে যে সকল প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যভাষায় শিক্ষিত ব্যক্তি আছেন এবং উপযুক্তগণ ব্রহ্মচারিগণকেও যে তত্তদ্ভাষা শিক্ষা করিবার সুযোগ প্রদান করা হইতেছে তাহারও উদ্দেশ্য ভগবৎ সেবা। শ্রীগৌরসুন্দরের স্বমুখোচ্চারিত ভবিষ্যবাণী

"পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম।
সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম॥"

মস্তকে ধারণ করিয়া এই ব্রহ্মচারিগণও জগতের সর্ব্বজীবের সমক্ষে সর্ব্বপ্রকার ভাষায় ভিতর দিয়া শ্রীগৌর সুন্দরের তত্ত্বভক্তিকথা কীর্ত্তন করিয়া ধন্য হইতে পারিবেন। এই আশাবন্ধে লইয়াই শিক্ষামন্দিরে ব্রহ্মচারিবৃন্দকে সংস্কৃত, হিন্দী, ইংরাজী, বাঙ্গালা, উড়িয়া, তেলেগু, ফ্রেঞ্চ প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষায় শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইতেছে। শুদ্ধ সাহিত্যামোদী ব্যক্তিগণের অমন্দ চেষ্টার সহিত ইহা তুল্য নহে।

টেলিগ্রাম—"গৌড়ীয়" শ্রীগৌড়ীয় মঠ
টেলিফোন—২৪৫২ বড়বাজার ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড,
শ্যামবাজার ডাকঘর, কলিকাতা।
তারিখ—৯ই শ্রাবণ, ১৩৩২।

বিপুলসম্মানপুরঃসর নিবেদন—

আগামী ১২শে শ্রাবণ ৪ঠা আগষ্ট মঙ্গলবার হইতে ১৮ই ভাদ্র ইং ৩রা সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত শ্রীগৌড়ীয় মঠে শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার মাসব্যাপি ভগবান্ ও তদীয় ভক্তগণের আবির্ভাবমহোৎসব হইবে। মহাশয় কৃপা করিয়া উৎসবে যোগদান করিলে সভার সদস্যবর্গ পরমানন্দিত হইবেন; এতৎসহ উৎসবের তালিকা সংযুক্ত হইল। নিবেদন ইতি—

বৈষ্ণবদাসানুদাস—

শ্রীপ্রিয়নাথ দেবশর্ম্মা (মুখোপাধ্যায়, বিদ্যাবাচস্পতি)
শ্রীঅতুলচন্দ্র দেবশর্ম্মা (বন্দ্যোপাধ্যায়, ভক্তিসারঙ্গ)
শ্রীহরিপদ বিদ্যারত্ন (এম্, এ, বি, এল্, ভক্তিশাস্ত্রী)
শ্রীরাধাগোপাল বিদ্যাভূষণ (এম্, এ)
শ্রীসুভবিহারী বিদ্যাভূষণ (ভক্তিশাস্ত্রী, ভাগবতরত্ন, আচার্য্যত্রিক। শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার সম্পাদকগণ। শ্রীভক্তিবিনোদ আসন।

উৎসবের তালিকা।

মঙ্গলবার ১২শে শ্রাবণ ৪ঠা আগষ্ট শ্রীবলদেব জন্মোৎসব। বুধবার ২৭শে শ্রাবণ ১২ই আগষ্ট শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী-উৎসব। বৃহস্পতিবার ২৮শে শ্রাবণ ১৩ই আগষ্ট শ্রীনন্দোৎসব। সোমবার ৮ই ভাদ্র ২৪শে আগষ্ট শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব। বুধবার ১০ই ভাদ্র ২৬শে আগষ্ট শ্রীললিতা সপ্তমী। বৃহস্পতিবার ১১ই ভাদ্র ২৭শে আগষ্ট শ্রীরাধাষ্টমী ও শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর আবির্ভাব। সোমবার ১৫ই ভাদ্র ৩১শে আগষ্ট শ্রীজীবগোস্বামীর জন্মোৎসব। মঙ্গলবার ১৬ই ভাদ্র ১লা সেপ্টেম্বর শ্রীভক্তিবিনোদ-জন্মোৎসব। সাধারণ মহোৎসব। অনন্তচতুর্দ্দশী। বুধবার ১৭ই ভাদ্র ২রা সেপ্টেম্বর শ্রীবিশ্বরূপ-মহোৎসব। বৃহস্পতিবার ১৮ই ভাদ্র ৩রা সেপ্টেম্বর উৎসব-সমাপ্তি।

দৈনন্দিন অনুষ্ঠান।

উষায়—অরুণোদয়-কীর্ত্তন।
প্রাতে—শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠ ব্যাখ্যা, হরিকথা ও ইষ্টগোষ্ঠী
পূর্ব্বাহ্নে—নগরকীর্ত্তন।
মধ্যাহ্নে—মহাপ্রসাদ-সম্মান।

অপরাহ্নে—হরিকথা ও সদাচার-শিক্ষা।
সন্ধ্যায়—শ্রীচরিতামৃত-ব্যাখ্যা।
প্রদোষে—হরিকীর্ত্তন ও মহাপ্রসাদ-সম্মান।

দৈবাদুযোগে ও উপবাস দিবসে এই তালিকা পরিবর্ত্তনযোগ্য।

—•—

পাগল মন।

(১)

"কি দিব কি দিব বঁধু মনে ভাবি আমি।
যে ধন তোমারে দিব সেই ধন তুমি॥
কি দিব কি দিব বঁধু—
কি দিব—কি দিব"—

"ও কি? মন, আপন মনে বকিতে বকিতে এমন গৌভরে একদিকে সটান্ চলেছ কোথা? শোন, শোন, একটা কথা শোন; একটু দাঁড়াও; একবার ফিরে চাও!"

"তুমি যে আমার ধন, আমি যে তোমার।
তোমার ধন তোমায় দিব কি যাবে আমার॥
বঁধু, কি যাবে আমার—
কি যাবে আমার—ই"—

মন সেই আপন গোঁয়েই গুন্ গুন্ করিতে করিতে চলিয়াছে। অনেক ডাকাডাকিতে অনেকক্ষণ পরে তার চমক্ ভাঙ্গিল। ফিরিয়া চাহিয়া একান্ত বিরক্তিস্বরে বলিল;

"কে—এ তুমি গা,—কেবল পাছু ডাক্‌চো? বল ত, কি বল্‌বে। চট্ ক'রে দু'এক কথায় বলে নাও। লম্বা কথায় কাণ দিবার আমার এখন সময় নাই।"

"না—না, লম্বা কথা কাঁদ্‌বো না; অল্পেই সেরে নেবো। বলি, এত তাড়াতাড়ি চলেছ কোথা?"

"যমের বাড়ি!—তোমায় সে খোঁজে কাজ কি গা?"

"বলি, আমিও সেই দিকেই যাব, তাই সঙ্গী খুঁজ্‌চি; দু'য়ে মিলে যাওয়া যাবে বেশ!"

ভ্রূকুটি করিয়া, বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া, একটু উচ্চৈঃস্বরে মন উত্তর করিল;—

"পোড়া কপাল আমার সেখানে যেতে! তুমি যাও, অন্য পথ দেখ! তোমার চোদ্দ পুরুষ যাক্! আমি যাব যমের বাড়ি? আমি কে জানিস্ না?"

"বলি, চট্' কেন হে?—জানি বই কি সব! আমার ঘরে তোমার বাসা, এতেই তোমার যাওয়া আসা; তোমাকে আর জানি না আমি? তোমার গুণ কি আর আমার কাছে লুকানো থাকতে পারে? তবে বল্‌লে যেমন, আমিও তেমনি দায় দিলাম। রাগ ক'রো না ভাই। সত্য বল, ঘরকন্না ফে'লে এমন পাগলের মত আজ চলেছ কোথায়?"

মন তখন একটু স্থির হইয়া, তাহার প্রতি বিশেষ-ভাবে লক্ষ্য করিয়া, দেখিল—একটি রমণী মূর্ত্তি। সঙ্গে তার পাঁচটা ছেলে। দেখিয়াই, মন একবারে ছেলে বেওনে জ্বলিয়া উঠিল। রমণীটি আর কেহ নয়,—গৃহের অধিকারিণী; আর সাথে তারই নেকড়া ঝেকড়া ছেলে কটা। অনেক পাছে পাছে টিপ্ টিপ্ করিয়া আসিতেছে এই স্ত্রীলোকটীই। মন তাহার মুখ দেখিয়াই, একান্ত বিরাগভরে বিকৃতমুখে বলিয়া উঠিল;—

"আ মলো যা! মন্তে আর জায়গা পাও নে? আমার পাছে পাছে টিপ্ টিপ্ ক'রে আস্‌চো কোথা? ভাল লোকের ঘরে বাসা নিয়েছিলাম বাবা! দিন রাত্তির জ্বালিয়ে মে'লে! যাদের মুখে মাছীর মত লেগেই আছে! যা,—যা, ফিরে যা'! সধার ডাকে সুখের দেখে যাচ্ছি আমি,—খবরদার, আর আমাকে পাছু ডাকিস্‌নে এখন!"

স্ত্রীলোকটী তখন মুখ বাঁকাইয়া গালে হাত দিয়া বলিল,—

"ওমা! এ বলে কি গো? 'সধার ডাকে সুখের দেখে যাচ্ছেন!' সুখের মুখে আগুন তোমার! আমার বুকের বাছারা পেটের জ্বালায় চিঁচি ক'রে সারা হচ্চে, আর উনি যাচ্ছেন আপনার সুখের সন্ধানে! মরণ আর কি! চুলোও যাও!—আমার পাওনা কড়ায় গণ্ডায় চুকিয়ে দিয়ে, যেথা খুসী যাও!!"

মন এবার রাগে গস্ গস্ করিতে করিতে কহিল;—

"কি বলি?—পাওনা! আরে মলো, পাওনা আবার তোর কি! হিসেব ক'রে দেখ্‌গে, উল্‌টে আমারই কাছে তোর একরাশি ঋণ হ'য়ে গেছে! তোর হাঘা পেটা ছেলে পাঁচটা যেরেই ত আমাকে ফকির ক'রে দিয়েছে! —আবার পাওনা? লজ্জা করে না বলতে?"

বালক পাঁচটি আর শিশু নাই ; তাহারা বড় হইয়াছে। ভাল মন্দ বুঝিতে পারে। মনের কথায় তাদের বড় কষ্ট হইল। যে মন তা'দিগকে কত ভাল বাসিত, কত আদর করিয়া খাওয়াইত পড়াইত, তারই মুখে এমন অনাদরের কথা শুনিয়া, তাদের ছাড়িয়া যাইবার আর ইচ্ছা রহিল না। বড়টির নাম 'নয়ন', সে আগে আসিয়া একটু মিঠেকড়া সুরে বলিল ?—

"কেন আজি হে দয়াল, নিদয় এমন ?
কত আদরের তব মোরা পাঁচ জন !
মিটায়েছ কত সাধ তুমি যে সবার,
তুবেছ বিষয়-রসে হৃদয়ে অপার।
মধু-রস সেই সব খাওয়েছ যত,
লোলুপ তাহারি তরে মোরা যে সতত !
দিয়ে বাধ এ বিষাদ কেন আন' আর ?
দাও আনি সেই সব আদরে আবার !
নহিলে নাহিত পার, ছাড়িব না পণ,
পাঁচ জ'ড়ে পথ রোধি রহিব সতত !"

তাহারা করিলও তাই। পাঁচে মিলে মনকে মহা পেঁচে ফেলিল। স্ত্রীলোকটী ছেলে গুলাকে উস্‌কাইয়া দিয়া বেশ মজা দেখিতে লাগিল। পাঁচটা ডেক্‌রা ছোঁড়া মনকে একবারে বিব্রত করিয়া ফেলিল। তাহার পাগল মাথা আরও গোল হইয়া গেল। সে রাগে বেহস্ হইয়া, তাদের দু' চারটাকে ধরিয়া বিয়েশী সিকে ওজনের দু' চারটা চড়্ চাপড়্ বসাইয়া দিল। নাছোড়বান্দা ছেলেগুলো কিন্তু, কিছুতেই তাহাকে ছাড়িল না। টানিয়া লইয়া গিয়া ঘরে পুরিল। পাগল মন আবার বুঝি পাগ্‌লা গারদে রুদ্ধ হইল। নবদ্বার পুরে আবদ্ধ হইয়া, প্রকৃতির দৃঢ় প্রাচীরে বেড়া অধিকারীহীনো অবশ ও অনুপায় হইয়া, তাহার প্রাণসখাকে স্মরণ করিয়া কাঁদিতে লাগিল। তাহাতে কাণ না দিয়া, নয়নাদি পাঁচজন এখন কিন্তু, মনকে সকলে ঘিরিয়া আপন আপন সুখ সাধ মিটাইতে লাগিল।

(২)

এ দিকে সখার রোদনে সখার প্রাণ কাঁদিল। মনের অন্তর্ধানী সখা সব জানিতে পারিল। তাহার সেই বাঁকা সখা তখন আর স্থির থাকিতে পারিল না। বিদেশে পরের ঘরে সেই সহায়-স্বজন-বিহীন বিপন্ন সখাকে মোচন করিবার জন্য, সখা তখন আপন প্রিয় সখীকে সঙ্গে লইয়া, ছদ্মবেশে ছদ্মনামে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। মন একদিন সবিস্ময়ে দেখিল,—তাহার পুরদ্বারে দুইটি পরম সুন্দর কিশোর কিশোরী। জিজ্ঞাসায় পরিচয় পাইল,—কিশোরীর নাম "হরিসেবা" ; কিশোরের নাম "সাধুসঙ্গ"। দুইটিতে যেন একটি ;—কি তাদের ভালবাসা ! কেহ কাহারিও ছাড়িয়া ক্ষণকাল থাকিতে পারে না। তাহারা তথায় একটু আশ্রয় ভিক্ষা করিল। অপর সকলেই তাহাতে ঘোর আপত্তি উঠাইলেও, মন তাহা গ্রাহ্য না করিয়া, সেই কিশোর কিশোরী দু'টিকে সেই অনাকীর্ণ কোলাহলপূর্ণ প্রকাণ্ড বাটিকা মধ্যে একপাশে একটু আশ্রয় দিল।

পাঁচজনে মনকে সর্ব্বদা বিব্রত করিয়া রাখিলেও, ভিতরে বাহিরে, সকলে মিলিয়া কেবল 'দাও' 'দাও' করিয়া খেপাইয়া তুলিলেও সে-সকলকে কোন প্রকারে সন্তোষ করিয়া সে এখন একটু ফাঁক পাইলেই সেই সদানন্দময় কিশোর কিশোরীর শান্তিপূর্ণ একান্ত কুটীরে গিয়া উপস্থিত হয়। তাদের সঙ্গ ও সদালাপে তার সকল তাপের অবসান হয় ; হরি-কথামৃত পানে অন্তরে অসীম শক্তি সাহস ও ভরসা আসে। এইভাবে, দেখিতে দেখিতে, দুর্ব্বল মন বেশ সবল হইয়া উঠিল। এখন আর কেহ তাহাতে চট্ করিয়া আপন বশে আনিয়া স্বার্থসাধনে সমর্থ হয় না। বরং অনেককে তাহারই বশে আসিয়া তাহারই মনোমত হইয়া চলিতে হয়। পুরে পরিজন-বর্গের মধ্যে অতি-দুরন্ত দু'একজন কিছুদিন অবাধ্য থাকিলেও, তাহারাও আর অধিক দিন এ ভাবে থাকিতে পারিল না। অচিরেই তাহারা হরিপরায়ণ মনের নিকট মন্ত্রমুগ্ধ ভুজঙ্গের মত বশীভূত হইয়া পড়িল।

আপন আসনে দৃঢ় হইয়া, মন এবার একান্ত কুটীর হইতে তাহার সেই পরমসুখ-সৌভাগ্য-মূল সর্ব্বমঙ্গল-হেতু কিশোর কিশোরীকে পরমাদরে আহ্বান করিয়া আনিয়া,

পুরকেন্দ্রে দিব্যাবাসে দিব্যাসনে স্থাপন করিল। তাহাদেরি সেবায় সে এখন সম্পূর্ণ আত্মদান করিল। নয়নাদি সকলেই তাহার সঙ্গে যোগ দিল। সাধুসঙ্গ-সঞ্চরী ভুবনমোহিনী 'হরিসেবা' কি-এক অপূর্ব্ব অমিয়-রসে সকলকেই মুগ্ধ করিয়া ফেলিল। সে রসে মজিয়া সকলেই ক্রমে বিষয় রসের বিতৃষ্ণা তুলিতে লাগিল। প্রবলা পুরের অধিকারিণীও মতিগতি ফিরিয়া গেল। সে এখন দামাল লাভকড়ি চিলাবে তুলিয়া, হরিনামের থালা ধরিল। তার খুদ-কুঁড়োর ভাঁড়ার ঘরে হাঁড়িকুঁড়ি তোলা পাড়া রাখিয়া, সর্ব্বসম্পন্নর শ্রীহরিমন্দির মার্জ্জনাদিতে ব্রত হইল। আপন ছেলে-গুলির খাওয়া পরাতেই সম্পূর্ণ মনোযোগ, তাহাতেই সর্ব্বস্ব নিয়োগ না করিয়া, বিশ্বপিতার সকল সন্তানগুলিকেই সমভাবে দেখিতে লাগিল; হরিসেবায় সব ঢালিয়া দিতে বৃক্কদ্বয় হইল। নিরানন্দ পুরখানি এখন আনন্দময় হইয়া উঠিল। নিত্যানন্দ-রাজ্যের কত ধন আসিয়া তথায় আনন্দবাজার বসাইল। যে সুখের সন্ধানে মন পাগল হইয়া কত দিকে ছুটিতেছিল, আজ তাহা পুরমধ্যেই পূর্ণ-মাত্রায় প্রাপ্ত হইল। চক্ষু-রোগের আবরণে আপন প্রাণ বঁধুকে স্পষ্ট দেখিতে পাইল। মধু হাসিয়া বঁধু আপনিই ধরা দিল। সকল দেখিয়া শুনিয়া মনের মনে আর আনন্দ ধরে না। সে এবার করতালি দিয়া নাচিয়া নাচিয়া গান ধরিল; —

"কি দিব কি দিব বঁধু মনে ভাবি আমি।
যে ধন তোমারে দিব সেই ধন তুমি॥
তুমি যে আমার ধন আমি যে তোমার।
তোমার ধন তোমারে দিব কি যাবে আমার॥
তুমি সব জান মনের দুখ, আর কারে ক'ব।
তোমার ধন তোমায় দিয়ে তোমার হ'য়ে রব॥
নরোত্তম দাস কয় শুন গুণমণি।
তোমার অনেক আছে, আমার কেবল তুমি॥"

শ্রীকবিরঞ্জনকৃত।

পাতঞ্জল দর্শন।

মহর্ষি পতঞ্জলি এই দর্শন খানির প্রণেতা। এই জন্য ইহার নাম পাতঞ্জলদর্শন। ইহার অপর নাম যোগ-দর্শন।

পতঞ্জলি, কপিল কৃত সাংখ্যদর্শনের সমস্ত তত্ত্বই স্বীকার করিয়াছেন এবং তদুপরি মুক্তিলাভার্থ পরমেশ্বরের প্রসাদ ও অন্যান্য যোগের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা প্রদর্শন করিয়াছেন।

মুক্তিলাভার্থ পরমেশ্বরের প্রসাদের আবশ্যকতা স্বীকার করায়, কেহ কেহ এই দর্শন খানিকে সেশ্বর সাংখ্য-দর্শন আখ্যা ও প্রদান করিয়া থাকেন।

ইহার মতে ক্লেশ, কর্ম্ম, বিপাক ও আশয় হইতে অপরামৃষ্ট পুরুষই ঈশ্বর। এই ঈশ্বর কেবল স্বরূপ। জীব যোগাভ্যাসক্রমে ঈশ্বরপ্রসাদে সেই কৈবল্য লাভে সমর্থ হয়। সেই যোগ অষ্টপ্রকার, যথাঃ—(১) যম, (২) নিয়ম, (৩) আসন, (৪) প্রাণায়াম, (৫) প্রত্যাহার, (৬) ধারণা, (৭) ধ্যান ও (৮) সমাধি।

(১) অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য ও অপরিগ্রহ এই গুলির নাম যম।

(২) শৌচ, সন্তোষ, তপস্যা, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর প্রণিধান, এই কয়টির নাম নিয়ম।

(৩) স্বস্তিক ও পদ্ম প্রভৃতি শরীর সংস্থানের নাম আসন।

(৪) শ্বাসপ্রশ্বাসাত্মক প্রাণের ক্রিয়া বিশেষের নাম প্রাণায়াম।

(৫) বিষয় হইতে ইন্দ্রিয় সকলের নিরোধনের নাম প্রত্যাহার।

(৬) নাভিচক্র ও নাসাগ্র প্রভৃতি স্থান বিশেষে নির্ব্বিষয় চিত্তের স্থিরীকরণের নাম ধারণা।

(৭) বিষয় বিশেষে চিত্তের একাগ্রতার নাম ধ্যান।

(৮) প্রমাণ, বিপর্য্যয়, বিকল্প, নিদ্রা ও স্মৃতি এই পঞ্চবিধ চিত্তবৃত্তির নিরোধে যে অবস্থা লাভ হয়, তাহার নাম সমাধি। ক্রমশঃ।

শ্রীবিনি কান্ত বেদশর্ম্মা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয়

শ্রীচৈতন্য-সেবায় বিশ্ব প্রচার মানসে শ্রীগৌড়ীয় মঠ কর্তৃক প্রকাশিত।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ ও শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠের উৎসবাদি কীর্ত্তনমুখে চাতুর্য্যান্ত বা কার্ত্তিকাদিব্রতোদ্‌যাপনই সেবকগণের বর্ত্তমানে অভিলাষ।

তৃতীয় খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার ১৫ই শ্রাবণ ১৩৩২, ১লা আগষ্ট ১৯২৫ | ৪২শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ।

শ্রাবণের অভিশ্রান্ত বারিধারা ও জলদঘটা, সৌদামিনীর আস্ফালন ও গম্ভীর গর্জ্জন তুচ্ছ করিয়া আবার গৌর-বিহিত কীর্ত্তনের রোলে গগনপটই প্রতিধ্বনিত। ষোল-কলাপরিপুষ্ট পূর্ণেন্দুর কিরণবর্ষা সহ্য করিতে না পারিয়া মৎসর রাহুরাজ তাহাকে গ্রাস করিতে উদ্যত। জাগতিক লোক গতানুগতিকন্যায়ে নামাপরাধের রোলে উন্মত্ত। "নামৈবাস্য বলাধানে লঘ্বঃ"—এই শ্রুতি সার্থক করিবার জন্য আত্মকারুণ্যে শ্রীকৃষ্ণলীলার সহায় শ্রীবলদেব দেবোত্থান ভক্তহৃদয়ে আবির্ভূত। শ্রীবলদেবের চিহ্নে বলীয়ান্ শুদ্ধভক্তগণের নিত্যানন্দবিস্তারকারী শ্রীনামধ্বনিতে চতুর্দ্দিক মুখরিত। সেই শ্রীনামকীর্ত্তনমুখে শ্রীগৌড়ীয় মঠে মাধ্যাহ্নী শ্রীভগবান্ ও ভক্তের আবির্ভাব মহামহোৎসবের প্রস্তাবনা। আগামী ১৮ই শ্রাবণ সোমবার সেই উৎসবের অধিবাসি-কীর্ত্তন ও আজ শ্রীহরিবাসর এবং শ্রীল রূপগোস্বামি প্রভু, শ্রীল গৌরীদাস পণ্ডিত ও শ্রীশ্রীগোবিন্দ দাসের তিরোভাব-দিবস।

"কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্টা তৎকৃপাবলোকন।
জন্মাদিমহোৎসব সর্ব্বত্র ভক্তগণ॥
সর্ব্বত্র পরাপত্তি কার্ত্তিকাদি ব্রত।
চতুঃষষ্টি অঙ্গ এই পরম মহত্ত্ব॥"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্য ২২শ

মহা বদান্য—শ্রীগৌরসুন্দরের এই আদেশ আচার করিয়া প্রচার করিবার জন্য শ্রীনামসেবকগণ জগতের দ্বারে দ্বারে কৃপাভিখারী। 'কৃষ্ণকৃপাবলোকন'-ই সেবক-গণের 'ভীখারু'; 'সর্ব্বত্র পরাপত্তি'-ই সেবকগণের মূলমন্ত্র। শ্রীগৌড়ীয় মঠ ও শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠের উৎসবাদি কীর্ত্তনমুখে চাতুর্য্যান্ত বা কার্ত্তিকাদিব্রতোদ্‌যাপনই সেবক-গণের বর্ত্তমানে অভিলাষ।

হে ভক্ত, হে বিষয়রসোন্মত্ত! হে শুষ্কবিষয়বিরক্ত! হে কুবিষয়প্রেমত্ত! হে মহা-কর্ম্ম-কোলাহলমত্ত! হে জ্ঞানোন্মত্ত! হে যোগাসক্ত! আপনারা সকলেই সাধু, আপনারা সকলেই মহৎ। সাধুশাস্ত্রমুখে শুনিয়াছি—

"মহান্তের স্বভাব এই তারিতে পামর।
নিজ কার্য্য নাহি তবু যান তার ঘর॥"

এই আশাবাণী হৃদয়ে লইয়া আজ আপনাদিগকে আহ্বান করিতেছি, আমন্ত্রণ করিতেছি। শ্রীচৈতন্য-চরণ-কমল-নব-মধুপ-পুঞ্জের আগত শ্রীচৈতন্যচরিত-সুধা ও শ্রীচরিতামৃতবল ব্যতীত অপর কোনও বস্তু পরিবেশন করিবার সামর্থ্য আমাদের নাই। আমরা ইহা হইতে অন্য কোনও সুন্দর বা লোভনীয় বস্তুর সন্ধান পাই নাই। তাই গলদশ্রীকৃতবাসে কৃতাঞ্জলিপুটে দীন হীন অকিঞ্চনগণের এই নিবেদন, যদি কৃপাপূর্ব্বক আগামী ১২শে শ্রাবণ শ্রীবলদেব-আবির্ভাব-তিথি হইতে আরম্ভ করিয়া ১৭ই ভাদ্র শ্রীবিষ্ণুপবহোৎসব পর্য্যন্ত প্রত্যহ শ্রীগৌড়ীয় মঠে সবান্ধবে আগমনপূর্ব্বক অকিঞ্চন ভক্ত-বৃন্দের এই যৎকিঞ্চিৎ প্রেমোপহার কর্ণপুটে পান করেন, তবে বড়ই কৃতার্থ হইব।

উৎসবে আহ্বান।

[১]

ধরণী হরিত স্নিগ্ধ ধরণী,
নয়ন গগন মাঝে,
ভাব পদ্ম দলে স্বর্ণ পদ্ম সম
সেব দিনমণিরাজে!
শ্রাবণের ধারা সিক্ত ললাটে
স্নান-শোভা বসুধার,
অরুণ কিরণ ছিন্ন মেঘ-পথে
গলিত-কনক-ধার!
পুলকিত শত কুসুম কুসুমে
সাজায়ে পূজার ডালী,
দিতেছে প্রকৃতি পাইয়া আবাসে
পূজিবারে বনমালী!
কি স্মৃতি মধুর মর্ম্ম পরশি
অনিলে সলিলে যায়,
হৃদয়ে হৃদয়ে জাগায়ে কি ভাব,
কি ভাষে বিভাসে গায়:—
"ওরে জীব-জগত, সুপ্ত আছ কি
এখনো আপন ভাবে?
হয় নাকি মনে দুর্দ্দিনে এমনি
কে আসিল এই ভবে?
"পীড়িতা ধরণী দৈত্য-প্রভাবে,
বাধিত ভুবন রবে,
হরিতে কৃতান্ত সাধিতে ভকতে
উতরিলা ভূমে তবে,
"কে গো সে পরম ধন্য জগতে,
জীবন—জীবন ধন?
আপন তোমার সেই ত কেবল
প্রাণপতি প্রিয়তম!"

[২]

অহো, বিষ্ণু-মায়া মুগ্ধ হৃদয়!
কি মোহ-মাদক-রসে
হয়েছ মোহিত, ভুলেছ কাহারে
বিষয়-বাসনা বশে!
বিগত বৎসর! দীর্ঘ-সবর
সুনিদ্রায় গেছে কাল;
জাগ জাগ ত্বরা; ওই শুন, শুন
বাজে ঘোর করতাল!
কৃষ্ণ-কার্ষ্ণ-জনে জন্ম-উৎসবে,
শ্রীগৌড়ীয় মঠ মাঝে,
মঠবাসী সাধু সেবক মণ্ডলী
সানন্দ সেবার কাজে,
সাদর আহ্বানে ক্ষুদ্র মহতে,
হৃদয়ে লইয়া তুলি
সেবিতে যতনে যাচিছে আবার;
সফল ভিক্ষায় ঝুলি।
এস, এস, ভাই, শুষ্ক হৃদয়ে,
দেহ মনঃ প্রাণ দিয়া,
মিলি সবে সুখে, শ্রবণে কীর্ত্তনে
জুড়াই তৃষিত হিয়া!
কাম-মল-ময় কর্ম্ম-সাধনে,
ভাসিছে বিপুল ভব

তরঙ্গে আকুল, অকূল, সে জলে-
ডুবে জীব হা-হা রব ;
এস একবার শান্ত-ভাবাপন্ন
অন্তর অমল তুলে,
অকূল-কাণ্ডারী হরির সেবায়
ভব-তাপ যাবে ভুলে !
পাইবে দেখিতে সত্য আলোকে
শ্রেয়ঃ পথ সার ধন,
টুটিবে কুহক মায়া পিশাচীর,
চিনিবে আপন জন ! !

কবি কৃষ্ণাবৃত।

অভক্তের গতি।

যে ভগবান বাসুদেবের পুণ্যকথা শ্রবণ করিলে হৃদয়ের অভদ্রসমূহ বিনষ্ট হইয়া শুভহরিকথায় রুচি জন্মে, যে প্রপন্নপালক শ্রীহরির শরণাপন্ন হইলে জীব দুস্তরা গুণময়ী মায়ার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া পরমপদ লাভে সমর্থ হয়, কোন্ মূঢ় ব্যক্তি হরিভজনের উপযোগী মনুষ্য দেহ লাভ করিয়াও সেই হরির ভজনে বিরত থাকে ?

ভক্তবৎসল ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, প্রিয়তম সখা অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন—

"ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়া প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ।
মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ॥

পাপশীল বিবেকহীন মায়াদ্বারা হৃতজ্ঞান নরাধম সকল অসুরভাব প্রাপ্ত হইয়া আমার শরণাপন্ন হয় না।

তাহা হইলে বুঝা যাইতেছে, যাহারা পুণ্য কর্ম্ম করে নাই, পাপকর্ম্মে নিরত, তাহাদের সুকৃতির উদয় না হওয়া পর্য্যন্ত তাহারা শ্রীহরির ভজনে বিরত থাকে এবং আরও পাপ কর্ম্ম করিয়া জন্ম জন্ম অধোগতি প্রাপ্ত হয়। তথা যোগবাশিষ্ঠে

জন্মান্তর-সহস্রেষু তপোজ্ঞান-সমাধিভিঃ।
নরাণাং ক্ষীণপাপানাং কৃষ্ণে ভক্তিঃ প্রজায়তে॥

সহস্র সহস্র জন্মে তপস্যাদি ফলে।
ক্ষীণপাপ মানবের কৃষ্ণভক্তি মিলে॥

মায়ামোহিত বিবেকহীন মূঢ় লোকসকল ভগবানের ভজন করে না। আত্মজ্ঞানহীন দেহারামী, বিচারবিহীন অন্ধ-লোক-সকল এই সংসারে পঞ্চ ইন্দ্রিয় দ্বারা সুখভোগের আশায় ভোগ্যবিষয় প্রাপ্তির কামনা করে ও সেই সকল বিষয় সংগ্রহ করে, ভোগে বাধা প্রাপ্ত হইলে ক্রুদ্ধ হয় ও পরে বিষয়ে মোহ প্রাপ্ত হয়, এইরূপে মোহান্ধ জীবের বুদ্ধিবিনষ্ট হইয়া যায়।

বিষয় থাকিতে কৃষ্ণ-প্রেম নাহি হয়।
বিষয়ীর দূর কৃষ্ণ জানিহ নিশ্চয়॥
নিত্যে আবিষ্ট মন বড়ই জঞ্জাল।
স্ত্রীপুত্র মায়াজাল এই সব কাল॥
তথাপি বিষয়ের স্বভাব করে মহান্ধ।
সেই কর্ম্ম করায় যাতে হয় ভব-বন্ধ॥

অনেকে চিত্তবিভ্রান্ত হইয়া মোহজালবশতঃ কাম-ভোগে প্রসক্ত হয়, শেষে অশুচি অবস্থায় নরকে পতিত হয়।

ভগবদ্ ভজনবিহীন জীব ভোগ যাহা করিয়া মায়ার বশীভূত হয়। তাহার স্বরূপ জ্ঞান নষ্ট হওয়ায় নানাবিধ যোনিতে জন্মগ্রহণ করে। মায়াবদ্ধ মানব বিষয়-ভোগী হইয়া নরাধম হয়। যে নর চতুষ্পদের মত শুধু আহার নিদ্রা ও সন্তান উৎপাদনাদি কার্য্যে জীবন অতি-বাহিত করেন, তাহারা বিশেষ লাভকরিয়া চতুষ্পদ ভিন্ন কিছুই নহে। তজ্জন্য শাস্ত্র বলেন,

হে নরাঃ পশবো লোকে কিং তেষাং জীবনে ফলং।
যৈর্ন লব্ধা হরের্দীক্ষা নার্চ্চিতো বা জনার্দ্দনঃ।

যে মনুষ্য জীবনে শ্রীহরির দীক্ষা গ্রহণ বা জনার্দ্দনের অর্চ্চনা করিল না তাহার জীবনে ফল কি ? সেই নর ইহালোক পশু মধ্যে গণ্য।

সকলেই সুখ চায়। সকলেই আনন্দ লাভের আশায় ছুটাছুটী করিতেছে। যাহার যে বস্তুর প্রয়োজন, তাহাকে সেই বস্তুর মালিকের নিকট যাইতে হইবে। সকলেই আনন্দলাভের জন্য নানাবিধ ভাগতিক ক্ষণিক সুখ-প্রদ দ্রব্য সংগ্রহ করিতেছে। কিন্তু সেই সকল দ্রব্য

অনিত্য হওয়ায় ক্ষণমাত্র আনন্দ প্রদান করিয়া, অশেষ দুঃখের আকর হইয়া উঠে। সেই জন্য প্রকৃতিজাত নশ্বর পদার্থ সকল নিরবচ্ছিন্ন নির্ম্মল নিত্য আনন্দ প্রদান করিতে পারে না। যাহারা ঐরূপ পরম আনন্দ উপভোগ করিতে চান, তাহাদিগকে ঐ নিত্য আনন্দের অধিকারী নিত্যানন্দের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। তিনি যে আনন্দের সমুদ্র। যদি কাহারও চৈতন্যলাভের ইচ্ছা থাকে, যদি কেহ সচ্চিদানন্দ সমুদ্রে ডুবিয়া থাকিতে ইচ্ছা করেন, তবে তাহাকে প্রেমানন্দ সমুদ্রের মালিক পরম দয়াল প্রেমদাতা নিত্যানন্দের চরণে আশ্রয় লইতে হইবে। যাহারা দুর্লভ মানব জন্ম পাইয়া চৈতন্য লাভ করিবার আশায় নিত্যানন্দের আশ্রয় লইল না, তাহারা সঙ্কোচিত-চেতন চতুষ্পদ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিসে?

শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর গাহিয়াছেন,

সংসারের পার হও ভক্তির সাগরে।
যে ডুবিবে সে ভজুক নিতাই চাঁদেরে॥

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ও গাহিয়াছেন -

নিতাই না বলিল মুখে, মজিল সংসার সুখে,
বিদ্যা, কুলে, কি করিবে তায়।
সে সম্বন্ধ নাহি যার, বৃথা জন্ম গেল তার
সেই পশু বড় দুরাচার॥

মহা কুলীন বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া, সামাজিক সম্মান লাভ করিয়া, যদি সংসারসুখে মত্ত থাকে, কিংবা খুব বড় বিদ্বান্ হইয়া, এম এ, বি. এ, কিংবা কপিল, পতঞ্জলি কণাদ গৌতমাদির দর্শন বা বেদান্ত প্রভৃতি দর্শনতীর্থ হইয়া, জগতে বিদ্বদ্ভক্তের জন্য খুব প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া সংসার সুখে সুখী হইয়া বিভবে মত্ত থাকে এবং আনন্দময় নিত্যানন্দের সহিত কোন সম্বন্ধ না রাখে, তবে তাহার জন্ম বৃথা গেল, কারণ তাহার চেতন ধর্ম্মের কোন স্ফূর্ত্তি না হওয়ায় দ্বিপদ-হইয়াও কৃষ্ণসম্বন্ধবিহীন সঙ্কোচিতচেতন চতুষ্পদের ন্যায় জীবন কাটিয়া গেল, সেই জন্য সেও দুরাচার।

-পশু [illegible] সত্যাসক্ত নাম।
চেতন [illegible] না [illegible]

কর্ত্তা কর্ত্তা পালয়িতা কৃষ্ণ সে ঈশ্বর।
অন্য তত্ত্ব আদি সব কৃষ্ণের কিঙ্কর॥
কৃষ্ণের চরণ ছাড়ি যে আর বাখানে।
বৃথা জন্ম যায় তার অসত্য বচনে॥
আগম বেদান্ত আদি যত দরশন।
সর্ব্বশাস্ত্রে কহে কৃষ্ণপদে ভক্তিধন॥
মুঞ্জ সব অধ্যাপক কৃষ্ণের মায়ায়।
ছাড়িয়া কৃষ্ণের ভক্তি অন্য পথে যায়॥
শাস্ত্রের না জানে মর্ম্ম অধ্যাপনা করে।
গর্দ্দভের প্রায় যেন শাস্ত্র বহি মরে॥
সেই সে বিদ্যার ফল জানিহ নিশ্চয়।
কৃষ্ণ পাদপদ্মে যদি চিত্ত বিত্ত রয়॥"

অসুরভাবপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ ভজন করেন না। ভগবানের ভজন না করিলে কি ক্ষতি হয়?

"দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব আসুর এব চ।"

ইহলোকে দৈব ও আসুর দুই ভাবাপন্ন লোক আছে। তাহার মধ্যে বিষ্ণুভক্তগণ দৈব ও তাহার বিপরীত ভাবযুক্ত লোক অসুর। তাহারা বলে, মন যাহা ভোগ করিতে চায় তাহাই কর। শৌচাশৌচ সত্যাসত্য আবার কি? ঈশ্বর বলিয়া কিছুই নাই, থাকিলে দেখিতে পাওয়া যাইত। তাহারা দম্ভ, দর্প, অভিমানের বশবর্ত্তী হইয়া শত শত আশাপাশে বদ্ধ হইয়া কাম অন্যায় বিবেচনা না করিয়া অর্থ সঞ্চয় করে, নিজকে ধনী, সুখী, ভোগী, কর্ত্তা, বলবান্ প্রভৃতি মনে করিয়া, স্ত্রীলোকের উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে চেষ্টা করে, তাহারা অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম, ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া অপরের হিংসা, দ্বেষ করিতে থাকে। তাহারা ভক্তগণের উপর অত্যাচার করিয়া বিষ্ণুবিদ্বেষ করে, তাহার ফলে,

তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্।
ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু॥
আসুরীং যোনিমাপন্না মূঢ়া জন্মনি জন্মনি।
মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয় ! ততো যান্ত্যধমাং গতিং॥

শ্রীভগবান্ বলিলেন, আমি, আমার বিদ্বেষকারী ক্রূর নরাধমদিগকে সংসারে অনবরত তির্য্যগ্ যোনিতে নিক্ষেপ

করিয়া থাকি। মূঢ়গণ জন্মে জন্মে আসুরী যোনি প্রাপ্ত হইয়া, আমাকে না পাইয়া আরও অধম গতি প্রাপ্ত হয়।

জীবের সুকৃতি দুষ্কৃতি ঈশ্বর গ্রহণ করেন না। জীব স্বাভাবিক জ্ঞানস্বরূপ। অবিদ্যা শক্তি কর্তৃক সেই স্বরূপ আবৃত হওয়ায় জীবের বহুজন্মার্জিত ঐ জীব-দেহে আত্ম অভিমানরূপ মোহ লাভ করতঃ আপনাকে কর্ম্মকর্ত্তা বলিয়া অভিমান করে। কর্ত্তা সাজিয়া মায়ার সংসারে অনেক সৎও অসৎ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, সেই জন্য কর্ম্ম ফলে পুণ্য ও পাপ ভোগ করিয়া স্বর্গনরকাদি চতুর্দ্দশ ভুবনে নানাবিধ যোনিতে পরিভ্রমণ করিতে থাকে। এই জন্মেই হউক বা পূর্ব্বজন্মেই হউক নানাবিধ অজ্ঞাত কারণে জীবের সুকৃতির উদয় হয়।

যাবৎ পাপৈস্তু মলিনং হৃদয়ং তাবদেব হি।
ন শাস্ত্রে সত্যবুদ্ধিঃ স্যাৎ সদ্বুদ্ধিঃ সদ্গুরৌ তথা॥
অনেক জন্মজনিত-পুণ্যরাশিফলং মহৎ।
সৎসঙ্গশাস্ত্রশ্রবণাদেব প্রেমাদি জায়তে॥

যে কালে হৃদয় পাপরাশিতে মলিন থাকে তৎকালে শাস্ত্রে সত্যবুদ্ধি ও সদ্গুরুতে সদ্বুদ্ধি হয় না। অনেক জন্মের মহা সুকৃতিফলেই সৎসঙ্গ এবং শাস্ত্র শ্রবণ হইতে প্রেমলাভ হয়। সর্ব্বজীবসুহৃৎ পরম কারুণিক সাধুগণ বদ্ধজীবের মঙ্গলের জন্য তাহাদের নিজেদের কোন আবশ্যক না থাকিলেও বীর্য্যশালী হরিকথা কীর্ত্তন করিয়া স্থাবর জঙ্গম জীবের সুকৃতির উদয় করাইয়া থাকেন। সেইরূপ কোন অজ্ঞাতসুকৃতিজনকে ভগবানের কথা শুনিবার জন্য সাধু সঙ্গ করিবার ইচ্ছা বলবতী হয়।

সাধুসঙ্গে কৃষ্ণ নাম এইমাত্র চাই।
সংসার তিনিতে আর কোন বস্তু নাই॥
সংসার সাগরং তর্ত্তুং য ইচ্ছেন্মুনিপুঙ্গবাঃ।
স ভজেদ্ধরিভক্তানাং ভক্তাংস্তে পাপহারিণঃ॥

হে মুনিশ্রেষ্ঠ, যিনি সংসারসমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে ইচ্ছা করেন, তিনি যেন হরিভক্তগণের ভজনা করেন, কারণ তাঁহারা পাপবিনাশকারী হরিকথা কীর্ত্তন করিয়া জগৎ তারণ করিতে পারেন।

ভক্তলাগি প্রকট সকল অবতার।
ভক্তবিনা কৃষ্ণ কর্ম্ম না জানয়ে আর॥
কোটি জন্মে যদি যাগ যজ্ঞ তপঃ করে।
ভক্তি বিনা কোন কর্ম্মে ফল নাহি ধরে॥
হেন ভক্তি বিনে ভক্ত সেবিলে না হয়।
অতএব ভক্ত-সেবা সর্ব্বশাস্ত্রে কয়॥
বিদ্যাধন প্রতিষ্ঠার কিছুই না করে।
বৈষ্ণবের প্রসাদে সে ভক্তি ফল ধরে॥
সে সে কেন নহে বৈষ্ণবের দাসী দাস।
সর্ব্বোত্তম সেই এই বেদের প্রকাশ॥
সর্ব্বত্র বৈষ্ণবাঃ পূজ্যাঃ স্বর্গে মর্ত্ত্যে রসাতলে।
দেবতানাং মনুষ্যাণাং তৈর্য্যগ্যোনগরক্ষসাম্॥
যেষাং স্মরণমাত্রেন পাপ লক্ষশতানি চ।
দহন্তে নাত্র সন্দেহো বৈষ্ণবানাং মহাত্মনাম্॥

এইরূপ ভগবদ্ভক্তের চরণে প্রণিপাত ও সেবা করিতে করিতে পরিভ্রমণ করিয়া হৃদয়ের সমূহ অবিদ্যা-গ্রন্থি ছেদন করিয়া বদ্ধজীব শ্রদ্ধাবান্ ও সংসেবিস্থির হইয়া শ্রীহরির পবিত্র নাম কীর্ত্তন করিতে থাকিলে অচিরে শান্তি প্রাপ্ত হইবে।

যে মানবা নিগতরাগ পরাপরজ্ঞা
নারায়ণং গুরুগুরুং সততং স্মরন্তি।
ধ্যানেন যান্তি হৃতকিল্বিষ-বেদনাস্তে
যান্তুঃ পরোধররসং ন পুনঃ পিবন্তি।
তাহারে সে বলি কর্ম্ম ধর্ম্ম সদাচার।
ঈশ্বরে সে প্রীতি জন্মে সত্য সত্য সার॥
তাহারে সে বলি বিদ্যা মন্ত্র অধ্যয়ন।
কৃষ্ণপাদপদ্মে যে করয়ে স্থির মন॥
সবার জীবন কৃষ্ণ জনক সবার।
হেন কৃষ্ণ যে না ভজে সর্ব্বব্যর্থ তার॥

হরিজন কিঙ্কর—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র দাসাধিকারী
মেদিনীপুর।

বিকারীর বিষ-সুধা।

(১)

বিকারগ্রস্ত রোগী, রোষে বিকৃত-মতি হইয়া, প্রায়শ সদ্বৈদ্যকেও অবহেলা করে; তখনও বা ক্রোধভরে দূরে নিক্ষেপ করে। কিন্তু, তাহার হিতকামী আত্মজন, অতি সাবধানে, কখনও বলে, কখনও বা কৌশলে, তাহাকে ঐ অমোঘ ঔষধ সেবন করাইয়া রোগমুক্ত ও সুস্থ করেন। রোগী সুস্থ হইলে, তখন বুঝিতে পারে, তখন সে শত-মুখে স্বীকার করে;—কি অমৃতনিধিকে সে অবহেলা করিয়া, ত্যাগ করিয়া, কালকে ডাকিয়া আনিতেছিল; তাহার পরম সুহৃদ্ তাহাকে কি সুধা পান করাইয়া প্রাণ দিয়াছে!

শ্রীগ্রন্থে সার্ব্বভৌম ও প্রকাশানন্দ আদি পণ্ডিতদের জীবনে এই বাক্যের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আমরা প্রত্যক্ষ করি। বেদান্ত আচার্য্য, নিরাকার ব্রহ্মবাদী সার্ব্বভৌম, স্বীয় ভগিনীপতি পরম ভাগবত শ্রীগোপীনাথ আচার্য্যের মুখে, আপন দৃঢ়বদ্ধ বিশ্বাসের বিপরীত বাক্য যে দিন প্রথম শুনিলেন, সে দিন তিনি কিরূপ ধৈর্য্যহারা হইয়া কত কষ্টে আত্মসম্বরণ করিয়া ছিলেন, তাহা শ্রীগ্রন্থ পাঠক সাধু সজ্জনের অবিদিত নাই। যে মুখে তাঁহার প্রতি তখন উচ্চারিত হইয়াছিল,—(চৈঃ চঃ মধ্য ৬ষ্ঠ সং ৮৮)।

"আচার্য্য কহ সাবধানে।
তোমার প্রতি ঈশ্বর কৃপা ইথে কি প্রমাণে॥"

সেই মুখেই আবার একদিন,—যে দিন সার্ব্বভৌমের সম্পূর্ণ নূতন জীবন সমস্ত মোহবন্ধন মুক্ত হইয়া, শ্রীগৌর-সুন্দরের পাদপদ্মে পূর্ণরূপে লাভ করিয়াছে; পরম দুর্লভ ভগবৎ প্রেমের অমিয় সাগরে জীবন মগ্ন হইয়াছে;—সেই দিন, তিনি (সার্ব্বভৌম) বলিয়াছিলেন,—সেই গোপীনাথের পাদ বন্দনা করিয়া, কৃতজ্ঞতায় গদগদ হইয়া তাঁহাকেই বলিয়াছিলেন,—(ঐ ৬ষ্ঠ সং ২৪৬)।

"তোমার সম্বন্ধে প্রভু কৃপা কৈল মোরে॥
তুমি মহাভাগবত আমি তর্কঅন্ধে।
প্রভু কৃপা কৈল মোরে তোমার সম্বন্ধে॥"

মায়াবাদী সন্ন্যাসী মহাপণ্ডিত প্রকাশানন্দের ও অতি উচ্চ আত্মাভিমান চূর্ণ হইয়া, এইরূপ অবস্থা ঘটিয়াছিল। এমন কত মায়াবাদী, কত চিদ্ধড়-সমন্বয়বাদী, কত কুযোগী, স্ব স্ব দুর্দ্দৈব মোহগ্রন্থী হইতে মুক্ত হইয়া এমনি ধন্য, এমনি কৃতার্থ হইয়াছেন।

এই মায়াবিচিত্র ত্রিগুণ-বিচিত্র মোহগ্রন্থী যতক্ষণ জীবকে বহির্ম্মুখে আকর্ষণ করিয়া, বিপরীত বুদ্ধিতে বিপথে লইয়া বদ্ধ রাখে, ততক্ষণ তাহার সত্য দর্শন হয় না। ত্রিগুণ মায়ালিপ্ত একটা মহাকুহক, কুহেলিকার মত তাহার জ্ঞান চক্ষুকে দৃষ্টিহীন করিয়া, ঘোর অন্ধ-কারে মগ্ন রাখে। সৌভাগ্যোদয়ে, সাধুগুরুর সাক্ষাৎ কৃপালাভ ব্যতীত, এই ঘন ঘোর কুহেলিকাও অপসারিত হয় না, আর নিরন্তরকুহক পরম সত্য রূপ সহস্রাংশুর সাক্ষাৎকারও ঘটে না। অধিক কি, ঐ স্বপ্রকাশ সহস্রাংশু সম্ভূত একটি আলোক রেখাও তখন, ঐ ঘোর অন্ধকার ভেদ করিয়া তাহার নয়ন গোচর হয় না। এই অবস্থায়, মায়াই তাহাকে লইয়া, নানারঙ্গে খেলা করে; কখনও একটা কোনও কল্পিত আলোক দেখাইয়া মুগ্ধ করে। মোহিত জীব তাহা দেখিয়াই সত্যানুসন্ধানে ক্ষান্ত হয়। সত্যের সন্ধানস্পৃহা হইতে চিরবঞ্চিত থাকে। সাক্ষাৎ কথিত শ্রীমুখবাক্যে ইহাই অভিব্যক্ত হইয়াছে, (শ্রীগীতা ৭।২৫)।

"ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়া প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ।
মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ॥
"নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়া সমাবৃতঃ।
মূঢ়োঽয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্॥"
(ঐ ২৪)।

স্বয়ং ভগবান্, সাক্ষাৎ মন্মথ মন্মথ শ্রীগোবিন্দ স্বযোগ-মায়ার অন্তরাল হইয়া, মায়ামূঢ় জীবের গোচর হন না। সে তাঁহার অজ অব্যয় পরম স্বরূপ কখনও জ্ঞাত হইতে, তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারে না। দুর্ভাগ্য সে, সাধুসঙ্গ সাধুসেবা বর্জ্জিত সে, অঘন-ঘটন-কারিণী মায়ার দ্বারা অপহৃত জ্ঞান হইয়া, আসুর ভাবের আশ্রয়ে, অসার বিষয়েই রত হয়; শ্রীগুরুগোবিন্দের, অর্থাৎ শ্রীভগবান ও ভাগবতের পতিত পাবন পদকমলে শরণ গ্রহণ করে না।

সাধুশাস্ত্র সমগ্র জীব জগৎকে মাত্র দুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। বলিয়াছেন,—(পদ্মপুরাণ)।

"দ্বৌভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব আসুর এব চ।
বিষ্ণুভক্তঃ স্মৃতো দৈব আসুরস্তদ্বিপর্যয়ঃ॥"

অখিল জগতে জীব দুই প্রকার; দৈব ও আসুর। যাঁহারা বিষ্ণুভক্ত অর্থাৎ বৈষ্ণব তাঁহারাই দৈব; আর যাঁহারা অবৈষ্ণব তাঁহারা আসুর। শ্রীগীতায় স্বয়ং শ্রীভগবান্ ও এইকথা বলিয়া, আসুর বা অবৈষ্ণব জনের লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বলিয়াছেন,—(১৬।১৮)।

"অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধঞ্চ সংশ্রিতাঃ।
মামাত্মপর-দেহেষু প্রদ্বিষন্তোঽভ্যসূয়কাঃ॥"

অর্থাৎ,—আসুর-জন অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম (মোক্ষাভি-সন্ধি অবধি আত্মেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছা) ও ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া, শ্রীভগবানের সচ্চিদানন্দঘন বিগ্রহ এবং তদীয় অভিন্নতত্ত্ব ভাগবতকে সদোষ দর্শন করিয়া, তৎপ্রতি বীতরাগ হয়; সুতরাং, তদিতর বিষয়েই প্রয়োজন-সাধন তৎপর হইয়া তাহাতেই অনুরাগী হইয়া থাকে।

আসুর জনের প্রকৃতি কেবল কৃষ্ণদ্বেষময়ী; আসুরজন কখনও কৃষ্ণতত্ত্ব জ্ঞান লাভ করিতে পারে না। তাহারা তাঁহার পরমভাব কখনও অনুভব করিতে পারে না। এই জন্যই, ঐ আসুর-জন 'অনুত্তম' 'অদমোদ্ধি' পরাৎপর পরমতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণকেও তদংশ ও তদাশ্রিত অপর তত্ত্ব সহ সম জ্ঞান করিয়া, তদীয় অজ অব্যয় চিন্ময়তনুকেও মায়াবিকারকৃত বস্তু জ্ঞান করিয়া, আত্মনাশপথ মুক্ত করে। তাহারা অপথে অতিক্লেশে কদাচিৎ উচ্চপদে আরোহণ করিলেও পুনর্ব্বার নিপতিত হয়। তাহাদের বহু সাধের নির্ব্বাণও কালবিলুপ্ত। আসুর-যোনিতেই তাহাদের অধম গতি অনিবার্য্য। শ্রীগীতা, ষোড়শে, ঊনবিংশ ও বিংশ সংখ্যক শ্লোকে এই কথাই সুস্পষ্ট। তাহার আর উল্লেখ বাহুল্য মাত্র।

এইরূপ আসুর বলদমূহে দৃপ্ত জনেক ব্যক্তি, তাঁহার সর্ব্বস্ব পুষ্ট দৃঢ়বদ্ধ ভ্রান্ত বিশ্বাসে আহত হইয়া, বিকারবশে কতকগুলি বিতণ্ডা উত্থাপিত করিয়াছেন। তাহা লইয়া বৃথা কালক্ষেপ নিষ্প্রয়োজন হইলেও, ঈদৃশ অবোধজনের বাক্যে পাছে কোনও কোমলশ্রদ্ধ সজ্জন বিচলিত হন, সেই আশঙ্কায় অদ্য আমরা ঐ আসুর-জন-বাক্যের নিরসন জন্য, অপার ভাগবতামৃতাব্ধির বিন্দুমাত্র বিকার-বিষ-সুধা রূপে প্রকাশ করিতে প্রযত্ন হইলাম। ইহাতে যেমন সুস্থ শরীরে স্বাস্থ্য সুখ বৃদ্ধি করিবে; তেমনি, অনেক বিকারগ্রস্ত রোগীরও বিকারসিদ্ধ বিনাশে সহায় হইবে। প্রাকৃত বৈদ্য বিষনাশে বিষ ব্যবস্থা করেন; তাহাতে আরোগ্য অনিশ্চিত; কিন্তু, এ ক্ষেত্রে বিষের পরিবর্ত্তে মৃত্যুহর অমৃত প্রযুক্ত হইয়াছে। এ অমৃত দেব-দুর্ল্লভ। ইহা ভাগবতপাদরজঃ অভিষিক্ত ভাগ্যবান্ জনেরই লভ্য।

"অসৎসঙ্গ ত্যাগ এই বৈষ্ণব-আচার।
স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু কৃষ্ণাভক্ত আর॥
অতিভোজন আর প্রাণিসঙ্গ জনসঙ্গ।
লৌকিকী চেষ্টা কর্ম্ম ভক্তি বিঘ্নের ভঙ্গ॥"

(শ্রীচৈঃ চঃ মধ্য ২২ পঃ)।

সমাজের ব্যাধি।

স্বগ্রামে ফিরিতেছিলাম। সারাদিন ষ্টীমারে চলিতেছি, বর্ষাকাল; নদী কানায় কানায় ভরিয়া উঠিয়াছে। মাঝে-মাঝে বৃষ্টির ঝাপটা আসিয়া একটু অসুবিধারও সৃষ্টি করিতেছিল। মনটা বড় সুস্থ ছিল না। হঠাৎ একটা বৃহৎ রকমের হাঁচির শব্দে ফিরিয়া দেখি একটি অনতি-বিশালবপুঃ নিম্ন নাসা গহ্বরে অঙ্গুষ্ঠান তোলা পরিমিত নস্য চুকাইয়া ঐ শব্দের সৃষ্টি করিয়াছেন। উপরন্তু বিধাতা নস্যের পরিমাণে নাসার সৃষ্টি না করায় তাহার কিঞ্চিৎ অবশেষ বক্ষ বাহিয়া গড়াইয়া পড়িতেছে এবং সেখানে লম্বমান যজ্ঞ-সূত্রের সহিত মিশামিশি করিয়া বেশ শোভার-ই সৃষ্টি করিয়াছে। অনুসন্ধিৎসা জাগিয়া উঠিল; পরিচয়ের অবসর খুঁজিতে লাগিলাম। জানিলাম, তিনি জাতিতে ব্রাহ্মণ, ব্যবসায় পৌরোহিত্যাদি এবং বিদ্যা উপাধিতে 'সাংখ্যবেদান্ত-স্মৃতিতীর্থ'। তবে জীবিকা মুখ্যতঃ স্মৃতির ব্যবস্থাদি দানের

উপর নির্ভর করে। নমস্কারাদি করিয়া দুই একটা প্রশ্ন করিবার ইচ্ছা হইল। সংক্ষেপে মুখবন্ধ করিয়া জিজ্ঞাসা—কলিকাল কেমন আছেন পণ্ডিত মহাশয়?

পণ্ডিত মহাশয়—আর ও কথা জিজ্ঞাসা করেন কেন? চাল-কলা বেঁধে আর কে কবে বড়লোক হয়েছে মশায়?

আমি—কেন আপনারাই আজ কাল হিন্দুধর্ম্মের একমাত্র রক্ষক বলিতে হইবে। যাজক ব্রাহ্মণ আর গ্রাম্য পুরোহিত ছাড়া ধর্ম্মের ধার আর কে ধারায়; বলুন যা হোক তবু অনেক রেখিয়ে রেখেছেন বোলতে হবে।

প্রশংসার সুরে কথাটা বলিলেও ব্রাহ্মণ যেন হঠাৎ একটু গরম হইয়াই উঠিলেন। সোজা হইয়া উঠিয়া একটু উচ্চৈঃস্বরেই বলিতে লাগিলেন—তবে দুঃখের কথা বলি শুনুন। অনেক কষ্টেই এ বিদ্যা অর্জ্জন করি। পাঠাবস্থায় মনে করিতাম আত্মচিকিৎসা করিব না। কিন্তু পেটের দায়িটা যে এত বেয়াড়া তাহা তখন বুঝি নাই এবং আজ তাহারি দায়ে, বেদান্তের বুলি পৌরোহিত্যের খাঁচলে বাঁধিয়া বসানে বাধ্য হয়েছি।

দেখিলাম ঠাকুর মহাশয় অনেকটা সোজা লোক। সত্য কথা ধামা চাপা দিয়া বাহ্য আস্ফালনের প্রবৃত্তি তাঁহার তত প্রবল নহে।

আমি একটু স্তোকস্বরেই বলিলাম—কেন মহাশয় বিদ্যার কি একটা নিজস্ব সম্মান নাই। আপনি ত বেদান্তাদি অধ্যয়ন করিয়াছেন।

পঃ মঃ—কোন কালে এ সমাজে তাহা ছিল শুনিয়াছি। কিন্তু আজ কাল সমাজের প্রাণের কাটি হচ্ছে প্রতিষ্ঠা ও অর্থের হাতে এবং যে নিজকে তাহাদের কাছে না বিকাইতে পারে তাহার বাঁচিয়া থাকা বড় সোজা নহে। কি জানেন মহাশয় আমি আর নিজের সন্তান সন্ততিকে সংস্কৃত টোলে পাঠাচ্ছি না। তারা সকলেই স্কুলে কলেজে পড়ছে; ও দেবতাদের বিদ্যা দেবতাদের হাতেই দেওয়া ভাল।

আমি—কিন্তু তাতেই বা বিশেষ কম কিসে! শাস্ত্রাধ্যয়ন ত্যাগ করিলে পৌরোহিত্য অধিকার ছাড়া ব্রাহ্মণত্বের দাবি আর আপনাদের কি রহিল। কারণ শাস্ত্র বলেছেন যোনধীতা দ্বিজো বেদমন্যত্র কুরুতে শ্রমম্। স জীবন্নেব শূদ্রত্ব-মাশু গচ্ছতি সান্বয়ঃ। সুস্পষ্টরূপে সমস্তোপরি যাবজ্জীবন বেদের আয়ত্তে অর্থাৎ বেদাদি অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা ত্যাগ করিয়া অন্য কর্ম্মে রত হইলে ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব ঘুচিয়া যায়। তিনি সবংশে শূদ্রত্ব লাভ করেন ইত্যাদি।

ব্রাহ্মণ যেন একটু বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। বলিলেন—কেন পৌরোহিত্য অধিকারটাই বা আপনি কম দেখিলেন কিসে?

বুঝিলাম ঠ্যাকে হাত পড়িয়াছে: একটু নরম সুরেই বলিলাম—কিন্তু সে দিকেও শাস্ত্রের সন্দেহ কম নহে। মহাভারতে ধর্ম্মরাজ রাজা যুধিষ্ঠির স্পষ্টই বলিয়াছেন। জাতিরত্র মহাসর্প মনুষ্যত্বে মহামতে। সঙ্করাৎ সর্ব্ববর্ণানাং দুষ্পরীক্ষ্যেতি মে মতিঃ একেবারে খাতে যা। ঠাকুর একটু বেশীই গরম হইয়া উঠিলেন। বলিলেন—মহাশয় আপনি কি তর্ক করিতে আসিয়াছেন।

আমি—আজ্ঞা সে স্পর্দ্ধা কি করিয়া রাখিব। তবে শাস্ত্র আপনাদের প্রাণ তাই তাহারি দুই একটা কথা উল্লেখ করিতেছি মাত্র। আর আপনি ত জানেন যে শাস্ত্রই ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যকে তাহাদের স্ব স্ব অধিকার দান করিয়াছেন। আচ্ছা থাক্ সে কথা। দেখুন এতদিন আর্য্যব্রাহ্মণেরাই ত সমাজ চালিত করিয়াছেন। অথচ আজ সেই আর্য্য ব্রাহ্মণেরই সম্মান রক্ষা করিতে সমাজ রক্ষা করিতে সমাজ পরাঙ্মুখ কেন? সমাজের এ রোগের কারণ কি আপনাদের স্মৃতির মধ্যেই কিছু খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। অর্থ ও প্রতিষ্ঠার এই অপ্রতিহত প্রভাব সমাজে কোথা হইতে আসিল? ইতিহাস পুরাণাদিতে দেখি এবং নিজেরাও স্পর্দ্ধা করি যে হিন্দু সমাজ আধ্যাত্মিক ভিত্তির উপর স্থাপিত। আচ্ছা সেটা কোন সমাজ বলিতে পারেন?

পঃ মঃ—আমার ব্যাপারি হইয়া জাহাজের খবরে কি কাম মহাশয়?

আমি—কিন্তু সমাজতরী খানা আপনি ছোট দেখিলেন কিসে? রাগ করিবেন না পণ্ডিত মহাশয়। নিজেদের অবস্থা বুঝিবার ও জানিবার চেষ্টা করা কি নিন্দনীয়?

পঃ মঃ—আপনি কি বলিতে চাহেন যে রঘুনন্দন প্রভৃতি বেদপূজা স্মার্ত পণ্ডিতেরা সমাজের অনিষ্ট করিয়াছেন। এপর্য্যন্ত কাহারও মুখে সেরূপ কথা ত শুনি নাই মশায়, বরং বৌদ্ধ প্লাবনের পরবর্ত্তী যুগের বিশৃঙ্খলা ও মুসলমান আক্রমণ হইতে তাঁহারাই সমাজকে রক্ষা করিয়াছেন। আর আজ সমাজে যে টুকু শৃঙ্খলা দেখিতেছি সে তাঁহাদেরি কৃপায় নহে কি মহাশয়?

ক্রমশঃ

শ্রীকৃষ্ণনন্দন অধিকারী (বি, এ)

প্রচারপ্রসঙ্গ।

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ গোস্বামিপ্রভু ও শ্রীপাদ অধোক্ষজ দাসাধিকারী মহোদয় কতিপয় ব্রহ্মচারী সহ যুক্ত প্রদেশে কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীগৌরসুন্দর-প্রচারিত শুদ্ধভক্তি-কথা তত্রত্য অধিবাসিগণের নিকট প্রচার করিতেছেন। উনাওয়ের সুযোগ্য ডেপুটী কমিসনার ধর্ম্মপ্রাণ শ্রীযুক্ত পারলোল আই, সি, এস্ মহোদয় ও তদীয় সহধর্ম্মিণীর শ্রীগৌরসুন্দরের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি, বৈষ্ণব-সেবায় নিষ্কপট উৎসাহ, শুদ্ধ-হরিনাম-প্রচারে আন্তরিক চেষ্টা বিশেষ উল্লেখ যোগ্য।

শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজ এখন মৈমিষারণ্যে ব্যাসগদীতে অর্থাৎ যে স্থানে পরম ভাগবত সূত গোস্বামী মহারাজ শৌনকাদি ঋষিগণের নিকট বেদতরুর প্রপক্ক ফল—শ্রীমদ্ভাগবত কীর্ত্তন করিয়াছিলেন সেই স্থানে অবস্থান করতঃ শ্রীভাগবত-কথা, গৌরবিহিত কীর্ত্তন ও রূপানুগ শিক্ষার প্রচার করিতেছেন।

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ জলপাইগুড়ির প্রচার কার্য্য শেষ করিয়া শিলি-গুড়ীর নাট্যমন্দিরে "সনাতন ধর্ম্ম" সম্বন্ধে বক্তৃতা ও কীর্ত্তন করিয়াছেন। স্থানীয় উকিল শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য, লক্ষ্মীনারায়ণ বসুমদার, মনতুরাম আগরওয়ালা, এবং হনুমান-প্রসাদ ধর্ম্মপ্রাণ মহোদয়গণ হরিকথা-প্রচারের জন্য বিশেষ উৎসাহ দেখাইয়াছেন। শিলিগুড়ী প্রচারান্তে শ্রীভারতী মহারাজ দিনাজপুরে প্রচার করিয়াছেন। দিনাজপুর হইতে নিম্নস্থ সংবাদদাতার পত্রে এইরূপ প্রকাশ—

"শ্রীল ভারতী মহারাজ গত ৮ই শ্রাবণ ভ্রাম্যমাণ দিনাজপুরে শুভাগমনপূর্ব্বক অপরাহ্ণ ৩ঘটিকার সময় কীর্ত্তনমুখে বহির্গত হইয়া স্থানীয় ধর্ম্মসভায় উপস্থিত হন। প্রায় তিনশত বিশিষ্ট ভদ্রলোক তথায় সাগ্রহে সমবেত হইলে ভারতী মহারাজ তাঁহার স্বভাবসুলভ হৃৎকর্ণরসায়ন বাক্য ও গুরুগম্ভীর স্বরে কখনও বা বাক্‌কৌতুকে শ্রোতৃ-বর্গকে ভগবদ্ভক্তির বন্যায় ভাসাইয়া নীরব নিস্পন্দ করিয়া রেন। তৎপর দিবস অষ্টপ্রহরের সঙ্ঘ সঙ্কীর্ত্তন চতুর্দ্দিক হইতে খোলকরতালসহ বহুলোক আগমন করতঃ ভারতী মহারাজকে লইয়া সঙ্ঘবদ্ধে নগর কীর্ত্তনে বহির্গত হন। স্থানীয় বহু বহু শিক্ষিত সম্ভ্রান্তব্যক্তি, পণ্ডিতমণ্ডলী, ব্যবসায়ী, সকলেই প্রায় তিনঘণ্টা কাল সহরের পথে কীর্ত্তন ও উদ্দাম নৃত্য করিয়া ভারতী মহারাজের অনুগমন করেন। শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী এম, এ, বি এল, এম, এল, সি মহোদয় প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত নগ্নপদে লজ্জাভয় পরিত্যাগ করিয়া শ্রীগৌরবিহিত-কীর্ত্তনে প্রাণের উচ্ছ্বাসে যোগদান করিয়াছিলেন। দিনাজপুরের প্রতি ঘরে ঘরে শ্রীগৌরসুন্দর প্রচারিত শুদ্ধ ভক্তিকথা প্রচার করিয়া শ্রীপাদ ভারতী মহারাজ শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের আজ্ঞা প্রতি-পালন করিতেছেন। গত ১০ই ও ১১ই শ্রাবণ দিনাজপুরে ভ্রাম্যমাণ ভূবনী নাট্য-মন্দিরে শ্রীপাদ ভারতী মহারাজ শুদ্ধভক্তি সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছিলেন এবং নগর কীর্ত্তনও হইয়াছিল। স্থানীয় ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ধর্ম্মানুরক্ত শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী সেনগুপ্ত মহোদয়ের হরিকথা শ্রবণে অকপট ও বৈষ্ণবের প্রতি সৌজন্যও বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিস্বরূপ পুরীমহারাজও সেইস্থানে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছেন। তিনি রায় সাহেব রাধাগোবিন্দ রায় বাহাদুর মহোদয়ের ভবনে কয়েকদিন যাবৎ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছেন। রায় সাহেব মহোদয়ের বৈষ্ণবোচিত দীনতা ও বৈষ্ণবসেবায় প্রগাঢ় অনুরাগ বিশেষ উল্লেখ যোগ্য।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার অন্যতম প্রচারক শ্রীপাদ নকগন্ধু ব্রহ্মচারী ও শ্রীগৌরেন্দু ব্রহ্মচারী মহোদয়দ্বয়ের গুরুগৌরাঙ্গ-সেবাকল্পে উৎসাহ ও যত্ন বিশেষ প্রশংসার্হ। শ্রীপাদ নকগন্ধু ব্রহ্মচারী মহোদয় স্থানীয় ধর্ম্মসভায় কয়েকদিন বক্তৃতা করিয়াছেন।

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ উড়িষ্যার দুর্গা নামক স্থানে হরিকথা প্রচার করিতেছেন। তাঁহার মুখে শুদ্ধ ও নির্ম্মল বৈষ্ণবধর্ম্মের কথা শ্রবণ করিয়া স্থানীয় শিক্ষিত ব্যক্তিগণ প্রাকৃত সাহজিক ধর্ম্মের কপটতা ও বাহ্যাড়ম্বর অনুসরণ করিতেছেন।

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস পর্ব্বত মহারাজ করিদপুর অঞ্চলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত শুদ্ধ-ভক্তি-কথা প্রচার করিতেছেন।

শ্রীগৌড়ীয় মঠের আয়-ব্যয়-তালিকা।

৪৩৮ শ্রীচৈতন্যাব্দ, সন ১৩৩১ সাল।

শ্রীজন্ম-মহোৎসব, শ্রীবিগ্রহ ও সাধুসেবা এবং প্রচারাদি উপলক্ষে আয়-ব্যয়।

আয়ের তালিকা

সংগৃহীত

শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপতীর্থ মহারাজ

বহরমপুর, কাঁদি, পলাশ, ভিক্টোরিয়াপট্টন হইতে ২০৯।৫

শ্রীমদ্ভক্তি বিবেক ভারতী মহারাজ

রাজসাহী, বগুড়া, যশোহর হইতে ৫৬৫৸৹

শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ

মান্দ্রাজ হইতে ৩১৯৹

শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভপুরী মহারাজ

ধানবাদ হইতে

শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস পর্ব্বত মহারাজ

চট্টগ্রাম হইতে ৯০৷৶১০

শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ

বর্দ্ধমান হইতে ১৪৸৹

শ্রীযুক্ত পরমপদদাসাধিকারী

নীলোল হইতে (বর্দ্ধমান) ১২৲

মেদিনীপুরের অনেক শুভানুধ্যায়ী ১০০০৲

শ্রীযুক্ত ধর্ম্মাতিধন ব্রহ্মচারী ২৮০৲

„ গোপালচন্দ্র রায় ভক্তিরত্ন ২৩৪৲

অজ্ঞাত নামা

শ্রীযুক্ত শ্রীরামচন্দ্র ভল্লদেও

রাউত রায় সাহেব, ময়ূরভঞ্জ ১৫২৲

„ এন্, জি, ঘোষ ১৪০৲

„ সজ্জনানন্দ ব্রহ্মচারী ১৪০৲

„ সতীশচন্দ্র বসু জমিদার ৬২২৲

„ গৌরচরণ লাহা জমীদার ১০০৲

„ অতীন্দ্রিয় দাসাধিকারী ভক্তিগণাকর ৬৫৲

৫১০১৷৶১৫

৫০৲ টাকা হিসাবে ৩ জন ১৫০৲ টাকা

১। শ্রীযুত বিহারীলাল মল্লিক। ২। যজ্ঞেশ্বর দাসাধিকারী। ৩। বিজয়চন্দ্র সিংহ বি, এ।

শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রচন্দ্র বিশ্বাস বি, এল ৪০৲

৩৫৲ টাকা হিসাবে ৩ জন ১০৫৲ টাকা

১। শ্রীযুক্ত মন্মথরাজ অধিকারী। ২। ঘোষ ব্রাদার্স। ৩। চিন্তামণি বাগ।

৩০৲ টাকা হিসাবে ৩ জন ৯০৲ টাকা

১। শ্রীযুক্ত মদনমোহন দাসাধিকারী ভক্তিমধুকর। ২। সিদ্ধেশ্বর ঘোষ মজুমদার। ৩। যতীন্দ্রনাথ বসু এম্, এল্, সি।

২৫৲ টাকা হিসাবে ১৩ জন ৩২৫৲ টাকা

১। শিউপ্রসাদ তুলসীরাম। ২। গোকুল চাঁদ। ৩। সার হরেরাম গোয়েনকার বাহাদুর। ৪। গোপীরাম রামচন্দ্র। ৫। যতীন্দ্রনাথ পাল। ৬। আশুতোষ দাস শশীভূষণ মাইতি। ৭। পূর্ণচন্দ্র বারিক। ৮। মহেন্দ্রনারায়ণ রায়। ৯। দেওয়ান চাঁদ এণ্ড সন্স ১০। সাক্ষীগোপাল বড়াল। ১১। দুর্গাকিশোর দাস বিরলা। ১২। মদনমোহন বর্ম্মন্। ১৩। মঙ্গলময় ব্রহ্মচারী।

শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনারায়ণ বসু ২১৲

২০৲ টাকা হিসাবে ১২ জন ২৪০৲ টাকা

১। সার কৈলাসচন্দ্র বসু—সি আই ই। ২। সৌদামিনী ঘোষ। ৩। ভূপেন্দ্রনাথ মিত্র। ৪। দেবপ্রসন্ন ঘোষ। ৫। অনাথনাথ বসু। ৬। কুমার মন্মথনাথ মিত্র। ৭। শ্যামদাস পাল। ৮। পরেশচন্দ্র ঘোষ। ৯। মণিমাধব মিত্র ভক্তিসুধাকর। ১০। কে, দত্ত, এম্, এ, বি, এল্। ১১। অবিনাশচরণ দাসাধিকারী। ১২। ভূতবিহারী বিদ্যাভূষণ।

১৫৲ টাকা হিসাবে ৭ জন ১০৫৲ টাকা

১। রায় বাহাদুর বংশীলাল আবির চাঁদ। ২। সুদর্শন ব্রহ্মচারী। ৩। রাইমোহন রেলতীমোহন চৌধুরী। ৪। রণছোড় দাস পুরুষোত্তম এণ্ড কোং। ৫। জি, সি, সরকার। ৬। গোপালকৃষ্ণ মদনমোহন ভুঙ্গেশ্বর সাহা। ৭। উপেন্দ্রনাথ রক্ষিত।

নৃপেন্দ্রনাথ সরকার	১৪৲
দীননাথ হেমরাজ	১৩৲

১১৲ টাকা হিসাবে ১৮ জন ১৯৮৲ টাকা

১। শ্রীযুত রামনাথন শেঠী। ২। রামগোপাল লছমি নারায়ণ। ৩। জয়লাল-হরকচরণ। ৪। রামপ্রসাদ চিমন লাল। ৫। সচ্চিদানন্দ বসু। ৬। চৈতরাম দাস। ৭। বলদেও দাস জাবেদার। ৮। জয়লাল হরকলাল। ৯। বি রাজারাম চৌধুরী। ১০। চৈতরাম রামবিলাস। ১১। জে, এন, বসু। ১২। বৈজনাথ চাপলি। ১৩। মতিলাল রাধা-কিষণ। ১৪। নিমরাজ মুরলী ধর। ১৫। রায় ভগবান দাস বগলা বাহাদুর। ১৬। গোপাল রায় শিউ বক্স। ১৭। মুংগীরাম বাংগো। ১৮। কলিবেরি দাস অধিকারী।

১০৲ টাকা হিসাবে ৪৩ জন ৪৩০৲ টাকা

১। ডাঃ এম, পি, চাটার্জ্জি। ২। প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়। ৩। রাধারমণ অধিকারীর মাতা। ৪। রায় সাহেব আর এন, গুহ। ৫। সিদ্ধেশ্বর মজুমদার। ৬। দেবীপ্রসন্ন ঘোষ। ৭। ধামাপদ ঘোষ এণ্ড সন্স। ৮। রায় দেবগুরু রায় সাগরমল বাহাদুর। ৯। পাঁচুগোপাল মিত্র। ১০। আনন্দজী হরিদাস। ১১। হরিশঙ্কর পাল। ১২। রামনারায়ণ নিত্যানন্দ নন্দী। ১৩। সুরেশচন্দ্র লাহিড়ী। ১৪। সুরেশবিহারী রায়। ১৫। জহরলাল দে। ১৬। সৌরেন্দ্রনাথ মিত্র। ১৭। যজ্ঞেশ্বর অধিকারী। ১৮। কুমুদকান্ত ভৌমিক। ১৯। হরিদাস সেন। ২০। বনমালী মল্লিক। ২১। ইন্দ্রকুমার আঢ্য। ২২। অচ্যুতানন্দ সরকার। ৪৩। জীবনকৃষ্ণ দে। ২৩। কালিপদ বারিক। ২৪। নারায়ণ দাস বর্ম্মন্। ২৫। যতীশচন্দ্র মিত্র। ২৬। কানাইলাল পোদ্দার। ২৭। শচীন্দ্রনাথ বিশ্বাস। ২৮। ডব্লিউ এম, এন, মুখার্জ্জী। ২৯। এন, এম, মুখার্জ্জী। ৩০। নরেন্দ্রনাথ দত্ত। ৩১। সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ৩২। শরচ্চন্দ্র মিত্র। ৩৩। দেবেন্দ্রনাথ দত্ত। ৩৪। রায় হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী। ৩৫। প্রফুল্লনাথ ঠাকুর। ৩৬। সত্যেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক। ৩৭। রামপ্রসাদ দত্তের মাতা। ৩৮। রাধারাণী দেবী। ৩৯। অযোধ্যা দাসাধিকারী। ৪০। সরোজবাসিনী ঘোষ। ৪১। প্রিয়তমা বসু। ৪২। জয়ন্তীদাস অধিকারী।

৯৲ টাকা হিসাবে ৪ জন ৩৬৲ টাকা

১। হাজারীমল সোহানলাল। ২। প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়। ৩। সত্যপ্রকাশ অধিকারী। ৪। উপেন্দ্রনাথ সাহা।

৮৲ টাকা হিসাবে ৭ জন ৫৬ টাকা

১। কুমার জিতেন্দ্রনাথ মল্লিক। ২। শ্রীযুত প্রাণকৃষ্ণ পড়িয়া। ৩। সীতানাথ সাহা। ৪। পাণ্ডব মৃধা। ৫। শ্রীমতী কৃষ্ণভামিনী দেবী। ৬। কৃষ্ণপ্রিয়া দাসী। ৭। কুসুমকুমারী দাসী।

৭৲ টাকা হিসাবে ৭ জন ৪৯৲ টাকা

১। শ্রীযুত শ্যামজীদাস ত্রিকদাস। ২। মগনলাল কুঠারী। ৩। জানকী দাস পিউ নারায়ণ। ৪। গোকুল চাঁদ রাধারাম। ৫। দেবীদাস শ্রীকিষণ। ৬। কালীগোপাল মজুমদারের ভগ্নি ৭। কৃষ্ণদাস আচা।

৬৲ টাকা হিসাবে ৫ জন ৩০৲ টাকা

১। শ্রীযুক্ত হরাইমোহন অধিকারী। ২। গোষ্ঠবিহারী দাসের কন্যা। ৩। দুলালকিশোর অধিকারী। ৩। বঙ্কিম-চন্দ্র অধিকারী। ৫। রাধারমণ দাসাধিকারীর মাতা।

৫৲ টাকা হিসাবে ১১৭জন ৫৮৫৲ টাকা।

১। শ্রীযুত রামবিনোদ ব্রহ্মচারীর মাতা ২। যামিনীকান্ত মিত্র ৩। ধীরেন্দ্রনাথ সরকার ৪। রাধারমণ দাসা-ধিকারী মাতা ৫। অভিরাম দাসের স্ত্রী ৬। রাই মোহন গোস্বামী ৭। কৃষ্ণ চন্দ্র পড়িয়া ৮। উমা দাসী ৯। রাই মোহন রেবতীমোহন রায় চৌধুরী ১০। প্রবীনা সুন্দরী বিশ্বাস ১১। দয়াল চাঁদ বসুবিহারী খাঁ ১২। নরেন্দ্র চন্দ্র ঘোষ ১৩। বংশীধর দুর্গাদং ১৪। ব্যোমকেশ শেঠ ১৫। বিনয় কৃষ্ণ রায় ১৬। যমুনা বিহারী দাসাধিকারী ১৭। হীরালাল মণ্ডল ১৮। ভূপেন্দ্র নারায়ণ রায় ১৯। হীরালাল গদাধর লাল ২০। ভূপেন্দ্র নাথ মিত্র ২১। উমর মল চাঁদ মল ২২। সূর্য্য কুমার নাগ এণ্ড সন্স ২৩। নীলমণি হালদার ২৪। এইচ, কে, ঘোষ এণ্ড কোং ২৫। নর নারায়ণ দাসাধিকারী ২৬। যতীন্দ্র নাথ বসু ২৭। মানবেন্দ্র নাথ বসু ২৮। সর্ব্বরঞ্জন কাঞ্জি ২৯। নটবর গোস্বামী ৩০। ডাঃ যতীন্দ্র নাথ বসু ৩১। ভূপেন্দ্র নাথ বসু ৩২। নীরদচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৩৩। কুপেন্দ্র বালা চৌধুরাণী ৩৪। যামিনী কান্ত কুণ্ডু ৩৫। যোগেন্দ্র নাথ সুরেন্দ্র নাথ কুণ্ডু ৩৬। নবীন চন্দ্র রাম চন্দ্র সাহা ৩৭। শীতল চন্দ্র নাগ গোপাল চন্দ্র সাউ ৩৮। সতীশ চন্দ্র রাণা ৩৯। রাধাকান্ত অমৃতলাল সাহা ৪০। গোপাল কৃষ্ণ কামিনী কুমার চৌধিক ৪১। শ্রীরাম চন্দ্র হারণ চন্দ্র সাহা ৪২। রাম শরণ রাম কুমার গোস্বামী ৪৩। হরি চরণ ঈশ্বর চন্দ্র সাহা ৪৪। রায় হরেন্দ্র লাল রায় বাহাদুর ৪৫। গোপালচন্দ্র মাঝি ৪৬। সনৎ কুমার বসু ৪৭। পিউ নারায়ণ মহাশিও লাল খাইতান ৪৮। হীরালাল গোয়েনকা ৪৯। ভগবান দাস বাজাজ ৫০। হীরালাল মন্মথ নাথ শেঠ ৫১। হরিবল্লভ গোপীরাম ৫২। বিশ্বনাথ শ্রীমানি ৫৩। সুরেন্দ্র মোহন দে ৫৪। টি, ডি, কুমার ৫৫। সুরেশ চন্দ্র গোষের স্ত্রী ৫৬। হরি মোহন ঘোষ ৫৭। নগেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৫৮। নীলাম্বর সুর ৫৯। রাম প্রসাদ সুকলা ৬০। যোগেন্দ্র আচা ৬১। নৃপেন্দ্র নাথ বসু ৬২। প্রশান্ত কুমার সুর ৬৩। হরি চরণ সাহা ৬৪। মন্মথ নাথ সোমাদার ৬৫। সূর্যচন্দ্র বারিকের মাতা ৬৬। বিজয় কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় ৬৭। রাধারমণ মল্লিক ৬৮। মহেন্দ্র নাথ শ্রীমানি ৬৯। প্রদীপ কুমার চৌধুরী ৭০। ভোলা নাথ মিত্র ৭১। পান্নালাল দাস ৭২। দেবদত্ত সরাওগী ৭৩। গোলাপ চাঁদ কোং ৭৪। প্রিয়নাথ বিশ্বাস ৭৫। রাজা জানকী নাথ যদু নাথ রায় ৭৬। হৃষীকেশ নন্দী ৭৭। সুরেন্দ্র কুণ্ডরায় ৭৮। নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ৭৯। গুরুদেব রামলাল ৮০। ডি এম মুখার্জী ৮১। উপেন্দ্র নাথ রক্ষিত ৮২। রমেশ চন্দ্র রায় ৮৩। কামদেব অধিকারী ৮৪। রায় বাহাদুর হরেন্দ্র কুমার রায় চৌধুরী ৮৫। কলিকাতা সেপার ট্রেডিং কোং ৮৬। জানেন্দ্র কৃষ্ণ নাগ ৮৭। গৌর হরি মিত্র ৮৮। সখী চরণ রায় ৮৯। বিপিন বিহারী মিত্র ৯০। মদন গোপাল কোলে ৯১। হরদৎ রায় নন্দলাল ৯২। মঙ্গল দাসী ৯৩। সৌদামিনী ঘোষ ৯৪। অপ্রাকৃত দাসাধিকারীর মাতা ৯৫। অবিনাশ চন্দ্র সেন ৯৬। বিহারী লাল মিত্রের স্ত্রী ৯৭। ভবন চৈতন্য দাসাধিকারী ৯৮। কৃষ্ণ প্রমোদিনী দাসী ৯৯। সারদা প্রসাদ দাস ১০০। নেইট রাম সাগরমল ১০১। নিমানন্দ দাসাধিকারী ১০২। মন্দাকিনী দাসী ১০৩। পটেশ্বরী ঘোষ ১০৪। হেমন্ত কুমারী বিশ্বাস ১০৫। বি, সরকারের স্ত্রী ১০৬। রামচন্দ্র ডুলিচাঁদ ১০৭। নাথচাঁদ বাদলীচাঁদ ১০৮। কিশোরী লাল মুকুন্দলাল ১০৯। নরেশচন্দ্র সিংহ ১১০। হরি-নারায়ণ সিংহ ১১১। সরোজবাসিনী ঘোষের ভগ্নি ১১২। সহায় নারায়ণ পাল ১১৩। রাই মোহন গোস্বামী ১১৪। হরি পদ বন্দ্যোপাধ্যায় ১১৫। অমূল্য চরণ পাকড়াই ১১৬। গৌরেন্দ্র নারায়ণ দত্ত। ১১৭। আবদুল মল্লিক।

৪৲ হিসাবে ২৫ জন ১০০৲ টাকা

১। শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ বেরা ২। লালশিব লালসাহা ৩। মোহিতকুমারী দেবী ৪। যোগেন্দ্রনাথ কুণ্ডাজী ৫। ডাঃ সত্যরঞ্জন সেন ৬। রজনী মোহন মনোমোহন জৌমিক ৭। তারাপদ মণ্ডল জানেন্দ্র নাথ বিশ্বাস ৮। অতুলকৃষ্ণ সেন ৯। বারিকা নাথ রাইমোহন চৌধুরী ১০। বনমালি লাল রায় ১১। মহারাজ ইন্দ্রজ কুমার রায় চৌধুরী ১২। গিরিনাথ বিশ্বাস ১৩। পুলিনেন্দু বসাক ১৪। মণীন্দ্রচন্দ্র সিংহ ১৫। তারাকুমার ধী এণ্ডরাধার্স ১৬। প্রতাপচন্দ্র সেন ১৭। নিমাইচরের মামী মাতা ১৮। আবদুল্লা ভাই লালজী ১৯। বসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ২০। ত্রিলোচন রায় ২১। ব্রজ গোস্বামী ২২। বিপিন বিহারি অধিকারী ২৩। প্রকাশ চন্দ্র দত্তের মাতা ২৪। হীরেন্দ্রনাথ দত্ত। ২৫। গোলোক বিহারী মল্লিক।

৩৲ হিসাবে ২৭জন ৮১৲ টাকা।

১। শ্রীযুত ধীরেন্দ্র নাথ সরকার ২। শ্যামাপদ বসু ৩। নবদ্বীপ সাহা ৪। পল ফ্রেণ্ড্‌স্ ৫। দুর্গাধাবব বন্দ্যোপাধ্যায় ৬। নিবারণ চন্দ্র সরকার ৭। মধুসূদন সোঠ বিহারী সাহা ৮। কিরণ শশী দত্ত ৯। চমৎকার-মোহিনী দত্ত ১০। অতুল চন্দ্র চৌধুরী ১১। গঙ্গারাম ঘোষ ১২। বসন্তকুমার ঘোষ ১৩। নীলমণি মণ্ডল ১৪। দীন নাথ দে ১৫। বিপিন বিহারী সাহা ১৬। বিহারী লাল সাহা ১৭। প্রফুল্ল কুমার সাহা ১৮। কুমার প্রমথ নাথ রায় ১৯। শ্যামলাল পাল চৌধুরি গৌরচন্দ্র তালুকদার ২০। অমিত মোহন বৃন্দাবন চন্দ্র সাহা ২১। দীন বন্ধু যোগেন্দ্র মোহন কুণ্ডু ২২। শ্যাম লাল তালুকদার ২৩। নারায়ণ চন্দ্র দাস ২৪। নবদ্বীপ চন্দ্র দাস ২৫। হরিশ্চন্দ্র কেদার নাথ সাহা ২৬। সীতানাথ ধনাধিকারী ২৭। বেরতী মোহন দাস।

২৷৹ হিসাবে ৭জন ১৭৷৹ টাকা

১। শ্রীযুত শিব কৃষ্ণ সাহা ২। কাদম্বিনী দেবী ৩। বিহারি কুণ্ডু ৪। চুনীলাল দে ৫। যামিনী নাথ মণ্ডল ৬। মোহিত কৃষ্ণ কুণ্ডু ৭। প্রয়াগ দাস বসুনাদস।

২৲ হিসাবে ১৫জন ৩০৲

১। শ্রীযুত গোষ্ঠ বিহারি দাসের কন্যা ২। যোগেশ চন্দ্র বসু ৩। বালা রমন অধিকারীর স্ত্রী, ৪। হরেন্দ্র লাল সাহা ৫। হরিপদ ঘোষ ৬। দুর্গাপ্রসাদ গোপীরাম ৭। প্রবোধ বারের স্ত্রী ৮। দক্ষ বালা ৯। মুরলী বাবু ১০। বলাই চাঁদ পাল ১১। গৌর মোহন সাধু খাঁ ১২। অগেন্দ্র নাথ শালিত ১৩। দেবেন্দ্র নাথ দত্ত ১৪। সুবোধ চন্দ্র ঘোষের মাতা ১৫। সুরেন্দ্র নাথ সিংহের মাতা ১৬। ধনঞ্জয় শীল এণ্ড কোং ১৭। অতুল চন্দ্র পাল কবির চন্দ্র নন্দী ১৮। হরিপদ কৃষ্ণ বিশ্বাস ১৯। অক্ষয় কুমার মল্লিক ২০। ইষ্টবিস্তারসাল ষ্টেসেনারী হল ২১। চিত্তরঞ্জন মিত্র ২২। মণীন্দ্র নাথ রায় ২৩। উপেন্দ্র নাথ সরকার ২৪। উপেন্দ্র নাথ নস্কর ২৫। প্রবোধ চন্দ্র দাস ২৬। কৃষ্ণচন্দ্র বসু ২৭। নিরঞ্জন কুমার সেন ২৮। আশুতোষ কাপাশী ২৯। নরেন্দ্র চন্দ্র ঘোষাল ৩০। রাধিকা প্রসাদ সরকার ৩১। দেবেন্দ্র নাথ পাইন ৩২। রাম চন্দ্র মজুমদার ৩৩। রাধা মোহন সরদার ৩৪। শ্রীধর চন্দ্র দাস ৩৫। আশুতোষ কুণ্ডু ৩৬। কেদার নাথ বিশ্বাস ৩৭। আনন্দ চন্দ্র রসিক লাল সাহা ৩৮। হরিদাস অধিকারী ৩৯। মহেন্দ্র চন্দ্র ঘোষ ৪০। নারায়ণ প্রসাদ প্রামাণিক ৪১। শশীভূষণ মিত্রোষ্টি ৪২। পঞ্চানন দত্ত ৪৩। নন্দরবাসী সাহা ৪৪। গঙ্গানারায়ণ সামন্ত কোং ৪৫। ঈশ্বরলাল পাড়ে ৪৬। মতিলাল নন্দী ৪৭। বিপিন বিহারী পাইন ৪৮। আশুতোষ নাথ ৪৯। ডাঃ ও চক্রবর্ত্তী ৫০। মধু সূদন শীল ৫১। অবিনাশ চন্দ্র শীল এণ্ড কোং ৫২। কৃষ্ণলাল দত্ত ৫৩। প্রসন্ন কুমার বসু ৫৪। সত্যচরণ পঞ্চানন সিংহ ৫৫। নন্দন নাথ মিত্র ৫৬। ত্রিকম চাঁদ মুরারজী ৫৭। নির্ম্মলচন্দ্র দত্ত ৫৮। সিংহের দে ৫৯। নিউনারায়ণ কেদারনাথ ৬০। বি, কেমজি প্রাগজী ৬১। অন্নদাপ্রসাদ ঘোষ ৬২। চন্দ্রকুমার আঢ্য ৬৩। অরূপচন্দ্র সিংহ ৬৪। কৃষ্ণদাস আঢ্য ৬৫। আশুতোষ পাল ৬৬। নারায়ণচন্দ্র ঘোষ ৬৭। অন্নোদাবসি দাদ ৬৮। জি, সি, আঢ্য ৬৯। শৈলেন্দ্রনাথ বসু ৭০। নরোত্তম দাসাধিকারী ৭১। মাখনলাল ব্রাদার্কিশন ৭২। নগেন্দ্রনাথ সরকার ৭৩। পাারীমোহন বসু ৭৪। তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় ৭৫।

টাদলাল চক্রবর্ত্তী ৭৬। চক্রবর্ত্তী ব্রাদার্স ৭৭। লাল বিহারী সাধু খাঁ ৭৮। শ্যামকৃষ্ণ সরকার ৭৯। মহেন্দ্রনাথ উপেন্দ্রনাথ বক্সি ৮০। সতীশচন্দ্র সাহা ৮১। বিষ্ণুদাস প্রামাণিক ৮২। নরেন্দ্রলাল দাস ৮৩। সুবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ৮৪। শরৎচন্দ্র গুপ্ত ৮৫। কনকচন্দ্র পাল ৮৬। সকলাল বাবু ৮৭। নলিনমোহন পাল ৮৮। সীতানাথ চৌধুরী ৮৯। মাখনলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ৯০। গোপিবিহারী দত্তের স্ত্রী ৯১। কালীনারায়ণ সাহা ৯২। বলরাম রেমেট মোহন দে ৯৩। ক্ষেত্রনাথ পোদ্দার ৯৪। বেণীমাধব শিবোচরিহারী নন্দী ৯৫। গাইমোহন রাধিকামোহন সাহা ৯৬। কুলচন্দ্র দেব দেবেন্দ্রনাথ চৌধুরী ৯৭। জানকী রাম পৈতাসেম ৯৮। তারিণীচরণ কমুতলাল সাহা ৯৯। গোপীনাথ মদনমোহন সাহা ১০০। মদনমোহন নাথ দালাল ১০১। হরিকিঙ্করনাথবন্দ্যোপাধ্যায়। ১০২। ডাঃ ডি, সামন্ত। ১০৩। রমানাথ ঘোষ ১০৪। নৃপেন্দ্রনাথ দেব ১০৫। দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ১০৬। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১০৭। কৃষ্ণলাল শীল ১০৮। সদানন্দ ঘোষ ১০৯। হেরম্বমোহন রায় চৌধুরী ১১০। কৃষ্ণরাম অধিকারী ১১১। বেণীমাধব যতীন্দ্রনাথ সাহা ১১৩। কৃষ্ণচন্দ্র কানাইলাল পোদ্দার ১১৪। নবকিশোর অভয়চরণ সাহা ১১৫। নবীনচন্দ্র অখিলচন্দ্র সাহা ১১৬। বল্লাকান্ত বলরাম রায় ১১৭। অবিনাশচন্দ্র সাহা ১১৮। মহাদেব চক্রবর্ত্তী ১১৯। গোষ্ঠবিহারী আঢ্য ১২০। পঞ্চানন দত্ত ১২১। সারকুলার ডলকানাইডিং ১২২। গণপৎ রায় সিউমুখ রায় ১২৩। বদ্রীদাস মহাদেও প্রসাদ ১২৪। শ্যামচাঁদ বসু ১২৫। কালী গোপাল মজুমদারের স্ত্রী ১২৬। গণেশ টিমবার ওয়ার্কস ১২৭। নিশাচরণ ঘোষ ১২৮। রমানাথ পাঁড়ে ১২৯। উপেন্দ্রনাথ রক্ষিতের মাতা ১৩০। ফকির চাঁদ কুন্ড্রা ১৩১। মুন্নালাল সুরেকী ১৩২। গৌরচন্দ্র তালুকদার ১৩৩। জগন্নাথ গুরুত্ত ১৩৪। সুরেন্দ্রনাথ কুণ্ডু ১৩৫। বিজয়রাজ শিবদৎ রায় ১৩৬। জলধর বলরামোহন ১৩৭। কালাচাঁদ ধাত্রিকা নাথ সাহা ১৩৮। রায় গুপ্ত কোং ১৩৯। সত্যনারায়ণ গুলরাজ ১৪০। পুকাশবল আনন্দ রায় ১৪১। পাণ্ডব বৃধা। ১৪২। কুঞ্জবিহারী বিশ্ব ১৪২। উপেন্দ্রনাথ শিকদারের মাতা ১৪৩। বিশ্বেশ্বরী ঘোষ ১৪৪। কৃষ্ণিরাম মিত্র। ১৪৫। বৈদ্যনাথ নন্দী ১৪৬। হরনীকান্ত পাল ১৪৭। রামলাল পাল ১৪৮। রাইবাহন পোদ্দার ১৪৯। হত্যাপ্রকাশ অধিকারী ১৫০। সন্তোষ কুমার মল্লিক ১৫১। রামলাল ঘোষ ১৫৩। বিজয়চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ১৫৩। ব্রজলাল তুলারাম। ১৫৪। নাথমল তনসুক।

১৲ দেড় টাকা হিসাবে ৩ জন ৪॥০ টাকা

১। শ্রীযুত ভবতারণ ভাদাড়া। ২। ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষ। ৩। হরিপদ সেন।

১।০ হিসাবে ৩ জন ৩৸০

১। শ্রীযুত শম্ভুনাথ রুদ্র। ২। গঙ্গাদীন সা। ৩। কৈলাসচন্দ্র দে।

১৲ টাকা হিসাবে ৪০৮ জন ৪০৮৲ টাকা

১। শ্রীযুত যগেন্দ্রনাথ দে সরকার। ২। প্রমিলাসুন্দরী বিশ্বাস। ৩। শ্রীশচন্দ্র দাসাধিকারী। ৪। নয়নানন্দ ব্রহ্মচারী। ৫। সৌদামিনী ঘোষ। ৬। মদনমোহন পট্টনায়ক। ৭। মুকুন্দবিহারী অধিকারী। ৮। চন্দ্রকান্ত বসু। ৯। হরিচরণ অধরচন্দ্র বৈদ্য সাহা। ১০। কৃষ্ণচন্দ্র সামন্ত। ১১। মতিলাল সাহা। ১২। পশুপতি আঢ্য। ১৩। কৃষ্ণমোহন রায়। ১৪। কে, ডি বাগচী। কুঞ্জবিহারী ঘোষ। ১৫। বিপিনবিহারী মিত্রের স্ত্রী। ১৬। পটলেশ্বরী। ১৭। ক্ষিতির সাধু খাঁ। ১৮। কমলকৃষ্ণ শেঠ। ১৯। যুগলকিশোর মল্লিক। ২০। বিজয়কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। ২১। রাধাকিষন্ মাড়োয়ারী। ২২। রতনলাল শ্যামরতন। ২৩। কালেক্ত দাস গোপীকিশন। ২৪। হীরালাল এণ্ড সন্স্। ২৫। রামরায়াল সমাদার। ২৬। অনাথবন্ধু মণ্ডল। ২৭। নির্ব্বাসকুমার রবীন্দ্রনাথ মণ্ডল। ২৮। হৃষীকেশ হাজরা। ২৯। মতিলাল পাল। ৩০। ম্যানেজার দামোদর হংসরাজ। ৩১। যতীন্দ্রনাথ দাঁর মাতা। ৩২। রামধন দাস ঠাকুর দাস। ৩৩। মুরলী ধর হীরন। ৩৪। রামপ্রসাদ দুর্গাপ্রসাদ। ৩৫। হরিধন গাঙ্গুলী। ৩৬। গোবিন্দ রাম তারা চাঁদ। ৩৭। তিলক চাঁদ মণ্ডলা। ৩৮। অমল চাঁদ মল্লালাল। ৩৯। নবকৃষ্ণ দাস গোপেশ্বর প্রসাদ। ৪০। অর্জ্জুনচন্দ্র বিজয়চন্দ্র গুড়।

৪১। কৃষ্ণদেব দাশী। ৪২। এস্, পি, দে। ৪৩। মদনমোহন বসুশ্রী প্রসাদ। ৪৪। ক্ষীরোদপ্রসাদ পাইন। ৪৫। অনাথনাথ মণ্ডলের স্ত্রী। ৪৬। কালীনাথ চক্রবর্ত্তী এণ্ড সন্স। ৪৭। নবদ্বীপচন্দ্র দত্ত। ৪৮। মোহিনীমোহন রায়মোহন রায় চৌধুরী। ৪৯। রাইচরণ দেব নাথ। ৫০। রামগোপাল এণ্ড সন্স। ৫১। পান্নালাল দাস। ৫২। রাধাগোবিন্দ মল্লিক। ৫৩। হরনাথ সিং। ৫৪। অনাথবন্ধু জানা। ৫৫। মহেন্দ্রচন্দ্র সেন। ৫৬। মহেন্দ্র পাইন এণ্ড কোং। ৫৭। রমণচন্দ্র দাস। ৫৮। শ্যামাচরণ মিত্র। ৫৯। শম্ভুচরণ সিং এণ্ড কোং। ৬০। বিনোদ এণ্ড কোং। ৬১। পূর্ণচন্দ্র কুণ্ডু। ৬২। হরনারায়ণ পাল। ৬৩। রজনীকান্ত নলিনীকান্ত সেট। ৬৪। হরিদাস দত্ত। ৬৫। ঘোষ এণ্ড কোং। ৬৬। রসিকলাল পাখারী। ৬৭। গোপীনাথ মণ্ডল। ৬৮। অতুলকৃষ্ণ সাধু খাঁ। ৬৯। শ্যামাপদ বসু। ৭০। ছনলাল চাঁদ আঢ্য। ৭১। আর, এম্, ইসরিল। ৭২। বিজয়কুমার আঢ্য। ৭৩। লপটলাল উমুকচাঁদ। ৭৪। প্রতাপ পাদুলী। ৭৫। গণপৎরাও ওকার মল। ৭৬। বৃন্দাবনচন্দ্র সাহা। ৭৭। গোবিন্দচন্দ্র সেন। ৭৮। রাধানাথ অধিকারী। ৭৯। বসন্তচরণ বসন্তকুমার রায়। ৮০। প্রতাপচন্দ্র সেন এণ্ড ব্রাদার্স। ৮১। কানাইলাল সেনগুপ্ত। ৮২। জীবনকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়। ৮৩। শ্রীমন্ত সাধু খাঁ। ৮৪। মহেন্দ্রনাথ সাহা। ৮৫। যতীন্দ্রমোহন সাধু খাঁ। ৮৬। জ্ঞানদাচরণ চক্রবর্ত্তী। ৮৭। মোহিনীমোহন রায় চৌধুরী। ৮৮। পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়। ৮৯। বিহারীলাল দে, গোষ্ঠবিহারী নন্দী। ৯০। রেবতচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। ৯১। রাধিকালাল মদনলাল। ৯২। সত্যচরণ কুণ্ডায়। ৯৩। অরণচন্দ্র দাস। ৯৪। নবকৃষ্ণ আঢ্য। ৯৫। যোগেন্দ্রনাথ দত্ত ৯৬। হরিশচন্দ্র রামকানাই ভুঞ্যা। ৯৭। পদ্মাদীন সা। ৯৮। হরলাল কুণ্ডু। ৯৯। মাধবচন্দ্র ভুঞ্যা। ১০০। পূর্ণচন্দ্র সাহা। ১০১। বিনোদবিহারী সাহা। ১০২। অক্ষয়কুমার সাহা। ১০৩। জানকীনাথ সাহা। ১০৪। কাত্যায়নী গ্রোয়। ১০৫। তারাপদ ঘোষ। ১০৬। সত্যচরণ চক্রবর্ত্তী। ১০৭। গোকুলচন্দ্র দে। ১০৮। স্বামী সিদ্ধার্থ। ১০৯। সূর্য্যকান্ত জানা। ১১০। রামপদ জানা। ১১১। হরিসাধন মণ্ডল। ১১২। মুকুন্দ মণ্ডল। ১১৩। রাধিকালাল মুখোপাধ্যায়। ১১৪। চন্দ্রকান্ত দে। ১১৫। প্রেমকুমার সাহা। ১১৬। নলিনমোহন বোড়াল হরিমোহন দাস। ১১৭। মধুরামোহন চৌধুরী। ১১৮। কৃষ্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। ১১৯। চারুচন্দ্র গুহ। ১২০। হরেন্দ্রনাথ দাস। ১২১। বিশ্বেশ্বর সন্ন্যাসী। ১২২। যজ্ঞেশ্বর সাহা। ১২৩। সুরেশচন্দ্র কুণ্ডু। ১২৪। যোগেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। ১২৫। গোপালচন্দ্র দে। ১২৬। তিনকড়ি পাল। ১২৭। শম্ভুনাথ দত্ত। ১২৮। পঞ্চানন সাধুখাঁ। ১২৯। ভুবনচন্দ্র সাধুখাঁ। ১৩০। পূর্ণচন্দ্র পাল। ১৩১। রসিকলাল দত্ত। ১৩২। ব্রজবন্ধু মল্লিক। ১৩৩। কানাইলাল দত্ত। ১৩৪। অতুলচন্দ্র পাল। ১৩৫। জহরলাল আঢ্য। ১৩৬। মতিলাল দত্ত। ১৩৭। বিপিনচন্দ্র ধর এণ্ড কোং। ১৩৮। ঈশানচন্দ্র দে। ১৩৯। বিহারীলাল পাল। ১৪০। কনকচন্দ্র সর্ব্বাধিকারীর মাতা। ১৪১। কালীলাল শীল। ১৪২। জগৎতারণ দাস। ১৪৩। শৈলেন্দ্রনাথ সরকার। ১৪৪। সাতকড়ি মুখার্জ্জী। ১৪৫। মধুসূদন কুণ্ডু। ১৪৬। হরিচরণ কুণ্ডা। ১৪৭। গিরীশচন্দ্র দে। ১৪৮। নক্ষত্রচন্দ্র পাল। ১৪৯। কবিরাজ হরিমোহন গুপ্ত। ১৫০। কানাইলাল কোলে। ১৫১। এম, এন, মল্লিক। ১৫২। নগর দাস ভাই চাঁদ। ১৫৩। নলিনাক্ষ ভা। ১৫৪। অভয়চরণ দে। ১৫৫। ভূষণচন্দ্র পাল। ১৫৬। গোকুলচন্দ্র ধর এণ্ড সন্স। ১৫৭। কানাইলাল দত্ত। ১৫৮। বিহারীলাল কুণ্ডু। ১৫৯। পরমেশ্বর সাহা। ১৬০। যোগেশচন্দ্র ঘোষ। ১৬১। মতিলাল আশ। ১৬২। তারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য। ১৬৩। অবিনাশচন্দ্র ঘোষ। ১৬৪। নদের চাঁদ গ্রাম গুরু। ১৬৫। হর্ষচন্দ্র আঢ্য। ১৬৬। নীরোদবরণ দে। ১৬৭। বলাই চাঁদ শীল। ১৬৮। অজেন্দ্রনাথ দে এণ্ড কোং। ১৬৯। অমূল্যচন্দ্র দত্ত। ১৭০। হরিচরণ দে। ১৭১। উদয় চাঁদ জানকীনাথ দত্ত। ১৭২। শ্যামলাল সেন। ১৭৩। কার্ত্তিকচন্দ্র সেন। ১৭৪। কালীচরণ চন্দ্র এণ্ড সন্স। ১৭৫। কানাচাঁদ মল্লিক। ১৭৬। কার্ত্তিকচন্দ্র সেন। ১৭৭। বাহাদুর রায়। ১৭৮। সাহেবলাল রায়। ১৭৯। শিবপূজন রায়। ১৮০। ব্রজেন্দ্রকুমার ঘোষ। ১৮১। কৃষ্ণবিহারী রায় চৌধুরী। ১৮২। কনকচন্দ্র পাল। ১৮৩।

রাইচরণ সুবর্ণর সাধু খাঁ। ১৮৪। দ্বারকানাথ দাস। ১৮৫। কেশবলাল ভেটীয়া। ১৮৬। অশ্বিনীকুমার চক্রবর্ত্তী। ১৮৭। উপেন্দ্রনাথ সাহা। ১৮৮। বিনোদ নাথ বসু। ১৮৯। গোষ্ঠবিহারী মল্লিক। ১৯০। যতীন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী। ১৯১। কুঞ্জলাল দে। ১৯২। হরিমোহন ঘোষ। ১৯৩। পূর্ণচন্দ্র দে। ১৯৪। অমল-কুমার নাগ। ১৯৫। জগবন্ধু শেঠ। ১৯৬। হরিদাস মণ্ডল। ১৯৭। গোবর্দ্ধন পাল। ১৯৮। পূর্ণচরণ শেঠ। ১৯৯। অক্ষয়কুমার শেঠ। ২০০। নকুলেশ্বর ভট্টাচার্য্য। ২০১। তারাপদ ঘোষ। ২০২। নলিনীলাল ঘোষ। ২০৩। গিরিশচন্দ্র তুঙ্গ। ২০৪। পুলিনচন্দ্র সাহা। ২০৫। শিব-চন্দ্র সাহা। ২০৬। সুরেশচন্দ্র গুহ। ২০৭। সেবনাথ কালীনাথ চৌধুরী। ২০৮। ছকড়ি রামরতন। ২০৯। মন্মথনাথ পাল। ২১০। রসিকলাল দত্ত। ২১১। ডাক্তার যদুনাথ মণ্ডল। ২১২। নলিনীনাথ ভট্টাচার্য্য। ২১৩। দশরথ সাহা। ২১৪। ভুষ্টলাল সাহা। ২১৫। অক্ষয়কুমার সাহা। ২১৬। জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায়। ২১৭। শ্রীকৃষ্ণ বিশ্বাস। ২১৮। যদুনাথ সাহা। ২১৯। সুরেন্দ্রনাথ সরকার। ২২০। কাঙ্কি ভাই। ২২১। কৃষ্ণ বাবু। ২২২। গিরিজা-প্রসন্ন সেন কবিরাজ। ২২৩। নগেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী। ২২৪। পূর্ণচন্দ্র বসু। ২২৫। জগদানন্দ সাধু। ২২৬। বঙ্কবিহারী সাহা। ২২৭। ভাকুলাল ভোড়। ২২৮। চন্দ্রনাথ কুণ্ডু। ২২৯। বিপেন্দ্রকুমার চন্দ্র। ২৩০। হরেন্দ্রনাথ বসাক। ২৩১। শ্যামকান্ত হরিনাথ সাহা। ২৩২। সেখ এলাহি বক্স মিস্ত্রী। ২৩৩। হরিচরণ সাধু খাঁ। ২৩৪। শ্যাম-পদাবক ঠেরী। ২৩৫। বিনোদীলাল সাহা। ২৩৬। দুর্গা-চরণ কাপুড়িয়া। ২৩৭। রজনাথ দে। ২৩৮। প্রসিক-লাল চৌধুরী। ২৩৯। শ্যামধন দ্বারিকানাথ সাহা। ২৪০। হরিমোহন অনন্তলাল পাল চৌধুরী। ২৪১। শ্রীনাথ মাখনলাল চৌধুরী। ২৪২। অন্নদাপ্রসাদ বেরা। ২৪৩। নগেন্দ্রনাথ বসু। ২৪৪। পরেশচন্দ্র সরকার। ২৪৫। অভয়-লাল দে। ২৪৬। জনার্দ্দন বিনোদ কুণ্ডু। ২৪৭। ললিত-মোহন কমিমোহন কুণ্ডু। ২৪৮। মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ২৪৯। কেদারনাথ ঘোষ। ২৫০। অশ্বিনীকুমার বিশ্বাস। ২৫১। অশ্বিনীকুমার দত্ত। ২৫২। সেবনারায়ণ গোকুলা-নন্দ প্রামাণিক। ২৫৩। নটবর ঘোষ। ২৫৪। চন্দ্রশেখর ঘোষ। ২৫৫। রাজেন্দ্রলাল পাল চৌধুরী। ২৫৬। জগদ-বন্ধু, গৌরচন্দ্র শ্রীনাথ সাহা। ২৫৭। শ্যামলাল গোদ্দার। ২৫৮। রজনীকান্ত কবিরাজ। ২৫৯। শরৎচন্দ্র সাহা। ২৬০। রেবতীধর ব্রজাগেশ্বর রায়। ২৬১। সুরেন্দ্রনাথ বসু খাঁ। ২৬২। হলধর শ্রীনিবাস সিকদার। ২৬৩। সাধুচরণ কর্ম্মকার। ২৬৪। ভুবনমোহন নাথ লালন। ২৬৫। পরীক্ষিৎচন্দ্র নাথ লালন। ২৬৬। পূর্ণচন্দ্র নাথ। ২৬৭। রাজেন্দ্রচন্দ্র নাথ। ২৬৮। সত্যচরণ চট্টোপাধ্যায়। ২৬৯। ডি, এন, গুপ্ত এণ্ড কোম্পানী। ২৭০। অক্ষয়-নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ২৭১। কালীকিঙ্কর মুখোপাধ্যায়। ২৭২। রাখালচন্দ্র দত্ত। ২৭৩। গোকুলচন্দ্র সিংহ। ২৭৪। সুরেন্দ্রনাথ দেব। ২৭৫। রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য। ২৭৬। সুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। ২৭৭। জ্ঞানকীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ২৭৮। ত্রিকমজী জীবন দাস। ২৭৯। গঙ্গরী নারায়ণ। ২৮০। শ্রীকিশন। ২৮১। সুশীলচন্দ্র আচার্য্য। ২৮২। দ্বারিকানাথ অধিকারী। ২৮৩। গুপেন্দ্রকৃষ্ণ রায়। ২৮৪। মধুসূদন বন্দ্যোপাধ্যায়। ২৮৫। আশুতোষ লাইব্রেরী। ২৮৬। রাইমোহন রায় চৌধুরী। ২৮৭। হরেন্দ্রকুমার সাহা। ২৮৮। যোগেন্দ্রভূষণ মৈত্র। ২৮৯। বিমলকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়। ২৯০। পি, কে, ঘোষ। ২৯১। গোষ্ঠ-বিহারী বিশ্বাস। ২৯২। মধুরামোহন সাহা। ২৯৩। শ্যাম-চরণ কুণ্ডু। ২৯৪। গুরুচরণ গোপ। ২৯৫। মনোমোহন দীনানাথ গোদ্দার। ২৯৬। রসিকলাল গোদ্দার। ২৯৭। হরলাল রজনীকান্ত কুণ্ডু। ২৯৮। দীনবন্ধু কুণ্ডু। ২৯৯। রাজকুমার কুণ্ডু। ৩০০। পূর্ণচন্দ্র সাহা। ৩০১। মধুরা-মোহন সতীশচন্দ্র সাহা। ৩০২। সূর্য্য মণ্ডল। ৩০৩। যদুনাথ সাহা। ৩০৪। কৃষ্ণপ্রসাদ গুরুচাঁদ সা। ৩০৫। ভোলানাথ গোদ্দার। ৩০৬। বিপিনচন্দ্র রায়। ৩০৭। অভয়চন্দ্র, পূর্ণচন্দ্র, শরৎচন্দ্র রায়। ৩০৮। ত্রৈলোক্যচরণ রাজমোহন সাহা। ৩০৯। শ্যামলাল চণ্ডিচরণ সাহা। ৩১০। হরিচরণ বিদ্যাধর গোদ্দার। ৩১১। জগবন্ধুচন্দ্র রাখালচন্দ্র সাহা গোদ্দার। ৩১২। গোলোকচন্দ্র গোবিন্দ-চন্দ্র সাহা। ৩১৩। রামরতন-গঙ্গাধর গোদ্দার।

ক্রমশঃ

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গো জয়তঃ।

গৌড়ীয়

তৃতীয় খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার ২৩শে শ্রাবণ ১৩০২, ৮ই আগষ্ট ১৯২০ | ৫০শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ।

অনাদি কাল হইতে কাল তরঙ্গ অবিরাম গতিতে প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে। প্রত্যনুপল, অনুপল, বিপল, পল, দণ্ড, প্রহর, দিবা, রাত্র, দিবস, পক্ষ, মাস, বর্ষ, যুগ, মন্বন্তর, কল্প, ব্রহ্মায়ু—এইক্ষণে—খণ্ড কালের পর খণ্ডকাল অপার পয়োধিবক্ষে, পবন হিল্লোলে, প্রবাহের পর প্রবাহের মত, একের অনুক্রমে অন্য আসিয়া দেখিতে দেখিতে কোথায় চলিয়া যাইতেছে। ঘণ্টাদি খণ্ডকালগুলি অখণ্ড কালের অংশ কল্পনা মাত্র। অখণ্ডকাল অবিচ্ছেদে বহমান।

নাগরদোলিনী স্রোতস্বিনীর-সবেগ প্রবাহ যেমন কূল-ভূমিকে কোথাও ক্ষয়, কোথাও বৃদ্ধি করে; কতদূরবর্তী মহীরুহকেও উৎপাটন করিয়া, কত ভূধর মহীধরের দৃঢ় অঙ্গেও গভীর রেখা-পাত করিয়া, আপন পথে বহিয়া যায়;—এই সর্ব্বগতি কাল প্রবাহও তেমনি এই ক্ষতিক্ষণ পরিণামী সংসারের প্রতি মুহূর্ত্তে কত পরিবর্ত্তন ঘটাইয়া কত নূতনকে পুরাতন করিয়া, কত নবীনকে নয়নপথে আনিয়া আবার কত বয়কে কঠোর করে; নয়নের অন্তরালে অপসারিত করিয়া, অদৃশ্যায় করিয়া চলিয়াছে।

তবে, এই কাল, তাহাই কাল, যে কালতরঙ্গাঘাতে ধরিত্রীকে তুলিয়া, কালবিপ্লুত কৈতবে মজিয়া, কেবল কাম-কর্দ্দমেই মগ্ন হইয়া আছে; মনোমোহে মায়ামরীচিকার জল অন্বেষণে জীবনপাত করিতেছে! অহো! কি শোচনীয় জীবন তাহার! এই কালপ্রবাহ প্রতিক্ষণে তাহার কি অমূল্য ধন অলক্ষ্যে অপহরণ করিয়া, অতি দ্রুত তাহাকে নিঃস্ব করিয়া ফেলিতেছে।

অনন্তর মোহের আবরণে, কোথাও বা সর্ব্বনাশী ভাগ্য-বাদের মহাস্বপনে, লক্ষ্যহারা সে, আত্মহারা সে, আপন অবস্থা বুঝিতে পারিতেছে না; অনুভব হইতেছে না,—এমন অমূল্য জীবন,—প্রয়োজন সাধনের এমন পরম দুর্লভ সুযোগ কিরূপে কত বিফলকর্ম্মে কেমন অপব্যয় হইয়া যাইতেছে। হায়,—হায়,—হায়,!—এ বিষয়ে একবার চিন্তা করিবারও অবকাশ নাই!

কিন্তু, কালকে জয় করিয়াছেন তিনিই, যিনি "অবার্থ কালত্ব" সাধনের দ্বারা স্বীয় অমূল্য জীবনকে অটৈতব কৃষ্ণ-সেবায় সার্থক করিতে পারিয়াছেন ; যাঁহার জীবনের একটী মুহূর্ত্তও বিফল বিষয়-সেবায় ব্যর্থ হয় নাই। ইহা যত তাড়াতাড়ি করিতে পারা যায় ততই মঙ্গল। নিখিলরসামৃতমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণ: ন ঈহতে ॥

"গৌড়ীয়" পত্রের আর একটী বৎসর আজ পূর্ণ হইল। গৌড়িত-চৈতন্য ভাগবত ধর্ম্মের, শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রচারিত বিশুদ্ধ ভাগবত বৈষ্ণব সিদ্ধান্তের, অবিমিশ্র কৃষ্ণ কথামৃত রসের অমর অবার আকাঙ্ক্ষাবহন এই শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকা সংখ্যার চতুর্থ বর্ষে প্রবেশ করিবেন। নববর্ষে গৌড়ীয় আরও সৌন্দর্য্যমণ্ডিত হইয়া বর্দ্ধিত কলেবরে প্রকাশিত হইতে থাকিবেন।

গত রঙ্গলবার হইতে শ্রীমঠে মাসব্যাপী শ্রীভগবান্ ও ভক্তের আবির্ভাব মহামহোৎসব আরম্ভ হইয়াছে। বহুস্থান হইতে ভক্তমণ্ডলী আগমন করিতেছেন। পরিব্রাজকাচার্য্য পাদ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদতীর্থ মহারাজ ও শ্রীমদ্ভক্তি সারঙ্গ গোস্বামী মহোদয় বারাণসী, লক্ষ্ণৌ, কাণপুর, উনাও, নৈমিষারণ্য সীতাপুরের বিভিন্ন গ্রাম প্রভৃতি স্থানে শ্রীগৌর সুন্দরের শুদ্ধভক্তি কথা প্রচার করিয়া কলিকাতা শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। সকলেই শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা শুনিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের গভীরতা ও সর্ব্ব শ্রেষ্ঠতা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন। শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজকে স্থানে স্থানে ইংরাজী ও হিন্দী ভাষায় শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত ব্যাখ্যা করিয়া তত্রত্য অধিবাসিগণের শ্রীচৈতন্যচরিত সুধা দান করিতে হইয়াছিল। "পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম। সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম ॥

--এই ভগবদ্ বাক্য অনুযুক্ত হউন ॥

(শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমী)

(১)

সুর-পুর-তরু-নব-কুসুম-সুবৃষ্টি
বিদি দিশি প্রকটিত-সুষমিত-সৃষ্টি।
সকল-সুচিত-কৃত-নব-জগদিষ্টি
শুভদিনমুপগতমাভিনব-সৃষ্টি ॥

(২)

বসতি বসিত-পতি-দিনকর-তনয়া
কমল-বিমল-পদ-যুগ-ভূতি-প্রণয়া।
মুকুল-পবন-হৃত-নিজ-জল-কণিকা
ধরতি হৃষিত-চয়মুচিত-বিনয়া ॥

(৩)

কুসুমিত-পুলকিত-তট-তরু-নিকরঃ
স্বত-নিজ-তনু-পত-রত-ভব-প্রিয়করঃ।
নয়ন-রমণ-নব-জল-ধর-রুচিরং
বিভি-নব ইহ পুনরভিলষতি চিরম্ ॥

(৪)

সুরভি-মুদিত-শত-চল-মধুপ-কুলং
পথি পথি বিলসতি বিকসিত-বকুলম্।
শ্রবণমপি বচয়তি পুর-জন-বনিতা
পুনরিহ সমুদিত-প্রভু-পত-চরিতঃ ॥

(৫)

"জয় জয়" নিনদতি-নিখিল-দিগন্তে
কাকুতি-নিয়ত-হত-জলদ-প্রশান্তে।
জাগতি সকল-হৃদি প্রমদ-নিভরে
উদয়তি 'তব-পতিরতি-শুভ-নগরে ॥

(৬)

বিরত-হরহি-শুকতর-পরিতাপঃ
সপদি বিলয়-পদ-গত-যুগ-পাপঃ।
পরম-পুরুষ-পদ মিলন-প্রসঙ্গঃ
শুক-তরিরনঘত-বিষয়-তরঙ্গঃ ॥

(৭)

সুতপসবনিতনয়িতমতিপুণ্যাঃ
পতিত-পবন-হরি-পদ-রজ-ধন্যম্।
তরতি চ শুচিহি মতি-ঘৃণ-ভক্তঃ
শ্রবণ-মনন-জপ-ভজন-নিযুক্তঃ ॥

(৮)

তিমির-হরণ-তম-জগদ-নিকুঞ্জে
নিয়ত-নিয়ম-রতি-মধুকর-পুঞ্জে।

অবিধিরূপ প্রবর্ত্তিত স্বভাবিরুদ্ধ ব্যাপার
অনিবর্ত্তমানত্ব ন পর-ব্রহ্ম-ধামম্ ॥
শ্রীশচীন্দ্রচন্দ্র ন্যায়রত্নাকর-সাংখ্য-বেদান্ত তীর্থ।
৬২। ৫। ১। এ গীডন ষ্ট্রীট্। শ্রীমাধবায়ুর্ব্বেদ ঔষধালয়॥

পাতঞ্জল দর্শন

(পূর্ব্বানুবৃত্তিক্রমে)

এই সমাধিই মুক্তি বা কৈবল্যের সাধক। ইহার সিদ্ধিতেই আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক এই ত্রিবিধ দুঃখেরই নিবৃত্তি হয় এবং দুঃখনাশস্বরূপ মোক্ষানন্দ বা কৈবল্য লাভ হয়।

তাৎপর্য্য এই যে কর্ম্মসঙ্কল্পীর প্রথমে অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য ও অপরিগ্রহ এইরূপ পাঁচটি যম এবং শৌচ, সন্তোষ, তপঃ, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর প্রণিধান এই পাঁচটি নিয়ম অভ্যাস করিবেন। তদ্দ্বারা অসৎকর্ম্ম পরিত্যক্ত ও সৎকর্ম্ম অভ্যাস হইলে আসন অভ্যাস ও পরে প্রাণায়াম অভ্যাস করতঃ জিতশ্বাস হইবে। পরে সমস্ত বিষয়নিবৃত্তিরূপ প্রত্যাহার অভ্যাস করিয়া জিতশ্বাস ব্যক্তি শ্রীবিষ্ণুমূর্ত্তির ধ্যান ও পরে ধারণাভ্যাস করিবে। পরে চিত্ত নিশ্চল হইলে সমাধি করিবে। সমাধি লাভ হইলেই সর্ব্বদুঃখ পরিহার ও কৈবল্য লাভ হইবে। ইহাই জীবের চরম প্রয়োজন। পতঞ্জলি ঋষিকৃত যোগদর্শনের ইহাই সংক্ষেপ বিবরণ।

এই মতের নিরসন ও সাঙ্খ্যমত নিরসনের ন্যায় জানিতে হইবে। গৌড়ীয় ৩য় খণ্ড ১৩ সংখ্যা "সাঙ্খ্য-দর্শন" প্রবন্ধ দেখ। সাঙ্খ্যমতোক্ত প্রকৃতি পুরুষের ভেদ জ্ঞানদ্বারা যেরূপ মুক্তি হইতে পারে না, সেইরূপ পাতঞ্জলোক্ত অষ্টাঙ্গ যোগদ্বারাও স্বরূপোপলব্ধি হইতে পারে না।

এই দর্শনে কথিত হইয়াছে যে ক্লেশ, কর্ম্ম, বিপাক ও আশয় হইতে অপরামৃষ্ট পুরুষই ঈশ্বর। সেই ঈশ্বর কেবল-স্বরূপ। তাহা, কৈবল্য লাভ করিয়া অনেক জীব পরমেশ্বর কি সম্বন্ধে থাকে এবং ঐ ঈশ্বরই বা তখন জীব সম্বন্ধে কি করেন—এতৎ সম্বন্ধে এই যোগশাস্ত্র নিরুত্তর।

তবে কি আমাকে বুঝিতে হইবে যে এই ঈশ্বর একটি কল্পিত পুরুষ-বিশেষ? সাধনকালেই তাহার প্রয়োজন, পরে তাহার সহিত আর সাক্ষাৎ হইবে না। তাহা হইলে যে সকল জীব কৈবল্য লাভ করে, তাহারাই বা অনেক হইলে কৈবল্য কিরূপে হইল?

যদি এরূপ সিদ্ধান্ত হয় যে, ঈশ্বর একটি অবস্থা বিশেষ, সেই অবস্থায় জীবসমূহ লয় হয়। তাহা হইলে ত ঈশ্বর-সাযুজ্যবাদে আসিয়া পড়িল। যদি বল তাহাতেই বা দোষ কি? তদুত্তরে ইহাই বক্তব্য যে, অদ্বৈতবাদের সহিত যখন ইহার কোন পার্থক্যই থাকে না তখন একমত দুই নামে প্রচারের আবশ্যকতা কি?

সুতরাং যোগশাস্ত্র ভক্তিবিরুদ্ধবাদ বলিয়া গ্রহণ করাই কর্ত্তব্য। পরমেশ্বরের জ্ঞান ও ধ্যানাদি মুক্তির অঙ্গ সকলই, মোক্ষ সাধক—ইহাই শ্রুতির সিদ্ধান্ত। ভক্তি ভিন্ন মুক্তি হয় না, এ বিষয়ে যুক্তির ও অসদ্ভাব নাই। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—

যমাদিভির্যোগপথৈঃ কাম-লোভহতো মুহুঃ।
মুকুন্দ-সেবয়া যদ্বত্তথাত্মাদ্ধা ন শাম্যতি॥
বিদ্যাতপঃপ্রাণনিরোধমৈত্রী
তীর্থাভিষেকব্রতদানজপ্যৈঃ।
নাত্যন্তশুদ্ধিং লভতেঽন্তরাত্মা
যথা হৃদিস্থে ভগবত্যনন্তে॥
বিক্ষিপ্যমানেন্দ্রিয়বাযুচিত্তযান মনস্তরপং
হ ইহ যত্তি যন্ত্র মতিলোলনৃপাযথিদঃ।
বাসনসত্তাত্বিতাঃ সমবহায় গুরোশ্চরণং
বণিজ ইবাজ সন্ত্যকৃতকর্ণধারা জলধৌ॥

শ্রীনিশিকান্ত সেবশর্ম্মা মৌলিক
ধ্যানবাদ।

সমস্যা।

বাজন ক'রে দিনে রেতে,
ভ্রান্ত বন্ধু হওনা তুমি।
না জানি কা'র অনুরাগে,
ব্যস্ত সদা আকাশ ভূমি॥
রোদে পোড়' জলে ভিজ',
দারুণ শীতে কাঁপতে থাক'।
বলিহারি সাধন তোমার,
তুমি সবার প্রাণাধিক'॥
কেউ তোমারে দেখিনিক',
তুমি সবই দেখতে থাক'।
(অন্ন) প্রামাণিক প্রমাণ তুমি,
প্রত্যক্ষ কেউ দেখিনিক'॥
(যদন) ভীম ভৈরব রুদ্র তেজে,
প্রলয় হুঙ্কার দিতে থাক'।
সাগর ক্ষেপে লাফিয়ে উঠে,
মূর্ত্তি ধরে' সংহারক'॥

আবার,

শান্ত তুমি, মধুর তুমি,
নূতন পদ্ম কোমল অতি।
যেন "ঘুম পাড়ানি মাসী পিসী",
শিশুকালের মধুর স্মৃতি॥
মহান্ তুমি উদার তুমি,
ত্যাগী বড়ই তুমি ওগো।
তোমার তরে প্রাণ রেখেছি,
শেষের দিনে অর্ঘ্য দিব'॥

শ্রী এন্ বি, বি।

সমাজের ব্যাধি।

(পূর্ব্বানুবৃত্তিক্রমে)

আমি—কিন্তু এ প্রাণ হীন জাতির মৃতদার মূল্য কতটুকু মহাশয়?

পঃ মঃ—কি আপনি রঘুনন্দনের ন্যায় মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতের ব্যবস্থাকে প্রাণহীন জাতীয় বলিতে চাহেন? এ স্পর্দ্ধা অসহনীয়।

আমি—আচ্ছা আপনি নিরপেক্ষ বিচারে তাহাদিগকে কি বলিতে চাহেন। তাহারা যে কর্ম্মকাণ্ড স্থাপনা করিয়া তাহার উপর সমাজের ভিত্তি নির্ম্মাণ করিয়াছেন, সেই কর্ম্মকাণ্ডের লক্ষ্য কি?

পঃ মঃ—কেন ধর্ম্ম; অর্থ ও অবশেষে মোক্ষ।

আমি—কাম কথাটি বাদ দিলেন কেন মহাশয়? আর ধর্ম্ম ও অর্থ বলিতে আপনারা যাহা বুঝিতেছেন তাহা কামেরই নামান্তর নহে কি? মোক্ষের বিষয় পরে বিচার্য্য।

পঃ মঃ—হ্যাঁ তাহা বটে তবে ধর্ম্ম ও অর্থ ভোগবৃত্তিমূলক হইলেও তাহার মধ্যে সদসৎ বিচার আছে?

আমি—কিন্তু সত্যবস্তুকে বাদ দিয়া সদসৎ বিচারের মূল্য কি তাহাও ঐ কামনাপুরীষেরই শ্রীষ্ঠ ওপিঠ নহে কি? কিন্তু এইরূপে যে শাস্ত্র সমাজকে জড়ীয় কর্ম্মের কামোন্মত্ততায় বদ্ধ করিয়া রাখেন সে শাস্ত্রবিধিপরিচালিত জীবন প্রতিষ্ঠা লোলুপ ও ভোগপর ছাড়া আর কি হইতে পারে? তাই আপনাদের দেওয়া ব্যবস্থায় সমাজের আজ এই পরিণতি এবং 'যার শীল যার নোড়া তারি ভাঙ্গি দাঁতের গোড়া' নামক গ্রাম্য ছাড়াবচনে সমাজ আজ আপনাদের উপরেই তার ধন ও প্রতিষ্ঠার দায়িত্বতা আরি করিতে তৎপর। এইরূপ নিরীশ্বর স্মৃতি চালিত হইয়া এই সমাজ ঈশ্বর-বিমুখ অনৈতিক সমাজে পরিণত হইয়াছে।

পঃ মঃ—এ সব আপনি কি বলিতেছেন। পাঁচ পাঁচটা দেবতা উপাসনার ব্যবস্থা যে স্মৃতি দিয়াছেন তাহা আপনি নিরীশ্বর বলিতে চাহেন?

আমি—আচ্ছা দেবতারা কি বস্তু?

পঃ মঃ—কেন তাহারা জীবের ভাগ্য বিধাতা, মঙ্গল দাতা, তাহাদের কৃপাতেই জগৎ চলিতেছে। কই দেখুন ভোগাভিলাষী শক্তির উপাসনা করিবে, মঙ্গল লাভ করিতে হইলে গণেশের উপাসনা করিতে হয়, মোক্ষদাতা শিব রহিয়াছেন এবং ধর্ম্ম লাভের জন্য সূর্য্য উপাসনার ব্যবস্থা আর

সকলের উপর বিষ্ণু সব কাজ জোগাইবেন। ইহা ছাড়া জীবনে আর কি চান মহাশয়?

আমি—আজ্ঞা সে কথায় কি ভুল আছে! তবে দেখিতেছি ইহারা সকলেই আমায় বাঁচিয়া থাকার ভাবে-সারিতেই নিযুক্ত। অর্থাৎ পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে এই ধরায় ভোগ যখন আমি যাহাতে করিতে পারি তাহারি সুবিধা করিতে যেন ইহারা ব্যস্ত। কিন্তু "চাচা-আপন বাঁচা" ভাবাবলম্বনে যখন সকলেই নিজের নিজের প্রাণের জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠেন এবং দেবতারাও আসিয়া তাহাতে যোগ দেন তখন জড়ীয় শক্তির আধিপত্যে সমাজের এই পরিণতি হয়। কিন্তু শুধু এইরূপ বাঁচিয়া থাকিয়া কি লাভ বলিতে পারেন?

পঃ মঃ—আপনি দেখছি বড় বাড়াবাড়ি সুরু করিলেন। চারিদিকে লোক জমিয়া গিয়াছিল। পরাজয়ের আশঙ্কায় পণ্ডিত মহাশয় সরিয়া পড়িবার ফাঁক খুঁজিতে লাগিলেন।

আঃ—কিন্তু আপনি পণ্ডিত মানুষ দর্শনশাস্ত্রাদিও অধ্যয়ন করিয়াছেন তাই আপনাদের দেখিলে শাস্ত্র প্রতি-পাদ্য উদ্দেশ্য ও প্রয়োজন সম্বন্ধে দুই একটা প্রশ্ন স্বভাবতঃই জাগিয়া উঠে।

পঃ মঃ—কেন উদ্দেশ্য মুক্তি এবং প্রয়োজন 'জ্ঞান'।

আমি অর্থাৎ জীবনের ভাঙ্গা গড়া ও সুখ দুঃখের হাত হইতে ছুটী পাওয়া এবং নিজকে জানা এইত?

পঃ মঃ—হাঁ তাহাই।

আমি—রাগ করিবেন না; একটা ছোট রকমের প্রশ্ন করিব আজ্ঞা যে শাস্ত্রে শুধু কি করিয়া বাঁচিয়া থাকিব ইহাই শিখায় এবং যে শাস্ত্রের শুধু জীবনের ভার হইতে ছুটী পাওয়াই উদ্দেশ্য তাহাদের উভয়ের মধ্যে কি সম্বন্ধ থাকিতে পারে বলিতে পারেন?

পঃ মঃ—সৎ কর্ম্মের দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ না হইলে জ্ঞান ও মুক্তির অধিকার জীবের কি করিয়া হইবে?

আঃ—কিন্তু আপনাদের স্মৃতিশাস্ত্র নিষিদ্ধ সকাম কর্ম্মের সহিত শুষ্ক মুক্তিধর্ম্মের আচার্য্যেরা জ্ঞানকাণ্ডের কোন অঙ্গাঙ্গিসম্বন্ধ নির্দ্দেশ করিয়াছেন কি? না একটাকে ব্যবহারিক ও অপরটি পারমার্থিক নাম দিয়া চির-বিচ্ছিন্ন করিয়া দিয়াছেন।

পঃ মঃ—হাঁ তাহা করিলেও তাঁহারা বলেন যে বর্ণা-শ্রমানুযায়ি কর্ম্মানুষ্ঠান না করিলে কেহ জ্ঞানরাজ্যে প্রবেশ করিতে পারেন না।

আমি—এ ব্যবস্থার মানে কি তাহা বুঝিলাম না। ইহা দ্বারা ফাঁকি দিয়া মানুষকে কর্ম্মী করান হয় নাকি? এবং এই ফাঁকির হাতে পড়িয়াই না আজ সমাজ পারমার্থিক সত্তা হইতে একেবারে বিচ্যুত হইয়া শুধু আচারসর্ব্ব দুর্ব্বল ও মূর্খতার ক্রীড়া ক্ষেত্র হইয়া পড়িয়াছে। এবং সেখানে শুধু আসুরিক অহঙ্কারের আধিপত্য।

পঃ মঃ—কিন্তু ইহাই ত হিন্দুধর্ম্মের সনাতন ব্যবস্থা।

আমি—হাঁ ইহা তথা কথিত হিন্দুধর্ম্মের ব্যবস্থা হইতে পারে কিন্তু সনাতন নহে। যাহা সনাতন তাহা কখনও জীবকে আংশিক সত্তা মিথ্যার গোলোক ধাঁধায় ফেলে না, তাহার নির্দ্দেশ সরল ও সুন্দর এবং শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি সাম্বত শাস্ত্র সেই পন্থাই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা—

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।
অহৈতুক্যাপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি।

ভগবৎ সেবাই সকল অবস্থাতে সমস্ত বর্ণে ও সকল আশ্রমে জীবের একমাত্র ধর্ম্ম এবং ইহা দ্বারাই লোক পরাশান্তি লাভ করিবে। নিত্য বাস্তবসত্যের সহিত নিজ সম্বন্ধ ভুলিয়াই না জীব জ্ঞানকাণ্ড ও কর্ম্মের নিগড়ে আবদ্ধ হইয়া পড়ে এবং নানাবিধ অবান্তর কাল্পনিক ধর্ম্মের সৃষ্টি করে। ফলে লাভ হয় মায়ার বৈকুণ্ঠ্য। শাস্ত্রশিরোমণি ভাগবত তাই বলিয়াছেন—

নেহ যৎ কর্ম্মধর্ম্মায় ন বিরাগায় কল্পতে।
ন তীর্থপাদ-সেবায়ৈ জীবন্নপি মৃতো হি সঃ।

যাহা কিছু মানুষ করিবে তাহা ভগবৎ-সেবা উদ্দেশ্য করিয়াই করিলে সত্য সত্য বাঁচিয়া থাকার সার্থকতা হয়। কারণ জীব ভগবানের নিত্যদাস তাহার একমাত্র কৃত্য ভগবৎ-সেবা এবং সেই সেবা উদ্দেশ্যে যাহা করা যায় তাহাই ভক্তি। ভক্তির মধ্যেই আমরা তথাকথিত আধ্যাত্মিক ও

ব্যবহারিক জীবনের অপূর্ণ মিথ্যা সম্বেদন দেখিতে পাই যথা ভাগবতে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন।

যৎ কর্ম্মভির্যত্তপসা জ্ঞান বৈরাগ্যতশ্চ যৎ।
যোগেন দান-ধর্ম্মেণ শ্রেয়ো ভিরিতরৈরপি॥
সর্ব্বং মদ্ভক্তিযোগেন মদ্ভক্তো লভতেঽঞ্জসা।

অর্থাৎ জ্ঞান কর্ম্ম বৈরাগ্য যোগ তপোদানের দ্বারা যাহা লাভ হয় কি ভক্তিকল্পতরু হইতে তাহা মানুষ পাইয়া থাকে এবং এই ভগবৎ-সেবারূপ জীবের স্বরূপগত নিত্য ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়াই ভারতের আর্য্যসমাজ একদিন সর্ব্ববিধ উন্নতির চরমশিখরে অধিষ্ঠিত ছিল। ভাগবত মহাভারত হইয়াছিল। নিত্য সাধুত শাস্ত্রে চিরদিনই তারস্বরে ঘোষিত হইয়াছে ঈশ্বরবিমুখ ভগবৎসেবাশূন্য অজৈব সমাজের শান্তি ও শৃঙ্খলা ভেল মাত্র। আর নির্ব্বিশেষ মায়াবাদির কল্পনায় ঈশ্বর জড়ীয় ভোগের দাস মাত্র।

হায়রে মহামায়ার খেলা!

বর্ষ-বিদায়।

পূর্ণ সময়, পূর্ণ গমনে
যাও কি গো আজি চলিয়া?
চিত্তকলকে চিত্র কত যে
রে'খে গেলে তুমি আঁকিয়া!
তপ্ত হৃদয়ে স্নিগ্ধ করুণা
দিলে কত স্নেহে ঢালিয়া;
ধন্য মানিতে দিব্য আলয়
দেখা'লে তুমিই ডাকিয়া!
ক্ষিপ্ত আমি গো, দীপ্ত হুতাশে
পড়িয়া অকূল সাগরে,
ভগ্ন তরীতে মগ্ন হইতে
ছিলাম কাঁদিয়া কাতরে!
মৃত্যু-বিকাশে অগ্রে আসিয়া,
তুমিই ধরিলে তুলিয়া,
গৌর-জনের নিত্য অভয়
দিলে পদ-তরু আনিয়া!

ধন্য আমি হে, গণ্য সেবকে
গউর-জনের চরণে,
বর্ষপ্রবর, স্পর্শে তোমারি;
রবে স্মৃতি গাঁথা মরমে!
গৌরসেবায় সার্থক তুমি,
'গৌড়ীয়'-পথে আসিয়া;
কাল অতীত নিত্য নিলয়ে
যাও চরিবলে নাচিয়া!

কবি কৃষ্ণামৃত। শ্রীরূপপুর।

বিকার বিষ-সুধা।

[২]

দাস ও প্রভু।

(এই প্রবন্ধগুলি শ্রীযুক্ত রাধারমণ সরকার মহাশয় প্রমুখ লেখকগণের বিশেষ প্রয়োজনীয় হইলেও অপর পাঠকগণের দৃষ্টান্ত জন্য লিখিত।)

প্রাকৃত লোকে প্রাকৃত বুদ্ধিতে আমরা 'দাস' বলিতে বড় হীন পরনী জ্ঞান করি। প্রভু হইতে দাসকে অনেক অপদস্থ ও হীন দেখি। প্রাকৃত পক্ষে প্রাকৃত দাস ও প্রভুর পার্থক্য এইরূপই বটে। কিন্তু ত্রিগুণাতীত, অপ্রাকৃত প্রেমরাজ্যে দাস ও প্রভু এ-রূপ নহেন। তথায় কৃষ্ণ ও কৃষ্ণদাসগণ কেমন, কি ভাবে নিত্যলীলাপর, তাহাই আজ বলিব।

প্রথম কৃষ্ণ এবং কৃষ্ণদাসগণ কি তত্ত্ব তাহা বলি। একমাত্র পূর্ণতম তত্ত্ব, সকলের মূল কারণ, সকলের অধিষ্ঠান আশ্রয়, শ্রীকৃষ্ণ। যে অব্যক্ত অনির্দ্দেশ্য বস্তুজীবের কল্পিত ধারণায় ব্রহ্ম বা অক্ষরাধিষ্ঠের কূটস্থ চৈতন্য অপর সকলেরই উদয় ও বিলয় স্থান, সেই বৃথা যুক্তাভিমানী বস্তুজীবের পরিমিত ব্রহ্ম বা কূটস্থ চৈতন্যের ও প্রতিষ্ঠা শ্রীকৃষ্ণ। ঐ চৈতন্যস্থ চিন্ময়বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণেরই অঙ্গকান্তি। শ্রীকৃষ্ণই সকলের অধিষ্ঠান প্রভু, স্বয়ং ভগবান্। অন্য সকলেই, অর্থাৎ কি স্থাবর কি নিত্যসিদ্ধ সমস্ত সত্তাই অযোগজ

শ্রীকৃষ্ণের দাস বা দাসী, সেবক বা সেবিকা। ইহা নিখিল-বেদাদি-শাস্ত্র সম্মত অবিসংবাদিত সিদ্ধান্ত। সকল শাস্ত্রেই কৃষ্ণকে বা পরেশকে একবাক্যে স্বীকৃত হইয়াছে,—

"কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।"

সুতরাং, জীবাদি একাংশে অনন্ত চিদ্‌বিলাস বৈভব বিভিন্ন উচ্চাবচ সত্ত্ব—সকলেই যে তাঁহার সেবক, বা হওন, তাহাও স্বতঃই সর্ব্বত্র সুপ্রতিষ্ঠিত সারবত্ত্ব। সেখন সিদ্ধান্ত শিরোমণি শ্রীপ্রভু ইহা তারস্বরে ঘোষণাও করিতেছেন ;—

বলিতেছেন ;—"এক কৃষ্ণ সর্ব্বসেব্য জগৎ ঈশ্বর।

আর যত সব তাঁর সেবকানুচর॥" (আদি, ৬ষ্ঠ, ৮১)

শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ংরূপ, কিম্বা একান্ত সেবাবত সকলেই তদ্‌ভাব প্রাপ্ত ভক্তবৃন্দ। তাঁহারা সকলেই তৎকল্প। তিনি তাঁহাদিগকে আত্মা হইতেও প্রিয়তর দেখেন এবং আপনা হইতেও অধিক সম্মানের আসন দান করেন। বলেন,— (শ্রীভাঃ ১১ । ১৯ । ২১)।

"আত্মবঃ পরিচর্য্যায়াঃ সর্ব্বাসামপি সত্তমম্।

মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা সর্ব্বভূতেষু মন্মতিঃ॥"

এই অমূল্য বাক্যে তিনি তাঁহার প্রিয়তম ভক্ত ও সখা উদ্ধবকে বলিতেছেন,—"হে উদ্ধব, সমাকৃতরূপে আমার পরিচর্য্যার যত জন অপেক্ষা যিনি আমার ভক্তের পূজা, ভক্তের পরিচর্য্যা করেন ; তিনি সর্ব্বভূতে আত্মরূপী আমাকেই উদ্দেশ করিয়া সকলকেই যথাযোগ্য সম্মানাদি প্রদান করেন ; আমি তাঁহাকেই শ্রেষ্ঠ ভক্ত জ্ঞান করি।"

ক্রমশঃ

শ্রীগৌড়ীয় মঠের আয়-ব্যয়-তালিকা।

৪৩৮ শ্রীচৈতন্যাব্দ, সন ১৩৩১ সাল।

শ্রীজন্ম-মহোৎসব, শ্রীবিগ্রহ ও সাধুসেবা এবং প্রচারাদি উপলক্ষে আয়-ব্যয়।

আয়ের তালিকা

পূর্ব্বানুবৃত্তিক্রমে

মজেন্দ্রচন্দ্র সাহা। ৩১৫। রাধিকামোহন বনবিহারী সাহা। ৩১৬। ললিতমোহন বৃন্দাবন সাহা। ৩১৭। গৌরমোহন শশীমোহন কুণ্ডু। ৩১৮। যদুনাথ কুণ্ডু দালাল। ৩১৯। সুরেন্দ্রনাথ দত্ত। ৩২০। কৃষ্ণচন্দ্র সনাতন পাল। ৩২১। রাধাবল্লভ সাহা। ৩২২। বরদাকান্ত চন্দ। ৩২৩। আশুতোষ বসুবিহারী রায়। ৩২৪। নিবারণচন্দ্র ঘোষ। ৩২৫। ক্ষেত্রমোহন কুণ্ডু। ৩২৬। রাইচরণ সাহা। ৩২৭। ব্রজনাথ জানকীনাথ পাল। ৩২৮। গোপালচন্দ্র নিয়োগী। বেণীমাধব দাস। ৩২৯। আশুপ্রসাদ কুণ্ডু। ৩৩০। রতনচন্দ্র কয়াল ও কুঞ্জলাল সাহা। ৩৩১। যোগেন্দ্রনাথ চন্দ। ৩৩২। অমিতকুমার রায়। ৩৩৩। মেহলতা সিংহ। ৩৩৪। সুবোধচন্দ্র ঘোষের মাতা। ৩৩৫। মনোরঞ্জন দাসের স্ত্রী। ৩৩৬। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঘোষের মাতা। ৩৩৭। সুরেন্দ্রনাথ বেরা। ৩৩৮। রাখালচন্দ্র ঘাটা। ৩৩৯। কিশোরীমোহন ঘাড়া। ৩৪০। শৈলেন্দ্রনাথ দাস সরকার। ৩৪১। সতীশচন্দ্র ব্রহ্ম। ৩৪২। অশ্বিনীকুমার সরকার। ৩৪৩। উমেশচন্দ্র দত্ত। ৩৪৪। রামকৃষ্ণ রক্ষিত এণ্ড সন্স। ৩৪৫। মহানন্দ দত্ত। ৩৪৬। জীতেন্দ্রনাথ নন্দন। ৩৪৭। সনাতন ব্রহ্মচারী। ৩৪৮। নন্দেরচাঁদ বেরা। ৩৪৯। গৌরচন্দ্র দলাধিকারী। ৩৫০। কার্ত্তিকচন্দ্র দাস। ৩৫১। সরৎচন্দ্র রক্ষিত। ৩৫২। মন্মথ সন্তোষ কুমার শ্রীমানী। ৩৫৩। মহম্মদ হোসেন। ৩৫৪। মদনগোপাল শ্রীমানী। ৩৫৫।

নফরচন্দ্র শ্রীমানী। ৩৫৬। প্রমথনাথ দাস। ৩৫৭। ফটিক চন্দ্র রক্ষিত। ৩৫৮। চারুচন্দ্র পাল গণেশ রায়। ৩৫৯। হরদৎ রায়। ৩৬০। সাধনচন্দ্র শ্রীমাণি। ৩৬১। শ্যামলাল পাল চৌধুরী। ৩৬২। অবিনাশচন্দ্র দত্ত। ৩৬৩। সেখ নবিউল্লা হাসিউল্লা ৩৬৪। কানাইলাল কুণ্ডু ৩৬৫। ঈশানচন্দ্র কুণ্ডু ৩৬৬। বিজয়চন্দ্র পাল এণ্ড সন্স ৩৬৭। মুরলীধর এণ্ড সন্স ৩৬৮। উপেন্দ্রনাথকুমার ৩৬৯। উদয়চন্দ্র বিশ্বাস ৩৭০। হীরালাল কুণ্ডু ৩৭১। লক্ষ্মী নারায়ণ রেক্সলৌড় ৩৭২। ললিতমোহন চাটার্জ্জি ৩৭৩। উমানাথ তন্ত্রনিধি ৩৭৪। যামিনীকান্ত মিত্র ৩৭৫। শৈলবালা মিত্র ৩৭৬। হরিপদ চৌধুরী ৩৭৭। কুমারেন্দ্র চন্দ্র ঘোষ ৩৭৮। কর্ণধর সাহা ৩৭৯। গিরিবালা ঘোষ ৩৮০। প্রমথ বাবুর স্ত্রী ৩৮১। নেপালচন্দ্র সেট্ ৩৮২। কানাইলাল গৌরীশঙ্কর ৩৮৩। মোহনলাল সিংহ ৩৮৪। এম, এস, বসু ৩৮৫। হেমচন্দ্র কুণ্ডু ৩৮৬। কালাদী চরণ ভাওয়া মিহিরলাল খাঁ ৩৮৭। নরেন্দ্রনাথ ঘোষ ৩৮৮ ঈশ্বরচন্দ্র গঙ্গাপ্রসাদ পাল ৩৮৯। রামব্রহ্ম মৃধা ৩৯০। হরিপদ নাগ ৩৯১। সত্যচরণ চাটার্জ্জি ৩৯২। রাজেন্দ্র কে সরকার ৩৯৩। ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৯৪। অনুকূলচন্দ্র মিত্র ৩৯৫। রাজেন্দ্রকুমার দে সরকার ৩৯৬। গোপালচন্দ্র নাস্কি ৩৯৭। সুরেন্দ্রনাথ বেরা ৩৯৮। গোপী নাথ চট্টোপাধ্যায় ৩৯৯। বঙ্কুবিহারী দাসাধিকারী ৪০০। দ্বিজেন্দ্রনাথ অধিকারী। ৪০১। অঘোরনাথ ঘোষ। ৪০২। কুঞ্জবিহারী ঘোষ ৪০৩। শরচ্চন্দ্র ঘোষ। ৪০৪। কুঞ্জবিহারী ঘোষ ৪০৫। রতনচন্দ্র সাব্ খাঁ ৪০৬। কিশোরী মোহন সাহা ৪০৭। যশোদা লাল ৪০৮। যোগেন্দ্রনাথ মিত্র

আত্মিক সাহায্য

১।	শ্রীযুক্ত রাসবিহারী ব্রহ্মচারী	১১২৲
২।	অগবন্ধু দত্ত	৭১৲
৩।	শ্রীশচন্দ্র দাসাধিকারী	৭০৲
৪।	কুপেন্দ্রনারায়ণ রায়	৫৬৲
৫।	এন, জি, ঘোষ	৫৬৲
৬।	শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	৪২৲
৭।	নৃসিংহপ্রসাদ নন্দী চৌধুরী	২৬৲
৮।	প্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী	২২৲
৯।	বলাইচাঁদ মল্লিক	১৮৲
১০।	রজনাথী মল্লিক	১৮৲
১১।	সদানন্দ অধিকারী	১৮৲
১২।	কনকচন্দ্র সর্ব্বাধিকারীর মাতা	১৫৲
১৩।	কালিদাস দত্ত	১২৲
১৪।	সুবোধচন্দ্র বসুর মাতা	১২৲
১৫।	যোগেন্দ্রনাথ আঢ্য	১০৲
১৬।	ধীরেশচাঁদ ঘোষ	১০৲
১৭।	শ্রীমতী কুসুমকুমারী দাসী	৯৲
১৮।	যশোমতী বন্দ্যোপাধ্যায়	৮৲
১৯।	রাইকুমুদ দাস	৮৲
২০।	ডাঃ এ, চক্রবর্ত্তী	৮৲
২১।	সতীশচন্দ্র দাস	৭৲
২২।	নৃপেন্দ্রনাথ বসু	ঐ
২৩।	চুনীলাল শীল শ্রীনিবাস ডালমিয়া	ঐ
২৪।	পুলিনবিহারী মণ্ডল	ঐ
২৫।	সুরেশচন্দ্র গুহ ঠাকুরতা	ঐ
২৬।	সত্যপ্রকাশ অধিকারী	৫৲
২৭।	যোগেশচন্দ্র বসু	ঐ
২৮।	বিপিনবিহারী বিশ্বাস	ঐ
২৯।	শ্রীমতী স্নেহলতা সিংহ	ঐ
৩০।	শ্রীমতী প্রমীলাসুন্দরী বসু	৪৲
৩১।	প্রফুল্লচাঁদ বসু	ঐ
৩২।	হরিনারায়ণ নন্দী	৩৲০
৩৩।	কুপেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ	২৸০
৩৪।	শিবকুমার ঘোষ	২৲
৩৫।	দ্বিজেন্দ্রনাথ অধিকারী	ঐ
৩৬।	আশুতোষ মুখোপাধ্যায়	ঐ
৩৭।	পান্নালাল নাগ	ঐ
৩৮।	অটলেশ্বর মুখোপাধ্যায়	ঐ
৩৯।	জিতেন্দ্রনাথ বসু	১৲
৪০।	বিজয়লাল দত্ত	ঐ
৪১।	রাজেন্দ্রলাল দে সরকার	ঐ
		৬৮১৲

চাউল সংগ্রহ

৪/ হিসাবে ৪জন ১৬/ মণ

শ্রীযুক্ত কেশবজী এণ্ড কোং ; গোকুল দাস হংসরাজ, গোবিন্দ রাইস্ মিল্‌স। গোবিন্দলাল বাংরো।

শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র গাঙ্গুলী ৩/ মণ

মাধবলাল ধাড়ুদী ২৷৷০ মণ

২/ মণ হিসাবে ২৩ জন ৪৬/

শ্রীযুক্ত রাধাকিষণ মাড়োয়ারী। রতনলাল রামরতন। ত্রিভুবন হিরাচাঁদ। গঙ্গাধীন দা। সিংহের কর্ণকার। মহেন্দ্রনাথ পাইন। ওমারমল ফুলচাঁদ। পাঞ্জজী সাজাহান এণ্ড কোং। অতুলচন্দ্র দত্ত। ওঙ্কারমল হীরালাল। ঈশ্বরচন্দ্র জানা। মনোহর অনাথবন্ধু দামন্ত। জহরমল টীকমচাঁদ। চন্দনমল অভয়চাঁদ। মনোমোহন কুণ্ডু। টীকমচাঁদ জহরমল। ওমারসি মুলি কোং। পুরুষোত্তম কুণ্ডাগুজি। দীনেন্দ্রকুমার চন্দ। মন্মথনাথ পাল। রায় বাহাদুর যদুনাথ মজুমদার। যামিনীনাথ মণ্ডল। রাজনারায়ণ রায়

১৷৷০ মণ হিসাবে ২ জন ৩/ মণ

শ্রীযুক্ত রামপদায়ক ঠেরী। গণেশচন্দ্র ঘটক।

১৷০ মণ হিসাবে ২জন ২৷৷০ মণ

শ্রীযুক্ত দামোদর হংসরাজ। ত্রিভুবন রামচাঁদ।

১/ মণ হিসাবে ৪৪জন ৪৪/ মণ

শ্রীযুক্ত দয়ালচাঁদ,হরিপদ খাঁ। হীরালাল এণ্ড সন্স। শ্রীকিষণ সিউকিষণ। ক্ষীরোদ প্রসাদ পাইন। হরকমল মাড়োয়ারী। সুধামাধব বানার্জ্জী ও বিকুণ্ঠ মণ্ডল। রাধালচন্দ্র ঘোষ। পূর্ণশশী মণ্ডল ও শ্যাম সুন্দর দাস। রাজগোপাল এণ্ড সন্স। পান্নালাল দাস। পূর্ণচন্দ্র দত্ত, নিতাই চন্দ্র দাস। রাইচরণ রাউত ও রাধাগোবিন্দ মল্লিক। অনাথবন্ধু জানা। নয়ানশি কোয়ারা এণ্ড কোং। অনাথ নাথ মণ্ডল। নির্ব্বাস কুমার রবীন্দ্রনাথ মণ্ডল। উপেন্দ্রনাথ মণ্ডল। রসিক লাল পাথারী। শিবকৃষ্ণ রায়। অতুলচন্দ্র সাহু খাঁ। গণ্টু লাল উলুকচাঁদ। অমৃত লাল মিত্র। এ, সি, পাল। শ্রীমন্ত চন্দ্র দাস। অন্নদা প্রসাদ দত্ত। কৃষ্ণমোহন রায়। গোপীনাথ মণ্ডল। সুরেশচন্দ্র শুর। পাঁচুগোপাল দত্ত। দীনবন্ধু হরচন্দ্র বলরাম সাহা। নিলাম্বর সাহা। প্রসন্নকুমার, নন্দকুমার সাহা। আনন্দ শশীমোহন রায়। গোপাল কৃষ্ণ মদনমোহন রজেশ্বর সাহা। সূর্য্যকুমার গুরুচরণ সাহা। সৌরেন্দ্রনাথ মিত্র। মতিলাল জিজোদিয়া। সীতানাথ পান্নালাল দাস। পান্নালাল দাস। হরিপদ সেন। হরিচরণ সাহু খাঁ। রাধানাথ ব্রজলাল সাহা। দীননাথদাস। রাধা নাথ।

কে, ডি, বাগ্‌চী এণ্ড কোং ৸০

৷৷০ হিসাবে ১০ জন ৫/

শ্রীযুক্ত যামিনীকান্ত কুণ্ডু। মোশাজী হোসেন ইস্‌মাইল। হোসেন আহম্মদ ইসমাইল। হরনাম সিং। উমাশঙ্কর সুকুল, কালিকা প্রসাদ সাউ। পূর্ণচন্দ্র সাধু খাঁ। শিবচন্দ্র গৌরচন্দ্র রায়। রাধানাথ দীননাথ পাল। গোলকচন্দ্র গঙ্গারাম পাল। মন্মথনাথ সমাদ্দার।

।৫ হিসাবে ৬ জন ২।০

শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচন্দ্র কালীচরণ ঘোষ। গঙ্গাসাগর সাহা। রামকৃষ্ণ দেবনারায়ণ, শশীভূষণ সাহা। রামকৃষ্ণ মদন কুমার সাহা। বিপিন বিহারী নন্দী। রামলাল সমাদ্দার। গুরুচরণ সূর্য্য সাহা ।২৷৷০

১০ সের হিসাবে ১৫ জন ৩৸০

শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ দাস। উপেন্দ্রনাথ দত্ত। বনমালী পাল। মন্মথনাথ পাল। হরিপদ ঘোষ। মোহিনী মোহন রায় এণ্ড ব্রাদার্স। অতুলকৃষ্ণ পাখিরা। মণিমোহন রায় মোহন পোদ্দার। চন্দ্রনাথ আনন্দমোহন সাহা। পার্ব্বতী চরণ দাস। জীবনকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। প্রমথনাথ দে। সুশীলচন্দ্র লক্ষ্মীকান্ত নন্দী। বিষমলাল বালারাম। জহরী সাহা।

/৭৷ ০ হিসাবে ৫জন ৸৩৷৷০

শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ দাস। জগবন্ধু রাধাগোবিন্দ সাহা। হরি মোহন ব্রজমোহন সাহা। কৃষ্ণচন্দ্র গোবিন্দচন্দ্র সাহা। অনন্ত বিহারী শ্যামসুন্দর সাহা।

/৫ সের হিসাবে ১৭জন ২/৫

শ্রীযুক্ত হরিদাস মণ্ডল ভীমচন্দ্র খাঁ। বিপিন বিহারী

নন্দী। রাধাগোবিন্দ বিশ্বাস। ভুবন খাঁ। কালী প্রসাদ সরকার। বদনাথ মাকিন্দ। হাজি এব্রাহিম কাশিম। গিরিজানাথ খাঁ। কৃষ্ণনাথ ভট্টাচার্য্য। মৌজিলাল সাউ। কর্ণী সা। নায়ক সা। মাওল সা। লম্পাট সা। রামকিষণ সা। নিত্যানন্দ সাহা। হরিচরণ সাধু খাঁ।

শ্রীযুক্ত বাসিরাম তমলুক রায় /৩৸০

/২৷৷০ সের হিসাবে ৮জন ৷৷০

শ্রীযুক্ত ব্রজনাথ পাল। রামধনী। রামগোপাল সা। বদরী সা। ছাতারী সা। হৃষীকেশ সা। মাখন লাল গৌরচন্দ্র পাল। বিপিন বিহারী দাস।

বালেশ্বর সা /১৷০

পুচরা ৩৷০

ডাল সংগ্রহ।

শ্রীযুক্ত বলভদ্র রাম বিহারী লাল ১০/

" পান্নালাল দাস ২/

" মাখন লাল হে রমানাথ নন্দী ১৷০

" মাখন লাল ঘোষ ৸০

৷৷০ সের হিসাবে ৩জন ২৷৷০

শ্রীযুক্ত ভগবান সা। গঙ্গাধীন সা। নরেন্দ্রনাথ কোঙার।

শ্রীযুক্ত রমা প্রসাদ নায়ক ৷৫

শ্রীযুক্ত মথুরা সিং ১২৷০

৷০ সের হিসাবে ৭জন ১৸০

শ্রীযুক্ত ভগবতী চরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। গণেশচন্দ্র আশ। পরমেশ্বর ঘোষ। চন্দ্রগোবিন্দ সা নারায়ণ রাম। মতিলাল কালীপদ সাধু খাঁ। মতিলাল আলুনী। নগেন্দ্রনাথ মণ্ডল।

/৭৷৷০ হিসাবে ২জন ৷৫

শ্রীযুক্ত রামবিলাস। হরিদাস ঘোষ।

" জহরমল কেসন /১

/৫ সের হিসাবে ৯জন ১/৫

শ্রীযুক্ত মধুসূদনাথ পাল। হরিদাস আলুনী। গোবরাম সিং। গোবর সা। রঘুনাথ রামনাথ। পরমেশ্বর ঘোষ। সত্য চরণ কুণ্ডু। পূর্ণচন্দ্র কুণ্ডু। রামচন্দ্র ঘোষ।

/২৷০ সের হিসাবে ৪জন ৷০

শ্রীযুক্ত দিগম্বর মাহোতাগী। লোহং সা। সুজন সা। বস্তকল্প দোবে।

/১৷০ সের হিসাবে ২জন /২৷৷০

শ্রীযুক্ত সুখলাল সা। মোবলাল সা।

" রামবিচ পাল /১

মসুরদা সংগ্রহ

শ্রীযুক্ত মতিলাল পরমেশ্বর ঘোষ

বরেন্দ্রনাথ মল্লিক

বিষ্ণুচরণ দে

মিছরী

শ্রীযুক্ত হরিদাস ভট্টাচার্য্য /২৷০

মহাবীর কোং /১

আলু সংগ্রহ

শ্রীযুক্ত যামিনী কান্ত সিংহ ৩৷০

সুদর্শন রায় ১৷৷০

শ্রীমন্ত দাস ৷৷০

নিবারণচন্দ্র দাস ১৷৷

১১ সের হিসাবে ২জন ৷২

১। শ্রীযুক্ত নবকুমার ভৌমিক। ২। কালীমোহন ভৌমিক।

৷০ সের হিসাবে ৩জন ৸০

১। শ্রীযুক্ত মথুরানাথ ঘোষ। ২। কৃষ্ণচন্দ্র সাহা। ৩। নবদ্বীপচন্দ্র দাস।

/৬ সের হিসাবে ২জন ৷২

১। শ্রীযুক্ত রাধিকামোহন ঘোষ। ২। চন্দ্রকান্ত ভৌমিক।

/৫ সের হিসাবে ১৯জন ২৷৫

১। শ্রীযুক্ত নকরচন্দ্র সরকার। ২। রাইমোহন ফণিভূষণ সাহা। ৩। বিষ্ণুপদ ঘোষী। ৪। রসিক লাল সরকার। ৫। নিবারণ চন্দ্র সরকার। ৬। কৈলাসচন্দ্র ঘোষ। ৭। প্রসন্ন কুমার দে। ৮। উমেশচন্দ্র বেরা। ৯। নগেন্দ্র নাথ ঘোষ। ১০। রাইমোহন ভৌমিক। ১১। নৃত্য

গোপাল বসু। ১২। রমণীমোহন ঘোষ। ১৩। রাজ মোহন রায়। ১৪। বিপিন বিহারী সরকার। ১৫। অমর চন্দ্র মিত্র। ১৬। কামিনী কুমার নাগ। ১৭। বিশু কৃষ্ণ ভৌমিক। ১৮। অক্ষয় রাজ। ১৯। মোহান্তক ভৌমিক।

রসিক লাল

তৈতল সংগ্রহ

।৮ সের হিসাবে ৩জন ১।৪

১। শ্রীযুক্ত বলাইচাঁদ সাধু খাঁ। ২। নিত্যানন্দ সাহা এণ্ড কোং। ৩। ভগবান দাস মদন লাল।

শ্রীযুক্ত বিধিচাঁদ বিহারীলাল ।৭৷৹

" হরিবল্লভ গোপীরাম ।৭

" ললিত মোহন নন্দী ।৫

" চুনীলাল শীল শ্রীনিবাস ডালমিয়া ।৩

।৯ সের হিসাবে ৩জন ৸৹

১। শ্রীযুক্ত নটবর দেওয়ান। ২। ক্ষেত্রমোহন সাধু খাঁ। ৩। বিনোদ বিহারী সাধু খাঁ।

/৭৷৹ সের হিসাবে ৩জন ৷২৷৹

১। শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ চক্রবর্ত্তী। ২। নন্দ রাম মোর কেশব দত্ত। ৩। চুনীলাল শীল।

/৫ সের হিসাবে ১০জন ১।০

শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী দত্ত। উমাচরণ সাহুখাঁ, হরিচরণ গড়াই। প্রাণকুমার সুরেন্দ্রনাথ পাল চৌধুরী। ক্ষেত্রমোহন দে এণ্ড কোং। গোষ্ঠবিহারী চট্টোপাধ্যায়। গণেশচন্দ্র ঘোষ। সুরেশচন্দ্র গাঙ্গুলী। যশোদানন্দন সামন্ত। উত্তমচরণ দে ও, গোষ্ঠবিহারী পাল। বেচারাম শ্যামাপদ ভট্টাচার্য্য।

শ্রীযুক্ত ভবানীচরণ ঘোষ /৪

" বিধিচাঁদ রামদয়াল /৩৷৹

/২৷৹ সের হিসাবে ৭ জন ।৭৷৹

শ্রীযুক্ত সন্ন্যাসীচরণ আঢ্য। যোগেশচন্দ্র সামন্ত। মতিলাল ঘোষ। রাজকৃষ্ণ কর। পার্ব্বতীচরণ কুণ্ডু। বি, সি, নন। দয়ালচাঁদ সাধু খাঁ।

/১৷৹ সের হিসাবে ২ জন /২৷৵

১। শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র প্রামাণিক। ২। কবিরচন্দ্র সরকার এণ্ড সন্স।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সাধু খাঁ

অসলা সংগ্রহ

জিন্না

/১৷৹ সের হিসাবে ২ জন /২৷৹

১। শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দত্ত। ২। কবিরচন্দ্র দত্ত।

/৷৵৹ হিসাবে ৩জন /৸৵৹

১। শ্রীযুক্ত হীরালাল দত্ত। ২। বিষ্ণুপদ চক্রবর্ত্তী। ৩। আশুতোষ ভট্টাচার্য্য।

/৷৹ সের হিসাবে ১০ জন /৫

১। শ্রীযুক্ত নটবর দাহা। ২। হরিশচন্দ্র ধাঁ। ৩। কৃষ্ণচন্দ্র দত্ত।৷৹। সত্যচরণ কুণ্ডু। ৫। গোপালচন্দ্র কুণ্ডু। ৬। শ্যামধন ধাঁ। ৭। শ্রী বিনোদবিহারী দে। ৮। অনন্তহরি বন্দ্যোপাধ্যায়। ৯। কেদারনাথ ঘোষ। ১০। শ্যামধন ধাঁ।

/১/৹ হিসাবে ৩ জন /৸৵৹

১। শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ অমূল্যধন পাল। ২। ত্রৈলোক্য নাথ সামন্ত। ৩। হীরালালদত্ত।

প্রেমে সং

শ্রীযুক্ত অমূল্যধন পাল /৫

" ত্রৈলোক্যনাথ সামন্ত /৸৵৹

" সত্যচরণ কুণ্ডু /৴৵৹

ছলুদ সং

শ্রীযুক্ত মধুসূদন ঘোষ /২৷৹

/১৷৹ সের হিসাবে ২ জন /৩

১। শ্রীযুক্ত সীতারাম ছালদার। ২। অখিলচন্দ্র সহদেব ঘোষ।

/১৷০ হিসাবে ৫ জন /৫

১। শ্রীযুক্ত কালীপদ রায়। ২। হীরালাল দত্ত। ৩। হীরালাল দত্ত। ৪। গণেশচন্দ্র ধাঁ।

/৷৵৹ হিঃ ৬ জন /৩৷৹

১। শ্রীযুক্ত আশুতোষ ভট্টাচার্য্য। ২। শ্রীনিবাসচন্দ্র

চন্দ্র। ৩। দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার পাল। ৪। বিভূপদ চক্রবর্ত্তী। ৫। কবিরচন্দ্র দত্ত। ৬। প্রিয়গোপাল মুখার্জী।

/৷৹ হিঃ ৭ জন /৩৷৹

১। শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র কুণ্ডু বিনোদবিহারী দে। ২। নন্দকিশোর। ৩। শ্যামাপদ কুণ্ডু। ৪। রামলাল ঘোষ। ৫। সচ্চিদানন্দ দত্ত। ৬। অনন্তহরি বন্দ্যোপাধ্যায়। ৭। শ্যামধন পাঁ।

ডাঙ্গা

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায়া ।২৷৹

/৷৵৹ হিঃ ৩ জন /১৸৹

১। শ্রীযুক্ত প্রিয়গোপাল মুখার্জী। ২। অখিলচন্দ্র সহদেব ঘোষ। ৩। বিভূপদ চক্রবর্ত্তী।

৷৹ হিঃ ৩ জন /১৷৹

১। শ্রীযুক্ত সত্যচরণ কুণ্ডু। ২। গোপালচন্দ্র কুণ্ডু, বিনোদবিহারী দে। ৩। কেদারনাথ ঘোষ।

সরিষা /২৷৹

কুমড়া ১টী

আয়ের তালিকা

সংগৃহীত (মফঃস্বল হইতে)	৫১০১৷৵৫
৫০৲ টাকা হইতে ১৲ হিসাবে সংগৃহীত	৩৪০২৸০
মাসিকবৃত্তি	৬৮১৲
উদ্বৃত্ত দ্রব্যবিক্রয়	৫২৸৫
গুচরা ভিক্ষা	৫৯৪১০
প্রণামী	৩৩৭৸৵১০
	১০১৮১৷/১০

খরচের তালিকা

চাউল খরিদ	২০১৸৵১০
বাজার সরকারী ইত্যাদি	২০৭০৸৹
ডাল	১৭৯৸৵১৫
তৈল	১৯৫৷৹
চিনিগুড়	৪৬৭৷৵১৫
ঘৃত	৪০০৸১০
লবণ	১৪৪৹
মসলা	১৬০ ৫
কাষ্ঠ ও করলা	৩৭০৷৵১০
দুগ্ধ	৬৩৸৫
কেরোসিন তৈল	১৮৸৵৪
অঠগৃহওঙ্কাদি	৩৫৩৮৵১০
পারিশ্রমিক	৪৭৪৷৵১৫
পাথের	৪০৮।/৪
মেরামতাদি	৮০৲
ডাক খরচ	৬২।/১০
বিবিধ	১৬৭৸৵৪
পত্র প্রভৃতি মুদ্রাঙ্কণ	২২৸৵০
চিকিৎসা	১৯৭/৪
মহলা	৬১।৹
গতবৎসরের হাওলাৎ শেষ	৪৯৪৫
নগদ অবশিল	৫০৲
	১০১৮১৷/১০

শ্রীপ্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়
শ্রীমধুসূদন বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীহরিপদ বিদ্যারত্ন
শ্রীমুরারিমোহন বিদ্যাভূষণ
শ্রীবিষ্ণুবৈষ্ণবরাজ সভার সম্পাদকগণ।